

^{বিসিএস} বাংলা

প্রথম পত্র ও দ্বিতীয় পত্র

১০ম-৩৪তম বিসিএস-এর প্রশ্ন সমাধান

নতুন সিলেবাসে মডেল প্রশ্ন ও উত্তর সংযোজিত

প্রফেসর'স প্রকাশন



PDF MADE BY MAHBUB OR RASHID

সব ধরনের ই-বুক ডাউনলোডের জন্য

MyMahbub.Com

Syllabus

বাংল	1-	পূৰ্ণমান-২০০
41/1	19	51-11 / / -

প্রথম পত্র; পূর্ণমান ১০০

(সাধারণ এবং টেকনিক্যাল/পেশাগত-উভয় ক্যাডারের জন্য)

পূর্ণমান-১০০	
১। ব্যাকরণ ৫ 🗙 ও ক) শব্দগঠন	s = o
খ) বানান/বানানের নিয়ম গ) বাক্যতন্ধি(প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ ঘ) প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ ঙ) বাক্যগঠন	
২। ভাব-সম্প্রসারণ	2
৩। সারমর্ম	3
৪। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর	

দ্বিতীয় পত্র; পূর্ণমান ১০০ (শুধুমাত্র সাধারণ ক্যাডারের জন্য)

পূৰ্ণমান-১০০

১। অনুবাদ (ইংরোজ থেকে বাংলা)	200
২। কাল্পনিক সংলাপ	20
৩। পত্রলিখন	20
৪। গ্রন্থ-সমালোচনা	20
৫। রচনা	80

প্রফেসর'স বিসিএস বাংলা

প্রকাশক : জসিম উদ্দিন	
প্রফেসর'স প্রকাশন	
৩৭/১ বিতীয় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা	330

মূদ্রক : সূবর্ণ প্রিন্টার্স, ৩/ক-খ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা ১১০০ ফোন : ৭১২৪৬৫৩

প্রচ্ছন : রফিক উল্যাহ, দি ডিজাইনার

পরিবেশক: বর্ণালী বইঘর, ৫৩ নীলক্ষেড, ঢাকা ১২০৫ ফোন: ০১৭১২ ২২৩৮৮৩

মূল্য : ৯০০ টাকা

Professor's BCS Bangla	
Published by Jashim Uddin	
Professor's Prokashon, 37/1 (1st Floor)	

Banglabazar, Dhaka 1100 Phone : Office 9584436 Sales Center 7125054, 9533029

Email: pp@professorsbd.com Price: 900,00 Taka

বইটি কেন আপনার জন্য জরুরি

৩৫°তম বিশিএদ থেকে নতুন প্রীক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী বাংলা প্রথম ও ছিতীর পাত্র পরীক্ষা মুই নিমে
৩ ঘণ্টা করে মোট ও ঘণ্টার পরিবর্তে এক নিমে ৪ ঘণ্টার অনুষ্ঠিত হবে। ক্রোনারেল ক্যাভারের
পরীক্ষার্থীনের ২০০ নরের পরীক্ষা ৪ ঘণ্টা একং টেকনিকাল/প্রফোলনাল ক্যাভারের পরীক্ষার্থীনের
১০০ নরেরে পরীক্ষা সিতে হবে ২ ঘণ্টার। নাতুন পরীক্ষা পদ্ধতিতে সময় ক্যানো হলেও কার্য়নিক
সংলাপ, গ্রন্থ-সমাপোচনা, অবুবাদের মতে বিষয়েবলা নিবেনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
অন্যানিক নিনিত পরীক্ষার খন্ড নুলকম পাল নবর ৫০% এবং কোনো বিষয়ে ৩০% নরেরে কয়েছে।
অন্যানিক নিনিত পরীক্ষার খন্ড নুলকম পাল নবর ৫০% এবং কোনো বিষয়ে ৩০% নরেরে কমা
ক্যালার এ বিষয়েবিটকে কম করন্ত বিষয়ে বার্থী কর্মার করা আমানের মাতৃভাষা বলে
আমরা এ বিষয়েটিকে কম করন্ত বিষয়ে বার্থি কর্মার ক্রেরান্তর্ভুক্ত আশানুক্রপ নরর পরিক্ষার প্রক্ষার ক্ষার্থী কর্মার ক্রেরানা নার প্রক্ষার্থী কর্মার ক্রেরানার বার্থী ক্রান্তর্ভ্বার ক্রেরানার করে। তাই নতুন শিলেবাল ও
পরীক্ষা পদ্ধতিক নিকে ওক্সত্ব নিরে পরীক্ষার্থীনের সার্থিক গ্রিহালা পুর্যোগ লক্ষা ক্ষার বিশেষভাবে প্রকাশ
করা হয়েছে 'প্রক্ষেপরা স্থিতি বর্মা কার্য্যা বিরু হারি বর্মা করা ব্যাহাত

যেভাবে বিন্যাস করা হয়েছে বইটি

- ১০ম থেকে ৩৪তম বিসিএস পর্যন্ত সকল প্রশ্নের সমাধান।
- নতুন সিলেবাসের আলোকে ১০ সেট মডেল প্রশ্ন ও উত্তর।
- ব্যাকরণের জটিল বিষয়য়গুলো সহজবোধ্য ও আধুনিক কৌশল, নিয়য়-কানুন ও পর্যাপ্ত উদাহরণের মাধ্যমে উপয়য়াপন।
- তরকত্বপূর্ণ ও দুর্লভ ভাব-সম্প্রসারণ, সারমর্ম, প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ, অনুবাদ, কাল্পনিক সংলাপ, গ্রন্থ-সমালোচনাসহ বহু প্রয়োজনীয় বিষয় অন্তর্ভুক্তি।
- বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিষয়গুলো আলোচনার পাশাপাশি প্রশ্নোব্ররে উপস্থাপন।
- প্রাতিষ্ঠানিক, ব্যবসায় সংক্রান্ত পত্র ও স্মারকলিপি লেখার কৌশল ও পর্যাপ্ত নমুনা।
- নানা বিষয়ের আপডেট তথ্যসমৃদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ ৬০টি প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ বা রচনা ।

প্রফেনর'ন প্রকাশন সব সময়ই পাঠকের স্বার্থ এবং বিভিন্ন শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের সাফল্যের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। তাই বিগত প্রায় দুই দশক ধরে বিসিএল পরীক্ষার্থীদের কাছে প্রফেনর প্রকাশন-এর বইকালা সাফল্যের স্বর্ণমূল হিসেবে বিবেটিত হক্ষে। আমাদের বিশ্বাস, আমাদের প্রকাশিত অদ্যান্য বইরের মতো এ বইটিও আপনাদের সাফল্যের ক্ষেত্র আরো কর্মক্রিভাবে সংয়াভা করনে।



BCS প্রশ্ন ও সমাধান : ১০ম - ৩৪তম

ï	৩৪তম বিসিএস ২০১৪	00
i	৩৩তম বিসিএস ২০১২	22
î	৩২তম বিসিএস ২০১২ (বিশেষ)	20
ī	৩১তম বিসিএল ২০১১	00
1	৩০তম বিসিএস ২০১১	85
1	২৯তম বিসিঞ্জস ২০১০	65
1	১৮তম বিসিএস ২০০৯	60
i	২৭তম বিসিএস ২০০৬	90
ì	২৫তম বিসিএস ২০০৫	po
i	২৪তম বিসিএস ২০০৩	48
ì	২৩তম বিসিএস ২০০১ (বিশেষ)	49
1	१००१ विभिन्न २००१	90
1	২১তম বিসিএস ১৯৯৯	06
1	২০তম বিসিএস ১৯৯৯	৯৬
1	১৮তম বিসিএস ১৯৯৮	66
1	১৭তম বিসিএস ১৯৯৬	205
1	১৫তম বিসিএস ১৯৯৪	200
1	১৩তম বিসিএস ১৯৯২	500
1	১১তম বিসিএস ১৯৯১	270
1	১০ম বিসিএস ১৯৯০	228
		0.00

বাংলা 🕦 প্রথম পত্র; পূর্ণমান ১০০

(সাধারণ এবং টেকনিক্যাল/পেশাগত-উভয় ক্যাডারের জন্য)



•	ماآل	
	বভারযোগে শাখণাঠন বন্দ পার্বাচন বন্দ পার্বাচন বন্দ পার্বাচন বন্দ পার্বাচন বন্দ পার্বাচন বিকলিব সাহায়ে শাখণাঠন বিকলিব সাহায়ে শাখণাঠন	28 28 29 29
4.	বানান/বানানের নিয়ম	79
	বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম	79
	জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুত্তক বোর্ডের বানানবীতি	79
	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্তিত বাঙ্গালা বানানের নিয়ম, ১৯৩%	26
	বাংলা বানানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম	90
	াক্ছু জাটল শব্দের বানান	20
	আরও যেসব শব্দের বানান জানা জরুর	03
	বানান ও ভাষারীতি বিষয়ক শুদ্ধিকরণ	99
	বাক্যন্তদ্ধি/প্ৰয়োগ-অপপ্ৰয়োগ	
	i বাক্রাখন্তি	৩৯
	ণ-তৃ ও ষ-তৃ বিধানঘটিত অলঞ্জি/ ভূল	
	সন্ধিঘটিত ভূল	80
	বচন্যাচত ভুল	0.4
	সুক্রুব ও প্রাবাচক শব্দয়াটত অভান্ধ	88
	অত্যয়খাদত কিছু অন্তন্ধ বাকোর ভান্ধকরণ	84
	বিভক্তিজনিত অতদ্ধি	85
	শ্বশ্বাত প্ৰতান্ধ্	00
	শপ প্রয়োগজানত আদ্ধকরণ	00
	বাক্যের পদক্রমজনিত অন্তদ্ধি	04
	বাংলা একাডোমর প্রামত বাংলা বানানের নিষ্কম	43
		00
	ii. প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ	
	dealizad stologistische von	
	শদের অপপ্রয়োগজনিত ভূল	69
		69
		60
		40
		62
		62
		७२
		98



च .	প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ	55
	বাংলা সাহিত্যের প্রবাদ-প্রবচনের জনপ্রিয়তার কারণ	
	বাক্য দিয়ে প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ	59
	প্রবাদ-প্রবচনের ক্তিপয় নমুনা	24
	বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান : প্রবাদ-প্রবচন	
35	বাক্যগঠন	209
0.	সার্থক বাক্যের লক্ষণসমূহ	220
	বাক্যের গঠনগত দিক	222
	বাক্য পরিবর্তন	
	অর্থানুসারে বাব্যের শ্রেণিবিন্যাস	276
-ortur	ত্থ। ভাব-সম্প্রসারণ। মান ২০ রণ আগোচনা	
न्यापा	সম্প্রসারণ কথাটির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	229
	-সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা	
	সপ্রসারণের প্রক্রিয়া	
	তপর্ণ ভাব-সম্প্রসারণ	
	ু পুণ তাব-ন প্রণান্ধ । ১ অধর্মের ফল হইতে নিষ্কৃতি নাই	
000		
	나는 사람들은 사람들은 아이들은 아이들은 아이들은 얼마나 하는데 아이들이 아니는 아이들이 얼마나 아니는데 얼마나 아니는데 아이들이 아니는데 아니는데 아니는데 아니는데 아니는데 아니는데 아니는데 아니는데	
		. 320
	১১ ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়	. 321
	১২ উত্তম নিশ্চিত্তে চলে অধমের সাথে/তিনি মধ্যম যিনি চলেন তফাতে	. 328
	১৩, এমন অনেক দুঃখ আছে যাকে ভোলার মতো দুঃখ আর নেই	
	১৪় কাক কোকিলের একই বর্ণ/ম্বরে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন	. 320
	১৫. কঠোরতার সঙ্গে কোমলতার সমাবেশ ব্যতীত মনুষ্যচরিত্র সম্পূর্ণতা পায় না	
	১৬. কীর্তিমানের মৃত্যু নাই	
	১৭. কার্পণ্য ও মিতব্যয়িতা এক কথা নয়। এই দুইকে এক মনে করা নিতান্তই ভ্রম	. 25
	১৮, গতিই জীবন, স্থিতিতে মৃত্য	. 25
	১৯, খুমিয়ে আছে শিক্তর পিতা সব শিশুদের অন্তরে	. 751



	ECS. (BE
২০. চরিত্র জীবনের অলংকার ও অমূল্য সম্পত্তি	23
૮૩, જમાપ્ય વધાવાર ભાષા રહ્યાં મા	
<<. wind 11/0	
২০. আবদের জন্য মৃত্যু, মৃত্যুর জন্য জাবন নয়	
ব্রু পার্বার ব্যস্থ বেকে শালানো সহজ, তার সঙ্গে লড়ে জয়া হ্রুফার ক্রমির	300
২৩. অশু ২ক বথা তথা কম হোক ভালো	
২৭. তাম অধ্য, তাই বালয়া আমি উল্লেম চইন না ক্লেন্ড	XXXXX
তে তথ্যতা শহরের তথ্যতা পর্তপার সভারের সভারের প্রকাশি ক্রিয় মানের officer ক্রিয়া সভারের	
৩৭. নাম মানুষকে বড় করে না, মানুষই নামকে বড় করে তোলে	. 206
১৯. প্রীতিহীন হৃদয় আর প্রত্যয়হীন কর্ম দৃই-ই অসার্থক	. 209
৪০. পথ পথিকের সৃষ্টি করে না, পথিকাই পথ সৃষ্টি করে	209
১১. পরিশ্রমই সৌভাগ্যের প্রসৃতি	200
১২. প্রয়োজনীয়তাই উদ্ভাবনের জনক	. ३७४
৩০. পাপীকে নয়, পাপকে ঘূণা কর	८०८
8. বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কহীন জীবন অন্ধ এবং জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিদ্যা পঙ্গু	20%
ে বিদ্যার সাধনা বিষয়কে বিদ্যা পক্ষ্	280
ে বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে অর্জন করতে হয়, গুরু উত্তরসাধক মাত্র	282
৬. বুদ্ধি যার বল তার ৭. বিজ হাজে চিন্তু ক্রম	787
 वन त्यंदक जात्नाशांत जूल जाना यात्र, किंखु जात्नाशांतत प्रम त्यंदक वस जूल त्यंत्रा यात्र सा 	382
০. বন্যেরা বনে সুন্দর; শিশুরা মাতৃত্যোড়ে	280
১. বিশ্রাম কাজের অঙ্গ এক সঙ্গে গাঁথা নয়নের অংশ যেমন নয়নের গাতা	280
১. ভোগে সুখ নাই, কৰ্ম সম্পাদনেই প্ৰকৃত সুখ	288
্ মুকুট পরা শক্ত, কিন্তু মুকুট ত্যাপ আরো কঠিন : মিথ্যা তনিনি ভাই	384
	380
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন মন্দির কাবা নাই	

- frame	
-01112	

বিশ্ব যে সমাজ গতিবিলিছি , সেই সমাজ উন্নতিশীল ১৪৬ বৈশ্ব যে জাতি জীনৰ হাবা অচল অসাজ ১৪৭ বেগে যে জাতি জীনৰ হাবা অচল অসাজ ১৪৭ বেগে যে নৌজৰ যাতাৰ প্ৰদাসন মানে না, তাকে বেসামাল হতেই হয় ১৪৭ সংগতে বেগেছ যাবে, সে তোমারে পাণ্ডাহে যে শিক্ত, পণডাতে বেগেছ যাবে, সে তোমারে পণচাতে টানিছে ১৪৮ ১৫০ ১৫০ ১৫০ ১৫০ ১৫০ ১৫০ ১৫০ ১৫		ay.	মানুষ আপনার ঘর আপনি রচনা করে	286
পদে পদে বাঁধে ব্যৱ জীৰ্ব (লাকাচার পান পদে বাঁধে বাব জীৰ্ব (লাকাচার পান পদে বাঁধিক হাবালের শাসনন মানে না, আকে বেনামাল হাবাই হয় ১৪৭ সারে বৃথিন নিচে ফেল, নে কোনারে বঁথিছে যে নিচে, পাণচাতে রেশ্ছেম যারে, নে কোনারে বঁথিছে যে নিচে, পাণচাতে রেশছ যারে, নে কোনারে পদাচাত টানিছে ১৫১, টোবনে বার্কিড সুখ আরু, ছিন্তু সুখের আশা অপরিমিত ১৫, যে গাহে নে বাহে ১৪৮ ১৪৮ ১৪৮ ১৪৮ ১৪৮ ১৪৮ ১৪৮ ১৪৮ ১৪৮ ১৪৮				186
বে নৌজৰ যালেৰ পাদন মানে না, আনে বেসামাল য়বেই হয় স্থান বুলি নিবে কেল, নে কোনাৰে বঁথিছে যে লিচে, স্কিট প্ৰত্যা বিশ্ব কৰি কিছিল প্ৰত্যাবাৰে বঁথিছে যে লিচে, প্ৰত্যাবাৰে বঁথিছে যে লিচে, প্ৰত্যাবাৰে বুলি কিছিল প্ৰত্যাবাৰে পাছিল মুন্দ মুন্দৰ আশা অপৰিমিত্ব প্ৰত্যাবাৰ কৰি কিছিল প্ৰত্যাবাৰ কিছিল সাহিত্য হাতি বিশ্ব কিছিল প্ৰত্যাবাৰ জাতিব মেকাল প্ৰত্যাবাৰ কিছিল সাহিত্য হাতি প্ৰত্যাবাৰ কিছিল সাহিত্য হাতি প্ৰত্যাবাৰ কৰি নিবাইই যুটি প্ৰত্যাবাৰ কৰি নিবাইই যুটি প্ৰত্যাবাৰ কৰি নিবাইই যুটি প্ৰত্যাবাৰ কৰি নিবাইই মানি প্ৰত্যাবাৰ কৰি নিবাইই মানি প্ৰত্যাবাৰ কৰি কিছিল প্ৰত্যাবাৰ কৰি কৰি কৰি কৰি কৰি কৰি কৰি কৰি কৰি কৰ		ab.		189
পণভাতে বেশ্বেছ যারে, সে ভানারে পণভাতে টানিছে ১১ টোবনে অর্জিত সুখ অল্ল, কিল্লু সূথবর আশা অপারিমিত ১২ যে সবহে পে বহে ৬৬, শিকাই জাতির নেকাশণ ১০৯ ১০৯ ১০৯ ১০৯ ১০৯ ১০৯ ১০৯ ১০				189
		50.	যারে তুমি নিচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিছে যে নিচে,	782
তথ্ বে সাহে দেব বহে বে সাহে দেব বহে বিশেষ আহিব নেরক্ষত বিশেষ বিভাগি নেরক্ষত বিশেষ বিভাগি বিশেষ বৃত্তি বিশেষ বিভাগি বিশ্ব বাদি বিশ্ব বিশ্ব বাদি বিশ্ব বাদি বিশ্ব বাদি বাদ বিশ্ব বাদি বাদ বিশ্ব বাদ বাদ বাদ বাদ বাদ বাদ বাদ বাদ বাদ বা				
				784
		62.	যে সহে সে রহে	784
		40.	শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড	789
		48.	শিক্ষাই শক্তি শিক্ষাই মৃক্তি	200
তব, সাহিত্য জাতির দর্শণ বরুপ . ১৫২ ১৮ সততাই সর্বেণ্ড্রই পদ্ধা বা নীতি ১৫২ ১৮ সততাই সর্বেণ্ড্রই পদ্ধা বা নীতি ১৫১ ১৮ সুবিশিত্ত বাতির মারাই পশিভিত্ত ২০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০				
ত্ত সত্তাই সংবাঁণ্ডৰ পদ্ধা বা নীতি ১৫২ ১৯. সুনিপিত বাজি মান্তই পশিক্ষিত ১৫০ ১০, সৰ্ভাই ব্যালনে মুন্দা চিবাৰাট ১৫৪ ৭১. সামনা নাই, যাজনা নাই ২৫৪ ২০. স্টিভানী শত্তা নিৰ্মান কৰিব মিন্ন অপেক্ষা ভালো ২৫. স্টিভানী শত্তা নিৰ্মান কৰিব মিন্ন অপেক্ষা ভালো ২৫৫ ২০. স্টোলনাই সংস্কৃতিন পত্তিক ১৫৫ ২৪. হাতে কাজ কনাম অপোনিব নাই, আগোনৰ হয় মিন্যায়, মুৰ্ভভান ১৫৫ ২৫. ক্ষুত্ৰেকুৰ মন্তোভ মহত্ আছে ১৫৫ বিশত বিনিন্নাৰ পত্তীক্ষাৰ এপ্লু সমাধান : ভাবসপ্ৰসামৰ ১৫৭ তত্তা সামন্ত্ৰী মান ২০ ১৫০ ১৫০ ১৫০ ১৫০ ১৫০ ১৫০ ১৫০ ১৫০ ১৫০ ১		66.	সবলের পরিচয় আত্মপ্রসারে আর দুর্বলের পরিচয় আত্মগোপনে	767
ত্রু সুনিধিত ব্যক্তি মারহ খার্লিজত তে সক্ষাই উন্নামন মূল চারিকালি তে সক্ষাই উন্নামন মূল চারিকালি তে স্বাচনা মাই তে স্বাচনা				265
				265
				200
		90.	সঞ্চয়ই উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি	268
৭৪. হাতে কাজ করার অধ্যীবন নাই/অপ্যাবন হয় মিথান, মূর্ছতার ১৫৫ ৭৫. স্কুলবুর মধ্যেও মহতু আছে ১৫৬ বিগত বিসিএস পরীক্ষার এপ্র সমাধান : তাবসম্প্রসারণ ৩০৭ ০৩ সারমর্ম মান ২০ তর্জপূর্ণ সারমর্ম ১৭৯		92.	স্পষ্টভাষী শক্র নির্বাক মিত্র অপেক্ষা ভালো	268
৭৫. স্থূনত্ব মধ্যেও মহতু আছে ১৫৬ বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান : তাবসম্প্রসারণ ১৫৭ ০৩ সারমর্ম মান ২০ তর্লত্বপূর্ণ সারমর্ম ১৭৯				
কণত বিসিএস পরীক্ষার প্রপ্ন সমাধান : ভাবসম্প্রারণ ১৫৭ তত সারমর্ম মান ২০ তকতপূর্ণ সারমর্ম ১৭৯				766
০৩ সারমর্ম মান ২০ তলত্পূর্ণ সারমর্ম ১৭৯		90.	শুদ্রত্বের মধ্যেও মহত্ব আছে	200
७ङग्दुभूर्ग नात्रमर्थ ५१%	f	বৈগত বি	সিএস পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান : ভাবসম্প্রসারণ	2009
७ङग्दुभूर्ग नात्रमर्थ ५१%				
			০৩ সারমম মান ২০	
বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান : সারাংশ/সারমর্ম				
	f	বৈগত বি	সিএস পরীক্ষার প্রশ্র সমাধান : সারাংশ/সারমর্ম	250

०० । वार्या वावा व गारिको विवस्त स्टाम ववस्त । मा	1 00
ক. বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ	
ক. প্রাচীন যুগ বা আদি যুগ	২৭৬
খ, মধ্যযুগ	২৭৬
গ. আধুনিক যুগ	২৭৭
খ. প্রাচীন যুগ ও চর্যাপদ	
 প্রাচীন যুগ ও চর্যাপদ 	২৭৯
 চর্যাপদের কবি 	২৭৯

263

⊙ মডেল প্রশ্ন

-০. ৷ বাংলা ভাষা ও মাজিল বিষয়ক প্রাক্তর টাতর ৷ মান্ত

গ. মধ্যযুগ	175-13
 অন্ধকার ফুগ 	Ship
⊙ শ্রীকৃষ্যকীর্তন	31.0
বৈষ্ণব পদাবলী	160
জীবনী সাহিত্য	124
⊙ মৰ্ক্সিয়া সাহিত্য	144
⊙ নাথ সাহিত্য	330
মঙ্গলকাব্য	140
 অনুবাদ সাহিত্য ও মহাকাব্য 	350
 রোমান্টক প্রণয়োপাখ্যান 	144
 অারাকান রাজসভায় বাংলাসাহিত্য 	
 পৃত্যাধক ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য 	1000
পোকসাহিত্য	and.
⊙ শায়ের ও কবিওয়ালা	909
	001
ঘ. আধুনিক যুগ	
 ত বাংলা গদ্যের উন্থেষপর্ব 	800
 থেটি ওথালয়ম কলেজ ও বাংলা গদা 	
 পাএকা ও সামায়কপত্র 	
 ত্রেরের্ট্রন নালকার দাস র সন্মাদক 	
পর্বরচন্দ্র বিদ্যালাগর (১৮২০-১৮৯১)	
© dipage programmed (2000-2009)	10.210
© শার্থেল মর্মুদ্দ দ্ব (১৮২৪-১৮৭৩)	10.54
থার মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২)	10.01
প্রবাশ্রনাথ সাকুর (১৮৬১-১৯৪১)	
মানবর্ম ।গল (১৮৯০-১৮৭৯)	
কাজা শজকুল হসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)	1000
প্রামঙ্গুলান (১৯০৩-১৯৭৬)	1005
ত দেশৰ যোকেয়া সাধান্তরাত হোসেন (১৮৮০-১৯৩১)	1000
⊙ শ্বরূথ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪)	500
	964
আধুনিক ও সমসাময়িক কবি, লেখক ও নাট্যকার	
 আখতাকজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭) 	600
আবু হসহাক (১৯২৬-২০০২)	nlen
 পার প্রাক্তর বর্বার্থনীয়াহ (১৯৯৪-১০০১) 	
আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩)	262
ত পাল মাহমুদ (১৯৩৬-)	
⊙ আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯)	248



_	আশরাফ সিদ্দিকী (১৯২৭-)	950
	আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯)	055
	আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫)	099
	কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১)	049
	খান মহাশ্বদ মঈনুদ্দীন (১৯০১-১৯৮১)	966
	গোলাম মোন্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪)	৩৬৯
	জহির রায়হান (১৯৩৫-১৯৭২)	6৬৩
0	জাহানারা ইমাম (১৯২৯-১৯৯৪)	090
0	বদ্দে আলী মিয়া (১৯০৬-১৯৭৯)	093
	বৃদ্ধদেব বস্তু (১৯০৮-১৯৭৪)	092
	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)	090
0	মানক বন্ধোপাবার (১৯০৮-১৯৫৬)	098
0	মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১)	290
0	মুহখন এনামূল হক (১৯০৬-১৯৮২)	
0	মুহমদ আবদূল হাই (১৯১৯-১৯৬৯)	095
	ড. মুহম্মদ শহীদুরাহ (১৮৮৫-১৯৬৯)	999
	শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮)	७१४
	শরংচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)	690
	শহীদুন্নাহ কায়সার (১৯২৭-১৯৭১)	0002
	শামসুর রাহ্মান (১৯২৯-২০০৬)	025
0	সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫)	OP8
0	সৃষ্টিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯)	200
0	সৈয়দ আলী আহসান (১৯২০-২০০২)	940
0	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১)	000
	সৈয়দ শামসূল হক (১৯৩৫-)	७५९
	হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩)	Obb
	হুমায়ুন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২)	000
0	প্রকৃত নাম, ছন্মনাম ও উপাধি	৩৯২
	নাওলা W দিতীয় পত্ৰে পৰ্ণমান ১	NAME OF

(শুধুমাত্র সাধারণ ক্যাডারের জন্য)

ob | অনুবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা) | মান ১৫

05.	ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদের কৌশল	960	
02.	অনুশীলনীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদ	800	
00.	বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় আসা অনুবাদ	805	
	বিসিএস পরীক্ষায় আসা অনুবাদ (ইংরেজি পরীক্ষা)	805	
	পিএসসির বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় আসা অনুবাদ	855	
	লাগক নিয়োগ পরীক্ষায় আসা অনবাদ	829	

		০৬, হউসুফ জোলেখা	۵۶۵	৩৩, ভাগদ্দল
०२। कांब्रनिक সংলাপ । মান ১৫		্লাইলী মজন	650	৩৪. উত্তম পুরুষ
		০৮. মেমনসিংহ-গীতিকা	@OO	৩৫. সূর্য-দীঘল বাড়ী
ত সংলাপ রচনার কৌশল এ নমন্য সংলাপ	809	আধুনিক যুগ		৩৬, কাশবনের কন্যা
 সমুনা সংলাপ ০১. বিজ্ঞান-মনক্ষতা বিষয়ে শিক্ষক ও ছায়ের মধ্যে সংলাপ 	80b			৩৭, সারেং বৌ
০২. দ্রব্যমূল্য বুন্ধি নিয়ে দুই বান্ধবীর সংলাপ	806	ड्लगाम -	4.41	৩৮, সংশপ্তক
০৩. ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে দুই পরীক্ষার্থী বন্ধুর সংলাপ	808	০১. আলালের ঘরের দুলাল		৩৯. রাইফেল রোটি আওরাত .
০৪, চিকিৎসক ও রোগীর সলাপ	880	०२. मूर्णगननिमी		৪০, কর্ণফুলী
০৫. গ্রীম্মের ছুটিতে কোথায় বেড়াতে যাওয়া হবে তার পরিকল্পনা নিয়ে দু বান্ধবীর সংলাপ	883	০৩, কপালকুঞ্জা ১৪ কফাকান্তের উইল		৪১. একটি ফুলের জন্য
০৬. বইমেলা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ	, 880	০৪, কৃষ্ণকাঞ্জের ৬২গ		৪২, হাজার বছর ধরে
০৭. সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি নিয়ে দুই বন্ধুর সংলাপ	880			৪৩, আরেক ফাব্লুন
০৮. ভর্তিচ্ছ্ শিক্ষার্থী ও ভর্তি কর্মকর্তা : প্রসঙ্গ কলেজ ভর্তির প্রক্রিয়া	888	০৬, বৌঠাকুরাণীর হাট		৪৪. প্রদোষে প্রাকৃতজন
০৯. দুই বন্ধু নিশি ও নিপা। বিয়ে বাড়িতে অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ নিয়ে তাদের মধ্যে সংলাপ	880	০৭, গোরা		৪৫, পিঙ্গল আকাশ
३०. वावा धवर व्हलात्र प्रारंध পंजावता निरम्न शर्माल	889	০৮, যোগাযোগ		৪৬. যাত্রা
 বদমেজাজি মালিক জালাল তালুকদার ও ধুরক্ষর জ্রাইভার শাকিল। গাড়ির ক্রমবর্ধমান 	884	০৯. শেষের কবিতা		৪৭, বটতলার উপন্যাস
জ্বালানি খরচ নিয়ে তাদের মধ্যে সংলাপ	000	১০. চার-অধ্যায়		८४, घत्र मन जानाना
১২. নিয়মধ্যবিত্ত পরিবারের উচ্চাভিলাষী কন্যা লাবলী ও নিরীহ্ম মা : প্রসঙ্গ হিন্দি ছবির নায়িক	884	১১. বিষাদ-সিক্স		৪৯, জীবন আমার বোন
হওয়ার প্রবল আত্মবিশ্বাস	000	১২. আনোয়ারা		৫০, খাঁচায়
১৩. পার্সেল প্রেরক শিপলু ও পোউমান্টার : প্রসঙ্গ বিদেশে পার্সেল পাঠানো	886	১৩. গৃহদাহ		৫১. ওন্ধার ৫২, চিলেকোঠার সেপাই
১৪. ব্যায়াম করার উপকারিতা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ	888	১৪. শ্রীকান্ত		
১৫. একজন শিক্ষক এবং একজন ডাক্তারের কাজের সাদৃশ্য নিয়ে দুই ছাত্রের মধ্যে সংলাপ	800	১৫. দেবদাস		৫৩. খোয়াবনামা
১৬. মা ও মেয়ের মধ্যে সংলাপ যেখানে মেয়ে তার হোষ্টেল জীবন সম্পর্কে মাকে বলছে	800	১৬, পন্মরাগ		৫৪, হাঙ্গর নদী গ্রেনেড
১৭. বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ প্রার্থনা করে একজন ছাত্রের কলেজ অধ্যক্ষের সাথে সংলাপ	8(2)	১৭. আবদুল্লাহ		৫৫. পোকামাকড়ের ঘরবসতি
১৮. নিয়োগদাতার সাথে চাকরিপ্রার্থীর ভাইভার সংলাপ	802	১৮. পথের পাঁচালী		
১৯. অনেকদিন পরে দেখা হয়েছে এমন দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ	802	১৯. হাঁসুলীবাঁকের উপকথা		
২০. স্থলের বার্ষিক ক্রীড়া বিষয়ে দুই বন্ধুর সংলাপ	800	২০. কৰি		৫৮, জোছনা ও জননীর গল্প
	868	২১. বাঁধন-হারা		৫৯. পুবের সূর্য
০৩। পত্রলিখন । মান ১৫		২২. মৃত্যু-কুধা		७०, न्त्रबाद्यन
		২৩. পাপের সম্ভান		৬১. সোনালী মুখোশ
অফিস সংক্রোন্ত ও আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্র	805	২৪. পদ্মানদীর মাঝি		নাটক —
ব্যক্তিগতপত্র স্থারকলিপি	898	২৫. পুতুলনাচের ইতিকথা		০১. কৃষ্ণকুমারী
ব্যবসা সংক্রান্ত পত্র	827	২৬. জননী		০৩. বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ
সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পত্র	880	২৭. তিতাস একটি নদীর নাম		০৪. একেই কি বলে সভ্যতা
	. ৫০৩	২৮. ক্রীতদাসের হাসি		০৫. টিনের তলোয়ার
০৪ গ্রন্থ-সমালোচনা মান ১৫		২৯. আদিগন্ত		০৬. নীল-দৰ্পণ
		৩০. লালসালু		০৭, সধবার একাদশী
প্রাচীন ও মধ্যযুগ ০৩. প্রীকৃষ্ণকীর্তন		৩১. চাঁদের অমাবস্যা		০৮, বিসর্জন
, চর্যাপদ ৫২৩ ০৪. মঙ্গলকাব্য	. ৫२७	৩২. কাঁদো নদী কাঁদো	৫৫২	০৯, চিত্রাঙ্গদা
. শূন্যপুরাণ ৫২৪ ০৫. পদ্মাবতী	924			



- ND	2,372		
১০. ডাকঘর		০৮. মহাশাশান	ල් ර
১১. রক্তকরবী	. 696	০৯. অমল প্রবাহ	685
১২. জমীদার দর্পণ		১০. অগ্নিবীণা	669
১৩, সাজাহান	695	১১. দোলন-চাঁপা	695
১৪. নবালু		১২. বিষের বাঁশী	
১৫. নেমেসিস		১৩. সাম্যবাদী	වර්ව
১৬. সিরাজ-উ-দৌলা		১৪. বনলতা সেন	
১৭. উজানে মৃত্যু	698	১৫. রূপসী বাংলা	058
১৭, বহিপীর		১৬. নকশী কাঁথার মাঠ	698
১৮, রকাক প্রান্তর	640	১৭. সাঁঝের মায়া	262
১৯. কবর	645	১৮, রাত্রিশেষ	৫৯৬
২০. নূরলদীনের সারা জীবন		১৯, সাত সাগরের মাঝি	699
২১. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়		২০. ছাড়পত্র	
২২. সুবচন নির্বাসনে		২১. বন্দী শিবির থেকে	690
২৩. কিন্তনখোলা	648	২২. একুশে ফেব্রুয়ারি	
কাৰ্যগ্ৰন্থ		২৩. সোনালী কাবিন	৫৯৮
০১. মেঘনাদবধ কাব্য	apa	থবদ্ধ/গল্পগ্ৰন্থ	
০২, বঙ্গসুন্দরী		০১. শকুত্তলা	255
০৩, গীতাঞ্জলি		০২, কমলাকান্তের দপ্তর	
০৪, মানসী		০৩, অবরোধবাসিনী	
০৫, বনফুল		০৪. আয়না	
০৬, সোনার তরী	app	০৪, দেশে বিদেশে	
০৭, ক্ষণিকা		০৫, আত্মজা ও একটি করবী গাছ	
	রচন	। মান 8o	
সরকার-প্রশাসন ও রাজনীতি			
০১. হরতাল : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ	************		404
০২. যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও বাংলাদেশ			450
০৩. রাজনৈতিক সংস্কৃতি : প্রেক্ষিত বাংলা	দেশ		615
০৪. বাংলাদেশে গণতন্ত্র চর্চা : সমস্যা ও	সভাবনা		620
০৫. আইনের শাসন ও বাংলাদেশ /২৭তম	; ২৫তম	; ২২তম বিসিএস]	439
০৬. বাংলাদেশের জাতীয় সংহতির সমস্য	ও সম্ভা	বনা /১৮তম বিসিএস]	505
০৭. পার্বত্য শান্তিচুক্তি : প্রভাব ও প্রতিক্রি	য়া /২৮৩	ম বিসিএস]	404
শল্প-বাণিজ্য-অর্থনীতি			
০৮. বাংলাদেশের পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ /৩১	গ্ৰহম; ৩	০তম বিসিএস]	482
অথবা, বাংলাদেশে পাটশিল্প : সমস্যা	ও সন্তা	वना	
০৯. বাংলাদেশের দারিদ্র্য ও দারিদ্র্য বিমো	চন কর্মসূ	চি /১৫তম বিসিএস]	489



- 0-		-
30.	সাম্প্রতিক পণ্যমূল্য বৃদ্ধি ও গণ-জীবন/দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতি /১১তম বিসিএস/	50
33.	বাংলাদেশের মংস্য সম্পদ (৩১তম বিসিএস)	50
32.	বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প: সমস্যা ও সমাধান /৩৪ <i>তম বিসিএস</i> /	44
30.	বাংলাদেশের পর্যটনশিল্প : সমস্যা ও সম্ভাবনা /২৯তম; ১৫তম বিসিএস/	44
58.		39
50.	বাংলাদেশের শ্রমবাজার সংকট ও সম্ভাবনা/বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি /৩০ <i>তম বিসিএস</i> /	49
সামাভি	ক সমস্যা ও বিষয়াবলী	
36.	দুর্নীতি : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	69
	অথবা, বাংলাদেশের দুর্নীতি ও সম্ভ্রাস : সমাধানের উপায় /২ ৭তম বিসিএস/	
	অথবা, দুনীতিমুক্ত সমাজ গঠনে সমাজশক্তির ভূমিকা /৩৩তম বিসিএস/	
39.	সামাজিক মল্যবোধের অবক্ষয় /২৪তম: ১৭তম বিসিএস/	46
Sbr.	ভেজালবিরোধী অভিযান /২৯তম বিসিএস/	46
38.	মাদকাসক্তি ও বিপন্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম	৬৯
20.	সড়ক দুর্ঘটনা : নিরাপদ সড়ক চাই /১৫তম বিসিএস/	60
বিজ্ঞান	-প্রযুক্তি, তথ্য ও যোগাযোগ	
	তথ্যপ্রযক্তি ও বাংলাদেশ /০৪তম: ৩১তম: ২৫তম বিসিএস/	90
	তথাবিপ্রবে ইন্টারনেট/ইন্টারনেট ও তথ্যপ্রয়ক্তি /২৯তম বিলিএম/	90
	সংবাদপত্ৰের স্বাধীনতা /২৮তম বিসিএস/	95
38	বেসরকারি টিভি চ্যানেল ও বাংলাদেশের গণমাধ্যম/আজকের দিনের প্রচার মাধ্যম /২ <i>৭৩ম বিসিএস</i> /	93
	ডিশ এন্টেনার সুফল ও কুফল/ডিশ সংস্কৃতির ভালোমন্দ /২২তম; ১৭তম বিসিএস/	92
বাংলা	দশ ও বহির্বিশ্ব	
	ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক : একটি মূল্যায়ন /১৮৩ম বিসিএস/	92
	মানব সম্পর্ক উন্নয়নে বিশ্বায়ন /৩১তম বিসিএস/	92
× 1.	অথবা, বিশ্বায়ন বা গ্লোবালাইজেশন /২৯তম বিসিএস/	
ভাষা_:	দাহিত্য ও সংস্কৃতি	
	বিশ্বায়ন ও আমাদের সংস্কৃতি/সাংস্কৃতিক আগ্রাসন /৩০তম; ২৭তম; ২১তম; ১৩তম বিসিএস/	90
	বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য/বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও তার রূপান্তর /১১০ম বিসিএস/	98
	বাংলাদেশের লোকশিল্প (১০ম বিসিএস)	98
	বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি /৩৪তম বিসিএস/	98
	বাংলার লোকসাহিত্য/সমাজ ও লোকসংস্কৃতি/পল্লীসাহিত্য /৩৩তম; ১৩তম বিসিএসা	90
	সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার /২০তম বিসিএস/	90
	বাংলা সাহিত্যের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ /২০৩ম বিসিএস/	94
	বাংলা সাহিত্যে দেশপ্রেম/বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রীতি	94
	वाला नाउँक ७ निर्माठक/वाला निर्मादक/वालाक्तर्यत्र नाउँक वा निर्मादक/১১७४; ১०४ विभिन्नर/	98
		99
99.	বাংলাদেশের শিশুসাহিত্য /৩১তম বিসিএস/	

শক্ষা ও স্বাস্থ্য			
	3 সমাধা	ন	ъ
		বার জন্য শিক্ষা /২৭৩ম; ২৪৩ম; ২৩৩ম বিসিএস)	
			6
			ъ
৫০, এইডস : তৃতীয় বিশ্বের জনস্বাস্থ্যের	এক মার	াত্মক হুমকি /১৫তম বিসিএস/	b
নারী ও শিশু			
৫১. নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন /৩৩তম; ২	৯তম বি	निवम)	b
৫২. নারী শিক্ষা উন্নয়ন /২৯তম বিসিএস/			ъ
৫৩. শিবশ্রম ও বাংলাদেশের শিশু শ্রমিক	/১৭তম	বিশিএস	ь
পরিবেশ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ			
	র সমাধ	ান /২৪তম; ২১তম; ১৩তম; ১১তম বিসিএস]	ъ
৫৫. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ /১৩ত	य विभि	Q7	ъ
৫৭, বাংলাদেশের বন্যা সমস্যা ও প্রতিকা	র /১১ত	ম বিসিএস	ъ
৫৮, বাংলাদেশের ভূমিকম্প : বিপর্যয় ব্যব	স্থাপনা	৩০তম বিসিএস	ь
		২৯তম বিসিএসা	
৬০. আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প ও বাংলাদে	भ /२७७	प्र विनिधन	ъ
মডে	ন প্র	গ্ন ও উত্তর	
বাংলা প্রথম পত্র		বাংলা দ্বিতীয় পত্ৰ	
 মডেল টেন্ট-০১ 	649	⊙ মডেল টেস্ট-০১	8
⊙ মডেল টেস্ট-০২	644	⊙ মডেল টেক্ট-০২	8
o viewe did		ं अगाव केंद्रे वर्ष	

⊙ মডেল টেক্ট-০৪ ...

মডেল টেক্ট-০৫.

⊙ মডেল টেস্ট-০৪

⊙ মডেল টেক্ট-০৫

BCS প্রশ্ন ও উত্তর

৩৪তম বিসিএস ২০১৪
৩৩তম বিসিএস ২০১২
৩২তম বিসিএস ২০১২
৩১তম বিসিএস ২০১১
৩০তম বিসিএস ২০১১
২৯তম বিসিএস ২০১০
২৮তম বিসিএস ২০০৯
২৭তম বিসিএস ২০০৬
২৫তম বিসিএস ২০০৫
২৪তম বিসিএস ২০০৩
২৩তম বিসিএস ২০০১
২২তম বিসিএস ২০০১
২১তম বিসিএস ১৯৯৯
২০তম বিসিএস ১৯৯৯
১৮তম বিসিএস ১৯৯৮
১৭তম বিসিএস ১৯৯৬
১৫তম বিসিএস ১৯৯৪
১৩তম বিসিএস ১৯৯২
১১তম বিসিএস ১৯৯১
১০ম বিসিএস ১৯৯০

BCS প্রশ্ন ও উত্তর

৩৪তম বিসিএস ২০১৪, বাংলা : প্রথম পত্র নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]

 $\phi = \rho c \times \frac{c}{2}$

- , ক, বাক্যগুলো তদ্ধ করুন :
 - তিনি স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান।
 উত্তর: তিনি সচ্ছল পরিবারের সন্তান।
 - এ খবরটি অত্যান্ত বেদনাদায়ক।
 উত্তর: খবরটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক।
 - মুখন্তবিদ্যা পরিহার করা দরকার।
 উত্তর: মুখন্তবিদ্যা পরিহার করা দরকার।
 - তিনি পৈত্রিক ভিটায় বসবাস করেন।
 উত্তর: তিনি পৈতৃক ভিটায় বসবাস করেন।
 - কুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই সশিক্ষিত।
 উত্তর: সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই স্বশিক্ষিত।
 - ৬. এটি একটি অনুবাদিত গ্রন্থ। উত্তর : এটি একটি অনূদিত গ্রন্থ।
 - আমি অপমান হয়েছি।
 উন্তর : আমি অপমানিত হয়েছি।
 - ৮. এ ব্যক্তি সকলের মাঝে বয়ক। উত্তর: এ ব্যক্তি সকলের মাঝে বয়োজ্যেষ্ঠ।
 - এ তো তার দূর্লন্ড সৌভাগ্য।
 উত্তর: এ তো তার দূর্লন্ড সৌভাগ্য।

নধর

১০, তোমার সঙ্গে আমার একটা গোপন পরামর্শ আছে। উত্তর : তোমার সঙ্গে আমার একটা গোপনীয় পরামর্শ আছে।

১১, বালকটি আরোগ্য হয়েছে।

উত্তর : বালকটি আরোগ্য লাভ করেছে।

১২. সাভার ট্র্যাজেডির শোকসভায় বিশিষ্ট বৃদ্ধিজীবি, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখগণ শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করেন।

উত্তর : সাভার ট্র্যাজেডির শোকসভায় বিশিষ্ট বৃদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখ শ্রদ্ধাপ্তলি নিবেদন করেন।

খ যথার্থ শব্দ বা শব্দগুছু হারা শুন্যস্থান পূরণ করুন :

সুখের দিনে অমন — মাছি কত দেখা যায়।

পরীক্ষায় পাস করার জন্য সে — পণ করেছে।

৩. তার সঙ্গে — দেখা হয়।

তাঁর অকাল মৃত্যু এ সংসারে — হয়ে দেখা দিল।

৫, ছলের টাকা — যায়।

৬. আমার কাঁধে ভারী জোয়াল, তুমি তো ভাই ———।

উত্তর : ১. দুধের; ২. মরণ; ৩. কালেভদ্রে; ৪. বিনা মেঘে বক্লাঘাত; ৫. জলে; ৬. মুশকিল আসান।

গ্. ছয়টি বাক্যে প্রবাদটির নিহিতার্থ ব্যাখ্যা করুন · আগে-পিছে লষ্ঠন, কাজের বেলা ঠনঠন!

উত্তর : প্রবাদটির অর্থ : গুণহীনের বৃথা আস্ফালন। অনেক আয়োজন থাকলেও সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে অনীহা পোষণকারী মানুষের দ্বারা বড় কোনো কাজ করা অসম্ভব। কর্ম পরিকল্পনার সাথে কাজের কোনো সমন্ত্র সাধন না করলে গুধুমাত্র আয়োজনেই কর্মযজের সমাপ্তি ঘটে। আমাদের সমাজে আগে-পিছে লষ্ঠন নিয়ে অনেক লোকই ঘুরে বেড়ায় কিন্তু প্রকৃত কাজের পোকেরা নিরলসভাবে কাজ করে থাকেন। তাদের অ্যাচিত আয়োজনের প্রয়োজন পড়ে না, তারা কর্মে নিবিড়ভাবে নিয়োজিত থাকেন। মানুষের উচিত আগে-পিছে লষ্ঠন নিয়ে না ঘুরে সঠিকভাবে নিজ দায়িত্ব পালন করা। প্রকতপক্ষে পরিশ্রমীরাই সফলতা অর্জন করে থাকে।

ঘ. বাগধারা ব্যবহার করে বাক্য রচনা করুন :

টনক নড়া; ডামাডোল; কাষ্ঠহাসি; গোড়ায় গলদ; লেফাফা দুরন্ত; লেজে গোবরে। উত্তর :

টনক নড়া (সচেতন হওয়া)— প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে এলাকাবাসীর টনক নড়েছে। ভাষাভোল (গোলযোগ)— ছান্তার সাহেবের বাড়িতে কিছুদিন যাবৎ বিয়ের ডামাডোল চলছে। কাষ্ঠহাসি (তকনো হাসি)— জামান সাহেবের কাষ্ঠহাসিতে বোঝা যায় তিনি এখনও সৃস্থ নন। গোড়ার গলদ (শুরুতে ভূল)– অঙ্ক মিলবে কেমন করে? গোড়াতেই তো গলদ। লেকাফা দুরস্ত (বাইরের ঠাট বজায় রেখে চলেন যিনি)— এই লেফাফা দুরস্ত লোকটিকে দেখে কি মনে হয় যে, ইনি কপর্দক শূন্য।

লেজে গোবরে (বিশৃঞ্জলা করা)— যোগ্যতা না থাকলে কাজে তো লেজে গোবরে করবেই

क्ष वाश्ना পत्रिভाষा निश्रन :

Abrogate: Booking: Bibliography; Execute; Agenda; Deed.

পবিভাষা টেতব • প্রদর শব্দ রদ করা, লোপ করা Abrogate টিকিট ক্রেয় সংবক্ষণ Booking গ্রন্থপঞ্জি Bibliography নিৰ্বাচ কবা Evecute আলোচ্যসচি Agenda प्रक्रिस Deed

১ ভারসম্প্রসারণ করুন :

>x6=6

মান্ধের মত্য হলে তবুও মানব থেকে যায়।

ভারসম্প্রসারণ : সময় অনন্ত, জীবন সংক্ষিপ্ত। সংক্ষিপ্ত এ জীবনে মানুষ তার মহৎ কর্মের মধ্য দিয়ে এ পৃথিবীতে শ্বরণীয়-বরণীয় হয়ে থাকে। আবার নিন্দনীয় কর্মের মাধ্যমে এই জগতে অনেকে বেঁচেও মরে থাকে। কেননা ব্যক্তি, পরিবার তাকে ভালোবাসে না; সমাজ, দেশ ও জাতি ভাকে শদ্ধা করে না, শ্বরণ করে না; তার মৃত্যুতে কারো যায়-আসে না।

মানুষ মাত্রই জন্ম-মৃত্যুর অধীন। পথিবীতে জন্মগ্রহণ করলে একদিন তাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে— এটা চিরন্তন সত্য। আর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই সে পৃথিবী থেকে চির বিদায় নেয়। কিন্তু পেছনে পড়ে থাকৈ তার মহৎ কর্মের ফসল। যে কর্মের জন্য সে মরে যাওয়ার পরও পৃথিবীতে ফ্রা যগ বেঁচে থাকে।

মানুষের জীবনকে দীর্ঘ বয়সের সীমারেখা দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। জীবনে কেউ যদি কোনো ভালো কাজ না করে থাকে তবে সে জীবন অর্থহীন, নিক্ষল। সেই নিক্ষল জীবনের অধিकाরी মানুষটিকে কেউ মনে রাখে না। নীরব জীবন নীরবেই ঝরে যায়। পক্ষান্তরে, যে মানুষ জীবনকে কর্মমুখর করে রাখে এবং যার কাজের মাধ্যমে জগৎ ও জীবনের উপকার সাধিত হয় তাকে বিশ্বের মানুষ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। সেই সার্থক মানুষের কাজের অবদান বিশ্বের বুকে কীর্তিত হয়ে কতী লোকের গৌরব প্রচারিত হতে থাকে। কীর্তিমান ব্যক্তির যেমন মৃত্যু নেই, তেমনি শেষও নেই। কারণ এ পৃথিবীতে সে নিজস্ব কীর্তির মহিমায় লাভ করে অমরত্ব। কীর্তিমানের মৃত্যু হলে তাঁর দেহের ধ্বংস সাধন হয় বটে, কিন্তু তার সৎ কাজ এবং অম্লান-কীর্তি পৃথিবীর মানুষের কাছে তাকে বাঁচিয়ে রাখে। তার মৃত্যুর শত শত বছর পরেও মানুষ তাকে স্মরণ করে। তাই সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, মানবজীবনের প্রকৃত সার্থকতা তার কর্ম-সাফল্যের ওপর নির্ভরশীল। একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মানুষ পৃথিবীতে আসে এবং সে সময়সীমা পার হওয়ার সাথে সাথে সে বিদায় নেয় পৃথিবী থেকে। এ নির্দিষ্ট সময়সীমায় সে যদি গৌরবজনক কীর্তির স্বাক্ষরে জীবনকে মহিমান্তিত করে তুলতে সক্ষম হয়, মানবকল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করে, তবে তার নশ্বর দেহের মৃত্যু হলেও তার স্বকীয় সন্তা থাকে মৃত্যুহীন। গৌরবোজ্জ্বল কৃতকর্মই তাকে বাঁচিয়ে রাখে যুগ থেকে যুগান্তরে।

মানুষের দেহ নশ্বর কিন্তু কীর্তি অবিনশ্বর। কেউ যদি মানুষের কল্যাণে নিজেকে নির্বেদিত করে, তবে মতার পরেও তার এ কীর্তির মধ্য দিয়ে সে মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় চিরকাল বেঁচে থাকে।

৩. সারমর্ম লিখন :

. সারমম । लचून :

30 x 3 = 30

ক. হে চিরদীপ্ত সপ্তি ভাসাও

জাগার গানে; তোমার শিখাটি উঠুক জ্বলিয়া

সবার প্রাণে। ছায়া ফেলিয়াছে প্রলয়ের নিশা.

जांधात धत्रभी शतात्त्रहा मिना।

তুমি দাও বুকে অমৃতের তৃষা আলোর ধ্যানে।

ধ্বংস তিলক আঁকে চক্রীরা

বিশ্ব-ভালে।

হৃদয় ধর্ম বাঁধা পরিয়াছে

স্বার্থ-জালে।

সারমর্ম : বিশৃঞ্জার পরিপূর্ব বর্তমান সমাজ এমন সেবক চার, যারা সকলের হুদরে আলো জ্বেল অন্ধকার দূর করবে। চারদিকে আজ প্রলারে সূর, ধরণী অন্ধকারে নির্মাজত, থার্থালাপুশ মানুবার চক্রান্তের পারা বিপ্তার করে আছে সর্বর। তাই এ সময় সভা সেবকদের আলোর মশাল নিয়ে বিদ্যাৎ গতিতে এগিয়ে মেতে হবে। তবেই সাধারণ মানন পাবে আলোর দিশা।

শ. নিপুকেরে বাসি আমি সবার চেয়ে ভালো ফুণ জনমের বন্ধু আমার আধার ঘরের আলো। সবাই মোরে ছাড়তে পারে বন্ধু যারা আছে নিপুক সে তো ছায়ার মত থাকবে পাছে পাছে। বিশ্বজনে নিয়্রত্ব করে পবিত্রতা আনে সাধকজনে বিস্তারিতে তার মত কে জানে?

সারমর্ম : নিন্দা ও সমালোচনা জ্ঞান ও কর্মের গুদ্ধতা আনায়ন করে মানুষকে পরিপূর্বতা দান করে। নিন্দুক মানুষকে সঠিক পথে, সৎ কাজে ও মনুষাত্ব বিকাশে সহায়তা করে। তাই জাগতিক সাফলো সমালোচনার অবদান অনস্বীকার্য।

৪. অতি সংক্ষেপে উত্তর লিখুন :

2 x 30 = 90

ক. 'চর্যাপদ' কত সালে এবং কোন স্থান থেকে উদ্ধার করা হয়? উত্তর : চর্যাপদ উদ্ধার করা হয় ১৯০৭ সালে, নেপালের রয়েল লাইব্রেরি (রাজ্যাছাগার) থেকে এটি আবিষ্ণত হয়।

- খ. বাংলা লিপির উৎস কী? উত্তর : বাংলা লিপির উৎস বান্ধী লিপি।
- গ. 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?

উত্তর : 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মোজামেল হক।

ল 'চণ্ডীদাস সমস্যা' কী?

চন্দ্রধান করে করে করে করে করে করে করে করিব পাওয়া যায়। এরা হলে : বড় করিব পাওয়া যায়। এরা হলে : বড় করিবান, বিজ্ঞা করিবান, বিজ্ঞা করিবান, বিজ্ঞা করিবান, বিজ্ঞা করিবান, বিজ্ঞান এই চারটি নামের মধ্যে শেষ কিনটি নাম একজনের নাকি তারা পৃথক করি তা নিশ্চিত করে আজও বলা যাছে না। এই সমস্যাকেই দ্রান্তান করে প্রাপ্তান করে সাম্প্রান্তান সমস্যা বলে।

- ৬. আরাকান রাজসভার বাংলা সাহিত্য চর্চা করেছেন এমন দুই জন পেখকের নাম পিপুল। উত্তর: আরাকান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্যমুগে বাংলা সাহিত্যের যে বিকাশ সানিত হরেছিল তা বাংলা সাহিত্যে ইতিহাসে উল্লেখনোগ। আরাকান রাজসভার দুইজন সেখক হলেন: দৌজত কাজী, আলাবল। কবি দৌলত কাজী রচিত গ্রন্থ "সভীমরনা ও পোরচন্দ্রনী" এবং কবি আলাওল রচিত উল্লেখনোগা গ্রন্থ হলো: 'পারাবলী, ও সাঞ্চায়কর'।
- চ, বাংলা সাহিত্যে 'ভোরের পাখি' কে? কেন তাকে ভোরের পাখি বলা বরেছে? উক্তর: বাংলা সাহিত্যে 'ভোরের পাখি বিশ্বরীদাদ চক্রকটা। ভিনিই প্রথম বাংলার ব্যক্তির আত্মদীনতা, ব্যক্তিগত অনুসূতি ও গাঁতাজ্ঞান সহযোগে কবিতা হাদা কবে বাংলা কবিতাকে ভিন্নাম্য দান করেন। এজনত তাকে বাংলা সাহিত্যের 'ভোরের পাখি' বলা হয়।
- ছ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রকৃত নাম কী? কোন প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন?

উত্তর : স্বশ্বচন্দ্র বিদ্যালাধের প্রকৃত নাম স্বేশ্বচন্দ্র বন্দোপাধ্যার। তিনি থান্দর করতেন স্বশ্বচন্দ্র শর্মা নামে। তিনি সংস্কৃত কলেজ থেকে (১৮৩৯ সালে) 'বিদ্যালাগর' উপাধি লাভ করেন। তার অনুবাদ গ্রন্থ : 'কেডালপ্তর্মবংশতি', 'শন্তঞ্জলা', 'ভ্রাম্বিবিদাস'। তার বিখ্যাত শিশুভোষ গ্রন্থ 'বর্ণপরিচয়'।

- জ্ঞ. বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রতিনিধিতুশীল চারটি ভাষাগোষ্ঠীর নাম লিপুন। উত্তর : বৈশ্বিক প্রেকাপটে প্রতিনিধিতুশীল চারটি ভাষাগোষ্ঠী হলো : মান্দারিন, স্প্যানিশ, ইয়েরজি ও আরবি।
- ঝা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চারটি নাটকের নাম শিকুন।
 উক্তর: বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রেষ্ঠ প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি উপন্যাস, কাব্য, প্রবন্ধ,
 বিকাল্প রচনার মতো ক্রান্ত সংলাক্তর ক্রান্ত চারটি নাটক হলো:
 বিকাল্প: বাংলা 'ডাকম্পর' ও 'সককববী।'
- এক. বিষ্কিমচন্দ্রের ত্রমী উপল্যালের নাম পিশিবছ করুল। উত্তর: বাংলা উপল্যালের জনক হিলেবে অভিহিত করা হয় বিষ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে। তার রচিত রামী উপন্যাস হলো: 'আনন্দর্মত' (১৮৮২), 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪) ও 'সীতারাম' (১৮৮৭)।
- ট. বাংলাদেশে প্রথম কোখায় ও কবে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? উত্তর : বাংলাদেশে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রংপুরে, ১৮৪৭ সালে। এটি 'বার্তাবহ' নামে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ঢাকায় 'বাংলা প্রেপ' নামে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬০ সালে।
- ঠ. 'মজলুম আদিব' কে? এ নামে ডিনি কোন গ্রন্থ রচনা করেন?' উক্তর : 'মজলুম আদিব' কবি শামসুর রাহমোন। ডিনি এ নামে 'বলী শিবির থেকে' কাবামন্থিটি রাক্তা করেন। তার উল্লেখযোগ্য কাবামান্থ হলো: 'উক্তটি উটের পিঠে চলেছে খদেশ', 'বাংলা করেন। তার উল্লেখযোগ্য কাবামন্থ হলো: 'উক্তটি উটের পিঠে চলেছে খদেশ', 'বাংলাকেশ স্বাপ্ত স্থামে,' একে ঠেটা কেমন অদল।'

ভ রশীদ করীমের চারটি উপন্যাসের নাম লিখুন।

উত্তর : রশীদ করীম কথাসাহিত্যিক হিসেবে উপন্যাস রচনায় সর্বাধিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তার রচিত চারটি উপন্যাস হলো : 'উত্তম পুরুষ', 'প্রসন্ত পাষাণ', 'আমার যত গানি' ও 'প্রেম একটি লাল গোলাপ ।'

ঢ. 'পথক পলঙ্কে'র লেখক কে? তিনি কোন সনে মৃত্যুবরণ করেন? উত্তর : 'পৃথক পলঙ্ক'-এর লেখক নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ। তিনি ২০১২ সালে মতাবরণ করেন।

ণ. 'বৃদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' কী? এর লেখক কে?

উত্তর : 'বৃদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' প্রবন্ধগ্রস্থ। এ প্রবন্ধগ্রস্থের লেখক আহমদ ছফা। তার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ হলো : 'বাঙালি মুসলমানের মন', 'যদ্যপি আমার শুরু', 'বাঙালি জাতি' ও 'বাংলাদেশ বাই।'

৩৪তম বিসিএস ২০১৪, বাংলা : দ্বিতীয় পত্র

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

দিষ্টব্য : প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

১. যে কোনো একটি বিষয়ে রচনা লিখন -

ক, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উত্থানে নারীর অবদান-

খ, তথ্য-প্রযুক্তি ও নতন গণমাধাম-উত্তর : পষ্ঠা ৭০১ ও ৭১৫।

- গ্ বাংলাদেশের পোশাক-শিল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগ : সংকট ও সম্ভাবনা; উত্তর : পষ্ঠা ৬৬১।
- ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকর : কবি ও কর্মী:
- ড. বিকেন্দ্রীকরণ ও পল্লী-উন্তর্মন।

২ বন্ধনীর মধ্যে বর্ণিত সঙ্কেতের ইঙ্গিতে একটি প্রবন্ধ লিখুন :

ক. জনসংখ্যা সমস্যা জন-সম্পদে রূপান্তরে কর্মমুখী শিক্ষা :

(কর্মমুখী শিক্ষা কী? বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা; কর্মমুখী শিক্ষার গুরুত্ব; বাংলাদেশে কর্মমুখী শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি; যুগোপযোগী নতুন নতুন ক্ষেত্রে কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার; প্রশিক্ষিত জন-সম্পদের কর্মসংস্থানের উদ্যোগ; শ্রম বাজারে প্রশিক্ষিত জন-সম্পদের ভূমিকা।)

খ. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বাংলাদেশ :

(সাম্প্রদায়িকতা; অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম: ধর্ম নিরপেক্ষতা ও বাংলাদেশের সংবিধান: ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক: বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি: সম্প্রীতির লক্ষ্যে করণীয়।) উত্তর : পৃষ্ঠা ৭৪৯।

গ, লৈঙ্গিক সমতাবোধ :

(লৈঙ্গিক সমতার ধারণা; কেন বিভাজন?; অসমতা কি প্রাকৃতিক?; অসমতার উৎসে সমাজের ভূমিকা; সমতা ও সামাজিক প্রগতি: নারী-পুরুষ-যৌথতা ও ভবিষ্যতের বাংলাদেশ।)

৩. যে কোনো একটি বিষয়ে পত্ৰ লিখুন :

ক্র আপনার এলাকার অনুমত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রভূত উন্নয়নকারী একজন বিদ্যোৎসাহী প্রত্তীগ শিক্ষকের সংবর্ধনা উপলক্ষে একটি মানপত্র রচনা করুন।

আলমডাঙ্গা বহুমুখী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শ্রদ্ধেয় আলী আক্রবর স্যাবের অবসর গ্রহণ উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

তে মহান শিক্ষাব্রতী.

আমাদের সশন্ধ চিত্তের অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আজু আমাদের হৃদয় ব্যথিত। এক আলোকময় দিনে অফুরন্ত কর্মোদ্দীপনা নিয়ে এতিহ্যবাহী এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার মহান ব্রত নিয়ে এসেছিলেন। সুদীর্ঘ ২২ বছর এর কর্ণধার হিসেবে সগৌরবে দায়িত্ব পালনের পর আজ বেজে উঠেছে বেদনার করুণ সুর। বেদনাময় এই লগ্নে ব্যথাহত হৃদয়ের গভীর শদ্ধাঞ্জলি অন্তরে কেবলই জেগে প্রঠে বিষাদের বাণী

হে মহান কর্মবীর

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা আপনার মত একজন কর্মচ, উদারচিত্ত, সুদক্ষ ও প্রজ্ঞাবান শিক্ষকের পদপ্রান্তে বসে শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছি। তাছাডা এ অঞ্চলের বহু অন্ত্রত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রভৃত উনুয়নকারী একজন বিদ্যোৎসাহী প্রবীণ শিক্ষক হিসেবে আমরা আপনাকে চিনি। আজ আমাদের হৃদয়পটে বারবার আপনার শ্বতি বিজডিত হিরনুয় মুহর্তগুলো ভেসে উঠছে। সুদীর্থকাল আপনি কর্মনিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও প্রীতিমিগ্ধ ভালোবাসা দিয়ে আমাদের অন্তর জয় করেছিলেন। অজস্র ছাত্র পরশ পাথরের মতো আপনার হাতের ছোঁয়ায় পেয়েছে আলোকিত জীবন। আমাদের স্মৃতির রাজ্যে আপনি অমর, অক্ষয় ও চিরঞ্জীব। তাই আপনার বিচ্ছেদবেদনা আমাদের কোমল হাদয়কে গভীরভাবে শূন্যময় করছে। সত্যিই মনে হচ্ছে—

তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি মহৎ তুমি প্রকৃত ক্ষণজন্মা পুরুষ।

হে জ্ঞানতাপস, সাধক

সুদীর্ঘ কর্মজীবনে আপনি ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের এক আদর্শ প্রতীক। আপনার অন্তঃকরণ ছিল পবিত্র ও মহং। আপনার মধুর ব্যবহার, আচার-আচরণ ও চারিত্রিক মাহাত্ম্য উভয়ের মাঝে যে আত্মার বন্ধন সৃষ্টি করেছে তা কখনো টুটে যাবে না। আমরা কি দেব আপনায়— আছে তথু অশ্রু। হারানোর বেদনায় বুঝতে পারছি আপনি কত বড় সম্পদ ছিলেন। আপনি নিরলস সাধনায় শিক্ষার্থীদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলেছেন। অনেকেই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে আপনার সূচিন্তিত দিক নির্দেশনা পেয়ে। পরম যতে, নিষ্ঠায় ও অক্রান্ত পরিশ্রম সহকারে শিক্ষাদানে নিজেকে তিল তিল করে নিঃশেষে উজাড় করে যে মহৎ দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন সে ব্রত, সে ত্যাগ, কর্মকুশলতার গৌরব ও খ্যাতির উপমা খুঁজতে হলে আমাদের যেতে হবে অন্তহীন বারিধির কাছে, নয়তো বিপুলাকার হিমালয়ের কাছে। আমাদের কণ্ঠে আজ উচ্চাবিত হচ্ছে....

> व्यवशाम क्रम क्रमिन मा जास कविया नानी शार्थ।

তে প্রগতিশীল সংগ্রামী কর্ম

আপনার প্রগতিশীল চিন্তাধারা আমাদের ঐক্যবন্ধ করবে, সত্যানুসন্ধানের পথ দেখাবে। তাই শ্রন্ধা জানাই আপনার এ সত্য সুন্দর ও সপ্ত্যামী সাধনাকে। আপনার প্রচেষ্টার কথা ইতিহাসের পাতায় স্বর্গান্দরে দেখা থাকবে। আপনি আমাদের শিক্ষান্তরু, আমরা আপনার শিষা—

> কত রাজ্য, কত রাজা গড়িছ নীরবে হে পূজ্য, হে প্রিয়! একতে বরেণা তমি. শরণা এককে

হে বিদায়ী শিক্ষাগুরু

নীতি ও আমর্লের প্রস্ত্রে আপনি হিলেন অনাত্ত অবিক্রন। আপনার করের প্রকৃত মুখ্যাদন আরো করতে পারিনি। রারদের নোহে কথানো-বা উদ্ধতা বিপুর অন্তর্ভন আপনার রাভি আমরা বহু অপরাধ করেছি, অসোকনা হরাছি। আজা বিদায়পাপ্র আপনার কাছে আমানার প্রতি পরি বিদায়পাপ্র আপনার কাছে আমানার প্রতি বিদায়ী আম্মিরীনে কামানার করিছে ক্রামানার করে বিদায়ী আম্মিরীনে আমানার করিছে ক্রামানার ক্রামানার করে বিদায়ী আম্মিরীনে আমানার ক্রামানার ক্

তারিখ: ২২.০৩.২০১৪ আলমডাঙ্গা, চয়াডাঙ্গা আপনার স্নেহধন্য ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

ছাত্র-ছাত্রাবৃন্দ আলমডাঙ্গা বহুমুখী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, চয়াডাঙ্গা।

« আপনার শহরের ঐতিহ্যারী বৈশাখী কোনার মাঠ সরকারি স্থাপনার কান্তে বাদহার করার শিক্ষান্ত হওয়ায় নাগরিক জীবনে সমন্ত্রধর্মী দেশজ সংস্কৃতির চর্চায় নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে—এ আপন্তা জানিয়ে এবং মাঠিতে সাংস্কৃতিক গুরুত্ব স্থাখ্যা করে একে রক্ষার জন্য সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিবের নিকট আবেদনপত্র পিতুন।

০৭ জানয়ারি ২০১৪

বরাবর সচিব মহোদয় সংকৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার চাকা।

বিষয় : বৈশাখী মেলার মাঠ স্থাপনামূক্ত রাখার জন্য আবেদন।

জনাব.

ষ্ণাবিহিত সন্মানপূর্ক নিবেদন এই যে, কুটিয়া জেলার বিবপুর একটি সমৃত্য এলাকা। অত্র এলাকার লাপা আবহুমানবাল থেকেই সংস্কৃতি সাংলা করে আসংহা, সেজানা জেলার মধ্যে নালাকার আবি সুন্দ ও সুন্দাতি রুলারে । এলাকার মধ্যে বেশিক্ত স্থাবিত কৈবে। এর এলাকারে আবিবাসীরা শিক্ষা-দীক্ষা এবং রাজনৈতিক কর্মকাতে অভ্যন্ত সচেতন। দীর্ঘটিনা ধরে সংস্কৃতি কির ক্রম করে। করি কার্যালাকার আবিবাসীরা শিক্ষা-দীক্ষা এবং রাজনৈতিক কর্মকাতে অভ্যন্ত সচেতন। দীর্ঘটিনা ধরে সংস্কৃতি কিরব কর্মকাত করে। এলাকার মাধ্যে সংস্কৃতি কিরব করে সক্ষান্দ হয়। মিরপুর শহরে রয়েছে একটি ঐতিহারেটি বৈশালী মোলার মাঠ। এতি বছর বাজালিকা জাতীয়া উচ্চার সোধানে করে। এটি বাজালিকার একটি সর্বজনিকার সাক্ষান্দ করে। করিল আবিবাসে করে করের করের করে বাবে হায়। অতীতের কুম্মান্টি ও বার্ষ্যবিকার বানি কুলা বিক্রমান করেন করে আবার হা । অতীতের কুমান্টি ও বার্ষ্যবিকার বানি কুলা বুলা করেন করে আবার হা । অতীতের কুমান্টি ও বার্ষ্যবিকার বানি কুলা বুলা করেন করে আবার হা । একটা আবারাকার বৈশালী মোলার মার্টিব করেনি করেন করে আবারে। অবহু নববর্গ। আবারের বৈশালী মোলার মার্টিব করেন করে আবারে । করেন করের আবারে । করেন করের আবারে । করেন করের আবারে নালাকার করেন করের আবারে নালাকার করেন করের আবারে নালাকার করেন করের আবারের নালাকার করেন করের আবারের নালাকার করেন করের আবারের নালাকার করেন করের আবারের নালাকার করের নালাকার করেন করের আবারের নালাকার করেন করের আবারের নালাকার করেন করের আবারের নালাকার করেন করের আবারের নালাকার করের বিশ্বালয় আবারের নালাকার করের বারের নালাকার করের বাবে । বাবে না এ মার্টা সরকারি জ্বপালা তৈরের করের করেন এটাই এলাকারানীর প্রাণ্যাল মারি। কেননা এ মার্টা সরকারি জ্বপালা তৈরের বারের আবার নালাকার করের যাবে ।

অতএব, আপনার নিকট আমানের বিনীত আরজি, আপনি বৈশাখী মেলার মাঠটি স্থাপনামুক্ত রাখার জনা সংশ্রিষ্ট সকল প্রকার সহযোগিতা দান করে বাধিত ও অনুগৃহীত করবেন।

নিবেদক এলাকাবাসীর পক্ষে মোঃ তেলাল উদ্দিন

 রাজধানীর কোনো বিশিষ্ট পুত্তক প্রকাশক ও বিক্রেতার নিকট বিভাগভিত্তিক অনুমোদিত এজেলি চেয়ে আবেদনপত্র গিপুন।

৩৩তম বিসিএস ২০১২, বাংলা : প্রথম পত্র নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

শ্রন্থর : প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে। নবর

> ক. বানান, শব্দ প্রয়োগ ও বিন্যাস, ভাষারীতি ইত্যাদি তদ্ধ করে নিচের বাক্যওগো পুনরায় দিবুন : ﴿ ১ ২ = ৬

এসব লোকগুলোকে আমি চিনি।
 উত্তর : এসব লোককে আমি চিনি।/এ লোকগুলোকে আমি চিনি।

ভত্তর : এসব লোককে আম চান।/এ ২. তুমি আমার কাছে আরও প্রিয়তর।

তাম আমার কাছে আরও প্রিয়তর।
 উত্তর: তমি আমার কাছে আরও প্রিয়।

তধুমাত্র গায়ের জােরে কাজ হয় না।
 উত্তর: তধু গায়ের জােরে কাজ হয় না।

৪. তিনি নিরহঙ্কারী ও নিরপরাধী মানষ।

উত্তর : তিনি নিরহঙ্কার ও নিরপরাধ মান্য ।

- ৫ সে গাছ হইতে অবতরণ করিল। উত্তর • সে গাছ থেকে নামলো।
- ৬. অচিরেই বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হবে। উত্তর : অচিরেই বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে।
- ৭ আসতে আগামীকাল কলেজ বন্ধ থাকবে। উত্তর : আগামীকাল কলেজ বন্ধ থাকবে।
- ৮, তার দারিদ্যতায় কষ্ট পেয়েছি আর সৌজন্যতায় মুগ্ধ হয়েছি উত্তর : তার দারিদ্যে কষ্ট পেয়েছি আর সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছি
- ৯ আমি অপমান হয়েছি।

উত্তর - আমি অপমানিত হয়েছি।

- ১০. ইতোমধ্যে গ্রামের সমস্ত লোকেরা সম্বর্ধনা সভায় যোগ দিল। উত্তর - ইতোমধ্যে গ্রামের সব লোক সংবর্ধনা সভায় যোগ দিয়েছে।
- ১১ নিরপরাধী লোক কাকেও ভয় করে না। উত্তর : নিরপরাধ লোক কাউকেই ভয় করে না।
- ১২, অপরাহ্ন লিখতে অনেকেই ভুল করে। উত্তর : অপরাহ লিখতে অনেকেই ভুল করে।

খ. শূন্যস্থান পুরণ করুন :

বিদ্যা মানষের মল্যবান — সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্ত — তদপেক্ষাও মূল্যবান। অতএব কেবল বিশ্বান বলিয়াই কোন লোক — লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। চরিত্রহীন লোক যদি নানা — আপনার — পূর্ণ করিয়াও থাকে, তথাপি তাহার— পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। উত্তর : বিদ্যা মানুষের মূল্যবান সম্পদ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু চরিত্র তদপেক্ষাও মূল্যবান। অতএব, কেবল বিদ্বান বলিয়াই কোন লোক সম্মান লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হুইতে পারে না। চরিত্রহীন লোক যদি নানা বিদ্যায় আপনার জ্ঞানভাষার পূর্ণ করিয়াও থাকে. জপ্লাপি ভাহার সঙ্গ পবিভ্যাগ করাই শেয়।

গ্. ছয়টি পূর্ণ বাক্যে নিচের প্রবাদটির নিহিতার্থ প্রকাশ করুন:

পূষ্প আপনার জন্য ফোটে না।

উত্তর : সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে নিজেকে নিবেদন করাতেই মানুষের জীবনের সার্থকতা। এ জগতে বহু মহৎ লোক আছেন যারা পরের মঙ্গলের জন্য নিজেদের বিলিয়ে দেন। তাদের একমাত্র চিন্তা, কি করলে অপরের দুঃখ দূর হয়ে তার মুখে হাসি ফুটবে, কিসে সমাজ-সংসারের কল্যাণ হবে। তারা নিজেদের সুখ-শান্তির বিষয়ে কখনো চিন্তা করে না এবং নিজেদের সর্বস্থ বিসর্জন দিয়ে পরের মঙ্গল সাধন করেই সুখানুভব করে থাকেন। তাই তারা এ নশ্ধর জগতে চিবস্থরণীয় ও বরণীয় এবং তাদেরকে 'মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজন'। সকলের উচিত স্বার্থপরতা ত্যাগ করে এ রকম অপরের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করা।

ছা নিচের শব্দগুলো দিয়ে পূর্ণবাক্য রচনা করুন : সান্তনা, উর্ধ্ব, ধিক্তত, আশিস, অচিন্ত্য, কটক্তি।

সান্তনা : বিধবার একমাত্র সন্তান মারা যাবার পর তাকে সান্তনা দেয়ার ভাষা খুঁজে পাঞ্চিলাম না।

ভর্ম : শেয়ার বাজারের সূচক উর্ধ্বমূখী করতে সরকার বহু পদক্ষেপ হাতে নিয়েছেন।

ধিকত : রাজাকাররা এ সমাজে সব সময়ই ধিকত লোক হিসেবে গণ্য হবে।

আশিস : মৃত্যুপথযাত্রী মা তার একমাত্র পুত্রকে আশিস করলেন।

অচিস্তা : আমার আপন ছোট ভাই আমার এত বড ক্ষতি করতে পারে এটা আমার কাছে অচিন্দ্রনীয় বিষয়।

ক্রটকি : মন্ত্রীর কট্নিক শুনে সচিব মর্মাহত হয়েছেন।

শ্র নির্দেশানুযায়ী বাক্যগুলো রূপান্তর করুন :

১ শিক্ষক আমাকে উপদেশ দিলেন এবং বিদায় করলেন। (সরল বাক্য) উত্তর : শিক্ষক আমাকে উপদেশ দিয়ে বিদায় করলেন।

২ যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখণ্ড আসে। (যৌগিক বাক্য) উত্তর : বিপদ এবং দুঃখ একসাথে আসে।

 বিদ্বান লোক সর্বত্র আদরণীয়। (জটিল বাক্য) উত্তর : যার বিদ্যা আছে, তিনি সর্বত্র আদরণীয়।

8. সে যেমন কৃপণ তেমন চালাক। (যৌগিক বাক্য) উত্তর : সে খব কপণ এবং চালাক।

৫. সে এমএ পাস করেছে বটে কিন্তু জ্ঞানলাভ করতে পারেনি। (জটিল বাক্য) উত্তর : যদিও সে এমএ পাস করেছে, তথাপি সে জ্ঞানলাভ করতে পারেনি।

৬. যখন বৃষ্টি থামলো, তখন আমরা স্কুলে রওনা হলাম। (যৌগিক বাক্য) উত্তর : বৃষ্টি থামলো এবং আমরা স্কুলে রওনা হলাম।

২. যে কোনো একটির ভাবসম্প্রসারণ লিখুন (অনধিক ২০টি বাক্য):

ক. শৃত্যলিত সিংহের চেয়ে স্বাধীন গাধা উত্তম। ভাবসম্প্রসারণ : স্বাধীনভাবে কোনোমতে জীবনযাপন করাটাও পরাধীন হয়ে বাহ্যিক আরাম-আয়েশের মধ্যে জীবনযাপনের চেয়ে ভালো।

একজন প্রাধীন ব্যক্তির কাছে যদি কোনো কিছুর অভাব না-ও থাকে তথাপি সে মানসিকভাবে সুখী পাকতে পারে না। কারণ, যে কোনো ব্যক্তির কাছে স্বাধীনতার সুখের বিকল্প আর কিছুই হতে পারে না। মানুষ সব সময় তার নিজ ইচ্ছায় চলতে চায়, কারও অধীনে থেকে তার নির্দেশনা মোতাবেক তাকে চলতে হবে, এটা কোনোমতেই সে মেনে নিতে চায় না। স্বাধীনভাবে সে বহু কষ্ট স্বীকার করে বেঁচে থাকতে রাজি আছে, কিন্তু পরাধীন হয়ে অঢেল ধন-সম্পদের অধিকারী হয়েও বেঁচে থাকতে রাজি নয় সে। পরের তৈরি সুরম্য অট্টালিকায় বসবাস করার চেয়ে নিজের খড়কুটো দিয়ে তৈরি ভাঙা ঘরে থাকা অনেক সুখের মান হয় প্রভাকের কাছেই।

স্বাধীনতা সকলের কাছেই এক অমীয় সূধা। এ সূধা পান করার জন্য মানুষ বক্তের মাণর পাড়ি দেয়। এ স্বাধীনতা স্বক্ষয় তাকে হতে হয় আরও সতর্ক। এত কট করে স্বাধীনতার কিন্তে ধাকা আনোর অধীনে এক কট কায়া বাইটিত ঠোঁত থাকার চেরা শত-মন্ত্র পণ প্রেয়। স্বাধীনতাবে একদিন বিচৈ থাকা পরাধীন হয়ে সত্ত্র দিন বৈচে থাকার চেয়া মঙ্গব্যভনক।

স্বাধীনতার এ অমৃল্য সুখ পেতে হলে আমাদেরকে স্বাধীনতা রক্ষায় সর্বদা সজাগ এবং সতর্ক থাকতে হবে।

খ, ক্ষধার রাজ্যে পথিবী গদ্যময়।

ভাৰসম্প্ৰসাৱৰ : সুন্দৰের সাধক হলেও মানুষের কাজ তথু কন্ধনার জগৎ নির্মাণ করা নয়, কঠিন ও কঠোর বাছবেক মুখে ভাকে কন্ত সভাকে হীকার করে চলতে হয়। আমরা জানি, জীবনারমের দাবি যোখানে উপেন্দিত সেখানে কন্ধনা-বিদাসিতা নিরর্থক। জড় বাছবতার মোকাবিনাই তথ্য মূল লক্ষ্য হয়ে দীভায়।

মানুদের জীবন বেশ করেকটি অধ্যানের সমান্তি। এ মহাজীবনে এক অধ্যান্তে নেমন পদেনব ক্ষম্বার বা কবিতার বিশ্বতা রারোহে তেমনি কদা অধ্যান্তে বান্তের গেদের কড়া হাডুড়ি বা বাকবেতা। মানুদের জীবন কেকল করিকার মতো ক্ষমান বা জিলাগা ৰাছারি দীঠি আনন নম্বা, সুদের পিঠে মেনে নমুন্থ বাকে, আলোর পরে আঁধার, তেমনি এই কয়নার জগৎ ছাড়াও এবানে রায়েছে কঠার-কঠার বাজবতা। এ বাছকরতা মেনে নিয়েই তাকে চলতে হবে। এটি তার অভিয়েক্ত নাগে সশার্কিত। জাকে পৃথিবীর বুক্ত চিকে বাকবেত হবে অধ্যান্ত্রই জীবন ধারণের মৌলিক দাবিনসূহের বান্তবতা স্থীকার করে তা অর্জনের কটো চালাতে হবে। এনব মৌলিক কয়োজানের বাহুর হয়ে যাবার পার নে কয়না-বিলাসিতার কথা চিত্রা করতে পারে। কবিতা মানুদকে আনন্দ দের কিন্তু অকজন কুপার্ত বার্তির কাছে কবিতা মানুদকে সামান্ত কিন্তু অকজন কুপার্ত বার্তির কাছে কবিতা মানুদকে কাছে কুবিই প্রিয়। কিন্তু একজন কুপার্ত বার্তির কাছে কবিতা মানুদকে ভাবে কটিই কলেব বাড়াবে। পূর্ণনার চাল মানুদরে কাছে কুবিই প্রিয়। কিন্তু একজন কুপার্ত বার্তির কাছে কবিতা মানুদকে আনক কটিই কলেব বাড়াবে। পূর্ণনার চাল মানুদরে কাছে কুবিই প্রিয়। কিন্তু একজন কুপার্ত বানুদর কাছে কুবিই প্রিয়। কিন্তু একজন কুপার্ত বানুদর কাছে কুবিই প্রিয়। কিন্তু একজন কুপার্ত বান্তবান আন্তর্ক করেব। চালের কেন্তে কটি

বাস্তবতা নির্মম ও কঠিন হলেও তাকে মেনে নিয়েই আমাদের চলতে হবে।

৩. সারমর্ম লিখন :

30 x 2 = 20

একদা ছিল না জুতা চরণফুগলে দাহিল হুনার মম সেই ফোতানলে। বীরে মিরে চুলি চুলি চুলাবুল মনে পোলাম তালালারে তালান কারণে। দেখি সেখা একজন পদ নাহি তার অমনি জুতার খেদ ঘুটিল আমার। পরের দুরুকের কথা করিলে চিত্রনা আনদার মনে দুরুপে বাকে কতক্ষণ।

সারমর্ম : মানুষের প্রত্যাশার কোনো শেষ নেই। এই অসীম প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারার বার্থতা সব সময়ই তাকে কট দের। কিন্তু কেউ যদি অপরের এরকম অপ্রান্তির বেদনার কথা গভীবভাবে চিন্তা করে তাহলে তার নিজের মনে না পাওয়ার আর কোনো দঃখ থাকে না। অ. মহাসমুদ্রের শত বাতদরের করেয়াল কেই যদি এমন করিয়া বাঁথিয়ে রাখিতে পারিত দে, সে মুমাইয়া পড়া শিবাটির মতো চূপ করিয়া আলিক, তার সেই নীয়ব মহাশদের সহিত এই লাইরেরির তুলনা হইত । এবানে ভাষা চূপ করিয়া আহে, থবাহ ছির হইয়া আহে, মানবায়র অহার আলোক কালো আফরে বুললাক কালোক ক

কল্যান প্রতিষ্ঠার ভূয়োগর্শন কালো কালির অক্ষরে পুস্তকে লিপিবছ থাকে। আর গ্রন্থাপারে যুগ-যুগান্তরের সে সম্পদ সন্ধিত থাকে বলে গ্রন্থাপারই একটি জাতির মদানের প্রতীক। ৪ অতি সক্ষেত্রপা নিচের গ্রাহ্মবলার উত্তর লিম্বন:

ত্ত চর্যাপদ কে আবিষার করেন?

উত্তর : ১৮৮২ সালে প্রকাশিত Sanskrit Buddhist Literature in Nepal প্রস্থে রাজা রাজেন্ত্রলাল মিত্র সর্বভাগন কোপোনার বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্যের কথা প্রকাশ করেন। তাতে উদ্ধীত হয়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাল শারী নেপালের বালে লাইব্রেরি থেকে ১৯০২ সালে শিক্ষাবিনিকার্য নামক ঐ সাহিত্যের কতকলো পূর্বি (পদ) আবিষ্কার করেন। উদ্ধারকারীর সম্পাননায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' থেকে পৃত্তিহলো ১৯১৬ সালে (১০২১ বলালে) হাজার বাছরের বুলান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও সোহা' নামে প্রকাশিত হয়। এ গান্থটিই পরে চর্যাপন সামার্য ভাষার বৌদ্ধগান ও সোহা' নামে প্রকাশিত হয়। এ গান্থটিই পরে চর্যাপন

খ বাংলা গদ্যের জনক কে?

উত্তৱ : বাংলা গদ্যের জনক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসগর। বাংলা গদ্যের অবয়ব নির্মাণে তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। তারই বলিট প্রতিভার যাদ্রুশর্মের বাংলা গদ্য হৈশোরবাসের অনিন্দ্রভাবেক পদ্যতে পরিতাগা করে পূর্ব সাহিত্যকরপের নিন্দরভার মধ্যে স্থান পরিবাদ্যালারের পূর্বকর্তা গদ্যের বিশ্বরী বিশ্বেশন করেলে তথালীন লেককেনের মধ্যে যে সুম্ম বাকা গঠননীতির নিন্দর্শন লক্ষণীয় হয়ে ওঠে না তা নয়, কিছু এ বাাপারে বিদ্যালাগর যেমন সচেট ছিলোন তেমন আর কারো মধ্যে দেখা যায় না। সেজনা বাংলা গদ্যশৈলীর উদ্ভবের পরিস্কালিশ বছর পরে লেখনী ধারশ করা সত্ত্বেও উশ্বরচন্দ্র বিদ্যালাগরকে বাংলা গদ্যের জনক জন্ম প্রস্কাল্য বাংলা

গ. প্রাবন্ধিক হিসেবে হুমায়ুন আজাদের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

উত্তর: হুমানুন আজাদ ছিলেন একজন মুক্তভিত্তার অধিকারী, ধর্মীয় গৌড়ামীত চরম বিরোধী, লোগপ্রেটিক ও সাহিত্যিক। তার প্রবক্ষসমূহে এদান মুক্তভিত্তার পরিচার মেনে। তার বাংলা আরা ও সাহিত্য সন্দর্ভিত হোলা দাল মিন দীনাধিনি বা বাজালা সাহিত্যের জীপনি এবং ক্ষত নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী 'বাংলার অকুলা সাহিত্যে সাম্পান একজন লেখকের লেখা ককনও ফুল-সময়ের ম্বামা বাঙলিকৈ হয়, ককনত তার দেখা ফুল-সময়কে প্রভাবিক করে। হুমানুন আজালেক বাংলা আমানে মুল-সময়কে প্রভাবিক করেছে।

ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত তিনটি ছোটগল্পের নাম লিখুন।

উত্তর : ববীন্দ্রাথ ঠাকুর রচিত তিনটি বিখ্যাত ছোটগান্তের নাম হচ্ছে— ১. পোটমাটার; ২. কার্নুলিভয়ালা এবং ৩. সুজা এ তিনটি ঘোটগান্তের প্রধান চরির হচ্ছে খবারুহের বতন, মিনি এবং স্থাজিব। প্রতিটালয়ের মাধানে চিলি সমায়েজে কুলাঙার, নারী ঘারিকারে এবং নারী বিদ্যালয়ক নামানে কিন চিলাক্ষাল করেছেন। প্রেম ৩ প্রকৃতি ভার গান্তের অন্যতম উপাদান। তিনি গান্ত সারাদির আরক্ত করে এবং মুহর্তের মাধানে প্রতিক সমানে ঘটনাল্লোভে মুগ্র করেন। ঠিক মুগ্রে কারাদির আরক্ত করেন এবং মুহর্তের মাধানে থাকিক স্থান করেন। ঠিক মুগ্রে করা গান্তের মতো করে প্রতাশ করিছিন।

ত্ত. বড় চণ্ডীদাস রচিত কাব্যটির নাম লিখন।

ভব্তর : বড় চর্বীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণাকীর্তন' মধ্যসুদের প্রথম কাব্য । তিনি ভাগবতের কৃষ্ণালীলা সম্পর্কিত কাহিনী অবলয়নে, জয়দেরের গীতগোবিন্দ কাব্যের প্রভাব স্বীকার করে, লোকসন্যাক্ত প্রচলিত বাধাকৃষ্ণ প্রেম সম্পর্কিত প্রায়া গল্প অবলয়নে প্রকাশ পাতালীতে 'শ্রীকৃষ্ণাকীর্তন' কাব্যের প্রধান চরিত্র তিনটি; কৃষ্ণা, রাধা ও বড়াই । এ কাব্যের মেটি ১০টি খত আছে। এচতলা হলো : জন্মধ্ব, তান্ত্রপথ, দানখও, নৌকাখও, ভারথও, হুমাধ্ব, বুদারনথও, কালিয়দমনখণ, মুনুনাথত, হারথব, রাগধ্ব, বংশীখও ও রাধানিরহুখও।

চ. তিনটি মঙ্গল কাব্যের নাম লিখন।

উত্তর : তিনটি মঙ্গলকাব্য হলো মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও অনুদামঙ্গল।

মনসামঙ্গল : মঙ্গলকাব্যওলোর মধ্যে মনসামঙ্গল প্রাচীনতম। সাপের দেবী মনসার পূজা প্রচারের কাহিনীই এ কাব্যের বিষয়বস্তু। এ কাব্যের মূল চরিত্রগুলো হলো চাঁদ সওদাগর, বেহুলা, লখিন্দর ও মনসা দেবী।

ধর্মমঙ্গল : ধর্মমঙ্গল হলো পঞ্চল থেকে অটালে শতালী পর্যন্ত পচিমবাসের বীরকুম, বর্ধমান, বীকুজ, মেদিনীপুর ইত্যানি অঞ্চলে ধর্মটাকুর বা ধর্ম নামের যে দেবতাকে নিমন্ত্রেনী এবং কোথাও কোথাও উচ্চাপ্রতী হিন্দুরা পূজা করাত, সেই কাহিনী অবলয়নে রচিত কার্যা এ কাব্যের মুগ চরিত্রতালো হলো-প্রতিশ্বস্থ, মলনা, মুইচ্ছেম, কার্সচন্দ, গৌচেকুর ও জাউনেন।

অন্ধ্রদামঙ্গল : অনুদামঙ্গল হলো দেবী অনুদার মাহাত্ম প্রচারে ভবানন্দ মজুমদারের জীবন নিমে রচিত কাব্য। কবি ভারতচন্দ্র রায়ঙগাকর রচিত এ কাব্যের মূল চরিত্রগুলো হলো ভবানন্দ, হরিহোড়, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ, ঈশ্বরী পাটনী।

ছ. 'অবসরের গান' কবিতাটি কার রচনা?

উত্তর : 'অবশরের গান' কবিতাটির রচরিতা রূপদী বালোর কবি জীবনানন্দ দাশ। প্রকৃতি মাটার এ কবির বৈশিষ্টা, বাজানেশের প্রকৃতি তার কবিতায় অত্যন্ত আকর্ষণীয় রূপে বিধৃত হরেছে। ঝরাপান্ধ বনলতা দেন, মহাপৃথিবী, সাভটি তারার তিমির, বেলা অবেলা কালকো, রূপদী বালো তার বিধায়ত কারমান্ত।

জ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটি উপন্যাসের নাম পিছুন।

উত্তর : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত তিনটি বিখ্যাত উপন্যাস হলো– ১. জননী; ২. পদ্মানদীর মাঝি এবং ৩. পুতুল নাচের ইতিকথা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত প্রথম উপন্যাদের নাম জননী' (১৯০৫)। তার 'পছানদীর মাঝি' (১৯০৬) উপন্যাসটি 'পূর্বাপা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এ আছলিক উপন্যাসে জেলে জীবনের সুখ-দুবে বর্গনা করা হয়েছে। এ উপন্যাসের প্রবেশগো চরিত্র হচ্ছে- কুবের, কপিলা, মালা, ধনায়য়, গণেশ, দীতলবারু, রোসেন মিএরা প্রস্থুব। 'পুতুল নাচের ইডিকথা' (১৯৩৬) উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্র হচ্ছে- দুপী ও কুসুম।

ঝ, ভাষা আন্দোলনভিত্তিক দুটি কবিতার নাম লিখুন।

উত্তর: ভাষা আন্দোলন তথা একুশের এখন কবিতা মাহবুৰ-উন-আনম চৌধুরীর 'র্কানতে আসিনি, কাঁসির দাবি নিয়ে এসেহি' ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুমারির রক্তান্ত ঘটনার পরপরই রাটত হরোছিন। ভাষা আন্দোনভিত্তিক আরেকটি বিখ্যাত কবিতা মোহাখন মনিকজ্ঞানালের 'শহীদ শরবে'। এজ্যান কবি গোলাঃ 'মান্তক্ষার' একুশে কেব্রুমারি' কবিতায় ভাষা আন্দোলনের তেতনার প্রতিফলন ঘটনাঃ 'সাধ্যাম চলবেই' কবিতায় সিকানানা আরু ভাষাক্র নিয়েছেল-

"জনতার সংগ্রামই চলবেই আমাদের সংগ্রাম চলবেই।"]

ঞ. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক তিনটি উপন্যাসের নাম লিখুন।

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক তিনটি উপন্যাস হলো– ১. রাইফেল রোটি আওরাত, ২. দুই সৈনিক ও ৩. নির্বাসন।

- ১. রাইফেল রোটি আওরাত: শহীদ বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক আনোয়ার পাশার 'রাইফেল রোটি আওরাত' মুক্তিযুদ্ধিতিকৈ উপন্যাসসমূহের মধ্যে উল্লেখনো সংযোজন। প্রত্যক্ষ আর সাক্ষাৎ ঘটনাবলীকে তিনি উপন্যাসন ক্রমণ নির্মানের বাবিনের শেখ এ এছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ এ অঞ্চলে পাক হানাদারের আক্রমণ নির্মানতারে পরা হয়েছে উপন্যানাটিতে।
- ২. দুই সৈনিক: বাধীনতা মুদ্ধের সময় কিতাবে আমাদেয়ই আয়ীয়-য়জনদের মধ্যে কেউ কেউ পাকিয়ানি মিদিটারিদের সহায়তা করতে এদিয়ে দিয়েছিল এবং অবলেখে নিজেদের এবং হিয়য়ভনক জীবনে দুর্ঘেল ও করাশ পরিগতি নেমে এলেছিল তার একটি ঌয় অঞ্চিত য়য়য়েছ শঙ্কত ওসমাদের এ উপন্যালে।
- ७. निर्वाजन : ड्रमाहून आरात्माजत अं जैनागाणि अकबल भन्न पुकिरणांबाटक गिता लिखि । बाधीना पुरक्त आनिगज निमांत्र खुरीकारत अवन्त्र वहार शांगल कात व्यक्तिक बतीत विदाय दशा यांच क्ला एहण्य जाएथ । वसपातीया टेकी स्टाराष्ट्र विनाग्न मिएक । जवादि बतीतक स्वापित करत केठाल निरंद अलगा निर्माण कानामा निरात निर्फ्ड काकिस्त आराह् । कात प्रत्य प्रत्य प्रत्य । गंकीय निरायणत क्षांत्र लाय आणा ।

ট. বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী সম্পর্কে তিনটি বাক্য রচনা করুন।

উত্তর : আতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর বহুমান রচিত 'অসমাও আখজীবনী' হাস্থুটি এঞিল ২০১২ ইউনিভার্মিটি প্রেস লিমিটেড (ইউনিএল) থেকে প্রকাশিত হয়। ২০০৪ সালে নজরে অসা এ জারেরিটি তিনি ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পাকিস্কানের কারাপারে অন্তরীণ গাঁকাঝানীন সময়ে লিখেছিলো। এখানে তিনি তার নিজের জীবনের বিভিন্ন রাজনৈতিক পর্যায় ফোনা ভাষা আন্দোলন, খেরাচার বিরোধি আন্দোলন ইভানি তুলে ধরেছেন। ঠ. বাংলাদেশের তিনজন বিশিষ্ট নাট্যকারের নাম লিখন।

উক্তর : বাংলাদেশের তিনজন বিশিষ্ট নাট্যকার হলেন—১. মুনীর চৌধুরী, ২. সেলিম আল দীন্ ৩. হুমায়ুন আহমেদ।

- ১. মুনীর চৌধুরী : তিনি রক্তাক্ত প্রান্তর, চিঠি, কবর, দণ্ডকারণ্য প্রভৃতি নাটক রচনা করেছেন
- সেপিম আদ দীন: সেপিম আল দীনের উল্লেখযোগ নাটক— সর্প বিষয়ক গল্প ও অন্যান্য (১৯৭৩), কেরামতমঙ্গল (১৯৮৩), জীবন খোলা (১৯৮৩), মুনতাদীর ফ্যান্টাদি (১৯৮৫), চাকা (১৯৯০), বৈধান্তী কন্যার মন (১৯৯২), বনপাংকল (১৯৯১), হবাগজ (১৯৯২), হাতহলাই (১৯৯৭)।
- ত. বুমায়ূন আহমেদ: তার রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক
 এইসব দিনরাত্রি, কোথাও কেউ েই
 নক্ষত্রের রাত, মান্ত্রী মহোদয়ের আগমন অভেচ্ছা স্বাগতম, চন্দ্র কারিগর, চন্দ্রগ্রহণ্
 অপরাহ্ণ, ক্রপালি নক্ষত্র, সরুজ ছায়া, উড়ে যায় বকপক্ষী।

ড. বাংলা সাহিত্যের তিনজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের নাম পিখুন।

উত্তর : বাংলা সাহিত্যের তিনজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হলেন–১. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ২ বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

- ১. শাবক্তন্ত চট্টাপাখ্যার: বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হলেন পরতন্ত্র চট্টাপাখ্যার। তিনি বাছলির আনেগশ্রোকতে খুলে নিরোছিলেন এবং লে আবেগে ভেসে পিয়েছিল পাঠকের। তিনি সামাজিকভাবে নিবিদ্ধ কিছু ব্যাপারকে সামনে নিয়ে এসেছিলেন এবং সেতালাকে মহিন্যা দান সক্রেছিলে।
- বান্ধিমচন্দ্র চট্টোপাথ্যার: তাকে বাংলা উপন্যাসের স্থপতি বলা হয়। তার প্রথম সার্থত উপন্যাস 'মূর্ণেপানিন্দ্রী'। বিদ্যাবন্ধুত্ব অসাধারণড়ের ওপর প্রাধানা আরোপের প্রবণতা, উপন্যাসের কাঠামো নির্মাণে নেয়ায়িক বা ভার্মিক পূঞ্জলা রক্ষার চেটা এবং মননশীলভাঞ্জনিত সুষমতার প্রয়োগের জন্য তিনি বিখ্যাত।

ঢ়, বৈষ্ণব পদাবলীর তিনজন শ্রেষ্ঠ পদকর্তার নাম লিখুন।

উত্তর : বৈষ্ণব পদাবলীর তিনজন শ্রেষ্ঠ পদকর্তা হলেন– ১. বিদ্যাপতি, ২. চঞ্জীদাস ও ৩. জ্ঞানদাস।

- বিদ্যাপতি : বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার রাজসভার কবি। রাজা শিবসিংহ তার্কে কবিকন্ঠহার উপাধিতে ভূষিত করেন। তার রচিত কয়েকটি বইয়ের নাম– পুরুষপরীক্ষা, কীর্তিপতা, পঙ্গাবাক্যাবলী, ভাগবত ইত্যাদি।
- ২. চজীদাস: বাংলা ভাষায় বৈশ্বর পদাবলীর আদি রচয়িতা কবি চজীদাস। দিক্ষিত বাঙালি বৈশ্বর সাথিতের বস ও আনন্দের সংবাদ পেরেছে চজীদাসের পদাবলী থেকে। চৈতন্যদের যার পদাবলী বর্ণ মোহিত বংগুল তিনি এই চজীদাস। 'সবার উপরে মানুষ সত্য ভাষার উপরে নাই' ভার বিব্যাত উতি।
- জ্ঞানদাস : সম্ভবত যোড়শ শতাব্দীতে বর্বমান জেলায় কবি জ্ঞানদাসের জন্ম । তিনি চত্তীদাসের কাব্যাদর্শ অনুসরণ করেন এবং তার সঙ্গে নিজের প্রতিভার সমন্বয়্ম করেন । তার বিখ্যাত চরণ-স্ক্রপ লাগি আঁথি ঝুরে গুলে মন ভোর ।'

ৰ, কোন ভিন কৰিব নাম যথাক্ৰমে কৰিকচ্চব্যৱ, কৰিকছণ ও বায়তগাকর। স্কল্প : কৰিকচ্চব্যৱ : 'কৰিকচ্চব্যৱ' উপাধিটি কৰি বিদ্যাপতিব। রাজা শিবসিংহ ডাকে এ উপাধিতে ভূষিত করেন। তার কয়েকটি বইয়ের নাম– পুরুষপরীকা, কীর্তিগতা,

ঙ্কপাধিতে ভূষিত করেন। তার কয়েকটি বইয়ের নাম− পুরুষপরীক্ষা, কীর্তিলতা, গঙ্গাবাক্যাবলী, ভাগবত ইত্যাদি। ক্ষবিকঙ্কপ : 'কবিকঙ্কপ' হচ্ছে মুকুন্দরাম চক্রবর্তার উপাধি। মেদিনীপুর জেলার বাকুড়া রায়ের

কাৰকঙ্কণ : কাৰকঙ্কণ হচ্ছে মৃত্যুপরাম চক্রবতার তথাবে। মোণশা গুয় অধ্যান অনুষ্ঠা মানেম পুত্র রঘুনাথ তাকে এ উপাধি প্রদান করেন। বায়তণাকর : 'বায়তণাকর' ভারতচন্দ্রের উপাধি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাকে এ উপাধি প্রদান

রায়গুণাকর : রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের উপাধি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাকে এ উপাধি প্রদাদ করেন। তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হঙ্গেছ— 'অনুদামঙ্গল'।

৩৩তম বিসিএস ২০১২, বাংলা : দ্বিতীয় পত্র নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে। ১ যে কোনো একটি বিষয়ে রচনা লিখুন :

ক মন্তিমুদ্ধের চেতনার পটভূমিতে গণতান্ত্রিক সমাজ;

উত্তর : পৃষ্ঠা ৮০৬।

খ. দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে সমাজশক্তির ভূমিকা; উত্তর : পষ্ঠা ৬৭৬।

গ. বাংলাদেশে পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ; উত্তর : পষ্ঠা ৬৪২।

বাঙ্খালির বৃদ্ধির মৃক্তি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য;

 উত্তর : পষ্ঠা ৭৬০ ও ৭৬৬।

%. বাংলাদেশে ফোকলোর চর্চা উত্তর : পন্না ৭৫২।

২ বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত সঙ্কেতের ইঙ্গিতে একটি প্রবন্ধ লিখুন:

ক পরিবেশ আন্দোলন :

(পরিবেশের সংজ্ঞা; পরিবেশ আন্মোদনের সূচনা; পরিবেশ আন্মোদনের কারণসমূহ; বিশ্ব পরিবেশ সাচেন্ডনতা; পরিবেশ আন্মোদনে বাংলাদেশের ভূমিকা; পরিবেশ আন্মোদনে বিশ্ব সমাজের কর্মাটা হ; পরিবেশ আন্মোদনে সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতা; উপসংহার।) উত্তর: ক্রাটা ১৪৯।

খ. নারীর ক্ষমতায়ন :

(সূচনা; বিশ্ব প্রেক্ষাপট; বাংগাদেশ প্রেক্ষাপট; প্রশাসনিক পর্যায়ে নারীর অবস্থান; নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া ও বান্তব প্রেক্ষাপট; নারীর ক্ষমতায়নে প্রতিবন্ধকতা; নারীর ক্ষমতায়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ; উপসংহার ।)

উত্তর : পৃষ্ঠা ৮৩১।

নম্বর

80

- নিয়মানুবর্তিতা বা শৃঞ্জলাবোধ:
 (ভ্যিকা; নিয়মানুবর্তিতার বারোজনীয়তা; সমাজ ও জাতীয় জীবনে নিয়মানুবর্তিতা;
 নিয়মানুশীগনের বস্তুতিকাগ; নিয়মানুবর্তিতা ব্যক্তি স্বাধীনতার অন্তরায় নয়; নিয়মানুবর্তিতা
 অত্তর পরিবর্তি নিয়মান্বর্তিতায় ফলাফল; উপনতার।)
- ৩. যে কোনো একটি বিষয়ে পত্ৰ লিখুন :
 - ক. বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বিকৃতিগত ক্রণটি সংশোধন ও সঠিক ইতিহাস সংরক্ষণে কতিপয় কার্যকর প্রতাব জানিয়ে শিকামন্ত্রী বয়াবর একটি স্বারকলিপি রচনা করুল। বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বিকৃতিগত ক্রণটি সংশোধন ও সঠিক ইতিহাস সংক্ষেত্রত।

গণপ্রজ্ঞাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সমীপে স্মাবকলিপি

হে শিক্ষানুরাগী,

স্বাধীণ সার্বভৌম গণগুজাত্ত্বী বাংলাদেশ সরকারের মানদীর শিকামন্ত্রী হিসেবে আপুনি সেনের আপান সেনের আপান সেনের আপান সাম্বাক নিকটি শিকার আলো শৌহে দেবার মহান দায়িত্ব এবংৰ বরার আপানাতে আন্তর্ভিক আন্তর্ভাব নির্বাচিত করার আপানাতে আন্তর্ভিক আন্তর্ভাব নির্বাচিত করার আপানাতে বাংলাক করার আপানাতে করার করার করার বিশ্বাচিত করার করার হিন্তভাব নিরক্তেম তা সর্বভিক করার হিন্তভাব নিরক্তির করার করার হিন্তভাব নিরক্তির করার করার হিন্তভাব নিরক্তির করার করার বিশ্বাচিত করার বাংলাক আন্তর্ভাব করার । বাংলাদেশী জ্বাতীয়তাবাদের তেলার জ্জিতির হয়ের নিরক্তর সেনের জ্বাত্ব করার বিজ্ঞানীত করার নির্বাচিত সংলান সদস্য ও প্রকারণ্ডিক বিশ্বাচিত সংলান সদস্য ও প্রকারণ্ডিক বিশ্বচান সাধার বিশ্বচিত সংলান সদস্য ও প্রকারণ্ডিক বিশ্বচান সাধার বিশ্বচিত সংলান সদস্য ও প্রকারণ্ডিক বিশ্বচান সাধার বিশ্বচান সাধার বিশ্বচিত সংলান সামান্ত করিছাল বিশ্বচিত সংলান সামান্তর্জানী করেন্দিন বিশ্বচিত সংলান সাধারণ করেন্দিন আর্থনি করেন্দিন আর্থনি করেন্দিন বিশ্বচিত সংলান সাধার করেন্দিন আর্থনি করেন্দিন বিশ্বচিত সংলান সাধার করেন্দিন আর্থনিক বিশ্বচিত সংলান সাধার করেন্দিন আর্থনিক বিশ্বচিত সংলান সাধার করেন্দিন আর্থনিক বিশ্বচিত সংলান সাধার করিন্দিন বিশ্বচিত সংলান সাধার করেন্দিন আর্থনিক বিশ্বচিত সংলান সাধার করেন্দিন আর্থনিক বিশ্বচিত সংলান সাধার করেন্দিন আর্থনিক বিশ্বচিত সংলান সাধার করিন্দিন বিশ্বচিত সংলান সাধার করেন্দিন আর্থনিক বিশ্বচিত সংলান সাধার করেন্দিন আর্থনিক বিশ্বচিত সংলান স্বাচনিক বিশ্বচিত সংলান সাধার বিশ্বচিত সংলান সাধার করেন্দিন বিশ্বচিত সংলান সাধার বিশ্বচিত সংলান সাধার বিশ্বচিত সংলান সাধার সাধার সাধার সাধার সাধার বিশ্বচিত সাধার সাধার সাধার সাধার সাধার সাধার সাধার সাধার বিশ্বচিত সংলান সাধার সাধা

হে দেশপ্রেমিক,

সুৰ্যানুহতির এ মহতী পর্বে অতার দুয়াখন সাথে স্কন্নণ করতে হয় যে, ৩০ লাক দহীদের রচেন বিনিমতে আর্চিত আমাদের সোনার বালাদেশ। মা-বেলেনে ইজাক এবং অনকে ভাগা-হিতিকা ও দ্বার্থন দম মাস বাকক্ষী মুক্তের মাধ্যমে অর্চান করা বাবিন সার্বিটন মার্বাল্যেশ অবিকার রাহেছে আমাদেন সকলের। এটি কারত ব্যক্তিগত সম্পদ্ধ বা সম্পন্তি নয়, নার কোনো বিশেষ দলের গাজীর। তর বাবিনারা পরবর্তী সারকারতালা ভাদেন ভিতকে মকাবৃত ও নিজেদের রাজনৈতিক দুর্বলভা ফেবে রাখার অপাটেন্স হিসেবে কুল কলেকেল পাঠাপুজকে ইতিহাস বিকৃত কারা মত জ্বান্দা ঘটনার অবভাবনা করের কলেছে। এ সকল বিকৃত ইতিহাস যেনা বিকৃত মা-মানসিকতার বাইন্তেক্বলা, কেমনি একটি দুর্বল ও বিকৃত জাভি হিসেবে লেশকে খাহলে বাবে লেবার পাহারাণ করেঁ।

হে শিক্ষামোদী

সঠিক ইতিহাস জাতির জন্য তথু গর্বেরই বিষয় ময়, এটি একটি উন্নত জাতি গঠনের শর্তব্যরূপ। আমরা জানি জাতির উৎপত্তি, ইতিহাস, প্রস্তুতান্ত্বিকতা প্রভৃতি বিকৃত ও নষ্ট হয়ে গেলে জাতীয় পরিচয় দেবার জন্য সে জাতির আর অরশিষ্ট কিছু থাকে না। কিন্তু আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা স্বাধীনতার ঘোষক, স্বাধীনতায় নেতৃত্ব, মহান নেতা জাতির পিতা প্রভৃতি অহেতুক প্রশ্নে সব সময়ই বিধা বিভক্ত থেকে নিজেন্দের মতো ইতিহাস রচনা করে জাতির সাথে প্রভারণা করে চলেছে। আর এ সকল ইতিহাসের অপ্রায়ন্তুল হিসেবে ভূল-কলেজের পাঠ্যপুত্তককেই গিনিপিগ বানানো হচ্ছে।

তে শিক্ষাচার্য

ছে শিক্ষাণাৰ,
ক্ষেত্ৰাৰ ক্ষাৰ্থ ও পূদাৰ বিষয় হলো এ দেশে এখনো বালাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রতি প্রান্থা সর্বজনীন ও
প্রাপ্ত্রক হয়নি। যে জাতির বয়েছে সংগ্রাম ও যুক্তর সুকীর্ম ইতিহাস, যে জাতি মাধা নত করেনি ইয়েজে
ও গারিকালিনের নাছে, সে জাতির প্রতিনিধি হয়ে মুখা ও ইনমনোবৃত্তির পারিকা দিয়ে চাপেছে ৬,
দেশার কিছু স্বাধিবার গারী। কোন্দান্তি শিক-কিশোরাসার ক্লা তথা দিয়ে এক ধারনের তথা-বিধা
তৈরি করছে প্রয়া। মালা দেশের অনুর অবিষয় আলাহীন অকলার পথের দিকে আদার হছে।
প্রান্ধান্তর স্থাম ইতিহাস নিকৃতিগত ক্রাণ্টি সংশোধন ও সঠিক ইতিহাস সংরাজনোর জন্মা কতিপার
ক্ষান্তর ক্ষারা পেশা করা হলো।

- দলমত নির্বিশেষে দেশের একই ইতিহাস সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- ্দেশের সকল শিক্ষাবোর্ডের অধীনে সকল শ্রেণীর বইয়ে একই ইতিহাস তুলে ধরা।
- 👤 ইতিহাসের বিকৃতি ও দলীয়করণকৃত বই ও দলিল দন্তাবেজ সরকারিভাবে নষ্ট করে ফেলা।
- স্কুল-কলেজে ইতিহালের তথ্যসমূহ নির্ভুল ও অবিকৃতি নিশ্চিত করে নতুন পাঠ্যবই ও রেফারেল বই সরবরাহ করা।
- ্র সর্বোপরি শিক্ষিত, মেধাবী ও উন্নত জাতি গঠনে একই ইতিহাসের সান্নিধ্যে নতুন প্রজন্মকে গতে তোলার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

পাঠ্যপুত্তৰ তেনে নিকৃত ইতিহাস মুছে দেলে সঠিক ইতিহাস সাবোৰণ করা এখন সময়ের দাবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। তাই নতুন গুৰুনাত সঠিক ইতিহাস জানাতে এবং একাৰদ্ধ বালোনেশী হিসেবে নিজেলেরকে প্রতিষ্ঠা করতে আপনার যথায়থ পদক্ষেপ প্রত্যাশা করাছি। আপনার জীবন কর্মসঞ্চ হোল। আপনি দীর্ঘান্ত হোল।

তারিখ : ২৪.১২.২০১৪

সচেতন দেশবাসীর পক্ষে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।

 আপনার অঞ্চলের কৃষকদের কৃষিপণার ন্যায়শয়ত মৃদ্য প্রান্তি নিশ্চিত করতে একটি 'কমিউনিটি খাদ্য জনাম নির্মাণ প্রয়োজন' মর্মে জাতীয় দৈনিকে প্রকাশের জন্য একটি পত্র লিখুন।

তারিখ - ১১ ০৫ ২০১৪

সম্পাদক
প্রথম আলো
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

জনাব

আপনার বহুল প্রচারিত 'প্রথম আলো' পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে নিমলিখিত জনগুরুত্বপূর্ণ সংবাদনি প্রকাশ করে বাধিত করেবেন।

বিনীত আরিফুল ইসলাম কনিয়া, মাদারীপর

মাদারীপুরের কুনিয়ায় কমিউনিটি খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রয়োজন

আমরা মাদারীপর জেলার অন্তর্গত সদর উপজেলার কনিয়া ইউনিয়নের বাসিন্দা। এ এলাকায় প্রায় এক লক্ষ লোক বসবাস করে। এ জনগোষ্টীর অধিকাংশই কষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এসব ক্ষক এতই দরিদ্র যে, ক্ষসল তোলার মৌসুমেই তারা সব ফসল বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। এর ফলে তারা ফসলের ন্যাযামলা প্রাপ্তি থেকে বঞ্জিত হন। কারণ ফসল তোলার মৌসমে ঐ সব খাদাশস্যের দাম খবই কম থাকে। আর এ স্যোগটি কাজে লাগায় স্থানীয় মধ্যস্বতভোগী মজদদাররা। তারা এ মৌসুমে অল্প দামে কৃষকের কাছে থেকে ফসল কিনে শিয়ে মন্ত্রদ করে রাখে এবং সুবিধামতো সময়ে চড়াদামে তা বিক্রি করে। কষক যেখানে তার উৎপাদিত ফসলের উৎপাদন খরচ পাছেন না সেখানে মজ্বদাররা বিরাট অঙ্কের টাকা লাভ করছে। ফলে এ অঞ্চলের ক্ষকদের অস্তিতের সংকট দেখা দিয়েছে এবং ক্ষিকাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এমতাবস্তায় এই এলাকার কৃষি ও ক্ষকদেরকে রক্ষা এবং মধাস্বতভোগী মনাফালোভী বাবসায়ীদের দৌরাস্থা কমাতে সরকারের আন্ত হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। এলাকার লোকজন এক্ষেত্রে মনে করেন যে, সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন জেলা খাদ্য কর্মকর্তার তত্ত্রবধানে এখানে একটি কমিউনিটি খাদ্য গুদাম নির্মাণ করে এ সমস্যার কিছুটা হলেও সমাধান করা সম্ভব হবে। এর ফলে কষকগণ ঐ গুদামে সরকার কর্তক নির্ধারিত দামে তাদের পণ্য বিক্রি করতে পারবেন। এতে কষক যেমন ন্যায্য দাম পাবেন তেমনি বাজারেও কষিপণ্যের মৃল্য স্থিতিশীল থাকবে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ খাদ্য গুদাম নির্মাণের ব্যাপারে পূর্বে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে যোগাযোগ করা হলেও এক্ষেত্রে কোনো অগ্রগতি সাধিত হয়নি। কিন্তু এ এলাকার উনুয়নের জন্য এ পরিস্থিতির অবসান ঘটানো একান্ত প্রয়োজন। তাই অনতিবিলম্বে কমিউনিটি খাদ্য গুদাম নির্মাণ করে জনদূর্ভোগ লাঘবে যথাযথ কর্তপক্ষের সদয় দৃষ্টি আবারও আকর্ষণ করছি।

এলাকাবাসীর পক্ষে আরিফুল ইসলাম কনিয়া, মাদারীপর।

 মহল্রার পাশে শিতদের খেলার মাঠে ইদানিং মাদকাসক্তদের আনাগোনা বেড়ে যাওয়ায় উছেগ প্রকাশ করে পৌর মেয়রকে পত্র লিপ্রন।

তারিখ : ২২.০৫.২০১৪

মেয়র রাজৈর পৌরসভা রাজৈর, মাদারীপুর বিষয় : খেলার মাঠে মাদকাসক্তদের উপদ্রুব নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন।

अध्यात

সৰিবাৰ নিবেদন এই যে, আমবা বাজিন্ত পৌনসভাব নতুন শহর এলাকার বাদিশা। আমানের এলাকাটি অভান্ত ফানসভিপ্প। এ এলাকা ছাত্র-পালিন, মার্কিত কাটিন গোনের যেনন ভারত বিষ্ট জোনি অভান গেই পুশুনির, তোর-বাদিশার এবং লোখোরারনের । এবং মানকাশনী আদের ভারতের আমান ভারতের প্রকাশ আমবার কিবলার কর্মক কর্মক কর্মক কর্মক ক্রান্ত কর্মক সাহিত্য আমানকালকালের আমানোনা কম হলেও রাজ ক্রান্ত কর্মক সাহে বাহকি কর্মক কর্মক কর্মক বাহকি কর্মক ক্রামক ক্রমক ক্রামক ক্রমক ক্রামক ক্র

অন্তএব, জনাবের সমীপে আবেদন, উক্ত মাঠ রক্ষায় এবং মাদকসেবীদের কালো থাবার হাত থেকে অত্র এলাকা রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

নিবেদক নতুন শহর এলাকাবাসীর পক্ষে মেহনাজ মাহজেবীন আদতা

৩২তম বিসিএস ২০১২, বাংলা : প্রথম পত্র

দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

১. ক. বানান, শব্দ-প্রয়োগ ও বিন্যাস, ভাষারীতি ইত্যাদি তদ্ধ করে নিচের বাক্যগুলো পুনরার লিখুন : $\frac{3}{2} \times 32 = 6$

দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।
 উত্তর: দৈন্য/দীনতা প্রশংসনীয় নয়।

- ছাত্রীগণের মধ্যে অনুপস্থিতের সংখ্যা কম।
 উত্তর : ছাত্রীদের মধ্যে অনুপস্থিতির সংখ্যা কম।
- এমন অসহ্যনীয় ব্যাথা আমি আর কখনও অনুভব করি নাই।
 উত্তর: এমন অসহ্য ব্যথা আমি কখনো অনুভব করিনি।
- আকর্ষ্ঠ পর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
 উত্তর : আকর্ষ্ঠ ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
- অাবশ্যকীয় ব্যায়ে কার্পণ্যতা অনুচিত।
 উত্তর : আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
- ভাহার বৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ।
 উত্তর: তার বৈমাত্রেয় ভাই অসুস্থ।

- সমুদয় সভ্যগণ আসিয়াছেন।
 উত্তর: সভ্যগণ এসেছেন।
- পাতায় পাতায় পরে শিশির শিশির।
 উত্তর: পাতায় পাতায় পডে নিশির শিশির।
- ঝন্ঝা শেষ হইতে না হতে কুঝ্ঝটি অনচলটি ছাইয়া ফেললো।
 উত্তর: ঝঞুা শেষ হতে না হতে কুজ্ঝটিকা অঞ্চলটি ছেয়ে ফেললো।
- ১০. পৈত্রিক সম্পত্তির মাদ্যমে ভদ্রস্থতা রক্ষা হয়, মহদুপকারও হয়। উত্তর : পৈতৃক সম্পত্তির মাধ্যমে ভদ্রতা রক্ষা হয়, মহোপকারও হয়।
- ১১. সকলে একত্রিত হয়ে ধুমপান পরিতায়্য ঘোষণা করিলেন। উত্তর : সকলে একত্র হয়ে ধূমপান পরিত্যাজ্য ঘোষণা করলেন। ১২. অনুবাদিত কবিতাটি পড়ে সে উচ্ছাসে উচ্ছল হয়ে উঠল।
- ১২. অনুবাদত কাবতাটি পড়ে সে উচ্ছাসে উচ্ছল হয়ে উঠল। উত্তর : অনূদিত কবিতাটি আবৃত্তি করে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।
- च. मृन्य मुन्या नव्यन कक्वन : আজरकन मृनिवाणि जान्वर्यवाद वार्यक्ष — डेलव निकंतनील । बांच ७ लांटक मुनिवाद गाँव स्कल्प — यावाद तानाच बन्धदेश श्रष्ठ — च्युरै वार्यादिनात्मत शांच व्यनिद्धा प्रताद मान्य यान वर्ष मृत्युवाद — ना नक्दांच लांदा, जदन — क्यांगिरे श्रादण लांग लांदा यादा । सानुत्यत जीवन आज व्यापन व्यक् — वाटन लींगिरहाद, याचान खांदक खांव श्रादण — डेलांच तार्दे, व्याप्त केंग्रेवा निक्षिण मां अक्वादेश सम्र ।

উত্তর : আজকের দুনিয়াটা আন্তর্থভাবে অর্থের নাড়িজারির উপর নির্ভরণীল। লাভ ও গোহেন দুর্নিবার গতি কেবল জাগো যাবার দোগায় লক্ষাইন প্রচত বেগে শুরুই আত্মবিনাশের পথে এপিরে চন্দেহ, মানুন যদি এই মুক্তাকে জয় না করতে পারে, তবে মনুনাত্ত কথাটাই হয়তো লাপ পেরে যাবে। মানুনের জীবন আজ এমন এক প্রান্তে প্রকে পারেছে, যোধান থেকে আর ব্যবহা নামবার উপায় নেই; এবার উঠবার সিদ্ধিটা না প্রস্কারণই ময়।

গ. ছয়টি পূর্ণবাক্যে নিচের প্রবাদটির নিহিতার্থ প্রকাশ করুন : ৬ সে করে বিস্তর মিছা যে করে বিস্তব।

দিকের শব্দগুলো দিয়ে পূর্ণবাক্য রচনা করনে:
অবয়, কয়া, অনুনালিক, য়াচ, টোকা, সারসংক্রেকা।
উত্তর: অবয়: ত্রিনার সার সকর পেনে রার রাসক সেই বলে সকর পদকে কারক বলা হয় না
কয়া: বারের সার্যোধন পদের পর কয়া রলে।

জনুনাসিক: চন্দ্ৰবিশ্ব এইখনটি পরবর্তী স্বরঞ্চানির অনুনাসিকভার দ্যোতনা করে বলে একে অনুনাসিক ধ্বানি বলে। জ্বাঁচ: শামীমার চরিত্রটি একজন আদর্শ রমণীর ছাঁচে গঠিত হয়ে উঠেছিল। ক্ষাকা: চামীরা টোকা মাথায় দিয়ে কের হয়েছে।

ঢোকা : চাষারা ঢোকা মাথার দেরে বের ২রেছে। সারসংক্ষেপ : ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের সারসংক্ষেপ বর্ণনা কর।

- শ্র নির্দেশানুযায়ী বাকাগুলো রূপান্তর করুন :
 - ধনীরা প্রায়ই কৃপণ হয়। (জটিল বাক্য)
 উত্তর: যারা ধনী, তারা প্রায়ই কৃপণ হয়।
 - মিধ্যা বলার জন্য তোমার পাপ হবে। (যৌগিক বাক্য)
 উত্তর : তমি মিথ্যা বলেছো, তাই তোমার পাপ হবে।
 - থিনি পরের উপকার করেন, তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করে। (সরল বাক্য)
 উত্তর: পরোপকারীকে সবাই শ্রদ্ধা করে।
 - সবাই অধীনতার বন্ধন ছিন্ন করতে চায়। (প্রশ্নাত্মক বাক্য)
 উত্তর : কে না অধীনতার বন্ধন ছিন্ন করতে চায়
 - প্রারও কথা আছে। (নেতিবাচক বাক্য)
 উত্তর: এটিই শেষ কথা নয়।
 - ৬. তার আদর্শ বিস্মরণযোগ্য নয়। (অস্তিবাচক বাক্য) উত্তর · তার আদর্শ অবিস্মরণীয়।
- ২. যে কোনো একটি প্রবাদের ভাব-সম্প্রসারণ করুন (অনধিক ২০টি বাক্যে) :
 - জ. জলা হোক যথা তথা কর্ম হোক ভাল। জাৰ-সম্প্রদারণ : আপন জন্তের বাাপারে মানুহরে নিজের কোনো ভূমিকা থাকে না । উহু বা নিছু, ধনী বা দরিন্ত্র পরিবারে তার জন্ম হওয়াটা তার ইজা বা করের ওপর নির্ভর করে না। কিন্তু কর্মজীবনে তার ভূমিকা ও অবদানের দায় তার নিজের ওপর বর্তম । এই পৃথিবীতে মানুহর একৃত বিভারে তার জনু-পরিচ্ছা তেমন তাকন্ত্র বহন করে না। ববং কর্ম-অবদানের মাধ্যমেই মানুষ্ পায় মর্থনার আদন, হয় বর্মদীয়-সর্বাধীয়।

अपाध्य अलगा लाक ज्यादम यात्रा वर अधिकारक निर्माणना मुख्य भार कराज । छात्रा वर प्रभाव । छात्रा वर प्रभाव । छात्र वर प्रभाव । छात्र वर अध्याप्त अद्याप्त प्रभाव । छात्र वर प्रभाव । छात्र वर अध्याप्त अद्याप्त प्रभाव । छात्र वर प्रभाव । छात्र वर अध्याप्त अद्याप्त प्रभाव । अपाध्य । छात्र वर प्रभाव । छात्र वर प्रभाव । छात्र वर मा । छात्र वर मा । छात्र प्रभाव । छात्र प्रभाव । छात्र प्रभाव । वर्ष प्रभाव । छात्र । छात्र प्रभाव । छात्र । छात

- र्थ क्वानठीन ग्रान्य शक्य স्थान ।
 - ভাব-সম্প্রসারণ : জ্ঞানে মানুষ যথার্থ মনুষ্যতের অধিকারী হয়ে ওঠে। মানুষের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় জ্ঞানের অধিকারী হলে। অন্যদিকে, জ্ঞানহীন মানষ পততের পর্যায় থেকে উন্নীত হতে পারে না। তাই মানুষের সবসময় জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত থাকা অত্যাবশ্যক।

মানষ হিসেবে জন নিলেই মানষের জীবন মানবিক গুণসম্পূন হয় না। মানুষকে মনষ্যত অর্জন করতে হয়। শিক্ষা-দীক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রভাবে মানুষের জীবন ক্রমেই জ্ঞান দ্বারা সমন্ধ হয়ে ওঠে। জ্ঞান মানুষকে যোগাতা দান করে। নানা বিদায়ে সে পারদর্শী হতে থাকে। জ্ঞানের আলোকেই মানষের জীবন বিকশিত হয়। জ্ঞান মানুষকে বিশ্বজগতের সাথে পরিচিত করে। মানুষ হিসেবে শ্রেষ্ঠতু লাভের জন্য জ্ঞানের সহায়তা অপরিহার্য। অন্য প্রাণীর সাথে মানুষের পার্থক্য এখানেই। বিশ্বের তাবৎ প্রাণীর ওপর মানুষ প্রভত্ত করছে জ্ঞানের শক্তিতে। বিশ্ব সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে জ্ঞানের অবদানের ফলে। বিশ্বজ্ঞগতের বর্তমান উন্নতির পেছনে দাঁডিয়ে আছে মানুষের জ্ঞানের সাধনা। অপরদিকে, শিক্ষা-দীক্ষার অভাবে জ্ঞানের সাথে যেসব মান্য পরিচিত হতে পারেনি তারা যথার্থ মনুষ্যত্তের মর্যাদা পায়নি। তারা অজ্ঞতার আধারে চিরদিন আবদ্ধ হয়ে আছে। তারা যোগ্যতাহীন। কিছু অবদান রাখার মতো সামর্থ্য তাদের নেই। তারা উন্নত জীবনের সন্ধান পায়নি। জ্ঞানের অভাবে তারা আধুনিক জীবনের সম্পদও ভোগ করতে পারে না। তাদের জীবনের সাথে পত্তর জীবনের কোনো পার্থক্য নেই। মানুষ ও পত্তর মধ্যে জ্ঞানই ভেদরেখা টেনে রাখে। তাই জ্ঞান অর্জিত না হলে মানুষ আর পণ্ডর মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকে না।

৩. সারমর্ম লিখুন :

10 x 3 = 30

- ক, সবারে বাসিব ভাল, করিব না আত্মপর ভেদ সংসারে গড়িব এক নতন সমাজ। মানুষের সাথে কভু মানুষের রবে না বিচ্ছেদ-সর্বত্র মৈত্রীর ভাব করিবে বিরাজ। দেশে দেশে যুগে যুগে কত যুদ্ধ কত না সংঘাত মানুষে মানুষে হল কত হানাহানি। এবার মোদের পুণ্যে সমুদিবে প্রেমের প্রভাত সোল্লাসে গাহিবে সবে সৌহার্দোর বাণী। সারমর্ম : আপন-পর আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলকে একই সম্পর্কের বন্ধনে গেঁথে আমরা একটি বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তুলব। যুদ্ধ বা দ্বন্দু-সংঘাত নয়, পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহমর্মিতার মাধ্যমেই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আমাদের প্রত্যাশা হচ্ছে প্রেম-পুণ্যে ভরা একটি সাম্য ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ।
 - বিশ্বের যা কিছ মহান সষ্টি চির-কল্যাণকর। অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। বিশ্বের যা কিছ এল পাপ-তাপ বেদনা অশ্বর্ণার অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী। নরককণ্ড বলিয়া কে তোমা করে নারী হেয়-জ্ঞানঃ তারে বল, আদি-পাপ নারী নহে, সে যে নর-শয়তান। অথবা পাপ যে... শয়তান যে... নর নহে নারী নহে, ক্লীব সে, তাই সে নর ও নারীতে সমান মিশিয়া রহে। এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল, নারী দিল তাহে রূপ, রস-মধু-গন্ধ সুনির্মল।

সারমর্ম : জগৎ-সভ্যতা বিনির্মাণে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের রয়েছে সমান অবদান। নারী-পুরুষ উভয়ের পরিশ্রমেই গড়ে উঠেছে আজকের বিশ্বসভাতা। তাই মানুষ হিসেবে কেউ ছোট নয়, সকলেই সমান পজনীয়।

- র অতি সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন :
 - ক্ত 'সান্ধ্য ভাষা' কি? এ ভাষায় কোন সাহিত্য রচিত হয়েছে, সংক্ষেপে লিখুন। উত্তর : যে ভাষা সুনির্দিষ্ট রূপ পায়নি, যে ভাষার অর্থও একাধিক অর্থাৎ আলো-আধারের মতো, সে ভাষাকে পত্তিতগপ সন্ধ্যা বা সান্ধ্য ভাষা বপেছেন। এ ভাষায় বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নির্দর্শন 'চর্যাপদ' রচিত হয়েছে। এটি মূলত বৌদ্ধ সহজিয়াগণ কর্তক রচিত ৫০টি বা ৫১টি গানের সংকলন। চর্যাপদের আবিষ্ণারক হরপ্রসাদ শারী চর্যাপদের ভাষা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'আলো আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না।' এ কারণেই চর্যার ভাষাকে সাদ্ধ্যভাষা বলা হয়।
 - খ্র, বিখ্যাত চারজন বৈশ্বব পদকর্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন। উত্তর : বৈষ্ণব পদাবলীর চারজন মহাকবি হলেন-বিদ্যাপতি, চঞ্জিদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস।
 - ১. বিদ্যাপতি : বিদ্যাপতি ছিলেন মিধিলার রাজসভার কবি। রাজা শিবসিহে তাকে কবিকষ্ঠহার উপাধিতে ভূষিত করেন। তার রচিত কয়েকটি বইয়ের নাম–পুরুষপরীক্ষা, কীর্তিলতা, গদ্ধাবাক্যাবলী, ভাগবত ইত্যানি।
 - ২. চন্ত্রীদাস : বাংলা ভাষায় বৈশ্বব পদাবলীর আদি রচয়িতা কবি চন্ত্রীদাস। শিক্ষিত বাঙ্কালি বৈশ্বব সাহিত্যের রস ও আনন্দের সংবাদ পেয়েছে চঞ্জিদাসের পদাবলী থেকে। চৈতন্যদেব যার পদাবলী তনে মোহিত হতেন তিনি এই চন্ট্রদাস। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' তার বিখ্যাত উক্তি।
 - জ্ঞানদাস : সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ধমান জেলায় কবি জ্ঞানদাসের জনা । তিনি চন্ত্রীদাসের কাব্যাদর্শ অনুসরণ করেন এবং তার সঙ্গে নিজের প্রতিভার সমন্তর করেন। তার বিখ্যাত চরণ-'রূপ লাগি আঁথি ঝুরে গুণে মন ভোর।'
 - 8. গোবিন্দদাস : গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির ভাবাদর্শে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিদ্যাপতির অলঙ্কার ও চিত্রকল্প তাকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি কল্পনাকে চমৎকার অলংকার পরিয়ে দেন। তার বিখ্যাত পঙ্জি-'যাহাঁ যাহাঁ নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।'
 - গ্ৰালাওলকে 'পণ্ডিত কবি' বলা হয় কেন?

উত্তর : আলাওল ছিলেন আরাকানের রাজসভার আশীর্বাদপ্রাপ্ত কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তথু তাই নয়, তিনি মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আলাওলের শ্রেষ্ঠ কাব্যের নাম 'পদ্মাবতী' (১৬৪৮)। আলাওলের অন্যান্য বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে-'সমুফুলমূলুক বদিউজ্জামাল, 'সেকান্দার নামা'। আলাওল কবি, কিন্তু পঞ্জিত কবি। তার কাব্যে পান্ধিত্য ও কবিতের সংমিশ্রণ ঘটেছে। রতুসেন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আলাওলের পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি দিয়ে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কাব্য, প্রেম ইত্যাদি সম্পর্কে আলাওলের মন্তব্য বিবেচনা করলেই তার পান্তিতোর গভীরতা উপলব্ধি করা যায়।

ঘ, 'লায়লী মজনু' কাব্যের প্রেমের স্বরূপ আলোচনা করুন।

উত্তর : আমির-পুত্র কয়েস বাল্যকালে বণিক-কন্যা লায়লীর প্রেমে পড়ে মজনু বা পাগল নামে খ্যাত হয়। লায়লীও মজনুর প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুতব করে। কিন্তু উভয়ের মিগনের মধ্যে আসে প্রবল বাধা; ফলে মজনু পাগলরূপে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে থাকে। অন্যদিকে লায়লীর অন্যত্র বিয়ে হলেও তার মন থেকে মজনু সরে যায়নি। তাদের দীর্ঘ বিরহজীবনের অবসান ঘটে করুণ সুভার মাধ্যমে। এই মর্মপর্শী বেদনাময় কাহিনী অবলম্বনেই লায়লী-মজনু কাব্য রচিত।

- ৪. 'মেঘনাল বধ' কাব্যের সর্গ সংখ্যা কত এবং কি কি? উত্তর ''মেঘনালবং কারা'-এর মোট নয়টি সর্গা রয়েছে। এতালা হাকে-প্রথম সর্গ-অভিযেক, ছিত্তীর সর্গ-অবলাভ, তৃতীর সর্গ-মাগ্রম, চুকুর্থ সর্গ-আপোক বন, পঞ্চয় সর্গ-উলোগা, ঘট সর্গ-বহ, সহর সর্গ-জিনির্ভেম, এইয় সর্গ-প্রেতপুরী এবং নবম সর্গ-স্পরিক্রম।
- সংক্রেপে কপালকুওলা চরিত্রের স্বরূপ নির্ণয় করুন।
 - छेवत : 'कणानकुळ्या' छेनगारन 'कणानकुळ्या' दाण्य प्रतारा अस्त काणानिक णानिका मादी, यादक त्वच्च न्यात अ छेनगारात्म काविनी गढ़ छोट्टा । कणानकुळ्या अब करमाम्यी माठी थ्यात रेजमारात्म कुण काविनी गढ़े व इस्तारक चिद्र छेचा चित्र कर द्वाराच्या क्ष्मीच्या त्याचे क्ष्मीच्या काविना क्ष्मीच्या काविना कावि
- ছ, 'পৃথলাহ' উপন্যানে সুরেশ' চরিত্রটি সহেক্ষপে আলোচনা করুন। উত্তর: 'মৃথলাহ' উপন্যান সুরেশ হুজে ইর্মেরের বন্ধু, যে মহিনের জী অভসার প্রপর্মী। এ উপন্যানে সুরেশের প্রতি অস্পার আকর্ষন ই হুজে কাহিনীর কেন্ত্রী ভাকসরণ। সুরেশের মাধ্যমে শবতন্ত্র ও উপপানো প্রথা বাহিন্তি প্রথা ও নাজী-পুরুল সম্পর্কর এক বাতিক্রম কর্মনা ভূলে প্ররেহন। অচলা স্থাম মহিনকে ভালাবেশেই বিয়া করেছিল, কিন্তু সুরেশকেও দুরে ঠেলে দেয়া ভার পক্ষে সমূহ বানি স্বামিণ্ড ভালা করে সুরেশের সম্প্রক চল বিয়া বেশ কান্ত্রান্তিক সমান্ত্রিক আমুলি মাধ্যান্ত হাম আছাত হান।
- ভা "সধবার একাদশী' কি সার্থক প্রহুসন ? আগোচনা করন । উত্তর : সধার একাদশী' (১৮৬৬) একটি সার্থক প্রহুসন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুরাপান ও বেশাসতি একত্রশীর বৃহবেক জীবনে বিপর্যে সৃষ্টি করেছিল, যা এ প্রহুসনের চূল কাহিনী। নাক নিমর্টাসের জীবনে প্রতিভা থাকা সন্তেও আর্থনা, অধ্যাপতন রোধ ও আত্মগ্রাদি নাটকটিতে এক নতুন মারা যোগ করেছে। চিত্রিবসুটি, শভাগ, ভৌনারবাহি, বিভিত্ন সবিক্রিছ নিদিয়ে শবরের একাদশী বাংলা সাহিত্যের একটি সার্থক প্রহুসন। ভৌনারবাদি নির্মাণ উরিপ্রটি অবিক্রমণ্টার এবং কোনার্মাণ চিক্রিটি তংবাদীন নিদিন্তত প্রেণীর নৈতিক অবস্থান ও অস্থানক বিসার বাংস্কার নির্দেশক।
- খ. লোকসাহিত্য বদতে চি কুনেন? এর এখান শাখা কি কি? উত্তর: সাহিত্য হলো একের সাথে অদনের নিদেরে রাখার। লোকসাহিত্য হলো জনসারাংগর মুদ্র মুদ্র একলিত গাঁব, কারিনী, গান, ছার, এবাদ ইত্যালি লোকসারার করনারপক হয়ে লোকসারিত্যে স্থান লাহা। বালিনাইত্যের বাদনা শাখা কারিনী লোক প্রশালার করনারপক হয়ে লোকসারিত্যে স্থান লাহা। লোকসাহিত্যের বাদনা শাখা হলে পোকশা, গাঁতিক, কারিনী ত কবিশান। 'হারামার্শি প্রচান লোকগাঁতি সাংকলন। এর সম্পাদক মনসুর উম্মান। নাম গাঁতিকা, পুর্বরক গাঁতিকা ও মিমনানিহে গাঁতিকা হাজে লোকগাঁতিকলোর তিনাতি ভাগ। 'সারুরমার মুলি', 'সুর্বরক্ষা স্থানি', সারুরমান রালি', দ্রানীর্ক্ষার বহঁ প্রকৃতি বিলাহিত লোকসারিনী। নামজ্যাক ইবনিয়ামে আদি করা।
- এঃ. 'পান্দির কাছে ফুলের কাছে' কার রচনা? তার রচিত তিনাটি কাব্যের নাম পিখুল। উত্তর : 'পান্দির কাছে ফুলের কাছে' রচনাটি আল মাহমুদ রচিত একটি শিহসাহিত্য। 'লোক লোকান্তর', 'কালের কলস', 'সোনালী কাবিন' তার রচিত তিনটি কাব্যের নাম।

- উল্লেখন কাহকোবাদের একৃত নাম কি? তার দেখা "অনুস্থানা" কাব্যের কাহিনী সংক্রেমণ নিশিবছ করুন। উল্লেখ কাহকোবাদের একৃত নাম মুখ্যন সারের আন কারেনি"। কাহকোবাদের একৃতি নিশ্বছ করুন। আন্তর্গালী করের কাইকোবাদের একি বিশ্বছ করুন। তার বর্জুনির প্রতি আবর্জনালের ও আরা করুন বা মার। এ আছে প্রিয়ার কারিক করি মুখ্যনালি, "মিলর রোলনা", "কালীন প্রের্মন ইত্যালি কবিকার কাইমান্তর আরু করেনা করিক। কারেনা করেনা করিক। আরা কার্যালিক। করিক। করেনা করিক। আরা করালা একারা করেনা করিক। করিক। করেনা করিক। করেনা করিক। করালা করেনা করে
- ঠি, প্রিকট্রাজেভি 'ইঙিপাস' বাংপায় অনুবাদ করেন কে? তার রচিত তিনটি কাব্যের নাম পিপুন। উত্তর : 'ইঙিপাস' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেন সৈয়দ আলী আহসান। তার বিখ্যাত তিনটি কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে- 'একক সন্ধায় বসন্ধ', 'অনেক আকাশ' ও 'সহসা সচকিত'।
- ভ. দৈয়দ মুজতবা আশীর চারটি থাছের নাম লিপুন। উল্লৱ: দৈয়দ মুজতবা আশীর বিখ্যাত চারটি গ্রন্থ হচেছ-'চাচা-কাহিনী', 'দেশে বিদেশে', 'পঞ্চত্তের' ও 'পবনম'। এর মধ্যে 'চাচা-কাহিনী' (ছাটগল্প গ্রন্থ, 'দেশে-বিদেশে' ভ্রমণকাহিনী, 'পঞ্চত্তের' ব্যক্তিগত প্রবন্ধ মনকলন এবং 'শনেম' উপল্যান।
- ্বা "নারী জাগারণের আর্মনূর্ণ" বেগম রোকেয়ার "সুলভানার স্বগ্ন" রচনাটির কারিনী সংক্রমণ বিবৃত্ত ককন।

 উত্তর্জ : বাংলা সাহিত্যে নারী জাগারণের আর্মনূত বেগম রোকেয়া সাধারথাত হোলেন রচিত
 সুলভানার স্বগু বার্ছিটি ইংজিজত Sultanas Drome দিবানামে রাছিত। এ বাহুর বর্ধনার
 Sultana একজন অবরুদ্ধা নারী। গুরের চন্তুকোণ হক্ষে তার বিচরণ ও কর্মক্ষেত্র, বাইরের হাজারো
 সুর্বিধা জোগ করার অবিকার তার ছিল ন। তিনি স্বপ্ত নেমেন: তিনি তার বোন সারার মতো এক
 অপরিচিতা নারীর সংক্রমণ অঞ্চল বা ক্রমণ বিভাগ করার মতো এক
 অপরিচিতা নারীর। সংক্রমণ তার বিভাগ করিছাক অনুক্রমণ হয়ে মুল-বাগাণ লগতে বের হয়েকে,
 যাকে বুপ্লাজার (Lady Jand) করা হয়েছে। অর্থাণ এরছে বেগম রোকেয়া একটি নারীবানী স্বপ্লরার

 যা ইউটোপিয়ার বর্ণনা দিবাছেন, স্বোনা সমাজে নারী-পুলন্থবের বর্তানত ভূমিকা উপ্লত গেছে।
 স্বোধনি এ সমাজের বাবেনীয় অপ্রনিচিক কর্মকান্তের প্রধান চালিবশন্তিক।
 স্বাহুলি । এ সমাজের বাবেনীয় বাবার বুলি, আরান ক্রমণিত হর্মা ভালোবাণা ও সভ্যোর ।
 সুক্রমণি । এ সমাজের বাবেনীয় বাবার বেই, এখানে প্রচলিত হর্ম ভালোবাণা ও সভ্যোর ।
- প. মুক্তিযুদ্ধবিদয়য় একটি উপন্যাস সম্বছে সংক্রেপে বর্ণনা করন। উত্তর: "পঞ্জত প্রমানের মুক্তিমুক্তিতিত উপনাস 'নেবতে অবণ্ড' নির্বাসিত রাম্পীসের বোবা বারুয়া মুখর। একটা ওলাম ঘর পুন্দালিত লোলেবের প্রতিনিধিত্ব করেছ। ওলাম ঘরের মধ্যে সেনে নারী আছে তারা অপমানিতা, নির্বাচিতা, র্বের্ডিতা এবং সেই সূত্র হিন্দু-মুলদমান শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রামীণ ও নাগরিক রাম্পীয়েন মধ্যে একটা ঐকা ও সামা প্রতিষ্ঠিত হরেছিল। রাক্টি, বর্ত্বৃত্তি ও তামার বাবদান দ্বর্থ হয়ে একটি গভীর মনমুখ্যোধ পরা সর্বাই পরশারের বছারুকছি প্রামীল। সকলের কাছে একটা দুলাই পাছাঙ । তার্ত্ত ভারত সকলের বরুকার। তার্ত্ত একে অপারের কাছাকছি হুলার বায়াতা অপনির্বীম।

৩২তম বিসিএস ২০১২, বাংলা : দ্বিতীয় পত্র

ত্ৰ্যতম বিসিএস পরীক্ষা মুক্তিযোদ্ধা, মহিলা ও উপজাতীয় (তথু কারিগরি ও পেশাগত ক্যাডার) আর্থীদের জন্য স্পেশাগ হওয়ায় 'বাংলা দ্বিতীয় পত্র' বিষয়ে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হর্মনি।

৩১তম বিসিএস ২০১১, বাংলা : প্রথম পত্র

দ্রম্ভব্য : প্রার্থীদিগকে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বাংলা ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেত্ত প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রাত্তে দেখালো হয়েছে।।

১. ক. বানান, শব্দ প্রয়োগ ও বিন্যাস, ভাষারীতি ইত্যাদি তদ্ধ করে নিচের বাকাণ্ডলো পুনর।

ক্রিকা

- সমন্ত প্রাণীকৃলই পরিবেশের জন্য নিতান্ত প্রয়োজন।
 শুদ্ধ: সব প্রাণীই পরিবেশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।
- মুমুর্ব লোকটির সাহায্য করা উচিৎ।
 শুদ্ধ : মুমুর্ব লোকটিকে সাহায্য করা উচিত।
- তামার কটুক্তি খনিয়া তিনি মর্মাহত হয়েছেন।
 তদ্ধ : তোমার কটক্তি খনে তিনি মর্মাহত হয়েছেন।
- রুগ্ন ব্যক্তিটির জন্য আরও অধিকতর সাহায্য প্রয়োজন।
 তদ্ধ: রুগু ব্যক্তিটির জন্য আরও অধিক সাহায্য প্রয়োজন।
- কারোর জন্যই দৈন্যতা কাংখিত হতে পারে না।
 কদ্ধ: কারো জন্যই দৈন্য/দীনতা কাম্য হতে পারে না।
- ভ্রামি বিভৃতিভূষন বন্ধোপাধ্যায়ের কোনো উপন্যাস পড়ি নি।
 ভন্ধ : আমি বিভৃতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো উপন্যাস পড়িনি।
- পুকুর পরিকারের জন্য কর্তৃপক্ষ পুরকার ঘোষনা করেছে।
 শুকুর পরিকারের জন্য কর্তৃপক্ষ পুরকার ঘোষণা করেছেন।
- ৬. অদ্যক্ষ মহুদয় ঘটনার বিশৎ বিবরন জানতে চাইল।
 তদ্ধ: অধ্যক্ষ মহোদয় ঘটনাটির বিশদ বিবরণ জানতে চাইলেন।
- বিষয়টি মস্তিক গ্রহন করার নয়, অন্তরে উপলদ্ধির যোগ্য।
 কল্প: বিষয়টি মস্তিকগ্রাহ্য নয়, অন্তরে উপলদ্ধিযোগ্য।
- ১০. অনুষ্ঠানে স্ববান্দবে আপনি আমন্ত্রিত। তন্ধ: অনুষ্ঠানে আপনি সবান্ধব আমন্ত্রিত।
- ১১. সেই ভীবৎসো ঘটনা এখনও বিশ্বিত হতে পারি নি। ভদ্ধ: সেই বীভংস ঘটনা এখনও বিশ্বৃত হতে পারিনি।
- ১২. লক্ষী মেয়ে যারা ছিল, এখন তারা চরছে ঘোটক। তন্ধ: যারা লক্ষী মেয়ে ছিল, তারা এখন ঘোড়ায় চড়ছে।

थ. भुनाञ्चान भुत्रभ कवन :

্থাধীনভায়ুগে সমাজপতিরা সমাজ-উনুয়নে — ধরতেন। ফলে, জন-অধিকার আদারের রপ্প — ছিল না। বর্তমানে — ধনীরা সে পদ অধিকার করেছেন। তাই. জনগণের — উনুত্ত জীবনের থপ্প হয়ে উঠেছে যেন —। উত্তর : প্রাক্ত, মান্ত, ছেলের য়াতের মোনা, অর্থগন্ত, মার্কিক, গোনার হরিব। গ. ছয়টি পূর্ণবাক্যে নিচের প্রবাদটির নিহিতার্থ প্রকাশ করুন : যে সহে, সে রহে

জ্ঞন্তর ; সহদশীলতা একটি মহৎ ৩৭ এবং মানবজীবনে সুমতিষ্ঠার জন্য এ গুণের বিশেষ তরুত্ব বিদামান । মানুদের মতো বাঁচতে হলে এবং জীবনে সাফলা অর্জন করতে হলে সর্বাচ্চ প্রপ্রেমান সংস্কালিতা। রোপ-শোক, দুরুখ-সারিদ্রা, জন্যায়-অবিচার এমনবর চাশে মানুদর পূর্বিক হয়ে চোলে বিভীমিকা দেখে। কিন্তু এসব প্রতিরোধে চাই শক্তি, অধারসায় ও সহিস্কৃত্তা। মুক্ত জয়-পরাজ্ঞা আছেই কিন্তু যে মানুম পরাজয়কে অমান বদান মাঝা পেতে নিয়ে পরবর্তী বিজয়ের জন্য এইই হন সেই বিজয় অর্জন করতে পারে, সে-ই ফার্মার্থ বীয়। সুক্তিন্তারের করাত পারে, সংক্র ইয়ার্থ বিষয় বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিষয় বিশ্ব বিশ্ব

ব. নিচের শব্দুবালা বিরো পূর্ণবাকা রচনা করন্দ: তাজিবিত মূল্য; নির্দিত, পরিবীজণ, অগবোদ, আকাবনামা; প্রাথিকার। জরর : অভিবিত মূল্য : অভিবিত মূল্য ভাতিবিত মূল্য ভাতিবিত মূল্য ভাতিবিত মূল্য ভাতিবিত মূল্য ভাতিবিত করে শেরারের লভাগেশে ঘোষিত হয়। নির্দিত্ত : বে নোনা বরৈরের নির্দিত্ত করেন নির্দিত্ত করেন নির্দিত্ত নির্দেশ্য করেন কর্মিত্ত করেন নির্দিত্ত নির্দেশ্য করেন কর্মিত্ত করেন নির্দিত্ত করেন নির্দিত্ত নির্দেশ্য করেন কর্মিত্ত করেন নির্দিত্ত করেন নির্দিত্ত নির্দিত্ত করেন নির্দিত্ত নির্দিত্ত করেন কর্মিত্ত করেন নির্দিত্ত করেনে করিন করিন নির্দিত্ত করেনে নির্দিত করেনে নির্দি

ঙ. নির্দেশানুযায়ী বাক্যগুলো রূপান্তর করুন :

আগে পরীক্ষা দাও, পরে চিন্তা করো। (সরল বাক্য)
 উত্তর: পরীক্ষা দিয়ে চিন্তা কর।

২ এখনই না গেলে তার দেখা পাবে না। (যৌগিক বাক্য) উত্তর: এখনই যাও, নতুবা তার দেখা পাবে না।

পিতা তো আছেন, তবু পুত্রকে থোঁজ কেন? (জটিল বাক্য)
 উত্তর : পিতা যখন আছেন তখন পুত্রকে থোঁজ কেন?

যদি পানিতে না নাম, তবে সাঁতার শিখতে পারবে না। (যৌগিক বাক্য)
 উত্তর: পানিতে নাম, নচেৎ সাঁতার শিখতে পারবে না।

বিদ কথা রাখেন, তাহলে আপনাকে বলতে পারি। (সরল বাক্য)
 উত্তর: কথা রাখলে আপনাকে বলতে পারি।

৬. সে তার পিতার ঝণ পরিশোধ করেছে। (জটিল বাক্য) উত্তর : তার পিতা যে ঋণ করেছিল, সে তা পরিশোধ করেছে।

২. যে কোনো একটি প্রবাদের ভাব-সম্প্রসারণ করুল (অনধিক ২০টি বাকো) : ২০ ক চাঁদেরও কলম্ব আছে

ভাব-সম্প্রসারণ : প্রতিটি মানুষেরই যেমন কিছু ভালো দিক বা গুণ রয়েছে তেমনি কিছু খারাপ দিকও রয়েছে। এমনকি মহৎ ব্যক্তিবর্গও একেবারে পুরোপুরি ক্রটিমুক্ত নন।

ভুল করা মানুষের স্বভাব। এই ভুলের কারণে সৃষ্ট কলঙ্ক মানুষকে সমাজে হেয় করে দেয়। সাধারণ মানুষ অহরহ এই ভুল করে থাকে, তাদের জীবনে এ রকম ছোটখাট ভুল তারা নির্দ্বিধায় করে থাকে। কিন্তু মনীয়ীগণ কিংবা মহামানবেরা কি এ রকম ভুল বা অপরাধ করেছেনঃ আমর তাদের জীবনী ভালোভাবে পর্যালোচনা করলে দেখতে পাব যে, তারাও জীবনে অল্প হলেও অপরাধ করেছেন। যদিও তারা যে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে অন্যায়-অপরাধ করেছেন তা সাধারণ মানুষের ভুল বা অন্যায় করার পরিস্থিতি থেকে ভিনু, তবুও তারা অপরাধ তো অস্তত করেছেন। তাই পৃথিবীর যত বড় মনীধী বা মহামানবের জীবনীর দিকে আমরা তাকাই না কেন কিছু অপরাধ আমরা দেখতে পাব, যা তাদের কাছ থেকে আশা করা যায় না।

চাঁদ দেখতে অনেক সন্দর। অনেক কবি-সাহিত্যিক তাদের কাব্য রচনার অনুপ্রেরণা পান চাঁদ দেখে। কিন্তু চাঁদ সুন্দরের যথার্থ উপমা হলেও এই চাঁদের নিজের গারেই রয়েছে অসংখ্য কলঙ্কচিহ্নস্বরূপ দাগ। তেমনি মহামানবগণ পৃথিবীতে প্রেরিভ হয়েছিলেন মানবজাতিকে সূপথ দেখানোর জন্য, অথচ তাদের দ্বারাও কোনো কোনো সময় এমন অপরাধ বা ক্রণিট সংঘটিত হয়েছে যা তাদের প্রেরণের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। তবে আমাদেরকে এ সকল মহামানবের জীবনের ক্রটিগুলো দেখে সেখান থেকে ভালো শিক্ষা নিতে হবে এবং চেষ্টা কবতে হবে। তাদের জীবনের ক্রটি ধরে বসে থাকলে চলবে না।

খ. গঙ্গাজলে গঙ্গপুজো

ভাব-সম্প্রসারণ ; পূজো দেয়া হিন্দুধর্মাবলম্বীদের কাছে একটি অতি পুণ্যের কাজ। গঙ্গপুজোর ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায় যে, গঙ্গামাতার জল দিয়ে প্রজা দিয়ে গঙ্গাকে সম্ভুষ্ট করতে চেষ্টা করা হয় তেমনি সমাজে অনেক লোক দেখা যায়, যারা কৌশলে অপরের অবদান দিয়েই অপরকে সহায়তা করে নিজের স্বার্থ আদায় করে নেন।

পৃথিবীর ইতিহাস ঘাটলে আমরা এ রকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখতে পাব যেখানে অন্যের সম্পদ দিয়েই অন্যকে পরিভূষ্ট করা হয়েছে, অথচ এ রকম কর্ম সাধনকারী ব্যক্তিকে জগতে সবাই আজও শ্রদ্ধার সাথে শ্বরণ করে। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বিভিন্ন দেশ থেকে যে বিভিন্ন ধরনের সাহায্য পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই ছিল শর্তযুক্ত, সে শর্ত পুরণ করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, বিদেশ থেকে আগত সাহায্যের শতকরা ৮০ ভাগই আবার ঐ দেশে ফিরে গেছে। অথচ বিশ্ব জেনেছে তাদের উদারতার কথা, বর্তমান কালেও যেসব শর্তযুক্ত ঋণ সহায়তা এবং অনুনুত দেশগুলোকে এমনভাবে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দেয়া হয়, যার ফলে ঐ সহায়তার উপকার পাওয়া অনুনুত দেশগুলোর পক্ষে আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। যেমন কারিগরি সহায়তার ক্ষেত্রে কারিগরি সহায়তা প্রদানকারী দেশগুলোর কাছ থেকেই বিশেষজ্ঞ বা এক্সপার্ট নিয়োগ করার শর্ত দেয়া থাকে, যাদেরকে অনেক বেশি বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য অনেক সুবিধা প্রদান করতে হয়। এর ফলে বরং উন্নত দেশগুলোই তাদের উদ্ধৃত ঋণ এবং বেকার সমস্যার সমাধান করে।

এভাবে উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় ইরানের কাছে অন্ত্র বিক্রি করে সেই অর্থ আমেরিকা তুলে দিয়েছিল নিকারাগুয়ার কন্ট্রা বিদ্যোহীদের হাতে। এভাবেই স্বার্থানেখী মহল কৌশলে তাদের স্বার্থ উদ্ধারে সব সময় সচেষ্ট রয়েছে। তাই আমাদেরকে এ সকল সুযোগ সন্ধানী কুচক্রীদের ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে।

প্রফেসব'স বিসিএস বাংলা ৩৩

্র সারমর্ম লিখুন :

ক্রপনাবাণের কলে

জেগে উঠিলাম. জানিলাম এ জগৎ স্বপ্র নয় সক্তের অক্ষরে দেখিলাম

আপনার রূপ. চিনিলাম আপনারে

আলাতে আলাতে বেদনায় বেদনায়:

সত্য যে কঠিন. কমিনেরে ভালোবাসিলাম.

সে কখনো করে না বঞ্চনা। আমত্য দুঃখের তপস্যা এ জীবন,

সভ্যের দারুণ মল্যে লাভ করিবারে.

মত্যতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।

সারমর্ম : মানবজীবন কেবল স্বপ্রের মতো সুন্দর নয়, বরং মানবজীবনের প্রকতরূপ চিনতে পারা যায় কঠোর ও কঠিন বাস্তবের মুখে রুড় সত্যকে গ্রহণের মাধ্যমে। তবে সত্য রুড় হলেও সত্যবাদী পরিণামে কাচ্চ্চিত সফল লাভ করে। তবে সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি কেবল পরকালেই তার কতকর্মের চূড়াস্ত ও যথার্থ পুরস্কার পাবেন।

খ, যতট্টক আবশ্যক কেবল তাহারই মধ্যে কারারন্দ্ধ হইয়া থাকা মানবজীবনের ধর্ম নহে। আমরা কিয়ৎ পরিমাণে আবশ্যক শঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকি এবং কিয়ৎ পরিমাণে স্বাধীন। আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বন্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গহ নির্মাণ করিলে চলে না। স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান থাকা আবশ্যক, নতবা আমাদের স্বাস্থ্য ও আনন্দের ব্যাঘাত ঘটে। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। অর্থাৎ, যতটক মাত্র শিক্ষা আবশ্যক তাহারই মধ্যে ছাত্রদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলেরা ভাল করিয়া মানুষ হইতে পারে না। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বন্ধিবন্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালকই থাকিয়া যায়।

সারাংশ : প্রয়োজন না থাকলেও একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকা উচিত নয়। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়াও আমাদেরকে আরো অনেক কিছ করতে ও শিখতে হবে যা আমাদের জীবনকে পরিপূর্ণতা দান করবে।

8. অতি সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখন : ক. চর্যাপদে চিত্রিত দরিদ জনগোষ্ঠীর পরিচয় দিন। 2 x 20 = 00

উত্তর - চর্যাপদ বাঙ্গালি সমাজের বিশ্বাস্থ দলিল। এতে একদিকে যেমন তৎকালীন সমাজের উঁচু শ্রেণীর [যেমন- ব্রাক্ষণ (বামহন), মন্ত্রী (মতিএ) ইত্যাদি] জনগোষ্ঠীর বিবরণ রয়েছে তেমনি বিভিন্ন পেশার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিবরণও রয়েছে এতে। এসব দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- মাঝি (কামলি), বেশ্যা (দারী), শিকারী (অহেরী), নেয়ে (নোবাহী) ইত্যাদি। তাছাড়া চর্যাপদে ডোমিনীর নগরে তাঁত ও চেঙারি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহের কথা উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও চর্যাপদে কাপালিক (কাপালি), যোগী (জোই), পণ্ডিত আচার্য (পণ্ডিতচার্য), শিষ্য (সীস) ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন চিত্রিত হয়েছে।

খ 'শীক্ষকীর্ডন' কাব্যের রচয়িতা সম্পর্কে ধারণা দিন।

উত্তর : 'শ্রীকৃষ্ণান্ধীর্তন' কাবোর রচয়িতা বন্ধ চনীদান। তিনি বাঁকুড়া জেলার ছাতনায় মতাছারে বীবান্ধুমের নানুর গ্রামে আনুমানিক ১৬০০ স্থিতীদের কোনো এক সময়ে জন্মাহণে করনে। বন্ধ চনীদানের নাম করেকভাবে পাওয়া যার, যেমন— অনন্ত চনীদান, বন্ধ চনীদান, চনীদান ইত্যাদি। এর মধ্যে বন্ধ ভাব কৌলিনা উপাধি, চনীদান কর্মণান নাম, অনন্ত প্রকৃত নাম। ধাবলা করা হয়, তিনি চন্ধূর্যন পাত্নীর প্রথমার্মে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের কাহিনী অকলারনে মোট ১০ বন্ধে 'শ্রীকৃষ্ণান্ধীর্তন' কাবাটি রচনা করেন। তিনি আনুমানিক ১৪০০ স্থিতীদের সূত্যক্রবা করেন।

গ. 'মনসামঙ্গল' কাব্যের যে কোনো একজন কবির পরিচয় লিখুন।

উত্তর : বিজয়গুর্ত মনসামঞ্চল কাবোব জন্যতম কবি। বাংলা সাহিত্যে সুম্পন্ট সন-তারিবযুত মনসামঞ্চল কাবোর প্রথম করিটাতা বিজয়গুর । তার জন্ম বাংলাকেশের বরিশাল ক্রেলার হৈছে। মান বাংলাক জন্তবের প্রটিন নাম ছিল যাবেলগাঙ্গ দিনীর বাঁকে ছিল বাণ্ড অনুনাক বাকেরগাঙ্গ বলা হেতো) একং গৈলা গ্রামের প্রাটিন নাম ছিল মুকুল্রী। পিতা সনাতন গুরু। মাত করিব্রুলি একং পালে তিনি জীবিত ছিলো। কবির কাবো উল্লিবিত করিটি আরু করিব্রুলি করিব করিবের ভিলি পৌতের সুম্পতান হতেন শাবের আমলত ১৯৯৯ প্রীকৃতিক কাবা প্রকাম প্রস্তুর করা বিজয়গুরুর মানসামঞ্চল অতাক্ত জনপ্রায়াতা অর্জন করেছিল। মতেন এবা পরিবার্জি করিবলৈর বাদা মান হরে মায়। কিছু কাবাধর্মের বিচারে বিজয়গুরের করিবিত্রিক। করেবিত্রক। মান হরে মায়। কিছু কাবাধর্মের বিচারে বিজয়গুরের করিবিত্রক। করিবলিত অপ্রক্ষার করিবলিত। বিজয়গুরের করিবলিত। বাংলাক অপ্রক্ষার করিবলিত। বাংলাক প্রকাশিক করিবলিত। করিবলিত করিবলিত করিবলিত। বিজয়গুরের করিবলিত। করিবলিত করিবলিত করিবলিত। বিজয়গুরের করিবলিত করিবলিত। করিবলিত করিবলিত করিবলিত করিবলিত করিবলিত। বিভাগতের করিবলিত। করিবলিত করিবলিত করিবলিত করিবলিত করিবলিত করিবলিত করিবলিত। বাংলাক বিলাল বিভাগতের করিবলিত। করিবলিত করিবলিত। বিলাল করিবলিত করিবলিত করিবলিত করিবলিত করিবলিত করিবলিত করিবলিত করিবলিত। বিলাল করিবলিত করিবলিত

ঘ. ফুগসন্ধিক্ষণের কবি কে? কেন বলা হয়?

উত্তর : ঈশ্বরচন্দ্র গুরুকে ফুণাসন্ধিন্দণের কবি বলা হয়। তিনি ১৮১২ স্থিতীবে পশ্চিমবঙ্গের কাঁচড়া পাড়ার শিয়ালডাঙ্গায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক জিলান। তিনি ঈশ্বরজ্ঞ নামে পবিচিত ছিলেন।

মুণাগন্ধিকদের কবি, বগার কারণ : ১৮০১ প্রিতীশ থেকে বাংলা সাহিতের আধুনিক ফুণ সৃতিত হলেও বাংলা কার সাহিত্যে ১৮৮১ প্রিটাশে 'মেদান্দবধ কার' রিচিত হওারা কু' পর্যন্ত বকুত আব্দারিকতা আবাছ হরানে এই যাই কারর (১৮০১-১৮৬১) কাবো আধুনিকভার গৌছার চেটা চলেছে মার। ঈশ্বরান্দ্র গুডের জীবনকাল ১৮১২ থেকে ১৮৫১ প্রিটাশ। ভিনি বতু হয়েছেন কলকাতার নাদারিক পরিবেশ। সাংবাদিকভার পাণাগাঁদি করিতা চর্চায় তিনি এ সমার মধ্যায়ুগের দেবদেবীর কথা বা কাহিনী নির্ভর কার্য্য রচনা বর্কান করে বাতি ভিজ্ঞতায় দ্যোট স্কেটি কবিতা কোণা জব্দ করেন। তপালে মান্তের মতো সানান্দ্র প্রশীও ভার কারের বিদ্যাবস্তুর হয়। তার কবিতার সমাজনাতদভার বিশেক করে মান্ত্রভূমির প্রতি দর্মার ব্যবহারও ভার কবিতার ব্যাপকভারে লক্ষ্যোগান্য আবার কবিয়াগানের কারা চক্, পরার ও ব্রিপনীর ব্যবহারও ভার কবিতার ব্যাপকভারে লক্ষ্যার্যান্য আহাল মধ্যায়ুগের শেষ প্রতিশিধি ভারতচন্দ্র এবং আধুনিক মুগের প্রথম পুরুষ মাহিকেল মধ্যুগনে মধ্যুগনির মুগের সুলাইবিদীয়া সমালতারে পক্ষর কার্যায় বলাতের ফ্রান্টাক্ষণ্যের কবিব কর্যা হয়।

রালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিদ্যাসাগরের অবদান নির্দেশ করুন।

ৰামানৰা দেখা নামান কৰা কৰিব নামান কৰিব নামানাৰ ওখি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন জৰা । আনিশালা বিদ্যালয় স্থাপন জৰো । আনিশালা বিদ্যালয় ক্ৰাপন কৰিব । আনিশালা বিদ্যালয় কৰিব নামানাৰ কৰিব আছিল চাৰিকাৰ নামানাৰ কৰিব আছিল কৰিব আৰু কৰিব আছিল কৰিব তিনা নামানাৰ কৰিব নামানাৰ কৰ

ু বীরাঙ্গনা কাব্যের যে কোনো একটি নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য লিখুন।

উত্তর : প্রসিদ্ধ রোমান কবি পাবলিয়াস ও ভিডিয়াস ন্যাসো বা সংক্ষেপে ও ভিডের Heroides (Heroic Epistle) শীর্ষক সকলাবোর আদর্শে মুবসুদন ভারতীয় নারীর চরিত্রাছদের পরিকল্পনা করেছিলেন, কিছু পাবিবারিক, শাবীরিক গুড্ট করেশে মাত্র ক্যোত্রোছালি স্বত্র ক্রান্য করে ভিটি শীবাঙ্গনা করেও গ্রকাশ করেন। এ কাব্যের 'ছারকানাথের প্রতি কল্পিনী' পত্রে ক্লিকিনী গৃহচালিলী কলাদী পত্রিতা মূর্যকৈরি

এ কাবোর 'ছানকাশাবেন বাতি কণিন্ধা' পরে কণিনার গৃহসারশা কাশাখা পার্বন্তীক মৃতিবাধ প্রকাশ করে কানিবাধ করে বিশ্বনিক কানিবাধ করিবাধ করে বিশ্বনিক কানিবাধ করিবাধ করে বিশ্বনিক কানিবাধ করিবাধ করে বিশ্বনিক কানিবাধ করিবাধ করে বাবেন। সুকরাং কিনি আজনা নিয়ুপরায়ণ ছিলেন। ব্যক্তিবাধ করে বাবেন। সুকরাং কিন আজনা নিয়ুপরায়ণ ছিলেন। ব্যবিকাশার্বাধ করে বাবেন। করেবাধ কর

ছ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত তিনটি কাব্যনাট্যের নাম উল্লেখ করুন।

উত্তর : যে নাটকে কাব্যধর্ম অর্থাৎ জীরিক, আবেগ ও কন্ধনার প্রাথান্য থাকে তাকে কাব্যনাট্য বলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুবের তিনটি উল্লেখনোগ্য কাব্যনাট্যের নাম হচ্ছে– ১. প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৮৪), ২. বিসর্জন (১৮৯০) ও ৩. মালিনী (১৮৯৬)।

জ. 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' কার রচনা? এটি কোন ধরনের সৃষ্টিকর্ম?

উত্তর : উদার্থীন পথিকের মনের কথা উপন্যাসের রচরিতা মীর মশারেরফ হোসেন। উপন্যাসিত্র প্রকৃতি হচ্ছে ইতিহাস-আপ্রিত উপাথানধর্মী। এটি প্রকাশিত হয় ১৯ আগষ্ট ১৮৯০। উনাসীন পথিক' এই ছন্তনামে মশারেক হোসেন ব্যক্তিগতে জীবনের পাঁচুমুমিতে দ্বীয় পারিবারিক ইতিহাস ও সমসামাঞ্চিক বারের ঘটনার চিত্র তুলে ধরেছেন এ গ্রন্থে। প্রকৃতপক্ষে এটিকে উপন্যাস কিয়ে আজারিনীমূলক রচনা এর কোনোটাই কথা যায় না বাবং কণতে হয় গ্রন্থান্ত লিখকের আত্মজীকনী-নির্ভার ক্রতিশয় বারবং ও বান্তানিক ঘটনার মিশোল উপন্যাসমূলত সাহিত্যিক উপস্থাপন।

ঝ. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রতিষ্ঠিত একটি মহিলা সমিতির পরিচয় দিন।

উত্তৰ: লেখা বোকেয়া সাখাওয়াত হোলেন মুনলনান মহিলাদের আশা-আকাজন বান্তবায়নের লক্ষে ১৯০৬ সালে আন্ধাননা পাজাহীন' নামে একটি মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৬ সালে আ সমিতির নামকরণ করা হব আন্ধাননা পাখাতীনে ইপলান (মুনলিম মহিলা সমিতি)। এ সমিতির কার্যালয় বিশ্ব কারকালয় এবং সদস্য সংখ্যা ছিল ১২ জন। ঞ. 'কত্মোল যুগ' সম্পর্কে ধারণা দিন।

উত্তর: "কল্কোল" পরিকাকে যিরে যে সময়টিতে সাহিত্যের আধুনিকভাবানী আন্দোলনের একাশ ও বিকাশ তাই "কল্পোল যুগা নামে পরিচিত। "কল্পোল" পরিকাম বারা লিকাকেন আনের মধ্যে অন্যতন ছিলেন অভিন্তাকুমার সেনভঙ্গ, বৃদ্ধদের বসু, ধেনেন্দ্র মিরা, নাক্ষাক্ষ ইসপাম, তারাশত্তর বন্দ্রাগালায়ে, শৈকারানন্দ মধ্যোপায়োর, দুশস্কুমক চট্টোপায়ার, পরিবা গল্পোপায়ার,

ট. জীবনানন্দ দাশের কবিতায় চিত্ররূপময়তার উপস্থিতি তলে ধরুন।

ঠ, আৰ্থতাক্ৰন্ধামান ইণিয়াস অথবা হাসান আজিজুল হকের ঔপন্যাসিক পরিচয় দিন।
উত্তর : আথতাক্ৰন্ধামান ইণিয়াস : আখতাক্ৰন্ধামান ইণিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭) তার
উপন্যানে অনাহার, অভাব দারিয়া ও শোষণের শিকার হয়ে যাবা মানবেতর জীবনাগণন
করেহে দেসব অবর্থেগিত মানুবের জীবনাচনণ উন্ধানতার ব্রক্তানে ব্রক্তাহে নাতা বকাটি বিখাত
উপন্যান হক্তে- চিকাকোঠার দেশাই (১৯৮৭) যা উন্দান্তরের গণঅভ্যুখানের প্রেক্তাপন রচিত হয়েছে। আখতাক্ষন্ধামান ইণিয়ানের অপর উপন্যান্য 'বোয়াননামা'র (১৯৯৬)
য়ামবাপানা বিন্ববর্পিত শ্রমজীর মানুবের জীবনালেখনত্ব ফরিক-শ্রমুানী বিহারে, আসানের ভূমিকপা, তেজাণা আম্মোলন, ১৯৪৩-এর মন্তর্কর, পাবিবরান আম্মোলন, সাপ্রদাহিক দারাণ

ইত্যাদি ঐতিহাসিক উপাদান নিপুণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

হাসান আজিজুল হক: হাসান আজিজুল হক (১৯০৯-) হুলত কথাসাহিত্যক হিসেবে পরিচিত। তার উরোধাযোগ্য উপন্যাস- বুজার (১৯৯১); পিউলি (২০০৬); আচনপানি (২০০৬)। আচনপানি হাসান আজিজুল হকের শৈকুক নিয়াস কথালোক আচনি নির্মিত অঞ্চলকে ক্ষেত্র করে নাড় কথা এই এলাকার সানুদের সংঘামী জীবন এবং বিচেলনাত্রী আজালাকে ক্ষেত্র করে গড়ে কথা এই এলাকার সানুদের সংঘামী জীবন এবং বিচেলনাত্রী আজালিত প্রস্থাসিকভার কথালাক লাজান। এই মাধ্য নির্মেত্ত লক্ষক জীবনের কেতিবাকতা পরিহারে করাল। এই মাধ্য নির্মেত্ত লক্ষক জীবনের কেতিবাকতা পরিহারে করাল। এই মাধ্য নির্মাত করাক করে উতিহাকতার সংলাম করেছেন। উপন্যাসনিত্র প্রথমিক ভিত্রতার সহার করেছেন। উপন্যাসনিত্র প্রথমিক ভিত্রতার করেছ করেছিল। করে বিক্রান্ত সংলামের মুল করে বিক্রান্ত সংলামের মুল এবং স্বিভারত লাভিন্ত করেছেন। করেছেন। তালিক করেছেন। করেছেন। তালিক করেছেন। তালিক করেছেন। করেছেন। তালিক করেছেন। তালিক করেছেন। করেছেন। তালিক করেছেন। তালিক করেছেন। করেছেন।

ভ. ভাষা-আন্দোলনের প্রভাবে রচিত যে কোনো একটি ছোটগল্পের পরিচয় বিধৃত করুন। উত্তর : ভাষা আন্দোলনের প্রভাবে রচিত একটি বিখ্যাত ছোটগল্প হল্পে 'একুলের গল্প'। এর রচিয়তা জবির রায়হান (১৯৩৫-১৯৭২)। তপু গল্পের প্রধান চরিত্র। সে ছিল মেডিকেল কলেজের ছাত্র। ১৯৫২ সালের একুপে অনুস্থারি মাতৃতামা বাংলার বান্ধ্রীয় মর্থানা আনারের মিছিলে যোগ দের এবং মিশিটারির তিনি তার কণালে আয়াত করালে সে মুকুরে বেলাল তার গড়ে দাসকর্বাটী তার দাপা পর্বা একিছে বিক্রার ভারতার করার ভারতার করার একটি গারে টিল পরি পূর্বাই একটা বান্ধ্রেটি করার প্রত্যার হারতার বান্ধ্র করা তার্বুর সংবাদিনীকর করার একটা পা ক্ষেটি একটা করাল নিয়ে গবেশাল করার সময় দেখাত পায়- করারের একটা পা ছেট একং কপালো ছিন্র। ছান্ত্রটি তথকেলাছ তার্বুর বহুলের কর্মান্ত্রটি করার করার কেবলৈ করার কেবলৈ পায় একটা তথকে করার ক্রার্থ্য করার ক্রান্থ্য করার ক্রান্থ্য একটা তথকে করার ক্রান্থ্য একটা তথকে করার ক্রান্ত্রটা তথকের ক্রান্থ্য একটা তথকে করার ক্রান্ত্রটা তর্বাই ক্রান্ত্রটা করার ক্রান্থ্য একটা করার ক্রান্ত্রটা তথকের ক্রান্থ্য একটা ক্রান্ত্রটা করার ক্রান্ত্রটা করার ক্রান্ত্রটা করার ক্রান্থ্যকর ক্রান্ত্রটা করার ক্রান্ত্রটা ক্রান্ত্রটা করার ক্রান্ত্রটা ক্রান্ত্রটা ক্রান্ত্রটা করার ক্রান্ত্রটা ক্রান্ত্রটা করার ক্রান্ত্রটা ক্রান্ত্রটা ক্রান্ত্রটা করার ক্রান্ত্রটা ক্রান্ত্রটা করার ক্রান্ত্রটা করার ক্রান্ত্রটা করার ক্রান্ত্রটা করার ক্রান্ত্রটা ক্রান্ত্রটা করার ক্রান্ত্রটা ক্রান্ত্র

দুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত লৈয়দ শামসুদ হকের নাটক সম্পর্কে ধারণা দিন। উল্লৱ : মুক্তিযুক্তর পটভূমিতে রচিত লৈয়দ শামসুদ হকের বিখ্যাত কবনাটা হকে পায়ের আওয়াজ পাওয়া য়ার্য (১৯৭৬) । এ নাটকে লগেবা মার, মুক্তিযুক্তর দেব পর্যায়ে পারকদারা একটি আনে এবলের এয়ামের মাতরর তার মেরেকে পার্কিজানি সম্পালর হাতে ভূলে নিতে বাধা হয়। ঐ মাতবরের সামনেই মেরে আছহত্যা বাবে। এলগর মাতরর ততার হাত্র সুকটাটা আর্থনাল আবদ্দ-বাতান কাশিয়ে তোলে।

আহ্মদ শরীফ: আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯) মূলত শিক্ষাবিদ ও গবেষক হিসেবে পরিচিত। তার উল্লেখযোগ্য এবশ্বমাই হঙ্গেদ্ধ নিচিত চিন্তা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা, পূঁথির ফলল, যদেশ অন্ধেলা, কালিক ভাবনা, প্রত্যায় ও প্রত্যাশা, ইনাম্বি আমরা, কালের দর্পগে হুদেশ। ত. শরীফ মধাযুক্তর পূঁও সম্পাদনা করে এক বিরাট সাহিত্য দ্বার উল্লোচনের কাজ করেছেন। 'বাঙালী ও বাঙালা সাহিত্য' তার একটি তরস্কৃপূর্ণ মৌলিক গবেলাথাক।

৩১তম বিসিএস ২০১১, বাংলা : দ্বিতীয় পত্র

দ্রাইব্য : প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে। ১. যে কোনো একটি বিষয়ে রচনা লিখন :

নম্বর

কেনো একটি বিষয়ে রচনা লিখুন :

ক. সাহিত্যে আদর্শবাদ ও বাস্তববাদ:

খ. মানব-সম্পর্ক উনুয়নে বিশ্বায়ন;

উত্তর : পৃষ্ঠা ৭২৮।

90

- গ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিকাশে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার;
- উত্তর : পৃষ্ঠা ৭০১। ঘ আগামী পথিবী:
- ্ল গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙ্গামাটির পথ।
- ২. বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখিত সঙ্কেতের ইঙ্গিতে একটি প্রবন্ধ লিখুন :

্বা তল্পোৰত শক্ষেত্য থাৰতে অকাচ অবন্ধ পৌৰুৰ :

ক শিশু সাহিত্য :

সেজো, একৃতি ও পরিসর, শিকর পাঠশুয়া গঠনে আকর্ষণ সৃষ্টি; শিক সাহিত্যের একারজেন, এখন প্রধান শিক সাহিত্যিক ও তাদের সাহিত্যকর্ম, শিক সাহিত্যের ইতিহাস-ঐতিহা; শিক সাহিত্যের তাদ; একাবাংশা। ও দুর্বাধান্তা পরিহার; শিকর চরিত্র গঠনে নৈতিক রিজ্ঞান। ও গৌতৃহক সৃষ্টি, উপসংহার।) উত্তর: পূর্টা ৭৭২।

খ, বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ :

(মহল্য সম্পদের গুরুত্ব; বাংলাদেশের মহন্য গরিস্থিতি; বাংলাদেশে মাছের উৎস; মিঠা পানির মাছ; লোনা পানির মাছ; উৎস হিসেবে খামার; মহন্য সম্পদ উন্নয়নের উপায়; রঞ্জনির ব্যবস্থা।) উত্তর: পৃষ্ঠা ৬৫৬।

গ. দেশপ্রেম :

(সূচনা; খলেশ চেতনা; খলেশ প্রেমের স্বরূপ; দেশপ্রেমের প্রায়োগিক ক্ষেত্রসমূহ; দেশপ্রেম উদ্বুক্তরণ আমাদের করণীয় নির্দেশ; দেশপ্রেম ও রাজনীতি-সমাজনীতি; দেশপ্রেম ও সূবম অর্থনীতি; দেশপ্রেম উজ্জীবনে সাহিত্য-সংস্কৃতি; দেশপ্রেম ও নৈতিক আদর্শ; দেশপ্রেম ও বিস্কৃত্রম সম্পর্ক; উপসংহার।)

৩. যে কোনো একটি বিষয়ে পত্র লিখুন :

ক. জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে ছোট ভাইকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সমৃদ্ধ একটি পত্র শিশ্বন।

উত্তর :

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২৯ জন ২০১৪

স্লেহের মিহির

জ্ঞানিস ও আদর নিও। একাদশ শ্রেণীতে বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হয়েছ তানে খুঁব খুঁশি হয়েছি। তোমাকে অভিনন্দন। তোমাকে উপহার দেব বলে শিত একাডেমী ৫ খঙ্গের বিশ্বকোহ কিনে রেখেছি। হাতে পোলে খব ভালো লাগবে।

পটেন্দ্ৰীর কথা যদি ধবি তাহলে কলতে হয় সেই ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের গোড়ার কথা হোনানে মুজিন্দুছের বীজ বণদ করা হয়েছিল ইংরেজদের উপানির্বাদিক শাসনের মাধ্যে। এরেই ধারাবাহিকতার পাশিকরানি দোসবদের হাত হতে মুজি পার বালা ভারা 'ও৪-এর পুত্রুক্তি নির্দিশ্য, 'ও৮-এর এমার্য শাসন, '৬৬-এর ৮ দাসা যা বাজালি মুজির সদাদ হিসেবে পারা, '৬৯-এর পণজন্তুগখান, '৭০-এর নির্বাচন। ঘটনা বরাহে মিছিল নিটিং আবোলান, বরুবন্ধ পোর পুত্রিকুর রহমানের এতিহাসিক এই মার্যের ভাষা এবং পরবর্তীতে আবেস ১৯৭১ সাল্যের ১২ মার্চ কছকার রাহিতে লাক হ্যানার বাহিনীকর্ত্তক নিব্রের বাজালির ওপার সদাদ প্রাক্তির প্রকাশ করেন হারা হার প্রকাশ করেন করেন বাহিনীকর পাক করার রাহিতে লাক হারানার বাহিনীকর্ত্তক নিব্রের বাজালির ওপার সমান্ত্র এবং অসংখ্যা মা বোনের ইন্ধতন্তের বিনিমর্য়ে অবশেষে ১৬ ভিলেম্বর ১৯৭১ বাজালি জাতি বিজ্ঞালাক সম্বাহণ

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে আমাদের যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠেছে তার মূলে কাজ করেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকশিত হয়েছে আমাদের সমাজ জীবনে। ব্যক্তি স্বাধীনতা, নারী মুক্তি আন্দোলন, নারী শিক্ষা, গণশিক্ষা, সংবাদপত্রের ব্যাপক বিকাশ সর্বোপরি গণতান্ত্রিক অধিকার চেতনা ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে সমাজে। মক্তিয়ন্ধের চেতনা ১৯৯০-এর গণঅভ্যত্থানের জন্ম দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং অবাধ স্বাধীন গণতন্ত্র চর্চার পরিবেশে পর্যায়ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের সাহিত্যে এক নবতর সাহিত্য ধারার জন্ম দিয়েছে। বাংলাদেশের সাহিত্য চর্চা আজকে যতটা ব্যাপ্তি পেয়েছে তার পেছনে বড প্রেরণা ছিল মক্তিযুদ্ধের চেতনা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে রচিত হয়েছে স্বাধীনতার পর। গান, নাটক, চলচ্চিত্রেও গৌরবগাথা প্রকাশ পেয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উত্তন্ধ হয়ে কঠিন আত্মত্যাগের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে আমরা যে স্বাধীনতা অর্জন করেছি তা হচ্ছে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা। তাই মক্তিয়দ্ধের চেতনা সবার অন্তরে ধারণ করে সেই চেতনায় উদ্বন্ধ হয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে সর্বদা নিয়োজিত থাকা উচিত। আমিও বিশ্বাস রাখি তুমি আমার কথার মর্মার্থ বুঝবে এবং আমার আশাকে আরও দৃঢ় করবে। আর বিশেষ কিছু লিখছি না। মন দিয়ে লেখাপড়া করবে, শরীরের প্রতি যত্ন নিও। ভালো থোকো এই কামনায়।

তোমার বড় ভাই তভজিৎ

> প্রেরক প্রাণক প্রাণক তিকোঁ তেরিক কুমান সরকার সিহির কার্ডি সরকার কলান্নাথ হল কলারোয়া তাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাকন্দীরা তাকা-১০০০

- খ, পল্লী অঞ্চলের গণমানুষের চিকিৎসা সেবার অন্তরায়সমহ চিহ্নিত করে সে সম্পর্কে কার্যকরী প্রস্তাব পাঠিয়ে মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট ाकि सातकनिशि तह्या करूप ।
 - উত্তর :

পল্লী অঞ্চলের গণমানুষের চিকিৎসা সেবার অন্তরায়সমহ চিহ্নিত এবং তা দরীকরণের কার্যকর প্রস্তাব উল্লেখপর্বক মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী মতোদয়ের নিকট-

স্মারকলিপি

হে স্বাস্থ্য অনরাগী

দেশের প্রতি অগাধ ভালোবাসা, সমাজ গড়ার অবিরাম চেষ্টা এবং দেশব্যাপী চিকিৎসাক্ষেত্রে আপনার আমূল পরিবর্তনের প্রচেষ্টা সম্পর্কে আমরা সবাই অবগত। আপনার প্রান্তিক পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত চিকিৎসা ব্যবস্তাকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা আমাদেরকে বিশ্বিত করেছে। এতে আমরা যেমন আনন্দিত হয়েছি, তেমনি দেশে মাঠ পর্যায়ের চিকিৎসা ব্যবস্থার উনুয়নে আপনার প্রচেষ্টা দেখে হয়েছি আশান্তিত। আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, আমাদের দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ পল্লী অঞ্চলে বসবাস করে। তাই দেশের সার্বিক জনস্বাস্ত্যের উনুয়নকয়ে পল্লী অঞ্চলের গণমানুষের চিকিৎসা সেবার ব্যাপক উনুয়ন প্রয়োজন। আপনার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পত্নী চিকিৎসা সেবায় রয়েছে নানাবিধ অন্তরায়। নিচে এসব অন্তরায়সমূহ এবং তা দুরীকরণের কার্যকর প্রস্তাব উল্লেখপূর্বক আপনার সুদৃষ্টি ও যথায়থ পদক্ষেপ গ্রহণের কামনা করছি।

অন্তরায়সমূহ:

- ১. পর্যাপ্ত অবকাঠামোর অভাব : পল্লী মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে হলে প্রয়োজন পর্যাপ্ত অবকাঠামো সুবিধা। যেমন : ডাক্টারদের বসার সুবিধা, থাকার এবং অন্যান্য অবকাঠামো, যা আমাদের গ্রামাঞ্চলে নেই বললেই চলে।
- ২. ডাক্তারের অভাব : পল্লীর মানুষ সংখ্যায় দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ। কিন্তু সে অনুপাতে এখানে চিকিৎসকের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। তথাপি যতজন চিকিৎসক নিয়োজিত আছেন তারাও বিভিন্ন অজ্বহাতে চিকিৎসা সেবা দেন না। আবার অনেক সময় অনেক দিন ধরে অনুপস্থিত থাকেন। এতে করে চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্জিত হয় পলী অঞ্চলের মানম।
- ৩. রোগ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সমস্যা : গ্রামের মানুষের কি রকম রোগ হয়েছে তা জানার কোনো উপায় থাকে না, কারণ রোগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার কোনো ব্যবস্থা নেই। যেহেত আমাদের পল্লী সমাজে অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র, তারা শহরে গিয়ে এগুলোর পরীক্ষা করাতে পারে না। এর ফলে তারা চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্জিত থাকে।
- 8. সচেতনতার অভাব : পল্লীর মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুসংস্কারে বিশ্বাসী। তারা আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর বিশ্বাস করে না। শিক্ষার অভাব, যথাযথ প্রচার-প্রচারণার অভাব ইত্যাদি কারণে মানুষের মধ্যে আধুনিক সেবার বিষয়ে ব্যাপক অসচেতনতা রয়েছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পল্লী চিকিৎসার পরো পরিকল্পনা।

- क छाङाइएमत्र अवरहना : अधिकाश्म ििकश्मक রোগীর রোগ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণ না করেই ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন। এতে পল্লীর জনগণ প্রকত চিকিৎসা সেবা পোষ্কে বঞ্জিত হয়।
- ক নিম্নমানের ও অপর্যাপ্ত ওযুধ : যেসব ওযুধ পল্লী অঞ্চলে সরবরাহ করা হয় তা প্রয়োজনের জ্ঞানায় অপর্যাপ্ত। তার উপরে আবার এগুলোর গুণগত মান একবারেই নিম্ন। এছাড়াও এসব প্রমধ আবার অবৈধভাবে বাইরে বিক্রি হয় কিছু অসাধু লোকের সহযোগিতায়।
- ৭. অসাধু লোকের তৎপরতা : অজ্ঞতা, অসচেতনতাকে কাজে লাগিয়ে কিছু অসাধু লোক পল্লীর মানুষদের নিয়ে বিভিন্ন রকমের অপকর্ম করে তাদেরকে প্রকৃত চিকিৎসা থেকে

প্রতিকারসমহ:

- ১. পর্যাপ্ত অবকাঠামো সুবিধা ও বিশেষ প্রণোদনার মাধ্যমে চিকিৎসকদের গ্রামমুখী করা।
- ১ পর্যাপ্ত সংখ্যক চিকিৎসক নিয়োগের মাধ্যমে চিকিৎসকের অভাব পুরণ করে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা।
- ৩. রোগ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করা এবং স্বল্প মূল্যে এ সেবাসমূহ প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- ৪ সচেতনতা বন্ধির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সমন্ত্র্য় করে প্রচার-প্রচারণা বন্ধি করা এবং শিক্ষার উন্তয়ন ঘটানো যাতে করে গ্রামাঞ্চলের জনগণ আধুনিক চিকিৎসা সেবার প্রতি আগ্রহী হয় এবং অসাধু লোকদের হাত থেকে মুক্তি পায়।
- ৫. চিকিৎসকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা বই প্রদান করা, যা রোগীদের রোগ পরীক্ষা ও বাবস্থাপত্র প্রদানে সহায়ক হয়।
- ৬. পর্যাপ্ত ও সঠিক মানের ওমধের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

হে দেশহিত্রতী,

আপনি সমাজ ও দেশের কল্যাণকামী, দেশহিত্ত্রতী মানবের উত্তম সুহৃদয়। আপনি দেশের পল্লী গণমানুষের চিকিৎসা ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তনের মাধ্যমে ৮০ শতাংশ মানুষের জীবনমানকে উন্নত করে আপনার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে বিরল দৃষ্টান্তের অধিকারী হবেন এই আয়াদেব প্রত্যাশা।

হে কল্যাণকারী.

আপনার কাছে আমাদের বিনীত অনরোধ পন্ত্রী অঞ্চলের গণমানুষের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকল্পে উল্লিখিত অন্তরায় ও প্রতিকারের উপায়সমূহ বিবেচনা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমাদেরকে কতজ্ঞ করবেন।

পরিশেষে আপনার সস্ত শরীর, পেশাগত সনাম ও দীর্ঘায় কামনা করছি।

তারিখ: ১৩ ০৬ ২০১৪

নিবেদক সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ

 আপনার উপজেলায় জনগণের জানোয়য়নে একটি বহুমুখী পাঠাগার স্থাপনের প্রয়েজনীয়তা প্রতিপদ্ধ করে সংখ্রিট কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আবেদনপত্র রচনা করুন।

উত্তর : তাবিথ : ১৫ ০৬.২০১৪

জেলা প্রশাসক

ঝালকাঠি।

বিষয় : বহুমুখী পাঠাগার স্থাপনের জন্য আবেদন।

জনাব,

गरिकार निरामन और ता, मानकारी तालात करा-पूत्रा केपातानारी निष्का-मीकारा एमम स्मृति कराया, एउमी विशिष्ठ महामान्यक वर्षकारात करान्युद्धिक करायाना वे अपूर्विक मानकारा । केपाताना व अपूर्विक वर्षा मानकारा मानकारा । मानकारा मानकारा

অতএব, মহোদয়ের নিকট বিনীত প্রার্থনা এই যে, রতনপুর উপজেলায় একটি বহুমুখী পাঠাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

নিবেদক আসকারী জামান রতনপুর এলাকাবাসীর পক্ষে

৩০তম বিসিএস ২০১১, বাংলা : প্রথম পত্র

দিষ্টব্য : প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

নয়

- ক. বানান, শব্দ প্রয়োগ, বিন্যাস, ভাষারীতি ইত্যাদি তদ্ধ করে নিমের বাক্যগুলো পুনরায় লিপুন। ^২২×>২ = ৬
 - অন্তমান সূর্য দেখতে পর্যটকেরা সমূদ্রের সৈকতে ভীড় করেছে।
 উত্তর: অন্তমান সূর্য দেখতে পর্যটকরা সমৃদ্র সৈকতে ভিড় জমিয়েছে।
 - ২. তিনি স্বন্ত্ৰীক বাহিরে গেছেন।
 - উত্তর : তিনি সন্ত্রীক বাইরে গেছেন।
 - সকল ছাত্রদের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।
 উত্তর: সকল ছাত্রের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে।
 - অন্তরের অন্তস্থল থেকে আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।
 উত্তর : অন্তরের অন্তন্তল থেকে আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

- ক্রক্তুমিতে বিচরণ করলে অনেক সময় মরুদ্যানের সন্ধান পাওয়া যায়।
 উত্তর : মরুতুমিতে বিচরণ করলে অনেক সময় মরুদ্যানের সন্ধান মেলে
- ভামি এ ঘটনা চাক্ষ্প প্রত্যক্ষ করেছি।
 উত্তর: আমি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।
- আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্যতা করা অনুচিত।
 উত্তর : আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
- ৮. নতুন নতুন ছেলেগুলি বড়ই উতপাত করছে।
 উত্তর : নতুন ছেলেগুলো বড়ই উৎপাত করছে।
- তার মতো কৃতি ছাত্র খুব কম দেখা যায়।
 উত্তর : তার মতো কৃতী ছাত্র খুব কম দেখা যায়।
- ১০. রবিন্দ্র প্রতীভা বিশ্বের বিশ্বয়। উত্তর: রবীন্দ্র প্রতিভা বিশ্বের বিশ্বয়।
- ১১. বিমানের সিপেটগামী আভ্যন্তরীন ফ্লাইটটি দেরীতে ছাড়বে। উত্তর : সিলেটগামী বিমানের অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটটি বিলম্বে ছাড়বে।
- ১২. ছাত্রদের কঠোর অধ্যাবসায় প্রশংসনীয়। উত্তর : ছাত্রদের কঠোর অধ্যবসায় প্রশংসনীয়।
- শ্বন্ধ হাল পূর্ব করনে:

 কালোবান্ত্রনিত টাকা করে রফিক সাহেব এখন সমাজে হয়ে উঠেছেন। তালের মত মানুদের
 জীবনাগালে প্রকাশ পায়। কিছু জিবা জন্মার খেনে তারা কে অভিক্রম করতে পারে লা। তাই
 সমাজ ও সলার সম্পর্কে তালের ভালে জারে না। হলে, সকল খেনে তারা জারের করা তার জারেনা। হলে, সকল খেনে তারা
 জিবা । কালোবার্ত্রনিতে টাকা করে রফিক সাহেবে এখন সমাজে প্রেক্টবিষ্ট্র হয়ে উঠিছেল!
 ভালের মত মানুদের জীবনার্থাপনে সরক্ষার্থানি চাল প্রকাশ পায়। কিছু জিবা ভালনার খেনে
 তারা ভামার বিশ্বকে অভিক্রম করতে পারে না। তাই সমাজ ও সংসার সম্পর্কে তালের
 কোনা কাল্ডবান ভারেন। মানুদের, সকলা প্রেক্তরে তারা প্রভালিকা প্রবাহে পা ভালিয়ে দেয়।
- গ. ছয়টি পূর্ণ বাক্যে নিচের প্রবাদটির নিহিতার্থ প্রকাশ করুন :

অতি দর্শে হত লক্ষা।

উত্তর : উতি দর্শে হত লক্ষা—এবাদানির অর্থ নেশি অহংকারে গতন। সমাজে অনেক সময় দেখা যাম,
মানুম বিশ্বদ ধন-সম্পদ ও অমতার অধিকারী হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করে। তার আচন্দ হয় উক্তত,
সমাজেরা হয় বেশবোরা। কাউকে সে তোরাকা করতে চার না। একুতপতে অহংকার মনমত্ত এই মানুম কিন্তু তার সর্বাদাশ তথা পতদের দিকে এগিরে যায়। পরিশায়ে তার ধ্বংসে বা পতন অদিবার্থ হয়ে তাই।

খ. নিম্নলিখিত শব্দতাগো নিয়ে পূর্ধবাক্ত শিকুর:
অধ্যাদেশ, প্রজাপন, প্রাঞ্জন, প্রেষণ, অবকাশ বিভাগ, সর্বনেখ বেডলপত্র ।
উত্তর: অধ্যাদেশ, বাজ্ঞাসন, প্রেছপিত কর্তৃক অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে।
রক্জাপন: ৩২০ন বিশিব্রস ফ্লিতবাছরা সর্জনদের বিভিন্ন কারার নিয়্রমেন্ত ছল সরকারি প্রজাপন জরি হয়েছে।
রাজ্ঞাপন: ৩২০৯ বিশিব্রস ফ্লিতবাছরা সর্জনদের বিভিন্ন কারার নিয়্রমেন্ত জলার আর ১৩০০ মার্কিন ভলারে
পৌছরে বাল কর্ত্ব মঞ্জাপন বিজ্ঞান করা হয়েছে।

প্রেষণ : ড. ফজনুর রহমান প্রেষণে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। অবকাশ বিভাগ : সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবকাশ সংক্রান্ত কার্যাবলী অবকাশ বিভাগ সম্পদ্ধ করে থাকে।

সর্বশেষ বেতনপত্র : বাংলাদেশ সরকার সর্বশেষ অষ্টম বেতনপত্র ঘোষণা করেছে, যা ২০১৫ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে।

- স্ত্রানসারে বাক্যে রূপান্তর কক্তন •
- ১. না পোলে দেখতে পাবেনা। (যৌগিক বাক্য) উত্তর : যাও, নতুবা দেখতে পাবেনা।
 - আপনি যদি চান তবে আমি আগামীকাল আসতে পারি। (সরল বাক্য)
 উত্তর : আপনি চাইলে আমি আগামীকাল আসতে পারি।
- ৩. সৎপথে চল, দেখবে জীবনে উন্নতি হবে। (সরল বাক্য) উত্তর : সৎপথে চললে জীবনে উনুতি হবে।
- তিনি আর এ পথ মাড়ান না। (জটিল বাক্য)

 উত্তর : তিনি যখন কোথাও যান তখন এ পথ তিনি মাডান না।
- यिन বারণ কর তবে গান গাবনা। (সরল বাক্য)
 উত্তর: বারণ করলে গান গাব না।
- ৬. সূর্য পশ্চিম দিকে অন্ত যায়। (না বাচক বাক্য) উত্তর : সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হয় না।
- ২. যে কোনো একটি প্রবাদের ভাব-সম্প্রসারণ করুন (অনধিক ২০টি বাক্য) :
- क. नांघरा ना कानल हिंद्रांत वांका।

ভাৰ-শাশ্ৰনামৰ : কাজে কুন্দাতা লেখাতে না পাত্ৰকে মানুষ অপৱের ওপর দোখ চাপাতে চেটা করে।
নিজের অক্ষাতা চেকে যাখার জন্ম মানুহরে ও ধরনের গ্রপণতা দক্ষ করা যাদ। নিজের তেনে নোমকাতি কেই জীকর করতে চার না বার পাত্রকের ওপর নোম কাল কর মানুহ কেরিয়ে থাতে।
নাচতে জানলেই তরে নৃত্যাপিন্তী হয়ে ওঠা সমর। দক্ষতার আনা বারাসুরি তারই প্রপা। বিশ্ব নাচে
দক্ষতা অর্জনি করা সমর না হলে তকন লোম চাপালো হয় জীচারে ওপর। চিটান বিশ্বন কালে নাম। লো
। এনান বিষ্ঠান অক্ষান বা হলে তকন লোম চাপালো হয় জীচারে ওপর। চিটান বিশ্বন স্বাক্তার বিশ্বীয় নাচে
দক্ষতা অর্জনি করা সমর না হলে তকন লোম চাপালো হয় জীচারে কথার বাল্যনা বিশ্বীয় নাচে
দুর্ভিয়ের তোম। নিমারর বার্থনি বা অক্ষতার কথা মানুষ সহজে বীকার করতে চারা না। আনোর ওপর
নোমারোপ করে নিমারর বাহিন থাতে রহাই প্রেচ কালে মানুষ স্বাক্তর আছালে ক্রটি লোপন
বার । নিমারে কর্মিন করে বার্থনার ক্রিয়াক ক্রিয়াক না হার সাহল কেই, টানারর না করা হতে
পারে না। মুক্তা মনের মানুষ বে বার্থনার ক্রিয়াক বাহিন বিশ্ব ক্রান বার্থনার বাহিন বিশ্ব ক্রান বার্থনার বাহিন বিশ্ব ক্রান বার্থনার স্বাক্তর লোম ক্রান বাহিন বাহিন

খ. অল্প জলের তিত পুঁটি, তার এত ছটফটি।

ভাৰ-সম্প্ৰসাৰণ : ভিত পুঁটি এক ধরনের ছোট মাছ, ষেগুলো আছু ও আণ্ডীর জলে বসবাস করে। সমুক্রের বিশাল জলের সাথে এফার পরিষার কেই, নেই অভিজ্ঞান্ত। ও বিরুগ জীবনের অদা বিষয়ের সাথে। আমানের সমাজেও ভিত পুঁট সদৃশ এমন কিছু ব্যক্তি রায়েদে যানের জ্ঞান ভিবে ওপ খুবই সামান্য কিতৃ উচ্চ বাক্ষা, মুখ্যার বুলি খার ভাষবাদা এমন যে, সে দেন জিবিগুই বিশ্ব জ্বায় করে চলছে।

মানষ সঙ্কির সেরা জীব। আল্লাহ সকল মানুষকে অতি সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন। তবে এই মানুষের মাঝে কিছ পার্থক্য আছে। তাই সমাজে এমন অনেক লোক দেখা যায় যারা নিজের ক্ষমতা বা অবস্তার ক্রপ্রা চিন্তা না করে কেবলমাত্র মখের জোরে দিনকে রাত করার চেষ্ট্রা করেন। যার নেই ব্যক্তি স্থাতস্ত্রাবোধ, নেই নিজস্ব গুণাবলী কিংবা যিনি খোঁজ রাখেন না নিজের সীমাবদ্ধতার— দেখা যায় তিনি গুধ অহংকাব, আত্মগৌরব ও ফাঁকারলি দিয়ে ধরাকে সভা জ্ঞান করে চলার চেষ্টা করেন। এ ধরনের মানুষ সমাজের সর্বস্তরেই রয়েছে আর সমাজের ভেতর থেকে সমাজকে ও নিজেকে কুল্মিত করে চলছে। প্রকতপক্ষে এমন মনোবণ্ডি ধারণ ও লালন করা সত্যিই লজ্জাকর এবং হীনমনোবণ্ডির পরিচয়। আর এ জন্যই ইংরেজিতে বলা হয় An empty vessel sound much অর্থাৎ খালি কলস বাজে বেশি। পক্ষান্তরে যাদের অভিজ্ঞতা বেশি, জ্ঞানের প্রাচুর্যে যারা বলিষ্ঠ, স্বভাবগতভাবেই তারা নমনীয় ও মহৎ প্রকতির হন। এরা নিজের বডাই নিজে করেন না, মিখ্যা অহমিকা দেখান না, আস্থাগৌরব ফটিয়ে ভুলতে নিজেকে হাস্যকর ব্যক্তি বা বস্তুতে পরিণত করেন না। বেশি আড়ম্বর না করে আমাদের অবস্থান নিয়ে সম্ভট থাকতে হবে। যার নিজের শক্তি, সামর্থ্য কিংবা যোগ্যতা নেই, অথচ সে যদি ভাগ্য বা কপালের ওপর দোষ চাপিয়ে বড হতে চায় তাহলে তার স্বপ্র পরণ হবার নয় এবং যদি মিখ্যা বাডাবাডি করে নিজেকে বড বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় সেটা কখনোই সম্ভব নয়। অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের গভীরতার কারণেই মূলত মানুষের চিন্তা ও কর্মের বহিঃপ্রকাশ। যে যত জানে সে তত মানে, যার যত আছে তার প্রকাশ তত কম। মানব সমাজ এমনই বৈচিত্রাময় কাঠামোতে প্রতিষ্ঠিত।

৩. সারমর্ম লিখুন :

30 × 3 = 30

হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো,
পদ-লাপিতা অস্কার মুছে যাক,
গদ্যের কড়া হাস্তুড়িকে আজ হানো!
প্রয়োজন নেই, কবিতার মিশ্বতা—
কবিতা, তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
কুধার রাজের পৃথিবী গদ্যমন্ত্র;
পূর্বিমা-উাদ্ যেন অঞ্চলনো রুগটি—

সার্বার্ম : সুন্দরের সাধক হলেও করির কাজ তথু কঙ্কনার জগৎ নির্মাণ করা নয়, কঠিন ও কঠোর বাজেরের মুখে তাকে বড় সভাতেও বাগীরেশ দিছে হয়। দায়বদ্ধ কবি জানেন, জীবনধারাকে দাবি ফোলে উপ্লেখিক সেখানে কঙ্কনা-বিলাসিতা নির্মাক। রুড় বাজবভার জশায়নাই তথন তার কবিভার লক্ষ হয়ে দাঁডায়।

विश्व प्रमाणनाम् वृद्धे नवावा यात्र, विश्व द्याराम विश्वक् माण्डिय द्याराष्ट्र, त्यानान्त्रे स्पृत्यादि वारावा विश्वव्य विश्वक् याः, वोठा स्टार माणिवा । ट्यार्यम माण्डिय स्थानाम् त्याः, वोठा ट्याराष्ट्र। वादे मृत्ये कृ मार्क स्थान ट्याराम निवास स्थान अपनान्त्र माण्यात्र प्रमाणान्त्र माण्यात्र प्रमाणान्त्र प्रमाणान्त्र प्रमाणनान्त्रम माण्यात्र प्रमाणनान्त्रम माण्यात्रम प्रमाणनान्त्रम प्रमाणनान्त्रम माण्यात्रम प्रमाणनान्त्रम माण्यात्रम प्रमाणनान्त्रम प्रमाणनान्त्य प्रमाणनान्त्रम प्रमाणनान्यम प्रमाणनान्त्रम प्रमाणनान्त्रम प्रमाणनान्त्रम प्रमाणनान्त्रम प्

সারাংশ: মুসলিম ও হিন্দু ধর্মাবলদীদের মধ্যে গোঁড়া শ্রেণী আল্লাহ কিবো নারায়নের নামে কোন্দলে জড়িয়ে পড়লেও প্রকৃতপক্ষে মহাবিশ্বের স্রষ্টা একজনাই, দুজন নন। তাই ধর্মান্ধতা ভাগে করে সম্প্রীতির সাথে সকলকে জীবনযাপন করা উচিত।

৪ অতি সংক্ষেপে নিয়লিখিত প্রশ্নপ্রলোর উত্তর লিখন :

2×30 =20

ক চর্যাপদের পদকর্তাদের সম্পর্কে ধারণা দিন ।

উত্তর : বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদের কবির সংখ্যা নিয়ে মতাওর বয়েছে। সক্ষমার সেন তার 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে ২৪ জন পদকর্তার কথা বলেছেন। ড. মহম্মদ শহীদল্লাহ সম্পাদিত 'Buddhist Mystic Songs' এছে ২৩ জন পদকর্তার নাম পাওয়া যায়। তবে ২৪ জনের পক্ষেই অধিকাংশ পঞ্চিত মত দিয়েছেন। চর্যাপদের পদকর্তাগণ হলেন : ১, আর্যদেব, ২, কম্বণপা, ৩, কম্বলাম্বর, ৪, কাহ্নপা, ৫, কক্করীপা, ৬, গুভরীপা, ৭, চাটিলপা, ৮, জয়নন্দী, ৯, ডোম্বীপা, ১০, ঢেওলপা, ১১, তন্ত্রী, ১২, তাডক, ১৩, দারিক, ১৪, ধামপা, ১৫, বিরুবাপা, ১৬, বীণাপা, ১৭, ভদুপা, ১৮, ভসুকুপা, ১৯. মহীধরপা, ২০. লুইপা, ২১. লাডীডোম্বী, ২২. শবরপা, ২৩. শান্তিপা ও ২৪. সরহপা

খ নাথ সাহিত্য কাকে বলে? এ সাহিত্যের প্রধান কবি কে? উত্তর - বৌদ্ধ ধর্মমতের সঙ্গে শৈবধর্ম মিশে 'নাথ ধর্ম'-এর উল্লব । বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে নাথ ধর্মের

কাহিনী অবলম্বনে শিব উপাসক নাথযোগী ও সিদ্ধার্থের রচিত সাহিত্যই 'নাথ সাহিত্য' নামে পরিচিত। নাথ সাহিত্যের প্রধান কবি শেখ ফয়জন্তাহ। তার কাব্য 'গোরক্ষ বিজয়'। এটি সম্পাদনা করেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। এছাডাও তকুর মুহাম্মদ রচিত 'গোপীচন্দ্রের সন্মাস', যা সংগ্রহ করেন চন্দকমার দে এবং ভীমসেন রায় নাথ রচিত 'মীনচেতন' উল্লেখযোগ্য নাথ সাহিত্য।

গ, দুজন বৈষ্ণব পদকর্তার পরিচয় দিন।

উত্তর : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান নিদর্শন 'বৈষ্ণব পদাবলী'। 'বৈষ্ণব পদাবলী'তে রাধা-কৃষ্ণ তাদের প্রেমনীলায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার রূপকে উপস্থিত। বৈষ্ণব কবিতার চার মহাকবি হচ্ছেন বিদ্যাপতি, চপ্রীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস। নিচে দুজন বৈষ্ণব পদকর্তার পরিচয় দেয়া হলো : বিদ্যাপতি : বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার রাজসভার কবি। রাজা শিবসিংহ তাকে কবিকষ্ঠহার উপাধিতে ভৃষিত করেন। তার রচিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম- পুরুষপরীক্ষা, কীর্তিলতা, গঙ্গাবাক্যাবলী, ভাগবত। বাঙালি না হয়েও অথবা বাংলায় কবিতা রচনা না করেও তিনি বাঙালির শক্ষেয় কবি। তিনি ব্রজবুলি ভাষায় তার পদাবলী রচনা করেছেন। বিদ্যাপতিকে 'অভিনব জয়দেব' ও 'মিথিলার কোকিল' বলেও আখ্যা দেয়া হয়। তার পদাবলীর কয়েকটি লাইন-

এ সখি হামারি দখের নাহি ওর।

মাত ভাদব ्व एता वापव

र्थना यन्तित त्यात ।।

চন্ত্রীদাস : বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়িতা কবি চন্ত্রীদাস। শিক্ষিত বাঙালি বৈষ্ণব সাহিত্যের রস ও আনন্দের সংবাদ পেয়েছে চপ্তীদাসের পদাবলী থেকে। চৈতন্যদেব যার পদাবলী খনে মোহিত হতেন তিনি এই চণ্ডীদাস। তার পদের বিখ্যাত লাইন---

সবার উপরে মান্য সতা. ভাগ্রার উপরে নাই।

ঘ মঙ্গল কাবোর বৈশিষ্ট্যগুলো লিখন

উত্তর : মঙ্গল কাব্য হচ্ছে মধ্যযুগের উপাখ্যান। এ কাব্যগুলোতে কবিরা অনেক বড় বড় কাহিনী বলেছেন। দেবতাদেব কাছে মঙ্গল কামনা করে এ কাবাগুলো রচিত হয়েছে বলে এগুলোর নাম মঙ্গল কাবা।

মকল কাব্যের বৈশিষ্ট্য : ১. প্রায় সব কবি স্বপ্রে দেবতার নির্দেশ পেয়ে কাব্য রচনা করেছেন। ১ প্রথমেই থাকে সর্বসিদ্ধিদাতা গণেশের বন্দনা। ৩, কাব্যের অধিকাংশ ঘটনা সাধারণ নয়. অসাধারণ । ৪. মঙ্গল কাব্যের নায়ক-নায়িকারা সবাই শাপভ্রষ্ট দেবতা । শাপান্তে স্বর্গে ফিরে যান। ৫. মর্ত্যে পূজা প্রচারের সময় দেবতাদের আচরণ মানুষের মতো।

জীবনী সাহিত্য বলতে কি বুঝেন?

উত্তর : বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের গতানুগতিক ধারায় জীবনী সাহিত্য এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। শ্রীচৈতন্যদেব ও তার কতিপয় শিষোর জীবনকাহিনী অবলম্বনে এই জীবনী সাহিত্যের সৃষ্টি। চৈতনা জীবনের কাহিনীতে কবিরা অলৌকিকতা আরোপ করেছেন। জর চৈতনা ও তার শিষারা বাস্তব মানুষ ছিলেন এবং এ ধরনের বাস্তব কাহিনী নিয়ে সাহিত্যসষ্টি বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম। বাংলা ভাষায় শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনীকাব্য বন্দাবনদাসের 'প্রীচৈতন্যভাগবত'। চৈতন্যদেবের জীবনী গ্রন্থকে 'কড়চা' নামে অভিহিত করা হয়। চৈতনাদেবের জীবনী হিসেবে যে বইটি সবচেয়ে বিখ্যাত, তার নাম 'চৈতন্যচরিতামৃত'। এর লেখক কফ্ষদাস কবিরাজ।

চ রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান কাব্যধারার তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্রেখ করুন।

উত্তর : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রোমাণ্টিক প্রণয়োপাখ্যান। চতর্দশ শতকের শেষ দিকে বা পঞ্চদশ শতকের প্রথম পাদে বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের প্রথম আবির্ভাব ঘটে। এ কাব্যধারার তিনটি বৈশিষ্ট্য হলো :

১ প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্মকেন্দ্রিক ও দেবতাকেন্দ্রিক সাহিত্য ছেড়ে এ কাব্যগুলোতে পথমবাবের মতো মানবীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়।

এ কারোর কাহিনী বাঙালির ঘরের নয়, বাইরে থেকে সংগ্রহ করে বাংলা কাব্যে রূপদান করা হয়েছে।

৩. বাংলাদেশের সাহিত্যের গতানুগতিক ঐতিহ্যের বাইরে নতুন ভাবনা-চিন্তা ও রসমাধর্যের পরিচয় এ কার্যধারায় ছিল স্পষ্ট।

ছ. বছিমচন চট্টোপাধ্যায়কে বাংলা উপনাস্যের জনক বলা হয় কেন?

উত্তর : বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনার কৃতিত্ব সাহিত্যসম্রাট বঞ্জিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি উপন্যাসটি রচনা করেন। 'দূর্গেশনন্দিনী' রচনার মাধ্যমে বৃদ্ধিমচন্দ্র একদিকে যেমন তার মৌলিক প্রতিভা বিকাশের পথের সন্ধান লাভ করেন, অন্যদিকে তেমনি বাঙালির মন এক অভিনব সাহিত্যশিল্পের রসাম্বাদন করতে সক্ষম হয়। বঙ্কিমচন্দ্র মোট তার সাহিত্যিক জীবনের ২২ বছরে ১৪টি উপন্যাস রচনা করেন। এর মধ্যে রয়েছে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী', বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক উপন্যাস 'কপালকুগুলা', বাংলা ভাষায় প্রথম মনস্তান্ত্রিক বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস 'বঞ্জনী'। উপন্যাস সাহিত্যে তার এসব অবদানের জন্য বন্ধিমচন্দ্রকে বাংলা উপন্যাসের জনক বলা হয়।

জ. বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ বলতে কি বুঝায়?

উন্তর : বাংলা সাহিত্যের তব্ধতেই অর্থাৎ ১২০১ খ্রিটাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রিটাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে অন্ধকার যুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই সময়ে বাংলা সাহিত্যের লিখিত উল্লেখযোগ্য কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। ধারণা করা হয় তর্কি বিজয়ের ফলে মুসলিম শাসনামলের সূচনার পটভূমিতে নানা অস্থিরতার কারণে এ সময়ে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। তবে কোনো কোনো সাহিত্যিকের মতে, এ সময়ে উল্লেখযোগ্য কোনো সাহিত্য পাওয়া না গেলেও 'শূন্যপুরাগ', 'নিরঞ্জনের রুম্মা', 'পেক অভোদয়া'র মতো কিছু অপ্রথন সাহিত্য সে সময় রচিত রুয়জিল। তার্ট ভারা এ সময়কে অঞ্চকার ফা হিসেবে মেনে নিতে চান না।

- ঝ: বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দন্তের তিনটি অবদানের বর্ণনা দিন। উত্তর : মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) বাংলা কাব্যসাহিত্যে আধুনিক যুগের প্রবর্তক। মধ্যমূদের
 - কাবো দেবদেবীর মাহাখ্যানুচক কামিনীর বৈশিন্ত। অতিক্রম করে বাংলা কবাধানার মানবতাবোধ দৃষ্টিপূর্বক আমুনিকতার লক্ষ্যন মুট্টালোতেই মাইলেল মনুদুদান মতের অনুদর্শার ক্রীতি প্রকাশিত। ক্রিনিটি অবস্থানা : ১ তার প্রথম নাটিক পরিবিটার (১৮৫২) মাহান্যে পাণাভাত রোমারিক নাটাকলার আদর্শ প্রদাশিত প্রভাগ্নিত তা বাংলা নাটাদারিকোর ইতিহালে প্রথম সার্থক নাটাক হিসেবে খীকৃতি লাভ করে। ২ তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও প্রেটি মহাকার্য (ম্যানালয়র করে) (১৮৬২) রাহান্য করে বাংলা মহাকারের ধারার প্রবর্জন করেনা। ও, তার হাত্ত্বান্ধানী করিবান্ধানী (১৮৯২) বাংলা
- কাব্যধারায় সনেট জাতীয় কবিতা রচনার পথিকৃৎ হিসেবে অপরিসীম গুরুত্বের অধিকারী।

 এর "বিয়াদ সিদ্ধা গ্রান্থের জনপ্রিয়াতার কারণ কি?

নিজন : বালা সাহিত্যের থকম মুন্নদিন ক্রিনানান্ত মার মশারবাত হোলানের খ্যাতি মূলত বিষাদ সিতৃ

গ্রন্থটির জনাই । বিষাদ-সিতৃ (১৮৮৫-১১) একটি ইতিহাল অপ্রিত উপনাল । মহানবী হনাত মুহাখন

(স)-এর গোঁহিত্র ইমাম হোলোনের সঙ্গে দায়েক অপিন্তি মাধিয়ার একমার পুত্র এজিয়েন বাবারা আরেরে রক্তক্ষটী মূত্র এবং ইমাম হোলোনের সঙ্গেল মারেক অবিকাশ মুক্তারাকী বিষাদ-মৃত্রু এক্ত্র বর্গিত ফুল বিষয়ে । এখনত ইসালাম ধর্ম সম্পর্কিত শর্পনাতর কাহিনী সাধারণ মুলনিম পাঠাকের কাহে এর জনপ্রিয়েতার প্রধান কারণ । বিষয়িত বিষাদ-সিত্রাই জানুকরী অনাধানের কালা সাহিত্যবিশিকজনের কাছেও এত্ত্বি আদনবাহি । জননাবের রূপে বিয়োহিত এজিন এবং এই প্রশ্ কণ্ডারার পারিশামে বহু মানুনের বিপর্বার ওপ্রস্তানের বে ক্রমকার বিষ্ঠিত হয়েছে ওা এন্তর্জিক জনপ্রমা করাইন কর ভুলাছ।

- ট. বাংলা সাহিতে "সব্যুঞ্জনার" পত্রিকার অবদান সম্পর্কে পিন্দুন। উত্তর : প্রমাথ টোপুরী সম্পাদিত সত্ত্বজন্তর বাংলা সামায়িক পত্রের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগা ১.১৯৯ ছিপালে সকুলানের প্রথম বলাল ঘটে। রবীন্দ্রনাথ সব্যুঞ্জনেরে সতে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। প্রমথ টোপুরী বীরকলী রাতি নামে যে মৌদিক ভাবারীতি মাহিতো প্রকাশন করে মুগান্তর আন্দিহনে তার বাধারে বাধার ছিল এই সব্যুক্তগর। পরিরকটি বুজিলীর মার্হিডিকারণের কেন্দ্রপ্রকাশ বিবেচিত হয়। সব্যুঞ্জনারে কেন্দ্র করে একটি সাহিত্যিক গোলীর ভবন গড়ে উঠেজিন। ইনিনা দেবী টোপুরাণী, অভুলনন্ত্র তার, গুজীত ক্রান্ম সুবাশাখার, সুবোশান্ত্র চক্রকার্তি, সুমীতিকুমার স্টোপালায়া, সকীশান্ত্র ঘটি, বিশ্বপতি চার্মুই প্রায়ুক্ত বিশ্বন রাহিতিয়াক সব্যুঞ্জনার নির্মাণ্ডল। সব্যুঞ্জনার স্কলীনার্ট্রান্তর বিকেন তারা কথাভাষার বাচনভাগি বীগার করে নেন। এফার টোপ্রটী নিসান্দেশ্যে বালা সাহিত্যের আক্রমান শিক্তশালীক বাহান।
- ঠ. 'ধূনর পারুজিপি' কাবা কে রচনা করেন? তার কবি মানদের পরিচয় দিন। উক্তর: 'ধূদর পারুজিপি কাবেরে রচয়িতা অপদী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ। এছাড়াও 'অরাপালক', 'কলভা সেন', 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার ভিনির', 'কেলা অবেলা কালকেলা' ও 'অপদী বাংলা' তার কাবায়াছ'

জ্ঞীরনানন্দ দাশ ববীপ্রপ্রভাব থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিলেন। এই দূরত্ব স্বভাবদিদ্ধ ও স্বভাস্থান্ত । বাংলা কবিভায় পুরনো অভিক্রম করে নতুনের যে অম্যাম্রা তক্ষ হোজিং তার নাল্যান্দান সোধার্টের কুলুলিক হোজ উঠেবে, এপুন্ত মুখ্যা তার বিশিষ্টা। বাংলাদেশের একুন্তি তার কবিভায় অভান্ত আকর্ষণীয় রূপে বিধৃত হরেছে। এখানকর প্রকৃতির অপরাল সৌর্ম্বর্ট ভাক্তে বিশ্বন্ধ করোজিল বাংলি তিনি দিরোছিলেন: "বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি করিষ্টার করাজিল বাংলি তানি দিরোছিলেন: "বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি করিষ্টার করাজিল বাংলি টিন দিরাক্তিলেন: "বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি

ভ বিয়োগান্ত নাটক কাকে বলে? বিয়োগান্ত নাটকের বৈশিষ্ট্য কি?

উদ্ভব : সাহিত্যকর্ম, বিশেষভাবে দাঁটকে গুৰুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ ফর্মন ভার পরিপান্তিতে প্রথম চরিত্রের জ্ঞান চারা নিপরি তেকে আলে তথন ভারক সাধারণভাবে বিয়োগার নাটক বলা হয়। নাটক পোথা দার্কক-প্রোভার হাদা বেলাগ্রেড হয়ে ওঠা, এখন অভিনারি বিয়োগার দাটক বা ট্রাজেভি। দার্কিভাব সোনতারে সিরাবারশ্যালা, মুনীর শ্রেমিট্রার বৈজাক প্রাপ্তর প্রকৃত্তি সার্কতি বিয়োগার দাটিক।

- চ. পথনাটক কাকে বংশ? নাট্যকারের নামগত মু'টি পথনাটকের নাম পিকুন। জ্ঞার: পথনাটকের ধারণা একেনারেই সাম্প্রকিক। গণনাটোর পথ ধরেই পথনাটকের সৃষ্টি। নাটককে দশক সাধারণের আরত কাছে নিয়ে যাবার উচ্চেলাই পথনাটকের জ্ঞার। নির্বাচিত মঞ্চ ছাড়াই যে নাটক সামান্য পরিসরে স্বস্তু আরোজনে যে কোনো স্থানে, এমনকি পথের পাশেও অভিনীত হতে পারে ভারেই পথনাটক বলা হয়। এই শ্রেণীর নাটকের চরিত্র নির্বাচন, দশা পরিকল্পনা কভিস কাই হবে বিশেষ সম্ভ্রকাণ্য।
 - দুটি পথনাটক : এস এম সোলায়মানের 'ক্যাপা পাগলার প্যাচাল' (১৯৭৬) ও শঙ্কর শাওজালের 'মহারাজের অনুপ্রবেশ' (১৯৯০)।
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পাঁচটি উপন্যাসের নাম পিখুন।
 উত্তর : মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পাঁচটি উপন্যাস হলো : ১. রাইফেল রোটি আওরাত, ২. নীলদংশন,
 ৩. নিষদ্ধ লোবান, ৪. জলাংগী ও ৫. জাহান্রাম হইতে বিদায়।

৩০তম বিসিএস ২০১১, বাংলা : দ্বিতীয় পত্র

দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।।

নম্বন

- ১. যে কোনো একটি বিষয়ে রচনা লিখুন :
 - মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বাংলা উপন্যাস;
 উত্তর : পৃষ্ঠা ৭৯৭।
 - খ. নদী ভাঙন ও তার সম্ভাব্য প্রতিকার; গ. বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন:
 - উত্তর : পৃষ্ঠা ৮৭১। ঘ. বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি:
 - উত্তর : পৃষ্ঠা ৬৭৪।
 - ঙ. বাংলাদেশে পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ। উন্তর: পৃষ্ঠা ৬৪২।

- ১ বন্ধনীর মধ্যে উলিখিত সংক্রেতের ইঙ্গিতে একটি প্রবন্ধ লিখন:
 - क, পরিবেশ আন্দোলন : (পরিবেশ আন্দোলনের সূচনা; এই আন্দোলনের কারণসমহ: বিশ্ব পরিবেশ সচেতনতা; পরিবেশ আন্দোলনে বাংলাদেশের অবস্থান; এই আন্দোলনে বিশ্ব সমাজের করণীয়· আন্দোলনের ভবিষাৎ· এই আন্দোলনে সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতা ।) উত্তর : পষ্ঠা ৮৪৯।
 - খ ভমিকম্প : (ভমিকম্প কী এবং কেন হয়ঃ ভূমিকম্পের পরিমাপ ও মাত্রা; বাংলাদেশে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা: এর মাত্রা বিষয়ে বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞ অভিমত: ভূমিকম্প চলাকালে কী করণীয়: শেষ হলে কী কী করা কর্তব্য: ভমিকম্প মোকাবিলায় সরকারের পর্ব প্রস্তুতি: উপসংহার ।)
 - উত্তর : পষ্ঠা ৮৬৫। গ্, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন : (দেশজ সংস্কৃতি; সংস্কৃতির বিশ্বায়নের সূচনা; বহি-সংস্কৃতির আগ্রাসন ও প্রসারণ সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে স্থানীয় সংস্কৃতির অবস্থা: বিশ্ব ও স্থানীয় সংস্কৃতির মেলবন্ধনের ইতিবাচক দিক: স্থানীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণে বিভিন্ন উদ্যোগ; সরকারের করণীয়।) উত্তর : পৃষ্ঠা ৭৩৫।
- ৩. যে কোনো একটি বিষয়ে পত্ৰ লিখন :
 - ক, কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বিকৃতিগত ক্রুটি সংশোধন ও সঠিক ইতিহাস সংরক্ষণ
 - কতিপয় কার্যকর প্রস্তাব জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বরাবর একটি স্মারকণিপি লিখুন। উত্তর : ৩৩তম বিসিএসের ৩ নং প্রশ্নের ক-এর উত্তর দেখুন।
 - শ্ব আপনার এলাকার একজন মক্তিযোদ্ধার সংবর্ধনা অনষ্ঠানে পাঠের জন্য একটি মানপত্র রচনা করুন।
 - দেশ বরেণা বীর মক্তিযোদ্ধা শুভাগমন উপলক্ষে আমাদের প্রাণঢালা সংবর্ধনা

হে মহান অতিথি. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যদ্ধের বীর সৈনিক! আজ তোমার আগমনে অত্র এলাকার প্রতিটি মানুষের প্রাণ পর্যন্ত উল্লসিত হয়ে উঠেছে। তোমার তভাগমনে আমাদের এলাকায় আভ প্রাণের সাড়া জেগেছে। আবালবদ্ধবণিতা সকলেই আজ আনন্দে বিভোর। দেশমাত্রকার স্বাধীনতাসর্য ছিনিয়ে আনার সর্যসন্তান হিসেবে আমরা তোমাকে আমাদের হৃদয়-নিংড়ানো শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি। তুমি তা গ্রহণ করে আমাদের ধন্য কর।

হে দেশের সূর্যসন্তান,

মহান স্বাধীনতা যদ্ধে তোমার অসাধারণ অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তোমাকে বীর-উল্লম খেতার প্রদান করেছে। এ মহাগৌরব শুধ তোমার একার নয়, তমি এতদঞ্চলের সভান হওয়ায় এ গৌরব আমাদেরও। তোমার এ স্বীকৃতি আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছে, সমান বাড়িয়েছে। সেজন্য তোমাকে জানাই আমাদের অন্তরের গভীর কতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার্ঘ্য।

द् मृजुअग्री रेननिक, বাঙ্কালির অন্তিত্বের যদ্ধে বীরদর্পে অংশগ্রহণ করে তুমি মৃত্যুকে জয় করেছ। যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার অসম বীরত ইতিহাসের পাতায় কিংবদম্ভি হয়ে আছে। মৃত্যুভয়ে তুমি পেছনে তাকাওনি দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসায় তুমি হয়ে উঠেছিলে মৃত্যুঞ্জয়ী। তোমার বীরতের কাছে মত্যদত হার মেনেছে। আমরা জানি, তোমার সমস্ত শরীরে আজও বুলেটের ক্ষতচিহ বিদামান। তোমার ক্ষতদানগুলো বিজয় গৌরবেরই পুপিত আলেখ্য আমাদের কাছে।

তে মতান দেশপ্রেমিক.

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের তুমি একজন অকুতোভয় বীর সেনানী। তোমার যুদ্ধকৌশল ্রুরঃ আঘাত হানার পারদর্শিতায় বর্বর বাহিনীর অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়েছে এ দেশের লাখো নারী পুরুষ ও নিষ্পাপ শিশুরা। তমি মানুষকে যেমন ভালোবেসেছ তেমনি অকৃত্রিমভাবে আলোরেসেছ দেশকে। তোমার দেশপ্রেমের জনাই আমাদের মথে মক্তির হাসি ফটেছে। তমি আয়াদের হৃদয় উৎসারিত সংগ্রামী অভিনন্দন গ্রহণ কর।

তে আপসহীন সংগ্ৰামী,

আক্র এ গৌরবের দিনে তোমাকে সন্মান জানানোর ভাষা আমাদের জানা নেই। কোনো বস্তগত ঙ্কপটোকন দিয়ে পরস্কত করলে তোমার গৌরব কালিমায় ঢাকা পড়বে। তাই তোমাকে আমাদের অন্তর পেতে বরণ করে নিচ্ছি। সেই সাথে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে তোমাকে উপহার দিচ্ছি হাজার বুকের সম্রদ্ধ ভালোবাসা। তমি দীর্ঘঞ্জীবী হও, মানুষের মাঝে চিরদিন বেঁচে থাক- এ কামনা আমাদের।

विस्थावसक জাবিখ - ১৫ ০৬ ২০১৪ কমিলা এলাকাবাসীব পক্ষে

গ বক্ষ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের যৌক্তিকতা দেখিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পড়য়া ছোট ভাইকে অমপাণিত করে একটি পত্র লিখন।

> 30.05.2038 সোনাবগাঁও, নারায়ণগঞ

ম্রেতের 'খ'

আমার ভালোবাসা নিস। আশা করি পরম করুণাময়ের অপার মহিমায় কশলেই আছিস। জেনে খুশি হলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ সেমিন্টার ফাইনাল পরীক্ষায়ও তুই এ+ ধরে রাখতে পেরেছিস এবং পরবর্তী পরীক্ষার প্রস্তুতিও বেশ ভালো।

তোকে বলার অপেক্ষা নেই যে, বক্ষ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আমাদের দেশের ও বিশ্বের জন্য বিশেষ করে মানব অন্তিত্বের জন্য কতখানি জরুরি ও প্রয়োজন। দিন-দিন বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে মিন হাউজ প্রতিক্রিয়াও অব্যাহতভাবে শুরু হয়ে গেছে। আর বৈশ্বিক উষ্ণতার এরপ বৃদ্ধির কারণে পৃথিবী নানাবিধ সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়ছে। এসব সংকট ও সমস্যা মোকাবেলার একমাত্র উপায় হলো বেশি-বেশি বৃক্ষ রোপণ ও বৃক্ষ সংরক্ষণ করা। কোনো একটি দেশের জন্য মোট ভূভাগের শতকরা ২৫ ভাগ জমিতে বক্ষায়ণ দরকার। কিন্তু আমাদের দেশে এ সংখ্যার পরিমাণ খুবই কম। কিন্তু সমুদ্র উপকলীয় দেশ হিসেবে মূলত আমাদের দেশেই অধিক বৃক্ষরোপণ দরকার ছিল। গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়ার কারণে যে কয়টি দেশের বিশেষ ঝুঁকির মধ্যে পড়ার খুব সম্ভাবনা রয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। পাশাপাশি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করা না হলে দেশের বন্যপ্রাণী যেমন বিলুপ্তির সঞ্জবনা রয়েছে, তেমনি দেশের মল্যবান সম্পদ হারানোর সঞ্জবনাও উপেক্ষা করার মতো নয়।

পত্রিকা মারফত জানতে পারলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের গাছপালার সংরক্ষণ না করে বরং তারা বৃক্ষ কর্তন এবং ফল ও ফুলের গাছ নষ্ট করে পরিবেশের ক্ষতি করে চলেছে। সত্যিই এটি দুঃখজনক, যারা জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার, দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নেবার কাজে ব্যস্ত থাকার কথা তারা পরিবেশের অসীম ক্ষতি করে চলেছে। আমি আশা করবো, বক্ষ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সামান্য হলেও তোর অংশগ্রহণ থাকবে। কেননা দেশ-মাতৃকার জন্য প্রকৃতপক্ষে এখনই কিছু করার সময়।

ভালো থাকিস। শরীরের প্রতি যতু নিস। আজ রাখি।

২৯তম বিসিএস ২০১০, বাংলা : প্রথম পত্র

मिष्ठेवा : शराजक श्रास्त्र मान श्रास्त्रत स्पर्य श्रास्त्र प्रियोत्ना इसार्छ ।]

- ক্ বানান, শব্দ প্রয়োগ, বিন্যাস, চলিত রীতি ইত্যাদি তদ্ধ করে নিচের বাকাতলো পুনরায় লিপুন : ³/₃× ১২ = ৬ বৃদ্ধিমচন্দ্রের রচনারীতির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।
 - উত্তর : বঞ্চিমচন্দ্রের রচনারীতির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য।
 - ১ সশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই সশিক্ষিত। উত্তর : সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই স্বশিক্ষিত।
 - সকলের সহযোগীতায় আমি স্বার্থকতা লাভ করতে চাই। উত্তর : সকলের সহযোগিতায় আমি সার্থকতা লাভ করতে চাই।
 - ঝুড়িতে রাখা সমস্ত মাছগুলোর আকার একই রকমের।
 - উত্তর : রাডিতে রাখা সব মাছের আকার একই রকম। তাহার অশ্রুষা ও সান্তনায় আমি শক্তি ও উৎসাহ পাইলাম।
 - উত্তর : তার বশ্রুষা ও সান্তুনায় আমি শক্তি ও উৎসাহ পেলাম। ৬. এমন অসহ্যনীয় ব্যাথা কথনো অনুভব করিনি।
 - উত্তর : এমন অসহ্য ব্যথা কখনো অনুভব করিনি।
 - ৭, স্ব স্ব ভূমির পুন্ধরিনী পরিষ্কার করার নিমিত্ত কর্তৃপক্ষ পুরন্ধার ঘোষণা করিয়াছে। উত্তর : নিজ নিজ পুকুর পরিষ্কার করার জন্য কর্তৃপক্ষ পুরস্কার ঘোষণা করেছে।
 - ৮. কবির শোকসভায় বিশিষ্ট বৃদ্ধিজীবিরা শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করেছে। উত্তর : কবির শোকসভায় বিশিষ্ট ব্রদ্ধিজীবীগণ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেছেন।
 - ১. তিনি সানন্দিতচিত্তে সম্মতি দিলেন। উত্তর : তিনি সানন্দে সম্মতি দিলেন।
 - ১০, সে যে ব্যাকারণের বিভিধীকায় ভিত নয়, আশা করি তুমি তা জান। উত্তর : সে যে ব্যাকরণের ভয়ে ভীত নয়, আশা করি তুমি তা জান।
 - ১১. নদীর তীরের সব জমিগুলো আমার আয়ন্তাধীনে আছে। উত্তর : নদীর তীরের সব জমি আমার আয়ত্তে আছে।
 - ১২. ভূমিকম্পে উর্ধমুখী দালানটি ধ্বসে পড়লো। উত্তর : ভূমিকম্পে দালানটি ধসে পড়লো।

थ. भूनाञ्चान पूर्व कदम्न : কালোবাজারিতে টাকা করে রফিক সাহেব এখন সমাজে — হয়ে উঠেছেন। তাদের মতো মানুষের জীবন্যাপনে — প্রকাশ পায়। কিন্তু চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে তারা — কে অতিক্রম করতে চেষ্টা করে না। তাই সমাজ ও সংসার সম্পর্কে তাদের কোনো কাগুজান জন্মে না। ফলে, সকল ক্ষেত্রে তারা

— গা ভাসিয়ে চলে। দেশের উনুতির জন্য — তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

উন্তর : কালোবাজারিতে টাকা করে রফিক সাহেব এখন সমাজে কেইবিট্ট হয়ে উঠেছেন। তাদের মতো মানুষের জীবনযাপনে সরম্বরাজি চাল প্রকাশ পায়। কিন্তু চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে তারা তামার বিষকে অতিক্রম করতে চেষ্টা করে না। তাই সমাজ ও সংসার সম্পর্কে তাদের কোনো কাওজ্ঞান জনে না। কলে, সকল ক্ষেত্রে তারা গড়ভিপিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে চলে। দেশের উনুতির জন্য মেও ধরা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

গ্ ছয়টি পূর্ণ বাক্যে নিচের প্রবাদটির নিহিতার্থ প্রকাশ করুন :

মাছের মা'র পুত্রশোক। উত্তর : মাছের মা'র পুত্রশোক কথাটির অর্থ কপট বেদনাবোধ। যাকে আরও সহজে বলা যায় আন্তরিকতাহীন লোক দেখানো কৃত্রিম শোক। অন্তর্দলীয় সংঘর্ষে প্রতিফন্ট্রীর মৃত্যু বা নিহত হওয়ার পর লোক দেখানোর জন্য কোনো কোনো রাজনীতিবিদ চোখের পানি ফেলে, এ যেন মাছের মা'র পুত্র শোক। তেমনি সংসারেও দেখা যায় এর নানা উদাহরণ। জীবিত থাকা অবস্থায় দুই সতীনের মধ্যে কখনও সম্ভাব ছিল না। অথচ এক সতীনের মৃত্যুতে আরেক সতীন কাঁদছে, দেখে মনে হয় মাছের মা'র পুত্রশোক।

ঘ্ নিম্নলিখিত শব্দগুলো দিয়ে পূর্ণ বাক্য লিখুন : পরিপত্র, মুচলেকা, সমঝোতা-শারক, সংশ্লেষণ, কঞ্চিলকবৃত্তি, প্রত্ন-উৎস। উত্তর : পরিপত্র : সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন নতুন পরিপত্র জারি করলেন। মচলেকা : অফিসের অধন্তন কর্মচারী তবিষ্যতে আর অন্যায় করবে না বলে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট মুচলেকা দিলেন। সমঝোতা-স্মারক : প্রবল প্রতিপক্ষের মধ্যে সমঝোতা-স্মারক স্বাক্ষরিত হলো। সংশ্রেষণ : গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ার জন্য দায়ী বায়ুমধলে বিভিন্ন গ্যাসের সংশ্রেষণ। কৃষ্টিলকবৃত্তি: আজকাল কিছু কিছু লেখককে কৃষ্টিলকবৃত্তি করতে দেখা যায়। প্রফু-উৎস : মহাস্থানগড়ে পাল আমলের নতুন কিছু প্রত্ন-উৎসের সন্ধান পাওয়া গেছে।

- সূত্রানুসারে বাক্যে রূপান্তর করুন ;
 - যদি সে নিরপরাধ হয়, তাহলে সে মুক্তি পাবে। (যৌগিক বাক্য) উত্তর : সে নিরপরাধ এবং মুক্তি পাবে।
 - পৃথিবীতে অনেক কিছু আছে, কিন্তু অসম্ভব কিছু নেই। (সরল বাক্য) উত্তর : পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই।
 - ৩. তারা একটি জীর্ণ কৃটিরে বাস করে। (জটিল বাক্য) উত্তর : তারা যে কৃটিরে বাস করে, সেটি জীর্ণ।
 - ৪, জ্ঞানীদের পথ অনসরণ কর, দেশের কল্যাণ হবে। (সরল বাক্য) উত্তর : জ্ঞানীদের পথ অনুসরণে দেশের কল্যাণ হবে।
 - ৫. ভূমি অধম বলে আমি উত্তম হব না কেন? (যৌগিক বাক্য) উত্তর : তুমি অধম তাই বলে আমি উত্তম হব না কেন?
 - ৬. তোমাকে দেয়ার মতো আমার কিছুই নেই। (জটিল বাক্য) উত্তর : আমার এরপ কিছু নেই যে, তোমাকে দেব।

২. যে কোনো একটি প্রবাদের ভাব-সম্প্রসারণ করুন (অনধিক ২০টি বাক্য) :

ক যে সতে সে রতে।

ভাব-সম্প্রসারণ; সহনশীলতা একটি মহৎ হুণ এবং মানবজীবনে সুপ্রতিষ্ঠার জন্য এই হুণের বিশেষ গুরুত্ব বিদামান। মানুষের মতো বাঁচতে হলে এবং জীবনে সাফল্য অর্জন করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সহনশীলতা।

খ, অভাগার গরু মরে, ভাগ্যবানের বউ মরে।

কারণে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও নারীর অবদান কম এবং গুরুত্তুর সাথে বিবেচনা করা হয় না। সামাজিক দিক দিয়ে নারীরা বিপর্যন্ত। নারীকে ধর্মীয় কুসংস্কার, গোঁডামির বেডাজালে আবদ্ধ রোখ ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে তাদের বন্দি করা হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কঠিমোয় জন্ম জ্যেকট শুরু হয় নারীর প্রতি বৈষম্য, অনাচার, বঞ্চনা, সহিংসতা। অভাবের সংসারে ছেলের পাতে এক মুঠো ভাত জুটলেও মেয়েটিকে থাকতে হয় উপোস বা অর্ধাহারে। স্বাস্থ্যগত দিক দিয়ে নারী ভোগে অপৃষ্টিতে। বিয়ের সময় ছেলেকে দিতে হয় যৌতুক, অন্যথায় হতে হয় নির্মাতনের শিকার। এমনকি স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত পর্যন্ত হতে হয়। স্বামীগৃহে গৃহবধুকে নানা অত্যাচারের শিকার হতে হয়। খনতে হয় কট্টিভ। অর্থনৈতিকভাবে নারীকে দর্বল রেখে পরুষ নারীকে করে তোলে পরনির্ভরশীল। সমাজ ও সংসারে নারী বঞ্চিত হয় ন্যায্য অধিকার থেকে। উপেক্ষিত হয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে। নারী পরিণত হয় পরুষের ক্রীড়নকে। শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, মননের উৎকর্ষে নারীকে পিছিয়ে রাখা হয়। যে নারী সন্তান জন্ম দিল, তাকে লালন-পালন করে বড় করল, অথচ সেই নারীকে তার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে দেয়া হয় না, বা দিলেও তা গৃহীত হয় না। এভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজকাঠামোয় সামাজিক কুসংকার, নিপীড়ন ও বৈধম্যের বেড়াজালে নারীকে সর্বদা অবদমিত করে রাখা হয়েছে। আলোচ্য প্রবাদটিতে গরুর মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ ও গৃহবধুর মৃত্যুতে সুখ প্রকাশ পুরুষের মানসিক বিকতির পরিচায়ক। ভোগী পরুষ স্ত্রীর মৃত্যু হলে অনায়াসে আরেকটি বিয়ে করে নতন নারী উপভোগ ও যৌতুক লাভ করতে পারবে বলে গৃহবধুর মৃত্যুকে সে সৌভাগ্যের লক্ষণ বলে মনে করে। এ দ্বারা নারীকে পতর চেয়েও নিচে নামানো হয়েছে। বহু আগে প্রচলিত এ প্রবাদের অকার্যকারিতার লক্ষ্যে বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি নারী উনয়নে আন্তর্জাতিকভাবেও নানা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে পুরুষের এরপ নীচ, হেয় মানসিকতার পরিবর্তন ঘটবে। নারী-পুরুষের সমতা অর্জিত হবে।

৩. সারমর্ম লিখন :

30×2=20

ক. নমি আমি প্রতি জনে, আদ্বিজ চপ্তাল, প্রভ ক্রীতদাস!

প্রভু আওপান সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু; সমগ্রে প্রকাশ!

নমি কৃষি-তন্তুজীবী, স্থপতি, তক্ষক, কর্ম চর্মকাব!

অদ্রিতলে শিলাখণ্ড— দৃষ্টি অগোচরে, বহু অদিভার!

কত রাজ্য, কত রাজা গড়িছ নীরবে হে পঞ্জা. হে প্রিয়!

একত্বে বরেণ্য তুমি, শরণ্য এককে,—

আত্মার আত্মীয়। সারমর্ম : জগৎ-সভ্যতা বিনির্মাণে সকল শ্রেণীর মানুষের রয়েছে সমান অবদান। রাজা-প্রজা,

সারমর্ম : জগৎ-সভ্যতা বিনিমাণে সকল শ্রেলার মানুষের রয়েছে সমান অবসান। রাজা-এজা, শ্রমিক-মালিক সকলের পরিশ্রমেই গড়ে উঠেছে আজকের বিশ্বসভ্যতা। তাই মানুষ হিসেবে কেউ ছোট নয়, সকলেই সমান পূজনীয়।

অতি সংক্ষেপে নিয়লিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন : ক চর্যাপদের ধর্মমত সম্পর্কে ধারণা দিন ।

2×30=100

উত্তর : চর্যাপনে বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বকথা বিধৃত হয়েছে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যপণ তানের ধর্মীর রীতিনীতির নিয়ন রহস চর্যাপনে রপায়ণ করেছেন চর্যাপনের মাধ্যমে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যর তাপন অকুলার ও ধর্মটার্ক বাহিনে প্রতীক্তর সাহায়ের বাক্তর করেছেন। বৌদ্ধ ধর্মের হয়ানে শন্ত্র কালক্রমে যেনর উপশাধার বিভক্ত হয়েছিল তারই বান্ধায়নের সাধনপ্রধানী ও তত্ত্ব চর্যাপন বিশ্বত মাধ্যস্থাকার নির্বাধ লাভ্য- এই হয়েল। চর্যার প্রধান তত্ত্ব। চর্যার ধর্মাত বিশেষ দীন্দিত জানের প্রতি টিন্দির করা তারি বিশ্বত বোধান্তর্মের বিশ্বতির প্রবিধানী মনে করা বার্ক

খ, ডাক ও খনার বচনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করন।

উত্তর: ভাক ও খনার বচল বাংলা পার্থিত্যের প্রতীন মুগের সৃষ্টি এবং লোকসাহিত্যের আদি নিদর্শন।
ভাক নামক জানৈক জানী ভাকী বিক বান কানসমূহ ভাকের বচন নামে সুপ্রসিক্ষ ও বছরেচনিত। থকা
ভিক্তদান বিধান আদিন মারিলা জ্যোভিটা, জ্যোভিম পার জ্বন্দারী চাবাবনা, কুক্তবাপ, পূর্বনির্ভাগ প্রভূতি ভাজত বিষয়ক সুগ্রচলিত প্রথমন যা খনার রচিত বলে প্রসিদ্ধ। ভাক ও খনার বচতার মারে বিষয়াগত প্রকাশ কিলাকা স্থান কিলাকা কানস্কালী কানস্কাল কান্তর কান্তর প্রথম করেছে। একে বিধানকা, বহল দি উপাদনা, আবহানতা কান্ত্রী সংক্রমান ভালিকার কান্তর কান্তর কান্তর কান্তর কান্তর কান্তর কান্তর কান্তর কান্তর কান্তর

গ. বড় চন্ত্রীদাসের পরিচয় দিন।

উত্তর : বড়ু চঞ্জিদাস মধ্যয়ুগের আদি কবি ছিলেন। তার জন্ম তারিব নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে তিনি চত্তীমূর্তি বাসলীর ভক্ত ছিলেন। বড়ু চন্তাদাসের অমর সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যের মধ্যয়ুগের প্রথম কাব্য শ্রীকফারীর্তন'।

ঘ, বৈষ্ণব পদাবলি কী? এগুলো কোন শতাব্দীর রচনা?

উত্তর : মধ্যয়ুগে থাপা সাহিত্যের প্রধানতম বা প্রেট গৌরবনায় ফলন বৈদার পানবিল সাহিত। বাধা-কৃষের গ্রেমনীলা অবলয়নে এ অমর কবিতাবলির সৃষ্টি এবং বাংলাগেশে শ্রীটিচন্দানের প্রচারিত বৈদ্যার মধ্যবানের সম্প্রসারবোধ এর ব্যাপক বিবাশ। জয়নের-বিদ্যাপতি-উট্টান্স থেকে সম্প্রতিক কল পর্বন্ধ বৈদ্যার গীতিকবিতার ধারা প্রবাহিত হগেও প্রকৃপদক্ষে ব্যোক্ত সক্ষাপ শর্ভারীতে এই স্কৃটিনারর প্রান্থ উল্লেক্টার্ক্সিট

ভ. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চৈতন্যদেব কেন স্মরণীয়?

উত্তর: নবদ্বীপে জন্মাংশকারী প্রীচেতন্যদেব তগবত প্রেমে উন্মুত্ত হয়ে ওঠেন। মুসন্মন্তি শাসন ও ইসলাম ধর্মের সম্প্রদারণে হিন্দু সন্মাজের যে বিগর্মার সৃষ্টি হরোছিল তাকে প্রতিরোধি করার মন্ত্র প্রচার করেন টেতন্যদেব তার বৈষ্ণার মতবাদের মাধ্যমে। তিনি প্রচার করন্দেন, 'জীবে দায়া ক্ষিপ্ততে ভক্তি, বিশেশ করে নাম-শ্রম, নাম-স্কর্কীর্জন' টেতনালেরের আবির্ভাব বি প্রভাব লক্ষ করা যায় তা হঙ্গে, ঐতিহাসিক ও সামাজিক দিক থেকে দেশ জাতীয় মুক্তির পর্যের সন্ধান পায়। মানব প্রেমানর্শে সমৃদ্ধ বৈষ্ণাব দর্শন ও ধর্ম সম্প্রানায় গড়ে ওঠে এবং অধ্যায়জ্জাব, চিত্র সৌন্দর্য ও মধুর প্রেমরসে সমৃদ্ধ বৈষ্ণাব সাহিত্য সৃষ্টি হয়।

মধ্যযুগের সাহিত্যের সাথে আধুনিক যুগের সাহিত্যের মৌলিক পার্থক্য কী?

ক্ষাস্থ্য স্থা প্ৰাপ্ত নালা সাহিত্যে ধৰ্মীয় বিষয় ছিল একমাত্ৰ উপজীব। আধুনিক ফুণ বাংলা সাহিত্যের সরচেয়ে বড় লক্ষা বলে বিবেটিত হতো মানকিকতা। মধ্যায়ুগের সাহিত্যের বিজ্ঞান্ত আন্তর্ভা করচেয়ে বড় লক্ষা বছল বাংলা সাহিত্যে তা প্রকৃত্যিক হয়। মধ্যায়ুগের বাংলা ক্ষান্তি ছিল প্রমূপন বাংলা ক্ষান্তি ছিল প্রমূপন বাংলা ক্ষান্তি ছিল প্রমূপন বংলা ক্ষান্ত ছিল প্রমূপন ও অনুকরণফুলক। মৌলিকতা আধুনিক সাহিত্যের অন্য একটি লক্ষা। মধ্যায়ুগ আলাস্থাতা, জাতীয়া চেচলাবোধ ও দেশীয়া প্রতিহা চর্চার বিকাশ ঘটে। দেশগ্রম বা জ্ঞান্তীজভাবা স্থান বাংলা বিকাশ।

আসাধ রাজদভার পুটশোবকতার কী ধরনের সাহিত্য রাচিত হত্ত? লে সাহিত্যের সংকিব পরিচর দিন।
উত্তর : রোসাদ্দ রাজদভার পুটগোবকতার বারচিন মুসলমান করিবা ধর্ম সংবছরত মানবীর
ক্রমারারাহিনী অকলকে নার্যাধারার বহুমর বাহকিন করেন। এ সময় 'লক্ষর উজির' বা সমর
সহিব আপরাহে থানের আসেনে বহি নৌগত কাজী সংতীমরান ও লোকচেন্দ্রনী' করার হচনা
করেন। রোসাদ-রাজের প্রধানমন্ত্রী মাদন ঠাকুরের পুটপোবকতার আলাকাল 'পারহাকী কার রচনা করেন। আলাকাল সমরকাদির সৈয়ন মুহুত্মশ বানের আসেশে 'হর্পগরুকর', রাজমন্ত্রী
নররাজ মজলিসের আসেশে 'সেজনবানামা', রোসাদ-রাজ অমাতা সৈয়াদ মুসার
আসেশে
সমারকালকে সিউজামাল' করার হচনা করেন।

জ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে কেন বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়?

উত্তর : বাংলা গদ্যের অব্যবন নির্মাণে ইম্বরুচন্দ্র বিদ্যালগের বিশিষ্ট ছৃথিকা পালন কলেন। পথেন্দ্র অনুদ্রীনার পর্যায়ে বিদ্যালগের সুক্রমান্ত পরিমানিত করে বার্বিক্রিয়ার সমার করে বাংলা গান্যানীতিক ভবেরুর্বি এক উত্তরার বার্বিক প্রতিবাহিত করে বিশ্বরুত্ত্ব সমার উত্তরার বার্বিক প্রতিবাহিত করে বিশ্বরুত্ত্ব বিশ্বরুত্ত বিশ্বরুত্ত্ব বিশ্বরুত্ত্ব বিশ্বরুত্ত্ব বিশ্বরুত্ত্ব বিশ্বরুত্ত্ব বিশ্বরুত্ত্ব বিশ্বরুত্ত্ব বিশ্বরুত্ত্ব বিশ্বরুত্ত্ব বিশ্বরুত্ত বিশ্বরুত্ত্ব বিশ্বরুত্ত্ব বিশ্বরুত্ত্ব বিশ্বরুত্ত্ব বিশ্বরুত্ত্ব বিশ্বরুত্ত্ব বিশ্বরুত্ত্ব বিশ্বরুত্ত্ব বিশ্বরুত্ত্ব বিশ্বরুত্ত বিশ্বরুত্ত্ব বিশ্বরুত্ত্ব বিশ্বরুত্ত্ব বিশ্বরুত্ত্ব বিশ্বরুত্ত্ব বিশ্বরুত্ত্ব বিশ্বরুত্ত্ব বিশ্বরুত্ত্ব বিশ্বরুত্ত্ব বিশ্বরুত্ত বিশ্বরুত্ত্ব বিশ্বরুত্ত বিশ্বরুত্ত বিশ্বরুত্ত বিশ্বরুত্ত বিশ্বরুত্ত্ব বিশ্বরুত্ত্ব বিশ্বরুত্ত্ব বিশ্বরুত্ত্ব বিশ্বরুত্ত্ব বিশ্বরুত্ত বিশ্বরু

* 'রবীন্দ্রনাথের ভোটগল্পে নারী-ব্যক্তিত' শিরোনামে একটি অনুচ্ছেদ লিপুন।

জ্বিত্ব : বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছেটগায়ুকার বিশ্বকবি বর্মীন্দ্রনাথ ঠাবুল-এর ছেটগায়ে পুরুষ চরিয়ের হোমে নারী চরিত্র অধিকতন্ত উজ্জ্ব। 'যাটোর কথা' গয়ে কুসুম, 'দেমাপান্দর্গ গয়ে দিক্ষণমা, 'পোটনাটার' গয়ের কতন, 'দালিয়া' গয়ের আনিনা, 'বকরারী গয়ের সুবালা, জীকিত ও মৃত' গয়ের কাননিনী, 'জুন-পরাজা' গয়ের অপরাজিতা, 'অরুপিতরালা' গয়ের নিনি, 'সূতা' গয়ের স্থিতাবিনী, 'মহামারা' গয়ের মহামার, সম্পানক' গায়ের গুল, 'সমার্থি' গ্যের মৃত্যুরী, গ্রামণিত' গয়ের কিবারনিনী, 'দিনি' গ্রমে শানি, 'অভিবি' গ্রেয়ে প্রকৃতি চরিয়ারপার্থ বার উঠেছে। এতে শ্বমান্তের কুসংস্করে, নারী অধিকার, নারী বিশ্বাক্ষণর নানারিধে দিন উপস্থাপন করা ব্রয়েছ।

80

- এ৯. 'বীরবলী গদ্যে'র স্রাষ্ট্রা কে? এ গদ্যের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে উল্লেখ করন। উত্তর: বীরবলী গদ্যের প্রাষ্ট্রা প্রমধ্য টোম্বুলী। এ গদ্যের বৈশিষ্ট্য হলো এটি চলিত ভাষায় দেভু গদ্যের সুমার্ভিত রূপ। এ গদ্যে অধ্যনিথিত প্রাথশাতি, দুও প্রকৃতিস্থ ও বহিরাবেরব আদিত্ নিন্যাসে সমন্ত্র। এ গদ্যে রিন্সভাজতো সভাকে ভাশ্বাপন করা হয়েছে।
- ঠ, 'কল্লোল-মূদ' বদ্যতে কী বোকেন? এ মুদের সাহিত্যকে কেন 'ত্রিলোন্তর সাহিত্য' বলা হত?'
 উক্তর: 'কল্লোল' পত্রিকা তেকে কল্লোল-মূদ্য কথাটির উদ্দেশ্যি । বিশে পতার্থানী তেকেন দদরে
 কল্লোল পত্রিকা কের হয়। সাত বছর চক্র এ পরিকাটি। এ পরিকাশ্যেক থিবে যে সময়টিত
 সাহিত্যের আধুনিকতাবানী আন্দোলনের প্রকাশ ও বিকাশ, তেই 'কল্লোল-মূদ' নামে পরিচিত । ও
 মূদ্যর সাহিত্যকে 'ত্রিলোকর সাহিত্য' বলার কারন্দ এরা গাতানুশতিক সাহিত্যাক থেকে বর রে
 ক্তর্য প্রধার সাহিত্য ক্রদায় মনোলিশেশ করেন। সাহিত্যে আধুনিকতার সমার্বর করেন।
- ७. च्यारनार्ड मांग्रेक की? वालगाराण रामत मांग्रेकड च्यातमार्ड मांग्रेक मिरवायन चालत मार्याद्वाचे करना केंद्रब : च्यारनगर्ड मांग्रेक रामा स्थानापूर्ण, केंद्रिपूर्वी, च्याव्य, प्रमीचक कारिनीमिर्वव योग्गव्यन मांग्रेक, या मार्ग्रेक व्यवस्थान प्राप्त कार्यिनी वा प्रमापत द्वाराणी मिर्म ना प्रमाप्त करिंग I'he Theater of the Absurdat प्रप्त - प्रमाप्त करिंग प्रमाप्त करिंग करिंग प्रमापत करिंग करिंग करिंग प्रमापत करिंग करिंग करिंग प्रमापत करिंग क
- ত, পামসুর রাহমানের কবি-প্রভিভার পরিচয় দিন।
 উত্তর: আদুনিক কবি শামসুর রাহমান-এর মুরার পূর্ব পর্যন্ত ৬২টি কবেয়াছ প্রকাশিত হয়েয়ে। তর
 উল্লেখনোগা কবার মানুরবার, সক্রমন নিরাম, বালাদোশ পত্র লাগের, উট্টা উটের পিঠে চলার
 ঘলেশ, না বাধব না মুরপুর, কবী শিরির তেকে গ্রন্থতি। তার দৃটি বিজ্ঞাত কবিতা হলো শরীনতা
 দুর্মি ও 'দুর্মি আসারে বালে হে মাবীনতা। তার আদাবারা কবার প্রভিলার জনা তিনি আদর্শরী
 সকরে, বালা অকামেরি পুরবার, একুলে পদক, মাবীনতা। পুরবারনহ অদরের পুরবার লাত বলে।
- প. বাংলাদেশের মুক্তিমুক্তকেন্দ্রিক যে কোনো একটি উপন্যাদের ঘটনাংশ বর্ধনা ককন।
 উন্তর: শগুরুত ওসানোর জ্ঞানানী উপন্যানে মান্য এক কৃষক মরিবারের শরের কংলন লগুরুত
 ঘ্রার জানিবারীর মুক্তিবুক্তে অংখাখন এবং ল পরিপ্রিপ্রত্ব এতিকালিত ভার পরিবারের সাধার হল
 ধরা হয়েছে। বাতে রয়েছে পানিকারিন নেনানের পাশবিক নিষ্কৃত্যার মানাহির। জানিবারী তার ক্র
 মা বারা, প্রিস্তুক্তর হাজেলাকে উপেকা বরুর মুক্ত অংশ দায়। যুক্তকালীন সময়ে বাজিতে এবং
 পার বার্মা মিনিটারির আভালে পুরিক্তির বিশ্বরত
 পরে ভারের কর্মানিকারির আভালে পুরিক্তির মিনাহে। ভারতেন তার বার্মান মারা গেছে। যুক্তরার কর্মান
 পরে। ভারিবালী ও ইয়েরাকে বাসে জনসভাল করে মেনার বুকে পান্যা প্রশাস করিছে প্রত্রাপ্তর
 প্রায় । জানিবালী গুল সিন্তিত জনের ইয়ালি ভার মর্থ থেকে জন্ম বাণায় পানর বর্মিয় মুর্বিত্র পরি
 য়য় । জানিবালী গুল সিন্তিত জনের ইয়ালি ভার মুর্ব পরের স্থাব পরের জন্ম বর্মান
 য়য় ভারিবালী করা স্থালিক জন্ম হার্মানি ভার মুর্ব পরের স্থাব পরের জন্ম বাণায় পানর বর্মায় মুর্বিত্র পরি
 স্থাবির স্থাবির স্থাব পরি ক্রান্তর করা স্থাবির স্থাব পরি স্থাব পরি স্থাবির স্থাব
 স্বায় জানিবালী করা স্থাবানীকর বর্মান করের স্থাবির স্থাব স্থাব পরা আরুর স্থাবির স্থাবানী
 স্থাবির স্থাবানী স্থাবানী স্থাবানী স্থাবানী স্থাবানী স্থাবানী স্থাবির স্থাবানী
 স্থাবানী স্থাবানী স্থাবানী স্থাবানী স্থাবানী স্থাবির স্থাবানী
 স্থাবানী স্থাবানী স্থাবানী স্থাবানী স্থাবানী স্থাবানী স্থাবানী
 স্থাবানী স্থাবানী স্থাবানী স্থাবানী স্থাবানী
 স্থাবানী স্থাবানী স্থাবানী স্থাবানী
 স্থাবানী স্থাবানী স্থাবানী স্থাবানী
 স্থাবানী স্থাবানী স্থাবানী
 স্থাবানী স্থাবানী
 স্থাবানী স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থাবানী
 স্থা

১৯তম বিসিএস ২০১০, বাংলা : দ্বিতীয় পত্র

्रहेरा : शैरात्रीक कथना गांला या काराना धकि क्याम श्रानुत केत्र मिरक शत । करत क्रिकेनिकाण भवकाणा अनुस्त्रीक्त (मुगा) करात । श्रान्थक श्रानुत मान श्रानुत स्थि श्राप्त क्यांता श्राप्त ।।

- যে কোনো একটি বিষয়ে রচনা পিখুন:
- ক. ভাষা আন্দোলনভিত্তিক বাংলা সাহিত্য খ. নারী শিক্ষা উন্নয়ন উত্তর : পৃষ্ঠা ৭৮৮। উত্তর : পৃষ্ঠা ৮৩৮।
- গ্ন, বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন ঘ. ভেজাল বিরোধী অভিযান উত্তর : পৃষ্ঠা ৮৭১। উত্তর : পৃষ্ঠা ৬৮৬।
- বাংলাদেশে তথ্য অধিকার
- ্বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখিত সংক্রেডের ইঙ্গিতে একটি প্রবন্ধ লিখুন :

 ক্র উষ্টারনেট ও তথ্যপ্রযুক্তি :
 - কু কুজানেণ ও কণ্যস্থাত -কুছিয়ানটো নীট ইটাননেটের বছবিদ বাবহার; ইটারনেট বাবহারের সুবিধা; ইটারনেটর বাবহারের অসুবিধা; তথ্য-প্রসূতি ক্ষেত্রে ইটারনেটের প্রয়োজনীয়তা; ইটারনেটের সহজ লজতা; ইটারনেটের সম্প্রদানণ; ইটারনেট বাবহারে সরকারি ও বেদরকারি সহযোগিতা। উত্তর : প্রাটী ০০ ।
- ব. বাংলাদেশে পর্যটন শিক্ষ: হৈষণ ও পর্যটন; সংজ্ঞার্থ ও পরিচয়; পর্যটনের যৌতিকতা, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি; বাংলাদেশে পর্যটন শিক্ষ বিকাশের প্রকাশট; বাংলাদেশে পর্যটন শিক্ষের হাদচাদ; কেবকরির বাংতে পর্যটন; পর্যটনের বিটিয়ালা; বাংলাদেশে বিশোপ পর্যটনের আন্দান; আন্তর্জাতিক পর্যটন; কোর হিসেবে পর্যটন; পর্যটক তথ্য-কার্তিক; বাংলাদেশে পর্যটন শিক্ষের সংকটমান্ত্র- পর্যটনশিক্ষের উল্লোন স্থাপনি; উপসংস্কার।
 - উত্তর : পৃষ্ঠা ৬৬৫। গ. বিশ্বায়ন বা গোবালাইজেশন :

বিশ্বায়নের ধারণা; বিশ্বায়নের গতি-প্রকৃতি; বিশ্বায়নের নানাদিক; বিশ্বায়নে বনাম তৃতীয় বিশ্ব; বিশ্বায়নের বটি ইতিবাচক নিক; বিশ্বায়নের বটি নেতিবাচক নিক; বাংলাদেশ কি বিশ্বায়নের চাকেঞ্চ প্রমান সক্ষয় করোন দেশগুলোর দৃষ্টিভিনি; W.T.O সহ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের ভূমিকা। উত্তর: পৃষ্ঠা ৭২৮।

- ত. যে কোনো একটি বিষয়ে পত্ৰ লিখন :
 - শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের কতিপয় প্রস্তাব সম্পর্কে মতামত জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি লিখন।

শিক্ষা কমিশন রিণোর্টের কতিপয় প্রস্তাব সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক ভাবনা তুলে ধরতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সমীপে–

স্মারকলিপি

হে শিক্ষা সাধক, একটা উন্নত আধ

^{একটা} উনুত আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য, একটা সুষম সুস্থ-পরিচ্ছনু মানবিক সমাজ ^{গড়ে} তোলার জন্য সর্বজনীন শিক্ষার গভীরতা উপলব্ধি করে আপনি যে 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' প্রণয়ন করেছেন তার জন্য দেশবাসীর পক্ষ থেকে জানাই সপদ্ধ অভিনন্দন ও গুভেজা।

তে শিক্ষানরাগী

১৯৭২ সালের ড, কুদরত-এ-খুদা এবং ১৯৯৭ সালের অধ্যাপক শামসূল হক শিক্ষা কমিশনের সপারিশের ওপর ভিত্তি করে যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছেন তা পুরোপুরি না হলেও অনেকাংশেই যগোপযোগী ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। আর এ কাজটি করতে গিয়ে আপনি যে দত্যাহসিক হাঁকি নিষেচিলেন তাব জন্য এ দেশেব মানষ আপনাকে চিরদিন মনে রাখবে।

তে শিক্ষাচার্য

আপ্রমি আপুনার শিক্ষামীতিতে অনেক পরিবর্তন এনেছেন, যার জন্য আপুনাকে ধন্যবাদ জানালেও কম হবে। তা সত্তেও এ শিক্ষানীতি কিছ কিছু ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যাশা পরণে ব্যর্থ হয়েছে। সচেতন মানষের চেতনার আলোকে এ শিক্ষানীতি যগোপযোগী হলেও বাস্তবধর্মী হয়নি। আপনি জ্ঞানেন এ দেশে শিক্ষিত বেকারের অভাব নেই। এর একটাই কারণ পুঁথিগত বিদ্যা তথা কারিগরি বা হাতে কলমে শিক্ষার অভাব। যার বেডাজাল থেকে এ শিক্ষানীতিও বেরিয়ে আসতে পারেনি। তাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আকুল আবেদন যেভাবেই হোক এ শিক্ষানীতিকে কর্মমুখী করা হোক। আর এটা সম্ভব হলেই কেবল এ দেশে প্রকত শিক্ষার মল প্রথিত হবে।

ত্ৰে শিক্ষামোদী.

আপনি এ শিক্ষানীতিতে যে সুনিপুণ স্তরবিন্যাসের অবতারণা করেছেন তা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু এর প্রতিটি স্তরে ভর্তি নিয়ে যে টানাপোড়েন তা সমাধানে কোনো নির্দেশনা দেয়া হয়নি। অথচ এই ভর্তি যুদ্ধের কোপানলে পড়ে অনেক শিক্ষার্থীই ঝরে পড়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ থেকে। তাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আবুল মিনতি আপনি যেমন শিক্ষানীতিতে প্রত্যেক গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন, তার পাশাপাশি এমন ক্রিছ কথা যক্ত কবদন যাব আলোকে স্বস্ত্র শিক্ষিতবা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের নিশ্চয়তা পায়।

হে জ্ঞানদ্বীপ.

মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নে যেসব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের কথা আপনি শিক্ষানীতিতে তলে ধরেছেন তার জন্য এ দেশের মুসলিম সমাজ আজীবন আপনার অবদানের কথা স্বরণ করবে। পাশাপাশি আপনি যে ইংরেজি মাধ্যমস্থ বিভিন্ন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বল দিকগুলোর হস্তক্ষেপ করেছেন তা সত্যিই আপনার দুরদর্শিতার পরিচয়ক। তাছাড়া মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে আপনার বিজ্ঞানমনত্ব ও দুরদর্শী দিক নির্দেশনা দেশের শিক্ষার মান উন্নয়নে নিঃসন্দেহে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তবে এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি অনপস্থিত তা হলো বিভিন্ন ধারার শিক্ষা পদ্ধতিকে একটি নির্দিষ্ট সর্বজনীন ধারায় আনয়নের অভাব। আপনিও হয়তো জানেন এটা সম্ভব না হলে বিভিন্ন ধারার শিক্ষার্থীর লব্ধ জ্ঞানে যে বৈষম্য তা অন্তর্ম থেকে যাবে, যা অনেক শিক্ষার্থীর ভবিষ্যতকে অন্ধকারে ঠেলে দেয়। তাই এ বিষয়টি বিবেচনায় এনে যাতে কাঞ্জিত একটি পদ্মা শিক্ষানীতিতে তলে ধরা যায় তার জন্য আপনার সদয় দৃষ্টি কামনা করছি।

সর্বোপরি আপনার সুচিন্তিত শিক্ষানীতিতে আলোকিত হোক এ দেশের মানুষ, জাগরিত হোক দেশের প্রতিটি শিক্ষাঙ্গন, শক্তিশালী হোক জাতির শিক্ষার মেরুদণ্ড। আপনার দীর্ঘ জীবন ও সন্দর ভবিষাৎ কামনায়– আন্তরিক ভভেচ্ছা।

তারিখ: ২০,০২,২০১৪

বিনীত নিবেদক দেশবাসীর পক্ষে

🐭 আপনার এলাকায় একজন সাদা মনের মানুষের সংবর্ধনা হবে। সে অনুষ্ঠানে পাঠ করার সেরা ও আদর্শের মহান প্রতীক, বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও সাদা মনের মানুষ জনাব হাবিবুর রহমানকে আমাদের হৃদয়োক্ত সংবর্ধনা-

মানপ্র

হে মহান অতিথি

জনা একটি মানপত্র রচনা করুন।

আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা আপনার মতো উদার হৃদরের, দরদী মানুষের সংস্পর্শে আসতে পেরেছি। অত্র অঞ্চলে আপনার পদধূলি পড়ায় আমরা আনন্দে অভিভূত। একটানা বৈচিত্র্যাহীন জীবনযাত্রায় আপনার আগমনে অভতপূর্ব কোলাহল উঠেছে। এ কোলাহল আনন্দ. আলোবাসা ও মিলনের। আপনি আমাদের প্রাণঢালা উষ্ণ অভিনন্দন ও প্রছাঞ্জলি গ্রহণ করুন।

হে জনদরদী.

আপনার প্রচেষ্টা ও ত্যাগ বাংলার মাটিতে এক নতুন ইতিহাসের সৃষ্টি করেছে। আপনি কঠোর পরিশ্রম, দৃঢ় মানসিকতা দিয়ে নিঃস্বার্থভাবে দেশ ও জাতির সেবা করেছেন। এ জন্য জাতি আজ আপনার কাছে ঋণী। আপনি সময়জানকে তুচ্ছ করে সুখে-দুগুখে মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, সহযোগিতার হাতকে প্রসারিত করেছেন। আপনার উপকারভোগী মানুষ দেশে অজ্ঞস। দেশ ও জাতি বিনম চিত্তে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

তে শিক্ষানরাগী.

আপনার স্বার্থহীন অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আজ বহু দরিদ্র সন্তান শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়েছে। এ অঞ্চলের যারা আজ বিভিনু চাকরিতে কর্তব্যরত বা উচ্চ শিক্ষায় রত তারাও আজ শ্রদ্ধার সাথে আপনাকে স্বরণ করে। আপনার প্রদর্শিত পথ ব্যতীত এ অঞ্চলের মানুষের পক্ষে শিক্ষাগত মুক্তি এখনও অসম্ভব। আজ তাই আমরা আপনাকে সাদা মনের মানুষ হিসেবে বেছে নিয়েছি। আমাদের মনের যে স্থানে আজ জায়গা করে নিয়েছেন তা আরও দীর্ঘায়িত ও সুদরপ্রসারী হোক এমনটিই সবার প্রত্যাশা।

হে আলোর দিশারী.

আপনি পল্লীর ঘরে ঘরে জালিয়ে দিয়েছেন শিক্ষার আলো। পল্পীবাসীদের ভগ্ন স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনার জন্য স্থানে স্থানে গড়ে তুলেছেন স্বাস্থ্যকেন্দ্র। তাই পল্লীবাসীর অন্তরে আপনার প্রতি জন্মেছে অকৃত্রিম ভালোবাসা। আপনি আমাদের অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

হে বরণীয়

আপনাকে সংবর্ধনা জানাতে আমরা তেমন কিছু আয়োজন করতে পারিনি। আজ আমাদের আয়োজনে অনেক ক্রটি রয়ে গেছে। আমরা জানি, আমাদের এ অনিচ্ছাকৃত ক্রটিগুলো আপনি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আপনি বাইরের আয়োজনকে বাদ দিয়ে আমাদের অন্তরের ভাষাতীত প্রীতি ও ভালোবাসা গ্রহণ করবেন।

আল্লাহর নিকট কায়মনে প্রার্থনা করি, দীর্ঘ জীবন লাভ করে সৃস্থ দেহে আপনি আপনার জীবনকে ভোগ করুন। জাতি ও দেশ আপনার অপূর্ব অবদানে আরো শক্তিশালী হয়ে উঠুক।

তারিখ : ২০.০৫.২০১৪ সিবার্লগঞ

আপনার গুণমুগ্ধ কাজীপর এলাকাবাসী কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ গ্, মফস্বলের কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ঢাকার কোনো প্রতিষ্ঠানের এজেন্সি চেয়ে বাণিজ্ঞিত পত্ৰ লিখন।

> প্রিমিয়াব এন্টাবপ্রাইজ আল-আমীন সপার মার্কেট काँठानिया, यानकाठि

তারিখ : ০২.০২.২০১৪

ব্যবস্থাপক (বিপণন) কচিতা কনজিউমাব প্রভাঙ্গস ৭৩ মতিঝিল বাণিজ্ঞাক এলাকা ज्ञान्

বিষয় • এক্রেন্সির জন্য আবেদন।

জনাব.

আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, ঝালকাঠি জেলার কাঁঠালিয়া উপজেলাধীন চিংডাখালী এক ব্যাপক ও বিস্তত এলাকা। এ এলাকায় ন্যূনতম ২০ হাজার লোকের বসবাস। অত্র এলাকায় যাতায়াত সবিধা ভালো থাকার দরুন দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা থেকে ব্যবসা বাণিজ্ঞাব স্বার্থে অত্র এলাকায় ব্যবসায়ীরা আগমন করেন। তাছাড়া এ অঞ্চলে আপনাদের উৎপাদিত ও বাজারজাতকত 'রুচিতা' ব্রান্ডের পণ্যসামগ্রীর যথেষ্ট সনাম রয়েছে এবং পণ্যের কাটতিও রয়েছে। অথচ অতান্ত দ্যুখের বিষয় এ অঞ্চলে আপনাদের কোনো এজেন্সি নেই। তাই অন্ত অঞ্চলের ব্যবসায়ীদেবকে আপনাদের পণা ঝালকাঠি জেলা থেকে নিয়ে আসতে হয়, যা বেশ ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক।

এরপ সমস্যাজনিত কারণে 'রুচিতা কনজিউমার প্রডার্রস'-এর সনাম বিনষ্ট হচ্ছে এবং বর্তমান প্রতিযোগিতাপর্ণ বাজারে অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো আপনাদের বাজার দখল করছে। কাজেই 'রুচিতা কনজিউমার প্রভাঙ্টস'-এর মার্কেট বৃদ্ধি ও সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে জনগণের চাহিদা পুরণে অত্র অধ্বয়লে 'রুচিতা কনজিউমার প্রভাক্তস'-এর একটি এজেন্সি জরুরি।

আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে, আমাদের প্রতিষ্ঠান প্রিমিয়ার এন্টারপ্রাইজ প্রায় দই দশক যাবত এতদাঞ্চলে অত্যন্ত সুনামের সাথে ব্যবসা পরিচালনা করছে। বর্তমানে আমরা এ অঞ্চলে ম্যাটাডোর বল পেন, আমিন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিসহ ৫টি কোম্পানির ডিস্টিবিউটর হিসেবে কাজ করছি।

আশা করি অত্র পত্র প্রাপ্তির পর কর্তপক্ষকে বিষয়টি সুবিবেচনায় নিয়ে আমাদের বহুল পরিচিত ও সনামধারী প্রতিষ্ঠান প্রিমিয়ার এন্টারপ্রাইজকে আপনাদের স্থানীয় এজেন্সি দেয়ার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করবেন।

আপনাদের ব্যবসায়িক মঙ্গল ও সমন্ধি কামনা করছি।

বিনীত রফিকল আলম ব্যবস্থাপক, প্রিমিয়ার এন্টারপ্রাইজ

১৮তম বিসিএস ২০০৯, বাংলা : প্রথম পত্র

দিষ্টব্য : প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।। ু কু বানান, শব্দ প্রয়োগ, বিন্যাস, চলিতরীতি ইত্যাদি তত্ক করে নিমের বাকাগুলো পুনরায় 0.0 x32 = 6

১ এমন মাধুর্যতাপূর্ণ আচরন সকলের মুগ্ধ সৃষ্টি কোরবেই। উত্তর : এমন মাধুর্যপূর্ণ আচরণ সবার মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই।

১ সশঙ্কিত মানুষটি বৃদ্ধিহীনতা ভূগিবে এমন ভাবছ কেমন কারনেই? উত্তর - শক্তিত মানুষ বৃদ্ধিহীনতায় ভগবে, এমন ভাবার কারণ নেই।

্রু ক্রবি সামগ্রের ধারনা ক্রটি রহিয়াছে বলে মনে হয়।

উত্তর · কবির সামগ্রিক ধারণায় ক্রটি রয়েছে বলে মনে হয়।

8. প্রতিভা করমাইশ দিয়া গড়া যায় নাই, উহা প্রকৃতির দান, কৃতাঞ্জলীপূটে গ্রহণ করতে হয়। উত্তর : প্রতিভা ফরমাশ দিয়ে গড়া যায় না, এটা প্রকৃতির দান, কৃতাঞ্জলিপুটে গ্রহণ করতে হয়।

৫ হল বিশাল খডিতেই কেচো গর্ত লম্বা বাহির সর্প থেকে উত্তর : কেঁচোর গর্ভ খডতেই বিশাল লম্বা সাপ বের হলো।

৬, সকল ঝাড়দার মহিলারা রান্তা পরিকার করছিল এবং রাশি রাশি পাতাতলো রান্তার এক পার্শ্বে স্তপিকত করে রাখিতেছিল।

উত্তর : ঝাড়দার মহিলারা রাস্তা পরিষার করছিল এবং পাতাগুলো রাস্তার একপাশে স্তপ করে রাখছিল।

৭, বর্শা সজল মেঘকজ্বল দিবসে সূর্য্যের উজ্জ্বলতা থাকে না। উত্তর : বর্ষাসজল মেঘলা দিনে সূর্যের উজ্জ্বলতা থাকে না।

৮. বাংলাদেশের সপক্ষে কী ভালো কী মন্দ, তাহা বাংলাদেশই ঠিক করবে। উত্তর : বাংলাদেশের জন্য কী ভালো কী মন্দ, তা বাংলাদেশই ঠিক করবে।

৯. বৈস্য সভ্যতার রোগ সারাইবার বৈধ উপায় হচ্ছে মস্ত্রোষধি। উত্তর : বৈশ্য সভাতার রোগ সারানোর উত্তম উপায় হচ্ছে মস্ত্রৌষধি।

১০. মানুষের শারীরিক-ঘেষা যে-সব সংস্কার, জীবসৃষ্টির ইতিহাসে সেইগুলো অনেক পুরান। উত্তর : মানুষের শরীর সংক্রান্ত যেসব সংক্ষার, জীবসৃষ্টির ইতিহাসে সেগুলো অনেক পুরনো।

১১. অন্যের সঙ্গে ঐক্যতাবোধের দ্বারা যে মহাত্র ঘটাইয়া থাকে সেইটিই হচ্ছে মনের ঐশ্বর্যা। উত্তর : অন্যের সাথে একতাবোধের দ্বারা যে মহন্ত ঘটে থাকে সেটাই মনের ঐশ্বর্য।

১২, এখনকার দিনে বাংলাদেশের সাহিত্য লোক লোকারণ্য বলে মনে হয়। উত্তর - এখনকার বাংলাদেশের সাহিত্য লোকারণা বলে মনে হয়।

थं. गुनाञ्चान भर्ग कक्रम : আমরা একটি ফুলের জন্য — করি, কিন্তু ভূলের জন্য ক্ষমা — না। ভূল লিখতে — ভূল করি। তার — তাকে সংশোধন — না। ফলে — বাড়তেই থাকে। উন্তর : আমরা একটি ফুলের জন্য ফুদ্ধ করি, কিন্তু ভূলের জন্য ক্ষমা চাই না। ভূল লিখতে বানান ভুল করি। তার জন্য তাকে সংশোধন করি না। ফলে ভুল বাড়তেই থাকে।

- গ. ছবাটি পরিপূর্ণ বাবর পিবে প্রবাদটির অর্থ প্রকাশ করনদ: যে যার লাভার সেই হয় রাবণ উপরা: তার সালভার সেই হয় রাবণ অকটি বহল প্রচলিত প্রবাদ। প্রবাদের একটা প্রচাল ও একটা পরোক্ষ অর্থ বাবে। এবাবে 'লাহা', বাবং' শব্দতালা নেয়া ব্যৱহে পুরাণ বেতে। এ শব্দতালার বাহার করমোদি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। প্রবাদটির মর্থ প্রচালে করা যায়, ক্ষমতার গেলে সর্বাই ক্ষমতার অ্বপর্যাহর্যার প্রবে বাহার। একটি উন্নাহর্যার দিয়ে বাবা যার প্রচালকে আরু ক্রিক।
- কবব ভাই। বাংলাদেশের রাজনীতির যা অবস্থা, যে যায় গদ্ধায় সেই হয় রাবণ।

 নার্নালীকত শব্দতলো দিয়ে পূর্ব বাদ্ধা গিলুর ।

 ক্রেনালীকত শব্দতলো দিয়ে পূর্ব বাদ্ধা গিলুর ।

 ক্রেনালীকত করিবলি করিবলৈ করিবলৈ করিবলৈ করিবলৈ করিবলৈ বারের হিনাব।

 উত্তর : অফিস শ্বারক দার্ভারিক চিঠিতে অফিস শ্বারক থাকবে না, এটা ভাবা যায় না।

 বিজ্ঞান্তি ৬০০ম নির্দিশ্রল-এর দিয়োগ বিজ্ঞান্তি ব্যক্তাপিক হয়েছিল দিনিক ইতেগালা পরিকায়।

 পরিবান্ত অভ্যালগেরে আর্থিক ক্রমান করিবলি করেবলে।

 অভিযুক্তকরাণ আর্থিক দুর্নাভিত্র দায়ে রান্ত্রিকিন্তানা বিভাগার বিভাগার বার্ধান করেকলে।

 করেমানলে অভিযুক্তকরাণের আভতার আনা হয়েছে।

 সংস্থাপন ব্যরেরে হিসাব অর্থ মন্ত্রণালয়ের বার্জিক করিটি সংস্থাপন ব্যরের হিসাবতে
- বিশেষভাবে বিবেচনা করে থাকে। ভ. বাক্য রূপান্তর করুন (সূত্রানুযায়ী):
 - ক. আমার দ্বারা এ কাজ হবে না। (হাঁা বাচক) উত্তর : আমার দ্বারা এ কাজ অসম্ভব।
 - খ. আমি পরীক্ষা দিতে চেয়েছি। (না বাচক) উত্তর : আমি পরীক্ষা দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিনি
 - গ. তিনি অফিসে গিয়ে কাজ করছেন। (সরল বাক্য)
 - উত্তর : তিনি অফিসে কাজ করছেন। ঘ. সে এল: কথা বলল; চলে গেল। (জটিল বাক্য)
 - উত্তর : সে এসে কথা বলল তারপর চলে গেল।

 ভ. সে 'কি' নিয়ে তর্ক করছে। (প্রশ্ন বাক্য)
 - উত্তর : সে কি 'কি' নিয়ে তর্ক করছে?
 - চ. আমি প্রশ্ন করিনি। (উত্তর বাক্য) উত্তর : আমি নিরুত্তর ছিলাম।
- ২, যে কোনো একটি প্রবাদের ভাব-সম্প্রসারণ করুন (অনধিক ২০টি বাক্য) :
 - ক অঞ্চালন বলে মনের দাসত্বের যোগ অভি যানিষ্ঠ, আব-শতাসারবা: অঞ্চল সামাজিক কুগংহার, পচাহপানতা ও কর্মবিকুখভার মূল কারণা আর এদার নারিবাচক অনুমল সামুলক কার্বাপি করে রাখে। সমাজে নিজেকে নেতিবাচকভাবে উপপ্রপান করে। জীবনে শিক্ষার ছোঁয়া যে পারানি তার পক্ষে আয়ারকণ চিনে দেয়া অসম্পর সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সকল বিষয়ে কোনো মৌলিক ধারণাও তার সৃষ্টি হয় ন। আর এবানেই মনের দাসত্বের বাইন্ত্রপ্রদাণ।

সৃষ্টির প্রেষ্ঠ জীব মানুষ। বিচার-বৃদ্ধি বা জ্ঞানগান্তের যোগাতা আছে বলেই মানুষের এর বিশিষ্টত। কিছু কোনো মানুষ মানবৃদ্ধক জন্মহাধ করেও যদি জ্ঞানগান্তের সুযোগ বা অনুমূল করিবেল থেকে বর্ধিত হয় তাহলে নে অঞ্চানর অকাররে অবলাহন করে। ফুসন্টেরা, ধর্মিকতা, এচলিত সামাজিক বুবুথবা তাকে গ্রাস করে কেলে। ফুলে মিধ্যাকে নে সভ্য বলে মানতে শিখা। জ্ঞানের বিকাশ না খটিার সঠিক বা সভাকে চিন্তে দা পোরে মিথ্যার কাছে ক্যাভা বিশ্বার কাছে কাছা বা জ্ঞানা করে। জ্ঞানার কাছা ক্যাভার করে। জ্ঞানার কাছা ক্যাভার করে। জ্ঞানার কাছা ক্যাভার করে। আনহান মানুষ তেকজণ করিক বা সামাজের কেলান মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত করাল মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত করাল করার মতো বর্ধার বিকন্ধারারণ করতে পারে না মতক্ষণ না সে ব্যাভার বিকাশক করার মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত করাল করার মতো বর্ধার্য ক্যাভারে করাল করার ক্যাভারে কালাক করার ক্যাভারে করাল ক্যাভারের করাল ক্যাভারের করাল ক্যাভার ক্যাভারের করাল ক্যাভার ব্যব্ধ বিয়ে সমাজকে এ ধরনের ধর্মান্থতা ব্যব্ধতার থেক মুক্ত করতে পারে।

তাই বলা যায় যে, অজ্ঞতার সাথে মনের দাসত্তের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ।

थ. कष्ठे ना कदल किष्ठे शाख्या याद्य ना।

ভাৰ-সম্প্রদারণ : সাধনা বাতীত সিদ্ধিলাত ঘটে না। ধর্মের পথেই হোক কি সংসারের পথেই হোক 'সাধনা' একান্ত আবশ্যক। উদ্যোগ, উদ্যম, আয়োজন, পরিশ্রম, কর্মশক্তি ও সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা— এসব সে সাধনারই অঙ্গ।

এ কথা যথার্থ যে, মানুযকে পরিপ্রমের ছারাই জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। এটা মানবজীবনের সাধারণ ধর্ম। জীবনের প্রতি পদে মানুযকে কট্ট স্বীকার করতে হয়। তবেই তার পক্ষে জীবনযুক্তে জয়লাত করা সম্ভব হয়।

BCS WINTED

৩, 'ক' ও 'ঝ' অংশ দুটির সারমর্ম লিখন :

 ক. রাঙা পথের ভাঙন-বতী অগ্রপথিক দল। নামরে ধুলায় — বর্তমানের মর্ত্যপানে চল। ভবিষাতের স্বর্গ লাগি'

শূন্যে চেয়ে আছিস জাগি: অতীতকালের রত্ন মাণি নামলি রসাতল। অন্ধ মাতাল। শূন্য পাতাল হাতালি নিম্ফল 1 ভোলরে চির-পুরাতনের সনাতনের বোল। তরুণ তাপস। নতুন জগৎ সৃষ্টি করে তোল। আদিম যুগের পুঁথির বাণী

আজো কি তই চলবি মানিং কালের বুড়ো টানছে ঘানি তই সে বাঁধন খোল।

অভিজাতের পানসে বিলাস — দুখের তাপস। ভোল। সারমর্ম : সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য তরুণদেরকে অতীতকে আঁকড়ে ধরে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলে না। তার জন্য রাগ্রা পথের ভাঙনব্রতী অশ্রপথিক হয়ে সনাতনকে ছিন্নভিন্ন করে নতুন জগং সৃষ্টি করতে হয়। সব কুসংস্কারকে পিছনে ফেলে, সব বাধাকে অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যেতে হয়। নইলে নিক্ষলতার কোপানলে রসাতল অনিবার্য হয়ে পড়ে।

খ. জীবনটা একটা রহস্য বলেই মানুষের বেঁচে সুখ। কিন্তু তাই বলে এ রহস্যের মর্ম উদ্ঘটন করবার চেষ্টা যে পাগলামি নয় তার প্রমাণ, মানুষ যুগে যুগে এ চেষ্টা করে এসেছে, এবং শতবার বিফল হয়েও অদ্যাবধি সে চেষ্টা থেকে বিরত হয়নি। পৃথিবীর মধ্যে যা সবচেয়ে বড়ো জিনিস তা জানবার ও বোঝবার প্রবৃত্তি মানুষের মন থেকে যে দিন চলে যাবে সে দিন মানুষ আবার পততু লাভ করবে। जीवत्नत या-रस-धकरों **अर्थ** श्वित करत ना निष्ण मानुत्व जीवनयांशन कत्रटाउँ शास ना धवः ध পদার্থের কে কি অর্থ করেন তার উপর তাঁর জীবনের মূল্য নির্ভর করে। এ কথা ব্যক্তির পঞ্চেও যেমন সত্য জাতির পক্ষেও তেমনি সত্য। দর্শন-বিজ্ঞান জীবনের ঠিক অর্থ বার করতে পারুক আর না পাব্রুক এ সম্বন্ধে অনেক ভুল বিশ্বাস নষ্ট করতে পারে। এও বড়ো কম লাভের কথা নয়। সূত্র না জানলেও মানুষের তেমন ক্ষতি নেই — মিথাাকে সত্য বলে ভুল করাই সকল সর্বনাশের মূল।

সারাশে : জীবনের রহস্য ভেদ করতে মানুষের জানার বা বোঝার প্রচেষ্টা থেমে নেই। আর এ প্রবৃত্তি আছে বলেই মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে আলানা। মানুষের এ প্রচেষ্টালব্ধ জ্ঞান জীবনের ঠিক অর্থ বের করতে না পারলেও অনেক ভুল বিশ্বাস বা মিখ্যাকে নষ্ট করতে পারে। বতুত এখানেই মানুষের জ্ঞান লাভের সার্থকতা।

8. অতি সংক্ষেপে নিমলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন :

Sox3=30

 ক. চর্যাপদ আবিকারের বৃত্তান্ত লিখুন এবং চর্যাপদের ভাষা প্রসঙ্গে আবিকারকের অভিমত দিন। উত্তর : বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক নিদর্শন 'চর্যাপন' মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদশাল্রী নেপালের রাজ্মস্থাগার থেকে ১৯০৭ সালে চর্যাপদের ক্রমক্রমেলা পদ আবিষ্কার করেন। তার সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে সেসব পদ সালে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে গ্রন্থাকারে প্রামিত হয়। চর্যাপদের ভাষা মূলত প্রাচীন বাংলা। তবে হিন্দি, অপদ্রংশ তথা মৈথিলী, অসমীয়া ও উডিয়া ভাষার প্রভাব এতে দেখা যায়। চর্যাপদের ভাষাকে কেউ কেউ 'সন্ধা আয়া' বলেছেন। কারণ এর ভাব ও ভাষা কোথাও স্পষ্ট, কোথাও স্প্পষ্ট।

- 💩 ব্রচয়িতাসহ পাঁচটি রোমাঞ্চমূলক প্রণয়োপাখ্যানের নাম পিখুন এবং এ শ্রেণীর কাব্যের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন। উত্তর : রোমান্টিক কাব্যধারায় যেসব উল্লেখযোগ্য প্রণয়োপাখ্যান বাংলা সাহিত্যের উর্বর ভূমিতে অসামান্য কাব্য প্রতিভার অকল্পনীয় বিকাশ ঘটিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে রোমাঞ্চিত করেছে সেরকম পাঁচটি প্রদয়োপাখ্যান হলো : ১. ইউসুফ-জোলেখা (শাহ মুহম্মদ সগীর), ২. লায়লী মজন (দৌলত উজির বাহরাম খান), ৩, মধুমালতী (মুহক্ষদ কবীর), ৪, পদ্মাবতী (আলাওল) ও ৫. সতীময়না লোরচন্দ্রানী (দৌলত কাজী)। রোমাধ্বমূলক প্রণয়োপাখ্যান মুসলমান কবিগণের সবচেয়ে বড় অবদান। এ শ্রেণীর কাব্যের বৈশিষ্ট্য হলো প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্মকেন্দ্রিক ও দেবডাকেন্দ্রিক সাঠিতা ক্ষেদ্রে এ কাবাগুলোতে প্রথমবারের মতো মানবীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে।
- er 'মনসামঙ্গল' কাব্যের উদ্ধবের সামাজিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন। উত্তর : মঙ্গলকাব্য ধারায় 'মনসামঙ্গল' বিশিষ্টতা অর্জন করেছে নিয়তির বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহের ক্রাহিনীর জন্ম। এর পিছনে আছে মুসলিম প্রভাব। এ দেশে মুসলমানদের আগমনের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজব্যবস্তায় যে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল তা থেকে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করার প্রচেষ্টার পরিণামে মঙ্গলকাব্য ধারার সৃষ্টি। 'বাঙলার কাব্য' গ্রন্থে হুমায়ুন কবির লিখেছেন— 'হিন্দু-মসলিম সমাজের অন্তিত্বের সংঘাতে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করতে হিন্দুমানসে মনসামঙ্গলের সৃষ্টি।
- ছ কোন উদ্ধেশ্যে কোন বছরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়? কলেজটির নাম ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কেন? উত্তর : বাংলাদেশে কর্মরত ইস্ট ইভিয়া কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীদের দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য তৎকালীন ইংরেজ শাসিত ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি কর্তক ১৮০০ ব্রিটাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কমপ্রেক্সের নামকরণ করা হয়েছে ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের নামে। আর এ কমপ্রেক্সের অভান্তরে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে এর নাম হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ।
- উ. সাহিত্যকর্ম ও সমাজকর্ম এ দুইয়ের মধ্যে কোনটির জন্যে বিদ্যাসাগর অধিক সুপরিচিত? আপনার অভিমত ব্যক্ত করণন।

উত্তর : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন দিশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১)। পাণ্ডিত্যের গভীরতায়, মানসিকতার উদারতায়, সমাজ সংস্কারের তৎপরতায় তার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে তা এ দেশের সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসে উচ্জুল দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রাহ্য। যে কর্মবহুল সফল জীবন তিনি অতিবাহিত করেছিলেন তা ধর্ম ও সমাজের সংকারে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বিশিষ্টতার অধিকারী।

 "বিষয়চন্দ্রের সব উপন্যাসই রোমাঞ্চমৃলক"। -বিষয়টি অল্প কথায় বৃঝিয়ে দিন। উত্তর : উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কটের রোমান্স আশ্রমী ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শের অনুসারী ছিলেন। আবার তিনি সামাজিক-পারিবারিক ক্থাসাহিত্যের আদর্শেও কতিপয় উপন্যাস রচনা করেন। এসব উপন্যাসে বাঙালির অতীত ইতিহাস যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি ব্যাক্ত হয়েছে সমকালীন সমাজজীবনের কথা বৃদ্ধিমতান্ত্র উপদাস ব্যাহর জীলনকে ভিত্তিকুমি হিসেবে এছেন করে বিস্ফানক ও আজীবিকেন একি প্রকাতা প্রকাশখান। এতে বোমান্দের বৈশিষ্ট্য নিহিত। রোমান্দ রচনায় ইতিহাস ও নিবশক্তির সংবিদ্ধা খাটিয়ে তার সাথে সংযুক্ত করেছেন রহসাম্মা দৃত্ব ব্যক্তিস্থালী মনুযাচনিত্র।

- ছ, 'বিখাদ সিন্ধু' গ্রছ্ নামের ভাগগর্ব বুবিয়ে দিন।
 উত্তর : গ্রীর মণারক্ত হোসেনের অনর সৃষ্টি 'বিখাদ সিন্ধু'। কারবাদার সেই মর্মান্তিক বিখাদ কাহিনীঃ
 এই উপন্যান্তর্গক বিবাহস্তা, নিার্কি বিবাহিত আনভাগোরে বেদনাবহ পরিবাহিই এ কারের ব্যবদা মটের।
 বিখাদ সিন্ধু নামাটি প্রপক্ত আর্থ বাবহৃত। উপন্যান্তে মহত্রম পরে প্রতিক্রাক জানাবকে লা পাতারা বিবাহ
 আক্ষাপ জাবারে কর্তৃক জানাবের ভাগাবভারিক সংবাদ এবং শেব পার্বি ব্যবহত হোসেনের মর্মানিত
 শাহাদকবারেক পাতার বিশ্ব স্থান করেকের না প্রত্যান্তর্গক । এ আর্থ বিখাদ সিন্ধু নামাটি সার্ব্ধিত।
- জ্ঞা, বাংলা সাহিত্যে মনুসুদন কোন কোন পিছানিক নিয়ে কাজ করেমেল? একদির একটি এগানে পিযুদ।
 উত্তপ্ত: বাংলা নাহিত্যে মহিতান মনুসুদন দক্তের (১৮২৪-৭০) সাগৌরর আর্বিবির বার্টিছিল নাটিছ লাভী বালন সূর মধ্য। একাল তার বিষয়কর প্রতীক্ষ্য বিষয়কর তার্টা, একাল কার্টান্তর করিছারে মার্টান্তর, মুক্তান্তর করিছার, মার্টান্তর, মুক্তান্তর করিছার, মার্টান্তর, মুক্তান্তর করিছার, মার্টান্তর, মার্টানি, মার্
- কা, নাৰীন্দ্ৰলাশের ছোটগান্তের বৈশিক্ষ্যাতলি কী কী?

 উক্তর: বালা সাহিত্যে চেটাগান্তর সার্থক সুন্দান রবীন্দ্রলাথ ঠাকুরের হাতেই। ঘেটগার সূটি তাবে
 সাহিত্যিক হিসেবে বিশ্বজনীন খাতি ও বীকৃতি প্রধান করেছে। তার ঘেটগার দেন আনন্দর বিদিয়ে
 ভরা। বালাবে নির্দ্ধন প্রাপ্তর, বারে নানী তীর, উন্মুক্ত আবাদা, বালুর চর, অবারিত মাঠ, ছামা-সুনিবির
 আমে সহজ্য অনাভ্যরর গাটাজীবন, অভাবন্তিকী অক্ষা শার সহিত্য্ আমালী ইত্যাদি রবীন্দ্রলাপ ঠাকুরের
 ঘোটাগান্তর অনাভ্যর প্রামীন্তর কিবলা তার বিশ্বজনীন করী কারো বর্ষাধান্দর নামক কবিতার ঘোটগার
 সম্পর্কের বিশ্বজনার বর্ষাপ করেছিল ভাতে ঘোটগান্তর বিশিক্ষ্য চম্বক্ষবানের স্বর্ধট উঠাছে।

ছোট প্ৰাণ ছোট বাথা, ভোট ছোট দুলথ কথা
নিভাপ্তই সহজ্ঞ সংবদ,
সহস্ৰ বিশ্বটিভ বালী
প্ৰভাৱ কেন্তেছ ভাসি
ভানি মু-চাবিটি অপুন্ধান।
নাহি বৰ্ণনাৰ ছটা,
নাহি বৰ্ণনাৰ ছটা,
নাহি তত্ব-নাহি উপ্পাদশ
অপ্তৱে অস্কৃতি বাবে সাম্ব কৰি মানা বাবে
প্ৰায় কৰা ইউল না শেষ।

এঃ "নীদাপর্পণ" নাটকের সাহিত্য, মূল্যের চেয়ে নামাজিক মূল্য বেলি ।" "মন্তব্যটির পক্ষে কিছু লিপুন উল্পর : দীনকন্ত্র মিয়ের প্রথম নাটক বেলামীতে মুক্তিক "নীদাপর্পণ"। ইবেরজ দীলকারাক অভ্যাচারে এ সেপোর কৃষক জীবনের দুর্বিহত অবস্থার পারিবর্তন ঘটানোর কেন্দ্রে এই নাটকলি কর্কত্ব অপলিমি। - নীদাকরণের অভ্যাচারের বিকক্ষে উল্লেশামূলক নাটক হিসেবে রার্জি হলেও এর মধ্যে গ্রামাসমাজের যে পরিকয় মুনটে উঠেছে আ তথকালীন নাটসাহিত্যে বিশ্ একান্তই অভিনব। নাটকটির মধ্যে এ দেশের শাসক ও শাসিতভানের সংগ্রহ, অর্প্তমৈতিক দিক দিয়ে দেশের অবস্থা, সভ্য মানুষের মধ্যে বর্ধরতার পরিচয় ইভ্যাদি সামাভিক দিক সার্থকভাবে ব্রুপায়িত হয়েছিল। তাই 'নীগদর্পণ' নাটকটির সাহিত্য-মূল্যের চেয়ে সামাভিক মূল্য বেশি।

। নজরুপের বিদ্রোহের নানা প্রান্ত উন্মোচন করুন।

क्षेत्रक : वारणा সाहिरका निराहायि करि कांकी सक्तरून देशमारम्य व्यविकार कृमस्यकृत मरक। प्रमाण-व्यकामारस्य विकाद सक्तरून देशमार मित्री विराहाद एपाएना करतिहरून। एवस शरीकराव प्रकासा यर स्थाद महिरक्तर वर्की दि त्या निर्देश प्रामुत्रके, या व्यक्तिय सरका व्यक्तियों केवाल पूर्वे क्रेटीकिंग। स्वाधीयोगां व विद्यार्थी करिकाय प्रमाण निवा कात रिवादराव व्यक्तमा। प्राया किसे विदास वेली, 'क्षांक्र वाला, 'क्षांक्रीयां' अक्षरिक कारा वाला 'क्षांक्री' व्यक्त वाह के 'क्षांक्रीय' गामन वेदेश रिवादरन गार्थक व्यक्तम पारियारमः।

- ঠ. "বেশান রোকেমাই বাংলা সাহিতে প্রথম নারীবাদী দেখক" -কথাটি ব্রথিয়ে দিন। উত্তর: ফুলিম নারী জাগরণের আচুও কোম রোকেয়া সাথাওয়াত হেলে। পর্পার নামে নারীর ব্যক্তিব্রথ অব্যাননা পৈশব থেকেই রোকেয়ায় মনে উত্ত কোন্যরোধের সম্বাধা করে একং নারীর প্রতি সমাজের নানা অভ্যান্তর ও অনহিত্যুক্তা ভার মনে বিশ্রোকে সুর মানিক করে তোলে। অব্যান্তরাপ্রকারীক করেতে ক্রিক্টি প্রথম পোক্ষী ধাকা করেন। এজেনা ফিনি রালা সাহিত্যের থকা নারীবাদী কাকা।
- জ. "জসীমউদদীনের কবিতার বিষয় কেবলই রাম"। কেন? জবর: 'পট্টাকবি' নামে খ্যাত জসীমউদদীন গতানুগতিক কাব্যপ্রবাহে ব্যতিক্রমের সৃষ্টি করেছে। রাম বাংলার জীবনালেখা তার কাবের চমথকার সার্থকতা সহকারে বিধৃত বয়েছে। রামের অপিন্যিকত মানব-মানবীর সুখ-মুখ, আনাব-কেদানা তার কাবের বিশেষভাবে ফুটে উঠেছ। 'দকদী কাবার মাঠ' এদিক বেকে অলন। জগীমউদদীন তকাদীন বিক্ষোভ ও আলোদ্বন থেকে নিজকে সরুপান সর্বারমে রেবে রামীশ প্রকৃতিক অনাবিল সাক্ষিকে সরুপান বার্জন করে বিশ্বারম্বন করে করে প্রামীশ এক্টিকর অনাবিল নাজিকে। এজনা তার কবিতার বিষয় কেবলই রামে।
- ত. বাংলাদেশের একজন গদ্য দেখকের পরিচয় দিন। উক্তর্ব: বাংলা গদোর বিশিষ্ট পিয়ী প্রমার এমিবুরী। তিনি ৭ আগন্ত ১৮৬৮ সালে পিতার কর্মক্রের মপোরে কল্পরাংশ করেন। তার পৈতৃক নিবাস পাবনা জেলায়। বাংলা, ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যে সুপর্বিত প্রমাথ টোবুরী 'বীরবল' ছক্নামে অনেক রচনা প্রকাশ করেন। তিনি বাংলা গদোর বিশিষ্ট শিল্পী। বার্তিক নাগরিক রুচি, প্রথব বুলির নীরি, অপুর্ব বাকচারুর্থ ও ক্রিকার রুকিক। তার তিনি তার গদা রচনা সমৃত্ত করেন। গদোর চিলি তারিতর জনা তিনি বিশেষভাবে প্রবর্গীয়। ২ সেন্টেম্বর ১৯৬৬ সালে তিনি পারিবিকেতনে মৃত্যুবরণ করেন।
- শ. অকুপে মেক্রপারি' বাংলা কবিতার অন্তর্থীন প্ররোগার উচ্চা এ প্রসঙ্গে কল্প কথার লিপুর । উত্তর্গ : ভাষা আন্দোলন তথা একুপে মেক্রপারি বাংলার মানুপর মধ্যে জাতীয় সতা ও চেতলা মেনে জায়াত করেছে তেনালি সাহিত্যকেও কক্ষ করে চুপ্লেছে। একুপেন প্রকাম কবিতা মাবরুক্ত জন্মান্দর, টেমুগ্রির "কানতে আদিনি, কানির দাবি নিয়ে এনের্মি" '৫২-এন ২২ মেকুপ্রারির সভাক্ত গটনার ২২ ফণ্টান মধ্যে এ কবিতা হালা করে। আরু জালার তাবাসনুসাহ, আলু মাহরুক্ত, শামসুর রাহমান, সিংলান্দার আরু জাকর, আছুল গাক্ষপর তোমনুসাহ, আলু মাহরুক্ত, শামসুর রাহমান, সিংলান্দার আরু জাকর, আছে। তাছড়া সমানামিক অন্যান্য কবিও অকুপে হেকুপ্রারির মাহরুক্তর অন্তর্জন করার উত্তর সংবাধনার করার সংবাধনার সংব

২৮তম বিসিএস ২০০৯ বাংলা : দ্বিতীয় পত্ৰ

- ১ যে কোনো একটি বিষয়ের রচনা লিখন :
 - ক. সাহিত্যে আদর্শবাদ ও বাস্তুবাদ
 - খ. সুশাসনে নাগরিক সমাজের ভূমিকা
 - গ. পার্বত্য শান্তিচুক্তি উত্তর : পষ্ঠা ৬৩৬।
 - ঘ, শিল্পীর স্বাধীনতা
 - ৫ আলসেরে আনন্দ।
- ২. বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখিত সংকেতের ইর্গোতে একটি প্রবন্ধ রচনা করুন :

সাহিত্যের প্রতিফলনে গণমাধ্যমের সহায়ক ভূমিকা।

- ক, সাহিত্যের নাগরিকতা ও আধুনিকতা সিহিত্য, নাগরিকতা ও আধুনিকতার সংজ্ঞা ও লক্ষণ; বাংলা সাহিত্যে-নাগরিক জীবনের উল্লেখ ও বিকাশ, কালগত ও বিষয়গত আধুনিকতা; বাংলা সাহিত্যে থার্যার্থ আধুনিক মননের প্রতিফলন, বাংলাদেশের সমর্কাদীন সাহিত্যে নাগর-জীবন ও আধুনিক ভারধারার প্রভাব।

 - প. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা [সংবাদপত্রের উত্তর ও বিজাপের রেখাতির, পণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সংবাদপত্রের ভূমিকা, রাজনৈতিক ও সামরিক বেদামরিক আমলাতত্ত্বের সমাজাচকরেশে সংবাদপত্রের অপবিপ্রবর্গত ও অবদান, বালগালেশের ফ্রকিড্রাকের পূর্বে ও পরের ভূমিকা, দিক্কালিও ও বারসায়ীদের মালিকানানিক সংবাদপত্রের অধীনকার বিশিকতারের ব্যাইর ও সংকারতার করবাদি ইজালা বি

উত্তর : পষ্ঠা ৭১০।

- ৩. যে-কোনো একটি বিষয়ে পত্র লিপুন :
 - ক. ব্যবসায়ে মৃগধন বিনিয়োগের বিষয়ে একটি চুক্তিপত্র রচনা করন। উত্তর

ফুজিপত্র প্রথম পক্ষ দিউয় পক্ষ মোঃ হাসিবুর রহমান মোঃ সোহবাব হোস্প ১০ হোসনী দালান রোভ ৬০ কাগজীটোলা চানখারপুল, লালবাণ, ঢাকা স্থ্যাপুর, ঢাকা

আমরা উভয়পক্ষ নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী মেনে নিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ মন্তিকে ও স্বেচ্ছায় নিম্নপ্বাক্ষরক[া] সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে এ চুক্তিপত্র সম্পাদন করলাম।

চক্তির শর্তসমহ

- ১. মেসার্স রহমান-হোসেন অ্যান্ড কোং নামে এ ব্যবসায় সংগঠনটি পরিচিত ও পরিচালিত হবে।
- সমগ্র বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালিত হতে পারবে। ৩৬ ইসলামপুর, ঢাকা-১১০০
 ঠিকানায় প্রতিষ্ঠানের বর্তমান প্রধান কার্যালয় থাকরে এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজনবাধে অন্য
 য়ে কোনো স্থানে শাখা কার্যালয় খোলা যাবে।
- ্ত প্রতিষ্ঠানটি তৈরি পোশাক উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারী হিসেবে ব্যবসায় পরিচালনা করবে।
- আপাতত ২০ লাখ টাকা ফুলধন নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ হবে এবং উভয় অংশীদার সমহারে ফুলধন সবববায় করবে। ভবিষাতে প্রয়োজন হলে তারা সমহারে অতিরিক ফুলধন যোগান দিবে।
- সমঅনুপাতে উভয় অংশীদার ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতি ভোগ করবেন।
- ৬. উভয় অংশীদার ব্যবসায় পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন। তবে প্রথম পক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং তার প্রতিষ্ঠানিক গঠনমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিতীয় পক্ষের অংশীদারিত থাকবে।
- ৭. প্রথম পক্ষ মাসিক ৩০,০০০ টাকা এবং দ্বিতীয় পক্ষ মাসিক ২০,০০০ টাকা হারে বেতন পাবেন।
- ৬. প্রত্যেক অংশীদার প্রতিমানে ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত উত্তোপন করতে পারবেন এবং এর ওপর ৫% সুদ ধার্য হবে।
- প্রতিষ্ঠানের বৃহত্তর স্বার্থে এবং উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে প্রয়োজনবাধে নতুন অংশীদার গ্রহণ করা যাবে।
- চুক্তির শর্তানুযায়ী বা পরম্পরের সন্মতিক্রমে যে কোনো অংশীদার অবসর গ্রহণ করতে পারবেন। তবে অবসর গ্রহণের ছয় মাস আগে অবসর গ্রহণের নোটিশ দিতে হবে।
- ১১. কোনো অংশীদারের মৃত্যু হলে তার আইনানুগ উত্তরাধিকারী অথবা প্রতিনিধি জীবিত অংশীদারের সাথে চুক্তিবন্ধ হয়ে বাবসায় চালিয়ে যেতে পারবেন।
- ১২. অবসর গ্রহণকৃত বা মৃত অংশীদারের পাওলা পরবর্তী ৩ মাসের মধ্যে নির্ধারণ করতে হবে এবং পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যে সমান ৩ কিস্তিতে পরিশোধ্য হবে।
- ১৩. অত্র চুক্তিপত্রের যে কোনো ধারা পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিলে তা পারস্পরিক সম্বতিক্রমে করতে হবে। তদুপরি প্রয়োজনে যে কোনো নতুন ধারাও উভয়পক্ষের সম্বতিক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

উপর্যুক্ত ধারাসমূহ মেনে নিয়ে আমরা উভয়পক্ষ নিম্ন সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে স্বাক্ষর প্রদান করলাম।

সাক্ষীগণের স্বাক্ষর	পক্ষদ্বরের স্বাক্ষর ও তারিখ
১. আব্দুর রহমান	প্রথম পক্ষ : মোঃ হাসিবুর রহমান
১৭ ইসলামপুর, ঢাকা	তাং ০৮.০৮.২০১৪
S SHEETH RELIEF	

১৫/২ লালমাটিমা, ঢাকা ছিন্তীয় পক্ষ : মোঃ সোহরাব হোসেন ৩. শরিফুল ইনলাম ১৪/০ নবাবপুর, ঢাকা থ, ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরের সড়ক ব্যবহারের অনুমতি প্রার্থনা করে প্রতিরক্ষা সচিবের কাচে একটি স্থাবকলিপি বচনা করুন।

উত্তর :

ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরের সড়ক ব্যবহারের অনুমতি প্রার্থনা করে প্রতিরক্ষা সচিব মহোদয়ের নিকট স্থাবকলিপি

জনাব

আমরা ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের উত্তরপ্রান্তের মাজ, বাইদারটেক, বালুরঘাট এলাকার সাধারণ জনগণ। ক্রান্টেনমেন্টের দক্ষিণ পাশেই রয়েছে রাজধানীর অন্যতম শিল্প এলাকা তেজগাঁও থানা। তেজগাঁও শিল্প এলাকা থেকে ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে চলাচলকারী সড়কটি তথু সামরিক ও ভিআইপিদের জন্য তেজগাঁও এলাকায় যেতে আমাদের মতো সাধারণ জনগণের এ সড়ক ব্যবহারের অনুমতি নেই। ক্রান্টনত্ত্বনী এলাকাটি ডিম্বাকার। আয়াদেবকে তেজগাঁথয়ে যেতে হয় ক্যান্টনয়েন্টের পাশ দিয়ে গমনকারী সড়কটি দিয়ে যার দৈর্ঘ্য ১৫ কিমি। এ সড়ক বেশি প্রশন্ত নয়। নিভাই লেগে থাকে যানজট। তাছাভা এ সভকে রিকশা-ভ্যানের জন্য কোনো আলাদা লেন নেই। ফলে সামান্য ১৫ কিমি পথ অভিক্রম করতে আমাদের ব্যয় হয় পাক্কা দুই ঘণ্টা। আমাদের এলাকার অধিকাংশ ছেলেমেয়ে তেজগাঁও থানাব বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে। তেন্ত্রগাঁও থানায় রয়েছে সব নামকরা স্কল, কলেভ বিশ্ববিদ্যালয়। ফলে এসব ছেলেমেয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌছাক্ষে নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে। এতে করে তাদের পড়ালেখা বিশ্লিত হচ্ছে। এছাড়া তেজগাঁও হচ্ছে দেশের তথা রাজধানীর শিল্প এলাকা। এসব শিল্পসাম্ম্যীর জন্য আমরা অধিকাংশেই তেজগাঁও এলাকার ওপর নির্ভরশীল। এসব শিল্পসাম্মী আমাদের এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে অর্ডার দেয়া হলেও তারা সঠিক সময়ে সরবরাহ করতে পারছে না। গুধ ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরীণ সভক ব্যবহারের অনুমতি না থাকায় আমাদেরকে এ অশেষ দুর্ভোগ পোহাতে হছে। তাই আপনার কাছে আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা যে, আপনি আমাদেরকে এ দর্ভোগ দুরীকরণার্থে প্রয়োজনীয় বাবস্থা গ্রহণ করবেন এবং এ অভ্যন্তরীণ সভক ব্যবহারের অনমতি নিশ্চিত করবেন।

> নিবেদক মোঃ শাহাদাৎ হোসেন

তারিখ : ০৬.০৮.২০১৪ ঢাকা

মাধ্র, বাইদারটেক, বালুরঘাট এলাকার সাধারণ জনসাধারণের পক্ষে
কিশেক করে সবিধা পালানের যৌক্তিকতা ও দাবি জানিয়ে

 আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসায় বিশেষ কর সুবিধা প্রদানের যৌক্তিকতা ও দাবি জানিয়ে জাতীয় রাজক বোর্ডকে একটি চিঠি লিপুন।

উত্তর :

তারিখ : ০৫.০৮.২০১৪

চেয়ারম্যান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয়: আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসায় বিশেষ কর সুবিধা প্রদান প্রসঙ্গে।

জনাব,

আমাদের দেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। আমাদের দেশের জনসংখ্যাধিক্যের কারণে কৃষিজমির পরিমাণ খবই কম। চাহিদা অনসারে আমরা আমাদের সকল খাদাদ্রব্য, পণ্যসাময়ী উৎপাদন করতে পার্রাহ্ট না। ফলে নিত্রপ্রয়োজনীয় এনব সাম্মীর (চাল, ভাল, পৌরাজ ইন্ডালি) একটা বিরাট অবল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। কিন্তু আমদানি কর্ম বেশি (১০%) হব্যার করমের একর প্রকাশয়টা হিবিনা অনুদান করা ক্ষর হছেল ।। একভারুয়া আমানের ধারনায়ী সংগঠনের পক্ষ থেকে আমি আপনার কাছে আমদানি কন্ধ তাই, করার দাবি জানান্দি। আবার, কতিপার দুশুলা গুরুপকা, ইলকার্ট্টানির সাম্মীর জন্য আমানেরে সম্পূর্ণ বাইরে করার করার নির্কাশ হয়। একার মুক্তাশান্ত্রীর করার ৪% এর স্থাল কর অবকাশের নাবি জানান্দি।

প্রচাল, এসার সাম্ম্যীর রস্তানি কছেও রয়েছে অতিমারার। কছাবিকার কারণে তৈরি পোশাক, শিল্প চা, পাট, আমাকসহ অন্যান্দা পণোর কার্মানি কারে মাছে। মাজন সকলার রাবামাধ একটা বত্ত আরের বৈদ্যোগিক ক্সা। এই আমানের বাবদালী সংস্টানের গাক বেকে আগনার বাবাহ দাবি, বাপানারে আপনি সরকারের আগনা একটা সমান্যাতা আন্যান্দান সংক্ষা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এবাই কারনে।

অক্তএব, বিনীত প্রার্থনা, আমদানি ও রপ্তানির উপরিল্লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে সঠিক পানক্ষেপ গ্রহণ করতে আপনার একান্ত মর্জি হয়।

मेरवजक

(মোঃ সায়েম চৌধুরী) আমাদানি-বুগুানি ব্যবসায়ী সংগঠনের পক্ষে

২৭তম বিসিএস ২০০৬, বাংলা প্রথম পত্র

দ্রিকা : বাংলা ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাণ শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রত্যেক প্রশ্নের শ্লান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখালো হয়েছে।।

ভাব-সম্প্রসারণ করুন :

ক. মানুষ বাঁচে তার কর্মের মধ্যে, বয়পের মধ্যে নয়।
 ভাব-সম্প্রসারণ: জনু-মৃত্যু সুষ্টার নিয়মের অধীন। কিছু কর্ম মানুষের হাতে। এক মুহুর্তের কর্মবলে মানুষ

 পথিবীতে আমাদের আগমন ঘটেছে। আর মানুষ হিসেবে প্রত্যেককেই আমাদের সে কথ মনে রেখে সম্মুখ পানে অগ্রসর হওয়া উচিত।

Man may live not by years but by achievement. অর্থাৎ এ কথাই স্বতঃসিদ্ধ নে 'মানষ বাঁচে তার কর্মে, বয়সে নয়।'

অথবা

খ, পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না।

ভাব-সম্প্রসারপ : সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে নিজেকে নিবেদন করাতেই মানুষের জীবনের সার্থকতা পুষ্পের সার্থকতা যেমন আত্মতাগে, ব্যক্তিজীবনের সার্থকতাও তেমনি সামগ্রিক সামাজিক কলাভ নিজকে বিলিয়ে দেয়ার মাঝে। পরের জনা নিজেদের নিগুশেষে বিলিয়ে দেয়ার মাঝে আছে পরম সহ অনির্বচনীয় আনন্দ ও অপরিসীম পরিতপ্তি। পূষ্প যেন মানবরতী জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। সৌন্দর্য ও সৌরভে পষ্প অনুপম। অরণ্যে কিংবা উদ্যানে যেখানেই যুল ফুটুক সে নিজের জন্য ফোটে না নিজের সৌন্দর্য ও সৌরভকে অনোর কাছে বিলিয়ে দেয়াতেই তার পষ্প জীবনের সার্থকতা পরিব্রতার প্রতীক বলে মূল দেবতার চরণে নির্বেদিত হয় নৈবেদা হিসেবে। ফলের সৌরভ ও সৌনর্হ তার নিজের হলেও সকলের কাছে নিজেকে উজাড করে দিয়েই ফুল জীবনের সার্থকতা পায় মানুষের জীবনও অনেকটা ফুলের মতো। তাই চারিত্রিক মাধর্যে সে জীবন হওয়া উচিত ফলের মতোই সন্দর, সরভিত, পবিত্র ও নির্মণ। ফুলের মতোই তা নিবেদিত হওয়া উচিত পরের জন্য সমাজের স্বার্থে। সমাজবন্ধ জীবনের আশ্রয়েই মানুষের অস্তিত। তাই সমাজের প্রতিটি মানুষের রয়েছে বহু দায়বদ্ধতা। সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যকে ভূলে কেবল নিজের ভোগসুখে মত্ত হলে মানুং হয়ে পড়ে সংকীর্ণ ও স্বার্থপর। তার চেয়ে পরের কল্যাণে আত্মনিবেদনের রতে অনেক সুখ। সমাজে যারা দঃখ-যন্ত্রণায় পর্যুদন্ত, সেবা ও সহমর্মিতার চেতনা নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াতে পারলে, দুর্থ মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারলেই মানুষের জীবন সার্থক হয়। তাই মানবজীবনের মূলমন্ত্র হঞা উচিত— 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।' সব মানুষ যেদিন ফুরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পরের কল্যাণে জীবনকে বিলিয়ে দিতে পারবে সেদিনই সমাজজীবনে দুঃব यञ्जना, देवस्त्यात व्यवसान इत्त । मानुत्यत जीवन इत्त छेर्रत्य व्यानन्त्रधन ७ कन्गानमञ् ।

नात्रमर्भ निश्चन :

ক, মহাসমূদের শত বংসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ^{ভুমত} শিশুটির মত চপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই পুস্তকাগারের তুলনা ইইত এখানে ভাষা চপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্তির হইয়া আছে, মানবান্ধার অমর অগ্নি কাল অক্ষরের শৃত্য কাল চামড়ার কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা তাহিয় ফেলে, অক্ষরের বেডা দশ্ধ করিয়া একবার বাহির হইয়া আসে, কালের শঙ্খ-রক্ত্রে এই নীরব সর্ভ্ বংসর যদি এককালে ফুৎকার দিয়া উঠে, তবে সে বন্ধনমুক্ত উদ্ধ্বসিত শব্দের প্রোতে দেশ-বিদে ভাসিয়া যাইত। হিমালয়ের মাধার উপরে কঠিন তুষারের মধ্যে যেমন শত শত বন্যা বাঁধা প^{ত্রিরা} আছে, তেমনি এই পুস্তকাগারের মধ্যে মানব হৃদয়ের বন্যাকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে।

বিদ্যুৎকে মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে। কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের ^{মধ্যে} বাঁধিতে পারিবে। কে জানিত সঙ্গীতকে, হৃদয়ের আশাকে জাগ্রত আত্মার আনন্দ-ধ্যনিং আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে পুরিয়া রাখিবে, অতলম্পর্শ কাল সমুদ্রের উপর কে^{র্ন} একখানা বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে।

সারমর্ম : জ্ঞানের মহাসমূদ গ্রন্থাগার। ইতিহাস, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা লাইবেরির পস্তকরাজিতে বাঁধা পড়ে আছে। এ ভাবের বন্যা মানুষের মনোজগতকে জ্ঞান শক্তিতে সমৃদ্ধ করতে পারে। আর গ্রন্থের জ্ঞান প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম, দেশ থেকে দেশান্তর, কাল থেকে কালান্তর পর্যন্ত অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝে সেতৃবন্ধন রচনা করে।

ৰ এ দৰ্ভাগ্য দেশ হতে, হে মঙ্গলময়, দর করে দাও তমি সর্ব তচ্ছ ভয়-লোকভয়, রাজভয়, মতাভয় আর। দীনপ্রাণ দর্বলের এ পাষাণভার. এই চির প্রেষণ যন্ত্রণা, ধূলিতলে এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে এই দাসতে রজ্জ অস্ত নতশিরে সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারম্বার মনুষ্যমর্যাদাগর্ব চির পরিহার-এ বহৎ লজারাশি চরণ-আঘাতে চর্ণ করি দূর করো।

সারমর্ম : মানুষের জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করতে হলে চাই মুক্তি। বন্ধনের দাসতে জীবনের বিকাশ রুদ্ধ হয়ে পড়ে, মনুষ্যত্ববোধ ও মর্যাদা হয় খণ্ডিত। আত্ম-অবমাননা মানুষের জীবনসোতকে ক্ষীণ ও সংকীর্ণ করে তোলে। উদার মক্তির স্পর্শেই মানম মহৎ হতে পারে এবং ব্যক্তিত ও মন্যাতের বিকাশ ঘটাতে পারে। তাই সমস্ত লাঞ্চনা আর বঞ্চনা উপেক্ষা করে মুক্ত আকাশের নিচে জাতি মাথা উঁচ করে দাঁডাক—এটাই আজকের কামনা।

	অবদ্ধ	वस
	তিনি শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করেছেন।	ক, তিনি শহীদ মিনারে শ্রন্ধাঞ্জলি প্রদান করেছেন।
력.	জাপান একটি সমৃদ্ধশালী দেশ।	খ, জাপান একটি সমৃদ্ধ দেশ।
श.	কাব্যটির উৎকর্ষতা প্রশংসনীয়।	গ, কাব্যটির উৎকর্ষ/উৎকৃষ্টতা প্রশংসনীয়।
घ.	রবীস্ক্রনাথ ভয়ঙ্কর প্রতিভাবান কবি ছিলেন।	ঘ. রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত প্রতিভাবান কবি ছিলেন।
6 ,	তার কথার সঙ্গে কাজের সামঞ্জস্যতা নেই।	ঙ, তার কথার সঙ্গে কাজের সামঞ্জস্য নেই।
5.	দারীদ্রাতাই মধুসূদনের শেষ জীবনের বৈশিষ্ট্য।	চ, দারিদ্রাই মধুসুদনের শেষ জীবনের বৈশিষ্ট্য।
8	দূর্জন বিদ্যান হলেও পরিত্যজ্ঞা।	ছ, দুর্জন বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্য।
ei.	নেপালের ভৌগলিক সীমা বর্ণনা কর।	জ. নেপালের ভৌগোলিক সীমানা বর্ণনা কর।
4.	সে কৌতৃক করার কৌতুহল সম্বরন করতে পারল না।	ঝ. সে কৌডুক করার কৌডুহল সংবরণ করতে পারল না।
	স্বাধীনোপ্তরকালে বাংলা নাটকের অত্যাধিক উন্নতি সাধিত হয়েছে।	ঞ, স্বাধীনতান্তোরকালে বাংলা নাটকের অত্যধিক উনুতি সাধিত হয়েছে।

- উপযুক্ত শব্দ বা শব্দসমষ্টি দিয়ে শৃন্যস্থান প্রণ করুন :
 - ক. গরিবের গায়ে ভাল নয়। (হাত তোলা)
 - থ. আছে বলে চাকরটাকে বিদায় করে দিয়েছি। (হাতটান)
 - গ্রাজায় রাজায় যদ্ধ হয়, প্রাণ যায়। (উল্রখাগড়ার)
 - ঘ. আমার সন্তান যেন থাকে —। (দুধে-ভাতে)
 - ঙ. তপ্ত ভাতে নুন জোটে না, घि। (পান্তা ভাতে)
- ৫. যে কোনো পাঁচটি বাগধারা দিয়ে বাক্য রচনা করুন :
 - ক, অকালবোধন (অসময়ে আহ্বান) : খাওয়ার সময় ঘুমের জন্য অকালবোধন করো না।
 - খ্ৰ ঈদের চাঁদ (আকাজ্জিত বস্তু) : অনেক দিন পর ছেলেকে কাছে পেয়ে বন্ধ মা যেন ঈদের চাঁদ হাতে পেলেন
 - বলার চাল (আন্দার্ভনত বস্তু); অনেক দল শর হেলেকে কারে লোক কুল বা কল বলে লোকল গ্রপাথরে পাঁচকিল (উত্তত অবস্তা); যদ্ধের সময় অবৈধ সম্পদে অনেকে পাথরে পাঁচকিল নিয়েছে।
 - ঘ, আমড়া কাঠের টেকি (অপদার্থ) : তোমার মতো আমড়া কাঠের টেকি দিল্লা এ কাজ হবে ন।
 - পাছে কাঁঠাল গোঁকে তেল (প্রাণ্ডির পূর্বেই ভোগের আয়োজন) : গাছে কাঁঠাল গোঁকে তেল মেথে বলে না থেকে মন দিয়ে কাজ কর।
 - চ. চশমখোর (লজ্জাহীন) : ছেলের চশমখোর কাণ্ডে পিতা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।
 - ছ্ হাড়ে বাতাস লাগা (স্বস্তিবোধ করা) : সন্ত্রাসীটা মারা যাওয়ায় এলাকার লোকের হাড়ে বাতাস লাগলো
 - জ. রগচটা (যে একটুতেই রাগে) : করিমের রগচটা স্বভাব বন্ধুমহলে কেউ পছন্দ করে না।
 - ঝ. সোনার পাধরবাটি (অসম্ভব বস্তু) : জীবনে সোনার পাধরবাটি খৌজা বৃধা।
 - ঞ. ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা (বৃথা চেষ্টা) : সবকিছু শেষ হয়ে গেছে, এখন ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাধার চেষ্টা করে লাভ নেই।
- ৬. বাক্য রূপান্তর করুন (বন্ধনীর অন্তর্গত নির্দেশ অনুযায়ী) :
 - ক. চরিত্রহীন লোক পতর চেয়েও অধম। (জটিল বাক্যে) উত্তর: যে চরিত্রহীন সে পতর চেয়েও অধম।
 - খ. যে মিথ্যা কথা বলে, তাকে কেউ পছন্দ করে না। (সরল বাক্যে) উত্তর: মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না।
 - গ. তার প্রচুর ধনসম্পদ থাকলেও সে সুখী নয়। (যৌগিক বাক্যে) উত্তর : তার প্রচুর ধনসম্পদ আছে কিন্তু সে সুখী নয়।
 - ঘ. মন দিয়ে লেখাপড়া কর, ভবিষ্যতে সুখী হবে। (জটিল বাক্যে) উত্তর: যদি মন দিয়ে লেখাপড়া কর, তবে ভবিষ্যতে সুখী হবে।
 - ন্ত, যেহেতু তার ধনসম্পদ আছে, তাই সে অত্যন্ত গর্বিত। (যৌগিক বাক্যে) উত্তর: তার ধন সম্পদ আছে তাই সে অত্যন্ত গর্বিত।
- ৭. যে কোনো পাঁচটির বাংলা পরিভাষা দিয়ে বাক্য রচনা করুন :
 - ক, Allotment; ব, Bankrupt; ব, Charter; ব, Embargo; ভ, Ombudsman; চ, Referendum; ছ, Subjudice; জ, Inauguration; ঝ, Deadlock; ঞ, Enterprise. ভবৰ :

 - খ. Bankrupt (দেউলিয়া)— দেউলিয়া লোক সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য হিতকর নয়।

- গ Charter (সনদ)— জাতিসংঘ সনদ প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র অনুসরণ করে থাকে।
- ছ Embargo (নিষেধাজ্ঞা)— ধূমপান সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনে সরকারি নিষেধাজ্ঞা আছে।
- Ombudsman (ন্যায়পাল)— আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ন্যায়পাল থাকা অত্যন্ত জরুরি।
 Referendum (গণতোট) সর্ববধানের কিছু অনুচ্ছেদ পরিবর্তনের জন্য গণতোট প্রয়োজন হয়।
- Referendum (গণভোচ) প্রবধানের ক্ষেপ্র অনুক্রেষ্ঠা নার্যবিক্তার রক্তা গণনভোচ প্রয়োজন হয়।
 Subjudice (বিচারাধীন) দুর্নীতি বিরোধী অভিযানে আটক নেতা-কর্মীদের অনেকে প্রধন্ধ বিচারাধীন।
- ্ব্র Inauguration (অভিষেক) টেক্ট ক্রিকেটে অভিষেক ম্যাচে আশরাফুল সেঞ্চুরি করেছিল।
- ক্স Deadlock (অচলাবস্থা) কর্মচারীদের আন্দোলনে বন্দরে এখন অচলাবস্থা বিরাজ করছে।
- ঞ্জ. Enterprise (সাহসী উদ্যোগ) রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের প্রেফতার করে বিচারের আক্ষরার আনা সবকারের একটি সাহসী উদ্যোগ।
- আওতায় আনা সরকারের একাচ সাংসা ডল্যোগ।

 নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন:

 > ১১/১ × ২০ = ৩০
 - ক্ত, বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন কী? এটি কে, কখন, কোথায় আবিষ্কার করেন? উত্তর : বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন– চর্যাপন। হরপ্রসাদ শাপ্তী ১৯০৭ সালে নেপাল রাজ দরবারের গ্রন্থাগার থেকে চর্যাপন আবিষ্কার করেন।
 - ৰালা মঙ্গলনাথারার দুজন বিখ্যাত কবির নাম শিখুন, প্রত্যেকের একটি করে কান্যের নামসহ।
 উত্তর: বাংলা মঞ্চলকার্য ধারার দু'জন বিখ্যাত কবি হলেন কানাহরি দত্ত ও মানিক দত্ত।
 কানাহরি দত্ত রচনা করেন 'মনসামঙ্গল' আর মানিক দত্ত রচনা করেন 'চত্তীমঙ্গল' কাব্য।
 - গ, রচয়িতার নামসহ মধ্যযুগের তিনটি রোমান্টিক কাব্যের নাম শিপুন। উত্তর : মধ্যযুগের ৩টি রোমান্টিক কাব্য এবং কবি হলেন—

কাব্য	কবি	
১. ইউসুফ জুলেখা	শাহ মুহম্মদ সগীর	
২. লাইলী মজনু	দৌলত উজির বাহরাম খান	
৩. মধুমালতী	মৃহশ্বদ কবীর	
	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	

- ছ, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কত সালে কী উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছিল? উত্তর: বাংগাদেশে কর্মনুত ইউ ইভিনা কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীদের দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের জন্ম তক্ষালীন ইংরেজ শাসিত ভাষতের গর্ভার্ন জেনারেল শর্ভ গ্রেমলেনলি কর্তুক ১৮০০ বিশ্বাধে কলকাতায় মোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ কী এবং এটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
 উন্তর : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'বেতাল পর্ববিশেতি'। গ্রন্থটি ১৮৪৭
 সালে প্রকাশিত হয়।
- শ্বপূদ্দদ দত্তের একটি মহাকাবা, একটি পত্রকাব্য ও একটি দাটকের নাম পিখুন। উত্তর : মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত মহাকাব্য হলো 'মেখনাদবধ কাব্য' (১৮৬১), তার বিখ্যাত পত্রকাব্য হলো 'বীরাঙ্গনা' (১৮৬২) এবং তার রচিত নাটক 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৮)।

- জ 'বিষাদ সিন্ধ' কাব লেখা? তাব আব একটি প্রস্তের নাম লিখন। উত্তর : তিনটি পর্বে রচিত 'বিষাদ সিন্ধ' গ্রন্থটি রচনা করেছেন মীর মশাররফ হোসেন। তার রচিত অন্য একটি গ্রন্থ 'রত্নবতী' (১৮৬৯)।
- বা, রবীন্দ্রনাথ কত সালে কোন গ্রন্থের জন্য নোবেল প্রস্কার লাভ করেন? উত্তর : বিশ্বকবি রবীন্দনাথ ঠাকর তার 'গীতাঞ্জলি' কাবা ও অন্যান্য কাবোর কিছ কবিতা 'Song Offerings' নামে প্রকাশ করে ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পান।
- ঞ 'নীলদর্পণ' কে লিখেছেন? তাঁর একটি বিখ্যাত প্রহসনের নাম লিখন। উত্তর - 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটকটি বচনা কবেন দীনবন্ধ মিত্র। দীনবন্ধ মিত্রের বিখ্যান্ত প্রহসন 'সম্ববার একাদশী' (১৮৮৬)
- ট নজরুলের জনা সাল ও মত্যে সাল লিখন। खेंबर - वाला সাহিত्যেत 'विक्राही' थारू कवि कांछी मस्त्रकल उँमनाम ३८ (म ४५%) (वाला ५५ हिल्ले ১৩০৬) সালে জন্মাহণ করেন। ২৯ আগন্ট ১৯৭৬ খিটাবে (বাংলা ১২ ভাদ ১৩৮৩) মতাবরণ করেন। ঠ জসীয়উদদীনের জিনটি কারেরে নাম লিখন।
- উত্তর : পশ্রীকবি জসীমউদনীন রচিত ওটি কাব্য হলো- ১, রাখাদী (১৯২৭) ২, বালুচর (১৯৩০) ৩, ধানখেত (১৯৩৩)।
- ড. 'অবরোধবাসিনী' কে লিখেছেন? তিনি কী হিসাবে বিখ্যাত? উত্তর - 'অবরোধবাসিনী' (১৯৩১) বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের গদগ্রন্থ। তিনি মুসলিম নারীমক্তি আন্দোলনের একজন অন্যতম পথিকং।
- ত ফবকথ আহমদের দটি কাব্যের নাম লিখন। উত্তর : ইসলামী রেনেসার কবি ফররুখ আহমদ বচিত দটি কাব্য হলো- ১. সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪) ২, সিরাজাম মুনীরা (১৯৫২)।
- ণ্ কায়কোবাদের আসল নাম কী? তার বিখ্যাত মহাকাবোর নাম কী? উত্তর : কায়কোবাদের প্রকৃত নাম মুখ্যদ কাজেম আল কুরায়শী। তার বিখ্যাত মহাকাব্যের নাম 'মহাশুশান' (১৯০৪)।
- ত বাংলাদেশের একজন কবি, একজন ঔপন্যাসিক ও একজন নাট্যকারের নাম লিখন। উত্তর: বাংলাদেশের একজন কবি হলেন শামসূর রাহমান, ঔপন্যাসিক হুমায়ন আহমেদ এবং নাট্যকার সেলিম আল-দীন।
- থ, বাংলাদেশের দজন প্রধান কবি কে কে? তাদের প্রত্যেকের একটি করে কাব্যের নাম লিখন। উত্তর : বাংলাদেশের দুজন প্রধান কবি হলেন শামসুর রাহমান ও আল মাহমুদ। শামসুর রাহমানের কাব্য হলো 'বিধ্বস্ত নীলিমা' (১৯৬৭)। আল মাহমদের কাব্য হলো 'সোনালী কাবিন' (১৯৭৩)।
- দ 'কবব' নাটক কে লিখেছেন? ভাঁব আব একটি নাটকেব নাম লিখন। উত্তর : 'কবর' (১৯৫৩) নাটক লিখেছেন খ্যাতিমান নাট্যকার মনীর চৌধরী। তার অন্য একটি নাটক হলো 'রক্তাক্ত প্রান্তর' (১৯৬২)।
- ধ. সৈয়দ ওয়ালীউলাহ, শহীদলাহ কায়সার ও আব ইসহাক— এদের প্রত্যেকের একটি করে উপন্যাসের নাম লিখন উত্তর : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত একটি উপন্যাস হলো 'লালসালু' (১৯৪৮)। শহীদুল্লাহ কায়সার রচিত উপন্যাস হলো 'সংশপ্তক' (১৯৬৫) এবং আবু ইসহাক রচিত একটি উপন্যাস হলো 'সর্য দীঘল বাডি' (১৯৫৫) ।
- ন, 'পিজরাপোল', 'জেগে আছি' এবং 'আস্কলা ও একটি করবী গাছ' গ্রন্থ তিনটির লেখকদের নাম লিখন। উত্তর: পিজরাপোল – শওকত ওসমান; জেগে আছি– আলাউদ্দিন আল আজাদ; আত্মজা ও একটি করবী গাছ- হাসান আজিজ্বল হক।

২৭তম বিসিএস ২০০৬, বাংলা দ্বিতীয় পত্ৰ

। ক্ষুব্য : বাংলা ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। অভাক প্রস্নের মান প্রস্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছো

- ্য কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ পিখুন : ক্র বাংলাদেশে দুর্নীতি ও সন্ত্রাস : সমাধানের উপায়
 - উত্তর : পষ্ঠা ৬৭৬।
 - ৰ জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ বনাম বিশ্বায়নের মতবাদ
 - র জাতীয় সংস্কৃতি ও বিশ্বায়নের সংস্কৃতি ছত্ৰৰ - পষ্ঠা ৭৩৫।
 - ল আজকের দিনের প্রচার মাধ্যম
- छलत : शर्था १३৫। 🖔 আইন ও বিচারব্যবস্থা : বাংলাদেশের বাস্তবতা।
- ২, প্রদন্ত ইঙ্গিত অবলম্বন করে যে কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখুন : ক, বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ (বাংলাদেশের ঐতিহ্য, বর্তমান অবস্থান, বিশ্বায়নের অভিঘাত, লেখকদের ও রাজনীতিবিদদের মনোভাব, আন্তর্জাতিক ভাষা পরিস্থিতি, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা)।
 - ব, বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা (বাংলাদেশে আধুনিক উচ্চশিক্ষার ইতিহাস, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, রাষ্ট্রীয় নীতি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাম্প্রতিক উচ্চশিক্ষার উন্নতির खना की मतकात)।
 - গ, বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা (আধুনিক প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস, বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা : সরকারি বিদ্যালয়-বেসরকারি বিদ্যালয়-মাদ্রাসা-ইংলিশ মিডিয়াম কল-জাতীয় মানস গঠনে প্রাথমিক শিক্ষা, পাঠ্যপুস্তকের অবস্থা, বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কারের প্রয়োজন)।
 - উনর : পঠা ৮১৪। ঘ. স্বামাদের এই বাংলাদেশ (বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচয় ও প্রকৃতি, জলপ্রবাহ, রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা, বাংলাদেশের তেত্রিশ বছরের অগ্রগতি-রাজনীতি-অর্থনীতি-সংস্কৃতি, এনজিওসমূহের ভূমিকা সার্বিক উনুতির উপায়)।
 - ঙ. বাংলা বর্ণমালা ও বানান (বাংলা বর্ণমালার বৈশিষ্ট্য, বানানের সমস্যা, বর্তমান বাংলা ভাষা ও বানানের সমস্যা, বানান সংস্কার বিষয়ে বিভিন্ন মত, বানান-সংস্কারের সাথে বর্ণমালা সংস্কারও কি বিবেচা?)
 - ৩. ক. নববর্ষের দিন দেশের সার্বিক অবস্থার বর্ণনা দিয়ে নিউইয়র্কে প্রবাসী ভাইয়ের কাছে একটি পত্র লিখুন। ২০
 - ৰ. বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে নিজের আর্থিক দুরবস্থার বর্ণনা দিয়ে অর্থ সাহ্যয্যের জন্য উপাচার্য সমীপে একটি পত্র লিখন।

গ. আপনার এলাকায় শিক্ষামন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে এলাকার শিক্ষার সম্ভাব্য উনুতির আবেদন সংবলিদে একটি স্থাবকপরে বচনা করুন।

২৫তম বিসিএস : ২০০৫

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা: পূর্ণমান : ১০০

শ্রন্থিব্য : বাংলা ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চল্ প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের ভান পাশে দেখানো হয়েছে।

১. যে কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ লিখুন :

- ক, আইনের শাসন ও বাংলাদেশ
- উত্তর : পৃষ্ঠা ৬২৭। খ্যা মক্তবাজার অর্থনীতি
- গ্, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সফল ও কফল
- a. বাংলাদেশে আর্সেনিক সমস্যা
- ভ. তথ্যপ্রযুক্তি ও বর্তমান বিশ্ব
- উত্তর : পষ্ঠা ৭০১ ও ৭০৬।

২, ভাব-সম্প্রসারণ করুন :

তার্থ-পার্রাশ বর্মণ : ক. সংশ্কৃতি শব্দটি উচ্চারণ করা সহজ, বোঝা কঠিন এবং বোঝানো কঠিনতর।

সংস্কৃতিৰ দৃতি ব্ৰূপ আছে— প্ৰকৃত্যত সাম্মৃতি ও অবন্তুগত সংস্কৃতি। মানুষ আৰু জীবনাগদের নিৰ্দশ্য পৰিক্ষায় যেনৰ বন্তুগত সামায়ী সৃষ্টি কবেছে তার সমষ্টিই হলো বন্তুগত সংস্কৃতি। দেনশ খৰ-বাছি, তেজসপত্র, আসবাবদ্ধ, শিৱ-কারখানা, রাজাঘাট ইত্যালি। বন্তুগত সংস্কৃতি বাদেশ খর-বাছি, তেজসপত্র স্থান প্রদেশ কর্মান্ত কার্যান্ত বাছে বাছাল বাছাল করার কার্যান্ত নির্দান করার কার্যান্ত নির্দান করার কার্যান কা

ৰ স্বাধীনতা অৰ্জন করার চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন।

ত্তা কোনো দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয় যথেষ্ট ত্যাপ-ভিতিক্ষার মধ্য দিয়েই। বিদেশী শাসন-শায়ের বিশেষণা থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন হয় কমি সংগ্রাকের এয় ক্ষেত্রই বিদেশী শাসক প্রকৃত্ত হার বিদ্যালয় থেকে মুক্তির জান প্রায়ালয় হয় কমি সংগ্রাকের এয় ক্ষেত্রই বিদেশী শাসক পরিছ হয় পরাক্রমণালী। তাদের বাজনে সুক্তৃত্ব এ বিদ্যাল সাংগঠনিক শক্তি এবং মুক্তিনিকের প্রস্তুত্তি । স্বাধীনতা মুক্তে সংগ্রাম হয় প্রতাপ, শারু থাকে প্রকাশ্য এবং শালু হয় কর্মনার প্রায়ালয় কর্মনার ক্ষাম কর্মনার ক্ষাম কর্মনার ক্ষাম ক্ষাম ক্ষাম ক্ষাম ক্ষাম ক্ষাম হয় আগালী মানোভাৰ নিয়ে স্বার্থকির ক্ষামন্ত্রী হয় মানার ক্ষামন্ত্র হার ক্ষামন ক্ষামন্ত্র হয় কর্মনার ক্ষামন্ত্র হার ক্যামন্ত্র হার ক্ষামন্ত্র হার ক্ষামন্ত্র হার ক্ষামন্ত্র হার ক্ষামন্ত্র হার ক্যামন্ত্র হার ক্ষামন্ত্র হার ক্ষামন্ত্র হার ক্যামন্ত্র

৩. সারমর্ম লিখন -

অথবা

খ. জীর্ণ পথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তপ-পিঠে

চলে যেতে হবে আমাদের।

চলে যাব– তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ

প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,

এ বিশ্বকে এ শিন্তর বাসযোগ্য ক'রে যাব আমি— নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

সারমর্ম : মানবজীবন বুবই জনাহারী। অসংখ্য সমস্যার জারিত পৃথিবী ক্রমারের জীপ-নাও বার্থ করে মাতেছ। তাই জনাহারী। জীবনে মাতদিন পৃথিবীতে থাকা ববে তাতদিন প্রত্যেতিক ই তার্থ করে মাতদে। তাই জনাহারী জীবনে মাতদিন কুলিবীতে তালো কাজের মাধ্যমে গরবর্তী বংশবরদের জন্য সুখী-সমৃদ্ধ সুন্দর পৃথিবী গড়ার দৃহ অঞ্চিনর ক্রম্ব কুলিবীত মানুবা বানের যোগ্য রাখা।

৪. যে কোনো পাঁচটি বাগধারা দিয়ে বাক্য রচনা করুন :

ক, আঠারো মাসে বছর (দীর্ঘসূত্রিতা)— আশরাফের তো আঠারো মাসে বছর, এমন জরুরি কাজ তাকে দিয়ে হবে না

খ. কালনেমির সঙ্কাভাগ (দুর্লভ বস্তু লাভের আগে তা উপভোগ করার অলীক কয়না)—গণির
মূখে একটি মূদি দোকান করেই লোহেল গুলগানে একটি পাঁচতলা বাড়ি কিনে সেখানে সুইনিং
পল তৈরির কথা ভাবছে, এ যে কালনেমির গঙ্কাভাগ।

গ. ঘর-জাত করা (অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধান করা)— বঙ্গু, অপরের সমস্যা না দেখে নিজের ঘর-জাত করো আগে।

ঘ, ঘাট মানা (দোষ স্বীকার করা)— ঘাট মানলাম, এমনটি আর হবে না।

ভ, চড় মেরে গড় (অপমানের পর সম্মান প্রদর্শন)— প্রকাশ্য জনসভায় সকলের সামনে যাঙ্গেতাই বলে এখন এসেছাে সােয়া নিতে, এ তাে চড় মেরে গড় হলাে।

চ. শিরালের ডাক (অতত কলা)— এমনিতেই সম্ভাস, টাদাবাজী, দলীয়করণে দেশের মানুগর নাজিরাস উঠেছে তার ওপর আবার জঙ্গিবাদ তৎপরতাকে মনে হচ্ছে শিরালের ডাক।

ছ, হাড়-হন্দ (নাড়ী নক্ষ্য)— আনিসকে পাধা দেবেন না, দে একটা ভণ্ড, আমি তার হাড়-হন্দ জানি। জ, অতি আশা বাধের বাসা (অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভাগো না)— ক্যাডার সার্ভিসে যোগ দেবে

বলে মজিদ অন্য চাকরিতে যোগ দিল না, এখন দেখা যাঙ্ছে চাকরির বয়স শেষ হয়ে যাঙ্ছে কিন্তু ক্যাডার সার্ভিসের দেখা নেই, এ যে দেখছি অতি আশা বাঘের বাসার মতো অবস্থা।

ক্ষা, পেটা গরম (খাবারে অরুচি হওয়া)— মধ্যাহ্ন ভোজের সময় পরিমাণের দিকে খেয়াল না করায় বঞ্চপুর পেট গরম হয়েছে, এখন সামান্য একটি আপেলও খেতে চাচ্ছে না।

এঃ ছ আঙ্গুলের আঙ্গুল (অতিরিক্ত)— খরজামাই জহির সাহেব সরকার বাড়িতে হয়েছে ছ আঙ্গুলের আঙ্গুল, তার কোনো গুরুত্বও নেই কাজও নেই।

৫. এক কথায় প্রকাশ করুন (যে কোনো পাঁচটি):

ক, আপনার রং যে লুকায় —বর্ণচোরা।

খ. একই গুরুর শিষ্য—সতীর্থ।

গ. কট্টে গমন করা যায় যেখানে—দুর্গম।

ঘ জয়ের জন্য যে উৎসব—জয়োৎসব।

জ সরোবরে জনো যা—সরোজ।

চ মৃত্তিকা দিয়ে নির্মিত—মূন্যয়।

্ত পুনঃপুনঃ দীন্তি পাছে যা—দেদীপ্যমান।

ক্র দ্বার জন্মে যে—বিজ।

ন্ধ সামনে অগ্রসর হয়ে অভার্থনা—প্রত্যাদৃগমন।

্ত্ত যে মেয়ের বিয়ে হয়নি—অনূঢ়া।

৬. তদ্ধ করে লিখুন :

ভাতদ্ব	24
ক, গড়ডালিকা প্রবাহ।	ক. গড্ডলিকা প্রবাহ।
ৰ, ইহার আবশ্যক নাই।	খ, ইহার আবশ্যকতা নাই।
গ্ন, এটা হচ্ছে ষষ্ঠদশ বার্ষিক সাধারণ সভা।	গ. এটা হচ্ছে ষোড়শ বার্ষিক সাধারণ সভা।
ঘ, সকল সদস্যবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।	ঘ, সকল সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন।
ঙ, তিনি স্বস্ত্রীক কুমিল্লায় বাস করেন।	ঙ. তিনি স্ত্রীক কুমিল্লায় বসবাস করেন।
চ, লোকটি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছে।	চ. লোকটি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে।
ছ, বর্নিত অবস্থা প্রেক্ষিতে তার আবেদন মঞ্জুর করা যায়।	ছ, বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার আবেদন মধ্বুর করা যায়
জ, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদেরকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে।	জ, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে।
ঝ, স্বাক্ষরতা কর্মসূচী সফল হয়েছে।	ঝ, সাক্ষরতা কর্মসূচি সফল হয়েছে।
ঞ, উপরোক্ত।	ঞঃ, উপর্যুক্ত।

সন্ধি বিচ্ছেদ করুন:

ক. যাণ্যাসিক = ষট + মাস + ইক

य. वाज्ञी = वाज + मी

গ. শয়ন = শে + অন

घ. भिथा = भिथ् + य + व्या

ত্ত. বিদ্যুদ্বেগ = বিদ্যুৎ + বেগ চ. পর্যালোচনা = পরি + আলোচনা

ছ. ঐশ্বরিক = ঈশ্বর + ইক

জ. অতীব = অতি + ইব

ঝ. তন্ধর = তৎ + কর ঞ. উৎসর্গ = উৎ + সর্গ

৮. নিমলিখিত প্রশ্নকলোর উত্তর দিন :

ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কত সালে?

- ১৯২১ সালে।

খ. খ্রীকৃষ্ণনির্ভন কাব্যের আবিষারকের পূর্ণনাম লিখুন, উপাধিসহ।

শ্রী বসন্তরঞ্জন রায়, তার উপাধি ছিল বিষয়্পরত'। (বাঁকুড়া জেলার বিষয়পুরের নিকটবর্তী কাঁকিল্যা থানের দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির গোয়াল ঘরের মাচা থেকে তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি শর্থাই করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাকে বিষয়্পরত' উপাধি প্রদান করে)।

- গ, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুসলিম কবি কে?
- শাহ মহন্দদ সগীর।
- ছ আলাখল বচিত তিনটি কাবেরে নাম লিখন।
- জ. ঈশ্বরচন্দ বিদ্যাসাগর রচিত 'দ্রান্তিবিলাস' ইংরেজি কোন বইয়ের অনবাদ?
- Comedy of Erros. (১৮৬৯ সালে বিদ্যাসাগর শেক্সপীয়রের Comedy of Erros বইটি অনবাদ করেন)।
- চ. বৈষ্ণব পদাবলীর দুজন পদকর্তার নাম লিখুন।
- _ বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস।
- ছ, 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' কার লেখা?
- _ ঈশ্বরচন্দ বিদ্যাসাগর। জ, প্রমথ চৌধুরীর ছন্মনাম কি?
- वीववन ।
- ঝ, মুনীর চৌধুরীর দুটি নাটকের নাম পিখুন।
- 'কবর' ও 'রক্তাক্ত প্রান্তর'।
- ঞ 'অঞ্চমালা' কাব্যের রচয়িতা কে?
- কায়কোবাদ (তার প্রকৃত নাম মুহন্দদ কাজেম আল কুরায়শী)।

২৪তম বিসিএস : ২০০৩

দ্রিষ্টব্য : বাংলা ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে প্রত্যেক প্রশ্রের মান প্রশ্রের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]

- ১. যে কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ লিখুন :
- ক সবার জন্য শিক্ষা
 - উত্তর : পণ্ঠা ৮১৪।
 - খ প্রসঙ্গ বাংলাদেশ এবং সার্ক
 - গ্রমল্যবোধের অবক্ষয় ও যুবসমাজ
 - উত্তর : পৃষ্ঠা ৬৮২। ঘ. পরিবেশ দৃষণ ও প্রতিকার
 - উত্তর : পৃষ্ঠা ৮৪৯। একশ শতকের পথিবী : আমাদের প্রত্যাশা
- ২. ভাব-সম্প্রসারণ করুন :
- ক বই কিনে কেউ দেউলিয়া হয় না।
 - উত্তর : পৃষ্ঠা ১৫৭। अर्थवा.
 - খ, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত কালচারের উদ্দেশ্য নয়-উপায়।

উত্তর : পষ্ঠা ১৬৮।

সারমর্ম লিখন :

ক্ত বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুক জানি। দেশে দেশে কত-না নগর বালধানী মানষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধ মরু. কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু নায় গেল অগোচরে, বিশাল বিশ্বের আয়োজন: য়ন মোর জুড়ে থাকে অতিক্ষুদ্র তারি এক কোণ। উত্তর : পৃষ্ঠা ২৬৭।

व्यक्षश्चा

ন ফার্যর্মের সহিত আমাদিগকে পা মিলাইয়া চলিতে হইবে, কিন্ত তাহার নিকট অমন করিয়া আজসমর্পণ করিলে চলিবে না। আমাদের বুঝিতে হইবে-যাহাকে আমরা ফুগধর্ম বলি, তাহার অনেকখানি হুজুগ-ধর্ম। এই হুজুগ-ধর্মের তাড়নায় ভাসিয়া না গিয়া তাহাকে রোধ করিতে পারিলেই আমাদের মঙ্গল। যাহারা চিন্তাশীল, যাহারা মহাপুরুষ, তাহারা আপন চিন্তা, পৌরুষ ও মহিমা দ্বারা ফুণ প্রবাহকে ফিরাইয়া দেন- ফুণ-ধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাঁহারা ফুদ্ধ করেন। আর যাহারা দুর্বল ও অপরিণামদর্শী, তাহারাই নৃতনের প্রথম আঘাতেই পরাজয় স্বীকার করে। উত্তর : পৃষ্ঠা ২৬৭।

অতদ	তদ্ধ
ক, বনান ভূল দোষণীয়।	ক. বানান ভুল দৃষণীয়।
খ্ ইহা প্রমাণ হয়েছে।	খ, ইহা প্রমাণিত হয়েছে।
গ. উৎপন্ন বৃদ্ধির জন্যে চাই কঠোর পরিশ্রম।	গ, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চাই কঠোর পরিশ্রম।
ঘ, অধীনস্ত কর্মচারীরা করেছে।	ঘ, অধীন কর্মচারীরা করেছে।
ঙ্ক, ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী।	ঙ. ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।
চ, জাপান উন্তৰ্শীল দেশ।	চ. জাপান উন্নত দেশ।
ছ বিনয় উন্নত ব্যক্তিত্যের উপাদান।	ছ, বিনয় উন্নত ব্যক্তিত্বের উপাদান।
জ. দুভূতকারীরা সমাজের শক্র ।	জ. দুঙ্তকারী সমাজের শক্র ।
ঝ. দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।	ঝ, দৈন্য/দীনতা প্রশংসনীয় নয়।
ঞ, বিবিধ প্রকার দ্রব্য কিনলাম।	ঞ,বিবিধ দ্রব্য কিনলাম।

উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পুরণ করুন :

- ক. সারাবছর না পড়লে পরীক্ষার আগে স্বাভাবিক। (চোখে সরবে ফুল দেখাটাই)
- খ. আমার বিষয়ে আপনি কেন করবেনঃ (অনধিকার চর্চা)
- গ. ভাবতে ভাবতে দিন শেষ হয়ে গেল। (আকাশ কুসুম)
- ঘ. সব সময় নিজের চলবে। (ওজন বুঝে)
- ত্ত. অধ্যয়নই ছাত্র জীবনের তপস্যা, একথা সত্য, তবে সত্য নয়। (একমাত্র)
- আজকাল অনেকেই মালিক হয়েছে। (কালো টাকার)
- 💆 পুলিশের ভয়ে লাফ দিতে গিয়ে চোর গেল। (মারা)

- জ. বিসিএস পরীক্ষা নয় যে এত কম পড়ে পেরে যাবে। (ছেলের হাতে মোরা)
- ঝ. হরিপদ কেরানী কারো নাই। (সাতেও নাই, পাঁচেও) ঞ সম্ভা তাঁর সম্ভির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে — থাকেন। (জড়িত/ মিশে)
- ৬ যে কোনো পাঁচটি বাগধাবা দিয়ে বাকা বচনা ককন
 - ক. কডায়-গণ্ডায় (পরোপরি) : হিসাবটা আমি আজ কডায়-গণ্ডায় নিব।
 - ৰ আডিপাতা (গোপনে শোনা) · সমন আডি পেতে সব কথা শুনে ফেলেছে।
 - গ, আমডা কাঠের ঢেঁকি (অপদার্থ) : তার মতো আমডা কাঠের ঢেঁকি দিয়ে এ কাজ হবে না
 - ঘ. কাঠের পতল (নির্বাক, অসার) : কাঠের পতলের মতো দাঁডিয়ে কি দেখছঃ
 - ঙ, উড়নচন্ত্রী (অমিতব্যয়ী) : এত উড়নচন্ত্রী হইও না, ভবিষ্যতে ভূগতে হবে।
 - চ. ওঁডেবালি (আশায় নৈরাশ্য) : ভেবেছিলাম তোমার কাছ থেকে সাহায্য পাব, কিন্ত এখন দেখছি সে আশায় ওঁডেবলি
 - ছ, ইতরবিশেষ (পার্থক্য) : সৃষ্টিকর্তার নিকট সব মানুষই সমান, ইতরবিশেষ নেই।
 - জ, জিলাপির পাাঁচ (কটব্রদ্ধি): তোমার ভেতরে যে এতো জিলাপির পাাঁচ তা আগে জানতাম না

৭. এক কথায় প্রকাশ করুন (যে কোনো পাঁচটি):

- क रेक्त प्रात्मव कमन- रेक्जानी ।
- খ্ পাওয়ার ইচ্ছা- কামনা/অভিলাষ।
- গ যে উপকাবীব ক্ষতি কবে– কতঘ।
- ঘ. বিদেশ থেকে আগত- বৈদেশিক। জ প্রিয় বাক্য বলে যে নারী- প্রিয়ংবদা।
- চ. যা অধ্যয়ন করা হয়েছে- অধীত।
- ছ, শত বর্ষের সমাহার- শতানী। জ, যার আকার কর্ৎসিত- কদাকার।

৮ নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন •

- ক, চর্যাপদ কি? তিন জন পদকর্তার নাম লিখন।
- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন হচ্ছে চর্যাপদ। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সাধন সঙ্গীত এ চর্যাপদ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবার থেকে আবিষ্কার করেন ১৯০৭ সালে। চর্যাপদের তিনজন পদকর্তার নাম হচ্ছে- লুইপা, কাহ্নপা ও কুকুরীপা।
- খ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কত সালে বাংলা বিভাগ খোলা হয়?
- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হয় ১৮০১ সালে।
- গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাঁচটি ছোটগল্পের নাম পিপুন।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকরের পাঁচটি ছোটগল্প হলো
 প্রান্তর্যান্তর্যার, দেনা
 পাওনা, মধ্যবর্তিনী, সমাপ্তি ও নয়্তনীত।
- ঘ. নজরুল ইসলামের কোন গ্রন্থ বিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াও হয়?
- কাজী নজরুল ইসলাম রচিত যেসব গ্রন্থ বিটিশ সরকার কর্তক বাজেয়াপ্ত হয় : বিষের বাঁশি, ভাঙ্গার গান, প্রলয়-শিখা, ফাবাণী ও চন্দবিন্দ।
- ঙ. লালসালু, সূর্ঘ-দীঘল বাড়ী, চিলেকোঠার সেপাই-ক্রার লেখা?
- লালসাল : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।
 - সূর্য-দীঘল বাড়ী : আবু ইসহাক।
 - চিলেকোঠার সেপাই · আখতারুজ্জামান ইলিয়াস।

- চ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কেন বিখ্যাত?
- মসলিম নারী জাগরণের অগ্রাদৃত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নারী শিক্ষায় অবদানের প্রসাপাশি বাংলা সাহিত্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। মতিচুর, অবরোধবাসিনী, সুলতানার স্থপু, পদ্মরাগ ইত্যাদি তার উল্লেখযোগ্য গ্রস্ত।
- 🐒 বাংলাদেশের তিনজন নাট্যকার ও তাঁদের একটি করে নাটকের নাম লিখুন।
- মীর মশাররফ হোসেন : বসন্তকুমারী।
 - মনীর চৌধরী : কবর। আবদুল্লাহ আল মামুন : সূবচন নির্বাসনে।
- জ রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' কোন ধরনের গ্রন্থ?
- একটি কাব্যধর্মী উপন্যাস।
- ন্ত জসীমউদ্দীন কোন অর্থে পল্লীকবি? পল্লী বাংলার জীবন ও প্রকৃতিকে তিনি তার লেখায় অত্যন্ত দক্ষতায় আধুনিক শিল্পীর তুলি দিয়ে চিত্রায়িত করেছেন। এজন্য তিনি বাংলা সাহিত্যে পল্লীকবি নামে পরিচিত।
- ঞ 'কলোল' কী?
- 🔃 'কল্লোল' হচ্ছে দীনেশরপ্তন দাস সম্পাদিত একটি পত্রিকা। ১৯২৩ সালে এ পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

২৩তম (বিশেষ) বিসিএস : ২০০১

দুষ্টব্য : বাংলা ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রত্যেক প্রস্তুর মান প্রশ্রের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]

- ১. যে কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখুন :
 - ক, আন্তর্জাতিকতা ও জাতীয় চেতনা খ, বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা ও তার সমাধান পরিকল্পনা
 - গ্ৰ পহেলা বৈশাখ
 - ঘ. সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা : পরিকল্পনা ও সাফল্য
 - উত্তর : পৃষ্ঠা ৮১৪। বাংলাদেশের কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন
- ২. ভাব-সম্প্রসারণ করুন :
 - ক, পূষ্প আপনার জন্য ফোটে না।
 - উত্তর : পষ্ঠা ২৬৭। जथवा.
 - খ. বিদ্যা যতই বাড়ে ততই জানা গেল যে, কিছুই জানা হলো না। উত্তর : পৃষ্ঠা ২৬৮।
 - ७. সারমর্ম লিখন : ক. এ দৰ্ভাগা দেশ হতে হে মঙ্গলময়
 - দর করে দাও তমি সর্ব তুচ্ছ ভয়-

লোকভয়, রাজভয়, মতাভয় আব। দীন প্রাণ দুর্বলের এ পাষাণ ভার. এই চিরপেষণ যন্ত্রণা, ধলিতলে এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে এই আত্মঅবমান, অন্তরে বাহিরে এই দাসত্বের রজ্জ, ত্রস্ত নতশিরে সহসেব পদপারজেলে বারম্বার মন্যামর্যাদাগর্ব বিষপরিতাব.... এ বহৎ লজ্জা রাশি চরণ আঘাতে চর্শ করি দর কর। মঞ্চল প্রভাতে মন্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে উদার আলোক মাঝে উন্মুক্ত বাতাসে।

উত্তর : পষ্ঠা ১৬৭।

খ, চরিত্র তথু মানবজীবনের অলংকার নহে, ইহা আবার একটি অমূল্য সম্পত্তিও। আমাদের পার্থিব ধন-সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করা যায়, কিন্তু চরিত্রের কোনো মূল্য নির্ধারণ করা যায় না চরিত্রবান লোক নির্ধন ইইলেও ধনীর ন্যায় সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। চরিত্র বলে মানুষ বহুর ওপরে আধিপত্য স্থাপন করে। ধনী ধন লইয়া সকল সময় শান্তিলাভ করিতে পারে না, কিয় চরিত্রধনে ধনী ব্যক্তি সততই চিন্তের শান্তিলাভ করিতে পারেন। চরিত্র মানুষের মনুষ্যতের উপাদান। সুতরাং চরিত্রই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ— একমাত্র কাম্যবস্ত।

উত্তর : পষ্ঠা ২৬৭।

8. তদ্ধ করে লিখন:

অভদ্ধ	ON HOLD STORM A TOTAL STORM
ক. জ্ঞানী মানুষ অবশ্যই যশলাভ করেন।	ক. জ্ঞানী মানুষ অবশ্যই যশোলাভ করেন।
খ. নিজের বিষয়ে তার কোন মনযোগ নেই।	খ. নিজের বিষয়ে তার কোনো মনোযোগ নেই
গ. তার দুরাবস্থা দেখে দুঃখ হয়।	গ, তার দুরবস্থা দেখে দুঃখ হয়।
ঘ. নিরপরাধী ব্যক্তিকে ক্ষমা কর।	ঘ, নিরপরাধ ব্যক্তিকে ক্ষমা কর।
ঙ. সে আকণ্ঠ পর্যন্ত পান করেছে।	ঙ. সে আকর্চ পান করেছে।
চ. মৃত্যু ভয়ে সে সশঙ্কিত হল।	চ. মৃত্যু ভয়ে সে শক্ষিত হল।
ছ. বন্ধুর ভুল সম্পর্কে সতর্কিত করা উচিত।	ছ, বন্ধুর ভুল সম্পর্কে সতর্ক করা উচিত।
জ. এ প্রশংসা তার সম্পর্কে প্রযুক্তা নয়।	জ. এ প্রশংসা তার সম্পর্কে প্রয়োজ্য নয়।
ঝ. তার সৃজিত ভূলে তার ভবিষ্যৎ নষ্ট হল।	ঝ. সৃঞ্জিত ভূলে তার ভবিষ্যৎ নষ্ট হল।
ঞ, সে খুবই বিদ্বান ব্যক্তি।	ঞ.সে খুবই বিদ্বান ব্যক্তি।

৫. উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করুন :

ক. আমি আজ পর্যন্ত কারো নিকট — পাতিনি। (হাত)

্ব _ বয়স না হলে পাকা বুদ্ধি হয় না। (পাকা)

্র এ কাজ করলে তোমার — চুনকালি লাগবে। (মুখে)

ু বৃদ্ধিতে তোমার কাছে সে কোথায় —? (পারে)

্ব সে একজন — বলে —। (উড়নচন্ত্রী, পরিচিত) আমি কারো পাকা ধানে — দিয়েছি যে ভয় পাবঃ (মই)

ৰু পুরনো বন্ধুর সাথে এখন তো তার — সম্পর্ক। (সাপে নেউলে)

🙀 এ তোমার ভুল, অনুরোধে তুমি — গেলাতে পারবে না। (ঢেঁকি)

m এমন — লোক দিয়ে বিশ্বদর্শন হয় না। (গৌফখেজর)

্যে কোনো পাঁচটি বাগধারা দিয়ে বাক্য রচনা করুন :

👅 অন্ধের নড়ি (একমাত্র অবলম্বন) : ছেলেটি তার দুর্গুখনী মায়ের একমাত্র অন্ধের নডি।

ৰ অরশ্যে রোদন (কথা ক্রন্দন) : বড় সাহেবের কাছে ছুটি চাওয়া তথুই অরণ্যে রোদন।

ল আবাঢ়ে গল্প (অবিশ্বাস্য কাহিনী) : রহমত আবাঢ়ে গল্প বলায় বেশ পারদর্শী।

ম এলাহী কাণ্ড (বিরাট ব্যাপার) : এ তো দেখছি বিয়ে নয়, যেন এক এলাহী কাণ্ড।

ভিজা বিডাল (কপটচারী) : রহিম যে একটা ভিজা বিডাল তা বাইরে থেকে বোঝা যায় না।

মগের মন্ত্রক (অরাজক) : এটা কি মগের মৃন্তুক যে ছাত্রনেতারা যা ইচ্ছা তাই করবে? ছু মণিহারা কণী (প্রিয় বস্তু হারানোয় অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি) : দেওয়ান সাহেব তার ছেলের মৃত্যুতে

্রমন্ট দিশেহারা যেন মণিহারা ফ্লী। জ, শাপে বর (অকল্যাণে কল্যাণ) : বাজারের সেক্রেটারি না হয়ে আমার সাপে বর হয়েছে.

কারণ বাজারে চরির ঝামেলা আমাকেই পোহাতে হতো।

ৰু, সবেধন নীলমণি (একমাত্র অবলম্বন) : আমি তো আমার মায়ের সবেধন নীলমণি, তাই আগ্রাকে সারধানে চলতে হয়।

৭. এক কথায় প্রকাশ করুন (যে কোনো পাঁচটি):

ক, অকালে পক্ হয়েছে যা- অকালপকু।

খ, অনেকের মধ্যে একজন— অন্যতম। গ, অহংকার নেই যার..... নিরহংকার।

ঘ, আপনাকে কেন্দ করেই যার চিন্তা— আত্মকেন্দ্রিক

8. আপনাকে যে পণ্ডিত মনে করে পণ্ডিতখন্য।

ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি—ইতিহাসবেতা।

ছ. ইন্দ্রিয়কে জয় করেছে যে— জিতেন্দ্রিয়।

জ, যা দমন করা যায় না.... অদমা।

ঝ. যা বার বার দুলছে— দোদুল্যমান। ৮. নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন:

ক. বাংলা কোন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত?

— ইন্দো-ইউরোপীয়।

খ. কাব্যে আমপারা কে লিখেছেন?

খ. বার্ধক্য তাহাই যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃতকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে।

উত্তর : পষ্ঠা ৭৯৭।

ক ক্ষলিঙ্গ তার পাখায় পেল

উডে দিয়ে ফুরিয়ে গেল

সেই তাবি আনন্দ।

উত্তর : পষ্ঠা ১৬৬।

উত্তর : পষ্ঠা ১৬৭।

ক্ষণকালের ছন্দ

২. ভাব-সম্প্রসারণ করুন :

ক জমিজমার সামান আয় থেকে তিনি কোনমতে ক্ষণ্ডিবত্তি করেন। ক্ষনিবন্তি নিবারণ করেন। খ, শামসুর রাহমান বাংলাদেশের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। গ্, কলেজের পুনর্মিলনী উৎসবে বহু বিশিষ্ট বাভিবর্গ যোগদান করেন ঘ্ বিয়েবাভিতে গিয়ে তিনি আৰুষ্ঠ পর্যন্ত খেয়ে এলেন। ক্ষ বাংলা ব্যাক্তবণ অত্যান্ত জটিল। ব্যালক্তে দোর প্রেপার ক্রয়েছে। ছ, আনাগত তাকে সদারীরে হাজির হইবার নির্দেশ দিয়েছেন। জ. ভার কঠিন পরিশমের ফল্শভিতে সে সাফল্য অর্জন করল ঝ. সে বড় দুরাবস্থায় পরেছে। ঞ সাধারণ জন গড়েদলিকা প্রবাহে ভেসে চলে। ৫. উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করুন: ক. গণপিটনিতে মাস্তানটি — পেল। (অক্না) খ. ওকে — দিয়ে বের করে দাও। (গলাধাকা) গ. যত গৰ্জে তত - না। (বর্ষে)

ত, সারমর্ম লিখুন :

ক্ত আমাদের একরন্তি উঠোনের কোণে ক্রেড-আসা চৈত্রের পাতায় পাপ্তলিপি বই ছেঁড়া মলিন খাতায়

গ্রীম্মের দুপুরে ঢক্ঢক্

জল-খাওয়া কুঁজোয় গেলাশে, শীত ঠকঠক

ব্যত্তির নরম লেপে দুঃখ তার বোনে

व्यक्तिताञ्च ।

উত্তর : পৃষ্ঠা ২৬৬।

ৰ জন্তরা আহার পায় বাঁচে, আঘাত পায় মরে, যেটাকে পায় সেটাকেই বিনা তর্কে মেনে নেয়। কিন্ত মানুষের সবচেয়ে বড়ো স্বভাব হচ্ছে মেনে না নেওয়া। জন্তুরা বিদ্রোহী নয়, মানুষ বিদ্রোহী। বাইরে থেকে যা ঘটে, যাতে তার নিজের কোনো হাত নেই, কোনো সায় নেই, সেই ঘটনাকে মানুষ একেবারে চডান্ত বলে স্বীকার করেনি বলেই জীবের ইতিহাসে সে আজ এতো বড়ো গৌরবের পদ দখল করে বসেছে।

প্রফেসর'স বিসিএস বাংলা ৯১

উত্তর : পৃষ্ঠা ২৬৬।

৪ শুদ্ধ করে লিখন:

ক জমিজমার সামান্য আয় থেকে তিনি কোনোমতে খ. শামসুর রাহমান বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবি। গ, কলেজের পুনর্মিলনী উৎসবে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যোগদান করেন ঘ বিয়েবাড়িতে গিয়ে তিনি আৰুষ্ঠ খেয়ে এলেন। ঙ্ক বাংলা ব্যাকরণ অত্যন্ত জটিল। চ মালবদ্ধ চোর প্রেপ্তার হয়েছে। ছ, আদালত তাকে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। জ্ঞ ক্রামার পরিশ্বমের ফলে সে সাফল্য অর্জন করল। ঝ, সে বড দূরবস্থায় পড়েছে। ঞ, সাধারণ জনগণ গড়ভলিকা প্রবাহে ভেসে চলে।

ঘ. তোমার মুখ — এবারে ওকে মাফ করে দিলাম। (রাখতে)

ছমি দেখছি একটা — এ সামান্য কথাটা বুঝতে পারলে নাং (বুদ্ধির টেকি)

পরীক্ষার ফল গুনে — পডল। (মাথায় বাজ)

ছ. চোখে — দিয়ে দেখালে তবে তিনি দেখতে পান। (আঙ্গুল)

- জ, কোথা থেকে এটা এসে জড়ে বসল। (উড়ে)
- ঝ, লজ্জায় সে সঙ্গে মিশে গেল। (মাটির) এঃ,তাকে আমি হাডে — চিনেছি। (হাডে)
- ৬. যে কোনো পাঁচটি বাগধারা দিয়ে বাকা রচনা কব্রুন
 - ক, কানাকডির সম্পর্ক (ডঙ্ক সম্পর্ক) : আখ্রীয় হলেই বা কি, তার সাথে আমাদের কানাকডির সম্পর্কও নাই
 - খ. চোখের চামড়া (লজ্জা) : সুদখোরদের চোখের চামড়া থাকে না বলেই সুদ চাইতে পারে
 - গ, পারাভারি (অহঙ্কার) : চেয়ারম্যান হয়ে রহমান সাহেবের পায়াভারি হয়েছে।
 - ঘ, ব্যাঙ্কের সর্দি (অসম্ভব কিছ) : কাদাজলেই যে সারাজীবন কাটাল সামান্য ঠাপ্তায় তার অস্থ করার কথা ব্যাঙ্কের সর্দির মডোই মনে হয়।
 - ডে. যোলআনা (সার্থক/সম্পর্ণ) : ফার্স্টক্রাস তো পেল, এবার একটা চাকরি পেলেই তার জীবন যোলআনা পর্ণ হরে
 - চ. কান পাতলা (যে সব কথাই বিশ্বাস করে) : আমি তোর বাবার মতো কান পাতলা নই যে সব কথাই বিশ্বাস করে ছ, ঘোডারোগ (অবস্থার অতিরিক্ত ভাবনা) : বিছানার চাটাই নেই, আবার গাড়ি কিনতে চাক তোমার দেখছি ঘোডারোগ হয়েছে।
 - জ, তালকানা (বোধহীন) : তালকানা ছেলেটি পকেটে কলম রেখে সারা ঘরে খৌজাখঁজি করছে
 - এক কথায় প্রকাশ করুন (যে কোনো পাঁচটি):
 - ক যা অবশাই হবে অবশাঞ্জারী।
 - খ. যে বেশি কথা বলে বাচাল।
 - গ যা পর্বে শোনা যায় নাই ... অঞ্চতপর্ব।
 - ঘ, যা সহজে পাওয়া যায় না --- দর্লভ।
 - ঙ. যে নারীর একটি সন্তান হয়েছে কাকবন্ধ্যা।
 - চ, যে ব্যক্তির স্ত্রী মত বিপত্নীক।
 - ছ, যার অন্য উপায় নেই অনন্যোপায়। জ, যে পরের উপকার স্বীকার করে না — অকতজ্ঞ।
- ৮. নিমলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন :
 - ক. বড চণ্ডীদাসের কাব্যের নাম কি? श्रीक्याकीर्जन ।
 - খ. ইংরেজ ঔপনিবেশিক আমলে নজকলের নিষিদ্ধ গ্রন্থগুলোর নাম লিখন।
 - বিষের বাঁশি, ভাঙার গান, প্রলয়-শিখা, যুগবাণী ও চন্দ্রবিন্দ।
 - গ. দৌলত কাঞ্জী কোন কাব্যের জন্য বিখ্যাত?
 - সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী (হিন্দি কবি সাধনের 'মেনাসত' কাব্য অবলম্বনে রচিত। কাব্যটির তৃতীয় খণ্ড রচনাকালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পরে কবি আলাওল বাকি অংশ রচনা করেন)।
 - ঘ, জীবনানন্দ দাশের তিনটি কাব্যগ্রন্থের নাম লিখন।
 - বনলতা সেন, রূপসী বাংলা, সাতটি তারার তিমির।
 - ঙ, 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটি কার লেখা?
 - শরৎচন্দ চট্টোপাধ্যায়।
 - চ. শামসুর রাহমানের প্রথম কাব্যের নাম কি?
 - প্রথম গান দ্বিতীয় মত্যর আগে।

- 👳 মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা একটি উপন্যাস, একটি নাটক ও একটি স্মৃতিকথার নাম পিখুন।
- জপন্যাস : আগুনের পরশমণি (হুমায়ুন আহমেদ), নাটক : চারিদিকে যুদ্ধ (আবদুল্লাহ আল মামন), স্থতিকথা : একান্তরের দিনগুলি (জাহানারা ইমাম)।
- "একশে ফেব্রুয়ারী' সংকলনের সম্পাদক কে? হাসান হাফিজুর রহমান।
- 📷 মাসিক মোহাম্মদী, সওগাত ও পাক্ষিক বেগম পত্রিকার সম্পাদকের নাম লিখন।
- মাসিক মোহাম্বনী: মন্তদানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, সন্তগাত: মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, পাক্ষিক বেগম: নরজাহান বেগম।
- 😁 পবিত্র কোরআন শরীফের প্রথম বাংলা গদ্যানুবাদকের নাম লিখুন।
- ভাই গিরিশচন সেন।

২১তম বিসিএস : ২০০০

🌃 : বাংলা ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রভাক প্রশ্রের মান প্রশ্রের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

- ১ যে কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ লিখুন :
 - ক, বিশ্বায়ন ও আমাদের সংশ্বতি উত্তর : পষ্ঠা ৭৩৫।
 - খ, আন্তৰ্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
 - গ্রপরিবেশ দৃষণ ও প্রতিকার
 - উত্তর : পর্চা ৮৪৯। ঘ আপনার শিতকে টিকা দিন
- 🔉 বাংলাদেশের কবিতায় ভাষা আন্দোলনের প্রতিফলন।
- ২. ভাব-সম্প্রসারণ করণন: ক, লোভে পাপ, পাপে মত্য।
- উত্তর : পৃষ্ঠা ১৬৫।
- খ মেঘ দেখে কেউ কবিসনে ভয় আডালে তার সর্য হাসে. হারা শশীর হারা হাসি অন্ধকারেই ফিরে আসে।
- উত্তর : পষ্ঠা ১৬৬। ७. সারমর্ম लिখন :
- ক. পৃথিবীতে কত ঘুন্দু, কত সর্বনাশ, নুতন নুতন কত গড়ে ইতিহাস—
 - রক্তপ্রবাহের মাঝে ফেনাইয়া উঠে, সোনার মকট কত ফটে আর টটে!
 - সভ্যতার নব নব কত তৃষ্ণা ক্ষুধা-উঠে কত হলাহল, উঠে কত সুধা!

তথ্ব হেথা দুই তীরে, কেবা জানে নাম দোঁহা-পানে চেয়ে আছে দইখানি গ্রাম। এই খেয়া চিরদিন চলে নদী সোতে___ কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে।

উত্তর : পষ্ঠা ২৬৫।

অথবা

খ. মানুষের মল্য কোথায়ে চরিত্র, মনুষ্যত, জ্ঞান ও কর্ম। বস্তুত চরিত্র বললেই মানুষের জীবনত যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা বুঝতে হবে। চরিত্র ছাড়া মানুষের গৌরব করার আর কিছুই নাই। মানুষের अका यनि मानुस्वत आशा रस, मानुस यनि मानुस्तक अका करत, तम छव हतिस्त्रत काना। जना কোনো কারণে মানষের মাথা মানুষের সামনে নত হয় না। জগতে যে সকল মহাপ্রতঃ জন্মহণ করেছেন, তাদের গৌরবের মূল এই চরিত্রশক্তি। তুমি চরিত্রবান লোক, এ কথার অর্থ এই নয় যে, তমি শুধু লম্পট নও। তুমি সত্যবাদী, বিনয়ী এবং জ্ঞানের প্রতি শক্ষা পোষণ কর। তমি পরদুঃথকাতর, ন্যায়বান এবং মানুষের ন্যায় স্বাধীনতাপ্রিয়—চরিত্রবান মানে এই উত্তর : পষ্ঠা ২৬৫।

৪. তদ্ধ করে লিখন :

ক, জ্ঞানি মূর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। ক জানী মৰ্থ অপেকা শেষ্ঠ খ, শিক্ষার্থিগণের মধ্যে অনপস্থিতের সংখ্যা কম। খ. শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুপস্থিতির সংখ্যা কম। প, ধৈর্যতা, সহিষ্ণতা মহতের লক্ষণ। গ, ধৈর্য, সহিষ্যতা মহন্তের লক্ষণ। ঘ. অন্ত কষিতে ভল কবা উচিৎ নয়। ঘ. অন্ধ কষতে ভল করা উচিত নয়। ঙ, অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতহল ভাল নয়। অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতৃহল ভালো নয়। তই দুর্ঘটনা দৃষ্টে আমার হৃদকম্প উপস্থিত হইল। চ, এ দুর্ঘটনা দেখে আমার হৃদকম্প শুরু হলো। ছ, তিনি স্বপ্তীক ষ্টেসনে গিয়াছেন। ছ, তিনি সন্ত্রীক ক্টেশনে গিয়েছেন। জ. সন্মান, সান্তনা, সন্তান, সমিচিন ইত্যাদি শব্দাবলী জ, সন্মান, সান্তনা, সন্তান, সমীচীন ইত্যাদি শব্দ অনেক অনেক ছাত্র-ছাত্রীরা শুদ্ধ লিখতে পাবে না। ছাত্ৰছাত্ৰী বন্ধ লিখতে পাবে না। ঝ. রচণাটি ভাবগভীর, তবে ভাষার দৈনাতা রহিয়াছে ঝ রচনাটি ভাবগঞ্জীর, তবে ভাষার দীনতা রয়েছে ঞ, তাহার বৈমারেয় সহোদর অসস্ত। এঃ, তার বৈমাত্রেয় ভাই অসস্ত।

৫. উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শন্যস্থান পূৰ্ণ কব্ৰুন :

- ক. ভাইয়ে ভাইয়ে থাকা ভালো নয়। (অহিনকল সম্বন্ধ)
- খ. কপণের কাছে সাহায্য চাওয়া -- মাত্র। (অরণে রোদন)
- গ. নীতিবান লোক অন্যায় দেখলে হয়ে ওঠেন। (অগ্রিশর্মা)
- ঘ. অধিক সন্মাসীতে নষ্ট। (গাঁজন)
- ঙ. লাগে টাকা দেবে —। (গৌরীসেন)
- চ, ওর তো সব সময়ে ধরি না টুই পানি নীতি। (মাছ)
- ছ, হাতের লক্ষ্মী ঠেলো না। (পায়ে)
- জ, এক শীত যায় না। (মাঘে)
- ঝ. মতো বসে আছ কেন, কাজে মন দাও। (কাঠের পতলের)

- ্রু কোনো পাঁচটি বাগধারা দিয়ে বাক্য রচনা করুন :
 - ক্ত অকাল কুষাও (অপদার্থ) : তার মতো অকাল কুষাও দিয়ে এ কাজ হবে না।
 - ্দ্রিরে সংক্রোন্তি (সমূহ বিপদ) : আমার এখন শিরে সংক্রোন্তি অবস্থা, কোনো দিকে মন দেবার সময় নেই। আলালের ঘরের দুলাল (অতি আদরের বখাটে ছেলে) : তোমার মতো আলালের ঘরের দুলাল
 - দ্বিয়ে এত বড কঠিন কাজ হবে না।
 - ্ব ষ্ট্ৰচড়ে পাকা (অকাল পৰ্) : মেয়েটি একেবারে ইচড়ে পাকা, গুর সামনে কোনো কথা বলার উপায় নেই। ক্রপাল ফেরা (সুদিন আসা) : তার এখন কপাল ফিরেছে, আগের মতো দিন এনে দিন খাওয়া অবস্থা নেই।
 - হ ক্তম্ভে বালি (আশায় নৈরাশ্য) : তুমি তোমার বাবার অচেল সম্পত্তি নিয়ে ভবিষ্যতে বড ব্যবসায়ী হবে। কিন্তু এখন সে গুঁড়ে বালি।
 - 📱 কাঠের পুতুল (নিন্চল) : পিতার মৃত্যু সংবাদ তনে সে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইল। 🚃 বাবশের চিতা (চির অশান্তি) : একমাত্র ছেলের মৃত্যুর শোকে চৌধুরী সাহেবের অন্তর রাবণের চিতার মতো জুলছে।
 - ক্স গোবর গণেশ (মুর্থ) : অনেক শিক্ষিত লোকের ছেলেমেয়ে কখনো কখনো গোবর গণেশ হয়ে থাকে।
 - 🔐 অমাৰস্যাৰ চাঁদ (দূৰ্লত বস্তু) : তুমি কি একেবারে অমাৰস্যার চাঁদ হয়ে গেলে যে আজকাল দেখাই যায় না।

এক কথায় প্রকাশ করুন (যে কোনো পাঁচটি) :

- যে ব্যক্তি বিদেশে থাকে প্রবাসী। খ শক্রকে হনন করে যে — শক্রঘ।
- গ জীবিত থেকেও যে মৃত জীবনাত।
- ঘ্ যে কন্যার বিয়ে হয়নি অনুঢ়া।
- 🗴 প্রিয় বাক্য বলে যে নারী পিয়ংবদা।
- চ. যা মাটি ভেদ করে ওঠে উদ্রিদ।
- ছ যে অনাদিকে মন দেয় না অনন্যমনা। জ, কি কর্তব্য তা যে বঝতে পারে না — কিংকর্তব্যবিমৃত্

৮. নিমানিখিত প্রপ্রের উত্তর দিন :

- ক বাংলা ভাষার প্রথম কাব্যের নাম কি?
- _ চর্যাপদ।
- থ, তিনজন বৈষ্ণব পদকর্তার নাম লিখন।
- ১. বিদ্যাপতি, ২. চপ্রীদাস, ৩, জ্ঞানদাস।
- গ. রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থের নাম কি? — গীতাঞ্চলি ও তার অন্যান্য কাব্যের কিছ কবিতার ইংরেজি অনুবাদ Song Offerings গ্রন্থের জন্য।
- ष. কাজী নজকুল ইসলামের তিনটি কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন।
- ১. অগ্রিবীণা, ২. বিষের বাঁশি, ৩. দোলনচাঁপা।
- জনীমউদ্দীনের 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যের বিষয় ও প্রধান চরিত্রগুলোর নাম লিখুন।
- 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যের বিষয় হলো গ্রাম-বাংলার মানুষের সামাজিক চিত্র। প্রধান চরিত্র হলো রুপাই ও সাজু। শৈয়দ প্রয়ালীউল্লাহর একটি গল্প, একটি উপন্যাস ও একটি নাটকের নাম লিখুন।
- 🗕 গল্প নয়নচারা; উপন্যাস কাঁদো নদী কাঁদো; নাটক সুড়ঙ্গ।
- 🔻 মুনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকের বিষয় কি?
- পানিপথের ততীয় যুদ্ধ।

- জ্ঞ, সত্যেন সেনের তিনটি উপন্যাসের নাম লিখন।
- ১. রন্দ্রদার মুক্ত প্রাণ, ২. সাত নম্বর ওয়ার্ড, ৩. অভিশপ্ত নগরী।
- ঝ. মৃক্তিযুদ্ধ বিষয়ে শওকত ওসমানের দৃটি উপন্যাসের নাম লিখুন।
- ১. দুই সৈনিক, ২. জাহান্লাম হতে বিদায়।
- ঞ. 'সমকাল' পত্রিকা বিশ শতকের কোন দশকে প্রকাশিত হয়? এর সম্পাদকের নাম কি?
 - ্সমকাল' পত্রিকা বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে (১৯৫৪ সালে) প্রকাশিত হয়। সম্পাদক সিকান্দার আবু জাফর।

২০তম বিসিএস : ১৯৯৮-৯৯

দ্রিষ্টব্য : বাংলা ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে।

- যে কোনো একটি বিষয়় অবলয়নে প্রবন্ধ লিখুন :
 - ক. নারী নির্যাতন ও প্রতিকারের উপায়
 - খ. একবিংশ শতাব্দীর প্রত্যাশা ও প্রস্তৃতি গ. জাতীয় শিক্ষা নীতি ও দেশমেম
 - ঘ সর্বস্তবে বাংলা ভাষার ররেহার
 - বাংলাদেশের কথাসাহিত্য ও তার ভবিষাৎ সম্ভাবনা
- ২, ভাব-সম্প্রসারণ করুন :
 - ক. যৌবনে অর্জিত সৃথ অল্প, কিন্তু সুথের আশা অপরিমিত। উত্তর : পঠা ১৬৪।

जधवा,

- খ. অন্যায় যে করে অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে। উত্তর : পষ্ঠা ১৬৪।
- ৩. সারাংশ লিখন :
 - নামবে । শুসুন :

 ক. মেটি ছোট বালু কলা, বিন্দু বিশ্ব জ্বল,
 গড়ি ভোলে মহাদেশ সাগর অতল ।
 মুহুরে নিমের কাল, তুজ্ব পরিমাদ,
 গড়ে যুগ-জালাক একার মানে ।
 প্রত্যেক সামান্য ক্রাটি, শুদ্র অপরাধ,
 ক্রমে চানে পাপ পথে, ঘটায় প্রমান
 ক্রমে চানে পাপ পথে, ঘটায় প্রমান
 ক্রমি করুলার নামন, বেহপূর্ব বালী,
 এ ধরায় স্বর্গ শোভা নিত্য দেয় আনি ।
 উত্তর : পুটা ২৬৪ ।
 অথবা

 অ
- থ. বার্ধক্য তাই—যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃতকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে। কৃদ্ধ ভাহারাই— যাহারা মায়ান্দ্র; নব মানবের অভিনব জয়যাত্রায় যাহারা তথু বোঝা নয়, বিষ্ণু। শতাধীর

লচ্চ করে লিখন :

50

অতদ	GR. The Shall be an all the last
ক, রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।	ক, রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য।
খ, তার উদ্ধতপূর্ণ আচরণে ব্যথিত হয়েছি।	খ, তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে ব্যথিত হয়েছি।
গ্ৰ, সকল সভাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।	গ, সকল সভ্য সভায় উপস্থিত ছিলেন।
ছ, অন্যায়ের প্রতিদান দুর্নিবার্য।	ঘ, অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার।
ছ, তাদের মধ্যে বেশ সখ্যতা দেখতে পাই।	ঙ, তাদের মধ্যে বেশ সখিত্/সখ্য দেখতে পাই।
চ, এ সায়িতু আমাকে দিওনা।	চ. এ দায়িত্বভার আমাকে দিওনা।
ছ, শরীর অসুস্থ্যের জন্য আমি কাল আসিনি।	ছ, শারীরিক অসুস্থতার জন্য আমি কাল আসিনি।
ছ আমাকে যদি অসামান্য সুন্দরী, তবে ঐ মেয়েটিকে কি বলবেন?	জ. আমাকে যদি অসামান্য সুন্দরী বলেন, তবে ঐ মেয়েটিকে কি বলবেনং
ন্ধ, আমি সকলের সহযোগীতার আবশ্যকীর স্বার্থকতা লাভ করতে চাই।	শ্ব. আমি সকলের সহযোগিতায় আবশ্যক সার্থকতা লাভ করতে চাই।
ঝ. তিনি এ ঘটনার চাক্ষুস সাক্ষী।	ঞ:তিনি এ ঘটনার চাক্ষ্য/প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শ্নাস্থান পূর্ণ করুন :

- ক. রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় প্রাণ যায়। (উলুখাগড়ার)
- খ. তার পিছনে এত খেয়ে লেগেছ কেনঃ (আদাজল)
- গ. বাদ দিয়ে আসল কথাটা বল। (গৌরচন্দ্রিকা)
- ष. এরকম দিনেদুপুরে ধরা পড়বেই। (পুকুরচুরি)
- ঙ. এত বড় সম্পত্তিটা একবারে হয়ে গেল। (হাতছাড়া)
- ইটটি মারলে খেতে হয়। (পাটকেলটি)
 তোমার তো মাসে বছর। (আঠারো)
- জ. মানে না মোডল। (গাঁয়ে, আপনি)
- যা: 'যবে __ ক্রন্দনরোল __ বাতাসে ধ্বনিবে না'। (উৎপীড়িতের, আকাশে)
- এ. 'মোদের মোদের আশা,— বাংলা ভাষা'। (গরব, আ–মরি)

প্রফেসর'স বিসিএস বাংলা	প্রফেসর'স বিসিএস বাংলা ১১
যে কোনো পাঁচটি বাগধারা দিয়ে উপযুক্ত বাক্য রচনা করুল : ক আকাপ কুসুম খেলার করুলা) : মহাপুনা ভ্রমন এক থার আকাপ কুসুম করুনা নয় । বা অবংগা মোলা (দিয়া আকলা) : আর বাহে খেনার নুম্মের করা কা তার অবংগা মোলা সমান কর। বা অবংগা মোলা (দিয়া আকলা) : তার বাহে খেনার নুম্মের করা কা তার অবংগা মোলা সমান কর। বা আরক্তা পার্যামী (নির্কৃতিভার দক) : তারমার বোকারীর ভালাই আরার এ আরক্তা দেশামী দিরে হলে বা আরক্তা করারী (পোনামোলকারী) : বারের বা জালীয় লোকেরা চিরকালার ক্ষতির কারণ । ক বারের বা (বোলানাকারী) : বারের বা জালীয় লোকেরা চিরকালার ক্ষতির কারণ । ক বারের বা (বোলানাকারী) : বারের বারের বান্ধের মানের বাব্য বা বার্ম্বার বার্মার বার	
র: পারাভারী (অহংকার) : রফিক এখন বড় চাকরি করে, তাই এখন তার পারাভারী হরেছে	১৮তম বিসিএস : ১৯৯৭-৯৮
এক কথার প্রকাশ করুল (বে কোনো শাঁচটি) : ক. অনুসাৰান কাতে উন্ধুক – অনুসৰিত্যু । ব. আচারে যার নিটা আছে – আচাননিট । গ. আনি হতে অন্ত পর্যন্ত – আলার । যে তে উপন্থারীর উপন্থার স্বীকার করে – কৃতজ্ঞ । ক. যো ক্রমিতে অসল জন্মার না – উমর । চ. যোন প্রয়েত অসল জন্মার না – উমর । চ. যান মার্চি প্রতিনি – আলাতশ্রেশ । যে কোনো দশটি প্রতিনি – আলাকশ্রেশ । যে ক্রমান্ত কর্মার উন্তর নিদ : ক. বন্ধু চন্ধীনানোর প্রমন্তর নাম কি?	দ্ৰাষ্টবা : নালো আমায় প্ৰদ্ৰেব উত্তর দিতে হবে। সাধু ও চলিত জাখার মিশ্রণ দৃষ্ণীয়া। প্ৰত্যেক প্ৰদ্ৰে মান মান্ত্ৰাৰ সেব প্ৰান্তে দেশানো হয়েছে। ১. বে কোনো একটি বিষয়ে অবলখনে একটি প্ৰবন্ধ লিখুন : ক. ধর্ম ও বিজ্ঞান খ. জাতীয় সংঘতি উচ্চর : পূচা ৬৩১। গ. ভারতে ও বালাগোলে সম্পর্ক উল্লৱ : পূচা ৭৬০। ছ. আমানের জাতীয় বাজেট ও দাবিদ্রা বিমোচন কর্মসূচি
ক্র- বুভু তথানালে আন্তর্না না কি ল শ্রীকুমার্কার্কন । অ ভারতমন্ত্রের বাবেরে নাম কি কারে আরবি, কার্রান পদ ব্যবহার প্রসাস তিনি কি বলেনে । অত্যক্রনে বিভাগে কারের নাম অনুনাহকা । কারে আরবি, কার্রান পদ ব্যবহার প্রসাস বিধি বলেনে । আঁঠ্রিন পরিপ্রসাপ নিয়েরেনে করের রে হৌক কো বাবের বিভাগে কার্যারর নারে। ' গা কার্য্যার কার্যার কার্যার কার্যার কার্যার নার্যার কার্যার	আমি যদি জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের নেতা/দেখী হ'তায । ভাৰ-সংস্থানাক কৰন : ক, আদু চিকু করে জেল কাটে পরে নির্বোধ দের তানা, আগে জেল খাটে পরে চুবি করে দেয়ানা খালে পরে চুবি করে দেয়ানা খালে কাল গাটে পরে চুবি করে দেয়ানা খালে কাল গাটি তার চুবি করে দেয়ানা খালে কাল চুবি ভালো নয়, ভালো নয়, নকল সে শোঁদিন মজদুবী। ** ** ** ** ** ** ** ** **

উত্তর : পৃষ্ঠা ১৬৩।

কলে তৈরি হচ্ছে বড় বড় রেলের ইঞ্জিন

আদায় করা হচ্ছে বিদ্যুৎ

৩. সারমর্ম লিখুন : ক্ আমি দেখে এসেছি নদীর ঘাড় ধরে

ভাল কথা।

খুব ভাল।

ঘ. জীবনানন্দ দাশের তিনটি কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন।

ত্ত. ফরব্রুখ আহমদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ, কাহিনীকাব্য এবং কাব্যনাট্যের নাম লিখুন।

চরিত্রসমূহ : নেতা, হাফিজ, মুর্দা ফকির, গার্ড ও কয়েকটি ছায়ামূর্তি।

— প্রথম কাব্যগ্রন্থ : সাত সাগরের মাঝি। কাহিনীকাব্য : হাতেমতায়ী। কাব্যনাট্য : নৌফেল ও হাতের চ. 'কবর' নাটকের বিষয় ও চরিত্রগুলোর নাম লিখুন; নাটকটির রচয়িতার নাম কি?

ঝরা পালক, রূপসী বাংলা, বনলতা সেন।

_ বিষয়বস্তু : বায়ানুর ভাষা আন্দোলন।

রচয়িতা : মুনীর চৌধুরী।

উত্তর : পষ্ঠা ২৬৩।

মশা মাছি সাপ বাঘ তাড়িয়ে
ইম্পাতের শহর বসছে—
আমরা সতাই খুশি হঙ্গি।
কিন্তু মোটেই খুশি হঙ্গিনা যখন দেখছি
যার হাত আছে তার কাজ নেই,
যার কাজ আছে তার ভাত নেই,
যার কাজ আছে তার হাত নেই।

অথবা

খ কবি ও কবিতার নাম উল্লেখ করে সারমর্ম লিখুন :

হে দাবিদ্রা, ভূমি মোরে করেছ মহান।
ভূমি মোরে দানিয়াছ খ্রিন্টের সম্মান
ভূমি মোরে দানিয়াছ খ্রিন্টের সম্মান
ভক্তি-মূকুট, শোভা– দিয়াছ ভাপস,
অসজোচ প্রকাশের দুরক্ত সাহস;
উদ্ধৃত উলঙ্গ দৃষ্টি; বাণী ভূর ধার;
বীণা মোর শাগে তব হলো তরবার।
উক্তর : পৃষ্ঠী : ২৬৪।

৪. তদ্ধ করে লিখুন:

অতদ্ধ	A STATE OF THE SECOND OF
ক, ইদানিংকালে অনেক মহিলাই ববকাট করেন।	ক. ইদানীং অনেক মহিলাই ববকাট করেন।
খ, প্রাণে ঐক্যতান বাজলে দুঃখ থাকে না।	খ. প্রাণে ঐকতান বাজলে দুঃখ থাকে না।
গ, তিনি প্রভাতেই বাড়ি হইতে বাহির হয়েছেন।	গ, তিনি প্রভাতেই বাড়ি থেকে বের হয়েছেন।
ঘ্, এ কাজটি আমার পক্ষে সম্ভব নহে।	ঘ্, এ কাজটি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
ঙ, জাতীয় প্রেসক্লাবে তিনি এক সংবাদ সক্ষেপনে বক্তৃতা করেন।	ঙ, তিনি জাঠীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করে।
 গাঁচ সনস্থাবিশিষ্ট সৌনি আরবের শিক্ষামিশন ঢাকা সফরে এসেছেন। 	চ. সৌনি অরবের পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট শিক্ষমিশন ঢাকা সকরে এসেছে।
ছ, নীরিহ অতিথী শুধু আর্সিবাদ চেয়েছিলেন।	ছ, নিরীহ অতিথি ওধু আশীর্বাদ চেয়েছিলেন।
জ, সুশিক্ষত ব্যক্তি মাত্রই সশিক্ষিত।	জ, সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই স্বশিক্ষিত।
ঝ, ভ্রান্তি কিছুতেই গুচেনা।	বা, ভ্রান্তি কখনো ঘুচেনা।
ঞ, ব্যাধিই সংক্রমক, স্বাস্থ নয়।	ঞ, ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়।

৫. উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূৰ্ণ করুন :

ক. গফুরের এত — মাথা নাড়া ভাল লাগেনি। (ঘন ঘন)

খ. মহেষ গফুরের — প্রিয় ছিল। (অত্যন্ত)

গ্, কন্যার — জন্যই সে কখনও কলকারখানায় চাকরি নিতে চায়নি। (নিরাপত্তার)

ঘ, ছলের টাকা — যায়। (জলে)

ঙ, সে ছিল সরল — নারী। (অবলা)

চ, প্রপুদ্ধ করতেও — ছিলেন হাসান মামা। (ওস্তাদ)

- ছ, শেলী অজ্ঞ হলেও মানব মনস্তত্ত্বের— সম্বদ্ধে সে অজ্ঞ নয়। (গভীরতা)
- জ্ব যারা তাকে— করেছে, চাঁদপুরের মাজেদা তাদের ফাঁসি চায়। (ধর্ষণ)
- ন্ধ নাটোরের রাণী ভবানীর দীঘিটি মূল্যে বিক্রি করায় জোর প্রতিবাদ হয়েছে। (নামমাত্র)
 ক্র জিন পুলিশ কর্মকর্তাকে বরখান্ত করে ৪ দিনের নেয়া হয়েছে। (রিমাভে)
- যে কোনো পাঁচটি বাগধারা দিয়ে উপযুক্ত বাক্য রচনা করুন :
- ক্তু লেজে গোবরে (বিশৃঞ্জলা) : সব কিছু ভূমি কেমন করে লেজে গোবরে করে ফেলেছো, বুঝতে পারছোঃ
- খ্র রাখ্যাক (গোপন কথা) : কোনো রাখ্যাক আমার পছন্দ নয়, সবকিছু স্পষ্ট করে বলো।
- গ. গা ছাড়া ভাব (গুরুত্ব না দেয়া) : সবকিছুতেই এমন গা ছাড়া ভাবের হলে জীবনে উন্নতি করবে কি করে?
- শ্ব ঘাটের মড়া (অতি বৃদ্ধ): তোমাকে ঘাটের মড়ার মতো লাগছে কেন, কি হয়েছে?
- পেট পাতলা (পোপনীয়তা রক্ষা করতে পারে না যে) : সে হচ্ছে এক পেট পাতলা লোক, আর তমি কিনা তার কাছেই বলেছ গোপন কথা।
- ভামজা কাঠের টেকি (অকর্মা): তুমি হক্ষে একটা আমড়া কাঠের টেকি, তোমার উপর নির্ভর করা যায় না।
- ছ, কান পাতলা (বিশ্বাসপ্রবণ): হাসানকে কান পাতলা লোক বলে তো মনে হয় না।

৭ এক কথায় প্রকাশ করুন (যে কোনো পাঁচটি):

- ক, যা কাঁপছে কম্পমান।
- খ. যে নিজেকে পণ্ডিত মনে করে– পণ্ডিতখন্য।
- গ, মাটি দিয়ে তৈরি— মৃন্ময়।
- ঘ. প্রায় মৃত- মুমূর্ব।
- ভ্ত, একই গুরুর শিষ্য– সতীর্থ। চ. মুক্তি পেতে ইচ্ছক– মুমুক্ত।
- ৮. যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন :
 - ক্ কবিগান বলতে কি বুঝায়? চারটি বাক্যে উত্তর দিন।
 - কবিদের গান এই অর্থে 'কবিগান' কথাটিব প্রচলন ঘটে এবং এটি লোকসঙ্গীতের একটি বিশেষ ধারা। প্রতিযোগিতামূলকভাবে অনুষ্ঠিত এই গানে প্রয়োক্তর পর্ব ও জয়-পরাজয় বাকে। প্রতি দলে একজন কবিয়াল থাকেন, যিনি তার নিজ দলের নেতৃত্ব দেন। মূলত দুই কবির মধ্যে সংগ্রুটিত এক প্রথম বিশেষ গান্ট হচ্ছে কবিগান।
 - খ. কবি গোলাম মোন্তফার তিনটি গ্রন্থের নাম লিখুন।
 - খোশরোজ, বুলবুলিস্তান ও বিশ্বনবী।
 - গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ বিষয়ক গ্রন্থটির নাম লিখুন।
 - 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্ববিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫)।
 - ঘ. 'কাশবনের কন্যা' কোন জাতীয় রচনা এবং গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
 - একটি উপন্যাস। রচয়িতা শামসৃন্দীন আবুল কালাম।
 - বাংলা কথ্যরীতিতে প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন কে? তাঁর এ প্রন্থের নাম লিখুন।
 - স্থারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুর।গ্রন্থের নাম : আলালের ঘরের দুলাল।
 - চ. গয়্বর, মহিম ও মজিদ কোন উপন্যাসের/গল্পের চরিত্র?
 - গফুর 'মহেশ' গল্পের, মহিম 'গৃহদাহ' উপন্যাসের এবং মঞ্জিদ 'লালসালু' উপন্যাসের চরিত্র।

- ছ. মঙ্গলকাব্যকে এ নাম দেয়ার কারণ কি? — বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগে দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে এক ধরনের ভক্তিরসমূলক কাহিনী-কাব্য রচিত হতে। এর রচয়িতারা মনে করতেন এতে দেব-দেবীরা ভট্ট হয়ে মঙ্গল সাধন করেন। তাই এ ধারার নাম হয় মঙ্গলকাবা।
- জ শেষের কবিতার তিনটি পদ্ধকি লিখন।
- 'মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই/শূন্যেরে করিব পূর্ণ/এই ব্রত বহিব সদাই।'
- ঝ 'নাদ্দাইল-এব ইউনস' টিভি নাটকের নাম ভমিকায় কে অভিনয় করেন? _ আসাদজ্জামান নুর।
- ্তে ফ্রোর্ট উইলিয়াম কলেজ কখন কেন ও কোপায় প্রতিষ্ঠিত হয়?
- ইন্ট ইভিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভাষা, প্রশাসন ও ব্যবসা শিক্ষার জন্য লর্ড खारालमिन कार्षे উडेनियाम कलाङ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০০ সালের 8 মে कनकाणाय a কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলেও কলেজের কার্যক্রম শুরু হয় ২৪ নভেম্বর।
- ট. তাপস কাহিনী, মহর্ষি মনসুর প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতার নাম কি? ্রাান্তাম্মেল হক।

১৭তম বিসিএস : ১৯৯৫-৯৬

দিষ্টব্য : বাংলা ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রশ্নোতর যথায়খ ও সংক্ষিপ্ত হওয়া বাস্তুশীয়। সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রুণ দৃষণীয়। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

- ১ যে কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে রচনা লিখন :
 - ক যানভাট
 - খ লোকসঙ্গীত বনাম পলীগীতি
 - গ মানবাধিকাব
 - ঘ. বাংলাদেশে শিশু শ্রমিক
 - উত্তর : পষ্ঠা ৮৪৩। অনবাদ সাহিত্য
 - চ. নন্দন তত্ত
 - ছ, সামাজিক অবক্ষয় উত্তর : পষ্ঠা ৬৮২।
 - জ, ধুমায়িত এক কাপ চা
 - ঝ, ডিস অ্যান্টিনার সফল ও কৃফল উত্তর : পষ্ঠা ৭২০।
 - এঃ, অর্থই অনর্থ।
- ১ ভারসম্প্রসারণ করুন :
 - ক ফ্রাশনটা হলো মখোশ, স্টাইলটা হলো মখশী উত্তর : পৃষ্ঠা ১৬২।

 - খ, দখিন হাওয়া শরতের আলো এসবের মাধুর্য্যের পরিমাপ তাপমাত্রা যন্তের দ্বারা হয় না, মনের বীগার এরা আপনার পরশ বলিয়ে জানায় যখন, তখন বৃঝি কতখানি মধুর এবং কতখানি সুন্দর এরা। উত্তর : পৃষ্ঠা ১৬২।

जावारम निश्न :

্ব জোটে যদি মোটে একটি পয়সা খাদ্য কিনিও ক্ষ্ধার লাগি

দটি যদি জোটে তবে অর্ধেকে ফল কিনে নিও, হে অনুরাগী। রাজারে বিকায় ফল তন্দ্রল: সে তথু মিটায় দেহের ক্ষুধা হৃদয় প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফল অনিয়ার মাঝে সেই-তো স্থা।

ট্রমর : পষ্ঠা ২৬৩। অথবা.

অন্তত আধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা; যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া। য়াদের গভীর আস্থা আছে মানুষের প্রতি নেখানা যাদেব কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয় মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

50

অতদ্ব	তদ্ধ
ক, তাহার জন্য অপেক্ষা করা সমীচিন হবে না।	ক. তার জন্য অপেক্ষা করা সমীচীন হবে না।
ৰ, শারিরিক অবস্থা বুঝিয়া চিকিৎসক ডাকাবে।	খ. শারীরিক অবস্থা বুঝে চিকিৎসক ডাকবে।
ণ, মুর্ব লোকের দুর্গতির সীমা থাকে না।	প্, মূর্থ লোকের দুর্গতির সীমা থাকে না।
ঘ. মুহূর্তের ভুলে বিদুষীরাও বিপাকে পড়ে।	ঘ, মুহূর্তের ভূলে বিদুষীরাও বিপদে পড়ে।
৪, পুরাণ চাল ভাতে বাড়ে।	 পুরান চালে ভাত বাড়ে।
 সপজ্জিত হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল। 	চ. সলজ্জ (লজ্জিত) হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল।
ছ, তার মত কুশলী শিল্পী ইদানিং কালে বিরল।	ছ, তার মত কুশলী শিল্পী ইদানীং বিরল।
জ. আমার অধীনস্থ এ কর্মচারী বেশ বিশ্বস্থ।	জ, আমার অধীন এ কর্মচারী বেশ বিশ্বস্ত।
থ. তিনি অহাথা অঞ্চল্জল বিসর্জন করিয়া সময় নষ্ট করছেন।	ঝ, তিনি অথথা অঞ্ বিসর্জন করে সময় নষ্ট করছেন।
আঃ একবিংশ শতক আসিতে আর মাত্র চারি বৎসর বাকি রয়েছে।	এঃ. একবিংশ শতাব্দী আসতে আর মাত্র চার বছর বাকি রয়েছে
ট. সরকারের বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশের নাম হতেছে বাজেট।	ট, সরকারের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশের নাম হচ্ছে বাজেট।
ঠ. স্বাধিনতা ও বিজয় দিবশে সাভার জাতীয় সৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলী দিবার ব্যবস্থা আছে।	ঠৈ, স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার ব্যবস্থা আছে।
 নত্ত্বিধান ও সত্ত্বিধান জানা থাকিলে বানান ভুল হবে না। 	 ७. वेज्विधान ७ यज्विधान जाना थाकरण वानान ज्ल रदव न

- ৫ উপযক্ত শব্দ বসিয়ে শন্যস্থান পর্ণ করুন (যে কোনো দশটি) :
 - ক আমি আমাব পাওনা ... আদায় কবব। (কড়ায় গণ্ডায়/ যোল আনা)
 - খ ঐ ধর্ত লোকটিকে রাখতে হবে। (চোখে চোখে)
 - গ সবঁই তো হল এখন বিদায় নাও। (ভালোয় ভালোয়)

 - ঙ. চায়ের কাপে কিছ হবে না। (ঝড তলে) চ সততার — তোমাকে উত্তীর্ণ হতেই হবে। (পরীক্ষায়)

 - ছ __ লোক হয়ে এমন কাঁচা কাজ করলে। (পাকা)
 - জ বাড়ো ... কবে এসেছিলাম হতাশ করবেন না। (মথ/আশা)
 - ঝ এই ব্যবসা সত্রেই তার ফিরে গেল। (কপাল) ঞ,বর্ষার পানি পেয়ে পুকুরটা — হয়ে গিয়েছে। (টইটম্বর)
 - ট, আমার এই চাকরি হয়েছে ছাড়লেও বিপদ, রাখলেও বিপদ। (শাঁখের করাত)
 - ঠ আমি ভেবেও কিছ স্তির করতে পারছিনে। (আকাশ-পাতাল)
 - ড এমন ভেলেতো কখনও দেখিনি। (ইচডে পাকা)
 - ঢ. তমি কি বসে আছ্, কিছুই তনতে পাও নাং (কানে তুলো দিয়ে)
- ৬ যে কোনো পাঁচটি বাগধারা দিয়ে উপযক্ত বাক্য রচনা করুন :
 - ক্ অহিনকল (চির শত্রুতা) : ফিরোজ ও আজিজ দুজনের মধ্যে অহিনকল সম্বদ্ধ, কেউ কারো মুখ দেখে ন।
 - খ, আকাশ কুসুম (অবাস্তব কল্পনা) : চাকরিটা না হতেই আকাশ কুসুম ভাবতে তরু করেছ।
 - গ্, টনক নড়া (সচেতন হওয়া) : মিলে শ্রমিকরা ধর্মঘট করায় মালিকপক্ষের টনক নড়ছে।
 - ঘ্র মগের মৃত্রক (অরাজক দেশ) : দিনে দুপুরে ডাকাতি। এ যে মগের মৃত্রক।
 - জিলাপির পাঁাচ (ক্টিল বৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি) : রফিককে দেখতে গোবেচারার মত মনে হলে কি হবে, ওর মধ্যে জিলাপির পাঁাচ রয়েছে।
 - চ, ভামাডোল (তীব্র গণ্ডগোল) : যুদ্ধের ভামাডোলে কে কোথায় ছড়িয়ে পড়ল, আর হদিস পাওয়া গেল না।
 - ছ্র ঘোড়া রোগ (সাধ্যের অতিরিক্ত সাধ) : গাড়ি চাই, বাড়ি চাই, গরিবের আবার এ ঘোড়ার রোগ কেন্ট
 - জ, কাষ্ঠ হাসি (কপট হাসি) : ভদুতার খাতিরে বাদী কাষ্ঠহাসি হেসে বিবাদীকে নমস্কার করণ।
- ৭, এক কথায় প্রকাশ করুন (যে কোনো পাঁচটি):
 - ক, কতজ্ঞতা লাভের পাত্র— কতজ্ঞ।
 - খ, যার অনুরাগ দূর হয়েছে—বীতরাগ।
 - গ্, যে কাউকে ভয় করে না— অকুতোভয়।
 - ঘ, যে কন্যা পূর্বে বাগদন্তা বা বিবাহিতা হয়েছিল— অন্যপূর্বা
 - ঙ্জ. অরণ্যের অগ্নিকাণ্ড— দাবানল।
 - চ. যা সহজেই ভেঙ্গে যায়—ভঙ্গর।
 - ছ, ঢাকায় উৎপন্ন— ঢাকাই।
 - জ, যা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না— অনির্বচনীয়।
- ৮. যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন :
 - ক. বাংলা কাব্যের আদি নিদর্শন কি?
 - _ চর্যাপদ।

- 'চনীমঙ্গল' কাবোর রচযিতা কে? কোন শতান্দীর রচনা?
- মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। রচনাকাল আনুমানিক ষোড়শ শতক (১৫৯৪/১৫৯৫)। র মনসুর বয়াতী কে? তাঁর কাব্যের নাম কি?
- বিশ্বাত লোকসাহিত্যের রচয়িতা ও মৈমনসিংহ গীতিকার অন্যতম কবি। তার কাব্যের নাম 'দেওয়ানা মনিনা'। ্ব 'ফাসন্ধির কবি' কাকে বলা হয়, কেন?
- ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে । তার কবিতায় মধ্যফুগ ও আধুনিক যুগের চিন্তাধারার সম্মিলন ঘটেছে বলে তাকে 'ফুগসন্ধিক্ষণের কবি' বলা হয়।
- মধ্যযুগের কোন কাব্য প্রথমে এক কবি তরু করেন এবং পরে আর এক কবি শেষ করেন? কবি দুজনের নাম কি?
- কাবোর নাম 'আমীর হামজা'। তরু করেন ফকির গরীব্দ্রাহ এবং শেষ করেন সৈয়দ হামজা। * 'ভোহফা' কাব্যটি কে রচনা করেন? কাব্যটি কোন ভাষা থেকে অনুদিত?
- মহাকবি আলাওল। তিনি এটি হিন্দি ভাষা থেকে অনুবাদ করেন।
- ভ 'প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে মুসলমানের অবদান' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
- আবদল করিম সাহিত্য বিশারদ।
- ভানসিংহ কার ছম্বনাম? এই ছম্বনামে কোন গ্রন্থটি রচিত হয়? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের । প্রস্তের নাম 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'।
- ঝ ফুরুকুখ আহমদ রচিত সনেট গ্রন্থের নাম কি?
- মহর্তের কবিতা (১৯৬৩)। এঃ প্রাচীন যুগে রচিত বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন কোন কোন নামে পরিচিত?
- 🗕 চর্যাপদ, চর্যাগীতি, চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়।
- 'ইউসুক্-জোলেখা' ও 'লাইলী-মজনু' কাব্যের উপাখ্যানসমূহ কোন দেশের? 'ইউস্ফ-জোলেখা' মিশরের ও 'লাইলী-মজনু' ইরানের (পারস্য দেশ)।
- ঠ. 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' কাব্যের মূল রচয়িতাদের নাম কি? কোন ভাষায় লেখা? 'রামায়ণ' রচনা করেন মহাকবি বাল্মীকি এবং 'মহাভারত' কৃষ্ণাহৈপায়ন ব্যাসদেব। ভাষা: সংস্কৃত।
- ছ. দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের কয়েকজন রচয়িতার নাম পিখুন।
- ফকির গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা, এয়াকুব আলী, মুহম্মদ দানেশ, মালে মুহম্মদ, আবদুল মজিদ খোনকার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।
- ট, আটচপ্রিশ থেকে বায়ান সালের বাংলা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও রচয়িতার নাম লিখুন।
- পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি। রচয়িতা : বদরুন্দীন ওমর।

১৫তম বিসিএস : ১৯৯৪-৯৫

- দ্বিষ্টব্য : বাংলা ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রশ্লোক্তর মধামথ ও সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্জুলীয়। সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রুণ দৃষণীয়। প্রত্যেক প্রশ্লের মান পশ্লের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]
- যে কোনো একটি বিষয়় অবলয়নে রচনা লিখুন :
 - ক. নাগরিক জীবনে নিঃসঙ্গতা
- খ. চিত্ৰকলা উপভোগ

- গ দাবিদা বিমোচন উত্তর : পষ্ঠা ৬৪৭। ঘ বই মেলা
- ত্র বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের ভবিষাৎ উত্তর : পষ্ঠা ৬৬৫।
- চ সড়ক দর্ঘটনা উন্তর : পঠা ৬৯৫।
- ভ বাংলাদেশের শিশু
- জ, ততীয় বিশ্বে এইডস রোগের বিস্তার ও প্রতিরোধ উত্তর : পষ্ঠা ৮২৭।
- ঝ সৌজন্যবোধ
- ঞ চতৰ্দশ শতাব্দী
- ২, ভাব-সম্প্রসারণ করুন :
 - ক. বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

উত্তর : পষ্ঠা ১৬১।

- খ, জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বৃদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব উত্তর : পৃষ্ঠা ১৬১।
- ৩. সারাংশ লিখন :

ক. নদীমাতৃক দেশে নদী যদি একবারে গুকিয়ে যায় তাহলে তার মাটিতে ঘটে কুপণতা, তার অন উৎপাদনের শক্তি ক্ষীণ হয়। দেশের আপন জীবিকা যদিবা কোনো মতে চলে, কিন্তু সে জ্ঞ প্রাচর্যের দ্বারা বাইরের বৃহৎ জগতের সঙ্গে তার যোগ, সেটা যায় দরিদ্র হয়ে। যেমন বিশেষ দেশ নদীমাতক, তেমনি বিশেষ জনচিত্ত আছে যাকে নদীমাতক বলা চলে, সে চিত্তের এমন নিত্যপ্রবাহিত মননধারা যায় যোগে বাহিরকে সে আপনার মধ্যে টেনে আনে; নিজের মধ্যেকার ভেদ-বিভেদ তার ভেসে যায়—যে প্রবাহ চিন্তার ক্ষেত্রকে নব-নব সফলতায় পরিপূর্ণ করে, নিরন্তর অনু জোগায় সকল দেশকে, সকল কালকে।

উত্তর : পৃষ্ঠা ২৬২।

খ. আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়, তাই ভাবি মনে।

জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধ পানে ধায়, ফিরাব কেমনেং দিন দিন আয়ুহীন.

হীনবল দিন দিন, তবু এ আশার নেশা ছুটিল নাঃ এ কি দায়!

উত্তর : পৃষ্ঠা ২৬২।

ক্রম্ম করে লিখুন (যে কোনো দশটি):

63.52 ক, তুমি সে ও আমি কাল সাভার জাতীয় ক্র আমি, তুমি ও সে কাল সাভার জাতীয় ন্দুভিসৌধ দেখতে যাব। শ্রতিসৌধ দেখিতে যাব।

থ যিনি যথার্থই বিদ্বান, তিনি কখনও নিজের বিদ্যার শ্ব যিনি যথাৰ্থ্যই বিদ্যান, তিনি কখনও নিজের বিদ্যার

গৌরব করেন না। গৌবব করে না। গ্য, তার জ্যৈষ্ঠ পুত্র ও কনিষ্ট কন্যা বিদেশ গিয়াছে। গ্, তার জ্যেষ্ঠপুত্র ও কনিষ্ঠ কন্যা বিদেশে গেছে। ঘ বিষয়টির বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। ছ বিষয়টির বিষদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।

ত্ত, ইহা একটি মৃক ও বধির প্রশিক্ষণ কেনে। ত্ত, ইহা একটি মুক ও বধির প্রশিক্ষণ কেন্দ। চ্ পরিবেশ দোষণ সমস্যা দিন দিন জটিল হচ্ছে। চ. পরিবেশ দুষণ সমস্যা দিন দিন জটিল হচ্ছে। ছ দাবিদ্য বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা। ছ দারিদ্রতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা। জ, এসব মানুষের কোনো ঠিকানা নেই। জ্ব, এই সব মানুষণ্ডলির কোন ঠিকানা নেই। ঝ, শোকসভায় বিশিষ্ট বৃদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক স্কু, শোকসভায় বিশিষ্ট বৃদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক

প্রমথ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। প্রমথগণ শ্রদ্ধাপ্তলি প্রদান করেন। ঞ, মনীষী মুহত্মদ শহীদুলাহ একটি আদর্শ বাংলা ঞ মণিষী মুহশ্মদ শহীদুল্লাহ একটি আদর্শ বাংলা वाकिवनं वहनां करतन । ব্যাকরণ বচনা করেন।

টি, তারা যাইতে যাইতে এ দৃশ্য দেবিয়া মুদ্ধ ও বিশ্বিত হল। টি, তারা যেতে যেতে এ দৃশ্য দেবে মুদ্ধ ও বিশ্বিত হল। ঠ ভার প্রতি এতটা অন্যায় করলে সবাই দোষ দেবে। ঠ ভাচাব প্রতি এতটা অনাায় করিলে সবাই দোষ দিবে।

ড তোমরা সুখে-দুরখে পরম্পরের সাধী হও। ড, তোমার সূখে দুপ্তথ পরম্পরের সাথী হও। চ্ বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান দক্ষিণ এশিয়াতে। ত বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান দক্ষিণ এশিয়াতে।

৫. উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করুন (যে কোনো দশটি):

ক. সে সারাটা জীবন — খেটেই গেল। (কলুর বলদের মত) খ, তার সঙ্গে— দেখা হয়। (কালেভদ্রে)

গ, তিনি একজন — মানুষ। (মাটির) ঘ. সাবধান একথা যেন কেউ — জানতে না পারে। (ঘূণাক্ষরেও)

ভ. পরীক্ষায় পাস করার জন্যে সে — পণ করেছে। (আদাজল খেয়ে)

চ. ক্ষমতার অহংকারে — জ্ঞান করো না। (ধরাকে সরা)

ছ আমাকে রাগিয়োনা, — ভেঙ্গে দেব। (হাটে হাড়ি)

জ. এই সুযোগে সে অনেক টাকা — মারলো। (দাও)

🔻 বাইরে থেকে দেখে তাকে ধার্মিক মনে হয় কিন্তু আসলে —। (বকধার্মিক)

44.কার এত বড় — যে সে এ কাজ করতে পারলো। (বুকের পাটা)

ট সে কি পেয়েছেং এটা — নাকিং (মণের মৃত্তুক)

তার অকাল মৃত্যু — বন্ধ্রপাতের শামিল। (বিনা মেঘে)

উ. তিনি খুব — মানুষ, যে যা বলে তা-ই বিশ্বাস করেন। (কানপাতলা)

- ৬. যে কোনো পাঁচটি বাগধারা দিয়ে উপযুক্ত বাক্য রচনা করুন :
 - ক. আলালের ঘরের দলাল (অতি আদরের বখাটে পুত্র) : বুলবুল সাহেবের আলালের _{ঘারু} फ्लानि अकन म**्ड**ेव प्रन ।
 - খ. উলুবনে মুক্ত ছড়ানো (অপাত্রে জ্ঞান দান) : তার মতো নির্বোধের কাছে কবিতা আলো করা আর উলুবনে মুক্ত ছড়ানো একই কথা।
 - গ. গড্ডাপিকা প্রবাহ (অন্ধ অনুকরণ) : এমন গড্ডাপিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে কতদিন চলতে
 - ঘ. গোড়ায় গলদ (তব্ৰুতেই ভূল) : গোড়ায় গলদ থাকলে কেউ পরীক্ষায় ভালো ফল লাভ করতে পারে 🛼
 - উভয়-সংকট (দুই দিকে বিপদ) : একদিকে বড় সাহেব অন্যদিকে ছোট সাহেব দু'জনেব ক্র রাখতে কি উভয় সংকটেই না পড়েছি।
 - কড়ায়-গধায় (পুরোপুরি) : আসলামের পাওনা টাকা কডায়-গধায় শোধ করেছি ।
 - ছ. আদা-জল খেয়ে লাগা (কোমর বেঁধে লাগা) : করিম একেবারে আদা জল খেয়ে লেগেছ অশ্বটা না কষে কিছতেই উঠবে না।
 - জ. আমড়া কাঠের ঢেঁকি (অপদার্থ) : সাত পাঁচ জ্ঞান যার নেই অমন আমড়া কাঠের ঢেঁকিকে দিয়ে কি হবে
- ৭. এক কথায় প্রকাশ করুন (যে কোনো পাঁচটি)
 - ক, যক্তিসংগত নয়- অযৌক্তিক।
 - थ या वना श्रयाष्ट्र— फेंक ।
 - গ, অনসন্ধান করবার ইচ্ছা- অনসন্ধিৎসা।
 - ঘ, একই সময়ে বর্তমান— সমসাময়িক।

 - ভ. চক্ষু দ্বারা গৃহীত— চাক্ষুষ।
 - যা পর্বে শোনা যায়নি
 অঞ্চতপর্ব।
 - ছ, যার সর্বন্ধ খোয়া গিয়েছে- সর্বহারা।
 - জ, যা লাভ করা দঃসাধ্য- দর্লভ।
- ৮. যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন :
 - ক. 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'- কোন কবির বাণী?
 - __ क्षिप्रात्त्रतः
 - ধ. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য'-এর রচয়িতা কে? কাব্যটির রচনাকাল ও গুরুতু কি?
 - রচয়িতা : বড় চঞ্জীদাস । রচনাকাল : ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে ১৪০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এবং সুকুমার সেনের মতে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ। গুরুত্ব : এটি মধ্যযুগের প্রথম এবং সর্বজনস্বীকৃত প্র^{থম} খাঁটি বাংলায় রচিত অন্যতম সাহিত্য নিদর্শন। ধর্মীয় দিক থেকেও এর গুরুতু অপরিসীম
 - গ. শাহ মুহম্মদ সগীর রচিত একটি কাব্যের নাম লিখুন এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহালে ^এ কাব্যের শুরুত নির্দেশ ককন।
 - ইউসুফ-জুলেখা'। এটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম প্রণয়োপাখ্যান এবং কোনো মুসলিম রচিত প্রথম গ্রন্থ
 - ঘ. 'লাইগী-মজনু' কাব্যের রচয়িতা কে? এটি কি মৌলিক, না অনুবাদ কাব্য?
 - 'লাইলী-মজনু' কাব্যের রচয়িতা দৌলত-উজীর বাহরাম খা এবং এটি একটি অনুবাদ কাব্য ভ. কৃত্তিবাস কোন কাব্যের জন্য বিখ্যাত? তিনি কোন সময় এ কাব্যটি রচনা করেন?
 - রামায়ণ। তিনি পঞ্চদশ শতকে এ কাব্যটি রচনা করেন।

- বিজয় তত্তের দেশ কোথায়? তিনি কোন উপাখ্যান নিয়ে কোন সময় কাব্য লেখেন? সমিশাল জেলার ফুলুশী গ্রামে (বর্তমান গৈলা)। পঞ্চদশ শতকে (১৪৮৪-১৪৮৫) তিনি
- ব্যবসার কাহিনী নিয়ে 'পদ্মাপরাণ' কাব্য রচনা করেন। ্রালো ভাষার প্রথম ব্যাকরণ কে, কোন ভাষায়, কোথায় রচনা করেন?
- নর্জনিজ পাদি মনোএল-দ্য-আসসম্পর্নাও পর্তনিজ ভাষায় গাজীপুরের ভাওয়ালে ১৭৩৪ সালে ক্রজ্রা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন। (এর বাংলা নাম ছিল ভোকাবলারিও এম ইদিওমা ব্রেনগরা ই-পর্কাীজ। এটি পর্কুগালের রাজধানী লিসবন থেকে ১৭৪৩ সালে প্রকাশিত হয়)।
- ্রাপ্তলা গদ্যের জনক বলা হয় কাকে? বাংলা গদ্যে তিনি কি সংযোজন করেন? ক্ষরক্রদ বিদ্যাসাগরকে। তিনি বাংলা ভাষায় প্রথম যতিচিক্রের ব্যবহার শুরু করেন।
- ক্লাকবালা কাহিনী নিয়ে ইংরেজ আমলে কে গ্রন্থ রচনা করেন? লেখক ও গ্রন্থের নাম কি?
- রীর ফ্রশাববফ হোসেন। গ্রন্থ · বিষাদ সিন্ধ। a 'কম্বকমারী' নাটকের রচয়িতা কে? এ নাটকের গুরুত কি?
- আইকেল মধসদন দত্ত। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজেডি।
- ন করেলিকা গ্রন্থটির আঙ্গিক কি? রচয়িতা কে? একটি উপন্যাস। রচয়িতা কাজী নজকুল ইসলাম।
- ঠ বাংলাদেশের সাহিত্যে (১৯৪৭–৯৩) প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস কোনটি? রচয়িতা কে? সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু'।
- জ 'কবব' কোন ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে বচিত? বচযিতা কে?
- একশের ভাষা আন্দোলন। রচয়িতা মনীর চৌধরী।
- একশের প্রথম সংকলন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা য়দ্ধের দলিলপত্র সংকলনের সম্পাদনা করেন কে?
- হাসান হাফিজুর রহমান।

30

১৩তম বিসিএস · ১৯৯১-৯২

দ্রিষ্টব্য : বাংলা ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রশ্নোতর যথায়থ ও সংক্ষিত্ত হওয়া বাগুলীয়। সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ দুষণীয়। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।।

- যে কোনো একটি বিষয়় অবলম্বনে রচনা লিখন :
 - ক. আধুনিক কাব্যে দুর্বোধ্যতা খ. শোকসাহিত্য অনুশীলনের উপযোগিতা
 - উত্তর : পৃষ্ঠা ৭৫২। গ. সমাজতন্ত্রের সংকট ও বিশ্ব রাজনীতির ভবিষ্যৎ
 - ঘ. উপসাগরীয় যুদ্ধ এবং তার প্রতিক্রিয়া
- বাংলাদেশে সন্ত্রাসী তৎপরতায় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ
- প্রাকৃতিক দর্যোগ উভর : পৃষ্ঠা ৮৫২।
- শমকালীন সংস্কৃতিতে সংকটের ছায়া

- জ. পরিবেশগত ভারসাম্য সংরক্ষণের ভাবনা-চিন্তা
- উত্তর : পৃষ্ঠা ৮৪৯। ঝ যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে
- এঃ, সবার জন্য স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা।
- ध्वः, जवात क्षना श्राष्ट्रा धवर । नक
- ২. ভাব-সম্প্রসারণ করুন:
- ক. কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি। উত্তর: পৃষ্ঠা ১৬০।
- খ, ভূতের ভয় অবিশ্বাসে কাটে না। উত্তর : পষ্ঠা ১৬০।

৩. সারাংশ লিখুন :

ক. নাল্যুগার মিচের বিজ্ঞানকল প্রেটোর ফুগের এথেকার মেরা অনেক বেশি। এখন মিটে কেলার আছে, কোনে মটর ছুটিছে, মিগার ছুটিছে, কোন, কামান-বন্দুক, কলকারখানা সবই আছে, ছর প্রাচিন এথেকার এটার কারের কোনে চিহুই ছিল না। একণ সংকুও প্রেটোর এফেকারে আমারা নিটা চিহুই ছিল না। একণ সংকুও প্রেটোর এফেকারে আমারা নিটা চিহুই ছিল এই কারা কিলার কারে কিলার কারে কারের কারের কারের কারের কারের কারেন কারেন

অথবা,

খ. আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মান হয়ে ছুটে কি যন্ত্রণায় মরিছে পাথরে নিম্বল মাথা কুটে। কণ্ঠ আমার ক্লছ আজিকে বাঁশী সঙ্গীত হারা, অমাকস্যার কারা— কলা ক্রমেন্ড আমার ভবন দম্বেপনের তলে

অধ্যক্ষার পান।

পুঞ্চ করেছে আমান ছুবন দুর্গপানের তলে,
তাই তো তোমার তথাই অপ্রক্তালে

যাহারা তোমার বিবাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তানের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেলেছ ভালা

উক্তর : পান্নী ২৬২।

8. তদ্ধ করে লিখুন (যে কোনো দশটি):

অন্তদ্ধ	अक्ष
ক মনস্কামনা পূৰ্ণ না হওয়ায় সে মনোন্তাপ ভূগছে।	ক, মনস্বামনা পূর্ণ না হওয়ায় সে মনস্তাপে ভূগছে।
খ, অত্যান্ত গরমে কট পান্ছি, বাতাস করিতেছ না কেনঃ	খ. অত্যন্ত গরমে কষ্ট পাচ্ছি, বাতাস করছ না বেনা
গ, আমাদের দৈন্যতা দৃষ্টি তোমার পুলকের কারণ কিং	গ. আমাদের দীনতা দৃষ্টে তোমার পুলকের কারণ ^{বি}
ঘ. পিপীলিকা আর মরিচিকার পিছু ধাওয়া করা একই কথা।	ঘ, দিপীলিকা আর মরীটিকার পিছু ধাওয়া করা একই কর্ম

অতদ্ধ	जब ।
ক্রম মলিলেন যেন গড়েন্দগামিনী।	ঙ. বাবু চলিলেন যেন গজেন্দ্রগমন।
ক্রিক্সের হা প্রান্তি ভাতেই তার মনাবকার দেখা দেয়েছে ।	চ, ইতোমধ্যে যা ঘটেছে তাতেই তার মনেবিকার দেখা দিয়েছে।
হ সর্বদেহে অসহানীয় বাখা, ঔষধ দেব কোথায়?	ছ, সর্বদেহে অসহ্য/অসহনীয় ব্যপা, ঔষধ দেব কোধায়ঃ
ন্ধ্র কালনুক্রমানুসারে আমি সবই জানিতে পারিব, কিন্তু তথ্ন আর উপার থাকবে না।	জ্ব কালক্ৰমে আমি সবই জানতে পারব, কিন্তু তখন আর উপায় থাকবে না।
ধু, বিশ্বরাতিত্বত হতবাক চিত্তে আমি তখন তোমাকে দেখিতেছিলাম।	ঝ, বিশ্বয়াভিভূত চিত্তে আমি তথন ভোমাকে দেখিতেছিলাম।
ঞ্জ, মনোনীত কবিতা হইতে একটি বেছে নাও এবং আবন্তি করিয়া পড়।	ঞ, নিৰ্বাচিত কবিতা থেকে একটি বেছে নাও এবং আবৃত্তি কর।
ট্ট, মাননীয় সভানেত্রী এবং উপস্থিত সকল শিক্ষকগণকে লক্ষ্য করে তিনি কথাগুলি বগলেন।	ট, মাননীয়া সভানেত্ৰী এবং উপস্থিত সকল শিক্ষককে লক্ষ করে তিনি কথাগুলো বললেন।
ঠ, অনাদি অনম্ভকাল ধরে আমি চিয়দিন তোমাকে শ্বরণ করবো।	ঠ. আমি চিরদিন তোমাকে স্মরণ করব।
ভ, বাট্টপ্রধানগণ আপাতত ঐকমত্যে পৌছুলেন, তবু আগামীতে কি ঘটবে বলা যায় না।	 ড. রাষ্ট্রপ্রধানগণ আপাত ঐকমত্যে পৌছলেন, তব্ আগামীতে কি ঘটবে বলা যায় না।
ত, অনোন্যপায়ী হইয়া আমি তোমার সরণাপন্ন হইলাম।	চ্ অনন্যোপায় হইয়া আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম।

- ৫, উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন (য়ে কোনো দশটি):
 ক্র শেষ পর্যন্ত কাগজটি রস্তগত হওয়ায় আমার দিয়া জর ছাড়িল। (ঘাম)
- ক্ত শেষ পথন্ত কাগজাত হত্তগত হত্তমায় আমায় শেয়া বুল আজুন । (বাগে)

 ভা উনি হচ্ছেন গভীর জলের মাছ, উনাকে পাওয়া সহজ নয় । (বাগে)
- গ্ৰ, বিনা টিকিটে টেনে চেপে সেলামীটা ভালই হলো। (আক্সেল)
- ষ্ব, আমি কি ঘাস কাটতে এখানে বসে আছি। (ঘোড়ার)
- জর আঙ্কল দিয়ে পর্যন্ত গলবে না, আর তুমি প্রত্যাশা করছ সাহায্য। (পানি)
- ছুটকো ভাইরা সবাই সব সময় উজির মারছেন, কিন্তু সবই গলাবাজী মাত্র। (রাজা)
- ছ, কথার মধ্যে কাটা আমি এক্কেবারে পছন্দ করি না বাপু। (ফোড়ন)
- জ্ঞ, ও সন্ত্রাসী না আর কিছু, আসলে একটা আন্ত— তপপ্পী। (বিড়াল)
- স্ব. আধুনিকাদের উগ্র প্রসাধনী দেখলে অনেক সময় মনে হয়— নাকে তিলক পড়েছে। (খাদা) জ্ব. এতদিনে হেড মাষ্টারটা বদলী হল, আর আমার— বাতাস লাগলো। (হাড়ে)
- জ. এতাদনে হেড মান্টারটা বদল। হল, আর আমায়— বাতাল ব ট. মনে— ধরেছে বুঝি, তাইতো দেখি খুশিতে বাগবাগ। (রং)
- মনে— ধরেছে ব্রাঝ, তাইতো দোখ খ্রাশতে বাগবাগ। (বং)
 ভারতে যেতে আমার বেশি পয়সার দরকার হবে না, কারণ আমি ধাকা পাসপোর্টে যাব। (ঘাড/গলা)
- ছ. দুই সতীনকেই বাপের বাড়ি পাঠাবো, ওদের কচকচি আর ভাল লাগে না। (ঢেঁকির)
- ত. সুখের দিনে ওমন মাছি কত দেখা যায়। (দুধের)
- ৩. যে কোনো পাঁচটি বাগধাবা দিয়ে উপযক্ত বাক্য রচনা করুন?
 - ত্ব কোনো পাচাচ বাগধারা দিয়ে ডপযুক্ত বাক্) রচনা করণ। ক. ক অক্ষর গোমাংস (বর্ণজ্ঞানহীন) : এত বড় বিদ্বান লোকটার ছেলে কিনা ক অক্ষর গোমাংস।
- ^খে গণপিটুনি (প্রচণ্ড মার) : গণপিটুনিতে কথিত চোরটা মারা গেল।
- গ. পৌরু খেজুরে (অত্যন্ত অলস) : এ রকম গৌফ খেজুরে লোক জীবনে কখনও উন্নতি করতে পারবে না।
- শ. পর্বভের মৃষিক প্রসব (বিরাট সম্ভাবনা) : এত আলোচনা এত প্রতিশ্রুভির পরে এইটুকু পেলামা এতো পর্বভের মৃষিক প্রসব হলো।

- ঙ, শিরে সংক্রান্তি (আসনু বিপদ) : পরীক্ষার মাত্র একমাস আগে শিরে সংক্রান্তি নিচ ভীষণভাবে পড়তে আরম্ভ করেছো দেখছি।
- চ চাঁদের হাট (আনন্দ সমাবেশ) ; বিয়ে বাড়িতে ছেলে, জামাই, সেয়ে সবাই এসেছে, তে চাঁদেব হাট বসেছে।
- ছ বিদরের খদ (গরিবের সামান্য উপহার) : আমার আয়োজন সামান্য, এটা যেন বিদুরের ২৯ ক্রিম্ম এতে ক্রদায়র স্পর্শ পারেন।
- জ. একাদশে বহস্পতি (সুসময়) : তোমার তো এখন একাদশে বৃহস্পতি, ধুলো মুঠো সোনা হয়
- ৭. এক কথায় প্রকাশ করুন (যে কোনো পাঁচটি):
 - ক যে নারী জীবনে সম্ভান প্রসব করেনি-বন্ধ্যা।
 - খ তমন করার ইচ্চা- জিঘাংসা।
 - গ ক্রেম্পট বর্ধিত হচ্ছে যা– ক্রমবর্ধমান।
 - ঘ কাচেব দ্বাবা নিৰ্মিত যে ভবন– কাচভবন।
 - গোপন করিবার ইচ্ছা—জগুলা।
 - চ আনাকর মাধ্য একজন–অনাতম।
 - ছ, পর্বে জন্মেছে যে–অগ্রজ।
 - জ অগ্রসর হয়ে অভার্থনা-প্রত্যাদগমন।
- ৮ যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন :
 - ক, 'ধনধান্যে পুশে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' দিয়ে তরু সঙ্গীতটির রচয়িতা কে?
 - ডি.এল. রায় (ছিজেন্দ্রলাল রায়) ।
 - খ, 'চর্যাপদ' গ্রন্থে কোন পদকর্তার সর্বাধিক এবং কতটি পদ রয়েছে?
- সর্বাধিক পদ রচনা করেছেন কাহ্নপা এবং তাঁর পদসংখ্যা ১৩টি।
- গ, জয়দেব রচিত একটি সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন, যা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে উলেখযোগ্য।
- _ গীতগোবিন্দ।
- ঘ্ আলাওলের 'পদ্মাবতী' কোন ভাষার, কোন কবির এবং কোন গ্রন্থের অনুবাদ?
- হিন্দি ভাষায় রচিত মালিক মুহশ্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' গ্রন্থের অনুবাদ।
- জ ভারতচন্দ্র কোন রাজসভার কবি ছিলেন?
 - মহারাজা কম্বঃচন্দ্র।
- চ্ ফ্রকির গরীবুল্লাহ রচিত দুটি গ্রন্থের নাম লিখুন।
- আমীর হামজা ও জঙ্গনামা।
- ছ. 'সংবাদ প্রভাকর' কত সালে, কার সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়?
- ১৮৩১ সালে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায়।
- জ, মুসলমান সম্পাদকের সম্পাদনায় প্রথম কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয়? সম্পাদকের নাম কি?
- সমাচার সভারাজেন্দ্র (১৮৩১)। সম্পাদক শেখ আলীমুল্লাহ।
- ঝ, 'সধবার একাদশী' কার লেখা ও কি ধরনের বই?
- দীনবন্ধ মিত্র রচিত একটি প্রহসন।

- শেরগীয়র রচিত কোন নাটকটি বিদ্যাসাগর অনুবাদ করেন এবং অনুদিত গ্রন্থটির বাংলা নাম কি? নাটক : কমেডি অব এররস (Comedy of Erros) । অনুদিত গ্রন্থ : ভ্রান্তিবিলাস ।
 - ্নৌফেল ও হাতেম' কোন জাতীয় রচনা? রচয়িতার নাম কি?
 - ক্রারনোটা। রচিয়তা ফরক্রথ আহমদ।
 - 'ঠাদের অমাবস্যা' কোন জাতীয় রচনা এবং গ্রন্থটির লেখক কে?
 - জন্মাস এবং রচয়িতা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।
- ma বাংলাদেশের দুজন অকালপ্রয়াত বিশিষ্ট কবির নাম লিখুন? আবল হাসান ও রন্দ্র মুহম্মদ শহীদল্লাহ।

১১তম বিসিএস : ১৯৯০-৯১

। এইবা : বাংলা ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রশান্তর যথায়থ ও সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্জুলীয়। সাধু ও চলিত ভাষার মিশুণ দুষণীয়। প্রত্যেক প্রশ্রের মান প্ৰশ্ব শেষ প্ৰান্তে দেখানো হয়েছে।

- ্যে কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখন : ক বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নাট্যচর্চা
 - উত্তর : পষ্ঠা ৭৬৯।
 - ল নালাদেশের উপন্যাস
 - গ, বিক্ৰুব্ধ পূৰ্ব ইউরোপ
 - দ্ব পরিবেশ দম্বণ ও তার প্রতিকার
 - উত্তর : পৃষ্ঠা ৮৪৯। সাম্প্রতিক পণ্যমৃল্য বৃদ্ধি ও গণ-জীবন
 - উত্তর : পষ্ঠা ৬৫২।
 - চ. কষিকার্যে বিজ্ঞান ছ. বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও তার রূপান্তর
 - উত্তর : পঠা ৭৪০।
 - জ আমাদের শহর ও গামের ব্যবধান অপসারণ ঝ, বাংলাদেশের পশুপাখি
 - এঃ, বাংলাদেশের কন্যা নিয়ন্ত্রণের সমস্যা ও সম্ভাবনা।
- উত্তর : পষ্ঠা ৮৬১।
- ভাব-সম্প্রসারণ করুন :
- ক. 'যত মত তত পথ'। উত্তর : পর্চা ১৫৯।
- খ. যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে
- সহস শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে.
- যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।
 - উত্তর : পষ্ঠা ১৫৯।

৩ সারাংশ লিখন :

ক, এখন দিন গিরেছে। অন্ধকার হয়ে আনে। একদিন এই পথকে মনে হয়েছিল আনাংহ পথ, একান্তই আনারা; এখন দেখাছি, কেকল একটি বার মার এই পথ দিয়ে চলার নুহুর নিয়ে এনেছি, আর নয়। নেযুকলা জিরারে নেই পুরুকলাছ, আনদ নৈতিব মাট, নাইচ চর, গোয়ালবাছি, বানের গোলা পেরিয়ে-সেই চেনা চাউনি, চেনা কথা, চেনা মুখর মহলে আর একটি, বারব ফিরে গিয়ে কাম হবে না। এইবেশ। এই পথ যে কামর পথ নায়। আন্ধ কুলার একবার পোর দিরে বাকার মুখ, কেলার পথ নায়। আন্ধ কুলার একবার পোরে দিবে তাকালুমা, কেলায়ুদ, এই পথকু বিশ্বত পানিচন্দের পদাবলী, বৈরবীর সুরে বাঁধা। যককাল যত পবিক চলে গোয় ভালের জীবনের সমস্ক কথাকেই এই পথ আপনার একটি মাত্র খুলি রেখায় সর্বন্ধিক বর এককেছে; সে একটি রেখা চলার প্রদায় বিশ্বতার দিকে একে সোনার সিহেছে; সে একটি রেখা চলার কিলেহেনার নিক থেকে সুর্বান্তের নিকে এক সোনার সিহেছার থেকে আর এক সোনার সিহেছার থেকে আর এক সোনার সিহেছার। থেকে বাবা এক সোনার সিহেছার।

উত্তর : পৃষ্ঠা ২৬১।

অথবা,

ব্ অন্তুত আঁখার এসেছে এ পৃথিবীতে আজ্ব য়ারা অন্ত সন্তেরে নেলি আজ্ব চোবে দ্যাবে তারা; যাদের হৃদরে, কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুশার আলোড়ন নেই পৃথিবী অঞ্চল আজ্ব তানের সুস্বামার্শ ছাড়া যাদের গভীর আহা আছে আজো মানুদের প্রতি এখানো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয় মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা পারন ও পোয়ালের বাদ্যা

আজ তাদের হৃদয়। উত্তর : পষ্ঠা ২৬১।

8. শুদ্ধ করে লিখুন (যে কোনো দশটি):

অভয় ক, এমন অসহ্য ব্যথা কখনও অনুভব করিনি ক, এমন অসহানীয় ব্যাখ্যা কখনও অনুভব করিনি খ, সে কৌতুক করার কৌতুহল সংবরণ করতে পারলো ন খ. সে কৌতুক করার কৌতুহল সম্বরণ করতে পারল না। গ মহারাজ সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন গ্, মহারাজ সভাগৃহে প্রবেশ করলেন। घ. সর্ব বিষয়ে বাহুল্য বর্জন করবে। ঘ, সর্ববিষয়সমূহে বাহুল্যতা বর্জন করবে। ঙ, অন্রভাবে ঘরে ঘরে হাহাকার। % অনাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার। শশিভ্রণ গীতাঞ্জলি পাঠ করেছে। শশীভূষণ গীতাঞ্জলী পাঠ করেছে। ছ, তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন, আমার আর ছ, তিনিও তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন, আমার আর বাঁচার সাধ নেই। বাচার স্থাদ নেই। জ্ঞ, সে সঙ্কটে পড়েছে। জ্ঞ সে সঙ্কট অবস্থায় পড়েছে। ঝ, আবাল্য সমত্রে ব্যাকরণ পাঠ করা উচিত ঝ, আবাল হতেই সয়ত্বপূর্বক ব্যাকরণ পাঠ করা উচিত।

অবদ্ধ	তদ্ধ				
্র, সব ধনাত্য ব্যক্তিবর্গের আতিথ্য সংকার করা উচিং।	ঞ, সব ধনাঢ্য ব্যক্তির অতিথিসংকার করা উচিত।				
গ্রার কাজ করার জন্য আমি আপ্রাণ চেন্টা করব।	ট, তার কাজ করার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব। ঠ, মাতৃবিয়োগে তিনি শোকানলে দক্ষ।				
্য সাতৃবিয়োগে তিনি শোকানলে মগ্ন।					
্য গতকাল নীলিয়া লাল পেড়ে শাড়ি পরেছিল।	ড. গতকাল নীলিমা লাল পাড়ের শাড়ি পরেছিল				
s. গতিবার তোমার গোপন কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।	ত. তোমার গোপনীয় কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।				

ভগষুক্ত শব্দ দিয়ে শ্ন্যস্থান প্রণ করে বাক্য অর্থপূর্ণ করুন (যে কোনো দশটি):

কেটা ছিল তার — যাত্রা; সেই যে সে গেল, আর ফিরে এলো না। (অগন্ত্য)

খ্ব. যে যা পারল লুটে নিল, আর আমার ভাগ্যে — ডিম্ব। (অশ্ব)

গ. তোমার তো — বছর; দেখা যাবে, কাজটা কবে শেষ হয়। (আঠার মাসে)

ঘ, সারাদিন ধরে— গুড়ি ঝরছিল। (ইলশে)

ভব ঘৃণা যেন তারে— দহে। (তৃণসম)
 — বলদের মতো না চলে একটু নিজের বিদ্যাবৃদ্ধি খাটাও। (কলুর)

s এই বয়সে এসে দেখছি, কাঁচা — ঘূণ ধরেছে। (বাঁশে)

🔞 মেরেটি সামান্য ঘরে জন্মালেও কিন্তু — পদ্মফুল। (গোবরে)

শ্ব. প্রকে একবার হাতে পেলে — খাইয়ে ছাড়বো। (ঘোল)

ঞ, দুর্বৃত্তেরা চলে যেতেই আমার যেন — জ্বর ছাড়লো। (ঘাম দিয়ে)

ট, জল পড়ে — নড়ে। (পাতা)

ঠ. পাথির — চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন। (নীড়ের মত)

ভ. লোকটি সাধু সেজে বেড়ালে কি হবে, আসলে উনি — বাঘ। (তুলসী বনের)

ত. এখন আমার — পা; কাকে ছাড়ি, কাকে রাখিং (দু নৌকায়)

তে কোনো পাঁচটি বাগধারা দিয়ে অর্থসহ পাঁচটি বাক্য রচনা করুন :
 ক. দুধের মাছি (সুসময়ের বন্ধ) : দুর্দিন দেখা দিলে দুধের মাছিরা আর থাকে না ।

ক্ত বুরুর স্বাহ্ (পুশনন্তম সন্মূ) : সুনশ সেখা নাড়া বুরুর মাহেনা নাম বারুক না ব, ভুতের বাপের শ্রাদ্ধ (অপরিমিত অপব্যয়) : তোমাদের ক্লবে একদিন গিয়ে দেখেছি, সেখানে

মেন ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ চলছে। গ. গোকুলের বাঁড় (স্বেচ্ছাচরী) : তোমার মত গোকুলের বাঁড়কে আশ্রয় দেবার মত জারগা আমার নেই।

ষ. পাকা ধানে মই (বিপূর্ণ ক্ষতি করা) : আমি তোমার এমন কি পাকা ধানে মই দিয়েছি যে, আমার সঙ্গে এতবড় শক্ষতা করগে?

 বাাছের আধুলি (অতি সামান্য ধন) : শামীম তার ব্যাছের আধুলি একশত টাকা দিয়ে অনেক কিছু কিনবে ভাবছে।

মান্ধাতার আমল (পুরানো আমল) : সেই মান্ধাতার আমলের কথা বাদ দিয়ে বর্তমান নিয়ে কথা বল ।

🧵 দূর্বা গঙ্কান (উৎখাত) : গ্রামবাসীকে অত্যাচার করলে গ্রাম থেকে দূর্বা গজাতে হবে।

জ. সাপে নেউলে (শক্রভাব) : তাদের সেই বন্ধুত্ কোথায় গেল, এখন দাঁড়িয়েছে সাপে-নেউলে সম্বন্ধ।

🍕 রাবণের চিতা (চির অশান্তি) : রামবাবুর এই পুত্রশোক রাবণের চিতার মত জ্বলতে থাকবে।

ঞ. মাকাল ফল (অন্তঃসারশূন্য) : আমজাদ একটা মাকাল ফল, তার দ্বারা কোনো কাজ হবে না।

— নাটক । রচয়িতা নরুল মোমেন ।

ঠ 'নদীবক্ষে' কার রচনা?

কাজী আবদুল ওদুদ।

১১৬ প্রফেসর'স বিসিএস বাংলা ৭ যে কোনো পাঁচটি বাক্য বা প্রকাশভঙ্গি সংকোচন করুন : ক মক্তি লাভের ইচ্ছা-মুমক্ষা। খ যা বলা হবে- বক্ষামাণ/বক্তব্য। গ মধ পান করে যে- মধকর/মধপ। ঘ সরোবরে জনো যা- সরোজ। ঙ্ক নৌ চলাচলের যোগা- নারা। চ. জয়ৢসচক যে উৎসব—জয়ৢোৎসব/জয়ৢড়ী। ছ যা হেমন্তকালে জন্মে- হৈমন্তিক। ত্ৰ । নেত্ৰই কৰুব শিষ্য- সতীৰ্থ। ঝ, একই সময়ে বর্তমান- সমসাম্যকি। ঞ ময়বের ডাক- কেকা। ৮. যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন : ক প্রথম কোন মহিলা কবি রামায়ণ রচনা করেন? _ চন্দাবতী। খ, 'অন্নদামঙ্গল' কার রচনা? ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের। গ 'গোরক্ষ বিজয়'-এর আদি কবির নাম কি? _ শেখ ফয়জন্মাহ। ঘ্ 'মধুমালতী' কাব্যের অনুবাদক কে? এটি কোন ভাষা থেকে অনুদিত হয়েছে? সৈয়দ হামজা কর্তৃক ফারসি ভাষা থেকে অনুদিত। ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত পত্রিকার নাম কি? সংবাদ প্রদাকর । চ, 'প্রকৃত্র' কোন জাতীয় রচনা? রচয়িতার নাম কি? নাটক এবং রচয়িতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ছ, 'কল্ৰোল' পত্ৰিকা কত সালে প্ৰকাশিত হয়? ১৯২৩ সালে। জ, 'আরণ্যক' উপন্যাসের রচয়িতার নাম কি? _ বিভতিভ্ৰষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঝ 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' কোন শ্রেণীর রচনা? লেখকের নাম কি? আত্মজীবনীমূলক রচনা। লেখক মীর মশাররফ হোসেন। ঞ, আহসান হাবীব-এর প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি? ট 'নেমেসিস' কোন শ্রেণীর রচনা? রচয়িতার নাম কি?

us "সমকাল" পত্রিকার প্রথম সম্পাদকের নাম কি? সিকানদার আবু জাফর। 'অমর একশে' শীর্ষক কবিতার কবির নাম কি? আলাউদ্দিন আল আক্রাদ। স্থানীব চৌধরী কি জন্য বিখ্যাত? অধ্যাপক, বৃদ্ধিজীবী, প্রাবন্ধিক ও নাট্যকার হিসেবে খ্যাতিমান এবং বাংলা টাইপরাইটার 'মনীর অপটিমা' উদ্ভাবনের জন্যও তিনি বিখ্যাত। ১০ম বিসিএস : ১৯৮৯-৯০ দ্ধিরা : বাংলা ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রস্রোক্তর মথামথ ও সংক্ষিপ্ত হওয়া বাস্তুশীয়। সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ দুষণীয়। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্ৰশাৰ শেষ প্ৰান্তে দেখানো ক্যেতে। ১ যে কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখন : ক্র লেখকের দায়িত শ্ব সমকালীন বাংলা নাটক উত্তর : পৃষ্ঠা ৭৬৯। গ, লোকশিল্প উত্তর : পষ্ঠা ৭৪৪। ঘ, আমাদের অর্থনৈতিক সম্পদ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি চ. বিক্ষর পর্ব ইউরোপ **ছ. काठी**य উत्तरात्न विकान জ্ঞ. নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আন্দোলন ঝ. সমদ দর্শন এঃ শিক্ষাই আলো। ১ ভাব-সম্প্রসারণ করুন: ক. মুর্থ মিত্রের চেয়ে শিক্ষিত শত্রু ভালো উত্তর : পৃষ্ঠা ১৫৮। जथवा. र्थ. ভাবের ললিভ ক্রোডে না বাখি নিলীন কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন। উद्धाः शृष्टी ५०४।

ক. তরুপ বিশ্ব শক্তির অধিকারী, অনন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ তার জীবন। সে যদি তথু ঘরের কোণে বসে পূর্ব-পুরুষের লিখিত পুঁথি ঘেঁটে তার অমূল্য মানবজীবনকে সার্থক করতে চায় এবং মনে

করে, বর্তমানের সবকিছু অতীতে সৃষ্ট হয়েছিল, তা হলে সে গুধু তার অনন্ত শক্তিকে অপব্যয়

করে তা নয়, তার সেই শক্তিদার্তাকেও অবমাননা করে। অতীত সৃষ্টির জন্মদাতা অতীতের

৩. সারাংশ লিখুন :

উত্তর : পষ্ঠা ২৬০।

অথবা,

খ. দেখিলাম এ কালের

আত্মঘাতী মৃঢ় উন্যক্ততা, দেখিনু সর্বাঙ্গে তার বিকৃতির কদর্য বিদ্ধেপ। একদিকে স্পর্ধিত ক্রুরতা, মস্ততার নির্লজ্জ হংকার, অন্যদিকে ভীক্রতার

দ্বিধাগ্রস্ত চরণবিক্ষেপ, বক্ষে আলিঙ্গিয়া ধরি কুপণের সতর্ক সম্বল-সন্ত্রস্ত প্রাণীর মতো

ক্ষণিক গর্জন-অন্তে ক্ষীণ স্বরে তথনই জানাই নিরাপদ নীবর নয়তা।

উত্তর : পৃষ্ঠা ২৬০।

৪ বন্ধ করে লিখন (যে কোনো দর্শা

उद्य करत मिथून (य कारना भनाए):					
অন্তদ্ধ	তদ্ধ				
ক, তিনি সানন্দিত চিত্তে সম্মতি দিলেন।	ক, তিনি সানন্দ চিত্তে সম্মতি দিলেন।				
খ, লেখাপড়ায় তার মনোযোগ নেই।	খ. লেখাপড়ায় তার মনোযোগ নেই।				
গ, তার দেহ আপাদমন্তক পর্যন্ত আবৃত ছিল।	গ, তার দেহ আপাদমস্তক আবৃত ছিল।				
ঘ, তার মত তুরিত কর্মী লোক হয় না।	ঘ. তার মত তড়িৎকর্মা লোক হয় না।				
ঙ, সে দলের মধ্যে সবচেয়ে প্রেষ্ঠতম খেলোয়াড়।	ঙ. সে দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম খেলোয়াড়।				
চ, বিবাদমান দুটি দলের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে।	চ. বিবদমান দুটো দলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে				
ছ, হিমালয় পর্বত দুর্লজ্ঞানীয়।	ছ, হিমালয় পর্বত দুর্লজ্ব				
জ. তিনি এখন সমাজে লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি।	জ, তিনি এখন সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি				
ঝ. সে ভিড়ে অন্যান্যদের মধ্যে হারিয়ে গেল।	ঝ, সে ভিড়ে হারিয়ে গেল।				
ঞ, তুমি সেখানে গেলে অপমান হবে।	ঞ. তুমি সেখানে গেলে অপমানিত হবে				
ট. সর্ব বিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করা উচিত।	ট, সর্ব বিষয়ে বাহুল্য বর্জন করা উচিত।				
ঠ. মুমূর্ধ্ব ব্যক্তিরা সেবা করবে।	ঠ. মুমূর্ধ্ব ব্যক্তির সেবা করবে।				
ড, অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার্য।	ড, অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার।				
- Cour Cour company course	प्र किला क्रिका मा क्रिका अपादिक हैं।				

ক্রপযুক্ত শব্দ প্রয়োগে শূন্যস্থান পূরণ করে বাক্য অর্থপূর্ণ করুন। (যে কোনো দশটি): ১০

ক্র লোভের — পড়ে জীবনটা মাটি করো না। (টোপে)

- ল নতন হবে নবানু। (ধান্যে)
- ল শরতে ধরাতল ঝলমল। (শিশিরে)
- ল পরীবের রোগ ভাল নয়। (ঘোড়া)
- প্রর বয়সের নেই। (হিসাব)
- চ. তিনি রঙ্গমঞ্চে শ্রেষ্ঠ —। (অভিনেতা) ছ এই তো — চলার পথ। (সামনে)
- ্র __ ববে বনভমি মুখরিত হল। (কেকা)
- জ, রথে বন্দুন বুনারত বন্দা (চন্দা) ব্য তার মত — খোর আর দেখিনি। (চশম)
- ্বরু সীতকালে পাথিরা ভিড় জমায়। (অতিথি)
- ঞ্জ, শাতকালে পাথিয়া তিও জনায়। (আতার) ভ্রাবানো ছেলে ফিরে পেয়ে মা যেন — চাঁদ হাতে পেলেন। (আকাশের)
- ঠ তার এখন দশা। (শনির)
- জ ভার সাধ আছে,— নেই। (সাধ্য)

ক্র কোনো পাঁচটি বাগধারা দিয়ে অর্থসহ পাঁচটি বাক্য রচনা করুন :

- কান পাতলা (যে সব কথাই বিশ্বাস করে) : এমন কান পাতলা লোকের কাছে ব্যাপারটি

 ক্রভাবে বলা উচিত নয়।
- গ্যু কলির সন্ধ্যা (কষ্টের সূচনা) : সবে তো কলির সন্ধ্যা, কে বলতে পারে এরপর কি ভয়াবহ পরিণতি হবে।
- য়, লম্বা দেওয়া (চম্পট দেয়া) : পুলিশ আসতে দেখে চোরটি লম্বা দিল।
- সোনায় সোহাগা (সুন্দর মিলন) : ছেলেটি যেমন শিক্ষিত তেমনি ভদ্র যেন সোনায় সোহাগা ।
- চ. মিছরির ছুরি (মিটি কথার তীক্ষ্ণ আঘাত) : তার উপদেশগুলো যেন মিছরির ছুরি, তনতে মিটি কিন্ত অন্তর জলে।
- 🖲 মাঝাল ফল (অন্তঃসারশূন্য লোক) : আমজাদ একটা মাঝাল ফল, তার দ্বারা কোনো কাজ হবে না।
- জ. জিলাপির পাঁাচ (কৃটবৃদ্ধি) : রফিককে দেখতে গোবেচারার মডো মনে হলে কি হবে, ওর
 মধ্যে জিলাপির পাঁাচ ব্যয়াছ।
- ম. তীর্ষের কাক (লোভের প্রতীক্ষাকারী); সরকারি রিলিফের আশায় তীর্ষের কাকের মতো বসে না থেকে কাজের চেষ্টা করা ভাল।
- 👊. ডুলকালাম (বিরাট ব্যাপার) : জমির সীমানা নিয়ে দুই শরিকের মধ্যে সে কি তুলকালাম ব্যাপার।
- ি এক কথায় প্রকাশ করুন (যে কোনো পাঁচটি) :
- के. या অবশ্যই ঘটবে –অবশ্যঞ্জবী।
- ৺. দিবসের পূর্বভাগ- পূর্বাহ ।
- ^{• গ}. যে ভূমিতে ফসল জন্মায় না–উষর।

১২০ প্রফেসর'স বিসিএস বাংলা

- ঘ যিনি সব জানেন– সবজান্তা ।
 - ঙ. যিনি কম কথা বলেন– মিতভাষী।
 - চ. দেখিবার ইচ্ছা- দিদৃক্ষা।
 - ছ, অনুসদ্ধান করতে ইচ্ছক-অনুসন্ধিৎস।
 - জ, যার নিজের বলতে কিছুই নেই- নিঃস্ব।
 - ঝ. যার কোথাও ভয় নেই— অকুতোভয়।
- ৮. যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন :
 - ক. কাহ্নপা কে ছিলেন?

 ____ চর্যাপদের অন্যতম পদকর্তা।
 - খ. বাংলা ভাষার পূর্ববর্তী স্তরের নাম কি?
 - বন্ধ-কামন্ত্রপী। বাংলা ভাষার বিবর্তন : ইন্দো-ইউরোপীয় → শতম → আর্থ → ভারতীয় →
 প্রাচীন ভারতীয় আর্থ → প্রাচীন ভারতীয় কথ্য আর্থ → প্রাচীন প্রাচ্য → পৌড়ী প্রাকৃত →
 পৌড়ী অপত্রংশ → বন্ধকামন্ত্রপী → বাংলা।
 - গ. বডু চণ্ডীদাসের কাব্যের নাম কি?
 - _ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
 - ঘ, দৌলত উজীর বাহরাম খানের কাব্যের নাম কি?
 - लाइली-मजन ।
 - ৬. 'ইউসফ-জলেখা' কাব্যের রচয়িতা কে ছিলেন?
 - শাহ মুহত্মদ সগীর।
 - চ. আলাওলের শ্রেষ্ঠ কাব্যের নাম কি?
 - চ. আলাওলের শ্রেষ্ঠ ব
 পদ্মাবতী।
 - ছ, লালন শাহ কি রচনা করেন?
 - 🗕 বাউল গান, যা লালনগীতি নামে পরিচিত।
 - জ. মধুসূদন দত্তের মহাকাব্যের নাম কি?
 - মেঘনাদবধ কাব্য।
 - ঝ. রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যের প্রথম প্রকাশ কোন সালে?
 - ১৯১৫ সালে (বাংলা ১৩২২)।
 - ঞ. নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতা কোন কাব্যের অন্তর্গত? -- অগ্নিবীণা।
 - ট. 'ধূসর পাঙুলিপি' কার রচনা?

 করি জীবনানক দাশ।
 - ঠ. 'লালসালু'র লেখক কে?
 - সাধ্যাপু র পেবক
 সেয়দ ওয়ালীউল্লাহ।
 - ড. জহির রায়হানের জনপ্রিয় উপন্যাস কোনটি?
 - হাজার বছর ধরে।

৩৫ তম বিসিএস



বাংলা

(সাধারণ এবং টেকনিক্যাল/পেশাগত-উভয় ক্যাডারের জন্য)

পূৰ্ণমান-১০০

- ক) শব্দগঠন খ) বানান/বানানের নিয়ম
- গ) বাক্যন্তদ্ধি/প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ
- ঘ) প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ

ঙ) বাক্যগঠন

২। ভাব-সম্প্রসারণ ২০ ৩। সারমর্ম ২০ ৪। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রপ্রের উত্তর

বিসিএস বাংগা-১

কুটিলা বৰ্ণ	১০০০- ১১০০ খিস্টাব্দ	১২০০ ব্রিষ্টাব্দ	১৩০০ ব্ৰিস্টাব্দ	১৪০০ ব্রিস্টাব্দ	১৫০০ ব্রিটান্দ	১৬০০ ব্রিস্টাব্দ	১৭০০ ব্রিস্টাব্দ	বর্তমান বর্ণমালা
HH	W	आ	51	57	57	37	97	अ
सुआ	ग्रा	आ	20	आ	आ	577	371	व्या
*****	90	7.5	EL	377	50	5	3	2
33.2	श	5	502	6	25		1800	*
33	ъ	ड	3	3	5	3	5	20
Ğn	w5	45	0	15	45		5	2
41	462	4/	N.	-207	3/		1CH	301
AA	U	27	2	9	9	9	2	9
5	4	4	%1	4	3	100000	3	الي
3	37	3	3	13	3	3	3	3
30	137	3	-	(स्)	34	31	25	3
00	9	T	क्ष	雪	30	244	35	ব্য
2	य	231	SV	13	A.	25	न्य	et.
n	9	57	24	51	51	ST	24	21
			27	द्य	d)	व्य	द्य	Ø.
w	4	य		8	3	cul	21	3
ग	5	ξ	200	ਰ	3	व	व	E
ਰ	ব	4			100	4	变.	10.
Y	2	マ	Φ	3	8,	35	3	35
E	五	李	37	ड	3	- CA	क	ঝ
T			2	क्र	स			C25
\$			13	-	30	-	43	-
3	5	8	3	8	3	2	ठे	B
40	0	2		0	0	3	Þ	ठ
3	3	g	3	3	3	उ	3	3
8	8	2	8	2	ठ	3	3	5
m	ms	m	M	ent	M	27	of	4
A	4	3	8	3	5	3	Œ	
8	21	21	21	8	21	,51	25	श्र
22	2	14	E	य	7	E	T	শ
ध	0	9	R	a	4	13	8	8
4	a	7	7	न	न	7	म	न
ч	ZJ	TS	E	य	य	य	er	भ
20	20	零	E	क्र	S.	II.	20	23
2	4	d.	8	a	4	4	4	a
₹h	20	3	灵	25	₹77	5	3	Q
20	34	ঘ	Ħ	স	H	म	M	N
34	24	घ	য	घ	য	य	27	II
1,	ন	1	77	व	F	4	3	त्र
n-f	A	ल	c9	07	ल	m	न	ल
4	4	a	8	d	Ø	4	2	व
2Y	91	2	57	57	24	M	×	311
B	B	B	8	8	B	व	য	4
K	দ	S	日	स	U	अ	स	24
di	a.	3	2	इ	不	25	7	五
8	杤	-5%	The	सुर	37	24	325	Ze Ze

বাংলা লিপির উৎপত্তি ও বিবর্তন



"ब देशा बारकात कुमुक्त धाकक । वर्षणूर्च आनि दा अस्मिनमात्रित बाता भव्य गरिक दरा बारक धात छा मुक्का "मिन्यायक साधारा बाका प्रांत्र करात । भारमभतिक म्मार्क ब्राप्तम धार मृत्यु मन्त्र कार कारामा खात्राकार खाँक्मिक पुन्त महम भरमा करा दाया । अर्थाका कारात्र भारमध्ये त्रिकृति निमय दाराष्ट्र। वाराण मध्य महेराना प्रस्त्राक किंद् मिन्य सामान्याक करा द्वार । साधारा नामा खीळाडा भारमध्ये दरा खाला । वाराण करवामी व्यक्तिया दरणा ।

- ১. সন্ধির সাহায্যে শব্দগঠন
- ২ উপসর্গযোগে শব্দগঠন
- ৫. পদ পরিবর্তনের মাধ্যমে শব্দগঠন
- ৬. দ্বিরুক্তির সাহায্যে শব্দগঠন

১ সন্ধির সাহায্যে শব্দগঠন

সন্ধি মূলত ধানিতত্ত্বের অন্যতম আলোচা বিষয়। কিন্তু শব্দগঠনেও এর ভূমিকা রয়েছে। ক্রঃ উচ্চারণের ফলে পরম্পর সন্নিহিত দুটো ধানির মিলনে যে ধানিগত পরিবর্তন হয় তাকেই বলা হা সন্ধি। যেমন—

স্ব + অধীনতা = স্বাধীনতা (উভয় ধ্বনির মিলন)

শিক্ষা + অনুরাগ = শিক্ষানুরাগ (পরধ্বনির লোপ)

ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সন্ধি বিশেষ ভূমিকা পালন করে, এর প্রভাব বানানেও পড়ে। ভাষার মাধুর্য বাড়াতেও সন্ধির বিশেষ ভূমিকা দেখা যায়।

বাংলা সন্ধি: বাংলা ভাষার নিজস্ব উচ্চারণ আলানা বলে বাংলা সন্ধির নিয়মও আলানা বৈশিষ্ট্যমতিত। বাংলা মৌখিক ভাষায় সন্ধি বা ধর্মনি পরিবর্তনের দেখিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা খাঁট বাংলা সন্ধি নাম পরিবর্তনা সাধারণত অর্থতসম, তত্ত্ব, সেপি ও বিদেশি শব্দে সন্নিস্থিত দুই ধ্বনির মিলনে যে রুপান্ত তথ্যে থাকে ভাই বাংলা সন্ধি বা খাঁটি বাংলা সন্ধি।

সংস্কৃতাগত সন্ধি : সংস্কৃতাগত সন্ধি তিন রকম- স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি ও বিসর্গসন্ধি।

সংস্কৃত স্বরসন্ধি : একটি স্বরধানির সঙ্গে অন্য একটি স্বরধানির সন্ধিকে বলা হয় স্বরসন্ধি। স্বরসন্ধি নিয়মতলো এখানে দেখানো হলো :

- প্রথম পদের শেষের। অ-ধ্বনি বা আ-ধ্বনির সঙ্গে [ঘতীয় পদের গোড়ার] অ-ধ্বনি বা আ-ধ্বনির য়োগে আ-ধ্বনি হয়। বানানে তা আ-কার রূপে আগের বর্গে যুক্ত হয়। যেমন—
 - ক. জ + জ = জা (অ-ধ্বনির আ-তে রূপান্তর)
 - অন্য + অন্য = অন্যান্য, নর + অধম = নরাধম ইত্যাদি। খ অ + আ = আ প্রেথম শব্দের অস্ত্য অ-ধ্যনির লোপ)
 - ই, অ + আ = আ (প্রথম শপের অন্ত) অ-আনর দোশ) চিন্ত + আকর্ষক = চিন্তাকর্ষক, স্ব + আয়ত্ত = স্বায়ত্ত ইত্যাদি।
 - গ. আ + অ = আ (হিতীয় শব্দের আদ্য অ-ধ্বনির লোপ)
 - আশা + অনুরূপ = আশানুরূপ, বিদ্যা + অভ্যাস = বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি।

 য আ + আ = আ (দ্বিতীয় শব্দের অন্ত্য আ-ধ্বনির লোপ)
- কারা + আগার = কারাগার, জ্যোৎসা + আলোক = জ্যোৎসালোক ইত্যাদি। ২. প্রথম পদের শেষের) হুখ-ই বা দীর্থ-ঈ ধানির সঙ্গে দ্বিতীয় পদের গোড়ার) হুখ-ই বা দীর্থ-ঈ
 - ধ্বনির যোগে দীর্ঘ-ঈ হয়। বানানে তা দীর্ঘ-ঈ-কার হয়ে আগের বর্ণে যুক্ত হয়।
 ক. ই ই = ঈ (ই-ধ্বনির ঈ-তে রূপান্তর)
 - অতি + ইত = অতীত, অতি + ইন্দ্র = অতীন্দ্র ইত্যাদি। খ. ই + ঈ = ঈ (প্রথম শব্দের অন্ত্য ই-ধ্বেনির লোপ)
 - অতি + ঈশ = অতীশ, প্রতি + ঈশ্দা = প্রতীক্ষা ইত্যাদি।
 গ. ঈ + ই = ঈ (দ্বিতীয় শব্দের গোড়ার ই-ধ্বনির লোপ)
 ফলী + ইন্দ্র = ফলীন্র সুষী + ইন্দ্র = সুধীন্দ্র ইত্যাদি।
 - য় + য় = য় (দ্বিতীয় পদের গোড়ার ঈ-ধ্বনির লোপ)
 মহী + ঈশ্বর = মহীশ্বর, যতী + ঈশ = যতীশ ইত্যাদি।

্রাপ্তম পদের শেষের। হল-উ বা দীর্ঘ-উ ধানির সঙ্গে দ্বিতীয় পদের গোড়ার হল-উ বা দীর্ঘ-উ দারির যোগে দীর্ঘ-উ হয়। তা বানানে দীর্ঘ-উ-কার হয়ে আগের বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়।

- ক. 🕏 + উ = উ (হ্রু-উ ধ্বনির দীর্ঘ-উ-তে রূপান্তর)

 কট + উক্তি = কট্রক্তি, মরু + উদ্যান = মরুদ্যান ইত্যাদি।
- ৰ, উ + উ = উ (প্ৰথম পদের উ-ধ্বনির লোপ)
 তন + উৰ্ধ্ব = তনুৰ্ধ্ব, লঘু + উৰ্মি = লঘুৰ্মি ইত্যাদি।
- গ. ১ + ৬ = ৬ (দ্বিতীয় পদের উ-ধ্বনির লোপ)
- বধু + উচিত = বধুচিত, বধু + উৎসব = বধুৎসব ইত্যাদি।

 উ + উ = উ (বিতীয় পদের উ-ধ্বনিব লোপ)

 ভ + উর্ধ্ব = ভূর্ম্ব, সরয় + উর্মি = সরয়র্মি ইত্যাদি।

সংহত ব্যঞ্জনসন্ধি

ক্তুত্ব ব্যঞ্জনশাশ ব্যঞ্জনধানির সঙ্গের স্বরধানির কিংবা ব্যঞ্জনধানির সংস্কি ব্যঞ্জনধানির সন্ধিকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে। যোমন : দিক্ + অন্ত = দিগন্ত [ক্ + অ = গ]

বাঞ্জনসন্ধিকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় ; ১. বাঞ্জনে-স্বরে সন্ধি; ২. স্বরে-বাঞ্জনে সন্ধি; ৩. বাঞ্জনে-বাঞ্জনে সন্ধি।

ব্যঞ্জনে-স্বরে সন্ধি

সূত্র-১ : পূর্বপদের শেষে বর্গের প্রথম ব্যঞ্জন (= ক/৮/ট/ড/প) থাকলে, আর পরপদের প্রথমটি স্বরধ্বনি হলে ব্যঞ্জনধ্বনিটি ওই বর্গের তৃতীয় ধ্বনিতে (= গ/ঙ/ড্রাড্/দৃ/ব) পরিণত হয়।

- ক + স্বরধানি] = [গ্ + স্বরধানি]
 দিক + অন্ত = দিগন্ত, পৃথক + অনু = পৃথগন ইত্যাদি।
- খ. [হ্ + স্বরধ্বনি] = [জ্ + স্বর্ধ্বনি]

 শিচ + অন্ত = শিল্প, অচ + অন্ত = অজন্ত ইত্যাদি।
- ग. [एँ + व्यवस्थित] = [७ू + व्यवस्थित]
- ষট্ + আনন = ষড়ানন, ষট্ + ঋতু = ষড়ঋতু ইত্যাদি। ষ. [ত/ৎ + স্বরধ্বনী] = দি + স্বরধ্বনি|
- स् + जन = स्नन

२ यदा-वाक्षात मिक

শূত্র-২ : পূর্বপদের শেষে যদি স্বরধর্মনি থাকে এবং পরপদের প্রথম ধ্বনি ছ হয় তবে দুয়ের সন্ধিতে ছ-শ্বনি ছং হয়ে যায়। স্বরধর্মনি চ্ছ-এর সঙ্গে যক্ত হয়। যেমন :

平. 四十百=四十四

এক + ছত্র = একচ্ছত্র, মুখ + ছবি = মুখচ্ছবি ইত্যাদি।

খ. আ + ছ = আ + জ্

আ + ছন্ন = আচ্ছনু, কথা + ছলে = কথাচ্ছলে ইত্যাদি।

7. 第十第二萬十四

পরি + ছন্র = পরিচ্ছন, বি + ছেদ = বিচ্ছেদ ইত্যাদি।

৩ ব্যঞ্জন-ব্যঞ্জন সঞ্জি

সত্র-৩ : আগে ত (ৎ) বা দ আর পরে চ বা ছ থাকলে ত বা দ স্থানে চ হয়। যেমন ·

উৎ + চকিত = উচ্চকিত, শরৎ + চন্দ্র = শরকন্দ্র ইত্যাদি।

थ म+क=क

তদ + চিত্ৰ = তক্ষিত্ৰ, বিপদ + চিন্তা = বিপক্ষিন্তা ইত্যাদি। গ. ড+ছ=ছ

উৎ + ছিন্র = উচ্ছিন, উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ ইত্যাদি।

耳, 甲+草=暉

তদ + ছবি = তচ্ছবি বিপদ + ছায়া = বিপচ্ছায়া ইত্যাদি।

নিপাতনে সিদ্ধ সংস্কৃত ব্যক্ষনসন্ধি

ব্যঞ্জনসন্ধির ক্ষেত্রে এমন কিছু সন্ধি রয়েছে যেগুলো নিয়মের সঙ্গে মেলে না। এসব সন্ধিত্র নিপাতনে সিদ্ধ বা নিয়ম বহির্ভত সন্ধি হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছে। যেমন :

আ + চর্য = আন্চর্য (নিয়ম বহির্ভত 'শ')

বন + প্রতি = বনম্পতি (নিয়ম বহির্ভূত 'স')

বিশ্ব + মিত্র = বিশ্বামিত্র (হওয়া উচিত বিশ্বমিত্র) তদ + কর = তঙ্কর (হওয়া উচিত তৎকর)

সংস্কৃত বিসর্গসন্ধি

পর্বপদের শেষ ধ্বনি বিসর্গ হলে এবং পরপদের প্রথম ধ্বনি ব্যঞ্জন কিংবা স্বর হলে এ দইরের মধ্যে যে সন্ধি হয় তাকে বিসর্গসন্ধি বলে। এ ধরনের সন্ধি প্রধানত সংস্কৃত শব্দেই প্রচলিত।

ক বিসৰ্গ লোপ

সূত্র ১ : অঃ-এর পরে অ-ছাড়া অন্য স্বরধ্বনি থাকলে বিসর্গের লোপ হয় এবং এর পর সঙ্গি ইয় না। যেমন:

38 + 31 = 34 + 31, 348 + 3141 = 34-3141

খ. বিসর্গ লোপ এবং অ-স্থানে ও

সত্র ২ : স-জাত বিসর্গযক্ত অ-ধ্বনির ও-ধ্বনিতে রূপান্তর সি-জাত বিসর্গয়ক্ত অ-ধ্বনি + অ-ধ্বনি = (ও-ধ্বনি + অ লোপ)

পর্বপদের শেষে যদি অঃ (=অস) থাকে, এবং তার পরে অ থাকে তবে সন্ধির ফলে 'অঃ' রূপান্তরিত হয়ে 'ও' হয়ে পর্ববর্ণে যক্ত হয় এবং পরের অ-ধ্বনি লোপ পায়। যেমন : মনঃ + অভিলাষ = মনোভিলাষ, ততঃ + অধিক = ততোধিক।

বাংলা স্বরসন্ধি

বাংলা স্বরসন্ধির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পাশাপাশি দৃটি স্বরধ্বনি থাকলে দ্রুত উচ্চারণের সময়ে ^{এসের} মধ্যে উচ্চারণগত নিম্নলিখিত ধরনের কোনো-না-কোনো পরিবর্তন ঘটে :

 কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুটি স্বরধ্বনির একটি লুপ্ত হয়; ২. কোথাও স্বরধ্বনি দুটির কিছুটা বিহূ⁶⁶ ঘটে; ৩. কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বরধ্বনি ধ্বনি দুটির মিলন হয়।

অবধানির লোপ :

👊 ১ : পূর্বপদের শেষে অ, আ কিংবা ই এবং পরপদের গোড়ায় স্বরধ্বনি থাকলে পূর্বস্বর (আ/আ/ই) লুও হয়। যেমন :

জ্ব-লোপ: অর্ধ + এক = অর্ধেক।

আ-লোপ : খানা + এক = খানেক।

ন্ত-লোপ : খানি + এক = খানেক।

স্বধ্বনির বিকৃতি :

সত্র 8 : স্বরধ্বনির পর আ থাকলে তা বিকৃত হয়ে যা হয়ে যায়। যেমন : বাবু + আনা = বাবুয়ানা

সংস্কৃত সন্ধির অনুকরণে পাশাপাশি স্বরধ্বনির মিলন :

করে ৬ : সংস্কৃতি সন্ধির অনুকরণে পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনির মিলন হয়। তবে এ সন্ধি পুরোপুরি সাক্ষত সন্ধি নয়। কারণ, এক্ষেত্রে অতৎসম শব্দের সঙ্গে তৎসম শব্দের মিলন হয়ে থাকে। যেমন : জপর + উক্ত = উপরোক্ত, দিল্লি + ঈশ্বর = দিল্লিশ্বর।

ৱালো ব্যপ্তনসন্ধি

সত্র ১ : পূর্বপদের শেষে হসন্ত ব্যঞ্জন এবং পরপদের গোড়ায় স্বর্নধনি থাকলে স্বর্নধনি হসন্ত বাঞ্চনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন :

এক + এক = একেক, বার + ওয়ারি = বারোয়ারি, জন + এক = জনৈক।

২ উপসর্গযোগে শব্দগঠন

বিভিন্ন অর্থে উপসর্গের প্রয়োগ

একই উপসর্গ প্রয়োগ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থের দ্যোতনা দেয়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গের অর্থদ্যোতনা অনুসারে শব্দগঠনের উদাহরণ দেওয়া হলো :

Talk of the world of the same of the same

ज-	P. L. IC. IN at A. C. ALOOD				
অ-	বিপরীত বা নয় অর্থে	: অতুলনীয়, অদৃশ্য, অবাঙালি, অমুসলমান, অযোগ্য, অমিল, অধর্ম।			
	মন্দতা (অপকর্ষ) অর্থে	: অকাজ, অকাল, অঘাট, অকেজো, অন্যায়, অসৎ, অবৈধ, অমঙ্গল।			
जना-	মন্দতা ও অন্তত অর্থে	: অনাচার, অনামুখো।			
	অন্তত অর্থে	: অনাসৃষ্টি।			
	নেতি অর্থে	: অনাবৃষ্টি ।			
আ-	নেতি ও মন্দতা অর্থে	় আকাঁড়া, আধোয়া, আভাজা।			
	মন্দতা অর্থে	: আকথা, আকাম, আঘাটা, আগাছা, আকাল।			
	অভাব অর্থে	: আলুনি, আরুদ্ধিয়া।			
*	মন্দতা অর্থে	: কুকাজ, কুকথা, কুরুচি, কুখ্যাতি, কুনজর, কুপথ কুপথ্য, কুশাসন, কুফল, কুসংস্কার।			

are.	to little Letter and all delle	
নি-	নেতি অর্থে	: নিখুঁত, নিখোঁজ, নিখরচা, নিখাদ, নিপাট, নিলাজ।
স–	সহ, সঙ্গে অর্থে	: সজোর, সটান, সপাট, সলাজ।
	সম্পূর্ণ অর্থে	: সঠিক, সক্ষম।
जू -	ভালো অর্থে	: সূচরিত্র, সুনজর, সুকাজ, সুঠাম, সুজন, সুদিন, সুনাম, সুখবর
হা-	অভাব অর্থে	: হাঘরে, হা-পিত্যেশ, হাডাতে।
সংস্থ	ত উপসর্গের অর্থ-বৈচিত্র্য	
অতি	5— আধিক্য অর্থে	: অতিচালাক, অভিবল, অভিবৃদ্ধি, অভিবৃদ্ধি, অভিবৃদ্ধি, অভিভদ্ধি অভিভোজন, অভিমন্দা, অভিরঞ্জন, অভিরিক্ত, অভিদদ্ধ অভ্যাধিক (অভি + অধিক), অভ্যন্ত (অভি + অন্ত) অভ্যাচার (অভি + আচার), অভ্যক্তি (অভি + উভি)
	ছাড়িয়ে যাওয়া অর্থে উন্তীর্ণ হওয়া অর্থে	: অতিপ্রাকৃত, অতিমানব, অতিলৌকিক। : অতিক্রম, অতিক্রমণ।
অধি	I– প্রধান অর্থে	: অধিকর্তা, অধিদেবতা, অধিনায়ক, অধিপতি, অধীধ্র অধ্যক্ষ (অধি + অক্ষ)।
	অন্তৰ্গত বা মধ্যে অৰ্থে	: অধিকার, অধিকৃত, অধিগ্রহণ, অধিগত, অধিবাসী।
	উপরে অর্থে	: অধিত্যকা, অধিরোহণ, অধিশয়ন।
अनु-	– পরে অর্থে	: অনুচিন্তন, অনুজ, অনুশোচনা, অনুসর্গ।
	পেছন অর্থে	: অনুচিন্তন, অনুজ, অনুশোচনা, অনুসর্গ।
	পৌনঃপুনিকতা বা নিরন্তরতা অর্থে	: जनुक्रन, जनुमिन, जनुनीलन ।
	অভিমুখী অর্থে	: অনুপ্রবেশ, অনুবিদ্ধ।
	সাদৃশ্য অর্থে	: অनुकर्तन, अनुकात, अनुक्तभ, अनुनिभि, अनुनिधन।
অপ	– বিপরীত অর্থে	: অপকার, অপচয়, অপমান।
	অপকর্ষ বা মন্দ অর্থে	 অপকর্ম, অপকীর্তি, অপকৌশল, অপচেষ্টা, অপলাত, অপদেবতা, অপপ্রয়োগ, অপপ্রচার, অপবাদ, অপ্রাধ, অপরাধ, অপসল্ফতি।
	স্থান পরিবর্তন বা দৃরীকরণ অর্থে	: অপগমন, অপনোদন, অপভ্রষ্ট, অপসারণ, অপহরণ।
	অস্বাভাবিক অর্থে	় অপঘাত, অপমৃত্যু ।
	বৃথা অর্থে	: অপচয়, অপব্যয়।
অব	 নিম্নমুখী অর্থে 	: অবক্ষেপ, অবগমন, অবগাহন, অবতরণ, অবনিতি, অবনমন, অবরোহণ, অবতীর্ণ, অবনত।
	অপকৃষ্ট বা মন্দ অর্থে	: অবজ্ঞা, অবনতি, অবমাননা।
	সবদিকে বিস্তার অর্থে	: অবশুষ্ঠন, অবরোধ, অবক্ষয়।

অডি	দিকে অর্থে	:	অভিকেন্দ্র, অভিগমন, অভিমুখ, অভিযাত্রী।
	সম্যক বা পরিপূর্ণ অর্থে	:	অভিজ্ঞাত, অভিনিবেশ, অভিব্যক্ত, অভিষেক, অভিভূত, অভিমত, অভিভাষণ।
	অধিক বা প্রবল মাত্রা অর্থে	:	অভিঘাত।
আ-	পর্মন্ত বা ব্যান্তি অর্থে	:	আকণ্ঠ, আকীর্ণ, আমরণ, আমৃত্যু, আপাদমন্তক আজানু, আসমুদ্র-হিমাচল।
	কম বা ঈষৎ অর্থে		আকৃঞ্চিত, আনত, আন্ম, আভাস, আরক্তিম।
	সম্যক বা ভালোভাবে অর্থে		আচ্ছাদন, আবাসন, আবেগ।
	অভিমুখে ক্রিয়া বোঝাতে	:	আক্রমণ, আকর্ষণ।
डेंश्डिन	নু উপরের দিকে অর্থে	:	উৎপাটন, উত্তোলন, উদ্গম, উন্নয়ন (উৎ + নয়ন), উদ্গিরণ (উৎ + গিরণ), উদ্গ্রীব, উদ্বাহ, উল্লিখিত (উৎ + লিখিত)।
	বাইরের দিকে অর্থে	:	উচ্চারণ (উৎ + চারণ), উদ্বোধন, উদ্দেশ।
	খারাপ অর্থে		উৎকট, উৎকোচ, উচ্ছজাল (উৎ + শৃজাল), উন্মার্গ (উৎ + মার্গ)।
	আতিশয্য অর্থে		উৎপীড়ন, উচ্ছেদ।
উপ-	নিকট অর্থে		উপকণ্ঠ, উপকৃল, উপস্থিত, উপনীত।
	সহকারী অর্থে		উপনেতা, উপমন্ত্রী, উপসচিব, উপরাষ্ট্রপতি, উপাচার্য, উপাধ্যক্ষ।
	গৌণ বা অপ্রধান অর্থে		উপগ্রহ, উপনগরী, উপদেবতা, উপজাতি, উপপদ, উপবিধি উপভাষা, উপনদী, উপধর্ম, উপবন, উপবিধি, উপশিরা।
	সাদৃশ্য অর্থে		উপকথা, উপবন, উপদ্বীপ।
	অতিরিক্ত অর্থে		উপজাত, উপমাংস, উপরোধ, উপাঙ্গ।
	সম্যক বা পুরোপুরি অর্থে	*	উপকার, উপশম, উপভোগ, উপহার।
H 2-	[দুরু, দুশু, দুষু, দুসূ]	:	দ্রদৃষ্ট, দুঃশাসন, দুঃসময়, দ্রাচার, দ্রাশয়, দুর্জগ্য,
	মন্দ বা খারাপ অর্থে		দুরাত্মা, দুশ্চিন্তা, দুরুর্ম।
	অভাব অর্থে	:	দুর্বল, দুর্ভিক্ষ, দুণ্ণাপ্য।
	কষ্টকর বা কঠিন অর্থে		দুর্গম, দুর্ভেন্য, দুরতিক্রমা, দুরহ, দুকর।
	আধিক্য অর্থে	:	पूर्वा।
A -	আধিক্য অর্থে		নিপীড়ন, নিগৃহীত, নিদারুণ, নিবিড়, নিশূপ, নিস্তর্ম।
	সম্যক বা পুরোপুরি অর্থে	:	নিগৃঢ়, নিবন্ধন, নিবিষ্ট, নিবেশ, নিয়োগ, নিবারণ।
	নিচে অর্থে		নিপাত, নিপতন, নিক্ষেপ।
	মন্দ অর্থে		निकृष्टे ।
मिश्न	[नित्,निन्, निष्, निস्]		নিরপরাধ, নিরাশ, নিরাশুয়, নির্জন, নির্দোষ, নির্ধন,
	অভাব বা নেই অর্থে		নির্লোভ, নির্দ্বর্ম, নিঃসন্দেহ, নির্দ্বন্ধ, নিঃসীম।
	আতিশয্য অর্থে	:	নিরতিশয়, নিরাকুল।
	বিশেষভাবে অর্থে		নির্ণয়, নির্ধারণ, নিশ্চয়, নিজ্পন্ন, নিজ্রমণ।
	বাইরে অর্থে		নির্গমন, নিঃসরণ, নিফাশন।

পরা–	বিপরীত অর্থে আতিশয্য অর্থে সম্যক বা বিশেষভাবে অর্থে	: পরাজয়, পরাভব, পরাঙ্মুখ, পরাবর্তন। : পরাক্রান্ত, পরাক্রম, পরাশক্তি, পরাকাষ্ঠা। : পরামর্শ।
পরি–	চতুর্দিক অর্থে বিশেষভাবে অর্থে সম্পূর্ণভাবে অর্থে বিপরীত অর্থে	্ পরিক্রমা, পরিপার্ধ, পরিবৃত, পরিক্রমণ, পরিসীমা, পরিবেচন, পরিকালা, পরিচালান, পরিবর্গন, পরিসোচনা (পরি + আলোচন) পরিক্রেন্দ্র, পরিপাক, পরিপক্ষ্, পরিপূর্ণ, পরিতৃত্ব পরিশোধ, পরিভ্যাগ। ্ পরিক্ষায়, পরিবাদ।
প্র–	সামনের দিকে অর্থে সম্যক উৎকর্ষ অর্থে বিশেষভাবে অর্থে আধিক্য অর্থে উপক্রম অর্থে	্রপ্রদাতি, প্রদিশাত, প্রায়সর। ্রেকৃষ্ট, প্রজ্ঞান, প্রবর্জন, প্রবৃত্ত । ্রপ্রচেষ্টা, প্রদান, প্রশ্বতা, প্রয়োগ। ্রপ্রচেষ্টা, প্রদান, প্রশাত, প্রবাতা । ্রপ্রচেষ্টা, প্রদান, প্রশাত, প্রবাতা, প্রদান, প্রদান ক্রমন্ত্রিকার, প্রকৃষণ। ্রপ্রচান, প্রবর্জন, প্রজ্ঞাবনা, প্রকল্পন।
প্রতি-	বিপরীত অর্থে সাদৃশ্য অর্থে বিপরীত ক্রিয়া অর্থে সামীপ্য বা নৈকট্য অর্থে	: প্রতিকার, প্রতিপক্ষ, প্রতিবাদ, প্রতিমন্ধি, প্রতিমেধক। : প্রতিকৃতি, প্রতিকাবি, প্রতিক্ষায়া, প্রতিমা, প্রতিমা প্রতিক্ষা, প্রতিবাদ প্রতিক্ষা, প্রতিমাত, প্রতিদান, প্রতিধান, প্রতিমাত, প্রতিমিতান, প্রতাদান, প্রতিমান, প্রতিমান প্রতিমিতান, প্রতাদান, প্রত্যাধান, প্রতাদেশ। : প্রতিমেশী, প্রতম্বিমিশী, প্রতম্বিমিশী, প্রতম্বিমিশী, প্রতম্বিমিশী, প্রতম্বিমিশী, প্রতম্বিমিশী, প্রতম্বিমিশী, প্রতম্বিমিশী, প্রতম্বিমিশী, প্রতম্বিমি
বি–	বিপরীত অর্থে ভিন্ন বা অন্য অর্থে সম্যুক বা বিশেষভাবে অর্থে নেই বা অভাব অর্থে আতিশয্য অর্থে বহুরকম অর্থে	: বিতৃষ্ণা, বিনিদ্ৰ, বিবৰ্ণ, বিবস্ত্ৰ, বিশ্ৰী। : বিশীৰ্ণ। : বিচিত্ৰ।
नम्		সংকলন, সংযোগ, সংযোজন, সংহতি, সমাহার, সমিলন, সংসর্গ। সন্মুখ, সমুপস্থিত। সন্তাপ, সমাসন্ধান, সমুজ্জন, সমুধ্যুক, সমূত্
আফ	নশি উপসর্গের অর্থ-বৈচিত্ত্য দ সর্বসাধারণ অর্থে দ কাজ অর্থে	: আমদরবার, আমজনতা, আমমোকার, আমরাস্তা, আমহর্ত : কারখানা, কারবার, কারচুপি।

H-53-	ব্যক্তিগত অর্থে	: খাসকামরা, খাসদরবার, খাসমহল, খাস-তালুক, খাসদখল।
-	আসল অর্থে	: খাসথবর।
-stret-	-আনন্দদায়ক অর্থে	: খোশগল্প, খোশমেজাজ, খোশনসিব, খোশরোজ।
17-	নেই অর্থে	: গরমিল, গরহাজির, গররাজি।
134	ভূল অর্থে	: গরঠিকানা।
नदा-		: দরকাঁচা, দরপোক্ত।
100	নিম্নস্থ বা অধীনস্থ অর্থে	: দরইজারা, দরদালান, দরপত্তনি, দরপাটী।
ना-		: নালায়েক, নাচার, নারাজ, নাখোশ, নাপাক, নাবালক,
		নামগুর, নাহক।
निय-	অর্ধ বা প্রায় অর্থে	: নিমখুন, নিমরাজি।
125 -		: ফি-বছর, ফি-রোজ, ফি-মাস, ফি-সন, ফি-হণ্ডা।
	- পুরো অর্থে	: ফুল টিকেট, ফুলবাবু, ফুলমোজা, ফুলহাতা।
م -		: বমাল, বকলম।
বদ		: বদগন্ধ, বদখেয়াল, বদভ্যাস, বদনাম, বদনসিব।
	উগ্ৰ বা ৰুক্ষ অৰ্থে	: বদমেজাজ, বদরাগী, বদরাগ ।
বে-		: বেআক্লেল, বেহুঁশ, বেহিসেব, বেঠিক, বেতার।
	খারাপ অর্থে	: বেচাল, বেবন্দোবস্ত, বেহেড, বেঢপ, বেনিয়ম।
	ভিন্ন অর্থে	: বেআইন, বেজায়গা, বেলাইন।
হর-	- প্রত্যেক অর্থে	: হররোজ, হরবেলা, হরহামেশা।
	সব বা বিভিন্ন অর্থে	: হরকিসিম, হরবোলা।
হাফ	– অর্ধেক অর্থে	: হাফ-আখরাই, হাফ-টিকেট, হাফ-নেতা, হাফ-মোজ
		হাফ-শার্ট, হাফ-হাতা।
হেড	– প্রধান অর্থে	: হেড-কারিগর, হেড-পণ্ডিত, হেড-বাবু, হেড-মিঞ্জি
		হেড-মৌলভি।

৩. প্রত্যয়যোগে শব্দগঠন

অন্ত্যপ্রতায় ও অন্ত্যপ্রতায় যোগে শব্দগঠন : বাংলা ভাষায় ক্রিয়ামূল বা ধাতুর শেষে শর্মপণ্ড যোগ হয়ে অনেক নতুন শব্দ গঠিত হয়ে থাকে। যেমন :

✓ ठन् + आ = ठना (এ तास्त्रां ठना यात्र ना)

√ চল + অন্ত = চলত্ত | চলত্ত বাস থেকে পড়ে দিয়ে ওর এই অবস্থা|
বে শব্দৰঙ ধাতৃ বা ক্রিয়ামূল অথবা শব্দের পরে বেসে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে অন্তঃপ্রতায় বলে।

বাংলা ভাষায় অন্ত্যপ্রত্যয় দুই রকম :

🏞 প্রত্যন্ত্র বা ধাতু প্রত্যন্ত্র : যা ধাতু বা ক্রিন্নামূলের পরে যোগ হয়;

২. তদ্ধিত প্রত্যয় বা শব্দ প্রত্যয় : যা শব্দের সঙ্গে বা শব্দের মূল অংশের পরে যোগ হয়। কদন্ত শব্দ : কং প্রত্যয় যোগ করে যে শব্দ গঠিত হয় তাকে কদন্ত শব্দ বলে। যেমন : √ ७व + जख = ७वख, √िन + जन = नग्नन ।

তদ্ধিতান্ত শব্দ : তদ্ধিত প্রতায় যোগ করে যে শব্দ গঠিত হয় তাকে তদ্ধিতান্ত শব্দ বলে। সেত वर्छ + आर्थ = वर्छार्थ, भाभना + वाक = भाभनावाक ।

বাংলা কং প্রত্যয় বা ধাত প্রত্যয় : বাংলার নিজস্ব অনেক ধাত রয়েছে যেগুলো সংস্কৃত বা তাংল নয়, এগুলো এসেছে প্রাকত ভাষা থেকে। এসব ধাতর সঙ্গে প্রাকত ভাষা থেকে আগত কিছ প্রত যোগ হয়ে নতন শব্দ গঠন করে। এসব প্রতায়কে বাংলা কং প্রতায় বা ধাত প্রতায় বলা হয়। এই প্রত্যয়টি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য শব্দ গঠন করে :√কাঁদ + অন = কাঁদন

এই প্রতায় অন প্রতায়ের প্রসারিত রূপ : অন + আ = অনা। এই প্রতায় ক্রিয়ালাভ বিশেষ্য শব্দ গঠন করে।

অন্ত/অন্তি ঘটমান অর্থে বিশেষণ শব্দ গঠন করে : √উড + অন্ত = উডত্ত।

ক্রিয়াবাচক বা ভাববাচক বিশেষ্য ও অতীত কালবাচক বিশেষণ শব্দ গঠন করে -√কর + আ = করা ।

ক্রিয়ার ভাব প্রকাশক ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠন করে : √বাছ + আই = বাছাই। আই

সংশ্বত কং প্রত্যায় বা ধাতু প্রত্যায় : বাংলা ভাষায় সংশ্বত থেকে আগত বহু শব্দ আছে। এসব শব্দ গঠিত হয়েছে সংস্কৃত প্রতায় যোগে। ধাতর সঙ্গে যে সব সংস্কৃত প্রতায় যোগ হয়ে নতন শব গঠিত হয় তাদের বলা হয় সংস্কৃত কং প্রত্যয়।

বিশেষ্য (কর্তপদ) গঠন করে :

 $\sqrt{2}$ 0 + $\sqrt{2}$

বিশেষ্য শব্দ গঠন করে :

√ গম্ + অन = গমন, √জुन् + অন = জুनन।

'যোগ্য' বা উচিত অর্থে বিশেষণ শব্দ গঠন করে : √দৃশ্ + অনীয় = দর্শনীয়। বিদেশি শব্দ প্রত্যয় বা বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয় : শব্দের সঙ্গে যে সব বিদেশি প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতন শব্দ গঠিত হয় সেগুলোকে বিদেশি শব্দ প্রতায় বা বিদেশি তদ্ধিত প্রতায় বলে।

আনা/আনি ভাব, অভ্যাস বা আচরণ অর্থে বিশেষ্য শব্দ গঠন করে :

वाव + जाना = वावग्राना, वाव + जानि = वावग्रानि । ওয়ান চালক, রক্ষক অর্থে বিশেষ্য শব্দ গঠন করে : গাড়ি → গাড়োয়ান।

স্তান বা দোকান অর্থে বিশেষ্য শব্দ গঠন করে : মুদি → মুদিখানা। খানা

মন্দ কিছু সেবনে বা গ্রহণে অভ্যন্ত অর্তে বিশেষণ শব্দ গঠন করে : আফিম্^{খোর}, থোর গাঁজাখোর, গুলিখোর, ঘৃষখোর, ভাঙখোর, হারামখোর।

যে করে বা যে গড়ে অর্থে বিশেষ্য শব্দ গঠন করে : কারি (শিল্পকর্ম) + গর = কারিণ্র ছোট অর্থে বিশেষ্য শব্দ গঠন করে : ডেগ → ডেগচি/ভেকচি, ব্যাঙ → ব্যাঙ্গাচি, বাগ → বাণিচা न/नि

৪. সমাসের সাহায্যে শব্দগঠন

আন কথাটির অর্থ হচ্ছে সংক্ষেপ, মিলন, একাধিক পদের একপদীকরণ। পরম্পর অর্থসঙ্গতি সম্পন স্থান ক্রু বা ততোধিক পদের এক পদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে।

प्रचारप्रत करगकीरे अजिल्लाम

	जमार्जन्न करन्तराव नामवाना
-075	সমাসবদ্ধ বা সমাস নিম্পন্ন পদটির নাম সমস্তপদ।
সমস্তপদ সমস্যমান পদ	যে যে পদে সমাস হয়, তাদের প্রত্যেককে সমস্যমান পদ বলে।
	সমাসযুক্ত পদের প্রথম অংশকে পূর্বপদ বলে।
পূর্বপদ	সমাসযুক্ত পদের পরবর্তী অংশকে বলা হয় পরপদ।
প্রপদ	সমাম পদকে ভাঙলে যে বাক্যাংশ পাওয়া যায় তাকে বলা হয় ব্যাসবাক্য।

্ হন্দ সমাস

চকুমানে জোড়া। যে সমাসে সমস্যমান প্রত্যেক পদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে বলা হয় ব্যা প্র বারা — মা-বারা।

সমাসের নাম	সংজ্ঞা	উদাহরণ
সাধারণ ঘন্দ্র	সাধারণত দুই বা ততোধিক পদের মিলন হলে, তাকে বলা হয় সাধারণ ছন্দু।	মা ও বাবা = মা-বাবা
মিলনার্থক ঘন্দ্র	যখন অর্থের দিক থেকে পরম্পর মিলন বুঝায়, তখন দুটি পদের মিলন হলে তাকে বলে মিলনার্থক দ্বস্থু।	ভাই ও বোন = ভাই-বোন
বিরোধার্ধক ঘন্দ্র	অর্থের দিক থেকে যে দ্বন্দু পরস্পরের মধ্যে বিরোধ বা বৈপরিত্য বুঝায়, তাকে বলা হয় বিরোধার্থক দ্বন্দু।	সাদা ও কালো = সাদা-কালো
সমার্থক ঘন্দ্র	সম অর্থপূর্ণ দুটি পদের মিলন হলে তাকে বলা হয় সমার্থক দ্বন্দু।	হাট ও বাজার = হাট-বাজার
বহুপদী ছন্দু	বহুপদ মিলে যে দ্বন্ধ সমাস হয় তাকে বলা হয় বহুপদী দ্বন্ধু।	সে, তুমি ও আমি = আমরা
ইত্যাদি অর্থে হন্দু	মূল পদের সঙ্গে ইত্যাদিবাচক বিকৃতপদ মিলিত হলে ভাকে বলে ইত্যাদিবাচক দ্বন্দু।	কাপড় ও চোপড় = কাপড়চোপড়
অপুক ঘন্দ	যে সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে বলা হয় অলুক দম্ব।	দুধে ও ভাতে = দুধেভাতে
একশেষ দ্বস্থ	যে সমাসে অন্যান্য পদের বিলুপ্তি ঘটিয়ে প্রথম পদটির সঙ্গে শেষ পদটির সামগুস্য রচিত হয়, তাকে বলে একশেষ দ্বন্দু।	জায়া ও পতি = দম্পতি

২. কর্মধারয় সমাস

বিশেষণ ও বিশেষ্য পদ মিলে যে সমাস হয় এবং বিশেষ্যের বা পরপদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান য়ে, তাকে বলা হয় কর্মধারয় সমাস। যেমন- নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম।

সমাসের নাম	সংজ্ঞা	উদাহরণ		
মধ্যপদলোপী কর্মধারয়	যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদের লোপ হয়, তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে।	পল মিশ্রিত অনু = পলানু		
উপমান কর্মধারয় সমাস	যে কর্মধারয় সমাসে সাধারণ কর্মবাচক পদের সঙ্গে উপমানবাচক পদের মিলন হয়, তাকে বলে উপমান কর্মধারয় সমাস।	শশকের মতো ব্যস্ত = শশব্যস্ত মিশির ন্যায় কালো = মিশকালে		
উপমিত কর্মধারয়	সাধারণ গুণের উল্লেখ ব্যতীত উপমেরের সঙ্গে উপমান পদের যে সমাস হয়, তাকে বঙ্গে উপমিত কর্মধারয় সমাস।	কুমারী ফুলের ন্যায় = ফুলকুং		
রূপক কর্মধারয়	উপমিত ও উপমানের অভেদ কল্পনামূলক সমাসকে বলা হয় রূপক কর্মধারয় সমাস।	আঁখি রূপ পাখি = আঁখিপাখি বিষাদ রূপ সিন্ধু = বিষাদসিগু		

৩. তৎপুরুষ সমাস

যে সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায় এবং পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে বলা হয়

চৎপুরুষ সমাস। যেমন- সমাসের নাম	সংজ্ঞা	উদাহরণ
দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস	পূর্বপদে দ্বিতীয়া বিভক্তি লোপ পেয়ে যে সমাস হয়, তাকে বলা হয় দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস।	সাহায্যকে প্রাপ্ত = সাহায্যগ্রাপ্ত
তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস	পূর্বপদের তৃতীয়া বিভক্তি লোপ পেয়ে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলা হয়।	মন দ্বারা গড়া = মনগড়া
চতুৰ্থী তৎপুরুষ সমাস	পূর্বপদে চতুর্থী বিভক্তি লোপ পেয়ে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস বলে।	দেবকে দত্ত = দেবদত্ত
পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস	পূর্বপদে পঞ্চমী বিভক্তি লোপের ফলে যে সমাস হয়, তাকে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস বলে।	স্কুল থেকে পালানো = স্কুলপালা
ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস	পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তি লোপ পেয়ে যে সমাস হয়, তাকে বলা হয় ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস।	পিতার তুল্য = পিতৃতুল্য
সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস	পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তি (এ, য়, তে) লোপ পেয়ে যে সমাস হয়, তাকে বলা হয় সপ্তমী তংপুরুষ সমাস।	গাছে পাকা = গাছপাকা
নঞ তৎপুরুষ সমাস	নএঃ অব্যয় (না, নেই, নাই, নয়) পূর্বে বসে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে নএঃ তৎপুরুষ সমাস বলে।	ন আদর = অনাদর
উপপদ তৎপুরুষ	যে পদের পরবর্তী ক্রিয়ামূলের সঙ্গে কৃৎ প্রভায় যুক্ত হয়, সে পদকে উপপদ বলে। কৃদন্ত পদের সাথে উপপদের যে সমাস হয়, তাকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলে।	জল দেয় যে = জলদ
অলুক তৎপুরুষ সমাস	যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হয় না, তাকে বলা হয় অলুক তৎপুরুষ সমাস।	বনে চরে যে = বনচর

8. रहरीरि সমাস

^{৪. বছর} বে সমালের সমন্তপদে পূর্বপদ ও পর পদের অর্থ প্রধান রূপে প্রতীয়মান না হয়ে অন্য একটি পদের ্রে ব্যালারণে প্রতীয়মান হয়, তাকে বহুত্রীহি সমাস বলে। যেমন—বহুত্রীহি = বহু ত্রীহি (ধান) আছে

হার, পোড়া কপাল যার = পোড়াকপাল। উদাহরণ ন্মানের নাম বিশেষণ ও বিশেষ্যের মধ্যে যে সমাস হয়, **नील कर्छ यात = नीलकर्छ** সমানাধিকরণ বহুবীথি তাকে সমানাধিকরণ বহুবীহি সমাস বলে। যে বছরীহি সমাসে সমস্যমান পদের দুটিই বিশেষ্য বীণা পানিতে যার = বীণাপানি ব্যাধিকরণ বছবীহি পদ হয়, তাকে বলা হয় ব্যাধিকরণ বহুবীহি সমাস।

্যাপদলোপী বহুবীহি	বছব্রীই সমাদের ব্যাখ্যার জন্য বাক্যাংশের কোনো জংশ যদি সমস্ত পদে লোপ পায়, তাকে বলা হয় মধ্যপদলোপী বছব্রীহি সমাস।	গোঁকে খেজুর পড়ে থাকলেও খায় না যে = গোঁকখেজুরে
ন্যতিহার বহুবীহি	একই ত্মপ দুটি বিশেষ্যপদ এক সঙ্গে বসে পরম্পর একই জাতীয় কাজ করলে যে সমাস হয় তাকে বলা হয় ব্যতিহার বহুনীহি সমাস।	কানে কানে যে কথা = কানাকানি
অনুৰু বহুব্ৰীহি	যে বহুব্রীহি সমাসে সমস্ত পদে সমস্যমান পদগুলোর বিভক্তি লোপ পায় না, তাকে অলুক বহুব্রীহি সমাস বলে।	গায়ে হলুদ দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = গায়েহলুদ
নঞ বহুব্রীহি	নঞ অর্থাৎ নাবাচক অব্যয় পূর্ব পদে বসে যে বহুব্রীহি সমাস হয়, তাকে নঞ বহুবীহি সমাস বলে।	নয় জানা যা = অজানা
প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি	যে বহুন্ত্রীহি সমাসের সমস্ত পদে আ, এ, ও ইত্যাদি প্রভায় যুক্ত হয়, তাকে বলা হয় প্রভায়ান্ত বহুন্তীহি সমাস।	দো (পুদিকে) টান যার = দোটান
হিত বা সংখ্যাবাচক বহুব্ৰীহি	অর্থপ্রক্র সংখ্যাবাচক শব্দ লোপে যে সমাস হয়,	দশ আনন যার = দশানন

অ সমাসে পূর্বপদটি সংখ্যাবাচক বিশেষণ হয়ে সমাহার বা সমষ্টি বুঝায় এবং পরপদের অর্থ প্রধানরূপে বর্তনয়মান হয়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। যেমন—তিন পদের সমাহার = ত্রিপদী।

৬. অব্যয়ীভাব সমাস

বে সমাসে সমস্যমান পদম্বয়ের পূর্বপদ অব্যয় হয়ে অর্থের দিক থেকে প্রাধান্য লাভ করে, তাকে

ব্ৰায়ীভাব সমাস বলে। যেমন—দিন দিন = প্ৰতিদিন।

বিশেষ অর্থে কয়েকটি সমাস

	Transit Control of the Control of th	উদাহরণ
সমাসের নাম	गह्छ।	যুদ্ধে স্থির থাকে যে = যুধিছিব
অলুক সমাস	যে সমাসে কখনো পূর্বপদে বিভক্তি লোপ হয় না। অলুক সমাস কোনো স্বতন্ত্র সমাস নয়, যে কোনো শ্রেণির সমাস অলুক হতে পারে।	2041 184 AIGA GA - 20 4184
প্রাদি সমাস	প্র, প্রতি, অনু প্রভৃতি অব্যন্তের সঙ্গে যদি কৃৎ প্রভায় সাধিত বিশেষ্যের সমাস হয়, তবে তাকে বলে প্রাদি সমাস।	প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন = প্রবচ্ন
নিত্য সমাস	যে সমাসে সমসামান পদগুলো নিতা সমাসবদ্ধ থাকে, ব্যাসবাক্ষ্যের দরকার হয় না, তাকে নিতা সমাস বলে।	অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর
সুপসুপা সমাস	বিভক্তিযুক্ত শব্দের সাথে তৎসম শব্দ যুক্ত হয়ে যে সমাস হয় এবং সমস্ত পদে তৎসম পদটির পর নিপাত হলে তাকে সুপসুপা সমাস বলে।	পূর্বে দৃষ্ট = দৃষ্টপূর্ব

৫. পদ পরিবর্তনের মাধ্যমে শব্দগঠন

একপদ অন্য পদে পরিবর্তন করার মাধ্যমে নতুন শব্দ ও অর্থের সৃষ্টি হয়। যেমন : অর্থ > আর্থির, আত্মা > আত্মিক, থেয়াল > ধেয়ালি, সোনা > সোনালি ইত্যাদি।

বিশেষ্য থেকে বিশেষণ পদে পরিবর্তনের মাধ্যমে শব্দ গঠন

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
অগ্নি	আগ্রেয়	অভ্যাস	অভাস্ত	অধ্যয়ন	অধীত	আষাঢ়ে	আষাঢ়ী
অণু	আণবিক	আকুল	আকুলতা	অধুনা	আধুনিক	অন্ত	অন্তিম
অংকুর	অংকুরিত	শ্বমি	আর্য	অন্তর	আন্তরিক	আহ্বান	আহুত
অংশ	আংশিক	খাণ	ঋণী	অবধান	অবহিত	আনন	আনন্দিত
অৰ্থ	আর্থিক	ঐক্য	এক	আত্মা	আত্মিক	অলস	আলস্য
	অনুরক্ত	কাজ	কেজো	আতংক	আতংকিত	আক্রমণ	আক্রাও
অনুরাগ আবাদ	আবাদী	কৰ্ম	কর্ম্য	অরণ্য	আরণ্যক	আহলাদ	আহলাদিও
আসমান	আসমানী	काठिना	किंग	অনুবাদ	অনূদিত	আলোড়ন	আলোড়িও
	আহরিত	জটা	জটিল	অবস্থান	অবস্থিত	ইচ্ছা	ঐন্থিক
আহরণ		ঝড	ঝডো	আশ্রয়	আশ্রিত	ইন্ডভাত	ইন্ডালি
আদর	আদুরে	100000000000000000000000000000000000000	অনুমিত	আদি	আদিম	ইতিহাস	ঐতিহাসি
আঘাত	আহত	অনুমান আগমন	আগত	অপহরণ	অপহত	ইমান	ঈমানদার
আবিধার	-		আলাপী	উল্লাস	উলুসিত	জয়	ভেন্ন
আয়ু	আয়ুকাল	আলাপ	আসীন	উজ্জাস	উজ্বাসিত	তিরোধান	তিরোহিত
ত্রন্ম	ক্ৰীত	আসন	আমোদিত	উন্যাদ	উনুত্ত	তন্ত্ৰা	তন্ত্রপূর্
ज्यात्रतव	ভারত						

- HET	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
বিশেষ্য	উত্তর	তরঙ্গ	তরঙ্গিত	কাগজ	কাণ্ডজে	ধারণ	ধৃত
উরাপ উপন্যাস	উপন্যা সিক	ভায়া	তামাটে	খণ্ড	খণ্ডিত	ন্যায়	न्याया
ভূপকার	উপকত	তাপ	ভঙ	জাত	জাতীয়	বিমান	বৈমানিক
डमाम	উদ্যত	তেজ	(स्थान) (स्थीन	ঝংকার	ঝংকৃত	বিবাদ	বিবদমান
ভ্রমাদন	উৎপাদিত	তিরস্কার	তিরস্কৃত	ঝগড়া	ঝগড়াটে	বরণ	বৃত
डेरका -	উন্থিয়	দর্শন	দার্শনিক	ডাক্তার	ডাক্তারী	চিহ্ন	চিহ্নিত
डलम्ब	উপদূত	দেশ	দেশীয়	ঢাকা	ঢাকাই	চকু	চাস্থ্ৰ
FAFF	দৈনিক	ভৰ্ক	তার্কিক	জল	জপীয়	দেহ	দৈহিক
63	চিত্রিত	দোষ	मृष्ठे	জাঁক	জাঁকালো	मानव	দানবিতক
750	ঠৈতালি	দীক্ষা	দীক্ষিত	জন্ম	জাত	দুধ	দুধাল/দুধেল
54	ছান্দিক	চরিত্র	চারিত্রিক	জন্ত	জান্তব	হেমন্ত	হৈমন্তিক
क्षीवन	জীবিত	ধর্ম	ধার্মিক	দুঃখী	দুর্গ্বত	নগর	নাগরিক
स्त	জাত	ধার	ধারালো	খয়ের	খয়েরি	निग्रज्ञन	নিয়ন্ত্রিত
वरि	ক্ষিজ	বসন্ত	বাসন্তি	খেয়াল	খেয়ালি	मत्रम	मत्रमी

৬. দ্বিরুক্তির সাহায্যে শব্দগঠন

গাসর বিক্তির সাহায্যে নতুন শব্দের সৃষ্টি হয়। যেমন : যরে যরে, ধন্য ধন্য, রাজার রাজায় ইত্যাদি। বালা ভাষায় একই পদ, শব্দ বা ধানি দু'বার ব্যবহৃত হয়ে তিন্ন একটি অর্থ প্রকাশ করাকেই ধিরক্ত বা শব্দেত বলে। যথা– 'শীত শীত লাগে'। এক্তেরে 'শীত শীত' হলো ঠিক শীত নয়, শীতের ভাব।

দিরুক্তির শ্রেণিবিভাগ

্র্তিনগতভাবে দ্বিরুক্ত শব্দ— ৩ প্রকার। যথা : ক. শব্দের দ্বিরুক্তি, খ. পদের দ্বিরুক্তি, গ. অনুকার স্বারের দ্বিরুক্তি।

^ক. শব্দের ধিরুত্তি

একই শব্দের অবিকৃতভাবে দু'বার উচ্চারণ রীতিকে বলে শব্দের দ্বিরুক্তি। যথা : ঘরে ঘরে, হাসি যদি, লাল লাল, টান টান ইত্যাদি।

^{খ, পদের} দ্বিরুত্তি

^{সম্পের} দ্বিরুক্তি বলতে বোঝায় একই বিভক্তিযুক্ত পদ। পদের দ্বিরুক্তিতে দ্বিতীয় পদের ধ্বনিগত ^{দ্বি}বর্তন হয় এবং বিভক্তির পরিবর্তন হয় না।

বিশেষ্যপদের বিশেষণরূপে ব্যবহার:

আধিক্য বোঝাতে : গাড়ি গাড়ি বালি, রাশি রাশি ধন। সামান্যতা বোঝাতে : জুর জুর ভাব, শীত শীত ভাব।

িআস বাংলা-২

ক্রিশেষণ পদের বিশেষণরূপে ব্যবহার :

আধিক্য বোঝাতে : লাল লাল ফুল, সাদা-সাদা বক। সামান্যতা বোঝাতে : রোগা-রোগা চেহারা। কালো কালো চেহারা।

সর্বনাম পদের দ্বিক্ত রীতি :

আধিকা বোঝাতে : কেউ কেউ বলেন। কে কে যাবে।

ক্রিয়াপদের ধিরুক্ত রীতি :

বিশেষণ অর্থে : যায় যায় অবস্তা। খাই খাই দশা। স্বল্পকাল/আকস্মিকতা অর্থে: দেখতে দেখতে গোলাম। উঠতে উঠতে পড়ে গোল। পৌনঃপুন্য বা বারংবার অর্থে : ডাকতে ডাকতে হয়রান হয়ে গোলাম। ক্রিয়া বিশেষণ : দেখে দেখে যেও।

অব্যয়ের দ্বিরুক্ত শব্দ :

ভাবের অভিব্যক্তি বোঝাতে : হায়! হায়! কী সর্বনাশ। ছি। ছি। লজ্জায় মরে যাই। বিশেষণ অর্থে • হায়-হায় শব্দ। ছিঃ ছিঃ ধিকার। ধ্বনি ব্যঞ্জনা বোঝাতে : বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।

গ. অনুকার অব্যয়ের দ্বিক্লক্তি/ধ্বন্যাত্মক দ্বিক্লক্তি

কোনো কিছুর ধ্বনি বা আওয়াজের অনুকরণে গঠিত শব্দকে অনুকার অব্যয়ের দ্বিক্তি ব ধ্বন্যাত্মক বিরুক্তি বলে। যথা– চং একটি অনুকার অব্যয়। চং চং বিরুক্ত শব্দ। এরপ : ঝমঝম, খাখা, সাঁসা, ছলছল, টাপুর টুপুর।



বানান/বানানের নিয়ম

বুলা রানানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা বানানের জ্ঞান নিয়ম ছিল না। উনিশ শতকে এ বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হলেও বাংলা বানানের নিয়ম বেধে দেশর প্রথম দায়িত পালন করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৩৫ সালে গঠিত বাংলা বানান সংস্কার ক্র্যানির প্রতিবেদন ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়। সামান্য পরিবর্তনের পর ১৯৩৭ সালে বাংলা বানানের নিয়ম বই আকারে প্রকাশিত হয়। বাংলা বানানের বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি দুর করার লক্ষ্যে ১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশে ব্যক্তি, প্রাতিষ্ঠানিক ও সরকারিভাবে বাংলা বানান সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হলেও তা স্ফলতার মুখ দেখেনি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ শিক্ষা অমিশনের রিপোর্টে এবং ১৯৭৬ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টে গাঠাপুত্তকের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট বানান রীতি প্রণয়ন ও তা অনুসরণ করার ওপর বিশেষ গুরুত্ আরোপ করা হয়। পাঠ্যপুস্তকে বানানের সমতাবিধান করার জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বার্ড ১৯৮৪ সালে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে। অভিনু বানানের জন্য তারা কিছু নিয়ম বুণারিশ করে। কিন্তু নানা কারণে তা প্রচলিত ও গৃহীত হয়নি। অতঃপর অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামানের লতুত্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে এই বানানের নিয়ম ও শব্দ তালিকা চূড়ান্ত করা হয় এবং তা ১৯৯২ সালে পাঠ্যবইয়ের বানান নামে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশ করে। ১৯৯৪ শাদের জানুয়ারিতে এ বানানের পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসরণে বিশেষজ্ঞ কমিটির অন্যতম সদস্য জামিল চৌধুরী বাংলা বানান অভিধান প্রণয়ন করেন। বালা একাডেমি কর্তক ১৯৯৪ সালের জুন মাসে এ অভিধান প্রথম প্রকাশিত হয়।

বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম

তৎসম শব্দ

- ১.০১: তৎসম অর্থাৎ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের বানান যথায়থ ও অপরিবর্তিত থাকবে। কারণ এইসব শব্দের বানান ও ব্যাকরণগত প্রকরণ ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট রয়েছে।
- ^{2.02} : তবে যে-সব তৎসম শব্দে ই, ঈ বা উ, উ উভয় গুদ্ধ সেইসব শব্দে কেবল ই বা উ এবং তার-কারচিফ্ ু ব্যবহৃত হবে। যেমন : কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, ধর্মনি, ধূলি, পঞ্জি, পদবি, ভঙ্গি, মঞ্জরি মসি লহবি সরণি সচিপত্র, উর্ণা, উষা।

- ১.০৩: রেফ-এর পরে ব্যঞ্জনবর্গের দ্বিত্ব হবে না। যেমন: অর্চনা, অর্জন, অর্থ, অর্ধ, কর্মম, কর্ম্ম, কার্য, গর্জন, মুর্ছা, কার্তিক, বার্ধকা, বার্জা, সূর্য।
- ১.০৪ : ক খ গ ঘ পরে থাকলে পদের অন্তর্প্তিত মু স্থানে অনুসার (१) লেখা যাবে। যেমন : অংকর্
 ভয়ংকর, সংগীত, তভংকর, ফুনয়ণাম, সংঘটন ইত্যাদি। বিকল্পে ও লেখা যাবে। অ-এর পুর
 ভ হবে। যেমন : আকাককা।

অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র শব্দ

2.03: ইইউউ

সকল অ-তল্যম অর্থাৎ অন্তর্গ, দেশী, বিদেশী, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এফেন-মার চিত্র ্বাবক্ত হবে। এমননি প্রীয়াকত ও জাতিবাচক ইতালি শব্দের ক্ষেয়েও এই নিয়ন প্রয়োজ বরে। বেমন। দিছি, ছবি, মাড্রি, বাড়ি, ভারি, শাড়ি, ভাররি, বামাবাভি, মাণ্ডি, বিলুরি, বামাবাভি, মাণ্ডি, বুলি, বামাবাভি, মাণ্ডি, বুলি, বুলি, বিজ্ঞার, আর্রাবি, ফার্রানি, ব্রাজ্ঞার, আর্রাবি, ফার্রানি, ব্রাজ্ঞার, আর্রাবি, ফার্রানি, বাড়ি, বিলি, ছবি, ক্রিনি, চিলি, ক্রিরি, চিলি, ক্রিরি, চিলি, ক্রিরি, বিলি, বিলি,

2.02: \$

ক্ষীর, ক্ষুর ও ক্ষেত শব্দ থির, খুর ও খেত না লিখে সংস্কৃত মূল অনুসরণে ক্ষীর, ক্ষুর ও ক্ষেত-ই লেখা হরে। তরে অ-তৎসম শব্দে খুদ, খুদে, খুর, খেপা, থিধে ইত্যাদি লেখা হরে।

২.০৩ : মূর্ধন্য ণ, দন্ত্য ন

তৎসম শাধ্যের বানানে থ, ন-মের নিয়ম ও গুৰুতা কথা করতে হবে। এ ছাড়া তত্তব, সেনী, বিদেশী, মিশ্র কোনো শাধ্যের বানানে থ-জু বিরি মানা হবে না অর্থাং থ ব্যবহার করা হবে না মেনা : অত্যান, ইয়ান, কান, কোরানা, জনতি, গোনা, করনা, ধরন, পরান, সোনা, হর্ব। তৎসম শাধ্যে ট ঠ ড চ-মের পূর্বে থ হয়, মেমন : কন্টক, পূঠন, প্রচণ্ড। কিন্তু তৎসম ^{হাড়া} কম্যা, সকল শাধ্যের ক্ষেত্রত ট ঠ ড চ-মের আগেও কেবল ন হবে। অ-তৎসম শাধ্যে যুক্তাভবের বানানের জনা ৪.০১ প্রতিষ্ঠা।

208 : भ, म, म

তৎসম শব্দের বানানে শ, ষ, স-য়ের নিয়ম মানতে হবে। এছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে সাক্ষতের ষ-তৃ বিধি প্রযোজ্য হবে না।

स्वितनी सून भारत भ, भारतात दा बार्किसी वर्ष वा ध्वानि तरहाइ वाराणा वानारान छाँदै वावदात कवाट दाव। हहाम : जान (= वण्नाव), जन, दिनाव, भारत, भारतक, नाविश्वाना, भव, ह्योधिय, प्रजना, व्रितिन, व्यापन, जाना, (शामाव, ह्यादर्शक, मार्गाका, विभाविम, अत्रात, भारतका, मार्ग, बाँ, वा छार, पूलिन भारति व्यादिकस्वाराण भ मित्रा हणा शहर। छण्डाम भारतक हो, हे तर्राक्ष, एवंदे स्वा हमार नावी, मुझे, मित्रा, पूर्वा। विकार विकारी भारतक व्यदि स्वादाज न दारा (हमारा : हैम, होहंस, हिमात, पूर्वेक), होमना होहते, हिंहीं,

কিন্তু খ্রিষ্ট মেন্ডেড্ বাংলায় আত্তীকৃত শব্দ এবং এর উচ্চারণও হয় তৎসম কৃষ্টি, তুই, ইত্যাদি শব্দের মতো তাই ষ্ট নিয়ে খ্রিষ্ট শব্দটি লেখা হবে।

- তথ : আরবি-ফারিনি পলে 'মে', 'নিন', 'নোয়াদ' বর্গছলোর প্রতিবর্ণরূপে স এবং 'শিন'-এর প্রতির্বর্ণ-রূপ শ ব্যবহৃত হবে। যেমন : সালাম, তসলিম, ইসলাম, মুসলিম, মুসলমান, স্কলাত এশা, শাবান (হিভারি মাস), শাওয়াল (হিজারি মাস), বেহেশত।
- এই ক্ষেত্ৰে স-এর পরিবর্তে ছ লেখার কিছু কিছু প্রবণতা দেখা যায়, তা ঠিক নয়। তবে স্বখানে বাংলায় বিদেশী শব্দের বানান সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে স, ছ-রের রূপ লাভ করেছে সেখানে ছ ব্যবহার করতে হবে। যেমন : পছন্দ, মিছিল, মিছরি, উছনছ।
- ০৬ : ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশী শ বর্গ বা ধ্বনির জন্য স এবং সা, —sion, —ssion, —tion প্রভৃতি বর্গগুছে বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে। তবে question ইত্যাদি শঙ্গে বানান অন্যৱপ, যেমন : কোএস্চূন হতে পারে।

२०१: जय

বাংলায় প্রচলিত বিদেশী শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতি-অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন-কাগজ, ভাহাজ, ভুকুম, হাসপাতাল, টেবিল, পুলিশ, ফিরিস্টি, হাজার, বাজার, জুলুম, জেব্রা।

কিছু ইসলাম ধর্ম-সংক্রান্ত করেকটি বিশেষ শব্দে 'বে', 'যাল', 'ধোয়াল', 'বেই' রয়েছে, যার ধানী ইংরোজি x-এর মতো, সে ক্ষেত্রে উচ্চ আরবি বর্ণতলোর জন্ম য ব্যবহৃত হতে পারে। ক্ষেম্ম : আমান, এমিন, ওয়ু, কামা, নামায, মুমার্যিন, যোহর, রমযান, তবে কেউ ইম্মা করকে এবি ক্ষেত্রের য-এর পরিবর্গতে কা ব্যবহার করতে পারেন।

জান, জোয়ালা লো ইতালি পদ জ দিয়ে পেথা বাঞ্জনীয়।

-০৮ : এ, আ

নীজাৱ এ বা ্েকার যারা অবিকৃত এ এবং বিকৃত বা বাঁকা আ এই উজ্ঞা উচ্চারণ বা ধানি দিশন্ত্র হয়। ততাম বা সংস্কৃত ধ্যাস, ব্যায়াম, বাহেত, বাাধ, জ্যামিতি, ইত্যাদি শব্দের বানান স্বন্ধশভাবে পেথান দিয়ার হাছে। অনুকৃপ ততাম এবং বিদেশী শব্দ ছাড়া অন্য সকল নালানে অবিকৃত-বিকৃত নির্বিশেষে এ বা েকার হবে। যেমন: সেখে, দেখি, যেন, জেনো, কেন, কেনো (ক্রম করা), তাণ, গোলে, গোহে।

বিদেশী শব্দে অবিকৃত উচ্চারণের ক্ষেত্রে এ বা -েকার ব্যবহৃত হবে। যেমন : এড, নেট, বেড, শেড।

বিদেশী শব্দে বিকৃত বা বাঁকা উচ্চারণে অ্যা বা ্যা ব্যবহৃত হবে। যেমন- অ্যাভ, আ্রাক্স অ্যাসিড, ক্যাসেট, ব্যাক, ম্যানেজার, হ্যাট।

তবে কিছ তদ্ভব এবং বিশেষভাবে দেশী শব্দ রয়েছে যার ্যা-কারযুক্ত রূপ বহুল-পরিচি যেমন : ব্যান্ড, চ্যান্ড, ল্যান্ড, ল্যান্ঠা। এসব শব্দে য়া অপরিবর্তিত থাকবে।

2.00: 8

বাংলায় অ-কারের উচ্চারণ বহু ক্ষেত্রে ও-কার হয়। এই উচ্চারণকে লিখিক রূপ দেয়ার ১৯ ক্রিয়াপদের বেশ কয়েকটি রূপের এবং কিছু বিশেষণ ও অব্যয় পদের শেষে, কখনো অক্রি অনেকে যথেক্সভাবে ো-কার ব্যবহার করছেন। যেমন : ছিলো, করলো, বলতো, কোরছ, তেত্ত যেনো, কেনো (কীজন্য) ইত্যাদি ও-কার যুক্ত বানান লেখা হচ্ছে। বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়া অনুরূপ োক্ত ব্যবহার করা হবে না। বিশেষ ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে এমন অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদ এবং বিশেষ। অব্যয় পদ বা অন্য শব্দ যার শেষে ো-কার যুক্ত না করলে অর্থ অনুধাবনে ভ্রান্তি বা বিলয় চ্চাত্র পারে। যেমন : ধরো, চডো, বলো, বোলো, জেনো, কেনো (ক্রয় করো), করানো, খাজ্যাল শেখানো, করাতো, মতো, ভালো, আলো, কালো, হলো ইত্যাদি।

2.30: 8.8

তৎসম শব্দে এবং ও যেখানে যেমন ব্যবহার্য ও ব্যাকরণসম্মত সেইভাবে ব্যবহার করতে হবে। সম্পর্কে পূর্বে ১.০৪ অনুজ্যেদে কিছু নিয়মের কথা বলা হয়েছে। তন্তব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র শব্দে বানানের ক্ষেত্রে ঐ নিয়মের বাধ্যবাধকতা নেই। তবে এই ক্ষেত্রে প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন শব্দের শেষ সাধারণভাবে অনুস্থার (१) ব্যবহৃত হবে। যেমন : রং, সং, পালং, চং, রাং, গাং। তবে শব্দে অব্যয় ব বিভক্তি যুক্ত হলে কিংবা পদের মধ্যে বা শেষে স্বরচিহ্ন থাকলে ঙ হবে। যেমন : বাঙালি, ভাঙা, রলি, রছের। বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দ-দুটি ং দিয়ে লিখতে হবে, বাংলাদেশের সংবিধানে তাই করা ২য়েছে।

২.১০: রেফ () ও বিত্ব তৎসম শব্দের অনুরূপ বানানের ক্ষেত্রে যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, অ-তৎসম সকল শব্দেও রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত হবে না। যেমন : কর্জ, কোর্তা, মর্দ, সর্দার ইত্যাদি।

২.১১: বিসর্গ (ঃ) শব্দের শেষে বিসর্গ (१) থাকবে না। যেমন : কার্যত, মূলত, প্রধানত, প্রয়াত, বক্তুত, ক্রমশ, প্রায়ণ পদমধ্যস্থ বিসর্গ থাকবে। তবে অভিধানসিদ্ধ হলে পদমধ্যস্থ বিসর্গ বর্জনীয়। যেমন: দুস্ত, নিশ্বহ

২.১২: - আনো প্রত্যয়ান্ত শব্দ আনো প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে ো-কার যুক্ত করা হবে। যেমন : করানো, বলানো, খাওয়ানো পাঠানো, নামানো, শোয়ানো

২,১৩: विमिशी शब ७ युक्तवर्ण

বাংলায় বিদেশী শব্দের বানানে যুক্তবর্ণকে বিশ্লিষ্ট করার প্রবণতা দেখা যাছে। যুক্তর সূবিধা হচ্ছে তা উচ্চারণের দ্বিধা দূর করে। তাই ব্যাপকভাবে বিদেশী শব্দের বানানে ^{যুক্ত} বিশ্লিষ্ট করা অর্থাৎ ভেঙে দেয়া উচিত নয়। শব্দের আদিতে তো অনুরূপ বিশ্লেষ সম্ভবই ^{নয়} যেমন : ক্টেশন, ট্রিট, শ্রিট, শ্রিট, শ্রিট। তবে কিছু কিছু বিশ্রেষ করা যায়। যেমন : সে^{পটের} অকটোবর, মার্কস, শেকস্পিয়র, ইসরাফিল।

2 38 : इम-विक

ক্স-চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন : কাত, মদ, চট, ফটফট, কলকল, ঝরঝর, তছনছ, ত্রন, হুক, চেক, ভিশ, করলেন, বললেন, শখ, টাক, টক। তবে যদি ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা থাকে তাহলে হস-চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন : কর্, ধর্, মর্, বল।

२३८: उर्ध-कमा ক্রম্ব-কমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন : করল (= করিল), ধরত, বলে (= বলিয়া), ছয়ে, দু জন, চার শ, চাল (= চাউল), আল (= আইল)।

নিবিধ

৩০১ : যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণগুলো যতদুর সম্ভব স্বচ্ছ করতে হবে অর্থাৎ পুরাতন রূপ বাদ দিয়ে এগুলোর 🇝 ব্লপ দিতে হবে। তার জন্য কতকগুলো স্বরচিহ্নকে বর্ণের নিচে বসাতে হবে। যেমন : গু. व. म. म. म. म. इ, च, इ, घ, घ। তবে ক্ষ-এর পরিচিত যুক্ত-রূপ অপরিবর্তিত থাকবে।

৩০২: সমাসবদ্ধ পদগুলো একসঙ্গে লিখতে হবে, মাঝখানে ফাঁক রাখা চলবে না। যেমন : সংবাদপত্র, অনাস্বাদিতপূর্ব, পূর্বপরিচিত, রবিবার, মঙ্গলবার, স্বভাবগতভাবে, লক্ষ্যভুষ্ট, বারবার, বিষাদমন্তিত, সমস্যাপূর্ণ, অদৃষ্টপূর্ব, দৃঢ়সঙ্কল, সংযতবাক, নেশাগ্রন্ত, পিতাপুত্র। বিশেষ প্রয়োজনে সমাসবদ্ধ পদটিকে একটি, কখনো একটির বেশি হাইফেন (–) দিয়ে যুক্ত করা যায়। যেমন: মা-মেয়ে, মা-ছেলে, বেটা-বেটি, বাপ-বেটা, ভবিষ্য-তহবিল, সর্ব-অঙ্গ, বে-সামরিক, স্থল-জল-আকাশ-যুদ্ধ, কিছু-না-কিছু।

৩,০৩ : বিশেষণপদ সাধারণভাবে পরবর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হবে না। যেমন : সুনীল আকাশ, স্তব্ধ মধ্যাহ্ন, সুগন্ধ মুন্দ, লাল গোলাপ, ভালো দিন, সুন্দরী মেয়ে। কিন্তু যদি সমাসবদ্ধ পদ অন্য বিশেষ্য বা ক্রিয়াপদের গুণ বর্ণনা করে তাহলে স্বভাবতই সেই যুক্তপদ একসঙ্গে লিখতে হবে। যেমন : কতদুর যাবে, একজন অতিথি, তিনহাজার টাকা, বেশির-ভাগ ছেলে. শ্যামলা-বরণ মেয়ে। তবে কোথাও কোথাও সংখ্যাবাচক শব্দ একসঙ্গে লেখা যাবে। যেমন : দুজনা।

৩.০৪ : নাই, নেই, না, নি এই নএঃর্থক অব্যয় পদগুলো শব্দের শেষে যুক্ত না হয়ে পৃথক থাকবে। যেমন : বলে নাই, যাই নি, পাব না, তার মা নাই, আমার ভয় নেই। তবে শব্দের পূর্বে নএর্থক উপসর্গরূপে না উত্তরপদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। যেমন : নারাজ, নাবালক, নাহক।

অর্থ পরিস্কৃট করার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুভূত হলে না-এর পর হাইফেন ব্যবহার করা যায়। যেমন : না-বলা বাণী, না-শোনা কথা, না-গোনা পাখি।

৩০৫ : উদ্ধৃতি মূলে যেমন আছে ঠিক তেমনি লিখতে হবে। কোনো পুরাতন রচনায় যদি বানান বর্তমান নিয়মের অনুত্রপ না হয়, উক্ত রচনার বানানই যথাযথভাবে উদ্ধৃত করতে হবে। উদ্ধৃত রচনায় বানানের ভুল বা মুদ্রণের ত্রুটি থাকে, ভুলই উদ্ধৃত করে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে বানানটির উল্লেখ করতে হবে। এক বা দুই উর্ধ্ব-কমার দ্বারা উদ্ধৃত অংশকে চিহ্নিত করতে হবে। তবে উদ্ধৃত অংশকে যদি ইনসেট করা হয় তাহলে উর্ধ্ব-কমার চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে না। তা ছাড়া কবিতা যদি মূল চরণ-বিন্যাস অনুযায়ী উদ্ধৃত হয় এবং কবির নামের উল্লেখ থারে ক্ষেত্রেও উদ্ধতি-চিহ্ন দেয়ার দরকার নেই। ইনসেট না হলে গদ্যের উদ্ধতিতে প্রথমে ও ex উদ্ধতি-চিহ্ন দেয়া ছাড়াও প্রত্যেক অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে উদ্ধতি-চিহ্ন দিতে হবে। প্রথমে মান বা শেষে উদ্ধত রচনার কোনো অংশ যদি বাদ দেয়া হয় অর্থাৎ উদ্ধত করা না হয়, বাদ দেয়া স্থানগুলোকে তিনটি বিন্দু বা ডট্ (অবলো-চিহ্ন) দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে। গোটা অনুজ্জে স্তবক বা একাধিক ছত্রের কোনো বৃহৎ অংশ বাদ দেয়ার ক্ষেত্রে তিনটি তারকার ঘারা তক্র ছত্র রচনা করে ফাঁকগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে

কোনো পরাতন রচনার অভিযোজিত বা সংক্ষেপিত পাঠে অবশ্য পুরাতন বানানকে বর্তত্ত নিয়ম অনুযায়ী পরিবর্তিত করা যেতে পারে।

৪০১ - ৭-ত বিধি সম্পর্কে দই মত

অ-তৎসম শব্দের যুক্তাক্ষরের বানানের ক্ষেত্রে কমিটির সদস্যগণ একমত হতে পারেন নি একটি মতে বলা হয়েছে যে, এসব শব্দে যুক্তাক্ষরের ন্ট, ষ্ঠ, ও, প্চ হবে। যথা : ঘণ্টা, লক্ষ্ গুল্প। অন্যমতে বলা হয়েছে যে, এসব শব্দের যুক্তাক্ষরে ন্ট, ষ্ঠ, ভ, ন্ট ব্যবহৃত হবে। হথা ঘন্টা পান্টি প্রেসিডেন্ট লষ্ঠন, গুড়া, পাড়া, ব্যান্ড লভভড়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বানানরীতি

- ১.০০ : পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের জন্য নিম্নলিখিত নীতি অনুসরণ করা হবে।
- ১.০১ : রেচ্ছের পর কোথাও ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিতৃ হবে না। যেমন : কর্ম, কার্য, শর্ত, সূর্য।
- ১.০২ : সন্ধিতে প্রথম পদের শেষে মৃ থাকলে ক বর্গের পূর্বে মৃ স্থানে ং লেখা হবে। যেমন অহংকার, ভয়ংকর, সংগীত। অন্যান্য ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ এবং ক্ষ-র পূর্বে নাসিক্য বর্ণ যুক্ত করার জন্য সর্বত্র 🕏 লেখা হবে। যেমন : অঙ্ক, আকাঞ্চা, সঙ্গে। প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন শদের শেষে অনুস্থার ব্যবহৃত হবে। যেমন : রং। তবে শব্দে অব্যয় বা বিভক্তিযুক্ত হলে কিংব পদের মধ্যে বা শেষে স্বরবর্ণ থাকলেও ৬ হবে। যেমন : বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের।
- ১.০৩ : হসচিহ্ন ও উর্ধ্বকর্মা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন : করব, চট, দুজন।
- ১.০৪ : যে শব্দের বানানে হস্ত ও দীর্ঘ উভয় স্বর অভিধান সিদ্ধ, সে ক্ষেত্রে এবং অ-তৎসম ও বিদেশী শব্দের বানানে তথু হস্ত স্বর প্রযুক্ত হবে। যেমন : পাখি, বাড়ি, হাতি।
- ১.০৫ : ক্ষ-বিশিষ্ট সকল শদে ক্ষ অক্ষুণ্ণ থাকবে। যেমন : অক্ষর, ক্ষেত, পক্ষ।
- ১.০৬ : কয়েকটি স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে ঈ-কার হবে। যেমন : গাভী, রানী, হরিণী; কিন্ধরী, পিশাচী, মানবী।
- ১.০৭ : ভাষা ও জাতির নামের শেষে ই-কার থাকবে। যেমন : ইংরেজি, জাপানি, বাঙালি।
- ১.০৮ : বিশেষণবাচক 'আলি' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন : বর্ণালি, রূপালি, সোনাগি।
- ১.০৯ : পদাশ্রিত নির্দেশক 'টি' তে ই-কার হবে। যেমন : লোকটি।
- ১.১০ : অর্থভেদ বোঝাবার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী হস্ত ও দীর্ঘস্বর ব্যবহার করা হবে। যেমন (অব্যয়) ঃ কী (সর্বনাম), তৈরি (ক্রিয়া), তৈরী (বিশেষণ), নিচ (নিম্ন অর্থে) ঃ নীচ (ইন অর্থে) কুল (বংশ অর্থে) কুল (তীর অর্থে)।

- ১১১: বালোয় প্রচলিত কৃতখণ, বিদেশী শব্দ বাংলা ভাষার ধ্বনি পদ্ধতিতে লিখিত হবে। যেমন : ক্রাগজ, জাহাজ, হাসপাতাল। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হবে:
 - ক্র ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত নিম্নলিখিত শব্দে (যোয়াদ ও যাল-এর) য (ইংরেজি z ধ্বনির মত) ব্যবহৃত হবে। যেমন : আয়ান, ওয়, কায়া, নামায়, মুয়াযযিন, যাকাত, যিকির, যোহর, রমযান, হযরত।
 - অনরূপ শব্দে আরবি (সোয়াদ ও সিন-এর) জন্য স এবং সা ও শিন-এর জন্য শ হবে। যেমন : সালাম, মসজিদ, সালাত, এশা।
 - র ইংরেজি এবং ইংরেজির মাধ্যমে আগত s ধ্বনির জন্য স ও -sh, -ssion, -tion প্রভৃতি ধ্বনিব জন্য শ এবং st ধ্বনির জন্য স্ট যুক্ত বর্ণ লেখা হবে।
 - দ্ব ইংরেজি বর্ণ a ধ্বনির জন্য শব্দের প্রারম্ভে এ ব্যবহার্য। যেমন : এলকোহল, এসিড। ত্ত, Chirst ও Christian শব্দের বাংলা রূপ হবে খ্রিষ্ট ও খ্রিষ্টান। এ নিয়মে খ্রিষ্টাব্দ হবে।
- ১১২: পূর্ববর্তী নিয়মের (ক) থেকে (ঘ) পর্যন্ত বর্ণিত বিধি ব্যতিক্রম বলে গণ্য হবে। তা ছাডাও সংস্কৃত শব্দ ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে গ-তু, য-তু বিধি অনুসরণ করা হবে না। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, নাসিকাধ্বনি যুক্ত করার জন্য চ-বর্গের পর্বে কেবল এঃ (যেমন : অঞ্চল, অঞ্চলি, বাঞ্জা) ট বর্গের পূর্বে কেবল ণ (যেমন : কাণ্ড, ঘণ্টা) এবং ত বর্গের পূর্বে কেবল ন (যেমন : তন্তু, পাস্থ) লেখা হবে। অনুরূপভাবে, শিশধ্বনি যুক্ত করার জন্য চ-বর্গের অঘোষধ্বনির পূর্বে কেবল শ (যেমন : নিশ্চয়, নিশ্ছিদ্র), ট-বর্গের অঘোষধ্বনির পূর্বে য (যেমন : কষ্ট, কাষ্ঠ) এবং ত বর্গের অঘোষধ্বনির পূর্বে কেবল স (যেমন : অন্ত, আস্থা) ব্যবহৃত হবে।
- ১.১৩: পদান্তে বিসর্গ থাকবে না। যেমন : ক্রমশ, প্রধানত, মূলত।
- ১.১৪ : ক্রিয়াপদের বানানে পদান্তে ও-কার অপরিহার্য নয়। যেমন : করব, হল ইত্যাদি। এত, মত, কোন প্রস্তৃতি শব্দে ও-কার আবশ্যক নয়। তবে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় ও-কার রাখা যাবে। যেমন : করো, কোরো, বলো, বোলো।
- ১.১৫ : ব্যঞ্জনবর্ণে উ-কার (়), উ-কার (়), ঋ-কারের (়) একাধিক রূপ পরিহার করে এই কারগুলো বর্ণের নিচে যুক্ত করা হবে। যেমন : তত, রূপ, হুদয়।
- ১.১৬: যুক্তব্যঞ্জন স্বচ্ছ করার জন্য প্রথম বর্ণের রূপ ক্ষুদ্রাকারে এবং দ্বিতীয় বর্ণের রূপ পূর্ণরূপে লিখিত হবে। যেমন : অন্ত, সঙ্গে, স্পষ্ট।
- ১.১৭: যেসব ব্যঞ্জনবর্ণ বাংলা উচ্চারণে নতুন ধ্বনি গ্রহণ করে। যেমন : ক্ষ (ক্ + ষ), জ্ঞ (জ্ + ঞ), স্ম বা হম (হু + ম), সেগুলোর রূপ অন্দ্রণ থাকবে। তা ছাড়া নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে ঞ (এঃ + চ), ঞ্ (এ; + ছ), জ (এ; + জ), ট (ট + ট) ট্র (ট + র), ত (ত + ত), খ (ত + খ), ত্র (७ + র), ख (७ + त), ङ (२ + न) ह (२ + न), स्व (स + न) है ज्यानि युक वर्तन श्रामिक রূপও অক্ষুণ্ণ রাখা হবে। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে যুক্ত ব্যঞ্জন গঠনের রূপ ব্যাখ্যা করা হবে।
- ^{3.36} : সমাসবদ্ধ পদ এক সঙ্গে লিখতে হবে। যেমন : জটিলতামুক্ত, বিজ্ঞানসম্মত, সংবাদপত্র। অর্কাতভাবে একক হলেও তা একসঙ্গে লেখা হবে। যেমন : যোলকলা। প্রয়োজনবোধে শব্দের মাঝখানে হাইফেন দেয়া যেতে পারে। যেমন : কিছু না-কিছু, লজ্জা-সরম, সংগত-পাঠ-নির্ধারণ।
- ^{3,35} : বিশেষণবাচক পদ (গুণ, সংখ্যা বা দূরত্ব ইত্যাদি বাচক) হলে সেটি আলাদা বসবে। যেমন : এক জন, কত দর, সন্দর ছেলে।
- ^{১,২}০ : নঞ্জর্থক শব্দ পৃথকভাবে বসবে। যেমন : ভয়ে নয়, হয় না, আসিনি, হাতে নেই।

- ১.২১ : হয়রত মুহাম্মন (স)-এর নামের সঙ্গে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে (স), অন্য নবী ও রাস্থলের নামের পরে বহুত্র মধ্যে (আ). সাহাবীদের নামের পরে (রা) এবং বিশিষ্ট মুসলিম ধার্মিক ব্যক্তির নামের পরে (র) লিখতে ১৯
- ১.২২: লেখক ও কবি নিজেদের নামের বানান যেজাবে লেখেন বা লিখবেন সেজাবে লেখা হবে।
- ১.২৩ : বাংলাদেশের টাকার প্রতীক চিহ্নের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য অন্তের ২১১১ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য বইতে তার মূল্য-নির্দেশক সংখ্যার পূর্বে টাকার চিহ্ন ব্যবহার করা হরে।
- ১.২৪ : পূর্ববর্ণিত নিয়মাবশির বহির্ভৃত শব্দের ক্ষেত্রে নিয়লিখিত অভিধানগুলোতে প্রদন্ত প্রথম ব্যক্তি গ্রহণ করা যেতে প্রারে।

চলস্তিকা : রাজশেখর বসু।

ব্যবহারিক শব্দকোষ : কাজী আবদুল ওদুদ।

বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, দুখত : জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সংকলন : হরেন্দ্রচন্দ্র পাল।

পারসো-এরাবিক এপিমেন্টস ইন বেঙ্গলি : গোলাম মাসুন হিলালী।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুত্তক বোর্ডের এই বানানের নিয়ম বোর্ডের নিজস্ব প্রকাশনার ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বাঙ্গালা বানানের নিয়ম, ১৯৩৬

নিয়ম-১ : রেফের পর বাঞ্জনবর্ণের থিতু : রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের থিতু হইবে না, যথা– 'অর্চনা, গ্র্ অর্জুন, কর্তা, কার্তিক, কর্দম, অর্ধ, বার্ধক্য, কর্ম, সর্ব ।

নিয়ম-২ : সন্ধিতে শু-স্থানে অনুস্থার ; যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে তবে পদের অন্তহিত ম-হার্ অনুধার অথবা বিকল্পে ও বিধেয়, যথা- 'অহংকার, ভয়ংকর, তভংকর, সংখ্যা, সংগম, হৃদয়ংগম সংঘটন', অথবা, 'অহঙ্কার, ভয়ঙ্কর' ইত্যাদি।

অ-সংস্কৃত অর্থাৎ তম্ভব, দেশজ ও বিদেশী শব্দ

নিয়ম-৩: রেন্ডের পর ব্যঞ্জনবর্ণের ছিতৃ: রেন্ডের পর ব্যঞ্জনবর্ণের ছিতৃ ইইবে না। যথা– 'কর্জ, শ পर्मा, जर्मात्र, ठिर्दे, कर्मा, जार्मानि'।

নিয়ম-8 : হস্-চিহ্ন : শদের শেষে সাধারণতঃ হস্-চিহ্ন দেয়া হইবে না। যথা— 'ওস্তাদ, কংগ্রেস, 🗩 জজ, টন, টি-পট, ট্রাম, ডিশ, তছনছ, পকেট, মক্তব, হুক, করিপেন, করিস।' কিন্তু যদি ভুল উত্তরে সঞ্জবনা থাকে তবে হস-চিহ্ন দেওয়া যাইতে পারে। হ এবং যুক্ত বাঞ্জনের উচ্চারণ সাধারণতঃ ^{সর্কা} যথা– 'দহ, অহরহ, কাণ্ড, গঞ্জ'। যদি হসন্ত উচ্চারণ অজীষ্ট হয় তবে হ ও যুক্ত ব্যঞ্জনের পর হস্ দেওয়া উচিত। যথা- 'শাহু, তখ্ত জেম্দ্, বড়'। কিন্তু সুপ্রচলিত শব্দে না দিলে চলিবে, যগা-কর্ক, গভর্নমেন্ট, স্পঞ্জ'। মধ্য-বর্ণে প্রয়োজন হইলে হস-চিহ্ন বিধেয়, যথা- "উল্লিক, সট্কা"। উপান্ত্য স্বর অত্যন্ত হস্ব হয় তবে শেষে হস্-চিহ্ন বিধেয়, যথা– 'কটকট, খপ, সার'।

বাংলার কতকণ্ডলি শব্দের শেবে অ-কার উচ্চারিত হয়, যথা– গলিত, ঘন, দৃঢ়, প্রিয়, করিয়া^ছ, ^{করি} ছিল, এস। কিন্তু অধিকাংশ শদের শেষের অ-কার গ্রন্ত অর্থাৎ শেষ অক্ষর হসত্তবং, যথা– অচল, গ পাঠ, করুক, করিস, করিলেন। এই প্রকার সুপরিচিত শব্দের শেষে অধ্বনি হইবে কি হইবে না

আছবার জন্য কেবই চিহ্ন প্রয়োগ করেন না। অধিকাংশ স্থলে অ-সংস্কৃত শব্দে অস্তা হস-চিহ্ন ্রারশ্যক, বাংলাভাষার প্রকৃতি অনুসারেই হসন্ত-উচ্চারণ হইবে। অল্প ক্ষেকটি বিদেশী শব্দের শেষে ক্ষালিকা হয়, যথা– বাই-ল। কিন্তু প্রভেদরক্ষার জন্য অপর বহু বহু শব্দে হস্-চিহ্নের ভার চাপান ল্লাবশ্যক। কেবল ভুল উচ্চারণের সঞ্চাবনা থাকিলে হস্-চিহ্ন বিধেয়।

क्षाप्त-८ : है, है, है, है : यिन भूल সংস্কৃত শব্দে ঈ বা है थोकে তবে তত্তব বা তৎসদৃশ শব্দে ঈ বা है অথবা ক্রিয়া ই বা উ হবে। যথা— কুমীর, পাখী, বাড়ী, শীষ, উনিশ, চুন, পুব অথবা কুমির, পাখি, বাড়ি, শিষ, ক্রিল, চ্ন, পুর। কিন্তু কতকণ্ডলি শব্দে কেবল ঈ, কেবল ই অথবা কেবল উ হইবে। যথা– নীলা (নীলক). ন্ধ্যা (হীরক), দিয়াশলাই (দীপশলাকা), খিল (কীল), পানি (পানীয়), চুল (চুল), তাড়ু (তর্দু), জুয়া (দ্মুত)। নিজে এবং জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণ-বাচক শব্দের অন্তে ঈ হইবে। যথা– কলুনী, বাঘিনী, কাবলী ক্রবানী, ঢাকী, ফরিয়াদী, ইংরেজী, বিলাতী, দাগী, রেশমী। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ই হইবে। যথা- ঝি. ন্দ্র বিবি, কচি, মিহি, মাঝারি, চলতি। পিসী, মাসী স্থানে বিকল্পে পিসি মাসি লেখা চলিবে।

অন্যত্ত মনুষ্যোতের জীব, বস্তু, গুণ, ভাব ও কর্মবাচক শব্দের এবং দ্বিরাবত্ত শব্দের অন্তে কেবল ই হন্তরে। যথা– বেডাচি, বেজি, কাঠি, সুজি, কেরামতি, চুরি, পাণলামি, বারণিরি, তাডাতাড়ি, সরাসরি, লোলসন্ধি। নবাগত বিদেশী শব্দে ঈ উ প্রয়োগ-সম্বন্ধে পরে দুইবা।

নিষম-৬: জ য : এইসকল শব্দে য না লিখিয়া জ লেখা বিধেয়। যথা— কাজ, জাউ, জাঁতা, জাঁতি, নুই, জুত, জো, জোড়, জোত, জোয়ান।

নিয়ম-१: প ন : অ-সংস্কৃত শব্দে কেবল 'ন' হইবে। যথা- কান, সোনা, বামুন, কোরান, করোনার। किन्न गुकाकत के र्छ, ७, क ठिन्दा । यथा- पुक्ति, नुर्छन, ठीखा । 'বানী' স্থানে বিকল্পে 'রাণী' চলিতে পারিবে।

নিয়ম-৮ : ও-কার ও উর্ধ্ব কমা প্রভৃতি : সুপ্রচলিত শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বুঝাইবার জন্য অতিরিক্ত ও কার, উর্ধ্ব-কমা বা অন্য চিহ্ন যোগ যথাসম্ভব বর্জনীয়। যদি অর্ধ্বাহণে বাধা হয় তবে করেকটি শব্দে অন্ত্য অক্ষরে ও-কার এবং আদ্য বা মধ্য অক্ষরে উর্ধ্ব-কমা বিকল্পে দেওয়া যাইতে পারে। যথা- কাল, কালো; ভাল, ভালো; মত, মতো; পড়ো, প'ড়ো। (পড়ুয়া বা পতিত)।

এই সকল বানান বিধেয়—এত, কত, যত, তত; তো, হয়তো; কাল (সময়, কল্য), চাল, (চাউল, ছাত গতি), ডাল (ডাইল, শাখা)।

নিয়ম-৯ : १ % : 'বাঙ্গলা, বাঙ্গালা, বাঙ্গালী, ভাঙ্গন' প্রভৃতি 'বাংলা, বাঙালা, বাঙালী, ভাঙ্গন' প্রভৃতি উচ্যপ্রকার বানানই চলিবে। হসত-ধ্বনি হইলে বিকল্পে १ ७ বিধেয়। যথা− 'বং, বঙ; সং, সঙ; বাংলা, বাঙলা'। স্বরাশিত হইলে ভ বিধেয়, যথা– 'রঙের, বাঙালী, ভাঙন'।

নিম্ম-১০ : १ ও এ-ব প্রাচীন উচ্চারণ যাহাই হউক, আধুনিক বাংলা উচ্চারণ সমান, সেজন্য অনুস্বার জন বিকল্পে % লিখিলে আপন্তির কারণ নাই । 'রং-এর' অপেক্ষা 'রডের' লেখা সহজ । 'রঙ্গের' লিখিলে ^{ত্তি}ষ্টি উচ্চারণ আসিবে না, কারণ 'রঙ্গ' ও 'রং'-এর উচ্চারণ সমান নয় কিন্তু 'রং' ও 'রঙ' সমান।

নিরম-১১ : শ ষ স : মূল সংস্কৃত শব্দ-অনুসারে তন্তব শব্দে শ ষ বা স হইবে, যথা– আঁশ (অংও), ্বাদ (আমিষ), শাস (শস্য), মশা (মশক), পিসী (পিতৃঃস্বসা)। কিন্তু কতকণ্ডলি শব্দে ব্যতিক্রম হইবে, ব্যা- মিনুসে (মনুষ্য), সাধ (শ্রদ্ধা)।

বিদেশী শব্দে মূল উচ্চারণ-অনুসারে s স্থানে স, sh স্থানে শ হইবে, যথা- আসল, ক্লাস, খাস, ৯৪১ পলিশ, পেনসিল, মসলা, মাসূল, সাদা, সিমেন্ট, খুশি, চশমা, তজাপোশ, পশম, পোশাক, পালিশ, পেনত শখ শৌখিন শয়তান শরবত শরম, শহর, শার্ট, শেকস্পিয়র। কিন্তু কডকগুলি শব্দে বিকল্পে ব্যতিত হইবে, যথা– ইস্তাহার (ইশতিহার), গোমস্তা (গুমাশতাহ), ভিন্তি (বিহিশ্তী), খ্রীন্ট, খ্রিষ্ট (Christ)। শ য স এই তিন বর্ণের একটি বা দুইটি বর্জন করিলে বাংলা উচ্চারণে বাধা হয় না, বরং বানান সরু হয়। কিন্তু অধিকাংশ তদ্ভব শব্দে মূল-অনুসারে শ. ষ. স প্রয়োগ বহুপ্রচলিত এবং একই শব্দের বিভি বানান প্রায় দেখা যায় না। এই রীতি সহসা পরিবর্তন বাঞ্চনীয় নয়। বহু বিদেশী শব্দের প্রচলিত বাংল বানানে মূল-অনুসারে শ বা স লেখা হয়, কিন্তু কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম বা বিভিন্ন বানানই দেখা যায় যথা- সরবত, শরবত; সরম, শরম; শহর, সহর; শয়তান, সয়তান; পুলিশ, পুলিস। সামগুসোর জন যথাসম্ভব একই নিয়ম গ্রহণীয়।

বিদেশী শব্দের s-ধ্বনির জন্য বাংলায় ছ-অক্ষর বর্জনীয়। কিন্ত যেখানে প্রচলিত বানানে ছ আছে এক উচ্চারণেও ছ হয়, সেখানে প্রচলিত বানানই বজায় থাকিবে, যথা– কেচ্ছা, ছয়লাপ, তছনছ, পছন দেশজ বা অজ্ঞাতমূল শব্দের প্রচলিত বানান হইবে, যথা- করিস, ফরসা, (ফরশা), সরেস (সরেশ উসখুস (উশখুশ)।

নিয়ম-১২ : কতকণ্ডলি সাধু শব্দের চলিত রূপ : কুয়া, সূতা, মিছা, উঠান, পুরান, পিছন, পিতন ভিতর, উপর, প্রভতি কতকগুলি সাধুশব্দের মৌখিক রূপ কলিকাতা অঞ্চলে অন্যপ্রকার।

যে শব্দের মৌথিক বিকৃতি আদ্য অক্ষরে (যথা পেছন ভেতর) তাহার সাধু রূপই চলিত ভাষায় এহণীয় যথা- 'পিছন, পিতল, ভিতর, উপর'। যাহার বিকৃতি মধ্য বা শেষ অক্ষরে তাহার চলিত রূপ মৌথিক রূপের অনুযায়ী করা বিধেয়, যথা- 'কুয়ো, সূতো, মিছে, উঠন, উনন, পুরনো'।

নবাগত ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশীয় শব্দ

Cut-এর u, cat -এর a এবং f, v, w, z প্রভৃতির প্রতিবর্ণ বাংলায় নাই। অল্প করেকটি নৃতন অক্ষর ব চিহ্ন বাংলা লিপিতে প্রবর্তিত করিলে মোটামুটি কাজ চলিতে পারে। বিদেশী শব্দের বাংলা বানান যথাসম্ভব উচ্চারণসূচক হওয়া উচিত। কিন্তু নৃতন অক্ষর বা চিহ্নের বাহুল্য বর্জনীয়। এক ভাষার উচ্চারণ অন্য ভাষার লিপিতে যথায়থ প্রকাশ করা অসম্ভব। নবাগত বিদেশী শব্দের শুদ্ধি-রক্ষার জন অধিক আয়াসের প্রয়োজন নাই, কাছাকাছি বাংলা রূপ হইলেই লেখার কাজ চলিবে। যে-সকল বিদেশী শব্দের বিকৃত উচ্চারণ ও তদনুযায়ী বানান বাংলায় চলিয়া গিয়াছে সে-সকল শব্দের প্রচলিত বানানই বজায় থাকিবে, যথা- 'কলেজ, টেবিল, বাইসিকেল, সেকেড'।

নিয়ম-১৩ : বিবৃত অ (cut-এর u) : মূল শব্দে যদি বিবৃত অ থাকে তবে বাঙ্গালা বানানে আদ্য অক্ষরে আ কার এবং মধ্য অক্ষরে অ-কার বিধেয়, যথা- ক্লাব (club), বাস্ (bus), বাল্ব (bulb), সার্ (sir). (third), বাজেট (budget), জার্মান (German), কটিলেট (cutlet), সার্কাস (circus), কোকাস (focus) রেডিয়ম (radium), ফস্ফরস (phosphorus) হিরোডোটস (Herodotus)।

নিয়ম-১৪ : বক্র আ (বা বিকৃত এ-cat-এর a) : মূল শব্দে বক্র আ থাকলে বাঙ্গালায় আদিতে এবং মধ্যে 'য়া' বিধেয়, যথা- 'অ্যাসিড (acid), হ্যাট (hat)'।

ক্রম্প বানানে 'গ্ন'-কে য-ফলা + আকার মনে না করিয়া একটি বিশেষ স্বরবর্ণের চিহ্ন মনে করা ্রতি পারে, যেমন হিন্দিতে এই উদ্দেশ্যে ঐ-কার চলিতেছে (hat = हैट)। নাগরি লিপিতে যেমন অ-্রার ও কার যোগ করিয়া ও (ओ) হয়, সেইরপ বাংলায় অ্যা হইতে পারে।

and Mr. 🕏, 🕏 : মূল শব্দের উচ্চারণে যদি ঈ, উ থাকে তবে বাঙ্গালা বানানে ঈ, উ বিধেয়, যথা– জন (seal), ইউ (east), উত্তার, (worcester), স্পূর্ল (spool)'। ্রাম-১৬ : f ও v স্থানে যথাক্রমে ফ, ভ, বিধেয়, যথা- 'ফুট (Foot), ভোট (Vote)'। যদি মূল

ক্রম - y-এর উচ্চারণ (-এর তুল্য হয়, তবে বাংলা বানানে ফ হইবে। যথা– ফন (yon)।

ভক্ষ-১৭: w: w স্থানে প্রচলিত রীতি অনুসারে উ বা ও বিধেয়, যথা− 'উইলসন (Wilson). উড (wood), SCII (way)' I

ভাষা-১৮ : য় : নবাগত বিদেশী শব্দে অনর্থক য় প্রয়োগ বর্জনীয়। 'মেয়র, চেয়ার, রেডিয়ম, প্রমান্তর প্রস্তৃতি বানান চলিতে পারে, কারণ য় লিখিলেও উচ্চারণ বিকত হয় না। কিন্তু উ-কার বা ও-আরুর পর অকারণে য়, য়া, য়ো লেখা অনুচিত। 'এডোয়ার্ড ওয়ারবন্ড না লিখিয়া' 'এড়ওআর্ড ওঅরবন্ড' লবা উচিত। 'হার্ডওয়ার' (hardware) বানানে দোষ নাই।

নিয়ম-১৯ : s. sh : ১১ সংখ্যক নিয়ম দুষ্টবা।

নিয়ম-২০ : st : ইংরেজির st স্তানে নতন সংযক্ত বর্ণ স্ট বিধেয়। যথা- 'ষ্টেশন'।

নিয়ম ২১ : z স্থানে জ বা জ বিধেয়।

নিয়ম ১১ - তস চিত্ৰ - ৪নং সংখ্যক নিয়ম দেষ্টবা।

বলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার-সমিতি বাংলা বানানের এইসব নিয়ম প্রবর্তিত করেছিলেন পঁয়ষটি বছর আগে। ইতিমধ্যে প্রচুর বিভর্ক ও আলোচনা গড়িয়ে গেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বানানে পরিবর্তন অসছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবের মূল কাঠামো স্বীকার করে নিলেও পরবর্তী সময় বিভিন্ন সংস্তা অনেকথনি পরিবর্তন সাধন করেছেন, কিছু-কিছু পরিবর্তন ভাষায় স্বাভাবিকভাবে এসেও গেছে।

- পঞ্জয় নিয়য়ে আর এখন বিকল্ল নেই
 কমির, বাড়ি, পব, পাখি চলছে। ইংরেজি, বিদাতি, দাগি, রেশমি, কেরানি চলছে।
- 💐 অসংক্রত শব্দে যুক্তাক্ষরে (৭ নং) ঠাভা, লুষ্ঠন, ডাভা চলছে। রানী নয়, রাণী নয়, এখন চলছে রানি। वात्रामा, वात्रामी मग्न (क्र मर), धर्यन ठलए वाश्मा, वाद्यामि ।
- 8. প্রযোজক ক্রিয়ায় এবং ক্রিয়াবিশেষ্যে ও-কার প্রচলিত হয়েছে। এখন তার করান পাঠান, দেখান নয়। লিখতে হবে করানো, পাঠানো, দেখানো।
- बीनिएक जनः जानिनाहक ना निरम्यन भएकछ जन्म भीर्घ सन्तिहरू नर्जिन। जन्म रामा १३१- कथुनि, वाधिनि, कावुनि, क्वानि, ठाकि, क्वित्रापि, विनिठ, पाणि, आगामि क्षेत्रिं।
- 🦫 বিদেশি শব্দে দীর্ঘ-ঈ বা দীর্ঘ-উ বর্জিত হয়েছে, মুর্ধন্য-ণ, মুর্ধন্য-য বর্জিত হয়েছে। এখন শেখা হচ্ছে– প্রিক, উস্টার, ইস্ট, কর্নওয়ালিস, গ্রিস ইত্যাদি।
- वह गत्म बाजिवकजात जानवा-म जात्राह- मतवज, शुनिम, मळानिम। जात्र त्यन्त्व এখন আর বিকল্পের প্রয়োজন নেই।

বাংলা বানানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম

- বস্তুবাচক শব্দ ও প্রাণিবাচক অ-তত্ণম শব্দের শেষে ই-কার (f) হবে। যেমন— বস্তুবাচক শব্দ : বাড়ি, গাড়ি, গাড়ি, চাবি ইত্যাদি। প্রাণিবাচক শব্দ : মুরদি, পাঝি, হাতি ইত্যাদি।
- দেশ, জাতি ও ভাষার নাম লিখতে সর্বনা ই-কার () হবে। যেমন—
 দেশ : জার্মানি, ইভালি, মিস, চিলি, গিনি, হাইতি, হাসেরি ইত্যাদি।
 জাতি : বাঙ্গালি, জাপানি, পর্তুলিজ, তুর্কি ইত্যাদি।
 ভাষা : ইরেজি: হিন্দি, আরবি, ফারসি, নেপালি ইত্যাদি।
- ৩. স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে সর্বদা ঈ-কার (ী) হবে। যেমন— যুবতী, তরন্দী, মানবী, জননী, স্ত্রী, নারী ইত্যাদি।
- ৪ বিদেশী শব্দের বানান বাংলায় লেখার সময় 'ষ' ও 'ণ' না হয়ে 'স' ও 'ন' হবে।

অতদ্ধ	তদ্ধ	অন্তদ্ধ	তত্ত্ব
<i>ট্রে</i> শন	<i>টেশ</i> ন	গভর্ণর	গভর্নর
ষ্টডিও	টু ডিও	কর্ণার	कर्मात
ফটোষ্ট্যাট	ফটোন্ট্যাট	কর্ণেল	কর্নেল

বানানে যে বর্ণের উপর রেফ থাকবে, সেই বর্ণে দ্বিত্ব হবে না। যেমন—

অতদ্ধ	92	অন্তদ্ধ	তত্ত্ব
কার্য্যালয়	কার্যালয়	ধর্নুসভা	ধর্মসভা
নিৰ্দিষ্ট	নিৰ্দিষ্ট	পর্বাত	পর্বত

 বিশ্বয়স্কৃত অবায় (যেমন : বাঃ /ছিঃ / উঃ ইত্যাদি) বাতীত বাংলা কোনো শব্দের শেষে বিলগ থাকবে না। যেমন—

অভদ্ধ	उद्य	অতদ্ধ	তথ্য
কার্যতঃ	কাৰ্যত	প্রায়শঃ	প্রায়শ
বিশেষতঃ	বিশেষত	প্রথমতঃ	প্রথমত

কোনো শব্দের শেষে যদি ই-কার ())থাকে, সেই শব্দের সঙ্গে জগৎ, বাচক, বিদ্যা, সভা, তৃ, তা,
নী, বী, পরিষদ, তত্ত্ব ইত্যাদি যুক্ত হয়ে যদি নতুন শব্দ গঠন করে, তবে পূর্ববর্তী শব্দের ই-কার ()
নবগঠিত শব্দের সাধারণত ই-কারে () পরিগত হয়।

यमन : প্রাণী + বিদ্যা = প্রাণিবিদ্যা

মন্ত্ৰী+সভা = মন্ত্ৰিসভা কৃতী+ত্ব = কৃতিত্ব

প্ৰতিঘন্দ্বী+তা = প্ৰতিঘন্দ্বিতা

সঙ্গী∔নী = সঙ্গিনী

স্কর্পক্রমা ও হসচিহ্ন যথায়থ বর্জন করা হবে।

4 0411	তদ্ধ	অতদ্ব	শুদ্ধ
ত'ল	হল	চট্	চট
मुंगि	দৃটি	চেক্	CD-40
ভার	তার	করব্	করব

- 🔉 অত্মত-এর ভূত ব্যতীত আর সব ভূত-এ (ৣ) হবে। যেমন— অভিভূত, একীভূত, আবির্ভূত, দ্রবীভূত, অভতপূর্ব, অঙ্গীভূত, উদ্ভূত, কিছ্তু, প্রভূত, পরাভূত, সন্ধৃত, বশীভূত ইত্যাদি।
- ১০ সন্ধিতে প্রথম পদের শেষে মৃ থাকলে ক বর্গের পূর্বে মৃ স্থানে ং লেখা হবে। যেমন— অহকোর, ভ্রাক্তের, সংগীত। অন্যান্য ক্ষেত্রেক ৯ খ গ যু এবং ক্ষ্-র পূর্বে নাসিকা বর্গ যুক্ত করার জন্য সর্বত্র ছ লেখা হবে। যেমন— অঙ্ক আকাকা।

ও বিশেষণবাচক 'আলি' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার (ি) হবে।

অতদ	उम्र
वर्गाणी	বর্ণালি
রপালী	ऋशालि
সোনালী	সোনালি

১২ ফোন ভবসম শব্দে ই, ঈ বা উ, উ উভয় কয় সেনব শব্দে কেবল ই বা উ এবং তার কারচিত ি, বাবছত হবে। বেমন—কিংবদন্তি, বঙ্গনি, চিৎকার, ধর্মনি, ধূলি, পঞ্জি, পদবি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, মিনি, বছরি, সরণি, সৃচিপত্র, উয়া।

কিছু জটিল শব্দের বানান

- অকশ্বাৎ অল্লাদিয়, অল্লালেল, অচিন্তা, অত্যধিক, অধাপ্ত, অনিন্দা, অনুর্ধা, অন্তঃসল্লা, অন্তর্জালা, অল্লোষ্টিরেয়া, অপাছকেয়, অমর্তা, অলম্বা, অধ্বর্থ
- আ আকাঞ্চা, আর্দ্র, আবিকার, অপরাহ, আহ্নিক, আনুষঙ্গিক
- উচ্চের্রেরে, উদ্ধাস, উচ্জ্বল, উত্তাক, উদ্ভিজ্জ, উপর্যুক্ত, উপলব্ধি, উর্ম্ব এ এ একারা একারতি ঐকাত্মা, ঐনজালিক, ঐশীশক্তি, ঐযীক
 - ৫, ঔ ওষ্ঠাধর, ওজম্বিতা, ওতপ্রোতভাবে, উজ্জ্বল্য, উদ্ধত্য, উর্ণনাভ
 - কর্ত্, কর্তৃক, কর্ত্রা, কাঞ্জিত, কৃদ্ধ, কৃত্তিবাস, কৃচিৎ, তুন্ন, কঙ্কণ, কনীনিকা
 - কুরুর্তি, ক্ষিতিশ, ক্ষেপণাস্ত্র, ক্ষুধানিবৃত্তি, কুরিবারণ
- গ পার্হস্তা, গ্রীখ্ম, গহিলী, গণনা, গণ্ডেপিতে, গদ্ধেস্কারী
- র্থারমান, ঘটনাবলি, ঘণ্টা, ঘনিষ্ঠতা, ঘৃতাহতি, খ্রাণেশ্রিয়
- জপোজাস, জান্তুল্যমান, জীবাশা, জুব, জুলজুল, জুলা, জুলা, জালানি, জ্যোষ্ঠ, জ্যোষ্ঠ, জ্যোজ্যা, জ্যোতি, জ্যোতিষী, জ্যোতিষ ৷
- ^{, ঠ} টইটমুর, টীকাটিপ্লনী, টানাপড়েন, টানাহেঁচড়া, ঠাটাতামাশা, ঠাকুরপূজা।

2 2	ফেসর'স বিসি	এস বাংলা			ভাতদ্ব	9.6	অভদ্র	ভদ
<u>s</u>	recentration TELE	ত্রেরপার মেচামীত তাত্তিক	, তীক্ষ্ণ, তৃষ্ণীধ্রব, তৃক, তুরণ	, তুরান্তিত, তুরিত, ত্যক্ত	ভাহায়ন	অগ্ৰহায়ণ	ইৰ্যা	উৰ্যা উৰ্যা
7	प्रशास माविज	দ্বাকাজ্ঞা দর্নিরীক্ষা দৌর	াত্মা, ছন্দু, বিতীয়, বিধা, বেষ	া, বৈত, দ্বার্থ, দ্যুতক্রীড়া	অতিন্তিয়	অতীন্দ্রিয়	ইগল	জীগল
7 W		দয়ার্দ্র, দাবিল্য, দুরাকাজ্ঞা, দুর্নিরীক্ষ্য, দৌরাস্ক্যা, হন্দু, দ্বিতীয়, বিধা, ষেব, বৈত, দ্বার্থ, দ্যুতক্রীড়া। ধ্বংস, ধ্বজা, ধ্বনি, ধ্বনাাত্মক।				অধ্যয়ন	ইদানীংকাল	ইদানীং
न	च ००० कि चित्र	নএপ্রর্থক, নিকুপ, নির্দ্ধপু, নির্দ্ধিপু, নৈর্ম্বত, নাস্ত, ন্মুজ, ন্যূনতম, নিশীথিনী।				অত্যন্ত	ইতোপূৰ্বে	ইতঃপূর্বে
어	পক্ষপদ, শিদ্	পক্ষ পরাজ্যখ পরিসাবণ	, পাৰ্শ্ব, প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা, প্ৰতি	ঘদ্দী, প্রত্যুষ, প্রাতঃকৃত্য	অত্যান্ত অধীনস্থ	অধীন	ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে
7	প্রাক্তমহার্ণ প্রৌ	তভোজন প্রোজ্জল, পৌরে	াহিত্য, পৈতৃক, পিপীলিকা		অদ্যবধি	অদ্যাবধি	উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ
ব	ज्यकाद्यांने जा	काशिक्षाय वक्ता, वस्त्रात	জ্যষ্ঠ, বহিরিন্দ্রিয়, বাত্যাবি	ধ্বস্ত, বাল্মাকি, বিদ্বজ্ন	অদাপি	অদ্যাপি	উপরোক্ত	উপর্যুক্ত
	কিনীমিকা বি	ভতিভয়ণ বৈচিত্র্যা, বৈদগ্ধ	্র বৈশিষ্ট্য, ব্যক্ত, ব্যক্তিশ্বা	তন্ত্র্য, ব্যহ্ম, ব্যহ্ম, ব্যহ্মনা,	অধগতি	অধোগতি	উদ্ধতপূৰ্ণ	উদ্ধত্যপূর্ণ
	রাজিকেম ব	তিরেকে, ব্যতিব্যস্ত, ব্যর্থ	গ্রীত, ব্যত্যয়, ব্যথা, ব্যথি	তে, ব্যপদেশ, ব্যবছেদ,	অনুমদিত	অনুমোদিত	উদাসীন্য	<u> </u>
	ব্যবধান, ব্যব	সা, ব্যবস্থা, ব্যবহার, ব্যয়,	বার্থ, ব্যস্ত, ব্যুৎপত্তি, বূহ	, वामाण	অনু-পরমানু	অণু-পরমাণু	উদ্বিদ্ন	উদ্বিগ্ন
ভ	ভৌগোলিক,	স্রাতৃত্ব, স্রাতৃত্পুত্র, স্রান্ত, স্র	াম্যমাণ।		অত্যাধিক	অত্যধিক	উল্লেখিত	উল্লিখিত
ম	गधुनृतन, मनख	বু, মন্তর, মর্তা, মহত্ব, মাহাত্ম	, मुहर्बृष्ट, मुमुर्ब, मुहर्व, मारशिवध	, भूगानना, भृष्ठका, संवभाग।	অধ্যাবসায়	অধ্যবসায়	উপন্যাসিক	ঔপন্যাসিক
য	যথোপযুক্ত, য	দ্যপি, যশঃপ্রার্থী, যক্ষা, যশ	श्री, याध्यम, याधार्था, यूनकाष्ट्र	, যোগরুড়, যোবলোওাগ।	অপাত্তেয়	অপাঙ্ক্যে	উজ্জ্বল্য	लेखना
র	রশা, রৌদ্র,	ফুন্মিণী, ক্লচিবিগর্হিত, রূপ	ণ, রৌদুকরোজ্জ্বল, রৌরব	, রোপ্য, রোশন।	অশুজল	অ্শ্চ	উৰ্মি	উর্মি
न	লক্ষণ, লক্ষ্মী,	লক্ষ্য, লঘুকরণ, লুপ্তোদ্ধার	র, লোমোদ্গম।		অনুবাদিত	অনৃদিত	উর্ম্ব	উর্ম
M	শস্য, শাশ্বত	চ, শিরন্ডেদ, শিষ্য, শ্বত	র, শ্বশ্র (শান্তড়ি), শ্বাপদ	ন, শাশান, শাশু (দাড়),	অর্ধাঙ্গিনী	অর্ধাঙ্গী	উষা	উষা
		শ্রীমতী, শ্যেন, শ্রেম্মা, শির	क्षिमाड़ा, वटावा		অনাথিনী	অনাথা	উদিচী	উদীচী
ষ	ষড়ানন, ষাণ্	াতুর, যাণ্মাসিক।		के स्थापिक स्थापना जिल्ला विकास	আবশ্যকীয়	আবশ্যক	উদ্ভত	উন্তত
স	সংবর্ধনা, সত্ত	া, সত্ত্ব, সত্ত্বেও, সন্ধ্যা, সন্ধ্যা	াস, সন্মাসী, সক্ষেলন, সরম্ব স্বাতন্ত্র্য, স্বায়ন্ত্রশাসন, স্বাস্থ্য	चतुर्व ।	আভ্যন্তরীণ	অভ্যন্তরীণ	উপলব্দি	উপলব্ধি
	সৃদ্ধ, সোহাদ	, ৰডঃফুড, ৰত্ম, ৰান্যান, হুস্ব, হ্ৰাস, স্বৰ্থপিণ্ড, হোঁচট	ক্ষীভাৰ কেমা তান।		আকত্মিক	আকশ্বিক	উদ্বত	উদ্ধত
2	হানমন্যতা,	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO			আকৃপ	আকুল	উদ্বাবন	উদ্রাবন
		আরও যেসব শবে	রে বানান জানা জর	দরি	আরোগ্য হওয়া	আরোগ্য লাভ করা	উদবাস্ত	উদ্বাস্ত
বাকে	র অতদ্ধি সংশোধ	নে করতে গেলে দেখা যায়	, শুধু শব্দ শুদ্ধ করে লিখলে	াই অনেক ক্ষেত্রে বাক্য সঠি	আন্তর্য হওয়া	আশ্চর্যান্তিত হওয়া	উচ্ছাস	উচ্ছাস
-	wireca central	ক্রেটি খাবের বানান ভালেব	কারণে পরো বাক্যের অং	Alidding Sto Harry	আমাবস্যা	অমাবস্যা	উচ্ছসিত	উচ্ছসিত
ব্যবহ	ারের সময় যেসব	া শব্দের বানান প্রায়ই আমর	া ভূল করি সেগুলোর কিছু	अर्ग ।नित्र उत्प्राप पता	আলস্যতা	অলসতা/আলস্য	ঝণহাস্ত	ঝণগ্রন্থ
	অতদ্ধ	তদ্ধ	অতদ্ধ	তদ্ধ	আপোষ	আপস	একত্রিত	একত্র
1		merca and a	WITHING	चारसम् ।	TO CONTRACT		4+140	ed. dest

আশীর্বাদ

আশিস

আকাল্ফা

আহ্নিক

আনুষঙ্গিক

একিভূত

এমতাবস্তায়

এসিড

ঐক্যতা

ঐক্যতান

একীভূত

অ্যাসিড

একতা

একতান

এ অবস্থায়

অন্তদ্ধ	তদ্ধ	অন্তদ্ধ	তদ্ধ
অন্তপুর	অন্তঃপুর	অৱেষন	ञरस्य
অনুদিত	অনুদিত	অনুসঙ্গ	অনুষঙ্গ
অন্তত	অম্রত	অপরাহ্ন	অপ্রাহ
অকল্যান	অকল্যাণ	অধ্যাতৃ	অধ্যাত্ম
অকৃতৃত্ব	অকৃতিত্ব	অকশ্বাত	অকন্মাৎ
च्यु र व	অন্তঃসপ্তা	অকৃত্তিম	অকৃত্রিম

অণ্ডদ্ধ	তন্ত্র	অবদ্ধ	তদ্ধ
<u>একামত</u>	<u>একমত্য</u>	গৃহীতা	গ্ৰহীতা
<u>এশ্বর্</u> যতা	<u>এশ্বর্য</u>	গৃহিনী	গৃহিণী
<u>বিশ্বর্য্য</u>	<u>এশ্বর্য</u>	घनिष्ठ	ঘনিষ্ঠ
<u>এরাবৎ</u>	ঐরাবত	চব্য	চর্ব্য
ন্ত্ৰ	উষ্ঠ্য	চক্ষূরোগ	চক্ষুরোগ
কচিৎ	কুচিৎ	চাক্ষুস	চাকুষ
কৌতুহল	কৌতৃহল	চাঞ্চলতা	চাঞ্চল্য/চঞ্চলত
কৃতীত্ব	কৃতিত্ব	জনাবা	মিসেস/বেগম
কুটনীতি	কৃটনীতি	জেষ্ঠ্য	জ্যেষ্ঠ
কল্যানীয়াযু	কল্যাণীয়াসু	জ্যোস্বা	জ্যোৎসা
কৰ্ত্তা	কৰ্তা	জলোচ্ছাস	জলোচ্ছাস
কৃতি	কৃতী	জ্যোতিস	জ্যোতিষ
কৌতুহল	কৌতৃহল	জৈষ্ট্য	देखार्थ
কল্যানীয়েসু	কল্যাণীয়েষু	জগবন্ধ	জগদ্বসু
কিম্বদন্তি	কিংবদন্তি	জাগরুক	জাগরুক
কতৃপক্ষ	কর্তৃপক্ষ	জিবীকা	জীবিকা
কল্যান	কল্যাণ	জাগরত	জাগ্ৰত
কন্ধন	কঙ্কণ	ঝঞ্জা	ঝঞুা
কণক	কনক	তিশ্ব	তীক্ষ
কিরিট	কিরীট	তারুন্য	তারুণ্য
কিম্বা	কিংবা	তরিৎ	তড়িৎ
ক্রীরা	ক্রীড়া	তেজ্য	ত্যাজ্য
খসরা	খসড়া	ততধিক	ভতোধিক
খিচুরি	খিচুড়ি	ত্যজ্য	ত্যান্ধ্য
গড়মিল	গরমিল	তদ্ধিৎ	তদ্ধিত
গোপন কথা	গোপনীয় কথা	তৎকালিন	তৎকালীন
গীতাঞ্জলী	গীতাঞ্জলি	তাড়িৎ	তাড়িত
গ্রামিন	গ্রামীপ	ত্যাক	ত্যক্ত
গুন	श्रुव	তিরঙ্কার	তিরস্কার
গগণ	গগন	দৈন্যতা	দৈন্য/দীনতা
গর্ধব	গর্দভ	দারিদ্যতা	দারিদ্য

অতদ্ব	পদ	অন্তদ্ধ	প্তদ্ধ
দুতাবাস	দূতাবাস	পুরহিত	পুরোহিত
দুর্নীতি	দুৰ্নীতি	পিপিলিকা	পিপীলিকা
দারিদ্রতা	দরিদ্রতা/দারিদ্র্য	পিপড়া	পিপড়া
দায়ীত্ব	দায়িত্ব .	প্রতিবন্দী	প্রতিবন্ধী
দীর্ঘজীবি	দীর্ঘজীবী	পরিত্যাক্ত	পরিত্যক্ত
দূরবস্থা	দূরবস্থা	পুংখানুপুঞ্ঘ	পুতথানুপুতথ
দোষণীয়	দৃষণীয়	প্রতীকি	প্রতীকী
দধিচি	দধীচি	্ প্রবীন	প্রবীণ
দুৰ্গাম	দুর্নাম	পক	পক্
ধৈৰ্যতা	ধৈৰ্য্য	প্রতিদ্বন্দ্বি	প্রতিঘন্দ্বী
ধুমপান	ধূমপান	প্রতিদ্বন্দ্বীতা	প্রতিঘদ্দিতা
ধংস	भारम	পিচাশ	পিশাচ
নৈব্যক্তিক	নৈৰ্ব্যক্তিক	বৈচিত্ৰ্যতা	বৈচিত্ৰ্য/বিচিত্ৰতা
নিপাপী	নিম্পাপ	বিবাদমান	বিবদমান
নিরপরাধী	নিরপরাধ	বৈশিষ্ট্যতা	বৈশিষ্ট্য
নিৰ্দোষী	নিৰ্দোষ	বয়সন্ধি	বয়ঃসন্ধি
নিরহঙ্কারী	নিরহঙ্কার	ব্যাক্তিত্ব	ব্যক্তিত্ব
নিরোগী	<u> </u>	বহিন্ধার	বহিন্ধার
নৈরাশা	নৈরাশ্য	বুৎপত্তি	ব্যুৎপত্তি
নুন্যতম	ন্যুনতম	ব্যাতিক্রম	ব্যতিক্রম
ननिनी	नगम	ব্যতিত	ব্যতীত
निनीमा	गी लिभा	বিষন্ন	বিষণ্ণ
नीतिर	নিরীহ	ব্রাক্ষন	ব্রাহ্মণ
मिश्रना	নৈপুণ্য	ব্যাহা	ব্যগ্ৰ
নিহারিকা	<u> </u>	ভূগলিক	ভৌগোলিক
निक्रमङ	নিষ্ণলঙ্ক	ভারসাম্যতা	ভারসাম্য
নীরিক্ষণ	নিরীক্ষণ	মনুষত্	মনুষ্যত্
नृসংশ	নৃশংস	মাতাহীন	মাতৃহীন
পোষ্টার	পোস্টার	মাধুর্যতা	মাধুর্য/মধুরতা
পরিক্ষীত	পরীক্ষিত	মরিচিকা	মরীচিকা
श्रध्या	পথিমধ্যে	মৃপায়	भृनास

অন্তদ্ধ	তদ্ধ	অভদ	তদ্ধ
মধুসুদন	মধুসূদন	সমূলসহ	সমূলে/মূলসহ
মনিধী	মনীষী	স্বাতন্ত্র	স্বাতন্ত্র্য
মূহুৰ্ত	सूर्र्ड	সম্ভাব্যতা	সম্ভাব্য
মন্ত্ৰীসভা	মন্ত্রিসভা	সৌজন্যতা	সৌজন্য
যোগি	भ रनारयांशी	সুস্বাগতম	স্বাগতম
নাকষ্ট	মনঃকষ্ট	সারল্যতা	সরলতা/সারল্য
1	यक्षा	मू ष्ठ	मूर्छ
রাশি	যশোরাশি	সংসপ্তক	সংশওক
ন্যপি	যদ্যপি	সম্বৰ্ধনা	সংবর্ধনা
পালি	क्रशानि	সমিচীন	সমীচীন
জকিনী	রজকী	সুচী	সৃচি
জনৈতিক	রাজনীতিক	সত্যেও	সত্ত্বেও
বী ঠাকুর	রবি ঠাকুর	সমিরন	সমীরণ
	রপ	স্বরসতী	সরস্বতী
-ছবি	রক্তফ্ববি	সত্যায়িত	প্রত্যায়িত
লকর	লজাকর	সংস্কৃতবান	সংস্কৃতিবান
ণ্যতা	नावना	সদাসর্বদা	সদা
-	বারংবার	সখ্যতা	সখ্য
র রক	শারীরিক	সকল সভ্যবৃন্দ	সকল সভ্য/সভ্যবৃদ
2011		সুপারিস	সুপারিশ
রোচ্ছেদ	শিরক্ছেদ	স্বস্ত্রীক	সন্ত্ৰীক
नी	भृ ना	সুষ্ঠ	সূষ্ঠ
রচ্ছেদ	শিরক্ছেদ	সহযোগীতা	সহযোগিতা
্যান	শুশান	সন্মান	সন্মান
চাশীষ	তভাশিস	সুক্ষ	সূক্ষ
ঠতম	সর্বশ্রেষ্ঠ	সম্বরণ	সংবরণ
<u>শ</u>	<u>গুশ্</u> রুষা	সম্বাদ	সংবাদ
ख ना	সান্ত্ৰনা	সম্বলিত	সংবলিত
রোপীড়া	শিরঃপীড়া	সন্মুখ	সম্মুখ
ধুমাত্র	তর্ম	হীনমন্যতা	হীনশ্বন্যতা
ষ্ঠতম	শ্ৰেষ্ঠ	ক্ষীণজিবী	ক্ষীণজীবী
শ্রষ্ঠতর	শ্ৰেষ্ঠ	ক্ষচিত	খচিত

বানান ও ভাষারীতি বিষয়ক শুদ্ধিকরণ

অবস্থা দৃষ্টিতে মনে হয় তারা যেন সবাই ভূগ করার প্রতিযোগীতায় অবতীর্ন হয়েছে। তব্ধ : অবস্থা দেখে মনে হয়, তারা যেন সবাই ভূগ করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

্বার্নিকার ক্রমণ্টতে একদিকে দেখা দিয়েছে নির্পন্ধা আতুপ্রচার আর পরশ্রীকাতরতা, অন্যদিকে দুর্নিবার্য প্রহায়া উঠিয়াছে আত্ম সংকোচ আর তোশামোদ প্রবিধি।

জ্জ : ফলে একদিকে দেখা দিয়েছে নির্পজ্জ আত্মপ্রচার আর পরশ্রীকাতরতা, অন্যদিকে দুর্নিবার্য হয়ে উঠেছে আত্মসংকোচ ও তোষামোদ প্রবৃত্তি।

শ্রেছটি তার নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহাবিকাশ তা অশ্রেয় করিতে করিতেই তার ক্রমাগত পৃষ্টিসাধন হয়।
 কয়: য়েটা তার নিজের সবচেয়ে বাইরের বিকাশ তাই অশ্রেয় করতে করতেই তার ক্রমাগত পৃষ্টিসাধন হয়।

প্রবার জবন মেলায় যাদিলাম আমি, তখন হটাৎ কালো হয়ে উঠলো মেঘ এবং হয়ে গেলো বৃষ্টি এক পদলা।
 ক্রম্ন: এবার য়খন আমি মেলায় যাদিলামা, তখন হঠাৎ মেঘ কালো হয়ে উঠে এবং এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল।

মুকল বালিকাগণ পানি সিঞ্চন করবার জন্য দ্বনুয় পাত্র লইয়া বাগানে গেল।
 জ্ব: স্কল বালিকা/বালিকাগণ পানি সেচন করবার জন্য মাটির পাত্র নিয়ে বাগানে গেল।

 পরিষার পোষাক পরিহিত ছেলেটি উড়োজাহাজের আবিষ্কারের নাম পারায় বলতে পাইল পুরস্কার ও চলে গেল নময়ার করে।

জ্জ্ব: পরিষ্কার পোশাক পরিহিত ছেলেটি উড়োজাহাজের আবিষ্কারকের নাম বলতে পারায় পুরস্কার পেল ও নমন্ধার করে চলে গেল।

 মদি পরিচিত সকল বশন-ভূসন বাদ দিয়া বর্ষার গণ্নমূর্তির বর্ণনা করতে উদ্ধাত হই, তা হইলেও বছ সুবিধা করতে পারা যাইবে না।

তত্ত্ব : যদি পরিচিত সকল বসন-ভূষণ বাদ দিয়ে বর্ষার নগ্নমূর্তির বর্ণনা করতে উদ্যুত হই ভাহলেও বড় সুবিধে করা যাবে না।

ভোমার মতো একটি মুর্থের পিছনে অর্থ খরচ করে কোনো লাভ হবে না। তোমার পিছনে টাকা শট্রী করা আর পাস্তাভাতে থি ঢালা সমান কথা।

জ্জ : তোমার মতো মূর্ণের পেছনে টাকা খরচ করে কোনো লাভ হবে না। তোমার পেছনে টাকা খরচ করা আর ভন্মে যি ঢালা সমান কথা।

ইচরে পক্ত ছেলেদিগকে আদেশ দিয়ে পথে আনবে ভাবিয়াছ, কিন্তু আমি জানি তাহারা তোমার কথা তনবে না ৷ কচ্ বনে মুক্তা ছড়িয়ে লাভ কী!

জ্জ : ইচড়ে পাকা ছেলেদের উপদেশ দিয়ে পথে আনবে ভেবেছ; কিন্তু আমি জানি তারা তোমার ক্ষ্মা জনবে না, উলুবনে মুক্তা ছড়িয়ে লাভ কীঃ

^{১০}. পুত্রের বখাটে কার্যকলাপ শিরপীড়ার কারণ পিতার হয়েছে।

তদ্ধ : বখাটে পুত্রের কার্যকলাপ পিতার শিরঃপীড়ার কারণ হয়েছে।

^{১১} অন্তমান সূর্যের গোলাপ আভাষ পরেছে আকাশে ছড়িয়ে।

🥦 : অন্তায়মান সূর্যের গোলাপী আভা আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে।

- জীবজন্তু পরিপূর্ণ এই বন্যে মনুষ্যের চলাচল কোনো নেই।
 ক্ষে: স্বাপদসক্তুল এই বনে কোনো মানুষের চলাচল নেই।
- ১৩. গ্রামঅঞ্চলে ক্ষুদ্রঝণগৃহীতার সংখ্যা দৈনিক বাড়ছে। শুদ্ধ : গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্রঝণ গ্রহীতার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।
- ১৪. সাম্প্রতিক এই দেশে এডিস মসার বিস্তার এবং ডেকুল্করের প্রদূর্ভাব জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। তক্ষ: সম্প্রতি এদেশে এডিস মশার বিস্তার এবং ডেকুল্করের প্রাদূর্ভাব জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলোভ
- ১৫. জেলা পর্যায়ে পানি পরিক্ষা ও শোদনাগার করতে হবে স্থাপনের ব্যবস্থা। তদ্ধ : জেলা পর্যায়ে পানি পরীক্ষা ও শোধনাগার স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ১৬. জীবন্ত বিফোরক আণ্নোলানির ইইতে বিক্ষোরন ঘটলে পার্কবর্তী এলাকা থেকে বিরামহীন ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ক্তম: জীবন্ত বিক্ষোরক আণ্নোয়াগিরি থেকে বিক্ষোরণ ঘটলে পার্ক্কবর্তী এলাকা থেকে বিরামহীন ভূমিকম্প অনুভূত হয়।
- ১৭. সজ্যোন্নত দেশগুলোতে নেতিবাচক প্রভাবই সাধারণত বিশ্বায়নের লক্ষ্য বেশি করা যায়।
 তদ্ধ : বজ্যোন্নত দেশগুলোতে সাধারণত বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাবই বেশি লক্ষ করা যায়।
- ১৮. নারীর অধিকারসমূহ বলতে বুঝায় নারীর মৌলিক ক্ষমতায়ণ ও উন্নয়ণ নিশ্চিতকরণ।
 তব্ধ : নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় নারীর মৌলিক অধিকারসমূহ নিশ্চিতকরণ।
- ১৯. অনুভৃতির ঝঞ্জা স্রোতরূপে উদ্দেশিত বুকের সমতলে ফুঁসে উঠিছে। জন্ধ: অনুভৃতির ঝঞ্জা সোতরূপে উদ্দেশিত বুকের সমতলে ফুঁসে উঠেছে।
- ২০. এক একদিন জ্যোৎপ্রা রাতে বাতাস প্রবাহিত হয়, শয্যার পরে জ্ঞেপে বসে বুক ব্যথিয়ে ওঠ। জক্ষ : এক একদিন জোছনা রাতে হাওয়া বয়, বিছানায় জেপে বসে বাথায় ভরে ওঠে বুক।
- ২১. আমরা যদি রত্ন পরিক্ষা করতে শিখতাম তাহলে আমরা সাহিত্যে কাচকে মনি এবং মনিকে ক্রি বলতে ইতন্তত করতাম।
 - জ্ব : আমরা যদি রত্ন পরীক্ষা করতে শিখতাম তাহলে আমরা সাহিত্যে কাচকে মণি এবং মণিকে কাচ বলতে ইতপ্তত করতাম।
- এ যুগে কিছুই আমরাই স্কুল কলেজে পরিক্ষীত হই, পরীক্ষা শিখি নাই করতে।
 তদ্ধ : এ যুগে স্কুল-কলেজে আমরাই পরীক্ষিত হই, কিছুই পরীক্ষা করতে শিখি না।
- ২৩. দুর্যোগপূর্ন শ্রাবন সন্ধা; গ্রামান্তের পথ নির্জণ; প্রকৃতির কোল জ্বন্ধে বিশন্নতা। তন্ধ: দুর্যোগপূর্ণ শ্রাবণ সন্ধ্যা; গ্রামান্তের পথ নির্জন; প্রকৃতির কোল জ্বড়ে বিষয়ুতা।
- আমার সমস্ত হৃদয়ের কঠিন দূর হয়ে ও অসারতা এক রোমান্টিক ভাবের উদিত হয়।
 তন্ধ : আমার হৃদয়ের সমস্ত কাঠিন। ও অসারতা দূর হয়ে এক রোমান্টিক ভাবের উদয় হয়।
- ২৫. এই স্বাধীন জরতাহাস্থ্র সমাজের বুকে তিনি সঞ্চারিত করেছিলেন ভরা–যৌবনের জয়গান। তন্ধ: এ পরাধীন জভ সমাজের বকে তিনি সঞ্চারিত করেছিলেন নব–যৌবনের জয়গান।



বাক্যগুদ্ধি/প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ

i. বাক্যশুদ্ধি

নালা ঝানবাদের বিভিন্ন তত্ত্ব এবং বাংলা বানানের বিভিন্ন নিয়ম জানা থাকলেই এছলোর উত্তর করা সম্পর। ছবে আদার কথা এই, যে নিয়মজন্তা নাকা তছিনলোগে নাজে দাগে বাত অধিকাংশই আদানা ক্লুক-কগেজে গল্পেছে। এখন আদানাকে কাজ নতুন করে বিষয়গুলোর ওপার আর একবার চেন্দ বুলানা। বিদিয়ল বাংলা ক্ষেম্বার বিশ্লেক্ত করেলে বাংলা তছিনকালা অনুলো ভুকার যে ধরন আমনা লেখতে পাই সোভাগে নিয়মজন

- ্রু : বানান ভূল। যেমন– আমার <u>আকাল্খা</u> পূর্ণ হলো না। ক্ষ : আমার আকাক্ষা পূর্ণ হলো না।
- দৃষ্ট : সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণজনিত ক্রটি। যেমন— তাহারা এইখানে এসেছিল। জ্ব : ভারা এখানে এসেছিল।
- জন : শব্দের বাহুল্য প্রয়োগ। যেমন– সকল আলেমগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জ্জ : সকল আলেম সেখানে উপস্থিত ছিলেন।
- ^{চার} : পুরুষ-শ্রীবাচক শব্দজনিত ভুল। যেমন— কে এই ভাগ্যবান মহিলা তাকে ডেকে আনো। জ্ব : কে এই ভাগ্যবতী মহিলা তাকে ডেকে আনো।
- ^{পাঁচ :} জ্বকচবালী দোষ : সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের সঙ্গে অসংস্কৃত (খাঁটি বাংলা, বিদেশী, দেশী) শব্দের মিশ্রণ। যেমন— সর্ববিষয়ে বাহুলা বাদ দেবে।
 - 😘 : সর্ববিষয়ে বাহুল্য বর্জন করবে।
- 🔃 : সমাসঘটিত ভূল। যেমন— আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
 - 😘 : আকণ্ঠ ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
- ^{নাত} : বিরাম চিহ্নের ভূল। যেমন : স্যার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী?
 - জ্ব: স্যার আমাকে জিজেস করলেন, "তোমার নাম কী?"
- ^{আট} : ধ্বাদ-প্রবচন জনিত ভূল। যেমন : দশচক্রে ঈশ্বর ভূত।
 - জ্জ : দশচক্রে ভগবান ভূত।

এছাড়া কোনো কোনো বাকে। একের অধিক ভূল থাকে। এখানে যে বিষয়তগো উত্তেপ করা হতে, তার আবার বিভিন্ন প্রকারকেন রয়েছে। সব মিপিয়ে বাকা তক্তকবর্গ অধ্যায়টির প্রয়েছে বাগত বিস্তৃতি। পরীক্ষার্থসৈরে সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়তগো সংক্ষেপে আলাদা আলাদাভার উন্নায়ব্যক্তর আলোচনা করা হলো।

ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধানঘটিত অন্তদ্ধি/ভূল

ণ-জু বিধান ও ষ-জু বিধান প্ৰথাগত ব্যাকরণের ধ্বানিতত্তে আলোচিত হয়। বাংলা ভাষায় অনেক ২০০ন বা সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার আছে। এই তৎসম শব্দে মূর্ধন্য 'ব' ও মূর্ধন্য 'ব' এর ব্যবহার বায়েছে। তৎসম শব্দের বানানে 'ব' এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মই হঙ্গেছ ৭-জু বিধান।

'ণ' ব্যবহারের নিয়ম

- ক ট-বর্গীয় ধ্বনির আগে দন্ত্য 'ন' এলে তা 'ণ' হয়ে যায়। যেমন : ঘণ্টা. খণ্ড. কাণ্ড ইত্যাদি।
- थ. ঋ, त, य এत পत्र मूर्यना 'ग' रहा। रामन : ঋণ, छीषण, मत्रण देंजानि।
- প. ঋ, র, ষ এর পরে স্বরধ্বনি য, য়, ব, হ, ং এবং ক বর্গীয় ও প বর্গীয় ধ্বনি থাকলে পরবর্তী স মর্ধন্য পে হয়। যেমন : কপশ, রামায়ণ, লক্ষণ ইত্যাদি।
- ঘ. কতগুলো শব্দে কভাবতই মূর্ধন্য 'ণ' হয়।

চাণক্য মাণিক্য গণ বাণিজ্য লবণ মণ বেণ বীণা কঙ্কণ কণিকা

কল্যাণ শোণিত মণি স্থাণু গুণ পুণ্য বেণী

ফণী অণু বিপণী গণিকা। আপণ লাবণ্য বাণী নিপুণ ভণিতা পাণি

গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ

চিক্কণ নিক্কণ ভূণ কফোণি বণিক গুণ গণনা পিণাক পণ্য বাণ

□ সমাসবদ্ধ শব্দে সাধারণত ৩-তৃ বিধান খাটে না। এরূপ ক্ষেত্রে দল্তা 'ন' হয়। যেমন : দুর্নিটি। পরনিলা, ত্রিনয়ন ইত্যাদি।

🗆 'ত' বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে সবসময় দত্ত্য 'ন' যুক্ত হয়। মূর্ধন্য 'গ' হয় না। যেমন : দন্ত, রন্ধন, রত্ন ইত্যাদি

ষ-ত বিধান

তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য 'ষ' ব্যবহারের নিয়মকে ষ-ত্ব বিধান বলে।

ষ-ব্যবহারের নিয়ম

ক. অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধানি এবং ক ও র-এর পরে প্রত্যায়াদির দন্ত্য স এলে মুর্ফন্য য-তে পরিবর্তি হয়। যোমন : ভবিষাৎ চিকীর্যা ইত্যাদি।

- ক্তু-কারান্ত ও উ-কারান্ত উপসর্গের পর কতগুলো ধাতুতে 'য' হয়। যেমন : অভিষেক, অনুষ্ঠান, সমমা, প্রতিষেধক ইত্যাদি।
- ক্স ও র-এর পরে মূর্ধন্য 'ষ' হয়। যেমন : কৃষক, বর্ষণ, সৃষ্টি ইত্যাদি।
- হ এ ঠ-এর সঙ্গে যুক্ত হলে দন্ত্য 'স' না হয়ে মুর্ধন্য 'ষ' হয়। যেমন : কান্ঠ, ওন্ঠ, নষ্ট ইত্যাদি।
- ্ক ক্ষত্রলো শব্দে ব'ভাবতই মূর্ধন্য 'য' হয়। যেমন : আষাঢ়, উষা, আভাষ, অভিলাষ, ঈষৎ, পাষণ্ড,
 বায়াবা ভাষণ, মানুষ, সরিষা, পৌষ, কল্ম, শোষণ, ষডযন্ত্র ইত্যাদি।
- ্বিদেশী শব্দ থেকে আগত শব্দে 'ব' হবে না। যেমন : পোন্ট, মান্টার, জিনিস, পোশাক ইত্যাদি।
- ্ব সম্ভেত 'সাৎ' প্রত্যয়যুক্ত পদে 'ষ' হয় না। যেমন : ধূলিস্যাৎ, ভূমিসাৎ।

সন্ধিঘটিত ভল

র্গন্ধ ব্যাকরণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সন্ধির নিয়ম সঠিকভাবে জানা না থাকলে শব্দ গঠন তন্ধ হয় না। জিচ্চ সন্ধির প্রয়োজনীয় কিছু নিয়ম নিয়ে আলোচনা করা হলো :

্রু : অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকলে উভয় মিলে আ-কার হয়; আ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়। অ/আ + অ/আ = আ

যেমন : হিম + অচল = হিমাচল

অ + অ = আ সিংহ + আসন – সিংহাসন

회 + 회 = 회

🏋 : অ-কার কিংবা আ-কারের পর উ-কার কিংবা উ-কার থাকলে উভয় মিলে ও-কার হয়; ও কার পর্ববর্তী বাঞ্জনে যক্ত হয়। অ/আ + উ/উ = ও

ধ্মেন: সূর্য + উদয় = সূর্যোদয় যথা + উচিত = যথোচিত

অ + উ = ও আ + উ = ও

এজিপ— মহোৎসব, ফলোদয়, যথোপযুক্ত, হিতোপদেশ, পরোপকার ইত্যাদি। তিন : ই-কার কিবো ঈ-কারের পর ই-কার কিবো ঈ-কার থাকলে উভয় মিলে 'ঈ' কার হয়। ই/ঈ + ই/ ঈ = ঈ

যেমন: অতি + ইত = অতীত ই + ই = ঈ

দিল্লী + ঈশ্বর = দিল্লীশ্বর উ + ত – ত

<u>এর</u>প— রবীন্দ্র, প্রতীক্ষা, অতীব, পরীক্ষা ইত্যাদি।

^{চার} : ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই ও ঈ ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে ই/ঈ স্থলে 'য' হয়। 'য' 'য' ফলা

অথবা 'য' আকারে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনে অথবা স্বাধীনভাবে যুক্ত হয়। স্বেমন : প্রতি + এক = প্রত্যেক, পরি + অন্ত = পর্যন্ত

ই + এ = য + এ ই + অ = য + অ

^{এরপ}, প্রত্যুষ, অত্যুক্তি, অত্যন্ত, প্রত্যুপকার

পাঁচ · উ.কাব কিংবা উ-কারের পর উ-কার কিংবা উ-কার থাকলে উভয় মিলে উ-কার হয়। উ-কার পর্ববর্তী বাঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়। উ/উ + উ/উ = উ

যক + উদাান = মকদাান

对一新上新

छ + छर्थ = छर्थ

が=が+対

ভয় : কতগুলো স্বরসন্ধিজাত শব্দ আছে যেগুলো কোনো নিয়ম অনুসারে হয় না. এগুলোকে নিপাত্ত সিদ্ধ বলে। যেমন: कुल + অটা = कुलটা অন্য + অন্য = অন্যান্য

গো + অক্ষ = গবাক্ষ তদ্ধ + ওদন = উদ্ধোদন

প্র + উচ = পৌচ

সাত : ক, চ, ট, ত, প-এর পরে স্বরধ্বনি থাকলে সেগুলো যথাক্রমে গ্, জ, ড, (ড়) দ্, বৃ হয়। যেমন : দিক + অন্ত = দিগন্ত

সূপ + অভ = সুবন্ত

এরপ— তদন্ত, কৃদন্ত, সদুপদেশ, সদানন্দ ইত্যাদি।

আট : বিসর্গের পর অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা মহাপ্রাণ তালব্য ব্যঞ্জনের স্থলে শিশধ্বনি হয়। অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা অঘোষ মহাপ্রাণ মুর্থন্য ব্যঞ্জনের স্থলে মুর্থন্য শিশ ধ্বনি হয়। অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা অঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্য ব্যঞ্জনের স্থলে দন্ত্য শিশ ধ্বনি হয়।

যেমন · নিঃ + চয = নিশ্চয়

निः + ठेत = निष्ठेत ধন ঃ + টঙার = ধন্টঙার म₂ + थं = मुळ

দঃ + তর = দত্তর

শিবঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ ঃ + চ/ছ = শ

ঃ+উঠি=ষ

2+ড/থ = স

नग्र : ज-এর পরে বিসর্গ ক, খ, প, रू शाकल 'স' এবং অ ভিনু অন্য স্বরুধ্বনি থাকলে 'ষ' হয়। যেমন-निঃ + कत = निष्ठत

নমঃ + কার = নমস্কার

পুর ঃ + কার = পুরস্কার

আবিঃ + কার = আবিফার

পরিঃ + কার = পরিষ্কার মন ° + কামনা = মনস্কামনা

দশ : নিম্নলিখিত শব্দের ক্ষেত্রে সন্ধির কোনো নিয়ম প্রযোজ্য নয়। যেমন : প্রাতঃ + কাল = প্রাতঃকাল

মনং + কট = মনংকট

শিরঃ + পীড়া = শিরঃপীড়া

মনস + ঈষা = মনীষা

পর + পর = পরম্পর

বন + পতি = বনম্পতি

জ্বেটিত কিছু অতদ্ধ বাক্যের তদ্ধিকরণ কোয়ার তির্হার বা পুরহার কিছুই চাই না।

📨 : তোমার তিরস্কার বা পুরস্কার কিছুই চাই না।

প্রতকালে লোকটি গাত্রোত্থান করে।

<u>ত্ত্ব : প্রাতঃকালে লোকটি গাত্রোখান করে</u>

সে মনকষ্টে গ্রাম ছাডিল। 🗝 েসে মনঃকট্টে গ্রাম ছাড়িল।

প্রতাপকার মহৎ তণ।

🚾 - প্রতাপকার মহৎ গুণ।

জপরনে সবাই যেতে চায়।

es · তপোবনে সবাই যেতে চায়। ভার দুরাবস্থা দেখলে আমার কষ্ট হয়।

তন্ধ : তার দূরবস্থা দেখলে আমার কষ্ট হয়

৭ দশ্যটি বড়ই মনরম। তত্ত্ব: দৃশ্যটি বড়ই মনোরম।

৮. ইতিমধ্যে সে এসে পডল। জ্ব : ইতোমধ্যে সে এসে পড়ল।

 নিরোগ লোক প্রকত সৃথী। জ্ব : নীরোগ লোক প্রকৃত সুখী।

১০. লে শিরপীড়ায় কন্ট পাচ্ছে। তত্ত্ব : সে শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাচ্ছে।

বচনঘটিত ভল

^{বচনা} ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ সংখ্যার ধারণা। বাংলায় বহুবচন প্রকাশের জন্য ^{বিভিন্ন} ধরনের সমষ্টিবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়। সমষ্টিবোধক শব্দগুলোর বেশির ভাগই তৎসম বা বিদ্বেত ভাষা থেকে আগত।

🚨 🗃 : ব্লেবল উন্নত প্রাণিবাচক শব্দের সাথে 'রা' বিভক্তির ব্যবহার পাওয়া যায়। তবে ক্ষেত্রবিশেষে ^{কবিতা} বা অন্যান্য প্রয়োজনে অপ্রাণী ও ইতর প্রাণিবাচক শব্দেও রা, এরা যুক্ত হয়।

উদাহরণ : শিক্ষকেরা জ্ঞান দান করেন।

ছাত্ররা খেলা দেখতে গেছে।

শকেরা একটি বিরাট সভা করিল। (বিশেষ ক্ষেত্রে)

৪৪ প্রফেসর'স বিসিএস বাংলা

छना, छनि, छला প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে যুক্ত হয়।

উদাহরণ : আমগুলো টক

ময়রগুলো পচ্ছ নাডিয়ে নাচছে।

🗅 উনুত প্রাণিবাচক মনুষ্য শব্দের বহুবচন গণ, বৃন্দ, মঞ্জী, বর্গ ইত্যাদি বহুবচনবোধক শব্দ যুক্ত হয়। উদাহরণ : শিক্ষকবৃন্দ এখানে উপস্তিত আছেন।

পণ্ডিতবৰ্গ পাণ্ডিতাপৰ্ণ কথা বললেন ।

সম্পাদকমণ্ডলীর মতামতই অবশেষে গহীত হলো।

- 🗆 कुल, সকল, সব, সমূহ- এ বহুবচনবোধক শব্দগুলো প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক উভয়ক্ষেত্র ব্যবহৃত হয়। যেমন- কবিকুল, পক্ষিকুল, ভাইসব, পাখিসব ইত্যাদি।
- 🗆 আবলি, গুচ্ছ, দাম, নিকর, পুঞ্জ, মালা, রাজি, রাশি বহুবচনবোধক এ শব্দগুলো বধুমান অপ্রাণিবাচক শব্দে ব্যবহৃত হয়। যেমন- পুস্তকাবলি, পর্বতমালা, কুসুমনিচয় ইত্যাদি।
- □ পাল ও যুথ শব্দ দুটো কেবল জন্তুর বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ : রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে

হস্তীয়থ মাঠের ফসল নষ্ট করছে।

একই সঙ্গে দু'বার বহুবচনবাচক প্রত্যয় বা শব্দ ব্যবহৃত হয় না। প্রয়োজনের অতিবিত্ত শ্বদ বাবহারে বাহুলা দোষ ঘটে এবং এর ফলে বাক্য তার যোগ্যতা গুণটি হারিয়ে ফেলে। উদাহরণ : অন্তদ্ধ : সকল ছাত্রদের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে।

তদ্ধ: সকল ছাত্রের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে।

বাক্যে বচনঘটিত ভল

অক্ষ : ক্লাসে অনেক ছাত্রছাত্রীরা এসেছিল।

তদ্ধ : ক্লাসে অনেক ছাত্রছাত্রী এসেছিল।

অন্তদ্ধ : সব সমস্যাগুলোর সমাধান কয়েকদিনের মধ্যে দেয়া চাই।

তদ্ধ : সব সমস্যার সমাধান কয়েকদিনের মধ্যে দেয়া চাই।

অক্তর: সকল শিক্ষার্থীগণ পাঠে মনোযোগী নয

জ্জ : সকল শিক্ষার্থী পাঠে মনোযোগী নয়।

অতদ্ধ : তারকাবৃন্দ আকাশে জুলজুল করছে।

তদ্ধ : তারকারাজি আকাশে জুলজুল করছে।

অবদ্ধ : সকল শিক্ষকগণ এখানে উপস্থিত আছেন।

তদ্ধ : সকল শিক্ষক এখানে উপস্থিত আছেন।

পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দঘটিত অশুদ্ধি

পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ বাংলা ব্যাকরণের রূপতত্ত্ব অংশে আলোচিত হয়। লিঙ্গভেদ বাংলার দিনের পর দিন_হাস পাচ্ছে, তবুও প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে লিঙ্গের উল্লেখযোগ্য আলোচনা লক যায়। সাধারণত পুংলিঙ্গ থেকে ব্রলিঙ্গে অথবা স্ত্রীলিঙ্গ থেকে পুংলিঙ্গের রূপান্তরে আমাদের ^{ত্র} ক্র প্রায় থঠে। পুর্ণলিঙ্গ হতে প্রীলিঙ্গে রূপান্তরকালে মূলশব্দের সাথে বিভিন্ন প্রকার প্রতায বিষয়াল অথবা অতিরিক্ত শব্দ বা শব্দাংশ যোগ করা হয়। লিঙ্গ রূপান্তরে সহায়ক এসব উপাদান ভল ্রাক্তরণজনিত অতদ্ধি দেখা দেয়। নিচে গুরুত্বপূর্ণ কিছু রূপান্তর দেয়া হলো :

-	-	ब्री	ợ. — all	
2.		-		थू. — बी
नमार	UZE.	नगम	মৃত — মৃতা	ना एक — नािका
দেজ	-	छा/ननप	বৃদ্ধ — বৃদ্ধা	গীত — গীতিকা
বামন	1	বামনী	চতুর — চতুরা	পুস্তক — পুস্তিকা
কামার	-	কামারনী	नवीन — नवीना	হিম — হিমানী
मञ्जूत	-	মজুরনী	অজ — অজা	মেধাবী — মেধাবিনী
ভিখারী		ভিখারিনী	শিষ্য — শিষ্যা	শ্রোতা — শ্রোত্রী
ठाक् य		চাকরানী	নিশাচর — নিশাচরী	সভাপতি — সভানেত্রী
কাঙাল	-	কাঙালিনী	রজক — রজকী	বিদ্বান — বিদুষী
বভাগা	-	অভাগী/অভাগিনী	সহপাঠী — সহপাঠিনী	তনয় — তনয়া
देवशी	_	বিরহিনী	অনুজ — অনুজা	তনু — তন্ত্ৰী
সধ্য		অধমা	সুদ্ৰ — সুদ্ৰা	পিশাচ — নিশাচী
নূকেশ ।		সুকেশা	হরিণ — হরিণী	পাচক — পাচিকা
वेश्य .	-	বিহঙ্গী	চাতক — চাতকী	III VI

এর্থাৎ বিশেষ্যের পরবর্তী বিশেষণও স্ত্রীবাচক হয় না

যেমন: মেয়েটি পাগল হয়ে গেছে। (পাগলি হবে না)

আসমা ভয়ে অস্থির। (অস্থিরা হবে না)

শিবঘটিত কিছু অন্তদ্ধ বাক্য শুদ্ধিকরণ

ছোট নাটকটি সবাইকে মৃদ্ধ করল।

জ্ঞ : নাটিকাটি সবাইকে মৃদ্ধ করল।

২ সে এমন রূপসী যেন অন্সরী।

জ্ব: সে এমন রূপবতী যেন অন্সরা।

কলা তার প্রেমিকার জন্য পাগলী হয়ে গেছে।

জ্ব : রুনা তার প্রেমিকের জন্য পাগল হয়ে গেছে।

⁸ আমি খুরিফিরি রজকিনীর আশে। 🥦 : আমি ঘুরিফিরি রজকীর আশে।

্ শিহিনী দেখে শিংহটি অগ্রসর হলো।

^{তর} : সিংহী দেখে সিংহটি অগ্নসর *হলো*।

প্রতায়ঘটিত কিছ অশুদ্ধ বাকোর শুদ্ধিকরণ

- ১. এই কথা প্রমাণ হয়েছে।
 - লব্ধ : এই কথা প্রমাণিত হয়েছে।
- ২, ইহার আবশ্যক নেই।
- শুদ্ধ : ইহার আবশ্যকতা নাই।
- ত. আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্যতা অনুচিত।
 তদ্ধ: আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
- ৪. আধুনিক চেতনাই এই কবির বৈশিষ্টতা।
 - ক্ষ : আধুনিক চেতনাই এ কবির বৈশিষ্ট্য।
- প্রটনাটি ওনিয়া গ্রামবাসী আন্চর্যান্থিত হয়ে গেল।
 তদ্ধ : ঘটনাটি ওনে গ্রামবাসী আন্চর্য হয়ে গেল।
- ৬. দারিদ্রতার মধ্যেই মহন্ত আছে।
 - শুদ্ধ : দারিদ্রের মধ্যেই মহন্ত আছে।/ দরিদ্রতার মধ্যেই মহন্ত আছে।
- ৭. একটা গোপন কথা বলি।
 - শুদ্ধ : একটা গোপনীয় কথা বলি।
- ৮ আমি বড অপমান হয়েছি।
 - শুদ্ধ : আমি বড অপমানিত হয়েছি।
- ৯. দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।
- জ্জ : দীনতা প্রশংসনীয় নয়।
- ১০. প্রতিযোগীতায় ইলার নাম নেই। শুদ্ধ: প্রতিযোগিতায় ইলার নাম নেই।

বিভক্তিজনিত অশুদ্ধি

ধাতু উত্তর ফেবৰ কর্ণ বা কর্ণনমাটি যুক্ত হয়ে ক্রিয়া গঠিত হয়, প্রান্ধর কর্ণ বা কর্ণনমাটিকে ক্রিয়া বিজ্ঞান কলে। আর শন্দোরর ফেবর কর্ণ বা কর্ণনমাটি যুক্ত হয়ে শব্দ গঠন করে এ সব কর্ণ বা কর্ণনমাটকে শ বিভক্তি বলে। বালেয়র একটি শন্দের সাথে অন্য শিক্ষাক প্রস্থান বিভক্তিত বল্পার্থ রয়েছে। শক্তেম্পেশ কলা যায়, বাকাস্থিত এক পদের সাথে অন্য পদের সম্পর্ক স্থাপনের জনা ফেবর্ণ ব বা কর্ণনমাটি যুক্ত হয় ডাই বিভক্তি। বিভক্তির অপপ্রয়োগে আনক সময় ভাষার অর্থাক্তি ঘট।

উদাহরণ :

- ভদাহরণ : অন্তদ্ধ : বালকরা খেলাখলায় পট ।
- ব্দ্ধ : বালকেরা খেলাধলায় পট।
- অন্তদ্ধ : রসমালাই ভালো পাওয়া যায় কুমিল্লা।
- তদ্ধ : রসমালাই ভালো পাওয়া যায় কুমিল্লায়।

- ক্রম : শ্রমিকরা ধর্মঘট নিষিদ্ধের প্রতিবাদে সভা করেছে।
- ্রত্তর : শ্রামকরা ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে সভা করেছে।
- ত্তি টাঙ্গাইল চমচম দেশখ্যাত।
 - নাঙ্গাইলের চমচম দেশখ্যাত।

সমাসঘটিত অশুদ্ধি

বায়ান আনকের কাছে দুর্বোধ্য বালে মানে বহা; সে কারণে বাবেন সমাসখাটিও অবন্ধি লক্ষ্য করা যায়। সমাসখাটিও বার্তির ক্ষেত্রে যোঁগ দেশি দেখা যায় সোঁগ হলে সমজ্বপাদন মাকখানে কাঁক রাখা। সমজ্বপদ সক্ষমন্ত একসাথে ক্ষিত্রে হলে। বিশেষ প্রয়োজনে সমাসবন্ধ পদাটিক একটি, কথনো একটি বেপি হাইফেন (-) দিয়ে যুক্ত করা বায়। কেনে: বিষয়াপ্রবিক্ত, সংখ্যকবাক, মা-সেরে ইন্ডানি। "মার্ব কিবলা সিহিত শব্দের সাথে খন্যা পদের কর্ম্মীর্হ ক্ষমন্ত্র হলে সংখ্যকবাক ক্ষাত্র স্থাপ সংখ্যা। সেনা : বন্ধুন সহিত কর্মনাক সবাধারণ।

সমাসঘটিত কিছু অতদ্ধ বাক্য ওদ্ধকরণ :

- ্র সংবাদ পত্র না পড়লে কিছু জানা যায় না।
 - তত্ত্ব: সংবাদপত্র না পড়লে কিছু জানা যায় না।
- ১ তিনি স্বপ্তীক কমিল্লা বাস করেন।
 - তত্ত্ব: তিনি সপ্তীক কৃমিল্লা বাস করেন।
- ৩. আৰুষ্ঠ পৰ্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
 - জ্জ : আকণ্ঠ ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
- 8. ছেলে ভলানো ছডাটি বলত দেখি।
- জ্জ : ছেলেডুলানো ছডাটি বলত দেখি।
- কুকটি সমূলসহ উৎপাটিত হইয়াছে।
 - জ্জ : বৃক্ষটি মূলসহ/সমূলে উৎপাটিত হয়েছে
- ৬. আবাল্য হইতে তিনি কাব্যপ্রিয়।
 - ত্ত্ব : বাল্য হইতেই তিনি কাব্য প্রিয়।

শব্দ প্রয়োগজনিত শুদ্ধিকরণ

- বাজীকরের অন্তৃত ক্রিয়া দেখিয়া ছাক্রগণেরা প্রফুল্লিত হল ।
- তদ্ধ : বাজীকরের অন্ত্রত খেলা দেখে ছাত্ররা প্রফুল্ল হলো।
- অর্ধঙ্গিনীর অশুজল দেখে স্বামী শোকে মৃহ্যমান হলেন।
 - জ্জ : অর্ধাঙ্গীর অশ্রু দেখে স্বামী শোকে মুহ্যমান হলেন।
- ভার বৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ হয়ে চলদশক্তি হারিয়েছেন।
 - 🕶 : তার বৈমাত্রেয় ভাই অসুস্থ হয়ে চলনশক্তি হারিয়েছেন।

- এই দুর্ঘটনা দৃষ্টে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল।
 তব্ধ : এ দুর্ঘটনা দেখে আমার হৃদকম্প তব্ধ হলো।
- মনোনীত কবিতা হতে একখানা বেছে নাও এবং আবৃত্তি করিয়া পড়।
 তক্ষ: নির্বাচিত কবিতা থেকে একটি বেছে নাও এবং আর্বৃত্তি কর।
- ৬. তিনি অনাথিনী আসামির স্বপক্ষে সাক্ষী দিলেন। তন্ধ: তিনি অনাথা আসামীর পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন।
- সদ্যজাত শিতর সর্বাঙ্গীন কুশল কামনা করে তিনি কাব্য রচনা করেছেন।
 তদ্ধ : নবজাত শিতর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করে তিনি কবিতা রচনা করেছেন।
- ইতিপূর্বে তিনি স্বপ্ত্রীক বেড়াতে এসেছিলেন।
 তন্ধ: ইতোপূর্বে তিনি স্বপ্তীক বেড়াতে এসেছিলেন।
- সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্তভ্যবেই কাম্য।
 ক্ষ : সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আমাদের একান্তই কাম্য।
 ক্ষ : সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্তই কাম্য।
- ১০. সে যে শিক্ষকের একান্ত বাধ্যগত ছাত্র তা প্রমান হয়েছে।
 তদ্ধ : সে যে শিক্ষকের একান্ত বাধ্য ছাত্র তা প্রমাণিত হয়েছে।
- পড়াতনায় বেলালের মনোযোগিতা নেই কিন্তু ব্যবহারেও মাধুর্যতা নেই।
 ক্ষ : পড়াতনায় বেলালের মনোযোগ নেই এমনকি ব্যবহারেও মধুরতা/মাধুর্য নেই।
- ১২. বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাণ ছিলো এবং তাঁর ভয়ন্ধর প্রতিভা ছিল।
 তদ্ধ : বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যান ছিলেন এবং তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ছিল।
- ১৩. এই লেখাটি ভাবগন্ধীর, তবে ভাষার দৈন্যতা রয়েছে। জ্জ্ব: এ লেখা ভাবগঞ্জীর, তবে ভাষায় দীনতা রয়েছে।
- উন্নতশীল রাষ্ট্রের নাগরিকগণদের পরিশ্রমি হওয়া আবশ্যক।
 উন্ন : উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের নাগরিকগণের পরিশ্রমী হওয়া আবশ্যক।
- ১৫. আকন্ট পর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্যানি ঘটে। তদ্ধ : আকণ্ঠ ভোজনে স্বাস্থ্যহানী ঘটে।
- ১৬. সে অপমান হয়েছে, এ ঘটনা আমি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। জন্ধ: সে অপমানিত হয়েছে, এ ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করেছি।
- ১৭. তিনি শিরোপীড়ায় ভুগছিলেন, কিছুক্ষণ যাবৎ আরোগ্য হইয়াছেন।
 তদ্ধ: তিনি শিরপ্রীড়ায় ভুগছিলেন, কিছুদিন হলো আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।
- ১৮. উৎপন্ন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন জটিল পরিশ্রম এবং দুর্দান্ত মেধাবী শ্রমিকের।
 তদ্ধ : উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন কঠোর পরিশ্রম এবং অত্যন্ত মেধাবী শ্রমিকের।
- ১৯. আপনার জ্ঞাতার্যে লিখলাম, সে কৃতকার্যতার সাথে কাজটি করেছে। গুদ্ধি: আপনার অবগতির জন্য লিখলাম, সে কৃতিত্বের সাথে কাজটি করেছে।

স্পামার উদ্ধতাপূর্ণ ব্যবহারে ব্যথিত হয়েছি কিন্তু শিমূর সৌজন্যতায় মুগ্ধ হয়েছি।

ত্ত্ব : সীমার ঔদ্ধতাপূর্ণ/উদ্ধত্য ব্যবহারে ব্যথিত হয়েছি কিন্তু শিমুর সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছি। প্রামান্য ব্যাপারটাকে অক্তৃতভাবে বাড়িয়ে তোলা মানেই সরিয়াকে তিল করে তোলা।

🕳 : সামান্য ব্যাপারকে অস্কুতভাবে বাড়িয়ে তোলা মানে তিলকে তাল করে তোলা।

- ্ব সুধ-দুগ্রথর অনুভূতি ধনী-নির্ধনী সকলেরই সমান।
- 🐝 : সুখ-দুঃখের অনুভূতি ধনী-নির্ধন সকলেরই একরূপ।
- ২০. নিরপরাধী, নিম্পাপীকে শান্তি দেবে কেনঃ ৪৯ : নিরপরাধ নিম্পাপকে শান্তি দেবে কেনঃ
- ২৪. দারিদ্রাতার মধ্যেই মহত্ব আছে।
 তক্ত : দরিদ্রতার মধ্যেই মহত্ব আছে/দারিদ্রোর মধ্যেই মহত্ত আছে।
- সাপ হয়ে কাটো তৃমি, কবিরাজ হয়ে ঝাড়ো।
 ক্তর: সাপ হয়ে কাটো তমি, ওঝা হয়ে ঝাড়ো।
- ২৬. ইহা অতি লজাঙ্কর ব্যাপার।
- জ্জ : ইহা অতি লজ্জাকর ব্যাপার।
- জ্জ : তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।
- त्रविनास वा त्रविनास व्यक्ति ।
- জ্জ: সবিনয় নিবেদন বা বিনয়পূর্বক নিবেদন করছি।
- আমার সাবকাশ নাই।
 আমার অবকাশ নাই।
- ত. উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়। জ্ব : উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
- अन्य अनुक वाकाछ छद्ध न
 वालाप्तम अमृद्धगानी प्रमा ।
- ত্দ্ধ : বাংলাদেশ সমৃদ্ধ দেশ।

 ^{৩২} জন্মায়ের প্রতিফল দুর্নিবার্য।
- জ্জ : জন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার।
- ^{৩৩,} তাহার সৌজন্যতা ভূলতে পারব না। ^{জিক্ক}: তার সৌজন্য ভূলতে পারব না।
- জ্ঞ. এ কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
- 🍑 : এ কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়।
- ত্ব, তাহার সমতৃদ্য জ্ঞানী এখানে নাই।
- জ্ব : তাহার তুল্য জ্ঞানী বা সমান জ্ঞানী এইখানে নাই।

বাকোর পদক্রমজনিত অশুদ্ধি

প্রত্যেক ভাষার বাক্যের গঠনের তথা পদবিন্যাসের একটি সাধারণ নিয়ম আছে। বাংলা ভাষাত নিয়মের বাইরে নয়। বাক্যে শব্দের পদবিন্যাসের ওপর বাক্যের অর্থ নির্ভরশীল বলে অনেক কোনো শব্দের অবস্থান পরিবর্তনের ফলে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে। এ কাক্ত প্রয়োজনীয় শব্দ সঠিক স্তানে ব্যবহার করা উচিৎ। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা হলো

- ১ মানষ বাঘের মাংস খায়। তদ্ধ: বাঘ মানুষের মাংস খায়।
- ২. সে হাবুড়বু সাগরে দুঃখ খাচ্ছে। শুদ্ধ : সে দুঃখের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে।
- ৩ আমি করব না কাজ এমন আর। ব্রদ্ধ : আমি এমন কাজ আর করব না।
- ৪ শাড়ি পরা লাল মেয়েটিকে আমি ভালোভাবে চিনি না। ভদ্ধ : লাল শাড়ি পরা মেয়েটিকে আমি ভালোভাবে চিনি না।
- পভুয়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী আজকাল রাজনীতিতে বেশি মনযোগী। শুদ্ধ : বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থী আজকাল রাজনীতিতে বেশি মনযোগী।
- ৬. স্পষ্ট কথা বলার সময় বাক্যের প্রকাশের জন্য অর্থ বিভিন্ন স্থানে থামতে হয়। তদ্ধ : কথা বলার সময় স্পষ্ট অর্থ প্রকাশের জন্য বাক্যের বিভিন্ন স্থানে থামতে হয়।
- ৭. প্রত্যেক পদ বিন্যাসের ভাষার বাক্যের গঠনের তথা একটি সাধারণ নিয়ম আছে। শুদ্ধ : প্রত্যেক ভাষার বাক্যের গঠনের তথা পদ বিন্যাসের একটি সাধারণ নিয়ম আছে।
- b তারপরে জানালার বাইরে বন্ধ করে ঝাপসা সেলাই গাছগুলোর দিকে চেয়ে রইল। তদ্ধ : তারপরে সেলাই বন্ধ করে জানালার বাইরে ঝাপসা গাছগুলোর দিকে চেয়ে রইল।
- ৯ চিত্রকর ছবি আঁকার ফাঁকে একজন ফাঁকে সনেট প্রায়ই লিখতেন। গুদ্ধ : একজন চিত্রকর ছবি আঁকার ফাঁকে ফাঁকে প্রায়ই সনেট লিখতেন।
- ১০. যে সমাধান এখনো হয়নি তার প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক সমাধান উত্তর দেয়া অবশ্য অসম্ভব। ল্ক : যে প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক সমাধান এখনো হয়নি তার উত্তর দেয়া অবশ্য অসম্ভব।
- ১১. সে সুন্দর ধরণীকে ফেলে এ দুঃখের স্বর্গলোকে যেতে চায় না। শুদ্ধ : সে এ দুঃখের ধরণিকে ফেলে সুন্দর স্বর্গলোকে যেতে চায় না।
- ১২, প্রকৃতি প্রদন্ত সাহিত্যিক হইতে প্রতিভা না থাকিলে কেহ পারেন না। ন্তদ্ধ : প্রকৃতি প্রদত্ত প্রতিভা না থাকিলে কেহ সাহিত্যিক হইতে পারেন না।
- ১৩, জীব আপনাকে প্রকাশ করতে ফুগ-ফুগান্তভার ভেতর দিয়ে চায়। তদ্ধ : জীব ফুা-ফুাান্তরের ভেতর দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করতে চায়।

- ্ব, সংসারে যাওয়ার মত বিরক্তিকর আর কিছু অবুঝকে বুঝাতে নেই। 🦝 : সংসারে অবুঝকে বোঝাতে যাওয়ার মতো বিরক্তিকর আর কিছ নেই।
- ্র জলের তীরে তীরে ধারে মাঠে মাঠে গরু চরাইতেছে রাখালরা। জলের ধারে তীরে তীরে মাঠে মাঠে রাখালরা গরু চরাইতেছে।
- ্রামাদের একান্ত প্রয়োজন পরীক্ষাবিদ্যা পক্ষে শেখা হয়ে পড়েছে। 🚃 : আমাদের পক্ষে পরীক্ষা-বিদ্যা শেখা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।
- 👊 পিটারের ভিতরে ভিতরে বৃঝিতে পারে না যে কি রকম একটা কষ্ট হইতে থাকে।
 - ਲ পিটারের ভিতরে ভিতরে কিরকম একটা কষ্ট হইতে থাকে, সে বৃঞ্জিতে পারে না।
- 🐯 উচ্চ শিক্ষাকে দেশের জিনিস আমাদের দেশের ভাষায় করে নিতে হবে। छ : উচ্চ শিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিস করে নিতে হবে।
- ্রাতের ও পিঠের মাংসপেশী প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালনে নেচে উঠতে লাগল।
- 👼 প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালনে হাত ও পিঠের মাংসপেশী নেচে উঠতে লাগল।
- ্বজ্ঞায় চড়া ব্যক্তি সামনে লাফ দিয়ে বিপদ দেখে মাটিতে নামলেন।
 - জ্ঞ সামনে বিপদ দেখে ঘোডায় চড়া ব্যক্তি লাফ দিয়ে মাটিতে নামলেন।
- ১১ বিষবক্ষের কঠারাঘাত মলে করেছিলেন এই টেকচাঁদ ঠাকর প্রথমে। 🐯 : টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এ বিষবক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন।
- ss সিক্সলে থেকে একজন রাজপত গিয়ে বাংলাদেশে স্থাপন করেছিলেন উপনিবেশ।
- তত্ত্ব : বাংলাদেশ থেকে একজন রাজপত সিংহলে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। ২৩, তাহার সম্পদের অভাব নাই কিন্ত ভাব চিত্তে যেন তাহা প্রকাশিত হচ্ছে না।
- ত্দ্ধ : তাহার চিত্তে ভাবসম্পদের অভাব নাই কিন্ত কেন যেন তাহা প্রকাশিত হইতেছে না।
- ২৪. বাল্যের পাশে আমরা তার মিলন সাধন বার্ধক্যকে এনে ফেললেও করতে পারিনে। 😘 : বার্ধক্যকে বাল্যের পাশে এনে ফেললেও আমরা তার মিলন সাধন করতে পারিনে।
- ২৫. ধরনীর স্পর্শে বসন্তের সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। জ্জ : বসন্তের স্পর্শে ধরণির সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে
- ^{২৬, নায়কদের} মধ্যে বাংলাদেশের আলমগীর আমার প্রিয়। তক্ত : বাংলাদেশের নায়কদের মধ্যে আলমগীর আমার প্রিয়।
- ২৭ এখানে খাটি গরুর দুধ পাওয়া যায়।
- তত্ত্ব : এখানে গরুর খাঁটি দুধ পাওয়া যায়। ২৮ আন্তৰ্য এমন কথা তো আগে তনিনি।
- জ্ঞ : এমন আন্তর্য কথা তো আগে গুনিনি।
- 🗞 জেমার আল্লাহ সহায় হোন।
 - 🤏 : আল্লাহ্ তোমার সহায় হোন।
- ³় বাণিজ্যমেলা মাসব্যাপী আগারগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত হবে।
 - জ : মাসব্যাপী বাণিজ্যমেলা আগারগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রবাদ-প্রবচনজনিত অশুদ্ধি

প্রবাদ-প্রবচন বাংলা ভাষার এক অমূল্য সম্পদ। ফুগ ফুগ ধরে এগুলো লোকমূখে চর্বিত, দাণিছ সংবাদিক হয়ে আসহে। ফুগ ফুগান্তরে প্রচলিক প্রবাদের যথেক্ষ বিকৃতি বা পরিবর্তন চলে না। বক্ত প্রবচনের বিকৃত প্রয়োগ বাকা অকন্তির কারণ হয়ে দাঁডায়। যেমন :

- তপ্ত ভাতে নুন জোটে না, ঠারা ভাতে ঘি।
 তন্ধ : তপ্ত ভাতে নুন জোটে না, পারা ভাতে ঘি।
- নগদ বিক্রি পেটে ভাত বাকি বিক্রি পিঠে হাত।
 তদ্ধ: নগদ বিক্রি পেটে ভাত, বাকি বিক্রি মাধায় হাত
- পরের মাথায় বন্দুক রেখে শিকার।
 তদ্ধ : পরের কাঁধে বন্দুক রেখে শিকার।
- গৃহস্থের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে পারব না।
 জ্জ: ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে পারব না।
- ইট মারলে ইট খেতে হয়।
 তদ্ধ: ইট মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।
- ভাত ছড়ালে শালিখের অভাব হয় না।
 তদ্ধ : ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না।
- যার লাঠি, তার ঘাঁটি।
 ক্ষ : যার লাঠি, তার মাটি।

বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম

বাংলা ব্যাকরণের বিভিন্ন সূত্র ছাড়াও বাংলা বানানের বিভিন্ন নিয়ম-পদ্ধতি শুদ্ধ বারন্ত গঠনে গুলপুণ্ট ভূমিকা রাখে। তাই বাংলা অভিক্রমণে বাংলা বানানের দিয়কগুলা জানা প্রয়োজন। রুক্তরাতা বিপ্রবিদাদর জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুঞ্জক বোর্ড বাংলা বানানের পুঞ্জবার ক্ষেত্রে প্রকৃত্বপূর্ণ ভূমিরা পালন করেছেন প্রবর্কী সময়ে বাংলা একাডেমি বিভিন্ন বানান রীতি সমন্ত্র করে একটি বানান রীতি দিশিবত করেন। নিচে বাংলা একাডেমির প্রামত বাংলা বানানের নিয়মের ওক্ষত্বপূর্ণ অংশ সংযোগত তুলে ধরা হলোঁ।

তৎসম শব্দ

- তৎসম অর্থাৎ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের বানান যথাযথ ও অপরিবর্তিই
 থাকরে। তবে এই বানানরীভিতে যেসব ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম প্রস্তাবিত হয়েছে, তা অনুসত হবে।
- যেসব তহসম শব্দে ই দ্ব বা উ উ উভয়ই তদ্ধ সেইসব শব্দে কেবল ই, উ অথবা এর 'কার' ^{হিছ} । ব্যবহৃত হবে। যেমন: পদবি, ধর্মনি, সচিপত্র, উষা ইত্যাদি।
- ৩. রেফ ()-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন : কার্য, সূর্য, অর্থ ইত্যাদি।
- ক, খ, গ, ঘ পরে থাকলে পদের অন্তন্থিত নৃ স্থানে অনুস্থার (१) লেখা যাবে। যেমন : অহকেজি সংগীত; বিকল্পে 'ভ' লেখা যাবে। 'ক্ষ'-এর পূর্বে সর্বত্র ভ হবে। যেমন : আকাঞ্জা।

্তহসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র শব্দ

- স্কলা অ-তৎসম শব্দে কেবল ই ও উ এবং এদের কার চিহ্ন ি ব্যবহৃত হবে। এমনকি স্ত্রীবাচক জাতিবাচক ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। যেমন : গাড়ি, বাড়ি, শাড়ি, জিলার বাঙালি, মূলা, পুজো ইত্যাদি।
- আলি' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। বর্ণালি, সোনালি, মিতালি ইত্যাদি।
- সর্বনাম পদরূপে এবং বিশেষণ ও ক্রিয়া বিশেষণ পদরূপে 'কী' শব্দটি ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। ক্রেয়ন : কী করছঃ কী আর বলবঃ
- অন্যক্ষিত্রে অব্যয় পদরূপে ই-কার দিয়ে কি শব্দটি লেখা হবে।
- ু ক্লার, ক্ষুর, ক্ষেত শব্দ খির, খুর, খেত না লিখে ক্ষীর, ক্ষুর, ক্ষেত-ই লেখা হবে।
- শ্রহসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য 'e' ও মূর্ধন্য 'ষ'-এর ব্যবহার সঠিকভাবে করতে হবে। এক্ষেত্রে গত্ত্ব-রিপ্তাম ও য়ত্ত্-বিধানের নিয়ম মেনে চলতে হবে। তবে অ-তৎসম শব্দে এ বিধানের ব্যবহার নেই।
- হংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশী 's' বর্ণ বা ধ্বনির জন্য 'স' এবং sh,-sion, ssion, -tion, প্রভৃতি বর্ণভক্ষ বা ধ্বনির জন্য স ব্যবহৃত হবে।
- ভব্দর শব্দের অনুরূপ বানানের ক্ষেত্রে যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, অ-তৎসম সকল শব্দেও রেফের পর বাঞ্জনবর্পের থিতু হবে না। যেমন : কর্জ, মর্দ ইত্যাদি।
- শব্দের শেষে বিসর্গ (३) থাকবে না। যেমন: কার্যক, মূলত, বস্তুত, প্রায়শ ইত্যাদি। তবে যেসব
 শব্দের শেষে বিসর্গ না থাকলে অর্থের বিভ্রান্তি ঘটার আশক্ষা থাকে, সেখানে শব্দ শেষের বিসর্গ
 থাকবে। যেমন: পুনঃ পুনঃ।
- अल्ला প্রতায়াত শব্দের শেষে 'ো'-কার যুক্ত করা হবে। যেমন : করানো, নামানো ইত্যাদি।
- ১০. হল চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন : চট, কলকল, তছনছ ইত্যাদি। তবে ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা থাকলে হল চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন− কর, বল।
- 33. উর্ম্বকমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন- দু শত-দুশত ইত্যাদি।

বিবিধ

- ্র সমাসবদ্ধ পদগুলো একসঙ্গে লিখতে হবে, মাঝখানে ফাঁক রাখা চলবে না। যেমন– সংবাদপত্র, লক্ষ্যভ্রষ্ট।
- ^২ নাই, লাই, না, নি এই নএর্থাক অব্যয় পদগুলো শব্দের শেষে একসাথে যুক্ত না হয়ে পৃথক ^{ব্যক্}বে। য়য়ন: য়াই নি. বলে নি, ভয় নেই ইত্যাদি।
- ত্র কের ভ করি নিজেদের নামের বানান যেভাবে লিখেন বা লিখতেন, সেভাবে লিখতে হবে।
 উদাহরত
 - ^{দারিদ্র}তা মধুসুদনের শেষ জীবন ঘিরে ফেলেছিল।
 - 😘 : দারিদ্রা মধুসূদনের শেষ জীবন ঘিরে ফেলেছিল।
- কীর্তিবাস বাংলা রামায়ন লিখেছেন।
- জ্ম: কৃত্তিবাস বাংলা রামায়ণ লিখেছেন। সুমূর্ষ ব্যক্তির প্রতি সকলের সহানুভূতি ছিল।
 - জ্জ : মুমূর্য্ ব্যক্তির প্রতি সকলের সহানুভূতি ছিল।

- সে পূর্বাহে এসে মধ্যাহ্ন কাটিয়ে অপরাহের পর সায়াহেন্চ চলে গেল।
 কক্ক: সে পূর্বায়ে এসে মধ্যাহ্ন কাটিয়ে অপরায়ের পর সায়াহেন্চ চলে গেল।
- যশলাভ করার জন্য তার আকাঙ্খা খুব বেশি।
 শুদ্ধ : য়শোলাভ করার জন্য তার আকাঙ্কা খব বেশি।
- ৬. এই দুর্ঘটনা দৃষ্টে আমার হৃদকম্প উপস্থিত হল।
- তন্ধ : এই দুর্ঘটনা দর্শনে আমার হংকম্প তরু হল।
- অভাবগ্রস্থ ছেলেটি তার দুরাবস্থার কথা বর্ণনা করল।
 কন্ধ: অভাবগ্রস্থ ছেলেটি তার দুরবস্থার কথা বর্ণনা করল।
- ৮. তোমার তিরয়ার বা পুরয়ার কিছুই চাই না।
 ক্ষম : তোমার তিরয়ার বা পুরয়ার কিছুই চাই না।
- মানুষের বড় বড় সভাতা এ শক্তির প্রভাবেই পূর্ন মাহাত্য লাভ করেছে।
 কক্ক: মানুষের বড় বড় সভাতা এ শক্তির প্রভাবেই পূর্ণ মাহাত্ম্য লাভ করেছে।
- সূর্য কেন কিরন দিচ্ছে না, তার কারণ কে জানে?
 শুদ্ধ: সূর্য কেন কিরণ দিচ্ছে না, তার কারণ কে জানে?
- ১১. ত্রানসামগ্রী সুসম বন্টনের আভাস দেয়া হয়েছে। শুদ্ধ : ত্রাণসামগ্রীর সুষম বন্টনের আভাষ দেয়া হয়েছে।
- যক্ষার প্রতিসেধক টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে।
 কল্ধ: যক্ষার প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে।
- ১৩. সে কৌতৃক করার কৌতৃহল সম্বরন করতে পারল না। শুদ্ধ: সে কৌতৃক করার কৌতৃহল সংবরণ করতে পারল না।
- সবিনয়ে বা সবিনয়পূর্বক নিবেদন করছি।
 ক্ষর: সবিনয় নিবেদন বা বিনয়পূর্বক নিবেদন করছি।
- ১৫. উপরোক্ত বাক্যটি সুদ্ধ নয়। শুদ্ধ : উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
- ১৬. গীতাঞ্জলী নামে রবীঠাকুর একখানা কাব্য লিখেছেন। গুদ্ধ : গীতাঞ্জলি নামে রবি ঠাকুর একখানা কাব্য লিখেছেন।
- ইতিপূর্বে মন্ত্রীসভায় বিষয়টি সুপারিস করা হয়েছে।
 কন্ধ : ইতঃপূর্বে মন্ত্রিসভায় বিষয়টি সুপারিশ করা হয়েছে।
- ১৮. মনোযোগি শিক্ষার্থীদের শিক্ষকরা সহযোগিতা করেন। তদ্ধ : মনোযোগী শিক্ষার্থীদের শিক্ষকরা সহযোগিতা করেন।
- অনুবাদিত রচনাটির উৎকর্ষতা সবাইকে আকৃষ্ট করেছে।
 তন্ধ: অনুদিত রচনাটির উৎকর্ষ সবাইকে আকৃষ্ট করেছে।
- ২০. জোতিষী বিদৃষী মহিলাটির হস্তগননা করল। ক্ষম: জ্যোতিষী বিদৃষী মহিলাটির হস্তগণনা করল।

নারিহ কনষ্টেবল তার ভূল শিকার করল।

- ক্তম : নিরীহ কনষ্টেবল তার ভুল স্বীকার করল।
- হুপুন্যাসিকের সাথে সমালোচক একটি বিষয়ে ঐক্যমতে পৌছেছেন।
- 🧒 : স্তুপন্যাসিকের সাথে সমালোচক একটি বিষয়ে ঐকমত্য পৌছেছেন।
- ত্র, সন্মজাত শিশুটি হৃদপিন্ডের সমস্যায় ভূগছে।
 - ক্ষ : সদ্যোজাত শিশুটি হৃৎপিজের সমস্যায় ভূগছে।
- ১৪. তিনি স্বস্ত্রীক ষ্টেশনে গেলেন।
 - তত্ত্ব : তিনি সন্ত্ৰীক ক্টেশনে গেলেন।
- ২৪. সন্মান, সান্তনা, প্রতিযোগীতা, জাতী, মুহুর্ত, সমিচিন ইত্যাদি শব্দতলি আজকাল অনেক ছাত্র-নামীরা তদ্ধ করে লিখতে পারে না।
 - জ্ঞ : সন্মান, সান্তুনা, প্রতিযোগিতা, জাতি, মুহূর্ত, সমীচীন ইত্যাদি শব্দ আজকাল অনেক ছাত্র-চন্দ্রী জ্ঞ করে লিখতে পারে না।
- ১৬ পর্নিমার চাদ স্লিগ্ধ জোতি ছরায়।
 - তন্ত্র: পূর্ণিমার চাঁদ স্নিগ্ধ জ্যোতি ছড়ায়।

সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণজনিত ভুল

অলা অধার গদারীতিতে সাধু ও চলিতরীতির মিশুণ হলে বাকাটি অবন্ধ হয়ে যায়। তাই বাক্য তৈরি করার সময় বিষয়টি ধেয়াল রাখতে হয়। আপনারা জানেন সাধু ও চলিতরীতির পার্থক্য সাধারণত ধরা গাঙ্ক ক্রিয়া এবং সর্বনাম পদের ব্যবহারে।

যেমন: সাধু- তাহারা যাইতেছিল।

চলিত– তারা যাচ্ছিল। তথু ক্রিয়া এবং সর্বনাম পদ নয় অন্যান্য পদেও সাধুরীতি ও চলিতরীতির পার্থক্য দেখা যায়।

মেমন: মন্তক – মাথা

তুলা – তুলো

জুতা – জুতো

সহিত – সাথে

জ্জনা – জ্জনা বন্য – বনো

পূর্বেই – আগেই

থবার কিছু বাক্যের উদাহরণ:

- ^১ ফ্রমন, ভূমি এত সন্তুর চলে যাইবে বলে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলে, তথন তোমার সংসারে না আনাই সর্বাচনে উচিত ছিল।
 - জ্ব : যখন, তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে বলে ঠিক করে রেখেছিলে, তখন তোমার সংসারে না আসাই মর্বাংশে উচিং ছিল।

- ১ পরীক্ষা বাতীত কোনো বস্তুরই সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু কোনো বস্তুকেই প্রী ক্রবার প্রবমি আমাদের নেই।
 - তদ্ধ : পরীক্ষা ছাড়া কোনো বস্তুরই পুরোপুরি পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু কোনো বস্তু_{রেঞ্জ} পরীক্ষা করার ইচ্ছে আয়াদের নেই।
- ত. ইহার পরে হৈমর মথে তার চিরদিনের সেই স্লিগ্ধ হাসিটক আর এক দিনের জন্যও দেখি নাই তদ্ধ: এর পরে হৈমর মুখে তার চিরদিনের সেই স্লিঞ্চ হাসিটক আর একদিনের জন্যও দেওত
- কিঞ্জিৎ হতাশ হয়ে তাহারা তলসী বক্ষটির দিকে দিয়্টি নিক্ষেপ করে । ব্দ্ধ : একট হতাশ হয়ে তারা তলসী গাছটির দিকে তাকায়।
- প্রাঙ্গণের শেষে তলসী বক্ষটি পুনরায় তকিয়ে উঠিছে। শুক্ত - উঠানের শেষে তলসী গাছটি আবার শুকিয়ে উঠেছে।
- ৬. সেই দিন হতে গৃহকর্ত্রীর সজল চন্দ্রর কথাও আর কাহারও মনে পড়েনি। ল্বন্ধ : সেদিন থেকে গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের কথাও আর কারো মনে পড়েনি।
- ৭, কবিতার ভাষা ভাবের দেহস্বরূপ, কিছতেই তাহা ভাব হতে পথক করিতে পারা যায় না শুদ্ধ : কবিতার ভাষা ভাবের দেহের মতো, কিছুতেই তা ভাব থেকে আলাদা করতে পারা যায় না
- b, বাষ্পতো হাওয়ায় ভেসে বেডাইতেছে, কিন্তু ধুবলর পাপড়ির শীতল স্পর্শটিক পাইবা মাত্র জমে শিশির হয়ে যায়। শুদ্ধ : বাষ্পতো হাওয়ায় ভেনে বেড়াঙ্ছে, কিন্তু ফুলের পাপড়ির শীতল পরশট্টক পাওয়া মাত্র জমে শিশির হয়ে যায়।
- ১. আমরা ক্ষণকালের মধ্যে আটক করিয়া ধরিয়া যাকে জমাট করিয়া দেখি বস্তুত তাহার সেরুল নেই: কেননা সভাই ভাহা বন্ধ হইয়া নাই এবং ক্ষণকালেই ভাহার শেষ নয়। শুদ্ধ : আমরা অল্প সময়ের মধ্যে আটক করে ধরে যাকে জমাট করে দেখি, মূলত তার সেরণ নেই: কেননা সত্যিই তা আটক হয়ে নেই এবং অল্প সময়েই তার শেষ নয়।
- ১০. এই রূপ চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সম্মুখস্থ দ্বারে একটি কি ছায়ার মতো দেখলে। মনুষ্যাকতি বোধ হয়, কিন্ত মনুষ্যও বোধ হয় না।
 - ভদ্ধ : এরূপ চারদিক চেয়ে দেখতে দেখতে সামনের দরজায় একটি কি ছায়ার মতো দেখলেন। মানুষের মতো আকৃতি মনে হয় কিন্তু মানুষ মনে হয় না।
- ১১. অল্পকালের ভিতরে মহারবে নৈদাঘ ঝটিকা প্রবাহিত হইল; এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিধারা পড়তে লাগন শুদ্ধ : কিছুক্ষণের মধ্যে শো শো শব্দে গ্রীন্মের ঝড় এল এবং সাথে সাথে জোরে বৃষ্টির ফোটা পড়তে ^{লাগো}
- ১২, বিদ্যুৎ প্রকাশ হওয়াতে পথিক সম্মুখে প্রকাণ্ড ধবলাকার কোনো পদার্থ চকিত মাত্র দেখতে পেলেন শুদ্ধ : বিদাৎ চমকালে পথিক তার সামনে সাদা আকারের বিরাট কোন জিনিস খব অস্কসময়ের জন্য দেখতে ^{পেলে}
- ১৩. যারা একটি সর্বব্যাপী মনের মধ্যে এক হইয়াছিল, তারা আজ সব বাহির হইয়া পড়িয়াছে শুদ্ধ : যারা একটি বিস্তৃত মনের মাঝে এক হয়েছিল, তারা আজ সব বের হয়ে পড়েছে।
- ১৪. পরদিন প্রাত্যকালে সমস্ত ব্যাপারটি পরম হাসাজনক বলে বোধ হলো। গুদ্ধ: পরদিন সকালে পরো ব্যাপারটি খব হাসির বলে মনে হলো।
- ১৫. বছকাল বিশ্বত সখস্বপ্রের শ্বতির ন্যায় ঐ মধর গীতি কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। তদ্ধ : বহুকাল ভূলে যাওয়া সুখস্বপ্লের স্থৃতির মতো ঐ মধুর গান কানের ভেতর প্রবেশ করণ।

- ক্রমেপ সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দর্বল ত্তে বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হয়ে বইল।
- ্রু এরপ সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃত অনুকরণের কারণে বাংলা সাহিত্য খুব নীরস, বিশী, দুর্বল নেরং বাঙালি সমাজে অপরিচিত হয়ে থাকল।
- রাঙ্গালার লিখিত এবং কথিত ভাষার যতটা প্রভেদ দেখা যায়, অন্যত্র তত নয়।
- 🚃 বাংলায় লেখ্য ও কথ্য ভাষায় যতটা পার্থক্য দেখা যায়, অন্য ভাষায় তত নয়।
- ভেলের এমন একটি আশ্চর্য সংযোহনী শক্তি আছে যাতে অন্য সকল পদার্থের গুণই আত্মসাৎ করতে পারে। 📷 - তেলের এমন এক মোহশক্তি আছে যে, অপর সব পদার্থের গুণই আত্মসাৎ করতে পারে।
- ্জ জ্ঞানে মানুষমাত্রেই তুল্যাধিকার।
 - ত্ত্ব : জ্ঞানে সব মানুষের সমান অধিকার।
- 💥 মনষ্যেরা পত্তপক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীর মতো অযত্নসমূত অন্নাচ্ছাদন ও স্বভাবজাত বাসস্থান প্রাপ্ত হননি।
- ন্তম : মানুষেরা পশুপাধি এবং ইতর প্রাণীর মতো অযত্নে ভাতকাপড ও স্বাভাবিকভাবে বাসস্থান পায়নি।
- 🕦 সে কথাই ভাবছিলাম– ভোগের দ্বারা এই বিপুল পৃথিবী, এই চিরঞ্চলের পৃথিবী, আমার কাছে খর্ব হয়ে গেছে। 😪 : সে কথাই ভাবছিলাম- ভোগের দ্বারা এ বিপুল পৃথিবী, এ চিরকালের পৃথিবী, আমার কাছে ছোট হয়ে গেছে।
- ১১ চমকের সহিত নিদ্রাভঙ্গ হল, অতি ব্যস্তে কুমার কক্ষ মধ্যে পদচারণ করতে লাগলেন।
 - তক্ত চমকের সাথে ঘম ভাঙল: ব্যস্তভাবে কুমার ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলেন।
- ২০ শরীর সঞ্চালন না করিলে, পীডিত হয়ে, ক্লেশ ভোগ করতে হয়।
 - জ্জ : শরীর সঞ্চালন না করলে, অসুস্থ হয়ে, যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।
- ২৪. বর্ষার আরম্ভে গঙ্গা যেমন প্রতিদিন দেখতে দেখতে ভরিয়া উঠে, কুসুম তেমনি দেখতে দেখতে প্রতিদিন সৌন্দর্যে, যৌবনে ভরিয়া উঠিতে লাগল। তক্ষ : বর্ষার গুরুতে গঙ্গা যেমন প্রতিদিন দেখতে দেখতে ভরে ওঠে, কুসুম তেমনি দেখতে
- দেখতে প্রতিদিন সৌন্দর্যে, যৌবনে ভরে উঠতে লাগল।
- ২০. খবরের কাগজ পড়িয়া এবং মোগলাই খানা খেয়ে একটি ক্ষুদ্র কোণের ঘরে প্রদীপ নিভাইয়া দিয়ে বিছানায় গিয়ে শয়ন করিলাম।
 - 🗪 : গবরের কাগজ পড়ে এবং মোগলাই খাবার খেরে একটি ছোট কোণের ঘরে প্রদীপ নিভিয়ে বিছানায় গিয়ে তলাম।
- ২৬. তারা যেন সবাই ভল করিবার প্রতিযোগিতায় নামিয়াছে।
- জ্জ : তারা যেন সবাই ভল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।
- ^{২৭}. বালোদেশে ছাত্রগণ অধ্যয়ন ছাড়িয়া রাজনীতি করছে।
 - 👒 : বাংলাদেশে ছাত্রগণ অধ্যয়ন ছেড়ে রাজনীতি করছে।
- ২৮. তাহাকে কলেজে যেতে হবে।
 - জ্ব: তাহাকে কলেজে যাইতে হইবে।
 - জে: তাকে কলেজে যেতে হবে।
- ১৯. তাহারই মধ্য দিয়ে রাস্তা।
 - জ : তারি মধ্য দিয়ে রাস্তা
 - 🖙 : তাহারই মধ্য দিয়া রাস্তা।

ii. প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ

নদীর মতো ভাষাও প্রবহমান। নদীর বাঁকের মতো ভাষায়ও নিভানতুদ উপাদান গৃহীত হয়। কর বাবহার সম্পর্কে জনগোষ্ঠীর মধ্যে লক্ষ্য করা যার নানা প্রকাশতা, ফলে লেখা দের বহুনুখী সমানা। কর পরিবর্জনের যে জারুলিক প্রোক্ত বারজে, নিমামলি দিবত তারোধ করা যার। নালো ভাষার এন অনেক পদ বাবহুত হলে, যা বাাকরণের নিয়মে অতক্ষ হলেও বহুল প্রচলিত। দীর্ঘকাল বার বারজেন ফলে একটি অতক্ষ পদাই আশাত তক্ষ হয়ে ওঠে, কখলো কথনো একটি অপার্থায়োগ তক্ষ বাবহারকারীয়াকে প্রতন্তার এনেলাবে বার্থায় মানুক প্রবাস্থানীত অপার্যায়োগ বলে স্বাহ্য হয়।

বাংলা ভাষার বয়স এক হাজার বছরেরও বেলি। এ দীর্ঘ সময়ে বাংলা ভাষার সংগ্রক্ত হয়েছে নতুন নৃত্র উলাদান। বিভিন্ন উলাদানে গঠিত বাংলা ভাষার তাই লক্ষ্য করা যায় এক ধরনের সংকর চরিত্র। এয় ২৪ কোটি গোকের ভাষা বাংলা ভাষার বাংবার সমাক বৃদ্ধি পোয়েছে সন্দেহ নেই। তবে একটা দুস্থজনক বিষয় নজরে পড়ে, তা হক্ষে ভাষা বাবহারে অতি। ভাষার নিয়ম-শৃঞ্জানা স্পর্কিত জ্ঞান্ত করবেই ঘটে ভাষার অপ্যায়না। ভাষা বাবহারে অতি। কামানকত ভিনটি করবেশ হরে থাকে। করা

- ক. উচ্চারণ দোষে
- খ. শব্দ গঠন ক্রটিতে এবং
- গ, শব্দের অর্থগত বিভারিতে।

বাংলা ভাষার উচ্চারণে যথেষ্যাচার লক্ষ্য করা যায়। আঞ্চলিক ভাষার উচ্চারণ প্রভাব থেকে অনেকেই মুক মট পারেন না। অন্যদিকে শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণের প্রতিও সক্তর্ক থাকেন না। এই উচ্চারণ,বিকৃতির প্রভাব বাননের্ল অকক্ষি ঘটে। 'অত্যাধিক', 'অদাদি', 'অনাটন', 'উত্যাক' ইত্যাদি ক্রল বানান উচ্চারণদোহেই ঘটেছে।

বানান আযাধ্যয়োগের একটি এখান অংশ। শাদের গঠনবীতি সম্পর্কে অঞ্চতার ফলে শদের বানা-বিভাগি ছটে থাকে। বানানের জ্ঞানতি-বিভাবে ব্যালবংশের আলোচনা ভাই জলরিহার্য। বিশেষা-বিশেশন্ত মাথাথ চিহিত না করার কারণেই উৎকর্ষতা, সুখাল, অপকর্ষতা, সৌজনাতা ইড্যানি নিশ্বিত হয়। সম্পের বাধাথৰ অর্থ সম্পর্কের স্থায়ক জ্ঞান না থাকার কারণেও প্রয়োগ বিভাগি ছটে থাকে। এই বিভাগি ক্ষাক্র জ্ঞান বাধানার কারণেও প্রয়োগ বিভাগি ছটে থাকে। এই বিভাগি ক্ষাক্র জ্ঞান বাধানার কারণেও প্রয়োগ বিভাগি ছটি থাকে। এই বিভাগি ক্ষাক্র জ্ঞান ক্ষাক্র ক্ষাক্র স্থান ।

থাছাতা বহুৰচনের ছিত্ব ব্যবহার, জনন্তর নোখ, বিশেষ্য ও বিশেষণ সম্পর্কে ধারণার জভাব, শবদার ধারণা জন্তি, শবদকে বিনা প্রয়োজনে নারীবাচক করা ইত্যাদি করবেণত শব্দের অপপ্রয়োগ ঘটে থাকে। কথার সময় আমরা খেতাবেই বাদি না কেন, পেধার সময় বাকো ব্যবহৃত পদার্থাকর নির্ত্ত প্রকাশ সক্তর্ক থাকতে হবে। সেখার ক্ষেত্রে অবশার্থ বানানের অভঙ্কি; বাকের পদের অপক্ষরেশাং, পর্নিক্রার্থ ফ্রাটি এবং সাধু ও চলিত ভাষার ফ্রিশাক্ষনিত ফ্রাটি সম্পর্কের গবহুত হবে।

লচনের অপপ্রয়োগজনিত ডল

সময় অতদ্ধভাবে বহুকদের দ্বিত্ব ব্যবহার করা হয়। এ প্রবণতা এত ব্যাপক যে, এ ক্রটি ক্রা দরহ হয়ে ওঠে। যেমল-

অপ্রয়োগ	তদ্ধ প্রয়োগ
সার্কভূক অন্যান্য দেশগুলো	সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশ; অথবা, সার্কভুক্ত অন্য দেশগুলো
সুব প্রকাশ মাধ্যমগুলো	প্রকাশ মাধ্যমণ্ডলো; অথবা, সব প্রকাশ মাধ্যম
অনেক ছাত্ৰগণ	অনেক ছাত্র
নিম্নলিখিত সব শিক্ষার্থীগণ	নিম্নলিখিত সব শিক্ষার্থী; অথবা, নিম্নলিখিত শিক্ষার্থীগণ
সকল দৰ্শকমণ্ডলী	সকল দৰ্শক; অথবা, দৰ্শকমণ্ডলী
সব উপদেষ্টামঙলী	সব উপদেষ্টা; অথবা উপদেষ্টামণ্ডলী
সকল বন্যার্তদের	সকল বন্যার্তকে
কতিপয় সিদ্ধান্তগুলো	কতিপয় সিদ্ধান্ত
পশ্চিমাঞ্চলের সব জেলাসমূহে	পশ্চিমাধ্যলের সব জেলায়; অথবা, পশ্চিমাধ্যলের জেলাসমূহে
অন্যান্য বিষয়গুলোর	जना विषयुर्श्वातः जथवा, जनााना विषयुत

শ্বরণ রাখতে হবে বহুবচনের পর দ্বিত্ব প্রয়োগ হয় না।]

শব্দের অপপ্রয়োগজনিত ভূপ

শব্দ প্রয়োগের নিয়ম জানা থাকলে অপপ্রয়োগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। নিচে শব্দের অপপ্রয়োগের কিছু উদাহরণ কারণসহ তুলে ধরা হলো :

্র চোখের জল অর্থে ব্যবহার অক্ষম। 'অশ' অর্থই চোখের জল।

জ্ঞানতা : 'অজ্ঞানতা' শধ্যতি অজ্ঞতা অর্থে প্রয়োগ অকদ্ধ। 'অজ্ঞানতা' শধ্যের প্রকৃত অর্থ জ্ঞানপূন্যতা। স্বামবাধীন : 'আফর' শব্দের অর্থই অধীন। আয়ন্তের পর অধীন বাবহার বাচলা।

আৰুষ্ঠ পর্যন্ত : 'আৰুষ্ঠ' শব্দই কণ্ঠ পর্যন্ত বোঝায়। এখানে 'পর্যন্ত' বাবহার বাচলা।

শার্ক্তর্ব : মূল অর্থ বিশ্বয়কর। বিশ্বিত অর্থে ব্যবহার প্রচলিত হলেও ভুল, ওদ্ধরূপ হবে আশ্চর্যান্তিত।

ইদানীকোলে : ইদানীং অর্থ বর্তমান কাল। এর সঙ্গে 'কাল' যোগ করা অপপ্রয়োগ।

খাটি গরুর দূধ : কথাটি অর্থহীন। তন্ধরূপ হবে 'গরুর খাঁটি দুধ'।

জন্মার্কিটা : জনুবার্কিক শব্দই যথেষ্ট। এক্ষেত্রে গ্রী প্রভায় যোগ বহুল প্রচলিত হলেও অজন্ধ। ক্ষেত্রক ফুল অর্থ প্রেক্ষণ বা দর্শন করা হয়েছে। প্রেক্ষিত হচ্চে প্রেক্ষণ শব্দের বিশেষণ।

পরিপ্রেক্ষিত (গটভূমি বা পারিপার্শ্বিক) অর্থে প্রেক্ষিত শব্দটির ব্যবহার অতন্ধ।
: "জয়ন্তী" শব্দের মাঝেই আছে জনু-প্রসদ। কাজেই জয়ন্তীর পূর্বে 'জনু' শব্দের ব্যবহার অতন্ধ।

্ত্র শব্দের অর্থ 'এখানে', 'তত্র' অর্থ 'নেখানে' এবং 'যত্র' শব্দের অর্থ 'যেখানে'।
ভাই 'অত্র' বললে 'এই' বোঝার কারণ নেই। যেমন : 'এই অফিস' তর্থে 'অত্র অফিস' লিখাল অক্তর চাব।

্র 'অন্তরিন' শব্দের অর্থ কারাণারের বাইরে কাউকে আবদ্ধ করে রাখা। অনেকে 'অন্তরিন' শব্দটিকে 'অন্তরীণ' লিখে থাকেন, যা প্রমিত বানানরীতি অনুযায়ী অন্তন্ধ।

বৈদেহী/বিদেহী : 'বিদেহ' শব্দের অর্থ দেহশুন্য বা অশরারী। বিদেহ শব্দটি বিশেষণ, কিন্তু 😘 প্রত্যয়যোগে পুনরায় বিশেষণ করা হয় 'বিদেহী'। প্রচলিত হলেও 'বিদেহী' 'বৈদেহী' উভয় শব্দের প্রয়োগই অলক ।

: ভাষা ব্যবহারকারী অর্থে ভাষীই যথার্থ ও যথেষ্ট। ভাষাভাষী প্রয়োগ অনুদ্ ভাষাভাষী শায়িক

· 'শায়িত' শব্দের অর্থ 'শয়ন করা হয়েছে এমন'। যিনি নিজে তয়ে আছেন তাত শিয়ান' বলা হয়। তয়ে আছেন অর্থে 'শায়িত' শব্দের প্রয়োগ প্রচলিত হলেও অক্ত

সমন্ধশালী/সম্পদশালী: সমন্ধ (বিশেষণ) শব্দের অর্থ সম্পদশালী বা প্রাচুর্যযুক্ত। 'শালী' যোগ हो। বিশেষণ পদ পুনরায় বিশেষণ করা অর্থহীন ও অন্তদ্ধ। : শব্দটির আভিধানিক অর্থ প্রণ্যকর্ম করলে যে ফল হয় তার বিবরণ বা তা _{শোনা} ফল্কভি

অফিস-আদালত, ফুল-কলেজে যে অর্থে ফলশ্রুতি লেখা হচ্ছে তা ভূল। তাঃ বদলে ফলাফল, ফল, পরিণতি ব্যবহার শুদ্ধ।

শব্দের বানানগত অন্তদ্ধি/অপপ্রয়োগ

বানান ভাষাপ্রয়োগের একটি প্রধান অংশ। বানানরীতি সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে শব্দের বানান-বিভান্নি ঘটে থাকে। এ রকম কিছু অপপ্রয়োগের উদাহরণ নিচে দেয়া হলো :

অবদ্ধ	তদ্ধ	অবদ্ধ	প্রস্ক
অপেক্ষমান	অপেক্ষমাণ	প্রাণীবিদ্যা	প্রাণিবিদ্যা
উদ্গীরণ	উদগিরণ	মনোকষ্ট	মন্যকষ্ট
উল্লেখিত	উল্লিখিত	মন্ত্রীসভা	মন্ত্রিসভা
চোষ্য	ट्र सा	মন্ত্রীপরিষদ	মন্ত্রিপরিয়দ
ছ্ত্ৰছায়া	ছ্রজ্যুরা	শিরজ্বেদ	শিরক্তেদ

শব্দের গঠনগত অপপ্রয়োগ

শব্দের গঠনরীতি সম্পর্কে জজ্জতার ফলে শব্দ ব্যবহারে বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। যেমন :

অন্তদ্ধ	उद्ध	অতদ্ধ	ভঙ
অতলম্পর্শী	অতলম্পর্শ	কম্ভতা	
অর্ধাঙ্গিনী	অর্ধাঙ্গী	কেবলমাত্র	কৃত্ত্ব
আপ্রাণ	প্রাণপণ	চলমান	কেবল, মাত্র
আয়ন্তাধীন	আয়ত্ত	নিঃশেষিত	নিয়শেষ
আভ্যন্তরীণ	অভ্যন্তরীণ	নিরাশা	নৈরাশ্য
ইতিপূৰ্বে	ইতঃপূর্বে	বিদ্যালজন	বিদ্বজ্জন
ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে	মুহ্যমান	মোহ্যমান
একত্রিত	একত্র	ভধুমাত্র	তথ্ মাত্র
কনিষ্ঠতম	সর্বকনিষ্ঠ	সকাতর	কাতর
কর্তাগণ	কর্তগণ	সঠিক	ঠিক
কর্মকর্তাগণ	কর্মকর্তগণ	সমতল্য	সম, তুল্য
সম্ভব	সম্ভবপর	ভাষাভাষী	ভাষী

্রায় সমোচ্চারিত শব্দের বানান

প্রার্থ বর্থার্থ অর্থ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকার কারণেও প্রয়োগ বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। এই বিভ্রান্তির ্ৰাক্তা ভল শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন

MA.	অৰ্থ	শব্দ	অৰ্থ
জগু	বস্তুর শুদ্রতম অংশ	অবদান	কীৰ্ভি
অনু	পশ্চাৎ	অবধান	মনোযোগ
অপ্ত	যোড়া	আদি	প্রথম
মশ্ৰ	পার্থর	আধি	বিপদ
আবরণ	আত্যদন	আবাস	বাসস্থান
প্রভরণ	অলম্ভার	আভাষ	ভূমিকা, আলাপ
श्रीवाङ्	বর্ষাঝতুর প্রথম মাস	कांना	ক্রন্দন
হাসার	বৃষ্টি, জলকণা	কাদা	কৰ্দম
ৰ্ব	অহন্ধার	গাদা	স্তপ, রাশি
té	উদর, অভ্যন্তর	গাধা	গর্দভ
	ত্যাগ, বাদপড়া	জাল	ফাঁদ, নকল
R	তুহ্ছ, নগণ্য, অধম	জ্বাল	আগুনের আঁচ, অগ্নিশিখ
াকা	আহ্বান করা	मिन	দিবস
का	আবৃত করা	मी न	দরিদ্র, ধর্ম
M	প্রদীপ	নাড়ি	धमनी
9	হাতি	नात्री	त्रभगी
F	পাখির বাসা	পদ্য	কবিতা
র	জল, পানি	পদ্ম	ক্মল
4	বক্ৰ	বিশ	কৃড়ি
*	कथा, वहन	বিষ	গরল
4	वश्मी	বিত্ত	সম্পদ
भे	টাটকা নয়, অপরিষ্ঠত	<i>বৃত্ত</i>	গোল
वा	कथा	अंस	শন গাছ
ना	জল বা বায়ুর উপর ভর করে থাকা	সন	অন্ধ, বছর
	কঠিন	শপ্ত	অভিশাপ
	আসক্ত	সপ্ত	সাত
	শীত ঝতু, শীতল	সূত	
	ধर्वल, সाদा	সূত	পুত্র উৎপন্ন, জাত
	পরাজয়, অলঙ্কার বিশেষ	সাক্ষর	
	विश्व	সাক্ষর স্বাক্ষর	অক্ষরজ্ঞানবিশিষ্ট দস্তখত

সম্ভাব্য বাক্য শুদ্ধিকরণ ও প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ

- উহার উদ্ধতপূর্ণ আচরণে ব্যথিত হইয়াছি।
 তদ্ধ: তাহার উদ্ধত (বা ঔদ্ধতাপূর্ণ) আচরণে ব্যথিত হইয়াছি।
- উৎপদ্ম বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন।
 তদ্ধ: উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন।
- শিল্পায়নের সাহায্যে দেশ সমৃদ্ধশালী হতে পারে।
 তদ্ধ: শিল্পায়নের সাহায্যে দেশ সমৃদ্ধ (বা সমৃদ্ধশালী) হতে পারে।
- শরীর অসুস্থের জন্য আমি কাল আসিতে পারি নাই।
 তদ্ধ: অসুস্থতার জন্য আমি কাল আসিতে পারি নাই।
- বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল আধুনিক রাই।
 কল্ক: বাংলাদেশ একটি উন্নতিশীল (বা উন্নয়নশীল) আধুনিক রাই।
- এমন অসহ্যনীয় ব্যথা আমি আর কখনও অনুভব করি নাই।
 তদ্ধ : এমন অসহ্য (বা অসহনীয়) ব্যথা আমি আর কখনো অনুভব করি নাই।
- আমি আপনার জ্ঞাতার্যে এই সংবাদ লিখিলাম।
 ক্তন্ধ: আমি আপনার অবগতির জন্য (বা আপনাকে জ্ঞাপনার্যে) এ সংবাদ লিখিলাম।
- এই দুর্ঘটনা দৃষ্টে আমার হৃদকম্প উপস্থিত হইল।
 তদ্ধ: এই দুর্ঘটনা দর্শনে আমার হৃদকম্প তরু হইল।
- অভাবগ্রস্ত ছাত্রটি তাহার দুরাবস্থার কথা সাশ্রুনয়নে বর্ণনা করিল।
 জন্ধ: অভাবগ্রস্ত ছাত্রটি তাহার দুরবস্থার কথা অশ্রুপূর্ণ নয়নে বর্ণনা করিল।
- মেয়েটি সুকেশিনী এবং সুহাসি।
 ক্ষ : মেয়েটি সুকেশা (বা সুকেশা) এবং সুহাসিনী।
- ১১. তুমি কি বার্ষিক ক্রীরা প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করিবে নাঃ ক্ষ : তুমি কি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিবে নাঃ
- সে দৃশ্ধকেননিভ বিছানায় তইয়া আছে।
 কদ্ধ: সে দৃশ্ধকেননিভ শয়্যায় তইয়া আছে।

- আমি ও আমার চাচা ঢাকা গিয়েছিলাম।

 তেওঁ : আমার চাচা ও আমি ঢাকা গিয়েছিলাম।
- ্র এক সদ্যজাত শিশুর সর্বাঙ্গীন কুশলতা কামনা করে তিনি কাব্যিকতা করেছেন।
 - জ্জ : এক সদ্যোজাত শিতর সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করে তিনি কাব্যি করেছেন।
- ু হ্রীন চরিত্রবান লোক পশ্বাধর্ম।
 - জ্জ : হীন চরিত্রের (বা চরিত্রহীন) লোক পশ্বাধম।
- ্ৰুড ক্ৰেল-ভাজা জিলিপি খাওয়া ভাল? ক্ৰেল: তেলেভাজা জিলিপি খাওয়া কি ভালো?
- _{১৭.} এ দায়ীত্ব আমাকে দিও না। ক্ষা: এ দায়িত্ব আমাকে দিয়ো না।
- ১৮. দেবী অন্তর্ধান হইলেন। জন্ধ: দেবী অন্তর্হিত হইলেন।
- ১৯. গোময় জ্বালানী কাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হয়।
 তন্ধ: গোময় জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়।
- ২০. তাহার সাংঘাতিক আনন্দ হইল। উজ্জ: তাহার অপরিসীম আনন্দ হইল।
- তথুমাত্র গায়ের জােরে কাজ হয় না।
 তথ্ব গায়ের জােরে কাজ হয় না।
- ২২. তাহার বৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ। তন্ধ: তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অসুস্থ।
- ২৩. তাহার অন্তর অজ্ঞান সমূদ্রে আচ্ছন্ন। তন্ধ: তাহার অন্তর অজ্ঞান-সমূদ্রে নিমজ্জিত।
- ४৪. কথাটা অনিয়া তিনি কুঞ্জীরাশ্রু বিসর্জন করিলেন।
 তদ্ধ: কথাটা অনিয়া তিনি কপটাশ্রু বিসর্জন করিলেন।
- ^{বৈ.} নিরপরাধী, নিজ্পাপীকে শান্তি দেবে কেন? ^{উদ্ধ}: নিরপরাধ, নিজ্পাপকে শান্তি দেবে কেন?
- ্ত্র জন্যান্য বিষয়গুলোর আলোচনা পরে হবে।
 ত্ত্ব : জন্য বিষয়গুলোর/অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা পরে হবে।
- ^{২৭} সকল দৰ্শকমঞ্জনীকে স্বাগত জানাই।
- জ : সকল দৰ্শককে স্বাগত জানাই/দৰ্শকমণ্ডলীকে স্বাগত জানাই।

- ২৮. সকল বন্যার্তদের ত্রাণসামগ্রী দেয়া হয়েছে। ব্ৰদ্ধ · সকল বনাৰ্ভিকে নাণসামগী দেয়া হয়েছে।
- ২৯. অন্যায়ের প্রতিফল দূর্নিবার্য। তদ্ধ: অন্যায়ের প্রতিফল দর্নিবার/অনিবার্য।
- ৩০, অসম্ভবশত সে কলেজে আসতে পারেনি। বন্ধ : অসম্ভতাবশত সে কলেজে আসতে পারেনি।
- ৩১. পথিবী সর্বদা সর্যের চারদিকে ঘর্ণয়মান। তন্ধ: পৃথিবী সর্বদা সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণায়মান (বা ঘূর্ণ্যমান)।
- ৩২. ডালিম ফুলের রক্তিমতা চোখে পড়ার মতো। ক্দ্ধ : ডালিম ফুলের রক্তিমা চোখে পডার মতো।
- ৩৩. অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতহল ভালো নয়। জ্জ : অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতহল ভালো নয়।
- ৩৪. আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত। শুদ্ধ : আবশাক বায়ে কার্পণা অনচিত।
- ৩৫. রাঙামাটি পার্বতীয় এলাকা। তদ্ধ : রাদ্রামাটি পার্বত্য (বা পর্বতীয়) এলাকা।
- ৩৬. সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য। জ্জ: সমৃদ্ধ (বা সমৃদ্ধিশালী) বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য।
- ৩৭, পূলিশ অপরাধী সম্পর্কে নিঃসন্দিহান। তদ্ধ: পুলিশ অপরাধী সম্পর্কে নিঃসন্দেহ।
- ৩৮. সমৃদ্ধমান পরিবারে তার জনা। ব্দ্ধ : সমন্ধ (বা সমন্ধিমান) পরিবারে তার জন।
- ৩৯. আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে। তদ্ধ : আকণ্ঠ (বা কণ্ঠ পর্যন্ত) ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
- ৪০. বক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে। তন্ধ : বৃক্ষটি সমূলে (বা মূলসহ) উৎপাটিত হয়েছে।
- 8১. সশঙ্কিতচিত্তে সে কথাটা বলল। জ্জ : সশঙ্কচিত্তে (বা শঙ্কিতচিত্তে) সে কথাটা বলল।
- ৪২. কেবলমাত্র দুর্নীতিই এ সঙ্কটের জন্য দায়ী। তদ্ধ : কেবল দুর্নীতিই এ সঙ্কটের জন্য দায়ী।

রুও ব্যাপারটা আমার আয়ন্তাধীন নয়।

📷 : ব্যাপারটা আমার আয়ত্তে (বা অধীন) নয়।

ক্তকোলীন সময়ে সরকারের ভূমিকা সমালোচিত হয়। 📆 : তৎকালে (বা সে সময়ে) সরকারের ভূমিকা সমালোচিত হয়।

🔐 বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি। 🕳 : বিশ্বে বাংলাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি।

_{৪৬.} তার দুচোখ অশুজলে ভেসে গোল।

es · তার দুচোখ অশ্রুতে ভেসে গোল।

হব, যদ্যাপিও ইহা আদেশ তথাপিও ইহা পালন করা কঠিন। 瘫 - যদাপি ইহা আদেশ তথাপি ইহা পালন করা কঠিন।

sb. দেখাপড়ার পাশাপাশি সুস্বাস্থ্য রক্ষাও দরকার। 📆 - লেখাপডার পাশাপাশি স্বাস্থ্য রক্ষাও দরকার।

৪৯ আমি সন্তোষ হলাম। ক্তম : আমি সন্তুষ্ট হলাম।

৫০, ভোমাকে দেখে সে আন্চর্য হয়েছে। জ্জ - ভোমাকে দেখে সে আশ্চর্যান্তিত হয়েছে।

৫১ বর্তমানে বিদান নাবীব সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। জ্ব: বর্তমানে বিদুষী নারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।

৫২. এ মহান নারীর স্বতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। জ্জ: এ মহিয়সী নারীর স্বতির প্রতি শ্রন্ধা জানাই।

তে. ভোমার খোদার ওপর কারসাজি করার অভ্যাস গেল না। জ্জ : তোমার খোদার ওপর খোদকারি করার অভ্যাস গেল না।

ধেঃ, পরীক্ষা এলেই কেউ কেউ চোখে হলুদ ফুল দেখে। ত্ত্ব: পরীক্ষা এলেই কেউ কেউ চোখে সর্ষে ফুল দেখে।

^{৫৫}. মাবনের পুতুলটা কি আমাদের সাথে অতদূর হেঁটে যেতে পারবেং 🚾 : ননীর পুতুলটা কি আমাদের সাথে অতদূর হেঁটে যেতে পারবে?

েও. যেমন বুনো কচু তেমনি বাঘা তেঁতুল। জ্ব : যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা ভেঁতুল।

^{१९} আমি কারো সাথেও নেই সতেরতেও নেই। 📭 : আমি কারো সাতেও নেই পাঁচেও নেই।

- ৫৮. সারা জীবন ভূতের মজুরি থেটে মরলাম। গুদ্ধ: সারা জীবন ভূতের বেগার খেটে মরলাম।
- ৫৯, যিনি কাজটা করেছে তিনি ভালো লোক নয়। ক্ষম : যিনি কাজটা করেছেন তিনি ভালো লোক নন।
- ৬০. আমাদের ক্লাসে যে নব্বই জন শিক্ষার্থী তার মধ্যে পঞ্চাশ জনই ছাত্রী। জন্ধ: আমাদের ক্লাসে যে নব্বই জন শিক্ষার্থী আছে তাদের মধ্যে পঞ্চাশ জনই ছাত্রী।
- ৬১. দলীয় কর্মীরা স্বার্থ উদ্ধারে নিজেকে নিয়োজিত করেছে। তদ্ধ: দলীয় কর্মীরা স্বার্থ উদ্ধারে নিজেদের নিয়োজিত করেছে।
- ৬২. এমন কিছু লোকদের জানি, যারা এ অপরাধের সাথে জড়িত। জ্ব্ধ: এমন কিছু লোককে জানি, যারা এ অপরাধের সাথে জড়িত।
- ৬৪. আলফাজ অথবা মুন্না নিজেরা গোলটি করেছে। জন্ধ : আলফাজ অথবা মুন্না নিজে গোলটি করেছে।
- ৬৫. কিছু কিছু লোক আছে যে অন্যের ভালো সইতে পারে না। জন্ধ : কিছু কিছু লোক আছে যারা অন্যের ভালো সইতে পারে না।
- ৬৬. তাহারা যেন সবাই ভূল করিবার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।
 ক্ষ : তারা যেন সবাই ভল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।
- ৬৭. এ প্রেক্ষিতে আমাদের আবেদন। তদ্ধ: এ পরিপ্রেক্ষিতে (প্রেক্ষাপটে) আমাদের আবেদন ...।
- ৬৮. সর্বশেষ ঘটনার ফলশ্রুতিতে। জ্ব: সর্বশেষ ঘটনার ফলে।
- ৬৯. আগামীতে যেন এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব না হয়। শুদ্ধ : ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব না হয়।
- পরবর্তীতে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
 পরবর্তীকালে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
- তিনি ফ্রান্স ও জার্মানি ভাষায় অভিজ্ঞ।
 তদ্ধ: তিনি ফরাসি ও জার্মান ভাষায় অভিজ্ঞ।
- ৭২. এক শ্রেণীর কর্মকর্তারা দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। জ্জ : এক শ্রেণীর কর্মকর্তা দুর্নীতিতে নিমজ্জিত।
- ৭৩, বহু ঘরে-ঘরে ভাত নেই। তদ্ধ : বহু ঘরে/ঘরে ঘরে ভাত নেই।

- ন্ধ্ৰ সৰ আমগুলো খাওয়া শেষ।
 - 🚃 : আমণ্ডলো/সব আম খাওয়া শেষ।
- ac. ভালো ভালো ছেলেরা এখানে উপস্থিত। ক্ষু : ভালো ভালো ছেলে/ভালো ছেলেরা এখানে উপস্থিত।
- _{তার} সব আরোহীরা অবতরণ কর**লে**ন।
- 🦝 সব আরাহী/আরোহীরা অবতরণ করলেন।
- ৭৭. ডাক্তার তাকে ব্রঙ্গাইটিসের চিকিৎসা করছেন।
- _{থিত কারখানার ধোঁয়া পরিবেশকে দৃষণ করে। জ্ঞ : কারখানার ধোঁয়া পরিবেশ দৃষণ করে/পরিবেশকে দৃষিত করে।}
- ৭৯. শক্রকে মোকাবিলা করতে হবে। জন্ধ : শক্রর মোকাবিলা করতে হবে।
- ৮০, মেরেনেরকে সে সময়ে সীমাহীন অভ্যাচার করা হতো।
- ৮১, আমি আপনাকে পরীক্ষা নেব। জ্ব: আমি আপনার পরীক্ষা নেব।
- ৮২. আমাদের টেলিফোন নম্বর পরিবর্তন হয়েছে। তছ: আমাদের টেলিফোন নম্বর পরিবর্তিত হয়েছে/ আমাদের টেলিফোন নম্বরের পরিবর্তন হয়েছে।
- ৮৩. তিনি বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।
 তদ্ধ: তিনি বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার দেন।
- ⁵⁸. মৈর্য্য ও সাহসিকতার সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। ^{তক্ক} : মৈর্য্য ও সাহসের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে।
- ^{৮৫}. যাতায়াতের সুবিধার্থে রাস্তা নির্মাণ করা হবে।
 - 👒 : যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাস্তা নির্মাণ করা হবে।
- ৮৬. প্রধানমন্ত্রী মাছের পোনা অবমৃক্ত করলেন।
 তদ্ধ: প্রধানমন্ত্রী মাছের পোনা ছাড়লেন।
- ৮৭, অল্প জ্ঞানী লোক বিপদজনক।
- জ্ঞ : অপ্পজ্ঞান লোক বিপজ্জনক।
- ^{১৮}. অন্তব্ধ : অনন্যোপায়ী হয়ে আমি তার শ্বরণাপন্ন হয়েছিলাম।
 - জ্জ : অনন্যোপায় হয়ে আমি তার শরণাপন্ন হয়েছিলাম।

- ৮৯. অদ্যাপিও সে অনুপস্থিত।
 - জ্জ : অদ্যাপি/আজও সে অনুপস্থিত।
- ৯০. অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতৃহল ভালো নয়। জ্জ : অনাবশ্যক কৌতৃহল ভালো নয়।
- ৯১. আজকালকার মেয়েরা বেমন মুখরা তেমন বিদ্বানও বটে।
 তদ্ধ: আজকালকার মেয়েরা বেমন মুখরা তেমন বিদ্বাও বটে।
- ৯২. আজকের সন্ধ্যা বড়ই মনমুগ্ধকর। জ্ব্ধ: আজকের সন্ধ্যা বড়ই মনোমুগ্ধকর।
- ৯৩. আবার আপনি আরোগ্য হবেন। জ্জ : আবার আপনি আরোগ্য লাভ করবেন।
- ৯৪. আমি জ্রোড় করে নিবেদন করিতেছি। জ্ব : আমি যুক্ত করে নিবেদন করিতেছি।
- ৯৫. আবাল্য হতেই যত্নপূর্বক ব্যাকরণ পাঠ করা উচিত। জ্জ : আবাল্য সমত্নে ব্যাকরণ পাঠ করা উচিত।
- ৯৬. অনাদি অনন্তকাল ধরে আমি চিরদিন তোমাকে শ্বরণ করবো। তদ্ধ : আমি চিরদিন তোমাকে শ্বরণ করবো।
- ৯৭. ইতিমধ্যে যা ঘটেছে তাতেই তার মানবিকার দেখা দিয়েছে। জ্জ্ব : ইতোমধ্যে যা ঘটেছে তাতেই তার মনোবিকার দেখা দিয়েছে।
- ৯৮. ইহা একটি মুক ও বধির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। তদ্ধ : ইহা একটি মৃক ও বধির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।
- ৯৯. ইদানিংকালে অনেক মহিলাই ববকাট করেন। জ্জ : ইদানীং অনেক মহিলাই ববকাট করেন।
- ১০০. এ ব্যক্তি সকলের মাঝে বয়ঙ্ক। ক্ষ : এ ব্যক্তি সকলের মাঝে বয়োজ্যেষ্ঠ।
- ১০১. এ দায়ীত্ব আমাকে দিও না। তব্ধ: এ দায়িত্বভার আমাকে দিও না।
- ১০২. ঐক্যতান জনতে ভালো লাগে। জ্ব: ঐকতান জনতে ভালো লাগে।

- রাজাকানুক্রমানুসারে আমি সবই জানিতে পারিব, কিন্তু তখন আর উপায় থাকবে না।
 তক্ত : কালক্রমে আমি সবই জানতে পারব, কিন্তু তখন আর উপায় থাকবে না।
 - কলেজের পূনর্মিগনী উৎসবে বন্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যোগদান করেন।
 করে: কলেজের পূনর্মিগনী উৎসবে বন্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করেন।
- 🗴 খেলা চলাকালীন সময়ে গোলমাল শুরু হলো।
- ১০৯ চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ দৃটি বিশ্বয়কর ঘটনা।
 তন্ধ্র: চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ দৃটি বিশ্বয়কর ঘটনা।
- ১০৭, চাপল্যতা পরিহার কর। ক্ষম: চাঞ্চল্য পরিহার কর।
- ১০৮. জনাব প্রধান শিক্ষক সাহেব সমীপেষু।
- ১০৯, যাদুঘরে কিন্তু যাদু দেখানো হয় না। জন্ধ : জাদুঘরে কিন্তু জাদু দেখানো হয় না।
- ১১০. জ্ঞানী মানুষ অবশ্যই যশপাভ করেন। জ্ব : জ্ঞানী মানুষ অবশ্যই যশোপাভ করেন।
- ১১১. জমিজমার সামান্য আয় থেকে তিনি কোনমতে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করেন।

 স্ক : জমিজমার সামান্য আয় থেকে তিনি কোনমতে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন।
- ১১২ জ্ঞানি মূর্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। ত্ত্ব: জ্ঞানী মূর্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
- ১১৩. তারা শব পোড়াতে গেল। তত্ত্ব : তারা শব দাহ করতে গেল।
- ১১৪, তার আচরণ উদ্ধতপূর্ণ। তত্ত্ব: তার আচরণ ঔদ্ধত্যপূর্ণ।
- ১১৫. ডিনি এ ঘটনার চাক্ষুস সাক্ষী। তথ্য: ডিনি এ ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী।
- ^{১১৬} জদৃষ্টে সকলেই আনন্দিত হইল। ^{তব্ধ} : তদ্বৰ্শনে সকলেই আনন্দিত হইল।

- ১১৭. তিনি সানন্দিত চিত্তে সম্মতি দিলেন।
- ১১৮. তার দেহ আপাদমন্তক পর্যন্ত আবৃত্ত ছিল। ক্ষম: তার দেহ আপাদমন্তক আবত ছিল।
- ১১৯. তিনিও তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন, আমার আর বাঁচার স্বাদ নেই। গুদ্ধ: তিনিও তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন, আমার আর বাঁচার সাধ নেই।
- ১২০. ভার জোষ্ঠ পুত্র ও কনিষ্ঠ কন্যা বিদেশে গিয়েছে। গুন্ধ : ভার জোষ্ঠ পুত্র ও কনিষ্ঠা কন্যা বিদেশে গিয়েছে।
- ১২১. তারা যাইতে যাইতে এ দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ ও বিশ্বিত হলো।
 তদ্ধ : তারা যেতে যেতে এ দৃশ্য দেখে মুগ্ধ ও বিশ্বিত হলো।
- ১২২, তাহার জন্য অপেক্ষা করা সমীচিন হবে না। ভদ্ধ; তার জন্য অপেক্ষা করা সমীচীন হবে না।
- ১২৩, তার মত কৃশলী শিল্পী ইদানিং কালে বিরল। গুদ্ধ : তার মত কৃশলী শিল্পী ইদানীং বিরল।
- ১২৪. তার কঠিন পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে সে সাফল্য অর্জন করল। শুদ্ধ : কঠোর পরিশ্রমের ফলে সে সাফল্য অর্জন করল।
- ১২৫. দ্রাকাঞ্চা ত্যাগ করলে সুখী হবে। শুদ্ধ: দুরাকাঞ্চা ত্যাগ করলে সুখী হবে।
- ১২৬. দিনবন্ধু মিত্র মূলত নাট্যকার। শুদ্ধ : দীনবন্ধু মিত্র মূলত নাট্যকার।
- ১২৭. দারিদ্রতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা।
 তদ্ধ: দারিদ্য বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা।
- ১২৮. নতুন নতুন ছেলেগুলো ইঙ্কুলে এসে বড় উৎপাত করছে। শুদ্ধ : নতুন ছেলেগুলো স্থুলে এসে বড় উৎপাত করছে।
- ১২৯. নীরিহ অতিথী গুধুমাত্র আশির্বাদ চেয়েছিলেন। গুদ্ধ: নিরীহ অতিথি গুধু আশীর্বাদ চেয়েছিলেন।
- ১৩০. পনপ্রথা আজও শেষ হয়নি। শুদ্ধ : পণপ্রথা আজও শেষ হয়নি।
- ১৩১. পিপিন্সিকা আর মরিচিকার পিছু ধাওয়া করা একই কথা। শুদ্ধ : পিপীন্সিকা আর মরীচিকার পিছে ধাওয়া করা একই কথা।

- প্রানে ঐক্যতান বাজলে দুঃখ থাকে না।
- ১৩৩. ব্যাকুলিত চিত্তে আমি তাকে দেখতে গেলাম। তন্ধ : ব্যাকুল চিত্তে আমি তাকে দেখতে গেলাম।
- 88. বাল্যাবধি হইতে সে এখানে আছে।
- ১৩৫. বাংলা বানান আয়ত্ব করা কঠিন। ডব্ধ : বাংলা বানান আয়ত্ত করা কঠিন।
- ১৩৬, বিষয়াভিভূত হতবাক চিন্তে আমি তোমাকে দেখিতেছিলাম। ব্যস্ক : বিষয়াভিভূত চিন্তে আমি তোমাকে দেখিতেছিলাম।
- ১৩৭. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান দক্ষিণ এশিয়াতে। জন্ধ : ভৌগোলিক দিক থেকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত।
- ১৩৮. ভাইয়ে ভাইয়ে ঐক্যতা নাই। জ্ব: ভাইয়ে ভাইয়ে ঐক্য নাই।
- ১৩৯. আন্তি কিছুতেই ঘুচে না। জ্ব : আন্তি কখনো ঘোচে না।
- ১৪০. মাতাহীন শিন্তর কি দুঃখ! জন্ধ : মাতৃহীন শিন্তর কি দুঃখ!
- ³⁸³. মিঠুর কোন ভৌগলিক জ্ঞান নেই। জ্জ : মিঠুর কোনো ভৌগোলিক জ্ঞান নেই।
- ^{১৪২,} মুহুর্তকাল নিরব থেকে সে বলল, 'আমার কেউ নেই।' ^{জ্ব}: মুহুর্তকাল নীরব থেকে সে বলল, 'আমার কেউ নেই।'
- ^{১৪৩}. মেয়েটির সঙ্গীতে কোন মাধুর্যতা নেই।

 তদ্ধ : মেয়েটির সঙ্গীতে কোন মাধুর্য নেই।
- ¹⁸⁸. মহারাজ সভাগৃহে প্রবেশ করলেন। তত্ত্ব: মহারাজ সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন।
- ¹⁸⁸⁶. মাতৃবিয়োগে তিনি শোকানলে মগ্ন। ^{তথ্য} : মাতৃবিয়োগে তিনি শোকানলে দগ্ধ।

৭৪ প্রফেসর'স বিসিএস রাজা

- ১৪৬. মনকামনা পূর্ণ না হওয়ায় সে মনোস্তাপে ভূগছে।
 তদ্ধ: মনকামনা পূর্ণ না হওয়ায় সে মনস্তাপে ভূগছে।
- ১৪৭. যিনি যথার্থই বিদ্যান, তিনি কখনো নিজের বিদ্যার গৌরব করে না। জ্জ : যিনি যথার্থই বিদ্যান, তিনি কখনো নিজের বিদ্যার গৌরব করেন না।
- ১৪৮. রবীন্দ্রনাথ একজন কৃতিপুরুষ।
 তদ্ধ: রবীন্দ্রনাথ একজন কীর্তিমান পরুষ।
- ১৪৯. রাষ্ট্রিশ্রধানগণ আপাতত ঐক্যমতে পৌছলেন, তবু আগামীতে কি ঘটনে বলা যায় না। তব্ধ : রাষ্ট্রশ্রধানগণ আপাতত ঐকমত্যে পৌছলেন, তবু অবিদ্যুতে কি ঘটনে বলা যায় না।
- ১৫০. শিক্ষার অন্যতম একটি উদ্দেশ্য মনের প্রসারতা বর্ধন।
 তদ্ধ : শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য মানসিক প্রসারতা বর্ধন।
- ১৫১. শোক সভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজিবি, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখগণ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। তদ্ধ: শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন।
- ১৫২. শামসুর রাহমান বাংলাদেশের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।
 তদ্ধ: শামসুর রাহমান বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।
- ১৫৩. সদা সর্বদা তোমার উপস্থিতি প্রার্থনীয়। তন্ধ: সদা বা সর্বদা তোমার উপস্থিতি প্রার্থনীয়।
- ১৫৪. সকলেই দৈব্যের আয়ন্তাধীন। জ্জ্ব: সকলেই দৈবের অধীন।
- ১৫৫. সে আজকাল ভয়ানক সুখে আছে। ক্ষ : সে আজকাল খুব সুখে আছে।
- ১৫৬. স্বাক্ষর লোক মাত্রই শিক্ষিত নয়। তদ্ধ : সাক্ষর লোক মাত্রই শিক্ষিত নয়।
- ১৫৭. সে কৌডুক করার কৌডুহল সম্বরণ করতে পারলো না।
 জ্ব: সে কৌডুক করার কৌডুহল সংবরণ করতে পারলো না।
- ১৫৮. সব ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের আতিথ্য সৎকার করা উচিত। ক্ষম: সব ধনাঢ়া ব্যক্তির অতিথি সেবা করা উচিত।
- ১৫৯. সত্মান, সান্তনা, সন্তুনা, সমিচিন ইত্যাদি শব্দাবলী অনেক ছাত্র-ছাত্রীরা তন্ধ লিখতে পারে না। তন্ধ: সত্মান, সান্তুনা, সন্তান, সমীচীন প্রভৃতি শব্দ অনেক ছাত্র-ছাত্রী তন্ধ লিখতে পারে না।
- ১৬০. সাধারণ জন গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলে।
 তদ্ধ: সাধারণ মানুষ গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলে।

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান

৯ম বিসিএস :	79467-7949
ভাতত	তদ্ব
हिंदी वर्ष भोगा राज्युक वर्षा क्या करवायान । हिंदी स्वीक रवजार व्यानिहरून । व्यान्याद वर्षे भारत भारत यहां करवाया । स्वान्याद वर्षे भारत भारत यहां करवाया । स्वीक्याद सांस्थापा वर्षक करा । सारवेश्वाद सांस्थापा वर्षक करा । सारवेश्वाद सांस्थापा वर्षका करा । सारवेश्वाद सांस्थापा वर्षका करा । सारवेश्वाद सांस्थापा वर्षका करा । सारवेश्वाद सांस्थापा वर्षका वर्षिया । १३ सुकंस नित्त एवल राज्यापा प्यावत करे तरें । अस्तार्वक व्यानुष्ठि वर्षी-सीकी ज्ञारत व्यवदा । ३३ सुकंस नित्त एवल राज्यापा प्यावत करवाया । ३३ सुकंस नित्त एवल राज्यापा प्यावत करवाया ।	১ তিনি এ খাঁদা প্রত্যক্ত করেছেন। তিনি সঞ্জীক কেয়তেও আস্থিতিলে। ত. অনুভাবে খার খার বাহারপর। ত. অনুভাবে খার খার বাহারপর। ত. সব বিষয়ে বাহাল্য বর্জন কর। ত. আবার বাহাল্য বর্জন কর। ত. আবার মানা তথানি চকার গিতারিলান। ত্রাবার্তিল সকার উপান্তিত ছিল। চ. নিরস্বার্গন সিম্পার্শন করেছে। ত. আবার্লাক বার্কেলার বর্জন করেছে। ত. আবাুলিক তেলাই ও করিব বৈশিলা। ত. আবাুলিক তেলাই ও করিব বৈশিলা। ত. আবাুলিক তেলাই ও করিব বৈশিলা। ত. আবাুলিক তেলাই ও করিব বিশিলা ত. আবাুলিক বাুলিক ব

२०. आधुमक क्राञ्चार वर्ष कार्यस (तामक्ष)ण । २১. मुर्कका नितर (संदर कर नराला 'चामार कहे लहें" । २०. सहारामन धकि छेनुरुगील राष्ट्रि । २०. मुब-मूरक्ष अमूर्जुरु धनी-निस्नी जकरणत धकर्सण । २८. हेरुन्नु युद्धित छारा कर्रमात्र भरियोग क्षासांचन ।	 মুর্ভকাল নিরব থেকে লে কলনো, "আমার কেউ নেই।" মুর্ভকাল নিরব থেকে লে কলনো, "আমার কেউ নেই।" বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। সৃথ-দুরুধের অনুভূতি ধনী-নির্ধন সবার একরপ। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে কঠোর পরিশ্রাম প্রয়োজন। 		
১০ম বিসিএস	: 7949-7990		
वन्	তদ্ধ		
নিনা নাৰ্কিক চিহে সৰ্বাটি দিয়েল। লোকৰাক কা কা কানোগোল নেই। আ মাৰ কা কা কানোগোল নেই। আ মাৰ কা কা কানোগোল নেই। আ মাৰ কা কা কা কানোগোল নেই। আ মাৰ কা কুটিত কামী লোক হয় না। আ মাৰ কা কুটিত কামী লোক হয় না। আ মাৰ কা কা কামী লোক হয় না। কা কাৰা নামায়েল মাৰ কামীতিত হোৱাই। কৈ আনৰ নামায়েল মাৰ প্ৰতিটিত বালি। কি আৰু নামায়েল মাৰ কামীতিত বালি। কি মাৰ নামায়েল মাৰ কামীতিত। কামী কোনা নামায়েল মাৰ কামীতিত। কামী কামীতা নামায়েল মাৰ কামীতিত। কামীতা নামায়েল নামায়েল মাৰ কামীতা নামায়েল মাৰ কামীয়েল	তিন সালক হিবে সম্পর্ট নিক্তান তার্বাপায়র তার মন নেই। তার করে বাবানামকক আবৃত হিল। তার করে আবানামকক আবৃত হিল। তার করে আবানামকক আবৃত হিল। তার করে আবানামর । তার করে আবানামর । তার করে করে করি করে বিক্তান করে বাবানামর । তার করে করি করি করে বাবানামর তার করে করে করে করি করে বাবানামর তার করে করে করে করে করে করে করে করে করে তার করে করে করে করে করে করে তার করে করে করে করে তার করে করে করে করে তার করে করে করে তার করে করে তার করে করে তার তার করে তার তার করে তার তার করে তা		

ъ.	কালনুক্রমানুসারে আমি সবই জানিতে পারিব, কিন্তু তখন আর উপায় থাকবে না।	 কালক্রমে আমি সবই জানতে পারব, কিন্তু তথন আগ উপায় থাকবে না।
	বিশ্বয়তিত্ব হতবাৰ চিত্তে আমি তখন ভোমাকে দেখিতেছিলাম।	 বিশ্বয়াভিত্ত চিত্তে আমি তখন তোমাকে দেবিভেছিলার।
	म्रानीन क्विंग स्ट्रेंट वक्वि ख्राह्म नाथ क्वर चावृति क्विंग्र गढ़।	১০. নিৰ্বাচিত কবিতা থেকে একটি বেছে নাও এবং আবৃতি ^{কৰ} ।
22.	মাননীয় সভানেত্রী এবং উপস্থিত সকল শিক্ষকগণকে লক্ষ্য করে তিনি কথাগুলি বললেন।	১১ মাননীয়া সভানেত্রী এবং উপস্থিত সব শিক্ষককে লক্ষ্য করে তিনি কথাগুলো বললেন।
	অনাদি অনন্তকাশ ধরে আমি চিরদিন তোমাকে স্বরণ করবো।	১২, আমি চিরদিন তোমাকে স্বরণ করব।
	রাষ্ট্রপ্রধানগণ আপাতত ঐকমত্যে পৌছুলেন, তবু আগামীতে কি ঘটবে বলা যায় না।	১৩. রাষ্ট্রপ্রধানগণ আপাতত ঐকমত্যে পৌছলেন, ^{তবে} ভবিষ্যতে কী ঘটবে বলা যায় না।
38.	অনোন্যপায়ী হইয়া আমি তোমার সরণাপন্ন হইলাম।	১৪. অনন্যোপার হইরা আমি তোমার শরণাপন্ন হইনাম

¢.	বাবু চলিলেন, যেন গজেন্দ্রগামিনী।	0
6 .	ইতিমধ্যে যা ঘটেছে তাতেই তার মনবিকার দেখা দিয়েছে ।	0
9.	সর্বদেহে অসহ্যনীয় ব্যথা, ঔষধ দেব কোথায়ঃ	9
h-	कालक्षक्रशानमाग्व खाघ्रि प्रवंडे कानिएक शाविव किल	1

পিপীলিকা আরু মরিচিকার পিছ ধাওয়া করা একই কথা।

আমাদের দৈন্যতা দক্ষি তোমার পুলকের কারণ কিং

 মনস্কামনা পর্ণ না হওয়ায় সে মনোস্তাপ ভগছে। মনস্কামনা পর্ব না হওয়ায় সে মনস্তাপে ভগছে। ১ অভ্যান্ত গরমে ক'ই পাঞ্চি বাতাস করিতের না কেনঃ অভান্ত গরমে কষ্ট পাচ্ছি বাভাস করছ না কেন? আমাদের দীনতা দেখে তোমার পুলকের কারণ কি?

১৩. গতকাল নীলিমা লালপেডে শাভি পরেছিল। ১৪ তোমার গোপনীয় কথা শোনা আমার পক্ষে সার নয়। ১৪ তোমার গোপন কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ১২তম বিসিএস : ১৯৯১-১৯৯২

 আবাল হতেই সফ্তপ্র্বক ব্যাকরণ পাঠ করা উচিত। ৯. **আবাল্য সমতে ব্যাকরণ পাঠ** করা উচিত ১০. সব ধনাঢ়া ব্যক্তিবর্গের আতিথা সংকার করা উচিৎ। ১০. সব ধনাতা ব্যক্তির অতিথি সংকার করা উচিত <u>।</u> ১১ তার কাজ করার জন্য আমি আপ্রাণ চেস্টা করব। ১১ তার কাজের জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করে। ১২, মাতবিয়োগে তিনি শোকানলে দপ্ত। ১২. মাতবিয়োগে তিনি শোকানলে মগ্র। ১৩. গতকাল নীলিমা লাল পেডে শাভি পরেছিল

৭ তিনিও তোমাব বিকদ্ধে সাঞ্চী দিলেন আমাব আব বাচাব স্থাদ নেই। ৮ সে সম্ভট অবস্থায় পড়েছে।

শশীভ্ষণ গীতাঞ্চলী পাঠ করেছে।

8. বিষয়সমূহে বাচ্চল্যতা বর্জন করবে।

 মহাবাজ সভাগতে প্রবেশ করলেন। অনাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার।

১. এমন অসহনীয় ব্যাখ্যা কখনও অনুভব করিনি। ১ সে কৌতক করার কৌতহল সম্বরণ করতে পারল না।

১১তম বিসিএস : ১৯৯০-১৯৯১

৩ মহারাজ সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন ८ अव विषया वांछ्ला वर्छन कवरव । ০ অনাভাবে ঘবে ঘবে হাহাকাব।

বাঁচাব সাধ নেই।

b. সে সন্ধটে পড়েছে।

১. এমন অসহা বাথা কখনও অনুভব ক্রিটি

ক্রি তমি ও সে কাল সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ দেখিতে যাব। ন্ত্ৰি যথান্ত্ৰীই বিদ্যান, তিনি কখনও নিজের বিদ্যাব লৌৱৰ কৰে না।

ভার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও কনিষ্ট কন্যা বিদেশ গিয়াচে। বিষয়টির বিষদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। ত্তহা একটি মুক ও বধির প্রশিক্ষণ কেনে।

৬. শশিভ্যণ গীতাঞ্জলি পাঠ করেছে। তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন, আমার ক্রচ

আলেয়া আর মরীচিকার পিছে ধাওয়া করা একই কবা।

ইতোমধো যা ঘটেছে ভাভেই ভার মনোবিকার দেখা নিয়েছে।

সর্বদেহে অসহা/অসহনীয় বাখা. ঔষধ দেব কোবায়া

বাব চলিলেন যেন গজেলগমন।

২. সে কৌতুক করার কৌতুহল সংবরণ করতে পারলে আ

নাম হচ্ছে বাজেট। ²² যাধিনতা ও বিজয় দিবশে সাভার জাতীয় ১২, স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসে সাভার জাতীয় সূতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলী দিবার ব্যবস্থা আছে। শ্বতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয়ার ব্যবস্থা আছে। ³⁰. नक्षिणन ७ সञ्जविधान छाना थाकिरल रानान छून १८४ ना । ১৩. পত্তবিধান ও ষত্তবিধান জানা থাকলে বানান ভূল হবে না।

৭. তার মতো কুশলী শিল্পী ইদানীং বিরল। h আমাব অধীন এ কর্মচারী বেশ বিশ্বস্ত । ভিনি অগবা অঞ্চলন বিদর্ভন করিয়া সময় নট করছেন। ৯ তিনি অযথা অঞ্চ বিসর্জন দিয়ে সময় নষ্ট করছেন। ২০. ক্ষরিশ শতক আসিতে আর মাত্র চারি কসের বাকি রয়েছে। ১০. একবিশে শতাব্দী আসতে আর মাত্র চার বছর বাকি রয়েছে। সরকারের বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশের ১১. সরকারের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশের নাম হতেছে বাজেট।

৬. সদচ্ছিত হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল। ৭ তার মত কুশলী শিল্পী ইদানিং কালে বিরল। আমার অধীনস্ত এ কর্মচারী বেশ বিশ্বস্থ ।

 ইবুর্তের ভুলে বিদুষীরাও বিপাকে পড়ে। ৫. পুরাণ চাল ভাতে বাডে।

ে মুর্ব লোকের দুর্গতির সীমা থাকে না।

শারিরক অবস্থা বঝিয়া চিকিৎসক ডাকাবে।

). ভাষার জন্য আপক্ষা করা সমীচিন হবে না।

১৭তম বিসিএস : ১৯৯৫-১৯৯৬ ১ তার জন্য অপেক্ষা করা সমীচীন হবে না। শারীরিক অবস্তা ব্রুরে চিকিৎসক ডাকবে।

১২ ভাহার প্রতি এতটা অন্যায় করিলে সবাই দোষ দিবে। ১৩, তোমরা সুখে-দুগ্লখ একে অন্যের সাথি হও। ১৪ বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান দক্ষিণ এশিয়াতে। ১৪ বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান দক্ষিণ-পর্ব এশিয়ায়।

৫. পুরান চালে ভাত বাড়ে।

১১ ভারা মাইতে ঘাইতে এ দৃশ্য দেখিয়া মৃদ্ধ ও বিশ্বিত হল। ১১, তারা যেতে যেতে এ দৃশ্য দেখে মুগ্ধ ও বিশ্বিত হলো। ১২, তার প্রতি এতটা অন্যায় করলে সবাই দোষ দেবে।

প্রমথ শ্রদ্ধাগুলি প্রদান করেন। ১০. মনীষী মুহত্মদ শহীদুল্লাহ একটি আদর্শ বালো ব্যাকরণ রচনা করেন।

৩ মর্থ লোকদের দর্গতির সীমা থাকে না।

৪. মুহূর্তের ভূলে বিদুষীও বিপদে পড়ে।

৬. সলজ্জ (লজ্জিত) হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল।

৯. শোকসভায় বিশিষ্ট বৃদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক

 দারিদা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা । b এসব মানষের কোনো ঠিকানা নেই।

 ইহা একটি মক ও বধির প্রশিক্ষণকের। ৬. পরিবেশ দৃষণ সমস্যা দিন দিন জটিল হচ্ছে।

৪ বিষয়টিব বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।

সে তমি ও অমি কাল সাভার জাতীয় শতিসৌধ দেখতে যাব। ১ যিনি যথার্থই বিদ্বান তিনি কখনো নিজের বিদ্যার लीवव करवन मा । ৩ তার জ্যেষ্ঠপত্র ও কনিষ্ঠ কন্যা বিদেশে গেছে।

১৫তম বিসিএস - ১৯৯৪-১৯৯৫

লাবিবেশ দোষণ সমস্যা দিন দিন জটিল হচ্ছে।

শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক

দারিদতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা।

প্রমাধাণ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন।

गाकरण दुरुना करदन ।

ब्हें अव भानुबंधनित कान ठिकाना त्ने ।

্ৰ মুবিধী মহম্মদ শহীদুৱাহ একটি আদুৰ্শ বাংলা

১৬, তোমার সুখে দুরখে পরস্পরের সাথী হও।

.....

2004 Idiada: 5004-2000			
	অতদ্ধ		তদ্ধ
	ইয়ানিংকালে আনক মহিলাই বংকাট করেন। বালে বিক্রানা বালে বিক্রানা বালে বুলি বালে বালে বুলি বালে বালে বালে বিক্রানা বালে বিক্রানা বালে বিক্রানা বালে বিক্রানা বালে বিক্রানা বালে বালে বালে বালে বালে বালে বালে বাল	208699788	হৃদানীং আনক মহিলাই ববকাট করেন , প্রাথে এইকান বাজনে দুগুৰ থাকে না। কিনি প্রকাহেই বাজি কোকে বের হাজেন এ কাজটি করা আমার পাকে সাম না, কিনি জাটির প্রকাহের এক সংবাদিক সম্পান, কৌ বাজকে কাজকারিক সিম্পান করা, নিরীহ অভিনিব শুরু আশীর্ষাক চারিক্ত। আজি কর্মকার বাজিক্ত। আজি কর্মকার বাজিক। বাজিক ক্রাক্তনাক, খান্তা নর।

২০তম বিসিএস : ১৯৯৮-১৯৯৯

	অতদ্ধ		তদ্ধ
١.	রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।	۵.	রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য।
2.	তার উদ্ধতপূর্ণ আচরণে ব্যথিত হয়েছি।		তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে আহত হয়েছি।
0.	সকল সভাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।	0.	সভ্যগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।
8.	অন্যায়ের প্রতিদান দুর্নিবার্য।	8.	অন্যায়ের প্রতিদান দুর্নিবার।
a.	তাদের মধ্যে বেশ সখ্যতা দেখতে পাই।	a.	তাদের মধ্যে বেশ সখ্যভাব দেখতে পাই।
b .	এ দায়িত্ব আমাকে দিওনা।	& .	এ দায়িতৃভার আমাকে দিও না।
9.	শরীর অসুস্থ্যের জন্য আমি কাল আসিনি।	9.	অসুস্থতার জন্য আমি কাল আসিনি।
ъ.	जापादक यनि जनायाना जुनती, ज्यत वे त्यरहिएक कि कनरकनः	ъ.	আমি যদি অসামান্য সুন্দরী হই, তবে ঐ মেডেটিকে কি কালে
8.	অমি সকলের সহযোগীতার আবশ্বনীয় স্বার্থকতা লাভ করতে চাই।	8.	আমি সকলের সহযোগিতায় উপযুক্ত সার্থকতা লাভ করতে চাই
30.	তিনি এ ঘটনার চাক্ষস সাক্ষী।		তিনি এ ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

২১তম বিসিএস : ২০০০

	অতদ্ধ		তদ্ধ
	জ্ঞানি মূর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।		জ্ঞানী মূৰ্ব অপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠ।
খ.	শিক্ষার্থিগণের মধ্যে অনুপস্থিতের সংখ্যা কম।	14.	শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুপস্থিতির সংখ্যা কম।
	ধৈর্যতা, সহিষ্ণৃতা মহত্বের লক্ষণ।		ধৈর্য, সহিষ্ণুতা মহত্ত্বের লক্ষণ।
	অঙ্ক কষিতে ভূল করা উচিৎ নয়।		অঙ্ক কষতে ভুল করা উচিত নয়।
·		15.	অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতৃহল ভালো নয়।
Б.	এই দুর্ঘটনা দৃষ্টে আমার হৃদকম্প উপস্থিত হইল।	Т.	এ দুর্ঘটনা দেখে আমার হৃদকম্প উপস্থিত ইট
5	তিনি স্বন্ত্ৰীক ষ্টেসনে গিয়াছেন।	10	তিনি সম্বীক্র শৌশনে গিয়েছেন।
	সন্মান, সান্তনা, সন্ত্মান, সমিচিন ইত্যাদি শব্দাবলী অনেক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়া শুদ্ধ লিখতে পাৱে না।		সশ্মান, সান্ত্বনা, সন্তান, সমীচীন ইত্যাদি শদ্মি অনেক ছাত্ৰছাত্ৰী তন্ধ করে লিখতে পারে না
레 .	রচণাটি ভাবগভীর, তবে ভাষার দৈন্যতা রহিয়াছে।	ঝ.	রচনাটি ভাবগঞ্জীর, তবে ভাষায় দীনতা রয়েছে
43.	তাহার বৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ।		তার বৈমাত্রেয় ভাই অসুস্থ।

২২তম বিসি	২২তম বিসিএস : ২০০১	
বিশ্ব নিবাল কৰে। ক্রিক্তার সামানু আহ থেকে তিনি কোনমাত ক্রিবুবি নিবাল কৰে। ক্রের বহুলন বালানের ক্রের নালাক প্রের করি। ক্রের বহুলন বালানের ক্রের নালাক প্রের করি। ক্রের বহুলন বালানের ক্রের নালাক প্রের করে। ক্রের বহুলন বালাক প্রের ব্যাকর বালাক করে। ক্রের বহুলন বালাক প্রের বালাক বালাক করে। ক্রের বালাক ব্যাকর বালাক ব	ज्या के क्षितिकार नामाना आह त्याव किनि दकातामारक मुस्तिवृधि कराना । गानामून शास्त्रमा नामाना त्याक विशेष विशे । गानामून शास्त्रमा नामानाम त्याक विशेष विशे । गानामून शास्त्रमा नामानाम त्याक विशेष विशेष । गानाम नामानाम त्याक विशेष । गानाम नामानाम त्याम त्याक व्याव विशेष । गानाम नामानाम त्याम त्याक व्याव निर्माणिताम । गानाम नामानाम त्याम त्याक व्याव निर्माणिताम । गानाम नामानाम त्याम त्याम नामानाम त्याम नामानाम त्याम । गानाम नामानाम त्याम नामानाम त्याम नामानाम त्याम । गानाम नामानाम त्याम नामानाम । गानाम नामानाम नामानाम । गानाम नामानाम नामानाम । गानाम नामानाम नामानाम ।	

WOR.	98
ক্ জ্ঞানী মানুষ অবশ্যই যশলাভ করেন। নজের বিষয়ে তার কোন মনযোগ নেই।	 क. छानी मानुष जवगाउँ यरगानाछ करतन । भं, निरक्तत विषया जात कारना मरनायान तन्य ।
্তার দুরাবস্থা দেখে দুংখ হয়।	গ. তার দুরবস্থা দেখে দুঃখ হয়।
নরপরাধী ব্যক্তিকে ক্ষমা কর।	ঘ. নিরপরাধ ব্যক্তিকে ক্ষমা কর।
s. সে আকণ্ঠ পর্যন্ত পান করেছে।	ঙ. সে আকণ্ঠ পান করেছে।
s. মৃত্যু ভয়ে সে সশঙ্কিত হল	চ. মৃত্যু ভয়ে সে শঙ্কিত হলো।
হ্ব বন্ধুর ভূল সম্পর্কে সতর্কিত করা উচিত।	ছ, বন্ধুকে তার ভূল সম্পর্কে সতর্ক করা উচিত।
জ্ব. এ প্রশংসা তার সম্পর্কে প্রযুজ্য নয়।	জ, এ প্রশংসা তার সম্পর্কে প্রয়োজ্য নয়।
ৰ. তার সৃদ্ধিত ভূলে তার ভবিষ্যৎ নষ্ট হল।	ঝ. তার সৃষ্ট ভুলে তার ভবিষ্যৎ নষ্ট হলো।
এ. সে প্রবই বিদ্যান ব্যক্তি।	এঃ, সে খুবই বিশ্বান ব্যক্তি।

অবদ্ধ	তদ্ধ
্ কান ভূল দোষণীয়। ইম্ম্ম প্রমাণ হয়েছে। ইম্ম্ম প্রমাণ হয়েছে। ইম্ম্ম পুরির জন্যে চাই কঠোর পরিশ্রম। ইম্মমীনস্ক কর্মচারীরা করেছে। ইম্মমীনস্ক কর্মচারীরা করেছে।	ক, বানান ভূল দৃষ্ণীয়। খ, ইচ্ছা প্রমাণিত হরেছে। গ, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চাই কঠোর পরিশ্রম। খ, অধীন কর্মচারীরা কাজটি করেছে। ঋ, ছেলেটি অত্যন্ত মেধারী।
জ্ঞাপান উত্নতশীল দেশ। বিনয় উত্নত ব্যক্তিতোর উপাদান। ব্যক্তকারীরা সমাজের শক্রা। ব্যক্তকারীরা সমাজের শক্রা। ব্যক্তকারীরা সমাজের শক্রা। ব্যক্তিবিধ প্রকার দ্রব্যা কিনলাম।	 চ. জাপান উন্নত দেশ। ছ. বিনয় উন্নত বাকিত্বের উপাদান। জ. দুঞ্চকারী সমাজের শত্রু। ঝ. দীনতা প্রশংসনীয় ময়। ঞ. বিবিধ দ্রমা কিলাম।

এঃ উপবোক।

অবদ্ধ

১৫তম বিসিএস : ২০০৫

	অতদ্ব	ভদ্ধ	
	গভভাপিকা প্রবাহ।	ক, গড্ডলিকা প্রবাহ।	
	ইহার আবশ্যক নাই।	খ, ইহার আবশ্যকতা নাই।	
91	এটা হছে ষষ্ঠদশ বার্ষিক সাধারণ সভা।	গ. এটা ষোড়শতম বার্ষিক সাধারণ স	
	সকল সদস্যবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।	ঘ, সদস্যবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।	
6.	তিনি সন্ত্রীক কুমিল্লায় বাস করেন।	 ভ. তিনি সন্ত্রীক কুমিল্লায় বসবাস করে 	न ।
Б.	লোকটি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছে।	চ. লোকটি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দি	য়ভে

<u> मिर्याक</u> ছ, বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে তার আবেদন মগুর করা সভ চ বর্লিন অবস্থার প্রেক্টিতে তার আবেদন মঞ্চর করা বায়।

জ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদেরকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে। জ. মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে ঝ সাক্ষরতা কর্মসচি সফল হয়েছে। বা স্বাক্ষরতা কর্মসচী সফল হয়েছে।

১৭তম বিসিএস : ২০০৬

ঞ উপর্যক্ত।

 	তিনি শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করেছেন।	 	তি
뉙.	জাপান একটি সমৃদ্ধশালী দেশ।	뉙.	জা
19.	কাব্যটির উৎকর্ষতা প্রশংসনীয়।	9	কা
¥.	রবীন্দ্রনাথ ভয়ঙ্কর প্রতিভাবান কবি ছিলেন।	ঘ.	রবী
8.	তার কথার সঙ্গে কাজের সামঞ্জস্যতা নেই।	₭.	তা
Б.	দারীদ্রতাই মধুসূদনের শেষ জীবনের বৈশিষ্ট্য।	Б.	দানি
5	দূর্জন বিদ্যান হলেও পরিত্যজ্ঞা।	夏,	দুৰ্ভ
छ.	নেপালের ভৌগলিক সীমা বর্ণনা কর।	™ .	লে

ন শঠিদমিনারে শদ্ধাঞ্চলি প্রদান করেছেন।

পান একটি সমদ্ধ দেশ। ব্যটির উৎকর্ষ/উৎকষ্টতা প্রশংসনীয়।

ক্রিয়ার অন্যন্ত প্রতিভাবান কবি ছিলেন। র কথার সাথে কাজের সামগুস্য নেই। রুদ্যুই মধুসূদনের শেষ জীবনের বৈশিষ্ট্য

র্জন বিঘান হলেও পবিত্যাজা। পালের ভৌগোলিক সীমানা বর্ণনা কর। ঝ. সে কৌডক করার কৌডুহল সম্বরন করতে পারল না। বা. সে কৌডুক করার কৌডুহল সম্বরণ করতে পারল না। এ३. वाधीनग्राखनकाल वाला नारेक्व काग्रविक केंन्नि प्राविक संस्त्रकः । थ३. वाधीनग्राखनकाल वाला नारेक्व काग्रिक हैन्ति प्राविक सम्राव

১৮তম বিসিএস : ২০০৯

বানান, শব্দ প্রয়োগ, বিন্যাস, চলিতরীতি ইত্যাদি শুদ্ধ করে নিমের বাক্যগুলো পুনরায় লিখুন :

 এমন মাধর্যতাপর্ণ আচরন সকলের মৃগ্ধ সৃষ্টি কোরবেই। উত্তর : এমন মাধর্যপূর্ণ আচরণ সবাইকে মুগ্ধ করবেই।

২. সশঙ্কিত মানুষটি বুদ্ধিহীনতা ভূগিবে এমন ভাবছ কেমন কারনেই? উত্তর : শক্ষিত মানুষ বৃদ্ধিহীনতায় ভূগবে, এমন ভাবার কারণ নেই।

৩. কবি সামগ্রের ধারনা ত্রুটি রহিয়াছে বলে মনে হয়। উত্তৰ - কবিব সামপ্রিক ধারণায় ক্রটি আছে বলে মনে হয়।

8. প্রতিভা ফরমাইশ দিয়া গড়া যায় নাই, উহা প্রকৃতির দান, কৃতাঞ্জলীপুটে গ্রহণ করতে হয়। উদ্ভব : প্রতিভা ফরমাশ দিয়ে গড়া যায় না, এটা প্রকৃতির দান, কৃতাঞ্জলিপুটে গ্রহণ করতে হয়।

৫. হল বিশাল খুড়িতেই কেচো গর্ভ লম্বা বাহির সর্প থেকে। উত্তর : কেঁচোর গর্ভ খুড়তেই বিশাল লম্বা সাপ বের হলো। ক্ষল ঝাড়ুনার মহিপারা রাস্তা পরিষার করছিল এবং রাশি রাশি পাতাগুলো রাষ্টার এক পার্ষে ক্রপিকৃত করে রাখিতেছিল। ক্ষাব্দ : স্বাভূদার মহিলারা রাস্তা পরিষ্কার করছিল এবং পাতাগুলো রাস্তার এক পাশে স্তুপ করে রাখছিল।

ক্র্যা সজল মেঘকজ্বল দিবসে সূর্য্যের উজ্জ্বলতা থাকে না। স্ক্রের : বর্ষাম্নাত মেঘাচ্চ্ম দিনে সূর্যের উজ্জ্বপতা থাকে না।

ু বালোদেশের সপক্ষে কী ভালো কী মন্দ, তাহা বাংলাদেশই ঠিক করবে।

করে : বাংলাদেশের জন্য কী ভালো কী মন্দ, তা বাংলাদেশই ঠিক করবে।

কেন্য সভ্যতার রোগ সারাইবার বৈধ উপায় হচ্ছে মস্ত্রোমধি।

ক্ষর : বৈশ্য সভ্যতায় রোগ সারানোর উত্তম উপায় ছিল মন্ত্রৌষধী। 🔊 মানুষের শারীরিক-ঘেষা যে-সব সংকার, জীবসৃষ্টির ইতিহাসে সেইগুলো অনেক পুরান।

উত্তর : মানুষের শরীর সংক্রান্ত যেসব সংক্ষার, জীবসৃষ্টির ইতিহাসে সেগুলো অনেক পুরানো। ্য অন্যের সঙ্গে ঐক্যতাবোধের দ্বারা যে মহাত্ন ঘটাইয়া থাকে সেইটিই হচ্ছে মনের ঐশ্বর্য্য।

ক্ষমর : অন্যের সাথে একতাবোধের দ্বারা যে মহতু ঘটে থাকে সেটাই মনের ঐশ্বর্য।

১৯ এখনকার দিনে বাংলাদেশের সাহিত্য লোক লোকারণ্য বলে মনে হয়। উত্তর : এখনকার বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গণ লোকারণ্যে ভারাক্রান্ত বলে মনে হয়।

২৯তম বিসিএস : ২০১০

বানান, শব্দ প্রয়োগ, বিন্যাস, চলিতরীতি ইত্যাদি তদ্ধ করে নিচের বাক্যগুলো পুনরায় লিখুন :

্র বৃদ্ধিমচন্দ্রের রচনারীতির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য। উত্তর : বন্ধিমচন্দ্রের রচনারীতির উৎকর্ষ অনম্বীকার্য।

২ সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই সশিক্ষিত।

উত্তর : সৃশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই স্বশিক্ষিত।

৩. সকলের সহযোগীতায় আমি স্বার্থকতা লাভ করতে চাই।

উম্বর : সকলের সহযোগিতায় আমি সার্থকতা লাভ করতে চাই। 8. স্কুড়িতে রাখা সমস্ত মাছগুলোর আকার একই রকমের।

উত্তর : কুড়িতে রাখা সব মাছের আকার একই রকম।

৫. তাহার শুশ্বদা ও সাজনায় আমি শক্তি ও উৎসাহ পাইলাম।

উত্তর : তার অশ্রুষা ও সান্তুনায় আমি শক্তি ও উৎসাহ পেলাম। থ্যমন অসহানীয় ব্যাথা কখনো অনুভব করিনি।

উত্তর : এমন অসহ্য বাথা কখনো অনুভব করিনি।

🌋 🛪 ভূমির পুঞ্চরিনী পরিস্কার করার নিমিত্ত কর্তৃপক্ষ পুরকার ঘোষণা করিয়াছে। ^{উদ্ভব্ন} : নিজ নিজ পুকুর পরিষ্কার করার জন্য কর্তৃপক্ষ পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

^{৮. কবির শোকসভায় বিশিষ্ট বৃদ্ধিজীবিরা শ্রদ্ধাঞ্জলী ভ্রাপন করেছে।}

উত্তর : কবির শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীগণ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেছেন।

তিনি সানন্দিতচিত্তে সমৃতি দিলেন।

উক্তর : তিনি সানন্দে সম্মতি দিলেন।

বিশিএস বাংলা-৬

- ১০. সে যে ব্যাকারণের বিভিয়ীকায় ভিত নয়, আশা করি তুমি তা জান। উত্তর : সে যে ব্যাকরণের ভয়ে ভীত নয়, আশা করি তুমি তা জান।
- ১১. নদীর তীরের সব জমিগুলো আমার আয়স্ত্রধীনে আছে। উত্তর : নদীর তীরের সব জমি আমার আয়ন্তে আছে।
- ১২. ভূমিকম্পে উর্ধমুখী দালানটি ধ্বসে পড়লো। উত্তর : ভূমিকম্পে দালানটি ধ্বসে পড়লো।

৩০তম বিসিএস : ২০১১

বানান, শব্দ প্রয়োগ, বিন্যাস, ভাষারীতি ইত্যাদি তদ্ধ করে নিমের বাক্যগুলো পুনরায় গিখুন

- অন্তমান সূর্য দেখতে পর্যটকেরা সমুদ্রের সৈকতে ভীড় করেছে।
 উত্তর : অন্তমান সূর্য দেখতে পর্যটকরা সমুদ্র সৈকতে ভিড় জমিয়েছে।
- তিনি স্বস্ত্রীক বাহিরে গেছেন।
 উত্তর তিনি সম্বীক বাইরে গেছেন।
- সকল ছাত্রদের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।
 উত্তর: সকল ছাত্রের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে।
- অন্তরের অন্তন্থল থেকে আমি শ্রন্ধা নিবেদন করছি।
 উত্তর: অন্তরের অন্তন্তল থেকে আমি শ্রন্ধা জ্ঞাপন করছি।
- শরুভূমিতে বিচরণ করলে অনেক সময় মরুদ্যানের সন্ধান পাওয়া য়য়।
 উত্তর : মরুভূমিতে বিচরণ করলে অনেক সময় মরাদ্যানের সন্ধান মেলে।
- অমি এ ঘটনা চাক্ষ্ণুস প্রত্যক্ষ করেছি।
 উত্তর: আমি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।
- আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্যতা করা অনুচিত।
 উত্তর: আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
- ৮. নতুন নতুন ছেলেগুলি বড়ই উতপাত করছে।
 উত্তর : নতুন ছেলেগুলো বড়ই উৎপাত করছে।
- তার মতো কৃতি ছাত্র খুব কম দেখা যায়।
 উত্তর : তার মতো কৃতী ছাত্র খুব কম দেখা যায়।
- ১০. রবিন্দ্র প্রতীভা বিশ্বের বিশ্বয়। উত্তর: রবীন্দ্র প্রতিভা বিশ্বের বিশ্বয়।
- বিমানের সিলেটগামী আভ্যন্তরীন ফ্লাইটিটি দেরীতে ছাড়বে।
 উন্তর: সিলেটগামী বিমানের অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটিটি বিলম্বে ছাড়বে।
- ১২, ছাত্রদের কঠোর অধ্যাবসায় প্রশংসনীয়। উত্তর: ছাত্রদের কঠোর অধ্যবসায় প্রশংসনীয়।

ত্ৰুত্ৰ বিসিএস : ২০১১

সন্ম প্রয়োগ ও বিন্যাস, ভাষারীতি ইত্যাদি তদ্ধ করে নিচের বাক্যগুলো পুনরায় লিখুন :

- ন্ত্র প্রাণীকুলই পরিবেশের জন্য নিতান্ত প্রয়োজন।
- সমত ব্যান্থ । জন্ধ : সব প্রাণিই পরিবেশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।
- মুমুর্ছ লোকটির সাহায্য করা উচিৎ।

 ত্ত : মুমুর্ছ লোকটিকে সাহায্য করা উচিত।
- ন্তম : শুসূত্র জাবনতকে সাহাত্ত করা জাতত। তোমার কটুক্তি তনিয়া তিনি মর্মাহত হয়েছেন।
 - তত্ত্ব : তোমার কটুক্তি তনে তিনি মর্মাহত হয়েছেন।
- ক্লা ব্যক্তিটির জন্য আরও অধিকতর সাহায্য প্রয়োজন।
 ক্লা ব্যক্তিটির জন্য আরও অধিক সাহায্য প্রয়োজন।
- বৃদ্ধ : রুগু ব্যাজাচর জন্য আরপ্ত আবদ শাহার এ কারোর জন্মই দৈন্যতা কাংখিত হতে পারে না।
- জ্ব : কারো জন্যই দৈন্য/দীনতা কাম্য হতে পারে না।
- আমি বিভূতিভূষন বন্ধোপাধ্যায়ের কোনো উপন্যাস পড়ি নি।
- ত্তদ্ধ : আমি বিভৃতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো উপন্যাস পড়িনি। পরুর পরিস্কারের জন্য কতৃপক্ষ পুরন্ধার ঘোষনা করেছে।
- পুরুর পরিষ্কারের জন্য কতৃপক্ষ পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

 তদ্ধ : পুরুর পরিচারের জন্য কর্তৃপক্ষ পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।
- স্ক্র অদ্যক্ষ মহুদয় ঘটনার বিশং বিবরন জানতে চাইল।
- তদ্ধ : অধ্যক্ষ মহোদয় ঘটনাটির বিশদ বিবরণ জানতে চাইলেন। বিষয়টি মস্তিক্ষ গ্রহন করার নয়, অন্তরে উপলন্ধির যোগ্য।
- বিষয়টি মস্তিক গ্রহন করার নয়, অন্তরে উপলব্ধির থোগ
 তদ্ধ: বিষয়টি মন্তিকগ্রাহ্য নয়, অন্তরে উপলব্ধিযোগ্য।
- তদ্ধ : বিষয়াচ মাওক্ষাহ্য নয়, অওরে ভণণান্ধত ১০. অনুষ্ঠানে স্ববান্দবে আপনি আমন্ত্রিত।
- তদ্ধ : অনুষ্ঠানে আপনি সবান্ধব আমন্ত্ৰিত। ১১. সেই ভীৰুৎসো ঘটনা এখনও বিশ্বিত হতে পারি নি।
- ্যার সেই ভারবস্থাের ঘটনা এখনও বিশ্বত হতে পারি নি । তদ্ধ : সেই বীভংস ঘটনা এখনও বিশ্বত হতে পারিনি ।
- লক্ষী মেয়ে যারা ছিল, এখন তারা চরছে ঘোটক।
 তক্ক: যারা লক্ষ্মী ছিল, তারা এখন ঘোড়ায় চড়ছে।

৩২তম বিসিএস : ২০১২

^{বানান, শব্দ} প্রয়োগ ও বিন্যাস, ভাষারীতি ইত্যাদি তদ্ধ করে নিচের বাক্যগুলো পুনরায় লিখুন:

- দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।
 উত্তর: দৈন্য/দীনতা প্রশংসনীয় নয়।
- ইত্রীগণের মধ্যে অনুপস্থিতের সংখ্যা কম। উত্তর: ছাত্রীদের মধ্যে অনুপস্থিতির সংখ্যা কম।
- ্র্থমন অসহ্যনীয় ব্যাথা আমি আর কখনও অনুভব করি নাই। উত্তর : এমন অসহ্য ব্যথা আমি কখনো অনুভব করিনি।

- আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
 উত্তর : আকণ্ঠ ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
- প্রেকশ্যকীয় ব্যায়ে কার্পণ্যতা অনুচিত।
 উত্তর: আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
- ৬. তাহার বৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ। উত্তর: তার বৈমাত্রেয় ভাই অসপ্ত।
- ৭. সমুদর সভাগণ আসিরাছেন। উত্তর : সভাগণ এসেক্তর।
- b. পাতায় পাতায় পরে শিশির শিশির।
 উত্তর : পাতায় পাতায় পড়ে নির্মির শিশির।

 উত্তর : পাতায় পাতায় পড়ে নির্মির শিশির।
- বন্বা শেষ হইতে না হতে কুক্ঝটি অনচলটি ছাইয়া ফেললো।

 উত্তর: ঝঞুা শেষ হতে না হতে কুক্ঝটিকা অঞ্চলটি ছেয়ে ফেললো।
- পৈত্রিক সম্পত্তির মাদ্যমে ভদ্রস্থতা রক্ষা হয়, মহদুপকারও হয়।
 উত্তর : পৈতৃক সম্পত্তির মাধ্যমে ভদ্রতা রক্ষা হয়, মহোপকারও হয়।
- সকলে একত্রিত হয়ে ধুমপান পরিত্যয়্য ঘোষণা করিলেন।
 উত্তর: সকলে একত্র হয়ে ধৃমপান পরিত্যাজ্য ঘোষণা করলেন।
- ১২. অনুবাদিত কবিতাটি পড়ে সে উচ্ছাসে উচ্ছল হয়ে উঠল। উত্তর : অনুদিত কবিতাটি আবৃত্তি করে সে উচ্ছাসিত হয়ে উঠল।

৩৩তম বিসিএস : ২০১২

বানান, শব্দ প্রয়োগ ও বিন্যাস, ভাষারীতি ইত্যাদি তদ্ধ করে নিচের বাক্যগুলো পুনরায় গিখুন : ১. এসব লোকপলোকে আমি চিনি।

- উত্তর : এসব লোককে আমি চিনি।/ এ লোকগুলোকে আমি চিনি।
- তুমি আমার কাছে আরও প্রিয়তর।
 উত্তর: তুমি আমার কাছে আরও প্রিয়।
- তধুমাত্র গায়ের জােরে কাজ হয় না।
 উত্তর: তধু গায়ের জােরে কাজ হয় না।
- তিনি নিরহঙ্কারী ও নিরপরাধী মানুষ।
 উত্তর: তিনি নিরহঙ্কার ও নিরপরাধ মানুষ।
- েনে গাছ হইতে অবতরণ করিল।

 উত্তর : সে গাছ থেকে নামলো।
- অচিরেই বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হবে।
 উত্তর : অচিরেই বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে।
- আসছে আগামীকাল কলেজ বন্ধ থাকবে।
 উত্তর: আগামীকাল কলেজ বন্ধ থাকবে।

জার দারিদ্যাতায় কষ্ট পেয়েছি আর সৌজন্যতায় মুগ্ধ হয়েছি।

ন্তর : তার দারিদ্রো কষ্ট পেয়েছি আর সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছি।

আমি অপমান হয়েছি।

<u>উত্তর</u> : আমি অপমানিত হয়েছি।

১০. ইতোমধ্যে গ্রামের সমস্ত লোকেরা সম্বর্ধনা সভায় যোগ দিল।

১১. নিরপরাধী লোক কাকেও ভয় করে না।
ক্রের : নিরপরাধ লোক কাউকেই ভয় করে না।

ভত্তর : নিরণরাথ গোপ কভিকেই ভর অপরাহ্ন লিখতে অনেকেই ভুল করে।

উত্তর : অপরাহ লিখতে অনেকেই ভুল করে।

৩৪তম বিসিএস : ২০১৪

বাকাতলো তদ্ধ করণন :

িত্রনি স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান।

উম্ভর: তিনি সচ্ছল পরিবারের সন্তান।
১ এ খবরটি অত্যান্ত বেদনাদায়ক।

উত্তর : খবরটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

মুমস্তবিদ্যা পরিহার করা দরকার।
 উত্তর: মুখস্তবিদ্যা পরিহার করা দরকার।

তিনি পৈত্রিক ভিটায় বসবাস করেন।

উত্তর : তিনি পৈতৃক ভিটায় বসবাস করেন ে সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই সমিক্ষিত।

জ্জী : সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই স্বশিক্ষিত।

এটি একটি অনুবাদিত গ্রন্থ।
 উত্তর: এটি একটি অনুদিত গ্রন্থ।

৭. আমি অপমান হয়েছি।

উত্তর : আমি অপমানিত হয়েছি। ৮. এ ব্যক্তি সকলের মাঝে বয়স্ক।

উত্তর : এ ব্যক্তি সকলের মাঝে বয়োজ্যেষ্ঠ।

এ তো তার দূর্লভ সৌভাগ্য।
উন্তর: এ তো তার দূর্লভ সৌভাগ্য।

^{২০}. তোমার সঙ্গে আমার একটা গোপন পরামর্শ আছে। ^{উত্তর} : তোমার সাথে আমার একটা গোপনীয় পরামর্শ আছে।

^{১১}. বালকটি আরোগ্য হয়েছে।

উত্তর : বালকটি আরোগ্য লাভ করেছে।

্বিভাব ট্রাজেডির শোকসভায় বিশিষ্ট বৃদ্ধিজীবি, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখগণ শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করেন। উক্তর : সাজর ট্রাজেডির শোকসভায় বিশিষ্ট বৃদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রযুখ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।



প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ

লোক পরাপরায় প্রচলিত উক্তি যা বাক্যকেই বলা হয় প্রবাদ। আর প্র' অর্থ প্রকৃত্ত এবং 'বাল' জ্ব উক্তি— এ থেকে প্রবাদ শব্দটির উৎপত্তি। এবাদ বর্গনান বিশিষ্ট ও তাংগানুদক্ত অর্থ প্রকাশ করে। ত্ব মধ্যে শুক্তিয়া রয়েছে নীতিবাকা, উপদেশ, হাসরেস প্রকৃত্তি। প্রবাদ প্রবাদনের মধ্যে পর্যিক। পুশ্ব যে, এফের একটি থেকে অন্যাটি পৃথক করা দুবহ । গ্রাছাণ কিছু কিছু প্রধান-প্রকাশ বাগুরুত্ত অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিয়েছে। বাগাধারা ও প্রবাদ-প্রবাদনে থেকক ক্ষেত্র সাদুশা দেখা যায়।

বাংলা সাহিত্যে প্রবাদ-প্রবচনের জনপ্রিয়তার কারণ

প্রবাদ-প্রবচন বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদ বলে পরিগণিত বা বিবেচিত। জনপ্রিয় প্রবাদ-প্রবচনতাল জ সর্বজনপ্রাহ্য বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে তার কারণগুলো নিম্নরূপ :

- সহল্প অর্থদ্যোতকতা : প্রাতাহিক জীবনের সহজ সরল অনাড়য়র ভাষায় রচিত হয় বলে প্রদী
 প্রস্কানের অর্থ সহজেই বোঝা যায়। সহজ, সরল ও অনায়াস অর্থবোধণমাতার জন্য সাধারণ বল
 তাই প্রাতাহিক জীবনে প্রবাদ প্রয়োণে অভান্ত হয়ে ওঠে।
- হ. ভাবপাহন্তি : আনেক শব্দ প্রয়োগ করে যে ভাব প্রকাশ করা কঠিন হয়ে পড়ে, প্রবাদ তা ভারতি সহতেভাবে প্রকাশিত হয়। হতে যে ভাভিজ্ঞতা প্রকাশিত হয়। হতে যে ভাভিজ্ঞতা প্রকাশিত জন্ম আনার উপযুক্ত কথার ভাগ হার্মিক প্রবাদ তা সহতে বাদমা হতে দেশে শেকপর্যন্ত প্রবাদিটিকেই ভাব প্রকাশের জনা এবং ভারী। প্রকাশিক সাধ্যাক্ত করা প্রকাশিক করাকের করাকের প্রকাশিক সাধ্যাক্ত রা করাকের প্রকাশিক সাধ্যাক্ত রা প্রকাশিক স

নাল প্রকাশতবি : এবাদের সরল প্রকাশতবি সহজেই শ্রোভার মনে গৌষে যায়। শুভিতে ধরে প্রথ লোকপরশাবার মুখে যুখে সমগ্রতিশিত ইওয়ার ক্ষেত্রে প্রবাদের মধ্যে কিছু শুভি-সহায়ক কর্মার ক্ষক করা যায়। যোমন :

তন : আগে গেলে বাঘে খায়

পিছে গেলে সোনা পায়।

্ব অনুপ্রাস : অর্থই অনর্থের মূল। অভাবে স্বভাব নষ্ট। যেখানে যেমন, সেখানে তেমন।

ল অস্ত্যমিল : অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর।

তলভা ভাব প্রকাশ: মানবচরিত্রের স্বরপ উদ্যাটন ও সমালোচনা অধিকাংশ এবাদের মুখ্য উল্লেখ্য। জীবনের নির্মম সভ্যক্তে কটেন বা স্থল ভাষার না বলে প্রবাদে ইঙ্গিভময় শোভন ভাষার কা হয়ে থাকে। রুপিয়ান মানুমের কাছে লোভন পত্নায় মানবচরিত্র সম্পর্কে সভর্ক সংবাদ এবং প্রভবন পারামর্শ ও যথায়থ উপদেশ প্রবাদ-প্রবাদর মাধ্যমে মূর্ত হয়ে প্রঠ।

অভিজ্ঞতার সারাৎসার : প্রবাদের আকর্ষণ ও তাৎপর্যের মূলে রয়েছে সমৃদ্ধ জীবন অভিজ্ঞতার সরল ও সংহত প্রকাশ। যুগ-মুগান্তরের সন্ধিত অভিজ্ঞতা আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রমনভাবে মিলে বায় যে, আমরা প্রবাদে তার প্রতিফলন দেখে তার প্রতি আনুষ্ঠ হই।

এ অর্থ্যান্তরকার : প্রবাদের রয়েছে পভীর অর্থবান্তরকার বা বল্প শব্দ প্রয়োগে গভীর ভাব প্রকাশের আর্কা ক্ষরতা। প্রকাশের বার্ধানিক অর্থ প্রধান নয়, অভিলব্ধিত অর্থ বার রপক অর্থই প্রধান।
কর্মিকারাহাজ : প্রথানে সাধারণত এমন অভিজ্ঞতাই বাণীরূপ পায়, যা সার্কানির সাধারণ মানুবের
অভিজ্ঞতার ভাগত থেকে বাইবে নয়। প্রবাদের ভারসভারে রগতং আমানের সাধারণ অভিজ্ঞতার
পরিবাদ্ধান প্রযোগ বাবে বাবে সার্কাশির হয়ে প্রবাদের

বাক্য দিয়ে প্রবাদ প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ

১. অর্থই অনর্থের মূল

অর্থ মানবজীবনের জন্য অপরিহার্থ হলেও অর্থের যথাযোগ্য ব্যবহার না হলে ব্যক্তি ও সমাজনীবনে দেয়ে আনে অকল্যাণ। অর্থ উপার্জনের পঞ্চা যদি সং না হয়, কিবো অন্যায় বার্থ মৈনিলের জন্য মনি অর্থের অপব্যবহার করা হয় তবে তা বিরাট ক্ষতির কাবল বরে দিল্লায়। এই সম্পদ্দ ছাঙ্গা জিবনে সৃধ, শাঙ্গি, কল্যাণ নিশ্চিত কবা যায় না। কিতু ধীন চরিয়ের লোকের বাতে যথন এই অর্থ অন্যায় কাজে ব্যবহৃত হয় তথন অর্থই অপারির কাবল হয়ে দিল্লায়। ক্রিক্তার ক্ষার্থী ক্রিক্তার ক্ষার্থী ক্রিক্তার ক্ষার্থী ক্রিক্তার ক্ষার্থী ক্রিক্তার ক্ষার্থী ক্রেক্তার ক্ষার্থী ক্রিক্তার ক্ষার্থী ক্রিক্তার ক্ষার্থী ক্রিক্তার ক্ষার্থী ক্রেক্তার তালা। স্থানীয়াট টাকার বর্গন এ চিন্তান ক্রেক্তার করে তালা। স্থানীয়াট টাকার বর্গন এ চিন্তান ক্রেক্তার ক্রেক্তার করে তালা। স্থানীয়াট টাকার বর্গন এ চিন্তান ক্রেক্তার ক্রিক্তার ক্রিক্তার ক্ষার্থী লোকতা তথ্য সমাজে একটা অরত্ত প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে মানবন্যাজনে বিভক্তির নিকে ঠেলে দেয়।

অসির চেয়ে মসি বড়

আঁদী অৰ্থাৎ তরবারী, যার ক্ষমতা বিশাল। যে মারণান্তের সাহায়ে শক্তে দমন হয়, মুহূর্তে লাখ লাখ আগ বিনট হয়। এমনকি গোটা দেশও সমূলে ধাংল হয়। আপাতনৃষ্টিতে অনি অপেকা মনির ক্ষমতা উপন্য মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। কারণ, অনির ক্ষমতা সাময়িক বা ক্ষপন্থায়ী। পক্ষান্তরে, মসি বা লেখনীরূপী অপ্রের মাধ্যমে অনেক মনীষী তাঁদের জ্ঞানগর্ভ দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাচ চিকিৎসাশাত্র, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্ব-মানবতার কল্যাণে তাদের চিন্তাধারা লিপিব্য গেছেন তাঁরা মানব-সভ্যতার ইতিহাসে স্বরণীয় ও বরণীয় হয়েছেন। তাদের অবদানের কথা সভ চিরকাল শ্রদ্ধাভরে স্থরণ করবে। কাজেই অসি অপেক্ষা মসি অধিকতর শক্তিমান।

৩ অধর্মের ফল হইতে নিষ্কৃতি নাই

মানষের ধর্ম পরোপকার করা। কিন্তু মানুষ যখন ধর্মচ্যুত হয় তার পরিণাম হয় ভয়াবহ অবক্ষয়ের দক্ষন পাপবোধ সবসময় তাকে পীড়িত করে তোলে। যার হাত থেকে নিঙ্গুতি পান্ত্যা স্থা হয় না। পরিণামে তার ধ্বংস অনিবার্য। সত্যবোধই মানুষকে আত্মিক বলে বলীয়ান করে। আর ক্র ফলেই মানুষ মৃত্যু থেকে অমৃতের দিকে এগুতে পারে। কিন্তু যে অধর্মের পথে চলে সে আপাতন্তি জয়ী হয়েও পরিণামে মানসিক শান্তি হারিয়ে জীবন ব্যর্থ করে তোলে, নিজের এবং আত্মীয়ুসভাত সর্বনাশ ভেকে আনে। সংকর্ম যেমন কল্যাণকামী ও সৃষ্টিশীল, অন্তভকর্ম তেমনি অকল্যাণকামী ধ্বংসাত্মক। সাধতার জয় যেমন নিশ্চিত তেমনিই অমোঘ অধর্মের দরুন অন্তরে সাঁষ্ট করে নরক্ষরতা

৪ আগনি আচরি ধর্ম পরের বোঝাও

মহৎ কর্ম নিজের জীবনে আয়ত্ত করে অপরকে তা করার জন্য নির্দেশ দিতে হবে। ধর্ম মানষকে 🛪 ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করে— এ কথা যদি একজন অধার্মিক লোক পুনঃপুন বলতে থকে তখন তা সবার কাছেই বিরক্তিকর মনে হয়। এক্ষেত্রে প্রথমে নিজে ধর্মের দীক্ষা নিয়ে বাত্তব জীবন প্রয়োগ করে পরে তা অন্যকে পালন করতে বলা উচিত। নিজের মধ্যে যে গুণের অভিব্যক্তি নেই তা অন্যকে শিক্ষা দিতে গেলে বিভূষনার শিকার হতে হয়। যে কোনো বিষয় সম্পর্কে মানুনকে শিক্ষা দিতে গেলে, উপদেশ দিতে গেলে বা বোঝাতে গেলে আগে দেখতে হবে তা নিজের মধ্যে কতট্টক আছে। নিজের মধ্যে যা নেই অন্যকে তা বোঝাতে বা শিক্ষা দিতে যাওয়া চরম বোকামি।

৫. ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়

প্রতিটি কাজের পেছনেই তীব্র ইচ্ছে থাকা প্রয়োজন। ইচ্ছেশক্তির বলেই যে কোনো অসাধ্য সাধন করা যায়। এ শক্তির দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা, ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সৃষ্টি হয়, যা মানুষকে তার অভী লক্ষ্যে ধাবিত করে। সংগ্রামমুখর মানবজীবনে সহজলভা বলতে কিছু নেই, কিন্তু তাই বলে কোনে কাজ মানুষের অসাধ্য নয়। আগ্রহ, ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করলে কাজে অবশ্যই সফলতা আসবে। মানুষ অপরাজেয় ইচ্ছাশক্তির ধারক বলেই বিশ্ব আজ দ্রুত উন্নতির দিকে ধাবিত ^{হতে}

এক মাঘে শীত যায় না

খতুচত্রের পর্যায়ক্রমিক ধারায় মাঘ মাস তীব্র শীত নিয়ে যেমন বারবার আসে তেমনি জীবনচ^{ত্রের} আবর্তনে মানুষ বহুবার বিপদের সম্মুখীন হতে পারে। প্রকৃতিতে মাঘ মাস তীব্র শীত নিয়ে আসে ^{এবা} এর তীব্রতা মানুষ ও প্রাণীকুলকে দারুণ ভোগায়। তাই শীতের তীব্রতার কথা ভূলে যাওয়া *একেবা*রেই বোকামি। কারণ পালাবদলের খেলায় সে পুনরায় ফিরে আসে। অনুরূপভাবে, মানুষের জীবনে বি^{পর্কা} কেবল একবারের জন্য আসে না, জীবনচক্রের আবর্তনে এটি বহুবার আসতে পারে। তাই বি^{পা} থেকে রক্ষা পাওয়ার পর বিপদের কথা বিশৃত হওয়া মোটেই ঠিক নয়। যারা বিপদ আর বি^{পদের} বন্ধদের ভূলে যায় তারা পরবর্তীকালে আর ঠিকমতো বিপদ মোকাবিলা করতে পারে না।

ক্সক কোকিলের একই বর্ণ

আৰু কিন্তু ভিনা ভিনা

্বাহ স্পারে সকলেরই শরীরের গঠন, রভের বর্ণ এক হওয়া সত্ত্বেও আচরণ ও ব্যবহারে তাদের য়াৰে অনেক পাৰ্থক্য পরিলক্ষিত হয় । এই আচনণ ও ব্যবহার দ্বারাই অনুধাবন করা যায় কে কোন অব্যানন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। কাক ও কোকিলের বর্ণ, ধরন একই হওয়া সত্তেও তাদের কণ্ঠবরই ক্রারয়ে দেয় কে কাক আর কে কোকিল। আমাদের সমাজে এ ধরনের অনেক কাকরূপী মানুষকে আমরা কোকিল মনে করে বিভ্রান্ত হই কারণ এদের আকার-আয়তন দেখে এদের পার্থক্য করা ্লের। কিন্তু আমরা যখন তাদের চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করি তখন সহজেই ধরা পতে, কে মানুষত্রপী কোকিল, আর কে মানুষত্রপী কাক। কোনোকিছুর বাহ্যিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট না হয়ে সৌন্দর্যের কাঠামো বিশ্লেষণের মাধ্যমেই তার সঠিক মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

কাজের বেলায় কাজী কাজ ফুরালে পাজী

জীবনে একে অন্যের বিপদে এগিয়ে আসবে এবং প্রতিদানে উপকার এহণকারী ব্যক্তি কতজ্ঞতা স্বীকার ক্ষেবে এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। মানবসভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তারা সমাজবন্ধ হয়ে একত্রে বসবাস করে আসছে এবং দুর্দিনে একে অন্যের কাছে সাহায্যের জন্য ছুটে গেছে। তবে তাদের মধ্যেই আবার এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সঙ্গতিপূর্ণ লোকের সাথে বন্ধুর মতো আচরণ করে, বার্থ উদ্ধার হয়ে গেলে সে তার ছায়া পর্যন্ত মাড়ায় না। এতে উপকারকারী ব্যক্তির মহৎ হ্রদয়ের পরিচয় ফুটে উঠলেও উপকার গ্রহণকারীর নিচু মানসিকতার পরিচয় ফুটে ওঠে। স্বার্থানেশী এ মহল উপকার গ্রহণের জন্য অন্যের কাছে ছুটে যায় এবং তার তোষামোদী করে নিজের স্বার্থ আদায় করে নেয় কিন্তু স্বার্থ উদ্ধার হলেই সে কৃতমু ব্যক্তিতে পরিণত হয়। উপকারকারী ব্যক্তির প্রতিদান দিতে হবে উপকার দিয়ে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে; অবজ্ঞা বা ঘৃণা দিয়ে নয়।

১. কষ্ট না করিলে কেন্ট মেলে না

ধর্মের পর্যেই হোক কি সংসারের পূর্যেই হোক সাধনা ব্যতীত সিদ্ধিলাভ ঘটে না। সাফল্য অর্জন করতে হলে কঠোর সাধনা অত্যাবশ্যক। সিদ্ধিলাভে দৃড়সংকল্প হয়ে অনন্যমনে কঠিন পরিশ্রম করলেই লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব। কেইকে অর্থাৎ জীবনে পরম সাফল্য লাভ করতে হলে চরম ত্যাগ-তিভিক্ষার মাধ্যমেই তা সম্ভব। একজন শিক্ষার্থীকে চরম সাফল্য লাভ করতে হলে তাকে হতে হবে অধ্যবসায়ী, নতুবা সে সফলকাম হবে না। জীবনে প্রতি পদে পদে মানুষকে কট স্বীকার করে জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে হয়।

গাইতে গাইতে গায়েন, বাজাতে বাজাতে বায়েন

মানুষ একদিনেই কোনো কাজে দক্ষ হয়ে ওঠে না। তার দক্ষতা লাভের পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের অভ্যাস ও সিমুশীলন। কোনো কাজে সাফগ্য লাভের জন্য বারবার চেষ্টা করার মহৎ প্রবৃত্তি থাকা প্রয়োজন। অধ্যবসায় শহকারে বীরে ধীরে অগ্রসর হলে মানুষ একদিন না একদিন সফল হবেই। পরিশ্রম ও উদাম ছাড়া কোনো ক্ষজে সফলতা লাভ করা যায় না। অনুশীলন ও অধ্যবসায়ই মানুষকে তার ইন্সিত লক্ষ্যে পৌছে দেয়।

শেয়ো যোগী ভিখ পায় না

ক্ষুবর্তী সপ্তা জিনিসকে মূল্যবান মনে করে কাছের মূল্যবান জিনিসকে অবহেলা করা মানুষের শহজাত স্বভাব। বাংলাদেশের তৈরি শার্ট আমেরিকা থেকে কিনলে আমরা তার গুরুতু দেই। কিন্তু ारान এव क्रांस काला भारिक व्यापास्त्र क्षवाद्या कवाट वार्स मा। व्यापाल व्यापास्त्र सक्ति गर्कमोदि रात (गाय्ह व्याम क्षा, 'तमान ठीवुन क्षित्रा विकासन कुनुव वर्षि'। वाद्विस क्षेत्रक क्षा क्षित्रकार व्यादका व्यवसायक क्षान्यव्यवस्त्रकार मामाव्यव । व्याप्तक मासाव क्षान व्याप्त क्षान क्षान क्षान क्षान मा, व्याद-वानाम्य क्षान क्षान क्षान क्षान क्षान व्याप्त क्षान क्षान

১২. চকচক করলেই সোনা হয় না

বাইরের নিক থেকে যা সুন্দর দেখায় তাঁ-ই সভ্য এফন নাও হতে পারে – ভিতরে তার ভির হন থাকা অস্বাভাবিক নয়। ভিতরে একরকম, বাইরে অন্যরকম এ ধরনের মানুষ যথার্থ তথক অধিকারী নয়। কোনো বন্ধুর বাইরের চাকচিক্ত দেখেই ভূললে চলবে না, তার ভিতরের পরিক্র নিয়ে সভ্যকে চিনতে হবে। শোনার বাইরের উজ্জ্বলতা তার আসন্স পরিচয় নয়। খাঁটি কো চিনতে হবে। শোনার বাইরের উজ্জ্বলতা তার আসন বিশিষ্টা লাক করা যান্ত্রনা কিন্তে হবে। মানুবের জীবনেও এমন বৈশিষ্টা লাক করা যান্ত্রনা মানুবের কথাবার্তায়, চালচলনে ভিতরের পরিচয় বের হয়ে আসে।

১৩. তেলা মাথায় তেল দেয়া মনুষ্য জাতির রোগ

১৪. দশের লাঠি একের বোঝা

দৰ্শজনে মিলেমিশে কাজ করার আনন্দ ও শক্তি দু.ই আলাদা। যে কাজটি একা করতে লজা ব ভয় শাহ্ন, নেটি যদি করেকজন মিলেমিশে করি, তবে আর সেবানে কোনো লাজ-লজা, তা-ক পাকে না। করবে দেবানে হারলে সবাই হারলে- ভিতলে সবাই জিতনে। ভাছাভা একতাক হল আজ করলে যেমন আনন্দ পাত্তারা যাহে তেমনি শক্তিও বেশি পাওয়া যায়। একারত শক্তি ছার্ব বৃহৎ কোনো কাজ সম্পন্ন করা যায় না। সন্মিলিভ প্রচ্জোই সাধারণত সর্ব্জয়ই বিজ্ঞাই হয়।

১৫. ধর্মের ঢাক আপনি বাজে

সং কাজ বা পুথাকৰ্ম যত গোপনেই কৰা হোক না কেন, অতি অন্ত সময়ের মার্যাই জাকনাগারখের গোচনীত হয়। ত্রেস্তুপ, পান্ধর্ম অতি গোপনীয়াকাবে করা হলেও তা আঁপা আপনি লোকসমাজে জানাজানি হয়ে যায়। ৰাপিনেরো মার্থক চপা দিয়ে কাপান্ধরিত হয়ে নিশ্বপূর্ব হয়ে কিবল পরিচাণিত হয়। কিন্তু সভাকে চাপা দিয়ে কেনো অপভাই প্রতিষ্ঠিত হয় না, কণটাচনীর হার্যাপ কানিন মার্যাপত্রই। যা নারা এবং সভা তা অন্যায় বা অসভাকে দূরে ঠেলে দিয়ে দিয়াগোলি মতেই উজ্ঞানিত হয়ে উঠব। সভারর জয় অবশাস্তরী তা নিয়ারা জাল ছিন্তু মত্র প্রকাশ শার্মের

_{১৬, নাচতে} না জানপে উঠানের দোষ

ভালে কুশলতা দেখাতে না পাবলে মানুষ অপরের ওপর দেখে চাপাতে চেটা করে। নিজের জাকাতা ঢেকে রাখার জন্য মানুষের এ ধরনের একবত চাক্ষ করা যায়। নিজের কোনো নোখজাট কেট বাঁকার করতে চায় না বলে অপরের ওপর দোখ চাপানোর বৈশিটা, মানুষ দেখির।
জাটে নাটে দক্ষতা অর্জন করা সঞ্চন নাহলে তখন দোখ চাপানো হা নাচের উঠানের ওপর ।
সামুষ অন্যোর ওপর দোখারোপ করে নিজের গ্রানি থেকে রেহাই পোতে চায়। জীবনে বার্থতা
জাকরে না এমন হতে পারে না, ঘূর্বন মনের মানুষ বার্থতাত বিকার করে না। মানুষকে বড়

নগর পড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?

নার অগ্নি ছারা আক্রমন্ত হলে মন্দির, মুনজিন, দেবগৃহ কিছুই রেহাই পায় না। তেমনি রাজ্য শক্রন্ধারা আক্রমন্ত হলে সাধারণ আনুষ্ণও তা থেকে নিবার পায় না। নগর, রাষ্ট্র, রাজা, রাজা, মনির, মুনজিন সবকলোই একে অপরের সাথে সম্পর্কিত; তাই একটির অবনতি হলে অন্যাতির হকে ক্রমনিত হল কেন্দারিক করেনিত ইলিক ক্রায় বাদি বহিশক্রে ছারা আক্রমন্ত হয়। এবং রাষ্ট্রের অধীন্ধর যদি পরাজিত হয়, তবে সাধারণ নাগরিকরাও ক্ষতির সম্ভূগীন হন। পরাধীনতার শৃকলা গণায় নিয়ে তাসেরকে ফ্রান্থার পরিভিত্ত হতে হয়। মনিব বা রক্ষাকর্তরিই যদি অভিক্র্ না থাকে তবে রক্ষিতের অভিক্র্

১৮. পরিশ্রমই সৌভাগ্যের প্রসৃতি

পরিশ্রম হাজে আমাদের সুখ-পান্তি, আপা-ভরসার চাবিকারি। প্রকৃত ও যথার্থ পরিশ্রমই মানুষের জীবনে নীজাগোর লক্ষ্মী ভেকে আনে। প্রতিকার, প্রতিকারি, রশ-সুনাম, মর্থানা, এসব প্রিকোর মিধারার দুর্বার প্রোক্তর মুখে টিকে থাকার জন্মই তো পরিশ্রম ও কঠোর সামদা দরকার। ক্ষানাম্বার মুর্বার প্রোক্তর মুখে টিকে থাকার জন্মই তো পরিশ্রম ও কঠোর সামদা দরকার। ক্ষানাম্বার মার্বার বাব জীবন আর্থার প্রতিকার স্থানা, আনি ক্রান্তির প্রকল্প । পৃথিবীশ্র তার্ক্তর প্রান্তার কর্মার না। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যারা অভি সাধারণ করিছ অবস্থার থাকে নিজ পরিশ্রম ও কর্ম ক্লোন্সন্ধার জানিবার হয়েছেন। পরিশ্রম প্রান্তার কর্মানা ক্লোন্সন্ধার আর্থানা আর্থান আর্থানা ক্লোন্সন্ধার আর্থানা করিছ স্বান্ত্র কর্মান্তর ক্লোন্সন্ধার আর্থানা করিছ স্থানিকার প্রত্তিত প্রান্তর ক্লিপিখনে আর্থানাক্র করেছেন করিছের প্রকলিক্ষান্ত এক প্রতিক্রিত দৃশ্য হিসেন্তে স্থান করে নিয়েছে এক

১৯. পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না

নামানের বৃহস্তর কল্যায়ণ নিজেকে নিবেলন করাতেই মানুসের জীবনের সার্থকতা। পুশেব নার্থকতা নার্থকতা ক্রমন আরুতালা, ব্যক্তিভারের সার্থকতাও তেমনি সামান্রিক সামান্তিক কল্যায়ণ নিজকে বিশিল্প দেয়ার সার্থকতা এই কাল্যায়ণ নিজকে বিশালিক দেয়ার স্থাকণ পারের জনা নিজকে বিশালিক দেয়ার স্থাকণ পারের জনা নিজকে বিশালিক ক্রমন ও ক্রমনার ক্রমনার

২০, বডর পিরীতি বালির বাঁধ

গোটোৰাথেই নিমপ্রেশী সনসময় উচ্চপ্রেশীর সাথে সম্পর্ক বঞ্জার রাখতে চায়। আমানের সমার কিছু তথাকথিত ধনী প্রেশী আছে যারা নিজ যার্থ চরিতার্থ করার জন্য দক্ষিপ্র প্রশীর গোককার বাবহার করে। আর ঐ দক্ষিপ্র প্রেশীর গোকেরা ধনী গোককের কুরার আমারেশ মুখ্ব হয়ে তাককার করে। আর ঐ দক্ষিপ্র প্রেশীর গোকেরা ধনী গোককের কুরার করাতে চায়। ধনীক প্রশাসক করে। সে আবেগের বক্ষাকি হারে বাধ্ববকাকে অধীকার করতে চায়। ধনীক প্রশীন রাখার করাকে চায় কর্মক আচন্য মুখ্যে তঠে তথান দক্ষিপ্র প্রেশীর বাধ্বিক ক্ষাক্র করাক চায় করিছ প্রশীর বাহিক প্রশাসকার ক্ষাক্র ক্ষাক্র স্বাহর প্রায়ের দ্বাহিক স্বাহর বাহার দ্বাহির প্রশাসকার ক্ষাক্র ক্ষাক্র স্বাহর প্রশাসকার প্রশাসকার প্রশাসকার ক্ষাক্র স্বাহর স্বাহর প্রশাসকার প্রশাসকার প্রশাসকার প্রশাসকার স্বাহর স্

ভালোবাসা বালির বাঁধের মতো। বালির বাঁধ যেমন ঢেউ এলেই ভেঙে পড়ে তেমনি স্বার্থ ক্রি

২১. বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে

হলেই ধনী শেণীর ভালোবাসা আব থাকে না।

সৃষ্টিজগতে সববিষ্ণাই নিজ নিজ পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার স্বাভাবিক সৌন্দর্যে অনুসমতা পাঃ পরিবেশের সাথে থাকে তার হাজাবিক ও ক্ষম্ম সম্পর্ক । পরিবেশের সাথে থাকে তার হাজাবিক ও ক্ষমম সম্পর্ক । পরিবেশের সাথে থাকে পাইরে নিজ হ পদ্ধা জনা প্রকৃতির সাথে জীকান-সম্পর্ক গড়ে তালে। দিকর সৌন্দর্য প্রধান মহিলা পাইরে তালে। মারে কেল থাকে শিককে বিজিল্ল করা হেল সে কেলে সৌন্দর্য হারার , বহু নির্বাচন অন্তেম্ভ হর্তার পার। ও অশিক্ষাতার হারা করা হলে সে কেলে স্থানিক বারার স্বাভাবিক জীকন পরিবেশ তাল বিজিল্ল হলে প্রতিটি প্রশিষ্ট তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য হারার। জীবনের সাংস্ক পরিবেশের যোগে যোল আরিটি প্রশিষ্ট তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য হারার। জীবনের সাংস্ক পরিবেশের যোগ যোল করা প্রতিটি প্রশিষ্ট তার স্বাভাবিক সীন্দর্য হারার। জীবনের সংস্ক

২২. বিত্ত হতে চিত্ত বড়

বিত্ত শব্দের আভিধানিক অর্থ 'ধনা', 'সম্পদা'। আর 'ডিত্ত' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'ধনা', 'সম্পদা'। আর 'ডিত্ত' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'ধনা', 'সম্পদান আর 'জিত্ত এবই তলিরে দেবল বেশে অনুভব করা যায় মানুব আজকে যথন অর্থের পাহান্ত ভিরি করে নিজেনে মধ্যে ভেদানেল সৃষ্টি করছে, তথন মন্দিনভাই বাছেছে। সুখ-সম্পদ্দার আর্থ্যার্ছ জড় করে আমনা আজ মনের মুক্তিকে অনুসন্ধান করে চলেছি। গুলীবীর বুকে কত রাজা মহারাজারা বিপুল সম্পাত্র পাহান্ত নালিয়ে গোছেল, রাজত্বের সীমানা বাছিরেছেল অবচ তালের কথা সেভাবে কে মনে রেপ্তেছে। অম্পানিকে বিক্তে হাতভানিকে তুম্ব করে বারা চিরমুক্তির পার্ক পা বাছিরেছেন মননবংকভার ইতিহানে তারাই প্রাতঃশ্বরণীয় হয়ে আছেল। কাজেই আমনা যদি বাইর্গের চাকচিকের চেয়ে অন্তরের মহন্তকে বড় বজা জান করি, তাহলে পাশ্চান্তোর মতো ভবিত্রাই আমানের হতালা বিশ্বান্ত বড়া প্রশান্তর হতার বা

২৩. বুদ্ধি যার বল তার

बुंकिर मानुष्यत जनतरात्र वड़ भक्ति वाल विद्यारिक स्टार थाटक। जुंकि शांकरण माना विभाग-आर्थन ध्याक रामान दावाई भावता याय, एकपनि जुंकिर क्षांत्र क्षोत्रमा कुन्मत व जरका दाव्या ज्याब । माना बीतान्त्र क्षांत्रांत्र क्षांत्रांत्र क्षांत्र राह्या कुंकिर कक्षण व अवनान आदाक दानी बाटक व्याधि अरमार वाने क्षांत्रका क्षांत्रांत्र क्षांत्रांत्र ध्यावा काम भक्ति विद्यान व्याधाकमीमान व्याधा भक्ति वार्ष আচ বৃদ্ধি দেই, এমন হলে সে শক্তি কোনো কাজে আলে না। তেমন শক্তি নেই, অথচ ভালো বৃদ্ধি আহে এমন লোক বৃদ্ধির জোরে জীবনে অনেক কিছু করতে পারে। তার পক্ষে জীবনের প্রদাসফল করা সম্বা । বৃদ্ধির কৌশলে প্রবণ শক্তিমানকেও বশ করা যায়। বৃদ্ধির কেনিশলে কাজে লাগানে বার্তা জীবনের উদ্দেশ্য সফল করা যায়। বৃদ্ধির কুশলতার সামনে শক্তি ক্রান্তিত হয়। যে যত বেশি বৃদ্ধি রাখে সে তত বেশি সফল।

১৪, বড় যদি হতে চাও, ছোট হও তবে

আহলোধ ও দাঞ্জিকতা পরিহারের মাধ্যমে নিজেকে তুক্জজান করে মানবীয় গুণাবাণি বিকাশের মাধ্যমে ব্যন্ত্রীয় ও বর্ষণীয় হওয়া থায়। কোননা কুদ্র থেকেই মহন্ত্রের গৃঙ্ধি, সীমার মধ্যেই জসীমের বসবাদ। মানুমের জীবনকে বিভিন্ন গুণো গুণাঞ্জিত করে বিকশিত করতে হয়। মানবিক গুণাঝিল সহযোগেই মানুমের মর্ঘদা বৃদ্ধি পায়। সোজনা মানুম্যকে সাধনা করতে হয় এবং সাধনার ফলে জীবনে মহন্তের মাধ্যমি বিকাশ গুণাঝার বিকাশ খানুমের মহন্ত গুণাকির মধ্যে বিনয় অন্যতম। বিদয় মানুমার মহন্ত গুণাকির মধ্যে বিনয় অন্যতম। বিদয় মানুমার মহন্ত গুণাকির মধ্যে বিনয় অনুমার করে বা জীবনে অসম্বর্জন বা আইটেই উচিত নয়। অস্তর্জারকে গুণাকার মানু বা বিবাশ মানুমার বা বা বা বা বিকাশ করা হয়।

১৫ ভতের ভয় অবিশ্বাসে কাটে না

ভা হলো মানুৰের মনের ব্যাপার। নিজের ওপর যদি মানুৰের আহ্বা না থাকে ভাহলে কোনো
ক্ষান্তই নিজেকে দিয়ে সন্ধাৰ হয় না। কিছু যদি সভিছি মুক্তাতা থাকে ভাহলে নিজের ওপর বঙৰই
ক্ষিত্র নিজেকে দিয়ে সন্ধাৰ হয় না। কিছু যদি সভিছি মুক্তাতা থাকে তাহলে নিজের ওপর বঙৰই
ক্ষান্তব আহ্বা বাছান্তব না কেন নেটিন সকলতা আসে না। মানের দুর্ক্তনাভাকে আগো সকল করে
ক্ষান্তব আহ্বাবিশ্বানাই যথেমি নয়। ভার জন্য দক্ষর আব্দা মুক্তনাভাকে আগো সকল
ক্ষান্তব ভালা। যদি নিজেই সবল না হয়, ভাহলে যে কোনো সহজ কাজকেই কঠিন মনে হবে। আর
স্বাজ্ঞাবিক নিয়েমেই সেই কাজটি করা দুবহ হয়ে উঠবে। মূলত নিজে শক্ত সমর্থ না হকে
ক্ষান্তবাহি নিজের মধ্যে একটা লুকায়িত ভয় কাজ করবে, যা প্রতিটা মুকুরেই পিছুটান দিবে।
কিছু নিজের মধ্যে এই লুকায়িত ভয় নেই, ভা যতই অবিশ্বাস করে হোক না কেন, সে ভয়
ক্ষান্তবাহি দুরিভিক্ত হবে না।

১৬. মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন

শ্বভিতৰ কোনো আদৰ্শ বিনা আয়াসে বান্তবায়ন করা যায় মা। আদর্শকে প্রয়োগ করতে দিয়ে,

শ্বলিকে মানুষক মাথে বান্তবাহিত করতে দিয়ে আদর্শবান ব্যক্তিকে বিভিন্ন ভ্যাগ বীকার করতে

ইয়েছে। মুন্দ-কট এবং ভ্যাগ-তিতিকা ছান্তা সহজে কেন্ট ভার আদর্শকে বান্তবারন করাতে

শ্বলামী। এই পৃথিবীকে যাতা অক্করাজন্ম করে রাখতে চাইত ভারাই সবসময় মহাপুরুষদের

শ্বলামীক বান্তবাহানে পাথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতা। ভাই দেখা যায়, ভাগের আদর্শকে বান্তবাহান

করতে দিয়ে অনেক নির্যাভন কর করতে হয়েছে। অনককে মুত্তাবরণ করতে হয়েছে। আম্বর্জন করতে করেছে মন্ত্র শ্বলিক বান্তবাহান

শ্বলিকে বান্তবাহান করতে হাল পরীর পাতান প্রথমি মৃত্যুকে সহকলাকে যোল নিতে হয়।

২৭. মর্থ মিত্রের চেয়ে শিক্ষিত শত্রু ভাল

জীবনে চলার পথে মূর্থ বন্ধু অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও এমন ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে কোনো শিক্ষিত শক্তর দ্বারাও সম্ভব নয়। শক্রকে আমরা সাধারণত অনিষ্টের কারণ হিসেত্র বিবেচনা করি। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে দেখা যায়, একজন মূর্থ বন্ধু অজ্ঞতাবশত যা কল্প পারে, একজন শিক্ষিত শত্রু সজ্ঞানে তেমনটি করতে পারে না। জ্ঞানের নির্মল পরশ অন্তত এ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে। অথচ এ অসতর্কতার ফাঁকে মূর্থ বন্ধুর অজ্ঞতাই তার জ্ঞা কাল হয়ে দাঁডাতে পারে। তাই বন্ধু নির্বাচনে জ্ঞান, প্রজ্ঞা আর শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে চার কেননা জ্ঞান আলো এবং মুর্খতা অন্ধকারের সমতুল্য। আলোতে অনেক বিপদেও নিরাপদ গাল যায় অন্যদিকে অন্ধকারে সর্বদাই বিপদের আশঙ্কা থাকে।

১৮ মত সিংহের চেয়ে জীবিত ককরও ভালো

অধিক মলাবান বস্ত যদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তবে তার চেয়ে কম মল্যবান বস্তও উত্তম বলে প্রতিভাগ হবে यদি তা মত বা ध्वरमुखां ना হয়। সিংহকে বলা হয় বনের রাজা। কারণ, তার _{বাফার} অমিত তেজ, সৌন্দর্যশোভিত কেশরগুচ্ছ এবং শিকার করার অফুরন্ত ক্ষমতা। এদিক থেতে ককরের সঙ্গে সিংহের কোনো তলনাই হয় না। প্রভভক্ত প্রাণী হলেও ককরকে অধিকাংশ সময় মানষের এঁটো-কাঁটা, লাঠিপেটা খেয়ে অসহায়ের মতো বেঁচে থাকতে হয়। সে অর্থে করন্তে কোনো গুরুতুই নেই। কিন্তু অমিত তেজি সিংহটি যদি হয় মৃত, তবে তার গুরুতু আরো কমে যায়। তখন জীবিত কুকুরটিই মৃত সিংহের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কোনো জিনিসের মূল্য ব গুরুত্ ততক্ষণই, যতক্ষণই তা প্রয়োজনে লাগে। অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় বৃহতের চেয়ে প্রয়োজনীয় তচ্ছ জিনিস ও উত্তম।

১৯ যতনে রতন মেলে

পরিশ্রম না করলে ভালো ফলাফল লাভ করা যায় না। সাফল্য আর শ্রম এবং এর পরিচর্যা অঙ্গঙ্গিভাবে জড়িত। যারা যতন করতে জানে অমুল্য রতু তাদেরই হাতে ধরা দেয়। কুষক মাঠে ফসল রোপণ করে, যত্ন না নিলে তাতে আগাছা জন্মে; ফসল নষ্ট হয়ে যায়। যে সরকার যতুসহকারে সুন্দরভাবে দেশ চালাতে ব্যর্থ হয়, সে সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে না যে মানুষ আত্মার উনুতির জন্য প্রচেষ্টা করে না, তার আত্মা কলুষিত হয়। চর্চা না করলে, যত্ন ^{না} করলে কোনোকিছুরই উনুতি হয় না। আত্মোনুয়ন, সমাজোনুয়ন, দেশের উনুয়ন, জাতির ^{উনুয়ন} সর্বোপরি পথিবীর সার্বিক উনুয়নের পেছনে চাই যত্ন।

৩০ যেমন কর্ম তেমন ফল

মানব জীবনের সাফল্য-বার্থতা নির্ভর করে কৃতকর্মের ওপর। যে যেমন কর্ম করবে সে ^{তেমন} ফল পাবে- এটাই নিয়ম। ভালো কাজের জন্য যেমন আছে পুরস্কার তেমনই মন্দ কাজের ^{জনী} আছে তিরস্কার বা শান্তি। পৃথিবীতে যেসব মানুষকে ভালো কাজ করতে দেখা গেছে ^{তারাই} পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন। আর যারা মন্দকাঞ করেছেন মানুষ তাদের ঘৃণাভরে প্রত্যা^{খানি} করেছে। ফলে তারা মৃত্যুর সাথে সাথে পৃথিবীর বুরু থেকে হারিয়ে গেছে। যে যেমন কর্ম ^{করিছে} সে তেম্মনই ফল লাভ কববে- এ নিয়মের বাতিক্রম হওয়া কখনোই সম্ভব নয়।

০১ যে সহে সে রহে

অনুষের মতো বাঁচতে হলে বা আপনার অন্তিত্ব বজায় রাখতে হলে এবং জীবনে সাফল্য অর্জন ক্রতে হলে সর্বাহো প্রয়োজন সহনশীলতা। সহনশীলতা মানব জীবনের অন্যতম সাম্যানীতি। ্রিসতে অবিমিশ্র সুখ-দুঃখ বলে কিছু নেই। সুখ-দুঃখ আসলে মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। বিপদাপদের দ্যা দিয়েই মানুষের যাত্রা তরু হয়। তাকে সংগ্রাম করতে হয় নানা প্রতিকৃল অবস্থার সঙ্গে। ক্রার শোক, দুঃখ-দারিদ্রা, অন্যায়-অবিচার এসবের চাপে মানব পর্যুদন্ত হয়। চোখে বিভীষিকা ক্রার। কিন্তু এসব প্রতিরোধ করার জন্য চাই শক্তি, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণৃতা। যুদ্ধে জয়-পরাজয় ক্ষান্ত কিন্ত যে মানুষ পরাজয়কে অমান বদনে মাথা পেতে নিয়ে পরবর্তী বিজয়ের জনা বতী হয় নার বিজয় অর্জন করতে পারে, সেই যথার্থ বীর।

১ ফুচ মত, তত পথ

ক্ষির আদিকাল থেকে মানুষের মধ্যে ভিনুতার বিষয়টি বিদ্যমান। মানুষ চিন্তা-চেতনা আর 🗝 ভার বিশ্বাসের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই পরম্পর থেকে ভিন্ন হতে পারে। এ ভিন্নতা তাদের ক্ষীরনাচার, ধর্ম-কর্ম ও লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রতীয়মান হয়। এক ধর্মে বিশ্বাসী বা অনুসারীদের জীবনাচার, চালচলন, রীতি-নীতি অন্যদের চেয়ে ভিন্ন হবে। কেননা মত ও বিশ্বাসের ভিন্নতার সাথে জীবনের বাহ্যিক ও আত্মিক অনেক বিষয়ই জড়িত। মতের ভিন্নতার কারণে যে পথেরও ভিনতা হতে পারে এ সত্যটাকে যখন মানুষ উপলব্ধি করতে পারে তখন ভিনতার মাঝেও ঐক্যের সর শোনা যায়: পারম্পরিক সহনশীলতার মাধ্যমে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যায়। কেননা মানুষ যখন ব্রুতে পারে, তার নিজের যেমন একটা মত বা একটা বিশ্বাস আছে এবং সে মত ও বিশ্বাস তাকে একটা নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে, তেমনি অন্যের ক্ষেত্রেও তা স্বাভাবিক।

৩১. রোম নগরী একদিনে গড়িয়া উঠে নাই

যে কোনো বড় কাজ করতে গেলে অসীম ধৈর্য ও বুদ্ধির প্রয়োজন। ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপেই ক্রমে সাফল্যের চূড়ায় আরোহণ করা সম্ভব। এক লাফে যেমন উঁচ মগডালে ওঠা যায় না– কঠোর পরিশম এবং চেষ্টা ছাড়া কোনো কাজেও তেমনি হঠাৎই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। শত শত বছর ধরে হাজার হাজার মানুষের নিরলস কঠোর কর্মসাধনা ও একাগ্রতার মধ্য দিয়েই রোমের উঠনি। সে কারণেই বলা হয় উন্নতি ও সমৃদ্ধি মাত্রই সময়সাপেক্ষ।

৬৪. পোডে পাপ পাপে মৃত্যু

শোভ মানব চরিত্রের এক দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি। মানুষ যখন লোভের পথে পা বাড়ায়, তখন তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। লোভ মানুষকে কুপথে ধাবিত করে আর এ জন্যই মানবজীবনের পরিণাম অনেক সময় দুঃখময় হয়ে ওঠে। কখনো কখনো ঘটে মৃত্যু। লোভে মানুষ পরিণামের ^{করা} চিন্তা না করে এমন সব কাজ করে যা আইনের চোখে দণ্ডনীয়। ফলে পাপীকে ভোগ ^{করতে} হয় চরম পরিণতি। লোভ আর স্বার্থবৃদ্ধির দ্বারা তাড়িত হয়ে মানুষ ভাইকে, বন্ধুকে ব্যা করেছে। পরিণামে নিজের আত্মহননের পথ নিজেই তৈরি করেছে। যে অন্যায় অসত্য শিখে ধাবিত হয় সে অকালমৃত্যুতে পতিত হয়।

৩৫ সঙ্গদোষে লোহা ভাসে

সংসর্গের প্রভাব অনস্বীকার্য। ভারি লোহাকে যদি হালকা কাষ্ঠখণ্ডের সাথে গোঁথে দেয়া হয় তবে স্প্রতিত লোহাও ভাসতে থাকে। মান্যের মধ্যেও এ সাহচর্যের প্রভাব বিশেষভাবে কার্যকর। সঙ্গদেশ পরিবর্তিত হয়ে যায়। কসংসর্গে চললে মানুষের স্বভাব ও চরিত্র খারাপ না হয়ে পারে না। এ ভগতে লোকের অধ্বঃপতন হয়েছে, অসৎ সংসর্গই এর কারণ। মানুষ সতর্ক থাকলেও কুসংসর্গে পতে ক্রি অজান্তে পাপের পথে পরিচালিত হয়। এজনাই বলা হয়- 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাল'

৩৬. সবুরে মেওয়া ফলে

জীবনে সম্প্রতা আনার অন্যতম প্রধান উপায় *হলো ধৈর্য ।* অতি অল্প সময়ে কোনোকিছুতে সম্প্রতা 🗪 করা ঠিক নয়। সবুরের মধ্যে নিহিত রয়েছে যথার্থ বিজয় ও উত্তম ফলাফল। যার জীবনে যে যত ধরতে পেরেছে তার জীবনে বিজয় ও সফলতার মাত্রা তত বেশি। পৃথিবীর যে কোনো সফলতা বিজ্ঞায়ের পেছনে ছিল অগাধ বিশ্বাস ও ধৈর্য, বাস্তবিক পক্ষে মানুষের জীবনে সামাজিক, রাজনৈতিত অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় সকল ব্যাপারে সফলতার নেপথ্যে মূলমন্ত্র হিসেবে কাজ করেছে ধৈর্য।

৩৭ সময়ের এক কোঁড, অসময়ের দশ কোঁড

প্রতিটি মুহূর্তকে জীবনের পর্যায় অনুসারে প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে যদি যথাযথ কাজের মার সার্থক করে তোলা যায় তাহলেই জীবনে আসে সার্থকতা। সময়কে কাজের মধ্যে বৈধ 📾 এবং সঠিক কাজকে সঠিক সময়ের হাতে সমর্পণ করাই সফলতার পূর্বশর্ত। সঠিক সময়ে সঠি কাজটি করা উচিত। আজকের কাজ আগামীর জন্য ফেলে না রাখাই উত্তম, কেননা আজজে কাজটা আগামী দিন সহজসাধ্য নাও হতে পারে। তাছাড়া সময়ের কাজ সময়ে না করে জেন রাখলে পরে ঐ কাজ করেও কোনো ফল হয় না। জীবনকে সার্থক করে তুলতে চাই সময়ানবর্তিতা অর্থাৎ সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করার মাধ্যমে সময়ের সদ্মবহার করে।

৩৮ সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই

মানুষ নিজ সাধনা, যোগ্যতা, বুদ্ধিমন্তা ও ভালোবাসা দিয়ে প্রমাণ করেছে তার উপর কোনো স্বা নেই। মানুষ ফেভাবেই সৃষ্টি হোক না কেন এটা সত্য যে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষের জীব ছাড়াও রয়েছে বুদ্ধিবৃত্তি যা অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে নেই। নিজের সাধনার মাধ্যমেই মর নিজেকে সর্বত্র একক আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয়েছে। নিজ বুদ্ধিমন্তাবলে সে বিভিন্ন আবিষ্ মাধ্যমে ও সহযোগিতার মাধ্যমে গড়ে তুলেছে এই সভ্যতা। মানুষ প্রকৃতির অন্যান্য ভীবলি সেবা করে, ভালোবাসে। প্রেম, দয়া, ন্যায়, সত্য প্রভৃতি ধারণাগুলো সৃষ্টি করেছে মানুষ।

৩৯. সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর।

মিখ্যাবাদীরা সাধারণত বেশি কথা বলেন। তারা যে কোনো ঘটনা বা বিষয় বর্ণনার ^{কেত্রে ও} প্রচুর মিখ্যার অবতারণা ঘটান তেমনি এসব মিধ্যাকে স্বাভাবিক সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত গিয়ে প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক প্রচুর যুক্তি তুলে ধরেন। পক্ষান্তরে, একজন সত্যবাদী লোক বর্নী হন। সত্যবাদী লোক যে কোনো ঘটনা বা বিষয়কে যথাযথভাবে বর্ণনা করে সমাজের ইতি ধারাকে বজায় রাখতে সহায়তা করেন। মিধ্যাবাদী তার বর্ণনায় সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করে তোলেন। তার প্রচুর কথাবার্তা তাকে আরো পাপী করে ^{তোলে ক} সমাজে ছন্দ্-কলহ সৃষ্টি করে।

৪০, সাধনা নাই, যাতনা নাই।

ল্যাতে দুঃখ-কষ্ট আছে এবং থাকবে কিন্তু দৃঢ় প্রতিশ্রুতি, প্রবল চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে সকল দৃঃখ-্রু গ্রাতনাকে জয় করতে পারলে কোনো যাতনাই পাকবে না। প্রতিনিয়ত এখানে মানুষের জীবন সমস্যা, দুঃখ-কষ্ট আর বিরূপতার মাঝে পতিত হয়ে থাকে। তাই মানুষকে কণ্টকাকীর্ণ এবং ক্রম্ব পথ পরিক্রমায় জীবন অতিবাহিত করতে হয়। কিন্তু তাই বলে মানুষ যে দুঃখ-যাতনা আর অবিক্রদাতার দাস তাও ঠিক নয়। মানুষ তার আপন প্রচেষ্টা, দৃঢ় মনোভাব আর অবিরত সাধনার বাধামে সকল কষ্টকেই অনায়াসে জয় করতে পারে। মানুষের উদ্যম আর সাধনার কাছে কোনো ক্রাক্তর আক্রয় নয়। জীবনে সমস্যা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্যাকে জয় করার জন্য সাধনার কোনো জ্ঞিল মেই। আর কঠোর সাধনার কাছে কোনো সমস্যা আর যাতনাই গুরুত পায় না।

প্রবাদ-প্রবচনের কতিপয় নমুনা



- অতি দর্পে হত লঙ্কা (অহন্ধার পতনের মূল) বেশি বাহাদুরি করো না; শেষে অতি দর্পে হত লঙ্কা ঘটবে। অতি লোভে তাঁতি নষ্ট (বেশি লোভ করলে আসলই নষ্ট হয়ে যায়) — বেশি লাভের আশায় রশীদ
- চাল গুদামজাত করেছিল, কিন্তু পোকায় ধরে নষ্ট করে ফেলেছে। অতি লোভে তাঁতি নষ্ট আর কি! ত অন্ন বিদ্যা ভয়ঙ্করী (অল্ল বিদ্যার শোচনীয় পরিণতি) — তমি ধর রকিবের ভল: তোমার এ
- আমরগেই প্রমাণ হয় অল্ল বিদ্যা ভয়ন্তবী। অতি চালাকের গলায় দডি (বেশি চালাক সহজেই বিপদে পডে)— ওই লোকটা বোরকা পরে
- জাল ভোট দিতে গিয়ে ধরা পড়েছে। একেই বলে অতি চালাকের গলায় দড়ি।
- অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ (অসং মতলব লকানোর কৌশল হিসেবে ভক্তির আতিশায্য)— তদন্তকারী পলিশ অফিসার লোকজনের সালামের ঘটা দেখেই বঝলেন, নিশ্চয়ই একটা গোলমাল আছে অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ বটে।
- অধিক/অনেক সন্ত্রাসীতে গাঁজন নষ্ট (অতিরিক্ত লোকের খবরদারিতে কাজ পণ্ড)— মাত্র পঞ্চাশ জনের রান্না, তার তদারকিতে এতজন! অধিক সন্মাসীতে যে গাঁজন নষ্ট হবে, তাতে আর সন্দেহ কী?
- ৭ অভাগা যে দিকে চায়, সাগর তকিয়ে য়য় (ভাগ্য য়য় ঝায়াপ, কোনো দিকেই সে আশা দেখতে পায় ন্য)- মজিদ ভাইয়ের চাকরি হলো না, ব্যবসায় করতে গিয়ে টাকা মার গেল, শেষে মাছের চাষ করে মাওবা একট্ট সম্ভাবনা ছিল বন্যায় সব শেষ। আসলে অভাগা যে দিকে চায়, সাগর শুকিয়ে যায়।
- ত্বভাবে স্বভাব নষ্ট (অভাবের কবলে পড়ে সং লোকও অসং হয়ে যায়)– এমন সাধু সজ্জন কর্মকর্জা, তিনি অভিযুক্ত হলেন তহবিল তসক্রফের জন্য! এ নিশ্চয়ই অভাবে স্বভাব নষ্ট।



- আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া (অপ্রত্যাশিত আনন্দ লাভ করা)— অজানা স্থানে হঠাৎ বন্ধুর দেখা পেয়ে সে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল।
- শালালের ঘরের দুলাল (ধনীর অতি আদরের ছেলে)— ছেলেকে আদর দিয়ে আলালের ঘরের শূলাল করে তললে পরিণামে তার সর্বনাশই হবে। শিক্ষাক বাহনা-প

- আপ ভালো তো লগৎ ভালো (নিজে ভালো হলে সকলই ভালো হয়)— সে ভালো
 বিদ্
 যখানে যায় সবাই তাকে ভালোবাসে; এটাতো হবেই—আপ ভালো তো লগৎ ভালো।
- আপনি বাঁচলে বাপের নাম (নিজের স্বার্থ দেখা)— এ দুর্দিনে তোমাকে সাহায্য করব কিভাবের নিজেরই কোনো উপায় দেখছি না; আপনি বাঁচলে বাপের নাম।



- ইটাটি মারলে পাটকেলটি থেতে হয় (অন্যের অনিষ্ট করলে পান্টা কয়ক্ষতির আশয় থাকে) আভা ওকে হয় দু'মুখি মেরেছ, কল বাগে পেলে ও তোমাকে চার মুখি দেবে। মনে রেখো, ইটাটি মারলে পাটকেলটি থেতে হয়।



- উঠিত্তি মূলো পত্তনেই চেনা যায় (প্রাথমিক অবস্থাই পরিণাম নির্দেশ করে)
 রবীল্রনাথ
 ছেলেবেলায় ছল মিলিয়ে লিবেছিলেন, 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। বড় হয়ে তিনি হলেন করি।
 বোঝা যাক্ছে উঠিত মলো পত্তনেই চেনা যায়।
- উদোর পিওি বুধোর ঘাড়ে (একের অপরাধ বা দায় অন্যের ঘাড়ে চাপানো)

 — ক্লাসে দুইনি করন

 রকিব, আর সাজা পেল কিনা শফিক। এ যে দেখছি উদোর পিওি বুধোর ঘাড়ে।



- এক হাতে তালি বাজে না (দুই পক্ষ না হলে ঝগড়া হয় না)

 তামরা কিছুই করেনি অথচ এক
 ঝগড়াঝাঁটি হলো। এটা কী করে বিশ্বাস করি? এক হাতে যে তালি বাজে না তা সবাই জানে।



- কোথা যাও গোপাল সঙ্গে যাবে কপাল (অদৃষ্ট চিরসঙ্গী)— শহরে কলেরা দেখে রফিক ^{এমি}
 পালাল, কিন্ত সেখানেও তার কলেরা হলো, একেই বলে কোথা যাও গোপাল সঙ্গে যাবে ক^{পাল}
- ২, কারও পৌর মাস কারও সর্বনাশ (একই ঘটনার একজনের যথম বিপদ অন্য জনের তর্তন আনন্দ)— একদিকে নদীর ভাঙনে মানুষ বাড়িঘর হারালো। অন্যাদিকে আরেক দল দখল কর্তন নতন চর। একেই বলে কারও পৌষমাস কারও সর্বনাশ।
- কাজের বেলায় কাজি কাজ ফুরালে পাজি (সুযোগ সন্ধানী)
 — আনসার কাজের বেলায় কর্তি
 কাজ ফুরালে পাজি। তার উপর কিছতেই নির্ভর করতে পারি না।

- নাটা খামে মুনের ছিটা (এক কটের উপর আরক কট)— এমনিতে অপমানের জুলায় পুড়ে মরছি আবার বুল্ল এক্সেছ দুখালা অনিয়ে যেতে, কটা খারে মুনন ছিটা দিয়ে তোমাদেন কি লাভ হবে বুৰুতে পার্মছি না। কটা দিয়ে কটা তোলাক কিবল কিবল শুলা নাপ)— হামিদের আপন পোককে নিয়ে তাকে শেষ ক্রমার হবেং কটা দিয়ে কটা হোলাক
- জনা ছেলের নাম গম্বলোচন (যার যে তর্ণ নেই, তার উপর সেই তপ আরোগ করা)— করিম ক্রেপ্তান্থা তেমন জানে না, আর তাতে কথা হয় বিদ্যানুগাণী। কনা ছেগের নাম গম্বলোচন আর কি। কুল রাখি না গ্যাম রাখি (উভয় সংকট)— বিয়ে কলতা আমা বাদ করেন আর বিয়ে না করলে জ্বান্তা রাগ করেন: আমার হয়েছে ঠিক কুল রাখি না শ্যাম রাখি অবস্থা।
 - কালনেমির লন্ধাভাগ (কাজ আরম্ভ করার আগেই ফল পাওয়ার আশা)— ব্যবসায় ওক না করতেই যদি কালনেমির লন্ধাভাগে লেগে যাও, তবে কি আর ব্যবসায় দাঁড় করাতে পারবেগ
- ্রেকটো খুর্কুতে সাপ (ভূচ্ছ ব্যাপারে খোঁজ নিতে পিরে গুরুতর ব্যাপার উদযাটিত হওয়া বা বড় ধরনের বিপদে পড়া)— বেআইনি অস্ত্রের সূত্র ধরে অস্ত্র তৈরির গোপন কারখানার সন্ধান পোরাহে পুলিল। এ যে কেঁটো খুঁড়তে সাপ!



- খাল কেটে কুমির আনা (নিজের দোষে বিপদ ডেকে আনা)— ভাগনেকে ঘরে ঠাঁই দিয়ে খাল কেটে কুমির এনেছ; টের পাবে কিছুদিন পর।
- ্বান্ধনার চেয়ে বাজ্ঞনা বেশি (আয়ের চেয়ে ব্যয় বা আভৃষ্ণর বেশি)— পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে পাস ক্ষরছে বলে কমিউনিটি সেন্টারে হাজার হাজার লোকের দাওয়াত। এ যে খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি।



- গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল (প্রান্তির আগে ভোগের আয়োজন)— ব্যবসায় ওরু না করতেই লাভের হিসাব করছ; এটা গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল ছাড়া আর কিছুই নয়।
- পাঁয়ো যোগী ভিশ্ব পায় না (দিজের দেশের লোকের কাছে আদর থাকে না)— ভোমার যত জব্ব থাকুক না নেন, দেশের লোক করর করবে না; ভানই তো পোঁয়া যোগী ভিশ্ব পায় না। " গাছে না উঠাতেই এক কাঁদি (থাজ কন করতে না করতেই ফল লাভে আশা)— কাজ বরু-করেই চুটা মাতর জনা থাক্ত হলে পড়েছ', এ যে গাছে না উঠাতেই এক কাঁদি।
- গাঁয়ে মালে না আপনি মোড়ল (স্বঘোষিত নেতা)— কেউ তাকে সমর্থন করছে না; তবুও সে
- শীরো মানে না আপনি মোড়ল সেজে বসে আছে। বি শাছেরও খায় তলারও কুড়ায় (সবকিছু আত্মসাৎ করা)— দেশের উন্নতির আশা করা বাতুলতা;
- ন্দেতারা তো গাছেরও খায় তলারও কুড়ায়।

 ৬. গাছে তুলে মই কাড়া (সাহায্যদানের আশা দিয়ে সাহায্য না করা)— আবুল আমাকে টাকা দেবে
- বলে ব্যবসায় নামলাম, সে যে আমাকে গাছে ভূলে মই কেড়ে নেবে তা কোনোদিন ভাবিনি। ^{গা}রিবের ঘোড়া রোগ (অক্ষমের অতিরিক্ত প্রত্যাশা)— ছেলেটা করে সামান্য পিওনের চাকরি।
- আড়ের ওপর বুড়ো বাবা-মা। কিন্তু তার টিভি চাই, ফ্রিজ চাই।

 শাইতে গাইতে গারেন-, রাজতে বাজাতে বারোন (অভাস ও অধ্যবসারের ফলে দক্ষতা আসে)—ওকে
- প্রথে পাইতে পায়েন, বাজাতে বাজাতে বায়েন (অভাসে ও অধ্যবসায়ের ফলে দক্ষতা আসে)—ওকে প্রথম থাকতে বল। ও যেন গান না ছাড়ে। জানোই তো, গাইতে গাইতে গায়েন, বাজাতে বাজাতে বায়েন।



- ঘটি ভোবে না নামে ভালপুকুর (ছোটর বড় নাম গ্রহণ)

 সম্প্রির মাঝে আছে একখানা বছ বাড়ি; তাতেই এত বড়াই; কথায় বলে ঘটি ভোবে না নামে ভালপকর।
- মোড়া ভিত্তিয়ে মাস খাওয়া (বেখানে কাজ সেখানে টেয় না করে অন্য জায়ণায় টেয় করা)
 অটি ক্লেট সাহেবের হাতে, তাকেই ধরতে হবে। ঘোড়া ভিত্তিয়ে মাস খাওয়ার টেয় করলে কোনো কাজ হবে ৯
- ত সৰ পোছা গৰু সিন্দুর মেন্দ্র কেবলে জরায় (বিগত বিপতের কথা স্বরণ করে অনুরূপ বিপতের কাত্রত করা করে অনুরূপ বিপতের কাত্রত কাতর)—প্রচত জ্বালাছ্মসে জনমাল নই হওয়ার পর থেকে উপস্কুলর প্রোকজন বিপদ সংক্রত আক্রিনির্দেশ অধ্যায় চল যায়। মর পোড়া গরু সিনুরে মেদ দেখলে যেমন ভরায় এদের অবস্থাত তেক্রি
- মরের বেয়ে বনের মোখ তাড়ানো (বিনা পারিশ্রমিকে অপ্রয়োজনীয় কাজে বাস্ত হওয়া)
 — আমাকে বাদ
 রাবের সম্পাদক হতে। আমাকে বাদ দাও ভাই। ছরের বেয়ে বনের মোখ তাড়াবার কময় আমার কোলে
- ৫. ঘরের লক্ষী পায়ে ঠেলা (কাম্যবস্তুকে অনাদর করা)— তখন ভেকে নিয়ে চাকরি দিতে ভেরেছি কিন্তু ভূমি ঘরের লক্ষী পায়ে ঠেলেছ। এখন চাকরি মিলছে না কট তো পেতেই হবে।



- চকচক করলেই সোনা হয় না (বাইরের চটকদারিতে আসল পরিচয় য়ৢয়ট ওঠে না)— অমায়িক আচরণ অর আগুরিকতা দেখে মনে হয় লোকটা ঝুবই ভালো। কিয়ু সভি্য বলতে কি, চকচক করলেই সোনা হয় না।
- ক্রনা বামুদের পৈতে লাগে না (পরিচিত ব্যক্তিকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার দরকার পত্তে না)— তুনি ড. আনিসুজামানের কথা বলছ তো? উনাকে চেনে না কে? ক্রনা বামুদের পৈতে লাগে ন।
- ত. ক্রোরকে বলে চুবি করতে, গেরস্তকে বলে সজাগ থাকতে (দুই দিক বজায় রাখার ক্রেয়)
 — এক ধরনের ক্লেক
 আছে যারা উভয় দিক বজায় রাখতে ওস্তাদ। তারা ক্রোরকে বলে চুবি করতে, গেরস্তকে বলে সজাগ থাকতে।
- চোরে চোরে মাসভুতো ভাই (অসজনের সঙ্গে অসজনেরই ভাব গড়ে ওঠে)

 সপ্রাদীরা য়
 দলেরই হোক ভিতরে ভিতরে ভারা সবাই চোরে চোরে মাসভুতো ভাই।
- চাল না চুলো ঢেঁকি না কুলো (নিতান্ত নিঃস্ব)— নাসিরের যে চাল না চুলো ঢেঁকি না কুলো অবস্তা; তার নিকট চাঁদা চেয়ে কি হবে?
- ৮. চাচা আপন প্রাণ বাঁচা (নিজ নিজ বার্থ চিন্তা)— আজকাল প্রায় সবাই চাচা আপন প্রাণ বাঁচার দলে; পরের মঙ্গলের কথা চিন্তা করার মতো মন কারো নেই।



- ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো (সামান্য কাজ করতে অবহেলার পাত্রের খোঁজ করা)— ^{ব্য কাজ}
 কেউ করতে চায় না তার জন্য খোঁজ করা হয় আমাকে; ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো আর কি!
- ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা (তুল্ছ কাল্লে হাত দিয়ে দুর্দাম পাওয়া) কী য়ে বলেন সাহেব, মার দুশো টাকা দিয়ে কাজ হাসিল করকে। যান সাহেব, ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা আমার কার্জ নয়

ত্ৰাই দে মা, কেনে নাঁচি (অবান্তিত নাঞ্জাট থেকে বেহাই পাণ্ডাৰ আত্মলত)— সম্ভাসী পাকড়াও কৰতে এনে
আইল কাকে বেচাৰা বনিকাকে থাবে দিয়ে গোল পুলিশ। বেচাৰাৰ এখন ছেড়ে দে মা, কেনে নাঁচি অবস্থা।
ক্ৰোন্ত মাহাৰা (কাঁকি দিয়ে সহজে কৰায়ান্ত কৰা যায় এমন ক্ৰিনিস)— গণ্ডতা হেলেৰ
আত্মল মোমা নয়, তা কট কৰে অৰ্জন কৰাতে হয়, সমন্তে বন্ধা কৰাতে হয়



তার কুমির ডাঙার বাখ (উভয় সংকট)— এখন টাকা-পয়সাওয়ালাদের অবস্থা হয়েছে জলে কুমির ডাঙার বাদের মতো; একনিকে টাদাবাজদের উৎপাত, অনাদিকে দ্যাঁপাটের ভয়।

৪০০র বেখা, থাসের সির্বিটিও (প্রশৃষ্টা)— জালের বেখা আরু থাসের পিরিটিকে বিশ্বাস করা বোকামি।

৪০০র, মুন্তা, রিয়ে-ভিক্ বিধার্তা নিয়ে (যে ব্যাপারে মানুবের হাত নেই)— ছবেল মুন্তাত এমন ব্যান্ত্র প্রস্তাল চাবারে কি কথার বলে—জন্ম সন্তর, বিয়ে-ভিন বিধার্তা নিয়ে।



্ব জিকে মেরে বউকে শেখালো (ইশারায় তিরজার)— অপরাধ করণ বড় সাহেবের ছেগে আর জ্যোট সাহেবে গাজি দিলা তার নিতার ছেগেকে, থিকে মেরে বউকে পোণালো হলো আর কি। বু জোগ বুকে জেগদ মারা (অবস্থা বুকে সুবোগ এখন করা)— তাকে আর এ বাগোরে বুজি নিতে প্রচার মা- জি করে রোগণ রখে কোপ মারতে হয় তা গে ভাগোই জানে।



১ ঠদ ৰাছতে গাঁ উজাড় (মন্দের সংখ্যা এত বেশি যে ভালো লোক পাওয়াই মুশকিল)— দেশে দুর্ভীত এদন বেড়েছে যে দুর্দাভিবাজনের চিহ্নিত করতে লোক ঠণ বাছতে গাঁ উজাত হয়ে যাবে। ১ কদার কার বার্নিভালি বার্থা হয়ে নতি বীকার করা)— তখন তো উলি কথা রাখবেলন না একদা ওপর গোলে কারানিত বার্থাক করেলে। বাংগিছি না, ঠেলার নাম বার্বাছি।



উবে ভূবে পানি খাওয়া (গোপনে কাজ করা)— তুমি যে ভূবে ভূবে পানি খাছে সে কথা সবাই জানে; সময় হলে তা ঠিকই বুঝতে পারবে।

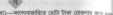


্বিল নেই, তলোৱাৰ নেই, নিধিৱাম সৰ্দাৱ (কমতা না থাকলে কৰ্তৃত্ব করতে যাওৱা বৃথা)— ইঞ্জিন মেনাত কৰতে আলেছেন খালি হাতেও এ তো লেখি চাল নেই, তালোৱান নেই, নিধিৱাম সৰ্দাব। ইঞ্জিই মৰ্থে পোলও ধান আলে (খেবহানে উন্নতি হলেও কাজ বা খভাবেৰ পরিবৰ্তন না হওৱা) কৰ্বাজাৱে ক্ষিত্ৰকৈ হিছেও ভান্তন স্নাহেবকে নোটি নাকেত হয়েছে। বোবাৰ যাব, নিক খলি পোলও ধান আন।

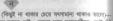


^{জ্ঞেনা} মাথায় তেল দেয়া (যার অনেক আছে তাকেই আরও দেয়ার প্রবৃত্তি)— তেলা মাথায় ^{জ্জেন} দেয়া এখন জাতির অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

- ১. দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো (বিঘু সৃষ্টিকারী লোক কাজের হলেও তার-হাত 🗫 ব্রহাই পাওয়া মঙ্গলজনক)— ফাারবির দারোয়ানটা কাজের চেয়ে গোল পাকাছে বেলি ওকে বিদেয় করে। জানোই তো. দষ্ট গরুর চেয়ে শন্য গোয়াল ভালো।
- ২. দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা (স্বয়ত্নে শক্রকে প্রতিপালন করা)— তাকে এত স্নেহ করে ক্র করেছি আর আজ সেই দাঁডিয়েছে আমার বিরুদ্ধে; দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষলে এমনই হয়ে খাল



- ১. ধরাকে সরাজ্ঞান করা (তঙ্গু জ্ঞান করা)—কালোবাজারিতে মোটা টাকা রোজগার করে ১৫০৯ সবাজ্ঞান কববে তাতে আর বিচিত্র কি!
- ২ ধর্মের ঢাক আপনি বাজে (পাপ কখনও ঢাপা থাকে না)— খুব গোপনে ঘুষ নিলেও কিছলে সে তা গোপন রাখতে পারল না: একেই বলে ধর্মের ঢাক আপনি বাজে।
- ধান ভানতে শিবের গীত (অপ্রাসন্থিক কথা)— ধান ভানতে শিবের গীত গেয়ে লাভ নেই: আসল কথাটা বলে জেল

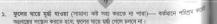


- ১. নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো (কিছুই না থাকার চেয়ে যৎসামান্য থাকাও ভালো) চেয়েছিলাম সবর্ণ এক্সপ্রেসে যেতে। কিন্তু আসন নেই। কোনো মতে মহানগরীতে একটা সি পেলাম। যাক, নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।
- ২. নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা (অক্ষমতা ঢাকার জন্য বাজে অজুহাত)— যতবারই মিস শিল্পীকে আমাদের অনুষ্ঠানে গান গাইতে বলি ততবারই তিনি বলেন, এখানে নাকি সঙ্গীত করার ভালো লোক নেই । আসলে নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা ।
- ৩, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ (নিজের ক্ষতি করেও অন্যের সর্বনাশের চেষ্টা)— এর বেকায়দায় ফেলার জন্য তমি পলিশের কাছে ধরা দিলেং এ যে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ^{ভস}।



- অর্জন করার চেষ্টা কর। মামার বাডিতে থেকে পরের ধনে আর কত পোদ্দারি করবে?
- পুরানো চাল ভাতে বাড়ে (বহুদর্শী বিজ্ঞ লোকের গুণ অনেক)

 বুদ্ধি যদি নিতে হয় তবে প্রবীশ ও বিজ্ঞ লোকের কাছ থেকেই নেয়া ভালো। জান তো, পুরানো চাল ভাতে বাডে।
- ত. পেটে খেলে পিঠে সয় লোভের সম্ভাবনা থাকলে কষ্ট সহ্য করা যায়) যতই যা বল, ^{পেটি} খেলে পিঠে সয়। সেজন্যই তো শিক্ষিত মানুষও বিদেশে চাকর-বাকরের কাজ করছে।



 বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া (বিনা চেষ্টাতেই বাঞ্ছিত জিনিস লাভ করা)— নিঃসন্তান চাটার্য। মতাতে সে সমস্ত সম্পত্তির মালিক হয়েছে: এ যেন ঠিক বিভালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া।

জনা মেষে বন্ধাঘাত (আকশ্বিক বিপদ)— পিতার মৃত্যু সংবাদ বিনা মেষে বন্ধাধাতের মতো তাকে হততঃ করে দিল। ন্ত্রব নেই কুলোপনা চক্কর (ক্ষমতাহীনের মৌখিক আক্ষালন)— তোমার ক্ষমতার দৌড আমাদের জানা আছে, আর লাফাতে হবে না, বিষ নেই তার আবার কলোপনা চক্কর। অনাবনে মুক্তা ছড়ানো (অপাত্রে মূল্যবান বস্তু দান)— এসব দুষ্ট্র ছেলেকে উপদেশ দেয়া আর

বেনাবনে মুক্তা ছড়ানো একই কথা। ্বার্ট আঁটনি ফক্ষা গেরো (কড়াকড়ির টিলেটালা ফল)— আমাদের ক্বলে নিয়মকানুন ছিল একেবারেই

📨। কিন্তু তার অনেকগুলোই প্রয়োগ হতো না বলে ব্যাপারটা ছিল বন্তু আঁটুনি ফল্কা গেরোর মতো। বানরের গলার মুক্তোর মালা (অযোগ্যের সুন্দর বস্তু লাভ)— ঐ কদাকার বদমাশটার এমন

সমরী শিক্ষিত বৌ- এ যে বানরের গলায় মুক্তোর মালা। বিনা মেখে বল্পপাত (আকশ্বিক বিপদের উদয়)— বিশ বছর চাকরির পর অসুস্থতার অভ্যতে সিরাজ সাহেব

মধন চাকরি থেকে বরখান্তের নোটিশ পেলেন তখন তা তার কাছে বিনা মেঘে বন্ত্রপাতের মতো মনে হলো। বোঝার ওপর শাকের আঁটি (গুরুভারের ওপর হালকা বাড়তি ওজন)— এত লটবহরের সঙ্গে তোমার এই লটে পাকেটটা নিতে আমার অসুবিধা হবে বলছং আরে না না। এতো বোঝার উপর শাকের আঁটি।



ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া (বিনামূল্যে যা পাওয়া যায় তাই লাভ)— এ দুর্দিনে রেশনের চাল আতপ কি সেদ্ধ সে প্রশ্ন তুলো না; ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া।



১. মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন প্রোণের বিনিময়ে হলেও সংকল্প পালন)— বীর মজিযোদ্ধাদের কাছে স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল মস্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। মশা মারতে কামান দাগা (সামান্য ব্যাপারে বৃহৎ আয়োজন)— এই কয়টা টাকার জন্য আদালতে যাব নালিশ করতে? তমি যে আমাকে মশা মারতে কামান দাগার বৃদ্ধি দিচ্ছ।



যার বিয়ে তার খোঁজ নেই, পাড়াপড়শির ঘুম নেই (একের জন্য অন্যের দুন্চিন্তা)— পরীক্ষার আর মাত্র সাত দিন বাকি, এখনও কেবল ঘুমাচ্ছ: একট ভালো করে পড়। কথায় বলে যার বিয়ে তার খৌজ নেই, পাড়াপড়শির ঘুম নেই।

ব্রতক্ষণ স্থাস ততক্ষণ আশ (শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা রাখা)— খুনের দায়ে ফাঁসির দণ্ড মাধায় নিয়েও বাঁচার আশা 🥸 দাগী আসামিটার... যদি রাষ্ট্রপতি ক্ষমা করে যাবজীবন কারাদণ্ড দেন। আসলে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। যত গর্জে তত বর্ষে না (মুখে যত, কাজে তত নয়)— নির্বাচনের আগে এটা করব, ওটা হবে-^{কত} ধ্যাদা! আর জেতার পর রাটি নেই। যত গর্জে তত বর্ষে না− এতো দেখাই যাচ্ছে।

শত্রে দেখতে নারি, তার চরণ বাঁকা (অপ্রিয় ব্যক্তির খুঁত অনুসন্ধান)— রকিবের আর কোনো গুণ থাক বা না থাক সে ^{ভালো} পায়। তুমি তাও স্বীকার করতে নারাজ। তোমার ব্যাপারটা হলো, যারে দেখতে নারি, তার চরণ বাঁকা।

বেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যা হয় (বিপদের আশঙ্কা-স্থলে বিপদ নেমে আসা)— কেউ পিই দেখে যেই নকল বের করেছে অমনি পেছন থেকে এসে শিক্ষক ধরে ফেললেন। ব্যাস, যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়।

১০৪ প্রফেসর'স বিসিএস বাংলা

- যে যায় লয়য় সে হয় রাবণ (কোনো পদে বৃত হলে সেই পদসুলভ স্বভাব লাভ)

 এক একটা দল ক্ষ্তির ষায়। লোকে ভাবে পরিবর্তন আসবে। কিন্তু সবই আগের মতো। আসলে যে যায় লঙ্কায় সে হয় রাহত
- ৭. বেমন বুনো ওল তেমন বাঘা তেঁতুল (দুষ্টের যোগ্য প্রতিঘদ্দী)— বজ্জাতিতে দুজনের 🙉 কারো চেয়ে কম নয়, যেমন বুনো ওল তেমন বাঘা তেঁতল।



১ রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায় (ক্ষমতাবানে ক্ষমতাবানে লড়াই হলে মাত্র থেকে গরিব ও নিরীহ লোকের ক্ষতি হয়)— সরকার ও বিরোধী দলের আন্দোলনে সাধ্য মানষের ক্ষতি হচ্ছে। এ যেন রাজায় রাজায় যদ্ধ হয়, উলুখাগডার প্রাণ যায়।



- ১. শাক দিয়ে মাছ ঢাকা (তচ্ছ কারণ দেখিয়ে অপরাধ গোপনের চেষ্টা)— শাক দিয়ে মাছ ঢাবচ চেষ্টা করো না । তমিই যে পরীক্ষা পেছানোর তালটা তলেছ তা আর জানতে বাকি নেই।
- ২. শিকারি বেড়ালের গোঁফ দেখলে চেনা যায় (ভাবভঙ্গি দেখেই কাজের লোক চেনা যায়)— নতন আ আফিসারটি যে বেশ কাজের হবে তাতে সন্দেহ নেই। শিকারি বেডালের গোঁফ দেখলেই চেনা যায় যে।



- ১ সাতেও নেই পাঁচেও নেই (ঝট-ঝামেলা থেকে মক্ত থাকা)- ভদলোক একেবারে আলাদা ধরনের মানষ। কারো সাতেও নেই পাঁচেও নেই।
- ২ সোজা আঙ্গলে যি ওঠে না জেটিল কাজ সম্পাদনে কটকৌশলের প্রয়োজন হয়)— বুঝলে সোজ আঙ্গলে ঘি উঠবে না! ও যেমন ত্যাঁদড়, ওকে শায়েস্তা করতে হলে পুলিশের কাছে যেতে হবে
- ৩. স্বর্গে দাসত অপেক্ষা নরকে রাজত ভালো (স্বাধীনতাই অগ্রগণ্য)— তোমার মতো ফেল ঘরজামাই হরে ভারতে পারিনি। জান না স্বর্গে দাসত অপেক্ষা নরকে রাজত ভালোগ



- ১. হ্রুচন্দ্র রাজার গর্চন্দ্র মন্ত্রী (মূর্খ লোকের আরও মূর্খ উপদেষ্টা)— দলের লোক হয়েছে স্থানীয় কমিটি প্রধান ও উপপ্রধান। এ যেন হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী।
- ২. হাতি কাদায় পড়লে চামচিকেও লাখি মারে (বিপদে পড়লে শক্তিশালী লোককেও তুন্ত লোকে গঞ্জনা সইতে হয়)– মন্ত্রিত্ব হারিয়ে আমাদের এলাকার নেতার এখন ভারি খারাপ অবস্থা এজনাই লোকে বলে হাতি কাদায় পডলে চামচিকেও লাখি মারে।
- হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা (বুদ্ধি দোয়ে সৌভাগ্যের সুযোগ নষ্ট করা)— হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠিল এখন আফসোস করে কী হবে?
- হাতেরও বাবে পাতেরও বাবে (একুল ওকুল দুকুলই হারানো)— তোমার কথামতে ক্রি করলে হাতেরও যাবে, পাতেরও যাবে।
- হায়রে আমড়া, কেবল আঁটি আর চামড়া (অল্পনারশূন্য)— রহিমা কোনো কাজই কর্মিট পারে না, হায়রে আমডা, কেবল আঁটি আর চামডা।

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশু সমাধান

১৮তম বিসিএস : ২০০৯

যে যায় লকায় সেই হয় রাবণ

কর : 'যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ'—একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ। প্রবাদের একটা প্রত্যক্ষ ও ন্দ্রী। পরোক্ষ অর্থ থাকে। এখানে 'লক্ষা', 'রাবণ' শব্দগুলো নেয়া হয়েছে পুরাণ থেকে। এ শব্দগুলোর স্তবে প্রয়োগ ভিন্ন অর্থ দেয়। প্রবাদটির অর্থ এভাবে করা যায় যে, ক্ষমতায় গেলে সবাই ক্ষমতার স্পুৰাবহার করে থাকে। একটি উদাহরণ দিয়ে বলা যায় এভাবে— 'কাকে বিশ্বাস করব ভাই। বালাদেশের রাজনীতির যা অবস্থা; যে যায় লন্ধায় সেই হয় রাবণ।

১৯তম বিসিএস : ২০১০

মানের মা'র প্রশোক

ভত্তর : মাছের মা'র পুত্রশোক কথাটির অর্থ কপট বেদনাবোধ। যাকে আরও সহজে বলা যায় অন্তরিকতাহীন লোকদেখানো কৃত্রিম শোক। অন্তর্দলীয় সংঘর্ষে প্রতিঘদীর মৃত্যু বা নিহত হওয়ার পর জারুদেখানোর জন্য কোনো কোনো রাজনীতিবিদ চোথের পানি ফেলে, এ যেন মাছের মা'র পুত্র শোক। তেমনি সংসারেও দেখা যায় এর নানা উদাহরণ। জীবিত থাকা অবস্থায় দুই সতীনের মধ্যে কখনও সম্ভাব ছিল না। অথচ এক সতীনের মত্যতে আরেক সতীন কাঁদছে, দেখে মনে হয় মাছের মা'র পুত্রশোক।

৩০তম বিসিএস : ২০১১

অতি দর্পে হত লঙ্কা।

উক্তর : 'অতি দর্পে হত লঙ্কা'—প্রবাদটির অর্থ বেশি অহংকারে পতন। সমাজে অনেক সময় দেখা যায়, মানুষ বিপুল ধন-ফুপদ ও ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করে। তার আচরণ হয় উদ্ধত, লাকেরা হয় বেপরোয়া। কাউকে সে ভোয়াক্কা করতে চায় না। প্রকৃতপক্ষে অহংকার মদমন্ত এই মানুষ ক্ষ্মি তার সর্বনাশ তথা পতনের দিকে এগিয়ে যায়। পরিণামে তার ধ্বংস বা পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

৩১তম বিসিএস : ২০১১

त्य मद्द तम त्रद्द

^{উত্তর} : সহনশীলতা একটি মহৎ গুণ এবং মানবঞ্জীবনে সুপ্রতিষ্ঠার জন্য এ গুণের বিশেষ গুরুত্ব বিদ্যমান। স্থিমের মতো বাঁচতে হলে এবং জীবনে সাফল্য অর্জন করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সহনশীলতা। রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদা, অন্যায়-অবিচার এসবের চাপে মানুষ পর্যুদন্ত হয়ে চোখে বিভীষিকা দেখে। কিন্তু এসব ^{প্রতিরোধে} চাই শক্তি, অধ্যবসায় ও সহিষ্কৃতা। যুদ্ধে জয়-পরাজয় আছেই কিন্তু যে মানুষ পরাজয়কে অমান শাখা পেতে নিয়ে পরবর্তী বিজয়ের জন্য ব্রতী হয়, সেই বিজয় অর্জন করতে পারে, সে-ই যথার্থ ^{বার}। সহিস্ফুতার গুণেই রবার্ট ক্রুস সপ্তমবারের যুদ্ধে শত্রুর কবল থেকে দেশকে উদ্ধার করেন।

৩২তম বিসিএস : ২০১২

সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর।

উত্তর: মিথাবাদীয়া সাধারণত বেশি কথা বলেন। তারা যে কোনো ঘটনা বা বিষয় বর্ণনার কেনে ক্রের প্রান্থ মিথার অবভারণা ঘটান তেমনি এসব মিথাাকে স্বাভাবিক সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে দিয় প্রাসম্পিক-অপ্রাস্থাপিক প্রান্থ সুক্তি তুলে ধরেন। পক্ষান্তরে, একজন সত্যবাদী লোক স্বজ্ঞতাট্ট না সত্তবাদী লোক যে কোনো ঘটনা বা বিষয়কে প্রথমিকার কর্মনা সাত্তনি প্রথমিকার বিষয়ক্তিক থাকিবাছিক কর বাধাকে সংযাজন করেন। মিথাবাদী তার কর্মনার সত্তা-মিথাার মিপ্রশ ঘটিরে বিষয়াক্তিক কর তোলেন। তার প্রমূব কথাবার্তা তাকে আরো পাশী করে তেলেও এবং সমান্তে ম্বান্থ-কলাই সৃষ্টি করে

৩৩তম বিসিএস : ২০১২

পূষ্প আপনার জন্য কোটে না।

৩৪তম বিসিএস : ২০১৪

जारग-शिष्ट् लर्छन, कारब्बत द्यला ठेन्ठेन!



বাক্যগঠন

ত্তর শব্দটির ব্যুংগল্টিগত অর্থ কথ্য বা কথিত বিষয়। যথায়থ বিনাত্ত শব্দসমষ্টি যদি একটি সম্পূর্ণ আভার প্রকাশ করে তবে তাকে বাকা বলে। মহাতায়ো বাকালফর্ণ এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, আছেঃ সাধায়ং সকারফং সকারকবিশোগণ বাকাসংজ্ঞাকং ভবতি।

তর্ত্তর অব্যয়স্ত্রক, কারকসূক্ত এবং কারকের বিশেষণসূক্ত ক্রিয়াকে বাক্য বলা হয়। তথু অব্যয় আর নিয়াতেও বাক্য হতে পারে, কোনো একটি কারকসূক্ত ক্রিয়াতেও বাক্য হতে পারে, আর ঐসব নিয়াক্তর বিশেষণা থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে।

ঞ্জ সজ্জায় ত্রিসার গুরুত্ব লক্ষণীয়। সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করার ব্যাপারটা এখানে উদ্রোধ করা ভাল। ইংরেজি Sentence কথাটির মধ্যে মনোভাব প্রকাশের বিষয়টি প্রকল্প আছে। শব্দটির মূলে আম sentir ধার্মটি যার অর্থ feel বা express.

শহিত্য দর্পদের মতে, যোগ্যতা, আকাক্ষা আর আসন্তিযুক্ত পদ সমৃষ্ণয়কে বাক্য বলে।

ব্যক্তর করেকটি সংজ্ঞা নিচে দেয়া হলো :

अ মুর্বিন্যস্ত পদ সমষ্টি বক্তার কোনো মনোভাবকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে, তাকে বাক্য বলে।

ক্ষী অভোধিক শব্দ বা পদ একত্রিত হয়ে যখন মনের একটি সম্পূর্ণ ভাব বা অর্থ প্রকাশ করে, উপন ভারে বান্ধা হলে।

্ষ স্থিনান্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বকার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তাকে বাক্য বলে। ব্যক্তির অংশ : বাকোর দুটি অংশ। যথা— উদ্দেশ্য ও বিধেয়।

। বাব্যের সুণ্ঠ অংশ। বর্ষা তবে ৪ বাংকর । যেমন ক্রমা একজন ভালো গায়ক।

্রাধান কথা সম্বন্ধে বলা হছে। অতএব, রুমা হছে এ বাকোর উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য পদ কথনো কথনো বিষয় উথা থাকতে পারে। যেমন– ছোট একটা ঘর বাধব সেখানে। বাক্যে <u>আমি</u> শব্দটি উহ্য রয়েছে।

বাৰতে পারে। যেমান স্থায় একটা ঘর বাবণ সেবালে। বানেল <u>আনা</u> নাল তথ্ করেবল করনা একই বাক্যে একটিক উদ্দেশ্য পদ থাকতে পারে। যেমান ফাহিম, জেরিন ও ফয়সাল ক্রিক্টার ভাগো করেছে।

বিধেয় : কোনো বাক্যে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয়, তাকে বলা হয় বিধেয়। যেমন— সেলিম ভালো ছেলে।

^{এ বাজ্যে}র বিধেয় হলো ভালো ছেলে।

তনছে।

দেব।

[ক্রিয়া]

উদ্দেশ্য	বিধেয়
সিরাজ সাহেব	একজন চাকরিজীবী
গনি মিয়া	একজন ভালো ক্ষক
ছেলেটি	ভারি দুষ্ট
আবদুস সান্তার	ইংরেজিতে দক্ষ
সে স	আজ চট্টগ্রাম যাবে
নাসির	আমেরিকায় বাস করে
শাহনাজ	নাসিরের প্রী

উদ্দেশ্য সম্প্রসারণের উপায়

বিশেষণ দ্বারা : লাল ফল ফটেছে।

সমকারক পদ দ্বারা : আমাদের অধ্যাপক স্যার আজ খুলনা যাবেন।

বিশেষণ স্থানীয় পদ দ্বারা : গতকাল যিনি এসেছিলেন তিনি আমাদের সাার।

সম্বন্ধপদ দ্বারা : মিন্টর বন্ধ, কোথায় থাকেং

অসমাপিকা ক্রিয়া সংযুক্ত পদসমষ্টি দ্বারা : পথ চলতে চলতে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। অসমাপিকা ক্রিয়া সকর্মক হলে তার কর্মপদ প্রয়োগ করে : সে চালাকি করে ধরা পড়েছে।

অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্মপদে বিশেষণ যোগ করে : সে বহু কষ্ট করে ধন লাভ করেছে। অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্মপদে অধিকরণ কারক যোগ করে : সে এ বছর কষ্ট করে পাস করেছে।

অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্মপদে সম্প্রদান কারক যোগ করে : তিনি তার সবকিছু দরিদকে দান করেছেন অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্মপদে অপাদান কারক যোগ করে : সে গাছ থেকে আনারস এনে আমাকে দিল। সম্বোধন পদ প্রয়োগ করে : মামা আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

বিধেয় সম্প্রসারণের উপায়

ক্রিয়া বিশেষণ দ্বারা : যমুনা নদী খরবেগে প্রবাহিত হচ্ছে।

অসমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা : নদী আর কালের গতি চিরকাল ব্যাপিয়া প্রবাহিত হচ্ছে।

বিশেষণের বিশেষণ দ্বারা : সুমি শ্বুব ভালো মেয়ে। করণ কারক দ্বারা : সেলিম কলম দিয়ে লেখে।

অপাদান কারক দ্বারা : আমটি গাছ থেকে নিচে পডল।

অধিকরণ কারক দ্বারা : মাছ পানিতে বাস করে ।

বাক্যে পদবিন্যাসের সাধারণ ক্রেম

বাংলা বাক্যের প্রধান ব্যাকরণিক উপাদান তিনটি : কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া। বাংলা বাক্যে এই তিনটি ই উপাদান যে ছকে বসে তা হলো •

[কর্জা] আমি	[কর্ম] বই	[ক্রিয়া] পড়ি
[S]	[0]	भाष् [V]
উদ্দেশ্য	F	वेट्यस

র্ক্ত কর্ম ক্রিয়া : এই বিন্যাসক্রমই বাংলা ভাষায় বাক্য গঠনের স্বীকৃত ক্রম। এজন্যেই ভাষাবিজ্ঞানে ভাষাকে S-O-V Language-এর পর্যায়ভুক্ত করা হয়ে থাকে।

কর্ম ক্রিয়া— এই তিনটি প্রধান উপাদান ছাড়াও বাক্যে আরও কিছু উপাদান ব্যবহৃত হয়। সে ্ত্রাদান সাধারণত নিম্নলিখিত পদক্রম অনুসারে বিন্যস্ত হয়ে থাকে :

ক্রিয়াবিশেষণ ক্রিয়ার আগে বসে

	[40]	[किसा ।वट्यवन]	[[क्स]]	
	সে	नीव्रदव	তনছে।	
3	বাক্যে কর্ম থাকলে ক্রিন	া বিশেষণ কর্মের আগে বসে		
	[কর্তা]	[ক্রিয়া বিশেষণ]	[কর্ম]	[ক্রিয়া]

কুহা	[সময়বাচক পদ]	স্থানবাচক পদ]	ক্ম	[ক্রিন্য়া]
সে	কাল	রেস্তোরাঁয়	বিরানি	খাওয়াবে।
কর্মপদ যদি	গৌণ কর্ম ও মুখ্য ক	র্মে বিভক্ত হয় তবে গৌ	ণ কর্ম সাধারণত	মুখ্য কর্মের আগে বসে :
NO.	কর্তা] [গৌ	ণ কৰ্ম] [মখ্য কর্মা	[ক্রিয়া]

ভোমাকে

		ক্মী	[সমাপিকা ক্রিয়া]	[নঞৰ্থক অব্যয়]
	সে	নাশতা	খায়	नि।
थं, नदा	ৰ্থেক অব্যয় অস	মাপিকা ক্রিয়ার আ	গ বসে :	

(चंदरा রয়েছে।

কর্মা

^৫. ক. প্রশ্রবোধক অব্যয় ক্রিয়ার পরে বসে :

আমি

	[কর্তা]	[কর্ম]	[ক্রিন্য়া]	প্রিশ্নবোধক অব্যয়
	আপনি	চিঠিটা	পেয়েছেন	কি?
4. 3	্ৰোধক অব্যয় ক	র্তার ঠিক পরেও বস	ত পারে :	

	আপান	াক	বইটা	পেয়েছেন?
শাবোধক	সর্বনাম বি	ক্রিয়ার আগে বসে :		
	কিৰ্তা	প্রিশ্রবোধক সর্বনামা	[किया]	

বিশেষণ পদ সকলে সাধারণত বিশেষ্য পদের আগে বসে

প্রিশ্লবোধক অব্যয়া

11 1164)	-11-414 10 140 140 10.10.1	त्र जाएग नदग.		
[কর্তা]	[কর্ম]	[किन्या]	[নঞৰ্থক অব	
বোকা ছেলে	পাকা আমটা	খেল	ना।	

- খ. বিধেয় বিশেষণ বিশেষ্যের পরে বসে :
 - [বিশেষ্য] ছেলেটি

[বিধের বিশেষণ] বৃদ্ধিমান।

- ৮. ক. সম্বন্ধ পদ বিশেষ্যের আগে বসে :
 - আমি ভৌকিরের ভাইকে চিনি।
 - খ. বিশেষ প্রয়োগে সম্বন্ধ পদ বিশেষ্যের পরে বসে : মেয়েটি তোমার খুবই ভাগ্যবতী।

সার্থক বাক্যের লক্ষণসমূহ

অর্থবোধক কিছু শব্দ বা পদ মিলে একটি বাকা তৈরি হয়। অবশ্য তার মাঝে অর্থ প্রকাশের তথ প্রকার হবে। এ জন্য প্রয়োজন বাকো ব্যবহৃত পদগুলোর মধ্যে পারম্পরিক সম্পর্ক বজায় থাকা। যদি ব্যবহু পদগুলো মিলে একটি অথও ভাব প্রকাশ করে তবেই তা সার্থক বাকা হতে পারে।

অতএব, একটি সার্থক বাক্যের নিম্নলিখিত তিনটি গুণ থাকবে। যথা : ১. আকাক্ষা, ২. আসন্তি, ৩. যোগ্যস্তা।

- আকাজনা: বাকোর অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য বাকো ব্যবহৃত একটি পদের পর অব্যাল্য শোনার যে আয়হ জাগে তাকে আকাজন বলে। অনাভাবে করা বায়, বাকোর অর্থ পরিষ্কারভার বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা তা-ই হলো আকাজন। যেমন- র পরিনিত্র উলিত হা।
 - এ বাকাটি বললে, শ্রোতার আকাঞ্জার নিবৃত্তি হয় বা কথাটি ঘারা বাকোর অর্থ পরিষার রূপে অনুধাবন করা যায়। কিন্তু যদি বলা হয়, সূর্থ পূর্বদিকে ... তাহলে কথাটি অসপূর্ণ থেকে যায়। অতএব 'উদিত হয়' শব্দটির শোনার জন্য যে আগ্রহ তাই হলো আকাঞ্জা।
- ২. ক্রম বা আসত্তি: বাকো বাবহুত পদগুলোর মাথে অর্থের সঙ্গতি বা মিল রাখার কল সুপুলগতাবে পদ বিন্যাসকেই বলা হয় ক্রম বা আসতি। বেমন-আছে নামে ছয় প্রকর্পন কল্লীকল। এখানে পদগুলো এলোমেলোভাবে নাজানো রয়েছে এবং পদগুলোর মথা কেন অর্থাত মিল সেই। সুকরার প্রটি বাকা নয়। বিজ্ব যদি বলা হয়-অন্ত্রীপুলা নামে প্রকর্পন আ আছে। তাহলে এখানে বাকোর পদগুলো সঠিকভাবে সাজালো রয়েছে এবং বাকোর অর্থ প্রপূর্ণ কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়নি। অর্থান মনোভাব প্রকাশের জন্ম পদগুলো এমনভাবে পর প সাজাতে হবে বাতে মনোভাব প্রকাশে বাধায়ত্ত না হয়। বাকোর অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্ম সুপুলা পদ বিন্যাস্থি আসত্তি।
- ৩. ৰোগ্যন্তা : বাবেদ ব্যৱহৃত পদাবলার অর্থগত ও ভাষণাত মিদান বন্ধনের নামই যোগ্যাত। ফেন^{- মনুকা} একটি বাঘ গোয়েছে। বাকাটিত অর্থের সাথে বাজরের কোনো মিদা নেই। তেমনি- পারু আবালে তেই। এখানেও বাকাটিত অর্থের সঙ্গে বাস্তবভারে কোনো মিদা নেই। অথাত বাকোর অর্থ ও বার্থবিক্তা সঙ্গে মিদা থাকতে হবে। অর্থাৎ বাকাস্থিত শাখনমূহের অর্থপ্যতি এবং ভাষণাত মিদান বহুনের কর্ম যোগাতা। "মন্দের যোগাতার সাথে নির্মালিভিত বিষয়তার। সংগ্রিষ্ট।

গ্লীভিসিদ্ধ অর্থবাচকতা : প্রকৃতি প্রত্যয়জাত অর্থে শব্দ সর্বদা ব্যবহৃত হয়। যোগ্যতার দিক

अस	রীতিসিদ্ধ অর্থ প্রকৃতি + প্রথ		ত্যয় প্রকৃতি + প্রত্যয়জাত অর্থ	
১ বাধিত	অনুগৃহীত বা কৃতজ্ঞ	বাধ + ইত	বাধাপ্রাপ্ত	
	তিল জাতীয়	তিল + ষঃ	তিলজাত স্নেহপদার্থ, যে কোনো শস্যের রস	

- ভগনাৰ ভূপ প্ৰয়োগ : বাকো অনেক সময় উপমা ঠিকমত ব্যবহার না করলে বাকা তার শোগাতা হারায়। যেমন— আমার হৃদয় মন্দিরে আশার বীজ উপ্ত হলো। বাকাটিতে উপমার জা প্রয়োগ করা হয়েছে। কেননা, বীজ বপন করা হয় জমিতে হৃদয়ে নয়।
- প্ত, বাছক্ষ্য সোধা : প্ৰয়োজনের অভিরিক্ত শব্দ বাবহার করপে বাবদা তার যোগাতা হারায়। মেনন- দেশের সব আলোমাণাই এ বাাপারে আনাদের সমর্থন দান করেন। প্রধানে অলোমাণা বনুবাননাটক শব্দ। এখানে সব শব্দারি বাবহারও বহুগুগবাচক। একই মাজর এজব প্রকাশিক বনুবানসচ্চক শব্দ বাবহার করাতেই বাকে বাছেগ্য নাম্ব মটেছে।
- দুর্বোধ্যতা : অপ্রচলিত, দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্য তার যোগ্যতা হারায়, যেমন– তুমি আমার সঙ্গে প্রপঞ্চ করেছ। (চাতুরী বা মায়া অর্থে বাংলায় অপ্রচলিত)
- ভক্তজ্ঞানী দোষ: তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশীয় শব্দের বাবহার করালে যে দোবের সৃষ্টি হতা, ভাজে কলা হয় ভক্তজ্ঞানী দোষ। শব্দের ভক্তজ্ঞানী দোষ ঘটলে শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। ফোনে লগ্নর গাড়িল পালনে শব্দিট, শব্দের শব্দেজান ক্ষান্ত্র গাড়িল বালনে গালনা শব্দট, শব্দবাহের পরিবর্গতে শব্দেগাড়া বাবহার করলে শব্দ তার
 - যোগ্যতা হারায় এবং গুরুচবালী দোবে দৃষ্ট হয়। বাগধারা রদবদল: বাগধারার পরিবর্তন করলে শব্দ তার যোগ্যতা হারায়, যেমন–
- বাগধারা রদবদল: বাগধারার পরিবর্তন করলে শব্দ তার যোগ্যতা হারায়, যেমনঅরগোরোদন না বলে অরগ্যে ক্রন্দন বললে শব্দ তার যোগ্যতা হারাবে।

বাক্যের গঠনগত দিক

^{তিত্ৰার} দিক থেকে বাক্য তিন প্রকার। যথা : ১. সরল বাক্য, ২. জটিল বাক্য ও ৩. যৌগিক বাক্য। ^{১. সরল} বাক্য : যে বাক্যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য (কর্তা) ও একটি মাত্র বিধেয় (সমাপিকা ক্রিয়া)

^{থাকে}, তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন– দিপা বই পড়ে। রাসেল ক্রিকেট খেলে।

^{ৰাক্}য় দুটির কর্তা হচ্ছে দিপা ও রাসেল। পড়ে ও খেলে বাক্য দুটির সমাপিকা ক্রিয়া।

জাটল বা মিশ্র বাকা : একটি পূর্ণ বাকের যদি একটি প্রথান পরবাকর ও এক বা একাধিক অপ্রথান ক্ষমকর সপরপ্রকার সপর্কর্মক থাকে, তবে তাকে জটিল বাক্য বলে। যেমন— যারা মাতৃতাযার মূল্য ক্রিয়া না, ভারা মারের মলা নিতে জানে না।

^{এ বাজ্যে} দৃটি খন্তবাকা বয়েছে – যারা মাতৃভাষার মূল্য দেয় না তারা মায়ের মূল্য দিতে জানে না। বি বাজ্যের একটি অপরটির ওপর নির্ভরণীল। একটি বাদে অন্যটির স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ সম্ভব ^{মা}। অতথ্যব, এটি একটি জটিল বা মিশ্র বাকা। আশিত খণ্ডবাক্য তিন প্রকার : (ক) বিশেষ্য স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য, (খ) বিশেষ্ণ সাম আশিত খণ্ডবাকা (গ) ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় আশিত খণ্ডবাকা

- ক. বিশেষ্য স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য : যে আশ্রিত খণ্ডবাক্য প্রধান খণ্ডবাক্যের যে কোনো প্_{তিক} আশিত থেকে বিশেষ্যের কাজ করে, তাকে বিশেষ্যস্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য বলে। যথা . আমি মাঠে গিয়ে দেখলাম, খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে। (বিশেষ্য স্থানীয় খণ্ডবাক্য ক্রিয়ার কর্মরূপে ব্যবহার জ্জপ : তিনি বাভি আছেন কি না,আমি জানি না। ব্যাপারটি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে ফল ভালো হবে না
- খ. বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য : যে আশ্রিত খণ্ডবাক্য প্রধান খণ্ডবাক্যের অন্তর্গত কোনো বিশেষ » সর্বনামের দোষ, গুণ এবং অবস্থা প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য বলে। ইলা লখাপড়া করে যেই, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই। (আশ্রিত বাকাটি 'সেই' সর্বনামের অবস্থা প্রকাশ করতে। তদ্ধপ - 'খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি আমার দেশের মাটি'। 'ধনধান্য পম্পে ভরা, আমাদের এই বসন্ধরা।'

যে এ সভায় অনুপস্থিত, সে বড দুর্ভাগা। গ ক্রিয়া-বিশেষণ স্থানীয় খণ্ডবাকা : যে আশিত খণ্ডবাকা ক্রিয়াপদের স্থান, কাল কাল নির্দেশক অর্থে ব্যবহৃত হয় তাকে ক্রিয়া-বিশেষণ স্থানীয় আশিত খণ্ডবাক্য বলে। যেমন-'যতই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে।'

তমি আসবে বলে আমি অপেক্ষা করছি। যেখানে আকাশ আর সমুদ্র একাকার হয়ে গেছে, সেখানেই দিকচক্রনাল।

৩, যৌগিক বাক্য : পরম্পার নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক বাক্য যখন ও, এবং, আর, কিন্তু, তথাপি ইত্যাদি অবায়ের সাহায়ে। যক্ত থাকে তখন তাকে যৌগিক বাক্য বলে। উল্লেখ্য, যৌগিক বাৰে। দুটি স্বাধীন বাক্য থাকে। যেমন– সে গরিব কিন্তু অসং। তুমি এবং আমি ঢাকা যাব।

বাক্য পরিবর্তন

বাক্য পরিবর্তনের কিছু উদাহরণ নিচে দেয়া হলো :

সরল বাক্য থেকে জটিল বাক্যে পরিবর্তন

সরল বাক্যকে মিশ্র বাক্যে পরিণত করতে হলে সরল বাক্যের কোনো অংশকে খণ্ডবাক্যে পরিণত করতে হয় এবং উভয়ের সংযোগ বিধানে সম্বন্ধসূচক (যদি, তবে, যে, সে, যারা, তারা প্রভৃতি) ^{পানে} সাহায্যে উক্ত খণ্ডবাক্য ও প্রধান বাক্যটি পরম্পর সাপেক্ষ করতে হয়। যথা :

সরল বাক্য: ধার্মিকেরা প্রকত সুখী জটিল বাক্য: যারা ধার্মিক তারাই প্রকত সুখী

সরল বাক্য: পরিশ্রমী লোকেরাই উন্রতি করে।

জটিল বাক্য: যে লোকেরা পরিশ্রমী তারাই উনুতি করে।

সরল বাক্য: খাওয়ার সময় খাবে।

জটিল বাক্য: যখন খাওয়ার সময় হবে তখন খাবে।

সরল বাক্য: চোরের কোনো সথ নেই।

জটিল বাক্য: যারা চোর তাদের কোনো সুখ নেই।

ক্রের ব্যক্তা : কলমটি কিনতে আমার আশি টাকা লেগেছিল। ্ৰান বাক্য : যে কলমটি কিনেছি তাতে আমার আশি টাকা লেগেছে।

ব্যু বাক্য : শরীর ভালো থাকলে খেলতে যাবো। ্রাল বাক্য : যদি শরীর ভালো থাকে তাহলে খেলতে যাবো।

ব্ৰন্ বাকা : আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করভি। ্রান বাক্য : আমি যতটা সাধ্য ততটা চেষ্টা করছি।

ব্যাল বাক্য : বর্ষা গেলে আমরা গ্রামের বাড়ি যাব।

সকল বাক্য : যখন বৰ্ষা শেষ হবে তখন আমরা গ্রামের ৰাডি যাব।

ক্রের বাক্য : মানুষ তার কর্ম অনুযায়ী ফলভোগ করে। ্রীল বাক্য: মানুষ যেমন কর্ম করে সে অনুযায়ী ফলভোগ করে।

রবল বাক্য থেকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন

ব্যালাক যৌগিক বাক্যে পরিণত করতে হলে সরল বাক্যের কোনো অংশকে নিরপেক্ষ বাক্যে স্পাদ্ধর করতে হয়। এবং যথাসম্ভব সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয়ের প্রয়োগ করতে হয়। যথা :

হতন বাৰুদ : তিনি বিশ্বান হলেও দরিদ গাগিত বাকা : তিনি বিদ্বান কিন্ত দরিদ

সরল বাকা : এখন না গেলে পৌছতে পারবে না। বৌশিক বাক্য : এখন যাও, নতুবা পৌছতে পারবে না।

সর**ণ বাক্য**: নেতার ভাষণ শেষ হলে আমরা বাডি ফিরে এলাম। নৌগিক বাক্য: নেতার ভাষণ শেষ হলো এবং আমরা বাড়ি ফিরে এলাম।

দরণ বাক্য: তার অনেক টাকা থাকা সত্তেও কোনো দান-দক্ষিণা করেন না। থৌগিক বাক্য: তার অনেক টাকা আছে কিন্তু কোনো দান-দক্ষিণা করেন না।

সরদ বাক্য: তমি আসবে বলে অপেক্ষা করেছিলাম। যৌগিক বাক্য : তুমি আসবে, অতএব অপেক্ষা করেছিলাম।

^{নরণ} বাক্য: সারা বছর পড়া ফাঁকি দিয়েছ বলে পরীক্ষায় ফেল করেছ।

^{নৌশিক} বাক্য: সারা বছর পড়ায় ফাঁকি দিয়েছ আর সে জন্যই পরীক্ষায় ফেল করেছ। ^{সরন} বাক্য : দেরি করে স্কুলে আসার জন্য সে প্রতিদিন বকুনি খায়।

^{থৌশিক} বাক্য: সে দেরি করে স্কুলে আসে এবং সে জন্য প্রতিদিন বকুনি খায়।

জীল বাক্যকে সরল বাক্যে পরিবর্তন

বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে জটিল বাক্যের অপ্রধান খণ্ডবাক্যটিকে সংকৃচিত করে

পন বা একটি বাক্যাংশে পরিণত করতে হয়। যথা : ্রিক বাক্য: যে বাংলা আমার দেশ, এমন দেশ আর পৃথিবীতে নেই।

শহর বাক্য: আমার বাংলার মতো দেশ আর পৃথিবীতে নেই।

^{ছাট্}প বাক্য : যারা সং ব্যক্তি, তারাই সুখী। ^{সরস্} বাক্য : সং ব্যক্তিরাই সুখী।

थ-११९१ सिक्स

জটিল বাক্য: তোমার এ অবস্থা হবে তা কখনো ভাবিনি। সরল বাক্য: তোমার এ অবস্থার কথা কখনো ভাবিনি।

জটিল বাক্য - আপনি যে নির্দেশ দেবেন সে মত কাজ করব।

সরল বাক্য : আপনার নির্দেশ মতো কাজ করব।

জটিল বাক্য : যে মান্ষের কথা রাখে না তাকে কেউ বিশ্বাস করে না। সরল বাক্য : মানুষের কথা রাখে না এমন লোককে কেউ বিশ্বাস করে না।

জটিল বাক্য থেকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন

জটিল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন করতে হলে খণ্ডবাক্যগুলোকে এক একটি স্বাধীন 🚌 পরিবর্তন করে তাদের মধ্যে সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার করতে হয়। যথা :

জটিল বাক্য : যদিও তিনি অঙ্ক শিক্ষক তবুও মাঝে মধ্যে ইংরেজি পডান। যৌগিক বাক্য : তিনি অঙ্ক শিক্ষক বটে, কিন্তু তবুও মাঝে মধ্যে ইংরেজি পড়ান।

জটিল বাক্য : আমার বয়স যখন পাঁচ বছর তখন আমি স্কুলে ভর্তি হই । যৌগিক বাকা : আমার তখন পাঁচ বছর বয়স, সূতরাং আমি স্থলে ভর্তি হই।

জটিল বাক্য : যদিও লোকটি দরিদু, তা সম্ভেও অহংকারী। যৌগিক বাক্য: লোকটি দরিদ কিন্তু অহংকারী।

জটিল বাক্য: যদি তুমি ভালো হও, তাহলে সবাই তোমায় ভালোবাসবে। যৌগিক বাক্য : তমি ভালো হও, তবে তোমায় সবাই ভালোবাসবে।

যৌগিক বাক্য থেকে সরল বাক্যে পরিবর্তন যৌগিক বাক্যকে সবল বাকো রূপান্তর কবতে হলে....

বাক্যসমহের একটি সমাপিকা ক্রিয়াকে অপরিবর্তিত রাখতে হয়।

১ অন্যান্য সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত করতে হয়।

৩ অব্যয়পদ থাকলে তা বর্জন করতে হয়।

৪, কোনো কোনো স্থলে একটি বাক্যকে হেতুবোধক বাক্যাংশে পরিণত করতে হয়। যথা : যৌগিক বাক্য : বাড়িতে উৎসব ছিল অথচ সে যায়নি।

সরল বাক্য: উৎসব বাড়িতে সে যায়নি।

যৌগিক বাক্য : এখন যাও নতুবা পৌছতে পারবে না। সরল বাক্য: এখন না গেলে পৌছতে পারবে না।

যৌগিক বাক্য : তোমাকে ওখানে দেখলাম এবং এগিয়ে গেলাম। সরল বাক্য: তোমাকে ওখানে দেখে এগিয়ে গেলাম।

যৌগিক বাক্য : তুমি আসবে, অতএব অপেক্ষা করছিলাম। সরল বাক্য: তুমি আসবে বলে অপেক্ষা করছিলাম।

যৌগিক বাক্য : তিনি বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি, সুতরাং সবাই তাকে সম্মান করে। সরল বাক্য : তিনি বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি বলে সবাই তাকে সম্মান করে।

নাগিক বাক্য থেকে জটিল বাক্যে পরিবর্তন

্বা নারক বাক্যের অন্তর্গত পরশ্পর নিরপেক্ষ বাক্য দুটির প্রথমটির পূর্বে 'যদি' কিংবা 'যদিও' এবং ্রাটির পূর্বে 'তাহলে' কিংবা 'তথাপি' অব্যয়গুলো ব্যবহার করতে হয়। যথা :

নাগ্রক বাক্য : সে দরিদ্র কিন্তু অসৎ নয়। ্রাল বাক্য : যদিও সে দরিদ্র তবুও সে অসং নয়।

নানিক বাক্য : তিনি একজন সং লোক এবং তা সকলেই জানে। ্লাল বাক্য : তিনি যে একজন সং লোক তা সকলেই জানে।

নাচিক বাক্য: যথাসময়ে এলাম ঠিকই কিন্তু কাজটি হলো না।

লাল বাক্য : যদিও যথাসময়ে এলাম তবু কাজটি হলো না। নানিক বাক্য : জীবনে অনেক কট্ট করেছি কিন্তু আশা তবু মেটেনি। ্রাক্তা : যদিও জীবনে অনেক কষ্ট করেছি আশা মিটল না ।

অর্থানুসারে বাক্যের শ্রেণিবিন্যাস

তর্থনসারে বাক্য পাঁচ প্রকার। যথা :

১. বিবতিমূলক বাক্য

২. প্রশ্রবোধক বাক্য ৩. অনুজ্ঞাসূচক বাক্য

৪. ইচ্ছা বা ইচ্ছাসূচক বাক্য

৫. আবেগ বা বিশ্বয়সূচক বাক্য

 বিবৃতিমূলক বাক্য : যে বাক্যে কোনো ঘটনার ভাব বা অবস্থার বিবৃতি থাকে তাকে বিবৃতিমূলক, বর্ণনাথ্যক বা নির্দেশক বাক্য বলা হয়। যেমন-

সূর্য পর্ব দিকে ওঠে।

সে বোজ এখানে আসে।

আমি ভাকে ভালো বলেই জানি। বর্ণনামূলক বাক্যকে দু ভাগে ভাগ করা যায় : ক. সদর্থক হাঁা সূচক (Affirmative) ও খ. নএর্থক

ना भूकक (Negative) ই্যা-সূচক বর্ণনামূলক বাক্য : যে বর্ণনামূলক বাক্যের দ্বারা কোনো কিছু স্বীকার করে নেয়া

रस, তাকে হাা-সূচক বা সদর্থক বর্ণনামূলক বাক্য বলে। যেমন-

পথিবী সর্যের চারদিকে ঘোরে। আমি আজ সেখানে যাব।

ै ना-সূচক বর্ণনামূলক বাক্য : যে বর্ণনামূলক বাক্যের সাহায্যে কোনো কিছু অश্বীকার করে নেয়া হয়, তাকে না-সূচক বর্ণনামূলক বাক্য বলে। যেমন-

শরীফ মাহমদ আজ বাডি যাবে না।

মিন্ট চুপ করে রইল না।

১১৬ প্রফেসর স বিসিএস বাংলা

 প্রাংশুক্তর বারুর: কোনো ঘটনা, ভাব বা অবস্থা সহদ্ধে কিছু জানবার ইচ্ছা প্রকাশ পেলে, তারে প্রাংশুক্তর বারুর বলে। যেমন—

কোথায় গিয়েছিলে সেদিন? কেন দেশের এই দরবস্তাঃ

অনুজ্ঞাসূচক ৰাক্য : যে বাক্যের সাহায্যে কোনো কিছু আজ্ঞা, অনুরোধ বা নিষেধ বোঝাহ, ভাকে
অনুজ্ঞাসূচক বাক্য বলে। যেমন—

সময় কাজে লাগাও। দয়া করে আমাকে বসতে দিন। এখন যেয়ো না।

ইচ্ছা বা ইচ্ছাসূচক বাক্য : যে বাক্যের সাহায্যে আশীর্বাদ, প্রার্থনা ও ইচ্ছা প্রকাশ করা হয় তাকে
ইচ্ছাস্টক বাক্য বলে। যেমন—

তমি দীর্ঘজীবী হও। আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন।

কি আনন্দ! আমাদের টিম জিতেছে।

ওঃ কি গরম!

ছিঃ এমন কাজ করলে?

এ ছাড়াও অর্থানুসারে বাক্যকে আরো নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায় :

কার্যকারণাত্মক বাক্য : যদি কোনো বাক্যে ক্রিয়ার নিষ্পত্তি কোনো ও বিশেষ শর্তের অধীন এমন বোঝায়, তাহলে তাকে কার্যকারণাত্মক বাক্য বলে। যেমন—

বৃষ্টি হলে ফসল ভালো হবে।

যদি বল আসব।

তুমি গেলে আমি যাব।

সন্দেহসূচক বাক্য : যদি কোনো বাক্যে ক্রিয়ার নিষ্পত্তি সংশয় বা সন্দেহজনক হয় তবে তাকে সন্দেহসূচক বাক্য বলা হয়। যেমন—

আজ বোধ হয় বৃষ্টি হবে।

খেলাটা হয়ত বন্ধ হয়ে যাবে।

ভারত খেলায় হয়ত হেরে যাবে।

ক্রিয়াহীন বাক্য: কোনো কোনো বাক্যে ক্রিয়া উহ্য থাকতে পারে। যেমন—

আমি ছাত্র (হই)

তুমি একজন শিক্ষক (হও)

ওপরের বাক্যে ক্রিয়া নেই তা নয়। কিছু উহ্য রয়েছে। তবুও এ ধরনের বাক্যকে ক্রিয়াহীন বাকা ^{বলে} গণ্য করা হয়।



সাধারণ আলোচনা

বাগক ঐন্বর্যানিত কোনো ভাব অনেক সময় প্রকল্প সংহতি লাভ করে নির্মেদ কবিতা বা গদ্যের প্রবাদ-রাজ্য চিত্র অবাধ্যরে। সে অবাধ্যের জুলুতম সীমা একটি কবিতার চাবা কিবো একটি গদ্যাংশ। এ মরের সীমিত পরিসরে বীজধর্মী সংহতি কার বাগক ভাববাঞ্জন। সেই ভাববীজটির উন্মোচন ও সম্পানিত প্রকাশের বাজটিকেই বলা হয় ভাবসম্প্রামারণ।

অব মনে রাখতে হবে, ভাবসম্প্রসারণ যেমন প্রবন্ধ নয়, তেমনি এটি ব্যাখ্যার পর্যায়েও পড়ে না।

অবসম্প্রসারণ কথাটির তাত্তিক বিশ্রেষণ

অবসম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা

বিশ্ববিদ্যালয় নিহিত প্রতিটি চন্দ্র ও বাকাশে তাপার্যপূর্ণ। এতে মানুবার জীবন ও কাপ সম্পর্কে গুঢ় প্রায়নর উপনা, আদার, বুলি ইংডানির বাবেরণা তাবের পারির দুজাটিত বারি এ গুঢ় স্বিপান্ধারণে কারে, সারবোধে কার নিরিমেই আস্কোসার্থনে উত্তর গুলুপিক সাংগ্রাহ ব্যাহার কারে কারে কার্যন্তান্তর্ভাব করুর কারিয়া। নির্মিত অনুসীলনের মাধ্যমে একটি সর্বাপ্তর প্রতি কারে ক্ষেত্র ভারপাশুসার্থনের কেনিপ্ত ক্ষমার্থন এর কারা যায়।

াবসম্প্রসারণের প্রক্রিয়া

জ্জাত্রনারণের কাজটি যথায়থ ও বিশদভাবে করার ক্ষেত্রে নিচের নির্দেশনাগুলো সহায়ক হতে পারে :

ু মূলভাব শনাক্তকরণ

ৰ্থনত চৰণ বা ৰাজ্যটি সাধাৰণত সাৱগৰ্ত বাক্য, ভাৰগৰ্ত চৰণ কিংবা মননগৰ্ত প্ৰবাদ হয়ে থাকে। অক্ষাধিকবার অভিনিৰেশ সহকারে তা পড়ে নিতে হবে। যেন প্ৰস্কন্ন বা অন্তৰ্নিহিত ভাৰটি কী তা বোকা যায়।

- খ মলভাব উপমা, রূপক, প্রতীক বা সংকেতের আড়ালে আছে কিনা তা বিশেষ বিবেচনায় ক্রি হার। ভার বিশেষণে অগ্নসর হওয়ার ক্ষেত্রে উপমা-রূপক-প্রতীক বা সংক্রেতের মর্ম উপক্র করা বিশেষ প্রয়োজন। তাহলে ভাবের মূল অভিমুখিনতা স্পষ্ট হবে। এ রক্ম ভারসম্প্রসারণে একটি বা দুটি অতিরিক্ত অনুচ্ছেদ থাকতে পারে। তাতে (ক) উপমা ইত্যাদির অর্থপ্রকাশ এবং (খ) তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে হবে।
- গ্ৰপ্ত ভাবসত্য বা বক্তব্যে উপনীত হওয়ার পেছনে যেসব যুক্তিসূত্র কাজ করেছে এবং জ ধরনের প্রেক্ষাপটে ভাবসত্যটি তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় সেগুলো অনুধাবনে সচেই ব্যক্ত হবে। সহজ ভাষায় সংক্ষেপে সেগুলো প্রয়োজনমতো উপস্থাপন করতে হবে।

১ ভাবের সম্প্রসারণ

মল ভাববীজকে বিশদ করার সময় সহায়ক দৃষ্টান্ত, তথ্য ও প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতির ব্যবহার করা চলে ্যামনকি প্রায়োজনে ঐতিহাসিক, পৌরাণিক বা বৈজ্ঞানিক তথ্য উল্লেখ করা যায়। তবে অবশাই তা হাছ হবে প্রাসঙ্গিক। অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক তথ্যের সমাবেশ ঘটলে সম্প্রসারিত ভাব ভারাক্রার 🔞 নীরস হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। কোনো প্রবাদ-প্রবচন বা সুভাষিত উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করাল 📟 যথায়থ ও নির্ভুল হওয়া চাই। ভুল বা অপ্রাসন্ধিক উদ্ধৃতি দেয়ার চেয়ে না দেয়াই ভালো।

৩. ভাষা কৌশল

ভাবসম্প্রসারণের ভাষা যথাসম্ভব সহজ, সরল ও স্পষ্ট হওয়া চাই। দীর্ঘ, কঠিন ও সমাসবদ্ধ শদ ৫ জটিল বাক্য যথাসম্ভব পরিহার করে চলা উচিত। ভাষা উচ্ছাসময় হবে না. বরং অলংকত এ সাহিত্য গুণান্তিত হবে। প্রারম্ভিক বাক্যে সাধারণত সাধারণ ভাবটি উপস্থিত হওয়া উচিত। আ শ্রুতিমধুর, ভাবঘন ও সৌকর্যমণ্ডিত (Decorative) হলে ভালো হয়।

৪. গঠন কাঠামো

- ক, একই কথার পুনরাবত্তি ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা ভাবসম্প্রসারণের ক্ষেত্রে দোনের। প্রদত্ত কবিতা বা গদ্যের শব্দ বা শব্দগুল্ছ হুবছ ব্যবহার করাও সঙ্গত নয়।
- খ. ভাবসম্প্রসারণ যেহেতু মূলভাবের সম্প্রসারণ সেজন্য প্রদন্ত রচনাংশের কবি বা লেথকের নাম জন থাকলেও তা উল্লেখের প্রয়োজন নেই। কোনো শব্দের টীকা-টিপ্পনী দেয়ার প্রশ্নুও এখানে ওঠ ন। ব্যাখ্যার মতো 'কবি এখানে বলতে চেয়েছেন', 'লেখকের ধারণা' ইত্যাদি বাক্যবন্ধও লেখা উচিত ন্য।
- গ, ভাবসম্প্রসারণ কত বড় হবে তা পরীক্ষার বেলায় প্রধানত প্রদেয় নম্বরের ওপর নির্ভর করে। এটা যেন প্রবন্ধের মতো দীর্ঘ কলেবর না হয়, আবার আকারে ব্যাখ্যার মতো অনুদীর্ঘ না হয়। সাধারণত শব্দ সংখ্যা হবে দুইশ' থেকে আড়াইশ'। লাইন হবে বিশ থেকে পঁচিশটি। বিশেষ ক্ষেত্রে এ পরিসরের বাডতি বা কমতি হতে পারে।
- ঘ. ভাবসম্প্রসারণের অনুচ্ছেদ সংখ্যা নির্ভর করে মূল ভাবের ওপর। সে হিসেবে এক বা একাধিক অনুচ্ছা ভাবসম্প্রসারণ করা চলে। তবে ভাবসম্প্রসারণ দুই-তিন অনুচ্ছেদের বেশি না হওয়াই ভালে।

৫. উদ্ধৃতি ব্যবহার

ভাবসম্প্রসারণে বিখ্যাত মনীধীদের উক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে লক্ষ রাখতে ^{হবে}, জু যেন মূলভাব পরিকুটনে সহায়ক হয়। অন্যথায়, অপ্রাসন্তিক উদ্ধৃতির ব্যবহার লেখার মান ক্রিব মূলভাবের প্রসারণকে দুর্বল করে তুলবে।

৬. বিশেষ সতর্কতা

- ক. বক্তব্যের পুনরাবত্তি পরিহার করতে হবে।
- খ, ভাবসম্প্রসারণে কবি/লেখকের নাম বা উদ্ধৃতির উৎস নির্দেশের প্রয়োজন নেই
- গ. 'কবি বলেছেন' কিংবা 'এখানে বক্তব্য হলো'-এ ধরনের প্রকাশভদি ভাবসম্প্রসারণে পরিত্যা
- ছ। অবসম্প্রদারণ মানে প্রদন্ত আবের প্রসারণ। কাজেই, অবসম্প্রদারণে সমালোচনামূলক কোনো মন্তব্য কর্ন প্রবৃত্তির।

গুরুত্বপূর্ণ ভাবসম্প্রসারণ

্য অধর্মের ফল হইতে নিষ্কৃতি নাই

পরের উপকার করা। সত্যে ধর্মের উৎপত্তি, দয়াতে বৃদ্ধি, ক্ষমাতে স্থিতি এবং লোভে হয় ্রের। কিন্তু মানুষ যখন এই ধর্ম বা সত্য থেকে বিচ্নুত হয়ে পড়ে তথন তার পরিণাম হয় ভয়াবহ। অসতা ও কুকর্ম তাকে জড়তে পরিণত করে। নৈতিক অবক্ষয়ের দরুন পাপবোধ সবসময় ক্ষত্ত পাড়িত করে রাখে; ফলে ভিতরে ভিতরে সে মানসিকভাবে দুর্বল ও বিকারশ্বস্ত হয়ে পড়ে। তখন ু একে নিষ্কৃতি পাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব হয় না। পরিণামে তার ধ্বংস অনিবার্ধ হয়ে ওঠে।

ুত্ত রানার্ড শ লিখেছেন, মানুষের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় সে মানুষ, আর কিছু নয় (Man is a man for al that)। ধর্ম ও সত্যবোধই মানুষকে আত্মিক বলে বলীয়ান করে। আর এই আত্মিক শক্তির বলেই হল মত্যু থেকে অমৃতের দিকে এণ্ডতে পারে। কিন্তু যে অধর্মের পথে চলে সে আপাতদৃষ্টিতে জয়ী হন ক্রিলয়ে মানসিক শান্তি হারিয়ে নিজের জীবনকে বার্থ করে তোলে এবং ডেকে আনে সর্বনাশ। অসভাকে জিকতে যিনি পথ চলেন মানসিক দিক দিয়ে তিনি সবসময় দুর্বল থাকেন, শ্রন্ধার জগৎ থেকে সর্বদাই াকে নির্বাসিত। ধর্মের নীতিআদর্শ শুধু কথার কথা নয়—এই নীতিআদর্শ জ্বগৎ ও জীবনকে সতি।ই নিম্বল করছে। সংকর্ম যেমন কল্যাণকামী ও সৃষ্টিশীল, অতভকর্মও তেমনি অকল্যাণকামী ও ধ্বংসাস্থক। সততার জয় যেমন সুনিশ্চিত তেমনিই অধর্মের দক্ষন শুরু হয় অন্তরের নরক যন্ত্রণা।

২) অর্থই অনর্থের মূল

ক্ষর সম্পদ মানব জীবনের জন্য অপরিহার্য হলেও অর্থের যথাযোগ্য ব্যবহার করা না হলে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে নেমে অস অৰুমাণ। অৰ্থ উপাৰ্জনের পদ্ম যদি সৎ না হয়, কিংবা অন্যায় স্বাৰ্থ হাসিলের জন্য যদি অর্থের অপব্যবহার করা য়ে, কিবো হীনস্বার্থে ব্যক্তিগত ও জাতীয় সম্পদের অপচয় করা হয় তবে তা বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

জ্বনের প্রয়োজনে অর্থের ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। এমন কি অর্থ ও সম্পদ ছাড়া জ্বিত্র সুখ, শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করা যায় না। কিন্তু অর্থ ও সম্পদ অনেক সময় সুখ ও কল্যাণের বদলে অব্যাণ বয়ে আনে। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যুদ্ধ সংগ্রাম ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে, এর মূলে বিরাজ করছে অর্থ ও ^{ক্রপা}দের অধিকার আদায়। দেখা যায়, সবরকম অঘটন-ঘটনার পিছনের চালিকা শক্তি হিসেবে অর্থই বারবার জ্ববি জেকে আনে। বর্তমান পথিবীর ক্ষমতার দ্বস্মু। দেশে-দেশে, জাতিতে-জাতিতে যে উৎকণ্ঠা ও সংকটের বিশী পরিবেশ এর উদ্দেশ্যই হচ্ছে লাভবান হওয়া, অর্থাৎ অর্থ জোগার ও সঞ্চয় করা। তাহলে স্পষ্ট যে জগতে স্পকর্মের মূলে রয়েছে অর্থ। অন্যায় স্বার্থ হাসিলের জন্য অর্থকে টোপ হিসেবে কাজে লাগায় ্বিক্তিরের মানুষ। অর্থলোলুপ মানুষ অর্থের লোভে জঘন্য কাজে লিগু হয়। তথন তার ন্যায়-অন্যায় বিক্তনা, নীতি-আদর্শ লোপ পায়। সমাজে নৈতিক অবক্ষয় ও সীমাহীন দুর্নীতির মূলকারণ উদগ্র অর্থের স্পা। স্বন্যায় পথে অর্জিত অর্থ মানুষকে বিবেকহীন ও দান্তিক করে তোলে। অর্থের দাপটে তার বুদ্ধি-বিষয়ে পাব আজত অধ মাপুৰ্য নিংক্ষর ও নাত্র বিষয় বাবহারের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। পৃথিবীতে বিষয় বিষয় পুনরাতা তাকার থা বিষয় বিষয় বিষয় বিষয় ক্ষিত্রত করে মানব সমাজকে শ্রেণীবিভক্ত করেছে। সমাজে সৃষ্টি হয়েছে ধনী-দরিপ্রের বৈষয়। অর্থদালসার কারণেই রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বেখেছে সাদ্রাজ্যবাদী আর্ক্ত আর্থার অর্থার গোড়েই মানুশ খাদো ও তায়ুদে তেজাল দেয়, লক্ষা ভিনিল বাজারে জান্ত, নির্মালসাম্ট্রীস্থর করে ই অন্য নাই করে। নির্মালয়ের পাঁলা চলাজ্যবাদ বার্ক্ত কর্মান্ত্র সংকটি তর্বের করে জিনিস্পান্তর দান বাজ্যবা । কেই জান্ত দানসা মানুশ্যকে বিকেন্ট্রীন পত্তেত পরিশত করে। তাই অর্থ অন্যর্ধির কুল হিসেবে সমাজকে কুলন্তিত করে থাকে।

ত অনুকরণের দ্বারা পরের ভাব আপন হয় না অর্জন না করলে কোন বস্তুই নিজের হয় না

জনুকরণ ও জনুশীলনের সাহায়ে কোনো বস্তু সাময়িকভাবে জর্জন করা যায় বটে, কিন্তু ভাতে আছ বিশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা ফুটে ওঠে না।

অপরের কাজের অস্ব অনুকরণ না করে নিজের স্বকীয়তাকে বিকশিত করা ও তা জীবনে প্রয়োগ করাই ব্যক্তিত্বে পরিচারণ

৪ অসি অপেক্ষা মসী অধিকতর শক্তিমান

মানুষকে বিধাতা জ্ঞান ও বৃদ্ধি দিয়ে শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সৃষ্টি করে এই সুন্দর পৃথিবীতে পাঠিজেল শারীরিক শক্তি বা বল প্রয়োগে এই পৃথিবীকে জয় করার জন্য স্রষ্টা মানুষকে জ্ঞান-বৃদ্ধি দেননি, ^{মহ} সূষ্ঠ ও স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রেখে পৃথিবীকে জয় করার জন্য জ্ঞান-বৃদ্ধি দিয়েছেন।

অসি অর্থাৎ তলোয়ার বা তরবারী, যার ক্ষমতা বিশাল। যে মারণারের সাহায়ে পাত্র দমন হয়, র জীবিত জ্ঞানে মৃত অন্তিত্ব প্রণিত্ত করা মার ক্ষমতা ক্রান্তি মনী অর্থ করা করম বা লেখনী কর্ম উদ্দেশ্য হয়ে মেধার মনন মাটিয়ে সুবিজনিত্তর পরিচার কোরা এলমেকি গোটা লেখনি করা করা আপাতসূচীতে অসি অপেক্ষা মদীর ক্ষমতা নাগণ্য মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। বর্তাই, জ ক্ষমতা সামারিক বা ক্ষমন্ত্রারী। বিরের ইতিহাস পর্যালোচনা করালে দেখা যান্ধ- তেরিস বান, নাগির ইন্দ্রিলার প্রস্থান আলার মারণারের সারাধ্যার রেক্তর বন্যা ইর্মের দিরিক্তারী বির আধারিক হলে বির অক্ষয় সম্মানের আসন লাভ করাতে তারা বার্থ হয়েছেন। ক্ষমিকের জন্য তারা পৃথিবীতে প্রতর্গ কি করাকে, তালের কার্যক্রম নুপাব ও ক্ষান্তিত হরোয়ে মৃত্যুর পর তারা নিনিক হয়েছেন, বিরূত ইয়ার্থেন করিতের তালের কার্যক্রম বিশ্বতি অক্ষর ক্ষমতার স্থান্তর পর তারা নিনিক হয়েছেন, বিরূত ইয়ার্থেন ब्राइट, अभी वा लावनीकनी जायह प्राचार प्रदान मंगियी छोत्मत छानगर्छ मर्गन, विकान, गारिङा, हा क्रिकानामा, वाकानील अनुष्ठ विचारा विक्र-मान्यकात कमाराण छोत्मत छिवाचात तिर्मिक्त हा स्थान आक्र कोचा मान्य-मान्यकार देशियान कानील व क्रियोग सहस्र प्राच्या । छोत्मत अवनातान हो उन्हार डिकान प्राच्याच्या प्रतान कराव। वाहाकी अपि आपना मंगी य्यविकटन मिर्काम। आत हा स्थान स्थान प्राच्या प्राप्या । अपनील चानिन मंगिरण वर्मान कराव। इस्ताम, अपनील चानिन मंगीरणव वर्मान कराव। इस्ताम, वाहा स्थान स्थान प्रतान क्षाराण स्थान क्षार स्थान स्था

🚜 জীবনে যা কিছু শক্তি বা বল দিয়ে জয় করা যায় না তা জ্ঞান ও বৃদ্ধি দিয়ে খুব সহজেই জয় করা যায়।

অর্থসম্পত্তির বিনাশ আছে কিন্তু জ্ঞানসম্পদ কখনো বিনষ্ট হয় না

্রবির্ত্তিয়া কিছু দৃশ্যমান তার সবই ক্ষপস্থায়ী এবং তাদের পরিবর্তন ও ক্ষয় অহরহ। যে জিনিসটি ভাস্কান্ত্রী নয়, যার ক্ষয় নেই বরং বিকাশ আছে, তা হলো জ্ঞান। জ্ঞানই মানুষের চরম, পরম ও একান্ত ভিক্ত মহামূল্যবান সম্পন।

জ্বান্ত্ৰ হোঁচ থাকার জন্য অর্থের প্রয়োজন অনধীকার্য। আর্থের জন্য মানুষ উদয়-আন্ত পরিপ্রান্ধ করে। অর্থ এমন এটা সপদ য়া দিয়ে আমারা বাবিত ও সামাজনীবনে মানুষকে অপস্থানকে দিয়া করে বাবি। নিজু ও অর্থকাপদ ক্রমা অনুষ্ঠান বাবিত্রের নিজনিকেই প্রধান করে। অর্থকাপন মতেই প্রান্ত অবিকর্তা হোক লং কেন, জ্ঞানসম্পানন আন্ত ডা সিপ্রান্ত। সভিনোরের জনি বাবিত বিকাশী লোকের তেই প্রান্ত অন্দেক কিশি কনাবান একে পর্তিভাগন।

জ্ঞান্দের জোনো স্থায়িত্ব নেই। বিভবানের ধনভাগার এক সময়ে নিপ্রশেষ হয়ে আনে, কিন্তু বিভানের জনজ্ঞার অমাগত সমুদ্ধ হতে থাকে। সময়ের বাধধানে সে অধিকতর জ্ঞানী হতে থাকে। নর্ধর পৃথিতে জ্ঞান অধিনারর। তাই অর্থনাপানে না, জ্ঞানান্দানে সমুদ্ধ ব্যক্তিপাই দেশ ও জ্ঞানিত হকত লাদ। আর এ জনা অর্থনাপানের মাধ্যকারিতে নার, জ্ঞানান্দানের মাধ্যকারিত মানুল্যর মুদ্যায়ন হওয়া উত্তঃ মাধ্যন্তী (স)ও মাধ্যক্তি বলেছেন, এক হাজার অশিক্ষিত মুর্খ লোকের চেয়ে শিক্ষিত একজন ভার। তিনি গোলানা থেকে বর পর্যন্ত মানুল্যকে জ্ঞানার্জনের উপানেশ নিয়েছেন এবং এ জন্য। শুনুর বিলাজতেও উপানিতি করেছেন।

অধিকার পাওয়া এবং অধিকারী হওয়া এক বস্তু নয়

ক্ষেম বছ বা সাম্মীর অধিকার পাওয়া বড় সুখো । এই অধিকারের ফলে কথনো বিরোধী শক্তির পরাজ্য ক্ষম আদল আদিপতা বিষয়ে কার হয়। তোপানাল পুরিবীতে অধিকার পাথারা সঙ্গে সংগ্র প্রতিনিদ কান্যথা ক্ষম পানীত হয়ে প্রতি, বন্দা। চুমুর্বিক উদ্বিয়ে পড়ে তার প্রতাপ। এই অধিকার পাওয়ার জন্য, প্রভূত্ব ক্ষম প্রতি হয়ে প্রতি, বন্দা। ক্রমির ক্ষমের ক্ষমির ক্ষমের বিষয়ে ক্ষমের ক্যায়ের ক্ষমের ক্রমের ক্ষমের ক্যমের ক্ষমের ক্

ত অধিকানী হওয়ার জন্য যে শ্রেষ্ঠ গুলাবলীর দরকার তা হিন্তে মানুশের কোনোদিন আয়ব হয় না।

কে বৰ্ধ করিয়া রাজত্ব মিলে না ভাই, পৃথিবীকে বশ করিয়া রাজা হইতে হয় ।' বস্তুত শিংহাসনে

কণ একং বিরোধী শতিকে সমন করাই রাজার একমাত্র কাজ লয়। যিনি প্রকৃত হাজা হলে, প্রজাক

কল্প-মূলে, বিপাদ-আপাদে রাজা করার দায়িত্ব তো তারই। তাকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে

কাল্যক শিহাসানে কান্তে হবে। ভাই প্রকৃত অধিকারী ভিনিই যিনি অধিকৃত বস্তু বা সাম্মীকে

ক্ষিত্রক শিহাসানে কান্তে হবে। ভাই প্রকৃত অধিকারী ভিনিই যিনি অধিকৃত বস্তু বা সাম্মীকে

বু অন্যের পাপ গণনার আগে নিজের পাশ গোন
সাধারণত প্রতিটি মানুমই নিজের প্রতি-বিভূতির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি মা দিয়ে অন্যের প্রতি-বিভূতির
সমাসোচনায় তথনে ব্রহ্ম তেই। এটা সপুর্বি আনা প্রতিটি । কোনা একারে পৃথিবী থেকে
কারা,
অবিচার ও পাপ দূর করা মায় মা, বরং সংখাত ব্যাহ্ম ও একে অপারের প্রতিকাশ করার সূরমা দুর্বীক
ব্যাহ্ম । একার প্রতি-বিভূতি যাহে না মার্ট কোরান্ত ও একে অপারের প্রতিকাশ করার সূরমা দুর্বীক
ব্যাহ্ম না একার প্রতি-বিভূতি যাহে না মার্ট কোরান্ত অপার সহ তবে হবে। তাই পরের দেয়ে কার্ট
বুল্লি নিজের নোম-ক্রটি সর্বাহ্ম সেকের মানুলার আফ্রসমাসোচনা করা উচিত। আফ্রসমাসোচনা
করারে ক্রমায় কার্যার প্রতেশ করার । একারে প্রতিতি লক্ষ্মই পানি ভালাম- একার বর্তি ও লাক্ষ্ম বিশ্ব ভালাম- একার বর্তি ও লাক্ষ্ম বির ভালাম- একার বর্তি ও লাক্ষ্ম বিশ্ব ভালাম- একার বর্তি ও লাক্ষ্মই পানি ভালাম- একার বর্তি ও বাবে
বুল্লাম পারে মার স্থাবিত বুল্লাম বুল্লাম বাক্ষমে না; কেই সমাসোচনা ও পরিনার
স্বাহ্মণা পারে না। মহন্দে পৃথিবীতে বিশা-বিশ্বর ও মারামার্ট-হালামি পানবনে না এবং একার পার
ক্রমার প্রতিরোধার জন্মন বুলাপা বা প্রমায় করাতে হবে না। তাই অনার বিশ্ব অন্যান বর্ত্ত বর্তি বর্ত্তা পরিক
ক্রমায় প্রতিরোধার জন্মন বুলাপা বা প্রমায় করাতে হবে না। তাই অনোর বিশ্ব অন্যান বর্ত্তার বর্ত্তার
ক্রমায় প্রক্রিকার জন্মার করাকে বরু না। । তাই অনোর বিশ্ব অন্যান বর্ত্তার বর্ত্তার
ক্রমায় বর্ত্তির বর্ত্তার আন্যান করাকে হবে না। । তাই অনোর বিশ্ব অন্যান বর্ত্তার বর্ত্তার
ক্রমায় বর্ত্তার বর্ত্তার ক্রমায় করাতে হবে না। । তাই অনোর বিশ্ব অন্যান বর্ত্তার বর্ত্তার
ক্রমায় বর্ত্তার বর্ত্তার বান্ধার করেতে হবে না। । তাই অনোর বিশ্ব অন্যান বর্ত্তার বর্ত্তার
বর্ত্তার বর্তার বর্ত্তার বর্ত্তার বর্ত্তার
বর্ত্তার বর্ত্তার বর্ত্তার বর্ত্তার বর্ত্তার বর্ত্তার বর্ত্তার বর্ত্তার বর্ত্তার বর্ত্তার বর্ত্তার
বর্ত্তার বর্

নিজের প্রতি দৃষ্টি দেয়াই প্রতিটি মানুষের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। তি অনেক কিছ ভাবার চেয়ে অল্প কিছ করাই শ্রেয়

কোনো একটি কাজ ভালোভাবে সম্পূৰ্ণ করার পূর্বপর্ত হলো পরিকল্পন। তবে কাজের পরিকল্পনার তের কাজে লেগে যাওয়ার গুরুত্ব অনেক বেশি। তাই ভাবনা-বাহলোর প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন হল কর্মবাহলোর। সুকরা, যা ভারতে হবে, তা কাজে রূপদান করেই লে ভাবনাকে সার্থক করতে হবে। কার্জ সংঘাই জীবনের সাফলোর বীজ নিহিত রয়েছে। সেজনা কাজ করতে হয়। আর কাজের মাধার্যে মানবার্টীনাকে বন্দা করতে হয়।

छेनुबदन त्यसन मुख्य ष्रकृत्या मांच रचा ना, दृष्यानि चधुं चधुं चादनात तकात्ना करूपु तरि। जा त्यान कादक शांचा ना, व्यविद्या तकार्य, व्यास्त्रा चधुं खानानि कार्यरक व्यावन तकी ना, व्याद चादक व्यावन निर्माण का व्यावन विस्तृत कार्यक व्यावन निर्माण कार्यक व्यावन कार्यक व्यावन व्या

অনেকে বড় বড় কাজের পরিকল্পনা আঁটো, আঁটা করাবে সেটা করাবে বলে বাপাড়ার করে কিতৃ কাজের কোরা ভারা ঠনঠন। বড় পরিকল্পনা আঁটা ভালো কিন্তু তা কাজে স্বাগান্তবিত করা যাবে কিনা সোহি প্রকৃত জিজাসা। এ ক্ষেত্রে লেখা যার বাগাড়ার কোনো কাজের সিদ্ধি নিয়ে আনে ন। তার সেই পরিকল্পিত জন্ন কাজ করাই ভালো। সামর্থের বাইরে কোনো কিছু করতে যাওয়া আবেক ধর্মেন দুর্কাতা। ভারনার কেরা কর্মের কল্পত্ব অনেক কেনি, লে ভাননা মতই বড় হোক না কেন।

ি আপনি আচরি ধর্ম পরের বোঝাও

নিজের মধ্যে লালন না করা আচার-ব্যবহার, বিশ্বাস, বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম অন্যকে নিতে ^{পেত্রেই} ^{বর্মে} বিজ্ঞান। আর ডাই নিজের আচরিত বিষয়াই কেবল অন্যকে প্রদান করা উচিত। এব ব্যতিক্রম ^{প্রমা} হিচ্চে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

ধর্ম মানুষকে সং ও কল্যাগের পথ দেখার, মানুষকে মহৎ ও ভালো হতে শেখার। কিত্র অধার্থিক জী যদি ধর্মের কুলি আওয়ায় তবে তা বেবুরো বাজে। সবার কাছেই তা চরম বিরক্তিকর বাল মানু তাই প্রথমে নিজে ধর্মের দীক্ষা নিয়ে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে পরে তা অন্যাকে পানুক উচিত। নিয়ের মধ্যে যে গুলের অভিবাক্তি নেই তা ব্যাগ্যকে শিক্ষা দিতে বা বোঝাতে *লাক্ত* বিশ্বক তে হয়। যেমন একজন চোর যদি এসে মানুয়কে চুরি করতে নিয়েধ করে, তবে সবার কাছেই কাল্পের বাল মানে হবে। কেউ ভার কথা কাবে না। তদ্রপ কোনো ভব, প্রভারক, অসাধু ব্যক্তি ত্ব ভালা কথাই বকুক না কোন, কেউ ভা থেকে শিক্ষাহাথ করবে না। যে কোনো বিষয় সম্পর্কে কাল্পিক দিকা দিতে গোলে, উপদেশ দিতে গোল বা বোঝাতে গোলে আগে দেখতে হবে ভা নিজের কাল্পিক আছে। আগে নিজের আজাবো ভার প্রতিকলন ঘটাতে হবে এবং পরে ভা অন্যদের কাল্পিক আছে। আগে নিজের আজাবো ভার প্রতিকলন ঘটাতে হবে এবং পরে ভা অন্যদের কাল্পিক আখায়া আ মোটেও কার্যকর হবে না।

্বাৰু মধ্যে যা নেই অন্যকে তা বোঝাতে বা শিক্ষা দিতে যাওয়া চরম বোকামি।

১০ আলস্য এক ভয়ানক ব্যাধি

্রাজ্যার যাকে পেয়ে বসেছে, সে কখনো সৃষ্টিশীল কিছু করতে পারে না। তার জীবন রোগগ্রন্ত,

াতে অকৰ্মক, গে কাজ না করতে করতে তীবাণ অলস বয়ে পড়েছে। অভ্যানগতভাবে সে মারাথক লোক্ত হারা। এমন অলগতা সাধারণত সমাজের জনা, লেশ ও জাতির জন্য মারাথক কতিত বয়ে আনে। আগরা আমানের সমাজ ও দেশের জন্য মারাথক এক রোগা খারেক অলগতান পোর বেন্দেরে দি কালর মারাথলি কিছু করতে পারে না। মারুগের আছে যে সর্বনা পুলিত ও বিকৃত। জীবন সম্পর্কে কালর মারুলের কোনো হিতাহিত জান থাকে না। ভারা কেকাই ঋরণের পারে পা বাড়ায়। অবশোধে একার নির্মাজত হারে মনুনাযুবাধা হারিয়ে ফেলে। কোনো কুল না পেয়ে জীবন সান্থ হয়। এমন অলগ্য রোগা সমাজ কিরাপের ক্ষেত্র অভ্যারাথকা। এতে অবলতি ছাড়া কোনো কিছু পাওয়া যায় না। অত জলগ্রাকে ভারিবন পুলে রাখে, ভারা সারা জীবন ফুবের আভালের মতো জুলতে থাকে। কোনো ক্রিন্দির্বাধা ভারের জার বির্মাশিক করের বির্মাশিক বির্মাশিক অর্থারা আনকে এ রোগে সভ্যানিক বির্মাশিক, শিলাগু, সাাধুতিক ও ধর্মীয় সকল নিক দিয়ে ক্রিন্দিরা মারা লয়েন এ রোগে ক্রেন সংক্রমিত হলে পারে। তাই আমানের জাতীয় জীবনে এ তা ম্বায়ক্ত করিও করে। যা সামার্যিক, অর্থনিকিক, শিলাগ, সাধুতিক ও ধর্মীয় সকল নিক দিয়ে

^{জ্বন}ত্ত মানুষের জীবনে শান্তি আনতে পারে না। সারাজীবন শুধু অশান্তির বীজ বপন করে। আলস্য ^{বর অভিশ}ন্ত রোগ।

১১ ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়

^{বিভাচ} কাজের পেছনেই তীব্র ইচ্ছা থাকা দরকার। ইচ্ছাশক্তি প্রবল হলে কার্যে সফলতা সুনিশ্চিত। ^{ইম্পান্তির} বলেই যে কোনো অসাধ্য সাধন করা যায়।

^{ত্ত একটি} শক্তি। এ শক্তির দ্বারা চিত্তের একাগ্নতা, ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সৃষ্টি হয়, যা মানুষকে তার ^{তিটু কংকা} ধাবিত করে।

কানবাজীবনের সম্মলভার চাবিকাটি। কোনো কাজ করার জন্য ইম্মাই যথেষ্ট। মানবাজীবন ক্ষিত্র। এ পৃথিবীতে মানুষকে সাধ্যাম করে বেঁচে থাকতে হয়। এখানে সহজলতা বলতে কিছু বাধা-নিপত্তি অভিক্রম করে মানুষকে এদিয়ে যেতে হয়। কিছু তাই বলে কোনো কাজ ক্ষাভ্যাক বাধান ক্ষাভ্যাক করে করে কাজে করলে কাজে সফলতা অবশাই আসরে। আর ক্ষাভ্যাক বিল্পা ক্ষাভ্যাক বি ইচ্ছার বলেই মানবসভ্যতার এত অগ্রগতি ও উনুতি সাধিত হয়েছে। ইচ্ছার বলে একমার এ ছাড়া পথিবীতে সবকিছুই সম্ভব হয়েছে। ইচ্ছার বলে মানুষ পাতাল থেকে মহাশুন্য বিভয় বিজ্ঞানের এত উন্ততি হয়েছে। ইচ্ছা থাকলে মানুষ যে কোনো অবস্থায় সফলতা পেতে পাবে বলেই আব্রাহাম লিংকন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ইউরোজ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। প্রবল ইচ্ছার বলেই রবার্ট ব্রুস, শিবাঞ্জী ফিরে পেয়েছিলেন দের ইচ্ছার বলেই পরাধীন জাতি সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে স্বাধীনতা লাভ করেছে | বাংলা স্বাধীনতা শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন হয়েছে। পৃথিবীতে যার। বিজ্ঞান ও দিল্লিজয়ের ক্ষেত্রে যশস্বী হয়েছেন, তারা দুর্দমনীয় ইচ্ছার দ্বারাই জয়যুক্ত হয়েছেন। তা দর্বল এবং যার মনে প্রবল ইচ্ছাশক্তির অভাব রয়েছে সে জীবনে সাফল্য আশা করতে পারে সতবাং মানষের ইচ্ছাশক্তিই তাকে অভীষ্ট লক্ষে পৌছে দেয়।

ইচ্ছা থাকলে মানুষের সফলতা লাভ সহজ হয়। এ ইচ্ছাশক্তি যার যত প্রবল হবে সফলতা লাভর জ ততো সহজ হবে। মানষ অপরাজের ইঙ্গাশক্তির ধারক বলেই বিশ্ব আজক্রত উন্নতির দিকে ধাবিত হাত্ত

১২) উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে জিনি মধ্যে যিনি চলেন জ্ঞাতে

যারা অন্যান্য শেণীকে সর্বদা এডিয়ে চলেন। এ জগতে তিন শেণীর মান্য রয়েছে : উত্তম, মধ্যম ও অধ্য। উত্তম ও অধ্যের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট সীমারেখা বিদ্যমান। যিনি উত্তম তার চরিত্র ও আচার-আচরণ ক আদর্শ ও ন্যায়নিষ্ঠ হওয়ায় তিনি নিশ্চিত্তে অধ্যেত্র সাথে ছিশতে পাবেন। তার চবিত্র অধ্যেত্র প্রভাবে ধুনি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু মধ্যমরা নিজেদের ক্ষতি ও পতন সম্বন্ধে শঙ্কিত। দোষে-গুণে মিলেই মধ্য ব্যক্তির চরিত্র গড়ে ওঠে বলে তাদের অর্জিত মহন্ত ও আদর্শট্টকু অধমের সাথে মিশলে হারিয়ে যা সম্ভাবনা থাকে। তারা ভাবে, মন্দের সংস্রবে এলেই বিপদের সম্ভাবনা, মন্দরা তাদের অনিষ্ট করবে। মধ্যম সব সময় অধমের কাছ থেকে দূরে থাকে। কিন্তু প্রকৃত মহৎ উত্তম ব্যক্তি সর্বস্তরের ভনগণ নিঃসংকোচে অভিনন্দন জানায়। উত্তম দৃঢ়চিত্তে অধমের সাথে চলে। তার চরিত্র এতই বলিষ্ঠ যে, দর্বলতা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। অধ্যের সংস্পর্শে উন্তমের চরিত্রে কোনো কালিমা লেপনের ¹ নেই। কিন্তু মধ্যম দৃঢ়চিন্ত নয় বলেই অধমের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে চায়। অতএব দেখা যায়, অধ্যের সাথে স্বাভাবিক যোগাযোগ ও চলাচল রাখলেও অধ্য নির্দিষ্ট দূরতু নিয়েই ভালো থাকতে সচেই।

১৩ এমন অনেক দৃঃখ আছে যাকে ভোলার মতো দৃঃখ আর নেই

নিঃসন্দেহে দুঃখ বেদনার। আমরা মানুষমাত্রই তাই। চাই গুধু আনন্দ, সুখ, ভোগে নিজেকে পরিপূর্ণ রাখী আর সুখের স্মৃতি তিল তিল করে স্মৃতির মন্দিরে জমা রেখে দুগুখের কন্টকিত দিনগুলোকে ^{ভূলে} ^{যেতে ব} দুরখের মতো দুরখের শৃতিচারণও আপাতচক্ষে বড় কষ্টের, বড় যন্ত্রণার কথা ভেবে পাশ কাটিয়ে ^{হোতে চহ} কিন্তু সুখ-দুল্লখর সংমিশ্রণেই মানুষের জীবন পূর্ণ। হাসি-অশ্রু এত বর্ণময় বলেই কোনো ^{মা} জীবনই ছকে বাঁধা নয়। দুরখের, বেদনার স্মৃতি জীবনপট থেকে মুছে মানুষ যদি কেবল সু^{মুন্} বাঁচিয়ে রাখতে প্রয়াসী হয়, তবে তার জীবনে পূর্ণচ্ছেদ নেমে আসে। ছায়া যেমন মানুষ^{কে ক}

্রা করে না, সেই রকম দুরখের স্মৃতিও সুখের সময় মানুষকে কখনো পরিত্যাগ করে না। সখ-্রত্বপ নির্ণয় করা মানুষের পক্ষে যতটা কঠিন, ততোধিক কঠিন দুঃথকে, দুঃথক শুভিকে ্রান্তর্কন দেরা। দুঃখের মাঝেই যেন লুকিয়ে রয়েছে কিছুটা সুখের ইঙ্গিত, কিছুটা সুখের ঐশ্বর্য। ৰুমুশমণির ছোঁয়ায়, অন্তরের তীব্র জ্বালায় এ জীবন তথু যে পুণ্যময় হয়ে ওঠে তাই নয়– তার শ্বতি ্রাম প্রঠে কর্মপ্রেরণা, উদ্দীপনা ও অগ্রগতির পাথেয়। যত দুঃখ জীবনে আমরা পাই আসলে তাই যে ্র সুখ বলে যাকে আঁকড়ে ধরতে চাই তা যে মনের অসুখ। কারণ, সমস্যা ও কষ্টের গভীরে পড়েই ্রাম্বর কতইনা বেশি ব্রতী হই। আর যদি এমনটি না হতো তাহলে আমরা ঈশ্বরকেই ভলে যেতাম। ্ব বিচক্ষণ মানুষ দুঃপস্থতিকে সুখস্থতির সম-মর্যাদায় স্বাগত জানান এভাবে, 'মাঝে মাঝে প্রাণে পরশ্বাদি দিও। দীর্ঘ সংগ্রামের পর মানুষ যখন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন তখন তিনি তাই ্রায় অতীতের দিনগুলোকে ভূলতে চান না, চেষ্টাও করেন না। সে দিনগুলোর মধ্যেই যে লুকিয়ে তার সাফলা, স্বপ্নের ইঙ্গিত।

১৪ কাক কোকিলের একই বর্ণ স্বরে কিন্ত ভিন্ন ভিন্ন

ব্যালারর্গ ও গঠন এবং রক্তের বর্ণ এক হওয়া সত্তেও আচরণ ও ব্যবহারে মানুষ ও প্রকৃতির অনেক জন মাঝে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এ পার্থক্যের দ্বারাই অনুধাবন করা যায় কে কোন ধরনের বভিত্তের অধিকারী কে কোন গুণের ও বৈশিষ্ট্যের।

মহৎ ব্যক্তিরা তাদের জীবদশায় সকল মানুষের কল্যাপে নিয়েজিত থাকেন। কিন্তু এমন কিছু মানুৰ আছে এখন জিনিমের বর্গের সাথে অন্য বা আকারের সাথে আরেকটা জিনিসের বর্গের, আকারের মিল হতে শরে ভাই বলে তা এক নয়। কাক ও কোকিলের বর্ণ একই হওয়া সত্তেও তাদেরকে এক বলা যায় না। ত্তনর কষ্ঠস্বরই জানিয়ে দেয় কে কাক, কে কোকিল। যেখানে কোকিলের সূরেলা কণ্ঠে মানুষের মন ব্লিয়, সেখানে কাকের কর্কশ শব্দে মানুষের বিরক্তি আসে। এ কণ্ঠের পার্থক্য তাদের জাত চিনতে সাহায্য হুব, তেমনি আমরা আমাদের সমাজে একইরকম অনেক মানুষরপী কাক কোকিলকে একসঙ্গে চলতে পি। কিন্তু তাদের মাঝে মিলের যে প্রাচুর্য তাতে তাদের মধ্যে প্রভেদ বের করাই যেন দুন্ধর। এক্ষেত্রে ভালা চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য বিশ্রেষণ করলে সহজেই বুঝা যায় কে মানুষরূপী কোকিল, আর কে মানুষরূপী ^{জার}। জারু আরু কোকিলের মধ্যে যে পার্থক্য তা বুঝতে হলে দরকার অনুধাবন করার মতো শক্তি, যার ^{ছবা বচাই} করে সঠিক ব্যক্তিতের রস আহরণ করা যায়। আমরা কারও ভিতরটা অনুধাবন করার চেষ্টা না ^{বরেই} তাকে হ্রদায়ের আসনে ঠাঁই দেই। তার গুণাগুণ যখন আমাদের কাছে ফাঁস হয়ে যায়, ততক্ষণে ^{আনুর কর্মশর্মানিতে} আমাদের বোধশক্তি ফিরে আসে। আমরা জেগে ওঠি। জেগে উঠে দেখি আর সময় ^{কর}। এ কারণেই কোকিলদের মধ্যে অসদুপায়ী কাক অবাধে বিচরণ করে, তারা সকলের ধরাছোঁয়ার ^{জ্বার} চলে যায়। কারণ সাধারণের সাথে তাদের যে সাদৃশ্য তাতে তাদেরকে ছেঁকে বের করাই রীতিমতো ^{পার} ক্মন্ত। আর এই অসাধাকে সম্ভব করতে হলে দরকার, তাদের বর্গ আর মুখরোচক কথায় প্ররোচিত ^{ব্রের} শবাসময়ে ভাদেরকে চিহ্নিত করে দূরে সরিয়ে রাখা, যাতে তারা সাধারণ্যে এসে ভেজালের ^{মাত্রাহ}না ঘটাতে পারে। আর সুন্দর পৃথিবী যাতে সুন্দরই থাকে, কলুষিত না হয়।

্বিন কিছুর বাহ্যিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট না হয়ে তার সৌন্দর্ধের কাঠামোগত বিশ্লেষণের মাধ্যমেই তার ্_{তিক} মুখ্যায়ন করা প্রয়োজন।

কঠোবতার সঙ্গে কোমলতার সমাবেশ ব্যতীত মনুষ্যচরিত্র সম্পূর্ণতা পার না কঠাবতার ও কোমলতা সৃটি সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয়, বিপরীত বল, বিপরীত ধর্ম। একাই বন্ধুর মার তাদের সমাবেশ আমরা সাধারণত দেখতে পাই লা। যে বন্ধু কঠোর তা কথানো কোমল বহেও পাই ক আবাব বা কোমশ, তার মধ্যে কঠারতার লক্ষণ অন্তেমণ বিশ্বলা মার। কিছু ও পুর্বিশীত কা আবাব বা কোমশ, তার মধ্যে কঠারতার লক্ষণ অন্তেমণ বিশ্বলা মার। কিছু ও পুর্বিশীত কা আবার বা কোমশ, তার মধ্যে কঠারতার লক্ষণ অন্তেমণ বিশ্বলা মার । কিছু ও পুর্বিশীত কা আবার তার । কিছু কেলমার অহার এ নিয়মের বাঠিক্রম। সকল মহামানবের চরিত্র বিশ্বেশ করতা আবার করতা কর্মার করতার করতা করতা করতা করতার তার করতার করতার করতার আবার করতার হা সির্বিশিক্ত করতার বিশ্বলা করতার আবার আবার করতার হা সির্বিশিক্ত করতার করতার সাক্ষার করতার করতা

১৬ কীর্তিমানের মৃত্যু নাই

সময় অনন্ত, জীবন সংক্রিঙ । সংক্রিঙ এ জীবনে মানুশ তার মহৎ কর্মের মধ্য দিয়ে এ পৃথিবীচ শত্তপীয়-বনশীয় হয়ে থাকে । আবার নিন্দনীয় কর্মের মাধ্যমে এই জ্বপতে অনেকে বেঁচেও মরে জাও। কেননা ব্যক্তি, পরিবার তাকে ভালোবাসে না; সমাজ, দেশ ও জাতি তাকে শ্রন্থা করে না, দরব বরা না: তার সৃষ্ঠ্যতে কারো যায়-আলে না।

मानूष मान्नहें कन्न-मृहात करीन । पृथ्वीराङ कन्न्नादण कराण अक्तिन जारक मृहात शान अदण कराङ वर्ष और क्रिक्टन मण्डा । जात मृहात मधा निराष्ट्र रम पृथ्वीर एक्टर क्रित दिनाम रमा । किंदू रणहरून पाड पर जात मद्दर कर्रात्र समाना (रो कर्रात्र क्रमा रम मान्न मान्ना मान्नात पत्रक पृथ्वीराङ मृग तुम (बेट्ड पाटक ।

মানুদের জীবনকে দীর্ঘ বয়সের সীমারেখা নিয়ে পরিমাণ করা যার না । জীবনে কেউ যদি কোনো আর কাজ না করে থাকে তবে সে জীবন অবিটান, নিখল। সেই নিখল জীবনের অধিকারী মানুদার করে মানে রাখে না । নীরব জীবন নীরবেই বারে যার । পাখারবার, বার মানুদার করে মানর রাখে না । নীরব জীবন নীরবেই বারে যার । পাখারবার করে মানুদার করে মানুদার বার করে করে । মানুদার জীবনকে কর্মনার করে মানুদার বার বার করে করে নামুদার প্রভালতর মাণার বার করে করে করে মানুদার প্রভালতর মাণার বার মানুদার প্রভালতর মাণার বার মানুদার করে অবরবার মানুদার প্রভালতর মানুদার মানুদার করে অবরবার নামুদার বার বার বার বার মানুদার স্বাক্তর করে অবরবার নামুদার বার বার বার মানুদার স্বাক্তর করে আরবার বার বার মানুদার স্বাক্তর করে আরবার বার বার মানুদার স্বাক্তর করে সারবার করে মানুদার স্বাক্তর করে সারবার বার মানুদার স্বাক্তর করে সারবার বার মানুদার স্বাক্তর বার কর্ম সারবার বার মানুদার স্বাক্তর বার বার মানুদার স্বাক্তর বার বার মানুদার স্বাক্তর বার বার মানুদার স্বাক্তর বার স্বাক্তর বার বার মানুদার স্বাক্তর বার মানুদার মানুদার স্বাক্তর বার মানুদার স্বাক্তর বার মানুদার মানুদার স্বাক্তর বার মানুদার স্বাক্তর বার মানুদার মানুদার

প্রমায় দেয় পৃথিবী থেকে। এ নির্দিষ্ট সময়সীমায় সে যদি গৌরবজনক কীর্তির স্বাক্ষরে জীবনকে
কর্মান্তক করে তুলতে সক্ষম হয়, মানকজ্ঞানে নিজের জীবন উভাপাঁ করে, তবে প্রকা নকর দেহের মৃত্য়
লগু জীব ক্ষমীয় সভা থাকে মৃত্যুত্তীন। গৌরবোজ্ঞাল সুকলমই গৈকে নীচিয়ে রাখে মৃত্যু থেকে মূগাভার।
ক্ষমীয়া করা থাকে মৃত্যুত্তীন। গৌরবাজ্ঞাল সুকলমই গোকে বাঁচিয়ে রাখে মৃত্যু থেকে মূগাভার।
ক্ষমীয়া করে প্রকাশীয়া ক্রিকাশির। কেউ যদি মানুস্থার কল্যান্যে নিজেকে নির্মোধিক করে, তবে
ক্ষম পারতে ওটার এ নীর্ভির মধ্যা নিয়ে সে মানুস্থার ক্ষমানে মণিকোঠার চিরকাল বিচে থাকে।

अर्गलगु ७ मिठराशिण এক কথা নয়। এই দুইকে এক মনে করা নিতারই শ্রম
 वर्ष বাবের ব্যাপারে মানুবের সম্বানী মানুবির দুবারের কাল পার। একটি কার্পণ্য এবং অপরটি
 অব্যারের ব্যাপারে মানুবের সম্বানী মানুবির দুবারের বালারে কুঠা একলা পার। একটি কার্পণ্য এবং অপরটি
 অব্যারের বালারের আছে স্বর্কারিকা আরু মিতবারিকার মধ্যে আছে সংবাম আরু বিকেনশীলাল।
 অকলান রাম্পর্কারের মানুবের নালাকিক বিকের)। অনকে অর্থ বার করতে নোটেই ইছক্তর বাকে
 বা কিতারে বালারেরে মানুবের নালাকিক বিকের)। অনকে অর্থ বার করতে নোটেই ইছক্তর বারে
 বা কিতারে বার্ম বারের কলা যার নেনিকেই দৃষ্টি বাবে। এ ধরনের বানাকের কুপব বারক
 বা কিতারে অর্থ বারে আনিকাই কার্পণ্য। অপরনিকে অবস্করারি লোক কর্থ বার করার সময় পুর
 বিক্রান করে বার করে। প্রয়োজনীয়তা, উপন্যোলিতা ইভালি দিক বিকেনা করে অর্থ বার করা হলে
 বার্মের বার্ম করে। প্রয়োজনীয়তা, উপন্যোলিতা ইভালি দিক বিকেনা করে অর্থ বার করা হলে
 বার্মের করে বার করে। প্রয়োজনীয়তা, উপন্যোলিতা ইভালি দিক বিকেনা করে অর্থ বার করা হলে
 বার্মের করে বার করে। প্রয়োজনীয়তা, উপন্যোলিতা ইভালি দিক বিকেনা করে অর্থ বার করা হলে
 বার্মের করে। প্রয়োজনীয়তা, উপন্যোলিতা ইভালি দিক বিকেনা করে তর্থ বার করা হলে
 বার্মের বারে বার করে। প্রয়োজনীয়তা বার্মের মধ্যে অর্থকে সম্বার্ম্বর বার্মের বার্মের করে বার্মের করে বার্ম্বর করে বার্ম্বর মানুবর করে বার্ম্বর বার্ম্বর

১৮ গতিই জীবন, স্থিতিতে মৃত্যু

্টিশীল যা কিছু দৃশ্যমান, তার সংকিছুই প্রবহমান। চলমানতাই জীবনের বৈশিষ্ট্য, নিকলতা সৃত্যুর বিজন। স্কৃতিবতা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে যেমন স্তিমিত করে দেয়, জাতীয় জীবনকেও করে নির্মন্ত। প্রস্কৃত্র্যান্তিত ও সমৃদ্ধ জাতীয় জীবনে তাই গতিশীলতার কোনো বিকল্প নেই।

ন্দা সতত প্ৰবহমান থাকলে তার বুকে কোনোরপ শৈবাল বা আবর্জনা জমতে পারে না। কিন্তু তার গতি যদি জি হয়ে যায়, তার বুকে শৈবাল বা আবর্জনায় তবে ওঠে। তন্ত্রপ, ব্যক্তিগত তথা সামাজিক জীবনে কোনো ^{পঠি} যদি অবস বা স্থবিব হয় তবে তার জীবনে উনুতির আশা অবাস্তব কল্পনা ডাড়া আর কিছুই নয়।

কা জাতির চাবিকাঠি হলো সংস্কারমুক্ত হয়ে গতিময়-জীবনের নিকে আমার হওয়া। যে জাতি ফর্তান ক্ষিত্রমান এ কর্মেট বাঙে, তেতোলিন কোনোজপ কুমগ্রের তার গতিবোধ করতে পারে না। কিছু কোনো 'ক্ষাৰ্থ কৰি তার পুরাতন ঐতিহাতে চুকে ধারণ করে আগতিব পথে না আধান্ত তবে প্রোক্তনী দদীর মতেই 'ক্ষাৰ্থ এমে তাজে মিয়ে ফেলো, মতল দীয়ে বীরে সে এ ধরা থেকে লাম্মান্থ হয়।

্ব জাতির জীবনধারা অচল, অসার সে জাতির অপমৃত্য অবশ্যম্বাবী। গতিশীল জীবনপ্রবাহই জাতীয় ^{ক্তিব্রু} করে জীবন্ত ও উজ্জ্বল।

১৯ ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে

ক্ষুদ্রের মাঝে বৃষ্টকের একাশ। আজকের ছোঁট চারাগাছটি আগামী দিদের শক্তিময় বৃক্ষ। এখন _{নেটি} পরিচর্যার প্রয়োজনীয়তায় দুর্বল অবস্থায় রয়েছে, আগামীতে এটিই বৃষ্টকের ও শক্তিশালী কুক্তরেণ ফুল ও মুক্ত প্রদান করাবে। প্রকৃতিক এমনি দিয়েয়ে আজকের শিত আগামী দিনের কর্পথার, আগামীর ক্রণকাহ। পুথবীর সমান্ত শিবাই জনের সাথে দিয়ে আন্ত মহকী ও শক্তিমান রূপ। আর তাই এদের দিতে হয় ভালোভাবে বেছে ওঠার সুযোগ্য পরিবেশ।

জেনদা আজকের শিকারা একদিন বড় হয়ে জীবনের বৃহত্তর দায়িত্ব পালন করবে। তাই বর্তমান শিকা জীবন বৃহত্তর দায়িত্ব পালন করবে। তাই বর্তমান শিকা জীবন বৃহত্তর গুরুত্ব তরুত্বপূর্ব এবং দে ভরুত্বর কথা চিন্তা করে বিভাগে বর্তমান পরিচারী করেতে হবে। শিকা শিকার জাজাকের দোর্ঘিয়ের তার বর্তমান করেনে তার শিকার করিনে বার্তমানীয় এক্ষেকার শিকারে মারে নিতিত আছে। তার মারে দেন তার শিকার বিয়য়ে আছে। শিকা জীবনের এই বিশীয় বিবেচনা করবেল তার ওকার সম্পানিত আমার। তার মারে বিশীয় বিবেচনা করবেল তার ওকার স্বাধান করবার তার ওকার স্বাধান করবেল তার ওকার স্বাধান করবার আর বিশার করে স্বাধান করবেল তার ওকার স্বাধান করবেল তার ওকার স্বাধান করবেল তার ওকার স্বাধান করবেল তার ওকার বিশার স্বাধান করবেল তার ওকার স্বাধান করবেল তার ওকার স্বাধান করবেল তার বাহালীয়ে মাতে দেন করবার ব্যবদার হার উঠিতে পারেল তার বিভাগের মাতে দায়িত্ব বর্তমান করবেল তার জীবন গঠনে তৎপরর হতে ববে।

হত চরিত্র জীবনের অলংকার ও অমূল্য সম্পত্তি

মানুষের জীবনের উৎকর্ধ-অপকর্ষের নিচার হয় তার চরিত্র-পরিচয়ে। মানুষের জীবন ও কর্মের মহিনা তার চরিক্রের আলোকেই পায় নীঙি। মানুষ তার চরিত্র-মিশিষ্টা অনুসারেই কাঞ্চ ও চিত্তা করে এক: সেই অনুমায়ীহ সমাজ-জীবনে কুমিক রাখে। মানুষের জীবনে চরিত্র যেন তার অলংকার ও সম্পদ। তা তাকে দেয় উজ্জন পোডা ও সম্ভ্রাস্থ মহিনা।

ফলের সম্পদ যেমন তার সৌন্দর্য ও সুরভি, মানুষের সম্পদও তেমনি তার চরিত্রশক্তি। নানা সদগুণের সমন্তরে মানুষ হয়ে ওঠে চরিত্রবান। সদাচরণ, সত্যবচন, সৎসংকল্প ও সৎজ্ঞান হয় তার জীবনের আদর্শ। মানব হিতেষণা হয় তার জীবনব্রত। তার চারিত্রিক গুণাবলীর স্পর্শে সমাজের অধম ব্যক্তিও নিজের কলুম্বিত জীবনকে গুধরে নেয়ার সুযোগ পায়। স্পর্শমণির ছোঁয়ায় পোহা যেমন সোনা হয়ে ওঠ তেমনি সৎ চরিত্রের প্রভাবে মানুষের পশু প্রবৃত্তি ঘুচে যায়, জন্ম নেয় সৎ, সুন্দর ও মহৎ জীবনের আকাজ্ঞা। চরিত্রশক্তিতে বলীয়ান না হলে মানুষ সহজেই হীনলালসার কবলে পড়ে অপকর্মের শিকার হয়। চরিত্রহীন মানুষের সংখ্যা বাড়লে সমাজজীবনে দেখা দেয় নৈতিক অধঃপতন, সমাজে দেখা দেয় মূল্যবোধের অবক্ষয়। নীতি-আদর্শে উজ্জীবিত চরিত্রশক্তির অভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত জাতির জীবনও হয়ে পড়ে কলঙ্কিত। নৈতিক অধঃপতনের কবলে পড়লে শিক্ষিত মানুষের শিক্ষাও হয়ে পড়ে মূল্যহীন। তাদের শিক্ষা ও জ্ঞান সমাজের কল্যাণে আসে না। পক্ষান্তরে চরিত্রবান লোক কেবল জীবনে মহত্ত্ব অর্জন করেন না, মৃত্যুর পরও তাঁরা হন শ্বরণীয়-বরণীয়। কারণ, তাঁদের চারিত্রিক প্রভা সমাজ উ জাতীয় জীবনের অগ্রগতি ও উনুতির পথে আলোকবর্তিকার মতো কাজ করে। হযরত মুহম্মন (স)। যিও খ্রিষ্ট, গৌতম বুদ্ধ প্রমুখ ধর্মবেরা; লেনিন, আবাহাম লিংকন প্রমুখ রাষ্ট্রনায়ক; ঈশপ, সঞ্জেটিস, বিদ্যাসাগরের মতো শিক্ষাগুরুর চরিত্রশক্তি তারই উজ্জ্ব প্রমাণ। বস্তুত চরিত্রের শক্তিতেই মানুষ ম^{হত্} হয়। পায় সত্যিকারের গৌরব ও মর্যাদা। মানবজীবনকে করে সৌন্দর্যময় ও উৎকর্ষমণ্ডিত। চরিত্রকে মানবজীবনের অলংকার ও সম্পত্তি হিসেবে দেখা হয় এ কারণেই।

২১) চকচক করলেই সোনা হয় না

বাবের নিক থেকে যা সুন্দর্ব দেখায় ভা-ই যে সভা এমন নাও হতে পারে-ভিতরে তার ভিন্ন রূপ থাকা বাংলালিক নয়। ভিতরে এক রকম, বাইরে অনা রকম- এ ধরনের মানুষ খবার্থা প্রদেষ অধিকারী নয়। মানর রুটি ঢেকে বাখারা জন্ম অনেকে বাইরে কুরিমানলার মুখ্যাশ পরে। এতে আসল পরিচয় ঢাকা কালত ভা সামারিক একং অচিত্রেই তার বঙ্গব পরকাশ হয়ে পড়ে। তাই বাইরের চাকতিকা দেখে তুলাল কর্মনা, তার ভিতরের পরিচায় নিয়ে সভাকে চিনতে হবে।

লোৱা বাইরের উজ্বলতা তার আদাল পরিচয় নয়। নীটি সোনা চিনতে হলে তা কটিপান্ধরে যাচাই করতে হয়। অটিপাপরে ফয়া দিলেই তা আদাল না নকল জানা যায়। বাইরে চকচক করণেও নকল লোনা বীত বাদ চাপানো যায় না নকল সোনা বাইরে ফচ কর বায়া দিলেকেওে এমন করা বিজ্ঞান কর্মানীত প্রমাণ করার জনা চক চক করা বাহা। দিলেকেওে এমন করা বিজ্ঞান কর্মানীত প্রমাণ করার জনা চক চক করা কোনা কাজে আসে না। মানুদের জীবনেও না বিশ্বাটী কলজ করা যায়। ভিতরের পরিচাই তার আদাল পরিচয়। মানুদের কথারার্তার, চালাচাপনে করিছার আক্রিক পরিচয় ক্রিয় হয়ে আসে। নকল শাত, কলপ দেয়া ভূল, দারি এসাবাদী নকই কৃত্রিয়া। এই এম পরিচয় প্রস্তাম ক্রায়ী নয়। এইকা পরিচয় বাংলাক পরিচয় বাংলাক করা বাংলাক পরিচয় লোক। করা করা করা বাংলাক পরিচয় বাংলাক পরিচয় বাংলাক পরিচয় বাংলাক করা বাংলাক পরিচয় বাংলাক পরিচয় বাংলাক পরিচয় বাংলাক করা বাংলাক করা বাংলাক পরিচয় বাংলাক পরিচয় বাংলাক বাংলাক বাংলাক বাংলাক করা বাংলাক করা বাংলাক বাংলাক

২২ জ্ঞানই শক্তি

জান যে আনেক বড় শক্তি তাতে সন্দেবের কোনো অবকাশ নেই। পৃথিবীতে মানুয তার প্রেচিত্ব অর্জন করেছে আনেক সাহাযে। জান ও বৃদ্ধি দিয়ে মানুষ জীবনের সকলা বাধা দূব করেছে, সভাতার বিকাশ ভাতিছে। মানুয়ের অর্থনিত ও অনবল পাকি হিসাবে বিবেটিত হয়ে থাকে। কিছু জানের সঙ্গেল সঙ্গেল কার কুলা হাত পারে আনির কার পারি হা আনের বিনাপ নেই। অকচ বন-সম্পদ সরই প্রকৃষিক মানে বা জানের বিনাপ নেই। অকচ বন-সম্পদ সরই প্রকৃষিক মানে বা জানের বিনাপ নেই। অকচ বন-সম্পদ সরই প্রকৃষিক মানে বা জানের সাহাযে দেবা মানুয । মানুয তার জীবন বিবাশের জনা জানের সাহাযে দেবা । জানর বা সাহাযে কোর । মানুয ভার জীবন বিবাশের জনা জানের সাহাযে কোর । মানুয প্রকৃষ্টর পরিবেশক তার অকুস্কুল এনেছে শিক্তার কার্যায়ে। তাই জান চথ্য পাকিই না শানুষ কিছি সুখের ক্রমকা তা এসেছে আনের বাবহারের মতে। মানুয বিস্কৃষ্টর পরিবেশক তার অকুস্কুল এনেছে নিজের আন্তান্ধির (জারে। মানুয়ের জীবনে মান কিছু সুখের সক্রমকা তা এসেছে আনের বাহায়ের কালেন সক্রমের কালেন বাহায়ের কালেন ক্রমের ক্রমের কালেন ক্রমের ক্রমে

হৈ জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় ঐক্য

অব্যক্ত কার্যাপিতা ও গুরুতত্বের কোনো তুলনা নেই। আনই শক্তি বলে বিবেচনা করা হয়। মানব জীবনে জানের শ্বিমটন প্রয়োগে সভাতার বিকাশ ঘটেছে। জানের পথ ধরেই মানুষ আনিম জীবন থেকে বর্তমানের উন্নত জীবনে এসে শ্বিমটন। বিশ্বের সকলা মানুষের মধ্যে জান বাহন বিসেবে কাজ করছে। জানের গুরুত্ব মানবজীবনে অপরিসীয়।

বাহন ছড়ালো মানুষ দানা জাতি, ধর্ম ও বর্গে বিভক্ত। মানুহাৰ আচাম-আচানৰ সর্বান্ধ এক দা। । কাম-বাহনারে, ধার্ম-বার্গ মানুহার এই পার্থক। মিরের খাডাকিক বৈশিন্তা বাল বিবেচনার যোগা। এই মানুষ্য এই পার্কান্ধ বর্তমান বাহনারেও একটি ফেয়েন মানুহার একা রায়েয়ে এবং তা হলো আদেন বিষয় । জাল মানুষ্যক ঐতেন্তার বছনে আবদ্ধ করে রোখেছে, এক মধ্যনিদানের তীর্গে মানুষ্যক নিশিত কামে । মানুষ্য শেশ, জাতি, ধর্ম, থার্গ যতই পৃথক হোক না কোন, জান সাধনার পথে মানুষ্যব কোনো ব্যবধান নেই। সবাই একই পথের পথিক, কারণ জ্ঞানের ব্যাপারে মানুষের ভিন্নতা নেই। জ্ঞান স্ক্র_{তিরু} মনকে সমানভাবে উচ্চকিত করে। জ্ঞানের তাৎপর্য একজনের কাছে একরকম, অন্যজনের কাছে ক্রি রকম এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জ্ঞান সকল বিশ্বমানবের কাছে _{একই} মর্যাদায় বিধৃত হয়। জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রয়োগের ব্যাপারে মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ কান জ্ঞানের রাজ্যের মানুষের মনের কোনো পার্থক্য নেই। জ্ঞান মানুষের মধ্য থেকে সকল পার্থক্য _{দির} করে। জ্ঞানের সুফল সকল মানুষই ভোগ করে। সবাই জ্ঞান থেকে উপকৃত হতে পারে। জ্ঞানের সীমাহীন তাৎপর্য বিশ্বের মানুষকে ঐক্যস্ত্রে আবদ্ধ করে রেখেছে।

(২৪) জীবনের জন্য মৃত্যু, মৃত্যুর জন্য জীবন নয়

মহান সৃষ্টিকর্তার এক অনন্য দান মানবজীবন। এ জীবনের পরিসর ও পরিপত্তি আছে। জীবন দিয়ে যেমন সময় ক্রেছ দেয়া আছে, তা যবনিকাপাতের জন্য রয়েছে মৃত্যু । কিন্তু মৃত্যু তো মাত্র পরিণতির নাম, মৃত্যুর জন্য জীবন নয় । মানবজীবন একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবর্তিত। এই সময়ের সমষ্টির নামই জীবন। এ সময়ের সমাপ্তির একটি সাধারণ ও প্রাকৃতিক মাধ্যম হলো মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যুর ক্রান্তির জন্য প্রতীকা এ সময়ক্ষেপণ জীবন নয়। জীবনের একটি আলাদা মূল্য রয়েছে, রয়েছে বিশেষ মূল্যায়ন।

জীবন একটি বক্র। জীবন একটি গতির নাম। এ গতির মৌলিক ধারা রয়েছে, যে ধারা মানুষ তথা প্রত্যেত্ত জীবের মাঝে কাজ করে। জীবন হলো সজীব শক্তি। অন্যদিকে মৃত্যু যবনিকা বা শেষ পরিণতি। জীবন হলো মুল্যবান ও অপার শক্তি। যার ধারাবাহিকতার পরিসীমা রয়েছে। যেদিন এ পরিসীমা শেষ হবে তথন মত্যু নামের শৃঙ্খলার মাধ্যমে এ জগৎ ত্যাগ করাই হবে জীবনের সঙ্গত গতানুগতিক কাজ। জীবন আছে বলেই মৃত্যু অনিবার্য। অর্থাৎ জীবনের জন্মই মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যুর জন্য জীবন নয়। মৃত্যু বললেই জীবন শেষ হয়ে যায় না। মৃত্যুর কোনো পরিসীমা বা শৃচ্ছলা নেই। যার ফলে জীবনের জন্য মৃত্যু হলেও মৃত্যুর জনা জীবন হতে পারে না। এটিই বাস্তবতা, এটিই অবনীর ধ্রুব সত্যতার ধারা। এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হলে জীবন ও মৃত্যু উভয়ুই স্রষ্টার দান। তবে জীবন সৃষ্টি করা হয়েছে বলে দুনিয়া থেকে সাময়িক বিদায়ের জন মৃত্যু নামের শৃত্ত্বল ঘোষণা হয়েছে বিধায় মৃত্যুর জন্য জীবন নয়।

জীবন স্রষ্টার সৃষ্টি, মৃত্যুও তাঁর ঘোষিত শৃত্যাল। কিন্তু জীবন আছে বলেই মৃত্যু, মৃত্যুর জন্য জীবন নয়। কেননা জীবন হলো সৃষ্টির জন্য, কল্যাণ ও উনুয়নের জন্য; মৃত্যুর জন্য নির্ধারিত এক পাক্ষিক বিষয় নয়।

(২৫) জীবনের কাছ থেকে পালানো সহজ, তার সঙ্গে লড়ে জয়ী হওয়াই কঠিন লিওটলউয় বলেছেন, "Life is nothing but struggle for to do." সপ্রানই জীবন। আর বৈচ থাকার নাম সংগ্রাম। এই সংগ্রামমূখর জীবন থেকে পলায়নের নামই জীবন থেকে সরে যাওয়া। অর্থং বার্থতার বোঝা নিয়ে জড়বৎ হয়ে মৃত্যুর জন্য প্রহর গোনা। এতে জীবনের কোনো সার্থকতা নেই। এতে মানবজীবনের মর্যাদা কুলু হয়। জনুলাভের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবন তরু হয়ে যায়। মানুষ আন্তে আন্তে বড় হয়। তারপর এক সময় তাকে জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু জীবনের পর সংখ্যামমুখর, কুসুমাস্তার্প নয়। জীবনের চারদিকেই থাকে প্রতিকূলতা আর প্রতিকূলতা। জীবন চলঙ পথে থাকে বাধা আর বিপত্তি। এই বাধা অতিক্রম করেই জীবনে সাফল্যের মুখ দেখতে হয়। জীবন সংগ্রামে বার্থ হয়ে জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে জীবনের কোনো সার্থকতা নেই। এ _{পদার} জীবনে পরাজয় আনে।

ন্তা ঠিক যে, জীবন সব সময় সুখের নয়। দুয়খের বাখাদীর্থ রূপ দেখতে দেখতে মানুষ এক সময় ক্রান্ত ্বৰ কৰি । তাৰ মধ্যে বিপুল হতাশার জন্ম হয়। হতাশায় জজীৱত হয়ে মানুষ মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করে। ্বানুষকে দেখা যায়, সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা সইতে না পেরে সে ফকির-সন্মাসীর জীবন অবলমন প্রথম সে ব্রহু জীবন থেকে পালাতে চায়। কিন্তু এটি সমীচীন নয়। দুরুৰ-মন্ত্রণা সইতে হবে, হতাপাকে ক্ষাত হৰে। জীবনে গড়ে যেতে হবে। এটি কঠিন হলেও এর মাধ্যমেই জীবনে সাফল্য আসে।

২৬ জন্ম হোক যথা তথা কৰ্ম হোক ভালো

জন্মের ব্যাপারে মানুষের নিজের কোনো ভূমিকা থাকে না। উঁচু বা নিচু, ধনী বা দরিদ্র পরিবারে তার ৰা হল্যাটা জার ইচ্ছা বা কর্মের ওপর নির্ভর করে না। কিন্তু কর্মজীবনে তার ভূমিকা ও অবদানের দায় তার প্রাপ্ত পর বর্তায়। তাই পৃথিবীতে মানুষের প্রকৃত বিচারে তার জনা-পরিচয় তেমন গুরুত্ব বহন করে না। 🚜 কর্ম অবদানের মাধ্যমেই মানুষ পায় মর্যাদার আসন, হয় বরণীয়-শ্বরণীয়।

ক্রান্ত একদল লোক আছেন যারা বংশ আভিজাত্যে নিজেদের সম্ভ্রন্ত মনে করেন। তারা বংশ মর্যাদার ক্ষাতে সমাজে বিশেষ মর্যাদা দাবি করেন। কিন্তু তাদের এই প্রয়াস বাস্তবতা বিবর্জিত ও হাসাকর। আজুর নিচ্তলায় জন্ম নিয়েও মানুষ কর্ম ও জবদানে বড় হতে পারে। মানবসমাজের ইতিহাসে এ 🕬 উদাহরণ অজ্ञ । পদ্মফুলের সৌন্দর্যই বড়। পদ্ধে জন্মেছে বলে তাকে হেয় গণ্য করা হয় না। তমনি মানুষের কর্মের সাফল্যই বড়, জন্ম-পরিচয়ে মানুষের বিচার হীনস্মন্যতারই পরিচায়ক। বস্তুত ক্রতির রাজ্যে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। একদল মানুষ মানুষের ওপর আধিপত্য ক্ষমের জন্য সমাজে বড়-ছোট, ধনী-দরিদ্র ইত্যাদি ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। ধর্মীয় ব্যবধান রচনা জন্মছ মানুধই। ফলে সমাজে মানুধে মানুধে আপাতদৃষ্টে ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়েছে। তাই যে কোনো পেশা, ত্ত কোনো কাজ মানুষ করুক না কেন, তা সমাজে গুরুত্বীন নয়। তাকে অপ্রয়োজনীয় ও অবজ্ঞেয় করা সুহুজার পরিচায়ক নয়। মানুষ যেখানেই জন্মাক, যে কাজই করুক, সে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত পালন ক্ষাছ কিনা সেটাই বিবেচ্য। মানুষের কল্যাণে, সমাজের অগ্রগতিতে সে যতটা অবদান রাখে তার ভিত্তিতেই ভাকে মুল্যারন করা হয়। সেই অনুযায়ীই তাকে সমাজে স্বীকৃতি দিতে হয়। বংশ-পরিচয়ের অজুহাতে উল্লাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ, ক্ষমতা ও দঙ্কের শক্তিতে মানুষের ওপর জবরদন্তি করে সমাজে মর্যাদার অসন লাভ করা যায় না। তাই জন্ম-পরিচয়ের উর্ম্বে আপন কর্ম-পরিচয় ভূলে ধরাই হওয়া উচিত স্ক্রের জীবনব্রত। তাহলেই সুকর্মের মাধ্যমে মানুষ গৌরব ও মর্যাদার আসনে আসীন হতে পারে।

হিৰ্ তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?

অন্যর অন্যায়, অমানবিক ও অন্তন্ত আচরণ কখনো মানুষের অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় আদর্শ হতে ারে না। কলুষময় পরিবেশের মধ্যে থাকলেও প্রকৃত মানুষের সাধনা হওয়া উচিত সত্য, ন্যায় ও আবিকতার আদর্শে জীবন গঠন। মনুষ্যত্ত্বের এই সাধনাতেই মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে পারে। ^{পারের} সুকৃতিতে অনুপ্রাণিত হওয়া প্রশংসনীয় কিন্তু পরের স্বার্থপরতায় প্রভাবিত হওয়া অনাকাঞ্জিত। ⁵⁶না বৈশিষ্ট্য ও মানসিকতার বিচারে সংসারে সব মানুষ অভিনু চরিত্রের হয় না, মানুষের মধ্যে

বিশাও আছে মন্দও আছে; সংও আছে, অসৎও আছে। এদের মধ্যে উত্তম মানুষই হলো সমাজের অরা চিন্তা ও কর্মে সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী, এদের জীবনযাপন সহজ-সরল অনাড়ম্বর। পথে অর্থবিত্ত অর্জনের সব ধরনের মোহ থেকে এরা মুক্ত। নিজের সাধ্য ও সামর্থ্যমতো তাঁরা জনার ক্ল্যাণের চেষ্টায় সচেষ্ট থাকেন। পক্ষান্তরে যারা অধম তারা স্বার্থান্তেমী, অর্থলোলুপ। সমাজের

মাপলের ক্রেয়ে ছলে-বলে-কৌশলে অন্যায় পাছার নিজের স্বার্থ ব্যলিকাই আদর একমার গাড়। তথা বিশাস্তরে নিক থেকে ভারা নিচ ও খাব একৃতির। এবের পাছার উপার্জিত অর্থ ও বিশ্রের নাত হার ধারতে সরা জ্বান করে। অন্যান করার ও ক্রান্তর করা স্থান পুরুষ্টের করে সম্পাদ বৃদ্ধিতে উদ্যানর আমান। আনুর আরোক সরার করে। আরা পার বিকৃত্ব পরিভূতির স্থারী, হিলো, জিবালো তাকের চারিরিক বৈশিক্ষা। আর্ত্তর ও ক্ষতার জ্য়ের করা সমাজে হয়তো সামারিক দাপটো বালহু অতির্জা করেন, কিছু চ্ছাত্র ক্রিয়ের করেন, কিছু চ্ছাত্র ক্রিয়ের করেন, কিছু চ্ছাত্র ক্রান্তর ক্র

'কুকুরের কাজ কুকুরে করেছে কামড় দিয়েছে পায়, তাই বলে কি কুকুরকে কামড়ানো মানুষের শোভা পায়?'

প্রকৃত মানুষ হতে হলে অন্যের কদর্য ব্যবহারে প্রভাবিত হলে চলবে না। মহৎ অভিপ্রায় সফল হরে ভলতে হলে এই সহস্থিতা অপরিহার্য।

২৮) তব্ৰুলতা সহজেই তব্ৰুলতা, পশুপাৰি সহজেই পশুপাৰি, কিন্তু মানুষ প্ৰাণপণ চেষ্টায় তবে মানুষ মানুষের জীবন সার্থকতা পায় মনুষ্যত্ত্ব অর্জনের সাধনায় সফলতা অর্জনের মাধ্যমে। মানবিক গুণাবলী মানুজে সহজাত অর্জন নয়। শিক্ষা ও সাধনার মাধ্যমে বিবেক, বুদ্ধি ও মননশক্তি অর্জন করে মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠ। তরুলতা ও পণ্ডপাখির মতো মানুষও একই স্রস্টার সৃষ্টি। কিন্তু অন্যান্য সৃষ্টির চেয়ে বৈশিট্যের দিক থেকে মানুষ একেবারে আলাদা। জন্মসূত্রে তরুলতা ও পত্তপাখি সহজাত স্বভাব-বৈশিষ্ট্য পায়। জনু থেকে মুদ্র পর্যন্ত তাদের জন্মণত স্বভাব, প্রকৃতি প্রদন্ত গুণাবলী ও প্রকৃতিনির্ভর বৈশিষ্ট্য অব্যাহত থাকে। কিন্তু জনুগত সহজাত বৈশিষ্ট্যে মানুষের পরিচয় সীমিত নয়। অসহায় অবস্থায় জন্ম নিয়েও মানুষ সচেষ্ট সাধনায় শিকা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে হয়ে ওঠে পরিপূর্ণ মানুষ। এজন্য সামাজিক মানুষ হিসেবে মানুষকে সমাজ্ঞীক থেকেও শিক্ষা নিতে হয়। তব্রুজ্বতা বা পণ্ডপাখি সাধারণত তার সহজাত গুণের বাইরে নতুন জান সৃষ্টি বা তা আয়ন্ত করার ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু মানুষ তার সহজাত ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করেই সহজাত ক্ষমতার বাইরে নিত্যনতুন জ্ঞান আহরণ করতে পারে, সৃষ্টি করতে পারে নিত্যনতুন সম্পদ। এভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে মানুষ গড়ে তুলেছে নিজস্ব সভ্যতা এবং জগৎ বিকাশের নিয়মজ্য আয়ন্ত করে সৃষ্টি জগতে বিস্তার করেছে আপন আধিপত্য। কিন্তু মানুষ এই ক্ষমতা একদিনে অর্চন কর্মে কিংবা জন্মসূত্রেও সেই অভিজ্ঞতা কেউ লাভ করতে পারে না। এজন্য তাকে নিরন্তর সাধনায় নানা শিখতে হয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করতে হয়, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির নানা দিক আয়ন্ত করতে হয়। 🕫 🕏 সাধনা ছাড়া এসব অর্জন করা যায় না। তাই প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার জন্য চাই নিরবচ্ছিন্ন চেটা ও সা বিশ্বজগতের সমস্ত সৃষ্টির সঙ্গে এখানেই মানুষের পার্থক্য ও স্বাতস্ত্র। আর এ জন্যই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ^{জাব}

১৯ দাও ফিরে সে অরণ্যে, লও এ নগর

সভ্যতা মানুষকে যেমন অনেক কিছু নিয়েছে, তেমনি কেন্তে নিয়েছে অনেক কিছু। পরিভোগে ^{দান} উপকল্প মানুষের জীবনে এখন ছড়ানো, কিছু নগর সভ্যতার জঠরে বস্তুভারের বেড়াভাগে বর্তু হারিয়েছে নিসর্গবিত্তিত জীবনের শাস্ত সৌন্দর্ম। হারিয়েছে প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনে দেহ-মনে বর্ত্তা গ

তি দর্নীতি জাতীয় জীবনে অভিশাপস্বরূপ

জাঠীয় জীবনে দুর্নীতি বিরাজ করলে তা জাতির চরম সর্বনাশ ডেকে আনে। তখন জাতির জীবনে অসক অভিশাপ হিসাবে বিবেচনা করা চলে।

জ্ঞান ৰ সায়েল পথে আদাৰ হেণ্ড জাতিন উন্নতি সংক্ৰ হব। পাই উন্নালনে আহেই জাতিন প্ৰথান কাছৰ আহন সাধান। ন্যায়নীতিন ওপৰ নিৰ্ভৱ কৰে, ন্যায়নীতিন পথে চলে জাতি উন্নতিন সীৰ্ঘে উঠিতে পাৱে। পৃথিৱ ইছিছানে দোনৰ জাতি উন্নতিন নিকে আদাৰ হাতে পোহেছে তার পেছনে কাছা কহেছে সততাও কাল্মিয়া। কাল্মিকে জাতীয় জীবনে দিন দুৰ্নীতিন প্ৰথেশ ঘটে তাৰে লোজিব উন্নতিন পথা কছে হয়ে আই কাল্মিয়া সামান লোকে আলো পোৱা প্ৰকাৰা। কাল্মানা দুৰ্নীতি আ জাতিন ইন্দুতিন কাল্মান কাছা কৰে। কাল্মানা কাল্মান কাল্মান কাল্মান কাল্মানা কাল্মানানা কাল্মানা কাল্মানা কাল্মানা কাল্মানা কাল্মানা কাল্মানা কাল্মানা কাল্মানা কাল্মানা কাল্মানানা কাল্মানা কাল্মানানা কাল্মানানা কাল্মানানানা কাল্মানানানানা কাল্মানানানানানানানানানানানানা

ত্যি দুর্জন বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্য

কৰা খানাপ স্বভাবের লোক। কথা, কাজ প্রভৃতি ছানা অন্যের ক্ষতি বা আনষ্ট সাধ্যনের স্বভাব ধর্ম দুর্জনের বৈশিষ্ট্য। অবিশিক্ষিত ও অশিক্ষিত দুই হতে পারে। তবে দুর্জন বিধান হলেও অকল্যাণকর, অতত তাই পরিভ্যান্ত্য।

বিৰাধী কুঞাৰিতলো পূৰ্জন লোকের নিতাসন্ধী। এ ধরনের ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র দুর্বল, বিজ্ঞা এলা মদ, চিস্কায় তরল। সমাজ, সেন বা জাতি কেউ এসের যারা উপকৃত হয় না। এরা বিজ্ঞান কিছা। এরা আয়ুক্তেন্টিক, লোভী এবং রার্থপর। তোনো কোনো দুর্জন লোক বিজ্ঞান কিছা কিকেন্ত হয় বর্তি, কিন্তু বারিকিকারে তথা একং হয় না। তানের শিক্ষার সাটিকৈকেট একটি বিজ্ঞান কিন্তু ক্ষায় বা সাটিকিকেট-সর্বধ শিক্ষা এসের চরিত্র ও মানকিকতায় কোনা পরিবর্তন

তিই দুঃখের মতো এত বড় পরশপাথর আর নেই

এ পৃথিবীতে প্রতিটি মানুহের জীবনে রয়েছে সুধ-দুর্যের সহাবছান। একটিকে ছাড়া অন্যতিকে মানুন গঠিকতার উপান্ধার কাতে পারে লা। দুয়েকে সম্পান্ধ না এলা মানুহার বীল মানু কাত্র ও অক্ষরণীক সঠিকতারে জাগত তা । দুয়ারর পরনেষ্টি মানুহার বিবেক জাগত হয়, মানুহার জীবন মানুহার বালিব মানুহার প্রতিবাহিক। মানুহার হার প্রত্ মানুহানুহার, মানুহার মানুহার মানুহার সকলে দৈনা দুল করে ভাকে খাতি মানুহার পরিকাত করে।

তি ধর্মের ঢাক আপনি বাজে

ধর্ম ও অধর্ম বলে দ্বাটি কথা আছে। ধর্ম মানুষকে সঠিক পথে এবং অধর্ম মানুষকে বিপারে ^{নির্বাচন} করে। সং ও পুশ্বকর্ম যত গোপনেই করা হেকে না কেন, এক সময় তা জনসানার্য্যক গোচিত্রত ও তত্ত্বপ পাপকর্ম অভি গোপনীয়ভাবে করা হলেও তা গোলসমাজে জানাজানি হয়ে যায়। কবার বর্ণার কোনোনিন গোপন থাকে না। ধর্ম মেনে চললে স্বার্থভাগ করে বাবার্থে নিজেকে ব্যাপ্ত আর্থতে হয় ক্রার্থপরেরা মর্থকে চাপা নিয়ে স্বার্থারেনী হয়ে বিপায়ে পরিচালিত হয়। কিছু সভাকে চাপা নির রক্ষা অসভাই প্রতিষ্ঠিত হয় না, কপটাচারীর মুখোশ একনিন খনে পড়বেই। বারবা, যা সভা-তা বোনি জাৰ তকে বাৰা যায় না। যা ন্যায় এবং সত্য তা অন্যায় বা অনতকে দূবে ঠেলে নিয়ে নিবালোকের মতই ক্ষানিক হয়ে উঠবে। একটা সভাগকে চাপা নিতে কলে বহু মিথার আপ্রেম নিতে হয়। তাই সভোৱ জয়া অনুপামাৰী, তা মিথার আদা যিন্ন কৰে কলে পাৰেই। তাই মং ও মহং কাছা তাক-এটাদ বাঁজিয়ে না অনুপামাৰী, তা মিথার আদা নিয়মে সকৰে কলিকট উল্লোচন করে এবং প্রশংগালু মৃতিয়ে থাকে।

৩৪) নীচ যদি উচ্চভাসে, সুবুদ্ধি উড়ায়ে হেসে

ন্তর জিনিসের মর্যাদা সবাই বোঝে না। তাই যথায়থ স্থানে যথাযোগ্য ব্যক্তি অধিষ্ঠিত না হলে সত্য, ক্ষম, মঙ্গল ধূলিখাৎ হয়। সেখানে স্থান করে নেয় অত্যাচার, জুলুম ও দুর্নীতি।

ক্রাজে ভালো-মন্দ উভয়ের অবস্থান পাশাপাশি রাত ও দিনের মতো। তাই দেখা যায় একটিকে বাদ দিয়ে আনী ভাবা যায় না। আলো প্রজ্জলিত হলে যেমন অন্ধকার থাকে না। তেমনি অন্ধকার প্রবল হয় আলোর জন্মার। তথন পথিক পথ হারায়, ভবনের সৌন্দর্য হারিয়ে যায়, তেমনি সমাজে উচ্-নীচ, ভালো-মন্দ, মান-অপ্যান বিদামান। যারা উঁচু সন্মান, গৌরবের অধিকারী তারা সমাজের সকল কলমতা দুর করে, পঞ্চিলতা মছে ক্রিয় আবিলতা দর করে সমাজকে সত্য, সুন্দরের পরশ্পাথরে শোভিত করে তোলে। মান্যের প্রত্যাশা ও ছিলান্যায়ী স্বৰ্গীয় সমাজ গড়ে তোলে। আর এর জন্য প্রয়োজনে তারা জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিতেও দ্বিধা ক্তর না। তারা মহৎ, সূতরাং তারা বোঝে মহন্তের মল্য, কল্যাণের প্রয়োজন, মানবতার মক্তি। তাই তারা যেমন প্রবন্ধন চেষ্টা করে তা প্রতিষ্ঠা করে, আবার তা টিকিয়ে রাখার জন্যও তেমনি জীবন বাজি রাখে। অন্যদিকে যারা হান নীচ, মানবতাহীন, সংকীর্ণমনা, তারা সৎ, ন্যায়, কল্যাণ আদর্শের মর্ম বোঝে না বরং এগুলো গুনলে তাদের যেন গায়ে জ্বালা ধরে, তারা তাদের কলম মনোবন্তি বাস্তবায়নে হীনপ্রবন্তিকে লাগামহীন ঘোডার মতো ছেডে দায়। তথু স্বার্থপরতা, সংকীর্ণমনা মনোভাব তাদেরকে পরিচালিত করে। আর যা ভালো ঐশ্বরিক গুণাবলী, মানবীয় গুণাবলী তাদের চলার পথে বাঁধা হয়ে দাঁডায়। ফলে তারা তখন সেগুলোকে পদদলিত, মথিত ও সমলে উপাটনে ব্রতী হয় এবং বাস্তবায়নের জন্য নীতিহীন একটি দানবে পরিণত হয়। ফলে সমাজ-সভাতা এক চরম শক্তেটে নিপতিত হয়। যেমন হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযদ্ধের সময় জার্মানির নার্থস বাহিনী শত শত লাইবেরি পড়িয়ে জ্মাস করত, জ্ঞানী-গুণীদের বিনা কারণে হত্যা করত। পাকিস্তান হানাদার বাহিনী যেমন একান্তরের ১৫ মার্চে জন্ম উল্লাস ও উৎসাহে নিধনযক্ত চালিয়েছিল আমাদের বৃদ্ধিজীবী সমাজের। আর এরই প্রতিবাদে যুগে যুগে যানব-মানবতা ও আদর্শপ্রেমিকরা রুখে দাঁড়িয়েছে, জীবন বাজি রেখেছে। যার ফল্রান্টততে আমাদের সভ্যতা জারও টিকে আছে এবং টিকে থাকবে। তাই আমাদের উচিত সৎ, যোগ্য, উপযুক্ত লোককে যথায়থ স্থানে বসানো।

ক্রীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, দুর্বলকে ক্ষমতা দেয়া আরো বেশি ভয়কের। এ জন্য অনুপযুক্ত ও নীচ প্রকৃতির লোকের জমতার অরহণ যথেক্ষাচার জীবনের সূচনা ঘটায়, আর জনু দেয় নই ইতিহাসের।

শতুনই পুরাতনকে রক্ষা করে থাকে। পুরাতনের মাঝেই নতুনের বাস নতুন পুরাতন বিচ্ছেদ হলে হয়় জীবনের অবসান

ক্রন যেমন পুরাতনকে লাগন করে তেমনি আবার পুরাতনের মাঝেই পাওয়া যায় নতুনের দিক-প্রিনান। নতুন পুরাতন নিয়েই তাই পৃথিবীর বৈচিন্তাময় ইতিহাস।

ক্ষিল এবং পুরাছন একে অপরের পরিপুরক নয়। নতুন পুরাজনকে রক্ষা করেন বটে। তবে পুরাজনক বিজ্ঞ ফেলে দিলে হবে না। কেননা পুরাজন অভিজ্ঞালকে ফল। তাই তো পুরাজনকে শ্রন্ধা জানাতে জন। এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে নতুনকে। জনেরই রক্ষা করতে হবে অভিজ্ঞালক। মানুষের পরাতনের মাঝেই রয়েছে নতনতের বসবাস। কাজেই কাউকে আলাদা করা সম্ভব নয়।

তিউ
নদী কছু পান নাহি করে নিজ জল,
তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল।
গাভী কছু নাহি করে নিজ দুগ্ধ পান,
কাষ্ঠ দৃগ্ধ হয়ে করে পরে অন্ধ দান।

নদী তাৰ জলধাবা দিয়ে বৃক্ষলতা ও প্ৰাণিকুলের জীবনীশাভি সঞ্চার করে তাদের বঁটিয়ে যথে।
বৃক্ষরাজি আপান ফল ও ছায়া প্রদান করে লেপিত জীব-জগতের শ্রান্তি অপানাদন ও পূর্বপূর্বি করে
অপারের সকল সাধন করে। গাতী তার দুদ্ধ দিয়ে পারের জীবনীশাভি প্রদান করে। গাতীপত নিজে পূর্ত
অপারের বক্ষনকার্যে সহায়তা এবং মানুবের শীত নিবারণ করে। বঁপি আপান সূর-সহরীর অপূর্ব মূর্বাত
অপারের বিভ্রমিন বিশ্বান্ত ও মোহিত করে। এবা সকলেই পারহিত্ত্রতে নিজেশের উৎসা করে।
অপারের প্রিক্তার এবং মানুবের শীত নিবারণ করে। বাবি আপান সূর-সহরীর অপূর্ব মূর্বাত
মাপনার করা এবং মানুবের করে। আনার সকলোই পারহিত্ত্রতে নিজেশের উৎসা করে।
অবান মুখ্য প্রাণিক্তার করে। আনার করাটা হারে। তারা নিজেশের সুখ-পারির বিষয় কর্মান
ভার করেন না এবং নিজের সর্বাব বিপান করের স্থাপত
ভার করেন না এবং নিজের সর্বাব বিপান করের স্থাপত
সাধন করেই তারা সুখানুভব করে থাকেন। ভাই তারা এ নম্বর জগতে চিরশ্বরণীয় ও বরণীয় এবং
মানের মানিরে নিজ সের বর্গন বর্গন শাত্ত করা এ নম্বর জগতে চিরশ্বরণীয় ও বরণীয় এবং
মানের মানিরে নিজ সের বর্গন বিরাধ দন্ত করাপ্রাণ্ড করেন স্থাপর স্থাপন

৩৭ নাম মানুষকে বড় করে না, মানুষই নামকে বড় করে তোলে

তি নিরক্ষরতা দুর্ভাগ্যের প্রসৃতি

ন্ধক্রতা মানুষের জীবনের অভিশাপ, যা মনুষ্যন্থের বিকাশের অন্তরায়। যাদের মাঝে এ জরাগ্রন্ত রোগ বালা বামে তাদের ভাগ্য সভিটেই থারাপ। অশিক্ষিত মানুষ সমাজের জন্য জাতির উন্নয়নের জন্য অন্তরায়। বালাক দ্বারা সুপ্রস্ন কোনো কাজ করা যায় না। এজন্য বলা হয়ে থাকে নিরক্ষরতা দুর্ভাগ্যের প্রসৃতি।

ন্তুন্তেম্ব মান্ত কুলো কোনো কৰাৰ কাৰণা না আৰু কেন্দ্ৰ কৰাৰ কৰিবলৈ কৰিব

শিক্ষর ব্যক্তি সমাজ ও জাতির কাছে অপাস্থতেয়। জাতীয় জীবনে উন্নয়নের অন্তরায়স্বরূপ। সামাজিক জবনে তারা ধিক্বত ও ঘূণিত।

🚳 প্রীতিহীন হ্বদয় আর প্রত্যয়হীন কর্ম দুই-ই অসার্থক

্বাৰু বুটিব সেরা জীব। জানকর্মে ও পূথ্য-শ্রীভিতে মানুষ ভার জীবনকে সার্থক করে ভূলছে। বাঁচার আ মানুষ দীররে সংগ্রাম করে। মানুহরে বিচা ভকাই সার্থক হয়, যখন সে প্রীভির পরপে আদন ক্ষান্ত ধর্ব জনা করতে পারে। ভোগ, এইবর্ড, জখতা মানুহরে কাম হতে পারে কিছু এদারে প্রকৃত কা নেই। মানুষ সুখ পার প্রীভিয়য় সংগোৱে মাতামার অনুভবে। ভাই কবি বলেন্দ

ক্ষানের সুদ্যা বাধনে/ যাবে নিশি পরস্পারে, ফর্গ আদিয়া দাঁড়ায় তথন/ আমাপেরি কুঁড়ে খারে।' বিষ্ণ সন্থেমৰ জীবনে কার্যনুগ এনে দেয়। যে হদমা প্রীতি নেই, প্রেম নেই সে হদমা নিষ্ঠুর, দির্মম। বিষয়ে মাইফেরে দিরছেন ভারাছেন ভারোবানার মানে এক সুদ্যা জীবন গড়ে তোলার জনা। মানুষ ক্ষান্ত কার্যক্ষ হয় তথাই, বখন প্রতিপ্রথমেন কুণ্যা বাধনে সে জীবনকে উপভোগ করতে লোক কার্যক্ষ কার্যক্ষ হয় তথাই, বখন প্রতিপ্রথমেন কুণ্য বাধনে সে জীবনকে জলাত গাল করতে কোন কার্যক্ষ কার্যক্ষ কারতে হয় এবং প্রতিটি কর্মই করতে হয় দৃদ্ধান্তারে। কারণ কোনো কাঞ্য যদি व्यर्थन(प्र महिनाक रहा, जारान द्वाम, व्यर्थ, जमार नरबेर मोड रहा। व्यक्तिकेवाद नरबन रसात व्यक्तिकाह मूह इता दकाना कारक राज मितन हम कार्यक्रियान जमाना हम। नक्ष्महीन नविमानयेन कर्य प्रमुख लोतिन वा कृष्टिव् दकानाणिक व्यक्त मित्र करावा मा। जार्य कर्यका दिव नाट व्यक्ति मानावान मित्र कर्य जम्मानान व्यक्तमान इटक स्टात । जारानीक नक्षमणा आमारत, जीवन मार्थक स्टान।

80 পথ পথিকের সৃষ্টি করে না, পথিকই পথ সৃষ্টি করে

মানুষের সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছে সাধনা ও প্রচেষ্টা। চেষ্টার বলেই মানুষ অসাধাকে সাধন করেছে। পথিককে যেমন মীর্ঘদিন ধরে চলাফেলা করে তাঁর চলার পথ সৃষ্টি করে নিতে হল, ঠিক তেন্দ্র মানুষকেও দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা তার সফলতার মুখ দেখতে হয়।

মানুষ নিজেই তার সৌজাগ্যের খ্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক। মানুষ সাধনা দিয়েই তার প্রয়োজনকে সহজ করে, চলার পথ মাসুণ করার জন্য শত বাধা-বিপত্তি মোকাবিলা করে। ফলে সে পথ পায় জীবন প্রতিষ্ঠাব।

৪১) পরিশ্রমই সৌভাগ্যের প্রসৃতি

 প্রস্তাপানের মতে। যিরে কেলে। পৃথিবীর অর্থ, বিদ্যা, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা কিছুই পরিশ্রম ছাড়া লাভ করা । বার না। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যারা অভি সাধারণ দহিন্দ্র অবস্থা থেকে নিজ পরিশ্রম ও কর্মতৌপন বারা কাথিবাত হয়েছেন। পরিশ্রম খারা তীন, জাপান, আমেরিকা, ব্রিটান প্রস্তৃতি দেশ আজ উন্নতির কলিবারে আরোলে করেছে এবং বিশ্বের মানচিত্র খালেনামা শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত দেশ বিসেবে স্থান কর্মে বিশ্বাহম । ইতর প্রাধীনেক মধ্যেও পরিশ্রমানক জীবন গক্ষা করা যায়। খৌমাছি কত পরিশ্রম করে ক্রোজাকে মুখু সক্ষা করে রাখে আর সারা বহুর মধু খার। পিশীলিকাও তানের মতো সারা বহুর খাদ্য ক্রার রাখে। আর এ জনাই তারা এত সুখী।

৪২ প্রয়োজনীয়তাই উদ্ভাবনের জনক

ন্যায়নীয়াকা মানুষের নিতানতুন কর্মপ্রেকণা ও উদ্ধাননী প্রয়াসের উৎস বিশ্ব। সমাজ ও সভ্যতার বিকাশের নামে মানুষের জীবনে নিতানতুন উপায়োগ সৃষ্টি হয়, মানুষ নিতানতুন জিনিসের প্রয়োজনীয়তা অনুচব করে। সোমৰ প্রয়োজন টোনোর জন্য নিজরুর প্রেটা (ফেব্রুম মানুষের প্রতিটি প্রয়োজনীয় সাম্মাই) উদ্ধানিক ক্রেয়া নিতানতুল প্রয়োজনের অনুমায়েই ঘটাছে নিতানতুন উদ্ধানন।

সমীর উমালগ্রে প্রকৃতির সন্তান মানুষ ছিল অসহায়। অপরিচিত বৈরী পরিবেশে অস্তিতু রক্ষায় সংগ্রাম বরতে গিয়ে মানুষ হাতিয়ারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। সেই প্রয়োজনীয়তার প্রথম উদ্ভাবন আত্মরক্ষায় পাথুরে হাতিয়ার। সেই তরু। তারপর সুদীর্ঘ কালপরিক্রমায় মানুষ বন্যজীবন থেকে উঠে এসেছে আধুনিক সভ্যজীবনে। মানবসভাতা ও সংস্কৃতির বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ে মানুষ উন্নত জীবনধারায় নিত্যনতুন প্রয়োজনে নিত্যনতুন জিনিস আবিষ্কার করেছে। তারই সর্বশেষ উদাহরণ হংবিশ্বয়বর কম্পিউটার। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতির সকল কেত্রে প্রতিটি আবিকারের পেছনেই রয়েছে মানুষের প্রয়োজনীয়তার ভূমিকা। গৃহস্থালির প্রয়োজনে উল্লাবিত হয়েছে নানা আসবাবপত্র। নদীর ওপর ভেসে বাকার প্রয়োজনে তৈরি হয়েছে তেলা, নৌকা, জাহাজ। আকাশে ওড়ার প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছে বেলুন, উড়োজাহাজ। যুদ্ধের প্রয়োজনে তৈরি হয়েছে নানা মারণান্ত। খেলাধুলার প্রয়োজনে খেলাধুলার নানা উপকরণ, রোগ নিরাময়ের প্রয়োজনে উদ্ধাবিত হয়েছে ওমুধ ও চিকিৎসার যন্ত্রপাতি, মহাশুনো বিচরণের জন্য তৈরি ব্যাহে মহাপুন্যযান। এভাবে প্রতিটি আবিষ্কারই মানুষের প্রয়োজনীয়তারই ফসল। মানুষের জীবনে শুরোজনের পরিসীমা ও পরিসর যতই বেড়েছে ততই সম্প্রসারিত হয়েছে উদ্ভাবন ও আবিকারের ক্ষেত্র। ৰিশুৰের সমস্ত কর্মকাণ্ডই আজ পরিচালিত মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রয়োজনকে ঘিরে। প্রয়োজনের মাত্রা ও জ্বত্ব যত বেশি, উদ্ভাবনের দিকটাও গুরুত্ব পায় তত বেশি। ক্যান্সার ও এইডস নিয়ে যে ব্যাপক গবেষণা এবন হচ্ছে তার কারণ এসব জীবনঘাতী রোগের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার ব্যাপক আকাজ্ঞা। মানুষের শমত উল্লাবন ও আবিষ্ণারের লক্ষ্য মানুষের প্রয়োজন মিটিয়ে মানুষকে সূথ ও আনন্দ দান। কিন্তু মানুষের অন্যোজনীয়তার কোনো সীমা নেই। তাই উদ্ধাবনের ধারাও স্থির না হয়ে অগ্রসর হঙ্গে অব্যাহত ধারায়।

৪৩) পাপীকে নয়, পাপকে ঘূণা কর

জ্জত মানুদ্ৰেরই উচিত পাপকে ছুণা করা এবং পাপের পথ পরিত্যাগ করে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলা। বুল শমাজিক পারিপার্কিতার কারণে পাপ কান্ত করে পাপী হয়। আর এ পাপী তার বিবেকের জাগরণ ঘাটলে ক্ষিত পাপ কাজের অনুশোদনা করে সাত্যের পথে চলতে চায়। কাজেই পাপীকে নয় বরং পাপকে মূলা করা উচিত।

^{নুষ্ট} সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষের এ শ্রেষ্ঠভ্বের প্রধান কারণ তার বিবেক-বুদ্ধি, যা অন্য কোনো জীবের ^{নুষ্ট}। এ বিবেকের কারণেই মানুষ ভাগো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বুঝতে সক্ষম। বিবেক মানুষকে সত্যের 88) বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কহীন জীবন অন্ধ এবং জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিদ্যা গঙ্গ মানুবের জীবন গঠৈনের জন্য বিদ্যা অর্জন অপরিবর্ধ। জানের আলো অজন্য ও মুর্গতার হাত থেকে মানুবেক মুক্তি কয়। বিদ্যার আলোলা আলোকিত না হলে মানুবের জীবন হয়ে ছা অক্তরা জীবনের মাতো। প্রতি পদক্ষেপে নে অন্ধর্কারে পথ হাতন্তা। অনাদিকে অর্জিত বিদ্যা বা জানকে হতে হয় জীবনমুখী। জীবনে বিদ্যা কোনো কাজে না এলে তা হয়ে যায় কেকণাত্র কেতারি বিদ্যা নতুত, বিদ্যান সঙ্গে জীবনে নিহিত্ত পোগোলোকো মানুবেই বিদ্যা বাদ্যমন্তিকান স্বাক্তন নির্কিশী ।

82) বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে অর্জন করতে হয়, শুরু উত্তরসাধক মাত্র লক্ষার পূর্বভার নিকে অগ্রাসর হতে হলে মানুষকে নিজম্ব প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে এবং সুশিক্ষিত ক্রান্ত জন্য স্বশিক্ষা বা নিজে নিজে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

নিবা সম্পূর্ণভাবেই অর্জনানাকে। শিকালাতের জনা বিভিন্ন শিকার বিভিন্ন বারেছে। খাপে থাপে থাপে প্রেলিটা হয় কিন্তুল কিন্তুল বিভিন্ন কিন্তুল বিভন্ন কি

প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে যথার্থ জ্ঞানার্জনের জন্য জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ করতে হয়। সুশিক্ষার জন্য নিজের উদ্যোগের প্রয়োজন হয়। সেজন্য সারাজীবন ধরে চলে মানুষের জ্ঞান সাধনা।

৪৬ বুদ্ধি যার বল তার

89 বিত্ত হতে চিত্ত বড়

নিত্ত শব্দের আভিধানিক অর্থ 'ধন' বা 'সম্পন'। অপরনিকে 'চিন্ত' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'হনুদয়' বা অঞ্চন্দ্রবা'। পার্থিব জগতে মানুদের কাছে আপাতদৃষ্টিতে বিত্ত বড়ুই লোভনীয় ও কাম্য বিষয়। কিন্তু একটু ভাগিতে দেখালে বেশ অনুভব করা যায় মানুশ আজকে যখন অর্থের শাহাড় তৈরি করে নিজেকে
মধ্যে জেনাজেন সুন্ধি করছে, ভঙ্গন মানুহে মানুহের মানুহের বাছছে। সুক-শশদের আছি জ্বান্ত করে
আমরা আজ মনের মুভিকতে অনুসন্ধান করে চলাই। লাগভাতের নিকে ভাগলে কেবল, পার্কির
উপকর্মণের সেবানে অভাব নেই, চিত্তের থেকে বিরেক্তাই সেখালে প্রাথনা। তবু ভারা চিত্তমুভিন অভারে,
হত্যাশালাহে । মানুহ হিসেবে ভারা আঁকছে, ধরতে চাইছেন—ভাগেলে মাধ্যমেই আগে ভোগে
সার্কভাত। করেছেই মন খবন প্রস্কার্যানে কর্মন্থান্ত্রক একাম মুখননকে প্রস্কার করে বিলামান্ত্রীক
পরিমাণে সে কর হয় না। আরার বিষয়বোধের জন্য যে প্রেরণা জাগে, তাতে মানুহ মানুহতে,
করে আথক চিত্তের ঐর্থর্যে বিমি ধর্মী ভিনি সক্ষেটের মুখ্যামুখি হন না। বুকমেন, প্রীতিক্রা পার্কির
করে লগেছ হিলের মানুহের জন্যা জন্মত্তর কিয়েছেন। পুরিবীর বুকে কত আলা মানুহালা বিশ্বা
সপান্তর মানুহের স্থানার বাজান্তের সীমানা বাড়িয়েছেন অবচ ভালের করা সেবোরে
করে মানুহের স্থানার বাড়ান্তর করা ছাল্ড করা
করে বিশ্বা বুকির করা ভারত্বির সীমানা বাড়িয়েছেন অবচ ভালের করা সেবোরে
করেছে অনুবার্তন করির প্রতাহন্দ্র মানুহের সীমানা বাড়িয়েছেন অবচ ভালের করা সেবালার
করিবের ভালের বিরুব্ধ হাতাদ্বিক ছুক্ত করে বালা চিত্তমুক্তিক প্রথমে পা বাড়িয়েছেন , মনেনাভালের
উত্তোলে ভারিই প্রতাহন্দ্রনীয় হয়ে আছেন। ভালের ভবিবাতে অমানেনা হন্তপানী বিশ্বর করে বিশ্বর
মনুহর্কে করু বাল্ জানা করি, ভারতে পাতাভালের মানো ভবিবাতে অমানেনা হন্তপানা করিব হনত হবে না
মনুহর্কে করু বাল্ জানা করি, ভারতে পাতাভারের মানো ভবিবাতে আমানেন হন্তপানা বিত্তর হাতা আমান করেছ হবে না
মনুহর্কে করু বাল্ জানা করি, ভারতে পাতাভারে মানো ভবিবাতে ভাবাতে অমানেনা হন্তপান বিশ্বর হন্ত হবে না
মনুহাকে করিবাতা আমান করিবাত করা আন করে বিশ্বর বালা ভাবতাত আমানের অমানের বালা ভাবতাত আমানের ভাবানির করে বালা করিবাতে ভাবনিকর বালা করিবাত ভাবনিকর বালা করে বিশ্বর বালা ভবিবাত ভাবনিকর অমানের ভাবনিকর বালা করিবাত করিবাতা বালা আমান করিবাতা বালাকের বালাক বালাক বিলাক করাক বালাক বালাক বিলাক বালাক বালা

৪৮) বন্দি যেমন বদ্ধ বিচারকও তেমনি বদ্ধ

৪৯ বন থেকে জানোয়ার তুলে আনা যায়,

কিন্তু জানোয়ারের মন পেকে বন তুলে কেন্সা যায় না বনে বাস করে বন্যাজ্য, গোলাগারে বাস করে মানুন। বাতাই জত্তু ও মানুগের মধ্যে বভাব ও প্রতিষ্ঠি পার্কার রয়েছে। কিন্তু মানুলও প্রাণী। হিংলা, বিছেন, পার্কিকরা, হিংলা, গোলুগতা ইন্তালি মানুগের বর্ধ রয়েছে। কিন্তু এদার অভিক্রম করে প্রতি, মানুল, সুস্থভাব ও সুগরির অর্জনি করাই মুন্যু জীবলো সার্কার এ সব তথাকাদীর জন্য মানুষ জন্তু থেকে পূবক। মনুগায়েকুর সাধনা মানুগাকে মহীয়ান ও গারীখন করেই. বাহাছে। জন্মনেও শুসভা কৰার একটা প্রয়ান হয়তো দেয়া থেতে পারে। কিছু মানবিক স্বভাবের বে ক্রম্ম আছে, জন্মের মধ্যে তা পাতার যায় মা। জন্মকে মাননসমাজে নিয়ে প্রতান জন্মর স্বভাবের পরিকর্তন হবে আছুর মনের মধ্যে বাহারে ক্র্ ন, কই তার প্রভাবি, কেয়ার বা আদান স্বভাবে বিচলারত। বন থেকে ভূগে ক্রমের একথা সাতা। শীত বর্গুলি, প্রত্তিবী বা স্বভাবের মানুদ্দের আহার ঘণ্ডই ভাগো করার ক্রেমি করি না ক্রমের একথা সাতা। শীত বর্গুলি, প্রত্তিবী বা স্বভাবের মানুদ্দের আহার ঘণ্ডই ভাগো করার ক্রেমি করি না ক্রমের এবিবে। সাক্ষান কর্মনে সম্বান্ধান মানুদ্দের সমাজে থেকেও তারা জন্তু-রাভাবারে মাতা ক্রমার হিবে। সাক্ষান কর্মনে স্বান্ধান কর্মনে সম্বান্ধান না মানুদের সমাজে থেকেও তারা জন্তু-রাভাবারের মাতা ক্রমার হিবে, অদ্যান কর্মনি ক্রমির স্বভাবের ক্রমেরেও ব্যান্ধান্ধিক ও মানভাজিত সক্ষমের নির্ভাই।

৫০ বন্যেরা বনে সুন্দর; শিশুরা মাতৃক্রোড়ে

্রাজ্ঞাতে সর্বাকিছুই নিজ নিজ পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতায় স্বাভাবিক সৌন্দর্যে অনুপমতা পায়। প্রান্তব্যের সঙ্গে থাকে তার স্বাভাবিক ও স্বচ্ছদ্র সম্পর্ক। পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের অনুমঙ্গেই বিকশিত হা এর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। পরিবেশ-বিচ্ছিন্ন হলে তার সে স্বাভাবিক সৌন্দর্য মান হয়ে যায়।

ভ্ৰমন্ত্ৰীৰনে পৰিবেশের প্ৰভাব অসামান। বিচিত্ৰ পৰিবেশ মানবাজীবনে ফেলেছে বৈচিত্ৰাময় প্ৰভাব।
ভ্ৰমন্ত্ৰীয়া মানুৰ আবাদক জীবনাই পাছ স্বতন্তুপুৰ্ত বাছৰুবা। পৰিবেশের সাঙ্গে ৰাপ থাইছে নিজৰ
ভ্ৰমন্ত্ৰীয়া মানুৰ আবাদক জীবনাই পাছ স্বতন্তুপুৰ্ত বাছৰুবা। পৰিবেশের সাঙ্গে ৰাপ থাইছে নিজৰ
ভ্ৰমন্ত্ৰীয়া বাছৰ আবাদক কিবলৈ কিবলৈ

৫১ বিশ্রাম কাজের অঙ্গ এক সঙ্গে গাঁথা নয়নের অংশ যেমন নয়নের পাতা

होना, काराका मध्यारे मानूना दर्शक थारिक। या शकि श्रीवार गठ दर्शन काराक काराक भारत छात्र वा वा उन्न ४ छव दर्शन। छद्द ४ कथा मध्य मध्य उर्दि मुद्दार मानून छथु काराका वाणिदारें कारा करत मा, उर्देश करते ने प्रथम कार्म, शाबित कार्म। गुठकार एसे मुद्दार कार्यक वन्नात कार्म छादक मधिक दियान उर्देश कारा कार्क आहर दियानक प्रमादान शर्वार देश देश कार्यक वन्नात कार्म एसके देश द्वारा प्रभाव कार्क आहर दियानक प्रमादान शर्वार कार्क एमचा किन्नु क्रांत्रक नाम द्वार देश द्वारा कार्क कार्यक दिवार कार्यक काराक प्रमा । तक्रा कार्यक कारात दिवार कार्क कार्यक प्रमादान कार्यक कार्यक है की समा तक्रा कार्यक कार्यक है कार्यक प्रभाव है है समा तक्ष्मित काराक कार्यक विकास कार्यक है कार्यक है कार्यक कार्यक है कार्यक कार्यक कार्यक कार्यक है कार्यक है कार्यक है कार्यक कार्यक है कार्यक है कार्यक है कार्यक कार्यक कार्यक करिया है कार्यक कार्यक है कार्यक है कार्यक है कार्यक है कार्यक है कार्यक कार्यक है कार्यक कार्यक कार्यक कार्यक है कार्यक है कार्यक है कार्यक है कार्यक है कार्यक कार्यक है कार्यक कार्यक कार्यक कार्यक कार्यक कार्यक है कार्यक कार्यक है कार्यक আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হই। এ জীবন কর্মময়। জীবনধারণ ও জীবনখাপনের জন্য সানুষের কর্ম সপান্দ অপরিহার্ষ। সেনিক থেকে বিচারে মানুষের জীবন কর্মচক্রের অনিবার্য বন্ধনে আবদ্ধ। সে বন্ধন থেকে মানবের মন্তি নেই। কিন্তু বিরভিহীন কর্ম সপাদানে মানুষের জীবন হয় দূর্বিবহ।

সেজনো কর্মমায় জীবনের ধূদর মন্তর্ভূমিতে ছায়াশীতল মন্তল্যানের মতে। আবির্ভূত হয় বহু কাজিত অবন্ধ কর্মবিরতির অমূল্য ছাড়পত্র বহল করে সে নিয়ে আলে ছুটির নিয়ন্তণ। এ অবলরে নতুন কর্মেদিয়েনে প্রেবল সৃষ্ট হতে থাকে দের ও মান। কর্মবিরতি তাই কর্মময় জীবন ও জগতের একমাত্র চাবিকাঠি।

(১) ভোগে সুখ নাই, কর্ম সম্পাদনেই প্রকৃত সুখ

মূখ সম্পর্কে আনেকের ধারণা আন্তিজনক। তারা ভোগ-বিলাসিতা, গৈহিক আরাম-আরাশকে সুন্ধর উত্যু ।
মাধাম বাবল মানে করে। আর তাই ভোগ-বিলাগের নানা উপকরণা আয়তে আনার জন্য তানে এটার
শোষ থাকে না। ভোগের এ ধর্ম আরো তোগাবাকাজনার জন্য দের। মান্ত সৃষ্ট হয় গণিতার অপনিতৃত্তির
শোষ গর্কার না। ভোগের এ ধর্ম আরো তোগাবাকাজনার জন্য নার সাং সৃষ্ট হয় গণিতার অপনিতৃত্তির
শোষ গর্কার কারণা আরু, আনেকের মাতা তোগাকীর্ম জীবন চ্ছান্ত বিচারে সুখ নিভিত্ত করতে পারে না
ভোগাই মানি সুক্তর আকরা হতোতা তবে বিত্ত ও কমাতানানারী পৃথিবীর সবচেয়ের মূখী বাবল গণ্য হার
ভিত্তবাত্তবে পেখা আন, আনা জীবনে সুদ্বী হতে পারে না আসাবে তোগা-বিলাগের উর্জের সামুলর এই
মূখারান প্রান্তি হবলা মুখ একুকত সুখ পাওয়া যায় মহৎ কর্ম সম্পাননে। মানুরকা জীবন কর্মেন মার্থার
সৃষ্টিবীল হয়, সাধিক হয়। মানুরকা সুকান ক্ষমতা চূড়ান্ত সুক্তি বালা কর্মেন গোস্থারী, মানুরকা কর্মন মানুর স্বান্ত
মানুরকা জারীবারনে সার্থাক্তন। একান কাতার মাত দিয়ে মানুরকা সুক্তনালীল ও সার্থাক করে
মুম্বানীসভার প্রকাশ ঘটে। মানুয় হয়ে এঠে সার্থক ও পরিপূর্ণ। মানুরকা সুক্তনালীল ও সার্থত করিব
মুম্বানারের জারু দেয় তার ক্রেরে বিশিন্ত মুখ্য আরু কিছুতেই পাওলা যায় না। দেশের জন্য, মানকতার জার বাব স্বাম্বানীর মানুয় বারা প্রথার পরিপ্রান্ত করে আমানের জীবনের অ্রাগতি নিশিত্ত করছে, তারা বুর সামাল পোরেই সুক্ত হয়। শতা অভাতের মাণ্ডোক করা ও তানোর মুখ্য তারা বিহৈ থাকে। প্রকৃত্তপ্রত্ত প্রাণ্ডা সার্বান্ত
প্রাপ্তির মানুয় বারা প্রথার পরিপ্রান্ত করে আমানের জীবনের অ্রাগতি নিশিত্ত করছে, তারা বুর সামাল
পোরেই সুক্ত হয়। শতা অভাতের মাণ্ডোক করা ও বুলান সুক্তব তারা বৈহে থাকে। প্রকৃত্তপকে ভোগে না,
আগাও সুক্তর্য শালনার মান্তর মান্তর প্রান্ত করে বিলালের স্বান্ত পরা বৈচিত থাকে। প্রকৃত্বপকে ভোগে না,
আগাও সুক্তর্য শালনার মান্তর মান্তর করা বিলালের ক্ষার প্রত্ন তারা বৈচে থাকে। প্রকৃত্তপকের ভোগে না,
আগাও সুক্তর্য শালনার মান্তর মানুর করা প্রিবনের ক্ষার প্রত্ন তারা বৈচিত থাকে। প্রকৃত্তপক্ত ভোগে স্বান্ত তারা বিচার বাবল সুক্তবিতা বা

তে মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন, বিলাস ধন নহে

কাৰী ও বিগাসীরা ভূলে যান যে, প্রায় ক্ষেত্রাই তারা যে বিত্ত-সাশালের মানিক হন তার পেছনে সমাজের দবিদ্র নিশীড়িত জনগগের শ্রম। তাদের ধন-সম্পাদে সমাজের দবিদ্র জনগোষ্ঠীর কারেছে। যে সমাজে মানুষ নিরম্ন ও নিবাদার জনবায় বুঁদ্ধে ক্ষুত্র ক্ষুত্র হৈ ক্রে সে সমাজে বিলাসকারন ক্ষার বিজ্ঞানিত আনার। দাবিদ্রাপীড়িত সমাজে নির্মানিতার পেছনে অপলয়র কারেনা গৌরবের কার হতে পারে না। বিলাসিতার এ ক্ষেত্রে সম্পাদের অপলয় মার। যে ধন কেবল পরিভোগের পেছনে বা বা, সমাজের কোনো কল্যাগো আনো না তা মথার্ব অর্থে ধন ময়। সামাজিক বার্ধ জলাজিনি নির্মান কর্মানিতার ক্ষারে কারেনা কর্মানিতার ক্ষার্থ করাজিল নিরমার করা করালে কার্মানিতার ক্ষার্থ করালাল ক্ষার্য ক্ষার্থ করালাল ক্ষার্য ক্ষার্য

(৪) মুকুট পরা শক্ত, কিন্তু মুকুট ত্যাগ আরো কঠিন

মিথ্যা শুনিনি ভাই এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন মন্দির কাবা নাই

নি উপাদনালয় থেকে শ্রেষ্ঠ মানুষের হৃদয় বা মন। কেননা পবিত্র হৃদয়েই অবস্থান করে প্রষ্টা। তাই ^{বিদাহ} বর্গ—হৃদয়ই সত্য—হৃদয়ই শ্রুষ্টা।

আছে বলেই মানুষ সৃষ্টিও সেরা জীব। হলয় আছে বলেই মানুসর মধ্যে প্রেম আছে, কছানা মুক্ত নৌকর্মবাধ আছে, ধর্ম আছে। পৃথিবীর সকল পাণ-পুশা, তালো-মখা, ধর্ম-অধর্মের পার্থক্য মুক্তবাধ সমূহকে পরিচালিত করে তার মন। এ মন বা হনার ধারা পরিচালিত হয়ে মানুষ সহ কাল আত্মনিয়োগ করতে সন্ধম হই। এ জীবন কর্মময়। জীবনধারণ ও জীবনযাগনের জন্য মানুষের কর্ম সম্পাদ অপরিহার্য। সেদিক থেকে বিচারে মানুষের জীবন কর্মচক্রের অনিবার্য বন্ধনে আবন্ধ। সে বন্ধন থেক মানুষের মুক্তি নেই। কিন্তু বিরতিহান কর্ম সম্পাদনে মানুষের জীবন হয় দুর্বিবহ।

भारतमञ्जू का जाना आक्ष्म साम्याच्या च्या नामात्रामा माहत्यस्य काराना स्था प्रान्तस्य । जानामा वर्षसम्य कीरातम धृत्य सम्प्रकृतिराट छाशामीच्या सम्माताला आर्तिर्ड्ड रश तस् काक्ष्मण्ड ध्वत्यम् कर्यात्रविद्याच्या स्थानम्य स्थल करतः तम् नित्य आरम् छीवनं निम्यस्य । च चलनात्र नस्न कर्यामात्रस्य द्वत्या ३<u>क्ष</u> २८० शास्त्र तस्य समा नर्यात्रियाच्या स्थले समीस्य कीरान चलारतम्य स्वसमय प्रतिमात्रि ।

(২) ভোগে সুখ নাই, কর্ম সম্পাদনেই প্রকৃত সুখ

সুখী হওয়ার আবেজ্ঞান মানুষের চিন্তরন। সাধারণ মানুষের ধারণা, তোগের মধ্যেই সুখ নিহিত। ক্রেন্তুর সুখর স্থানী সাধারণ মানুষের বিজ্ঞান করিছে সুখর স্থানী সাধারণ মানুষ্ নিজ্ঞান তোগের করিছে বিজ্ঞান করিছে বিজ্ঞান ব

সুধ সম্পর্কে আনেকের ধারণা আজিজনক। তারা ভোগ-নিলাসিঅ, সৈহিক আরাম-আরেশকে সুনের উত্ত ও
মাধ্যম থকা দলে করে। আর বাই ভোগ-নিলাসের নানা উপকরণ আয়ারে আনার জন্য তালের এটার
শেষ থাকে লা। ভোগের এ ধর্ম আরো ভোগ-নিলাসের নানা উপকরণ আয়ারে আনার জন্য তালের এটার
শেষ থাকে লা। ভোগের এই মর্বে আরো ভোগ-নিলাসের নানা ভাস-কর্ম তালের বিশ্ব ব

৫৩ মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন, বিলাস ধন নহে

মানবজীবনে ধন-সম্পাদের প্রয়োজনীয়তা অবহিতার্থ। বিশ্ব ধন-সম্পাদের একুক ভরুত্ব নির্ভর বর্মন্দরকার্যালে ও সামাজিক অব্যাগতিতে তা কারে লাগানের ওপর। ধন-সম্পাদ মির অপরিবর্ধ পরিবেশন ও বিশ্ব বিশাসিভাম ব্যক্তিত হারে তার লাগানের ওপর। ধন-সম্পাদ মির অপরিবর্ধ পরিবর্ধ সামাজিক উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য হারায়। অভার বর্ম বর্ম করে মানকেলায়ের ও সামাজিক ভয়ালিতে বারা করে কারে মানকেলায়ের ও সামাজিক ভয়ালিত বার্ম বর্ম করে মানকেলায়ের ও সামাজিক ভালার বার্ম করে করে সামাজিক ভালার বার্ম বর্ম করে করে করে সামাজিক ভালার বার্ম বর্ম করে করে করে সামাজিক ভালার বার্ম বর্ম করে করে সামাজিক ভালার বার্ম করে করে সামাজিক ভালার বার্ম বর্ম করে বার্ম বার্ম বার্ম করে বার্ম বা

(৪) মুকুট পরা শক্ত, কিন্তু মুকুট ত্যাগ আরো কঠিন

ভাৰে অৰ্জন কৰা কঠিন, কিছু ক্ষমতা থেকে সত্ৰে নিছালে আহো কঠিন । ৱাজহুবুট ক্ষমতা ও দায়িহেৰু
ক্ৰেটাৰ নিছতু লোলী, ক্ষমতালিকু, উচ্চাবাজনী মানুৰ বাজহুবি ক্ষমতা দাখালে কৰা উন্নাদ হয়ে ধঠা ফলে কাৰ্

ক্ৰেটাৰ নিছতু লোলী, ক্ষমতালিকু, উচ্চাবাজনী মানুৰ বাজহুবি ক্ষমতা দাখালে কৰা উন্নাদ হয়ে ধঠা ফলে কাৰ

ক্ৰেটাৰ বাজহুবিত ভাগা কৰা কঠিন হয়ে পঢ়ে। মুখুট পৰা কথাঁৎ কোনো জাতি বা সমাজেৰ কৰ্ণবাৰ হজ্যা সহজ্ ক্ৰেটাৰ মাহা হিপেল এগেৰ অধিকাৰী না হয়ল দে দায়িছে ক্ৰেটাৰ পালন কৰাতে নাহাৰে না কঠোৱা সমাজে ক্ৰিটাৰ ইচিহাবাদ দেখা খাম বাজা ককতাৰা অনুষ্ঠিকন, তালনে বছৰ সাধান, পালিত কামাজেৰ ব্যৱহাৰ ক্ষমতা লাভাবাল আৰু ক্ষমতা অধ্যান পৰা তাঁৰ দায়িছ ও কৰ্তব্য আহোৰ হয়েকতাৰ বেড়ে খায়। লেসৰ কৰ্তব্য শেষ না কৰা পৰ্যন্ত ক্ষমতা অধ্যন্ত সহজ্য মাধ্যান নামাজিক বালুনীয়া নামাজিক সহজ্য বাহা আছাৰ কৰাহে ৰাজহুবুটত কৰি শিলা ক্ষমতা আহল সহজ্য মাধ্যান নামাজিক কৰিবলৈ কৰা কৰিবল দায়িছে। অপলপক্ষে লোভী মানুৰ কেনবাৰ ক্ষমতা ক্ষমতা পাহাৰে ক্ষমতা বাজহুবিত পৰা এক কৰিল দায়িছে। অপলপক্ষে লোভী মানুৰ কেনবাৰ ক্ষমতা ক্ষমতা পাহাৰে ক্ষমতাৰ আন্তৰ্ভন লোগায় লোভ কৰেই নামাজ, বিজ্ব আৰু কেনিল ক্ষমতা ভালাক কাৰে বাজহুবিত কৰিবল ক্ষমতা আহলে পাহাৰ না অনুষ্ঠিত কৰা ক্ৰমতাৰ কৰিবলৈ নামাজ, কিছু আৰু চেনেৰ কৰিবলৈ নামাজ, ক্ৰমতাৰ নামাজ ক্ষমতা আহলে না। অমহায়ে অবিচিত হথাা নিলামেকে ক্ৰমিন নামাজ, কিছু আৰু চেনেৰ কৰিবল ক্ষমতা ভালাক কৰাৰ ক্ষমতা লোলে মানুৰেৰ পাহিছু-কৰ্ততে বেড়ে বাজ্য নামাজেক ক্ষমতা লোভিত ক্ষমতা আহলে কৰিবল ক্ষমতা আহলে ক্ষমতা ক্ষমতা ক্ৰমতা ক্ৰমতা ক্ষমতা ক্ষমতা ক্ষমতা ক্ষমতা ক্ষমতা কৰাৰ নামাজ ক্ষমতা ক্ৰমতা কৰাৰ নামাজ ক্ৰমতা ক্ৰমতা আহলেক ক্ৰমতা ক্ৰমত

> মিথ্যা শুনিনি ভাই এই হৃদয়ের চেয়ে বড কোন মন্দির কাবা নাই

্বিলাদনালয় থেকে শ্রেষ্ঠ মানুষের হৃদয় বা মন। কেননা পবিত্র হৃদয়েই অবস্থান করে স্রষ্টা। তাই ক্ষাই ফর্ল—ফ্রন্মই সত্য— হৃদয়ই স্রষ্টা।

নাম বলাই মানুগ সৃষ্টির সেরা জীব। হলয় আছে বলাই মানুগের মধ্যে প্রেম আছে, কল্পনা সৌন্ধারোধ আছে, ধর্ম আছে। পৃথিবীর সকল পাপ-পুণা, তালো-মন্দ, ধর্ম-অথর্যের পার্থক্য অব্যক্তে পরিচালিত করে তার মন। এ মন বা হলয় ঘারা পরিচালিত হয়ে মানুধ সং কাজ করে এবং আল্লাহর সমুষ্টি অর্জন করে। দৈনদ্দিন জীবনের ছন্দু-সংখ্যাত, হিংলা-বিচ্ছা, কোল-নাচনা, পার্কিটার, কুমঞ্জা এক্টিটার রোলাত সংখ্যার্শ কর্মনার অক্টিটার রোলাত সংখ্যার্শ কর্মনার অক্টিটার রোলাত সংখ্যার অক্টিটার রোলাত সংগ্রাহার ক্রান্তর ক্রান্তর ক্রান্তর ক্রান্তর ক্রান্তর ক্রান্তর বাদের যাবে পারে। বাদ্ধান্তর ক্রান্তর ক্রান্তর ক্রান্তর ক্রান্তর বাদ্ধান্তর বাদ্ধান্তর ক্রান্তর ক্রান্তর বাদ্ধান্তর বাদ্ধান্তর ক্রান্তর ক্

৫৬ মানুষ আপনার ঘর আপনি রচনা করে

ব্যক্তিই আপন ভাগানিয়ন্তা। জীবনের পথে যিনি নির্ভব্যে, নির্বিত্য যাত্রা কন্ধ করেন তিনি অংকালার পার হয়ে যান বাধা-বিপত্তির সাত সমুদ্র তেরো নদী; 'সৌভাগোম্য জয়াটিকা' তার করায়ত হয়। ক্ষায়ন্ত্রধার জীবন দৈবকে জয় পায় না । কারণ কর্ম ও প্রচায় তার নিতা সক্ষরকোশ সাহন কোগা। । পৌরুলাই হয় তার আদান পাঁতি । আর এই শক্তিবলে মানুষ অন্যক্ষকে সম্প্রব করে, অন্যোধক জয় করে, মূর্লভারে সুগভ করে। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, 'Man is the architect of his own fortune'— মানুষ নিজের ভাগা নিজেই ভৈরি করে । আর যারা ভীঞ্চ, দুর্বল তারা দৈবের লোহাই নিরে পত্তে পত্তে মানু বাছা। সম্ভব্যক আছে-

'উদ্যোগনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষীঃ দৈবেন দিয়মিতি কাপুরুষাঃ বদন্তি।'

মারা উদ্যোগী পুরুষ তারা সিংহের মতে শক্তিশালী। এ পুরুষসিংহদের ভাগ্য সুক্রমন্ত্র হয়, ভাগালখী তারন কাছে ধরা দেয়। আর যাদের মনে সাহস ও দেহে কা না থাকার দক্ষদ উদ্যাহনি তারা দৈবের গোর্হাই বিত্তা সৃষ্ঠেই থাকার টেটা করে। কাপুক্রমার নিজেনের অক্ষমনাত ।কাকার কান পুরুষ্টের গাঁক কার পারে, কিছু সোভাগ্য ইমারতে প্রবেশের ছাড়পার কার্যনোর্হি পার না। সৌভাগ্য ইমারতের অবিষ্ঠার ভিনিই হতে সম্পন্ন-যার উদায় আছে, শ্রুমা এবং সঞ্চায়াকে মিনি ভাগা না পোরা জ্ঞার করার মানসিকতা আর্জন করেন।

৫৭) যে সমাজ গতিবিশিষ্ট, সেই সমাজ উন্নতিশীল

(১৮) যে জাতি জীবন হারা অচল অসাড় পদে পদে বাঁধে তার জীর্ণ লোকাচার

রে জাতি গতিশীল, প্রাণচঞ্চল, তাদের মধ্যে জরাজীর্ণতা বাসা বাধতে পারে না। ফলে তারা উনুতির কশিখরে আরোহণ করতে পারে।

🚳 যে নৌকা হালের শাসন মানে না, তাকে বেসামাল হতেই হয়

া অভা নৌকা চলে না, কণ্ঠা ছাড়া সংসার চলে না, রাজা ছাড়া রাজ্য চলে না, নীতি ছাড়া মানুষ চলে ব। যাল ছাড়া নৌকা যেমন দিকশূন্য, বেসামাল; অভিভাবকের অবাধ্য সন্তান তেমনি নীতিহীন, বেনামল, পতন ভার অনিবার্য।

জিনিসেরই একটা চালিঝাশন্তির প্রয়োজন আছে। আগনা আপনি কোনো কিছুই চলতে পারে
একদির মানুগও আগনা,আপনি চলতে পারে না। তার বিকেন-দুর্ভি তাকে চালনা করে। এটাই
ক্ষা। কিছু এ হালের শাসনকে যারা উপেন্থা করে, তারা পদে পদে লাছিত হয়। নানীতে ভাসমান
ক্ষা ইয়াকা শাসন না মানে, তবে তা নিক-বিনিক ছুটতে থাকবে। প্রোত্তের চানে, বারুর ববারে
ক্ষা মাম এক এক নিক মায়, কোনো গগুরের গৌছতে গারে না। হালত প্রোতর পাকে পঢ়ে তা
ক্ষা মাম এক এক নিক মায়, কোনো গগুরের গৌছতে গারে না। হালত প্রোতর পাকে পঢ়ে তা
ক্ষা মাম এক প্রক নিক মায়, বার্তির বার্তির কার্তার মানুদের ক্ষেত্রতে হালারটি কিন লক্ষাই। বে
ক্ষাইয়াক সমান না, যে গ্রী থানীর কথামাতো চলে না, যে ছার শিক্ষকের নির্দেশনতো রাজা
ক্ষাইত শাসন মানে না, যে গ্রী থানীর কথামাতো চলে না, যে ছার শিক্ষকের বিদেশিয়াক
ক্ষাই
ক্ষাতি বান্ত্রিয়া আইন মানে না, সর্বেপারি যে মানুষ মানবর্তার বা নীতির ধার ধারে না
ক্ষাই
ক্ষাইয়াক প্রাক্তর পারে না। যে কোনো ক্ষাের ক্ষাক্ষণতা অর্কন তার কাছে সোনার ইরিদের
ক্ষাইয়াক বা প্রকাল ক্ষাবার্গ হবে মানুষ্

ব্যবহার নামের সারে সারে সার্ব স্থার না, ন্যায়-নীতির অবাধ্য মানুষও তেমনি মনুষ্যত্ব বা সফলতা অর্জন করতে পারে না। যারে তুমি নিচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিছে যে নিচে, পশ্চাতে রেখেছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে

জীবনের পরিপূর্ণ বিধাপ ও সার্বক্রতার পিছনে বায়েছে সমার্টিগাত সহযোগিতা। পরশারের বোরাপাড়া, সহযোগিত্য ও বিশ্বদার মানুন্দর সমার্মিক উন্নায়নের চাহিকজী । এর সমার্বাই আছি ও সমায়ের রক্ষৃত ক্রাণার দিন্তিত হয়েছে। মানুন্দর যেহেকু সামান্তিক জীব, সোহেকু সমাজজীবনে পরশারের সহযোগিতা ছাড়া সে চলাতে পারে না । কিন্তু সমায়ের অব্যক্রশালীক মানুক্র আছেব, সোহার বাতিক্রপরি বৃদ্ধি, মারীপতি। ও অনুনারকারণকাত অন্যান্তর ক্রিকু সমায়ের অব্যক্তশালীক মানুক্র আছেব, বাবা বাতিক্রপরি বৃদ্ধি, মারীপতি। ও অনুনারকারণকাত অন্যান্তর অন্যান্তর করেব। করেব আন্যান্তর আন্যান্তর করেব। করেব বাক্তি বাহাক আনোর বৃদ্ধি করে। করেব বাক্তি বাহাক আনোর বৃদ্ধি করে। করেব বাক্তি বাহাক সমাজক ক্রেবিজ্ঞ বহু । করাবে, বিশ্বনে সমাজক ক্রেবিজ্ঞ বহু । করাবে, বিশ্বনে সমাজক ক্রেবিজ্ঞ বহু । করাবে, বিশ্বনে সমার্ক্র বিশ্বনিক্র ক্রাইকে ক্রিবিজ্ঞ বাহাকে বাহাকিক বাহাকিক বাহাকিক ক্রিবিজ্ঞ বাহাকে বাহাকিক বাহা

৬১) যৌবনে অর্জিত সুখ অল্প, কিন্তু সুখের আশা অপরিমিত

মানবাদীনন সন্মায়ের হিসেবে খুবই ,হব । কিন্তু এই বন্ধ সন্মায়ের পরিসারেও এতে রয়েছে নানা বৈচিত্রা ও পরিবর্তন। বৈশব, বর্ষকতা— এ রকম অনেক ধাপ বা প্রর রয়েছে মানবাদীনেক। এর মান্ত বিশ্বরা বিশ্বরা করে করিছে নানবাদীনেক। এর মান্ত বিশ্বরা বিশ্বর

৬২ যে সহে সে রহে

মানুষের মতো বাঁচতে হলে বা আপনার অভিত্ব বজায় রাখতে হলে এবং জীবনে সাফলা অর্জন কর্মার্ড হলে সর্বায়্যে প্রয়োজন সহলশীলাতা। প্রকৃতিবিজ্ঞানী ভারউইন-এর তত্ত্ব Survival of the fitted অনুষায়ী পুৰিবীতে ঝোণ্যেরই ব্রেঁচে থাকার অধিকার আছে। তাই বিশ্বসংসারে সহা করার শক্তি ও মোণাতা যার আছে সেই কেবল ব্রেঁচে থাকার অধিকারী। রান্দৌলতা মানবজীবনের অন্যতম সাম্যানীতি। পৃথিবীতে অবিমিশ্র সুখ-মূত্রৰ বলে কিছু নেই। সুখ-লগ আসলে মুন্নার এপিঠ-এপিঠ। বিপদাপদের মধ্য দিয়েই মানুবের ব্যাত্রা তব্দ হয়। তাকে সংগ্রাম লগতে হয় নানা প্রতিকৃত্ত অবস্থার সঙ্গে। প্রোদ-শোক, মুক্ত-দাবিদ্যা, অন্যায়-অবিচার এসনের চালে দাবর পর্যুক্ত হয়; চোবে বিভীক্ষিক। দেখে। কিছু এদের প্রতিবোধ করার ভন্য চাই শক্তি, অধ্যবসায় ও ব্যক্তিভা। মুক্তে জয়-পরাজয় আছেই কিছু যে মানুখ পরাজয়কে আদান বদনে মাথা পেতে নিয়ে কর্ম্বার্ট বিজয়ের জন্য ব্রতী হয় এবং বিজয় অর্জন করতে পারে, সেই যথার্থ বীর।

হিবাদের পাতায় এরপ বহু দৃষ্টান্ত পুঁজে পাওয়া যায়। য়উল্যান্ডের আজা বর্বার্ট ক্রপ ইংল্যান্ডের রাজা
রাজ্ঞান্তর্ভাবন সাথে ছাবার মূল্ডে পরান্ত হেলেও ফের্ব ধিবাপ করেছিলেন এবং সহিমুক্তার বেশ পুলায়া
ক্রপ্ত করের সমরেলের অস্ট্রার সকরে করা কেনেও করেশ ছিল্ডের এবংল। দুরিল্ডের মার জন্মরুবে করেনেও
ক্রমান হৈর্ব-সহিমুক্তার করেশে জন ব্রিটন লাচেন, সাামুক্তার হর্মেটিকেন জগৎ বিখাত। রাজিবালালার
ক্রমান অসিক সাহিন্তিককরেশ জীবানে মেটি ৮৭টি এছ রচনা করে গেছেন। স্যান্ডেকে
ক্রমান করেছেন; সহায় করেলেন দারিবারের কমাখাছ। । তার সহলাশীলাতা তার প্রতিভালেন করেছে
ক্রিকাল। বীবেনে কুলবিক রাম্বর পরবিত হিনি অসহিন্তু হনি। মহানবির জীবালালার্থ সহলাশীলাতা
ক্রমান স্বান্ত্যান স্বান্তির ক্রমান্তর।
ক্রমান্তর্ভালি সাহলি ক্রমান্তর্ভালি মার্কালি করেল করেছে
ক্রমান্তর্ভালি সাহলি । তাই তো তিনি মার্কা বিজ্ঞানে পরব বন্দিনসকে দিলেন দিবার্শিক পুঁজি। মোলাশ
করেন, শুন্তারার সাবাই যুক্ত, স্বাধীন। ' এই সহলাশীলাভায় মুন্ত হরেই আপর্য কর্চের বাল ওঠন উইলিয়াম
ক্রমান্তর্ভালি বাল্ডালি । তাই বাল্ডালিন মার্কা বিজ্ঞান করেলের বন্ধন বন্ধনিকরে দিলেন দিবার্শিক পুঁজি। মোলাশ
করে, শুন্তারারা সাবাই যুক্ত, স্বাধীন। ' এই সহলাশীলাভায় মুন্ত হরেই আপর্য কর্চের বন্ধন বন্ধনিক ক্রমান করেন করেছে
ক্রমান স্বান্তন্ত্রিক করেল বন্ধন বিলালিন করেন বিলালিন করিন করিন করিন করিন করিন করিন করেন বিলালিন করেন বিলালিন করেন বিলালিন করিন করেন বিলালিন করেন বিলালিন

৬৩ শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড

শিক্ষা বা জ্ঞানই মানুষের জীবনারারণ ও উনুতির প্রথানতম সহায়ক বা নিয়ামক। একদা তথাবাদী
আদির মানব আজ যে বিশ্বয়কর সভ্যতার বিকাশ খাটিয়েছে তার পেছনে রয়েছে মানুষের যুগহাজ্যেরর অর্জিত জ্ঞান ও অর্জনের প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার নামই শিক্ষা। এক সময় শারীরিক সামর্থা
জীবন পার্বের বিষয়ে ছিল্, পুকৃতি-প্রদন্ত ঐর্থা জাতির অর্থামকার উপাদান সূর্বায়েছে। কিন্তু জ্ঞানজ্ঞানের বিশ্বয়নত উন্তির এ মণ্ডে জাতীয়া জীবনে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

ত্ৰত জাতীয় জীবনৰ কিবাপে শিক্ষা এক অবিক্য বাগাগা। শিক্ষাবীন মানুৰ তার নিজেব মঙ্গল ক্ষেম্ব না। জান-বিজ্ঞানৰ মানুৰ তার নিজেব মঙ্গল ক্ষেম্ব না। জান-বিজ্ঞানৰ আলোৱ আপোকিত নয় বালে গগে পদে দে অক্কনার দেখে। অজ্ঞানভার স্বৰূষণ মানুৰ ক্ষেম্ব কালোই আলোকিত নয় বালে পদে পদে দে অক্কনার দেখে। অজ্ঞানভার স্বৰূষণ ক্ষিম্ব কাল্যক আলো থেকে বিজ্ঞান্ত আলোকে জানুৰ সূৰ্বাণ্য তাই বৰ্ষণক্ষত হতে আৰুবে। এই অব্যক্ষা মানুৰ্বান্ধ মানুৰব্ৰুত্ত জীবনাগাপন করবে, সেই সামে জাতির অ্যাপতির পথে দূর্গক বাধা ক্ষাব্রুত্ত । জাতি আত্মান্তির হয়ে সমাজ প্রপত্তির পথে আগিয়ে যেতে পারবে না। তেত্রিনাটি ক্ষাব্রুত্ত একটি অক্ত্ আন্থি আমানের বিশ্ব স্থান করেক কর্মক্ষর প্রয়েবছে। এই নাম বিজ্ঞান এক বানো ক্ষাব্রুত্ত করেন ক্ষাব্রুত্ত জড়বার নির্জীব প্রাণীতে পরিগত করেন যার অন্তিপ্ত হয় সমাজ প্রপত্তির অব্যাদিত করেন যার অন্তিপ্ত হয় সমাজ ক্ষাব্রুত্ত আলোক ক্ষাব্রুত্ত করালোক স্বান্ধ ক্ষাব্রুত্ত ক্ষাব্রুত্ত আলোক ক্ষাব্রুত্ত ক্ষাব্রুত্তা ক্ষাব্রুত্ত ক্ষাব্রীত ক্ষাব্রুত্ত ক্ষাব্রুত্

কোনো কল্যাণমুখী পদক্ষেপে এরা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রথাবদ্ধ সংস্কারবশত শিক্ষাহীন মানুষ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকে মেনে নিতে পারছে না বলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আর্মাদের দেশে ঈন্সিত অগ্রগতি হচ্ছে না অন্ধবিশ্বাস তাদের এমন নির্বোধ করে রেখেছে যে সর্বজনীন কোনো কর্মসূচিতে নিরক্ষর মানুহত্ত অংশগ্রহণ ঘটছে না। শিক্ষা বিবর্জিত এসব মানুষ জাতিকে পিছিয়ে দেয়, জাতিকে পরিণত করে ন্যক্ত গর্বহীন, দীত্তিহীন জনগোষ্ঠীতে। বস্তুত, শিক্ষার প্রসারই পারে সব সংস্কার, জড়তা দূর করে জাতিত্তে গতিশীল করতে, সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম করে তুলতে, আশা ও স্বপু দেখার সাহস যোগাতে। তাই ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে শিক্ষার গুরুত অপরিহার্য।

৬৪) শিক্ষাই শক্তি শিক্ষাই মুক্তি

শিক্ষা মানবজাতির জন্য এক মহার্ঘ্য বিষয়। এটা ব্যতীত মানুষের মনুষ্যতু কখনই বিকশিত হয় না। এজন্যই সর্বত্র শিক্ষাকে অত্যন্ত আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এমনকি আমাদের ধর্মেও এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিবেচনা করে একে সকল নারী-পুরুষের জন্য ফরজ করা হয়েছে। বস্তুত, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা এত ব্যাপক যে, এর গুণ বলে শেষ করা যাবে না। প্রাচীনকাল থেকেই দেয় গেছে, যে জাতি শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত, সে জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান, শৌর্য-বীর্য ও প্রভাব-প্রতিপরি তত বেশি। প্রাচীন ম্রিক জাতি তাদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্যই আজও আমাদের প্রাতঃশ্বরণীয় হয়ে আছেন। আর আজকের পৃথিবীর এই যে প্রগতি ও প্রাচুর্য, তার মূলেও রয়েছে শিক্ষার বিস্তৃত প্রভাব।

প্রকত প্রস্তাবে শিক্ষার বহুমুখী প্রভাব আমাদের জীবনে বিদ্যমান এবং আমাদের জীবনযাপনে সুঠু শিক্ষা ব্যতীত আমরা কোনোভাবে উন্নত জীবন অর্জন করতে পারব না। বিশেষত বর্তমানে বিশ্বের প্রধান সমস্যা ক্ষুধা ও দারিদ্র। আমরা যদি এসবের কারণ উদঘটিন করতে যাই, তাহলে দেখব এর মূলে রয়েছে অশিক্ষ বা শিক্ষার অভাব। কারণ, শিক্ষা বা জ্ঞানচর্চা আমাদের বিভিন্ন সমস্যার যথার্থ সমাধানের পথের সন্ধান দেয়। বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলার কৌশল অর্জনে সাহায্য করে। আমরা যদি ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব, মানুষ যখনই বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে, তখন সে তার অর্জিত শিক্ষা বা জ্ঞান ধরা এর সমাধানের কৌশল উদ্ভাবন করেছে। আর এভাবেই মানুষ পৃথিবীকে একটি সুন্দর আবাসভূমি হিসেবে নির্মাণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাছে। কিন্তু আজও বহুলাংশে মানুষ ক্ষুধা ও দারিদ্র দ্বারা পীড়িত। কিন্তু পৃথিবীর সবাই বা সব জাতি এ সমস্যা দ্বারা পীড়িত নয়। এর কারণও শিক্ষা। আমরা দেখছি, উন্নত বা সুশিক্ষিত জাতি ক্ষুধা ও দারিদ্রা বারা পীড়িত নয়। বরং তারা তাদের শিক্ষার বারা অর্জিত জ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এ সমস্যা মোকাবিলার শক্তি ও সামর্থ্য অর্জন করেছে। আর যেসব জাতি সুশিক্ষিত নয় বা শিক্ষর হার যথেষ্ট কম, তারাই ক্ষুধা ও দারিদ্রোর যাঁতাকলে নিস্পৃষ্ট হচ্ছে।

অতএব, এ কথা নির্দ্ধিধায় বলা যায়, শিক্ষা অবশ্যম্ভাবীরূপে সমাজ থেকে ক্ষুধা ও দাবিদ্রা দূরীকর্মের কার্যকর উপায়। কেননা শিক্ষার দ্বারা মানুষ এ সমস্যা উত্তরণের শক্তি অর্জন করে এবং শিক্ষার দ্বার্যই কেবল মানুষ এ সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারে।

৬৫ সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই

চিন্তা ও কর্মে, বিবেক ও শক্তিতে, হৃদয়ধর্ম ও নান্দনিকতা বোধে পৃথিবীতে মানুষের প্রেটড্ অবিসংবাদিত। সমরূপ মানব বৈশিষ্ট্যে বিশ্বের মানবসমাজ এক অভিনু পরিবারভুক্ত। কিন্তু দুর্ভগার্ত্মে স্বার্থারেষী ও ক্ষমতাদর্শী কিছু মানুষ হীনউদ্দেশ্যে মানুষে মানুষে সংকীর্ণ ভেদাভেদ সৃষ্টি করতে প্রাসী ভারা ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়গত পার্থক্য উসকে দিয়ে জাতিগত বিভেদ ও শ্রেণীগত বৈষম্য সৃষ্টি করে

সংঘর্ষ ও হানাহানির মধ্যে মানুষকে ঠেলে দিতে চায়, মানবিক সম্প্রীতির বন্ধনকে ছিল্রভিন্র ক্র চায়। কিন্তু মানুষের আসল পরিচয় তার মনুষ্যতে, তার সবচেয়ে বড়ো ধর্ম মানবধর্ম।

্রের প্রকৃতিতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা ঐতিহাসিক বাস্তবতা। সভ্যতার আদিলগ্রে মানুষ অসহায় হলেও ্রিক্তা পরিবেশের সঙ্গে দুর্মর সঞ্চ্যামে মানুষ কেবল আপন অন্তিত রক্ষা করেনি, প্রকৃতির ওপর ক্রমেই ্রাম্বর্গতা বিস্তার করেছে। সভ্যতা নির্মাণ করতে গিয়ে মানুষ লোকালয়, গ্রাম ও নগর গড়েছে। মানষের আনু বৃদ্ধি, শ্রম ও কৌশলের কাছে নদী, সাগর, মরু, গিরি-অরণ্য-পর্বত হয়েছে পদানত। আগুন ও জ্যাতের মতো শক্তিকে মানুষ নিয়ে এসেছে হাতের মঠোয়। মহাকাশে তলেছে বিজয় কেতন। পা বাডিয়েছে 🖼 রাছে। রোবট ও কম্পিউটারের মতো ক্ষমতাধর বিশ্বয়কে উল্লাবন করেছে মান্য। শিল্প, সাহিত্য প্রজ্ञান দর্শন ও প্রযুক্তির নিতানতুন শাখায় একের পর এক সাফল্য অর্জন করে মানুষ প্রমাণ করেছে তার ্রারসংবাদিত শ্রেষ্ঠতু। এই শ্রেষ্ঠতের দাবিদার কোনো একক মানুষ নয়, সমগ্র মানবসন্তা। দেশে দেশে ক্রালে মহামানবরা সেই মানবতার জয়গানেই মথর হয়েছেন। মানবসভাতার দর্দিনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ ক্রমায়ের উর্ধ্বে এ মানবতারই জয় হয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে সবার ওপরে মানষ সতা।

৬৬ সবলের পরিচয় আত্মপ্রসারে আর দুর্বলের পরিচয় আত্মগোপনে মানষ স্থির সেরা জীব। তাকে আত্মকেন্দ্রিক থাকলে চলবে না। তাকে বিলিয়ে দিতে হবে বিশ্ব মানবভার কল্যাণে। মানুষ নিজেকে কতটা জানল, কতটা অন্যের প্রয়োজনে নিজেকে নিয়োজিত রাখল ভার মাঝেই ফটে ওঠে তার সবলতা বা দর্বলতা।

অমাদের মনের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই এই, সে নানা মনের মধ্যে নিজেকে অনুভূত করতে চায়। প্রতিতে আমরা দেখি ব্যাপ্ত হবার জন্য বা টিকে থাকার জন্য সর্বদা একটা চেষ্টা চলছে। যে জীব নিজের অন্তিত্তকে বেশি প্রসার করতে পারে তার টিকে থাকার সম্ভাবনা তত বেশি। তেমনি সবলের মনুমের মাঝে মনের ভাবকে ছড়িয়ে নিজের অন্তিত্তকে স্থায়িত দিতে চায়। তারা শুধ নিজেকে নিয়ে জরে না: সমগ্র মানুষের মাঝে তার জ্ঞান, আত্মোপলব্ধি ছড়িয়ে দিয়ে অমর হতে চায়। বৈচিত্রাময় ^{কর্মবা}হের মাধ্যমে মানুষ নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে। তারা নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে গরাপকারের মাধ্যমে চরিত্রের মহন্ত প্রকাশ করতে পারে। এখানেই সবলদের যথার্থ গৌরব নিহিত জ্ঞ। তারা জীবনকে পরার্থে নিয়োজিত করে জীবনে সার্থকতা আনয়ন করে তারা স্নেহ, প্রেম, মায়ার ^{জন}, সুক্ঠিন কর্তব্যকর্মের বন্ধনে এগিয়ে যায় সামনে। যুগে যুগে এসব মানুষ আপন উপলব্ধি, ^{বিজ্ঞা}, সঞ্জিত জ্ঞান, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষকে দিয়েছে মুক্তির সন্ধান। তারাই বীর, ^{নিছ তা}দের দ্বারা উপকৃত হয়। তেমনি অনেক মানুষ রয়েছে যারা বস্তুবাদী ও স্বার্থপর। তারা জক্তে ছাড়া অন্যদিকে তাকাবার সময় পায় না। শামুকের মতো নিজেকে লুকিয়ে রাখে খোলসের নিজেকে বিশ্বসমাজে প্রকাশ করতে তারা ভয় পায়। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার মানসিকতা লৈ নেই। তারা আত্মকেন্দ্রিক। তাদের আত্মকেন্দ্রিকতা বা আত্মগোপন প্রবণতা তাদের পরিচয় বহন ব। তারা ভীরু, তারা দুর্বল প্রকৃতির মানুষ। তাদের দ্বারা বিশ্ব মানবতার কোনো উপকার হয় না। শাৰ্থমগ্ন যে জন বিমুখ বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।

^{মতো} স্বল্প পরিসরে, গৃহ প্রাঙ্গণে আবদ্ধ থাকলে, আত্মকেন্দ্রিক থাকলে মন ও হৃদয় সংকুচিত হবে। 🎙 বিলিয়ে দিতে হবে সবলের মতো বিশ্ব মানবের কল্যাণে; তবেই প্রকৃত সুখ, বেঁচে থাকার সার্থকতা।

৬৭) সাহিত্য জাতির দর্পণস্বরূপ

সাহিত্যের মাধ্যমে একটি জাতির ধাদা-ধারণা ও চিতার প্রকাশ ঘটে। আয়নার সামনে দাঁড়ালে আমবা দেয়ে-নিজেদের প্রতিবিধ দেখতে পাই, তেমনি সাহিত্যের মধ্যে একটি জাতির সামাধিক, সাক্তৃতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতি, রাষ্ট্রীয় তথা সাম্ময়িক পরিবেশ সুটে ওঠে অর্থাৎ জাতি সাহিত্য-দর্শনে নিজেদেরকে যাচাই করার সুমোগ পায়।

সাহিত্যের পরিথি বিশাল ও ব্যাপক। মানুদের জীবনের বিচিত্র ভাবকে চিত্রিত করে সাহিত্য নিরাজউদৌশা নাটক থেকে বিশ্বাসঘাতক হতে চার না মানুদ, দেশাপ্রমিক নবাব হতে চার। রামাল গড়ে গীতার মতা সার্বান্ত শৈজ্ঞানে দিন্তিয়র হতে চার বামাল বিত্তার মতা সার্বান্ত শৈজ্ঞানে দিন্তিয়র হতে চার বামাল বিত্তার বিজ্ঞান করে করা জনীবা । বিশ্বানিপন্তর ইয়াম হাসান, হোলে ও পৌতলিক আজরের প্রাণ বিদ্যালন নানুদকে করে জনীব। চিক টপাইনের গুরার আত গীনে সুত্ত ন শান্তিই বাছ হয়ে প্রাঠ। সাহিত্য নিষ্ঠুর অভ্যাচারী মানুদের বিরুদ্ধে সংখ্যামের বাদী উচ্চাবণ করে ভালেকের, কলোন সাহিত্য করেছে। বাজালিক বিরুদ্ধে গণমনকে চেতলাদীও, অনুস্রাক্তি করেছে। ম্যানিরম পোর্ভির সাহিত্য জারের শানসকর স্থান্ত বিরুদ্ধি । বিশ্বাহী কবি নজনল প্রিপ্

'শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল'

এমনিভাবে সাহিত্যে জাতির সমসামধিক গৌরব ও উনুতি-অবনতির কাহিনী বিধৃত হয়। স্প্রে জালবাসা, তাাগ, যুক্ত, হিংসা, জয়-পরাজয়, ব্যক্তিত্ব, নীতিহীনতা, উদারতা, ক্ষমা সবই সাহিত্যে বিষয়। সাহিত্য জীবন সম্পর্কে দেয় সত্যতম, গভীরতম ধারণা।

🍪 সততাই সর্বোকৃষ্ট পদ্মা বা নীতি

সততা এনটি পরম হল। এই সততা পারম দুল-কেষ্টে আর্হিত ধন। কর্মন্থেতা একমার সততার দ্বারাই প্রতিষ্ঠা গত লগ এ পৃথিবীতে ভালো-মন্দ্র, সং-অসহং সত্য-মিথা পাশাপাশি বিরাজমান। এখানে সাধু ও সংপথের মাটি কেই রয়েছে তেমনি রয়েছে মিথা। ও অসং পথের মারী। জীবনে প্রকৃত ও স্থায়ী সাফল্য লাভ করতে হলে সন্ধর জীবন চলিত করাই উত্তম কাঞ্চ। কেনলা সং পথের কোনো বিকল্প নেই। জীবনের যে কোনো

মন্তভার মূল্য সবকিছুর উর্মের। একমাত্র একজন সং লোকাই সবার কাছে বিশ্বস্ত ও প্রভাতাজন হতে পারে। অন্তক্ত সময় দেশা যার, অন্যেকে ফাসং পথে চলেও বিরাট উন্নতি সাধন করেছে। কিছু মনে রাখা উচিত তার এ উন্নতি সামরিক ও কম্পস্তারী। তানের মনের যারে একানে যা মুক্তের্ত তা ভেকে যেকে কার। অসম পথে বর্তিত সাম্বান্য একদিন না একদিন ধাংল হরেই। তাজ্যাত অসম পথের বারী টাকার জোরে সম্মান ও ক্রেপ্টে লাভ করেণেও, আকাশে আরাহশ করলেও মানুশ মনে মনে তাকে ফুলা করে।

মাহ কাজ করতে গোলে ও সংগগে চলতে গোল হাজাব দুখা-কট এসে আমানের পথ রোধ করে দীড়াবেই। কিছু এসব দুখা-কটকে বাধা হিসেবে না মেনে, সতেরে পথ পরিভাগে না করে কর্মাঞ্চত্তা, অচসব হওয়া নিটিত মনে বাখা দরকার যে, একদিন না একদিন সততার জয় এবং অসততার পরাভার অবশ্যমাধী।

৬৯ সৃশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্ৰই স্বশিক্ষিত

सका नाम्पर्वाधाद प्रवर्तनगराम्म । এकে दक्ता यात्र मा, मान कता यात्र मा। निकार्वीद परिदान, जिसी प्राव इसाई खाक निभिन्न करत कुमाक भावत । निकल्क कारत नावाया करता, निक-निर्दानमा तमा। निकारक कृतिक निरामगराद करनुमूर्व । कर वाध्यितकावादि का असीम प्रवर्ताक मित्र । यदि पर्वाधा परिवर्तक कतात्र सांहित क्रमाखादात निकारीत अपन आपका मामम दखादि मूर्गिकिक दरत क्षीत नामाखादा ।

জন্মের পর থেকেই মানুষের শিক্ষা জীবন তরু হয়। মানুষ প্রথমে অনুকরণের মাধ্যমে পরিজন ও পরিবেশ জকে শিক্ষা নেয়। তারপর তার জীবনে আসে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ। কিন্তু শুধু পরীক্ষা পাস বা সার্টিফকেট দিয়ে প্রকৃত শিক্ষা নিরূপণ করা যায় না। উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পেশাদারি দক্ষ শিক্ষক, আধুনিক উপকরণ কথনো কথনো শিক্ষার্থীর সীমাবদ্ধতাকে আড়াল করে পরীক্ষায় তার কৃতিত্ব প্রদর্শন শব্দ করে তোলে। কিন্তু এটাকে সুশিক্ষিত হওয়া বলে না। কারণ, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় জ্ঞানচর্চার পথ ক্রাম হলেও জ্ঞানের পূর্ণতা আসে না। জ্ঞানকে আত্মস্ত করার জন্য বস্তুত আত্মপ্রয়াসের বিকল্প নেই। শধকের একাগ্রতা আর প্রচণ্ড পরিশ্রমের গুণে মানুষ জ্ঞানের গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করতে পারে। স্বীয় 📭 🗷 🗷 তার বৃদ্ধিবত্তিকে পরিশীলিত করে অসাধারণ পর্যায়ে নিয়ে যায়। তার মধ্যে স্বকীয়তা বা নৌলিকতার উন্মেষ ঘটে, শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তরে সে অবাধে বিচরণ করতে পারে। এই অর্জন যোগ্যতা ছাড়া ^{ক্ষর} নয়। ডিগ্রি বা সার্টিফিকেটের গণ্ডিতে এর স্বীকৃতি নেই। তাই প্রকৃত শিক্ষায় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা শীন। পৃথিবীতে এমন অনেক সুদীক্ষিত লোক আছেন যাঁরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গণ্ডি অতিক্রম করেননি। বিশিক্ত-মজরুল এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা যাঁদের আছে তাঁরাও যে সবাই সুশিক্ষিত, তা শ্ব। যিনি কুসংস্কার ও প্রথার বন্ধনে নিজেকে বেঁধে রেখেছেন, তিনি ডিগ্রিধারী হলেও সুশিক্ষিত তাকে বলা শ্ব না। সুশিক্ষিত লোকের মন মুক্তবুদ্ধির আলোকে উদ্ধাসিত হয়, তিনি বিজ্ঞানমনঙ্কতা ও যুক্তিবাদী ্তিউঙ্গির অধিকারী হন। পরিশীলিত রুচিবোধে তিনি হন উদার ও বিনম্র। সব মিলিয়ে সুশিক্ষিত মানু স্পন্দেহে হন আলোকিত মানুষ। আত্মশিক্ষার পথেই মানুষ আলোকিত মানুষ হয়ে উঠতে পারে।

৭০ সঞ্চয়ই উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি

সঞ্চয় হলো সমৃদ্ধির চানিকার্টি। শুদ্র সঞ্চয় থেকে বৃহৎ গুঁজি অর্জিত হয়। ব্যক্তি সঞ্চয় থেকে বৃদ্ধির স্থানিক বিশ্বর বিশ

৭১ সাধনা নাই, যাতনা নাই

জগতে দুরুখ-কট্ট আছে এবং থাকবে কিন্তু দৃঢ় প্রতিশ্রুতি, প্রবল চেটা ও সাধনার মাধ্যমে সকল দুরুখ-কট্ট-খাতনাকে জয় করতে পারলে কোনো যাতনাই থাকে না।

জগতে মানুষের জীবন পুবই জাতিন। প্রতিনিয়ত এখানে মানুষের জীবন নানা সমস্যা, দুর্ব-কট আর বিশ্বপানর মাঝে পতিত হয়ে থাকে। তাই মানুষ্বের কণ্টকার্যনীর থাঁবং বৃদ্ধার পথারিক্রমার জীবন প্রতিষ্ঠানি করে বৃদ্ধার পরিক্রমার জীবন কণ্টকারিক্রমার জীবন ক্রিক্রমার জীবন ক্রিক্রমার জীবন ক্রিক্রমার জীবন ক্রিক্রমার ক্রিক্রমার ক্রিক্রমার ক্রাপ্তর করা মানুষ্ব তার আপন প্রচেটা, দৃঢ় মনোভাব আর অবিরত সাধনার মাধ্যমে সকল কটাকেই অনায়াসে জয় করতে পারে। মানুষ্বের জীমার জীবন কাইমার ক্রিক্রমার ক্রাপ্তর প্রতিনিয়ক্ত ক্রমার ক্রাপ্তর কর্মার ভারত পারে। মানুষ্বের জীবন ক্রমার ক্রমার

জীবনে সমস্যা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্যাকে জয় করার জন্য সাধনার কোনো বিকল্প নেই। ^{আর} কঠোর সাধনার কাছে কোনো সমস্যা আর যাতনাই গুরুত্ব পায় না।

৭২ স্পষ্টভাষী শক্ৰ নিৰ্বাক মিত্ৰ অপেক্ষা ভালো

জীবনে চলার পথে যেমন অনেক বন্ধু জোটে তেমনি অনেক শক্ষণ্ড সৃষ্টি হয়। তবে বন্ধুর ভূমিকা যেমন সর্বাহনক মানুসের চলার পথে সহায়েক হয় না তেমনি কোনো কোনো কেবে শক্ষণ্ড ভূমিকা থেকে মানুষ জন্ম হয় বাবে নিজনিব বাবে জীবনে মানুষ্যের বন্ধু কার্যালয় কার্যালয় হয়। স্থানিব স্থান্ত স্থান্ত কার্যালয় হয়। স্থান্ত স্থান স্থান্ত স্থা প্রান্তের ফ্রটি-বিয়ুটি নির্দেশ করে না। ফলে মানুষ নিজেকে সংশোধন করার সুযোগ পায় না। অনেক
রামা রাষ্ট্র নাই হংবার আশাখায়া বন্ধ বন্ধর গ্রহারাজনের মুক্তের শাস্ত্র সভা উভারর কারা ব্যবহার
রামার বার্দ্র নাই হংবার আশাখায়া বন্ধ বন্ধর গ্রহার বার্দ্র কারা নিরার ভূমিকা লাদন করে , উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়ার
রামার্মণ না দেয় তবে বন্ধর ভূমিকা বন্ধুসুগত না হয়ে রবং বিপরীত হয়। শাখারের পামা শাখার
রামার্মণ না দেয় তবে বন্ধর ভূমিকা বন্ধুসুগত না হয়ে রবং বিপরীত হয়। শাখারের দামা শাখার
রামার্মণ না দেয় তবে বন্ধর ভূমিকা বন্ধ্যামার
রামার্মণ না দেয় তবে বন্ধর ভূমিকা
রামার্মণ না দেয় তবে বন্ধর ক্রামার্মণ না হয়ারমার্মণ নার
রামার্মণ না দেয় তবে বন্ধর ভূমিকা
রামার্মণ নার বিষয় বিষয়ের বিষয়ের সের বিষয়ের বিষয়ের বিষয়ের বিষয়ার
রামার্মণ বিষয়ার বিষয়ার
রামার্মণ বিষয়ার
রামার্মণ নার বিষয়ার
রামার্মণ বিষয়ার
রামার্মণ বিষয়ার
রামার্মণ নার
রামার
রামার্মণ নার
রামার্মণ নার
রামার
রামার

৩ি সৌজন্যই সংস্কৃতির পরিচয়

জন করে সৌজন্য গুচিয়ে দেয় ভাষার ব্যবধান, পরিচয়ে সমুন্ত করে কোনো জাতিকে। আবার বিজ্ঞা ও শিষ্টাচারবর্জিত জাতিকে ঘূণিত করে। কাজেই বলা যায় সৌজনাই সংস্কৃতির পরিচয়।

(৭৪) হাতে কাজ করায় অগৌরব নাই, অগৌরব হয় মিথ্যায়, মুর্খতায়

জ্ঞৰ বিশ্বত গৌৱৰ কৰ্মসামতোৱে ওপন্ন নিৰ্ভৱশীল। মিখ্যা এবং মূৰ্বতা মানুষের জীবনে অপৌৱৰ চেকে আনে। স্ক্রান্তিন চাবিকাঠিই হচ্ছে পরিশ্রম। পরিপ্রমের বলেই মানুষ আন্ধ অসাধ্য সাধন করেছে। আর এ পরিশ্রম উচ্চ ছারাই সম্পাদন করে। হাতের পরিশ্রমে অগৌৱৰ নেই। বরং হাতের পরিশ্রম মানুষকে তার ভাগা

৭৫ ক্ষুদ্রত্বের মধ্যেও মহত্ত্ব আছে

শ্বস্থা শ্বন্থ বস্তু নিয়েই বৃহতের সৃষ্টি। সামান্য ক্রাটি কিংবা শ্বন্থ অপরাধ মানুষকে যেমন পাপপথে চানিত করে তেমনি করণা, দয়া ও ছোট ছোট মহৎ গুণ হারা মানুষ পৃথিবীকে স্বৰ্গীয় আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারে। তাই শ্বন্ধকে তুম্বজ্ঞান করা ঠিক নয়।

কাজের পরিকল্পনার চেয়ে কাজে লেগে যাওয়ার গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ পরিকল্পনা যদি বৃৎৎ হত্ত আয়তের বাইরে থাকে তাহলে সেটা অর্জন করা কঠিন। কিন্তু আমরা যদি পরিকল্পনার দিকে না তাকিয়ে কাজ করি তাহলে দেখা যাবে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ একদিন বৃহদাকার ধারণ করবে। আমরা যদি এ জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখতে পাব ছোট ছোট বালুকণা দ্বারা গড়ে ওঠে মহাদেশ। বিন্দু বিন্দু জল থেকে সৃষ্টি হয় মহাসাগর। অল্প অল্প মুহর্ত নিয়ে গড়ে ওঠে জীবনের পরিপর্ণ সময়। পৃথিবীতে সকলেই নিজেকে অক্ষয় করে রাখতে চায়। সেজন্য সে হতে চায় বড়। আর বড় হতে হলে তাকে কতগুলো গুণের অধিকারী হতে হয়। প্রথমত তাকে সন্ধরিত্রের অধিকারী হতে হবে। মানুষের কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে হবে। তাহলে সে জগতে তার কাজের বিনিময়ে শ্বরণীয়-বরণীয় হয়ে থাকতে পারবে। কিন্তু মানুষ যদি কর্ম না করে বৃহৎ কিছু হওয়ার কথা ভাবে তবে সে না পারবে ফুল ফোটাতে না পারবে ফল ফলাতে। বড় পরিকল্পনা থাকা ভালো কিন্ত সেটা কাজে রূপান্তরিত করা যাবে কিনা সেটাই প্রকৃত ভাবনা। এর চেয়ে ছোট ছোট পরিকল্পনা করা ভালো। সামর্থ্যের বাইরে কোনো কিছু করতে যাওয়া অনুচিত। ভাবনার চেয়ে কর্মের গুরুত্ব অনেক বেশি: সে কর্ম যতই সূর্য হোক না কেন। আমরা যদি জগতের দিকে দৃষ্টি দিই তাহলে দেখতে পাব পৃথিবীতে যারা মহৎ কাজে দ্বারা স্মরণীয় হয়ে আছেন তারা পরের কল্যাণে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। মহৎ ব্যক্তিরী নিজেদের ছোট ছোট মহৎ কর্মের দ্বারা জগতে স্বরণীয় হয়ে আছেন। অর্থাৎ কর্ম যদি মহৎ হয় ^{এবং} সেটা যদি ক্ষুদ্রও হয় তাহলে এই ক্ষুদ্রত্বই তাকে মহৎ করে তুলবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইটের সমন্তরে যেমন বিশাল অট্টালিকা নির্মিত হয়, তেমনি শুদ্র শ্বদ্র কাজের মাধ্যমেই একজন লোক পথিবীতে অমরত লাত করে। কাজেই ক্ষুদ্র বলেই কোনো কিছুকে তুম্ছজ্ঞান করা উচিত নয়।

শুদ্র বলে কোনো কিছুকে তুঞ্ছ করা উচিত নয়। কেনানা শুদ্র থেকেই বৃহত্তের জন্ম। তাই আমার্য ^{হরি} সচেষ্ট হয়ে শুদ্র শুদ্র অন্যায়কে পরিহার করে শুদ্র শুদ্র মহৎ কাজ করতে পারি, ভাহলে আমা^{দের এই} শুদ্র মহৎ কাজগুলো একদিন পুথিবীকে স্বর্গময় করে তুলাবে।

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান

৯ম বিসিএস : ১৯৮৮-১৯৮৯

বই কিনে কেউ কখনো দেউলিয়া হয় না

নাটা সুজনদীল বই অপরিসীয় জানের আধার। এতে বে অন্ধ অর্থ বাছ হয় তা অর্থিত জানের তুলনাছ বৃধই নগা।

ক্ষেত্রীল পুরুক অধ্যয়ন জ্ঞানাজনৈর সর্বেশিকৃষ্ট মাধ্যম। তাই প্রকৃত জ্ঞানার্যনি বইয়ের বেলোনা বিবছর

বিশ্ব । জাতাতের প্রেট্ট স্পানীয়নের চিত্রা-বিজ্ঞানী সুধার আবাত্রম আধার হলো বই । বই ২ করু সুসাল

ক্ষাবেত গররকী যুগার মানুষের কাছে নিরে যেতে লারে; সুমাল করে নিকে পারে অতিকের অভিজ্ঞাতা

ক্ষা জ্ঞান-বিজ্ঞানকে জ্ঞানার নিকু অধিকাণে সময়ই আমারা এ সভাটি উপলক্ষি করতে বর্গ বই ।

ক্ষাব্রমিপুলি সিনোনা কিবলা কিন্তায়ানে কোনা লেখার চিক্রেট বিনাতে অকগটে অর্থ কয়ের করে, তারাই

ক্ষাব্রমিল কোনো কেনের চুড়ার ভূপপভার পরিচার হামানা করে জন্মা আর্থ বায়াকে তারা বাছলে

ক্ষাব্রমান করে আবার বই বিলাল আর্থানী বার্মানা আর্থিক বার্মান করে আর্থানী আর্থানী করে বার্মান করে যারা বাই পার্যন্ত ভূমানা করে করে যারা বাই পঞ্চার আর্থানী আর্থানী না বা জ্ঞানার্যনির পঞ্চলগালী মানু নিকুল বিশ্ব বিশ্ব করে করে যারা বাই পঞ্চার আর্থানী আর্থানী না বা জ্ঞানার্যনির পঞ্চলগালী মানু নিকুল বিশ্ব বিশ্ব করে বারা বাই পঞ্চার আর্থানী আর্থানী না বা জ্ঞানার্যনির বিশ্ব বিশ্ব

দ্বার বন্ধ করে ভ্রমটারে রুখি সত্য বলে, আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি

১০ম বিসিএস : ১৯৮৯-১৯৯০

মূর্স্থ মিত্রের চেয়ে শিক্ষিত শক্ত ভাল

জীবনে চলার পথে মূর্থ বন্ধু তানিচ্ছাকৃতভাবে হলেও এমন ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে যা কোনো কিফিকে শক্তব দ্বারাও সম্ভব নয়।

> ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন

ভাব আর চিন্তার জগতে নিমগ্র থাকার চেয়ে বাস্তব জীবনের সাথে পরিচিত হওয়া ও তার সাথে খাপ । খাইয়ে যোগ্যাতার সাথে বেঁচে থাকাটা মানুষের অনেক বেশি জবদরি।

১১তম বিসিএস : ১৯৯০-১৯৯১

যত মত, তত পথ

্রপ্রতি বিভিন্ন মত ও দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে এটা স্বাভাবিক। মত আর দৃষ্টিভঙ্গির এ ভিন্নতাহেতু মানুষের জুরু এবং কর্মের ভিন্নতাও খুবই স্বাভাবিক বিষয়।

্রার আদিকাল থেকে মানুষের মধ্যে ভিন্নতার বিষয়টি বিদ্যমান। মানুষ চিন্তা-চেতনা আর দৃষ্টিভঙ্গি ্বার বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বাভাবিকভাবেই পরম্পর থেকে ভিন্ন হতে পারে। এ ভিন্নতা তাদের রুরনাচার, ধর্ম-কর্ম ও লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রতীয়মান হয়। এক ধর্মে বিশ্বাসী বা অনুসারীদের জ্জাচার, চাল্চলন, রীতিনীতি অন্যদের চেয়ে ভিনু হবে। কেননা মত ও বিশ্বাসের ভিন্নতার সাথে ক্রমনের বাহ্যিক ও আত্মিক অনেক বিষয়ই জড়িত। ব্যক্তির জীবনাচার ও কর্মের মাঝে তার মতের প্রজ্ঞালন ঘটতে পারে। মতের ভিন্নতার কারণে যে পথেরও ভিন্নতা হতে পারে এ সত্যটাকে যখন গুলুর উপলব্ধি করতে পারে তখন ভিনুতার মাঝেও ঐক্যের সূর শোনা যায়: পারস্পরিক ক্রমীলতার মাধ্যমে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যায়। কেননা মানুষ যখন বুঝতে পারে, তার দিছের যেমন একটা মত বা একটা বিশ্বাস আছে এবং সে মত ও বিশ্বাস তাকে একটা নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে, তেমনি অন্যের ক্ষেত্রেও তা স্বাভাবিক। এবং তখন তার মাঝে এসব কিছু মেনে লয়ার মনোবৃত্তি জন্ম নেয়। এমনিভাবে সকল মানুষের মাঝে এরপ মনোবৃত্তির বিকাশ হলে অনেক জিলার মাঝেও মানবসমাজে শান্তির ধারা প্রবাহিত হতে পারে। কিন্তু যখনই এর ব্যতিক্রম ঘটে তব্দই দেখা যায় এক ধর্ম আর বর্ণের মানুষ অন্যদের সহ্য করতে চায় না। শুরু হয় সাম্প্রদায়িক রেষারেঘি, বিনষ্ট হয় মানবসমাজের শান্তি আর সমৃদ্ধি। মানুষের নিজের মতকে অপরের ওপর দ্যাপরে দেয়ার নীচু মনোবৃত্তি তাকে যেমন করে তোলে উগ্র, তেমনি সেও অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। যুগে যুগে মানবজাতিকে অনেক মৃল্য দিতে হয়েছে এবং বর্তমানেও বিশ্বের আনাচেকানাচে মানুষকে তার মাতল গুনতে হচ্ছে। শক্তিশালী জাতি, ধর্ম আর বর্ণের মানুষ নিজের মতকে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়ার ঘণ্য তৎপরতা আজও থামায়নি, বরং প্রতিনিয়ত এর জন্য নানা ফুন্দিফিকির আবিষ্কার করছে। সূতরাং মানবসমাজ থেকে এ ঘৃণ্য প্রবৃত্তির উত্থেদ যতদিন সম্ভব না হবে ততদিন মানবজাতিকে এর মল্য দিতেই হবে।

> যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে সহস্র শৈবাল ধাম বাঁধে আসি তারে, যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড় পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।

ক্ষিত্রত জীবন, গতিতেই উনুতি। স্থবিবতায় মৃত্য । জাতীয় জীবনে উনুত চেতনা ও মুক্তির পথে

ক্ষমের জাতিকে জোনো বাধা-বিপরিই আটিলাতে পারে না । অনাদিকে যে জাতি জাতীয় আগর্দ,

ক্ষমির চেতনা - অয়াণিতর ধারাবাহিকতা যারিয়ে চেণে শে জাতি সার্বিক উনুয়ন এবং অমাসনানা

ক্ষমের নিয়ত হয়ে পড়ে । জাতীয় জীবনে স্থবিবতার মুখ্যাপে নানা কুলংবার ও জারাজীর্ণ লোকাচার

ক্ষমের বিষয় । অথবা বুবির জাতি আদ্ধ কুলংকার, অর্থহীন জীর্ণ লোকাচারের অভান্ত হয়ে পড়ে । আদের

ক্ষমের বিষয় আতি ক্ষমের ক্ষমির জাতিবার জিলাকাচারের মিয়া ক্ষমের জাতি

ক্ষমির বিষয়ের বিষয়ের স্থায় । এমের জাতিকান্তিক ক্ষমের পথ থেকে দূরে সরে ব্যহমের ক্ষমির বার । বার্তিজ জীবনে অধান বিষয়া ক্ষমের জাতিকান্তর ক্ষমির বার । বার্তিজ জীবনে অধান্য নিয়মের ক্ষমির বার । বার্তিজ জীবনে অধান্য নিয়মের ক্ষমির বার। বার্তিজ জীবনে আল্যান, কুলংকার আর অধ্ববিদ্বাস ও অনুকরণ যেমন পাতাংগদভার

১৩তম বিসিএস : ১৯৯১-১৯৯২

কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি, পর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি

অভাব আর দারিদ্রোর তীব্রতার কাছে শিল্প-সাহিত্য আর কলার আবেদন খুবই ক্ষীণ। ক্ষুধার জ্বনার কাছে সরকিছই বিরক্তিকর।

মানুদের জীবনে উদরপূর্তি এবং চিন্তের প্রশান্তি এ দূটি ছিনিদের বুবই প্রয়োজন। এযেনে এবট আরেনছিন গানিস্কান । রেবল উদরপূর্তি তথা প্রস্তুর ধনসম্পদ আর প্রস্তুরি মার্মের মানুষ বাঁচতে পার না, বাং পিকুল্ ছিনালের জন্য ক্রানের প্রশান্তি সরকার হয়। তেমনি কেবল ক্রমারের প্রশান্তি সরকার হয়। তেমনি কেবল ক্রমারের প্রশান্তি করার প্রশান্তি এব তেমনি করল ক্রমারের প্রশান্তি এব চিন্তের প্রশান্তি এব ক্রমার প্রস্তুর করার ক্রমার করে আর বার বার বার বার মার নান্ধানের ক্রমার ব্রতিকরা উল্লেক ক্রমার পূর্বিকরোল ক্রমার ক্রমার পূর্বিকরেল ক্রমার করে বার বার বার বার বার বার বার নান্ধান্তর ক্রমার ক্রমার ক্রমার ক্রমার করে বার বার বার বার বার বার ক্রমার ক্রমার ক্রমার ক্রমার ক্রমার করে ক্রমার করে বার বার বার বার বার ক্রমার ক্রমার

ভূতের ভয় অবিশ্বাস কাটে না

ভয় হলো মানুষের মনের ব্যাপার। নিজের ওপর যদি মানুষের আছা না থাকে ভাহলে ফোলো-জার্মির তাকে দিয়ে করা সঞ্চব নয়। যদি কোনো কিছুর প্রতি সতি।ই দুর্বলতা থাকে ভাহলে নিজের ওপর বর্ত্তই বিশ্বাস বা আছা থাকুক না কেন সেটির সফলতা আসে না।

তয়, আতত্ত এ সংকিছুর কেন্দ্রকুল হলো মানুষের মদ। মানুষের মদই হলো সবচেয়ে অসুর্কিল^{া ব্র} কোনো ধরদের আশা-আকাজন, হতাশা, নিরাশা-তয় সেখানে জয়ত হয়। এই জাগরু^রি র মানায় হয় তাহলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এবং কার্যক্রণালীর ওপর এর ব্যাপক প্রভাব পড়ে। এটা প্র ১৫তম বিসিএস : ১৯৯৩-১৯৯৪

বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর

_{নারী-পুরুষের} যৌথ প্রচেষ্টার ফসল এ বিশ্বসভ্যতা। এখানে কারো অবদানকে ছোট কিংবা বড় করে _{জনার} কোনো অবকাশ নেই।

ক্ষার ভরণতে বিধাতা নারী এবং পুরুষকে জোড়ায় জোড়ায় পথিবীতে প্রেরণ করেছেন। উভয়ের যৌথ প্রচেষ্টার ফলেই পৃথিবী ক্রমশ উন্নতির দিকে এগিয়ে যাছে। কোনো কিছুই এখানে কারো একার প্রচন্তায় সফল বা কল্যাণকর হয়ে ওঠেনি। সষ্টির উষালগ্র থেকেই তারা একে অপরের সাথে কাঁধে কাঁধ মিল্র কাজ করে এসেছে। তবে স্থান-কাল-পাত্র ও পরিস্থিতিতেদে এদের ভূমিকার ধরন ও মাত্রার পর্যকা স্বাভাবিকভাবেই ছিল এবং আছে। নারীরা যেসব ক্ষেত্রে নিজেরা সরাসরি মুখ্য ভমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেনি, সেখানে তারা পরুষের কাজে সমর্থন ও প্রেরণা যগিয়েছে। আর তাদের প্রেরণা ও জ্পাহ পেরেই পুরুষরা গড়ে তুলেছে আধুনিক সভ্যতার এ তিলোত্তমা বিশ্ব। তবে যুগে যুগে নারীরা আদার ভূমিকার সে স্বীকতিট্রক থেকে বঞ্চিত হয়ে এসেছে এবং এখনো তাদেরকে নিজেদের ন্যায্য অধিকার আদার করার জন্য লড়াই করতে হচ্ছে। কিন্তু পুরুষরা শাসনদণ্ড নিজেদের হাতে রাখতে পরার সুবাদে কখনোই নারীদের ভূমিকার স্বীকৃতিটুকু দিতে রাজি হয়নি। এমনকি পৃথিবীতে সন্তান জ্বদান, লালন-পালন এবং তাদেরকে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্য গড়ে তোলায় নারীর ভূমিকাকে পুরুষেরা বব সময়ই হেমপ্রতিপন্ন করে আসছে। যদিও বর্তমান যুগে ধীরে ধীরে এ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটছে 🔫 নারীরা বর্তমানে পূর্বের চেয়ে ক্রমশ ভালো অবস্থানের দিকে যাচ্ছে। ইতিহাসের পাতা খুঁজলে ^{প্র}তিতি পরতেই চোখে পড়ে নারীর গৌরবময় ভূমিকার কথা। সংসারে যেমন তারা পুরুষের 🧖 হয়েছে, তেমনি রণক্ষেত্রে হয়েছে প্রেরণার উৎস। তাই বর্তমান বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উনুয়নের এ হুসাও আমাদের ধেয়াল রাখতে হবে যে, পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধাংশ এ নারী সমাজকে বাদ দিয়ে জ্বানন, অহাগতি আর শান্তির আশা কেবলই দুরাশা। বরং নারী এবং পুরুষের সমউনুয়ন ও ভূমিকার ^{নাধা}মেই মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধি সম্ভব।

জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব ^{ব্ৰদ্ধ}না থাকলে বুদ্ধি আদে না আর বুদ্ধি ছাড়া মুক্তি আসতে পারে না।

কৰা ভার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। মানুষের এ সম্পদের কোলো বিনাপ নেই। এ সম্পদ ইন্দির গভীরে প্রবেশের পথ খুলে দেয় একং তখন মানুষ অতি সহজেই ভার মুক্তির পথ খুলে বাবে। বলা হয়, জ্ঞানহীন মানুষ পতর সমান। পতর সাথে মানুষের পৃথিক। হলো মানুষের বৃদ্ধি ও

Jugar-35

বিবেক আছে আর পতর বুদ্ধি ও বিবেক নেই। জানহীন মানুশের বুন্ধিপৃতিবলো গঠিকভাবে বিকশিও হয় না। আর হয় না বলেই শে আপনার ভালো-মন্দ, নায়-অন্যার সম্পার্ক গঠিক থাবাদা গাত করে পারে না। আর বা না বলেই শে আপনার ভালো-মন্দ, নায়-অন্যার সম্পার্ক গঠিক থাবাদা গাত করেই পারে না। আর বা বুলির এ শীমারিকার বাইত বা বার্কিকার হয় হয়। অনেক কেন্দ্রর ক্রীমারকার বাহুক বা বুলির ক্রিরিকার আবিকার করিব সাহারকার হয়। অনক কেন্দ্রর ক্রেন্স করে করে বুলির ক্রিরিকার বা বুলির ক্রিরিকার বা বুলির ক্রিরিকার ব্যবহার নিশ্চিত ক্রিরিকার ক্রিরিকার ব্যবহার নিশ্চিত ক্ররিকার ক্রিরিকার ক্রিরিকার ব্যবহার নিশ্চিত ক্ররিকার ক্রিরিকার ক্রিরিকার ব্যবহার নিশ্চিত ক্ররিকার বার্বাহর নিশ্চিত ক্ররিকার ক্রিরিকার ক্রিরাকার ক্রিরিকার ক্রিরাক্তর ক্রিরাকার ক্রিরিকার ক্রিরাকার ক্রিরাকার ক্রিরিকার ক্রিরাকার ক্রেন্ত্র ক্রিরাকার ক্রিরা

১৭তম বিসিএস : ১৯৯৫-১৯৯৬

ফ্যাশনটা হলো মুখোশ, স্টাইলটা হলো মুখশী

অনুকরণপ্রিয়াতা মানুবের সহজাত প্রবৃত্তি। এর ফলে অনেক সমাই সৈ নিজস্বতা কুলে গিরে অপরে।
অনুকরণে মত হয়ে প্রঠো অনুকরণপ্রিয়াতা সরসনমাই কদ্যাগেকর নয়, বাং অনেক ক্ষেত্রেই আ
ক্ষতিকারক হয়ে প্রঠো একটি জাতি যথন তার নিজস্ব বৃদ্ধী, মুক্তৃতি, ঐতিহা তুলে গিয়ে অছভারে বিত্তর
অনুকরণে নিজের আন্তৃত্তি কুলা পার, তথন তা আন্তাল নিজেনে নৈশানেই প্রকটিত করে গোল।
কোনা একটি জাতির অজিত্বের সঙ্গেল তার বৃদ্ধী-সক্তৃতি, সভাতা অক্যাগেতাবার জাত্তির এবং প্রকটি
জাতির বাজিত্ব ও গোঁরব তার বৃদ্ধী ও ঐতিহা ছারাই নির্দীত হয়। তাই মানুকের অছ অনুকরণালিকার
ক্যানক ক্ষেত্রেই কলটিতার শামিন বাক্ষে এবং এটা আনালে মুবাশা ছারা নির্জাক্ত তেকে রাখার মতেই ল

অবশা অনুকর্মান্ডিয়তা সবক্ষেত্রেই অমর্যানাকর বা ক্ষতিকর নয়। অন্যের যা ভাগো তা এহণ করা বা চর্চা করা দোষণীয় কিছু নয়। কেনদা, উত্তাক জাতির কাছ থেকে আমাদের গ্রহণ করার অন্যেন বিদ্ধু আছে। আমরা যদি তাদের মন্দুটুনু বাদ দিয়ে ভাগোটুনু গ্রহণ করি এবং তা আমাদের সংস্কৃতি ও ক্রিভিয়ের সাথে জাতিকরণ করি ভায়নে সেটা আমাদের জদা কন্যান্ডকরি হবে।

সমস্যা ঘটে তথনই যথন আমরা অপোমন্দ বিচার না করে নির্কিচরে অপরের অনুকরণ করতে থ^{রিত}। এতে নিজের ভেতর হীনতা তৈরি হয় এবং ব্যক্তি বা জাতির স্বকীয়তা ধ্বাংস করে দেয়। তাই অপরের অনুকরণে মুখোশ না পরে নিজের ব্যক্তিত্বকে নিজের মতো করে প্রকাশ করাটাই গৌন্দর্য।

দক্ষিণ হাওয়া শরতের আলো এদনের মানুরে পরিমাপ তাপমারে যন্ত্রের ধারা হয় মা, মনের ব্রীয়ার এরা আপনার সুন্দর পরশ কুপিয়ে জানায় যখন, তখন বুঝি কতখানি মস্ত্রের একং কতখানি সুনর এর একংকুত আমানের চারপানে পূতা হোগেছে সৌন্দরের অবানিত দুয়ার। তার আরারা যথন প্রকৃতির সার্ন্ত্রের মার আমানের হারমার দরোজাও তখন পূলে যায়। তোরের সূর্যোগন, বিবেলের কোমাল গোড়িব প্রায়ার আমানের ক্রমার ক্রমা

নাজ মৰিলা হাওয়া আমানেরকে অজানা পুলকে হিয়োলিত করে। বর্ষার বিমাঝিম বৃট্টি কিংবা নেখলা লাখ্যামাসককে ধরে তোলে আনমনা, বিন্দু। আবার পরকের রাতের আলোয় আমরা বিমাঝিহ হরে বৃদ্ধা এজাবে গ্রকৃতি নালাভাবে আমানের মনোজগতে সৌন্দর্য নিয়োলি বরাজ করে। গ্রকৃতির এই কার্মাকে দিয়ে তোকক-শিল্পী-কবি-নাহিভিত্তকরা নালাভাবে প্রশক্তি করেছেল এবং মুন্দ-মুলাজর মার মানুদ্ধা কিল্পা এই ক্ষীলা বৈচিয়োর সামুদ্ধার নিয়োকে বিকশিত করে মাতেন। মানুদ্ধার কার মানুদ্ধার করে মাত্র আরা বারাক করেছে, ভার মধ্যে একৃতির কাছে ভার শিক্ষা এহণ ও স্বাংলর পরিমাণ বেশি।

জ্যু প্রাকৃতির এই সৌন্দর্য পরিমাপ করার বিষয় নয় কিবো গারেফাগারে পরীক্ষারও কোনো বিষয় নয়। ক্রান্তব সৌন্দর্য কিয়ারের জন্য হুনায়ই একমার মাপকাঠি। কারণ প্রকৃতি যথন তার নিজস্ব সৌন্দর্য নিয়ে ক্রান্তব্যায় আবিষ্ঠত হয়, তথনই তার প্রকৃত স্বরূপ প্রস্কৃতি হয়ে ওঠে।

১৮তম বিসিএস : ১৯৯৭-১৯৯৮

আগে চুরি করে জেল খাটে পরে নির্বোধ চোর তারা আগে জেল খাটে পরে চুরি করে সেয়ানা স্বদেশী তারা।

্থী করা একটি অনৈতিক কাজ। লোভ-সালসার প্রবৃত্তির বশেই মানুষ চুরির মতো অপকর্মে লিও হয়। তাহাড়া অসক সময় মানুষ অভাব-অনটনের কারণেও চুবি করতে বাধ্য হয়। তবে সব সমাজেই চুবি করা একটি ধারমেন্দ্রক কর্ম। এবং যতই করেণ থাকুক, চুরির ক্ষেত্রে লোভ নামক রিপুই সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল থাকে।

তেও মানুষের বড় শান্ত এবং গোড়ী ব্যক্তি সমাজের জন্ম পুর্বই ক্ষতিকর। এই গোডের বশ্বকর্তী হয়েই
অনুষ্ঠা মান্ত ও জীবনের সর্বনাশ তেকে আনে। গোড়ী ব্যক্তির মানে কোনো নীতি-নিভিকতা থাকে না।
তা কার বার্থাজানের যে কোনো অপরাধ করতেও কুজিত হয়। লা গোজের কারণেই এই ও সমাজারীতর
কারণার বার্বাক্তর বিশ্বকার। আনায়র ও থানাথদির ঘটনা ঘটো। চুরির নানা রক্তরকের আছে। কর চুরিই
সমাজারে প্রতিভাত হয় না। সমাজে একটি শ্রেমী রয়েছে, যারা মুখোশার্যারী। এবা লেশপ্রেমিক নামে
পর্যাক্তর হলাও আনুনার কোনে খুলা বিলের খার ডুক পুসুক্রইক করো বাবে। ভাবান মুনিটি, গোল
পর্যাক্তর সমাজের থাকে তেকে আনগেও তালের থৈ পাওয়া মুন্দারিক হয়। ওরা সামানা ভাগের
কিনিয়ের দেশ ও জাতির কাছ থেকে অনক প্রেমী সুবিধা আনায় করে বাব্ধ এবং নানাভাবে তালের
প্রিক্তির প্রাক্তর সমাজার ভিতর কারণ বাহনা প্রধান বাহা বাব্ধ আগতা বন্ধ তালের
ক্রিক্তর প্রাক্তর বাব্ধ ব্যক্তর সমাজার ভিতর কারণা বাহনা থানার করে বাহ্ধ অসাজার বন্ধ করে করে বিশ্বকার প্রাক্তর বাব্ধ প্রক্রেমী করে বিশ্বকার বাব্ধ করে বাব্ধ আগতা বন্ধ করে বাব্ধ করে বাব্ধ

সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি ভালো নয়, ভালো নয়, নকল সে সৌখিন মজদুরী

ক্ষা মানবাজীবনের সবচেয়ে বন্ধ সম্পান। সততার চর্চা একটি জাতিকে সামাজিক, মানসিক ও ক্ষিত্রতার অধীয়ান করে তেনের। সিদ্ধানাহিত্যের ক্ষেত্রের এ কথা সমানকারে সতি। মানবাজীবন-মান ক্ষানি স্থানিক ক্ষান্ত ক্ষান্ত সত্তার চা মানুষ্যকে নিশেষভাবে বন্ধ করে তোলে। সাতোর চর্চা বাহিত্যে লেখকের যে খাতি অর্জিত হয়, তা মহৎ অর্জন। বিন্ধু বিভিন্ন কারণে কিবলৈ লোভের সামান ক্ষান্ত কারণে কোনো লোলে লেখক সভাবে দাবিয়ে রামেন কিবল বিকৃত করেন। ফলে সাহিত্য তার ব্যানী হারার। সভাবে সভাভাবে দেবা, নিজের ভালো খাগা মান্দ দাগানে নিজীকভাবে উপস্থাপন করা, কোনো কিছুর সঠিক ও যথার্থ স্বীকৃতি দেয়া, গ্রকৃত সভাকে তুলে আনা সভার ধর্ম এবং একটি সুপর কাছ। এতে মানুকর মহন্ত প্রকাশিত হয়। এই মহন্ত একটি চরির আনার। মহ-সামিত্যে উপান্ধি রকার জন মহে উপান্ধি আবা দাকবা। নিজেবার মানার্ভা চারি তুলি প্রতুলি করা, নিজের অযোগ্যভার দায় অনোর খাড়ে চাপিয়ে দেয়া, সুপান্ধকে অসুপার কিবা অসুপানক সুপর হিসেক অভিন্তিত করা কপটিত। এবং এটা অবলাই অপরাধ। অদ্যার সমালোচনা বা মিখ্যা প্রপানে করেন ভালোকাল মান্ধ করে এটা অযোগ্যভারই পরিচায়ক।

২০তম বিসিএস : ১৯৯৮-১৯৯৯

যৌবনে অর্জিত সুখ অল্প, কিন্তু সুখের আশা অপরিমিত

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তব ঘূণা তারে যেন তূণসম দহে

মুন্দর সমাজ গঠনের প্রয়াসী মানুষ ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের বৃহত্তর কল্যাণ ও সামাজিক শান্তি শৃক্তা রাজত জলা গড়ে তুলেছে অনেক মান্য অনুশানন ও অনুসাবদীয় ন্যামনীতি। বিত্তু সমাজ জীবনে ধনল কিছু লোন্ধ থাকে আধা এনক অনুশানন ও অনুসাবদী মান্য ও অনুসাবদ করে না। তারা ব্যক্তাও উপনীজন করে, অন্যার অধিকারে অন্যায় হস্তক্ষেপ করে, উদ্ভাগণ আচরণে সামাজিক প্রাথমিবারী অন্যায় ও অব্ধিক কর্মতপানতার পিছ হয়। এলা সামাজন পালালেক সমাজনার করে আধান করে ক্রিক প্রাথম কর্মতপানতার পিছ হয়। এলা সামাজন করে স্কালাকারী ও আধান করে ক্রিক স্থান করা করে ক্রিক স্থান করে ক্রিক স্থা

বস্তুত অন্যায়প্রবৰ্ণ মানুষ সংখ্যায় কম হলেও এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অন্যামের প্রতিবাদ করা সর্গ মনে করলেও অনেকে বিপদের ঝুঁকি থাকায় নীরবে অন্যায় সহ্য করে চলে। পরিতোপপ্রবর্গ, সুকর্মন্ত ও আত্মকেন্দ্রিক অনেক মানুষ অন্যামের প্রতিবাদ করার চেয়ে প্রভাব-প্রতিপতিশালী অন্যায়কথীর কর জানাদ বা আঁতাত করে চলাই গছন্দ করে। অনেকে সমস্ত মুট-আনোলার মধ্যে থেকে সব সুমোও চার্বজার নিফেতন থাকার ভান করে অন্যায়কে প্রকারান্তরে প্রশ্নে দিয়ে যায়। অন্যায়ের বিকক্ষে প্রধানায়ন এই নির্ভিত্তা, এই পল্যান্তর্জকণ মনোভাব প্রকারান্তরে অন্যান্তর্জীকে ভাতারে কেলারান্তর্জীক হার তোলা ভার বেশ্বভাবিকার মারা হয়ে ওঠে আকলানুদ্ধী। দিন দিনে বার্ত্ত ভার শক্তি-সাহম। সমায়কে সেরা ভার বেশ্বভাবিকার মারা হয়ে ওঠে আকলানুদ্ধী। দিন দিনে বার্ত্ত ভার শক্তি-সাহম। সমায়ক সেরাই পেতে বাত্ত হবে ওঠে। তার ন্যায়-অন্যায় বিবেচনাবোধ সন্তেও লামার মানুষ আক্রান্তর্জীনের মতো বিশ্ববন্ধর নির্দিশ্ভবায় মুখ বুজে থাকে, এতিবানে লোকর হতে ভার পায়।

ভ্ৰৱায় সহা করার এই অপরিণাফদর্শী প্রবশতার কারণে আজ সমাজ জীবনে অপরাধীদের দৌরাছা বাছুছ। শাক্তই প্রতীয়মান হঙ্গে জন্যারকারীর মতো অন্যায় সহকারীও সমানভাবে অপরাধী। এ স্বাক্তকতা নিয়ো সকল বিকেবনাৰা মানুগতে আজ সক্রিয়া ও সম্মিলিভভাবে অন্যায়ের বিকল্পে কথে ক্রিক্তেই হবে। এ ভূমিকা পালানে বার্থ হলে আমারা যে কেবলের কাছে ও সামজের কাছে দায়ী ব্যক্তর ভাই নয়, বিশ্ববিধাতার কাছেও অপরাধী বলে গণ্য হব

২১তম বিসিএস : ২০০০

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু

লোভ মানৰ চৰিত্ৰের এক দূর্শমনীয় প্রবৃত্তি। মানুষ যখন লোভের পথে পা বাড়ায়, তখন তার হিতাহিত জান বাকে না। সমাজের অধিকাশে মানুষ লোভের দ্বারা কমর্মেশি তাড়িত হয়। লোভ মানুষকে পাপ কাজে নিয়োজিত করে; কুপথে থাবিত করে বার বার এজনাই মানবজীবনের পরিবাম অনেক সময় নাগমা হয়ে প্রঠ, কথনো কথনো মটে মতা।

নামান জেগা-বিলাদের জন্য দুর্গমনীয় বাসনাই লোভ। আমাদের চারপাশে সর্বার গোভের হাতছানি।
কর্ম বির, বাতি, প্রতিষ্ঠা প্রস্তৃত্বর প্রতি মাদ্যমন প্রতাহ গোভ গোভ মাদুপ পরিণাদের কথা ছিলা না
কর্ম সম লাক করে বা আইনের চোলে দক্রীয়। ফলগরুল বরণ করে দের জীবনের কলা
ক্রিকার করে বা আইনের চোলে দক্রীয়। ফলগরুল বরণ করে দের জীবনের কলা
ক্রিকার জন্য লাক করে বা আইনের চোলে দক্রীয়। ফলগরুল বরণ করে দের জীবনর জীবন
ক্রান্ত । লোভের মান্নাজালে আন্দর্ম হরে মাদুদ তার মা, বাবা, ভাইবেনা সবাইকে অবজা করে। জীবন
ক্রান্ত। লোভে মান্নাজালে আন্দর বরণ মান্নাজাল
ক্রান্ত । লোভের বালা । টাকার বালা হেলে গোরে। তিনটি
ক্রিকার মান্নাজাল করে ক্রান্ত । লোভকরে একার লোলা ভাতরের মানে প্রকার । ক্রিকার
ক্রান্তর বালা
ক্রান্তর করে লাক করে লাক
ক্রান্তর করে। করিব
ক্রান্তর মানুল আইকে, কুরুকে হতাা করেছে। পরিণাদে নিক্রম করা
ক্রান্তর করে।
ক্রান্তর করে
ক্রান্তর করে। করিব
ক্রান্তর । একেবা সতা যে, লোভের পথে পানিলে একনিক তার মৃত্যু হবেই। লোভ
ক্রান্তর করে। করিব
ক্রান্তর । একবা সতা যে, লোভের পথে পানিলে একনিক তার মৃত্যু হবেই। লোভ
ক্রান্তর করে। করিব
ক্রান্তর । একবা সতা যে, লোভের পথে পানিল একনিক করে মুক্ত হবেই। লোভ
ক্রান্তর
ক্রান্তর প্রান্তর করে। করিব
ক্রান্তর
ক

মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয় আডালে তার সর্য হাসে. হারা শশীর হারা হাসি অন্ধকারেই ফিরে আসে।

সংগ্রামমুখ্র মানবজীবনের বিভিন্ন ধাপে নানা বাধাবিত্ব আসে। এতে ভয় পেয়ে সাহস হারালে জীবতে কাম্যু লক্ষ্যে পৌছানো যায় না। বরং এসব বাধা তুচ্ছ করে এগিয়ে গেলেই সার্থকতা লাভ করা আচ কেননা অন্ধকারের পর যেমন আপো আসে, তেমনি ব্যর্থতার পরেই আসে সফলতা। মানুষের জীবনের চলার পথ কুসমান্তীর্ণ নয়। প্রতি মুহূর্তে মানুষকে নানা প্রতিকৃল অবস্থার সাথে সংগ্রাম করে অগ্নসর হতে হয়। চলার পথে মানুষের জীবনে এমন কঠিন সমস্যা আসে যখন সাফল্যের আর কোনো আশা এই বলেই মনে হয়। এতে যদি আমরা ভীত হই, পথ চলার সাহস হারিয়ে ফেলি তাহলে জীবন ব্যর্থ হছে যাবে। বরং এসব বাধা-বিপত্তি তুচ্ছ করে প্রবল সাহসে দৃশু পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে হবে। একরার বার্থ হলেই হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকা যাবে না। কেননা, Failure is the piller of success পথিবীতে যেসব মানুষ সার্থকতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন, যাদের নাম পৃথিবীর মানুষ শ্রহর সাথে স্বরণ করে, তাদের জীবনী পর্যালোচনা করলে আমরা দেখব কঠিন সাধনার পরেই তারা সার্থকত্তা লাভ করেছেন। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমাদের প্রিয় নবী হ্যরত মুহম্মন (স)। কাফেরদের প্রবল বিরোধিতা, নির্যাতনে তিনি যদি পিছ পা হতেন তাহলে ইসলাম আজ বিশ্বব্যাপী প্রসারিত হতো না। তাই একবার বার্থ হলেই চলা থামিয়ে না দিয়ে নতন করে আবার তরু করাই মানুষের কর্তব্য হওয়া উচিত। কেননা, জীবনে যে কোনো জিনিস পেতে হলে প্রয়োজন তপস্যা ও সাধনা।

১১তম বিসিএস : ২০০১

স্থালিঙ্গ তার পাখায় পেল ক্ষণকালের ছন্দ উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল সেই তারি আনন্দ।

স্কুলিঙ্গ অত্যন্ত অল্প সময় স্থায়ী হয়ে থাকে। এ স্বল্প সময়েই সে তার জ্বলে ওঠার মাঝে একটা ছন্দ, একটা রালক স্থ্রুজ পায় এবং মুমুরর্তের মাঝেই সে সুমরিয়ে যায়। কিন্তু তার অবস্থান যত অঞ্জক্ষণের জন্যই হোক, তার মাঝে বিদামান ছব্দ তাকে যে আনন্দ দিয়েছে, এতেই সে সার্থক। জনুপ মানুষও জগতে অমর নর। ক্ষুদ্র এ জীবনে মানুষ যদি একটা আলোকিত জীবন লাভ করতে পারে এতেই জীবনের সার্থকত। পরার্থপরতা, পরদূরবানুভূতি, মঙ্গল সাধন ইত্যাদি শুভকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে মানুষ ভার মনুষাক্রে বল গ্রহণ করতে পারে। সেজন্য চাই জীবনে মানবিক গুণাবলীর সুষম বিকাশ। যথার্থ জানার্জন আ মনুষ্যক্ষের বিকাশের পরিবর্তে যঝন মানুষ তার জীবনকে ভোগ-লালসা আর সংকীর্ণতার মাঝে নিমজিত করে রাখে, তার জীবন তখন নিরর্থক হয়ে পড়ে। কেননা মানবজীবন সার্থক হয় পরের উপকার ^{আর} সংসারের স্থায়ী মঙ্গল সাধনের মধ্য দিয়ে। এতে জীবন যত স্থান্তই হোক, মানুষের মাঝে সে স্থায়ী আ^{ন্তা} করে নিতে পারে। পৃথিবীতে যে সকল মহাপুরুষ মানুষের কল্যাণ সাধন করে গিয়েছেন তারা ^{কো} স্বার্থভ্যাগ করে নিশ্চিত্ত থাকতে পারেননি, তাদেরকে অনেক নির্যাতনও সহ্য করতে হরোছে । সূত্রাং যাদের মাঝে মানবিক জ্ঞানের বিকাশ ষটে তারা সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ সংসারের নানা দুরু বিমিপ্রিত সুস্কুত অতি ক্ষণস্থানী ও অকিঞ্চিৎকর মনে করে বিশ্বের বিরাট ব্যান্তির মাঝে নিজের জীবনকে উপতেশ ও উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। আর এটাই সীমাবদ্ধ এ মনুষ্য জীবনের সার্থক পরিণতির একমাত্র পর্থ।

বার্ধক্য তাহাই যাহা পুরাতনকে, মিখ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে বাধানত বয়সের মাপকাঠিতে তারুণ্য ও বার্ধক্যের পরিমাপ করা হলেও বার্ধক্যের প্রকৃত নির্ধারক কার নয়। কেবল বয়সের আর্থিকোই মানুষ বৃদ্ধ হয় না। এমন অনেক তরুণ আছে যারা বয়সে নাজপার অধিকারী হয়েও আচার-আচরণে, অন্ধবিশ্বাসে ও কর্মীবমুখতায় বৃদ্ধের সমতুল্য। পক্ষান্তরে ক্রম অনেক বৃদ্ধ রয়েছেন যারা মনের দিক থেকে তারুণ্যের তেজোদীপ্ততায় ভরপুর। সতরাং যারা অস্ত্রাতিক ভাবধারা ও জরাজীর্ণ পুরাতনকে, কুসংস্কারকে, মিখ্যাকে আঁকড়ে ধরে দিনাতিপাত করে জ্ঞান যে বয়সেরই হোক না কেন, তারা কৃষ্ণ। এরা জীবনের মোহমায়ায় তারুপার শঙ্কাহীন অভিযানে অপ্রাহণ করে না। সমাজ্বও সংস্কৃতির যুগোপযোগী পরিবর্তনকে এরা স্বাগত জানাতে জানে না। নব ক্সরে সোনালী উষা এনের কাম্য নয়। তাই এরা প্রত্যুষেও দ্বার রুদ্ধ করে নিদ্রায় আচ্ছন্র থাকে. অর্থাৎ রুল সংস্কারকে এরা এড়িয়ে চলে। নতুনের কেতন উড়িয়ে ভুবন জয়ের পথে এরা পাড়ি জমাতে পারে রা। আধুনিকতার সাথে এরা তাল মেলাতে অক্ষম। এরা শতাব্দীর অগ্রযাত্রায় আগুয়ান জনতার আফলায় কুচকাওয়াজ করতে জানে না, তারা আলোর পিয়াসী নয় বরং বিভিন্ন কুসংক্ষারে বিশ্বাসী। জোনা বুঁকিপূর্ণ কাজে তারা যেতে নারাজ। তাই তারা সৃষ্টিসূখের উল্লাসে মেতে ওঠে না। সুতরাং বয়স আদের যাই হোক তারা বার্ধক্যের বৈশিষ্ট্যধারী। কবি নজৰুদের ভাষায় 'বহু যুবককে দেখিয়াছি যাদের আবনের উর্দির নিচে বার্ধক্যের কংকালমর্তি।

২৩তম বিসিএস : ২০০১

পূষ্প আপনার জন্য ফোটে না

পরের তরে আপনাকে বিলিয়ে দেয়ার মাঝেই মনুষ্য জন্মের সার্থকতা। নিজের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে অপরের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারলেই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য সফল হয়। আর এর মাঝেই মানুষ তার প্রকৃত সুখ খুঁজে পায়।

মানুষের জীবন অনেকটা ফুলের মতো। ফুল ফোটে, সুবাস ছড়ায়, তার সৌরভে চারদিক মুখরিত হয়। এলবে তার প্রস্কৃটিত দ্রাণে অপরকে সুরভিত করার মধ্যে তার সার্থকতা নিহিত। ফুল নিজের কাজে শীলে না। তার মধুর গন্ধ অপরকে মুগ্ধ করে। ফুলের গন্ধে মন আমোদিত হয়। এভাবে আপনাকে বিনিয়ে অপরকে আমোদিত করেই ফুল আপনার সুরভি অনুভব করে। মানুষের জীবনও ঠিক তাই। व्यक्रालंत এ দুনিয়ার কর্মকোলাহলের মাঝে মানুষ সাধনা ছাড়াই নিজের বিকাশ ঘটাতে সচেষ্ট হয়। স্থানক কাজের মধ্যে সে নিজেকে মুখরিত করে তোলে। কাজের মাঝেই তার পরিচয়। কিন্তু সে পজের ফল যদি অপরের উপকারে আসে কেবল তখনি সে কাজের সার্থকতা প্রমাণিত হয়। নিজের জ্যো-বিলাস আর স্বার্থের জন্য কাজ সীমাবদ্ধ হলে তাতে মানুষের সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতাই প্রকাশ 👊। ডাই নিজের সুখ-ভোগ ত্যাগ করে অপরের কল্যাণ সাধনের জন্য জীবনকে কাজে লাগাতে শালে ভাতে মহন্তের প্রকাশ ঘটে। পরের সুখ-দুগুখের প্রতি খেয়াল না করে কেবল নিজের সুখ-ইবিধার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করলে তাতে কারোই মঙ্গল হতে পারে না। Emmons-এর ভাষায়, Selfishness is the root and source of all natural and moral evils. অপরের কল্যাণচিত্তা শক্তিকে অমরত্ব দান করে। সূতরাং অপরের জন্য জীবন বিসর্জন কথনো জীবনের অবসান নয়; তা শিষ্য জীবনের চরম ও পরম সার্থকতা। সূতরাং বিশ্বমানবকে আপনার উদার হৃদয়ে গ্রহণ করে তাদের ^{মঙ্গল} সাধনে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়াই সকল মানুষের কর্তব্য।

বিদ্যা যতই বাড়ে ততই জানা গেল যে, কিছুই জানা হল না

বিদ্যার্জন মানুষের জন্য একটি সার্বক্ষণিক চলমান প্রক্রিয়া। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্বন্ত মানুষ নতুন নতুন বিষয়ের সাথে পরিচিত হতে থাকে এবং এভাবে জ্ঞানার্জনেরও নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হতে থাকে কেউ কোনো একটি ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞানার্জন করলেও তার জন্য নতুন আরেকটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হার থাকে। এভাবে জ্ঞানার্জনের চলমান প্রক্রিরায় মানুষের জ্ঞান যত বাড়ে ততই তার ক্ষেত্র প্রসারিত *হতে* থাকে এবং এ প্রসারণের পরিধি এতই ব্যাপক যে, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মানুষের জ্ঞানার্জনের পিপারন থেকেই যায়। কেউ হয়তো কোনো একটি বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পর সাময়িকভাবে নিজেকে জ্ঞানী ভারতে পারেন, কিন্তু এ জ্ঞানই তাকে আবশ্যিকভাবে জ্ঞানের নতুন দিগন্তে নিয়ে যায় এবং এ নবতর জ্ঞানার্জ্য এত প্রসারিত হতে থাকবে যে, তিনি যতই জানুন প্রতিদিনই ভাববেন যে, আসলে তার কিছুই শেখা হয়নি। যেমন বিখ্যাত বিজ্ঞানী বলেছিলেন, আমি এতদিন কেবল জ্ঞানসমুদ্রের তীরে নুডি পাগুর কুড়িয়েছি, জ্ঞানসমূদ্রে এখনো আমার নামা হয়নি। জ্ঞানার্জনের কোনো শেষ নেই। প্রকৃতির বিশাল ব্যাপ্তি এবং মানুষের জানার এ আগ্রহই জ্ঞানের পরিধিকে ক্রমশ ব্যাপ্ত করতে থাকে। মানুষ যত জান ততই বেশি পরিমাণে জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। তখন তার জ্ঞানপিপাসা প্রবল হতে থাকে এবং জ্ঞানার্জনের নতুন পথে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করে। চলমান এ প্রক্রিয়ায় জ্ঞানার্জনের পথপরিক্রমায় জন্ম থেকে মত্য পর্যন্ত মানুষ বিরামহীন ধাবিত হতে থাকে। ধাবিত হওয়ার এ প্রক্রিয়ায় জ্ঞানার্জনের পথে সে কডটা দ্রুতভার সাথে ধাবিত হতে পারে তা ব্যক্তির জ্ঞানার্জনের আগ্রহের ওপর নির্ভর করে। যে যত বেশি জানবে সে তত বেশি নবতর জ্ঞানের জন্য অগ্রসর হতে পারবে। সতরাং জ্ঞানার্জনের কোনো শেষ নেই এবং কোনো জ্ঞানই চডান্ত নয়।

২৪তম বিসিএস : ২০০৩

বই কিনে কেউ কখনো দেউলিয়া হয় না নিবম বিসিএস দেখনা

সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত কালচারের উদ্দেশ্য নয়—উপায়

মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সার্বিক জীবনবাবস্থার মার্জিত রূপ হচ্ছে কালচার বা সংস্কৃতি। সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিক্সের মাধ্যমে মানুষ এই মার্জিত রূপের সন্ধান লাভ করে। তাই কলা হয়ে থাকে, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত কালচারের উদ্দেশ্য নয়—উপায়।

 াত্রী, ছবি আঁকা ইত্যাদি হচ্ছে নিয় । শিল্প বা আর্ট হচ্ছে অনুভূতির সৌন্দর্থময় প্রকাশ । মানুষ মান্রই
ক্রেন্তুতিনি লা । যে মানুষ অনুভূতিকে অন্যের চেয়ে আবো সংবেদদাশীল করে, অনুভূত করে একং
ক্রেন্তর জনা বাবালুক হার ও ক্রমণা শক্ষা হয় তিনিছ গো শিল্পী। বাবি বিশোব নালাভাবে তার
ক্রেন্তুল মান্ত —কেউ বচে-রেশায়, কেউ সূরে, কেউ ভাষায়, কেউ পাথরের মধ্যে জীবন সৃষ্টি করে, কেউ
ক্রান্তর কারুকারে । প্রিয়ের উপস হচ্ছে মানবালীবন ও মানবালাখা, একজন স্বান্তবিনার বাটিক
ক্রান্তর, ক্লিড কর্মান্তবিনার স্থানিক
ক্রিন্ত, ক্লিড কর্মান্তবিনার স্থানিক
ক্রান্তবিনার ক্রমণা
কর্মণা
ক্রমণা
ক্রমণা
কর্মণা
ক্রমণা
ক্রমণ
কর্মণা

২৫তম বিসিএস ২০০৫

সংস্কৃতি শব্দটি উচ্চারণ করা সহজ, বোঝা কঠিন এবং বোঝানো কঠিনতর

নালাকে মানুষ জীবনধারণের বিভিন্ন অবস্থায় তার উদেশ্য সাধানের জন্য যেসব অবস্তুগত সাম্ম্রী বা দানা সৃষ্টি করেছে তার সমান্তি হলো অবস্তুগত সংস্কৃতি। যেমাল আচার-জারহার, গ্রীভিনীতি, ক্ষেত্রিকার, জান, দক্ষতা ইত্যাদি। গৃষ্টির আনিতে এ ধরণীতে কিছুই ছিল না। মানুষের ধারাবাহিক ক্ষিত্রীয় মাধানে ক্ষুক্তাত ও অবস্তুগত সংস্কৃতির নিবারিরার গড়ে উঠেছে কর্ত্ত্যানের বিশ্ব সংস্কৃতি । এবে বিশ্ব স্থাপত ও বিস্তৃত বিষয় এটাকে এক কথায় বা অস্ত্র কথার বোঝানো অত্যন্ত কঠিন। কারণ সংস্কৃতি ক্ষাক্ষে বিশ্ব মানুষ্ট ক্ষান্ত সমায়ের সাংস সঙ্গে পরিবর্ধন, পরিবর্ধন ও প্রশান্তর ঘটছে। ভাষান্তা এক ক্ষান্তর সংস্কৃতির সঙ্গে অপর সমাজের সংস্কৃতিবও রয়েছে বিস্তর পার্থক্ত। কেননা প্রত্যান্ত সংস্কৃতিই ক্ষান্ত মানুষ্টের বিশ্ব স্থাপন করা আধিকার রাখে। তাই বলা বায়, সংস্কৃতি শব্দটির প্রকাশ মাত্র বিশ্ব ক্ষান্ত করা বিশ্ববিশ্ব হন্তায়ার অধিকার রাখে। তাই বলা বায়, সংস্কৃতি শব্দটির প্রকাশ মাত্র

স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন

অনেক ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে, অনেক সংখ্যামের মাধ্যমে পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে 🙉 স্বাধীনতা অর্জিত হয় তা রক্ষা ও সুসংহত করার জন্য জাতীয় জীবনে অনেক গুরুদায়িত্ব পালন করতে হয়। স্বাধীনতাকে রক্ষা করে তাকে ফলপ্রসূ করতে হলে প্রয়োজন হয় জাতীয় ঐক্য নিশ্চিতকরণে মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্থানির্ভরতা অর্জন এবং দেশের মানুষের অনু, বস্তু, শিক্ষা, বাসস্থান ও চিকিৎসার মান উনুয়ন। কিন্তু এ কাজ খুব সহজে হয় না। বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতার অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বাধীনতা অর্জন করা কঠিন হলেও তাকে রক্ষা ও ফলপ্রসূ করার কাজ আরো কঠিন যে কোনো দেশের স্থাধীনতা অর্জিত হয় যথেষ্ট ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়েই। বিদেশী শাসন-শোষ্যণর নিম্পেষণ থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন হয় কঠিন সংগ্রামের। প্রায় ক্লেত্রেই বিদেশী শাসকশক্তি হয় পরাক্রমশালী। তাদের থাকে সৃশুঙ্খল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, বিপুল রণসম্ভার। তাদের বিরুদ্ধে লড্তে গ্রেন্ত প্রয়োজন হয় জাতীয় ঐক্য, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও বিপুল সাংগঠনিক শক্তি এবং দীর্ঘদিনের প্রস্তুতির। স্বাধীনতা সংগ্রামে সংগ্রাম হয় প্রত্যক্ষ, শক্র থাকে প্রকাশ্য এবং লক্ষ্য হয় একমুখী। স্বাধীনতার দুর্বার আক্রান্ত্র জনগণ অগ্রসর হয় ত্যাগী মনোভাব নিয়ে: স্বার্থবৃদ্ধি বা বিভেদের শক্তি তখন বড় হয়ে উঠতে পাবে না। তার অস্তিত্ব থাকলে তা থাকে অদৃশ্য। কিন্তু পদে পদে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেশগঠন পর্বে। একদিকে থাকে পরাজিত শক্তি ও তাদের দেশীয় অনুচরদের জিঘাংসা ও মরণকামডের জ্বালা: অন্যদিকে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির অভ্যন্তরীণ রেষারেষি। এই পরিস্থিতিতে নব-অর্জিত স্বাধীনতাকে ধ্বংস করার চক্রান্ত মোকাবিলা সহজসাধ্য হয় না। পাশাপাশি স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রশাসনিক সংস্কার করে নতুন প্রশাসন-ব্যবস্থা গড়ে তোলা, অর্থনৈতিক স্থনির্ভরতা অর্জন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন এবং পশ্চাৎপদতা উত্তরণ করে জনগণের জীবনে স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলা অতান্ত কঠিন কাজ বলে প্রতীয়মান হয়। তাই স্বাধীনতা অর্জন যতই ত্যাগসাপেক্ষ হোক না কেন, সদ্য স্বাধীন দেশকে আত্মনির্ভরতা ও সমদ্ধির পথে অগ্রসর করা অনেক বেশি কঠিনতর কাজ।

২৭তম বিসিএস ২০০৬ মানুষ বাঁচে তার কর্মের মধ্যে, বয়সের মধ্যে নয়

জন্ম-মৃত্য স্রষ্টার নিয়মের অধীন। কিন্তু কর্ম মানুষের হাতে। এক মৃত্রর্তের কর্ম বলে মানুষ চিরঞ্জীব হয়ে থাকতে পারে। কাজেই আয়ুদ্ধাল বা বয়স বড় কথা নয়। বড় কথা হলো মানমের কর্ম।

 নাই বলা হয়ে থাকে যে, 'বীর্তিমানের মৃত্যু নেই।' কাজেই তথু থেয়ে-পরে বাঁচার জন্য আমানের জন্ম না সংকর্মের দ্বারা মানবকল্যাণ সাধন করার জন্মই পৃথিবীতে আমানের আগমন ঘটেছে। আর মানুষ প্রত্যক্তকেই আমানের সে কথা মনে রেখে সম্মুধপানে অগ্নসর হওয়া উচিত।

Man may live not by years but by achievement. অর্থাৎ এ কথাই শতসিদ্ধ যে, 'মানুষ লচ্চতার কর্মে, বয়সে নয়।'

পষ্প আপনার জন্য ফোটে না

ক্র্যান্ডের বহন্তর কল্যাণে নিজেকে নিবেদন করাতেই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা। পপ্পের সার্থকতা যেমন অন্তর্ভাগে, ব্যক্তিজীবনের সার্থকতাও তেমনি সামগ্রিক সামাজিক কল্যাণে নিজকে বিলিয়ে দেয়ার মাঝে। ব্যবহুর জন্য নিজেদের নিঃশেষে বিলিয়ে দেয়ার মাঝে আছে পরম সুখ, অনির্বচনীয় আনন্দ ও অপরিসীম এজিজন্তি। পশ্প যেন মানববতী জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। সৌন্দর্য ও সৌরভে পূষ্প অনুপম। অরণ্যে কিংবা জনানে যেখানেই ফল ফটুক সে নিজের জন্য ফোটে না। নিজের সৌন্দর্য ও সৌরভকে অনোর কাছে ছিলিয়ে দেয়াতেই তার পূষ্প জীবনের সার্থকতা। পবিত্রতার প্রতীক বলে ফুল দেবতার চরণে নির্বেদিত হয় নৈবেদা হিসেবে। ফুলের সৌরভ ও সৌন্দর্য তার নিজের হলেও সকলের কাছে নিজেকে উজাড় করে দিয়েই ফল জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায়। মানুষের জীবনও অনেকটা ফলের মতো। তাই চারিত্রিক মাধর্ষে সে জীবন হওয়া উচিত ফুলের মতোই সুন্দর, সুরভিত, পবিত্র ও নির্মল। ফুলের মতোই তা নিবেদিত হওয়া উচিত পরের জন্য, সমাজের স্বার্থে। সমাজবদ্ধ জীবনের আশ্রয়েই মানুষের অস্তিত। তাই সমাজের প্রতিটি মানুষের রয়েছে বহু দায়বদ্ধতা। সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যকে ভুলে কেবল নিজের বুর্বভোগে মন্ত হলে মানুষ হয়ে পড়ে সংকীর্ণ ও স্বার্থপর। তার চেয়ে পরের কল্যাণে আত্মনিবেদনের বতে জনক সুখ। সমাজে যারা দুঃখ-যন্ত্রণায় পর্যুদন্ত, সেবা ও সহমর্মিতার চেতনা নিয়ে তাদের পাশে দাঁডাতে পারলে, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারলেই মানুষের জীবন সার্থক হয়। তাই মানবজীবনের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত— 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।' সব মানুষ যেদিন মুদ্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পরের কল্যাণে জীবনকে বিলিয়ে দিতে পারবে সেদিনই সমাজজীবনে দ্বির, যন্ত্রণা, বৈষম্যের অবসান হবে। মানুষের জীবন হয়ে উঠবে আনন্দঘন ও কল্যাণময়।

২৮তম বিসিএস ২০০৯

অজ্ঞতার সঙ্গে মনের দাসত্ত্বের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ

জ্জতা সামাজিক কুসন্তমার, পকাংশদাতা ও কর্মবিমুখতার মূল। কারণ এসব নেতিবাচক অনুযক্ত কৃষকে সংকীৰ্ণ করে রাপে; সমাজে নিজেকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করে। জীবান শিক্ষার বিশ্বা বা গারমি তান পাল্য আত্ত্ববন্ধ চিনে নোয়া অক্ষন। সামাজিক, বারলৈটিক, শিক্ষা, সাক্ত্রিকিসকল ক্ষিম্ম কোনো মৌলিক ধারণাও তার সৃষ্টি হয় না। আর এগানেই মানুষ্কর মনেন দাসন্তের বহিপ্রকাশ।

কোনো কল্যাণকর কাজ হয় না। সমাজের একজন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত একটি প্রধান বিকল্যাকণ করতে পারে না যতক্ষণ না সে ঐ প্রধানে নিয়া বা প্রান্ত বাগে প্রমাণ করার মতো যথাযোগ্য জান দার করতে পারে। সমাজের নানা অসমতি বা অন্যায়ের বিকল্পে দেশের প্রকলিত আইন সম্পাদ উজ্জান করতে পারে। সমাজের নানা অসমতি বা পারে নিতে বাধ্য হয়। আর অজ্ঞান্তর কম্বন্য মেনে নামর এ প্রকাশত থেকে বহিপ্রকাশ পর্যট তার মনের দাসত্ত্বে । কিছু আইনবিষয়ক জন্মানালের খনি কেই আধানিকত হয় তাহকে সে এর বিকল্পে আইনানুশ ব্যবস্থা নিয়ে সমাজকে এ ধরনের ধর্মাকতা বা বৃত্তর থেকে যুক্ত করতে পারে।

তাই বলা যায় যে, অজ্ঞতার সাথে মনের দাসত্বের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ।

কষ্ট না করলে কেষ্ট পাওয়া যায় না

সাধনা ব্যান্টাত নিছিলাত ঘটে না। ধর্মের পথেই হোক কি সংসারের পথেই হোক সাধনা একার আবশাক ভিনাস, উদায়, আয়োজন, পঠিয়ে, কর্মানিক, দুরুরিক্তনা, এনার যে সাধনার জ্ব । সাম্বান্ধা উল্লেখ্য আবশাক ভিনাস, উদায়, আয়োজন, পঠিয়ে, কর্মানিক, দুরুরিক্তনা, এনার বা সাধনার জ্ব। সাম্বান্ধা বিশ্বনার মুক্তিত হলে চারে না। 'কেই'কে লাভ করতে হলে অর্থন জীবেল পর্যায় মান্ধা লাভ করতে হলে ক্ষর আন্ধান ক্রিয়ার ক্রমান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান ক্রমান কর্মান কর্মান কর্মান ক্রমান করেন বিশ্বন ক্রমান ক্রমান ক্রমান ক্রমান করেন বিশ্বন ক্রমান ক্রমান ক্রমান ক্রমান করেন বিশ্বন করে ক্রমান ক্রমান ক্রমান করেন বিশ্বন করে বে থানা আহকান করেন ক্রমান ক্রমান ক্রমান করেন বিশ্বন করে বে থানা আহকান করেন এ ঝানাই থানা মুনিক আন্ধানিক ক্রমান করেন করান করেন বিশ্বন ক্রমান আহকান করেন ক্রমান ক্রমান করেন করান ক্রমান ক্রমান ক্রমান করেন ক্রমান ক্রমান করেন করান ক্রমান ক্রমান করেন বিশ্বন করে বে থানা আহকেন করেন এ ঝানাই থানা মুনিক ক্রমান ক্রমান করেন করান ক্রমান ক্রমান ক্রমান করেন ক্রমান ক্রমা

এ কথা যথার্থ যে, মানুষকে পরিশ্রমের দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। এটা মানবজীবনের সাধারণ ধর্ম। জীবনের প্রতিপদে মানষকে কট্ট স্বীকার করতে হয়। তবেই ভার পক্ষে জীবনয়তে জয়লাভ করা সমূব হয়।

২৯তম বিসিএস ২০১০

যে সহে, সে রহে

अदम्भीमाठा धाकि प्रदेश दर्भ धारा प्रान्तकीयतम जूसिव्हेशंत काम धाँ छएतत विराम्य काम्य विधानमा प्रामुख्य अपायन विराम्य धामुख्य अपायन अपायन विद्यानमा प्रामुख्य अपायन अपायन विद्यानमा प्रामुख्य अपायन अपायन अपायन विद्यानम् प्रामुख्य अपायन अपायन

বিজয়ের জন্য ব্রতী হয়— সে-ই বিজয় অর্জন করতে পারে, সে-ই যথার্থ বীর। বিখ্যাত ্রাদর জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সফলতা অনায়াসে তাদের কাছে ধরা দেয়নি। এ ক্রতার জন্য তাদের সহা করতে হয়েছে নানা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা। কিন্তু মহৎ লোকেরা এতে পিছপা বরঃ ধৈর্যসহকারে এগিয়ে বিজয়ের মালা ছিনিয়ে এনেছেন। তারা যদি ধৈর্য হারিয়ে ফেলতেন ্রত্ত ভাদের সাফল্য আসত না। কাজেই সহ্য ক্ষমতা যার আছে বেঁচে থাকার অধিকার কেবল তারই। ক্রানের পাতায় এরূপ বহু দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। মহানবীর জীবনালেখ্য সহনশীলতার এক সম্মানা দলিল। তাই তো তিনি মকা বিজয়ের পরও বন্দিদেরকে দিলেন নিঃশর্ত মুক্তি। ঘোষণা ্তামরা সবাই মুক্ত, স্বাধীন। এ সহনশীলতায় মুগ্ধ হয়েই আশ্চর্য কণ্ঠে বলে ওঠেন উইলিয়াম ু প্রবৃত্তীন হলে কোনো কিছুই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভবপর হয় না।' ধৈর্য না থাকলে যে কোনো সমস্যা ক্রারিলা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ অবস্থা জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের অন্তরায়। সহনশীল বা ধৈর্যশীল আনুষ ধীরস্থিরভাবে কর্মপস্থা নির্ধারণ করতে পারে এবং প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করার উত্তম ক্রমল অর্জন করতে সক্ষম হয়। তাই জীবনে সফলতার জন্য সকলকে ধৈর্যশীল বা সহনশীল হতে "The magnanimity with which Mohammed treated a people who had so long hated and rejected him is worthy of admiration.' স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট ক্রস ইংল্যান্ডের বজা এড ওয়ার্ডের সাথে ছয়বার যুদ্ধে পরাস্ত হয়েও ধৈর্যধারণ করেছিলেন এবং সহিষ্কৃতার গুণে পনরায় ত্ত করে সপ্তমবারের প্রচেষ্টায় শক্রর কবল থেকে স্বদেশ উদ্ধার করেন।

অভাগার গরু মরে, ভাগ্যবানের বউ মরে

গঙ্গ গার্হস্তা জীবনের অর্থকরী সম্পদ। গরুসম্পদ ব্যবহার করে দরিদ্র ক্ষকের অর্থনৈতিক কল্যাণ নবিত হয়। দরিদ্র কৃষকের গরু মরলে অনেক সময় তার কৃষিকাজ বাধাগ্রস্ত হয়। আরেকটি গরু ক্ষিতে তাকে প্রায় সর্বস্থান্ত হতে হয়। এটি জীবনযাপনের একটি দিক। অনাদিকে পরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্তার নারীকে পদে পদে শাসন-শোষণ, বঞ্চনা, নির্যাতনের শিকার হতে হয়। পরুষ নারীকে আদের প্রয়োজনে ভোগ্যপণ্যে রূপান্তরিত করেছে। নারীকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, বাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। নারী হয়ে পড়েছে শিক্ষায় অন্যসর। ফলে তারা হয়েছে অবহেলিত ও পশ্চাৎপদ। লেখাপড়া কম জানা বা না জানার কারণে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও নারীর অবদান কম এবং গুরুত্তের সাথে বিবেচনা করা হয় না। শ্বমাজিক দিক দিয়ে নারীরা বিপর্যন্ত। নারীকে ধর্মীয় কুসংস্কার, গৌড়ামির বেড়াজালে আবদ্ধ রেখে ^{মরের} চার দেয়ালের মধ্যে তাদের বন্দি করা হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় জন্ম থেকেই শুরু स्य मात्रीत প্রতি বৈষম্য, অনাচার, বঞ্চনা, সহিংসতা। অভাবের সংসারে ছেলের পাতে এক মুঠো ভাত ^{কুলিন্তু} মেয়েটিকে থাকতে হয় উপোস বা অর্থাহারে। স্বাস্থ্যগত দিক দিয়ে নারী ভোগে অপুষ্টিতে। ^{বিষ্ণোর} সময় ছেলেকে দিতে হয় যৌতুক, অন্যথায় হতে হয় নির্যাতনের শিকার। এমনকি স্বামী কর্তৃক ^{বিভা}ক পর্যন্ত হতে হয়। স্বামীগুহে গৃহবধুকে নানা অত্যাচারের শিকার হতে হয়। তনতে হয় কটুক্তি। ক্রিভিকভাবে নারীকে দুর্বল রেখে পুরুষ নারীকে করে তোলে পরনির্ভরশীল। সমাজ ও সংসারে ^{নারী} বিষ্ণাত হয় ন্যায্য অধিকার থেকে। উপেক্ষিত হয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে। নারী পরিণত হয় পুরুষের ক্রিক। শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, মননের উৎকর্ষে নারীকে পিছিয়ে রাখা হয়। যে নারী সপ্তান জন্ম দিল, পালন পালন করে বড় করল, অথচ সেই নারীকে তার সপ্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত ক্ষা হয় না, বা দিলেও তা গৃহীত হয় না। এতাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজকাঠামোয় সামাজিক কুসংকার,

৩০তম বিসিএস ২০১১

নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা

কাজে কুশলতা দেখাতে না পারলে মানুষ অপারের ওপর দেখ চাপাতে টেট্টা করে। নিজের অভনতা তেকে রাখার জন্য মানুষের ও ওপরের রক্ষণতা লক্ষ করা যার। নিজের বেলনে নোম-ক্রটি টেক্ট বীনার করের চারা মানুষের ওপরের রক্ষণতা লক্ষ করা যার। নিজের বেলনে নোম-ক্রটি টেক্ট বীনার করের চারা না বালে অপারের ওপর দোষ চাপানোর বিলিট্টা মানুর বেলিয়ে রোজি । লাহতে জালাতাই হারে পূর্বালিট্টা হারে ওটা সম্বান । ক্ষকতার জন্য বাহ্যালুরি আরই প্রাপা। কিছু নাটে দক্ষতা আর্কা করা লাহত হারে করের নাম করের নাম করের বার্মাল করের নাম করের করের নাম করের বার্মাল করের নাম করের বার্মাল করের বার্মাল করের করাই করা করাই করা আরম করের করের নাম করের বার্মাল করের করের করের করের নাম করের করের করের করের নাম করের করের নাম করের করের নাম করের করের নাম বার্মাল করের করের নাম বার্মাল করের করের নাম বার্মাল করের বার্মাল করের বার্মাল করের করের নাম বার্মাল করের বার্মাল করের নাম বার্মাল করের নাম বার্মাল করের নাম বার্মাল করের করের নাম বার্মাল করের বার্মাল করের বার্মাল করের বার্মাল করের বার্মাল করের বার্মাল করের নাম বার্মাল করের নাম বার্মাল করের নাম বার্মাল করের করের নাম বার্মাল করের বার্মাল করের বার্মাল করের নাম বার্মাল করের বার্মাল করের বার্মাল করের নাম বার্মাল করের নাম বার্মাল করের বার্মাল বার্মাল করের বার্মাল করের বার্মাল বার্মাল বার্মাল করের বার্মাল করের বার্মাল বার্মাল বার্মাল বার্মাল বার্মাল করের বার্মাল করের বার্মাল বার্মা

অল্প জলের তিত পুঁটি, তার এত ছটফটি

তিত পুঁচি এক ধরদের হোঁট মাছ, যেতলো অন্ন ও আগতীর ছালে বসবাস করে। সমুদ্রের বিশাল তালার সাথে এদের পরিচয় সেই, সেই অভিজয়তা ও বিচলা ছাঁবিদের অন্য বিষয়ের সাথে। আমাদের সমায়েও তিত পুঁটি সমূদ এমন কিছু বাটিত রয়েমেন যালের জ্ঞান কিবলা তপ বুংই সামান্য কিছু উচ্চ বাকা, মুখব গুলি আর ভাষবানা এমন সে, সে মোড প্রবিক্তই বিশ্ব ছার করে সমায়।

মানুদ সৃষ্টির সেরা জীব। আল্লাহ সকল মানুদকে অতি সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন। তবে এই মানুদর মানে বিছু পার্বকা আছে। তাই সমাজে এনন অনেক লোক দেবা যার যারা দিরের ক্ষতারা বাহবার কথা চিন্তা দা করে কেলগারে যুগেব জোরে দিনকে বাত করার চেষ্টা করেন। যার নেই বাজি বাতরাবেদ, নেই বাজি বাতরাবেদ, নেই বাজি বাতরাবেদ, নেই বাজি বাতরাবেদ, নিই নিজ্ঞা করিব বার্বিক বাজি বার্বিক স্থা জ্ঞান করে চলার চেষ্টা করেন। এ ধরেন পুত্রকার, আন্ম-গৌরর ও ফাকার্কুলি নিয়ে ধরাকে সভা জ্ঞান করে চলার চেষ্টা করেন। এ ধরেন মানুদ সমাজেন সর্বভারে রয়েছে আর সমাজেন তেচর বেকে সমাজকে ও নিজেকে কর্মানির বার্বিক বার্বিক

বাং প্রকৃতির হন। এরা শিজের বড়াই নিজে করেন না, মিথা অহনিকা নেখান না, আত্মণীরব ফুটিয়ে
ক্রান্ত নিজেকে হাসাকর বাজি বা নমুতে পরিগত করেন না। বেশি আড়ধর না করে আমাদের অবস্থান
রূপ্ত থাকতে হবে। যার নিজের শক্তি, সামর্থ্য কিবো যোগাতা নেই, অকচ সে যদি ভাগা বা
বাগালর ওপার সোম চাপিয়ে বড় হতে চার তাহলে তার প্রস্কু পুন্দ হবার নর এবং যদি মিথা বাড়াবাড়ি
বাজ নিজেকে বড় বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় সোহা কানোই সম্ভব সহা এটি ভালের
ক্রিয়ার কারবেই ফুগত মানুবের তিরা ও কর্মের বহিঞ্রকাশ। যে যত জানে সে তত মানে, যার যত
ক্রান্ত তার প্রকাশ তত কম। মানব সমাজ এমনই বৈত্রিশ্রমর কার্চামোতে প্রতিষ্ঠিত।

৩১তম বিসিএস ২০১১

চাঁদেরও কলম্ব আছে

প্রপ্রতি মানুষেরই যেমন কিছু ভালো নিক বা গুণ রয়েছে তেমনি কিছু খারাপ দিকও রয়েছে। এমনকি গুলু ব্যক্তিকণ্ডি একেবারে পুরোপুরি ফ্রণ্টিমুক্ত নন।

ল কৰা মানুদেৰ বভাব। এই ভূলের কারণে সৃষ্ট কলাছ মানুষকে সমাজে হেয় করে দেয়। সাধারণ
জাত্ব অহবাহ এই ভূল করে থাকে, তাদের জীবনে এ ককম ছোটাখাটি ভূল তারা নির্দিধ্যর করে থাকে।
জিদ্ধ মানীষ্ঠাণ কিবো বহামানবোর কি এ বকম ভূল বা অপরাধ করেছেন। আমবা তাদের জীলা
জালাভারে পর্যালোচনা করনেে দেবাতে পাব বে, তারাত জীবনে জন্ধ হলেও অপরাধ করেছেন। যানিও
জারা বে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে অন্যায়-অপরাধ করেছেন তা সাধারণ মানুষের ভূল বা অন্যায় করার
পরিবিশ্ব তার করি করা করার করেছে তারা অপরাধ তার তার তার তার তার অবিশ্ব হল বছ মানীয়া ব
মায়ামানবোর জীলানির নিকে আমবা তারুই না কেন কিছু অপরাধ আমবা দেবাতে পাব, যা তাদের কাছ
ক্ষেত্র জালানির নিকে আমবা তারুই না কেন কিছু অপরাধ আমবা দেবাতে পাব, যা তাদের কাছ
ক্ষেত্র জালানির নিকে আমবা তারুই না কেন কিছু অপরাধ আমবা দেবাতে পাব, যা তাদের কাছ
ক্ষেত্র জালানির নিকে আমবা তারুই না কেন কিছু অপরাধ আমবা দেবাতে পাব, যা তাদের কাছ
ক্ষেত্র জালানির নিকে আমবা তারুই না কেন কিছু অপরাধ আমবা দেবাতে পাব, যা তাদের কাছ
ক্ষেত্র জালানির নিকে আমবা তারুই না কেন কিছু অপরাধ আমবা দেবাতে পাব, যা তাদের কাছ
ক্ষেত্র জালানির নিক স্বাম্য না

क्रांत कराटक व्यत्मक मूनका। व्यत्मक कवि-माशिकांक कारमक कार्या व्यत्मक्षयणा भाग क्रेम रामा । निक्क क्रेम मून्यादक स्थार्थ केशमा स्टालक और क्रेंग्यास मिख्यत गारावर वरायास व्यत्मक्षीक्रकक्षण भाग। उन्होंने स्थाप्तानकांत्र शृदिशीटक व्यतिक स्टार्याहित्यम मात्रवाणिटक मूनक रामात्राता कार्य, व्यवेक कार्यात्र वर्षक कारणा क्रांत्रा नप्तमक्ष अपने वर्षात्रीय क्रियानिक स्थारिक स्टालक्ष या व्याप्तक क्षाराया केरियानिक स्पूर्ण विनात्रीक वर्षात्र वरायात्राम्यक के मनका महामात्रात्य क्षीत्यात्र क्षारिकांत्रा त्याप्तिक प्रत्येक क्षारायात्र

গঙ্গাজলে গঙ্গপজো

ফো দেয়া হিন্দুদের কাছে একটি অতি পূণোর কাল্প। গঙ্গপূজোর ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায় যে, গঙ্গামাতার ^{অন্} দিয়ে পূজা দিয়ে গঙ্গাকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করা হয় তেমনি সমাজে অনেক লোক দেখা যায় যারা ^{কৌশান} অধ্যরের অবদান দিয়েই অপরকে সহয়েতা করে নিজের স্বার্থ আদায় করে দেন।

 সহায়তার উপকার পাওয়া অনুনৃত দেশতদোর পক্ষে আর সঙ্গরপর হরে ওঠে না। যেনে কানিচা সহায়তার ক্ষেত্রে কারিদারি সহায়তা প্রদানকারী দেশতদোর কাছ থেকেই বিশেক্ষ বা একাটে চিত্রি করার পর্ত দোরা থাকে বাদেরকে অনেক বেশি কেল-ভাতাব অন্যান্য অনেক সুবিধা আদান করে। এর ফলে বাং উন্নত দেশতদোই তালেন উত্তর কথা এবং কেরত সমস্যান্ত সমাধান করে।

এভাবে উপসাগরীয় মুদ্ধের সময় ইরানের কাছে অস্ত্র বিক্রি করে সেই অর্থ আমেরিকা তুলে নির্মেচ্চ নিকারাখ্যার কন্ত্রী বিশ্লেহীদের হাতে। এভাবেই স্বার্থারেদী মহল কৌশলে তাদের স্বার্থ উভাবে স্ব সময় সচেষ্ট রয়েছে। তাই আমানেরকে এ সকল সুযোগ সন্থানী কুডকীদের ব্যাপারে সতর্ক হতে হতে

৩২তম বিসিএস ২০১২

জনা হোক যথা তথা কর্ম হোক ভাল।

আপন জন্মের ব্যাপারে মানুষের নিজের জেনো ভূমিকা থাকে না। উঁচু বা নিচু, ধনী বা দরিপ্র পরিবার জ্বন্ধ জন্ম হুজাটো তার ইন্দ্র বা কর্মের ওপর নির্ভন করে না নিজু কর্মজীবনে পার ভূমিকা ও অবদানের দ্বায় জ্বন নিজের ওপর বর্তায়। তাই পৃথিবীতে মানুষের একুত বিচারে তার জন্ম করিছা তেমন ওকল্ব বহন বরে না বরং ক্যা-ক্রবন্যনের মাধ্যমেই মানুষ্ণ পায় মর্যাদার আদন, হয় মবদীয়া-মর্যাদীয়

সমাজে একদল লোক আছেল যাবা বংশ আভিজাতো দিবলেবে স্ক্লান্ত যাব কাৰণ যাবা বংশ আছিল আছিল সমাজে বিশেষ মৰ্থানা দাবি কৰেব । কিন্তু তালের এই প্রদাস বাবকবর্গ বিবাহিত ও হালাঞ্জ। সমাজের বিভ্নান্ত নাজ কৰি তিব কাৰণ ও অবদানে বন্ধ হতে পারে । মানকসমাজের ইতিহালের করুত্ব আছিল। মানকসমাজের ইতিহালের করুত্ব তালাঞ্জান করুত্ব করুত্ব

জ্ঞানহীন মানুষ পশুর সমান।

জ্ঞানে মানুষ থথার্থ মনুষ্যত্বের অধিকারী হয়ে ওঠে। মানুষ হিসেবে বৈশিট্টের প্রকাশ পায় ^{জ্ঞানে} অধিকারী হলে। অন্যদিকে, জ্ঞানহীন মানুষ পরস্কের পর্যায় থেকে উন্নীত হতে পারে না। তাই মানুষ সবসময় জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত থাকা অত্যাবশ্যক।

মানুষ হিসেবে জন্ম নিশেই মানুষের জীবন মানবিক গুণসম্পন্ন হয় না। মানুষকে মনুষয়ে অর্জন ^{ক্ষাহ্} হয়। শিক্ষা-দীক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রভাবে মানুষের জীবন ক্রমেই জ্ঞান দ্বারা সমৃত্র হয়ে গ্রেট। মানুষকে যোগ্যতা দান করে। নানা বিদ্যায় সে পারনশী হতে থাকে। জ্ঞানের আলোকেই মানুষ ত্বিধানিত হয়। জ্ঞান মানুষকে বিশ্বজণতের সাথে পরিচিত করে। মানুষ হিসেবে প্রেক্তি গাভের জ্ঞানে সহাসতা অপরিহার। জন্য প্রাণীর সাথে মানুসের পার্কতা, প্রানাই। বিশ্বের ভাকর প্রাণীর মানুষ প্রস্কৃত্ব করেছে জ্ঞানের পার্কিত। বিশ্ব সভাজার বিকাশ প্রতিছে জ্ঞানের অবাধানের হন। ক্রান্তবার প্রকাশ উনুতির পেছনে দাঁড়িয়ে আছে মানুফের জ্ঞানের সাধনা। অপরনিকে, শিক্ষা-দীন্দার বর্ষ জ্ঞানের সাথে যেলব মানুষ পরিচিত হতে পারেনি ভারা বর্ষার্থ প্রস্নায়ন্ত্বের মর্ঘানা পারানি। ভারা প্রকাশ্যের চিন্তিনিন আবদ্ধ হয়ে আছে। ভারা মোণ্টার্থটিন, বিশ্ব অবনার নারান্তব্য মহলা পার্কার। ভারা উন্নত জীবনের সন্ধান পারনি। জ্ঞানের অভাবে ভারা আধুনিক জীবনের সম্পদ্ধ ভোগ করতে ক্রান্ত জীবনের সন্ধান পারনি। জ্ঞানের অভাবে ভারা আধুনিক জীবনের সম্পদ্ধ ভারা ক্রান্তবার প্রস্কিলার সাথে পতার জীবনের কোনো পরিকর্তা (বই, মানুষ ও পতার মধ্যে জ্ঞানই, ভেনরেখা ভারতি ক্রান্তবার বিশ্বকিক বাংকা সামুখ্য প্রপ্তর সংগ্রের বাংবার বাংবান বিশ্বক বাংবান বাংবান প্রতিকর্তা ।

৩৩তম বিসিএস ২০১২

শঙ্খলিত সিংহের চেয়ে স্বাধীন গাধা উত্তম

ন্ত্রীনভাবে কোনোমতে জীবনযাপন করাটাও পরাধীন হয়ে বাহ্যিক আরাম-আয়েশের মধ্যে জিল্মাপানর চেয়ে তালো।

ভ্ৰমান পৰাধীন ব্যক্তিৰ কাছে মাৰ্চ কোনো বিজ্ঞ আখন না-ও থাকে তথাপি সে মাননিকভাবে সুধী থাকতে পাবে না মাৰা, যে কোনো বাতিক কাছে যাধীনতাৰ সুন্দৰ বিকল্প আৰি কিন্তু মত পাবে না। মানুষ কৰ সময় তাৰ নিচ্ছামান স্বাচন মানুষ কৰিব অধীনে থাকে আৰু নিৰ্দিন্না নামানকে ভালে কলাতে হবা, এই নামানকৰ সিদ্ধানী তাৰ বিজ্ঞ চাম না। যাধীনভাবে সে বহু কট বীকাৰ কৰে থেঁকে থাকতে বাজি আছে, কিন্তু পৰাধীন হয়ে অফল নান্দাক্ষৰ আছিলাই বাচেও টেক থাকতে ভাজি নয় সো। পাবেৰ তিনি সুন্মায় আটিলিয়াৰ কাৰাল কাৰা কেবে নান্দাক্ষৰ স্কৃতিনি বিভাৱ কি ভামা যে ধাৰাল প্ৰকল্প মানুষ মানুষ্ট আন্তাৰকৰ আছেই।

ছালিতা সকলের কাছেই এক অমীয় সুধা। এ সুধা পান করার জন্য মানুষ রচেত সাগর পাড়ি দেয়। এ ফালার ফদ্যা ডাকে হতে হয় আরও সতর্ক। এত কট করে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকা অন্যের অমিন কট ডাগা ব্যক্তিত বেঁচে থাকার চেয়ে শত-সহস্র ও প্রেয়। স্বাধীনভাবে একদিন বেঁচে বিশ্ব সক্ষরিন হয়ে সহস্র দিন বেঁচে থাকার চেয়ে মহলজনক

^{মারীনভার} এ অমূল্য সূখ পেতে হলে আমাদেরকে স্বাধীনতা রক্ষায় সর্বদা সজাগ এবং সতর্ক থাকতে হবে।

ক্ষুধার রাজ্যে পথিবী গদ্যময়

ফজর সাধক হলেও মানুষের কাজ তথু কল্পনার জগৎ নির্মাণ করা নয়, কঠিন ও কঠোর বাস্তবের মুখে ^{তরু} কন্তু সত্যকে স্বীকার করে মেনে চলতে হয়। আমরা জানি, জীবনধারণের দাবি যেখানে উপেক্ষিত ^{তরুত্বা ক্}রমা-বিলাদিতা নির্মক। রচ্চু বান্তবতার যোকাবিলাই তখন মূল লক্ষা হয়ে দাঁড়ায়।

জ্ঞান বেশ করেন্দেটি অধ্যারেন সমাটি। এ মহাজীবনে এক অধ্যারে যেমন পদ্যের কন্ধার বা ক্ষিত্র বিষ্ণতা রয়েছে তেমনি অনা অধ্যায়ে নয়েছে গণ্যের কড়া হাতৃত্বি বা বাববতা। মানুসের জীবন ক্ষিত্রতায় মতেন কন্ধনার বা উচ্চাশার ছারাই গঠিত আমন নয়, সুবের পিঠে যেমন দূরুব থাকে, ক্ষুত্রত্ব পরে আবার, তেমনি এই কন্ধনার জগং ছাড়াও এখানে নয়েছে কঠোর-কঠিন বাববতা। এ ক্ষুত্রত্ব হৈনে নিয়েই তাকে চলতে হবে। এটি তার অন্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত। তাকে পৃথিবীর বুকে টিকে থাকতে হলে প্রথমেই জীবন ধারণের মৌদিক দাবিসমূরের বাঙৰতা বীকার করে তা আর্ত্তন প্রচেটা চালাতে হবে। এদাব মৌদিক প্রয়োজনের বাবাহা হয়ে যাবার পর সে করনা-বিলাসিত্রর আ তিয়া করতে পারে, করিবা মানুদানে কানল দের বিজ্ঞ একলা স্কুমাতি থাকিব মানে করিবা পাঠ তর আনন্দ দেয়ার চেটা করাটা তার কটাই কেবল বাড়াবে। পূর্বিমার টাদ মানুদেব কাছে খুবই হিয়া। দিন একজনা স্কুমার্ত মানুষ্য এটাদ দেখে এটানের মত ঝলসালো ক্রমির কথাই ডিডা করবে। টানের কের প্রচিত্ত ডকা ভারতে করিবা আন্দার্শন বিল

বাস্তবতা নির্মম এবং কঠিন হলেও তাকে মেনে নিয়েই আমাদের চলতে হবে।

৩৩৪ম বিসিএস ২০১৪

মানুষের মত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়।

সময় অনন্ত, জীবন সংক্রিত্ত। সংক্রিত্ত এ জীবনে মানুগ তার মহণ কর্মের মধ্য দিয়ে এ গৃথিকুত্ত স্বরুগীয়-বার প্রাক্তে আবে । আবার নিন্দানীয় কর্মের মাধ্যমে এই জগতে অনেকে ক্রেত্তত যাবে থাত্ত। কেননা বাজিং, পরিবারে তাকে ভালোবানে মাং, সমাজ, দেশ ও জাতি তাকে শ্রুত্তা করে না, ত্বল বক্ত না, তার সমূহাতে কারো যায়-আনে না।

মানুষ মাত্রই জনু-মৃত্যুর অধীন। পৃথিবীতে জনুগ্রহণ করলে একদিন তাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করত হবে— এটা চিরন্তন সত্য। আর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই সে পৃথিবী থেকে চির বিদায় নেয়। কিন্তু পেছনে গছ থাকে তার মহৎ কর্মের ফসল। যে কর্মের জন্য সে মরে যাওয়ার পরও পৃথিবীতে যুগ যুগ বেঁচে থাকে। মানুষের জীবনকে দীর্ঘ বয়সের সীমারেখা দিয়ে পরিমাপ করা যায় না । জীবনে কেউ যদি কোনো ভাল কাজ না করে থাকে তবে সে জীবন অর্থহীন, নিছল। সেই নিছল জীবনের অধিকারী মানুষটিকে ক্রে মনে রাখে না। নীরব জীবন নীরবেই ঝরে যায়। পক্ষান্তরে, যে মানুষ জীবনকে কর্মমুখর করে রাজ এবং যার কাজের মাধ্যমে জগৎ ও জীবনের উপকার সাধিত হয় তাকে বিশ্বের মানুষ শ্রনাভরে শ্বরণ করে। সেই সার্থক মানুষের কাজের অবদান বিশ্বের বুকে কীর্তিত হয়ে কৃতী লোকের গৌরব প্রচারিত হতে থাকে। কীর্তিমান ব্যক্তির যেমন মৃত্যু নেই, তেমনি শেষও নেই। কারণ এ পৃথিবীতে সে নিজৰ কীর্তির মহিমায় লাভ করে অমরত্ব। কীর্তিমানের মৃত্যু হলে তাঁর দেহের ধ্বংস সাধন হয় বটে, विष् তার সং কান্ত এবং অম্লান-কীর্তি পৃথিবীর মানুষের কাছে তাকে বাঁচিয়ে রাখে। তার মৃত্যুর শত ^{শত্ত} বছর পরেও মানুষ তাকে শ্বরণ করে। তাই সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, মানবজীবনের প্রকৃত সার্থক্য তার কর্ম-সাফল্যের ওপর নির্ভরশীল। একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মানুষ পৃথিবীতে আসে এবং 🖣 সময়সীমা পার হওয়ার সাথে সাথে সে বিদায় নেয় পৃথিবী থেকে। এ নির্দিষ্ট সময়সীমায় ^{রে জ্} গৌরবজনক কীর্তির স্বাক্ষরে জীবনকে মহিমান্তিত করে তুলতে সক্ষম হয়, মানবকল্যাণে নিজের জী উৎসর্গ করে, তবে তার নশ্বর দেহের মৃত্যু হলেও তার স্বকীয় সস্তা থাকে মৃত্যুহীন। গৌরবে কতকর্মই তাকে বাঁচিয়ে রাখে ফুগ থেকে ফুগান্তরে।

মানুষের দেহ নশ্বর কিন্তু কীর্তি অবিনশ্বর। কেউ যদি মানুষের কল্যাণে নিজেকে নির্বেদিত ^{করে, জ} মৃত্যুর পরেও তার এ কীর্তির মধ্য দিয়ে সে মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় চিরকাল বৈঁচে ^{থাকে}।



রিশেষ কোনো পদ্য বা কবিতাংশের মূলভাব নির্ণয় করে তাকে সহজ ও সুন্দর ভাষায় মঞ্জিপ্ত আকারে প্রকাশ করাকে সারমর্ম বলে। অর্থাৎ মূল মর্মবস্তুটি উদঘাটন করে প্রকাশ করাটাই হলো সারমর্ম। সারমর্ম লেখার সময় নিচের বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে—

- সারমর্মে উদ্ধৃতাংশের মূল কথাটি কী তা প্রকাশ করতে হবে।
- ২. ভাব-সম্প্রসারণের মতো দীর্ঘ ও বিশ্লেষণমূলক বক্তব্য সারমর্মে থাকবে না।
- মূল উদ্কৃতাংশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোনো অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য দীর্ঘ করার প্রবণতা ও বিশ্লেষণমূলক বক্তব্য সারমর্মে থাকবে না।
- সারমর্মের আয়তন যেন দীর্ঘ না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। মৃল উদ্বতাংশের অর্ধেকের বেশি যেন লিখিত সারমর্মের আয়তন না হয় সে বিশয়ে সতর্ক থাকতে হাব।
- « সারমর্ম লেখার আগে উদ্ধৃত অংশটি কয়েকবার পড়তে হবে এবং মূল বক্তব্য

 কী তা বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। অতঃপর মূল বিষয়টিকে সর্গক্ষিপ্ত আকারে

 নিজের ভাষায় লিখতে হবে।

নবাংশ ও সারমর্মের মধ্যে একটু পার্কক্য আছে। আর তা হলো— সারাংশ হচ্ছে মূল তথ্য আর সারমর্ম হচ্ছে মূল বক্তব্যের মর্যকথা। কোনো রচনাংশের সারমর্ম লিখতে ক্ষমক্ষক-করি কী বলতে চেয়েছেন সে ভাবতে ধুবই সংক্ষেপে তুলে ধরতে হবে। বিশ্বতি সংখ্যা যাছে সারমর্ম সারাংশ থেকেও আকারে ছোট। সারমর্মকে মর্মার্থ বা

উদ্রেখ্য, ভালোভাবে সারমর্ম লেখার জন্য দরকার প্রচুর অনুশীলন।

গুরুত্বপূর্ণ সারমর্ম



অন্তুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোবে দেশে তারা।
যাদের হুলয়ে কোনো প্রথম নেই...ইতি নেই...কুলনা আগোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গড়ীর আছা আছে আজো মানুদের প্রতি,
এখনো যাদের ছাজাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সভা বা বীতি, কিবো শিক্ষা অথবা সাধনা

শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

সারমর্ম : বর্তমান পৃথিবী প্রীতিহীন, মমতাইন, মনুষ্যত্তীন অদ্ধ ক্ষমতাধর মানুষদের করার। জটিলতা ও বিশৃহলায় পরিপূর্ণ এ পৃথিবীতে শিল্প-সংস্কৃতির সাধনা উপেন্ধিত। যারা আন্ত সরা সুন্দরের পৃঞ্জারী ন্যায়-নীতিতে বিশ্বাসী আন্ধ তাদের স্থান নেই এ পৃথিবীতে তারা আন্ত অর্থান্ত, অব্যবেশিত।



অধম রতন পেলে কী হ'বে ফলা উপদেশে কথনও কি সাধু হয় কলা ভালো মন্দ্ৰ দোষণ্ডল আঁথারেতে ধরে, ভুজান্ন অমৃত থেলো গরল উগরে লবণ জলধি জল করিয়া তথ্য জলধর করে বেন্দ্ৰ সুধা বরিষণ। সুজনে সু-মন্দ্ৰ লায় কু-মন্দ্ৰ চালিয়া।

সারমর্ম : সং লোকের ধর্ম অন্যের ভালো দিকগুলোতেই আকৃষ্ট হওয়া। আর মন্দ লোকের ধর্ম অন্যের বুঁত বুঁজে বেড়ানো। বস্তুত জগতে ভালো ও মন্দ লোকের স্বভাবই আলাদা।

অন্ধনার গর্তে থাকে অন্ধ সরীসূপং আপনার কলাটের রতন প্রশীল ।

রাহি জানে, নাহি জানে সূর্যালোককেল। বিজ্ঞান আদিনে আছে এই অন্ধ দেশ ।

হে দর্ভবিধাতা রাজা— যে গাঁও রতন পরায়ে দিয়েছ ভালে তাহার যতন পরায়ে দিয়েছ ভালে তাহার যতন দাই জানে, নাই জানে, কাই জানে কোনার আতাকা । কিতা বহে আপনার অন্তিক্তের শোক, জনমের গ্রানি । তব আদল মহান আপনার পরিমাপে করি খান-খান রোক্তের পুলিতে গ্রন্থ, হেরিরতে তোমায় ভূলিতে বহন না মাখা উর্জ-পোনে হায় ।

যে এক তমনী গান্ধ গোকের নির্ভর ৬৪ বর্ত বর্ত আরে তাইবির সাগবার

সামার্ম : সত্মভাষর এই দেশ তার ঐশ্বর্য ভূকে অঞ্চানতার অঞ্চলর ও দুরুথ-গ্রানিতে আক্ষ্ম। বিশাল ঐশ্বয় ভূকে তা বিভেদের আবর্তে নিমণ্ন। ঐতিহ্যবোধ ও ঐক্যচেতনার শক্তিতেই এই দেশ যথার্থ ঐশ্বর পুনুষক্ষাত্রে সক্ষম হবে।



নিষ্ধৰ্ম : লথান শুদ্দাত্ৰ তার পিতামাভারই সম্পদ নয়, গে জগৎ-সংসারের, বিশ্বনিয়ন্তারও। প্রেয়্র্যাসে আনকে আনক রেখে তার মনুযাত্ব ও স্বাধীনতা ধর্ব করা কোনো জননীর উচিত নয়। কেননা অধিকাশের ও আন্তর্ভসারের অধিকার প্রতিটি মানুষের রয়েছে।



অহংকার-মদে কন্তু নহে অভিমানী।
সর্বনা বসনারাজ্যে বাস করে বাণী।
ভূবন ভূবিত সদা বক্তৃতার বলে।
পর্বত সলিগ হয় রসনার রসে।
মিখ্যার কাননে কন্তু প্রমে নাহি প্রমে।
অঙ্গীকার অধীকার নাহি কোল ক্রমে।
অমৃত নিচুগত হয় প্রতি বাকের যারি!
মানম্য ভারেই বলি মানম্য কে আরঃ

সারমর্ম : মানুষের অপপ্রতাস নিরে জনুগ্রহণ করলেই তাকে মানুষ বলা যাগ্র না। মানুষ হতে হলে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে হয়। আর এটা যার মধ্যে ঘটে সে হয় নিরছদ্ধার, নিরভিমান। সে কংলো মিধ্যাচার করে না, ভঙ্গ করে না অঙ্গীকার। তার ভাষণ সম্বোহনী, বাক্য হৃদয়য়াই।



তো

আমরা সিঁড়ি, তোমরা আমাদের মাডিয়ে

প্রতিদিন অনেক উঁচুতে উঠে যাও, তারপর ফিরেও তাকাও না পিছনের দিকে; তোমাদের পদধলিধনা আমাদের বক

পদাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় প্রতিদিন। তোমরাও তা জানো

তাই কার্পেটে মুড়ে রাখতে চাও আমাদের বুকের ক্ষত, ঢেকে রাখতে চাও তোমাদের অভ্যাচারের চিহ্নকে আর চেপে রাখতে চাও ভোমাদের অভ্যাচারের চিহ্নক

আর চেপে রাখতে চাও পৃথিবীর কাছে

তোমাদের গর্বোদ্ধত, অত্যাচারী পদধ্বনি।

তবু আমরা জানি,

চিরকাল আর পৃথিবীর কাছে

চাপা থাকবে না

আমাদের দেহে তোমাদের এই পদাঘাত।

আর সম্রাট হুমায়ুনের মতো একদিন তোমাদেরও হতে পারে পদস্তলন—

সারমর্ম: সভ্যতার নির্মাতা মেহনতি মানুমকে সিড়ির মতো ব্যবহার করে অভ্যাতারী শোনকণোরী ক্রমণ ভোগবিলাদের উত্ন প্রাধানে আরোহণ করে। লাঞ্ছিত-নিপীড়িত মানুমের বেদনা ও জ্বাগাতে তর্গা গোপন করে কার্পেটে মোড়া সিড়ির মতোই। কিছু দিন আসছে—একদিন শোষক ও অত্যাস্কির্ম বরুপ গরপাশ বয়ে গভাবে এবং তার পতন হবে অবিবার্গা আমার একুল ভালিয়াহে যেবা আমি তার কুল কাঁথি,
যে গেছে বুকেতে আখাত হাদিয়া তার লাগি আমি কাঁদি।
যে মোরে নিয়েছে বিহে জবা বাণ,
আমি দেই তারে কুকতরা গান।
কাঁটা পেয়ে তারে কুল করি দান সারাটি জনমততে,—
আপন করিতে কাঁদিয়া জ্যেই যে যোরে কমতে পর।
মোর স্থুকে বেবা করুর রেখেছে, আমি তার কুল তরি,
রাজিন মুখুলের গোহাণ,—জড়াগো ফুল-মালঞ্চ ধরি।
যে মুখুলের করেহে দির্মিরা বাণী,
আমি লারে করে তারি মুখ্বাদি,
কত ঠাঁই মতে কত কাঁ যে আমি, সাজাই নিমন্তর—

সরামর্শ : প্রেম ও প্রীতির শক্তিতে মানুষে মানুষে সৌহার্দা ও মৈরীর সম্পর্ক রচনাই মনুষ্যকের লক্ষণ। পরের দেয়া দুরুশ সহ্য করে পরকে আপন করতে পারকে, ডালোবাসা দিয়ে শক্ষর মন জয় করতে শক্ষরে মানুষের জীবন সুন্দর হয় এবং মানব জীবন সার্থক হয়।

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের

আপন করিতে কাঁদিয়া বেডাই যে মোরে করেছে পর।

মুটে মজুরের,

—জামি কবি যত ইতরের আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের, বিলাস বিবশ মর্মের যত স্বপ্লের তরে ভাই,

বলাস।ববশ মধ্যের বভ বংগ্রের ভরে তার সময় যে হায় নাই!

মাটি মাগে ভাই হালের আঘাত, সাগর মাগিছে হাল,

পাতালপুরীর বন্দিনী ধাতৃ মানুষের লাগি কাঁদিয়া কাটায় কাল। দুরস্ত নদীর সেতৃবন্ধনে বাঁধা যে পড়িতে চায়,

র সেতুবন্ধানে বাবা বে নাড়তে তার নেহারি আলসে নিখিল মাধুরী

সময় নাহি যে হায়!

कियाँ : नरमूलत कवि काराविकातीरास्त्र माल मन, विद्वाब श्रामकीयो मानूरका कर्मनाधनात्र माल स्वाब अध्यक्षिन काराकुणात्र विद्यात्र करवा गयः, त्वर कर्यकुणे मानूरका कर्मनाधनात्र विष्णुव अवादरत क्षेत्रीयात स्वगारे कात्र काम्यः। काव विकातिकात्र अविवर्धक श्रमकीयी मानूरका कर्मवकारे राज्य कात्र क्षेत्राव क्षत्रीयात्र



আমি যে সেখেছি গোপন হিংলা কপটনাত্রি-ছায়ে হেলেছে নিসহায়ে।

আমি যে দেখেছি—এতিকলরছীন, শতেল অপনাথে
নিচারের বাদী নীরের নিচুত্তে কাঁগে।

আমি যে সেইবা তক্ষণ বাদক উল্লাদ হয়ে ছুটে
বাদা বাদা পাবরে নিদ্যালা নালা কুটা।
কণ্ঠ আমার বন্দ্র আজিকে, বাদি সংগীতহারা,
অমাবদার কল্পা
ভঙ্গ করেছে আমার ভঙ্গ দারুপার্যাল তলে।

লুপ্ত করেছে আমার ভূবন দুঃস্বপনের তলে।
তাই তো তোমায় ওধাই অশুজলে—
যাহারা তোমার বিধাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তমি কি তাদের ক্ষমা কবিয়াছ, তমি কি রেসেছ ভালোং

সাৰমাৰ্য: সমাজন্তী কবি যুক্ততে লক্ষ্য কৰেন, হিংগ্ৰান্তীৰ চক্ৰম্ভ ও পৰিক দাপটোৰ বাছে আৰক কুৰ্মুষ্ঠিক। অভ্যায়নীৰ গৌৰায়ে নিশীভূক মানুৰ নামাৰিচাৰটীৰ কাৰ্য্যয়ন্ত্ৰে অপানাৰ মূৰ ইক্তা ইচ্ছে বাধা হক্ষে। অপানাৰেৰ প্ৰতিকাৰে আপশিত ভৱন্দ প্ৰাথেৰ আত্মানকৈ প্ৰচ্ছাত্ৰ হাৰ্য্যত হাৰ্যান বিশ্ববিদৰ বিধানাৰ বাজে মুন্মান্ত্ৰে এই অব্যাদনায় কবি ব্ৰহ্মক। তত্ত্ব কৰিব স্থিৱ বিশ্বাস, বিকেত-বৰ্তি



আমি যে গেলিয় তক্তপ বালক উন্নাদ হয়ে ছুটে
ক আমার মারিছে পাথের নিছল মাথা বুটে।
কণ্ঠ আমার ক্ষম্ম আজিকে বাঁলি গলীত হারা,
আনাক্যান ক্ষান
ভূপ করেছে আমার কুল দুঃক্পণেন তরে
তাই তো তোমার তবুই অপুজ্জেলযাহারা তোমার বিষয়িছে বায়ু নিভাইছে তব আলো,
তাই কি তানেক আন করিয়াছ, তারি কি বেসেছ ভালা

সারমর্ম : ক্ষমা মানব জীবনের এক পরম ধর্ম। জীবনে চলার পথে অপরের দ্বারা আঘাত পেলে তবল নিজেকে অসহায় ও নিম্ব মনে হয়। কিন্তু এমনটি ভাবা ঠিক নয়। কেননা মহৎ ব্যক্তির ^{ভ্রদার} মনোভাবের কারণে অভাচারীর বোধোদায় হতে পারে: সমাজে তখন শাম্বি বিরাজ করে।



আশার ছলনে ভুলি ফল লভিনু হায়, তাই ভাবি মনে। জীবন প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায় ফিরাব কেমনেঃ দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন, তবু এ আশার নেশা ছুটিল নাঃ এ কি দায়!

সারমর্ম : মানব জীবন নদীর মতোই গতিশীল। প্রতিটি মুহূর্তকে জীবনের পর্যায় অনুসারে অম্যোত্তার দিকে তাকিয়ে যদি মধ্যায়খ কান্তের মধ্যে সার্থক করে তেলা যায় তবেই জীবনের সার্থকতা। বিশ্ব আগার হলনার ভূগে গতন্তিকা প্রবাহে চলতে থাকলে জীবনের অভিন্ত লক্ষ্য ব্যাহত হয়। তথন জীবনে নেমে আসে সৃষ্টিবহু যন্ত্রণা ও হতাপা।



আমি দেখে এদেছি নদীর যাড় ধরে আদার করা হজে বিদ্যুদ্দ ভাল কথা। কলে তৈরি হজে বড় বড় রেলের ইঞ্জিন ধুব ভাল। মানা মানি দানা বাত ভাড়িয়ে ইম্পাতের শহর বসংস্ক্র আবর সভাই পুলি ইঞ্জি। কিন্তু নোটেই পুলি ইফ্লি। বাব হাত আছে তার কাজ নেই, যার বজা আছে তার কাজ নেই। যার ভাজ আছে তার কাত নেই।

নারবার্মা: সাদুর প্রাকৃতিক পাতিকে কাজে গাণিয়ে তৈরি করেছে বিশাল সভাতা। যার ফলে নদীকে নিয়ন্ত্রণ করে তৈরি হঙ্গেছ বিদ্যুদ, বিশাল বিশাল কারখানার তৈরি হঙ্গেছ রেলের ইন্মিন, দুর্গম জীবজন্তুপূর্ণ অবযো তৈরি বঙ্গে অভ্যান্ত্রিক শাহর। এগেবই অভান্ত আনন্দার কথা। কিছু যথান এই সভাতাই মানুবার কণ্টি-কলির নিয়ন্ত্রণ কেন্তে দেয়, মানুবাক বান্ত্রিক করে তোলে এবং সমাজে বৈদমা সৃষ্টি করে তথান ভা হয়ে দীড়ায় পুরু মর্মান্ত্রিক সামান্ত্র। কার্য্যক বর্মান্ত্রকারে এবং ভার কল্যাণের জনাই সভাভার সৃষ্টি।



অদিতেহে ততনিন্

দিনে দিনে বহু বাছিয়াহে দেনা, তথিতে হইবে অংগ!
ছবড়ি পাৰল গাঁইটি চালায়ে জাজিল যাবা পাহাড়,
লাহাড়ে-কাটা নে পতের দু পালে পড়িয়া যানের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহাবা মন্তব্ন মুঠা ওছিল,
তোমারে সেবিতে যাবা পরিত্র অহল স্পালা পুলি;
ভারাই মানু, তারাই কেবল, গাাহি ভারতানির পান,
আমারি বালিত্র কলা যেকল আহল বান-ইন্ডানা

ারমর্ম : মেহনতি মানুষের প্রমে ও ত্যাগে গড়ে উঠেছে মানব সভ্যতা। আত্মত্যাগের মহিমায় ^{অনবহুলী} দেবতা হলেও সমাজ জীবনে এরা বন্ধিত ও অবহেলিত। কিন্তু পালাবদলের দিন এসেছে। ^{অক্ষিন} শ্রমজীবী মানবেরাট বিশ্বে নবজাগরগের সচনা করবে।



আমানের একরবিট উঠোনের কোণে উদ্বেড় আদা ঠৈনের পাতার পার্বুলিনি বই ছেঁড়া মলিব খাতার ব্রীমের দুপুরে কুফক্ জল খাওায়া বুঁজোর গেলাশে, শীত ঠকুঠক্ রাজির লরম লেপে দুঃক্ তার বোনে নাম সারমর্ম : মানব জীবন বৈচিত্রাপূর্ণ। দুঃল-তরঙ্গের মাঝে বা প্রতিকৃল পরিবেশের ঘনঘটায় ও সামান প্রশান্তিতে জীবনে সুন্দের দোলা লাগে। তবন মুক্ত প্রকৃতির সৌন্দর্যের সামান্য সমারোহও আনন্দের উৎস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। দয়খ-ভারাক্রান্ত মানব মনে তথন প্রশান্তির সবাতাস ব্যব্দ



আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে
অবিশ্রান্ত; একে একে হয় জড়ো,
এ বয়স কালো লক দীর্ঘন্ধানে
এ বয়স কালো লক দীর্ঘন্ধানে
এ বয়স কালে কেলার থরোখরো।
তবু আঠারোর অনেছি জয়য়নি,
এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর মড়ে,
বিপদের মুখে এ বয়স অর্থানী
এ বয়স তবু নৃতুদ কিছু তো করে।

সারমর্ম : আঠারো বছর বয়স প্রবল অবেণার বয়স, জীবনে ঝুঁকি নেয়ার বয়স। অবক্ষয়ের অজন্র অভিযান্ত এ বয়সে জীবন হয়তো হয়ে উঠতে পারে ক্ষতবিক্ষত। কিছু তার চেয়ে বড় কথা অদয়া, এণপাতি, দূর্বর সাহসিকতা, নবজীবনের স্বপ্ন প্রপায়ণে এ বয়স হতে পারে জাতির অহাযাত্রার চালিকাশন্তি।



আমরা চলিব পদচাতে ফেলি পচা অতীত, পিরি-তথ্য ছাড়ি খোলা প্রান্থরে গাহিব পীত। সূজিব জ্বগং বিভিত্রতর, বীর্ধবান, তাজা জীবন্ত সে নব সৃষ্টি শ্রম-মহান। চলমান-বেগে প্রাণ-উচ্ছল, রে নবসুগের হুটাদল

সারমর্ম : তারণোে উদীপ্ত আত্মপ্রতায়ী যুবসমাজই সৃষ্টি করতে পারে প্রাণ উচ্ছল এক নতুন ভাগং। এজন্য জয়গ্রপ্ত অতীতকে পেছনে ফেলে নবতর পৃথিধী সৃষ্টির উন্মাদনায় তাদের হতে হবে বিশ্রণী। এক্ষেত্রে কাল ক্ষেপপের কোনো সযোগ নেই।



আমাৰই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ, চুলি উঠল রাঙা হয়ে আমি চোখ মেলদুম আকাপে— জ্বলে উঠল আলো পূর্বে পচিয়ে। গোলাপের দিকে ক্রয়ে বললুম 'সুন্দর' সুন্দর হল সে। ডুমি বলবে, এ যে ভকুৰথা এ কবির বাদী নয়। তাই এ কাব্য।
এ আমার অহন্ধার,
অহন্ধার-সমস্ত মানুষের হয়ে।
মানুষের অহন্ধার পটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিশ্র।

পার্যার : ক্রায়ার সৃষ্টিশালায় চলে সৃষ্টির বিচিত্র সাধনা। ফলে সুন্দরের বিচিত্র সঞ্চারে গ্রকৃতি নিজেকে করে ব্যোলা আমসা। নিম্নু প্রকৃতির সে সৌন্দর্য যদি মানুমের চেন্দায় উপজেপা। না ব্যো উঠত, ভারগে বিধাতার ব্যাপ্তিয়ালা নির্বাধিক হয়ে পড়ত। কেননা মানন মনের শৌশর্যানুষ্ঠিতর কাষেই গ্রকৃতির রূপ, বং, রুস ধরা ক্রান্ধান্ত মানুমের অহকেরা। এ এখ ডক্ত কথা নয়। এ হলো চিন্নয়ন সভা।



^{নারমর্ম} : সমগ্র মানবজাতিই পরম্পর আত্মার নিবিড় বন্ধনে আবন্ধ। ভাই সুখ লাভ দূরে থাক মানুষ ^{একা} এক মুহূর্তও চলতে পারে না। সুভরাং সবাই মিলে সুখ-দুহুখ ভাগাভাগি করে একত্রে বসবাসেই ^{পুকুত} সুখ নিহিত।



আমি মঞ্চ-কৰি-গাহি-সেই বেফ-বেছুইনদের গান, ফুল মুলে বার করে অধ্যন্ত বিপ্রথ-এতিয়ান। জীবনের আভিশয়ে যারমা দারম্প উত্ত সুবধ সাধ করে নিল গরকা-বিয়ালা, বর্গা হানিল সুকো আখাদ্রের নিনি-নিছাল-কালে কাল বাধা মানিল না, বর্বা বাদি আহাদের গালি পাড়িল ফুলুমনা, কুপ-মঞ্চ অসংবাধী ব আখা দিয়াছে যারে, ভালি তরে জই গান ক্রমাই, বন্দান করি তারে।

্রীয়মর্ব : জীবনের তারুণো সমস্ত বাধাবিপত্তি জ্ঞাহ্য করে এণিয়ে চলা, প্রাণচঞ্চল, বাঁধভাঙা মানুষের বিষয় করা উচিত। সেক্ষেত্রে সংকীর্ণমনাদের কোনো সমালোচনারই স্থান নেই।



আমি আলো এবং অকলরকে চিনি
ফুল এবং পাখিকে চিনি
ফুল এবং পাখিকে চিনি
ফামান্য কুলাপাট্টা থেকে
বহুতোজী বহু প্রাণী চিনি;
শ্রাম প্রয়ম ক্রোমে ক্রোমে প্রতিশোধে
মানুষরে মত কেউ নায়।
গড়ে গঠে আরুগড়েজী লোকালয়
—মানুষরে প্রয়ম,
মানুষরে প্রথম কামে,
জুলে ওঠে দাবানল
—মানুষর ক্রেমে,
লোকালয় প্রকাশ হবা
স্বাল্য বর্জনে,
লোকালয় প্রকাশ হবা
স্বাল্য বর্জনে,
লোকালয় প্রকাশ হবা
স্বাল্য বর্জনে ব্যামে,
লোকালয় প্রকাশ হবা
স্বাল্য বর্জনে ব্যাম

—মানষের ঘণায়, প্রতিশোধে

সারমর্ম : সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ। মানুষ যেমন অরণ্য পরিকীর্ধ পৃথিবীর বুকে বিশাল সভাতা গড়ে তোলে, তেমনি ক্রোযোলান্ততায় জ্বালিয়ে দের দাবানল, প্রতিশোধপরায়ণতায় পুড়ে তহনছ হয় জনবসতি। আর এভাবেই গড়ার মাঝেই ধাংল নিহিত।



আমি চাই মহন্তের মহৎ পরাণ মুকুতা মাণিক্য নিথি আমারে লিওলা বিথি। চাহিলে এ জগতের রাজত্ব সম্মন। বাঞ্চিত্র পরাণ পেলে মেখে নের মনুযাত্ব —শ্রেষ্ঠ উপাদান প্রাদের সাধক আমি সাধনীয় গ্রাণ।

সারমর্ম : মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ অলভার মনুষ্যত্ব। তাই ঐশ্বর্যময় ভাগতিক সন্মানবহল রাজত্ব নয়, সহজ্ঞসরল ও মহৎ হলয়ের অধিকারী হওয়াই সবার কাম্য। সবাইকে মনুষ্যত্বের বীধনে বৈধে মহৎ প্রাণের অধিকারী হওয়াতেই প্রকৃত সার্থকতা।



আপন করে তাবিস নি তুই এই মুনিয়ার কোনো চিজ কালে যাত্রাগথে শত্রু হয়ে তত্ত্বকথায় ঢালবে বিষ। তাই রজনী-দিন এবাদত কর। তুলেও কতু বাড়াস নি তুই মিছে মায়ার আড়ম্বর সাপের ফলা ভয় মানে না, তার সক-যে আপন সব-যে পর।

সারমর্ম : মানুষ পার্থিব জীবনের সর্বঞ্চিত্ত যাত্রাপথে অনেককিছুই মায়ার বীধনে প্রলোভনে বীধতে চায়। তাই মিছে মায়ার বীধন এডিয়ে জাগতিক বিশ্বজ্বলাকে উপেক্ষা করে প্রস্তীয় উপাসনা করাই সবার উচিত।



আঠারো বছর বয়সে কী দুরুবহ

শর্পায় নেয় মাখা তোলবার মুঁকি,

আঠারো বছর বয়সেই অবরহ,

বিরাট দুরুনাহসেরা দেয় যে উকি ।

আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়

পলাখাতে চায় ভাঙতে পাধরবাধা,

এ বয়সে কেউ মাখা নোয়াবার নয়
অগ্রাধার বছর বয়স জানে না কাঁদা।

সারমর্ম : আঠারো বছর বয়সে দুর্বিনীত যৌবনে পদার্পগের আহরান জানায়। বাল্যের পরনির্ভরনীলতা, স্কলয়, শক্ষা ত্যাগ করে দুরুসাহসী স্বপ্ন, কল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণের উপযুক্ত সময় হচ্ছে এই সন্ধিক্ষণ।



আমি যেন কোন এক বসন্তের বাতের জোনাকি, অববা দিনর পেয়ে কোন দীন আকাশের পার্বি, আমি যেন ছোট নদীর বুক করা হোট ছোট টেউ, সে নদীতে রাদা করে গাঁরের মেরোরা কেউ কেউ। আমি যেন কোনো এক পথপ্রান্ত অয়েনা পবিক, দুষও তারিবার থাকি যে-আকাশ আলো বিকনিক, আমি যেন কত বন কত যেন, বাসুতীর, অববা অনেক রাতে একমুঠো চাঁনের আবির।

সারমর্ম : অপারণ সৌন্দর্যের গীলাভূমি এ পৃথিবী। এ সৌন্দর্য মানুষের মনকে নাড়া দেয়। ফলে এ সৌন্দর্যের সাথে সে একাথ্য হয়ে যায়। আর এ একাত্মভার আনন্দরস উপভোগের জন্য সে, রাভের জোনকি, মীল আকাশের পাথি বা প্রবাহমান নদীর বুকে সৌন্দর্য খুঁজে ফেরে।



আমার গানের সন্মৃত্র দুর নব্যুকু আরাধনা এই হৃদরের সব সৌরত-আসদার ব্যঞ্জনা একার আর অকুষ্ঠ হয়ে বহু বাতাক্যন ভারে আবাত হেলেছে, পেতেছে দুহাত দুরালায় বারে বারে। মোলেদি ভিছুই।
এ মার্টির কাছে আছে আমানের এমনি অশেষ কথা। এমার্টির কাছে আছে আমানের এমনি অশেষ কথা। এমার্টির কাছে আছে আমানের এমনি অশেষ কথা। ভারাজীবনের পুললা কমান ভালা মান্দান নানে। ভাই বোলনার বহিব ও প্রাণে মাধুর্যে সুনিবিভ, রারা লাগাকের ভাজত্বপে তাই বাঁধিনাম নীড়। জীক্ষ নকর উদ্যাত যার ভারে জালোনিসামা দুদ্দানে যার ভারে জালোনিসামা দুদ্দানে যার ভারে জালোনিসামা দুদ্দানে যার ভারে জালোভালিশা তার নাম।

সারমর্ম : অন্যের দেবান্ত্রতী ও ত্যাণী মানুষ জীবনের সবটুকু শক্তি দিরে প্রাণের সম্পূর্ণ তালোবাসা দিয়ে নিজেদেরকে কল্যাপে নিয়োজিত করেন। প্রতিদানে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে আছন্ন বৃহৎ মানবগোচী এদেবকে আঘাত করনেও এরা দে পথ থেকে সরে আদেন না। বরং তাদের কল্যানেই কাজ করে যান।



আমরা নতুন আমরা কুঁড়ি নিখিল বন নন্দনে, থক্তে রাঙা হাসির রেখা জীবন জাগে স্পন্দনে।

লক্ষ আশা অন্তরে

ভূমিয়ে আছে মুক্তর ভাষা গাঁগড়ি পাতার বন্ধনে। সুকল কাঁটা ধনা করে ফুটবো মোরা ফুটবো গো, অরুল রবির সোনার আলো দু'যাত দিয়ে ফুটবো গো। দিন্তা নবীন গৌরবে

ছড়িয়ে দেব সৌরতে, আকাশ পানে তুলব মাখা, সকল বাধা টুটবো গো। সাগর জলে পাল তুলে দে, কটেবা হবে নিকদেশ, কলম্বনের মতোই বা কেউ পৌছে যাবে নতুন দেশ। জাগবে সারা বিশ্বময়। এ রাঞ্জলী নিম্ন নয়

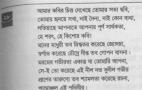
জ্ঞান-পরিমা শক্তি-সাহস আজও এদের হয়নি শেষ। সারমর্ম : শিত-কিশোরদের অবুথ মন সবজের প্রাণ প্রাচুর্যে তরা। এই প্রাণ প্রাচুর্যের আবেগে তরা বিংল সর্বন্ধ নব নব অভিযানে অবতীর্ণ হয়ে প্রমাণ করতে পারে জ্ঞানগরিমা-শক্তি-সাহসে বাঙ্কণির শ্রেণ্ড ।



আমি ভালোবাসি দেব, এই বাঙলার দিশান্ত এলার ক্ষেত্রের যে শান্তি উদার এক্ষার আগোল পান্তের বিরোগের বার এক্সার বাগাল, যে মাধুরী একানিশী নদীর নির্কাল তটে আলার কিন্তিনী তরল করোলানোলে, যে সরল বেহ তরলক্ষারা সাথে মিশি বিশ্বপদ্বী গেহ অঞ্চলে আবরি আছে, যে মোর ভাল আকালে বাগালে আরা আলোকে মান সম্বোহর ক্ষান্ত্রিক বা বাগালে মান

করে আশীর্বাদ, যথনি তোমার দূত আনিবে সংবাদ তথনি তোমার কার্য্যে আনন্দিত মনে সব ছাড়ি যেতে পারি দুঃখে ও মরণে।

সারমর্ম : বাংলার অপরূপ পল্লি প্রকৃতির মাঝে শ্লিপ্প জীবন-যাপন সবারই প্রিয় । কিন্তু দেশ রুপর প্রয়োজনে, কর্তব্যের আহবানে এ জীবন বিসর্জন দেয়ার জন্যও সবার প্রস্তুত থাকা উচিত ।



সারমর্ম : শরতে বাংলার প্রকৃতি অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়। সোনা ঝরা রোদ, জ্যোৎসামাথা রাত, সুনীল জ্ঞজাদের মাঝে যেন শরতের পূর্ব প্রকাশ ঘটে। তার এ শ্যামল রূপ যেন পৃথিবীর শ্যামাঞ্চলেরই প্রতিক্ষর।



আয় অন্ধকারে বন্ধ দুয়ার খুলে বুনো হাওয়ার মত আয়রে দুলে দুলে গেয়ে নতুন গান,

যত আবর্জনা উড়িয়ে দেরে দূরে আজ মরা গাঙের বুকে নতুন সূরে ছড়িয়ে দেরে প্রাণ

যাক বান ডেকে যাক বাইরে এবং ঘরে, আর নাচুক আকাশ শুন্য মাথার 'পরে, আসুক জোর হাওয়া, আকাশ-মাটি উঠুক কেঁপে কেঁপে গুধু ঝড় বয়ে যাক মরা জীবন ছেপে, বিচালি দিয়ে ছাওয়া—

আয় ভাই বোনেরা ভয়-ভাবনা হীন সেই বিচালি দিয়ে গড়ি নতুন দিন।

শীরমর্ম : স্থিতিতে নয়, গতিতেই মুক্তি। তাই গতিশীল জীবনের মাধুর্য উপভোগই সবার কাম্য হওয় ^{জীঠিত}। যোক না তা বড়ো হাওয়ায় ধুলি-ধুসর এবং দীনহীন।



আশার ছলনে ভুলি কি ফল পভিনু, হায় তাই ভাবি মনে। জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিদ্ধ পানে যায়:

ফিরাব কেমনে? দিন দিন আয়ুহীন হীন বল দিন দিন, তবু এ আশার

নেশা ছুটিল নাঃ এ কি দায়!

সারমর্ম : প্রত্যেক মানুষকে একদিন মৃত্যুর স্বাদ নিতেই হয়। কালের আবর্তনে মানুষ বৃদ্ধ হয়। শক্তি হারায় তবু তার পার্থিব সুখ-সম্পদের মোহ কাটে না। ফলে আশার ছলনায় ছুলে সে জীবনের প্রকৃত দর্মনা উপলব্ধি করতে পারে না।



ইক্ছা করে মনে মান
ক্রন্তাতি হইয়া থাকি সর্বলোক সান
দেশা পালাকে, উদ্রুদ্ধ করি পান
মূর্বাত নালাক ইত্তা থাবিক প্রবাধ
ক্রন্তাত করি
ক্রন্তাতি করি
ক্রন্তাতি বিভাগ
ক্রিক্তাত বা
ক্রেক্তাত বা
ক্রিক্তাত বা
ক্রেক্তাত বা
ক্রেক

সারমর্ম : জ্বণতের মাথে নিজেকে বিভিয়ে দিয়ে বিশ্বের বিশ্বর সব মানুষের আত্মীয় হতে পারলে, সব মানুষকে ভালোবাসতে পারলেই জীবন সার্থক ও সুন্দর হয়ে ওঠে। তখন পরের ঘর আর পর থাকে না, সকলকেই আপন মনে হয়ে।



ইনলাম বলে, সকলেন ততে মোরা স্বাই,
সুধ-মুখ্য সমভাগ করে নেব সকলে ভাই
নাই অধিকার সকলে ভাই
নাই অধিকার সকলের ভাই
কারো আঁথি ভালে কারো আড়ে কিরে জুলিবে দ্বীপদ
দু জনার করে কুলন নদীর, লাবে লাবে ববে বন নদীব।
এ নাই বিধান ইনলামের।
উন-উল-কিতর আনিয়াহে তাই নব বিধান,
ওগো সকলী উত্তুর যা তা কর দাদ,
দুখার অধু হোল সবার।
ভোগের পেয়ালা উপচারে পড়ে ভব হাতে
দুখারুক্রের হিস্পা আছে ৩-পেয়ালাবে
দিয়া ভোগ করি, দেলার।

সারমর্ম : অর্থনৈতিক বৈষমা নয়, শান্তি ও সাম্যের ধর্ম ইসলাম। ঈদুল ফিতরে নিজের উত্বত অ^{পরকো} দান করার মধ্যেই উক্ত সাম্যের প্রমূর্ত প্রকাশ। ভোগে নয়; ভ্যাগ, সাম্য ও সমক্টনেই ইসণা^{মের} প্রকৃত ডাপর্থে নিহিত।



উড়িয়া মেঘের দেশে চিল কহে ডাকি, কি করা চাতক ভারা ধূলি মাঝে থাকি। কোখার উঠেছি চেয়ে দেখ একবার এখানে অসিতে পার সাধা কি তোমার। চাতক কহিছে, তবু নিচে দৃষ্টি তব, সদা ভাব কার কিবা গ্রেম মাবিয়া লব। মোঘ বারি ভিন্ন অন্তাঞ্চল মাধি খাঁই, তাই তারি নিচে থেকে উর্ধা মধ্যে চাই।

ন্তমর্ম: সামাজিক অবস্থান বা বংশ পরিচয় নয় যে কোনো অবস্থানে থেকেই কর্মের মাধ্যমে মানবিক প্রারক্তির বিকাশ ঘটানো সঞ্চব। তাই নিজের সৃষ্ঠ মনুষ্যতুকে জাগ্রত করার মাধ্যমে জাগতিক কল্যাণ প্রায়হ সবার কাম্য।



উড়িল থানের খুলি নামান্ত কলন ভুলি নরে সভা যুকক যথন কটি অনুতের দেশ মন্ত্রণার একশেব বাটি, দুরে করে গলামন; দুই যাতে খুলিরাশি মাখিয়া কৃথক বালি, হর্ষ গাদৃ গাদৃ ভাবে কয়-চিরাদিন এই খুলি মাখি যেন সব ভুলি এ খুলি সোনার বাড়া জীবলে হয়ো না হারা চিরাদিন মোর নেদেশ ব'মো রোগের গুরুণ খুলি সম্পদ্দ জন্মভূমি মরবলর শেষ পামা হয়ো।

শব্দর্ম : পাচাত্য শিক্ষিত নগরবাসী এদেশকে চাযা-ভূষা ও অসভ্যের বলে অবজ্ঞা করে। তারা স্ফুনিক সভাতার মোহে অন্ধ হয়ে জননী, জন্মভূমিকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারে না। অথচ তারা স্থাননা সভা তারাই যারা তাদের জন্মভূমিকে জনাভূমির ধূলিকে আশিবাদ বলে মনে করে।



এ দুর্জগা দেশ হতে হে মঞ্চলমা,
দূর করে লাও ভূমি সর্ব ফুল ভয়লোকভয়, রাজভয়, মূড়ান্ত আর ।
দীনপ্রাণ দূর্বপের এ শায়াণভাব,
এই চিত্রপেকগায়লা, ধূলিতলে
এই লাত্ত অকাতি, দতে গালে পাল
এই আয়ু-অবমান, অভরে বাহিবে
এই দাসন্তের বছ্কু য়েছ কালিবের
সমস্রেক কালিবের

মনুষ্য-মর্যাদা-গর্ব চির পরিহার—
এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ-আঘাতে
চূর্ণ করি দূর করো। মঙ্গলপ্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোক—মাঝে, উল্লক বাতাসে।

সারমর্ম : মানুদের জীকাকে সুন্দর ও সার্থক করতে হলে চাই মুক্তি। বন্ধনের দাসত্বে জীবনের নিজ্ঞা রুদ্ধ হয়ে পড়ে, মনুন্থাব্ধবাধ ও মর্থাদা হয় খতিত। আত্ম-অবমাননা মানুদের জীবনারাভকে খাঁধ ও সংকীৰ্ব করে তোলে। উদার মুক্তির স্পর্শেই মানুন্ধ মহৎ হতে পারে এবং ব্যক্তিত্ব ও মনুন্যত্বের বিজ্ঞা ঘাটাতে পারে। তাই সমন্ত লাঞ্জনা আর বঞ্চনা উপেক্ষা করে মুক্ত আকাশের নিচে জাতি মাথা উঁচু করে দাঁডাকে—এটিই আজকের কামনা।



এই-সৰ ফু মান মুক মুখ নিতে হবে জযা; এই-সৰ প্ৰাণ্ড কৰু জয়া ব্ৰকে ধ্বনিয়া কুলিতে হবে আদা; ভাকিয়া বলিতে হবে— মুন্তৰ্ভ কুলিয়া পিবা কাৰম দিন্তাত কৰি সংবং, মান্ত ব্ৰহ্ম ছবি জাতি বে কাৰমা ক্ৰিয়া কৰাম কৰে, মান্তৰ্কী জালিতে কুমি, তাৰীন সে পদাহিবে ধেবো । মান্তৰ্কীয়া কৰে সংক্ৰমান কৰাম কৰিব সিংক পৰকুৰুক্তেৰে মান্ত সাংক্ৰমান মিলে । দেশতা বিমুখ ভাবে, কোহ নাহি সহায় ভাহাম; মুখ্য কৰে আন্তালন, জানে সে হীনতা আন্দানৰ মানে মানে।

সারমার্য : দাবিদ্রোর নিম্পেয়ণে জারীবত, অত্যাচারে পর্ফুলন্ত, হতাশায়ন্ত দুংখী মানুষের দুংল ৫ অণীর দূর করার জনো চাই নদুন শক্তি ও প্রেপ্তা। তাহলেই অন্যায় ও অত্যাচারের অপপতির বিকক্ষ তানেন ঐক্তাৰক, সংগঠিত ও অনুপ্রাণিত করা সম্ভাব হবে। ঐক্যাৰদ্ধ জনতার সম্মিণিত প্রতিবাধ ও উঠ মুখার সামনে অভ্যাচারীর পরাজয় অনিবার্য।



একমা পরমমূল্য জন্মকণ দিয়েছে তোমায় আলম্বক। প্রশের দুর্গতন্তন্তা লভিয়া বালেছ সূর্ব্ধ-ক্ষতার লভিয়া বালেছ সূর্ব্ধ-ক্ষতার সাথে। দুর্ক আকালে ছায়ালথে যে আলোক আসে নামি ধরণীর শ্যামল ললাটে নে তোমার চন্দু চুর্বি তোমারে বেইবছে অনুষদা ক্ষাত্তার কার চুলাকের সাথে; চুর্বু কুলাকের বতে মহাকলা যারী মহাবাদী পুলা মুকুর্তের তব তভক্তবে দিয়েছে সন্ধান, তোমার সম্বন্ধ দিকে আত্মার ঝারার পছ লেছে চলি অনজের পালে—

নামার্য : জনা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ ওজনীন বিশ্বলোকেন সঙ্গে অনুভব করে অবিজ্ঞোন ও নিরন্তর আর্ক্তির সঙ্গের সুগতীর সম্পর্কের মধ্য দিয়েই বিকশিত হয় তার জীবন। তার অভিত্মত সেই অব্যাহ কিন্তু সামান্ত্র জীবন শেযে অনিবার্য মৃত্যুর পথযান্ত্রায় মানুষ নিয়ম্পন্ত নিয়ম্যৰ পথিক।



এসেছে নতুন শিণ্ড, ভাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান; জ্বীৰ্ণ পৃথিবীতে বাৰ্থ, মৃত আৱ ধাংসকুপ-পিঠে চলে যেতে হবে আমাদের। চলে যাবো— তবু আজ যতঞ্চল দেহে আছে প্রাণ প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জল। এ বিধাকে এ শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাবো আমি—

নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

সার্ম্মর্য : ভবিষৎ প্রজন্মের সুশম্য জীবনের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী নির্মান প্রত্যেকের কর্তব্য। পুরাতন এবী থেকে জরা-জীন, ব্যর্থতা ও গ্লানী অপসারণ না করলে নতুনের প্রতিষ্ঠা সম্বব নয়। তাই বিশ্বাস্ত সন্দর ও স্থান্নি করে সাজিয়ে শিশুনের বাসযোগ্য করে যাওয়া উচিত।



একদা ছিল না জুতা চরণ ফুগলে
দহিল কুদর সম দেই ফোডনালে।
দ্বিলি কুদর সক্ষ দেই ক্রেডনালে।
দ্বিলি কুদর কর্মান কর্মান দ্বোলি কর্মান কর্মান দ্বোলি ক্রেডনাল্যে ডজন করণে।
দেশি সেথা এক জন পদ নাহি তার জমনি জুতার খেদ ঘূচিল আমার।
পরের দুস্তুথর কথা করিলে চিডন আপনার মনে দর্মণ থাকে কডক্ষণ।

শীর্ষ্মর্ম : পরের দুঃখকষ্টকে উপলব্ধি করার মধ্যে জীবনের প্রকৃত সার্থকতা নিহিত। কেননা দুঃখীজনের ক্ষা চিন্তা করলে আপনার দৈন্যা মনে স্থান পায় না।



वार्षे या मारात व्यानात क्रिके निक्किन भारत पार्थ होंकि नामा जाय होंकि मारात पार्थ होंकि मारात पार्थ होंकि मारात पार्थ होंकि मारातिगत व्यानात कर कम्माचीं, किरान बांकार प्रमु आटक खुद मुंक्यूकानि, व्यान्य वाहण्यत प्रमु, वाहण द्वार मुंक्युकानि, व्यान्य वाहण्यत प्रमु, वाहण द्वार हार्य क्रिकेट क्षाका कृष्ण के पार्थ कर्मा करियों का मारात प्रमु क्षा का प्रमु क्षा किरोदि क्षाका कृष्ण कर्मा करियों क्षाका कृष्ण कर्मा करियों क्षाका कृष्ण कर्मा करियों क्षाका क्षान करियों क्षाका क्षान करियों क्षाका क्षान एस्ट किरोदि क्षाका क्षान करियों क्षान करियों क

সারমর্ম : কুথাকাতর ও বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানো সামর্থাবান মানুষদের নৈতিক দায়িত্। নিজ্রে সামর্থাকে কাজে লাগিয়ে দুঃখী-নিয়ন্নে কষ্টকে ভাগাভাগি করে দেয়ার মধ্যেই মেলে মহড়ের পরিচয়। জাট এটাট সবার কামা হওয়া উচিত।



এ জীবলে যে যাহারে প্রাণ ভবি ভালবানিয়াছে— উচ্চ হেকে চুচ্ছ হোক দুরে ছিল্মা থাক ভাহা কছে, পাত্র বা অপাত্র হেক, প্রেমেই প্রেমের সার্থকতা, পরি বা অপাত্র হেক, প্রেমেই প্রেমের ভারতা । প্রেমিকের অক্রলতা মন্দানিনী চিক-প্রবাহিত, প্রংগাত্তির নিজ্জাল বর্তা পিয়া হয় যে সাঞ্চিত, মর্তের লিক্লা-প্রেম বর্তা পিয়া হয় যে সাঞ্চত, মর্তের লিক্লা-প্রেম বর্তা পিয়া হয় যে সাঞ্চল, সন্দ্রমানার্যার বয় প্রশ্নার পরিসাল।

সারমর্ম : প্রেম মহান। প্রেমে বার্থতা বা বিরহ বলে কিছু নেই। কোননা প্রকৃত প্রেম বার্থতাকে ইন্ডা করে নোয়। তাই সাময়িক লাভ ক্ষতির হিসাবে নয়, প্রেমকে দেখতে হবে চিরায়ত ও স্থগীয় আনন্দে মর্যানায়। বস্তুত প্রেমেই প্রেমের সার্থকতা।



এক কুল তেঙে নদী অন্য কুল গড়ে, দূৰিত বায়ুৱে লয় উড়াইয়া ঝড়ে। তীব্ৰ কাল কুটে ইয় কন্ধ রসায়ন, কাক করে কোবিলের সভান পালন। দলে বটে, মধুচক্র গড়ে মধুকর বক্ত হানে যদিও বারি চালে জলধর সুখ-দূরখ, ভাল-মন্দ জড়িত সংলাবে অবিশ্বিশ কিছ নাই সাষ্টি বিধাতার।

সারমর্ম : মানবজীবনে সুখ এবং দুহুখ পর্যায়ক্রমে আসে। পৃথিবীতে অবিমিশ্র সুখ বা দুহুখ বলে কিছু নেই। সুখ-দুহুখ মিলেই এই জগৎ।



একি রঙ্গ। অমুনপ্ত জন্ম মৃত্যু থেলা,
ভঙ্গ বন্ধী পণ্ড-পাজী-পত্যম্বে মেলা।
মুক্ত হার, অবারিত প্রাধের ভালর,
অকলাহ মবলিকা মারখানে তার;
কবে বল, কোখা কোন নেপথ্য আড়ালে,
কোন রজনীর প্রাপ্তে দীঙ্ক চকনালে,
মুলাইবে এই বিবহুণ পারাবার শেষে
চরিব অন্যন্ত বেলা তেমারি উচ্চম্পো।।

সারমর্ম : নশ্বর জীবকুল জন্ম-মৃত্যুর মাধ্যমে অবারিত প্রাণের ভারার রচনা করে। তাই নম্বর্ত্তা ধাকলেও সমষ্টিগত অমরতা লক্ষণীয়। এজন্য বিরহ কখনো ফুরায় না। ওরা চিরকাল

টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল;

বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে—

নগরে প্রান্তরে।

রাজছত্র ভেঙ্গে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে; জয়স্তম্ভ মৃড়সম অর্থ তার ভোলে;

রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত—আঁথি শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি। ধরা কাজ করে

কাজ করে দেশ-দেশান্তরে।

জাৰ্ম্ব : মানসনভাতার ইতিহাস বহু সাম্রাজ্যের উথান-শতদের ঘটনায় পরিবীর্ণ হলেও কালগার্ত রাজপতির সব প্রাপ্ত বিদীন হয়ে গেয়ে। যদ্যানিতে প্রয়োধীৰ মানুহকে অবলান ইতিহাসে বিছি বা পোপাও আসের প্রথমে কমসেণ অত থেয়েয়ে মানন অত্তির, গাড়ে উঠেছে মাননভাততা। আই রাজা-মাজভার কাহিনী বিশ্বতির অতল গরে উলিয়ে প্রথম্মের প্রাধানী মানুহক্তর এই কুনিক মহাবাসাধার পাভায়ে চিন্ন ভাগর হয়ে ধানবং।

ওই দূর বলে সভ্যা নামিছে খন আবিরের রাগে, আমনি করিয়া পুটারে পড়িতে বড় সাধ আছ জাগে। মজিল ইউতে আমান ইবিল্ডে ড্রা-সকল মুক, মোর জীবনের রোজন্টেমামত অবিতেটি কত দূর। জ্যোভ্যতে দালু মোদাজাত কর, 'আয় খোলা! রহমান। ক্তেম দানিক করিত সকল মৃত্যু-অবিত-প্রাণ।'

गढमर्च : वार्कक जीवानत त्यम खत्र यथन मृज्य ठाठना क्षेत्रण राज्ञ भारापः वार्मानाक मकात्र आयान निमक खबनान घंडिता जीवानत देखिठाठनारिक जागिता राजाल । करण आयारानत कवण मृत्यत्र मार्थ विकासमारानत जानना ध्वकारात दारा मृज्य छिखाजनिक कडे मृतीकृठ दश ।

86

ওরা কারা বুনো দল ঢোকে এরি মধ্যে (থামাও, থামাও), স্বর্গশাম বুক ছিড়ে অন্ত হাতে নামে সারী কাপুরুষ, অমম রাষ্ট্রের রক্ত পতাকা তোলে, কোটি মানুষের সমবারী সক্ত সতাকা তোলে, কাটি মানুষের সমবারী সক্তাতার ভাষা এরা রদ করবে ভাবে, মক্ব-পত মারীর অন্ততা থড়ে হালে অসহায় নরনারী।

কর্ম : রাজের আঁখারে নিরন্ত মানুকর ওপর আখাত হেনে অধম হানাদার বাহিনী চরম কাপুক্ষতার কিছা নিয়েছে। এ ধরনের কাপুক্তব্যোতিত চিন্তা-ক্রতনার কারপেই তারা এদেশবাসীর মুখ্বর ভাষা তেন্ত্র নিতে সেয়েছে, তহুনত্ব করেছে স্বপ্নে গড়া নেশকে। যদিও এদেশবাসী তাদের পতত্ত্বে কাছে ক্ষম ক্রান্ত্রনার ক্রান্ত



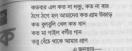
ওই যে লাউরের জাংলা-পাতা ঘর দেখা যায় একটু দূরে, কুনকরালা আনছে ফিনে পুরুর হতে কলাসী পুরে। ওই কুঁড়েম্বর উত্তার মার্কেই যে চিরসুধ নিরাজ করে, নাই রে সে সুক আট্রালিকায়, নাই রে সে সুব রাজার ঘরে। কত গভীর কৃতি যে গুলিবয়ে আছে পারী-প্রাপে, জানুক কেন্দ্র নাই বা জানুক সে কথা মোর মনই জালে। মারের পোপন বিত্ত যা তার শৌজ পেরেছে গুরাই কিছু, মোনের মাসের অতাই গুরা আর স্কুট্টন নাকো মোনেবে শিছু।

সারমর্ম : সবুজ-শ্যামলে দেরা পল্লীর ছোট কুঁড়েখরে যে প্রশান্তি আছে, শহরের বিশাল অট্টালিকার প্রাচুর্জ মধ্যেও তা নেই। কেননা শহরের মতো পল্লীতে মোহ ও অর্বাচিন সুখেব পিছনে ছোটার প্রবণতা নেই।



ওট-যে দাঁডায়ে নতশির মুক সবে, মান মুখে লেখা গুধু শত শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনী, ক্বন্ধে যত চাপে ভার বহি চলে মন্দর্গতি যতক্ষণ যাকে প্রাণ তার-তোর পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি, নাহি ভৎসে অদষ্টেরে নাহি নিন্দে দেবতারে শ্বরি, আনবোর নাঠি দেয় দোষ। নাহি জানে অভিমান, ত্তধ দ'টি অনু খুঁটি কোনোমতে কষ্ট ক্লিষ্ট প্ৰাণ রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অনু যখন কেহ কাডে. সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বন্ধে নিষ্ঠুর অত্যাচারে, নাহি জানে কার দারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে, দরিদের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে মাবে সে নীরবে। এই সব শ্রান্ত-শুক ভগ্ন বকে ধ্বনিয়া তলিতে হবে আশা, ডাকিয়া বলিতে হবে-মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে: যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীব্ন তোমা-চেয়ে যখনি দাঁড়াবে তুমি সন্থুখে তাহার তখনি সে পথকুরুরের মতো সংকোচে সন্ত্রাসে যাবে মিশে। দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার; মুখে করে আক্ষালন, জানে সে হীনতা আপনার মনে মনে।

সাবমর্ম : শিক্ষা ও জানের আলো থেকে বঞ্চিত মানুষ অত্যাচার-অবিচারকে বিধাতার বিধান বর্গে কর্ত করে। এরা জানে না এটা অন্যায়। তাই এদের জাগাতে হবে। এদের মুখে দিতে হবে ওল্যারে বিকাজে প্রতিবাদের ভাষা। তবেই সমধ পণজাগবণ।



কুষাণ, কুমোর, জেলে, মাঝি, তাঁতি আর কামার, অমর দেশের মাটিতে মানুষ ভাসের প্রাণ, মূঢ় মূড়ার মূখে জাগে তাই কঠিন গান।

ন্তর্যের : বালোর মানুষ অপরাজের গ্রাণশক্তির অধিকারী। ইতিহাসের সুদীর্ঘ কাল পরিক্রমার বালোর যুকে ক্রান্তর্যাক্ত কাল, দায়া ও বাগীর আক্রমণ, জনপদ হয়েছে পুক্তিও। কিছু গ্রাম বালোর প্রমন্তীবী মানুকের প্রমে ক্রান্ত্রম অব্যাহত রয়েছে জীবনধারা। তাদের মুদ্যান্ত্রমী কর্মশক্তিতে জেপেছে অমব্যক্তের গান।



কৰি, তবে উঠে এবেশ—যদি থাকে প্ৰাণ তবে আই দাহ সামে, তবে ভাই দব্যে আছি দান। বড়ুই দাহিল, পুলা, বড়ো ছানু কেইন সংলান বড়ুই দহিল, পুলা, বড়ো ছানু কে, অছকান। অনু চাই, প্ৰাণ চাই, আপো চাই, চাই মুক্ত বায়, চাই ৰূল, চই বাছা, আনদ-উজ্জ্বল প্ৰদায়, সাহস্পবিক্তৰ বন্ধপণি। এ দেয়া মানাবে, কবি, এবাৰা বিষয় এলাপ বহিতে বিশ্বালৈ ছবি—

নাম্মার্য: জাতীয় জীবনে সংকট উত্তরণে ও জাতির পুনরুজ্জীবনে কবিকে পালন করতে হয় মহৎ নামাজিক দায়িত্ব, হতে হয় সত্যেতন ও অফ্রাণী। আদান সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে চিনি জাতীয় জীবনে সম্বাধ নামাজ প্রামের নামাজিক ও প্রত্যালীও জীবনের আকাজনা, সংকট উত্তরণে জোপাতে পারেন সাহস ও ^{পাই}, হলাশা-নিমাজ্ব জাতিকে তিনি দেখাতে পারেন নামাজিকের প্রশ্ন।



কহিল মনের খেলে মাঠ সমতল মাঠ জরে নেই আমি কত শাসা ফল পর্বত দাঁজারে রহে বি জানি কি কাজ পায়াগের সিংহাসনে তিনি মহারাজ বিধাতার অবিচার কেন উঁচু-নিচু সে কথা আমি নাহি বুবিগতে পারি কিছু। চিরি কহে, সব হলে সমতল পারা, নাহিত কি মহাবাদের সমধ্যে ধারাঃ



কিনের তরে অন্ধ্রু খারে, কিনের লাগি দ্বীর্থানা । হাসায়ুলে অনুটারে কারব মোরা পরিহাস । রিক যারা সর্বহারা, পর্বহারী বেথে তারা, গর্বহারী ভাগালেবীর নরকো তারা ক্রীতদাস । হাসা মুগ্র অনুটারে করব বোরা পরিহাস । আমরা সুগ্রের স্কীত বুকের ছায়ার তলে নাহি চরি। আমরা সুগ্রের স্কীত বুকের ছায়ার তলে নাহি চরি। ভাগু চাকে স্বাধাসাধ্য বাজিয়ে যার জাববাদা, দ্বিম্ম আনার মজা তুলে ভিন্ন করব নীশাকাশ । হাসামুগ্রে অনুষ্ঠারে করব মোরা পরিহাস—

সারমর্ম : মানবজীবন এক বৃহত্তর সংগ্রামের ক্ষেত্র। সেখানে সুখ-দুরুখ দুইই আছে। তাই দুয়েখ তেত্র পড়া কখনো কায়্য হতে পারে না। আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে সমস্ত দুরুখ-কট্ট ও বিপদ-বাধানে ভগ্ন করাই প্রতিটি মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার লক্ষ্য হওয়া উচিত।



কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদ্রা মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেই সুরাসুর। রিপুর তাড়নে যখনি মোদের বিবেক পার গো লয়, আত্মানীক নরক অনাক তথনি পুড়িতে হয়। প্রতি ও রেমের পুণা রীধানে যের মিলি পরশারে, স্বর্গ আসিয়া সাঁড়ায় তথন আমাদের কুঁড়েখরে।

সারমর্ম : স্বর্গ ও নরক পরলোকের ব্যাপার হলেও ইহলোকেও তাদের অন্তিত্ব অনুভব করা যায়। বিবেকবোধ বিগর্জন দিয়ে অন্যায় ও অপকর্মে লিঙ হলে মানবজীবনের দেয়ে আনে নরক-যত্ত্বণা। অর মানুবে-মানুবে প্রেম-গ্রীতিময় সুদশর্পক গড়ে উঠলে পৃথিবী হয়ে ওঠে স্বর্গরাজ্ঞা।



কে তুমি খুঁজিছ জাদীশে ভাই,
আরমাপাতাল জুড়ে কে তুমি বিশ্বছিৰ দন জবলে,
তুমি পাহান্ত-দুড়েই হায় ঋষি দরবেশা,
স্কুকর মানিকতে কুকে ধরে তুমি বৌজা ভাবে দেশ দেশ ।
সৃষ্টি মরেছে ভোমা পানে কেরে তুমি আছা চোম খুঁজা,
স্কুলার বাটালে—আপনারে তুমি আপনি বিশ্বিছ খুঁজা।
ইক্ষা, আছা থাঁকি খোলো, তেমা দর্শপে নিজ কারা,
দেখিবে ভোমারি দল অবাবা, কার্মান পাড়েছে ভাঁহার ছায়।।
সকলের মানের প্রকাশ ভাঁহার, সকলের মানের ভিনি,
আমানের কিবিয়া আমার অদেশা জন্মানারে চিনি।

সারমর্ম : হাটা তার সৃষ্টি মধ্যেই বিরাজমান। তাই সংসারধর্ম ত্যাপ করে দেশ-দেশাবার কির্থী বনজঙ্গলে যুব্রে বেড়ালেই তাকে পাওয়া যায় না, তাঁকে পেতে হলে মনুযাত্ত্বে বিকাশ ঘটাতে ^{হয়,} অন্তরাধাকে জাগিয়ে ফুলতে হয়, সর্বেগরি মানব্যগ্রমে নিজেকে বিশিয়ে দিতে হয়। কবিল গভীর বাতে সংসার বিবাগী,
"গৃহ তেরাগিব আজি ইউ-দেব লাগি।
তে আমারে ভুগাইমা রেবেংছে এখানো"
দেবতা কবিলা, "মারী।" তাদিন না কানে।
গৃত্তিমানু পিতটিরে আঁকড়িয়া বুকে
রেরমী শায়ার প্রান্তে মুম্মাইছে মুখে।
কবিলা, "বে তেরা, তের মারার ছলনা।"
দেবতা কবিলা, "আমি"। কেহ তদিল না।
ভাকিল পদন ছাড়ি, "তুমি কেথা প্রস্তুগ"
দেবতা কবিলা, "আমি"। কেহ তদিল না।
ভাকিল পদন ছাড়ি, "তুমি কেথা প্রস্তুগ"
দেবতা কবিলা, "বেখা।" তদিল না ততু।
স্পানে কাঁলিল পিত জ্বান্দীরে টাদি,
দেবতা কবিলা, "বিদ্যা।" তদিল না বান্ধী।
দেবতা বিশ্বাস ছাড়ি কবিলেন, "যায়,
আমারে ছাড়িয়া ছাড়ি কবিলেন, "যায়,
আমারে ছাড়িয়া ছাড় কবিলোৰ, "যায়,

নারমর্ম : সংসারধর্ম ত্যাণ করে কখনো বিধাতাকে পাওয়া যায় না। তাকে পেতে হলে তার সৃষ্টিকেই আগে ভালোবাসতে হবে। কেননা স্রুটা তার সকল সৃষ্টির মধ্যোই বিরাজমান।



কে বলে তোমারে বন্ধু, অম্পূর্ণা অর্থাট ভটিভা চির্বাহে সদা তোমারি পিছনে।
চুমি আছ, গৃংবাদে এই আছে ক্রাচি, মইলে মানুল বৃত্তি বিছের কর্ণি, মইলে মানুল বৃত্তি বিছরে মেত বনে।
শিক্তজানে দেবা তুনি করিতেছ সংব,
ছুচাইছ রারিনিদ সর্ব ক্রেম মানবে,
হে বন্ধু, তুমিই একা জেনেছ সে বাদী।
দির্বিচারে আবর্জনা বহু অর্থনিশ
দির্বিকার সদা এটি তুমি গঙ্গাজন।
মীলকের করেছেল পৃত্তীরে নির্বিবা;
আরা তুমি — তুমি ভারি করেছে নির্মাণ।
বাদ বন্ধু, বুমা বীর, শক্তি দাও চিতে—
কল্যানের কর্ম করি লাঞ্জনা গরিতে।

নিৰ্মৰ্ধ : সভ্য সমাজে নিমশ্ৰেণীর কর্মকাণ্ডে জড়িতদেরকে অম্পূণা বা অবচি বলে মনে করা হয়। ত্বিত আনের কন্যানেই পৃথিবী আজ কদবাদের উপযোগী হয়েছে। তাই তাদের কাজকে দুগা না করে উদাৰ প্রতি সকলের সম্মান দেখানো উচিত।



কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ, সমস্ত পথিবী চলিতেছে যতদর ত্তনিতেছি একমাত্র মর্মান্তিক সর 'যেতে আমি দেব না তোমায়।' ধরণীর প্রান্ত হতে নীলাদ্রের সর্বপান্ততীর ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদান্ত রবে 'যেতে নাহি দিব: যেতে নাহি দিব।' সবে কহে, 'যেহে নাহি দিব।' তণ ক্ষদ্ৰ অতি. তাঁরেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসমতী কহিছেন প্রাণপণে, 'যেতে নাহি দিব।' আয়ুক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব-নিব,---আঁধারে গ্রাস হতে কে টানিছে তারে কহিতেছে শতবার, 'যেতে দিব না রে।' এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ভা ছেয়ে সবচেয়ে পরাতন কথা, সবচেয়ে গভীর ক্রন্দন, 'যেতে নাহি দিব।' হায়. তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।

সারমর্ম : জন্মালে মরতে হবে— এটাই প্রকৃতির নিয়ম। তাই কেউ প্রিয়জনকে হেড়ে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে না চাইলেও মহাকালের অমোঘ ডাকে সাড়া নিয়ে পালাক্রমে স্বাইকেই বিদায় নিতে হবে।



কুকুৰ আদিয়া এমন কামড় নিল পথিকের পায়, কামড়ের চোটে বিকালিত সুটো বিষ লেগে গোল ভায়। খরে কিবে এগেল বারের বেডারা বিষর আধ্যান্ত আগে, মেরেটি ভাষ্টার, ভারি সাথে হায়, জাগে শিয়রের আগে। বাগেরে নে বালে ভর্কনা ছলে কলালে রাখিয়া হাত, ছুনি কেনা বাবা হেড়ে দিলে ভারে, ভোমার কি নেই দাঁত কটে হালিয়া আর্ড কহিল, "ভূইরে হাখালি যোরে, দাঁত আর্ডে বাল কুকুরে পারে দাবলি কেমন করে। কুকুরের ভাজ কুকুর করেছে, কামড় দিয়েছে পায়, ভার্থনা ক্রমভান্ত কিইমান করে। ভাজালিয়া করে পারাভালা করে।

সারমর্ম: কমা মহৎ বাজির চরিত্রের অন্যতম গুণ। হীন বাজি তার ক্ষতিসাধন করতেই পারে। *বার্বি*ণ তার পক্ষে হীন ও ফুণা আচরণ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু মহৎ ব্যক্তি তার প্রতিশোধ নিতে পারেন না। বরং কমার মাধ্যমেই লাভ করতে পারেন মহত।



কাঁপলো না গলা

এতটুকু, বুক চিরে বেরুলো না দীর্ঘশ্বাস, চৌথ ছলছল করলো না এবং নিজের কণ্ঠস্বর খনে

নিজেই চমকে উঠি, কী নিম্পৃহ, কেমন শীতল।

রারম্বর্ম : সমরের বাবধানে মানুষ সর্বকিছুই ভূলে যায়, এমনকি অতি আপনজন হারানের বেদনাও। কিছু এমনও সময় আগে যবন নিশ্পূহ শীতল কর্যে সে সেই হৃদয়বিদারক ঘটনা বলতে পারলেও মন বাক্ষে তা সুস্তে ফেলতে পারে না।



কাননের কৃষ্ণ আর প্রান্তরের লতা
ক্রেরা করিল মালী, যারে পেল যেখা,
ক্রেরাবেন জল দিল আলি চারিপাশে,
কুন্দর বাগানখানি ফুল ফুটে হাসে।
ফলভরে কৃষ্ণতা গড়াগড়ি যায়,
ক্রেটি মরিল বেই আরটি কলম।
ক্যারেণ ছড়িয়া কারো নাহি বাঁচে প্রাণ্ড;
আমাদের গৃহ যেন মালীর বাগান।

সায়ক্ষা : সংসার এবং মালির বাগান দুটি অভিনু সপ্তা। বৃক্ত লতাগুলো যেমন পারান্দরিক বছনে মালির বাগানকে পোভিত করে আবার পর্যন্তরকম মারা যায়, অন্তপ পরিবারের সানদায়াও পারান্দরিক সম্পর্ক অধ্যন্তর মায়ামে সূত্রের সংসার গড়ে আবার একদিন এ সম্পর্ক ছিন্ন করে সর্বাইকেই বিগায় নিতে হয়। পর্যক্রমের। আর এখানেই অভিনু সক্তর বহিম্পর্কাশ।



ক্ষমা যেখা কীপ দুৰ্কতা, হে বস্তু, দিষ্ট্ৰন দেন হতে পান্তি তথা ভোমার আনেশে। খেল বসলায় মম সভাবাৰায় বলি ভঠে বয়বাড়ণা সম। ভোমার ইপিতে। খেল বাপি ভব মান ভোমার বিচালাসনে পান্তে লিভ ছান। অন্যায় যে করে আরু বন্দ্যায় যে সহে,

তব খুণা ফেন তারে তুপসম দহে। শব্দর্যর্থ : ক্ষমা মহন্তের লক্ষণ, নিস্তু তা দেন সত্য ও ন্যায় প্রতিচার অন্তরায় হয়ে না দীড়ায়, ফেন অন্যায়কে অন্তর্না নার্যার, অন্যায়ক ক্রা আর অন্যায়কে প্রপ্রায় দেবয়া দুই-ই সমান অপরাধের সামিল।



ন্দ্ৰল্ল এই তৃণাদন ব্ৰন্ধানের মাথেদ দলন মাহেয়া গামে সহজে বিবাজে। তৃথাবের না সূর্ব (নিশীনের দশী তৃণাটি তাদেরি সাথে একাসনে বসি। আমার এ গান এও ভাগতের গামে দিশে শায় নিশিয়ের মর্ম মাথাখানে, শারবের ধারাপাত, বনের মর্মর শারবের ধারাপাত, বনের মর্মর করিছে হে বিগামী, তব একার্মর ভার ক্ষর করু আরে তার একার্মন হবা নাই পাতে সুর্বাজন, নাই সেহে উদ্দি নাই তাতে, দিখিলের নিভা আশীবাল। সন্থার্থ পার্যালে সুক্তা মুহুবেই হারা পাশুকো সুক্তা মুহুবেই হারা

সারমর্ম : হেটা যে ভূলাতা ভারও যোগ রয়েছে বিশ্বপ্রভূতির সঙ্গে। নৈসর্গিক সৌন্দর্যের সরল যাগুর্রে তা চাঁদ ও সূর্যের সমালোরীয়া এবি যে গান রচনা করেন তাত বিশ্বপ্রভূতির সুমূর্যুলার সঙ্গে একরেতে মিলা বেংগে পারে। বিশ্বত্ ভোগবিলাসীর সম্পদ একান্তভাবে ভার নিজম্ব বিশ্বপ্রকৃতি থেকে তা একেনারেই বিশ্বিদ্ধা। বিলালীর সামান কথন মুক্তা একে পাঁড়ায় ওকাই তা ব্লাল ও মূলাইন হয়ে গড়ে।



সাবমর্ম: সভাতার উষাকাল থেকে পৃথিবীতে চলে আসছে ঘন্দু-সংঘাত। তাতে ঘটেছে কত না সাম্রাজ্যের উষান-পতন, কত না ভাঙা-গড়া। কিন্তু বাংলার গ্রামজীবন তার ব্যক্তিক্রম। সেখানভার প্রীতিবন্ধনময় সহজ-সরল জীবনযাত্রা আঞ্চণ্ড অব্যাহত। খোলা বলিকেন, "হে আদম সন্তান, আমি চেয়েছিলু খুনার অনু, চুবি কর নাই দান।" মানুন বলিকে, "তুমি জাতাত্তব প্রত্ন, আমরা ভোমারে কেমনে খাওয়াব, সে কাজ কি হয় কছুল," বলিকেন খোল—"কুমিত বাদনা গিয়েছিল ভবস্বাহেন, মোর কাছত ভূমি ফিহনে পেতে ভাষ্য যদি পাত্তাহাঁহেতে ভারে।"

সরমর্ম আহাহের সৃষ্টি মানুষকে উপেক্ষা করে সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি মেলে না। ক্ষুধিত-বৃঞ্চিতের সেবাই জ্যান্তার কাছে পূণ্য বলে গণ্য হয়। মানবসেবাই স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য পালনের প্রকৃষ্ট পথ।



গাহি তাহাদের গান—
ধরণীর প্রতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান।
শ্রুম-কিগান্ধ-কঠিন যানের নির্দয় যুঠি-তলে
কল্পা ধরণী নজারানা দেয় জলি তরে বুলে ফলে।
কন্য-স্থাপদ-সন্থল তরা-সুত্তা-জীমণা ধরা
যাদের পাদানে হলো সুন্ধর কুসুমিতা মনোহবা।
যারা বর্বর হেগা বাঁধে যর পরম ক্ষত্রভাতরের
কনের বাড়া মুম্মর সিহে বিবরের ফণী গায়ে।

নারমর্ম : যাদের কঠোর পবিশ্রাম পৃথিবী ভরে উঠেছে ফল ও ফসলে, যাদের আমৃত্যু প্রচেষ্টায় কথাময় পৃথিবী হয়ে উঠেছে অনুসম সুন্দর, পুলশমা ও মনোমুম্বকর; মানববল্যাশে যারা নিরেছেন মাজ্যতি— প্রকৃতপক্ষে তার্যাই বননার যোগ্য।



চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন, হেরিব না দিক— গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিকল বিচার, উদ্দাম পথিক। মুহূর্তে করিব পান মুক্তার ফেনিল উন্মুক্ততা উপক্র্যক গরি— ক্ষীণ শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ বিকৃত লাজুনা উত্যেজন করি ।

নারমর্ম : জতীতের মোহবন্ধন কথনো প্রাণশক্তিতে বলীয়ান জাতির অয়যাত্রার অন্তরায় হতে পারে না। বি পিছুটান, সংস্কার ও বিধি-নিমেধের বেড়াজাল ছিন্ন করে জীবন বাজি রেখে তারা এপিয়ে যায়। ^{ক্ষায়ে}ত্ব গাড়িত জীবনের পরিবর্তে নতুন সঞ্জবনায়য় জীবন রচনাই তাদের লক্ষ্য।



চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির, জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশব্বী বসুধারে রাখে নাই খণ্ড শুন্তু করি, যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে উচ্ছদিরা উঠে, যেখা নির্বারিত হোতে দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধার অজন্র সহস্রবিধ চরিতার্থতার— যেখা ভুচ্ছ আচারের মকবালুরাশি বিচারের হোতঃগথ ফেলে নাই গ্রাসি, পৌকষেরে করে নি শতধা— নিতা যোথা ভূমি সুর্ব-কর্ম-চিন্তা-আদদের নেতা।

সারমর্ম : বিশ্ববাপৌ প্রতিটি মানুফের প্রয়োজন নির্ভীক স্কদয়, উন্নত মন্তক, সংক্ষারহীন অর্থও বিশ্বভান, আবেগাময় নির্বাধ বাক-স্বাধীনতা। যা বয়ে আনবে সুবিপুল সকল কর্মোজ্মাস, ন্যায়বোধ ও বিচারপুদ্ধ এবং অনমনীয় পৌরুষ; গড়ে ভূলবে মুক্ত পরিবেশ ও সর্ববন্ধনমুক্ত দীও মানবতা।



চছুইভাতি করছে মাঠে ছেটি ছেলের দল, ভোজন চেয়ে মিকণ নেশি পুলক কোলাহল। উনানে ফুঁ দেয় কেহ, চন্দ্র করে লাল, কাঠের লাগি ভাঙহে কেহ ককনো মোটা ভাল, আনছে কেহ বেওন তুলি আনছে কেহ শাক, ঐ যেম উনান ছালল- বিষম চিন্তা গোল, যাক। আতপ আছে, দুগ্ধ আছে, আছে মানদ কড়। সধার চেয়ে অধিক আছে আনদ বাইব।

সারমর্ম : সবাই একঞিত হয়ে যে কোনো কাজ করলেই দারুণ আনন্দ পাওয়া যায়। চড় ইভাতির লক্ষা খাওয়া হলেও, সবাই সৌড়াসৌড়ি করে; আনুয়্দিক কাজকর্ম করে যে আনন্দ পায় সেটাই মুখ্য। বস্তুত মিলনের আনন্দই সবচেয়ে বড় আনন্দ।



ছোট বাপুকার কণা, বিন্দু বিন্দু জল, গড়ি তোলে মহাদেশ সাগার অতল। মুহুতে নিযেম কাল, তুজ পরিমাণ, গড়ে ফুল-ফুলান্তর-অনন্ত মহান। প্রত্যাক সামান্য ক্রটি, সুদ্র অপরাধ, ক্রমে টানে পাপ পথে, ঘটার অমান। প্রতি কঞ্চশার দান, বেহপূর্ণ কর্মা, এ ধরার স্বৰ্গ শোভা নিভা দেব আনি।

সারমর্ম : সকল বাড় বাড়ুই ছুগ্র ভুল্ল বাড়ুক সমন্তব্য সৃষ্টি । ছুদ্র ছুদ্র অনু-পরমাণু ধরাই বিশাগ লাতের সুষ্টী হয়েছে। আই ছুদ্রকে বাদ দিয়ে বৃহৎ কিছুর কছনা করা অযৌতিক। ছোট ছোট বাড়ুকণা কিয়ো বিশ্ব বিশ্ব পানি করেই সুষ্টি হয় মহাদেশ বা বিশাল সাগা। আবার ছোট ছোট মুহূর্তেক সমবারেই সৃষ্টি হয় মহাস্থান সামান অপমার কিবো কাজের সামান্য ভূলকটি যেমন মহাপাপী বা মহাবিপদ সৃষ্টি করতে পারে, তেন্ত্রী সামান্য দায়া, সহস্তৃত্বি বা গ্রেম্বনিক কথা জগতে সৃষ্টি কারতে পারে কৃষ্টি মূলের বাব।



জাতের যত বড়ব বড় জর বড় বড় অভিযান; মাতা-জ্যী ও ববুলের তাগে ইইমাহে মইয়ান। কোন বাগে কড় বুন নিলা নর, পোবা আছে ইতিহাসে, বড়চ নারী নিলা সিবির সিন্দুর, পোবা নাই ভার পালে। কড় মাতা নিলা কুলা ডাপাড়ি, কড বোলি নালে সোবা বীরের পৃতি-প্রচার পারো নিবিয়া রোখছে কেনা কোন বালে একা হারনি ক' জারী পুরুষরে তববারি, প্রস্তার নারাকি কি নালে বিক্রারা নালিবা।

নার্যার : কুল ফুল থবে পৃথিবীর সকল বন্ধ বক্ত কাজের মূলে রয়েছে নারী ও পুরুষের যৌথ ভূমিকা ও বলাল। পুরুষের পালে থেকে সব সময় প্রকাজ বা পরোক্ষভাবে নারী তাদের কাজে শক্তি, সাহস ও প্রকালা বুলিয়েছে। কিছু তত্ত্বও নারীর ভূমিকার থবাযথ মূল্যায়ন হয়নি; ইতিহাসের পাতায় ভালের বর্জনা কাবামাণাভাবে শিপিকছ হানি।



জলাহান মেখখানি বরণার পেবে পড়ে আছে গগনের এক কোণ থাঁযে। বর্ষাপুর্ব সরোবর তারি দশা সেবে পার্বাদ্ধিপ সরোবর তারি দশা সেবে প্রকার করেই, তার লার্বাদ্ধিক হাসে থেকে থেকে। সারাদিন থিকিটিকি হাসে থেকে থেকে। করেই, তার লার্বাদ্ধিক, নিত্তবে নিত্তশেষ করি, কোথায় বিদীন। আমি সেবো কিরকাণ খাকি জলতরা সরোবার, সুক্রান্ধি, নাই নড়াডা। মেম্ব করেই, থবে বাপু, করো না গরব, তারামর পর্কারতা না থাকার সোমার বা স্বাদ্ধির, নাই নড়াডা।

শামর্মন্ত : পারের জদ্যা অকাতরে সর্বস্থ দানে মহতের মহন্তু ও গৌরব। কিন্তু দাতার এই মহনুভবকে বিশার করা দূরে বাকে অনেক ব্রতীতা দাতার উদার্যকে ভিকে পরিহাসে উপেন্দা করে। দাতার মহকুকে প্রতিক্রিক করা জন্য দিজেকে বড়ো করে জাহির করতে চায়। কিন্তু তাতে দাতার মর্থাদা খাটো হয় না। প্রতিক্র ক্ষাধ্যান দানের গৌরব কথনো মাদ হবার নয়।



জাতিতে জাতিতে ধর্মে দিশিদিন হিংলা ও বিষেষ মানুয়ে করিছে কুলা, বিষাইছে বিশ্বের আকাল, মানবতা মহাধর্ম রোধ করি করিছে উল্লাস বর্বরের হিংলা নীতি, খুলা দের বিশ্বুত নির্দেশ। জাতি-এর্জনে দেই দুলা দের বিশ্বুত নির্দেশ। জাতি-এর্জনে দেই দুলা দের বিশ্বুত নির্দেশ। দেবায় সকলে এক, লেখায় স্তুত সভাত প্রকাশ, মানব সভাতা নেই মুক্ত সতা সক্তৃত বিশাশ, মহৎ লে মুক্তি-সভাতা মঞ্চল লে নির্বার আশোষ। জাতি-এর্জনি নায় সকলি যে মানুযের তার আভি-এর্জনি নায় সকলি যে মানুযের তার সামান সবার ভাষার সকলি যে মানুযের তার

সারমর্ম : মানুশে মানুশে হিলো-বিষেধ ও বিভেনের মূল কারণ জাতিগত ও ধর্মীয় পার্থক। এবাও জাঠি ধর্ম ও দেশকালের উর্জে মানবভার স্থান। বিশ্বে ক্রমবর্ধনান হিলো-বিষেধ্যন ফলে মানুশের সক্ষেত্র বড় ধর্ম মানবভা আজ পর্যন্তুলত। এ অবস্থায় পৃথিবীতে মানুশের মঙ্গল নিশ্চিত করতে হলে মানবভারত দ্বারা উর্জে প্রাণ নিতিত হলে।



জীবনে যত পূজা হল না সারা।

লোনি হে, জানি তাও হয় নি হাবা।

যে ফুল না মুক্টিতে ঝরেছে ধরণীতে,
যে নানী মরুপথে হাবালো ধারা,
জানি হে, জানি তাও হয় নি হাবা—
জীবনে আজব খাবা ব্যয়েহে পিছে,
জানি হে, জানি তাও হয় নি মিছে।
আমার অনাগত আমার অনাহত
ডেমার বীপাতারে বাজিছে তারা—
জানি হে, জানি তাও হয় নি মিছা।

সারমর্ম : এ বিশ্বের বিপুল কর্মায়েজ কোনো কর্মায়টেই মূল্যইন বা ভূগ্দ নর। টেশনিন্দ জীবনে আরা অনুস্পূর্ণ ও অসমজ কর্মায়াসকে মোটেও গুরুত্ব দিনে চাই না। কিন্তু আপার্ভবিচারে যা ভূগ্দ, আর্থ ও মূল্যইন তার মধ্যে যে অধীকালেক পূর্ণভার ইপিত ভূকিয়ে নেই তা কে কলতে পারের তাই অসমাঙ বা অর্থনায়াক্ত বাজের জন্য নিস্কেট বা হতাশ হত্তরা উচিত না।



জীবন্ত মুক্তার প্রাণে
দুপুরে মিছি মুম ছিছে বুঁছে গেল;
জেলে দেশি আমি
আমার যারেতে ওচ্চে হোটা এক বুলো মৌমাছি,
ডানারা ভানায় যার গোঁলাগছ অন্তলা বনের।
ক্রেমন সুনর এই উড়ন্ত মৌমাছি।
অপ্রান্ত করুলা ও ডলকদানিতে
কেনে ওঠে মাটির মতৃশতম গান,
আর দুর পাহাত্তের বছুর বিশ্বাপ্ত প্রতিথান।
ব্যেম আছুর বাহিরের সমন্ত পূর্বিবী আর সমন্ত আরাল
আমারা যারের মারে ভুক্ত দিয়ে এল

কোথাকার ছোট এক বনো মৌমাছি।

সারমর্ম : ঘরের চার দেয়ালের কৃত্রিম পরিবেশ প্রকৃতির মুক্ত জীবন থেকে মানুমকে ফরেছে বিশ্বত্তী। সেই কৃত্রিম পরিবেশে কথনো যদি প্রকৃতির মুক্ত সৌন্দর্যের ক্ষণিক ছোঁয়া লাগে তবে আবার মানুকর আত্মজাগরণ হয়। প্রকৃতির সন্দে মানব মনের যোগে জীবনের পূর্ণতা ও সময়তোর রূপটি ধরা গড়ে। জেপে যারা ঘূনিয়ে আছে তাদের ম্বারে আদি ।
ধরে পাগদ, আর কড়দিন বাজাবি তোর বাশি।
দুমায় যারা মুখ্যমেন এই ক্রেমান্থ শারান পাতি
আনাম সুক্রের দিলা তাদের; তোর এ জাগার বাদ
জিবের নাক প্রাণার তাদের, ঘণিই বা হেইমা করার
ভারতার ওই সুক্রের কুলা বাঁদের যাবা বাড়ি,
আবার তারো দেবে না রে ভরের সাগার পাড়ি।
ভিতর হতে যাদের আগদ কং করে আঁচা
মার খোল গোঁ বলত ভারের রাক কিরার করার দেবে না রে ভরের সাগার পাড়ি।
ভিতর হতে যাদের আগদ পক করে আঁচা
মার খোল গোঁ বলত ভারের ঘ্রিয়ের মিলা আঁচা
মার খোল গোঁ বলত ভারের ঘ্রারে মিলা আঁচা

সম্ভাৰ্য : নিক্ৰিত মানুষকে জাগানো যায়; কিন্তু জাগ্নত অবস্থায় যাবা নিদ্ৰার ভান করে পড়ে থাকে গ্রাসক জাগানো যায় না। যাবা সুখনিদ্রায় বিভোৱ, যাবা সচেতনভাবে মিখ্যার পথ বেছে নিয়ে দুয়ার বন্ধ প্রধারাত্ত ভালের ভুল ভাঙিয়ে মনুষ্যভূব পথে উজ্জীবিত করা সহজ কাজ নয়।



জোটে যদি মোটে একটি পরসা খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি দুটি যদি জোটে তবে অর্থেকে ফুল কিনে নিও, হে অনুরাগী। ঝাজারে বিকায় ফল তলুণ; সে ওধু মিটায় দেহের ক্ষুণা ফনয় প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল দানিয়ার মানে সেই-তো সুধা।

শামশর্ম : সৈহিক ও মানসিক কুথা নিয়েই মানবজীবন। এর একটিকে বাদ দিয়ে পূর্ণ পরিতৃত্তি অসম্ভব। শাটার ছিদে মিটে গোলে মনের প্রমূস্থাতার জন্য অর্থের বিনিময়ে হলেও অন্তত একটি ফুল সন্তাহ করে ^{অন্যতিষ}্ঠা আনন লাভে সচেই হতে সবাই কামনা করে।



জলে না নামিলে কেহ শিখে না সাঁতার বাঁটতে শিখে না কেহ না খেয়ে আছাড়, সাঁতার শিখিতে হলে আগে তবে নাম জলে, আছাড়ে করিয়া হেলা বাঁট বার বার পারিব বলিয়া সুখে হও আওসর।

অনুশীলন ব্যতীত দক্ষতা অৰ্জন অসম্ভব। আর অনুশীলনও কইসাধা, যন্ত্রণামন। তাই সাফল্য অসমতেই হতাশ না হয়ে, নিচেট না থেকে সকল কই, যন্ত্রণা সহা করে অনুশীলনে তৎপর হতে হবে।



ঠাই নাই, ঠাই নাই—ছোট সে তরী

আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি। শাবণ গগন ঘিবে ঘন মেঘ ঘবে ফিরে. শন্য নদীর তীরে রহিন পডি---যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

সাব্যর্ম : মহাকালের তরণীতে ব্যক্তিমানুষের ঠাঁই হয় না; গাঁই হয় কেবল মানুষের মহৎ সৃষ্টিকর্মের। ব্যক্তিমান মহাকালের অনিবার্য ও নিষ্ঠার কাল্য্যাসের শিকার হওয়ার জন্য অপূর্ণতার বেদনা নিয়ে নিঃসঙ্গভাবে অপেকা কর





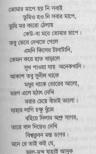
তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন— সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন দদবলে, অন্তরের অন্তর হইতে প্রভ মোরে । বীর্য দেহো সুখেরে সহিতে. সুখেরে কঠিন করি। বীর্য দেহো দুখে. যাহে দুঃখ আপনারে শান্তব্যিত মথে পারে উপেক্ষিতে। ভকতিরে বীর্য দেহো কর্মে যাহে হয় সে সফল, প্রীতি স্লেহ পণো উঠে ফুটি। বীর্য দেহো ক্ষুদ্র জনে না করিতে হীনজ্ঞান, বলের চরণে না লটিতে। বীর্য দেহো চিত্তেরে একাকী প্রতাহের তচ্ছতার উর্ম্বে দিতে রাখি। বীর্য দেহো তোমার চরণে পাতি শির

অহর্নিশি আপনারে রাখিবারে স্থির। সারমর্ম : সকল দীনতা ও জুলতা থেকে মৃক্তি লাভের জন্য কবি বিধাতার কাছে মনোবল প্রার্থনা করছেন। সে প্রার্থন জীবনের সকল কাঠিন্য সইতে পারার, দুঃখ-বেদনাকে জন্ন করার এবং কর্মে সাফ্ল্য অর্জনের। দুঃবী সানুষক ভালোবেসে, শক্তির দম্ভকে উপেক্ষা করে দুঢ়চিত্তে কর্তব্য পালনের জন্য কবি বিধাতার উপর নির্ভরতা প্রর্থনা করেন।



ভোমাব নাায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে অর্পণ করেছ নিজে। প্রত্যেকের 'পরে দিয়েছ শাসনভার হে রাজাধিরাজ। সে গুরু সম্মান তব সে দুরুহ কাজ নমিয়া তোমারে যেন শিরোধার্য করি সবিনয়ে। তব কার্যে যেন নাহি ভরি কভ কারে। ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুৰ্বলতা. হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা তোমার আদেশ।

্ত্তবৰ্ম : বিশ্ববিধাতা মানুষকে ন্যায়-অন্যায় বিচারক্ষমতা ও বিবেকবোধ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাই নর্বাহম । মঞ্চলনালা নামুক্তর পরাস্থলীয়া ।বিধায়ক্ষমতা ও ।ববেকবোধ াদরে সৃষ্টি করেছেন। তাই জনাক্ষের ক্ষেত্রে ক্ষমানুলত দুর্বলভাকে কোনো রকম প্রশ্রেয় না দিয়ে ন্যায় ও সভ্য প্রতিষ্ঠায় কঠোরভাবে ্রন্থ প্রত্যেকেরই নৈতিক দায়িত।



সভোৱে লও সহজে! সারমর্ম : জগতে সব মানুষ যেমন সমান নয়, তেমনি অর্থ, অবস্থান ও মর্যাদাও সবার এক রকম নয়। জীই বাস্তব সত্য। এই সত্যকে মেনে নিতে না পারলে না-পাওয়ার বেদনা মানুষকে আঁকড়ে ধরে। অতে কেবল দুঃশই বাড়ে। এই বিশাল বিশ্বে মানুষের ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার দিকটা নিতান্তই ^{নাল্য}। মানুষ যদি দুরুখের জন্য অযথা হা-শুতাশ না করে বাস্তব সত্যকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে তবেই তার জীবন ভরে ওঠে সুখ ও আনন্দে।



তোমারি ক্রোড়েতে মোর পিতামহগণ নিদিত আছেন সুখে জীবনলীলা-শেষে তাদের শোণিত, অস্থি সকলি এখন তোমারি দেহের সঙ্গে গিয়েছে মা মিশে; তোমার ধুলিতে গড়া এ দেহ আমার ভোমার ধলিতে কালে মিলাবে আবার।

ারমর্ম : জন্মভূমির আলো-বাতাসে বর্ধিত হয়ে, তার ফসলে পরিপৃষ্ট হয়ে পূর্বপুরুষেরা যেমন জীবন ্বির জন্মস্থামর মাটিতে মিশে গেছে তেমনি বর্তমান মানুষও একদিন জন্মস্থামর মাটিতে মিশে যাবে। ্রাম্ব পরস্পারায় জনুভূমির মাটিতে গড়া মানুষ জনুভূমির কোলেই শেষ আশ্রয় নিতে উন্মুখ।



তেলের শিশি ভাঙলো বলে খুকুর 'পরে রাগ করে। তোমরা যে সব বুড়ো খোকা ভারত ভেঙে ভাগ করো। তার বেলাঃ

ভাঙছো প্রদেশ, ভাঙছো জেলা, জমিজমা ঘরবাড়ি পাটের আড়ত, ধানের গোলা, কারখানা আর রেলগাড়ি। তার রেলাঃ

চায়ের বাগান কয়লা খনি কলেজ থানা আপিস ঘর চেয়ার টেবিল দেয়াল ঘড়ি পিয়ন পুলিশ প্রোফেসর। তার বেলাঃ

যুদ্ধ জাহাজ জঙ্গী মোটর কামান বিমান অশ্ব উট ভাগাভাগির ভাঙাভাঙির চলছে যেন হরির শুট

তার বেলাঃ

সারমর্ম : পৃথিবী জুড়ে চলেছে ভাঙনের এক অপ্রতিরোধা মহামারী। ভাঙনের সর্বনাশা কোনা মন্ত কাঞ্জনানশূন্য পৃথিবীর বহু দায়িত্বশীল ব্যক্তি। বিশ্বব্যাপী তাদের এ ভয়াবহ ধ্বংসদীলার তুলনা। জনতের দিওনের অসতর্ব্ব ভাঙন নিতান্তই অকিধিককের।



ভারপর এই শূন্য জীবনে যত কাটিয়াছি পাড়ি মেখানে যাবারে জড়ায়ে ধারাছি সেই চলে গৈছে ছাড়ি। শত কাছনের, শত কবরের অন্ত হুনয়ে আঁকি, গণিয়া গণিয়া ভূল করে গণি সারা দিনবাত জাণি। এই মোর হাতে কোনাল ধরিয়া কঠিন মাটিব তলে, গাড়িয়া দিয়াছি কত সোনামুখ নাভ্যায়ে চোম্বেত জলে। মাটিরে আমি যে বঙ্ ভালবাদি, মাটিতে মিশায়ে বুক, আয়ু-আয় মাদু, গলাগালি ধরি রেঁফা যদি হয় সুখ।

সারমর্ম : নিজের চোখের সম্বুখে সকল অবলম্বনের মৃত্যু যান্ত্রণাভোগ বড়ই দুর্বিছ। তারা আল কররের মাটিতে চির শারিত। তাই শোকাগ্রন্ত জীবিত ব্যক্তি শোকের যন্ত্রণা লঘু করতে প্রিয়জনের সান্ত্রিগ্রের আধান পেতে কররের মাটির সান্ত্রিগরিধা যেতে আবুল হন।



তোমাতে আমার পিতা-পিতামহর্পণ জন্মেছিলে একদিন আমারি মন্তন। তোমারি এ বায়ুতাপে তাহাদের দেহ পুষেছিলে পুন্মিচেছ আমার যেমন। জন্মভূমি জননী আমার যেথা ভূমি তাহাদেরও সেইজপ ভূমি মাতৃভূমি। তোমারি ক্রোড্যতে মোর পিতামহর্পণ নির্দ্রিত আছেন সুখে জীবন লীলা শেষে।
তাদের শোণিত অস্থি সকলি এখন
তোমার দেহের সঙ্গে গিয়েছে মা মিশে।
তোমার ধূলিতে গড়া এ দেহ আমার
তোমার ধূলিতে কালে মিলাবে আবার।

নায়মৰ্ম : জনস্থান এমন এক স্থান যোগান প্ৰজন্ম পৰ্যম্পনায় মানুষ আবিৰ্ভূত হয়, ধীৰে ধীৱে বড় হয়ে প্ৰে এবং জীৱন শোষে আবাব অভিমশয়ন বচনা কৰে; মিশে যায় জন্মভূমির ধূলিমাটিতে। তাই জন্মী মানব অন্তিস্থের অবিক্ষেয় অংশ।



ত্তকতলে বনি পাছ প্রান্তি করে দূব ফল আলানে পায় আদল প্রহা । বিনারের কালে বাতে ডাল তেলে কমা, তরু ততু অকাতর— কিছু নাহি কয় । দূর্লত মানব জন পেরেছ ফল, তরুল আদর্শ কর জীবনে এহণ, কুনার্য্য আদন সূক্ষ দিয়া বিসর্জন, দূর্মিত হতপো ধনা তরুল মতন । জড় তেবে তাহালের কবিও না ভূপ, কুলার ব্যতবং তাহালের কবিও না ভূপ,

শবদর্ম : কৃষ্ণ যেমন অপরের আঘাত সত্ত্বেও প্রতিবাদ না করে নীরবে দান করে যায় তদ্রুপ অপরের আঘাতে জন্তরিত হয়েও তাদের মঙ্গল কামনায় আত্মদানই জীবনের কাজিত লক্ষ্য হওয়া উচিত।



ভবু আঠানোর তলেছি জয়ধ্বনি,
এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর বাড়ে
বিপদের মুখে এ বয়স অপ্রণী
এ বয়স ভ্যুপ্র এ বয়স অর্থা এ বয়স ভ্যুপ্র এ বয়স অর্থা এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে,
এ বয়নে ভাই নেই কোনো সংশ্যম—

নাম্বর্ক : আঠারো বছর বয়সের ভারলণ্য স্বপ্ন দেখায় নব জীবনের। অনমা এ বয়সের মাঝেই নিহীত হার্মান ও প্রবিশাক মোকাবিলার অসীম শক্তি। এ বয়সের ভারলণ্যই দুর্বার বেগে এগিয়ে দেয় অর্যনাত্রার বি । এই দেশের উন্মানে ভারলণ্যের উত্থান একন্ত কামা।



'তোমারে বাখি যে বাঁথিয়া, হে বাঁধ, এমল নাহিকো আমার বর।
ফোমা বিলা এই ছাজীলে কেলাই অশুজলা।'
আমি বিশুল কিবাণে ভুবন করি যে আলো,
তর দিশিবাকুবে ধরা দিকে পারি, বাঁদিকে পারি যে আলো!'
দিশ্যেরে বুকে আমির বাঁদিকে পারি, বাঁদিকে পারি যে আলো!'
কাইলা তখন হাঁদিয়া—
'স্টোটো হয়ে আমি বাইবে তোমারে ভরি,
তোমার স্কন্ত জীবন গতিব হাঁদির মন্তন করি।'

সারবার্য : শিশিবের সাধ্য নেই সূর্যন্ত সান্ধির শাভ করার। কিছু তার সাধ আছে— তাই সে কামলা করে জ্যোতিয়ান সূত্র্য সান্ধির। যথক শিশিব রূপ সামানোর সে প্রাধানেক পুরুণ করতে সূর্য আপন জ্যোতি প্রতিমণিক করে উজ্জ্ব প্রতিবিংস: মধ্য দিয়ে শিশিবের ভানসন্যাকে ভবিয়ে তোলে আপোর কবিকারণে। বস্তুত সাধনার মাঝেই মেশে মহরের পরশ।



তেমানের নামে খানে মানে মানের নাজার দুলাল ছেলে, পরের দুরাথে বেঁকন বেঁকন যার গত সুধ পারে ঠেলে। কবি-আরাধা প্রকৃতির মানো কেলা খানে, থার জুকি অধিয়ারে যেব চালে জল, ভাক সমুর হতে চুবিঃ সুবির সূপ্ত মান্ত পুলি বারা ভারা নার নামে, জঙ্গং যারা চিরনিন বেঁকে কাটাইল, ভারাই শ্রেষ্ঠতর। মিলা প্রকৃতি, মিছে আনন্দ, মিলা রাঞ্চিন সুখ।

সাৱমর্ম : ত্যাগেই প্রকৃত সুব, ভোগে নয়। নিজেনের জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসীকে এ শিক্ষা নিতে মহাপুরুষেরা মুগো মুগো পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। তারা আত্মসুস্বর অন্ধেবণে নয়, পরার্থে নিজের জীবনকেও উৎসর্গ করতে কুষ্ঠিত হন না।



তোমাব প্রেম যে বইতে পারি এমন সাধ্য নাই। এ সংসারে তোমার আমার মাঝখানেতে তাই-কপা করে রেখেছ, নাথ, অনেক ব্যবধান-দুঃখ-সুখের অনেক বেড়া ধন জন-মান। আড়াল থেকে ক্ষণে ক্ষণে আভাসে দাও দেখা-কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে রবির মদ রেখা। শক্তি যারে দাও বহিতে অসীম প্রেমের ভার একেবারে সকল পর্দা ঘুচায়ে দাও তার। নামর্ম : সৃষ্টা থেকেই সৃষ্টির উত্তর হলেও সৃষ্ট তাকে উপলব্ধি করতে পারে না। পার্বিব জীবনের ব্যৱসাধানা, ধন-জন-মান সো উপলব্ধির পাথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই একদোকে ত্যাগ করতে কাই সৃষ্ট লাভ করতে পারেন দ্রন্টার সান্লিয় ধন্য ও সার্থক হয় তার সাধনা।



তুল ক্ষুদ্র অভি,
ভাবেও বাঁধিয়া বংক্দ মাতা বসুমতী
কহিছেন প্রাণপণে 'যেতে নাহি দিব'।
আন্তুক্ষীণ দীনদুহে শিখা দিব-নিব
আ্বাধারের গ্রাস হতে কে টানিছে ভাবে,
কহিতেছে শতবার, 'যেতে দিব দা বে'।
এ অলভ ভাটাতের কর্ণি নতি হৈয়ে
সবচেয়ে পুরাতন কর্বা, সবচেয়ে
গজির ক্রন্দন 'যেতে নাহি দিব। যায়,
ভব্ব যেতে দিবত হয়, তব্ব চক্য সামা।'

সারমর্ম : জন্মালে মরতে হয়। প্রিয়জনকে চিরকাল স্লেহের বন্ধনে বেঁধে বাখা যায় না। সময় স্থানিয়ে অসলে কেউ তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। ত্রিলোক ব্যাপী উচ্চকণ্ঠে তাকে যেতে দেব না' বলে চিন্নের করলেও প্রিয়জনকে রাখা যায় না। কেননা এটা প্রকৃতির অমোধ নিয়ম।



তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুর্ব লজা, এবার সকল আদ ছেয়ে পরাও রণসজা। ব্যাঘাত আসুক নব নব আঘাত থেয়ে অচল রব বক্ষে আমার দুঃব তব বাজবে জয়ঙক, দেব সকল শক্তি, লব অভয় তব শুঞ্চল।

শাবমর্ম : সংকীর্ণ আত্মসুষের চিন্তায় ব্যাপৃত থেকে কখনোই মহৎ-প্রাণের অধিকারী হওয়া যায় না। হাথ জয়ের মধ্য দিয়ে কঠিন সত্যোপলব্ধির মাঝেই মানবজীবনের প্রকৃত সার্থকতা।



ভারাই মানুষ, ভারাই দেবতা, ভারাসেরি গানভাসেরি বার্থিভ বক্ষে পা ফেলে আনে নব উন্থান।
ছবি তার বার কেন্দ্রপা কোনা বারিব নিচে,
অঞ্চা তোমারে দেবতা বলিব সে ভারণা আন্ধারিব নিচে,
অঞ্চা তোমারে দেবতা বলিব সে ভারণা আন্ধারিব।
কিন্তু মানের সারা সেহ-মদ্য মাটির মান্ডা-বান্দ্রপা
ভারি ধরণীর ভারণীর হাল রবে ভারাসেরি বলে।
ভারি পদরভা জঞ্জীক বার্বীর মাধার লবিব সুলো,
সকলের সাপ্তে পাতে চলি মাধার লবিব সুলো,
আন্ধান নির্দ্ধারী কোনীর সার্বিক পাতিতের মাধী ভূলি
লালা লালা বার্যে উলিফ্ কারীন প্রভাবতর নবার্মণ।

সারমর্ম : বর্তমান যুগ সাম্যবাদের যুগ। এ যুগে অন্যায় শাসন, শোষণ, পীড়ন ও পাঞ্ছনা নয়, নাচির সাথে যাদের যোগ, যাদের ওপর সংসার নির্ভর করে, যাদের বেদনার মধ্য দিয়েই নব উত্থান ওসন্ত ভারাও প্রকৃত মাদ্য, দেবডুলা, অন্যারা নয়। ভাসের জয়গান গাওয়াই সবার কাম্য।





থাকো, বর্গ, হাসমূত্রে—করো সূথগান সেলাগা বর্গ তোমাসবাই সুখহান, মোরা পরবাদী। মর্তভূমি বর্গ বাহে, সে যো মাতৃভূমি—ভাই তার চন্দে বাহে অকুজলগরা, যদি দ্বাদি দিনের পরে কেহ তারে ছেন্তে দুলি দুল তরে। যত স্থার, যত স্পীন, যত অভাচন, যত পাশীতাশী মেলি বারা আলিকন স্বারে কোমল বাকে বাহিবারে চাম— দুলিমারা তদুস্পর্শন্ত ব্যবহুক অমৃত, মর্তে থাক সূত্র-কূরে—আনত মিশ্রিত প্রমাধারা অকুজলে চিরশাম করি ভ্রতারে ব্যক্তক বিরুদ্ধে মুন্ত,

সারমর্ম : স্বর্গলোক আনন্দ ও অমৃতের অনন্ত উৎস হলেও পৃথিবীর মানুষ সংসারের সূথ-দুখেল মায়াময় বন্ধনের মধ্যে বেশি পরিতৃত্তি অনুতব করে। স্বর্গের চেয়ে মাটির পৃথিবী মানুষের কাছে বেশি প্রিয়। কারণ, দুরের স্বর্গ দেবতাদের জন্মভূমি আর মানুষের আখীয়তা মাটির পৃথিবীর সঙ্গেই।



থাকবো নাকো বন্ধ যরে, দেখাবো এবার জলান্টাকে, কেমন করে মুরছে মানুম মুগালরের মুর্ণিপাকে। কেশ হতে দেশ-দেশালরের মুটছে তারা কেমন করে, কিসের দেশার কেমন করে মরছে যে বীর পাথে গাথে, কিসের আশার করছে ভারা রব্ধ মরণ-মন্ত্রণাকে। কেমন করে মথলে পাথার দশ্মী উঠেন পাতাল মুঁড়ে, কিসের অভিমানে মানুম চড়ছে হিমালরের মুড়ে, ভূহিন-দেরল পার হয়ে মায় সন্ধানীরা কিসের আশায়: হাউই চড়ে চায় যেতে কে চন্দ্রলাকের অদিন পুরে— করার আদির কিলে কিলে স্বান্ধ হতে আসহে উড়ে চ

সারমর্ম : প্রকৃতির রহন্য মারাই দুর্জেয়। মানুষ সে রহন্য উন্মোচনের জন্য কৌতুহন্যবাধ করে। মানুদের দুরুহ বৈজ্ঞানিক গবেষণা, অজানা দেশে পাড়ি সেয়া প্রভৃতির মধ্য দিয়েই সেই কৌতুহন্যর নির্বৃত্তি যুটো। অজানাকে জানার এ অভিগ্রায়ই মানুষকে এক অমর্ডা-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে।



দবিতকে নাগেদ দবদাতা কাঁলে যথে সমান আমাতে সৰ্বপ্ৰেট্ট সে বিগৱা যাব তৱে প্ৰাণ বাখা নাথি পায় কোন, তাৱে বাফ দান প্ৰৱেশ্যৰ অভ্যান্ত্ৰৰ (যে দক্ত বেদনা পুত্ৰেৰে পাৱ না দিকে, সে কাৰেও দিও না। যে তোমাৰ পুত্ৰ নাহে, তাৰও পিতা আছে, মহাজপ্ৰদাৰী হ'বে বাই তাৰ কাছে।

সমন্দর্ম : বিচারের সময় অপরাধীর গুভি সহানুভূতিশীল হলে সে বিচার হয় আদর্শ বিচার। কারণ, অপরাধ নিন্দনীয়, অপরাধী নয়। তাই থকমার সহানুভূতিশীল বিচারই পারে অপরাধীর মনের পরিবর্তন কারেও ড চরিত্রের সংশোধন ঘটাতে।



দাও থিবে শে অবংগ, শত এ নগব—
জব যত গাঁহ গোট্ট, কাষ্ট ও এক্সব্স হৈ দন সভাগা হৈ গোট, কাষ্ট ও এক্সব হৈ দন সভাগা হৈ দিট্ট সর্বাচী ।
দাও সেই তপোৰন, পৃথাজ্যবাবালি, প্রানিইটন দিনভালি, সেই সভায়ান,
সেই গোচাবন, সেই শাভ সামানা—
নীবার-ভাগোর বাট, বন্ধন সংস্কান,
মানু বারে আব্যাবালি ভাগ আগোচন
মহাতত্ত্বভিলি । গোখা শিক্তারে তব
নাহি চাহি নির্বাদনে রাজভোগ দল—
চাই স্বাধীনভা, চাই প্রেম্মর বিজ্ঞার,
বাক্ষে বিরের সেতে চাই শাভি আপনার,
পরানে শর্পিতে চাই ছিড্ডিয়া বন্ধন,
পরানে শর্পিতে চাই ছিড্ডিয়া বন্ধন,
অব্যাব্য কর্পালিত চাই ছিড্ডিয়া বন্ধন,

নাম্মর্ম : আধুনিক নগর-সভাতায় ইট-পাধর আর লোহাশকডের কাঠামোর জঠরে চাপা পড়েছে শুকুমার কামপুরি। গঙ্গান্তরে প্রাচীন আরাগাক সভাতায় মানুসের জীবন ছিল পাজ সমাহিত। প্রকৃতির ইউ অসনে প্রাণ ও মনের বাভাবিক পূর্তিতে সে জীবন ছিল প্রদন্ত ও উদার। সেই হৃত জীবনকে ফিরে বিশ্বাস্থ্য অনুসভাত নাগর জীবনে ইপিয়ে প্রতা মানুষকে আলোভিক করে বারবাব।



সংসার ভবনদ্বারে, যে ভক্তি-অমৃত সমস্ত জীবনে মোর হইবে বিস্তৃত নিগ্যুচ গভীর—সর্ব কর্মে দিবে বল, বার্থ হুড-চেষ্টারেও করিবে সফল আনন্দ কল্যাণে, সর্বপ্রেমে দিবে তৃত্তি, সর্বদূর্যথ দিবে ক্ষেম, সর্বসূথে দীণ্ডি দাহহীন। সংবরিয়া ভাব-অশ্রু-নীর চিত্ত রবে পরিপূর্ণ অমন্ত গঞ্জীর।

সারমর্ম : যে ভক্তি জীবনে আনে প্রশান্তি, আনে কল্যাণ, জীবনের সর্বক্ষেত্রে আনে চরিতার্থতা স্ক্র্ ভক্তিরসই সবার কাম্য। তাহলেই জীবনে আসবে সুখ, আনন্দ ও কল্যাণ। অন্তর হবে শান্ত, ভারমন্তিমার সমনত।



দুখী বলে,—'বিধি নাই, নাহিক বিধাতা;
চক্ৰসম অন্ধ ধার চিলে ৷'
সুখী বলে,—'কোণা দুখা, অনুষ্ঠ কোকায়ক ধরণী নারের পদতলো ৷'
জ্ঞানী বলে,—'কার্য আছে, কারম্য দুর্জের
বলে,—'কার্য আছে, কারম্য দুর্জের
করে,—'ধরণীর মহারদে সদা
জীড়াখার রিকিক পেশ্বর ৷'
কবি বলে,—'কুমি পোভাময় ৷'
কৃষ্টি আম্,—জীলনাফুড ভাকি হে কাতরে,
স্পামায় হত হে সদ্যা ৷'

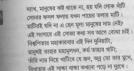
সারমার্য : বৈচিত্রাময় মানব জগতে এক এক মানুষ এক একে চোখে প্রাষ্টা ও সৃষ্টিকে বিচার করে। মুন্দীর কাছে বিগল থেকেও নেই। সুখী ভাবেন, জগৎ মানুষের হাতের মুঠোর। জানী থোঁজেন কার্য-কারণ সম্পর্ক। ততের চোখে প্রটা মহাপ্রাধিক তার কবির চোখে তিনি পরম পুরুষ। কবি জগতে কুঁজে ফেবেন সুন্দারকে তার পাই) চল প্রটার অপর কবল।।



দূর অতীতের পানে পশ্চাতে কিরিয়া চাহিলাম রেরিতেরি মাটী দলে দলে। জানি সরাকার নাম, চিনি সকলেরে। আজ বুজিয়াছি পশ্চিম আপোতে জায়া ওরা। নাইবলে এনেছে নেপথলোক হতে দেহ ছহলাজে; সংগারের ছায়ানাটা অন্তহীন দেখায় আপন পাঠ আবৃত্তি করিয়া সারাদিন কাটাইবল; সুকারার অনুত্তিক বিরা সারাদিন কাটাইবল; সুকারার অনুত্তিক আভালে আলেশে চালাইকা নিজ নিজ পালা, তছং কেঁদে কতু কেঁদে নানা ভঙ্গি নানা ভাবে। শেষে অভিনাম হলে সারা কেবলে কেকো বিয়ে নেপথলা অভিনাম হলে সারা

সারমর্ম : এ বিশ্বজণাৎ যেন এক বিরটি নাট্যমঞ্চ। অনাদিকাল থেকে মানুষ সেই নাট্যমঞ্চে জীবনের সূর্ব-দুয়াখের নানা পালা অভিনয় করে। যে যার ভূমিকা শেষ করে তারপর জীবন থেকে চিরবিদায় দেয় দৈন্য যদি আদে, আত্মক, গজ্জা কিবা আহে,
মাখা উঁচু জাখিন।
স্থাপর সাধী মুখ্যক গানে যদি নাহি চাহে,
হৈর্ম ধরে থাকিস।
রক্তরপে তাঁর দুবৰ যদি আদে দেশে
সুক স্থাপিয়ে দাঁড়াস,
আকাশ যদি বন্ধা দিব যান্তি সংগ্র তার্ডিস বার্ডিস।

সামর্ম্ম : জীবনের চলার পথ ঘাত-প্রতিঘাতময়। দাবিদ্রো দিশেহারা না হলে, অসহায় পরিস্থিতিকে ধৈর্বের অন্ত মোকাবেলা করতে পারলে, দৃঢ় মনোবদ নিয়ে দুখেকে জয় করতে পারলে জীবনে সফল হওয়া যায়।



তবে যে এথায় দেখিবারে পাই গরিবের দুর্গতি.

অৰ্থ ভাষ্যৰ — চেনে না লে ভাৰ শক্তিন সংহতি। সামৰ্মা : এই পৃথিবীতে মাটিৰ অন্যেই মানুগৰ বিপুল সাম্বলনাৰ আগব। মানুৰ ভাব কৰ্মশক্তিন সাহায্যে লে বং সাম্বলনাকে সফল কৰে তোগে। ভাতে মানুগৰ চুন্দুৰ গোচে, দুৰ্দুপানা অবসান হয়। কিছু যে মানুষ শক্তিম কৰে না ভিয়ো আম্বাদিকিৰ মানা পৰিচাগিত হয় না জীবনে ভাকে চুন্ধ-মুগতিল শিক্ষার হতে হয়।



পেনিলার এ কালে
আন্তার্যাতি মুগ্ত উন্তরতা, দেখিল সর্বাহেদ তার
বিকৃতির কমর্য বিপ্লপ । একদিকে শর্পিত বুলতা,
মত্ততার নির্দান্ত ছংকার, অন্যাদিকে তীন্ধভার
বিধায়তে চনর্গবিকেশ, বক্তে আলিবিদ্যা ধবি
কুপারের সতর্ত স্কলশ-সম্ভ্রম্ভ প্রাণীর মতো
ক্ষরিক গর্লান-সম্ভ্রম্ভ প্রাণীর মতো
ক্ষরিক গর্লান-সম্ভ্রম্ভ প্রাণীর মতো
ক্ষরিক গর্লান-সম্ভ্রম্ভ প্রাণীর মতা
ক্ষরিক গর্লান-সম্ভ্রম্ভ প্রাণীর মতা
ক্ষরিক গর্লান-সম্ভ্রম্ভ প্রাণীর মতা
ক্ষরিক গর্লান-সম্ভ্রম্ভ প্রাণীর মতা
ক্ষরিক গর্লান-সম্ভ্রম্ভ প্রাণীর স্কলিক স্বান্ধভার

কৰ্মা : বৰ্তমান পৃথিবটো যন্দু-সংঘাত ও অব্যাৱকতায় পৰিপূৰ্ণ। মূৰ্বজনৰ উপন সংঘাৰৰ অভ্যাচাৰ বিশ্বৰ অমান্য সত্তো পৰিগত হয়েছে। একতাবন্ধ হয়ে অন্যায়-অভ্যাচাৰেৰ বিশ্বত অবস্থান নেয়া অভ্যাহন মান্যৰে মান্তে নিনেৰ পৰ নিন লোগ পাছে। ৰাতিকাম মানবান্যৰী ৰূপী মানুম এ প্ৰতিবাদে ক্ষিত্ৰ ইয়াও প্ৰথমেণ্ট্ৰ অভ্যাচাৰীৰ লৰ্পাও চিৰ্মান্ধ হন্ধাৰে তা বিশীন হতে দেখা যায়।



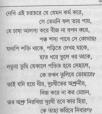
দেখিত্ব সোদিন বেলে,
কুলি বলে এক বানুসাব ভাবে ঠেলে দিল নীতে ফেলে।
চোথ ফেটে এল জল,
অনা নাবে কি জাণ, জুড়িয়া মান খানে দুৰ্নলাগ
যে দৰীচিনের হাড় দিয়ে এ বালা-শাকট চলে,
বানুসাব এনে চড়িল ভাহাতে, কুলিয়া পড়িল ভালা।
বেজন দিয়াছে চুল বত যত মিন্যাবানীন দল।
বাজলাথে তব চলিছে নোটিন সাগতে আহাজ চলে,
বেজলাপথে তব চলিছে নোটিন সাগতে আহাজ চলে,
বেজলাপথে চল বালা-শাকটা, দেল ছেয়ে গেল কলে,
বলাল এদান কাহানের দানাআলিয়াতে ভালিন
দিয়া কর বাড়িয়াতে দেলা, ভবিতে হইবে ঋণা।

সারমর্ম : মানন-সভাতার প্রকৃত প্রপকার যারা, যানের কঠোর প্রনের বিনিমরে গড়ে উঠেছে সভাবন তিত, যানের সুক্তিত জীবনী দাভিত্র ঐপ্রর্থে সভাতা গতিনীল, তারা থাকে চিন-বর্গত, চিন-উপেন্তর এবং চিন-প্রপানীলত হলে, তানের কাছে সভাতা কণী, যা আজ সুদে ও আনলে শোধ করার সত্ত্ব এবং চিন-প্রপানীলত হলে, তানের কাছে সভাতা কণী, যা আজ সুদে ও আনলে শোধ করার সত্ত্ব এসেছে সম্ম্রা মানবজাতির।



দুৰ্দাম গিরি-কান্তার, মঞ্চ কুত্তর পারাবার,
লক্ষিত্রত হবে রামি নিশীদের খারীনা ইশিলার।
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, তুলিতেছে মাঝি পথ,
স্থিডিয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মুপ
কে আছে জোগান, হও আত্যান, ইকিছে ভবিষ্যাৎ।
এ তুফান তারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।
গিরি-সংকট, ভীক্ত দার্মীনা, তঞ্চ পরকাম বাজ
পকাত-পথ যারীর মনে সম্বন্ধ জাপে আজ কগোরী। ভূমি ভূলিবে কি পথং ত্যজিবে কি পথ-মাঝা
করে হানাহানি, তবু চল চানি, নিগাছে যে মহাভার।

সারমর্ম : প্রবাহমান জীবনে বাধা-বিপত্তি, ম্বিধা, গজ্জা, ভয় জাতিকে পানে পদে পেছনে টানে। ^{পূর্ব} এসব বাধা অতিক্রম করে জাতিকে সাফল্যেন শিখরে পৌছাতে হলে চাই যোগ্য নেভূত্ব। একেন্দ্র নির্বীক, মূচিত্র নেভূত্বই জাতিকে দিতে পারে নবজীবন; কমাতে পারে সম্মানের আসনে।



সায়মর্ম : যে যেমন কর্ম করে, সে তেমন ফল পায়। তন্ত্রপ অপরকে সাহায্য করার মাঝেই প্রতিদান মোর বিষয়টি নিহিত। কেননা, সহানুভূতি ও সমবেদনাই মানুযকে পরস্পারের প্রতি সমবেদনশীল হতে অক্রান্তি করে। অর্থাৎ কারো উপকার করা ব্যতীত উপকার আশা করা উচিত নয়।



ধন্য আশা কুহকিনী: তোমার মায়ার আদার সম্পোন চক্র থোকে দিববিং, দাঁড়াইত বিক্তবাত নিকল না হার মারবেলে তুমি চক্র না ঘুরাতে যদি । ভবিষাতে আদ মুক্ত মানব সকল ঘুরিতেছে কর্মক্রেরে বর্তুল-আকার; কর বস্তুজালে মুদ্ধ, পেয়ে তব বল মার্চাত প্রত্যুক্ত ব্যব্দ আদিবার । নাচার পুতুল বেবা দক্ষ বাজিকরে, নাচার প্রত্যুক্ত বিশ্ব মার্চার ব্যক্তর ক্ষা

নিবাৰ্ম : জীবন-সংসাৱে আশাই মানুষের অদৃশ্য চালিকাশজি। আশা না থাকলে রক্ষ হতো জীবনের তি, মানবজীবন পর্ববৃত্তিত হতো জড়তায়। আশার কৃহক আছে বলেই মানুষ জীবনযুক্ষে রত হয়, অসম ও সমন্ত্রির আশায় জীবনের কর্মপ্রবাহে নিবন্তর এশিয়ে চলে।

> ধূপ আপনারে মিলাইডে চাহে গন্ধে, গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে। সূত্র আপনারে ধরা দিতে চাহে ছপে ছদ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সূরে। ভাব পেতে চায় ক্রপের মাঝারে অঙ্গ, রূপ প্রেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।

অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সন্ধ, সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা। প্রলয়ে সূজনে না জানি এ কার খুক্তি ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা। বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি, মুক্তি মাণিছে বাধনের মাঝে বাসা।

সারমর্ম : সুর-ছন, সীমা-অসীম, সৃষ্টি-ধাংল, মুক্তি-বাঁধন প্রভৃতি সব শক্তিই পাশাপাদি অবহিত, জে সর্বাকিছতেই দুই ভিনুমুখী শক্তির প্রভাব লক্ষণীয়। অবচ এই পরম্পরবিরোধী শক্তির যথার্থ সহিল্যন্ত মধ্যে অবিত্তের সার্থকতা নিহিত।

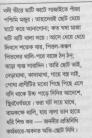


ধান করো, ধান হবে, ধুলোর সংসারে এ মাটি
কাসে খানি থাক তবু আগাছার ধার কিছু ফল
হলদে নীল তারি মধ্যে, কল্ফ মাটি তবু নয় ফুল,
ফুল থেকেল সারে সারে অসা কোলো নিদামের চলা
কিছু না কিছুর কেনা, থেমে নেই হুখ্যার পূলকায়,
সুষ্টি মাটি এত মত।
তাইতো আরও বেশি ভারির,
ক্রানার নার কর বা ভারতির জীননীর নারী।

সারমর্ম : শ্রম ছাড়া কোনোকিছুই অর্জন করা সম্বন নয়। মাটিতে যতবেশি শ্রম দেয়া যায় তার বছ থেকে ততবেশি ফসন লাভ করা যায়। কেননা স্বাভাবিক নিয়মে শ্রমের বিনিময়ে কিছু দান কর্মই মাটির ধর্ম। তাই মাটির কাছে মানুষ অনেক কিছু প্রত্যাশা করে।



উপেক্ষার মেথে বায় মরু খোরতর।
সারমর্ম : মহাকালের গতি নদীর স্রোতের মতোই নিরন্তর প্রক্রমন। এদের গতি রোখ করা আই নি,
একবার চলে গোলে এদের মিরিয়ে আলাও যার না। চলার পথে নদী দিয়ে যায় পদ্য সমরে, এর মইএকবার চলে গোলে এদের মিরিয়ে আলাও যার না। চলার পথে নদী দিয়ে যায় পদ্য সমরে, এর মইআক্রমান মার্ক্তির স্বাধ্যান স্বাধ্যান প্রক্রমান । কিন্তু সময়কে উপযুক্তভাবে কাজে লাগাতে না কার্ত্তব
মানব জীবের সেয়ে আসে মরুস্পুন্তব।



নাধ্যম : মজুন-কদ্যাকে কৈশোরেই কাঁধে তুলে নিতে হয় সংলারের কিছু দায়-দায়িত্ব। সেই কর্মবার্জনান্ত মধ্যে ছেটি ভাইটির প্রতি ভার বেহকোয়ল সম্কুশীশভার অভাব ঘটে না। এভাবে নান্তিশ্রনীভূত মেহনতি মানুষের জীবনে অঙ্কবায়ন্ত কিশোনীও প্রতিষ্ঠিত হয় পরিপক্ গৃহিনীর আসনে। ক্ষমধ্যে একই সঙ্গে স্থায়াশাভ ঘটে চিন্নাত মানুষ্টের ।



নানা দুবেখ চিক্তের বিক্রেমণ
স্বাহানের জীবনের ভিত্তি যার থারবার দেঁশে,
স্বারা অসামন, তারন শোনা
আপনারে তুলো না কখনো।
মুন্তারুরা মারানের প্রাণ,
সর্ব তুজরার মির্কিল প্রান্ধ জ্বালে অনির্বাণ,
ভাহানের ধর্ব করার মানি
অর্থানের কিবল সারিচয়।
ভাহানের ধর্ব করার মানি
অর্থানের মানের মানে

^{নিরম্ম} : যারা কেবল সুখবিলাসী তাঁরা জীবনের মর্মসতা উপলব্ধি করতে না পেরে দুরুখের দিনে ^{হতা}শায় ভেঙে পড়েন। কিন্তু যাঁরা জীবনসংখ্যামী তাঁরা দৃঢ় মনোবলে সব দুরুখ ও আঘাত জয় করেই ^{ক্ষমান}-করণায় হল। তাঁদের জীবনাদশিষ্ট সংকট উল্লয়ণের পাথেয় হওয়া উচিত।



নিন্দুকরে বাসি আমি সবাব কেমে ভালো,
ফুগা জনমের বন্ধ আমার অধিবার মরের আগো।
ফুবাই মোরে ছাড়ক গোর বন্ধ মারা আছে,
নিন্দুক সে ছায়ার মতো থাকবে পাছে পাছে।
বিশ্বজানে নিয়ব করে পবিকার আনে,
সাধকজানে বিস্তারিক তার মত কে জানে?
বিনা মুল্যে মন্যালা মুল্লে করে পবিকার,
বিশ্বমানে এমন দয়াল মিলারে কোথা আরু
নিন্দুক সে বিটে থাকুক বিশ্বহিতের করে,
আমার আশা পর্য বন্ধ তাহার কৃপান্তর।

সারমর্ম : নিন্দুকের সমালোচনার মাধ্যমে আমরা নিজেদের ক্রটি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবগত হই। ব্যক্তি ও সমাজের পরোক্ষ কল্যাণ সাধনে নিন্দুকের এ বিশেষ ভূমিকা অনম্বীকার্য।



নাগিনীরা চারিদিকে ফোলতেছে বিযাঞ্চ নিঃশ্বাস, শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে বার্থ পরিহাস– বিদায় নেবার আগে তাই ডাফ দিয়ে যাই দানবের সাথে যারা সঞ্চামের তরে প্রস্তুত হতেছে খরে যারে।

সারমর্ম : বিশ্বের যুদ্ধবাজনা যেমন তানের উদ্দেশ্য চরিতার্থতার জন্য রচনা করে পারিকামী মানুয়র বিস্তার্থি পুশান-স্থাা। তেমনি পার্তির পুজারী, বিজ্ঞান্তির মহান সাধক্ষের পারি-স্থাপনের নকল প্রাাদ বারে বারে হয় উপহার্থিত। কিন্তু এমন এক সময় আসে যথন চলে আর-এক যুক্তের প্রস্তৃতি, যে যুদ্ধ বিশ্বান্তি প্রতিষ্ঠায় মানবতার শক্ষণের মানবজাতির সংঘবদ্ধ ফুল।



ন্মি আমি প্রতিজনে, আছিল-চঞ্চল, প্রচু ক্রীতদাস।
সিন্ধুমূল জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু:
সমগ্রে প্রকাশ।
নমি কৃষি-তত্ত্বজীবী, স্থানিত, তক্ষক,
কর্ম্ম চর্মকার।
অনিভ্রেমে বিদ্যাধাত-দৃষ্টি আগোচর,
বহু অন্ত্রি-ভার!
কত রাজা, কত রাজা গড়িছ বীবারে
ধ্রে পূজা, কে প্রিয়া।
একবত্ত্ব বরেণা তুমি, শ্বরণা একককে,
ভারারর আজীয়।

নাম্মর্ম : এ পৃথিবীতে সভাতা বিকাশে ছোট-বড় সকল শ্রেণীর মানুমের অবদান রয়েছে। সূতরাং কালেই এখানে সখান পাওয়ার যোগ্য। তাই ভেদান্ডেন ভূলে সকলের অবদানের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে কার করা সকলেরই উচিত।



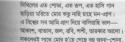
নর কহে, "ধূলিকণা, তোর ডানু মিছে, চিরকাল পড়ে রলি চরণের নীচে।" ধূলিকণা কহে, "ভাই, কেন কর ঘৃণা, ডোমার দেকের আমি পরিণাম কিনা;" মেঘ বলে, "সিঞ্জু তর জনম বিফল পিপাসার দিতে নার এক বিন্দু জল।" সিন্ধু কহে, "পিতৃনিন্দা কর কোনু মুক্তে

ন্ধারমর্ম : উপকারীকে সামান্য ছুতো পেলেই নিন্দা করা অকৃতজ্ঞের স্বভাব। নিজের উৎস এবং হিরাশের জন্য যার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল তাকে যেন সে কোনোক্রমেই থীকার করতে পারে না।



নদী ভীরে মাটি কাটে সাজাইতে পাঁজা পাঁড়ী মন্ত্র। তাহাটের ছাট মেরে পাঁড়ী মন্ত্র। তাহাটের ছাট মেরে পাঁড়ী করে আনাগোদা, কত ঘঘামাজা। ঘটি বাঁটি থালা লয়ে আনে ধেরে ধেরে। দিবলে পাতক বাজ্ঞ কিবলের পাতক বজকু পাঁড়িতবার কালি পাড়ে বাজ্ঞে ঠন ঠন। কড় বাজ্ঞ সারাদিন। ভারি ছোট ভাই, লোড়ামাথ, কালামাথ, গারে বস্ত্র মাই, পোষা পাখিটির মতের পিছে প্রদে কালি থাকে উচ্চ পাড়ে দিনির আদেশে, স্থির বৈর্ঘকরে। ভরা ঘট লয়ে সাথে, বাম কক্ষে থালি, যার থালা ভানহাতে ধরি শিত কর। ভানদীর প্রতিনিধি, সক্ষারা ভালদীর প্রতিনিধি, সক্ষারা ভালদীর প্রতিনিধি, সক্ষারা ভালদীর প্রতিনিধি,

^{নার্বার্য} : বছনের অনুকরণ করেই ছোটনের আচরণ গড়ে ওঠে। ফলে তানের অনেক কাজের মধ্য ^{নির বছ}নের বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটে। তদ্রুপ দবিদ্র মারের কাজের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে ^{বিজ্ঞা} মন্থানের মোয়েটির ক্রিয়াকর্মে।



জিবস বাংলা-১৫

কত কি-মে মাখামাখি, কত কি-যে মায়ামগ্র বোনা। বাতাস আমাদের যিরে খেলা করে মোর চারিপাশ, অনারের কত কথা কহে নিতি নীলিম আকাশ। চানের মার্বর হারি বিশ্বযুগ্রে পুলক চূদন, মিটি মিটি চেয়ে থাকা ভারকার করুল নমন, বসন্ত নিদায় শোহা, বিকলিত কুনুমের হার্নি, দিক্তে দিক্তে তথ্য গান, তথ্য প্রেম ভালবাসা-বার্নি।

সারমর্ম : পৃথিবীর আকাশ, বাতাস, জল, স্থল, নক্ষত্র, অনল, অনীল সবকিছুর সাথে মানবপ্রেনের ্রের নিগত সম্পর্ক বিদ্যামান। কাজেই মানবের এই অক্সিক্রম প্রেম প্রকৃতির নানা অভিব্যক্তির মধ্যে প্রহাত্ত করা যায়। মানবজীবন আনন্দময় বলেই নিখিল বিশ্ব গানে, প্রেমে ও আনন্দে আনন্দময়।



সারমর্ম : চির দরিদ্র, বৃদ্ধিতীন, সহজ সরল ও অপরিণত মনের পদ্মীর চাষিরা শতকের পর শতক ধর নিজেনের পরিশ্রমের ফলল ধনীর ধনতাধার পূর্ণ করতে গিয়ে হচ্ছে নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত। অথচ এরাও র মানুষ —এ অনুকৃতি সবার মাঝে থাকা বাস্কুশীয়।



নমি তোমা লব্যদেব : কি গর্বে গৌরবে দার্ভিয়েছ সুমী : সর্বাহে প্রভাতবাদী, শিরে চূর্ণ মেণ্ড ক্যান্ত মন্দির-শ্রেমী, সুবর্ণ, কলা, ক্যান্তে মন্দির-শ্রেমী, সুবর্ণ, কলা, ক্যান্তে মন্দির-শ্রমী উদ্যাধি ক্যানে পরনে ক্রান্ত শ্রমান সনে মুরিছে ক্যান্ত চলিছে সময়; ক্রভঙ্গে — ফিরিছে সঙ্গে - ক্রান্তাভিক্রম ক্রান্তেক্স

সারমর্ম : প্রেষ্ঠতু অর্জনদাপেক। মেধা-মনন, দক্ষতা-যোগ্যতা এবং সামগ্রিক কর্মপ্রচেষ্টায় মানুষ অর্জন কর্মে সেই খ্রেষ্ঠত্বের আদন। বিবেক বোধের উদ্বেখে মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রেও মানুষ প্রাণিজগতে সর্বপ্রে নদী কছু পান নাহি করে নিজ জল, তরুগণে নাহি খায় নিজ নিজ ফল। গান্তী কছু নাহি করে নিজ দুদ্ধ পান, কাষ্ঠ দশ্ব করে করে পরে অনু দান। স্বৰ্ণ করে নিজ করে অপরে মোহিত। বংশী করে নিজ সুরে অপরে মোহিত। সাখ্য জন্মহিয়া নাহি খায় জলধরে ।

নারমার্ম : নদী, তরু, গাভী, কাষ্ঠ, হর্ণ, বাঁশি, মেঘ এরা কেউ আপন ফল ভোগে প্রত্যাশী নয়, অপরের ক্রমায়নে ও সম্ভুষ্ট করাই এদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। তন্ত্রপ সাধু ও সজনেরাও নিঃবার্থভাবে সর্বদা ক্রমায়নের জন্য আয়োহসর্গ করে গেছেন। বস্তুত আত্মতাগেই প্রকৃত মহন্ত।



পরের মূখে শেখা বুলি গান্তির মত কেন বনিদাঃ
পরের অলি নকল করে নাটার মতো কেন চলিদা
পরের অলি নকল করে নাটার মতো কেন চলিদা
রোর নিজন পরিকে তোর দিলেন বিধাতা আপন হাতে,
মূখে দেটুল বাজে বলি, বালির কি বাঞ্চল তাতের
আপনারে বে তেতে চুবে গড়তে চায় পরের ছাঁতে,
আলাক, ফাঁকি, মেকি লে জান, নাটাটা তার কনিন বাঁতে>
পারের চুটি হেডেু দিয়ে আপন মামেটা তুরে বাতে,
আঁটি কমা যে কোম্বা পারি, আর কোমাণ্ড পারি নারে ।
আঁটি কমা যে কোম্বা পারি, আর কোন্ড। পারি নারে ।

সার্ব্যর্ম : আছ পরাপুকরণ প্রবর্ণতা মানুষের জন্যে ক্ষতিকর। কারণ, তাতে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও গোননির সূজনশীল বিকাশের সঞ্জাবনা নষ্ট হয়ে যায়। বস্তুত আপন প্রতিভা ও ক্ষমতার প্রকাশ ও বিকাশের মাধ্যমেই মানষ সতিকোরের গৌরব ও মর্যাদা অর্জন করতে পারে।



পরের কানগে সার্থ দিয়া বলি

এ জীবন মন সকলি দাও,

ডার মতো সূর্থ কোথাও কি আছে;

আদানার কথা ফুলিয়া মাও।

পরের কাবলে মরবাও সূর্ব,

সুখ—সূর্থ করি কেঁলে দা আরু;

মুগ্রই কানিবে নতই জাবিবে,

ততই মাড়িবে কন্ম—ভার।

আদানারে লয়ে বিবৃত রাইবেত

আদানারে লয়ে বিবৃত রাইবেত

আলা দাইবেত ক্ষরালী পরের

সকলের তরে সকলে আমারা

প্রত্যাকে আমারা পরের তার।

পরেয়াকার পাবের পরের পরিবান্তার স্বিত্তার ক্ষরালা পরের তার।

নীয়মর্ব : আত্মসার্চে মন্ন হয়ে সুন্ধের অন্তেখন করলে সুন্ধের সন্ধান মেলে না। ব্যক্তিগত দুহুব সন্তাপে ত্র-হুতাশ না করে বাং পরের কল্যালে জীবন উৎসর্গ করলে প্রকৃত সুখ মেলে। কারণ, মানব জীবন ক্রিকার্টকেন্দ্রিক নাং, একে অন্যের কল্যালে ব্রতী হওয়াই মনুষ্যত্ত্বর বৈশিষ্ট্য।



পুলা-পাপে দূরখে-সুখে গতনে-উথানে,
মানুম বহঁতে দাও তোমার সভানে।
হৈ প্রেয়ার্ত বঙ্গছুরি, তব পৃথু ক্রোকড়,
ডিন্নপিত করে আব রাখিয়ো না ধরে।
দেশ দেশান্তর-মান্তে যার প্রেয়া ইদান
পূজা কঠিত দাও করিয়া সঞ্চান।
পদে পদে হোটো হোটো নিয়েখের ভোরে,
বৈধে বৈধে রাখিয়ো না ভাল কেলে করে।
প্রাপা কঠিতে দাও করিয়া করান।
স্থান করে, দুলা কঠিতে, আপনার বাঁতে
স্থানীয় করিটেড দাও ভালোমন্স বাঁতে।

সারমর্ম ; মাতৃত্রমতে প্রেহনশী বাঙালি স্বদেশের সীমিত পরিসরে সমাজ ও ধর্মের নানা বিথিনিত্বের বেড়াজালে আবছ। ফলে মুক্তাধের বিকাশ ব্যাহত। নহিন জীবন সাধ্যামের মাধ্যমে বাঙালিতে ছার্ড মানুন হতে হলে বিবন্ধে বিশুল কর্মোন্যোগের গ্রোভধারায় মুক্ত হতে হবে। তাহলেই তিন্তা ও কর্মের প্রদাধিত তেলেনা জার্ডি হবে সমৃষ্ক।



গৃথিবীতে কত ছব্দু, কত সর্বনাশ, দুতন দুতন কত গড়ে ইতিহাসা। বজ্ঞবাহের মাঝে ফোনাইমা উঠে, সোনার মুকুটি কত ফুটো আর টুটো। সভাতার নব নব কত তৃক্কা ফুখা। উঠে কত হলাহল, উঠে কত মুখা। তথু হেলা মুকু উটারে, কেবা ভালে নাম, দৌহা-পানে চেরো আছে মুকুখানি আম। এই পেয়া চির্মাদিন চলে নামী প্রোত্তে। কহে খারা খারে, কেহ আসে মর হতে।

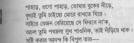
সারমর্ম : পৃথিবীতে প্রভাহ নানা হন্দু-সংখ্যত খটছে এবং নতুন ইতিহাসের সৃষ্টি হলে। ভিত্ত ধার সংখ্যত ও ধারদের মাধেও সভাভান স্রোভ ভার নিজস্ব গতিতে চলছে। সভাভার কলে আনহা ধোক উপকৃত ভাঁছি তেমনি আবার সৃষ্টিওও করছি পৃথিবীকে। ভারপারও সময়ের বিশ্বর্তন পূর্ণান্তন সভা বিশ্বীন হলে দুখন সভাগ গড়ে উঠছে।



প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সপ্তার নৃতন আবির্ভাবে
কে তুমি
মেলেনি উত্তর।
বত্তমর বহুসর চলে গেল,

দিবসের শেষ সূর্য শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগর তীরে, নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়, কে তৃমি— পেলনা উক্তব ।

সম্বন্ধর্ম : মানবজীবনের উৎস থেকে অন্ত পর্যন্ত নানা দুর্জেয় রহস্যময় প্রশ্নে দেরা। যেন সব দার্শনিক ক্রমিজাসা, যার উত্তর এখনও অজ্ঞাত।



সূত্র করার আনন্দ কি বিশুশ তাও—
উষর মাটি শন্যে ভরা।
উষর মাটি শন্যে ভরা।
জক্ষ শাখার বাবুকা বাহু প্রসারি বুকে,
মর্মারিয়া দীন মিনতি গুজারিছে অবোল মুখে।
আমার সময় নেইক তোমার দেহ
আমিয়ে কালাম সবজ মেহে।

নায়মর্য : দূর দিগন্তের পানে ছুটে চলাই প্রাণের ধর্ম। পর্বতের জড়তা সে গতিতে রুখতে পারে না। অধ্যার সরন্ধ গাছপালা মুক্তি কামনায় যেমন চিব মর্মর, উর্বর ভূমি শস্য জন্মিয়ে যেমন সৃষ্টির আনন্দ উগজেগ করে, তেমনি সর্বকিছু দেখে, উপভোগ করে সামনে চলাই সবার কাম্য হওয়া উচিত।



मुश्चिमाए गतानरतः, कमण निकत, धरिवापाट कि जाण्डरी (गांक सरानरः) एक एक एक एक रात करू अमुक्टरत, राजमा गुणराक राजा मुश्नान करत, किन्नु आग्र प्रशासिक राजा मुश्नान करत, किन्नु आग्र प्रशासिक राजा मार्चान आग्रान कि कार्कीरतः प्रशासिक मार्चान आग्रान मार्किरतः पर्वे भागुत्व सर्कारतः मुम्मप्रसाद प्रमानरके नुक्त कर्यो हम, अम्मप्रसाद प्रमानरके नुक्त कर्यो हम,

বিশ্ব - ইসময় ও সুক্রময় পর্যায়ক্রমে আসলেও উভয় সময়ে বন্ধুর উপস্থিতি সমান থাকে না। সুনিনে বিশ্ব স্কর্তনিক যিরে থাকলেও দুসুসয়ের কারো আর দেখা পাওয়া যায় না। কিন্তু বিশ্ববিধাতাই সকলের বিশ্ব ক্রিনি ক্রাইকে কথনোই পরিত্যাগ করেন না।





বসুমতী, কেন তুমি এতই কূপণাঃ কত খোঁড়াৰ্ছতি কবি পাই শাসা কণা। দিতে যদি হয় দে মা, ক্রান্স হায়ন-কেন এ মাথার ঘাম পারেতে বহাসং কিনা চাহে পাসা দিলে কী ভাষতে ক্ষতিগ্র তদিন্না ক্ষক হাসি কন কহামতী, আমার গৌৱব ভাতে সামানাই বাড়ে; তোমার গৌৱব ভাতে থাকেবাজে ছাড়ে।

সারমর্ম : পৃথিবী প্রার্থিনুষ মানুষকে কিছুই দেয় না। এ ছণতে সাফলোর গৌরব আনে সুকঠিন প্রন্থ । কর্মদাধনার মধ্য দিয়ে। অলস মাত্রকেই পরমুখাপেক্ষী হতে হয়। ভাতে না বাড়ে মধীদা, না বড়ে গৌরব। পক্ষান্তরে পরিশ্রম ও সৃষ্টিশীলতা মানুষের গৌরব ও মধীদা বাড়ার।



বহু দিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা, দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।

দেখা হয় নাই চকু মেলিয়া ঘর হতে গুধু দুই পা ফেলিয়া একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশির বিন্দ্র

সারমর্ম : প্রচুর অর্থ ও সময় ব্যয় করে এবং যথেষ্ট কট স্বীকার করে মানুষ দূর-দূরান্তের সৌনর্থ দেখত ছুটে যায়। কিন্তু ঘরের কাছে অনির্কানীয় সৌন্দর্য্টিকু দেখা হয় না বলে সে দেখা পূর্বতা পায় না।



বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ পুঞ্জিতে ছাই না আর : অঞ্চলারে রোগে ছিট ছুমুরের গাহে তেরে পেনি ছারুর অফল বড় পাভারির মিল বনে আছে তেরের দায়েল পানি— চারি দিকে কেয়ে কেনি ছারুর ক্রিক্তর ছার্শ জাম-মাট-মাঠালের- ছিলালের-মার্ছামের করে আছে ছুপ; ফ্রন্থামনার রোগে পানিত্রন তারাকের ছার্মা পড়িছায়ে; মার্কুলর জিলা থোকে না জানি নে করে ছিল চপার কাছে, রাম্কুল জিলা থোকে না জানি নে করে ছিল চপার কাছে, রাম্কুল জিলা-বাট-কালের নিশা ছারা থাকার অলবক রূপ কোর্ছাই ছিলাল-বাট-কালের নিশা ছারা থাকার অলবক রূপ কোর্ছাই। কোর্ছাই ছিলাল-বাট-কালের মরিরা আছে নানীর তার্ছাম-কালার বিলোগের কারে কারির তার্ছাম-কালার করে ছারা প্রাক্তর করে বিলোগের কারে কারির আর কারে কারে কারির আর বিলোগের কারে বাটার বাটা

নাৰাম : বাংলাদেশের নিকর্ণ শোভার প্রয়োহে এক মামানি আকর্ষণ। কর্তমানের রূপ মাধুর্যের সঙ্গে আচ মিশে মামেহে অকীত কৃতির আনক অনাম-হোঁয়া অনুসাদ । বাংলার ছারাজার সুক্ষশোভা নেখ নাম মাই অমাহিলেন চিন সনাগর। বাংলার প্রকৃতি মুদ্ধ করেছিল কোনা ভারাকুর বেছলাকেও। এমনি কর্ম কৃতিমার অনুস্থান মিশে আহে বাংলার প্রকৃতিত। এই অজন্র শুক্তিমার অপরাপ সৌন্দর্যের সন্তেম যার একার আছে, তার চোকে পৃথিবীয় অনুসাদর অগের আকর্ষণ গৌণ হয়ে পড়ে।



বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা— বিপদে আমি না যেন করি ভয়। নাই-বা দিলে সান্তনা, দঃখতাপে-বাথিত চিতে দঃখ যেন করিতে পারি জয়। নিজের বল না যেন টুটে---সহায় মোর না যদি জুটে সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি লভিলে তথু বঞ্চনা, নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়— এ নহে মোর প্রার্থনা---আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, তবিতে পারি শক্তি যেন রয়। আমার ভার লাঘব করি নাই-বা দিলে সান্তনা, বহিতে পাবি এমনি যেন হয়।

সারমর্ম : প্রতিকৃল পরিস্থিতি মোকাবেলায় মানুষের প্রধান সহায় মানসিক দৃঢ়ত। অন্যের করশা বা স্ক্রাহের ওপর নয় আত্মপতি ও সংগ্রামী চেতনার বলেই মানুষ জীবনে দৃগুৰ-কট, ক্ষম-ক্ষতি, বিপদ-বন্ধনা মোকাবেলা করতে পারে। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে মানুষের চাই প্রতথ আত্মপতি।



বিপুলা এ পৃথিবীর কভটুকু জানি।
প্রদেশে কত্ত-না নগর রাজধানী—
মানুদ্রের কত র্কার্টি, কত নালী পিরি শিল্প মরুণ,
কত্ত-না আজানা জীব, কত্ত-না অপরিচিত তবদ
রয়ে গেল অয়াতারে। বিশাল বিবেন্ধর আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অভিকল্প তারি এক কোশ।
নেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ অমানুজাভ আছে খাহে
অসম্ব উভায়েক—
মেথা পাই চিত্রমন্ত্রী বর্ণনার বাণী

কুড়াইয়া আনি । জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে পরব করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ খনে—

নাৰমৰ্মা : বিষেধ্য বিপূপ জীবন-এবাহেব এক জুন্ৰ অংশীনার মানুষ। আর কালের নিরবধি বিস্তারের উপান্ত ধুবাই সংক্রিক মানুষের জীবন। তাই বিশাল বিষেধ্য বাগাক কর্মকান্তের সামে পরিচিত হংগা আমুমের গল্পে দুলাগা। একতাক জান ও বাস্তব্য অভিজ্ঞতা আর্জনে মানুষ্ঠৰ, এই যে সীমানকভা বিশ্ব কাল্ড জানুষ্ঠ কি এ। একালেই আনোর অভিজ্ঞতান সম্পাদ মানুষ হয়ে ওঠে সমৃদ্ধ।



বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র নানাভাবে নতুন জিনিস শিখছি দিবারাত্র। এই পৃথিবীর বিরটি খাতায় পাঠ্য যে সব পাতায় পাতায় শিখছি সে সব কৌতহলে সন্দেহ নাই মাত্র।

সারমর্ম : মানুষের জীবনে বিশ্ব এক বিরাট শিক্ষাঙ্গন। যুগ যুগ ধরে বিরেধ্য এই মহাপাঠশালা (খেছে) মানুষ অর্জন করেছে অরেখা ও অভিজ্ঞভালব্ধ বিপুল জ্ঞান। তার উপর তিত্তি করেই বিকশিত হচ্ছে মানব সভাতা ও সংক্ষতি।



বৈরাণ্যাপাধনে মুক্তি, সে আমার নায়আসংখ্যা বছন-মান্তেম মুর্যানন্দমর
লভিব মুক্তির বালা এই বসুধার
মুক্তিকার পাত্রখানি ভরি বারংখার
তোমার অমৃত ঢালি নিবে অধিরত
নানা বর্গপাকম্যা, গুলীপের মতো
সমন্ত সংগার মোর লক্ষ বর্তিকার
জ্যালারে ভূলিবে আলা তোমারি শিখায়
তোমারি মন্দির মান্তেশ

সারমর্ম : জণং ও জীনেকে যারা ঈশ্বর-সাধদার অন্তরায় মনে করেন তারা খেয়াল করেন না যে, বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব জীবনের মধ্যেই রয়েছে হ্রাষ্টার সমত মহিমার প্রকাশ। তাই সংসারের সুধ-দূৰে, আনন্দ-বেদনার মধ্যে থেকেই হ্রাষ্টার প্রেমে দীন হয়ে মানুষ মুক্তির সন্ধান পেতে পারে।



বাড়েছে দাম
জাবিনাম
চালের ভালের ভেলের দুনের
ভাল্তির বাড়িজ গাড়িজ মুনের
ভাল্তির বাড়িজ গাড়িজ মুনের
আকু মারা বাল্তু মার্চিজ মুনের
ভাল্তির বাড়ার বাড়ার মানুরের
চাই কত মান্ চাই কত সের,
আজার বাড়ার বাড়ার মানুরের
ভাল্তির বাড়ার মানুরের
ভাল্তার বাড়ার মানুরের
ভাল্তার বাড়ার মানুরের
ভাল্তার বাড়ার মানুরের
ভাল্তার বাড়ার বাড়ার
ভাল্তার বাড়ার মানুরের
ভাল্তার বাড়ার বাড়ার
ভাল্তার বাডার
ভাল্তার বাজার বাডার
ভাল্তার বাডার

সারমর্ম : আমাদের দৈনদিন জীবনঘারায় অপরিহার্ব সামগ্রীসহ সব ধরনের পূপোর মূল্য যেমন বাড়ছে, তের্নই বাড়ছে দূহও ও ভোগান্তি। কিছু যে মাদুকের জন্য অতকিছু সে মাদুকই সমাজে ক্রমে মূল্যইন হয়ে পড়ছে। বন্ধরে বসে যারীরা দিন পোনে,
বুঝি মৌসুমী হাওয়ায় মোনের জাহাজের ধর্মনি শোনে,
বুঝি কুয়াপায়, জোছনা-মায়ায় জাহাজের পাল দেখে।
আহা, পেরোলা মুলাকির দল
মারা ক্রিমানে জাগতি কলিরে
মিরাপান্ধা ছবি একে।

রাবর্মা : বাছব জীবনে মানুষ ফখন দুর্গু-দুর্গণায় জর্জিত হয়ে অতিষ্ঠ হয়ে তঠ তখন তারা মুক্তির কুলা ইজন হয়। কিছু নেতৃত্বেন দুর্গলতার কারণে তাদের মুক্তির দিশা মেলে না। ফলে তারা নিজেদের কুলা মেলে নিতে বাধা হয়।

বছ দিও আপেন সংগাবে
সেই বাংলাদেশে ছিল সব্যক্তর একটা আহিনী
কারালে পুরানো শিক্তে, পালা-পার্বপত চাকে চোলে
আউলা বাঙিল নাচে, পুলাহারের সানাই রঞ্জিত
রোভুরে আকাশ তাল কেশ করা হারটে যায়, মার্কি
পাল তোলে, তাঙি বোলে, খড়ে-ছাওয়া মরের আডলে
মার্চে আটা ইন্দাসন্ধী নালা জাতি থক্কো বশতি
চিক্তিন বাংলাদেশ।

সায়মর্ম : বাংলাদেশের রয়েছে বছদিনের পুরানো নিজস্ব ঐতিহ্য, নানা ধর্ম ও বর্ণের সমাহারে গঠিত এক অপূর্ব সংস্কৃতি। নানা পেশার শ্রমজীবীদের মহামিলনে সে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অজও ও বহমান।

বনের পাথি বলে, "আকাশ ঘন নীল,
কোখাও বাধা নাই ভার।"
বাঁচার পাথি বলে, "বাঁচারি পরিপাটি,
কোন চাবা চারি ধার।"
বনের পাথি বলে, "আপনা ছাড়ি দাও
মেধের মাঝে একেবারে।"
বাঁচার পাথি বলে, "দিরালা সুব কোনে
কাঁচার পাথি বলে, "দিরালা সুব

বনের পাখি বলে,

সেথা কোথায় উড়িবার পাই।" খাঁচার পাখি বলে, "হায়, মোর কোথায় বসিবার ঠাঁই।"

^{াত্ৰ}মূৰ্ম : স্বাধীনতায় আত্মনিৰ্ভন্নতান্ন সূথ, এবং পরাধীনতান্ন কাছে পরনিৰ্ভন্নতান্ন বেদনা নিহিত। তাই ^{অক্ষনতান্ত} শুন্সকৈ বন্দি হওয়া নয়, স্বাধীন ও মুক্ত তীবনের প্রত্যাশাই করে সবাই।



বসন্ত এলেছে বলে, ফুল ওঠে ফুটি দিন-মান্নি গাহে পিক, নাহি তাব জুটি কাক বলে, 'ক্রনা কাকা নাহি পেলে জুঁজি— বসন্তেব চাটুগানা ওক হল সুবিহা' গান বন্ধ করি পিক উকি মেনে কয়, 'তুমি কোলা হতে এলে কে গো মহালায়' 'আমি কাক পছি ভাগি"—কাক ভাকি বলে। পিক কয়, 'তুমি ধনা, নমি পদকলো। 'পাই ভাষা ভব কঠে বাক্ বানোমান, মোৱা থাক মিষ্ট ভাষা আবা সভ্যাতায়।'

সারমর্ম : প্রকৃত কণী সতাতাখণকে মধুর ভাষায় মতিত করেই প্রকাশ করেন; সেখানেই তার প্রকাশ সার্থকতা। বসন্তে কোনিখনর কর্ম্যে তাই প্রকাশিত হয় প্রকৃত কণীর সত্যতাখণ ও রসচেতনার ফুগণং রন্ধণ পক্ষান্তরে সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন মানুমের রসবোধ যে থাকে মা, ভারই প্রমাণ কাকের স্পষ্টভাষণের দার্ভাতি।



ख्य त्याता, भाख बराज़, (भाव-माना बहै क्षांत्र त्याजाम-व्यां) ज्याता ही त्यान । भाषा वराजे हैं शि खर्कि, प्रभव जाते मिंड खर्कि, जलान तम्ह क्षिडेणिट— गृददत क्षणि ठीन । रेक्टा-प्रामा प्रिष्ठ चन्न मितावरण क्या, माधाल क्षणि नव्यं त्राजा त्राचील माधाल कर्णि नव्यं त्राजा त्राचील माधाल कर्णि नव्यं त्राजा त्राचील माधाल कर्णि नव्यं त्राजा त्राचील माधाल कर्णिन क्षांत्र तत्मृहें ना इंदार क्षण्या, क्षण्या त्राज्ञा क्षणित हिमीना इसमाज्ञाल व्यंक्ष खुणित करणीह निमीना । व्यामा व्याद्य, ज्ञाना व्याद्य, माधाल निमानमा ।

সারমর্ম : বাঞ্জলি বরাবরই শান্ত ও নিজরল জীবনে অভান্ত। তাই গৃহ বন্ধনের মধ্যে আলসাভরা জীবনের গতিতে দে বঁর পড়ে আছে। এই ঘরকুলো জীবনের গতি তেঙ্কে বাঞ্জলিকে বৃহস্তর জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করতে হলে। কর্মজন বৃহস্তর জীবনের সঙ্গে যুক্ত হলেই বাঞ্জলি যাত-প্রতিযাতের সঙ্গে লড়াই করার উপযুক্ত হয়ে উঠিবে।



ভালবাসি এই সুন্দর ধরণীরে ভালবাসি তাই সুন্দর ধরণীরে ভালবাসি তার সব ধূলিগালি সাটি, আমার প্রাণের সকল অংশ নীরের কেমন করিয়া লাগিল সোনার কাঠি। অংশ কণা মুক্তার মত জ্বলে ভরিল ক্রময় আনন্দ কোলাহলে, আলোক আদিয়া ক্রময় বাদর বাজায় বাঁদি, সমীল পদন ভরিয়া উঠিল গানে;

সুন্দর লাগে নয়নে রবির হাসি, গভীর হরষ উছসি উঠিছে প্রাণে, যে দিকে তাকাই পুলকে সকল হিয়া উঠে শান্তির সংগীতে মুখরিয়া।

নার্রামর্থ : বিশ্ব-একৃতি, উপভোগ্য তার অমিত ও বিচিত্র সৌন্মর্থ । এ সৌন্মর্থ মানুফর মনকে নাড়া দেয়, জাতে জাগিয়ে ভোগে সূরের অংকার। আর প্রকৃতির সেই প্রকৃত সৌন্মর্থ উপদক্তি করতে পারলেই জাব ক্রময় অনুপাম আনন্দের অনুভৃতিতে তবে ওঠে।



মবিতে চাহি না আমি সুন্দর তুবনে,
মানবের মাথে আমি বাঁচিনারে চাহি,
এই সূর্বকরে এই পুলিত কাননে
জীবত হন্দর-মাথে যদি স্থান পাই।
ধরার প্রাণের খেলা চিবতবলিত,
বিরুহে মিলন কত বাটি-অফ্র-মা,
মানবের সুপে সুরুপ গাঁধিয়া সংগীত
যদি লো বাহিতে পারি অমর-আলয়।
তা যদি লা পারি তবে বাঁরি মত কাল
ভোমানের মাথনার নাক তানে ঠাই,
তোমারা তুলিবে বাক্তন কালদ বিকাশ
নর নব সংগীতের কুসুম মুটাই।
হাসিয়ুকে দিয়ো মুন্দ, তার পারে হায়,
ব্যক্তন ভিয়ো মুন্দ, তার পারে হায়,
ব্যক্তন ভিয়ো মুন্দ, তার পারে হায়,

সাষ্ক্রমর্ব : এ সুন্দর পৃথিবীতে মানব-ক্রমহার সান্লিগে প্রতিটি মানুমই বাঁচতে চায়। সুথ-মুলে, আনন্দ-বেদনা ও মিলন-বিবাহে শন্দিত এ জগৎ-সংগারে নিতা প্রবাহিত মানুমের জীবনদীলা। সে দীয়াইটিপ্রয়েক্টের কিব দেন সংগীতের রূপ। সে সংগীত যদি টিকালীল মহিমা নাও পায় তাতে কবির ফুল কেই। তা মানব মনে ক্ষণিক আনন্দ সঞ্চার করতে পারেসই তিনি সুখী।



মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন, হয়েছেন প্রাতঃশ্বরণীয়, সেই পথ সক্ষ্য করে, স্বীয় কীর্তি-ধ্যজা ধরে, আমারাও হব বরণীয়। সময় সাগর তারে, পদান্ধ অন্ধিত করে,

আমনাও হব যে অমর
সেই চিহ্ন লক্ষ্য করে, অন্য কোন জন পরে,
ব্যাহার আদিবে সন্তর।
করো না মানবগণ, বুবা কয় এ জীবন,
সংসার সমরাঙ্গদ মাথে,
সাংকল্প করেছ যাহা,
সাধন করহ তাহা
বুকী হয়ে নিজ নিজ কাজে।

সারমর্ম : মানবসমাজে অমর কীর্তি রেখে যারা শ্বরণীয়-বরণীয় হয়েছেন তাদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেই জীবনে সাফল্য ও খ্যাতি অর্জন সম্বব। জীবনযুক্ষে বৃধা অপচরের সময় নেই। আপন আদ্দ লক্ষ্য স্থির করে দায়িত্ব পালনে একান্ত রতী হয়েই জীবনে কতিত অর্জন করতে হবে।



মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর। আজি তার তরে ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ভরে। সংসারে বিদায় দিতে, আঁথি ছলছলি জীবন আঁকড়ি ধরি আপনার বলি দুই ভুজে।

তরে মূঢ়, জীবন-সংসার ক করিয়া রেখেছিল এত আপদার জন্ম-মূহুর্ত হতে তোমার অজাতে, তোমার ইম্মার পূর্বেই সূত্যুর প্রভাতে সেই অচেনার মূখ হেরিব আবার মূহুর্তে চেনার মতো। জীবন আমার এত ভালবারি কলে হয়েছে প্রভায়,

সারমর্ম : জীবন ও মৃত্যু মানুষের চিরসাধী। জীবন পরিচিত বলেই জীবন-সংসারের প্রতি ভালোবাসায় মানুষ আচ্চ্মা হয়। আর মৃত্যু অচেনা-অজানা বলেই মানুষ মৃত্যুত্তরে জীত হয়। কিন্তু জীবনের মতোই মৃত্যুত চিরন্তন সত্য। মৃত্যুকেও তাই জীবনের মতোই ভালোবাসতে হবে।



মোছ আঁদি মানে কর, এ বিশ্ব-সংসার কাঁদিবাবি ।

কাঁদিবাবি , মানে কর, এ বিশ্ব-সংসার বাইপা ।

রাবাবের চিতা সম্ম যদিও আমার

ছলিছে ছলুক আঁদ, কেন এ অন্সনার

কাণেরের দুল্ব-জ্বালা হবে মিটাইতে

হাসি আবরণ চিনি দুনুত্ব ভূলে যাও,

জীবনের সর্বন্ধ, তত্ত্ব দুছাইতে

বাসনার সুর ভাঙি বিব্রে চেলে দাও ।

হার, হার, জনমারা হানি না মুটালে

একটি উলুসমারা দিনা ছড়ালে

বুকভরা প্রেম চেলে বিফল জীবনে ।

আপনা রাখিলে বার্থ জীবন সালনা,

অপনা বার্থিলে বার্থ জীবন সালনা,

অপনা রাখিলে বার্থ জীবন সালনা,

সারমর্ম: মানুদের জীবনে ব্যক্তিগত দুঃখ-যন্ত্রণা থাকে। কিন্তু তাতে আঞ্চন্ন না হওয়াই শ্রেম। ব্যক্তিগত দুঃখশোক ভূলে অন্যের কল্যাণে ব্রতী হওয়াই মানুষের কর্তব্য। বিশ্বকল্যাণে নির্বোদিত জীবনই সভিকোরের মার্থকারা পায়।

মরুভূমির গোধুলির অনিশ্চয় অসীমে হারালোঃ অকস্মাৎ বিভীষিকা সমদের তরঙ্গে তরঙ্গে মর্ছাহত বালকণা জাগলো কি মৃত্যুর আহবানঃ অন্ধকারে প্রেতদল পথপাশে অট্টহাসে কেনঃ কংকালের শ্বেত নগ অস্তি গহররে প্রাণঘাতী বীভংস বাগিনীঃ মত্য-শঙ্কা মার্ছনা গ্রানি আচ্ছন গগন মানুষের দুরাশার অভিযানে টানি দিল ছেদ্রু অদৃশ্য আলোর দীপ্তি অজানিত কোন নভস্কলে সহসা চমকি' ওঠে উল্লাসিয়া অন্তরের ছায়াঃ মরুভমি প্রপাবে কোথা সূর্ব দ্বীপ প্রলোভন-সম রক্তে ছন্দে দেয় আনি : তারি পানে উন্মিলিয়া সকল হৃদয় গোধলির অন্ধকারে তিমির রাত্রির বক্ষ ভেদি পথহীন প্রান্তরের নামহীন বিপদে উত্তবি অজ্ঞাত উষার পানে কারাভার যাত্রা হল ওক্তঃ

সারমর্ম : সরুভূমি বা সমুদ্রের অনিষ্ঠিত যাত্রায় যেমন আক্ষাক বিপদের আশঙ্কা থাকে তেমনি মানবজীবনও নানা প্রতিকৃলতায় বারবার প্রতিহত হয়। তবুও নতুনকে জানার তিব্র আকাজ্ঞায় মানুষ মঞ্চান্তর উপেন্ধা করে অনিষ্ঠিত ভবিষাতের দিকে জ্ঞাসর হয়।



মান দিও মা আমায় তমি চাইনে আমি মানকে-ববে নেব আমি জোমান নিবিড নীরব দানকে। গভীর রাতের অন্ধকারে গ্ৰহ চন্দ্ৰ তাবকাৰে যে তান দিয়ে হাসাইয়ে হাসাতে বিশ্ব প্রাণকে প্রাণ আমার জাগাইয়ে তোল গো সে তানকে-আড়ম্বরে মত্ত যারা হৃদয়েতে অন্ধ বুঝিবে না তার আমার নিরিবিলির আনন্দ ভয়ে ধলায় পথের 'পরে তাকায়ে ওই নীলাম্বরে. গাহিতে চাই আমি আমার জগৎ জোডা গানকে-মান দিও না আমায় তমি চাইনে আমি মানকে।

শিক্ষর্থ : নিজের মান বা প্রতিপত্তি নয়, সমগ্র মানবের হলয়ের বাণীকে বিশ্বমাঝে ধ্বনিত করাই বাঞ্ছণীয়। বিশ্বস্থা ফোন আনন্দের প্রকাশ তেমনি দেবাময়, কর্মময়, আনন্দময় জীবনের প্রত্যাশাই সবার কাম্য।



মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর। আজি তার তরে ক্ষণে ক্ষণে শিহিরয়া কাঁদিতেছি ভরে। সংসার বিদায় দিতে, আঁখি ছলছাল জীবন আঁকড়ি ধরি আপনার বলি জীবন আঁকড়ি ধরি আপনার বলি দই ভরে।

ওরে মৃত জীবন সংসার কে করিয়া রেখেছিল এত আপনার জনম মুহূর্ত হতে তোমার অজ্ঞাতে তোমার ইচ্ছার উপর। মৃত্যুর প্রভাতে দেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার মুহূর্তেক চেনার মতো। জীবন আমার এত ভালোবাসি বলে হরেছে প্রভার, মতারে এমনি ভালোবাসি দিশ্য।

সারমর্ম : অজানা মৃত্যুর শক্ষা অন্যদিকে জীবনাগক্তির তীব্রতার বেদনার্ত হয় মানব রুদয়। অথচ জীবনাগড়িতে নমু, জীবনের মতো মৃত্যুকে ডালোবেসে তাকে জয় করার মধ্যেই মানবজীবনের সার্থকতা নিহিত।



মনের সাধ যে দিকে চাই, কেবলই চেয়ে রব দেখিব শুধু, দেখিব শুধু কথাটি নাহি কব। পরাণে তথ জাগিয়ে প্রেম, নয়নে লাগে ঘোর, জ্ঞাতে যেন ডবিয়া রব, হইয়া রব ভোর। তটিনী যায়, বহিয়া যায়, কে জানে কোথায় যায়; তীরেতে বসে রহিব চেয়ে, সারাটি দিন যায়। সদর জলে ডবিছে রবি সোনার লেখা লেখি, সাঁঝের আলো জেলেতে ভয়ে করিছে ঝিকিমিকি। দেখিব পাখী আকাশে উড়ে, সুদূরে উড়ে যায়, মিশায়ে যায় কিরণ মাঝে আঁধার রেখা প্রায়। তাহারি সাথে সারাটি দিন উড়বে মোর প্রাণ, নীরবে বসি তাহারি সাথে গহিব তাহারি গান। পথেব ধারে বসিয়া রব বিজন তরু-ছায়, সমুখ দিয়ে পথিক যত, কত না আসে যায়। ধূলায় বসে আপন মনে ছেলেরা খেলা করে। মথেতে হাসি সখারা মিলে যেতেছে ফিরে ঘরে। যায় রে সাধ জগৎ পানে কেবলি চেয়ে রই-অবাক হয়ে আপনা ভূলে, কথাটি নাহি কই।

সারমর্ম : এ বিশ্বের অপূর্ব সৌন্দর্য সুধা পান করতে কে-না চায়। নয়ন মেলে এ অপরপ সৌন্দর্য-নদীতে ই দিতে পারলেই মেলে প্রকৃত আত্মভৃতি। তাই অনেকেরই মনে সাধ জাগে বিশ্বরূপে মণ্ণ হয়ে থাকতে।



যেখানে এনেছি আমি, আমি নেখাকার দরির সর্বান আমি দীন ধরণীর। জন্মাবির যা পোছার স্থা-মুখাবার। বহু ভাগা বলা তাই করিয়াছি সুবা, মুখাবার। বহু ভাগা বলা তাই করিয়াছি স্থিব। আসীম ঐক্বর্ধনালি নাই তোর হাতে প্রে খ্যানকা সর্বাহার করিয়ার নাই তার হাতে প্র খারাকা সর্বাহার করিয়ার করিয়া কর

নায়মৰ্ম : পুনিৰ্বান প্ৰতি মানুদের ভালোবাসা অদীম। কারণ, মানুষ পুথিবীরই সভাদ। কিছু পৃথিবী সক্ষমা সৰার মূখে অনু জোগাড়ে পারে না, অপস্টুয়া হাত থেকে সবাইকে রক্ষা করতেও বার্থ হয়। অনুষ্ঠান কৰা আশা মেটালোও সম্ভব হয় না তার পক্ষে। কিছু তাই বলে মানুষ জনদীভূলা পৃথিবীকে কলো ক্ষেম্থ্য মানুষ্ঠান কৰা ভাবে না।



যেথায় থাকে স্বার অধম দীনের হতে দীন সেইখানে যে চরণ তোমার বাজে-সবার পিছে, সবার নীচে, সব-হারাদের মাঝে। যখন তোমায় প্রণাম করি আমি প্রণাম আমার কোনখানে যায় থামি. ভোমার চরণ যেথায় থামে অপমানের তলে সেপায় আয়ার প্রণাম নামে না যে-স্বার পিছে, স্বার নীচে, স্ব-হারাদের মাঝে-অহংকার তো পায় না নাগাল যেথায় তুমি ফের রিক্তভ্ষণ দীন-দরিদ্র সাজে-সবার পিছে, সবার নীচে, সব-হারাদের মাঝে। ধনে মানে যেথায় আছে ভরি সেথায় তোমার সঙ্গ আশা করি. সঙ্গী হয়ে আছ যেথায় সঙ্গিহীনের ঘরে সেগায় আমার ক্রম্য নামে না যে-সবার পিছে, সবার নীচে, সব-হারাদের মাঝে।

্রিশাতা বিরাজ করেন সর্বহারা দীন-দুংখীজনের মাঝে। বিভ-কৈতবের মধ্যে তাকে পাওয়া যায় না, মানবতার ক্রমণেও তাকে মেজে না। দীন-দরিয়েশ্ব কল্যাণে আয়নিয়োগ করলেই বিধাতার সম্ভুটি গাঁত করা যায়।



যারে তুই ভাবিস ফণী
তারো মাথায় আছে মণি
বাজা তোর প্রেমের বাঁশি
ভবের বনে ভয় বা কারেঃ
সবাই যে তোর মারের ছেলে
রাখবি কারে, কারে ছেলেও
একই নায়ে সকলে ভারে
এতে হাবে বে ওপোরে।

সারমর্ম : ভালোমন্দ, সভ্য-মিধ্যা পরম্পার অমাসিভাবে জড়িত। সভ্যের প্রসাদ দান করতে চাইস মিধ্যার স্পর্শ অনুভব করতেই হয়। তাই প্রেমের আন্মোয় আন্মোকিত হয়ে সবাইকে সবার মাথে ফুর করে নিতে হবে। কেননা একমাত্র প্রেম দিয়েই সবকিছুকে জয় করা সম্ভব।



যে নদী হারারে স্রোত চলিতে না পারে, সহস্র সৈধাল দাম বাঁধে আসি ভারে। যে জাতি জীবন হারা অচল অসাড় পদে পদে বাঁধে ভারে জীব (লাকাচার। সর্বজন সর্বন্ধন চলে সেই পথে ভূল-এক্স সেধা নাহি জন্তে কোন মতে। যে জাতি চলে না কছ ভারি পথ পরে, অন্ত্র মন্ত্র সংব্রতায় চরধ না সরে।

সারমর্ম : আলস্য, কর্মবিমুখতা, স্থবিরতা মানবজীবনে কুসংস্কার, জীর্ণতা ও সংকীর্ণ লোকাচার প্রতিষ্ঠান্ত সহায়ক। তাই পার্ষিব উনুয়নে গতিশীল, কর্মমখীন জীবন গড়াই সবার কামা হওয়া উচিত।



যাদেশ প্রগত্তাতে ভেলে গেল পুরাতন জঞ্জাল, সংকারের জগদল দিনা, শারের কঞ্জাল, নিয়া মোহের পূজামতেশ যারা অন্তুবভাততের এল নির্মিদ-মোহ মূলগর ভাঙারের গানা লারে। বিধি-নিয়েরের চীনের প্রচীরে অসীয় দুলায়নে দু হাতে চালাল হাতুরি পারল। গোরহানের চয়ে ষ্টুত্তে মেলে যাত স্বর কঞ্জাল কালা সুলোর মেলা। যাহাসের ভিড়ে মুখ্য আজিকে জীবনের বালু মেলা। গাতি গুরামেরি পারি গ্রেকার বালু মেলা।

বিশ্বের সাথে জীবনের পথে যারা আজি আগুয়ান।

সাবমর্ম : পুরানোকে পেছনে ফেলে, হাজারও কুসংস্কার ও বিধি-নিমেধের বেড়াজাল ছিন্ন ^{করে অসীম} দুফাহস বুকে নিমে প্রগতির পথে চলে যারা ধাংসম্ভূপের ওপর প্রতিষ্ঠা করে নতুনের বিজয় র^{বা}, ত^{রাই} প্রকত প্রশংসার যোগা। যাক বান ডেকে যাক বাইরে এবং ঘরে,
আর নাচুক আকাশ পূব্য মাথার পরে,
আয়ুক জোরে হাওয়া;
এই আকাশ মাটি উঠুক কেন্দে কেন্দে,
তথু ঝড় বরে যাক মরা জীবন হেংশ,
বিজলী দিয়ে হাওয়া।
আর অইবোনোনা ছাত্য তাননাইন
সেই বিজলী দিয়ে গাড় নতুন দিন।
আর অকলারের বন মুনার খুল
কুনা হাওলার সত আরারে দুলে দুলে
গারে মুতন গান
যত আবর্জনা উড়িয়ে দেরে মূতর,
আজ মরা গাড়ের বন্ধ দ্বনে,
আজ মরা গাড়ের বন্ধ দ্বনে,

সায়ের্ম্ম : মানবজীবনের অয়াযাত্রা বিপদসংকুল। তাই কল্যাণকামী অয়াযাত্রার পথে যত বাধাই আসুক, ত্ত অভিক্রম করে অয়াসর হতে হবে। পাশাপাশি নতুনের জয়গানের সূব ছড়িয়ে গতিহীন, সংকারাক্ষ্ম জিল্লা অনতে হবে গতি ও সমন্তি।

ছড়িয়ে দেবে প্রাণ।

যদি দুফেবর লাগি গড়েছ আমার, সুখ আমি নাহি চাই, প্রথু আঁথারের মাঝে হাত খানি তবু পুঁজান দেন পাই যদি নয়নের জল না পার নোহাতে, যদি পরামের বাখা না পার ঘোচাতে, যদি পরামের বাখা না পার ঘোচাতে, তবে আছে কাছে হে মোর পারী, কহিও আমারে তাই। যদি ক্রদারর প্রেম নাহি চাহে কেছ, পাই অবহলো নাই পাই কেছ, তবে দিয়োছিলে যায়ে হে মোর পিবাজা, ফিরিয়া লও হে তাই। যদি না পারি পুরাতে মনের কামনা, যায় হে বিফলে সকল সাখনা, বাদন এ মিন প্রীকানে প্রসামের বিধি ভোমারে নাহি হারাই।

^{নিমর্ক : সম্ভ ও মহৎরা একান্তভাবে বিধাতার সান্নিধাই কামনা করে। জীবনে যদি কিছুই না পায়, তাতেও ^{বিদ্যু} কোনো আপত্তি থাকে না। তদ্রপ বিধাতার সান্নিধ্য লাভ করাই সকলের কাম্য হওয়া উচিত।}

> রংহীন মিলহীন ভাষা এবং রাষ্ট্রে বিভক্ত এ মানুষ দশ্ব সংঘাতে লিপ্ত ফুদ্ধ মারামারি হানাহানি সবই আছে জানি ভারপরও এগিয়ে যাচ্ছে মানুষ

এতো প্রগতির পদক্ষেপ সভাতার পদচিহ্ন একে দিছে সারা বিশ্বময ওবা বলছে আমরা মানুষ আছি এভাবে জ্ঞাৎ জড়ে প্রীতির বন্ধন আর স্বভাবে।

সারমর্ম : বিশ্বের মানুষে মানুষে রয়েছে বর্ণ, ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্নতা। জাতিতে জাতিতে 🕬 দিয়েছে দ্বন্দু ও সংঘাত। তার মধ্যেই বিশ্বসভাতা আপন গতিতে অগ্রসরমান। জগৎ জোড়া মানত্র সম্পীতির মধ্যেই নিহিত আছে বিশ্বের প্রগতিমুখী অগ্রযাত্রা।



রানার। রানার। কি হবে এ বোঝা বয়ে কি হবে ক্ষধার ক্লান্তিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে রানার! রানার! ভোর তো হয়েছে— আকাশ হয়েছে লাল, আলোর স্পর্শে কবে কেটে যাবে এই দুরখের কালঃ বানাব। গ্রামের রানার! সময় হয়েছে নতুন খবর আনার, শপথের চিঠি নিয়ে চলো আজ ভীরুতা পিছনে ফেলে— পৌছে দাও এ নতন খবর অগ্নগতির 'মেলে' দেখা দিবে বুঝি প্রভাত এখনি, নেই দেরি নেই আর. ছটে চলো, ছটে চলো, আরো বেগে, দুর্দম হে রানার।

সারমর্ম : ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ক্লান্তি উপেক্ষা করে রানারকে নির্জন রাত্রির দূর-পথ অতিক্রম করতে ख সেখানে ভীরুতার স্থান নেই। কেননা ভোর হওয়ার পূর্বেই নতুন দিনের আশার বাণী ও অগ্রণান্তি সংবাদ তাকে পৌছে দিতে হবে। বস্তুত এরূপ দূর্বার একার্যতা ও দুঃসাহসিক কর্ম প্রচেষ্টার মাঝে নিহিছ ভবিষাৎ সফলতা।



লক্ষ লক্ষ হা-ঘরে দুর্গত ঘৃণ্য যম-দৃত-সেনা এড়িয়ে সীমান্তপারে ছোটে, পথে পথে অনশনে অন্তিম যন্ত্রণা রোগে আসে সহসের অবসান, হন্তারক বারুদে বন্ধুকে মুর্ছিত-মৃতের দেহ বিদ্ধ করে, হত্যা-ব্যবসায়ী বাংলাদেশ-ধ্বংস-কাব্যে জানে না পৌছল জাহানামে এ জনেই :

বাংলাদেশ অনন্ত অক্ষত মূর্তি জাগে 🏾

সারমর্ম : একান্তরে উদ্বাস্থ জীবন, মৃত্যুর আর্তনাদ, নির্যাতনের যন্ত্রণা সত্ত্বেও বাঙ্গালিরা দর্মেনি। প্রবল বিক্রমে শক্রর ওপর আঘাত হেনে ছিনিয়ে এনেছে বাংলাদেশের গৌরবোচ্ছুল অক্য মূর্তি। এখানেই ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রাপ্তি।

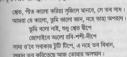


দবিয়া-অর্থই ভ্রান্তি নিয়াছি তলে, আমাদেরি ভবে পানির কিনারে মুসাফির দল বসি দেখেছে সভয়ে অন্ত গিয়াছে তাদের সেতারা, শশী।

ক্রমর্ম : জাতীয় নেতৃত্বকে হতে হয় দায়িতু-সচেতন, কর্তব্যনিষ্ঠ ও পরিণামদর্শী। তা না হলে জাতীয় জ্ঞান নেমে আসে মহা বিপর্যয়— ঘোর অন্ধকার।



সারমর্ম : জীবনে সার্থকতা অর্জনের জন্যে ছেলেবেলা থেকেই নৈতিক সততার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। সেশবে সংকাজ করতে না শিখলে পরে আর সে অভ্যাস গড়ে গুঠে না। সময়ের কাজ সময়ে না করণে তার জনাও জীবনে মূল্য দিতে হয় প্রচুর। কারণ, সুযোগ চলে গেলে তা হয়ত আর ফিরে আসে না।



শারমর্ম : সৃষ্টিকর্তার চোখে সকল মানুষ সমান। তিনি মানুষকে নানা বর্ণ দিয়ে সৃষ্টি করলেও তার দান শিশদের জন্যে সমানভাবে বর্ষিত হয়। কিন্তু স্বার্থপরতার বশবর্তী হয়ে কোনো কোনো মানুষ হীন স্বার্থে মানুষে মানষে ভেদাভেদ সন্থি করে।



এতো প্রগতির পদক্ষেপ সভ্যতার পদচিহ্ন এঁকে দিছে সারা বিশ্বময় ওরা বলছে আমরা মানুষ আছি এভাবে জগৎ জড়ে প্রীতির বন্ধন আর স্বভাবে।

সারমর্ম : বিশ্বের মানুষে মানুষে রয়েছে বর্গ, ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্নতা। জাতিতে জাতিতে জাতিতে দিয়েছে দ্বন্ধ ও সংখ্যাত। ভার মধ্যেই বিশ্বসভাতা আপন গতিতে অগ্রসরমান। জগৎ জোড়া মানুহ সম্পাতির মধ্যেই নিহিত আছে বিশ্বের প্রগতিমূখী অগ্রযামা।



রানার। রানার। কি হবে এ বোঝা বয়ে

কি হবে স্পুনর ক্লাবিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে
নানার। রানার। বেলার। বেলার বেল ক্রাহেক্ত
আলার শার্পের করিব করিব করিব
আলার শার্পের করিব
নানার।
নানার। বানার। বেলার
নানার
নানার।
নানার
নানা

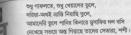
সারমর্ম : কুথা-কুঞা-ক্রান্তি উপেকা করে রানারকে নির্ভান রাজির দূর-পথ অতিক্রম করতে হা সেখানে জীকতার স্থান দেই। কেননা ভোর হংগ্যার পূর্বেই নতুন দিনের আশার বাণী ও অগর্গত সংবাদ তাকে পৌছে দিতে হবে। বস্তুত এরূপ দুর্বার একমাতা ও দুসোহনিক কর্ম প্রচেটার মাতে নিবি ভবিষয়-সম্পাদতা



লক লক হা-মনে দূৰ্গত ভূগ্য হম-দূত-সেনা এড়িয়ে সীমান্তপারে ছোটে, পথে পথে অনপনে অভিম যঞ্জা রোগে আসে সমস্ত্রের অবসান, হস্তারক বাঞ্চদে বন্ধুকে মূর্ছিত-মূতের দেহ বিশ্ব করে, হত্যা-ব্যবসায়ী রালোনেশ-ধ্বংশ-কাব্যে জানে না পৌছল জাহানুমে

এ জন্মেই ; বাংলাদেশ অনন্ত অক্ষত মূর্তি জাগে ৷

সারমর্ম : একান্তরে উন্নান্থ জীবন, মৃত্যুর আর্তনাদ, নির্বাতনের যন্ত্রণা সন্তেও বাঞ্জালরা দক্রেনি। ^{ত্র} প্রকল বিক্রমে শক্ষর ওপর আঘাত হেনে ছিনিয়ে এনেছে বাংলাদেশের সৌরবোজ্বল অসম বু⁶় র এখানেই ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রাণ্ডি



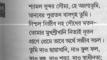
নামর্ম : জাতীয় নেতৃত্বকে হতে হয় দায়িত্ব-সচেতন, কর্তব্যনিষ্ঠ ও পরিণামদর্শী। তা না হলে জাতীয় এনে নেমে আনে মহা বিপর্বয়— ঘোর অন্ধকার।

শৈশাবে সদুপদেশ যাহার না রোচে,
জীবনে তাহার কড় মুর্থতা না যোচে।
চক্র মাদে চাঘ দিয়া না বোনে বৈশাখে,
কবে সেই হৈমেডিক ধান্য পোর থাকে
সময় ছাড়িয়া দিয়া করে পথ্রাম,
ফল হে শেও অতি নির্মেষ্ট অধ্যয়।
কোনতা চলে পোল বলে থাকে তীরে,
কিলে পার বনে ভারা না আদিলে ফিলে-

সায়মার্ম : জীবনে সার্থকতা অর্জনের জন্যে ছেলেবেলা থেকেই নৈতিক সততার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। পেলবে সংকাজ করতে না শিখলে পরে আর সে অভ্যাস গড়ে ওঠে না। সময়ের কাজ সময়ে না করলে তার জ্ঞান্ত জীবনে মৃদ্যা দিতে হয় প্রতুর। কারণ, সুযোগ চলে গোলে তা হয়ত আর ফিরে আসে না।

> প্লেড, পীত কালো কবিয়া সূজিলে মানবে, শে তব সাধ।
> আমরা যে কালো, তুবি ভালো জাল, নহে তাহা অপরাধ।
> তুবি বালো নাই, তথ্য কেও তিবিল জোগাইবে আলো রবি-শশী-দীপে
> জাগাইবে আলো রবি-শশী-দীপে
> সাজ্যান তর কবিবিল্কে আল তোমার অপসাধ।
> সজ্জান তর কবিবিল্কে আল তোমার অপসাধ।

নায়মর্ম : সৃষ্টিকর্তার চোথে সকল মানুষ সমান। তিনি মানুষকে নানা বর্ণ দিয়ে সৃষ্টি করণেও তার দান নিজক জানো সমানভাবে বর্নিত হয়। কিন্তু স্বার্থপরতার বশবর্তী হয়ে কোনো কোনো মানুষ হীন স্বার্থে নিয়ম মানুষে ভেদান্তেন সৃষ্টি করে।



নিশিদিন মর্মারিয়া কহ কত কথা

অজনা ভাষার মন্ত্র; বিচিত্র সংগীতে গাও জাগরণগাখা, গভীর নিশীথে পাতি দাও নিস্তন্ধতা অঞ্চলের মতো জননীবক্ষের; বিচিত্র হিক্লোপে কড থেলা কর শিশুসনে; বৃদ্ধের সহিত কচ সনাতন বাগী বচন-অভীত।

সারমর্ম : শ্যামণ অরণ্য ছিল মানুমের আদিমতম বাসপৃহ। একালের দালান-কোঠার মতো তা নিভাগ ছিল না। অরণ্যের জীবন ছিল প্রাণাচাঞ্চল্যে সজীব, কদরাবেশে তরপুর। অরণ্য মানুমকে নিয়ের শ্যামণ ছায়া, বাঁচার উপকরন, আর মুক্তজীবনের আয়াণ। মানব ক্রদয়কে মন্ত্রিত করেছে মর্ম্ম ধনিতে। সহজ, সরল, প্রশান্তিময় সেই জীবনে উভারিত হয়েছে কত অমব, বাণী। আল অরণ্যকে ভারিয়ে মানন সেই জীবন-সকমা মধ্যেক নির্বাসিত।



শতাধীৰ সূৰ্য আজি বক্তমে মাথে অপ্ত গোগ হিংলার উৎসাবে আজি বাজে অপ্তে অপ্ত মৰণের উদ্মান রাণিণী ভাবংলবী! দয়াহীন সভাতালাদিনী ভূপোহে কুটিল ফণা চংকার নিমিবে গুজ বিষদন্ত ভারা ভরি উদ্রি বিয়ে। খার্থে স্বাধ্যে কুলায়ন্ত ,লোচে লোচে ঘার্থে স্বাধ্যে কুলায়ন্ত ,লোচে লোচে ঘার্থে সাথে কুলায়ন্ত লোচে অন্তেবন্দী বর্ত্তর ভাজা পরম ভেমাণি জাতিব্যেন নাম বির প্রচাপ কদ্যায়। ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বন্দের কন্যায়। ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বন্দের কন্যায়। ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বন্দের কন্যায়।

সারমর্ম: প্রার্থে ব্যর্থে সংঘাত, লোভে লোভে সঞ্চাম আর হিংসার উন্মুক্তচায় নিত্য-নতুন ^{মারপ্রা} আবিষ্কারে আন্ধ ঘনিয়ে এসেছে সভ্যতার অতিম লগ্ন: ঘটেছে বর্বরাতার নির্লক্ষ আত্মপ্রকাশ। ^{মার মূল্} রয়েছে আন্ধ জাতিপ্রেম। ফলে মানবধর্ম আজ পৃথিবী থেকে নির্বাসিত।



শ্রমে প্রেমে ক্রোধে প্রতিশোধে মানুষের মত কেউ নর। গড়ে ওঠে অরগডেদী লোকালয় মানুষের শ্রমে, গড়ে ওঠে মধুকুঞ্জ বংশধারা মানুষের প্রেমে কামে, জ্বলে ওঠে দাবানল মানুষের ক্রোধে, লোকালয় অরণ্য হয় মানুষের ঘৃণায়, প্রতিশোধে।

র্বার্ক্স: বিচিত্র আচরণের সমাহার মানবচরিত্র। সে একদিকে যেমন ভাগোবাসা দিয়ে জয় করে নিতে ব্যবস্থানিজ্বকে, অন্যদিকে তেমন। শ্রম ও কর্তবানিষ্ঠায় সাজাতে পারে সুন্দর পৃথিবীকে। আবার সে ক্রায়েরে বশবর্তি হয়ে ধাংশ করে দেয় সবকিছু।



শাফায়াত'-পাল-বাঁধা তরণীর মাস্কুল, 'জান্নাত' হতে ফেলে হরী রাশ রাশ ফুল। পিরে নত প্রেহ-আঁথি মসল-দারী; গাল নের সারি-গান পথারের ঘাত্রী! কৃষা আনে প্রলারের বিক্র ও দেয়া-ভার, ঐ ফলো প্রণায়ের ঘাত্রীরা ধেয়া পার।

শক্তি-দের স্থার্থ-লোভ মারীর মতন

নার্ক্সর্ম : পুণার্থীরা পরকালে জান্নাতে প্রবেশ করনে। আল্লাহর করুণায় হাশরের দিনের দুর্বিপাক জনের স্পর্শ করতে পারবে না। তাই জাতিকে সত্য-মুন্দর ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়ে মুক্তির সোমালি সর্যক্ষে হস্তগত করতে হবে।



দেখিতে দেখিতে আজি বিরিছে ভূকন।
দেশ হতে দেশাগ্ররে স্পর্নীবিষ তার
শান্তিময় পরী যত করে ছারখার।
যে প্রশান্ত সরলতা জানে সমুজুল
প্রেহে যারা রুসসিন্ড, সাত্রোহে শীতল,
ছিল তারা ভারতের তপোকনতলে।
ব্যক্তগ্রারীন মন সর্বজ্ঞালে
পরিবায় করি দিত উদার কল্যাণ,
জড়ে জীরে সর্বস্তুত করাবিত থ্যাদ
পশিত আখ্রীয়ারতে শ।
আজি তারা নাশি চিত্ত যেখা ছিল দেখা এল দ্রুবারাশি,
ভূজি যোগা ছিল সেখা এল আত্যন্তর।
শান্তি যোগা জিল সেখা থাল আত্যন্তর।
শান্তি যোগা জিল সোধা বালে আত্যন্তর।
শান্তি যোগা জিল সোধা বালে সময়।

ৰ প্ৰকৃতিৰ মাদকতা ও উন্দ্ৰাতায় পশ্লীজীবনের প্ৰশান্ত ও আনন্দময় সৌন্দর্যনিকেচন দেন আজ প্ৰথমোজ হ'বে চলেছে। যেখানে একদিন বন্ধু-তান্ত্ৰিকভার পনিবর্তে বৈরাগ্য ও কল্যাপটিবার বিশ্ব বন্ধানকৈ পরম প্রতির সূত্রে আবন্ধ করত, সেখানে আজ বন্ধুতান্ত্ৰিকতা সেই পবিত্র শান্তিকে ক্ষিত্রত



পোনারে প্রতিক পোনারে ভাই ফান্য,
আমানের বুকি কত ভালবাসা
ভাগিয়া বিলাব তোসের দুয়ারো অকাতরে অনিবার ।
ভোগের দুয়ের বায়
পাধার বুকে ও চন্দ্রক রালে বন্ধ ভাসিয়া যায় ।
করো নাকো ভাই বুঁল আপাছা,
এয়ার নমনে খানি দি লছা,
এয়ার নমনে খানি দি লছা,
তার সিত্র সিনাত্র ভার বিকার বিকার বিকার
ভার সিনাত্র সিনাত্র করি বুনার তোনের চায় ।
ভার সিনাত্র সিনাত্র করি বুনার তোনের চায় ।
ভার সিনাত্র সিনাত্র সিনাত্র করি বুনার তোনের করি কর্টে কার্টে দিন ।
নানা পুঁবি পড়ে পেরাছি বুনানা প্রাণ্
ভারার আলিনিন, মারা ভানি তোর কী কর্টে কার্টে দিন ।
নানা পুঁবি পড়ে পেরাছি বুনানা প্রাণ্
ভারার সিনাত্র সিনাত্র সিনাত্র বুলার ভারাইনি ।
বিকার বুলার বুলার ভারাইনি ।

সারমর্ম : হাজারও দূর্য়েথ-কটে এদেশের কৃষক-শ্রমিকদের জীবন কাটো; অথচ বিশ্রোই করতে জনে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও এরাই সর্বাপেক্ষা অবহেলিত, উপেক্ষিত শিক্ষিত সমাজে। কিতৃ একা এদের মৃত্যির জন্য সম্বল্প-বন্ধ হওয়া সময়ের দাবি। নতুবা দেশের প্রকৃত মৃত্যি সম্বল্প নয়।



সকাল বিকাল ইসটেশনে আসি, চেয়ে চেয়ে দেখতে ভালোবাসি। বাম হয়ে ধবা টিকিট কেনে:



কেউ বা পাড়ি ফেল করে তার শেষ মিনিটের দোষে দিনরাত গড় গড় ঘড় ঘড় গাড়িভরা মানুষের ছোটে ঝড়। ঘন ঘন গতি তার ঘরবে.

কভু পশ্চিমে কভু পূর্বে।

সারমর্ম : আসা আর যাওয়া —জীবনের এই চলমানতার প্রতীক রেল টেশন। টেশন হিব। বিশ্ব যাতায়াতের গতিময়তায় জীবন সেখানে সজীব, চঞ্চল : টেশনের প্রাটফরম ফেন কর্মকোলাংল ফুর্ফা ব্যস্ততাময়, গতি-আন্দোলিত জীবনেরই চলচ্ছবি।



সন্ধ্যাবেলা লাঠি কাঁথে বোঝা বহি শিরে
নদী তীরে পঞ্জীবাদী ছরে যায় ফিরে।
শত শতান্দীর পরে যাদি কোনমতে
মন্ত্রবলে, অতীতের সূত্যরাজ্য হতে
এই চাবি কাঁথে লারে, বিশিত নয়ান,
চারিদিকে খিরি তারে অসীম জনতা

কাড়াকাড়ি করি লবে তার প্রতি কথা।
তার সুখ-দুঃখ যত, তার প্রেম প্রেহ,
তার পাড়াপ্রতিবেশী, তার নিজ গেহ,
তার খেত, তার গঙ্গ, তার চাষবাস,
তানে কেনে কিছুতেই মিটিবে না আপা
আজি যার জীবনের কথা তুক্সতম।
সেনিন কনাবে তাহা কবিতের সম।

ন্যয়র্মা : কোনো পশ্চীবাসীর দৈনন্দিন জীবন পরিক্রমা সমকালে সাধারণত গুরুত্ব পায় না। অনেক ন্যামী পরে তা পুরাকাহিনীর তাংপর্য পায়। তখন সেই পশ্চীবাসীর জীবন-পরিক্রমার চিত্র শিল্প-নাল্যার মতোই বিচিত্র জিল্ডাসার বিষয় হয়ে ওঠে।



সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি র্যুজিয়া। দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া। পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই —

তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই, কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই, সন্ধান লব বুঝিয়া। ঘরে ঘরে আছে পরমাখীয়, তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া—

সায়মার্ম : বিশ্বের মানুষকে আপন করে নেওয়াতেই মানব জীবনের সার্থকতা। দেশে দেশে মানুষে ভাষে সম্প্রীতির বন্ধন রচনা করার মাধ্যমেই গড়ে উঠতে পারে যথার্থ মানব সংস্কৃতি। আনন্দময় নতুন বিশ্বক্রদার জন্যে চাই বিশ্বজনীন প্রীতিময় মানব-সম্পর্ক।



সবাবে বাসবে ভাল নউলে মনের কাল মছবে নারে! আজ তোর যাহা ভাল ফলের মত দে সবারে। করি তুই আপন আপন, হারালি যা ছিল আপন, এবার ভোর ভরা আপন বিলিয়ে দে তুই যারে তারে। যারে তই ভাবিস ফণী তারো মাথায় আছে মণি বাজা তোব প্রেমের বাঁশি ভবের বনে ভয় বা কারে? সবাই যে তোর মায়ের ছেলে রাখবি কারে, কারে ফেলে? একই নায়ে সকল ভায়ে যোতে হবে বে ওপারে।

সারমর্ম : প্রীতি ও প্রেমের সম্পর্কের বন্ধনেই মানুষ মহীয়ান হয়ে ওঠে। কেবল নিজেকে নিয়ে ভা_{ইর} গেলে আর স্বাইকে হারাতে হয়। মানব জীবনকে সফল ও সার্থক করতে হলে চাই মানুষ _{মানুষ} মামত ও সম্প্রীতির মোলবন্ধন।



সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালোনেদে—
জানি নে তের ধন-রতন আছে কিনা রাদীর মতল,
তথু জানি আমার অস জড়ারা তোমার ছারার এদে—
কোন বনেতে জানি নে মূল গান্তে এমন করে আবৃল্ল,
কোন লগানে ওঠারে চাঁদ এমন বানি মেদে—
আলি মেদে তোমার আলা প্রথম আমার মোখ জুড়ালো,
ইই আলোতেই নানা মেদে মুদ্দর নানে নামি কোখ জুড়ালো,
ইই আলোতেই নানা মেদে মুদ্দর নানে শেষ-

সারমর্ম : জনাতুমিকে ভাসোবাসতে পারাতেই মানব জীবনের সার্থকতা। জনাতুমি অভ্যা স্পাতন, আরুর না হতে পারে; কিন্তু ভার আলো বাতানেই মানুর বাঁতে, ভার সৌন্দর্বের এক্সর্থে পার রপানি, তার রেহজ্ঞায়র জীবন বারে ওঠা পারিপূর্ণ। জনাতুমির জন্যে গতীর মমতা থেকেই মানুর চার দেশের মাতিত প্রশা অধ্যায়িক পেতে।



স্বাধীনতা স্পৰ্শন্নি সৰাই ভালবাসে,
সূত্ৰের আলো জুল মুক্তের ছুম্বের ছারা নাশে।
স্বাধীনতা নোনার কাঠি বোদার সুধা দাদ;
স্পর্শে তাহার নেতে থাঠে পুত্র কুম কার্যন্ত নার তাহার নেতে থাঠ পুত্র করে প্রাণ।
মনুমান্তের বান ডেকে যার যাহার ক্রমারতনে,
কর জারিমে দ্বাধান্ত জিল স্বাধীনতার বলে।

সারমর্ম : মানুষের জীবনে স্বাধীনতা পরশ-পাথরের মতো। তার ছোঁয়ায় দুঃধ্বময় জীবনে আসে সূত্র, মুর্গ্র জাতির জীবনে জাগে প্রাণম্পদ্মন। স্বাধীনতা মানুষকে উজ্জীবিত করে বীরত্ব ও মনুব্যত্ত্বর প্রেরণায়।



সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষ আদি, এক মোহদার দাঁড়াইয়া চন এ মিগনের বাঁশী। একজনে দিলে বাগা সমান ইইয়া বাজে সে বেদনা সকলের বুকে হেখা। একের অসমান দিশ্বিক মানন-আচিত্র সজান সকলের অসমান। মহা-মানবের মহা-কেদনার আজি মহা-উম্বান,

উপ্লেই হাসিছে ভগবান, নীচে কাঁপিতেছে পদ্মভান।
সারমর্ম : মানব-মিলনের মধা নিয়েই রচিত হয় মহামানবের তীর্থকুমি। সেখানে একে অন্যের পেলালক্ষা ও অপমান ভাগভালি করে সেয়। ফলে বিশ্লের বাধিত, ঘূলিত ও অপমানিকদেন সংঘণর দ্বাধ্ ভিযানে যেমন তারা সম্পাভালি কার কেয়। ফলে বিশ্লের বাধিত, ঘূলিত ও অপমানিকদেন সংঘণর দ্বাধ্ ভিযানে যেমন তারা সম্পাভাল কানত করবে অন্তুপ মানবতার শত্রুপের মনিয়ে আনাব অত্তিম দ্বাধ্



সবারে বাসিব ভাল, করিব না আত্মপর ভেদ সংগারে গড়িব এক নতুন সমাজ। মানুদের সাথে কছু মানুদের রবে না বিজ্ঞেল-স্বর্বা, মোরী ভাল করিবে বিরাজ। দেশে দেশে মুগে মুগে কত মুদ্ধ কত না সংঘাত মানুহে মানুহে হলো কত হাদার্যদি। এবার মোনের পুরো সমূদিবে প্রেমের প্রজাত সোল্লালে পার্টের সম্প্রের বাদী।

সারমর্ম : পৃথিবীতে মানুষে মানুষে যুদ্ধ–সংঘাত, হানাহানির যে-অবস্থা বিরাজমান তাতে শান্তি প্রতিষ্ঠা আসৌ ক্লার নয়। তাই এদব পরিহার করে প্রেম, তালোবাসা আর সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে তোলাই সকলের কাম্য।



সন্ধ্যা যদি নামে পথে, চন্দ্র যদি পূর্বাচল কোণে নাই হয় উদয়, তারকার পুঞ্জ যদি নিডে যায় প্রলয় জলদে,

না কবিব ভয়।

ছিপ্সে উর্মি ফণা তুলি, বিভীষিকা মূর্তি ধরি যদি গ্রাসিবারে আসে, সে মৃত্যু লঞ্জিয়া যাব সিন্ধু পারে নবজীবনের

নূত্র্য পাত্রমা বাব ।পরু পাত্রে শবনাবনের নবীন আশ্বাসে।

নায়মর্ম : প্রতিবন্ধকতাকে জয়ের মধ্যেই জীবনের সার্থকতা। তাই জীবনে যত আঘাত, বাধা-বিপরি, তা এবং দুয়েবর অমানিশা খনিয়ে আসুক না কেন তাতে তেঙে পড়লে চলে না। নতুন জীবন গড়তে জেব উপেঞ্চা করে প্রণতির দিকে ধার্বিক হতে হবে।



সর সাধকের বড় সাধক আমার দেশের চাষা,
দেশ মাতাবই যুক্তিকারী দেশের সে যে আশা।
দার্মিটি কি ইয়ার চেয়ে সাধক ছিকেন বড়ঃ
পুটা এক হবে নাকো, সর করিলেও জড়।
যুক্তিকারী মহাসাধক যুক্ত করে দেশ,
সবারাই সে অনু যোগার নাইকো পর্ব পেশ।
ব্রু ভারের পারের হিন্ত সুখ নাহি চারা নিজে,
বৌদ্রানাহ-তর্গ্ড তনু মুখার মেয়ে ভিজে।
আমার দেশের মাটির ছেলে করি নমান্তর,
চেয়ার সেনে প্রতি ইক্টক সকলা অহজার।

কৰ্মৰ : যে সাংলার ফল সরাই চোণ করতে পারে ভা-ই বড় সাধনা। আর এ সাধনাটিই করে উদ্দি আমালের দেপের চান্তী। ভার অন্তম্মন্ত পরিশ্রমে ফলানো ফগলের ওপর নির্ভন করেই দেশের ইন বন্ধা বঁচে থাকে। ভাই এ চান্তীই সবচেয়ে বড় সাধক যার সাধনার নিরুট দুর্ঘটির মহান স্থানি প্রমাণ



সিঙ্কুজীরে খেলে দিও বালি নিয়ে খেলা রার্চ গৃহ, হাসি-মুখে ফিরে সভাবেলা জনদীর আন্তোপরে। রাতে ফিরে আদি হেরে— তার গৃহখানি কোথা গেছে ভাসি। আবার গড়িতে যদে— দেই তার খেলা, ভাঙ্গা আর গড়া নিয়ে কাটে ডার খেলা । এই যে খেলা— যায়, এর আছে ফিছু মানেদ যো জন খেলায় খেলা গেই বৃধি জানে।

সারমর্ম : ভাঙা-গড়ার ক্রমিক অনুবর্তনেই অবর্তিত মানবজীবন। অব্যাহত এ ভাঙা-গড়ার মধ্যেই আস সীমাবক সময়ের প্রায়োগিক অনুশীলনের সুযোগ। আর একমাত্র প্রটাই জানেন ভাঙা-গড়ার এ নিগৃত তত্ত্ব।



সূজন লীলার প্রথম হতে প্রস্থু ভাঙ্গা-গড়া চলছে অনুক্ষণ, গাখী জনম, শাখী জনম হতে, রাখছ কথা, তদহে নিবেদন। আজ কি হঠাৎ নিঠুন তুমি হবে। কাল্লা ভানে নীবৰ হয়ে রবেণ এমন কতু হয় না তোমার ভবে। মনে মনে কল্পছে আমার মন।

সারমর্ম : সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশকর্তা মহান আল্লাহ সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখেন। তিনি কাউকে নিরাশ করেন না। তাই কেউ ভক্তিভরে তাকে স্বরণ করলে তিনি অবশ্যই সাড়া দিয়ে থাকেন।



সাগর পাড়ি দেব আমি নবীন সদাপর—
সাত সাগরে জাসরে আমার শ্বর মুকর ।
আমার মাটের সভান নিরে মানে পুরুর মাটি,
চলবে আমার বেচাকেলা বিশ্ব জোড়া ব্যটে,
মানুরগল্পী নকারা আমার সাতখালা পাল তুলে
ক্রেরের সোলায় মালা সমা চলবে মূলে দুলে।
সিন্ধু আমার বন্ধু হবে, রতন মাণিক তার
ভাগে জীলে আমার আশার জাগের বাতিখর,
তাক্তি নিবে মুকামালা, গুরাল দেবে কর ।
আমার খিরে সিন্ধু গলুল করবে এসে তিড়
ভাতভানিতে ভারতের আমার লক্তর দেশের জীর ।

সাবনৰ্ম : কূপমত্বকতায় আচ্ছন্ন হওয়াতে নয়, বিশ্ববাপী পরিবাপ্ত হওয়াতেই জীবনের প্রকৃত সার্থকতা। নিজস্ব প্রচেষ্টায় নব নব অভিয়ানে জয়লাতের মাধ্যমেই কেবল সেটা সম্ভব।



সুকঠিন গার্হস্থ্য ব্যাপার সুশৃঙ্গলৈ কে পারে চালাতে? রাজ্য শাসনের রীতিনীতি সক্ষভাবে রয়েছে ইহাতে।

সাধ্যমর্ম : স্থুদ্রের মধ্যেই বৃহতের অন্তিত্ব বিদ্যমান। তদ্রেপ গার্হস্থা জীবন পরিচালনার মাধ্যমেই মানুষ অন্ত করে রাজ্য পাসনের অভিজ্ঞতা তথা জীবনযুদ্ধে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার যোগ্যতা।



সেই আদি-যুগে যবে অসহায় নর

নেত্র মেলি ভবে,
চাহিয়া আকাশ পানে— কারে ডেকেছিল,
লেবে না মানবেং

কাতর আহবান সেই মেঘে মেঘে উঠি, লুটি গ্রহে গ্রহে, ফিরিয়া কি আসে নাই, না পেয়ে উন্তর,

ধরায় আগ্রহে

সায়মর্ম : মানুষ মানুষের জন্য। তাদের সকল কর্মহাজ মানবকল্যাগের নিমিতে। ফলে মানুষের মধ্যে আছু উঠেছে পারম্পারিক নির্ভরণীলতার সম্পর্ক, হয়েছে সমাজের সূচনা। তাই সভ্যতা সৃষ্টিতে দেবতা আ মানুষ্ট একক কৃতিস্থের দাবি রাখে।



সৃষ্টির কথা ভাবে যারা আগে সংখ্যার করে তয়,
যুগে যুগে সংখ্যারর আমাতে ভাসের হয়েছে য় ।
কাঠ না পুরুরার আভন জ্বালারে বলে কেন অজ্ঞানঃ
কাঠনা পুরুরার আভন জ্বালারে বলে কেন অজ্ঞানঃ
কালার্জির রামে পারে জিলারি দিশে তার রাখিয়
আজাররে রামে থালে এরা, মোড়া রাখিয়া আজারবল
কাজারী হবে সক্রবিদ্ধীন বেলায়িরকী ছলে!
আন-প্রবাহের প্রকল কন্যা বেয়ে কার্ম্যোত্তা নদী
ভেলেরেছে মূক্ত্বা, সামে সামে মুল মুটায়েছে নিরবিধ ।
জলাধির মহা-তৃষ্মা জাগিয়েছে বে বিপূল নদীর্রোতে
সে কি দেখে, তার রোতে কে ছুবিলা, কে মরিকা তার পার্যে
মানে না বারণ, তরা যৌবন শক্তি-প্রবাহ ধায়
আন্দর্ভার সরবা-ছলে কুলে বছলোয়।

^{নার্ক্রমর্ম} : ধ্বংস ও সৃষ্টি মূনার এপিট ও ওপিট। ধ্বংসেই সৃষ্টির সূচনা। তাই গ্রচলিত কুসংকার ও ^{তিক্রিক্তক}তার প্রাচীয়েকে ধ্বংস করতে না পারলে কল্যাণময় কিছু করা সম্ভব নয়। বস্তুত, ধ্বংস এবং ^{তিক্রম}বীক্ষার করেই নতুনের সৃষ্টি সম্ভব।



সবচেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে
সে অন্তব্যয় ।

তাৰ ব্যৱহাৰ পৰিচয়।

তাৰ কৰিব তাৰ বাবেৰেৰ পৰিচয়।

পাইলে সৰ্বত্ৰ তাৰ বাবেৰেৰ পৰা,

বাধা হয়ে আছে মোন বেড়াভাজি জীবন যাত্ৰাব।

চালী ক্ষেত্ৰত চালাইছে হাল,

তাঁতী বলে উচ্চ বোলে, জেলে ফেলে জাল,

বছলুৰ প্ৰণাৱিত এফেন বিচিত্ৰ কৰ্মভান

তানি পানে ভন দিয়ে চলিতেছে সমস্ক সংলাব।

অতি পুল অংশা তান সন্মানের চিন্ন নিৰ্বাসনে

সমাজের উচ্চ মঞ্চে বলেছি সংকীপ বাধায়নে।

মাঝে মাঝে গোছি আমি গুলাড়ার প্রাঙ্গণেন থানে,

ভিতরে প্রবেশ কবি লে পান্তিভ ছিল না একেবারে।

ভিতরে প্রবেশ কবি লে পান্তিভ ছিল না একেবারে।

জীবনে জীবন যোগ করা না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।

সারমর্ম : মানব মন দুর্জেয়। সাধারণ মানুষের হৃদয়ের সম্পূর্ণ পরিচয় আভিজ্ঞান্ত ও সম্মানের উচন্তর থেকে পাওয়া দুগুসাধ্য। তাই জ্ঞান দিয়ে নয়, জীবনের সাথে জীবনের পূর্ণসংযোগ ঘটিয়ে গভীব সহামন্ততিশীল হৃদয় দিয়ে তাকে উপলব্ধি করতে হয়।



সাগব-পর্তে, নিরগীন নতে, নিশ্-নিগন্ত জুড়ে জীবনোয়েলে তাড়া নবে বেংক নিতি বাবা মৃত্যুবে, মানিক আরবি 'আনে বাবা সুঁড়ি পাতাল বন্ধপুরী, নানিনীর বিষয়ালুলা সারো করে কথা হ'তে মানি চুরি। যানিরা বাত্র-নানিব বান্ত্র উচ্চত শিরে ধরি, যাহারা চণলা মেঘ-নানারে করিয়াহে কিন্তরী। পর্বাহার চণলা মেঘ-নানারে করিয়াহে কিন্তরী। প্রক্রোধ তালের আলাত প্রখাম, তাহায়েল গান গাহি।

সাৱমৰ্ম : কৃত্ব নয় দবীনবাই পাবে যিলোকের অপার বহন্য উনুখাটনের উদ্দেশ্যে জীবনকে বাজি বেই ও মৃত্যুক্ত সাথে পাঞ্জা লড়ে অধীয় অনক সাগত-বক্ষে পাড়ি দিতে ও মহাপুন্যে অভিযানে অগ্নান হ'ব কোনোকিছুই তাদের মুকাহানী অভিযানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। তাই এ দবীনাক্ষ্য জ্ঞানা নাগতা প্রকাশক ভিচিত।



বাহি স্বার্থতবী গুল্প পর্বতের পানে।

গ্রমের্ম : লোভ ক্রমেই স্কীত ও বীভৎস হয়ে ওঠে। তবে বিধাতার বিধানে বীভৎসতার কোনো স্থান এট ক্রমের স্বার্থ নিজেই নিজের ক্ষতি করে; সকল আশা,আকাজ্ঞা চর্ণ করে।



সোনা মহে, পিতল নহে, নহে সোনার মুখকালো বরণ চাধির ছেলে জুড়ার দেন বুক।
যে কালো তার মার্টোর ধান, যে কালো তার গাও,
যেই কালোতে সিনান করে উড়াল তারার গাও।
আঙ্কাতে তার বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানী,
কোরার দলে তারে নিয়ে সবাই টানাটানি।
জারির গানে তারে গলা উঠে সবার আগে,
শাল-সুন্দরী-বেত, যেন ও, সকল কাজে লাগে।
সুড়ারা কয়, রেলে নকত, পাগলা লোহা ফো
ক্রপাই যেমন বাগের বেটা কেউ লেখেছে হেলা
যদিও ক্রপাই নয়ে গো ক্রপা- তারার চেরে দামী

ন্তব্বর্ধ : কৃষি নির্ভয়, গ্রাম প্রধান পল্লী বালোয় চার্যীদের স্থান সধার ওপরে। তাদের আত্বতাাগ, ধৈর্য, ^{মুক্তব্বই} আদের এ মর্যাদা দিয়েছে। সোনা, রূপা বা অন্য কোনো মূল্যবান ধাতুর সাথে এ মর্যাদ তুলনা ^{জন হয়ে মা}। কোননা তাদের কর্মযন্ত ও আত্বতাগের মাঝেই দেশের উজ্জ্বল অবমূর্তি নিহিত।



সূথ' 'সূথ' বলে তুমি, কেন কর হা হুতাপ, সুখ ত পাবে না কোথা, বৃথা সে সুখের আশ। পথিক মরুভূমির মাঝে খুঁজিয়া বেড়ায় জল, জল ত মিলে না, সেথা মরীচিকা করে ছল, তেমনি এ বিশ্ব মাঝে, সূথ ত পাবে না তুমি,



মনীচিকা প্রায় সুথ, —এ বিশ্ব যে সক্ষভূমি।
ধন-সূত্র সূথ্যপর্য কিছুতেই সুখ নাই,
সুখ পর উপনার, তারি মাথে থাঁজ ভাই,
আমিস্থকে বালি দিয়া বাপজাগা করা বাদি,
পারের হিচেত্র জন্য ভাব বাদি নিরবাধ,
নিজ সুখ ভুলে দিয়ে ভাবিকে পারের কথা,
মুছালে পারের অংশু ভূচালে পারের বাখা,
মুছালে পারের অংশু ভূচালে পারের বাখা,
মুছালে পারের পার্যা স্থানি নির্মাণ মাথে,
বিকুরিকে পর সুখ সকলে বিকালে সাঁথে,
তবে পাইবে সুখ আয়ার ভিতরে ভূমিন,
যা রোগিনে— ভাই পারে, সংবার যে কর্মন্থনি।

সারমর্ম : ধন-দৌলত, টাকা-পয়নার মধ্যে সূব পেই। সূব মঞ্চত্নির মরীচিকার মতো। হাত বাড়িত্র তাকে নাগালের মধ্যে পেতে চাইলে কেবলি তা দূরে সরে যায়। নিজের স্বার্থ জলাঞ্জণী দিয়ে ন্দিং দুয়বীর সেবান্ত্রতে নিয়োজিত হলেই গুরুত সুখের সন্ধান মিলে।



সে ফুল হয়েছে বাসী,
সে ফুল পুরুষ দাস ছিল মাক', মারীরা ছিল যে দাসী।
কে মুল, মানুমের ফুল, সাম্মের ফুণ, আজি
কেছ রহিবে না বন্দী কাহারত, উঠিছে ভঙ্কা বাজি,
নর যদি রাখে মারীরে বন্দী, তবে এর পর ফুল
আপনার রাচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ফুল।
ফুলাইই ধর্ম এই—

পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই। শোন মর্ত্যের জীব। অন্যের যত করিবে পীড়ন, নিজে হবে তত ক্লীব।

সারমর্ম : বর্তমানে নারী-পুরুষের সম অধিকার প্রতিষ্ঠিত। মানুষে মানুষ্য সামের বন্ধন; মানবর্জ স্বাধীন ও দুরু পদক্ষেপে চতুর্দিক মুখবিত ও ধানিত। ফলে নারীকে আজ বন্দি করে রাখতে চালে পীড়ুকাকে শ্বন্ধ রাধাতে হবে— অন্যের ওপর পীড়নের অভিশাপ তাকে নিজেকেই পীড়িত করবে।



হউক সে মহাজানী মহা ধনবান, অসীম কমতা তার অতুল সম্পান, হউক বিতত তার মান বিদ্ধু জন, হউক প্রতিতা তার অপুন্র উন্দুল, হউক প্রতিতা তার অপুন্র উন্দুল, হউক তাহার বাস বমা হর্মা মাঝে, ধারুক সে মনিময় মহাফূল সাজে, হউক তাহার বাপ চন্দ্রেক উপন, হউক বারেক্র সেই দেন গোজমা, গভ শত দাস তার সেবুক চকন, করুক অ্যবকলন তার সংবীতিন। কিন্তু যে সাধে নি কড় জন্মভূমি হিত, স্বজাতির সেবা যেবা করে নি কিঞ্চিৎ, জানাও সে নরাধমে জানাও সম্বুন, অতীব ঘূদিত সেই পাষণ্ড বর্বর।

সারমর্ম : স্বলেশ ও স্বজাতির সেবার চেয়ে মহৎ কিছু নেই। জান ও বিত্ত, প্রতিভা ও শক্তি, সম্পদ ও ক্লানিভার জোরে মানুষ খ্যাতির শিখরে উঠতে পারে। কিছু দেশপ্রেম-বিবর্জিত মানুষ সতিকারের ক্রমের সমান পেতে পারে না। দেশ ও জাতির ঘুণাই তার প্রাপ্য।

'হায় গগন নহিলে ভোমারে ধরিবে কেবা। গুলো তপন ভোমার স্বপন দেখি যে, করিতে পারি নে সেবা।' শিশির কহিল কাঁদিয়া,

াশানর কাহল কাদরা,
'তোমারে রাখি যে বাঁধিয়া
হৈ রবি, এমন নাহিকো আমার বল।
তোমা বিনা তাই ক্ষুদ্রা জীবন কেবলই অশ্রুকল।'
'আমি বিপুল কিরণে তুবন করি যে আলো,
তব শিদিরটকরে ধরা দিতে পারি,

বাসিতে পারি যে ভালো!'
দিশিরের বুকে আসিয়া
কহিল তপন হাসিয়া,
'ছোট হয়ে আমি রহিব তোমারে ভরি,
তোমার ক্ষদ জীবন গতিব হাসির মতন করি।'

নারমার্ম: সূর্বের প্রকৃত স্থান সুবিদাল মহাকাশে। এক বিস্থু দিশিরের সাধ্য নেই বিশাল সূর্ব্বকে ধারণ কারে। বরং সূর্ব ছাড়া দিশিরের অন্তিত্ব কেবল পরিশত হয় অপ্রকালে। কিছু সূর্ব বিশাল বলেও নারনোর ইয়াপুরণে তার একটুক বিধা নেই। নূর্ব তার জ্যোতিতে শিশিরকে করে তোলে সৌন্দর্বে জ্যানিত এবালাকেই জ্যান তাম শিক্ষা ও মহন্ত।



ন্ধর্ম : নিছক হাসি ও আনন্দ মানব জীবনের একমার ও চরম পাওয়া নয়। গভীর সমবেদনা নিয়ে জনার মুখ-কটের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করাতেই মানব জীবনের প্রকৃত সার্থকতা নিহিত। আর ^{ব্যৱহা}ধ্য মানুষের জীবন মহুৎ তাংপূর্য লাভ করে।



তে চিবদীও সপ্তি ভাঙাও জাগব_গানে তোমার শিখাটি উঠক জলিয়া সবাব প্রাণে। ছায়া ফেলিয়াছে প্রলয়ের নিশা, আঁধাবে ধরণী হারায়েছে দিশা তুমি দাও বুকে অমৃতের তৃষা আলোর ধ্যানে---ধ্বংসতিলক, আঁকে চক্রীরা विश्वजान হৃদয়-ধর্ম বাঁধা পড়ি ফাঁদে श्रार्थाकारन । মত্য জালিয়েছে জীবন-মশাল, চমকিছে মেঘের খর তরবার, বাজক তোমার মন্ত্র ভয়াল বজ-তানে।

সারমর্ম : আলোকিত মানুষের মহান দায়িতু সকলকে নবচেতনায় উজ্জীবিত করা। সভ্যতাকে ধংস করার জন্যে যখন চারধার থেকে কালো আঁধার ছেয়ে আসে, স্বার্থান্দেরীদের চক্রান্তে যখন মানবতা বিপন্ন হয়ে পড়ে তখন ধ্বংসের হাত থেকে বিশ্বকে বাঁচানোর জন্যে দুগু বলিষ্ঠতায় বিশ্ববাসীকে উজ্জীবিত করার দায়িত আলোকিত মানুষদের।



হে দারিদ্রা, তুমি মোরে করেছ মহান! তমি মোরে দানিয়াছ খ্রিন্টের সম্মান কণ্টক মুকট শোভা। — দিয়াছ তাপস, অসম্ভোচ প্রকাশের দরন্ত সাহস: উদ্ধত উলঙ্গ দষ্টি: বাণী ক্ষুরধার, বাণী মোর শাপে তব হ'ল তরবার! দংসহ দাহনে তব হে দপী তাপস, অম্লান স্বর্গেরে মোর করিলে বিরস, অকালে শুকালে মোর রূপ রস প্রাণ! শীর্ণ করপুট ভরি' সুন্দরের দান যতবার নিতে যাই—হে বড়ক্ষ, তুমি অগ্রে আসি, কর পান! শূন্য মরুভূমি হেরি মম কল্পলোক।

সারমর্ম : নির্মম ও দুরসহ হলেও কঠিন-কঠোর জীবনদৃষ্টি ও স্পষ্ট ভাষণের ক্ষমতা দিয়ে দায়িদ্র মানব জীবনকে করে মহিমান্তিত। কি**ন্তু** তারই পাশাপাশি দারিদ্রোর অগ্নিদাহনে রূপ ও রসপিপাসু মা^{নবমন} ভরে যায় রুক্ষ রিক্ততায়, আর কল্পনার রাজ্যে নেমে আসে মরুপুন্যতা।



ুরুমার্ম : সুন্দরের সাধক হলেও কবির কাজ শুধু কল্পনার জগৎ নির্মাণ করা নয়, কঠিন ও কঠোর আরের মুখে তাকে রূঢ় সত্যকেও বাণীরূপ দিতে হয়। দায়বদ্ধ কবি জানেন, জীবনধারণের দাবি ক্ষবানে উপেক্ষিত সেখানে কল্পনা-বিলাসিতা নিরর্থক। রুড় বাস্তবতার রূপায়ণই তখন তার কবিতার লক হয়ে দাঁড়ায়।

> তে বঙ্গ ভাগুরে তব বিবিধ রতন-জা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি পর-ধন-লোভে মত্ত করিন ভ্রমণ পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কৃক্ষণে আচরি'। কাটাইন বহুদিন সুখ পরিহরি অনিন্দায়, অনাহারে সপি কায় মন, মজিন বিফল তপে অবরেণ্যে বরি'-কেলিন শৈবাল ভলি' কমল-কানন। স্বপ্নে তব কুললন্দ্রী কয়ে দিলা পরে,-'প্ররে বাছা, মাতকোষে রতনের রাজি, ্র জিপ্তারি দ্রশা ভবে কেন তোর আজি? যা ফিরি অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে। পালিলাম আজ্ঞা সুখে পাইলাম কালে মাতভাষারূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।

^{নিরম্ম} : বঙ্গভাষা বিবিধ ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ হলেও অনেক বাঙালি বিদেশী ভাষার পেছনে মোহ্যান্তের বিধা ছুটো মরে। অথচ তারা জানে না মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে বিদেশী ভাষা গ্রহণ করলে তথু প্রতিভারই ৰিক্ষা হয় না পরিণামে আত্মগ্রানিতে ভুগতে হয়। বস্তুত পরভাষার প্রতি অতি আগ্রহ ও ভিকার্বত্তি हेलाई मधानडाट्य निम्मनीय । निका बाला-५१



হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাথাড় পাহাড় কটা দে পথের দুশাশে পড়িয়া যাদের হাড়, চোমারে নেবিতে হইল যাথারা মন্ত্র, মুটে ও কুলি, ভোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধুলি, ভারাই মানুষ, ভারাই দেবতা, গাহি ভাহাদেরি গান, ভারেই রাহিত বন্ধা পা ফেলে আনে নব-উভান।

সারমর্ম : বিশ্বে যারা ভিল ভিল করে নিজেনের প্রাণশক্তি দান করে, মুটে, মন্তুর ও কুলিরপে করে মানুষর অনুষ্ঠ কে ভারাই আন্ধ চির নির্বাচিত, চির বার্ষিত। অধাত ভালের মধ্যেই সৃষ্টিকর্তার অধিষ্ঠান, ভালের বহু-বিচিত্র করেন যার্ছ সৃষ্টার প্রধাশ। আর ভাই ভালের বাধাহত ক্রময়ের সম্মিলিত মহাবেদনার আন্ধ শোনা যায় নক-জাগরণের বাণী।



"হোক, তবু বসত্তের প্রতি কেন এই তব তীব্র বিমুখত।" কহিলাম, "উপেন্ধায় খডুলাকে কেন কবি দাও ডুমি ব্যথা?" কহিলে কে কাছে নে আদি-"কুহেলি উত্তরী তলে মাথের সন্মানী-দিয়াছে চলিয়া ধীরে শুন্দানুদ্য দিগত্তের পথে কিছ বছে। তাহাবেই পড়ে মান, প্রতিত পারি না কোন মতে।"

সারমর্ম : বসন্তের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানবমনের অফুরম্ভ অনন্দের উৎস। কিন্তু এ মন যদি কোনো করণ বিষয় থাকে, তাবে সে বসন্ত ও তাকে স্পর্শ করতে পারে না; বসন্ত উপেঞ্চিত হয় মনের অভারেই।



হে মোর দুর্জাণা দেশ, যাদের করেছ অপমান, অপমান হতে হবে ভারাদের সন্বার সমান। মানুনের অধিকারে বর্ষিত করেছ যানে সম্ভুক্ত পাঁড়ারে রোখে ততু কোনে দাও নাই স্থান, কথানান হতে হবে তাতাবেদ সবাব সমান। মানুনের পরেশারে প্রতিদিন ঠেকাইরা দূরে পুলা করিয়াছ ভূমি মানুনের প্রাক্তর। বিধানতার বন্ধানোকে দুর্ভিশ্রেক যারে বালে ভাগ করে থেতে হবে সকলের সাথে অনুপান। কথানান হতে হবে সকলের সাথে অনুপান।

সারমর্ম : দুর্বলরা সর্বদা সবল কর্তৃক নিগৃহীত, নির্যাতিত; তাদের ভোগ-বিলাদের শিকার। বিশ্ব মানুষের প্রতি মানুষের এ আচরণ কাম্ম নয়। কোনা অচিরেই এমন দিন আসবে যখন প্রায়ণিত বুলাই তাকে বিশ্বতদের কাতারে এসেই দাঁড়াতে হবে।



হে মহামানৰ, একৰাৰ এস কিবে, তথু একবাৰ চোখ মোলা এই এাম নগৰেৰ জীতে, একামে মুকু হানা দেয় বাব বাব, লোকডকুৰ আড়ালে এখালে জমেছে অন্ধন্ধৰ । এই যে আকাল, দিলাৰ মাঠ বাবে সুবৃক্ক মাটি নীয়াৰে মৃত্যু পোড়েছে এখালে খাঁটি, কোষাও নেইকো পাৰ আঘাতে জম্মতিন ভাৱ নৌকার পাল, এখানে চরম দুর্গ্নখ কেটেছে সর্বনাশের খাল, ভাঙা ঘর, ঝাঁকা ভিটাতে জমেছে নির্জনতার কালো, প্রে মহামানব, এখানে ওকনো পাতায় আগুন জ্বালো।

নার্ক্ষর্ম : প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী, খাদ্যাভাবে ছিন্নভিন্ন গ্রামবাংলার অজ্ঞ, দাবিদ্যা-পীড়িত ও ব্যৱহালিত মানুদেরা যোর অন্ধকারে নিমজিত। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে প্রয়োজন একজন ক্ষামবের, বার পক্ষে সম্ভব হবে জীবনুত এদব মানুদের মুক্তি নিশ্চিত করা।



হাটে হাটে আমি ঘূরে যে বেড়াই— দেন দের করিতে বাট; হাটের বকে দেখে বাই আমি কত মে মাটেনত মাঠ। কত যে মাটের আঁচলের ধনে ভরা এ হাটের ভালা, কত যে মাটের ছিল্ল, কুসুমে হাটের গালার মালা।

নারমর্ম : পণ্যা কেনাবেচার স্থান হাটে বিরাজ করে মানুমের কর্মকোলাহল। মাঠে ফলিত নানা ফসলে সূর্বজ্ঞিত হয়ে গোটা হাটের ভূমি নিজু হাটের ক্ষেত্র আজীবন উর্বরতাপুন্য ভূমি হয়ে থাকে। এটা তিয়মির এক নির্মম দুরু, যা জীবনের গভীর অনুসন্ধিৎসায় বাস্তব জগতেও প্রতিভাত হয়।



"হোক, তবু বসন্তের প্রতি কোন এই তব জীৱ বিমূলতা?" কহিলাম, "উপেক্ষার স্কুলাজে কোন কবি দাও তুমি বাধা?" কহিল সে কারে আদি-"কুমেলি উত্তরী তলে মানের সন্মানী-দিয়াছে চিনার মীর পুল্ পুন্দ দিশতের পথে ক্রিক হতে ভারতারিক গড়ে মনে, স্কুলিতে পারি না কোন মতে।

শীরমর্ম : দুলেময়ের অধিক দুগুৰ ভোগের কাতরতায় বিমৃত্ মানবচিত্ত পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে "বজে খাপ ধাইয়ে নিতে পারে না। কেননা নিকট অতীতের বিরহ বেদনা তাকে আবিষ্ট করে রাখে, অতে নবা সুসানুভতি কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না।



হায় হায় জনমিয়া যদি না ফুটালে একটি কুসুম নয়ন কিবলে একটি জীবন বাখ্যা যদি না জুড়ালে কুক ডবা প্রেম ঢেলে বিফল জীবনে আপনারে রাখিলে জীবন সাধনা জনম বিশ্লেব তরে পরার্থে কামনা।

^{জনমর্ম} : ব্যক্তিস্থার্থ সিদ্ধি বা ব্যক্তির কল্যাণের জন্য নয়, পরার্থে কল্যাণকর কাজে লিপ্ত হওয়া মানুষ ^{জনহর} কর্তন্ত। অপরের সাথে নিজের সুখ-দূরখের ভাগাভাগি করে নেয়াতেই জীবনের সার্থকতা।

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান

১০ম বিসিএস : ১৯৮৯-১৯৯০

্সারাংশ: তরুপ শক্তি ও সঞ্জবনার প্রতীক। পূর্বেকার ইতিহাস যতেট সমৃদ্ধ হোক না কেন, তরুপদোরকেই অধায়ে টেটে তাদের মহামুগণারদ শক্তি ও সময় নাই করার মানে হয় না কিছু দুয়াংবা বিষয়ে অতীতের মোহ না ছাড়তে পারাই বর্তমানের হন্দু ও সংঘর্মের কারণ। এ এর্তৃজ্ঞ বিষক্ষে চিন্তিনিট সধ্যায় করে ডক্তশকে ভবিষাং সার্থক করতে হয়।

দেখিলাম এ কালে
আত্বাঘাতি মৃচ উন্দৃততা, দেখিনু সর্বাদে তার
বিকৃতির কার্মা বিক্রপ । একদিকে শার্থিত গ্রুবতা,
মততার নির্দান্ধ হংকার, অন্যাদিকে তীরণতার
দিবাহার হংকার, অন্যাদিকে তীরণতার
দিবাহার হংকার, অন্যাদিকে তীরণতার
দ্বাদান্ধ সতর্ক সংলা-সম্ভুত্ত প্রাণীর মাতো
ক্ষানিক প্রাক্তিন আত্তা ক্ষানির মাতা
ক্ষানিক প্রাক্তান আত্তা ক্ষানির স্বাদ্ধান
দ্বাদ্ধান আত্তা ক্ষানির স্বাদ্ধান বিক্রমা দারীর স্বাদ্ধান

সারমর্ম : বর্তমান পৃথিবীটা ছকু-সংখাত ও অরাজকতায় পরিপূর্ণ। দুর্বলের উপর সবলের তাতাতা পৃথিবীর অযোগ সত্তো পরিগত হয়েছে। একতাকছে হয়ে জন্যান অভ্যাস্থ্যরে বিরুদ্ধে আরু এই ক্রিক্তি সাফ্রতন মানেরে সংখাণা নিনের পর নি লগা পাছে; কৃতিপুয়া মানবলেরী রূপী মানুল এই ক্রিক্তির সোচার হলেও লক্ষণ্ডবিই অভ্যাসারী শর্পার্ধ ও নির্কান্ধ হয়রে তা বিশীন হতে দেনা যার।

১১তম বিসিএস : ১৯৯০-৯১

আজ ধুসর সন্ধ্যায় একবার পিছন ফিরে তাকালুম; দেখলুম, এই পথটি বহু বিশ্বৃত পদচিহে জন্মবলী, বৈরবীর সূরে বাঁধা।

মত্রকাল যত পথিক চলে গেছে তাদের জীবনের সমস্ত কথাকেই এই পথ আপনার একটি মাত্র পুরুষোধা সংক্ষিত্ত করে একেঁছে; সে একটি রেখা চলেছে সূর্যোদয়ের দিক থেকে সূর্যান্তের দিকে, করে সোনার সিংহদ্বার থেকে আর এক সোনার সিংহদ্বার।

সারাপে: এক সময় জীবনের সমন্ত আয়োজনই চোপে পড়ে, ধরা পড়ে ভুল ও অম। সে সময় জবলা কিছু করার থাকে না, কালের গতিতে গুধু নিজেকে ঠেলে দিতে হয়। আর বিগত দিনের সমস্ত আয়োজন, পণ ও মতাদর্শ বিশ্বতির অতলে ফেলে মানুযকে বিদায় নিতে হয় পৃথিবী থেকে।

> অন্ত আঁধার এলেছে এ পৃথিবীতে আছ যারা অন্ধ সবচেরে বেশি আছে সেখি দ্বানিত পারে । যানের ক্রমরে কোনো প্রেম নেই, এটিত নেই, করুলার আলোড়ন নেই পৃথিবী অচল আছে তানের সুপরার্মণ ছাড়া। যানের গভীর আস্থ্য আছে আজো মানুদের প্রতি, এখনো যানের কাছে স্থাভাবিক বলে মনে হয় মহুং সভা বা গ্রীডি, কিবো শিক্ত অথবা সাধনা শক্তন ও শোয়ানের থানা, আন্ত তানেক ক্রমণ।

শাক্ষর্ম : মহৎ ও ভালো মনের মানুষের বসবাসের অনুপ্রোণী হয়ে এসেছে পৃথিবী আজ। প্রেম-শুয়াহীন, নিষ্ঠুর ও জ্ঞানহীন লোকেরা পৃথিবীর নিয়ন্তা হয়ে উঠেছে। প্রজ্ঞাবান, সৌন্দর্যপিপাসু, মানব্যন্ত্রমিক, দয়ালু ও ন্যায়বান লোকেরা আজ লাঞ্চিত, অবহেলিত।

১৩তম বিসিএস : ১৯৯১-৯২

ন্ধাৰণ : জান-বিজ্ঞানের আদিপ্তমি নামে খ্যাত গ্রিসের এথেপ এখন নবরপে উল্পাণিত হয়েছে। স্থাত প্রেটার সময়জানি এথেপা বর্তথানের এথেপার চেয়ে অধিক সভা বাল প্রতীয়ামান হয়। সম্মান ভীবেনা মূল উপ্তেশ্যের সন্ধানে ব্যক্তিস্থের সমাক বিকাশে গ্রেটার এথেপা যে ভূমিকা জন্মকিন কর্তমান বিজ্ঞান-প্রসূতিতে অয়াসরমান এথেপাত যে ভূমিকা রাখতে বার্থ হছে। আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে কি যন্ত্রণায় মারিছে পাথরে নিঘল মাথা কুটে। কন্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে বাঁশি সঙ্গীত হারা, অমাবস্যার কারা

লুঙ করেছে আমার ভূবন দুঃস্বপনের তরে তাই তো তোমার ভর্বই অশুজলে– যাহারা তোমার বিঘাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো, তমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালঃ

সারমার্ম : বিসোধানীয় চক্রান্ত ও অপপতির নাপটোর কাছে মানবতা আন্ন ভূপুনিত। অত্যাচারীর সৌরাছে নিন্দীন্তিত মানুম নায়ারিকারেইন অনহায়েয়ের অপমান্য মুখ বুঁজে সইতে বাধা হচছে। অন্যায়ের প্রতিক্ষয় অপণিত তক্তন প্রাপ্তের আন্নানানে জার্মাত হয়নি বিশ্ববিদ্ধেন। মানবাত হবপারীর ও পৃথিবীতে তা সংবাদান অপস্থানী করে রাখছে তানের প্রতি মুগা ছাড়া কমা কিবা জালোবালা প্রদর্শন করা যায় ন।

১৫তম বিসিএস : ১৯৯৩-৯৪

ক্ক, নদীমাকৃক দেশে নদী যদি একেবারে তাকিয়ে যায় তাহলে তার মাটিতে যটে কুপণতা, তার আ উৎশাদনের শক্তি কীশ হয়। দেশের আপন জীবিকা যদিবা কোন্দাতে চলে, কিন্তু যে এনু প্রস্কৃত্য দ্বারা বাইরের বৃদ্ধর জগতের সঙ্গে তার মোণ সেটা যায় দারির হয়ে। যোন বিশো কেশ নদীমাকৃত্ত, তেনদি বিশোল জ্বানিত আছে যাকে নদীমাকৃত্ত বলা চলে। সে চিত্তের এ ফেন নিভারবার্ত্ত মননধারা যার যোগে আহিরকে সে আপনার মধ্যে টেনে আনে, নিরের মধ্যেকার ভোগ-বিজ্ঞা তার তেসে যায়—যের ভিরার ক্ষেত্রকে নব-নব সকলতার পরিপূর্ণ করে, নিরন্তর অনু রোগায় সকল দেশাক, সকল কালকে।

সাবাংশ: মানুবের জীবন প্রবাহকে নদীর সঙ্গে ভূসনা করা যেতে পারে। তহু নদী যেনে মানব কলার তেমন ভূমিকা রাখতে পারে না, তেমনি পরবিশ্বর ব্যক্তির ক্ষমতে ভালোবাসা চিক্তর মনদর্বারা গুরু ত বালে তার মানের সংবর্জীতা ও রার্থাপরতা প্রকাশ পার। অবাসারিক পারের কলায়ালে নির্বোহত প্রাণ সমন্ত ও জ্ঞাতিকে সতা গুরুষক ও আলোর নিগারী বরুবে সহয়েক ভূমিকা পানন করে।

আশার ছলনে ভূলি কী ফল লডিনু হায়, তাই ভাবি মনে। জীবন প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে ধায় ফিরাব কেমনেঃ দিন দিন আয়ুথীন, হীনবল দিন দিন, তবু এ আশার নেশা ছুটিল নাঃ এ কি দায়।

সারমর্ম: মানব জীবন নদীর মতোই গতিশীল। কিন্তু আশার ছলনায় তুলে গভঙলিকা প্রবাহ চার্ছা থাকলে জীবনের অভিন্ত লক্ষা ব্যাহত হয়। তথন জীবনে নেমে আসে দূর্বিবহ যায়ণা ও হতাশ।

১৭তম বিসিএস : ১৯৯৫-৯৬

জোটে যদি মোটে একটি পরসা খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি। দু'টি যদি জোটে তবে অর্থেকে ফুল কিনে নিও, হে অনুরাগী। বাজারে বিকায় ফল ও তন্দুল; সে গুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা হৃদয় প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল দনিয়ার মাঝে সে-ই তো সুধা।

প্রবাশে : মানবজীবনে দৈহিক চাহিদার পাশাপাশি আত্মিক চাহিদার গুরুত্বও অপরিয়র্য । কেবল জুর্বপাশাসার নিপৃত্তিই জীবনের মোক্ষ নয় । সৌন্দর্য চর্চ্চ মানবজীবনেরই একটি অংশ । তাই দৈহিক অক্ষার পাশাপাশি সামর্থ্য অনুযায়ী আত্মিক চাহিদাও পূরণ করা উচিত ।

অন্তৃত আধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ, যারা অন্ধ সবচেরে বেশি আজ চোবে দ্যাবে আরা; যালের ক্ষারে কেল প্রেয় নাই, র্রীজি নেই, করণার আলোড়ান নেই পৃথিবী আচল আজ তালের সুপরাদর্শ ছাড়া। যালের গুড়ীর আছা আছে মানুমের প্রতি এখনো যালের কাছে স্থাভাবিক বলে মনে হয় মহুৎ সহাও জীতি, বিধাবে শিলু অথবা সাধলা শক্রন ও শোয়াকের খাদা আজ তালের ক্রমণ।

ন্ধারমর্ম : বর্তমান পৃথিবী নানা জটিলতা ও বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ। প্রেম-দয়াহীন, নিচুর ও জ্ঞানহীন গোবেরা পৃথিবীর নিয়ন্তা হয়ে উঠেছে। প্রজ্ঞাবান, সৌন্দর্যপিপাসু, মানব্যপ্রমিক, দয়ালু ও ন্যায়বান জ্যাবেরা আন্ধ্র পাঞ্জিত, অবহেলিত।

১৮তম বিসিএস : ১৯৯৭-৯৮

আমি দেখে এলেছি নদীব যাড় ধরে আদার করা হচ্ছে বিদ্যুৎ—
ভাল করা ।
কলে তৈরি হচ্ছে বড় বড় বেলের ইঞ্জিন
ধুখ ভাল ।
মদা মাছি সাপ বাষ অভিয়ে
ইম্পাতের পরব করাছে—
আম্রা সতাই প্রশি হাছি ।
কিন্তু মোহাই পুলি হাছি ।
কিন্তু মোহাই পুলি হাছি ।
যার হাত আছে ভার কাজ নেই,
যার কাজ আছে ভার ভাত নেই,
যার কাজ আছে ভার ভাত নেই।

ন্তব্যৰ্থ : মাদুদ্ধ প্ৰাকৃতিক পাতিকে কাজে দাণিয়ে তৈনি করেছে বিশাল সভাতা। যার ফলে নানীকে নিয়ন্ত্ৰণ বাব থৈনি হাজে বিদ্যুদ্ধ বিশাল বিশাল কারখানায় তৈনি হাজে রেগের ইছিল, দুর্গাম জীবজানুপূর্ণ অবাংয় এই হাজে অত্যাধুনিক করে। একাইই অত্যান্ত আনাক্ষর কথা। কিন্তু ফলে এই সভাতাই মানুদের ক্ষণি-শান্ত্র নিজ্ঞান কেন্তু কয়ে, মানুদ্ধক হাজিকে করে কোনো করে সমাজে বিষয়ে সুক্তি বক্ত তথ্য তা হবে আৰু ইবি মান্তিক ব্যাপান। কারখা, মানুদ্ধর প্রয়োজনেই এবং তার কল্যানের জন্মই সভাতার সুক্তী।

খ কবি ও কবিতার নাম উল্রেখ করে সারমর্ম লিখন :

হে দারিদ্রা তুমি মোরে করেছ মহান।
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীটের সম্মান
কন্টক-মুকুট শোভা। – দিয়াছ তাপন,
অসজোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস;
উদ্ধত উলন্স দৃষ্টি; বাণী সুন্বধার;
বীণা মোর দানে তব হন্দ তরবার।

সাৱমৰ্ম : কৰি ও কবিতা : কাজী নজকুপ ইসলামের 'দাবিদ্রা'। দাবিদ্রা মানিত নির্মাণ ও দুসদে কিছু এই দাবিদ্রাই মানুদকে মুক্ত, স্বাধীন ও মহান করে জ্যেন মানুদের দৃষ্টিভঙ্গিকে করে ভোগে উনার, সব বাধাবিদ্যুকে অভিক্রমন করার সাম্বন্ন ও শক্তি শোক্ত দাবিনা ক্রেম্ব অন্যায়ের বিকল্পে অভিবান করার শক্তি, স্বাধার বাদী ও মুক্ত দৃষ্টি।

২০তম বিসিএস : ১৯৯৮-৯৯

ছোট বালুকার কণা, বিন্দু বিন্দু জল, গড়ি তোলে মহাদেশ সাগর অতল। মুহুর্তে নিমেশ কাল, তুম্ম পরিমাণ, গড়ে যুগ-মুগান্তর-অনন্ত মহান। প্রত্যেক সামাণ্য ক্রটি, 'মুদ্র অপরাধ, ক্রমে টানে পাপ পথে, 'ঘটাগ্র প্রমাদ। প্রতি কঞ্চণার দান, ব্রেহপূর্ণ বাণী, এ ধরাত্ব ক্ষণার দান, ব্রেহপূর্ণ বাণী,

সারমর্ম : সকল বড় ববুই জুল জুল বন্ধুর বন্ধুর সমধ্যে সৃষ্টি। জুল জুল অনু-প্রমাণুর ঘারে বিশল জগতের সৃষ্টি হয়েছে। তাই জুলুকে বাবা নিয়ে বৃহৎ কিন্তুর করনা করা অযোঁটিক । তাই বিশ বাকুলো কিবো বিশ্ব বিশ্ব পানী ভারা ইন্দ্রী হয় মহাদেশ বা বিশাল সাগর। আবার তেই তেই মুহুর্তের সমবারেই সৃষ্টি হয় মহাকালের। সামান্য অপরাধ কিবো কাজের সামান্য ভুলঞ্জি কেন মহাপাপী বা মহাবিপদ সৃষ্টি বরুকে পারে, তেমিন সামান্য দায়া, সহানুভূতি বা বেহনিত করা জগতে সৃষ্টি করার পারে বুগাঁহ সুক্তর পারে, তেমিন সামান্য দায়া, সহানুভূতি বা বেহনিত করা জগতে সৃষ্টি করার পারে বুগাঁহ সুক্তর পারে।

বার্ধকর তাই— যাহা পুরাতনকে, মিখাকে মৃতকে আঁকড়াইয়া পাছিয়া থাকে। কৃছ তারবাই— বর্ম মামাকর; নব মানবের অভিনব জবনোরার যাহারা প্রধ্ বোঝা নার, বিয়া "পতার্দার কর্মার্টার ছংশ ছব্দ মিলাইয়া যাহারা মুকত বর্মারা জনবিতে জানে না, পারে না। যাহারা জীব বইয়া ওচং তাউল সংজ্ঞারের পাথান তুল অর্কভাইয়া তচ্চ পছিলা থাকে। কৃছ আহারাই যাহারা নব অর্কজাকে পিয়া নিলাভকের তরে যার রুক্ত করিয়া পছিয়া থাকে। আলোক পিয়ায়ী প্রাণ্ডকাল পিক কলকোলাখনকে যাহারা বিবক্ত হইয়া এবালা বিরুদ্ধান বিরুদ্ধান বাইয়ার বায়য়ার বায়য়ায়য়ায়য়ায়য়ায়য়ায়য়ায়য়ায়য়ায়য়ায়য়ায়য়ায়য়

ক্রিয়াছি যাহাদের বার্ধক্যের জীর্ণকরণের তলে মেফলুগু সূর্যের মত প্রদীন্ত বৌদন। তরুল নামের জায়নুষ্ট তথু তাহার, যাহার শক্তি অপনিসীম। গতিবেগ যাত্রার ন্যায়, তেজ নির্মেণ আয়াড়-মধ্যাকের ক্রম্প্রায়; বিতৃদ্ধ যাহার আশা, ক্লডিন্তীন যাহার উৎসাহ, বিরাট যাহার সাধ, মূহুর যাহার মুক্তিতলে।

जातारण: बार्वका वा जात्रणा निकलपात जन्म बरान त्कारमा मतिक प्राप्तकाति नया। विध्या, वार्वका ध श्लेत्रकारक रहत्वण वार्वकारे धोकराइ धरत त्वार्य, जात्रणा नया। नमरातन नाजून कनात ছट्स याता ला श्लिलाट भारत ना, याता कुनरकाताम्बर्स: विध्या ७ आकिनारत याता ध्याब्यस्य जाती कृत्व - जाता रा ब्याजनार रात्रका ना त्वना। नाजूनक अद्युप कताठ ना भारता, नाजून जीवरान ছट्स केश्वीविक दराठ ना भारता ध्वरः श्रीकर्मवर बिना जारान नम्बर। धात्र याता धालाकाकाल ज्वार्य, प्रामुयत नव नव गायात क्यान्विक स्वरूप रोगिमर्य ७ जाराजत शुकाती जाता वारारा नुक रात्रक जात्रपात श्रीकर्मी

২১তম বিসিএস : ২০০০

পৃথিবীতে কত বন্ধু, কত সর্বনাশ, দুকন দুকন কত গঢ়েই উভিহাস। রক্তর্বাবের মানে দেশাইয়া উঠ, সোনার মুকুট কত মুন্টে আর টুটা। সভাতার নব নব কত ভূষা স্থাপা। উঠে কত হলাহল, উঠে কত মুনা। তথু হোগা মুন্ট উটারে, কোবা জানে নাম, দৌহা-পানে চেয়ে আছে মুন্টপারীয়া। এই বেয়া ভিনাদন চনো পানি প্রতিত্তে

সারমর্ম : পুনিবাঁতে প্রতার মানা ছকু-সংঘাত ঘটছে এবং নতুন ইতিহাসের সৃষ্টি হচ্ছে। কিছু একব স্বায়াত ৫ ধাংকের মারেও সন্থাতার প্রোভ তার নিজহ গতিতে চলছে। সভাতার ফলে আমরা মেমন উপকৃত হছিছে তেমনি আবার দৃষ্টিতও করাহি পুনিবাঁকে। তারপরও নময়ের বিবর্তনে পুরাতন স্বাভার বিলীয় হচ্ছেন কৃতন সভাতা গড়ে উঠছে।

মানুক্তর মুখ্য কোথায়া চরিত্র, মনুযাত্ব, জ্ঞান ও কর্ম। বস্তুত চরিত্র বশলেই মানুক্তর জীবনের যা কিছু প্রেট তা কুবতে হবে। চরিত্র ছাত্রা মানুক্তর গৌবর করার আর কিছুই নাই। মানুক্তর প্রশ্ন মানুক্তর প্রশান করে। ক্ষানুক্তর আধ্যা হয়, মানুক্ত যদি মানুক্তর প্রশান করে, লে তথু চরিত্রের জন্য। অদ্য কোনো করেণে শীবনের মাধ্য মানুক্তর সামানে নত হয় না। জগতে গে সকল মহাপুক্তর জন্মাইবং করেছেন, তালের শৌবনের মুল এই চরিত্রপতি। তুমি চরিত্রবান লোক, এ কথার অর্থ এই নয় যে, তুমি তথু সম্পটি বাং ক্লিম সভাবাদী, বিনামী এবং জানের প্রতি প্রশ্ন গোষাক্র ব। তুমি পরকুষকাতর, ন্যারখন

শ্বনাংশ: মানুষের সবচেরে মূল্যবান সম্পদ হলো চরিত্র। এ চরিত্রগুলের জন্যই একজন মানুষ ^{জন্ম} মানুষের শ্রন্ধার যোগ্য হতে পারে। মহাপুরুষগণের গৌরবের মূল শক্তি ছিল উনুভ চরিত্র। তর্ধু ^{মুক্ত}শ্বনীয়াই চরিত্র নয়, পরসুহুবকাতর, ন্যায়বান ও স্বাধীনভাগ্নিয় এসবের সম্মিলনই চরিত্র।

২২তম বিসিএস : ২০০১

আমাদের একরন্তি উঠোনের কোণে
উড়ে আসা চৈত্রের পাতায় পার্ম্বলিপি বই ছেঁড়া মদিন খাতায় পার্ম্বলিপি বই ছেঁড়া মদিন খাতায় গ্রীব্দের দুপুরে চক্তক্ জল খাওয়া কুলায় গেলাশে, শীত ঠকুঠক্ রাত্রির নরম সেপে দুব্বধ তার বোনে

অবিরাম।

সারমর্ম : দীন ও দরিদ্র মানুষের জীবন বৈচিত্রাহীন গ্রীষ্ম কিংবা শীত সব ঋতুতেই দুঃখ ও কইকে জীবনের অনিবার্য ঘটনা হিসেবে মেনে নিতে হয় তাদেব।

খ. জন্তুরা আহার পায় বাঁচে, আখাত পায় মরে, মেটাকে পায় নেটাকেই নিনা তর্কে মেনে নেয় । বিদ্ধু মানুবের সবচেয়ে বড়ো খভাব হচ্ছে মেনে না নেয়। জন্তুরা বিদ্রোহী নয়, মানুষ বিশ্রাহী নাইরে থেকে ঘটে, য়াতে তার নিজের কোনো হাত নেই, কোনো সায় নেই, নেই ঘটনাকে মানুষ একেকারে চূড়াত বলে খীকার করেনি বালাই জীবের ইতিহানে সে আজ এত বড় গৌরবের পদ দখল করে রসেছে।

সারাংশ : সৃষ্টিকুলের মাঝে মানুষ প্রেষ্ঠ। মানুষের এ প্রেষ্ঠডুর মূলে রয়েছে মানুষের যুক্তিবাদিতা। এর ফলে অন্যান্য প্রাণী যেখানে প্রকৃতির ক্রীভূনক, মানুষ সেখানে প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করতে সক্ষম।

২৩তম বিসিএস : ২০০১

এ দুর্জাগা দেশ হতে হে মালনায়, দুর মতে দাও ছুরি সর্ব ছুক্ত ভার দোলভার, রাজভার সুক্তান্ত আর, দীন্দ্রাগা দুর্বজনে এ পায়শা ভার। এ চির পেবল মালা ধুলিতাল, এই লিভা অন্বন্ধনি, দাতে পালে পালে, এই আছা-অবনানি, তাতে বাহিবে এই দাসত্বের নাছ্ এক দক্তিনার সম্প্রেম মালিল করি প্রতিহার। এই কুবং শাল্লালীন চলনা আহাতে কুর্বি করি দুর কর। মালল এভাতে মাজক ছুলিতে দাও আনতা আহালে সাম্বর্ম : মানুদের জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করতে হলে চাই যুক্তি। বন্ধদের দাসত্ত্ব জীবনের ক্ষিত্রণ ক্ষক্ত হয়ে পড়ে, মনুঘাবুবোধ ও মর্যাদা হয় বতিত। আত্ম-অবমাননা মানুদের ক্ষাত্রাক্তকে ক্ষীণ ও সংবাদী করে তোলে। উদার মুক্তির স্পার্শেই মানুদ মহৎ হতে পারে এবং কার্ত্তির ও মনুঘাত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে। তাই সমন্ত সাঞ্জনা আর বঞ্চনা উপেক্ষা করে মুক্ত ক্ষাত্রনা জাতি মাথা উত্ত করে দায়িক—এটাই আজনের কামনা।

ন্ধান্তর ভধু মানব জীবনের অলংকার নাহে, ইহা আবার একটি অমূল্য সম্পত্তিও। আমানের পার্বিব ক্রান্সপত্তির মূল্য নির্বায়ণ করা যায়, কিছু চরিত্ররে কোনো মূল্য নির্বায়ণ করা যায় না। চরিত্রবান লাক নির্বাহ হলেও ধনীর নায়ে সম্বান লাক করিয়ে আকেন। চরিত্রবান দামূল বরুক উপন্ত জ্ঞানিকান্ত স্থাপন করে। ধনী ধন লইয়া সকল সময় শান্তিলাত করিতে পারেন। কিছু চরিত্র খনে ক্রান্ত মানে জীবনিক স্থান্ত সাহি লাভ করিতে পারেন। চরিত্র মানুদ্রবন মনুদ্যাক্ত্রে উপানান। সুতরাং ক্রান্ত মানে জীবনের স্তেই সম্পন্ত নাক্ষমান ক্রাম্যক্ত্র।

माताल : চतिक भागन जीवत्मत (त्यूं) मण्णन ७ कृषण । ० मण्णनत भाराथ व्यक्त दकाता मण्णानत कृतमाह श्या मा भागूनत धन-मण्णित, क्याचा-अर्थणित क्या धावरूप काता विक्रु प्रतिक्रान चारिक बाद्य: अरावत व्यक्त कृति हुँ कृत्य शालात । व्यक्तित मान्यत्व कातान नाजिक हित्त मान्य कृत्यिक विभागन चारक । याद्य ज्याचारुक यान लाग्न याद्य जीवन श्रा भार्यक।

১৪তম বিসিএস : ২০০৩

বিপূলা এ পৃথিবীর কত্টুকু জানি! দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী মানুবের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিচ্চু মঞ্চ, কত-না অপানিটিত তরু রয়ে গেল অগোচরে, বিশাল বিশ্লের আয়োজদ, মন মোর জুড়ে থাকে অতিস্কুল্ড তারি এক কোণ।

নারমর্ম : অজানাকে জানার, অনেশাকে দেখার বাসনা মানুমের চিরন্তন । কিন্তু বিশাল এ পৃথিবীর অনক তথা ব্যক্তিমানুমের কাছে রহসাই থেকে যায় । কেননা, পৃথিবীর নানা দেশের গিরি-পর্বত, কাহনের কীর্তি, জীরেইচিত্রের রহস্য অবলোকন তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বিশাল বিশ্বের এ ক্ষারোহের মানো তার ক্ষমর গভীরে অপূর্ণতার আর্তি বেজে গঠে।

উপথের্টন সহিত আমানিগতে পা নিলাইয়া চলিতে হাইবে, বিজ্ব তাহার নিকট অমন করিয়া অফনদর্পর প্রতিক চলিবে না আমানের বুঝিতে হাইবে— যাহাকে আমরা ফুগর্মর্ব কিন্ত তাহার অফনদর্শন করিয়া করেনের ক্রিকার করেনের ক্রিকার করেনের ক্রিকার করেনের ক্রিকার করে।

নামাল: হু সংস্কারাগদ্র, সমাজ সংস্কার ও লোকাচারে পরাভূত জীবনে সাফল্যমতিত নয়। সম্প্রীনানা, মুর্জা ও অপরিযান্যমর্শীরাই অন্যায় ও বুসংস্কারের কাছে আবসন্যর্পণ করে। মিক্তু মহৎ উ ফি ফ্রিম্পাল বাজি এসকের বিরুদ্ধে মূচ্য অবস্থান লে। তারাই সমাজকে গড়ডলিরা প্রবারের উঠি তেকে রক্তা করে, সমাজকে মৃত্যুন আলোয় উদ্ধানিত করে তোলেন।

২৫তম বিসিএস : ২০০৫

ক্ষ: "মনুষ্য স্বভাবতাই বসুখনিরত। সে আপনার বিনা আর কিছু জানে না, আপনার বিনা আর বিন্
রোমে না, আপনার বাই আর কিছুরাই ববর কাইতে অবদার পার না। এইকা আর্ছার্টিঅ থানিয়ারের
আপবিরার্থ পতি। ইরা বেমান মনুষ্যে আছে, গওপান্দী কাঁট-পাতসাদিতেও তেমানই নিয়ারের
নাইয়াছে। করণ, কুমা-কৃষা যাহার জীবনানিকর অখ্যাননা এবং শীত অতু যাহার বাতাকিব দত্ত সে প্রস্তায়ের সকলকে জাড়িয়া আগে আপনার ভাবনা না ভাবিয়াই পারে না। আপনার ভাবনা ভ্রনিয় গোলে, ভাষার জীবনাপতিই নিরকাপ হইয়া হিমামান হয়। কিছু, প্রস্কৃত মহন্ত দেই আপনার ভাবনা সঙ্গে সঙ্গে ভাবনাকেও আপনার করিয়া লয় এবং সময়ে সময়ে দে আপানারই উজ্ঞানে আপর্ট জ্ঞানিত হইয়া; যেন আপনারই করার বাব বিবাহ সময়ে সময়ে বাবা আবিক পরিয়াণে এবং কুমাতিব অখনা ভ্রমান বাবিক পরিয়াণে এবং কুমাতিব কথনত সর্যাহালেরে বিস্কৃত্যে আপনি কর্মানিক বিয়া প্রাথমিক পরিয়াণে এবং কুমাতিব কথনত সর্যাহালেরে বিস্কৃত্যে আপনি কর্মানিক বিয়া বাবিক পরিয়াণে এবং কুমাতিব কথনত সর্যাহালেরে বিসর্বাহণে আপনি কর্মানিক পরিয়াণে এবং কুমাতিব কথনত সর্যাহালেরে বিসর্বাহণ করার নি

সারাপে : জন্মণতভাবেই মানুষ আপন স্বার্থে মানু। নিজের ভালোমন্দ নির্মেষ্ট করে যত জিন্তা জন্মানা জীবজন্তুর মধ্যেও অনুষ্ঠল সক্ষক্র দোবা মার। পৃথিবীন মার্যই দোন নিজের স্বার্থেক জন্তা ছুটাছে আর এতে করেই গতিপ্রান্থ হয় পৃথিবী। কিছু এ বার্থকিবভাবের মধ্যেও যাবা প্রকৃত মহৎ জন্তা দিজের সুক্তার কথা চিত্তা না করে অধ্যান সুক্তার জন্য স্বার্থকান্য করে থাকেন।

জ্ঞীৰ্ণ পৃথিবীতে ব্যৰ্থ, মৃত আৱ ধাংলকুপ-পিঠে চলে যেতে হবে আমাদের। চলে যাহ- তত্ত্ব আজ যতকল দেহে আছে প্ৰাণ প্ৰাণপণে পৃথিবীর সমাবো জঞ্জাল, এ বিশ্বকে এ শিক্তর বাসযোগ্য করে যাব আমি— নবজাতকের কাছে এ আমার দৃত্ব অধীকার।

সারমর্ম : মানব জীবন পুবই কণস্থায়ী। অসংখা সমস্যায় জর্জনিত পুথিবী ক্রমানুয়ে জীব-নির্বাধ বার্থ হয়ে যাছে। তাই কণস্থায়ী জীবনে মতদিন পুথিবীতে থাকা হবে ততদিন প্রত্যোকেই উচিত ভাগো কাজের মাধ্যনে পরবর্তী বংশবংবনের জন্য সুখী সমুক্ত সুন্দর পুথিবী গড়ার দৃঢ় অসিকারণ্ড হক্ষা। ভাগোবাই মন্ত্রপৃথিবীকে মন্ত্র্যা বাসের শ্রোগা রাখা।

২৭তম বিসিএস : ২০০৬

ক্ব, মহাসমূত্রের শত কলেরের করোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, দে দুগত্ত দিব্যটির মত চূপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশদের সহিত এই পুরুজগারের ফুলনা হ'ব এখানে ভাষা চূপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবায়ার অমর আদি কা অপত পৃত্তকে কাল চমান্ডার কারাপারে বাঁধা পড়িয়া আছে, ইহরা সহস্যা মান্দি বিয়োহী হইয়া উঠ নিজজাত ভারিয়া ফেলে, অকরের বড়ো দার করিয়া একবার বাহির ইইয়া আলে, কালের কালার্ডার এই নীরব সহার কলের মানি এককালে ফুলকার দিয়া উঠে, তবে বে সক্ষমনুত উদ্ধানিত মতে যেন শত পত্র বাঁধা পড়িয়া আছে, তেমনি এই পুরুজগারের মধ্যে মানব রুবারের ক্রয়াকে বাঁধিয়া রাখা ইইয়াছে। জ্ঞাক্ত মানুষ গোহার ডার দিয়া বাঁধিয়াছে। কিন্তু কে জানিত মানুষ পথকে নিঃশব্দের মধ্যে রস্ত্রিতে পারিবে। কে জানিত সঙ্গীতকে, কুদরের আশাকে জায়ত আছার আনদ-ধর্নাকে, জ্ঞানের স্বেবাণীকে সে কাগজে পুরিয়া রাখিবে, অতলম্পর্ণ কাল সমুদ্রের উপর কেবল একখানা এই বিয়া সাঁতের বাঁধিয়া দিবে।

সারাশে : ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা, অনুভূতির অনুবণন, নান্দনিক সৌন্দর্য প্রকাশ তথা শাস্তত জ্ঞ্যান প্রতিষ্ঠান ভূয়োদর্শন কালো কাদির অক্ষরে পুস্তকে লিপিবছ থাকে। আর গ্রন্থাগারে ফুন জায়ারের সে সম্পদ সঞ্চিত থাকে বলে গ্রন্থাগারই একটি জাতির মননের প্রতীক।

> व मुर्जाण तम चर्च, द्व मनमाग्र,
> गृत करत माथ कृषि मर्च कृष्ण कालातका, ताकाव्य, मृत्रकृष्ण कालातका, ताकाव्य, मृत्रकृष्ण कालातका, ताकाव्य, मृत्रकृष्ण कासे हित त्यम्य ग्रामा, भूमिकल वर्ध मित्र व्यम्पि, माल लाग गला वर्ध मानाद्ध तबक् क्ष मानाद्व तबक् मानाद्ध तबक् क्ष मानाद्व तक्ष्म महाद्व मानाद्ध तबक् क्ष मानाद्व तक्ष्म महाद्व मानाद्व तबक् क्षा मानाद्व तक्ष्म महाद्व मानाद्व तक्ष्म कामाद्व व व्यव्यक्ष मानाद्व तक्ष्म क्षा मानाद्व तक्ष्म क्षा मानाद्व व क्षा मानाद्व क्षा क्षा मानाद्व व क्षा मानाद्व क

সার্থ্যর্ম : মানুদের জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করতে হলে চাই মুক্তি। বন্ধনের দাসত্ত্ব জীবনের কিঞাল ক্রছ হয়ে পড়ে, মনুয়ান্ত্বোধ ও মর্যাদা হয় খণ্ডিত। আছা-অবমাননা মানুদের জীবনায়ান্তকে জীণ ও সংকীণ করে তোলে। ভালার মুক্তিক স্পর্ণেষ্ট মানুদ্দ মহৎ হতে পারে এবং জাভিত্ব ও মনুয়ান্তের বিকাশ ঘটাতে পারে। তাই সমন্ত লাছ্বনা আর বন্ধনা উপেক্ষা করে মুক্ত আক্ষালার নিচ্চে জাভি মাথা উচ্চ করে দাভাক-এটাই আজাকের কামনা।

২৮তম বিসিএস : ২০০৯

⁸ নাত্র পধের ভারুন-ব্রতী অগ্রপথিক দল।

স্বরে ধূপার — বর্তমানের মর্তাপানে চল।

অবিয়াতের মর্প পানি

পুন্য কেয়ে আছিল জালি;

অতীতকালের রতু মাণি

নাত্রলি রসাতল।

⁸⁸ মাতাল। সুন্য পাতাল হাতালি নিকল ৪

জ্ঞাবে ক্রিন্সব্রাতনের সলাতনের বোল।

জ্বন তাপস। নতুন জগৎ সৃষ্টি করে তোল্।

আদিম যুগের পুঁথির বাণী আজো কি তুই চলবি মানি? কালের বুড়ো টানছে ঘানি তুই সে বাঁধন খোল।

অভিজ্ঞাতের পানসে বিলাস — দুখের তাপস ভোল 1

সারমার্ক : সুন্দর অবিষ্যাতের জন্য তরুলাসেরকে অভীতকে অকৈছে ধরে হাত গুটিরে বলে থাকতা চল না । তার জন্ম রাজা পথের ভাকরেতী অফার্থাক্ত হয়ে সনাতনকে ছিন্নিছাল পরে নতুল ভাগত, সুতি করুর হবে। পুরাতনকে পিছনে কেনে, সন্থানের সন্থ বাধার অভিজ্ঞান করে সামানে নামিয়ে গেতে হয়ে। আভিজ্ঞান্তা, অতীক্ত গৌমর, সীমিত পুনি কাল ও সুধানাস্যার মোহজালে বর্তমানকে হারালে চালে, ব

২৯তম বিসিএস : ২০১০

ক. নমি আমি প্রতি জনে, আছিল চাজাল, প্রপ্ত ব্রীফদাসা প্রপ্ত ব্রীফদাসা দিকুমূল জলবিন্দু, বিশ্বমূল অপ্য সময়ে প্রকাশ! নমি কৃষি-তত্ত্বজীবী, স্থাপতি, তম্মক, কর্ম, মুন্দার। অদিতলে নিলাগত— দৃষ্টি অংগাচরে, বহু অদিতার। কত রাজা, কত রাজা গছিছ নীরবে প্রেল্ডা, কত রাজা গছমনীরবে প্রকাশ্য একত্বে বরেশা তুমি, শারণ্য একতে,—

সারমর্ম : বাজা-প্রজা, শ্রমিক-মালিক সকলের পরিশ্রমেই গড়ে উঠেছে আজকের বিশ্বসভ্যতা। জারও অংশগ্রহণ এখানে নগু বা ভূঞ্চ নয়, কেউই মূলাহীন ও নিকর্মা নন। মূলত এ সমস্ত কিছুর জারা সম্মানের অংশীনার হয়ে আছেন একমাত্র শ্রষ্টা পরাক্রমশালী।

ন্ধাৰীন হবাৰ জন্য যেমন সাধনার প্রয়োজন, তেমনি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন সভানিষ্ঠা ও নাম-পরায়ণতার। সভ্যের প্রতি প্রজাবোধহীন জাতি বতই চেটা কঞ্চক, তালের আবেননে সিক্ষোনে ক্ষার হয় না। যে জাতির অধিকাশে ব্যক্তি মিখাচারী, সেখানে শুটারজন সভানিষ্ঠকে বহ ক্ষিঞ্জনা সহা করতে হঁয়; দুর্ভেগ পোহাতে হয়। কিন্তু মানুষ ও জাতি হিসেবে মাথা ভূলে দাঁড়াতে কলে বে কটি সহা না করে উপায় সেই।

সারাশে: মিথ্যাচারী ও অন্যায়কারী কর্তৃক সৃষ্ট দুর্ভোগ সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির জন্য সুথকর না হলেও, আত্মর্মধাদশীল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে এ দুর্ভোগ স্বীকার করে নেয়া ছাড়া উপায় দেই।

৩০তম বিসিএস : ২০১১

হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
থ্রবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো,
পদ-লালিত্য ঝজার মুদ্রে যাক,
গদ্যের কড়া হাহাডুড়িকে আজ হানো!
প্রয়োজন নেই, কবিতার বিশ্বতাকবিতা, তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
কুধার রাজক পৃথিবী গদ্যময়;
পর্বিমা-ঠাদ যেন ঝলসানো ক্ষটি-

সার্বার্ম : সুন্ধরের সাধক হলেও কবির কাজ তথু কল্পনার জণং নির্মাণ করা নয়, কঠিন ও কঠোর বাজ্যবের মুখে ভাকে অফু সভাকেও বাগীরূপ দিতে হয়। দায়বন্ধ কবি জানেন, জীবনধারণের দাবি কোনানে উপ্লেক্ষিত সোধানে কল্পনা-বিশাসিতা নিরর্থক। অফু বাস্তবতার রূপায়বাই তখন তার কবিতার পাক্ষ হয়ে পাঁড়ায়।

ইবছুৰ মুললমানত্ব দুই সংগ্ৰা যায়, কিন্তু তাদের টিকিত্ব দাভিত্ব অনহা, কেনদা ঐ দুটোই মারামারি করার। টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটা হাতে পার্বিক্ত। তেমনি দাভিত্ব ইনলামত্ব লয়, ওটা মোরাছে। এই ইউ মার্কার চুকার প্রায় করাই আরু এক চুলাছিল। আজ যে মারামারিটা বেকেছে, সেটাও এই সভিত্য-আরার মারামারি, বিশ্ব-মুললমানদের মারামারি নয়। নারায়দের গদা আর আয়ার তলায়ার ক্রিংশানিক ঠোকটুকি বাঁধবে না, কারণ তারা দুইজনই এক, ওাঁর এক হাতের অয় তাঁরই আর ক্রিংশ হাতের ওপর পাত্র লা।

^{মরাংশ} : মুসলিম ও হিন্দু ধর্মাবলগীদের মধ্যে গোঁড়া শ্রেণী আল্লাহ কিংবা নারায়েরের নামে ^{কো}মনে ভড়িয়ে পরলেও প্রকৃতগক্ষে মহাবিশ্লের স্রষ্টা একজনই, দু'জন নন। তাই ধর্মান্ধতা ত্যাগ ^{করে} সম্প্রীতির সাথে সকলকে জীবন যাপন করা উচিত।

জীবনকে পরিপূর্ণতা দান করবে।

৩১তম বিসিএস : ২০১১

্জেগে উঠিলাম,
জ্ঞানিলাম এ জগদ বস্থা নয় ।
ব্যক্তের অক্তরে দেখিলাম
আপনার রুপ,
চিনিলাম আপনার
আধাতে আধাতে
ব্যেলমার (বদনায়;
সতা যে কঠিল,
কঠিনেরে ভাসোবালিলাম,
সে কথার করে না কথানা।
আনুত্য দুখেবা তপনা। আনুত্য দুখেবা বস্তপনা। আনিন,
সংভারে মারাল্য দুলে কাভ করিবার,
স্বান্তান কলা লাভ করিবার,

সারমর্ম : মানবজীবন কেবল স্বপ্নের মতো সুন্ধর নয়, বরং মানবজীবনের প্রকৃতরূপ চিনতে পরা যায় কঠোর ও কঠিন বায়বের মুখে বন্ধ সভাচকে গ্রহণের মাধ্যমে। তবে সভা আছ হলেও সভাকৌ পরিবায়ে কাঞ্জিকত সুফল লাভ করে। তবে সভানিষ্ঠ বাঞ্চি কেবল পরকালেই তার কৃতকর্মক চন্তান্ত ও ঝার্থা পুরুষ্কার পাবেন।

খ. ফভাটুকু আবশাক কেবল তাহাবই মধ্যে কারাক্রম হইয়া থাকা মানবজীবনের ধর্ম নহে। আবা কিছক পরিমাগে আবশাক পুলালে বছ হইয়া থাকি এবং কিছক পরিমাগে স্বাধীন। আমানকে কে সান্তে কিন বাকের মধ্যে বছর, কিন্তু তাই বাকিয়া কিন কেই সাত্তে কিন তাই কারিয়া কি কেই কারতে কিন কারতে করিয়া গৃহ নিজ করিবল চলা না। বাধীন ক্রামেরার জন্য অনেকথানি স্থান থাকা আবশাক, নতুরা আমানক বাছ ও আমানকর বাছাত করিবা শিক্ষার করিবা করিবার করিবা করিবা

৩১তম বিসিএস : ২০১২

সবারে বাসিব ভাল, করিব না আত্মপর ভেদ সংসারে গড়িব এক নতুন সমাজ। মানুষের সাথে কছু মানুষের রবে না বিচ্ছেদ– সর্বন্ত মৈত্রীর ভাব করিবে বিরাজ। দেশে দেশে যুগে যুগে কত যুদ্ধ কত না সংঘাত। মানুষে মানুষে হল কত হানাহানি। এবার মোদের পুগে সমুদিবে প্রেমের প্রভাত সোল্লাসে গাহিবে সবে সৌহার্দের বাণী।

নারমর্ম : আপন-পর আখীয়-অনাখীয় সকলকে একই সম্পর্কের বন্ধনে গেঁথে আমরা একটি জন্মাইন সমান্ত গতে তুলবা ফুর বা ছম্মু-সংঘাত নয়, পারম্পরিক ভালোবাসা ও সহমর্মিতার জন্মান্তাই বিজ্ঞ বিভিন্ন সক্ষা । আমানের প্রস্তাশা হচ্ছে প্রেম-পূণ্যে তরা একটি সাম্য ও প্রস্তাপূর্ণ পরিবেশ।

বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চিত্র-কল্যাণকর।
আর্থক তার করিয়াছে নারী, আর্থক তার নর।
বাবের যা কিছু এল গাল-আগ বোলনা অপুলারি
আর্থক তার আদিয়াছে নার, আর্থক তার নারী।
নারকত্বক বাদিয়া কে তোমা করে নারী হেম-জান
ভাবে কল, আদি-গাল নারী নারে, লে যো নার-স্যাতান।
অথবা পাপ যো, সায়তান যো, নার নারে নারী নারে,
ক্রীর সে, আই সে নর ও নারীতে সমান মিদিয়া রহে।
এ বিরের যত স্তুদিয়াছে ফুল, কদিয়াছে বফ ফল,
নারী দিলা তারে ক্রপ, ক্রম-মুম-কছ সুনির্ফাণ।

মারমর্ম : জ্ঞাৎ-সভ্যতা বিনির্মাণে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের রয়েছে সমান অবদান। নারী-কুম্ম উভরের পরিশ্রমেই গড়ে উঠেছে আজকের বিশ্বসভ্যতা। তাই মানুষ হিসেবে কেউ ছেটি নয়, ক্ষাকাই সমান পঞ্জনীয়।

৩৩তম বিসিএস : ২০১২

একদা ছিল না জুতা চরণগুগলে দহিল হন্দর মম সেই কোভানলে। বিরে বিরে চুলি চুলি দুহুখাকুল মনে লোখা ভজনালারে ভজন কারণে। দেখি সেখা একজন পদ নাহি তার অ্যানি জুতার পেদ খুচিল আমার। পরের দুয়ধের কথা করিলে চিন্তনা আপানার মনে দুরুৰ বাকে কতক্ষণ।

্রীষ্ট্রমর্থ : মানুষ্টের প্রভ্যাশার কোনো শেষ নেই। এই অসীম প্রভ্যাশা পুরণ করতে না পারার বিজ্ঞান স্বৰ্গনমূহী তাকে কট্ট দেয়। কিন্তু কেউ যদি অপারের এরকম অপ্রান্তির বেদনার কথা বিজ্ঞানৰ চিন্তা করে তাহলে তার নিজের মনে না পাওয়ার আর কোনো দুরুথ থাকে না।

41611-71

শ. মহাসমুদ্রের শত বতনারের করোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁথিরা রাখিতে পানিত যে, সে চুনাইর পড়া শিবাটির মতে। চুল করিয়া বাকিত, তেরে সেই নীরব মহাপদের সহিত এই লাইবেরির হক্ষুত্রইত। এলানে ভাষা চুল করিয়া আহে, এলাহ দ্বির হইয়া আহে, মানাবাজা অবস আলোলা করিছা লাইবেরির হই যা ভাই, লাককেতা ভাগিয়া কেল অকলেরে করিছা আছে। ইহারা সহলা যদি বিদ্রোধী হইয়া ভাগে। হিমানের করি পানিত করিছা আছে। ইহারা সহলা যদি বিদ্রোধী হইয়া আলে। হিমানের করিছা আছে করিয়া এবেলারে বাহির হইয়া আলে। হিমানের মানাবাজিন রবেতের মধ্যে যেমন করু করু করা বাঁথা আছে, তেমনি এই লাইবেরির মঙ্গ মানাব ক্রমনের করা। কে বাঁথিয়া বাবিয়াছে।

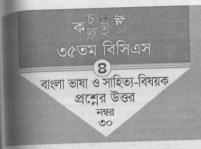
সারাংশ : ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভাতা, অনুস্থতির অনুরখন, নামনিক সৌমর্থ প্রকাশ তথা শাশ্বত কাজ প্রতিষ্ঠার স্কুয়োদর্শন কালো কালির অক্ষরে পুস্তকে লিপিবন্ধ থাকে। আর গ্রস্থাগারে ফুণ-মুগাতরের স্ল সম্পদ সঞ্জিত থাকে বলে গ্রস্থাগারই একটি জাতির মননের প্রতীক।

৩৪তম বিসিএস : ২০১৪

সারমর্ম : বিশৃত্যালার পরিপূর্ণ বর্তমান সমাজ এমন সেবক চায়, যারা সকলের হদরে আলো এক অক্কলার কুন করবে। চারনিকে আজ গুলরের সূব, ধরণী অক্কলারে নিমাজিত, স্বার্থনোলুশ সমূরে চক্রান্তের থাবা বিত্তার করে আছে সর্বত্ত। তাই এ সমায় সত্য সেবকদের আলোর মশাল নির বিদ্যুব গতিতে এগিয়ে যেতে হবে। তরেই সাধারণ মানুব পাবে আলোর দিশা।

নিন্দুকেরে বাসি আমি সবার চেয়ে ভালো যুগ জনমের বন্ধু আমার আধার ঘরের আলো। সবাই মোরে ছাড়তে পারে বন্ধু যারা আছে নিন্দুক সে তো ছায়ার মত থাকবে পাছে গাছে। বিশ্বজনে নিয়প করে পবিবাতা আনে সাধকজনে বিগুরিতে তার মত কে জানে?

সাধকজনে বিজ্ঞানিত কৰিছে। সাধকজনে বিজ্ঞানিত কৰে কৰে জানে। সাৱমৰ্ম : নিশ্ব ও সামালাল জ্ঞান ও কৰ্মের ক্ষতা আদান করে মানুষকে পরিপূর্ণতা দান করি দিনুক মানুষকে সঠিক কথে, সহ কালিও ও মনুষাত্ব বিধানে সহায়তা করে। তাই আধি



বাংলা ভাষা ও সাহিত্য একটি বিশাল আয়তনের সিলেবান। অধ্যায়টির জন্য ব্যাদ রয়েছে ৩০ নম্বর। কাজেই ভাষা ও সাহিত্যের এ অংশে ভালো করতে পারতো পুরো নম্বর পাওয়ার সম্বাবনা থাকে। তবে পড়ার বিষয় নির্বাচন ও কিছু কিছু টোকনিক অবলম্বন করতে পারলে আপনার সফল হওয়া অবশান্তাবী।

শুকুতু দিতে হবে যেসব বিষয়ে

- অর্মণ্ড । লিতে ব্রুরের বিসিএস ও পিএসিস গৃহীত অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষায় বাংলা সাহিত্যে আসা প্রশ্নগুলার সঠিক উত্তর আয়ত্ত করতে হবে।
- □ সাহিত্য অংশে প্রাচীন ফুর্ণ ও মধ্যফুর্গ থেকে প্রতি পরীক্ষাতেই ৩/৪টি প্রশ্ন করা হয়, তাই এ অংশটিও গুরুত্ব সহকারে চর্চা করতে হবে।
- □ আধুনিক যুগের সাহিত্যিক ও সাহিত্যকর্ম, পত্রিকা-সাময়িকী, উপাধি-ছয়নাম, পঞ্জি-উদ্ধৃতি ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

নিসিএন নিনিত পরীক্ষার বাংলা সাহিত্য অংশে সাধারণত ১৫টি প্রশু আনে, যার প্রতিটির মান ২ অর্থাৎ ২ × ১৫ = ৩০ নম্বর। এ প্রশুরলো নিছুটা ক্রিনার্ক্তন উত্তর প্রত্যাশা করে থাকে। তাই পূর্ব প্রস্তুতি এহণের সুবিধার্থে বাংলা শাইত্যের বিষয়ভাগোকে ফুনিভিক্তিক আলোচনার পাশাপাশি প্রশ্নোভর আকারে উপপ্রস্তাপন করা হলো।



বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

বাংলা সাহিত্যের অভীত ইতিহাস সম্পর্কে পর্যাপ্ত প্রমাণের অভাবে বাংলা ভাষার উদ্ধর সম্পর্ক সুস্থা তথা পাথয়া যায় না । তবে বাংলা সাহিত্যের আদি দিদর্শন হিসেবে চর্যাপদকে সবাই খীকার করে। তথা পাথয়া যায় না । তবে বাংলা সাহিত্যের আদি দিদর্শন হিসেবে চর্যাপদকে সবাই খা কির করে। তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদকে বাংলা তরে করে তার বাংলা করা হয়। কির চর্যাপদকের রচনাকাল সম্পর্কে করি তিন্তাপার করে পারকের তার প্রকাশকর রচনাকাল সম্পর্কে করি তার করে করি করি করি করি সমারক চর্যাপদার করে করে করে করি করি করি সমারক চর্যাপদার করেকেল করে ১২০০ উ্রিন্টান্দ থেকে ১২০০ উল্টান্দ থেকে ১২০০ উল্টান্দ থেকে কর হয়েছে বাংলা মারকের মধ্যে রাজিল বার্টান সাহারকলপর বাংলা সাহিত্যের মুগবিভাগ ৬৫০ উল্টান্দ থেকে কর হয়েছে বাংলা মারকের বাংলা সাহিত্যের মুগবিভাগ ৬৫০ উল্টান্দ থেকে কর হয়েছে বাংলা মারকির বাংলা সাহিত্যের মুগবিভাগ ৬৫০ উল্টান্দ থেকে কর হয়েছে বাংলা মার্কির বাংলা মাহিত্যের মুগবেন ভিনারি সমারকাল করে। বাংলা করে বাংলা মার্কির স্থাবিভাগ করে বাংলা হলা : ক. প্রাচিন বা আদি মুণা (৬৫০-১২০০), খ. মধ্যমুণ (১২০১-১৮০০) এবং গ. আর্ট্রানক ফুর্গ (১৮০১-জনান পরিত্র)।

- ক. প্রাচীন ফুগ বা আদি ফুগ: বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ এ যুগের সৃষ্টি। বৌছ সংবিধা সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের ধর্মীয় অনুকৃতি ব্যক্ত করতে গিরে এ গ্রন্থ রচনা করেন। তাদের ধর্মতা, দর্শনতার, দ
- খ. মধ্যকুশ : ১২০১ থেকে ১৮০০ সাদ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে মধ্যকুশ হিসেবে পরিচিত। মধ্যকুশ বিশ্ব বাংলা সাহিত্যের কাহাবাবার নিকালকাল। এ কালেই রাচিত হরেছিল সাহিত্যের বিশ্ব ধর্বা। ধরাতলো ছিল বেলিক ভাগত নিকালিক। মকলকার, অনুবাদ সাহিত্য, জীবলী সাহিত্য, বিশ্ব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী একৃতি সাহিত্য ধারা মধ্যকুলে অল্যতম সৃষ্টি। মধ্যকুলের জানি নির্দর্শ কৃত তীদাস নির্বাচিত শীক্তমন্তীলে। এ মুলেই বাংলা কাবসাহিত্যের ধারা পরিপূর্ণার গর্ভ করেছি। ভাই এ মুলের সাহিত্য ধারাক প্রতিক্রমন্ত করেছি। ভাই এ মুলের সাহিত্য ধারাকে প্রীতিতনের জীবলকাল অনুবারী কেনি তাপে তাপ করিছ। ২১ একি-১৮০ন চুল্ব (১২০১-১৫০০) এবং

চ্চজনা-পারবর্তী ফুগ (১৬০১-১৮০০)। প্রীটেচন্যদেব ১৪৮৬ সালে জন্মহণ করেন। তার ভক্ত-দেখারা তার জীবিতাবস্থাই তার জীবন কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করেন। এ জীবনীকাব্য বাংলা স্লাইডো ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। মধ্যমুগের শেষ কবি ছিলেন ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।

ু আধুনিক যুগ : আধুনিক গুল বাংলা সাহিত্যকে সম্পূৰ্ণ নতুন আগিকে নিন্যাস করেছে। সাহিত্যের
স্কৃত্যের এ যুগ পরিপূর্ণ। উনিহিংশ শাভাগীর রেনেসার ফলে মধ্যুসের সৈননির্ভর সাহিত্যকরে

স্কৃত্যের অহারখনক। তানের জীবন, জীবিরণ ও করা সাহিত্যে রাপাহিত রেহাছিব। এ যুগের
সাহিত্যে প্রধান প্রধান যে লক্ষণভলো খুঁকে পাওয়া যায় তা হলো : মানবতা, ব্যক্তিতেনা বা প্রস্তৃত্যার করার পার্যাবিক সামাজতেলা, সোধ্যারম ও জাতীয়ভাবোধ, রোমানিকতা, মৌলিকতা, কুলুজির চর্চা, পার্যাবিক তেলা একং আজিবগত কলাবির। পার্চভার ভিন্ত-কেলার প্রভাবে মার্দ্রিক সাহিত্যে নতুন নিগত্ত উল্লোভিত হয়েছিল। মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্ত্রের মৃত্যুর (১৯৬০ সাং) পর থেকে যে আধুনিক মুগের বন্ধ তা অদ্যাবিধি চলমান। তবে আধুনিক মুগের তক্ষ রা য় ১৮০১ সাল থেকে।

মডেল প্রশ্ন

- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যুগবিভাগ কয়টি ও কি কি?
- উক্তর : তিনটি। ক. প্রাচীন বা আদি যুগ (৬৫০-১২০০), খ. মধ্যযুগ (১২০১-১৮০০) এবং গ. আধুনিক যুগ (১৮০১-বর্তমান পর্যন্ত)।
- ১ অন্ধকার যুগের ব্যাপ্তি কত?
- উত্তর : ১২০১ থেকে ১৩৫০ সাল।
- ু বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য কি?
 - উত্তর : বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগে ব্যক্তিজীবন প্রধান ছিল, ধর্ম প্রধান ছিল না। আর মধ্যযুগে ক্ষাই ছিল মুখ্য, মানুষ ছিল গৌণ। আধুনিক যুগে মানুষ মুখ্য হলো এবং মানবতাই একমাত্র কাম্য যের উঠল। সেই সাথে যোগ হলো অন্ধবিশ্বাদের বদলে যুক্তিশীলতা।
- ছ. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, প্রাচীন যুগের ব্যাপ্তি কত?
 ছবর : ৯৫০ থেকে ১২০০ খিটাল।
- মধ্যবুগের সাহিত্যধারা কেমন ছিল?
 উত্তর : ধর্মনির্ভর।
- ^৬ মধ্যসুগের কাব্যধারার প্রধান ধারা কয়টি? ^৬তর : ৪টি।
- ৭. মধ্যসুগের শেষ কবি কে?
 - উত্তর : ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।
- শংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচয়িতার নাম কি?
 - ^{উরন্ধ} : ড. দীনেশচস্র সেন, ড. সুনীতিকুমার চটোপাধ্যায়, ড. মুহম্মদ শহীকুল্লাহু, গোপাল হালদার, ^{মুচিতি}কুমার বন্দোপাধ্যায়, ড. সুকুমার সেন প্রমুখ।



প্রাচীন যুগ ও চর্যাপদ

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপন এ মুগের সৃষ্টি। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত 'Sanskrit Buddhar Literature in Nepal' প্রস্থে রাজা রাজেন্দ্রলাল কিন্তা সর্বঞ্জন নেশালের বৌদ্ধতাজিক সাহিত্যের কল প্রকাশ করেন। তাতে উজীও হলে মহামধ্যেশাখায় হন্দ্রশাল শাল্পী নেশালের 'রাফো লাইবের্লি' জে ১৯০৭ সালে 'হর্মায়েশিকার' নামক পুঁজি আবিমার করেন। তিনি চর্যাপদের সাথে 'তারপর্য ও 'লোহাকোম' নামে আরও দুটি বই লোগালের রাজ-সরবারের গ্রহাগার থেকে আবিষ্কার করেন।

হরপ্রসাদ শান্ত্রীর সম্পাদনায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' থেকে প্রাপ্ত পুঁথিগুলো একত্র করে ১৯১৬ সাল

হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধগান ও লোহা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ড.সুনীতিকুমার চট্টাপাধ্যায় তাঁর ১৯২৬ সালে প্রকাশিত 'Crigin and Development of the Bengali Language' এছে গ্রন্থাটির ভাষাতার্ক্তিক বৈশিষ্ট্য নিমে প্রথম আলোচনা করেন। ১৯২৭ সালে ড. মুহম্মন শহীসুল্লাহ চর্চাপ্যন্তর অধ্যক্ত সম্পান্ত করে আলোচনা করেন।

বাংলার পাল বংশের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধর্মানিকার্টা। তালের আমলে চর্যাগীতিতালার বিষয়াপ আটছিল। সন্তম থেকে যাদশ শতাব্দীর মধ্যবাতী সময়ে পদতলো বাচিত। পাল বিষয়াপ করে করে এই করে করে হাজার করে এই করে বিষয়াপ করে বিষয়

বিষয়বস্তু : চর্যার পদগুলোতে বৌদ্ধ শিদ্ধাচার্কের পোপন তত্ত্বপর্শন ও ধর্মচর্চাকে বাহিতে গুটার্লি সম্রায়ে ডুলে ধরা হয়েছে। এর রচিয়তাপণ দুরহ ধর্মভত্তকে সহজবোধা রূপকে উপস্থাপন করেছেন পদকালা কতন্তবো গানের সংকলন।

কৰি এবং পদসংখ্যা: চর্যাপদের করির সংখ্যা নিয়ে মতান্তর রয়েছে। সুকুমার সেন তার বর্গী সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে ২৪ জন করির কথা বলেছেন। ড. মুকুমন পর্যনুদ্রাই সংক্ষি 'মুক্তিকট নির্ফিক সঙ্গা' গ্রন্থে ২৩ জন করির নাম পাওয়া যার। তবে ২৪ জনে পরা পত্তিক মত দিয়েছেন। চর্যায় প্রাথ্য পুথিতে একট্রটি গান ছিল। 'পুথির কয়েকটি পাতা নই হর্গ কিনটি সম্পূর্ব (২৪, ২৫ ও ৪৮ সংখ্যাক) পদ এবং একটি (২৩ সংখ্যক) পদের শোর্ষা গা হার্মিন। তাই পুথিতে সর্বমোট সাঙে ছেচছিপটি পদ পাওয়া গেছে। চর্যাপদের সরচেয়ে প্রেন ক্ষমেন্দ্ৰন কাহলা। তিনি মোট ১৩টি পদ রচনা করেন এর মধ্যে পাংল্যা গেছে ১২টি। ও ছাড়া কাহন উল্লেখযোগ পদকর্তাগৰ হচেন : ভূমুকুণা, সরহণা, দুইণা, দুরবণা, দারিগা, ফুকুনীগা। কাইসের বাঙ্জালি বলে ধারণা করা হয় ভারা হচ্চেন : ভূইপা, কুকুনীপা, বিক্রবাণা, ভোষীণা, দ্ধা ধারণা ও জবনশি।

ক্রান্তনৰ ভাষা : চর্মাপদের ভাষা মূলত প্রাচীন বাংলা। তবে বিনিদ, অপভ্রপে তথা মৈথিলী, অসমিয়া উল্লিয়া ভাষারও প্রভাব এতে দেখা যায়। চর্মাপদের ভাষাকে কেউ কেউ সাহা ভাষা বলেছেন। কারণ এ ভাব ও ভাষা কোথাও স্পষ্ট, কোথাওবা অস্পষ্ট। পদহলো প্রধানত মাত্রাবৃত ছব্দে দেখা। চর্মাপদ অভিনিদ বাংলা ভাষায় রচিত এ কথা গবেষধার মাধ্যমে প্রমাণ করেন ড, সুনীতিকুমার চর্মোপাধ্যায়।

নার রচনাকাল : ভ. মুক্তম পাইনুয়ারে মতে, চর্যাপাসের রচনাকাল ৬৫০ খ্রিন্টান্দ থেকে ১২০০ খ্রিন্টান্দের হয়ে। ভ. সুশীতকুমার চট্টোশাখারের মতে, চর্যাপাসের রচনাকাল ৯৫০ খ্রিন্টান্দ্র থেকে ১২০০ খ্রিন্টান্দের হয়ে। ভ. সুকুমার সেনসহ বাংলা সাহিত্যের প্রায় নব পরিভেই সুশীতিকুমারের মতামতকৈ সমর্থন করেছেন। হয়ে ও কমার বচন : ভাক ও ধনার বচনাকে বাংলা সাহিত্যের আনিমুগের সুষ্টি বলে বিবেচনা করা হয়। তবে এর কোনো লিখিড নিন্দান কর্তমানে নেই। মানুশের মুখে খুখে প্রচলিত ছড়াকে ক্রক্সবিহত্যের আদি নিন্দান হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

🔹 জাকের বচন : জ্যোতিষ, ক্ষেত্রতত্ত্বের ও মানব চরিত্রের ব্যাখ্যা প্রাধান্য পেয়েছে।

ৰ, খনার বচন : কৃষি ও আবহাওয়ার কথা প্রাধান্য পেয়েছে।

চর্যাপদের কবি

জ্ঞীন বাংলা ভাষার চর্যাপদের মোট ৫০টি পদের ২৩ জন কবির নাম পাওয়া যায়। চর্যাপদে আরো একজন ক্ষেক্তর্যন্ত নাম আছে, কিন্তু তার পদটি নেই। সেটি ধরলে চর্যার সংখ্যা ৫১ এবং কবি ২৪ জন।

কৰিব নাম	কবিতার সংখ্যা
১. আর্যদেব (আজদেব)	2
३ अवर्गप (आवरणप)	2
৩. কমলাম্বর (কামলি)	2
৪. কাহুপা (কাহু, কাহ্নি, কাহিলা, কৃষ্ণচাৰ্য, কৃষ্ণবল্পপাদে ইত্যাদি)	20
थ. कुबुतीशा	9
৬. হন্তরীপা (স্কডেরী)	>
৭. চাটিলপা (চাটিল্ল)	,
b. अद्यनमी (ज्ञञनमि)	3
৯. ডোম্বাপা	>
১০. চেম্বাপা	2
১১. ভন্নী (ফালি)	3
22 SIGH	,
30. Hilder (lateral)	3
১৪. ধামণা (ধত্মপা)	2

কবির নাম	কবিতার সংখ্যা
১৫. বিরুবাপা (বিরূপা, বিরূআ)	2
১৬. বীণাপা	. 3
১৭. ভদুপা (ভাদে)	2
১৮. ভূসুকুপা (ভূসুকু)	ъ
১৯. মহীধরপা (মহিআ, মহিন্ডা, মহিন্ডা)	2
২০. লুইপা (ল্য়ীপা)	2
২১. লাড়ীডোম্বী	১টি পদের উল্লেখ আছে, তবে পদটি নে
২২. শবরপা (সবর)	2
২৩. শান্তিপা (শান্তি)	2
২৪, সরহপা (সরহ)	8

চর্যাপদের সবচেয়ে বেশি পদ আছে কাহপার, সংখ্যায় তেরোটি। তাছাড়া ভূসুকুর আট, সরহের চার, চ্ট্ শান্তি, শবরের দুটি করে, অন্যদের একটি করে পদ বিদ্যমান। অনেকের মতে আদি চর্যাকার ভূইপা। ভ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, প্রাচীনতম চর্যাকার শবরীপা এবং আধুনিকতম সরহপা অথবা ভূসুকুপা।

কাহ্নপা

চর্যাপদের অবিগাদের মধ্যে সর্বাধিক পদরচয়িতার গৌরারের অধিকারী কাছপা। তার তেরোটি পদ চর্যাপ গ্রান্থে গৃহীত ব্যয়েছে। এ সংখ্যাধিকার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে কবি ও দিন্ধার্মদের মধ্যে প্রেষ্ঠ বাল অভিহন্ত করা মায়। অসুশা, কুঞ্চপাদ ইত্যাদি নামেও তিনি পরিচিত। বিভিন্ন পদে কাছ, কাছ, কাছি, কাছিল, কাছিল্য প্রকৃতি ভূপিতা লক্ষ্য করা মায়। ভূিল্যীয়া, জাইম শতকে কানুপার আবির্ভাব হয়েছিল বলে ড. মূর্যক্ষ শহীসুয়ার মনে করেন। অনুপার বাছি ভ্লিল্য উদ্বিয়ায়, তিনি সোমপুর বিস্তার বাস করকে।

ভুসুকুপা

न्डेशा

সাধারণত পূর্বপাকে আদি শিছাচার্য বিবেচনা করা হয়। কিন্তু ড. যুহম্মদ শরীনুৱার ও বার্থ সক্ষয়ান্য আৰু প্রথম বলা বিভার করেন মা। গুরুণ নাঙালি বলে অনুবিত। উড়িয়ায় ওরার্থা বলে করেও করেও ধারণা। উ. মুহম্মদ শরীনুৱাই উত্তেজ করেছেন করেন করে করে করে করে করে করে। গগর বাবে করাও ধারণা। তিনি বর্ধমন জীবনে উল্যানের (সোয়াতের) রাজার কয়ছে যা নেশক বিশ্বন -off

সুৰক্ষ'।

স্তালা ছিলেন বাঙালি এবং তিনি ছিলেন বাধ। ড. মুহম্মন শহীদুল্লাকুর মতে, শবরণা ৬৮০ থেকে

ক্রম সালে বর্তমান ছিলেন। রাহুল সংকৃত্যায়নের মতে, শবরণা ছিলেন বিক্রমশীলা নিবাসী, কুলে

ক্রেন্ত্র এবং অন্যতম সিদ্ধা। তিনি ৮৮০ সালের দিকে বর্তমান ছিলেন।

<u> একবাপা</u>

্ব মুহুজন শহীসুন্নাহর মনে করেন, জালন্ধরীপার শিষ্য বিরপ ছিলেন বাঙালি। তার জন্মহান দেবপালের জ্ঞান্ত নিপুরায়। তার শিষ্য ভোগীপা। বিরপ আট শতকে বর্তমান ছিলেন। রাছল সংকৃত্যায়নের মতে, জ্ঞানা জিজনাপে সোমপুরী বিহারে বাস করতেন। তিনি দেবপালের রাজকুকালে জীবিত ছিলেন।

দোম্বীপা

ত্ত্ব মুহম্মন শহীদুয়াহর মতে, ভোষীপা ত্রিপুরা বা মগধের রাজা ছিলেন। তার গুরু ছিলেন বিরুরাপা। ব্রোষ্টানার জীবংকাল ৭৯০ থেকে ৮৯০ খ্রিস্টান্দ। রাহুল সংকৃত্যায়নের মতে, ভোষীপার জীবংকালের ক্ষুক্তীয়া দেৱপানের রাজতকালে (৮০৬-৪৯১) ৮৪০ ফিটান্দ অরধি।

মডেল প্রশ্ন

- ১. বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন কি? এর প্রধান প্রধান কবিদের ভূমিকা উল্লেখ করুন।
 - উক্তর : বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নির্ভরযোগ্য নিদর্শন চর্যাপদ। চর্যাপদে ২৩, মজ্যাররে ২৪ জন কবি ছিলেন। চর্যাপদের কবিগণের মধ্যে সর্বাধিক পদ রচযিতার গৌরবের অধিকারী কাহপো। তার ১০টি পদ চর্যাপদে, গুরীত হয়েছে। চর্যাপদের প্রথম পাটি পুইপার ক্ষাবা। তাই বলা যায়, চর্যাপদের আদি কবি পুইপা। চর্যাগীতির রচনার সংখ্যাধিকো বিতীয় জ্ঞানে অধিকারী প্রদান ভাকপা। তার রচিত ৮টি পদ চর্যাপদ গ্রান্তে সংগাঁইত হয়েছে।
- ২. 'চর্যাপদ' কি ধরনের রচনা?

छेडा : 'व्यंभन' वाला जादिरछात्र जानि निमर्भन। धाँपै जूनल व्योक्तपत्र जाधनमञ्जील। ऽठ०० 'मापन व्यवकाम भाग्नी तम्मालात तराम नादिर्दाति व्यारक धाँपै जाविकात करान। ऽठ००७ माराम जाव 'मामानाधा' 'बन्नीय जादिक विकार व्यारक 'युकात वाहदतत भूतान वालाना खांगात व्योक गाम ख सावा' मामा क्षीर जाविक तरा।

ত চর্যাপদের মোট পদ সংখ্যা কতটি? এর কোন পদটি খণ্ডিত আকারে পাওয়া গেছে?

উত্তর : চর্মাপদে পদসংখ্যা ৫১টি। তবে উদ্ধার করা হয়েছে সাড়ে হেচল্লিশটি। এর মধ্যে ২৩ নং শদটি ব্যক্তি আকারে উদ্ধার করা হয়েছে অর্থাৎ এর শেষাংশ পাওয়া যায়নি। এছাড়া ২৪, ২৫ ও উদ্ধানং পদটি পাওয়া যায়নি।

- ⁸ চর্যাপদের আবিষ্কার বৃত্তান্ত লিখুন এবং চর্যাপদের ভাষা প্রসঙ্গে আবিষ্কারকের অভিমত দিন।
 - ভক্তর : ১৮৮২ সালে প্রকাশিত 'Sanskrit Buddhist Literature in Nepal' এছে রাজা উত্তেজ্ঞান দিত্র সর্বপ্রথম নেগালের বৌদ্ধভাত্তিক সাহিত্যের কথা করাশ করেন। তাতে উপীত্র হয়ে ইয়ামহোপাথায়ে বর্জ্ঞসান শাস্ত্রী নেপালের রয়েল গাইব্রেরি থেকে ১৯০৭ সালে 'স্টার্টার্বিলিড্রা বিশ্ব বিশ্বাস্থিত বিশ্ব বিশ্ব স্থাবিকার করেন। উদ্ধারকারীর সম্পাদানায় 'বাদীয় সাহিত্য

পরিষদ' থেকে পূঁথিগুলো ১৯১৬ সালে (১০২০ বন্ধাৰণ) 'যাজার বছরের পূর্বাদ বাদানা ভাক্ক বৌদ্ধানান ও নোহা' নামে অস্থান্ধারে কালদিক হয়। এএ প্রাইটিং পরে চর্যাদদ নামে পরিচিত আ বুরুপ্রদান পারী চর্যাপনেন জ্বামা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'আলো আঁথারি ভামা, ক্রম আলো, ক্রম্ভ অন্তব্যাহার, বাহিন্দ কুরা মায়, থানিক বুরুবা মায় না।' এ করেকেটে চর্যায় ভাষাকে সাক্ষাভাষা বলা হয়।

- ৫. বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন বাংলার বাইরে পাওয়া যায় কেন? উল্পর: বাংলার পান বংশের রাজার বেঁছ ছিলেন ভালেন আমানে চর্জাভিকারলার বিকাশ ঘটেছে। ক্ষা বংশের পানবাই বাংলাদেশে গৌরাবির হিন্দুর্যে ও ব্রাক্ত্যানকার রাজ্যর্য হিসেবে পৃথিত হত, মত্য হার নিজার্মরো ও দেশ থেকে বিক্তিছ ও। দেশ রাজাত্ত্যের করাপের করাপের বাংলাদেশের বাইরে পিতা আরু অতিত্ব কথা করতে হার্মেছিল। ভাই বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন বাংলার বাইরে দেশলে পাওয়া মত্ত্র।
- চর্যাপদ কত সালের মধ্যে রচিত হয়?
 উত্তর : ভ, মৃহত্মদ শহীদুদ্বাহয় মতে ৬৫০-১২৫০ সালের মধ্যে এবং ভ, স্নীতিকৃষ্ম
 চন্ত্রীপাধায়ের মতে ৯৫০-১২৫০ সালের মধ্যে চর্যাপন রচিত হয়। বাংলা সাহিতের অধিকল
 পত্তিতই ভ, স্নীতিকৃষ্মার ভার্মীপাধায়ের মতকে সমর্থন করেন।
- প্রথম প্রকাশের সময় চর্যাপদের নাম কি ছিল?
 উত্তর : হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা।
- ৮. তর্যাপদের প্রথম পদটির রচয়িতা কে এবং পদটির প্রথম লাইনটি কি? উত্তর : প্রথম পদটির রচয়িতা গৃইপা। পদটির প্রথম লাইন—কাআ তরুবর পঞ্চি বি ভাল। চঞ্চল চীএ পইসা কল।
- ৯. চর্যাপদের ভাষা বাংলা—এটি সুনিষ্ঠিতভাবে প্রমাণ করেন কে? উস্তর : ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধায়ে তার গবেষণাগ্রন্থ 'Origin and Development of the Bengali Language (ODBL)'-এর মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে চর্যাপদের ভাষা বাংলা।
- ১০. চর্মাপদে কোন মূর্ণের সমাজ ও সংজ্ঞৃতির পরিচয় পাওয়া যায়?
 উত্তর: পাল মূর্ণের । চর্মাপদে পূর্ব ভারতের মানুষের জীবনচিত্র অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে।
- ১১. চর্যাপদ কিনের সংকলন? এর বিষয়বস্তু কি? উত্তর : চর্যাপদ গানের সংকলন। এর বিষয়বস্তু বৌদ্ধধর্মের সাধন-ভজনের তত্ত্বীয় কথা।
- ১২. চর্যাপদের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন কে? উত্তর : শবরপা (৬৮০ থেকে ৭৬০ খ্রিটাব্দ)।
- ১৩. চর্যাপদের কবিদের মধ্যে বাঙালি কবি হিলেবে কারা পরিচিত? উত্তর : চর্যাপদের কবিদের মধ্যে বাঙালি বলে যাদের ধারণা করা হয় তারা হজ্বেন- লুইপা, ইক্রুলিন, বিরুত্বাপা, ডেখিপা, শবরপা, ধারণা ও জয়নান্দ। অর্থাৎ চর্যাপদের বাঙালি কবি হলেন লাত জন।
- ১৪. চর্যাপদের সবচেয়ে আধুনিক কবি কে? উত্তর: ভ. মুহ্মদ শহীলুরাহ্র মতে, চর্যাপদের আধুনিক বা সর্বশেষ কবি হলেন সরহপা অথবা ভূপুলা
- ১৫. সন্ধ্যা বা সান্ধ্যভাষা কি? উত্তর : যে ভাষা সুনির্দিষ্ট রূপ পায়নি, যে ভাষার অর্থণ্ড একাধিক অর্থাৎ আলো-আধারের য়ায় সে ভাষাকে পরিক্রগণ সন্ধ্যা বা সান্ধ্যভাষা বলেছেন।



মধ্যযুগ

বালা নাইতোর মধ্যয়ণ ১২০১ প্রিকাশ থেকে আরম্ভ হয়ে ১৮০০ খ্রিশাল পর্যন্ত বিস্তৃত। অরুকার যুগ বা কারা যুগ এ যুগোর অন্তর্ভুক্ত হলেও মধ্যযুগোর সূত্রপাত ১২০১ খ্রিসাল থেকে ধরা হয়। মধ্যযুগোর বাংলা একমা বিভিন্ন শাখা-প্রশাস্থায় বিভক্ত। মধ্যযুগোর সমস্ত বাংলা সাহিত্যকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

- 瘫 মৌলিক রচনা— শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈশ্বর পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, জীবনীসাহিত্য, লোকসাহিত্য ইত্যাদি।
- নই অনুবাদ সাহিত্যকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়
 - ক্ক. সংস্কৃত থেকে অনূদিত— রামায়ণ, মহাভারত, ভগবত ইত্যাদি। ব. আরবি-ফারসি-হিন্দি ভাষা থেকে অনূদিত রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলো।

অন্ধকার যুগ

জ্ঞান সাহিচ্যের শুরুণতেই অর্থাৎ ১২০১ খ্রিকীয় থেকে ১০৫০ খ্রিকীয় পর্যন্ত সময়কালকে অন্ধরণন
ক্লা হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই সময়ে বাজা সাহিচ্যের লিখিক উল্লেখযোগ্য কোনো নিপর্বন
গঞ্জা যার মা। ধারণা করা হয় ভূকিবিজারের ফলে মুগলিম শাসনামলের সূচনার পান্টিভূতিক নালা
গঞ্জিয়ার কারণে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিচ্য সৃষ্টি হর্মন। তবে কোনো কোনো
গাইবিজারের মতে, এ সময় উল্লেখযোগ্য কোনো সাহিত্য পাওয়া না গেলেও "পুন্যপুরার্থ",
গিন্ধানকে কানা) 'তেক তভোগদানি মতো কিছু অর্থধান সাহিত্য সে সময় রচিত হর্মেছিল। ভাই
গ্রিথ কমায়কে জরুকার মুগ হিসেবে মেনে নিতে চাল না।

মডেল প্রশ

- বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সময়সীমা কত?
 - উত্তর : ১২০১ থেকে ১৮০০ খ্রিটাব্দ।
- ^২ মধ্যযুগের তিনটি সাহিত্য ধারার নাম পিপুন। উত্তর : শ্রীকফ্রকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য।
- ত. শুন্যপুরাণ কি?
 - উত্তর : রামাই পণ্ডিত রচিত ধর্মপূজার শাস্তগ্রন্থ ।

- বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলতে কোন সময়কে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং কেন? উত্তর : বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগে আমরা তিনটি যুগ লক্ষ্য করি। ৬৫০ থেকে ১২০০ খ্রিন্টান প্রভ প্রাচীন ফা. ১২০১ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মধ্যযুগ এবং ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বর্তমান প্রভ আধুনিক ফুগ। কিন্তু এ ফুগবিভাগের মধ্যে ১২০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে সক্র সমালোচক মধ্যযুগের অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকার করতে চান না। তারা এ সময়কে 'অন্ধকার ফুগ' বলে _{আক} করেন। তাদের মতে, এই ১৫০ বছর বাংলা সাহিত্যে কোনো সাহিত্যকর্ম সষ্টি হয়নি।
- প্রথম রঙ্গমঞ্চ নির্মিত হয় কোথায়? এ রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে টীকা লিখন। উত্তর : কলকাতায় প্রথম রঙ্গমঞ্চ তথা নাট্যমঞ্চ নির্মিত হয় ১৭৫৩ সালে। নাটক ও নৃত্যকর্ত্ত উৎসাহিত করতে ব্রিটিশরা 'প্রে হাউস' নামক এ রঙ্গমঞ্জটি প্রতিষ্ঠা করে। কলকাতার লাগদিনীর 🚧 পাশে লালবাজার রোডে এটি অবস্থিত। এ রঙ্গমঞ্চে মঞ্চন্থ হওয়া প্রথম নাটক সম্পর্কে কোনো তথা পাওয়া না গেলেও এটা স্পষ্ট যে উইলিয়াম উইলস এ মধ্যটির নকশা তৈরি করেন। কিন্তু সমন্তে প্রেক্ষাপটে মধ্বটি সে অর্থে টিকতে পারেনি। এখন এটি মার্টিন বার্নের অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হতে।

শ্রীকম্বকীর্তন

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' মধ্যযুগের প্রথম কাব্য। এ কাব্যের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। তিনি বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের আদি কবি। ভাগবতের কৃঞ্চলীলা সম্পর্কিত কাহিনী অবলম্বনে বড় চণ্ডীদাস পঞ্চন

শতাব্দীতে এ কাব্য রচনা করেন। বসন্তরঞ্জন রায় বিশ্বধন্ত্রভ ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা থামের এক গৃহস্থ বাড়ির গোয়ালঘর থেকে এ কাব্যটি উদ্ধার করেন। বৈষ্ণব মহাও 🕙 নিবাস আচার্যের দৌহিত্র বংশজাত দেবে<u>লু</u> মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে এ গ্রন্থটি রক্ষিত ছিল। বসম্ভরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় গ্রন্থটি ১৯১৬ খ্রিটান্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়। এ কাব্য মোট তেরটি খণ্ডে লিখিত। খণ্ডগুলো হচ্ছে জনুখণ্ড, তামুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহখণ্ড।

মডেল প্রশ্ন

- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কোন সময়ের রচনা, লেখক কে?
 - উত্তর : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এ কাব্যটি ১৯০৯ শ্রি^{টারে} বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামের এক গৃহস্তের গোয়ালঘর থেকে উদ্ধার করেন বসন্তরগুন ^{রাষ্ট} বিশ্বন্ধন্তত। ১৯১৬ (১৩২৩ বঙ্গাব্দে) স্বিস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে কাব্যটি প্রকাশিত হয়। এ কাব্যটির রচয়িতা বড় চণ্ডীদাস।
- ২. মধ্যযুগের প্রথম কবি কে? উত্তর : বড় চণ্ডীদাস।

প্রীকৃষ্ণকীর্তন' সম্পর্কে ধারণা দিন। ্রার মুরুর : বড়ু চঞ্জিদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' মধ্যযুগের প্রথম কাব্য। তিনি ভাগবতের ক্ষণ্ণনীলা ক্রার্কিত কাহিনী অবলম্বনে, জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের প্রভাব স্বীকার করে, লোকসমাজে কালিত রাধাকৃষ্ণ প্রেম সম্পর্কিত গ্রাম্য গল্প অবলম্বনে পঞ্চদশ শতান্দীতে 'প্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য জচনা করেন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের প্রধান চরিত্র তিনটি; কৃষ্ণ, রাধা ও বড়াই। এ কাব্যের মোট ্রুটি খণ্ড আছে। এগুলো হলো জন্মুখণ্ড, তামুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, ক্ষাবনখণ্ড, কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড, রাধাবিরহখণ্ড।

পৌক্ষকীর্তন' এর লেখকজনিত সমস্যা খণ্ডন করুন।

ছবর : 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রথম কাব্য। এর আদি কবি বা রচয়িতা বড ক্ষীদাস। হিন্দু শাস্ত্রের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতির কেন্দ্রীয় চরিত্র রাধা-কৃষ্ণের প্রমুলীলা অনুসরণে কবি বড়ু চঞ্জীদাস এ কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। ১৯০৯ সালে আবিষ্কৃত শীক্ষাকীর্তনের পুঁথির প্রথম দুটি পাতা এবং শেষ পাতা পাওয়া যায়নি বলে এর নাম ও কবির নাম স্পষ্ট করে পাওয়া যায়নি। কবির কবিতায় 'চণ্ডীদাস' এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'বড় চণ্ডীদাস' নামছয়ের উল্লেখ থাকায় এ কাব্যের কবি হিসেবে বড় চন্ত্রীদাসকে গ্রহণ করা হয়।

- ক্ষার সম্পাদনায় ও কত সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য প্রথম প্রকাশিত হয়? ভিত্তর : বসন্তর্ঞ্জন রায় বিষদ্ধপ্রতের সম্পাদনায় ১৯১৬ সালে (১৩২৩ বঙ্গাব্দে)।
- প্রকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বড়াই চরিত্রের স্বরূপ বিশ্রেষণ করুন।

উত্তর : কাব্যটি মোট তের খণ্ডে বিভক্ত। রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই—এ তিনটি চরিত্র অবলম্বনে স্ত্রীকম্বকীর্তন'-এর কাহিনী রূপায়িত হয়েছে। পুরো কাব্যটি আবর্তিত হয়েছে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমনিবেদন, দেহসম্ভোগ, দুঃখভোগ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। আর বড়াই চরিত্রটিকে কবি সষ্টি করেছেন রাধা-কুস্কের প্রেমের সংবাদ আদান-প্রদানকারিণী হিসেবে। বড়াই চরিত্রটি রসিকতায়, কুটবুদ্ধিতে, ছন্ম-অভিনয়ে সার্থকতার পরিচায়ক। বড়াই অল্পেই চটে যায়, আবার অল্পেই রাধা-কুষ্ণের দুরুখে গলে যায়। সে ছিল সরলা ও সহানুভতিসম্পন্না নারী।

্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মধ্যে পাওয়া চিরকুটে কি লেখা ছিল?

উত্তর : श्रे दो রাধাকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের পচানই (৯৫) পত্র হইতে একসত্ত দস পত্র পর্যান্ত একুনে শোল (১৬) পত্র খ্রীকৃষ্ণপঞ্চাননে খ্রী খ্রী মহারাজা হুজুরকে লইয়া গেলেন পুনন্চ আনিয়া দিবেন—সন ১০৮৯।

- সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
- উত্তর : শ্রীকঞ্চকীর্তন। ১০. খ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য কে, কোথা থেকে আবিষ্কার করেন?

উত্তর : ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে কাবাটি বাঁকুড়ার এক গৃহস্থের গোয়ালঘর থেকে উদ্ধার করেন শ্রী বসম্ভরজন রায় বিদ্বদ্বলভ।

বৈষ্ণব পদাবলী

উত্থার বাংলা সাহিত্যের মুল্যবান নিদর্শন 'বৈষ্ণব পদাবলী'। পদ বা পদাবলী বলতে বুঝায় বৌদ্ধ বা শুরুবীয় ধর্মের গুঢ় বিষয়ের বিশেষ সৃষ্টি। পদাবলী সাহিত্য বৈষ্ণবতত্ত্বের রসভাষ্য। মধ্যযুগের ত্তিত্ব শ্রেষ্ঠ ফসল 'বৈষ্ণব পদাবলী'। 'বৈষ্ণব পদাবলী'তে রাধা-কৃষ্ণ তাদের প্রেমলীলায় জীবাত্মা ু পরমাখার রূপকে উপস্থিত। বৈষ্ণব কবিতার কথা উঠলেই যাদের কথা আসে তারা হচ্ছেন শ্যাপতি, চন্ত্রীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস। বৈষণ্ডব কবিতার তারা চার মহাকবি।

বিদ্যাপতি

निमानि हिटलम मिरिनात रावण्णात करि। रावश नियंगिरह छाट्न 'करिक्छेदार' डेमारिट्ड इति उटमा छात्र क्रींड करावशी रहेराव सम्- भूक्य भूतिक्ष, क्रींडिज्डा, भागातावानि, दिकाणाता शास्त्री में देरित अपने शास्त्री करिता जामा मा बदार दिकाणीं का वाहिष्मत कारह खाँड श्रीटका करि। क्रींडिज उद्धानी कार छात्र भागाती राज्या मा स्वाराध्या। दुकार्गीण कथा भूगड प्रिमिशि च रावशात्र सिद्धान देखी अरु क्रांडिस च उन्हें गारिकिक कथा। वर्षीवानाराय चालियारव भागाती खुका्रीन छाट्न इक्टिड स्टाराह सिमाणनेट च

> সখি, হামারি দুখক নাহি ওর। এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শুন্য মন্দির মোর।।

ব্ৰজবুণি ভাষা

दिकाव नानानीत अधिकारणेंद्र तिष्ठि रहाराष्ट्र जुळातुनि' नाद्य এक कृतिक विश्व छात्रात्त । मृगण् वी द्रियाचित्र नार्विक विश्व हिन्त प्रतिकार जिल्लाक प्रतिकार कार्या । अपने विश्व विश्व मिल्लाक प्रतिकार । अपने विश्व जिल्लाक मण्डिक । अक्ष्रितिक कार्य - अपने देश जिल्लाक मण्डिक । अक्ष्रित कर्याक प्रत्य छात्रा हिन्त ना; मारिकार्य अक्ष्रित कर्याक विश्व नार्विक । अक्ष्रित कर्याक श्रीतिक ।

চণ্ডীদাস

বাংলা ভাষায় বৈষ্ণৰ পদাবলীর আদি রচয়িতা কবি চন্ত্রীদাস। শিক্ষিত বাঙ্কালি বৈষ্ণৰ সাহিত্যের রস ও আনন্দের সংবাদ পেরেছে, চন্ত্রীদাসের পদাবলী থেকে। চৈতন্যদেব যার পদাবলী তনে মোহিত হতেন তিনি এই চন্ত্রীদাস। তার পদের বিখ্যাত লাইন—

> সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

**চজীদাস সমস্যা : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তিন জন বা ততোধিক চন্টাদাসের সন্থান পার্জা যায়। উৎস্টে করিব নাম বাবহার করে কেউ কেউ বিখ্যাত হতে চেয়েছিলেন, ফলে পদাবলী সাহিত্যে এ ধরনের সমস্যা হয়েজিল বলে ধারণা করা হয়। তাছাড়া এ করিফোর সঠিক অনুস্থান, অনুভারিণ, সাহিত্যকর্ম নিয়ে যে মতরিয়োধ ও অস্পষ্টতা ভাই চন্টাদাস সমস্যা রূপে বিরেজিত।

জ্ঞানদাস

সম্ভবত যোড়শ শতাব্দীতে বর্ধমান জেলায় কবি জ্ঞানদাসের জন্ম। তিনি চন্ত্রীদাসের কাব্যাদর্শা অনুসরণ করেন এবং তার সঙ্গে নিজের মৌলিক প্রতিভার সমস্বয়ে রাধাকুষ্ণের লীলা বর্ধনার মাধ্যমে মানব-মানবীব শ্বর্শিত প্রেম-বেদনার কথাই ব্যক্ত করেছেন। জ্ঞানদাসের একটি পদের দুটি লাইন—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর। প্রতি অঙ্গ লাগি কাব্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।

গোবিন্দ দাস

বিদ্যাপতির ভাবাদর্শে গোবিন্দ দাস বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিদ্যাপতির অলক্ষার এবং চিত্রকর তাতে ^{সুর্ভ} করেছিল। তার কল্পনাও ছিল মোহকর। তিনি কল্পনাকে চমধ্যের অলংকার পরিয়ে দেন। তার কয়েনটি গর্ভত

যাহাঁ যাহাঁ নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি। তাহাঁ তাহাঁ বিজ্ঞারি চমকময় হোতি।।

ज श्रम

নদ বা পদাবলী বলতে কি বোঝায়? পদাবলী শব্দটি প্রথম কে ব্যবহার করেন?

প্রবর্ধ ব শাবন বা পদাবলী বলতে সাধারণত শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচেতন্যের দ্বীলাকথা বা ঘটনা নিয়ে গান করার ক্রার রচিত কমনীয় কবিতাকে বোঝায়। এটি একাধারে সাহিত্য ও সাধনার অবলম্বন। দ্বাদশ শতকে ক্রার্ক্তা প্রতিব্যোধিন কারে। পদাবলী শব্দটি ব্যবহার করেন।

'বলবুলি' বলতে কি বোঝায়?

জ্ঞার : ব্রান্তর্পি হলো মেথিপী ও বাংলা ভাষার মিশ্রণে গঠিত এক প্রকার কৃত্রিম কবিভাষা। এ ভাষায় বৈষ্ণাব ধল রচনা করেছেন অনেক কবি, যাদের মধ্যে গোবিন্দ দাদ, বিদ্যাপতি, চন্ত্রীদাস ও আদদাস অন্যতম। জ্ঞানা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ব্রজ্বপি ভাষায় 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' নামে কবে রচনা করেন।

বিদ্যাপতি কোথাকার কবি ছিলেন? তার পরিচয় দিন।

উত্তর: বিদ্যাপতি (১৩৮০-১৪৬০) মিথিগার কবি। বাংগায় একটি পত্নজ্ঞিনা নিখেও বাঙালিদের ক্ষান্ত এজজন প্রক্ষের কবি। মৈথিল জেচিকা ও অভিনর জয়দেব নামে খ্যাত বিদ্যাপতি বৈষধ্য কবি ও পদসঙ্গীত ধারার অপকার। তার অন্যান্য উপাধি ছিল নব কবিশেশব, কবিরঞ্জন, অবিকর্চয়ার, পাত্রত ঠালুর, সনুস্থাধ্যায়, রাজপতিক ইত্যাদি।

8. 'পদাবলী'র প্রথম কবি কে? বৈষ্ণব পদাবলীর একজন বিখ্যাত কবির নাম লিখুন।

উক্তর ; বাংলা ভাষায় বৈষ্ণাব পদাবলীর আদি রচয়িতা কবি চন্ত্রদাস (আনুমানিক ১৩৭০-১৪৩৩ খ্রি.)। মিঞ্জোর কবি বিদ্যাপতি (১৩৮০-১৪৬৩ খ্রি; মতান্তরে ১৩৯০-১৪৯০ খ্রি.) ছিলেন পদাবলীর বিখ্যাত কবি।

৫. বৈষ্ণব পদাবলী কি? বৈষ্ণব পদাবলীর তিনজন পদকর্তার নাম লিখুন।

উক্তর : মধ্যসুপের বাংলা সাহিত্যের প্রেষ্ঠ ফলল হচ্ছে বৈষ্ণাব পদাবলী। পদ বা পদাবলী বলতে বোঝান্ব বৌদ্ধ বা বৈষ্ণাবীয় প্ররেষ্ঠ ওচ বিষয়েরে বিশেষ সৃষ্টি। পদাবলী সাহিত্য বৈষ্ণাব তত্ত্বের রসভাচা। বৈষ্ণাব পদাবলীর উপজীবা হচ্ছে, বাধা-কৃষ্ণ তাদের প্রেমলীদায় জীবাঝা ও পরমাঝার জলকে উপস্থিত। বৈষ্ণাব পদাবলী, উপজীবা হচ্ছে বাধা-কৃষ্ণা তাদের প্রসামান। এ প্রেম সম্পর্কে বিষ্ণাব মহাবলগীগণ রাধা-কৃষ্ণাব প্রমালীলা রপকের মাধ্যমে উপলব্ধি করেছেল।

বৈষ্ণ্যব পদাবলীর তিনজন উল্লেখযোগ্য পদকর্তা হচ্ছেন– ১. চন্ত্রীদাস, ২. বিদ্যাপতি ও ৩. জ্ঞানদাস।

অধিকাংশ বৈষ্ণব পদাবলী কোন ভাষায় রচিত?
 উত্তর : ব্রজবলি ভাষায় ।

৭ বিজবুলি ভাষায় কয়টি 'স' ব্যবহার করা হতো?

উত্তর : একটি (দন্ত'স)।

জন্ম কবি বাঙালি না হয়েও এবং বাংলায় কোনো পদ রচনা না করেও বাঙালি বৈফবের গুরু য়নীয় য়য়ে আছেন?

উত্তর : মিথিলার কবি বিদ্যাপতি।

^১ মৈথিলি ছাড়া আর কোন তিনটি ভাষায় বিদ্যাপতি গ্রন্থ রচনা করেন? উত্তর : সংশ্বত, অবহঠট ও ব্রজবুলি।

১৮৮ প্রফেসর'স বিসিএস বাংলা

- ১০ মধ্যযগের বাংলা সাহিত্যের শেষ্ঠ ফসল কি? টেকর - বৈষ্ণব পদাবলী।
- ১১. বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়িতা কে? উত্তর : চণ্ডীদাস।
- ১২. আধুনিক যুগের কবিদের মধ্যে কে পদাবলী রচনা করেন? উত্তর : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ভানুসিংহের পদাবলী)।
- ১৩. সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু/অনলে পুড়িয়া গেল-এ অংশটির রচয়িতা কে? টকর - জানদাস।

জীবনী সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের গতানুগতিক ধারায় জীবনী সাহিত্য এক বিশিষ্ট স্থান অধিকাব করে আছে। শ্রীচৈতন্যদেব ও তার কতিপয় শিষ্যের জীবনকাহিনী অবলম্বনে এই জীবনী সাহিত্যের সৃষ্টি। চৈতনা জীবনের কাহিনীতে কবিরা অলৌকিকতা আরোপ করেছেন। তবু চৈতন্য ও তার শিষ্যরা বান্তব মান্ত ছিলেন এবং এ ধ্রনের বাস্তব কাহিনী নিয়ে সাহিত্যসৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম। বাংলা ভাষা শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনীকাব্য বৃন্দাবনদাসের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'। চৈতন্যদেবের জীবনী গ্রন্থকে 'কড্চা' নামে অভিহিত করা হয়। চৈতন্যদেবের জীবনী হিসেবে যে বইটি সবচেয়ে বিখ্যাত, তার নাম 'চৈতন্যুচরিতামৃত'। এর লেখক কফাদাস কবিরাজ। চৈতন্যদেব এক অক্ষরও কবিতা লেখেননি, তবু তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অধিকার করে আছেন একটি বড় স্থান। মধ্যযুগের সমাজ জি সংস্কারের নিষ্ঠর দেয়ালে আবদ্ধ, চৈতন্যদেব তার মধ্যে আনেন আকাশের মুক্ত বাতাস; ফলে সমাজ এসেছিল জাগরণ। এর ফলে বাংলা সাহিত্য এগিয়ে গিয়েছিল সমৃদ্ধির পথে।

মডেল প্রশ্র

- ১ কার জীবন কাহিনী নিয়ে জীবনী সাহিত্যের সষ্টি? উত্তর : শ্রী চৈতন্যদেব ও তার কতিপয় শিষ্যের ।
- ১ কডচা কি? উত্তর : চৈতন্যদেবের জীবনী গ্রন্থকে কড়চা বলা হয়। 'কড়চা' (থসড়া রচনা) শব্দটি প্রার্ভত কিমন রচনা করেন। 'কটকক্ষ' ও সংস্কৃত 'কৃতকৃত্য' থেকে এসেছে।
- ৩. চৈতন্যদেবের জীবনভিত্তিক প্রথম কাহিনী কাব্য কে রচনা করেন? উত্তর : চৈতন্যদেবের জীবনভিত্তিক প্রথম কাহিনীকাব্য 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' যা রচনা করেন বৃন্দার্ক দাস। এ কাব্যটির রচনাকাল সম্ভবত ১৫৪৮ সাল। এছাড়াও চৈতন্যদেবের জীবনভিত্তি কাহিনীকাব্য 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেন দু'জন (লোচন দাস ও জয়ানন্দ)। লোচন দানে রচনাকাল ১৫৫০-১৫৫৬ সাল আর জয়ানন্দের রচনাকাল সম্ভবত ১৫৬০ সালের দিকে।
- ৪, খ্রী চৈতন্যভাগবত প্রথমে কি নামে পরিচিত ছিল? উত্তর : চৈতন্যমঙ্গল।
- ৫. 'গোবিন্দ দাসের কড়চা' কোন কাহিনী নিয়ে রচিত? উত্তর : চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিম ভারত পরিভ্রমণের কাহিনী অবলম্বনে লেখা।

্জন মহাপুক্ষৰ বাংলা সাহিত্যে একটি পদ্ধকি না লিখলেও তার নামে একটি যুগের সৃষ্টি হয়েছে? ্বর : চৈতন্যদেব।

স্কুনাদেব কেন স্মরণীয়?

্রার্ডির : চৈতন্য প্রবর্তিত আবেগমূলক বৈষ্ণবধর্ম সংকারাচন্দ্র বাঙালির চিস্তা-চেতনার পরিবর্তনের জ্ঞান সাথে বাংলা সাহিত্যেও যথেষ্ট পরিবর্তন আনতে পেরেছিল। তাই তিনি স্মরণীয়।

ব্যা সাহিত্যের প্রথম জীবনীগ্রন্থ কোনটি?

্বার : বাংলা সাহিত্যের প্রথম জীবনীগ্রন্থ বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'।

গতেন্য-চরিতামৃত'-এর লেখক কে? ত্তর : কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

মর্সিয়া সাহিত্য

🕬 একটি আরবি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ শোক প্রকাশ করা। মুসলমান সংস্কৃতির নানা বিঘাদময় ুলী তথা শোকাবহ ঘটনার বর্ণনার মাধ্যমে মর্সিয়া সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে। এর মধ্যে প্রধানত স্বালার প্রান্তরে শহীদ ইমাম হোসেন (রা) ও অন্যান্য শহীদদের উপজীব্য করে লেখা। এছাড়া ক্রম খলিফা ও শাসকদের বিজয় অভিযানের বীরত্বগাথা এ শ্রেণীর কাহিনীতে স্থান পেয়েছে। জনামা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মুঘল আমলে যেসব কবি মর্সিয়া সাহিত্য রচনা করেছেন তারা হলেন ক্ষ ক্ষান্তরাহ, দৌলত উজির বাহরাম খান, মুহম্মদ খান, হায়াৎ মামুদ, জাফর হামিদ প্রমুখ।

্রার্থনিয়া সাহিত্যের আদি কবি শেখ ফয়জুল্লাহকে মনে করা হয়। তিনি 'জয়নবের চৌতিশা' নামক হাট রচনা করেন। সম্ভবত এটি প্রথম মর্সিয়া ধরনের কাব্য।

্রহম্ম খান রচিত গ্রন্থের নাম 'মকুল হোসেন'। এ কাব্যগ্রন্থটি ফারসি 'মকুল হোসেন' কাব্যের সংব্রাদ। মুহম্মদ খান চট্টগ্রামের কবি ছিলেন। ১৬৪৫ সালে তিনি 'মকুল হোসেন' রচনা করেন।

💷 🕮 মামুদ অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত কবি। তিনি রংপুর জেলার ঝাড়বিশিলা গ্রামে জন্মহণ বে। অর রচিত 'জঙ্গনামা' কাব্যটি ফারসি কাব্যের অনুসরণে রচিত। গ্রন্থটি ১৭২৩ সালে রচিত।

্র্মার্ক্সা ধারার হিন্দু কবি হলেন রাধারমণ গোপ। তিনি 'ইমামগণের কেচ্ছা' ও 'আফৎনামা' নামে

মর্সিয়া সাহিত্যধারার উল্লেখযোগ্য কবি ও কাব্য

कवि	সাহিত্যকর্ম
শেখ ফয়জুল্লাহ	জয়নবের চৌতিশা
राप्तार मामूप	জঙ্গনামা
युरुपन थान	মন্তুল হোসেন
সৈয়দ সুলতান	নবীবংশ
কবি শেরবাজ	কাশিমের লড়াই, ফাতিমার সুরতনামা
রাধারমণ গোপ	ইমামগণের কেচ্ছা, আফৎনামা

রূপে মীর মশাররফ হোসেন এবং কায়কোবাদ প্রমুখ সাহিত্যিকগণ এ ধারার কবি।

মডেল প্রশ্ন

মডেল প্রশ্ন

- 'মর্সিয়া শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? উত্তর : আরবি।
- মর্সিয়া শব্দের অর্থ কি?
 উত্তর : শোক প্রকাশ করা।
- মূলত কোন বিষয়কে উপজীব্য করে মর্সিয়া সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে?
 উত্তর : কারবালা প্রান্তরে ইমাম হোসেন ও অন্যান্য শহীদদের উপজীব্য করে।
- 8. দুই জন উল্রেখযোগ্য মর্সিয়া সাহিত্য রচনাকারীর নাম লিখুন।
- া উত্তর : দৌলত উজির বাহরাম খান ও শেখ ফয়জুল্লাহ।
- মুহত্মদ খান রচিত 'মকুল হোসেন' কোন কাব্যের ভাবানুবাদ?
 উত্তর: ফারসি কাব্য 'মকুল হোসেন'।
- ড. ফকির গরীবুল্লাহ কোন আমলে 'জঙ্গনামা' নামক মর্সিয়া কাব্য রচনা করেন?
 উলর : ইংরেজ আমলে।

নাথ সাহিত্য

বৌদ্ধ ধর্মমতের সঙ্গে শৈবধর্ম মিশে এক নতুন ধর্মমতের উত্তব হয়েছিল, সে ধর্মের নাম ছিল 'নাং ধর্ম' । ।
সাহিত্যের মধ্যমুগে লখা ধর্মের কার্মিনী অবলক্ষমে আহামির লবা রচিত হয়েল । এ করেই 'নাং লাইছা ল আছে। দিব উপালক এক শ্রেণীর আধী সম্প্রদারের আহিকি প্রস্থান লাক ধর্ম। হাজার বছর আংগজন জুড়ে এ সম্প্রদারের আটি জিল। নাখা কর্ম প্রস্থান আন্তর্ভান মানুবের তত্ত্ব জ্ঞানের বাধা হলে অবিলা দি মহাজান লাভের মাধ্যমে কলানাক্ষ নাখগদের লক্ষা। এটি সালাভ বা গাঁতিকা হিসেবেও পরিভিত্ত সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য ক্রানর মথে আছে শেষ ক্ষান্তল্ভাবের 'গোরাক বিজয়'। এটি স্পালাভ করে আক করিম সাহিত্যাবিদ্যার। আছাত্তাত তত্ত্বর মুখ্যদের রচিত 'পোপীর্যানর সন্মান' যা সাধ্যম করেন সম্প্রান্তর্ভান

মডেল প্রশ্ন

১. নাথ সাহিত্য কি?

উত্তর : নাথ সাহিত্য হলো বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে রচিত শিব উপাসক এক শ্রেণীর ধর্মপ্রচারকারী স্থাতি

- কোন কবি মুসলমান হয়েও নাথ সাহিত্য রচনা করেন?
 উত্তর : শেথ ফয়জয়াহ।
- ৩. নাথ সাহিত্যের উপজীব্য কি?

উত্তর : আদিনাথ শিব, মীননাথ, পার্বতী, গোপীচন্দ্রের কাহিনী ইত্যাদি।

- ৪. নাথ ধর্মে কয়জন গুরুর কথা জানা যায়?
- উত্তর : ৯ (নয়) জন।
- দেবী কোন নাথ শুরুকে মোহিনীর বেশ ধারণ করেও আদর্শহ্যুত করতে পারেন নি?
 উত্তর : গোরক্ষনাথ।
- মীননাথের অপর নাম কি?
 উত্তর : মথস্যেলনাথ।

মঙ্গলকাব্য

- ত্ত্ব স্কান্সামলন : বাংগা নাগগগোরে ইতিহালে মনলামালন সাধামই প্রতিন্তাম অন্তিত্বের প্রতাক্ষ প্রথম পাওৱা মন্ত্র। এ ব্যৱহার বাহিনী বাংলার আদির গোলসমাজে প্রাচণিক স্পাপুলার প্রতিহারে সামে স্পার্কিত। নাগের অভিনিত্তী দেবী ক্ষার প্রাচিত্র করার মনলামালন মানে পরিচিত। কোখাও তা পরপুরাণ নামেও অভিবিত হয়েছে। টাল সভাগারের ইত্যেই ও বেলারে সাতীর দিবের প্রতিক কার্মিনীর জান মনলামালন সার্বাধিক জারিয়াতা অর্জনি করেছিল। টাল সম্পানার, বেলার স্পান্নামালনের বিশ্বাম তিয়া কার্মা বিলারক মনলামালনের প্রবিশ্বাধী হোলে মান হলা মনলামালনের দুর্বি দেরা কবি বিজয়তাও এবং বিজ বংশীলান। বাংলা সার্বিহতা সুস্পান্ত সন-তারিবস্থাত স্কল্যামলন বাংলার প্রথম করিটাতা বিজয় তথা। তার জানু বাংলালেনের বিশ্বাধা রোলার শ্রাধান এইড়ার স্কল্যামলন বাংলার প্রথম করিটাতা বিজয় তথা। তার জানু বাংলালেনের বিশ্বাধান বেলালার স্কলান প্রস্থান।
- ছামীনাল ; চথা দেখীর কাহিনী অবলখনে রচিত চথীমালল কাব্য এ দেশে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা আর্জন করেছিল। চাইমালল কাব্যের আদি কবি মানিক দশ্ত। চাইমাললের প্রেট কবি মুকুলমাম চক্রবাকী। জানিদার রম্মানথের নামালকের গাঞ্জকালীন তার নির্দেশে মুকুলমাম 'চাইমালল' কাব্য রচনা করেন। রাজুনাথ কবিত্রভিভার বীকৃতিস্বরূপ জালে 'কবিজ্ঞান্ত' ভিশাধি দেন। 'কাল্যকত উপাধানা' কবি মুকুলয়ামে সবচেয়ে জ্ঞানিষ্টা কবি
- ্র রাজত কাহিনী অবলগদে মুকুননাম এ কাবা বাচনা করেন। চরীমান্তনের আদি কবি
 ক্ষিকনতের কাবা, থেকে কিছু সাহায়্য এবংশ করণেত কাব্য বুণায়াণে তার কৃতিত্ব অপরিসীম। তার
 ক্ষিক্রার বিষয়ারপ্র পর্যালাচনা করালে দেখা যায় প্রথমে কদলা ত সুক্তিবাহিনী পরিতি হয়েছে, এবলদ কবি থাকে সতী ও পার্বতীর কাহিনী। হিতীয় বাতে আছে লালকেন্তুর কাহিনী এবং তৃতীয় বাতের নাম
 ক্ষিক্রার হেমেন বাহাতে ধনপুলি সভাপান্তর কাহিনী।
- ্রিজীমদলে কেবল দুটি কাহিনী পাওয়া যায়। অদ্যান্য মঙ্গলকাবো একটিমাত্র কাহিনী রয়েছে। উত্তীমদলে ব্যাধের ওপর চত্তীর প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে নিচু পর্যায়ে এবং বণিকের উপর প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে অভিজ্ঞাত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে পূজা প্রচারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।
- 🗆 চ্জীমঙ্গলের উল্লেখযোগ্য চরিত্র : কালকেত্, যুক্তরা, ধনপতি, খুগুনা, ভাড়ু দত্ত ও মুরারিশীল।
- ন্দানিকন : চত্তী ও অনুনা অভিন্ন—একই দেবীর দুই নাম। অনুনামঙ্গল ধারার শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায়। জন্তচন্দ্র মধায়ুগের শ্রেষ্ঠ এবং শেষ কবি। মধায়ুগের এ কবি ছিলেন রাজা কুক্ষচন্দ্রের সভাকবি। রাজা ক্ষিত্ত্ব ভারতচন্দ্রকে উপাধি নিয়েছিলেন 'রায়ওগাকর'। ভারতচন্দ্রের রাচিত একটি বিখ্যাত লাইন—

^{আনৱে} সন্তল যেন থাকে দুধে ভাতে[°]। উভিটি করেছিলেন ঈশ্বরী পাটনি (অনুনামঙ্গল)। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত উভি ; নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়। মানের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

- च. धर्ममान्त : धर्ममान्त : धर्ममान्त त्वारणां अक शुक्रण त्वरवात शृक्षा हिन्दु न्यायावत निष्ठ व्यवत रणावरणतं यात्रा हिन्द्र त्वाचा अभावतः क्ष्मा व्यवस्था व्यवस्थातं नृत्याच राज्य अभावतः क्ष्मा धर्ममान्त्र विश्वस्था विश्वस्य विश्वस्था विश्वस्था
 - ্রাধর্মসন্তের প্রথম অংশ রাজা হরিকন্তের কাহিনী পুরই পুরাতন, কিন্তু দ্বিতীয় অংশ লাউন্দের কাহিনী অর্বাচীন বা নতুন। এখনে কাহিনীটা শৌরাহিকি ঐতিহ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, অংশ বর্জাইন সঙ্গে ইতিহাস ও পৌরিক আখান জড়িত। তবে ইতিহাসের কালের সঙ্গে এর হিল নেই। জাটাসনের হার্ডার্ড কাহিনী ধর্মমঞ্চল নামে পরিষ্ঠিত।

মঙ্গলকাব্য ও রচয়িতা

	কবি	গ্ৰন্থ
মনসামঙ্গল	কানাহরি দত্ত	অল্পকিছু পদ পাওয়া গেছে যা গ্রন্থাকারে ন্য
	নারায়ণ দেব	পদ্মপুরাণ
	বিজয় গুপ্ত	SERVICE AND AND AND ADDRESS.
	বিপ্রদাস পিপিলাই	মনসা বিজয়
	দ্বিজ বংশীদাস	
	কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ	
	বাইশা	বাইশ কবি মনসা
ধর্মসঙ্গল	ময়ুর ভট	হাকন্দপুরাণ
	আদি রূপরাম	_
	খেলারাম চক্রবর্তী	গৌড়কাব্য
	মানিক রাম	
	রূপরাম চক্রবর্তী	-
	শ্যাম পণ্ডিত	নিরঞ্জনমঙ্গল
	সীতারাম দাস	_
	রাজারাম দাস	_
	রামদাস আদক	जना निमश्रन
	দ্বিজ প্রভূরাম	
	ঘনরাম চক্রবর্তী	
	রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ধর্মমঙ্গল
	সহদেব চক্রবর্তী	অনিল পুরাণ
	নরসিংহ বসু	-
	হৃদয়রাম সাউ	-

	কবি	গ্রন্থ
ब्रम्भ न	মানিক দত্ত দ্বিজ মাধব মুকুন্দরাম চক্রবর্তী দ্বিজরাম দেব মুক্তারাম সেন	সারদামঙ্গল বা সারদাচরিত শ্রী প্রী চন্তীমঙ্গল কাব্য অভয়ামঙ্গল সারদামঙ্গল সারদামঙ্গল
	হরিরাম লালা জয়নারায়ণ সেন	
খাত	ভবানী শঙ্কর দাস অকিঞ্চন চক্রবর্তী	

হভেল প্রশ্ন

১ মন্ত্ৰকাব্য কাকে বলে?

উত্তর : যে কাব্যের কাহিনী প্রধণ করলে সকল ধরনের অকল্যাণ দূর হয় এবং পূর্ণান্ন কল্যাণ লাভ হয় আকে মঙ্গলকাবা বলে। এটি বাংগা সাহিত্যের মধ্যেয়ুলে বিশেষ এক প্রেণীর ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্য। বিভিন্ন দেবদেবীর গুণণানা মঙ্গলকাব্যের উপজীবা। তলাবো রী দেবতাদের প্রধানাই বেশি এবং মন্সা। ও চর্তীর এদের মধ্যে সর্বাপেকা কল্পপূর্ণ।

২ মনলকাব্যের প্রধান শাখা কয়টি ও কি কি?

উত্তর: অঞ্চলনাথের প্রথম শাখা দুটি। হথা: ১, পৌরাধিক মঞ্চলকাষা ও ২, পৌরিক মঞ্চলকাষা। পৌরাধিক শাখার মধ্যো রায়েছে - গৌরীমঞ্চল, ভরনীমঞ্চল, ফুর্গামঞ্চল, অরুনামঞ্চল, কমলামঞ্চল, বাহামঞ্চল, চক্তিখমেলক ইত্যাদি। পৌশিক মঞ্চলকাষ্ট্রভারা হলো দিবমঞ্চল, মন্দামঞ্চল, চক্তীমঞ্চল, কর্মাকায়ঞ্জল, শীক্তামঞ্চল, রামঞ্চল, বাহামঞ্চল, সার্বামঞ্চল, শুরিমঞ্চল, শুরিমঞ্চল, বাহামঞ্চল, শুরিমঞ্চল, বাহামঞ্চল, সার্বামঞ্চল, বাহামঞ্চল, বা

৩. মনসামঙ্গলের তিনজন কবির নাম লিখুন।

উত্তর : বিজয় গুণ্ড, বিপ্রদাস পিপিলাই ও কানাহরি দত্ত।

ধনপতি সদাগর কোন নগরের অধিবাসী ছিলেন? উত্তর : উজ্ঞানী নগরের ।

ইক্রন্দরাম চক্রবর্তীকে কবি কন্ধন উপাধি প্রদান করেন কে?

উত্তর : মেদিনীপর জেলার বাকডা রায়ের পুত্র রঘুনাথ।

মনসামঙ্গল কাব্যের অপর নাম কি? মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি কে?

উত্তর : পদ্মপুরাণ। মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি কানা হরিদত্ত।

মলসামঙ্গল কাব্যের কোন কবির জন্ম বাংলাদেশে, কোথায়?

^{উত্তর} : কবি বিজয় গুপ্তের জনু বাংলাদেশের বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামে (গ্রামের প্রাচীন নাম যুক্**রী**)। বিষয়ে ক্লিও

উজা: মনসামঙ্গলের বাইশ জন ছোট-বড় কবিকে একত্রে বাইশা বলে।

- চন্তীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি ও শ্রেষ্ঠ কবির নাম কি?
 উত্তর : আদি কবি মানিক দত্ত, শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ।
- ১০. 'কালকেতু উপাখ্যান'-এর প্রধান চরিত্রগুলো কি কি? উত্তর : কালকেতু, ফুল্পরা, ধনপতি, ভাঁতু দন্ত ও মুরারিশীল।
- ১১. মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে? উত্তর : ভারতচন্দ্র রায়।
- ১২, ভারতচন্দ্র রায়ের প্রধান দৃটি কাব্যগ্রন্থ কি কি? উত্তর : অনুদামঙ্গল ও সত্যপীরের পাঁচালী।
- ১৩. 'মদ্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'-প্রবাদটি কার রচনা ? উত্তর : ভারতচন্দ্র রায়।
- ১৪. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুখে ভাতে'-এ প্রার্থনা ছিল কার? উত্তর : ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর রচিত 'অনুদামঙ্গল' কাব্যের বিশেষ চরিত্র ঈশ্বরী পাটনির। ভিন্ন অনদা (চন্ত্রী) দেবীর কাছে এ প্রার্থনা করেছিলেন।
- ১৫. ধর্মমঙ্গল ধারার প্রথম কবি কে? তার প্রস্তের নাম কি? উত্তর : ময়র ভট্ট: হাকন্দপরাণ।
- ১৬. কালিকামঙ্গলের আদি কবি কে? উত্তর • কবি কন্ত।
- ১৭. 'গোরক্ষ বিজয়' এর আদি কবির নাম কি? উত্তর: শেখ ফয়জুল্লাহ।
- ১৮, মনসামঙ্গল কোন ধরনের কাব্য? এর বিশেষ দিকগুলো তুলে ধরুন।

উত্তর: মঙ্গলকাবোর প্রাচিনতম ধারা মনসামলণ। গৌনিক মঙ্গল কাব্য মনসামঙ্গল সার্পর অবিগারী দেবী মনসার গুরু, প্লুডি, কাহিনী নিয়ে রচিত। চাঁদ সদাগরের প্রথম নিকে মনসা বিরুপতা, গারে মনস দেবীয়ে প্রোক্তিক পাতির প্রভাষ বীধার করে ভার বশাতা বীকার করাই মনসামঙ্গল কার্বের প্রথম আখান। চাঁদ সদাগরের বিল্লোহ ও বেছলার সভীত্ত কাহিনীর জন্য এটি সর্বাধিক জনপ্রিয়ত গাত করে। উল্লেখযোগ্য চিক্তার হলো মনসা দেবী, চাঁদ সদাগর, বেছলা, শবিদার প্রস্তৃতি।

১৯. মঙ্গলকাব্য ধারার প্রাচীনতম কাব্যের নাম কি? এর বিষয়বস্তু কি? উত্তর: মঙ্গলকাবাওলোর মধ্যে মনসামঙ্গল প্রাচীনতম। সাপের দেবী মনসার পূজা প্রচারের কারিনীই । কাব্যের বিষয়বস্তু। এ কাব্যের মূল চরিব্রগুলো হলো চাঁদ সওলাগর, বেছলা, লখিলর ও মনসা দেবী।

২০. 'চডীমদল' নিপ' এর কাহিনী সংক্রেপ নিপুত।

উত্তর: চডীমদল কারে বেচা চডী (পার্বচীর ক্রপডেন) দেবীকে অবলফন করে রাচিত মানাবার
চতীমদল কারের বচারিতা মুকুক্রনাম চক্রবর্তীর এ কারে দুটি পুরুষ কাহিনীর অবভালা ছার্ম্মে
প্রথমটিতে ব্যাধনম্পতি কালকেন্তু ও ফুরারার জীবন প্রসঙ্গে চড়ী দেবীর বর প্রদান ও বর্গ মাহাম্মের বর্গনা এবং বিজ্ঞাটিতে ধনপতি সদাশর খুরুনার ছেলে শ্রীমন্ত সদাশরের বিহলে গার্মন্ত কর্ণনা করা হয়েছে। ক্রিক্স ক? এ কাব্যের কয়েকটি চরিত্রের নাম লিখুন।

১৫ মিলল হলো পঞ্চাল থেকে অষ্টালল শতাব্দী পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বীরতুম, বর্ধমান, ক্রিক্তির ইত্যানি অঞ্চলে ধর্মটাকুর বা ধর্ম নামের যে দেলতাকে নিমান্ত্রেলী ও কোথাও ভক্রপ্রেলীর হিদ্যার্থ পূজা করত, সেই কাহিনী অকলধন রচিত কাবা। এ কাবোর মূল ক্রেক্তার হলো-অনিক্তর মূলনা, পুইচন্ত্র, কর্পসেন, সাডিক্তর, লাউদেন।

ন্ধ্যানামঙ্গল কাব্যের প্রেক্ষাপট কি? এ কাব্যের কয়েকটি চরিত্রের নাম লিখুন। নুধুর : অনুনামঙ্গল হলো দেবী অনুনার মাহাত্ম্য প্রচারে ভবানন্দ মন্ত্রুমনারের জীবন নিয়ে রচিত

নারা। কবি ভারতচন্দ্র রায়ওপাকর রচিত এ কাব্যের মূল চরিত্রগুলো হলো ভবানন্দ, হরিহোড়, জনা সুদর, মানসিংহ, ঈশ্বরী পাটনী।

্রনসামঙ্গল' কাব্যের উদ্ভবের সামাজিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন।

हब्ब : अ कारवाव कादिनी वाश्माद खामित्र शाक नत्राख श्रव्यणि अर्थणुकात अधिरहात जास्य ﷺ त्याक्षित । स्थायुणत शूर्व वाश्मा किन मन्त्रमानी व तत्रावक्षण लीव्युणी । तिक्कि स्वायन आप्याय कमवान इत्र अख्यला । नास्त्रात्र प्रामुख्य अ अर्थकीलि श्यांकर 'प्रमाणस्या" कारवा केंद्र व द्वाकि । नायात्र कोबोलि क्यों स्वाया । व द्वानीव लासीनी निया व्यक्ति समाप्रस्थान नाया प्रतिक्रि ।

অর নির্দেশে মুকুলরাম 'প্রীশ্রীভবীমকল কাবা' রচনা করেন? নির্দেশনাতা মুকুলরামকে কি উপাধি দেন? ক্রবঃ জমিনার রছনাথের সভাসনরপে থাকাকালীন তার নির্দেশে মুকুলরাম 'প্রীশ্রীভবীমকল' কাবা জনা করেন। রছনাথ কবিপ্রতিভার স্বীকৃতিস্বত্রপ তাকে 'কবিকরণ' উপাধি দেন।

% রাম্মসাদ সেন কোন মঙ্গলকাব্যের কবি? তাঁকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দিয়েছিলেন কে? উত্তর : রাম্মসাদ সেন কালিকামঙ্গলের বিশিক্ত কবি। নবম্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দেন।

ত্ত আৰক্ষন্ত বায়ওগাৰুৰ কোন বাজনভাৱ কৰি? সাহিত্যে তাৱ কি ধরনের অবদান ব্যৱহে?

তির: ভারতচন্ত্র বায়ওগাৰুর আঠারো শতকের বাংলা মন্থলনাথ ধারার অন্যতম কবি। তিনি

নিবলিক্ষা কি প্রবাহান ক্ষাচন্দ্রের আরক্ষাত্র আরক্ষাত্র নি বিভূত কন। কৃষ্ণচন্দ্রের আরক্ষে

কিন্তুর কার্যাট রচনা করেন। পরবর্তীতে এ রচনা তাকে মহারাজ কর্তুক "বায়ওগাকর"

কার্মি পাত করিয়ে সো। তার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ব রচনার মধ্যে রয়েছে— কিদ্যাসুন্দর, কনমজরী,

ক্ষাম্বির করা নামান্টর কটানি বিন মধ্যাস্থ্যের সোর

অনবাদ সাহিত্য ও মহাকাব্য

ক্ষাপ্ৰপৰ সাহিত্যের মতো বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য অনুবাদ হয়েছে বালো সাহিত্যে। বালো সাহিত্যের বি^{জ্ঞা} অসম ভুড়ে অনুবাদ সাহিত্যের চর্ম হয়েছিল এবং এর মাধ্যের বালো সাহিত্যের শ্রীপৃষ্টি ^{মতা} সাহিত্যের মধ্যতুলে করিরা অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন। এফেরা এবাদ্যুল অনুবাদ হয়েছে, ১ বিজ্ঞান মাহিত্যের মধ্যতুল করিরা অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন। এফেরা এবাদ্যুল অনুবাদ হয়েছে, ১ বিজ্ঞান মহাজ্ঞান, আমান, ভাগবড়া, ২, হিন্দি সাহিত্য কেও ৩, আরবি-ফারবি সাহিত্য কেবে।

্তিকৃষ্ট শতকে সংগৃত ভাষার রামান্য রচিত হয়। রামান্য লিখেছেন নার্যীকি। বাহ্টিকিব মূল নাম দশ্য রন্ত্রকর। মানে মলো উই চিপি বা উইপোকা। দশ্য রন্ত্রকর রাম নাম করতে করতে উইপোকার বিশ্বিক মরোছিলেন বলে তার নাম হয় বাহ্যীকি। ্রামায়দোর প্রথম অনুবাদক পনের শতকের কবি কৃত্তিবাস ওঝা। তিনি রামায়দোর প্রথম এবং অনুবাদক। এটি প্রথম মুদ্রিত হয় ১৮০২-১৮০৩ সালে শ্রীরামপুরের মিশনারী ছাপাখানায় উইন্ন ক্রেরীর উদ্যোগে।

্রসতেরো শতকের কবি চন্দ্রাবতী রামায়ণ অনুবাদ করেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা।
চন্দ্রাবতী হলেন মনসামঙ্গলের কবি দিয়া বংশীদাদের বিদয়ী কন্যা।

মহাভারত

্রামহাভারতের প্রথম অনুবাদক যোল শতকের কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর। তার
পৃষ্ঠপোশ্বক ছিলেন পরাগল খান। এরপর মহাভারতের আর্চশিক (অস্থমেধ পর্ব)
বালোয় অনুবাদ করেন প্রীকর নদী। প্রীকর নদীর পৃষ্ঠপোশ্বক ছিলেন পরাগল
খানের পত্র ছটি খান।

্রা সতেরো শতকের কবি কাশীরাম দাস হলেন মহাভারতের বিখ্যাত ও জনপ্রিয় অনুবাদক। হরেন তিনি মহাভারত অনুবাদ সম্পন্ন করেননি। তার মৃত্যুর পর তার ভাইরের ছেলে এবং আরো করেনজ মিলে মহাভারত অনুবাদ সম্পন্ন করেন। কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' এর দূটি বিখ্যাত পর্ভৃতি-

মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাশীরাম দাস ভনে শোনে প্রণাবান

ভাগব্য

হিন্দুধর্মের এই পরিত্র ধর্মগ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেন মালাধর বসু। এজন্য তিনি 'হুণরাজ খান' উপাধি লাভ করেন। তার ভাগবতের নাম 'শ্রীকৃঞ্জবিজয়।

পৃথিবীর ৪টি জাত মহাকাব্য (Authentic Epic)

Ballery	মহাকাব্য	রচয়িতা
1908	রামায়ণ	বাল্মীকি
-050,60	মহাভারত	কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব
18 PAR	ইলিয়াড	হোমার
J. Single	ওডেসি	হোমার

কয়েকটি বিখ্যাত সাহিত্যিক মহাকাব্য

মহাকাব্য	রচয়িতা
ঈনীড	ভার্জিল
শাহনামা	ফেরদৌসী
প্যারাডাইস লস্ট	মিল্টন
মেঘনাদবধ	মাইকেল মধুসূদন দও

আরবি-ফারসি-হিন্দি ভাষা থেকে যেসব সাহিত্যকর্ম বাংলা ভাষায় অনুদিত হরেছিল সেচপোলে সাই রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান নাম দেয়া হয়েছিল। কিছু রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান অনুদিত হয়েছিল মিয়ন্ট আরাকান রাজসভায়। ভাই এই অববাদ সাহিত্যকে দই ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে।

অনুবাদ ও অনুদিত গ্রন্থ

অনুবাদকের নাম	অনূদিত গ্রন্থ	মূলগ্ৰন্থ	মূল রচয়িতা
ক্তিবাস ওঝা	রামায়ণ*	রামায়ণ	বাল্মীকি
গুলাম দাস	মহাভারত**	মহাভারত	ব্যাসদেব
লুলাধর বসু	ভাগবত	ভাগবত পুরাণ	ব্যাসদেব
নরসিংহ দাস ও নরোত্তম দাস	হংসদৃত	হংসদৃত	রূপগোস্বামী
দ্বিরিদ খান	বিদ্যাসুন্দর	চৌরপঞ্চাশিকা, বিদ্যাসুন্দরম	বিলহন, বরক্লচি
বার মুহক্ষদ সংগীর, আব্দুল হাকিম, ফকির গরীবুলাহ	ইউসুফ জোলেখা	ইউসুফ ওয়া জুলয়খা	জামী
দৌলত উজির বাহরাম খান	লায়লী মজনু	লায়লা ওয়া মজনুন	জামী
লালাজ, দোনাগাজী	সয়কুলমূলুক বদিউজ্ঞামাল	আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা	-
আলাঙ্গ	হপ্ত পয়কর	হফত পয়কর	নিজামী
অলাওন	সিকান্দারনামা	সিকান্দারনামা	নিজামী
ন্তরাজিস খাঁ, মুহাখদ মুকীম	গুল-ই বকাওলী	আজুলমূলক গুল-ই বকাওলী	ইজতুল্লাহ
গুৰু পুরান, আবদুল হাকিম, শেখ সুলায়মান	নসিহৎনামা	- 1	-
অবকুন হারীম, আবকুল করিম ও মীর মৃহাখন শারী	नुद्रनाभा	-	-
আলাওল	তোহফা	তোহফাতৃন নেসায়েহ	ইউসুফ গদা
দৈয়দ হামজা	হাতেম তাই	আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা	-
সৈয়ন হামজা	আমীর হামজা	কিস্সা-ই-আমীর হামজা	মোল্লা জালাল বার্লা
ফকির গরীবুল্লাহ	মকতুল হোসেন	-	-
কাজী দৌলত ও আলাওল	সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী	মৈনাসত	সাধন
याना उन	পদ্মাবতী	পদুমাবত	মালিক মুহাত্মদ জাম
সৈয়দ হামজা	মধুমালতী	মধুমালত	মনঝন

Make: " वाचारण बनाग बनुसान रामन-जुसारी, विश्व स्त्रुवर्ध, श्रीवत (मन्, श्राक्षण राम, विश्व व्यर्धमणम्, विश्व पृथियः स्थावत व्यर्ध मिळाट एमः, सर्वेद्धः, स्वत्र कृषण बन्धानवादः, व्यर्धानस्य सामानवादः, व्यर्कन शासीती, वाचान राम व्यर्ध । Make: : " व्यव्यादान व्यर्धाना ध्यानम् कृष्टा स्थानः व्यर्धानः व

মডেল প্রশ্ন

- কোন শাসকের আমলে বাংলা ভাষায় অনুবাদ কর্মের সূচনা হয়?
 উত্তর : সূলতান ক্রুকনউদ্দীন বরবক শাহ।
- কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস কার নির্দেশে 'মহাভারত' রচনা করেন?
 উত্তর : চট্টগ্রামের সেনানী শাসক পরাগল খান।
- হিন্দদের জাতীয় মহাকাব্য কোনটি?

উত্তর : রামায়ণ ও মহাভারত।

আদি মহাকাব্য কোনটি?

উত্তর : রামায়ণ।

- ৫. 'বাল্মীকি রামায়ণ' ও 'কৃত্তিবাসী রামায়ণের' মধ্যে পার্থক্য কি? উত্তর : বাল্মীকি হলেন রামায়ণের মূল রচয়িতা। এটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। পক্ষান্তরে কৃত্তিবাস হলেন মূল রামায়ণের বাংলা অনুবাদক। অর্থাৎ কন্তিবাসী রামায়ণ হলো বাংলা ভাষায় অনুদিত রামায়ণ।
- ৬. সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী মূল কাব্যটি কোন ভাষায় রচিত? উত্তর : হিন্দি ভাষায়।
- ৭. রামায়ণ অনুবাদক প্রথম মহিলা কবি কে? উত্তর : চন্দাবতী।
- ৮. রামায়ণ কাব্যের মূল রচয়িতা কে? এটি কোন ভাষার কাব্য?
- উত্তর : কবি বাল্মীকি। সংস্কৃত ভাষার কাব্য। ৯. রামায়ণের প্রথম অনুবাদক কে? শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কে? উত্তর : রামায়ণের প্রথম অনুবাদক কৃত্তিবাস ওঝা। কৃত্তিবাসই রামায়ণের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক।
- ১০. মহাভারতের জনপ্রিয়, প্রাঞ্জল অনুবাদটি কার? কাব্যটির মূল রচয়িতা কে? উত্তর : মহাভারতের জনপ্রিয়, প্রাঞ্জল অনুবাদটি সতের শতকের কবি কাশীরাম দাসের। মল রচয়িতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস।
- ১১. মালাধর বসু কে ছিলেন? উত্তর : মালাধর বসু তাগবতের প্রথম অনুবাদক। তাঁর দেখা 'প্রীকৃষ্ণবিজয়' মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ছিত্তীয় অনুবাদ গ্রন্থ।
- ১২. বাংলায় প্রথম পবিত্র কুরআনের অনুবাদক হিসেবে ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের পরিচয় দিন। উত্তর : ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ১৮৮১-৮৬ পর্যন্ত পাঁচ বছরের সাধনা ও পরিশ্রমে টীকাসহ সমগ্র কর্মান শরীফের প্রথম বঙ্গানুবাদ করেন। ১৮৩৫ সালে নরসিংদী জেলার পাঁচদোনা গ্রামে জনুরহণকারী গিরিশচন্ত সেন ১৮৭১ সালে ব্রাক্ষ ধর্মে দীক্ষা লাভ করেন। ইসলাম সম্পর্কিত তার অনুবাদ ও মৌলিক গ্রন্থের সংগ্রা ২১টি। ইসলাম সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনায় তার অবদানের স্বীকৃতিস্বত্রপ তাকে ভাই' উপাধি প্রদান করা হয়। 'তাজকেরাতুল আওলিয়া' অবলম্বন করে তিনি 'তাপসমালা' রচনা করেন। 'নিওয়ান-ই-হাফিজ', 'তলিও', 'মহাপুরুষ মুহাম্মন ও তৎপ্রবার্তিত ইসলাম ধর্ম', 'মহাপুরুষ চরিত্র' প্রভৃতি তার রচিত গ্রন্থ।
- ১৩. 'Tree Without Roots' কোন গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ? উত্তর : কথাসাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর (১৯২২-১৯৭১) বিখ্যাত উপন্যাস 'লালসালু' ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ইংরেজিতে ১৯৬৭ সালে এটি Tree Without Roots নামে অনুদিত হয়।
- ১৪. মহাকাব্য কাকে বলে? পাঁচটি মহাকাব্যের নাম লিখুন। উত্তর : সাধারণত বীররসাত্মক আখ্যানকাব্যকে মহাকাব্য বলে। ইপ্তরেজিতে একে বলে Epic। বর্তমানে মহাকাব্যের দৃটি ধারা রয়েছে। যথা– প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শরূপ। প্রাচ্য আদর্শানুসারে, মহাকার্থে সগৰিভাগ থাকৰে এবং সৰ্গ সংখ্যা হবে অষ্টাধিক। সমগ্ৰ সৰ্গ এক ছব্দে রচিত হবে। এর উপজীবা হবে পুরাণ, ইতিহাস বা কোনো সতা ঘটনা। নায়কের জয় বা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মহাকাব্যের সমাঙি ঘটবে পাশ্চাত্য আদর্শানুসারে, মহাকাব্য বলতে বীরত্বাঞ্জক উপাখ্যানকেই বোঝায়। সর্গ সংখ্যার কোনে সীমাবদ্ধতা এতে নেই, তবে এক ছন্দেই রচিত হবে। এর উপজীব্য হবে জাতীয় জীবনের ঐতিহাসিক ব পৌরাণিক তথ্য। পরিসমাণ্ডি বভান্তিক হবে এমন কোনো সীমাবদ্ধতা নেই।

পাঁচটি মহাকাব্যের নাম : (১) প্যারাডাইস লাঁচ, (২) ইলিয়ড, (৩) মেঘনাদবধ কাব্য, (৪) মহাশাশান, (৫) স্পেন বিজয় কাব্য।

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

লাগের বাংলাদেশের বাইরে আরাকানে ব্যাপকভাবে বাংলা সাহিত্য চর্চা ডব্রু হয়। বাংলা সাহিত্যের বিকাশে স্থান বাজসভার অবদান অনস্বীকার্য। এখানে যারা সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তানের তার বুল্ল অন্যতম ছিলেন দৌলত কাজী, মরদন, আলাওল প্রমুখ। আলাওল পদুমাবত কাব্যের অনুবাদ 'পল্লাবতী' ্বালা করে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তার অন্যান্য রচনার মধ্যে আছে হপ্তপয়কর, তোহফা ও সেকান্সরনামা ।

নামান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

জ্ঞাহণের বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিগণের সবচেয়ে উলেখযোগ্য অবদান এই রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান। ক্রন ও মধ্যস্থগের ধর্মকেন্দ্রিক ও দেবতাকেন্দ্রিক সাহিত্য ছেড়ে এই কাব্যগুলোতে প্রথমবারের মতো মানবীয় ক্রমন্ত্রা প্রতিফলিত হয়। চতুর্দশ শতকের শেষ দিকে বা পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে বাংলা সাহিতো অনুমান কবিদের প্রথম আবির্ভাব ঘটে। বাংলা ভাষায় প্রথম মুসলমান কবির নাম শাহ মুহম্মদ সগীর।

শাহ মহন্মদ সগীর

লার শতকের কবি শাহ মুহম্মদ সগীর সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের 🖃 গাতকালে যে কাব্য রচনা করেন, সে কাব্যের নাম 'ইউসুফ-জোলেখা'। অনেকের মাত তিনি ফারসি কবি জামী রচিত ফারসি প্রেমাখ্যান 'ইউসুফ ওয়া জুলয়খা' অবলমনে রচনা করেন ইউসুফ জোলেখা' কাব্য। তবে কবি জামী শাহ মুহম্মদ ন্দীরের পরবর্তী কবি হওয়ায় জামীর কাব্য অনুসরণ করার সম্ভাবনা খুবই কম। এ কাব্যের মূল বিষয়বস্তু হলো- তৈমুর বাদশাহ-কন্যা জোলেখা এবং ঐতদাস ইউসুফের প্রণয়কাহিনী। শাহ মুহম্মদ সগীর ব্যতীত ইউসুফ জেলেখা কাব্যের অন্যান্য রচয়িতাগণ হলেন- আবদুল হাকিম, ফকীর গ্রীবুল্লাহ, গোলাম সাফাতউল্লাহ, সাদেক আলী ফকির মুহম্মদ।



দৌলত উক্তির বাহরাম খান

জন শতকের কবি দৌলত উজির বাহরাম খান ফারসি কবি জামী রচিত ফারসি প্রেমাখ্যান 'লায়লা ज्ञा मक्तून' जदलस्त त्रव्या करतन 'लाग्नली मङ्गन्' कारा । এ काश्त्मीत मृल উৎস जाति (लाकगीथा । বিংরাম খান মধ্যযুগের বিখ্যাত কবি। তিনি চট্টগ্রামের জাফরাবাদের অধিবাসী ছিলেন। তার পিতা আবারক খান চট্টগ্রামের অধিপতির কাছ থেকে 'দৌলত উজির' উপাধি পেয়েছিলেন। অল্পবয়সে শিক্ষীন বাহরাম খানকে চাটিগ্রাম নপতি নেজাম শাহ সূর ১৫৬০ সালে 'দৌলত উজির' উপাধি প্রদান ^{করেন}। দৌলত উচ্চিত্র ভার পিতার উপাধি ছিল।

বাইলী মজনুর রচনাকাল নিয়ে পরিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মতে, এটির রচনাকাল ২৫৬৯ সাল, ভ. এনামূল হকের মতে, ১৫৬০-১৫৭৫ সাল, ভ. আহমেদ শরীফের মতে, ১৫৪৩-১৫৫৩ সাল।

আবদুল হাকিয়

ক্রিমা' কাব্যের জন্য খ্যাত আবদুল হাকিম। কবি আবদুল হাকিমের প্রণয়োপাখ্যানগুলো হলো ইউসুফ জিলেখা এবং 'লালমতি-সমুফলমূলুক'। আবদুল হাকিম ফারসি কবি জামী রচিত কাব্য অবলম্বনে 'ইউসুফ-জালেরা কাব্য রচনা করেন। কবি আবদুল হাকিম নিজেকে বাঙালি বলতে গর্ববোধ করতেন। মধ্যযুগে বিষদ মুসলমান বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করতো। তাদের উদ্দেশ্যে কবির বিখ্যাত পর্যুক্ত-

যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী भ अव काशत खना निर्णत न खानि ।

অন্যান্য কবি

হানিফা ও কয়রা পরীর গল্প লিখেছেন সাবিরিদ খান। মনোহর-মধুমালতী কাহিনী লিখেছেন কবি মুক্ত ুর্বির । বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী নিয়ে চমৎকার বই লিখেছেন সাবিরিদ খান । আফজল আলী লিখেছিক নসিহতনামা নামে একটি কাব্য। সৈয়দ সূলতান লিখেছিলেন নবীবংশ, রসুলবিজয়, জ্ঞানটোতিশা, জানুজু ইত্যাদি কাব্য। কবি হাজি মুহম্মদের একটি কাব্য পাওয়া যায়, যার নাম নুরজামাল। কবি মুহম্মদ খাল্ড উল্লেখযোগ্য দটি কাব্যের নাম- সত্যকলি-বিবাদসংবাদ, হানিফার লড়াই। রোমান্টিক কাব্যধারায় ক্রে উল্লেখযোগ্য কবি তাঁদের প্রতিভার নিদর্শন রেখে গেছেন তার একটি তালিকা নিচে দেয়া হলে।

কাল	কবি	কাব্য
পনেরো শতক	শাহ্ মুহম্মদ সগীর	ইউসৃফ-জোলেখা
যোল শতক	দৌলত উজির বাহরাম খান	লাইলী-মজনু
ষোল শতক	মুহম্মদ কবীর	মধুমালতী
যোল শতক	সাবিরিদ খান	হানিফা-কয়রাপরী, বিদ্যাসুন্দর
ষোল শতক	দোনা গাজী চৌধুরী	সয়ফুলমূলুক-বদিউজ্জামাল
সতেরো শতক	দৌলত কাজী	সতীময়না-লোরচন্দ্রানী
সতেরো শতক	আলাওল	পদ্মাবতী, হণ্ডপয়কর, সয়ফুলমূলুক-বদিউজাম
	কোরেশী মাগন ঠাকুর	চন্দ্ৰাবতী
সতেরো শতক	আবদুল হাকিম	লালমতী সয়ফুলমূলুক
সতেরো শতক	নওয়াজিস খান	গুলে বকাওলী
সতেরো শতক	মঙ্গল চাঁদ	শাহজালাল-মধুমালা
সতেরো শতক	সৈয়দ মুহম্মদ আকবর	জেবলমূলুক শামারোখ
সতেরো শতক	মৃহশাদ মুকীম	মূগাবতী
আঠার শতক আঠার শতক	শেখ সাদী	গদামল্লিকা

মডেল প্রশ্ন

- মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অবদান কি? উত্তর : রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান।
- ২. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের উৎস কি? উত্তর : ফারসি ও হিন্দি সাহিত্য।
- ৩, ফারসি গ্রন্থ থেকে অনুদিত তিনটি প্রণয়োপাখ্যানের নাম লিখুন। উত্তর : ইউসুফ-জোলেখা, লায়লী-মজনু, সয়ফুলমূলুক-বদিউজ্জামাল।
- বিদ্যাসুন্দর প্রণয়োপাখ্যানটির রচয়িতা কে? উত্তর : সাবিরিদ খান।
- নওয়াজিস খান রচিত রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ভলে বকাওলী কোন গ্রন্থ অবলয়নে রচিত? উত্তর : শেখ ইজ্যভূলাহ নামে জনৈক বাঙালি লেখক ১৭২২ সালে ফারসি ভাষায় ওল বকাওলী' গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি হিন্দি থেকে ভাষাস্তরিত। গদ্যে রচিত এ গ্রন্থের নওয়াজিস খান কাব্যে রূপদান করেন।

- বোমাতিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম কবি কে?
- ক্রন্তর : শাহ্ মূহম্মদ সগীর।
- мাচীনতম মুসলমান কবি রচিত প্রাচীনতম বাংলা কাব্য কোনটি? ভত্তর : শাহ্ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ-জোলেখা'।
- শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ-জোলেখা' কোন কবির মূল কাহিনী অবলম্বনে রচিত ? জন্তর : ইব্রানের মহাকবি ফেবনৌগীর মূল কাহিনী অবলঘনে শাহ মুহম্মন সদীর 'ইউসুফ-জোলেখা' রচনা করেন।
- শাহ মুহন্মন সগীর ব্যতীত অন্যান্য কোন কোন কবি 'ইউসুফ-জোলেখা' রচনা করেন ? ছাত্রর : আবদুল হাকিম, ফকির গরীবুল্লাহ, সাদেক আলী, ফকির মুহাম্মদ।
- 🏎 গাইনী-মজনু কাব্য কোন কবির কাব্যের ভাবানুবাদ এবং এই কাহিনীর মূল উৎস কি ?
- জন্মর : লাইলী-মজন কাব্য ফারসি কবি জামীর কাব্যের তাবানুবাদ এবং এই কাহিনীর মূল উৎস আরবীয় লোকগাথা। ১১, আরব্য উপন্যাস 'আলেফ লায়লা' অবলম্বনে রচিত বাংলা সাহিত্য কোনটি ?
 - উত্তর : সয়ফুলমূলুক বদিউজ্জামাল।
- ১২ মধুমালতী কাব্য কে রচনা করেন, কোন কাব্য অবলম্বনে ? উত্তর : মুহম্মদ কবীর হিন্দি কবি মনঝন রচিত হিন্দি প্রেমাখ্যান 'মধুমালত' অবলঘনে রচনা করেন 'মধুমাপতী' কাব্য।
- ১৩. কবি আবদুল হাকিমের তিনটি তত্ত্বমূলক গ্রন্থের নাম লিখুন। উত্তর : নুরনামা, নসিয়তনামা, দোররে মজলিস।
- ১৪. রচয়িতাস্থ পাঁচটি রোমাঞ্চমুলক প্রণয়োপাখ্যানের নাম লিখুন এবং এ শ্রেণীর কাব্যের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন। উত্তর : রচয়িতাসহ পাঁচটি রোমাঞ্চকর প্রণয়োপাখ্যান :
 - ক. ইউসুফ-জোলেখা শাহ্ মূহম্মদ সগীর;
 - খ, লাইলী-মজনু দৌলত উজীয় বাহরাম খান:
 - গ্, মধুমালতী মুহন্মদ কবীর:
 - ঘ, পদ্মাবতী আলাওল: সতীময়না-লোরচন্দ্রানী — দৌলত কাজী।
 - এ শ্রেণীর কাব্যের বৈশিষ্ট্য : মূল কাব্যের লক্ষ্য অনেক ক্ষেত্রেই আধ্যাত্মপ্রেম হলেও বাংলা ভাষায় পরিবেশনকালে তা আধ্যাত্মিকতা থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং তাতে মানবপ্রেমের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে। রোমান্টিক কথা ও কাহিনীর অসাধারণ ভাগ্গর আরবি-ফারসি সাহিত্যের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় বাংলা সাহিত্যে এ ধারার সৃষ্টি।
 - ·৫. 'লাইলী-মজনু' কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে লিখুন।
 - উত্তর : আমির-পুত্র কয়েস বাল্যকালে বণিক-কন্যা লায়লীর প্রেমে পড়ে মজনু বা পাগল নামে খাত হয়। লায়লীও মজনুর প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করে। কিন্তু উভয়ের বিবাহে আসে প্রবল বাধা; ফলে মজনু পাগলরূপে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে থাকে। অন্যদিকে লায়লীর অন্যত্র বিয়ে ইলেও তার মন থেকে মজনু সরে যায়নি। তাদের দীর্ঘ বিরহজীবনের অবসান ঘটে করুণ মৃত্যুর মাধ্যমে। এই মর্মম্পর্শী বেদনাময় কাহিনী অবলয়নেই লায়লী-মজনু কাব্য রচিত।

আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য

আরাকান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের যে বিকাশ সাধিত হয়েছিল তা ক্রাক্ত সান্তিতোর ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আরাকানকে বাংলা সাহিত্যে 'রোসাং' বা 'রোসা নামে উল্লেখ করা হয়েছে। বার্মার উত্তর-পশ্চিম সীমায় এবং চট্টগ্রামের দক্ষিণে সমূদ্রের তীতে অবস্থান ছিল। আরাকানের রাজসভায় স্থান পেয়েছিলেন বাংলা ভাষার কয়েকজন কবি। তাঁদের ফ্র আছেন আলাওল, দৌলত কাজী, কোরেশী মাগন ঠাকুর। এ কবি তিনজনের সবাই সপ্তদশ শতাব্রন

দৌলত কাঞ্জী

সতেরো শতকের একজন উল্লেখযোগ্য কবি দৌলত কাজী। তিনি হিন্দি কবি সাধন রচিত প্রেমাখ্যান 'মন্সিক্ত অবলখনে রচনা করেন 'সতীময়না-লোরচন্দ্রানী' কাব্য। দৌলত কাজী কাব্যটি সমাপ্ত করতে পারেননি। 🖘 মৃত্যুর বিশ বছর পর আলাওল কাব্যটির দ্বিতীয় খণ্ডের বর্ণনা এবং সম্পূর্ণ তৃতীয় খণ্ড রচনা করেন।

আলাওল

আলাওল ছিলেন আরাকানের রাজসভার কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন মধ্যযুগ্ত মসলমান কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। আলাওলের শ্রেষ্ঠ কাব্যের নাম 'পল্লাবতী' (১৬৪৮)। 🚳 বিখ্যাত হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সির 'পদমাবত'-এর বঙ্গানুবাদ। 'পদ্মাবতী' কাব্যের নায়ক এ নায়িকা হলেন রত্নসেন ও পদ্মাবতী। এ কাব্যে তক পাখি নামক একটি পাখির অনেক ভূমিকা আছে। তার জীবনে মাগন ঠাকুরের প্রভাব অপরিসীম। মাগন ঠাকুর কবিকে কাব্য রচনায় উত্তক্ষ করেছিলেন। তার রচিত অন্যান্য কাব্য- 'সরযুলমুলুক বদিউজ্জামাল, 'সেকান্দার নামা'।

'সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল' গ্রন্থের কাহিনীর আদি উৎস আলিফ লায়লা বা আরব্য রজনী।

কোরেশী মাগন ঠাকুর

সতেরো শতকের কবি কোরেশী মাগন ঠাকুর ছিলেন রোসাঙ্গ রাজসভার প্রধান উজির। মূলত তার পৃষ্ঠপোষকতায় রোসাঙ্গে বালা সাহিত্য চর্চা হয়েছিল। তার রচিত কাব্যের নাম 'চন্দ্রাবতী'। বীরভানের চিত্রার্পিত রূপ দেখে রাজকন্যা চন্দ্রাবতীর বীরভান ধ্যান, ঠিকানাসম্বলিত চন্দ্রাবতীর মনোরম চিত্র বীরভানের হস্তগত, চন্দ্রাবতী লাভে মন্ত্রীপুত্র সূতের সহায়তায় বীরভানের নাগের-বাঘের-যক্ষের সাথে দ্বন্ধ সংঘর্ষে জয়লাভ এবং নানা প্রতিকৃপতা অতিক্রম করে অবশেষে চন্দ্রাবতী লাভ এ কাহিনীই চন্দ্রাবতী কাব্যের কাহিনী।

মডেল প্রশ্ন

১. আরাকান কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : মিয়ানমারের উত্তর-পশ্চিম সীমায় এবং চট্টগ্রামের দক্ষিণে সমুদ্রের তীরে এর অবস্থান।

২. আরাকানে কেন বাংলা সাহিত্য রচিত হয়েছিল? উত্তর : মধ্যযুগে বাংলায় মোগল-পাঠানদের সংঘর্ষের ফলে অনেক অভিজাত মুসলমান আগ্রাই অশ্রেয় নিরেছিলেন। সুকী মতাবলম্বী এসব মুসলমানেরা আরাকানে বাংলা সাহিত্য রচনায় বিশে ভূমিকা রেখেছিলেন।

৩ আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালি কবি কে? উত্তর : দৌলত কাজী।

- লৌকিক কাহিনীর প্রথম রচয়িতা কে? চ্চত্ৰব : দৌলত কাজী।
 - মধ্যযুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মুসলমান কবি কে? উত্তর : আলাওল ।
 - মল কোন কাব্যের অনুসরণে 'পদ্মাবতী' রচিত?
 - জন্তর : 'পদ্মাবতী' হিন্দি কবি মালিক মুহখদ জায়সির 'পদুমাবত'-এর বাংলা ভাষায় কাব্যানুবাদ।
- 'প্রাবতী' কাব্য কোন কাহিনী অবলম্বনে রচিত? ক্ষর : চিতোরের রানীর।
 - আলাওল কার আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতায় 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনা করেন? উত্তর : কোরেশী মাগন ঠাকর।
- হিন্দি ভাষা থেকে বাংলায় অনুদিত হয়েছে এমন তিনটি কাব্যের নাম লিখুন। উত্তর : পদ্মাবতী, সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী, মধুমালতী।
- ১০, জয়নালের চৌতিশা গ্রন্থটির লেখক কে?

উত্তর : শেখ ফয়ভুল্লাহ।

পৃষ্ঠপোষক ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগে ছিল বৌদ্ধ ও হিন্দুদের প্রাধান্য। অন্যদিকে মধ্যযুগে ছিল মুসলমানদের একচত্ত্বে আধিপত্য। বাংলা সাহিত্যের মধ্যফুগ ১২০১ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। ১২০৪ ব্রিকীন্দে বাংলাদেশে প্রথম মুসলমান শাসনের সূত্রপাত এবং ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের বিজয়ে তার অবসান। তাই বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সবটুকুই মুসলিম শাসনামলের অন্তর্গত। শাসনামলভিত্তিক ভাগ করলে করা যায় এভাবে— তুর্কি যুগ (১২০০-১৩৫০); সুলতানী যুগ

- (১৩৫১-১৫৭৫) ও মোগল যুগ (১৫৭৬-১৭৫৭)।
- ক. ভূকি যুগ : তথন প্রধানত ভাষা গঠনের যুগ ছিল বলে মনে করা হয়। এ সময়ের কোনে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায়নি। তাই এ সময়কে তথাকথিত 'অন্ধকার যুগ' বলা হয়
- সুলতানি যুগ : এই সময়ে গৌড়ীয় শাহী দরবার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সাংস্কৃতিক স্নায়ুকের রং গড়ে ওঠে। গৌড়কে কেন্দ্র করে এই সময়ে বাংলা সাহিত্যের বিকাশের গুরুত্ব বিবেচনা করে। সলভানী যগের পষ্ঠপোষক কবি ও কাবা :

সুলতান/গৃষ্ঠপোষক	কবি	কাব্য
গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ	শাহ মুহম্মদ সগীর	ইউসুফ-জোলেখ
জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ	কত্তিবাস	রামায়ণ
ক্রকনউদ্দিন ব্রবক শাহ	মালাধর বসু	শ্রীকৃষঃবিজয়
শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ	জৈনুদ্দিল	রসুলবিজয়

দুলতান/পৃষ্ঠপোষক	কবি	কাব্য
আলাউদ্দিন হুসেন শাহ	বিপ্রদাস	মনসাবিজয়
	বিজয়গুপ্ত	মনসামঙ্গল
	যশোরাজ খান	বৈষ্ণবপদ

^{*} ফককদ্দিন মুবারক শাহ কবি হাফিজকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

গ মোগল যগ : আরাকান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমান কবিগণ প্রণয়কাব্য রচনা করে বাজে সাহিত্য স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তন করেন। সমসাময়িক বিভিন্ন রাজসভার কবিদের মধ্য উল্লেখযোগ্য कविश्रण -

রাজসভা	कवि
আকবরের রাজসভা	আবুল ফজল: সম্রাটের সভাকবি ও প্রধানমন্ত্রী। তার রচিত বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'আইন-ই-আকবারি'।
আরাকান রাজসভা	দৌলত কাজী, আলাওল, কোরেশী মাগন ঠাকুর, আবদুল করীম খোন্দকার, শমশের আলী
কৃষ্ণনগর রাজসভা	ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কয়েকজন পৃষ্ঠপোষক হলেন রুকনউদ্দিন বরবক শাহ (১৪৫১-১৪৭৪), শামসন্দিন ইলিয়াস শাহ (১৪৯৩-১৫১৯), নুশরাত শাহ (১৫১৯-১৫৩২), আলাউদ্দিন হুসেন শাহ। রুকনউদ্দিন বরবক শাহের আমলে কবি মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' লিখতে শুরু করেন। বরবক শাহ মালাধর বসকে 'গুণরাজ খান' উপাধি দেন। শামসৃদ্দিন ইলিয়াস শাহের সময়ে মালাধর বস 'খ্রীকৃষ্ণবিজয়' লেখা সমাপ্ত করেন। 'খ্রীকৃষ্ণবিজয়' খ্রীকৃষ্ণের প্রণয়লীলা অবলম্বনে রচিত কাব্য। হসেন শাহের রাজদরবারে খ্যাতনামা কবিগণ হলেন মালাধর বসু, বিপ্রদাস, বিজয়গুর, যশোরাজ প্রমুখ। বরিশালের কবি বিজয়গুপ্ত সুলতান হুসেন শাহের আমলে রচনা করেন 'পদ্মপুরাণ'। হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খানের পৃষ্ঠপোষকতায় চট্টগ্রামের কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর বাংলায় 'মহাভারত' অনুবাদ করেন।

মডেল প্রশ্ন

- ১ অন্ধকার যুগের অস্তিত কল্পনা করা হয় কোন যুগে? উত্তর : তর্কি যগে।
- ১ কন্তিবাস রামায়ণ অনুবাদ করেন কোন সুলতানের আমলে? উত্তর : ক্রকনউদ্দিন বরবক শাহের আমলে।
- ৩ কবীন্দ পরমেশ্বরের বাডি কোন জেলায়? উত্তর : চট্টগ্রাম।
- 8. সম্রাট আকবরের সভাকবি কে ছিলেন? উত্তর : আবল ফজল।
- ৫. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কোন রাজসভার কবি ছিলেন?
- উত্তর : কফ্তনগর রাজসভার।

লোকসাহিত্য

ক্রমাহিত্য বলতে সাধারণত মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত গীতিকা, উপকথা, কাহিনী, লোকগান ্রার্ক্তির প্রবাদ, ছড়া প্রভৃতিকে বোঝায়। লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি ছড়া এবং ধাধা।

্রামাজের মুখে মুখে যে গান চলে এসেছে। বিশেষ বিশেষ ভাব অবলম্বনে এই শেণীর গান বচিত। ্রমান প্রাচীন লোকগীতি সংকলন। মুহম্মদ মনসুর উন্দীন ছিলেন এর প্রধান সম্পাদক।

্রান্ত্র আখ্যানমূলক লোকগীতি সাহিত্যে গীতিকা নামে পরিচিত। বাংলাদেশ থেকে সংগহীত জ্ঞাতিগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

্রু নাধনীতিকা : স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন রংপুর জেলার মুসলমান ক্ষকদের প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করে 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' নামে প্রকাশ করেন।

ু ক্রমনসিংহ গীতিকা : বহতর ময়মনসিংহের ব্রক্ষপুত্র নদের পর্বাংশে নেত্রকোনা জিলারগঞ্জ জেলার হাওর, বিল, নদ-নদী প্রাবিত ভাটি অঞ্চলে যে গীতিকা ভিক্তশিত হয়েছিল তা 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নামে পরিচিত। গীতিকাগুলো সভাত করেছিলেন চন্দকমার দে। গীতিকাগুলো সম্পাদনা করে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' (১৯২০) নামে প্রকাশ করেন ড. দীনেশচল সেন। এ সকল গীতিকার मधा উल्लिचराणा ट्राइन महरा, मनुरा, मनुराना मिनना, काळन त्रचा,



ক্ষেনামের পালা। ড. দীনেশচন্দ্র সেন লোকসাহিত্যকে দেশে-বিদেশে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন।

ে পূর্ববঙ্গ গীতিকা : পূর্ববঙ্গ গীতিকা নামে পরিচিত গীতিকাগুলো কিছ পূর্ব ময়মনসিংহ থেকে এবং অবশিষ্ট গীতিকা নোয়াখালী, চউগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগহীত। ড. দীনেশচন্দ্র সেন গীতিকাগুলো 'পর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে সম্পাদনা করেন।

^{ভপ্তথা} সংগ্রহ করেছিলেন দক্ষিণারপ্তন মিত্র মন্ত্রমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী। দক্ষিণারপ্তন মিত্র জ্বনারের রূপকথা সংগ্রহের নাম— 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'। উপেন্দ্রকিশোর রায় ত্রীর রূপকথা সংগ্রহের নাম— 'টুনট্রনির বই'।

^{নিতান} দুই পক্ষের বিতর্কের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হতো। দুই দলের মধ্যে প্রতিযোগিতাই এর বৈশিষ্ট্য। বিত্যালারা ফুলত ছিলেন গায়ক, তাঁরা অর্থের বিনিময়ে জনমনোরগুন করতেন।

^{বির্}ঞ্জনাদের মধ্যে : গোঁজুলা গুই (তিনি কবিগানের আদিগুরু বলে পরিচিত), ভবানী বেনে, জোলা ক্রিটাকর, কেন্ট্রা মুচি, এন্টনি ফিরিঙ্গি, রামবসু, রাসু-নৃসিংহ, নিতাইবৈরাগী, শ্রীধর কথক, বিশ্ব পাটনী, বলরাম বৈষ্ণব, রামসুন্দর স্যাকরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গোক্সাহিত্য কাকে বলে?

^{উত্তর} : সাহিত্য হলো একের সাথে অন্যের মিলনের মাধ্যম। লোকসাহিত্য হলো জনসাধারণের মুখে মুখে ^{পাবা}, কাহিনী, গান, ছড়া, প্রবাদ ইত্যাদি। লোকসাহিত্যের উপাদান হলো জনশ্রুতিমূলক বিষয়।

ক্ষিত্র কোনো ঘটনা বা কাহিনী লোক পরম্পরায় কল্পনাপ্রপক হয়ে লোকসাহিত্যে স্থান পায়।

- ২, গাঁথা, ছড়া, প্রবাদ এগুলো কোন সাহিত্যের অন্তর্জ্জ? উত্তর : লোকসাহিত্য।
- ৩. লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি কি?
 - উত্তর : ছড়া।
- 8. গীতিকবিতা বলতে কোন ধরনের কবিতাকে বোঝায়? এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন। জন্তর : যে শ্রেণীর কবিতায় কবি আপন হৃদয়ের অনুভূতি বা একান্ত ব্যক্তিগত কামনা, বাসনা ও আনস্ত্রের প্রাণের অন্তঃস্থল থেকে আবেগকম্পিত সূরে অখণ্ড ভাবমূর্ভিতে প্রকাশ করে, সেই শ্রেণীর করিছে গীতিকবিতা বলে। ইংরেজি সাহিত্যে গীতিকবিতাকে Lyric বলে। ভাবের বৈচিত্র্য ও ছম্পের কৈচিত্র প্রকাশ গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য। উল্লেখ্য, কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতার প্রবর্তত্ত
- ৫. 'Ballad' শব্দটি কোন শব্দ থেকে আগত? উত্তর : ফরাসি 'Ballet' শব্দ থেকে 'Ballad' শব্দটি এসেছে, যার অর্থ নৃত্য।
- ৬. ড, আণ্ডতোষ ভট্টাচাৰ্য লোককথাকে কি কি ভাগে ভাগ করেছেন? উত্তর : তিনি লোককথাকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা—১, রূপকথা, ২, উপকথা ও ৩, ব্রতক্ষ্
- কার সম্পাদনায় 'মেমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' প্রকাশিত হয়? উত্তর : ড, দীনেশচন্দ্র সেন।
- ৮. 'মেমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' কত খণ্ডে এবং কারা প্রকাশ করেন? উত্তর : চার খণ্ডে। প্রথম খণ্ড মেমনসিংহ গীতিকা ও পরবর্তী তিন খণ্ড পূর্ববঙ্গ গীতিকা এছ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এগুলো প্রকাশ করেন।
- ৯. 'মেমনসিংহ গীতিকা'য় কোন চরিত্র প্রাধান্য পেয়েছে? উত্তর : নারী চরিত্র।
- ১০. 'দেওয়ানা মদিনা' পালাটির রচয়িতা কে? উত্তর : মনসূর বয়াতি।
- ১১. 'মৈমনসিংহ গীতিকা' প্রকাশের সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি কে ছিলেন? উত্তর : ড, আততোষ মুখোপাধ্যায়।
- উত্তর : এক শ্রেণীর আখ্যানমূলক লোকগীতিকে বাংলা সাহিত্যে গীতিকা বলা হয়। ইংরেজিতে এর নাম bulbu ১২, গীতিকা কি?
- ১৩. 'মেমনসিংহ গীতিকা'র অধিকাংশ গীতিকার সংগ্রাহক কে? উত্তর : চন্দ্রকুমার দে।
- ১৪. হারামনি কি ? এর সম্পাদক কে? উত্তর : প্রাচীন লোকগীতি সংকলন। সম্পাদক মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন।
- ১৫. 'মেমনসিংহ গীতিকা'র মছয়া পালাটির রচয়িতা কে? উত্তর : দ্বিজ কানাই।
- ১৬. বাংলাদেশের প্রখ্যাত লোকসাহিত্য গবেষকের নাম কি? উত্তর : ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী।

ss. লৌকিক কাহিনী বলতে কোন ধরনের কাহিনীকে বোঝায়? এ ধরনের কাহিনীর প্রথম ক্রায়িতার ভূমিকা উল্রেখ করুন।

- প্রস্থানক্রমে মুখে মুখে প্রচলিত বর্ণনামূলক গল্পকে লোক কাহিনী বা লৌকিক কাহিনী বলা হয়। এর মূল ভিত্তি কল্পনা। স্বর্গ-মর্ত্য পাতাল পর্যন্ত গল্পের আখ্যানের সীমানা বিস্তৃত। দেব-দৈত্য, জন-পরী, রাক্ষস-খোক্ষস, রাজা-প্রজা, সাধু-সন্ন্যাসী, পীর-ফকির, ক্ষক-তাঁতি, কামার-কুমার ক্ষতাদি বিষয় নিয়ে পৌকিক কাহিনী রচিত হয়। পৌকিক কাহিনীর প্রথম রচয়িতা হিসেবে দৌলত ক্রনীই অর্থাণ্য। দৌলত কাঞ্জী 'সভীময়না ও লোরচন্দ্রানী' কাব্য রচনা করে মানবীয় আখ্যায়িকার ল্লবা প্রবর্তন করেন। এর পূর্বে বাংলা কাব্যে দেবদেবীর প্রশংসাই উপজীব্য ছিল, মানুষের কাহিনী জ্ঞকাখনে কাব্য রচনার কোনো প্রয়াসই তখন পরিলক্ষিত হয়নি। আরাকানের 'লম্বর উজির' বা সমর ক্ষরিব আশব্রফ খানের অনুরোধে দৌলত কাজী 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' কাব্য রচনা করেন। এ ভাবোর সঠিক রচনাকাল জানা যায়নি; অনুমান করা হয় ১৬৩৫ থেকে ১৬৩৮ খ্রিন্টাব্দের মধ্যে এ ক্ষরা রচিত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত কাব্যটি সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই কবি মৃত্যুমুখে পতিত হন। কবির মতার ২০ বছর পর ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে কবি আলাওল এ কাব্যের শেষাংশ রচনা সম্পন্ন করেন।

শায়ের ও কবিওয়ালা

রজা সাহিত্যের মধ্যযুগের শুরুতে (১২০১-১৩৫০) দেড়শো বছর কেটেছে অন্ধকারে। আবার মধ্যযুগ ক্ষম শেষ হয়, তথনও নামে অক্ষকার। ১৭৫৭ সালে ভারত হারায় স্বাধীনতা। সমাজে দেখা দেয় নতুন ক্রত শ্রেনী। তাদের জন্য দরকার হয় হালকা, নিমুক্ষচির সাহিত্য। এ সাহিত্য সরবরাহ করেন এক শ্রের কবি। তাঁদের বলা হয় 'কবিওয়ালা'। তাঁদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন মুসলমান তাঁদের 'শায়ের'ও বলা য়া। ১৭৬০ থেকে ১৮৩০ এই সত্তর বছর আমাদের সাহিত্যে পতন ঘটেছিল। ভারতচন্দ্র রায় উৎকৃষ্ট শহিতা সৃষ্টি করেছিলেন কিন্তু তাঁর রচনাতেও পতনের পরিচয় রয়েছে, ভারতচন্দ্রের পরে কবিওয়ালা এবং শারেররা সে পতনকে পূর্ণ করেন। কবিওয়ালাদের যিনি সবচেয়ে প্রাচীন তাঁর নাম গোঁজলা গুই। ক্ষন্তা করেকজন বিখ্যাত কবিওয়ালার নাম রাম বসু, রাসু, নৃসিংহ, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, হরু ঠাকুর, ন্ধবন্ধ, কেষ্টা মুচি, ভবানী, রামানন্দ নন্দী। কবি আন্টেনি ফিরিঙ্গি ছিলেন পর্তুগীজ। টপ্পার রাজা শ্বনত্ব। তাঁর পুরোনাম রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩০)। তাঁর একটি অমর গানের কয়েকটি পঙ্কি :

নানান দেশের নানান ভাষা, বিনে স্বদেশী ভাষা,

পুরে কি আশা?

্ব ব্যবস্থা মুসলমান সমাজে দেখা দিয়েছিল শায়েররা। তাঁরা মনোরঞ্জন করতেন ব্যবসায়ীদের; েনাতেন নানা রকমের ইসলামী কাহিনী। তাঁরা যে গান বেঁধেছিলেন তাকে আজকাল বলা হয় ক্রিছিতা। তাঁদের রচিত কবিতাগুলো কলকাতার সস্তা ছাপাখানায় ছাপা হতো তাই এ বইগুলোকে তিজ্ঞার পুঁথি'ও বলা হয়। এ শ্রেণীর সাহিত্য রচনা করে যাঁরা খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে ্রাম্বন ফকির গরীবল্লাহ, সেয়দ হামজা, মোহাম্মদ দানেশ, মুহম্মদ মুনশী প্রমুখ। ফকির গরীবুল্লাহ উত্তর্থযোগ্য কাব্যগুলো হচ্ছে- ইউসুফ জুলেখা, আমির হামজা (১ম), জঙ্গনামা, সোনাভান, শাসনীরের পুথি ইত্যাদি। সৈয়দ হামজা রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্য- মধুমালতী, আমির হামজা ^(২৪), জৈজনের পুথি, হাতেম তাই ইত্যাদি।

মডেল প্রশ্ন

- পুঁথি সাহিত্য বলতে কি বোঝায়? এর অপর নাম কি?
 - উত্তর : আইদেশ শতালীর দ্বিতীয়ার্ধে আরথি-ফারসি শাব্দ মিপ্রিত এক ধরনের অঘরীতিতে তান্তর করবা রাজিত বার্মেছল তা বাংলা সাহিত্যের ইছিবাসে পূর্বি সাহিত্য নামে পরিচিত। মধ্যায়ুন্তর করবার রাজিত বার্মেছল তা বাংলা সাহিত্যের ইছিবাসে পূর্ব স্থাপিত নামে পরিচিত। মধ্যায়ুন্তর অবসানার আগেই এ ধারার সূচনা এবং আধুনিক মুগের সূত্রপাতিত রাক্তর পরিভাগ এক প্রতিব বর্ত্তান্তর তে, লং-এর পৃথ্যক ভালিকায় এ শ্রেণীর কারাত্তে তে, লং-এর পৃথ্যক ভালিকায় এ শ্রেণীর কারাত্তে মুক্তরামি বাংলা বলা হরমেছে।
- ১ পঁথি সাহিত্য কি? এ সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক কে?
 - উদ্ধর: অষ্টাদশ শতকের বিতীয়ার্দে আরবি-ফারসি শব্দমিশ্রিত এক ধরনের বিশেষ ভাষারিতির ফোন সাহিত্যকর্ম রচিত হয়েছিল তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহালে পৃথি সাহিত্য নামে পরিতিত ফোন- পাজী কার্গু, 'চশানতী'। পৃথিনাহিত্যের প্রাচীনক্যম লেকক মৌলত করি। 'তবে অষ্টানশ শতকের পোনার্দে মৃথিবা পরিব্লাহে, সেয়দ হামাজা প্রস্থাপ এ কাবা রচনা করেন।
- কবিওয়ালাদের মধ্যে প্রাচীন কবি কে?
 উত্তর : গৌজলা গুই।
- ৪ 'আমীর হামজা' কাব্য রচনা করেন কে?
 - জ্বর : স্মামীর হামজা' কাব্যের প্রকৃত বচয়িতা ফকির গরীবুল্লাহ। তবে তিনি কাবাটি শেষ করে রেতে পারেনি। কাবাটি শেষ করেছিলেন সৈয়ন হামজা।
- কবিগান রচয়িতালের জীবনী সগ্রাহ করেছিলেন কে? তাঁকে কি কবি হিসেবে আখ্যা দেয় হয়?
 উত্তর : কবিগান রচয়িতালের জীবনী সগ্রাহ করেছিলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র তও । তাঁকে ফুগসভিমনের
 ক্রিরি ইসেবে আখ্যা দেয়া হয়।
- ৬. দো-ভাষী পুঁথি সাহিত্যের প্রথম ও সার্থক কবি কে? উত্তর : ফকির গরীবুল্লাহ।
- পুঁথি সাহিত্যের তিনজন কবির নাম গিখুন।
 উত্তর: পুঁথি সাহিত্যের তিনজন কবি- ফকির গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা, মোহাম্মন দানেশ।
- ৮. টপ্পা গান কি? বাংলা টপ্পা গানের জনক কে? উজ্ঞৱ : ককিগানের সমস্যায়কি কালে কককাতা ও শহরতলীতে রাগ-রাগিনী সংযুক্ত এক ধরনের গুজা পানের প্রকলন মটোছিল খা টপ্পা হিসেবে পরিচিত। বাংলা টপ্পা গানের জনক রামনিধি ৩৪ বা নিমুরার (১৭৪১-১৮৩০)।
- আাউনি ফিরিঙ্গি কে?
 উত্তর : আাউনি ফিরিঙ্গি একজন কবিগান রচয়িতা। তিনি জাতিতে ছিলেন পর্কুগীল।
- ফকির গরীবুল্লাহ রচিত তিনটি কাব্যের নাম পিপুন।
 উত্তর: ইউসৃফ জুলেখা, আমির হামজা (১ম অয়), জঙ্গনামা।
- মোহাম্মদ দানেশ রচিত ৩টি কাব্যের নাম লিখুন।
 উত্তর : গুলবে-সানোয়ারা, চাহার দরবেশ, নুরুল ইমান।



আধুনিক যুগ

বাংলা গদ্যের উন্মেষপর্ব

মডেল প্রশ্ন

১. আধুনিক যুগের লক্ষণ কি?

জ্বর : মানবিকভা, ব্যক্তি সচেতনতা, সমাজবোধ, দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধ, আত্মচেতনা ও আত্মপ্রসার, মৌলিকত্ব, নাগরিকতা, ফুজুদ্ধি প্রভৃতি আধুনিক যুগের লক্ষ্ণ।

ৰাঙালিদের লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ কোনটি? রচয়িতা কে?

উত্তর : বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক বরোদ'। রচয়িতা দোম আনতোনিও।

শাঠাপুত্তকের বাইরে সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যরীতির ব্যবহার কে করেন?

উত্তর : রাজা রামমোহন রায়।



৪. শীরামপর মিশন কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? কাদের মাধ্যমে?

উত্তর : উইলিয়াম ওয়ার্ড ও জন্মা মার্শম্যানের সহায়তায় উইলিয়াম কেরীর প্রতাক্ষ তত্ত্ববধানে ১৮০ সালে প্রীরামপুর মিশন ও মিশনের মুদ্রুগযন্ত্র স্থাপিত হয়। এটি ছিল ডেনিশদের নিয়ন্ত্রণাধীন এর মিশন। ১৮০৮ সালে প্রীরামপুর মিশন ডেনিশদের হাত থেকে ইংরেজদের হাতে চলে আসে।

৫ শীরামপরের মিশনারিরা কি জন্য স্মরণীয়?

উত্তর: প্রীবামপুরে মিশনারিরা ১৮০০ সালের জানুয়ারি মাসে প্রীবামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা করে। উইলিয়াম কেরি ও পঞ্চানন কর্মকারের যৌথ প্রচেষ্টার এ মিশনের ছাপাখানা থেকে ফিজ সমাচার নামে বই ছাপার মার্ফা নিয়ে বাংলা ভাষার প্রথম মুদুর্শকারের সূচনা হয়। পরে এখন থেকে কেরির নেতৃত্বে প্রায় ৪০টি ভাষা ও উপভাষার স্থিকীর্মীয় গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এদার কারণে প্রীবামপুর মিশনারীরা বাংলা সাহিত্যে শ্বনীয়া হয়ে আছেন।

- কুপার শায়ের অর্থভেদ' কবে, কোথায় রচিত এবং প্রকাশিত হয়? এর রচয়িতা কে?
 উত্তর : 'কুপার শায়ের অর্থভেদ' বইটি রচিত হয়েছিল ১৭৩৪ সালে ঢাকার ভাওয়াল প্রয়ায়ল
 প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৪৩ সালে পর্তুগালের লিসবন থেকে। লেথক পাল্রি মনোএল দ্য আসস্পর্কার
- ৭. বাংলা সাহিত্যে কথন গদ্যের সূচনা হয়? মতের সপক্ষে যুক্তি দিন। উত্তর: আধুনিক গ্রবেলায় যেত্বল শক্ত থেকে প্রাটারুটিভাবে বারবারিকতারে বাংলা গদ্যের কংজের পদ এবং ভারের গানের দার্মপানের কথা লাছ। কিবু বাংলা গান্তিয়ে গদ্যান সূচনা হয় উনিশ শক্তরে। ত্বলে প্রাচীন ও মধ্যমুগর সাহিত্য মুলত পদ্যেই সুক্তী হরেছে। মূল বিষয়ের বর্পনা ছাড়াও কবিরা তাক নিজেন ধানা-ধারণাকে পায়েরে সাবলীল ছলেই ব্রপদান করেছে। কিন্তু আধুনিক যুগে তাককরা সমাজা করে সমাজা করে করা করেছে।
- ৮. ইয়ং বেলল বলতে কি বোঝায়? এ সম্পর্কে সংক্রিকর আলোকপাত করন্দ। তিন্ত : ইয়ং বেলল উলিন পতেকে বালার নরজাকর বা এনেলানের আর্থনাই পাছার। দিছা, সভাত ও সংস্কৃতির আলোকে আলোকিত বাজাকি বুলনাছা। এ দালার প্রায় সকলেই ছিলে হিন্দু কলেরে তা আন্দর্ভাব আলোকে আলোকিত বাজাকি বুলনাছা। এ দালার বাছার কর্মানি কর্মানা এ আরাই কি আনের অলাই ছিল এনের মূল লক্ষ্য। বাজারার্থ এলি এনির আলোক বাজাকি আলা মন্তবার নালে পরিচিত দাল কর্মান কর্মানা করেলা কর্মানা কর্মানা কর্মানা কর্মানা কর্মানা কর্মানা কর্মানা কর্মানা কর্

কি বলে সভ্যতা' এবং দীনবন্ধ মিত্রের 'সধবার একাদশী' প্রহসন দটি বাংলা সাহিত্যের স্বরণীয় রচনা।

১০, রাজা রামমোহন রায় কি জন্য বিখ্যাত ছিলেন? উত্তর: রাজা রামমোহন রায় প্রথম বাঙালি যিনি বাংলা ভাষায় প্রথম বাংলা ব্যাকরণ বচনার জন বিখ্যাত হয়ে আছেন। তার রচিত বাংলা ব্যাকরণের নাম 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'। আধুনিক সাহিত্য বলতে কি বোঝেন? এর উপজীব্য বিষয়গুলো উল্লেখ করুন।

া আনুনিক সাহিত্য কৰেতে আমাৰা ফুল্ফ নগৰেকছিল শিশাকত বাবাৰিক সম্পানকো আৰিবলৈ ও বিকাৰের
কা আনুনিক সাহিত্য কৰেতে আমাৰা ফুল্ফ নগৰেকছিল শিশাকত বাবাৰিক সম্পানকো আৰিবলৈ ও বিকাৰের
কাল্যালনা নাটক, কৰেতে, কৰেতেছে বুলি। আনুনিক সাহিত্য কৰেতে আমাৰা সৰু ধাবলৈ সাহিত্য, কৰানা কোনাকা উপনানা, নাটক, কৰেতে, কৰেতেছে, গালমান্ত সৰ্বাকিন্ত কৰিছে কৰিছে বুলি। আনুনিক সাহিত্যক সুবাই কাল্যালনা কৰেতে
কাল্যালনা কৰেতে কৰেতে কৰিতে কৰেতে কৰিবলৈ কৰেতে কৰেতে কৰিবলৈ কৰেতে
কাল্যালনা কৰেতে আনিকিকতা, বুলিছাক, নাগৰিকতা একাল্যাল সৰকলোক আনুনিক সাহিত্যক
কাল্যালনা কৰেতে আনিকিকতা বান্ধালিকতা আক্তান কৰেতে স্বাক্ষালনা কৰিবলৈ
কাল্যালনা কৰিবলৈ কৰেতে আনিকিকতা বান্ধালিকতাক আনুনিক সাহিত্যক
কাল্যালনা আনুনিক সাহিত্যক কৰেতে
কাল্যালনা কৰিবলৈ
কাল্যালনা কৰিবলৈ
কাল্যালনা কৰেতে
কাল্যালনা কৰিবলৈ
কাল্যালনা কৰিবলৈ
কাল্যালনা কৰিবলৈ
কাল্যালনা কৰিবলৈ
কাল্যালনা কৰিবলৈ
কাল্যালনা কৰিবলৈ
কাল্যালনা কৰেতে
কাল্যালনা কৰিবলৈ
কাল্যালনা কৰিবলৈ
কাল্যালনা কৰিবলৈ
কাল্যালনা কৰিবলৈ
কাল্যালনা কৰিবলৈ
কাল্যালনা
ক

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও বাংলা গদ্য

্রান্ত্রেলে কর্মরত ইন্ট ইভিয়া কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীদের দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য তৎকালীন ব্যব্দা শাসিত ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি কর্তৃক ১৮০০ খ্রিন্টাব্দে কলকাভায় ফোর্ট

হ্রান্ত্র্য কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪ মে কলেজ প্রতিষ্ঠা হলেও।
১৪ নকেজ থেকে কণেজের কান্ত করু হয়েছিল। প্রয়োকালি
ভূতর ব্যাহ্রিকেন যে আঠার বছরের নাবালক, কনেল ওানের
নিজা কল্প ইয়ারি, এ দেশেও তার কেলোে বাবহা ছিলা না।
লব্দার জানা দিক্ষা দিয়ে এ শিক্তিবায়ানানের উপস্থা।
কর্মার জানা দিক্ষা দিয়ে এ শিক্তিবায়ানানের উপস্থা।
১৮০১
উলিয়ায় কলেজ বর্তিষ্ঠা ১৮৮১
উলিয়ায় কলেজ বর্তিষ্ঠা ১৮৮১
উলিয়ায় কলেজ বর্তিষ্ঠা ১৮৮১
উলিয়ায় কলেজ বর্তিষ্ঠা ১৮৮১



নিসের যোগদান করেন উইলিয়াম কেথ্রী। তিনি তার অধীন দুজন পণ্ডিত এবং ছয় জন সহকারী পণ্ডিতের অফ্রেনিডায় বাংলা গদ্য রচনার কজে নিয়োজিত হন। এ সময় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পাঠ্য করার জন্য দুজন সেরক কর্তক মোট ১৬টি রাংলা বই রচিত হয়। এগলো হলো :

রামরাম বসু	 রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১) লিপিমালা (১৮০২)
উইলিয়াম কেরী	৩. কথোপকথন (১৮০১)৪. ইতিহাসমালা (১৮১২)
মৃত্যুপ্তায় বিদ্যালম্কার	৫. বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২) ৬. হিজোপদেশ (১৮০৮) ৭. রাজাবলি (১৮০৮) ৮. প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮১৩)
গোলকনাথ শৰ্মা	৯. হিতোপদেশ (১৮০২)
তারিণীচরণ মিত্র	১০. ওরিয়েন্টাল ফেবুলিন্ট (১৮০৩)
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়	১১. মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং (১৮০৫)
व्यक्तिया मन् शी	১২. তোতা ইতিহাস (১৮০৫)
ইরপ্রসাদ রায়	১৩. পুরুষ পরীক্ষা (১৮১৫)

বাংলা অন্ধরে মুল্রিত বাঙালির লেখা যে বইটি সর্বাহ্বয়ম ফোর্ট উইলিয়াম কলেজেন ছাণাখানা তেকে কে হয়, তার নামা বাজা প্রকাশালিত। চরিরা (১৮০১)। বইটি দিবোছিলেন বানবাম বারু, যিনি উইলিয়াম কেরিকে বাংলা দিবিয়েছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের যিনি পরিচালক, শেই উইলিয়াম কেরিকে বিলি পরিচালক, শেই উইলিয়াম কেরিকে বিলি পরিচালক, শেই উইলিয়াম কলেজের বিভিন্ন কলেজেন হিন্দ কলেজেন হিন্দ কলেজেন হিন্দ কলেজেন করিয়াম বার্ল কলেজেন কলেজেন বিলি পরিচাল কলেজেন পরিচাল কলেজেন পরিচাল কলেজেন কলিজকেন, তিনি সুমুজ্জার বিলালজন (১৭৬২-১৮১৯)। তিনি লিখেছিলেন পাঁচটি বই, তার মধ্যে চারটি প্রকাশ কলেজেন কলেজ কলিজকেন, তিনি সুমুজ্জার উইলিয়াম কলেজেন এ সকল বই ব্যক্তীত উইলিয়াম কেরি নুই ব্যক্ত সকলকন করেন বাঙালা ভাষার অভিনাশ।

মডেল প্রশ্র

- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কত খ্রিন্টাব্দে কাদের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়?
 উত্তর : বাংলাদেশে কর্মরত ইপ্ট ইভিয়া কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীদের দেশীয় ভাষায়
 শিক্ষানারের জনা ওৎকালীন ইংরেজ শাসিত ভারতের গভর্মর জেনারেল লর্ড ওয়েসেসনি কর্ময়
 - ্রান্ত প্রাপ্ত বিদ্যাল কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।
- হলটি উইপিয়াম কলেজ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর নাম লিপ্তান।
 উত্তর: ফোর্ট উইপিয়াম কলেজ থেকে প্রকাশিত হয় উইপিয়াম করিব 'কথাপকথন' ও 'ইতিহালনো',
 রাময়াম বসুর 'রাজা প্রভাগনিতা চরিত্র' ও 'লিপিমালা', ইতীবন্দ মুন্দুনীর 'তোতা ইতিহার', মুন্তজ
 বিল্যালয়রের পত্রিল দিহেচাল', 'ইত্তেলগুল', 'রাজাবর্চিক', 'রাজাবনি' প্রকৃতি।
- ৩. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা ভাষার চর্চা করতেন করে।? উত্তর : ১৮০০ খ্রিন্টাকে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বাংলা গদের উদ্বেয় পর্বে ওকপূর্ণী ভূমিকা গালন করে ঢোক্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা ভাষার চর্চা করতেন ফেন পতিত তার হলেন উইলিয়াম কেরি, মৃত্যুক্তর বিন্যালয়ার, রামবাম বসু, গোলকনাও শর্মা, রাজীবন্দোল
- সুখোপাধ্যায়, ভারিনীচরণ মিরা, চন্তীচরণ মূলী, হরপ্রসাদ বায় প্রসূথ।

 ৪. কোলবাতার প্রতিষ্ঠিত কোর্ট উইলিয়াম কলেকে প্রথম বাংলা বিভাগ খোলা হয় কোন সামে?
 কার উদ্যোগে এ বিভাগ খোলা হয়?
 ভব্ব: ১৮০০ ট্রেনিকের ৪ যে কোলবাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেক প্রতির্বিত হয়। ১৮৫১
 - ব্রস্তাদের মে মানে উইলিয়াম কেরির উদ্যোগে এ কলেজে প্রথম বাংলা বিভাগ খোলা হয়। কেরি সংক্ষত ও বাংলা শিক্ষক হিসেবে এ কলেজে যোগদান করেন।
- ৫. উইলিয়াম কেরি কে?
- উত্তর: ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ উইলিয়াম কেরি। তিনি ১৭৯০ ^{সার্কা} কলকাতায় আসেন। ১৮০১ সালে তিনি বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ^{এবং} এখানে ক্রিল ব্যক্ত অধ্যাপনা করেন।
- উইলিয়াম কেরি রচিত দুটি বাংলা গদ্যগ্রন্থের নাম লিপ্তুন।
 উত্তর : উইলিয়াম কেরি রচিত দুটি বাংলা গদ্যগ্রন্থ ; ১. 'কথোপকথন' ও ২. 'ইতিহাসমালা'।

- ক্রার্ট উইলিয়াম কলেজ কবে আনষ্ঠানিকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়?
- স্তম্ভর: ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গুরুত্ব কমে যায়। রাজা রামমোহন বারের প্রভাবে এ কলেজের বাংলা বিভাগের গুরুত্ব আরো কমে যেতে থাকে। ১৯৫৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে এ কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়।
- ক্রোর্ট উইলিয়াম কলেজে থেকে প্রকাশিত প্রথম বইটির পরিচয় দিন।
- উত্তর: যে বইটি সর্বপ্রথম ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাপাখানা থেকে বের হয়, তার নাম 'রাজা প্রতাপাদিতা চরিত্র' (১৮০১)। বইটি লিখেছিলেন রামরাম বস্তু।
- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে প্রকাশিত দিতীয় বইটির পরিচয় দিন।
- ভব্র: ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে প্রকাশিত দ্বিতীয় বইটির নাম 'কথোপকথন'। বইটির লেখক উইলিয়াম কেরি।
- ্রুটার্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের মধ্যে বেশি গ্রন্থের রচয়িতা কে?
 - উত্তর : ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পরিস্তদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি বই লিখেছেন, তিনি মৃত্যুঙ্গার বিদ্যালয়ার (১৭৬২-১৮১৯)। তিনি লিখেছিলেন পাঁচটি বই, তার মধ্যে চারটি প্রকাশ প্রবেজিন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ।
- ১১ উইপিয়াম কেরির অভিধান গ্রন্থের নাম কি?
- উত্তর : উইলিয়াম কেরির দুবণ্ডের সংকলিত বই 'বাঙলা ভাষার অভিধান'। এর প্রথম খণ্ডটি বের হয় ১৮১৫ সালে এবং দিতীয় খণ্ডটি বের হয় ১৮২৫ সালে।
- ৯২. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালয়ারের কোন বইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য হয়েছিল? এর বিষয়বত্তু কি? উত্তর : মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালয়ারের 'প্রবোধচন্দ্রকা' বইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য হয়েছিল। এর বিষয়বত্তু নাদাবিধ— তত্তকথা, ভাষারীতি, ন্যায়লপন ইত্যাদি।
- ২০. জেন উচ্চপো, কেন বছরে লোট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়? কলেজটির নাম কোট উইলিয়াম কেন? উত্তর্জ : ইউ ইভিয়া, কোপানির কার্য পরিচাপনা করতে আসা নবীন ইংরেজ নিভিলিয়ানদের এ দেশীয়া অত্যানাহিন্ত-নিয়ে-ইউপ্রেখ-আচার-আচরণানি শিক্ষা দেয়ার জন্য ১৮০০ সালের ৪ মে কলকাতায় কেন্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত তথ্য। ককলেজ বাল্ডা ছাত্রভাল বাল্ডাই কলেজ নিয়াই।
 - পেট উইলিয়াম কলকাতা শহরের লালবাঞ্চারের কাছে অবস্থিত। প্রাচ্চো ব্রিটিশবাজের সামনিক শক্তিব বন্ধ নিদর্শন এটি। ইন্য্যান্তের রাঞ্জার সন্ধানে দুর্গটির নামকরণ করা হয় ফোর্ট উইলিয়াম। শক্তাঞ্জটি এর অভাররভাগে অবস্থিত বলেই কলেঞ্জটির নামকরণ হয়েছে ফোর্ট উইলিয়াম কলেঞ্জ।
- ³⁸ জোর্ট উইলিয়াম কলেজের ৫ জন লেখকের নাম লিখুন এবং তাঁদের রচিত একটি গ্রন্থের নাম লিখুন।
 - রামরাম বস— রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র;
 - ২ উইলিয়াম কেরি— কথোপকথন;
 - মৃত্যুগ্তয় বিদ্যালয়ার— হিতোপদেশ;
 চন্ত্রীচরণ মনশী— তোতা ইতিহাস;
 - ইরপ্রসাদ রায়— পরুষ পরীক্ষা।

পত্রিকা ও সাময়িকপত্র

এ দেশে সংবাদপত্রের প্রচার পাশচাত্য প্রভাবের ফল। বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ধের প্রথম হৈছি সংবাদপত্র বৈষক্ষ গোজেট (Hickey's Bengal Gazette; or the Original Calcutta General Advertifer)। এই ইংরেজি সাময়িক পত্রটি জেমদ অগান্টাস হিন্দি কর্ম্বন ১৭৮০ খ্রিটাব্দের ২৯ জানুয়ানি আগান্টাস হিন্দি কর্ম্বন ১৭৮০ খ্রিটাব্দের ২৯ জানুয়ানি

প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদপত্র প্রকাশের বিধানের বিধানের বিধানির করিব সমালের বিধানির করিব সমালের বিধানির করিব সমালের বিধানির করিব সমালের বিধানির সমালের সমালের বিধানির সমালের সমালের সমালের বিধানির সমালের সমালের সমালের বিধানির সমালের সমালের

বাংলা সাময়িক পানের সমগ্র ইতিহাসকে করেকটি যুগে বিভক্ত করা যার। ১৮১৮ খ্রিন্টাথে একনির নিনাদর্শনি থেকে ১৮২৯-এ প্রধানিক সক্ষাপুত পর্যন্ত প্রকাশ দুগি। ১৮০১ খ্রিন্টাথে একানিত সংবাদা এককা থেকে ১৮৪০-এ অকানিত তত্ত্বাবালি পাইকার পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশ দুগা। কর্মানিক যাব প্রকাশক ভারতীর দুগ পর্যন্ত ছকুর্ব মুগ। ভারতী থেকে ১৯১৪ সালে একানিত সম্বেক্তার পর্যন্ত পর্যন্ত করালিত ভারতীর দুগ পর্যন্ত কর্মানিক প্রকাশক করালিক করালিক সক্ষাপ্রকাশক পর্যন্ত করালিক করালিক করালিক করালিক ভারতীর দুগ পর্যন্ত এক বিশ্বাসাধানিক বিশ্ব করালিক করালিক বিশ্বাসাধানিক ব্যবস্থানিকালে ভারতী অনুসাল কাছা করা যাব।

গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকার নাম ও সম্পাদক

নাম	প্রথম প্রকাশ	সম্পাদক
১. বেঙ্গল গেজেট	2900	জেমস অগান্টাস হিকি
३. पित्रमार्गन २. मिशमर्गन	29.29	জন ক্লাৰ্ক মাৰ্শম্যান
 সমাচার দর্পণ 	29.79.	উইলিয়াম কেরি
৪. বাঙ্গাল গেজেট	79.79.	গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য
৫, ব্রাহ্মণ সেবধি	79-57	রাজা রামমোহন রায়
৬. সন্ধাদ কৌমুদী	28-52	রাজা রামমোহন রায় ও ভবাণীচরণ বন্দো
৭. মীরাৎ-উল-আখবার	24-55	রাজা রামমোহন রায়
৮. সমাচার চন্দ্রিকা	26.55	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৯, বঙ্গদূত	2259	নীলমণি হালদার
১০. সংবাদ প্রভাকর	2000	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
১১. ज्डानात्वयन	7907	দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়
১২. সমাচার সভারাজেন্ত্র	25002	শেখ আলীমুল্লাহ
১৩. সংবাদ রত্নাবলী	2005	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

	প্রথম প্রকাশ	সম্পাদক
ম তত্ত্বোধিনী	28-8-0	অক্ষয়কুমার দত্ত
১. রংপুর বার্তাবহ	\$589	গুরুচরণ রায়
৬. সর্বন্ডভকরী পত্রিকা	2200	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
৭. বিবিধার্থ সংগ্রহ	22.62	রাজেন্দ্রলাল মিত্র
পু. মাসিক পত্ৰিকা	2008	প্যারীচাদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার
১. ঢাকা প্ৰকাশ	১৮৬১	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
০. গ্রামবার্তা প্রকাশিকা	25-60	কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার
১. অমৃতবাজার পত্রিকা	25-55	বসন্ত কুমার ঘোষ ও শিশির কুমার ঘোষ
২. গুভ সাধিনী	22-90	কালীপ্রসন্ন ঘোষ
৩. বঙ্গদৰ্শন	3693	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৪. আজিজন্লেহার	25-98	মীর মশাররফ হোসেন
e. वाक्षव	25-98	কালীপ্রসনু ঘোষ
৬. পাষণ্ড পীড়ন	2586	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
৭, এডুকেশন গেজেট	2586	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
, সংবাদ সাধুরঞ্জন	2240	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
৯, সংবাদ রসসাগর	79.60	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
০. সাপ্তাহিক বার্তাবহ	2500	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
১. পূর্ণিমা	2242	বিহারীলাল চক্রবর্তী
১২. সংবাদ রত্নাবলী	STATE OF THE REAL PROPERTY.	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
৩০, সাহিত্য সংক্রান্ত	29492	বিহারীলাল চক্র-বর্তী
৩৪, আর্য দর্শন	०५५८	যোগেন্দ্ৰনাথ বিদ্যাভূষণ
০৫. ভারতী	35-99	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩৬, ইসলাম	2000	মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ
৩৭, ঝলক	2446	জ্ঞানদানন্দিনী দেবী
৩৮. সুধাকর	১৮৯৪	শেখ আবদুর রহিম
৩৯. সাহিত্য	79.90	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
80. সाधना	7847	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
8১. মিহির (মাসিক)	79.95	শেখ আবদুর রহিম
वर शरकत	र्थक्ष्यद	শেখ আবদুর রহিম
৪৩. ক্রোইনর	79.99	মোঃ রওশন আলী
88. न्द्रती	2900	মোজামেল হক
8Q. ध्वाञी	2902	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৩১৬ প্রফেসর'স বিসিএস বাংলা

নাম	প্রথম প্রকাশ	সম্পাদক
৪৬. নবনূর	2000	সৈয়দ এমদাদ আলী
৪৭. মাসিক মোহাম্মদী	८००८८	মোহাম্মদ আকরম খা
৪৮. বাসনা	7909	শেখ ফজলুল করিম
৪৯. সবুজপত্র	7978	প্রমথ চৌধুরী
৫০. আল এসলাম (মাসিক)	2976	মোহাশ্মদ আকরম খা
৫১. সওগাত	7974	মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন
৫২. মোসলেম ভারত	2950	মোজামেল হক
৫৩. আডুর (কিশোর পত্রিকা)	7950	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
৫৪. দৈনিক সেবক	2952	মোহাম্মদ আকরম থা
৫৫. ধৃমকেতু	7955	কাজী নজৰুল ইসলাম
৫৬. কল্লোল	2950	দীনেশ রঞ্জন দাস
৫৭. মুসলিম জগৎ	2950	খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন
৫৮. সাপ্তাহিক মুসলিম জগৎ	2956	আবুল কালাম শামসৃদ্দীন
৫৯. लाञ्चल	2956	কাজী নজরুল ইসলাম
৬০, কালি-কলম (মাসিক)	১৯২৬	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
৬১, প্রগতি	2829	বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত
৬২, শিখা (প্রথম বছর)	১৯২৭	আবুল হুসেন
৬৩. শিখা (২য় ও ৩য় বছর)	১৯২৭	কাজী মোতাহার হোসেন
৬৪, বেদুঈন	5829	আশরাফ আলী খান
৬৫. পরিচয়	2002	বিষ্ণু দে
৬৬. দৈনিক আজাদ	2000	মোহাপদ আকরম খা
৬৭, চতুরঙ্গ	द्रश्रद	হুমায়ূন কবীর
৬৮. দৈনিক নবফুগ	2987	কাজী নজরুল ইসলাম
৬৯. প্রতিরোধ (পাক্ষিক)	3882	রণেশ দাশগুপ্ত
৭০. সাহিত্যপত্র	3883	বিষ্ণু দে
৭১, কবিতা	2884	বুদ্ধদেব বসু
৭২. বেগম	2989	নুরজাহান বেগম
৭৩. ইনসাফ	2960	মহিউদ্দীন
৭৪. সমকাল	22068	সিকান্দার আবু জাফর
৭৫, মাহেনও	2989	আবদুল কাদির
৭৬. অরুণোদয় (মাসিক)	2966	রেভারেভ লাল বিহারী দে
৭৭. জেহাদ	2995	আবুল কালাম শামসৃদ্দীন

TM .	প্রথম প্রকাশ	সম্পাদক
৮. ভ্রানাস্থ্র	১২০৯ বঙ্গাব্দ	শ্রীকৃষ্ণ দাস
৯. অবোধ বন্ধ	১২৭৫ বঙ্গাব্দ	বিহারীলাল চক্রবর্তী
০. পরিষৎ	১৩০৫-১০ বঙ্গাব্দ	রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী
১. জয়তী	১৩৩৭ বঙ্গান্দ	আবদুল কাদির
২. সংলাপ	_	আবুল হোসেন
৩. সৈনিক		শাহেদ আলী
8. গুলিস্তা		এস ওয়াজেদ আলী
৫. সাম্যবাদী		খান মুহাত্মদ মঈনুদ্দীন
৬. বিচিত্রা		ফজল শাহাবুদ্দীন
৭, কবিতাপত্ৰ		ফজল শাহাবুদ্দীন
৮. কবিকণ্ঠ		ফজল শাহাবুদ্দীন
৯, বন্ধদর্শন (নব পর্যায়)	_	মোহিতলাল মজুমদার
০, সন্দেশ	V— SCAL ENGLE	সূকুমার রায়
১. সাহিত্য পত্ৰিকা		মুহাম্মদ আবদুল হাই
A. Reformer	_	প্রসন্ন কুমার ঠাকুর
. Hindu Intelligence		কাশী প্রসাদ ঘোষ
৪, সাহিত্য পত্ৰিকা		ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (বাংলা বিভাগ
৫. ভাষা সাহিত্য পত্ৰ		জাঃ বিশ্ববিদ্যালয় (বাংলা বিভাগ)
৬. সাহিত্যিকী		রাঃ বিশ্ববিদ্যালয় (বাংলা বিভাগ)
০৭, উত্তরাধিকার		বাংলা একাডেমি
क्रे. लिथी		বাংলা একাডেমি

মতেল প্রাণ

- ^১ বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িকপত্রের নাম কি? কোথা থেকে, কত সালে প্রকাশিত হয়?
- উত্তর : বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িকপত্রের নাম 'দিগদর্শন' । এটি খ্রীরামপুর মিশন থেকে ১৮১৮ শালে প্রকাশিত হয়।
- 🏃 বালো ভাষার প্রথম সংবাদপত্রের নাম কি? কত সালে প্রকাশিত হয়?
- উদ্ধর : সমাচার দর্পণ। এটি ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয়।
- বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র কোনটি?
- উত্তর : বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র 'সংবাদপ্রভাকর'। এর সম্পাদক ছিলেন
- ^{ক্ষরি ক্ষরাচন্দ্র গুপ্ত।} পত্রিকাটি সাগুহিকরপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৮৩১ সালে। ১৮৩৯ সালে
- ^{এটি} পরিণত হয় দৈনিক পত্রিকায়।

বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রথম সম্পাদক কে? এটি কোন সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?

উত্তর : বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রথম সম্পাদক বিষ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এটি ১৮৭২ সালে _{প্রথম} প্রকাশিত হয়।

- ৫. কোন পত্রিকাটি চলিত ভাষারীতির প্রবর্তনের ক্ষেত্রে শুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল?

 ক্র সম্পাদক কে?
 - উত্তর : 'সবুজপত্র' পত্রিকাটি চলিত ভাষারীতির প্রবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পাচ্চ করেছিল। পত্রিকাটি প্রথম ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী।
 - 'তন্তুবোধিনী' পত্রিকার প্রকাশকাল কত? এর সম্পাদক কে ছিলেন?

উত্তর : সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা ইত্যন্ত্রি বিষয় নিয়ে ১৮৪৩ সালে 'তত্ত্বোধিনী' পত্রিকাটি যাত্রা তরু করে। ১৮৩৯ সালে প্রতিচিত্র তন্তবোধিনী সভা কর্তৃক প্রকাশিত এ পত্রিকার মাধ্যমেই সমাজে আধুনিক দৃষ্টিসম্পন নতন চিন্তাধারার সূচনা হয়। তথন পত্রিকার সম্পাদনা করতেন অক্ষয়কুমার দত্ত।

- ৭, 'সওগাত' পত্রিকাটি কোথা থেকে প্রকাশিত হয়? এ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ও লেখক কে উত্তর : সওগাত একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা। ১৩২৫ বঙ্গাব্দে (১৯১৮ সালে) মোহাক্ষ নাসিরউদ্দীনের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক হিসেবে নাসিরউদ্দীনের উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার প্রতি দায়বন্ধ একটি উন্নতমানের পত্রিকা প্রকাশ করা। কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন সপ্রগাতের প্রধান লেখকদের অন্যত্ম। সওগাতের অন্যান্য প্রধান লেখক ছিলেন বেগম রোকেয়া, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল কালায় শামসূদীন, আবুল মনসুর আহমদ এবং আবুল ফজল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সতোন্দনাথ ঠাকরও এতে লিখেছেন।
- ৮. কল্লোল ফুগ ও এ যুগের কবিদের সম্পর্কে ধারণা দিন। উত্তর : কল্লোল' পত্রিকাকে খিরে যে সময়টিতে সাহিত্যের আধুনিকতাবাদী আন্দোলনের প্রকাশ ও বিকাশ তাই 'কল্লোল ফুণ' (১৯৫০) নামে পরিচিত। 'কল্লোল' পত্রিকায় যারা লিখতেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুল্ভ, কুছদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নজরুল ইসলাম, তারাশুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নূপেন্দ্ৰকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, পৰিত্ৰ গঙ্গোপাধ্যায় প্ৰসূৰ।
- চাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর উদ্দেশ্য ও ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা দিন। উত্তর : "মুসলিম সাহিত্য সমাজ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক একটি সাহিত্য-সংস্কৃতিবিদ্যাক প্রতিষ্ঠান। এর ছত্রছায়ায় বুন্ধির মৃক্তি আন্দোলন সংগঠিত হয়। বাঙ্কালি মুদলমান সমাজে আরু বৃদ্ধিকে মুক্ত করে জ্ঞানপিপাসা জাগিয়ে তোলার অভিপ্রায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন নিত্তক ও প্রবীণ ছাত্র ১৯২৬ সালের ১৭ জানুয়ারি এটি প্রতিষ্ঠা করেন। সাহিত্য সমাজের মূল ভারতে ছিলেন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের শিক্ষক কাজী আবদুল ওন্দুন ও কর্মযোগী আবুল হুসেন ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের বার্ষিক মুখপত্র শিখার আগুবাকা ছিল 'জান যেখানে সান্তৰ বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'।

- ্যকার 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'-এর প্রতিষ্ঠা কোন স্থিটাদে? এ সংগঠন থেকে প্রকাশিত মুখপুরের নাম কি?
 - ক্ষুব্র : মুক্তবৃদ্ধি চর্চার উদ্দেশ্যে কাজী আব্দুল ওদুদ, আবুল হুসেন, আবুল কাদির, আবুল ফজল, জানী মোতাহার হোসেন প্রমুখ ঢাকায় ১৯২৬ সালে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' নামে এ সংগঠনটি ক্ষতে তোলেন। 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'-এর মুখপুত্রের নাম 'শিখা'।
 - 🕔 ঢাকা থেকে প্রকাশিত বাংলা সাহিত্যে ভহ্নতুপূর্ণ এমন কয়েকটি পত্রিকার নাম লিখুন। জন্ম : শিখা, প্রগতি, ক্রান্তি, লোকায়ত।
 - 😀 কালী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত তিনটি পত্রিকার নাম লিখুন। উত্তর : ধুমকেতু (১৯২২), লাঙ্গল (১৯২৫), নবফুগ (১৯৪১)।
 - ১৩. 'ধান শালিকের দেশ' পত্রিকাটি কোন প্রকৃতির? কোথা থেকে প্রকাশিত হয়? জ্ঞুর : যাণাসিক। বাংলা একাডেমী থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।
 - ১৪ বিশ শতকের একটি সাময়িকপত্রের পরিচিতি লিখুন। উত্তর : বিশ শতকের তথা সমগ্র বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট পত্রিকা 'কল্লোল'। দীনেশরপ্তন দ্বাদের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে এই মাসিক সাহিত্য পত্রিকাটি অতি আধুনিক লেখকগোষ্ঠীর মুখপত্র হিসেবে ১৯২৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। তৎকালীন তরুণ লেখক রবীন্দ্র বিরোধিতার নাম করে এখানে সমবেত হয়েছিলেন। কল্লোল প্রায় সাত বছর চলেছিল, কিন্তু এই অল্প সময়েই একটা প্রগতিশীল লেখকগোষ্ঠীর সমাবেশ ঘটাতে পেরেছিল। এ পত্রিকায় যারা নিয়মিত লিখতেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুগু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, কাজী নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। এই লেখকেরা তৎকালীন ইউরোপীয় আদর্শে বাস্তব জীবন, মনস্তত্ত্বের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং রাজনৈতিক অর্প্টনতিক বিষয়কে তাঁদের রচনার উপজীব্য করছিলেন।
 - ৯৫, ঢাকার বৃদ্ধির মৃক্তি আন্দোলনের পরিচয় দিন।

ভন্তর : বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংঙ্কার-বিরোধী একটি প্রগতিশীল আন্দোলন ১৯২৬ সালের ১৭ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল হুসেনের নেতৃত্বে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ নামে একটি সাংশ্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। তার মাধ্যমেই এ আন্দোলন গছে ওঠে। সাহিত্য সমাজের মূল বাণী ছিল : 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' এ কথাটি সমাজের বার্ষিক মুখপত্র শিখার শিরোনামের নিচে লেখা থাকত। তথন শিখা পত্রিকায় যাঁরা লিখতেন তাঁরা 'শিখাগোষ্ঠী' নামে পরিচিত ছিলেন।

বাংলার মুসলমান সমাজে যে ধর্মান্ধতা, কুসংকার ও কুপ্রথা বিরাজমান ছিল, সেসব দুরীকরণই ছিল এ আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ধর্মবিশ্বাস, পর্দাপ্রথা, সুদপ্রথা, নৃত্যগীত ইত্যাদি সম্পর্কে আন্দোলনের নেতৃতৃন্দ স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করতেন। সাহিত্য সমাজের বিভিন্ন সভায় পঠিত অবং শিখা পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধে তাঁদের চিন্তা ও আদর্শের প্রতিফলন ঘটতো শিখাগোষ্ঠীর এসব বক্তব্য তৎকালীন ঢাকার রক্ষণশীল সমাজ মেনে নেয়নি; যার ফলে আবুণ ইসেনকে জবাবদিহি করতে হয় এবং শেষপর্যন্ত তাঁকে চাকরি ও ঢাকা ছাড়তে হয়। ১৯৩১ সাহে তীর ঢাকা ত্যাণের ফলে আন্দোলনে ভাটা পড়ে এবং ১৯৩৮ সালের পরে তা বন্ধ হয়ে যায়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

আধুনিক বাংলা ভাষার গদোর ভানন স্থিকতান পশ্লে । শক্তি তথ্য বিদ্যালাগর নামেই পরিচিত্র।
স্বিশ্বচন্দ্র বিদ্যালাগর বাঙালির মানস গঠনে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে
এবং ফুলাবোধ সৃষ্টিতে কালভাষী ভূমিকা রেখে গোছেন। কোলকাভার মেনিশীপুর
ভোলার বীরবিপারে বিন্যানাগানর জন্মারংশ করেন ১৮২০ সালের ২৬ সেন্টেম্বরে।
গ্রামের পাঠালালা শেষ করে ভিনি কোলকাভার পাড়ালা করতে যান। সংস্কৃত
কলেজ থেকে ভিনি কৃতিত্তের সঙ্গে পাল করে বিদ্যালাগর উপাধি নিয়ে বের হন
১৮৪১ সালো। একই সালের ২৬ ভিসেবর ভাকে দের্গে উইলিয়াম কলেজে হেত
প্রিভিত্ত হিসেবে নিয়োগা দেয়া হয়। একগর ভিনি সান্তেক হলেজে যোগ দেন। বিছি দিনের মথের ভিন্ত

গদারাস্থ্য: বেতালগঞ্জবিংশতি (হিন্দি বৈতালগাডীসীর বঙ্গানুবাদ, ১৮৪৭), শকুভবা (কালিসানের অভিজ্ঞানশকুজনম নাটকের উপাধ্যান ভাগের বঙ্গানুবাদ, ১৮৫৪), গীভার কনবাস ভেক্ত্তির উত্তরামানিক নাটকের প্রথম আছ ও রামায়েশে উত্তরভাগ্রের বঙ্গানুবাদ-১৮৮০), আর্থিবিলাস (পেল্পানিয়রের Comedy of Erros-এর বঙ্গানুবাদ-১৮৬৯) গজ্ঞেত ব্যক্তবাদের উপাক্রমণিকা (১৮৫২), যাকরব কৌমুনীর (১ম ভাগ-১৮৮৩), স্তাক্তবাদ্ধিকা ১৮৮৫), স্থাকরব কৌমুনীর (১ম ভাগ-১৮৮৩)

এ কলেজের অধ্যক্ষ হন। ১৮৯১ সালের ২৯ জুলাই তার জীবনাবসান হয়।

বঙ্গানুবাদ : জানুনার্চ (১৯ ডাল- পাজত্যের কয়েকটি উপাখ্যালের বঙ্গানুবাদ, ১৮৫১; ২ই ডাল-বামায়াওল আয়োবানাতের কতিপায় অংকর বঙ্গানুবাদ, ১৮৫২; ৩ই ডাল-হিচোগানাল, বিষ্ণুপ্রণা, মহাজার, উন্মোলনা, অভ্যুক্তর ও বেলীবারত রোকে বঙ্গানুবাদ, ১৮৫১), নোবাদার নোনার ইংরাজি পুত্ত তাকে বঙ্গানুবাদ, ১৮৫১), বর্গারিকটা (১৯ ও ২ই ডাল-১৮৫৫), কথামালা (ইনপা-এর গরের বঞ্চানুবাদ, ১৮৫৬), জীবনার্চীত (চেখার্কের বারোম্লাফির বঙ্গানুবাদ, ১৮৪৯), আখ্যানমঞ্জরী (ইংরাজি ত্যেক বঙ্গানুবাদ, ১৮৫১), কর্মানার ক্রিকটিক (চেখার্কের

বিদ্রুপ কৌতুক গ্রন্থ: অতি অল্প হইল (১৮৭৩), আবার অতি অল্প হইল (১৮৭৩)।

সন্মাননা : বাংলার গভর্নর কর্তৃক সন্মাননা লিপি প্রদান (১৮৭৭) ও ভারত সরকার কর্তৃক সিতাইই উপাধিতে ভবিত।

মডেল প্রশ্ন

 ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'আন্তিবিলাস' কোন নাটকের গদ্য অনুবাদ? তার অন্যান্য অনুবাদ গ্রন্থ কি কি?

উবর : ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম প্রেষ্ঠ নাট্যকার উইলিয়াম শেরাপিয়র (১৫৬৪-১৬১৬ ট.)
রচিত প্রথম নাটক 'দা কমেডি অব এররস' (১৫৯২-৯৬) অবলখনে পিশ্বরুচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮১১-১৮৯১ ট্র.) 'আর্ডিবিলাস' রচনা করেন। ১৮৬৯ সালে তিনি শেরাপিয়রের এ নাটকটির বর্ষাক্র করেন। ১৮৬৯ সালে তিনি শেরাপিয়েরর এ নাটকটির বর্ষাক্র করেন। ১৮৬৯ সালে তিনি শেরাপিশের বিদ্যাসাগর বিশ্বরুচন্দর বিদ্যাসাগর বিশ্বরুচন্দর প্রাপ্রক্র করেন। তার অল্যানা অনুবান এছের মধ্যে রয়েছে 'বতালপালীনীর কর্মানুবান, ১৮৬৭) "শক্তরুলা" (কালিনামের 'অভিজ্ঞানশক্তরুলম' নাটকের উপাখ্যান ভাগের বন্দ্রবান, ১৮৬৪) এবং 'গীতার নম্বাস' (অবভূতির উত্তর্করাক্রের বন্দ্রবান, ১৮৬০)।

ক্ষরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

ক্ষর : ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর, কোলকাতার মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে।

ক্ষারচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোন কোন উপাধি লাভ করেন?

ন্তুরে : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মূলত সমাজসংস্কারক ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৩৯ সালে সম্ভুক্ত কলেজ কর্তৃক বিদ্যাসাগর উপাধি ও ভারত সরকার কর্তৃক সিআইই উপাধিতে ভূষিত হন।

কোন প্রতিষ্ঠান থেকে তাকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি দেয়া হয়?

ভত্তর : সংস্কৃত কলেজ থেকে।

তিনি মূলত কি ছিলেন? উত্তর : লেখক, সমাজসংকারক, শিক্ষাবিদ।

তাঁর পিতার নাম কি? উত্তর : ঠাকরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি কত সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের হেড পরিত পদে নিযুক্ত হন?

স্তরর : ১৮৪১ সালের ২৯ ডিসেম্বর।

ক্রিরি জনশিক্ষা ও শিতশিক্ষা প্রসারকঙ্কে বাড্রালির জন্য কি কি এন্থ রচনা করেন?

উত্তর : বোধোদর (১৮৫১), বর্ণপরিচয় প্রেথম ও দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৫), রুথামালা (১৮৫৬), আখ্যানমন্ত্ররী (১৮৬৩)।

৯. তিনি কত সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং কত সালে তত্ত্ববোধনী সভার সভ্য হন?
উত্তর : ১৮৫৬ ও ১৮৫৮ সালে।

১০. তিনি কোন আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন? উম্বর : বিধবা-বিবাহ আন্দোলন।

১১. বিধবাবিবাহ রহিতকরণ বিষয়ে যে কলমযুদ্ধ তরু হয়েছিল সে সম্পর্কে আলোকপাত করুন। আন্দেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল কে?

ভব্ন : বিধবাবিবাহ বহিতকরণে তৎকাদীন সময়ের সংকার কর্মীদের মুখপরে "সমাচাব দর্পণ",
জনাগোলা পরিকার বহু পরানি প্রকাশিত হয়। পুরিকা, সাবোদপর, সভাসমিতি ছাড়িয়ে তা ছড়া ও
ফাব বিষয় হয়ে ওঠা। হলুন যন্ত্র ও সংবাদপরে বাততীত এ কাজে মঞ্চাও এগিয়ে আনে। এ সময় এ
নিয়া পক্ষে-বিশক্তে মারা কলামুদ্ধান্ত করু করেন তালের মাতে অন্যতম ছিলেন ইন্ধান্ত বিদ্যালাগার।
ইনি ১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মানে 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিব কিনা এতজ্বিয়াক প্রস্তার্থ
ক্রিকা প্রকাশ করেন। হিন্দু ক্রন্ধপশিল সমাজ বিধবা-বিবাহের উল্লে বিবাহের ক্রিয় বিবাহিকা করেল
ক্রিমানের প্রস্তার্গক নালের জন্য ১৮৫৫ সালের অব্রৌবর মানে উপার্যুক্ত পিরানামার দিত্তীয় পুরক
ক্ষমণ করেন। ভারুই প্রচ্টেলা ১৮৫৬ সালের বিধবা বিবাহে আইনে পরিশত হয়।

^{১৬} 'বিধনা-বিবাহ' প্রচলিত হওয়া উচিত কিলা এতিবিয়য়ক প্রস্তাব শীর্যক পুত্তিকা প্রকাশ করেন ^{২৬} সালে?

^{উজ্ঞা}: ১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে।

বিকাশ বাংলা-২১

- ১৩. কত সালে বিধবা বিবাহ আইনে পরিণত হয়?
- উত্তর : ২৬ জুলাই, ১৮৫৬। ১৪. তার কোন নিকট আস্বীয় বিধবা বিবাহ করেন?
- ৯৪. তার কোল ালকট আত্মান্ন ।বিষয় ।বিষয় করেন। উত্তর : তার পুত্র নারায়ণচন্দ্র ১৮৭০ সালে বিধবা বিবাহ করেন।
- ১৫. ১৮৭১ সালে প্রকাশিত তার গুরুত্বপূর্ণ পৃত্তিকার নাম কি? উত্তর: বছবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিলা এতদ্বিষয়ক বিচার।
- ১৬. তিনি কি হিসেবে খ্যাত? উত্তর : বাংলা গদ্যের জনক।
- ১৭. বাংলা গদ্যপ্রবাহ সমৃদ্ধির জন্য তিনি তার গদ্যে কিসের সৃষ্টি করেন? উত্তর : 'উচ্চবচন ধ্বনিতরঙ্গ' ও 'অনতিলক্ষ্য ছন্দ্যপ্রাত'।
- ১৮. বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ কোনটি? উত্তর: বেতাল পর্ব্ববিংশতি (১৮৯২)।
- ১৯. বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মৌলিক রচনার নাম কি? উত্তর : প্রভাবতী সম্ভাষণ।
- ২০. বিদ্যাসাগর রচিত প্রথম ব্যাকরণগ্রন্থের নাম কি? উত্তর : ব্যাকরণ কৌমুদী।
- তিনি কি কি পুরস্কার লাভ করেন?
 উত্তর: বিদ্যাসাগর উপাধি (১৮৩৯), বাংলার গর্ভর্সর কর্তৃক সম্মাননা লিপি (১৮৭৭) ও ভারত সরকার কর্তৃক সিআইই উপাধিতে ভূবিত।
- ২২. তাঁর মৃত্যু তারিখ কত? উত্তর : ১৮৯১ সালের ২৯ জুলাই।
- ২৩. সাহিত্যকর্ম ও সমাজকর্ম এ দুয়ের মধ্যে কোনটির জন্য বিদ্যাসাগর অধিক পরিচিত্তী
- আপনার অভিযত ব্যক্ত কলন ।

 উত্তর : বিদ্যালগণর বাংলা গদাকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান কবলেও তার সমাজকর্মের
 উত্তর : বিদ্যালগণর বাংলা গদাকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান কবলেও তার সমাজকর্মের
 ভিনি অধিক সুপরিচিত । গাদাজাতোর মানকাবানী আদর্শে অনুযাপিত হরে তিনি সমাজকর্ম
 আধানিয়োগ করেছিলেন। সমাজ সক্তারেক মানোপুর্তি বিদ্যালগারের রচনার সহতেই
 ক্ষান্ত্র
 আধানিয়োগ করেছিলেন। সমাজ সক্তারেক মানাপুর্বি বিদ্যালগারের রচনার সহতেই
 ক্ষান্ত্র
 ভাগানি ক্ষান্তর
 ভাগানিয়া বিদ্যালগির সমাজকর্মকর
 ভাগানিয়া বিদ্যালগির সমাজকর্মের
 ভাগানিয়া বিদ্যালগির
 ভাগানিয়া
 ভাগানিয়া বিদ্যালগির
 ভাগানিয়া
 ভাগানিয়
- ২৪. ইপ্রকৃত্র বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয় কেন?
 উত্তর: বাংলা গদ্যের অনুশীলন পর্বায়ে বিদ্যাসাগর সুপুরুলতা, পরিমিতিবোও ও মরিত্রত অবিক্রিয়াতা সরবার বারে বাংলা গদ্য রীতিকে উক্তর্কর্তার এক উচ্চতর পরিসীমায় উন্তীত বাংলা গদ্য সীতিক উক্তর্কর্তার এক উচ্চতর পরিসীমায় উন্তীত বাংলা গদ্যে মতি সন্থিকেল করে, প্রকৃত্রতার উক্তর্করতার বাংলা গদ্যের অব্যাহক সন্থিকাত করে, পদবছে ভাগ করে একং সুপুণিত পর্বাহিন্দাস বারে করে।
 তর্মার জনাকের করে আয়ম পরিশাত করেন। বাংলা গদ্যের মধ্যেও যে এক প্রকার মরিকার
 ও সুক্রিন্দাস আছে তা তিনিই আবিকার করেন। এ করেণেই তাকে বাংলা গদ্যের জনক বাংলা করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লো উপন্যানের স্থূপতি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৮ সালের ২৬ জুন (১৩ আঘাঢ় ১২৪৫) পশ্চিমবঙ্গের বুল পরগণার বঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মাহণ করেন। পিতা ডেপুটি কালেক্টর যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মা

্রত্বনী। ১৮৪৪ সালে পিতার কর্মস্থল মেদিনীপুর গামন এবং দেখানকার ইরেছি। তা কর্তি হন। ১৮৪১ সালে মেদিনীপুর থেকে কাঁচালাড়ায় অত্যাবর্তন করেন এবং। এবং করত তার এগার বাহত এবংলা পাঁত বাহত বাংলী মেদিনীপেনীর সাথে বিবাহকলা হল। অত্যাব্য কাহত বিশ্বনী কলোকো কুল বিভাগে তার্তি (১৮৪৯) হন। বংগাজের কাঁচার ও দিনিয়ার বিভাগের বুলি কাঁটালায় এবংগা মুদ্য অধিকার করেন। ১৮৫৬ সালে বাহিন পাঁহার ভান্য প্রেনিভেগি কলোকে তার্তি হন। ১৮৫৭ সালে কলালাও কাঁচালায়ে এবিট্যাপ পরীপ্রতাহি কলোকে তার্তি হন। ১৮৫৭ সালে কলালাও



ন্তর্বা হল। এর পরের বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সারা ভারতবার্হার প্রথম গ্রাজ্বটো হিসেবে বিএ লল করেন। কর্মজীবনে তিনি একজন সরকারি আমলা ছিলেন। তার প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনম্পিন'। সহিত্যের ক্রমবোদ্যানের কাছ থেকে 'সাহিত্য সন্ত্রাট' ও হিন্দু ধর্মানুরাগীনের কাছ থেকে 'ছবি' আব্যা সাত। ক্রমবাস: দুর্গোশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুকলা (১৮৬৬), মূর্ণালিনী (১৮৬৯), বিষসুক্ষ (১৮৭৩),

ক্ষমক্ষক্তের উইল (১৮৭৮), রজনীতে (১৮৭৭), রাজনিহে (১৮৮২), আনব্দর্যে (১৮৮২), দেবী জারুনানী (১৮৮৪), সীতারাম (১৮৮৭)।

আৰক্সস্থ : লোকবহস্য (১৮৭৪), বিজ্ঞানবহস্য (১৮৭৫), কমলাকান্তের দত্তর (১৮৭৫), বিবিধ আলোচনা (১৮৭৬), সাম্য (১৮৭৯), কৃষাচরিত্র (১৮৮৬), বিবিধ প্রবন্ধ (১ম ভাগ-১৮৮৭ ও ২য় লগ ১৮৯২), ধর্মতন্ত্র অনুশীলন (১৮৮৮), শ্রীমন্তগবদগীতা (১৯০২)।

ৰ্ষ্ণ : কোলকাতা, বহুমূত্ররোগে, ৮ এপ্রিল ১৮৯৪ (২৬ চৈত্র, ১৩০০)।

মডেল প্রশ্ন

- ১. বিষ্কমচন্দ্রের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ করুন।
 - উত্তর : জন্ম ২৬ জুন ১৮৩৮ খ্রিন্টাব্দ ও মৃত্যু ৮ এপ্রিল ১৮৯৪ খ্রিন্টাব্দ।
- সাহিত্য সম্রাট' কার উপাধি? তাকে কেন এ উপাধি দেয়া হয়?
- উত্তর : ৰঙ্কিমচন্দ্র চটোপাধ্যয়কে বাংলা সাহিত্যে 'সাহিত্য সন্ত্রাট' ও সার্থক উপন্যাসের জনক বলা ইয়। তাকে বাংলার জট উপাধিতেও ভূষিত করা হয়। তিনি বাংলা সাহিত্যের সূচনালগ্নে 'দাসাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য সাহিত্য সন্ত্রাট উপাধি লাভ করেন।
- ্ 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট ও প্রতিপাদ্য বিষয় উল্লেখ করুন।

- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত কতিপয় উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের নাম লিখুন। উত্তর : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনবিনী। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সাধ্ উপন্যাস। উপন্যাসটি ১৮৬৫ খ্রিসাদে প্রকাশিত হয়। 'কপালকুজনা' দ্বিতীয় এবং 'মৃণালিনী' তার তক্তি উপন্যাস। এছাড়া তাঁর অন্যান্য উপন্যাস- "বিষবৃক্ষ", 'কৃষ্ণকাণ্ডের উইল', 'রজনী', 'রাডসিক্ষ 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরানী', 'সীতারাম'। 'Raimohon's Wife' তার ইপ্রেরজিতে লেখা প্রথম উপন্যাস
- কণালকলো' উপন্যাদের প্রধান চরিত্রতলো কি এবং উপন্যাসটির দুটি উল্লেখযোগ্য বাক্/সংলাপ লিখন উত্তর : বাংলা উপন্যানের জনক বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) রচিত রোমাণ্টিক উপন্যা 'কপালকজনা' (১৮৬৬)-এর প্রধান চরিত্র কপালকজনা (নায়িকা), নবকুমার (নায়ক)। এ উপন্যাসের উল্লেখ্যান বাক্য/সংলাপ ১. 'পথিক ভূমি পথ হারাইয়াছ' ২. 'ভূমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেনঃ'
- 'ক্ষ্ণকান্তের উইল'-এর রোহিণী আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল কেন? উত্তর : 'কম্ফকান্তের উইল' উপন্যাসটির রচয়িতা বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যার। এ উপন্যাসের ফ্র চরিত্র রোহিণী। রোহিণী যুবতী, পরম রূপবতী, সর্বকর্ম নিপুণা, বুদ্ধিমতী, লাস্যময়ী, চর্জ্জ সাহসিকা, বিধবা। বিধবা বলেই হিন্দুশান্ত্র মতে তার ঘরণী হওয়ার পথ সারা জীবনের জন্য বন্ধ। রোহিণী জমিদার পুত্র গোবিন্দলালকে ভালোবাসতো। গোবিন্দলাল-এর স্ত্রী ভ্রমর ছিল ক্ষান্ত্র। রোহিণী গোবিন্দলালকে ভালোবেদে 'স্বীয় বার্থ যৌবনের হাহাকারে' জলে ভূবে আত্মহতার ছৌ করলে গোবিন্দলালই তাকে উদ্ধার করে।
- ৭. বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সামাজিক উপন্যাসের নাম কি? উত্তর : বিষকৃষ্ণ, ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত হয়।
- ৮. বাংলা উপন্যাসে 'বাংলার ওয়ান্টার ষ্কট' কাকে বলা হয়? উত্তর : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে।
- ৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার কোন উপন্যাসে দেশপ্রেমকে ফুটিয়ে তুলেছেন? উত্তর : আনন্দমঠ।
- ১০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত পত্রিকার নাম কি এবং কত সালে প্রকাশিত হয়? উত্তর : বঙ্গদর্শন; ১৮৭২ সালে প্রকাশিত।
- ১১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যানের নাম কি? উত্তর : Rajmohan's Wife (১৮৬২)।
- ১২, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাসের নাম কি? উত্তর : দুর্গেশনন্দিনী (১৮৫৬ সালে প্রকাশিত)।
- ১৩. বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রিয়ী উপন্যাসগুলো কি? উত্তর : আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪) ও সীতারাম (১৮৮৭)।
- ১৪, বঙ্কিমচন্দ্র বিরচিত রোমান্টিক উপন্যাসের নাম লিখুন। উত্তর : কপালকুওলা (১৮৬৬)।
- ১৫. কোন ঔপন্যাসিক 'সাহিত্য সমাট' নামে খ্যাত? উত্তর : বঞ্চিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

- ১৬ বছিমচন্দ্র সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের কোন সাহিত্যিককে অনুসরণ করেছিলেন? ক্রম্বর : ওয়াল্টার স্কট।
- ১৪ বৃদ্ধিসচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলোর নাম লিখুন। ছারুর : দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), রাজসিংহ (১৮৮১) ও চন্দ্রশেখর (১৮৭৫)।
- ১৮, বৃদ্ধিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে প্রথমটির নাম কি?
 - ক্রমর : বিষবৃক্ষ (১৮৭৩)।
- ু পান্চাত্য ভাবাদর্শে বাংলা উপন্যাস রচনার পথিকং কে? জন্ম : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- ৯০, 'কমলকান্তের দপ্তর' কোন শ্রেণীর রচনা? উন্তর: সরস ব্যঙ্গাত্মক প্রবন্ধ গ্রন্থ।
- ২১, বৃদ্ধিমচন্দ্রের প্রবন্ধ গ্রন্থগুলোর নাম উল্রেখ করুন। উত্তর : কম্লাকান্তের দণ্ডর, লোকরহস্য, কৃষ্ণচরিত্র, সাম্য, বঙ্গদেশের কৃষক ইত্যাদি।
- 'বৃষ্কিমচন্দ্রের সব উপন্যাসই রোমাঞ্চমূলক' বিষয়টি অল্প কথায় বুঝিয়ে দিন। উত্তর : উপন্যাস রচনায় বৃদ্ধিমচন্দ্র প্রখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্যার ওয়ান্টার স্কটের রোমান-আশ্রী ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শের অনুসারী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বাস্তব জীবনকে ভিত্তিভূমি হিসেবে গ্রহণ করে বিশ্বয়কর ও অলৌকিকের প্রতি প্রবণতা প্রকাশমান। ঐতিহাসিক উপন্যাসে তিনি যেমন ইতিহাস ও দৈবশক্তির সংঘিশ্রণ ঘটিয়েছেন অন্যান্য সামাজিক ও দেশাথ্যবেধক উপন্যাসগুলোতেও অলৌকিকতা ও কাল্পনিকতার আশ্রয় নিয়েছেন। এ কারণেই বলা হয় বঙ্কিমচন্দ্রের সব উপন্যাসই রোমাঞ্চমূলক।
- ১৪, বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাসের নাম কি? এর রচয়িতা কে? ভিত্তর : বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস 'দূর্গেশনন্দিনী'। এর রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- ২৫, বঞ্চিমচলের উপন্যাস কেন সার্থক?
 - উত্তর : বাংলা সাহিত্যের প্রথম স্বার্থক উপন্যাসিক হিসেবে খ্যাত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর প্রথম স্বার্থক আমান্তিক উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'। সরোজ বন্দোপাধ্যায় সমগ্র বন্ধিমী উপন্যাসে তিনটি বিশিষ্ট লক্ষণ দেখেছেন :
 - বিষয়বস্তু বা theme

 এর বা অসাধারণত্বের ওপর প্রাধান্য আরোপের প্রবণতা ।
 - ২. উপন্যাসের কাঠামো নির্মাণে নৈয়ায়িক বা তার্কিক শুঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা।
 - ৩. মননশীলতাজনিত স্বমতার প্রয়োগ।

গছাড়া ড. খ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'বন্ধিমের হাতে বাংলা উপন্যাস পূর্ণ যৌবনের শক্তি ও পৌশর্ব লাভ করেছে।' মানবহুদয়ের বিধাদশ্রের বিশ্লেষণও বন্ধিমচন্দ্রের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। উপন্যাস ^{রচনা}র বঙ্কিমচন্দ্র প্রখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্যার ওয়ান্টার স্কটের রোমান্স-আ<u>শ্</u>রী ঐতিহাসিক ^{ভপ্ন}াদের আদর্শের অনুসারী ছিলেন। আবার তিনি সামাজিক-পারিবারিক কথা সাহিত্যের আদর্শেও ইতিপয় উপন্যাস রচনা করেন। এসব উপন্যাসে বাঙালির অতীত ইতিহাস যেমন স্থান পেয়েছে, ত্যেনি ব্যক্ত হয়েছে সমকালীন সমাজজীবনের কথা। তার উপন্যাসে বাস্তবজীবনকে ভিত্তি হিসেবে ^{বিব্}করে বিশয়কর ও অলৌকিকের প্রতি প্রবণতা প্রকাশমান। এতে রোমান্সের বৈশিষ্ট্য নিহিত। ^{রোমান্স} রচনায় ইতিহাস ও দৈবশক্তির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে রহস্যময় দৃঢ় উক্তিত্বশালী মনুষ্য চরিত্র। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণেই তার উপন্যাসকে সার্থক উপন্যাস বলা হয়।

মাইকেল মধুসুদন দত্ত

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে কয়জন প্রতিভাধরের অবদান অবিশ্বরণীয় তাদের মধ্যে মাইকেল মধুসুদন 🗫 অন্যতম। বাংলা কবিতাকে তিনি নবজনু দিয়েছিলেন এবং মুক্ত করেছিলেন মধ্যযুগের নাগপাশ (शरक তিনিই প্রথম বাংলা ভাষায় মহাকাব্য রচনা করেন এবং বাংলা কবিতায় সনেট প্রবর্তন করেন।



জना : २८ जानुशाति, ১৮२८। পিতা : রাজনারায়ণ দত্ত। মাতা : জাহ্নবী দেবী।

জন্মস্থান : সাগরদাঁড়ি, কেশবপুর, যশোর।

ধর্মান্তরিত হন : ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৩। প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রস্থ : The Captive Lady, ১৮৪৯ সাল।

ছন্মনাম : Timothy Penpoem.

প্রথম নাটক : শর্মিষ্ঠা, ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের সর্বপ্রথম প্রয়োগ : 'পরাবতী' নাটকে। তবে সফল প্রয়োগ ঘটান 'তিলোন্তমান্ধর' কারে।

মাদাজ বাস : ১৮৪৮-১৮৫৬ সালে।

প্রথম স্ত্রী : রেবেকা টমসন; ১৮৪৮ সালে বিয়ে করেন।

বিবাহ বিচ্ছেদ : ১৮৫৫ সালে।

দ্বিতীয় স্ত্রী : অধ্যাপক কন্যা আঁরিয়েতা (হেনরিয়েটা); ১৮৫৬ সালে বিয়ে করেন।

কলকাতায় প্রত্যাবর্তন : ২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬।

বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক : কৃষ্ণকুমারী।

ইউরোপ গমন : ১৮৬২ সালে। ইউরোপ বাস : ১৮৬২-১৮৬৬ সালে।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন : ৫ জানুয়ারি, ১৮৬৭। জীবনাবসান : ২৯ জুন, ১৮৭৩ সালে।

মধুসূদন রচনাবলী:

নাটক : শর্মিষ্ঠা (১৮৫৮), পদ্মাবতী (১৮৬০), কৃষ্ণকৃমারী (১৮৬১), হেক্টর বধ (১৮৭১), ^{মায়াকলন} (১৮৭৩), বিষ না ধনুগুণ (১৮৭৩)।

প্রহসন : ১. একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৫৯), বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৫৯)।

- পাইকপাড়ার প্রজাদের অনুরোধে প্রহসন দুটি রচনা করেন।
- নাটকে যথেষ্ট পারদর্শিতা প্রদর্শনের জন্য মধুসূদন দত্তকে 'আধুনিক বাংলা নাটকের জনক' ফুর্লা হ্রা
- 'চর্তুদশপদী কবিতাবলী' ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে বসে রচনা করেন।
- পত্রকাব্য হলো 'বীরাঙ্গনা'।

ন্মাই: ১. তিলোতমানম্বৰ (১৮৬০), মেঘনাদবধ (১৮৬১), ব্ৰজাঙ্গনা (১৮৬১), বীরাঙ্গনা (১৮৬২), , মতর্মশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬)

ত্তি কাৰ্যাছ: ১. Visions of the Past (১৮৪৮), The Captive Lady (১৮৪৯)

সালে মধুসুদন দত্ত দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেন।

ঞ্জরনাবসান : ২৯ জুন ১৮৭৩। মতেল প্রশ্ন

বাংলা সাহিত্যে সার্থক মহাকবি কে?

উত্তর : মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

২ মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ লিখুন। উত্তর : জন্ম ২৫ জানুয়ারি ১৮২৪ ও মৃত্যু ২৯ জুন ১৮৭৩।

 মধুসুদন দত্তের প্রথম প্রকাশিত কাব্য কোনটি? কত সালে প্রকাশিত? উত্তর : The Captive Lady; ১৮৪৯ সালে প্রকাশিত।

s. Visions of the Past ও The Captive Lady কাব্য দুটির রচয়িতা কে? উত্তর : মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

 মধুসূদন সর্বপ্রথম তার কোন কাব্যগ্রন্থে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন? উত্তর : চর্তুদশপদী কবিতাবলী।

৬. 'বীরাঙ্গনা কাব্য' কে রচনা করেন? কোন শ্রেণীর কাব্য? উত্তর : মাইকেল মধুসূদন দত্ত। পত্রকাব্য।

৭. 'বীরাঙ্গনা কাব্য'টি কার কাব্যগ্রন্থ অনুসরণে লেখা? কতটি পত্র আছে? উত্তর : ইটালির কবি ওতিদের Heroides কাব্যগ্রন্থেরর অনুসরণে লেখা। কাব্যটির পত্র সংখ্যা ১১টি।

দ. সনেট কি? বাংলা সাহিত্যে সনেটের প্রবর্তক কে?

উত্তর : যে কবিতায় কবি হৃদয়ের একটিমাত্র ভাব বা অনুভূতি অথও থেকে চতুর্দশ অক্ষর ও চ্ছুর্নশ চরণ ঘারা একটি বিশেষ পদের মধ্য দিয়ে কবিতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ লাভ করে তাকে উত্দশপদী কবিতা বা সনেট বলে। বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে বাংলায় সনেট রচনা শুরু করেন মাইকেল শ্বিসুদন দন্ত এবং তার হাতেই এসেছে সনেট রচনার ফুগান্তর সাফল্য। এ কারণেই তাকে বাংলা সাহিত্যে সনেটের প্রবর্তক বলা হয়।

অকটি সনেটের ক'টি অংশ? বিশ্রেষণ করুন।

^{ছিন্তম} : সনেটে যেমন চৌদ্দটি লাইন বা পঙ্কি থাকে তেমনি আবার প্রতিটি লাইন বা পঙ্কিতে তীনটি বা আঠারোটি অক্ষর থাকে। সাধারণভাবে কবিতার চৌন্দটি লাইন দুটি ভাগে বিভক্ত থাকে। ^{অবম} ভাগে আট লাইন এবং দিতীয় ভাগে ছয় লাইন। প্রথম ভাগকে 'অষ্টক' এবং দিতীয় ভাগকে উট্ক' বা 'ষষ্টক' নামে অভিহিত করা হয়। পরবর্তীতে এ ভাগ অন্যরকম হতেও দেখা যায়। তিনটি পর সাইনের ভাগ; প্রতিটি 'চতুঙ্ক' নামে পরিচিত এবং শেষ দৃটি অপ্ত্যমিলবিশিষ্ট চরণ।

- ১০. মধুসৃদনের সনেট জাতীয় রচনা কোনটি? কত সালে প্রকাশিত? উত্তর: 'চতুর্দশপনী কবিতাবলী'; ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত।
- ১১. 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' কাব্যে কয়টি কবিতার সয়িবেশ ঘটেছে? উত্তর : ১০২টি কবিতা।
- ১২. মধুসূদনের প্রথম সনেট কোনটি? উত্তর : বঙ্গভাষা।
- ১০. 'হে বন্দ ভাবারে তব বিবিধ রতন তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি'—পর্যক্তিট কেন ক্ষবিভাবে? রচমিতা কে? উত্তর : বন্দতামা; মাইকেল মধূসুনন দত্ত।
- ১৪. বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য কোনটি? এটি কোন ছব্দে রচিত?
 উত্তর: মেহনাদবধ মহাকাব্য, অমিগ্রাক্ষর ছব্দে রচিত।
- ১৫. অমিত্রাক্ষর ছলের প্রষ্টা মাইকেল মধূস্দন দত্তের অমিত্রাক্ষর ছলে রচিত প্রথম কাব্য কোনটি? উত্তর : তিলোভুমা সম্ভর্ব । এটি ১৮৭০ সালে প্রকাশিত ।
- ১৬. কোন কাব্য লিখে মাইকেল প্রথম বাঙালি কবি সংবর্ধনা পান এবং কার ঘারা? উত্তর : 'মেখনাদবধ' কাব্যটি লেখার দুসগুহের মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বিদ্যোৎসাহিনী' সভার পক্ষ হোকে কবিকে সংবর্ধিত করেন।
- ১৭. মধুস্দনের প্রথম নাটক কোনটি? কত সালে প্রকাশিত হয়? উলয়র: শর্মিষ্ঠা। ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয়।
- ১৮. বাংলা সাহিত্যের প্রথম ট্র্যান্সেডি কোনটি? কত সালে প্রকাশিত হয়? উত্তর : কৃষ্ণকুমারী। ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয়।
- ১৯. 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুঁড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' গ্রন্থয়ের রচয়িতা কে? কোন প্রেণীর রচনা? উত্তর: মাইকেল মধূলুদন দত্ত; গ্রহ্মন।
- ২০. মধুসূদন দত্ত সর্বপ্রথম কোন নাটকে আমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ করেন? উত্তর : 'পদ্মাবতী' নাটকে।
- মধুসূদন দত্তের কয়েকটি নাটকের নাম উল্লেখ করুন।
 উত্তর: শর্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী, মায়াকানন, পদ্মাবতী।
- ২২, বাংলা কাব্যনাহিত্তে আর্চুনিকতার জনক কে? এ ক্ষেত্রে তাকে কেন জনক হিসেবে চিহ্নিত করা হা?
 উত্তর: মাইকেল মধুসুদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) বাংলা কাব্যনাহিত্তে আর্চুনিকতার জনক।
 মধ্যযুগের কাব্যে দেববেগরীর মাহাত্যযুগ্রুতক কাহিনীর বিশিষ্ট্য অতিক্রম করে বাংলা কাব্যবারী
 মানকারোধান সৃষ্টিপুর্কর আর্টুনিকতার লক্ষ্ম কোচানোতেই মাইকেন মুকুসুন দত্তের অন্তর্গারী
 জাঁতি প্রকাশিত। তিনি তার সাহিত্যপৃত্তিত, বিদ্যানিবিচনে ও কার্ক্যপত্তিত, তাবে ও ভারার
 অভ্যন্তর্গীয়া ও বাহিন্দিত বিশিষ্ট্যে আন একটি আচর্য শিক্তবুন্দলতা মুটিয়ো ভুলোমেন যাতে বার্থা
 সাহিত্যের অনুবান অভিন বার্গা কিছিত করা মাহা।

ু প্রহসন বলতে কি বোঝায়? কতিপয় উদাহরণ দিন।

ভঙ্কা : প্রহন্দা বলতে শংস্কৃত আলম্বারিকরা সমাজের কুরীতি শোধনার্থে বহস্যজনক ঘটনা সর্বলিত হাসারসপ্রধান একাছিকা নাটককে বোঝাতেন। এতে হাসারসময় জীবনাতেগথাই বলাহিত হয়। বর্তমানকালে প্রহুলনকে সংজ্ঞাতি করা হয় অতিমাজ্যে লগু করনাময়, অতিপর্যাঞ্জক, প্রসামান্তাঞ্জল সংক্রারকুলক ব্যালায়ত করা হয় অতিমাজ্যে লগু করনাময়, অতিপর্যাঞ্জক হাসামান্তাঞ্জল সংক্রারকুলক বালায়ত নাটকে বাহিকের । অর্থাৎ একরুপার প্রহুলন হালা সমাজের কিনিকের ব্যালায়ত নাটক। মাইকেল সমৃত্যুলা দাকরে খাকেই কি রক্তা সভালা (১৮৬৩), ক্রার্থা পালিকের যাড়ে রোঁ (১৮৬৩), দীনবন্ধ বিরোর সম্বন্ধার একালণী (১৮৬৬), বিরো পাগলা হুরুণ (১৮৬৬), 'জামাই বারিক' (১৯৯৯), গুলিবালন্ত্র পোরের 'বছ দিনের বকলিস' (১৮৯৪); বিরো বার্মারকার হোসনোবন 'এর উপায়ে কিং (১৮৭৬), 'জাই আই এইবো চাই' (১৮৯৯), 'ইনস জ্যার্জা' (১৮৯৯) প্রভূতি বালা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য প্রস্থান।

১৪. 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্যের রচয়িতা কে? এ মহাকাব্য সম্পর্কে আপনি আর কি জানেন?

ভরন : 'যেফনাদবধ' কাবোর রচবিতা মাইকেল মধুকুদন দত। 'যেফনাদবধ' মহাকাবোর কাহিনী সংস্কৃত মহাকাবো রামায়ল থেকে পৃথিত হয়েছে। রাবণ, যেফনাদ, লক্ষণ, রাম, এমীনা, বিভাগে, স্কৃতা ম মহাকাবোর প্রধান চরিত্র। বাংলা সাহিত্যের একমাত্র সার্থক এ মহাকাব্য ১৮৬১ সালে কালিক হয়।

২৫. মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রহসনদ্বয়ের পরিচয় দিন।

উত্তর : মাইকেল মধুসূদন দরের রচিত গ্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৫৯), 'বুড়ো শালিকের যাড়ে রৌ' (১৮৫৯)। 'একেই কি বলে সভ্যতা' গ্রহসনে তৎকালীন নব্যবসীয় সম্প্রদারের সুরা পান একং ইয়েরজ অনুকরণের প্রতি ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

২৬. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাঙ্গেডি নাটকের পরিচয় দিন।

উত্তর: বাংলা সাহিত্যের প্রথম এবং সার্থক ট্রাজেন্ডি নাটক হলো মহিকেল মধুসুদন দল রচিত কৃষকুমারী। নাটকটি ১৮০০ খ্রিটাদে রচিত হয়, ১৮৬১ খ্রিপ্টামে প্রকশিত হয় এবং ১৮৬৭ খ্রিটামেন ফেব্রুয়ারি মানে 'শোভাবাজার বিয়েটার'-এ প্রথম অভিনীত হয়। উল্লেখ, কৃষকুমারী কর্ম সর্বন্দের এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক।

২৭. 'ডিলোভ্রমাসম্ভব' কাব্যটি কার রচিত?

উত্তর : মহাভারতের সুন্দ ও উপসুন্দ কাহিনী অবলম্বন করে মাইকেল মধুসূন্দন দস্ত রচিত কাহিনীর নাম ফিলোন্তমা সম্ভর' (১৮৬০) কাব্য। এটি তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ এবং বাংলা সাহিত্যে অমিগ্রাব্দর অব্দ রচিত প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ।

🆖 অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলতে কোন ধরনের ছন্দকে বোঝায়? এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

ভব্ব : 'অমিত্রাক্ষর ছল' হলো অন্তামিলনহীন এবং যতির বাধাধরা নিয়ম লজনকারী ছন্দবিশেষ। বা ইংরেজি পরিভাষা Blank verse। অমিত্রাক্ষর ছণ্দে ভাবের প্রবহমানতা দেই এবং ১৪ মারার দলী বাহে এবং চকা শেষে অন্তামিল থাকে না। উল্লেখ, কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তকে (১৮২৪-শ্বিক প্রাক্তা সাংগ্রাহত্তে অমিত্রাক্ষর ছণ্দের সার্থক প্রবর্তক বলা হয়। ভার 'মেঘনাদবর' ও বীমাননা কারোর আসোগাণ্ড অমিত্রাক্ষর ছণ্দের সার্থক প্রবর্তক বলা হয়। ভার 'মেঘনাদবর' ও ২৯. মাইকেল মধ্যদন দত্তের দেশপ্রেমের প্রবল প্রকাশ ঘটেছে সাহিত্যের কোন ক্ষেত্রে?

উত্তর : মাইকেল মাচুকূন দান্তের প্রবল দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটেছে সনেটে। এর বাংলা হর 'চতুর্নাপানী কবিতা'। এর প্রতি পত্তিতে চৌদ বা আঠার অক্ষরত চৌদ পত্তিত নিঞ্জ কলেবনে কবি ক্রমন্ত্রে দেশপ্রেম প্রবলরণে এক বিশিষ্ট ছন্দারীভিতে রূপায়িত হয়ে উঠাছ ডিনিই বাংলা সাহিত্যে সন্টোট বর্ধকর্তি।

৩০, মাইকেল মধুসদন দত্তের 'মেঘনাদবধ' কি ধরনের রচনা?

উত্তর : ১৮৫৭ খ্রিন্টাব্দে সংঘটিত সিপাহি বিপ্লবের স্বাধীনভামন্তে উজ্জীবিত হয়ে মাইকেল মানুস্মা রাবলকে নায়ক ও রামকে খলনায়ক করে রচনা করেন মহাকাবা 'ক্রমনানবর্ধ'। এটি এবঞ্চ স্বাধীনভাজিলাই কার্বা, সংস্কৃত মহাকাব্য 'রামায়ণ'-এর ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ কাহিনী অবলহনে 'ক্রমনানবর্ধ' মহাকাবা বচিত্র।

৩১. বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন কোন কোন শিক্ষাঙ্গিক নিয়ে কাজ করেছেন? এগুলোর একটি প্রসঙ্গে নির্বা উত্তর : বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন কাজ করেছেন— মহাকাব্য, কাব্য, নাটক, প্রহসন, পত্রবার্ গীতিকাব্য, চতর্দশিপদী কবিতা ইত্যাদি শিক্ষাঙ্গিক নিয়ে।

छ्यूर्मभर्गमी कविका : 'छ्यूर्मभर्गमी कविकावमी' नारा जानी काकीय कविका तकात साधार पर्युक्त वाला कारात अमरी नकून माधात जृष्टि करान । अमरी जानाटी ५६डि शब्दिक बारक, श्रवस ५००० ला इस खडेंक अबर १मच ७००क का इस वर्षक । अकी जानाट अमरी आया खारत वास्त्र । सेटिकम अध्यक्त तथारी ५००डि जाना क्रमा बदला या 'छण्डमभर्गमी कविकावमी' आयु अध्यनिक दश ।

৩২ মাইকেল মধসদনের ৫টি শিল্পাঙ্গিকের ১টি করে উদাহরণ দিন।

উত্তর :

- ১ নাটক— পদ্মাবতী:
- ১ মহাকাব্য— মেঘনাদবধ:
- ৩ সনেট— চতর্নশপদী কবিতাবলী:
- ৪ প্রহসন— একেই কি বলে সভাতা
- ৫, পত্রকাব্য- বীরাঙ্গনা কাব্য।
- ৩৪ বাংলা কবিডার চন্দ কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর : বাংলা কবিতার ছন্দ তিন প্রকার। যথা : ১, অক্ষনবত্ত, ২, মাত্রাবৃত্ত, ৩, স্বরবৃত্ত।

- অঞ্চননুত্ত ছন্দ: যে ছন্দের পর্বে শব্দের আদি ও মধ্যবর্তী ফুগাঞ্চনি সক্ষেতিত ও একমানার এবং শব্দের অপ্তর্নপ্রিত ফুগাঞ্চনি সম্প্রদারিত ও দুইমান্ত্রা হয় তাকে অঞ্চননুত্ত ছন্দ বলে। এ ছন্দের মালপর্ব আটি বা দেশ মানার হয়। এই ছন্দ সর প্রধান।
- মাত্রাকৃত ছব্দ: যে ছব্দে যুগাধানি সর্বনা বিশ্লিষ্ট ভবিতে উচ্চারিত হয়ে দুমাত্রার মর্যানা পার বর্তন অনুষ্ঠাধনি একমাত্রার বলে গণনা করা হয় তাকে মাত্রাকৃত ছব্দ বলে। মাত্রাকৃত ছব্দ ধানি-প্রথন এ ছব্দে ছয় মাত্রার পর্বই অধিক। চার, পাঁচ, সাত, আট মাত্রার পর্বত এ ছব্দে পাওয়া য়য়।
- বরবৃত্ত ছন্দ: বরধ্বনির সংখ্যার উপর পর্বের মাত্রা-সংখ্যা নির্ভরশীল যে ছন্দের, তার নাম

 স্বরবত্ত ছন্দ। এ ছন্দে সাধারণত প্রতি পর্বে চারটি অক্ষর থাকে। এর লয় হবেন্দ্রত।

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২)

্ ১৩ নডেম্বর ১৮৪৭।

্রবাদ : অবিভক্ত নদীয়া (বর্তমানে বাংলাদেশের কুষ্টিয়া) জেলার কুমারখালী অন্তব্যক্তপত গড়াই নদীর তীরবর্তী লাহিনীপাড়া প্রাম।

ক্রো - মীর মোয়াজ্জেম হোসেন; মাতা : দৌলতন্নেসা।

্রুম উপন্যাস : রত্নাবতী (১৮৬৯)।

ন্ধাদ সিদ্ধুর' হিন্দি সংশ্বরণ : কবীন্দ্র বেণীপ্রসাদ বাজপেয়ী অনূদিত ১৯৩০ সালে 'বিষাদ সিদ্ধু'র জ্ঞাসংশ্বরণ প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জি

	नर ॥अ	
গ্রন্থের নাম	গ্রন্থের প্রকৃতি	প্রকাশকাল
১. রত্নবতী	উপন্যাস	২ সেপ্টেম্বর ১৮৬৯
২ গোরাই-ব্রিজ অথবা গৌরী-সেতৃ	কাব্য	২০ জানুয়ারি ১৮৭৩
৩. বসন্তকুমারী	নাটক	২ ফ্রেক্স্মারি ১৮৭৩
৪. জমিদার দর্পণ	নাটক	১ মে ১৮৭৩
৫, এর উপায় কি?	প্রহসন	28-90
৬, বিষাদ সিকু	উপন্যাস	79-97
৭. সঙ্গীত-লহরী	সঙ্গীত সম্বলন	৪ আগস্ট ১৮৮৭
৬. গো-জীবন	প্রবন্ধ	৮ মার্চ ১৮৮৯
৯. বেছুলা গীতাভিনয়	নাটক	২৩ জুন ১৮৮৯
১০. টালা অভিনয়		79.94
১১. তহমিনা		56.95
১২ নিয়তি কি অবনতি		79.99
১৩. উদাসীন পথিকের মনের কথা	আত্মজৈবিক উপন্যাস	২৯ আগন্ট ১৮৯০
38. মৌলুদ শ্রীফ	ধর্মগ্রন্থ	2006
১৫. গাজী মিয়ার বস্তানী	নকশাধর্মী উপাখ্যান	৩০ জুন ১৮৯৯
³⁰ . ব্ৰশিলমানের রাক্সালা শিক্ষা (প্রথম তিনীস)	শিত শিক্ষার পাঠ্যগ্রন্থ	7904
া বিব খোদেজার বিবাহ	কাব্য	३० ८४ १२ ३५०
ে পরত প্রানের পর্যানীরর লাভ	কাব্য	১১ আগস্ট ১৯০৫
े १९९७ (तलारमान क्रीन्सी	কাব্য	২৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৫
- Party territory reporter and the party of	কাব্য	১০ নভেম্বর ১৯০৫
	কাব্য	১৫ ডিসেম্বর ১৯০৬
A FRANCES	কাব্য	২০ জুলাই ১৯০৭
७. धननारमत जग्न	ইতিহাস	৪ আগন্ট ১৯০৮

102 cut-14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	গ্রন্থের প্রকৃতি	প্রকাশকাল
গ্রন্থের নাম		7904-7970
২১. আমার জীবনী	আত্মচরিত	১ ডিসেম্বর ১৯০১
২২. বাজীমাৎ	কাব্য	The second secon
	পদ্যানুবাদ	১২ জুলাই ১৯০১
২৩. ঈদের খোতবা	क्षीवनी	9 CM 7970
২৪. বিবি কুলসুম	পদ্যানুবাদ	ডিসেম্বর ১৯১৫
২৫. উপদেশ	માના મુંચાન	

্রবিষাদ নিত্র' ভিন পার্বের উপন্যান। মহরম পর্ব প্রকাশিত হয় ১ মে ১৮৮৫। এর পুঠা সংখ্যা ২০৪। উদ্ধা পর্ব ১৪ আগাঁই ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত হয়। এজিন-বাধ পার্বের প্রকাশকাল ১০ মার্চ ১৮৯০। তিন প্র প্রকাশে বিষাদ নিত্র' নামে ১৮৯১ সালে প্রকাশিত হয়। 'আমার জীবনী' আত্মারবিত্তাটি ১২ খতে বিভঙ্গ

সম্পাদিত পত্ৰ-পত্ৰিকা

প্রকাশকাল	পত্রিকার প্রকৃতি
TOTAL PROPERTY.	মাসিক পত্রিকা
	সাপ্তাহিক/পাক্ষিক পত্ৰিকা
-	
	প্রকাশকাল ১৮৭৪ ১৮৯০

মডেল প্রশ্ন

- মীর মশাররক হোসেনের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ করুন।
 উত্তর: জন্ম ১৩ নভেনর ১৮৪৭ ও মৃত্যু ১৯ নভেনর ১৯১২।
- বাংলা সাহিত্যে 'গাজী মিয়া' কে?
 উত্তর : মীর মশাররফ হোসেন।
- 'রত্রবর্তী' উপন্যাসটির রচয়িতা কে? কত সালে প্রকাশিত?
 উত্তর: মীর মশাররফ হোসেন; ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত।
- 'বিষাদ সিদ্ধু' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? কোন শ্রেণীর রচনা?
 উত্তর : মীর মশাররফ হোসেন; উপন্যাস।
- "বিষাদসিদ্ধু" কত খণ্ডে রচিত? কত সালে প্রকাশিত?
 উত্তর: তিন খণ্ডে। ১৮৮৫-১৮৯০ সালে প্রকাশিত হয়।
- "বিষাদসিক্ষু' উপন্যাসের বিষয়বন্ত কি?
 উত্তর : কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা।
- 'জমিদার দর্পণ' নাটকটি কার রচনা? কত সালে প্রকাশিত হয় ?
 উত্তর : মীর মশাররফ হোসেন; ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত হয় ।
- 'রত্ববতী' ও 'বসস্তকুমারী' নাটকের রচয়িতা কে?
 উত্তর : মীর মশাররফ হোসেন।
- ভমিদার দর্পণ' কোন শ্রেণীর রচনা?
 উত্তর: নাটক।

- ্রপ্র উপায় কি' ও 'ভাই ভাই এইতো চাই' গ্রন্থদন্তের রচয়িতা কে? কোন শ্রেণীর রচনা? ক্ষুত্র : খার মশারবফ হোসেন; গ্রহসন।
 - শ্লীর মশাররফ হোসেনের প্রবন্ধগুলোর নাম লিখুন। জন্তর : গো-জীবন, আমার জীবনী, বিবি কুলসুম।
 - ভন্তর : গো-জাবন, আমার জাবনা, াণাণ কুলসুর শ্ববি কুলসুম' কোন শ্রেণীর রচনা?
 - 'বিবি কুলসুম' কোন শ্রেণীর রচনা' ক্রুর : প্রবন্ধগ্রন্থ ।
 - ু শীর মশাররফ হোসেনের 'গোজীবন' কোন ধরনের রচনা।
- ১৪, 'আমার জীবনী' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
- উত্তর : মীর মশাররফ হোসেন।

 ক্র রাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম ঔপন্যাসিকের নাম ও পরিচয় উল্লেখ করুন?
- ভাৰতে নাম নামিত্ৰত প্ৰথম মুসলিম উপন্যাগিক মীর মুশারবাহ হোসেনের জন্ম কুটিয়ার জাইনীপাড়া থাবে ১৩ নতেবর ১৮৪৭ জ্বিটারে। তিনি উপন্যাগিক, নাটাগোর ও প্রাথমিক। তিনি ১৮৬৬১ সালে 'বস্কুবন্টা' উপন্যাগিটি রাচনা করেন, যা বাংলা সাহিত্যে মুসলিম রচিত প্রথম জন্মান। ভারে বিয়াভে উপন্যাস বিধান-সিম্বু (১৮৮৫-১৮৯০)।
- ১৯ মীর মশারবক হোলেদের অমর গ্রান্থ বিষাদনিক্ত সম্পর্কে ধারণা দিন। উত্তর: ইতিহাস আশিত উদ্দাাদ বিষাদ-দিক্ত ও থাও মতি । ইমাম হাসান ও হোলেদের সঙ্গে মধ্যেক অধিপতি মাবিয়ার একমার পুর এতিদের কারবার আন্তরের রকক্ষণী ফুভ এবং ইমাম হলাদ-হোলেদের কর্মশ মৃত্যু ও উদ্দালের মূল উপজীবে।
- प्रश्निम लिक्नु 'अङ्ग नारम्ब जारुशर्व जुविका लिन ।
 क्रिका : प्रश्निम ओडिश ७ अर्जुरिक स्वर्त विधानमम कास्त्री अवलबान मेत ब्रमानसक रहारान डाम्मा क्रिका : प्रश्निम ओडिश ७ अर्जुरिक स्वर्त विधानमम कास्त्री अर्क्षिण ।
 अर्ज्ञान निवासिक्त 'साम्मा क्रमान कालिस अर्क्षिण ।
 क्षेत्र शामानरू रूणां कवा । स्व विश्वकाराण आव हेसाम (शामानस्य प्रतान निवासिकाराम्य निवासिकाराम कालिस कालिस अर्ज्ञान ।
 क्षित्रकार रूणां कवा । स्व करवामा आवादा ।
 अत्राद्ध अर्ज्ञान अर्ज्ञान ।
 स्वामानस्य कार्सिमीय आरम्बराव आर्थित ।
 अत्राद्ध निवासमम् कार्सिमीय आरम्बराव स्वामी अर्ज्ञान मामकवान स्वारष्ट विधाननिक्तृ ।
- শৈ মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্যজীবনের প্রথম দিকের রচনাগুলো কোন পত্রিকায় প্রকাশিত ইত্যে? এর সম্পাদক কে ছিলেন?
 - উত্তর : মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্য জীবনের প্রথম দিকের রচনাগুলো প্রকাশিত হতো আমবার্তা অফশিকা ও সংবাদ প্রভাকর পরিকায়। পত্রিকা দুটোর সম্পাদক ছিলেন-কান্তলে হরিনাথ ও ঈশ্বরচন্দ্র গুও।
- ³⁶ নার মশাররফ হোসেদের পরিচয় দিন। সাহিত্যে তার অবদান উল্লেখ করন্দ।

 ইবর : মীর মশাররফ হোসেদের জন্ম কুছিয়ার লাহিনীপাড়া। তিনি ছিলেন একাধারে

 উপান্যাকির, নাটাররও প্রাবিক্তন। বিষম্যুগের অনাতম প্রধান গানাশিল্পী ও উনিশ শতকের

 উলি মুক্তমান সাহিত্যিকদের পূথিক্ ছিলেন তিনি। তার রচিত প্রথম উপান্যান 'রহুরতী'।

 ইবর্তী অব্যান্তর্ভার কর্মান কর্মিক প্রতিক্র ভিলেন তিনি। তার রচিত প্রথম উপান্যান 'রহুরতী'।

 ইবর্তী অব্যান্তর্ভার কর্মান ইবর্তি প্রাবিক্র ভিলেন তিনি। তার রচিত প্রথম উপান্যান 'রহুরতী'।

 ইবর্তী উল্লেখনোগা রচনা হক্তে 'থাবাই-বিজ', 'বনজকুমারী', 'জমিনার দর্পণ', 'এর উপায় কি',

'বিষাদ-সিন্ধু', 'গো-জীবন', 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', 'গাজী মির্যার বস্তানী', আনুত্র জীবনী', 'আমার জীবনী জীবনী বিধি বৃক্তমুন্ধ 'ইত্যাদি। এর মধ্যে 'বিষাদ-সিত্তু' তার ক্ষা বিষ্কৃতিক বিষ্কৃতি কালার মুসনামান সমাজের সীত্র অর্থ-সভাগির জড়তা দূর করে আধুনিক ধারায় ও সিত্রে সাহিত্য চর্চার মন্ত্রপাত ঘটে তাঁর শিশ্বকর্মেস মাধ্যমেই।

২০. মীর মশাররফ হোসেন-এর দুটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম লিখুন।

উত্তর : মীর মশাররফ হোসেনের দুটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ হচ্ছে– ১. আমার জীবনী; ২. বিবি কুলনুষ

২১. 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' কার লেখা এবং কি ধরনের রচনা?

উত্তর: "উদাসীন পথিকের মনের কথা" রচমিতা মীর মশাররক হোসেন। এটি একটি উপাদা যার প্রকৃতি হচ্ছে ইতিহাস-আদিত উপাধানধর্মী। এটি একাশ হয় ২৬ আগণ্ট ১৮৬০। উন্দাহ পরিক' এই ছলামে মশারমক হোসেন বাজিগতা জীবনের শতিমুহিতে স্থার পারিবারিক ইতিন্তু-ও সমসামায়িক বান্তব ঘটনার চিত্র ভূগে ধরেনের এ এছে। প্রকৃতপক্ষে এটিকে উপাদাস কিছ আত্মজীবানীফুলক বচনা এর কোনোটিই কলা যার লা বহং কলতে হয় এছটি পেশবেন আভাজীত, নির্ভাৱ কভিপের বার্ম্বর ও বান্তানিক পরাম হিশালে উপাদাসস্থাত সাহিত্যিক উপাস্থাপন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং বিশ্বের প্রথম শ্রেনীর কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে অনাতম। ৪৮ একই সঙ্গে কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রথমকার, সিফাবিন, ভাষাবিন, নাট্যকার, গীতিকার, সুরকার, গাঙ অভিনেতা, নাট্যপ্রযোজক, চিত্রশিল্পী ও সাশিনিক ছিলেন। আদর্শবাদী ও মানবকারনী এটি

মহাপুরুষ মানবকল্যাণ ও সুন্দরের অম্বেষায় আজীবন সাধনা করে গেছেন।

জন্ম : ৭ মে ১৮৬১ (২৫ বৈশাখ, ১২৬৮) কলকাতার জোড়াসাঁকোর সদ্রান্ত ঠাকুর পরিবার। পিতা ও মাতা : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সারদা দেবী।

জন্যক্রম : বাব-মার চতর্দশতম সম্ভান এবং অষ্টম পুত্র।

শিক্ষা : বিভিন্ন শিক্ষকদের তন্ত্রবধানে স্বপৃত্রে প্রাথমিক শিক্ষার হাতেগাঁও। একপ কাবকাতার ওবিরেটকাল সেমিনারি, নর্যাল কুল, বেলল একাতেমী ও নেন্ট জেনিয়ার্ন পুলে পর্কার কোথাও মন বাসেনি। শেষ পর্বস্ত আবার বাড়িতেই পড়াপোনার বাবস্তা। ১৮৮৮ সালা বেক্ষা সতোহানাথ সুক্রবের সন্তে প্রথমে ইংল্যান্ড গমন। সোধানে কিছুদিন ব্রাইটনে এবং পারে লভক ইউনিভানিটি কলেজে মান ভিন্নেক ইংল্যান্ড গমন। নিম্নান কিছুদিন ব্রাইটন এবং পারে লভক ইউনিভানিটি কলেজে মান ভিন্নেক ইংল্যান্ড গমন। বিশ্ব দেড় বছর পর পিতার নির্দেশ শিক্ষ অসম্পন্ন রোক্ত খালেশ ফিরে আনেন (১৮৮০)। বিভীয়বার ইংল্যান্ড যাত্রা করেন ব্যারিকটার পর্বন্ত উচ্চেশ্যা (১৮৮১)। বিজ্ঞ শিক্ষা সমান্ত করেনি।

লেখালেখির সূচনা; আট বছর বয়লে জবিতা রচনার সূত্রপাত। তেরো বছর বয়লে প্রথম বর্ববর প্রথম হয় 'অমৃত্বভাজার' নামে একটি ছিভাবিক পত্রিকায় (১৮৪৪)। কবিতাটির নাম 'ছিক্মেনার উপহার'। বিবাহ: : মানোরের ভবারিনী দেবীর সাথে; ১৮৮৩ সালের ৯ ডিসেম্বর। পরে খবসবারিত তার ব বনলা রাখা হয়ে দুর্ঘালিনী দেবী।

শান্তিনিকেতন : ববীস্ত্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বীরভূম জেলার বোলপুরে শান্ত-নির্ভল ছার্লি বিষা জমি ক্রয় করে সেখানে একটি একতলা বাড়ি নির্মাণ করে এর নাম দেন শান্তিনিকে ্রান্ত্রনাথ দেখানে ১৯০১ সাল থেকে পাকাপাকিভাবে বসবাস তক্ষ করেন। দেখানে তিনি 'ব্রক্ষচর্যান্ত্রম' ব্যায় একটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন (১৯০১)। পরবর্তীকালে এটাই বিশ্বভারতী উল্লোলয়ে ব্লপ পায় এবং শিল্প-সংস্কৃতির পীঠন্তানে পরিণত হয় (১৯২১)।

ানানীতি ও সমাজকল্যাণ : উদিশ শতকের শেখাণে ও বিশ শতকের জন্য নিকে বেশ ক'বছর রাজনাথ সক্রিমভাবে রাজনীতি ও সমাজকল্যাণ্যনূদক কর্মকাহে অপশ্রহণ করেন। ১৯০৫ সালে ব্যক্তক্ষ হলে বরীন্ত্রশাথ এর বিকল্প সভান্মিতিতে বকুতা, এবন্ধ ও দেশাথোবাথক সঙ্গীত ভ্রমান । ক্রিমভাব পরবাধিক ক্রমান ১৯৯৫ কি শোখাবাথক সঙ্গীত ভ্রমান । বিশ্বনাধিক করেন বিশ্বনাধিক বিকল্প করেন। ১৯৯৯ বালি কর্মান বিশ্বনাধিক বিশ্বনাধিক বিকল্প করেন। একিয়ানবাধানাথানাথা হতালারের প্রতিবাদে বিশিশ্যন প্রদন্ত স্থানি বর্ত্তনা ও ক্ষোভ করেন। আলিয়ানবাধানাথা হতালারের প্রতিবাদে বিশিশ্যন প্রদন্ত স্থানি বর্ত্তনা করেন বিকল্প করেন। আলিয়ানবাধানাথা হতালারের প্রতিবাদে বিশিশ্যন প্রদন্ত স্থানিক বিশ্বনাধিক বিশ্বনাধিক বিশ্বনাধিক বিশ্বনাধিক বিশ্বনাধিক বিশ্বনাধিক বিশ্বনাধিক বিশ্বনাধিক সক্রমান বিশ্বনাধিক সক্রমান বিশ্বনাধিক বিশ্বনাধিক বিশ্বনাধিক বিশ্বনাধিক সক্রমান বিশ্বনাধিক সক্রমান বিশ্বনাধিক সক্রমান বিশ্বনাধিক সক্রমান বিশ্বনাধিক সক্রমান বিশ্বনাধিক সক্রমান বিশ্বনাধিক বিশ্বনাধিক সক্রমান বিশ্বনাধিক বিশ্বনাধিক সক্রমান বিশ্বনাধিক সক্রমান বিশ্বনাধিক সক্রমান বিশ্বনাধিক সক্রমান বিশ্বনাধিক সক্রমান বিশ্বনাধিক সক্রমান বিশ্বনাধিক বিশ্বনাধিক সক্রমান বিশ্বনাধিক সক্রমান বিশ্বনাধিক সক্রমান বিশ্বনাধিক সক্রমান বিশ্বনাধিক সক্রমান বিশ্বনাধিক সক্রমান বিশ্বনাধিক বিশ্বনাধিক সক্রমান বিশ্বনাধিক সক্রমান বিশ্বনাধিক বিশ্বনাধিক সক্রমান বিশ্বনাধিক বিশ্বনাধিক সক্রমান বিশ্বনাধিক সামান বিশ্বনাধিক সক্রমান বিশ্বনাধিক সামান সক্রমান বিশ্বনাধিক সক্রমান বিশ্বনাধিক সক্রমান বিশ্বনাধিক বিশ্বনাধিক সক্রমান বিশ্বনাধিক সক্র

নোবেল পুরন্ধার: ১৯১২ সালে তার গীতাঞ্জলি কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ (Song Offerings) প্রমাশিত হলে ইউরোপ-আমেরিকায় ব্যাপক প্রশংসিত হয়। করিপ্রতিভা বিশ্ববীকৃতি অর্জন করেন ১৯১৩ সালে নোবেল পুরন্ধার প্রান্তির মাধ্যমে।

গ্রহাৰণো : ববিদ্রানাথ তাঁর আশি বছরের জীবনে আনৃত্যু রচনা করেছেন বহু কবিতা, গান্ত, উপন্যাস, নাটক, অহণ, জান্দী, প্রবন্ধ, সদীত, পারকৌসহ, আছার প্রাঃ । ববীদ্রানাথের বিশাল সাহিত্যভাগ্যরের মধ্যে রয়েছে কেটি কবেয়াছ, বান্তি গাঁলিকের বহু আর তাঁর রচিত গানের সকলা ২,২২২টি। এছাড়া ভার অভিত তিরাবলীর সংখ্যা প্রায় দুরাজার। ব্যবহা ২১৯৪১ সালালে ৭ আগস্ট (২২ শাল্য ,১৩৪৮)।

সাহিত্যকর্ম

বীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের পরিচয় নিচে উল্লেখ করা হলো

কাব	J	শিরোনাম	প্রকাশকাল
শিরোনাম	প্রকাশকাল	১২. চৈতালী	7975
১. কবিকাহিনী	22.42	১৩. বলাকা	2926
२. दनपूज)bbo	১৪. পূরবী	2245
০. সন্ধ্যাসঙ্গীত	7995	১৫. পুনশ্চ	১৯৩৬
8. প্রভাতসঙ্গীত	०४४८	১৬. প্রান্তিক	4066
হ. কড়ি ও কোমল	১৮৮৬	১৭. সেজুঁতি	40%
५. यानभी	25%0	১৮. নবজাতক	2980
৭. সোনার তরী	79-98	১৯. সানাই	7980
र हिन्ता	अध्यद	২০. রোগশয্যায়	7987
े, कश्चना	2900	২১. আরোগ্য	7987
১০. ক্ষণিকা	2900	২২. জন্মদিনে	7987
33. গীতাগুলি	2920	২৩. শেষ লেখা	7987

- রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্ত 'কবিকাহিনী' (১৮৭৮)।
- রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় প্রকাশিত কাবাগ্রন্থ 'বনফল'(১৮৮০)।
- क्ष्यम जीवत्न तवीलुनात्थत्र मर्वात्भक्ता উল्लেখযোগ্য कविछा 'निर्वातत्र अनुछक्र'।
- 'গীতাঞ্জলি' কাব্যপ্রান্তে মোট ১৫৭টি কবিতা ও গান আছে।
- ্র রবীন্দ্রনাথের 'তীর্থযাত্রী' কবিতাটি T.S. Eliot-এর 'The Journey of the Magi' -এর অনুবাদ
- 🗆 রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্বাক্ষরযুক্ত প্রকাশিত কবিতা 'হিন্দুমেলার উপহার' (১৮৭৫)।

উপন্যাস

শিরোনাম	প্রকাশকাল	শিরোনাম	প্রকাশকার
১. বৌঠাকুরাণীর হাট	2640	৭. ঘরে-বাইরে	3836
২, রাজর্ষি	2009	৮. যোগাযোগ	2959
৩. চোখের বালি (মনস্তান্ত্রিক উপন্যাস)	८००४८	৯. শেষের কবিতা	2959
৪. নৌকাড়বি	১৯ <i>०</i> ७	১০. দুই বোন	००४८
৫. গোরা	2920	১১. মালগ্ধ	०० ८८
৬. চতুরঙ্গ	2976	১২. চার-অধ্যায়	3508

- ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় (১৮৭৭-৭৮)।
- 🗆 গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩)।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তান্তিক উপন্যাস 'চোখের বালি'।

প্রবন্ধ

শিরোনাম	প্রকাশকাল	শিরোনাম
১. বিবিধ প্রসঙ্গ	2500	১১. শিক্ষা
২. আত্মশক্তি	3064	১২. শব্দতত্ত্ব
৩. ভারতবর্ষ	2006	১৩. সংকলন
৪, সাহিত্য	2509	১৪. মানুষের ধর্ম
৫. বিচিত্র প্রবন্ধ	2009	১৫. সাহিত্যের পথে
৬. আধুনিক সাহিত্য	P066	১৬. ছন্দ
৭, প্রাচীন সাহিত্য	3809	১৭. কালান্তর
	3007	১৮. বাংলা-ভাষা-পরিচয়
৮. লোকসাহিত্য	1909	১৯ সভ্যতার সংকট
৯. স্বদেশ	7904	🗆 त्रवीलनारथंत श्रथम श्र
১০. সমাজ	7904	'বিবিধপ্রসঙ্গ' (১৮৮৩)।

শুকাশিত প্রকর্মই

ছোটগল্প			
भद्धानाम	প্রকৃতি	প্রকাশকাল	
জিখারিণী	ছোটগল্প	26.48	
ব্রস্তর্গর প্রথম বত্ত	ছোটগল্প গ্রন্থ	2900	
ালাগাড় বিতায় খণ্ড	ছোটগল্প গ্রন্থ	১৯২৬	
্বাল্লগুড়ি তৃতীয় খণ্ড	ছোটগল্প গ্ৰন্থ	2829	
গুলভাছে চতুর্থ খণ্ড	ছোটগল্প গ্ৰন্থ		
৬. গল্পসল্ল	ছোটগল্প গ্ৰন্থ	7987	
৭ তিন সঙ্গী	ছোটগল্প গ্রন্থ	7987	
, ঘাটের কথা	ছোটগল্প	79.48	
, রাজপথের কথা	ছোটগল্প	7228	
१०. पूर्णे	ছোটগল্প	2000	
১১. দেনা পাওনা (প্রথম সার্থক ছোটগল্প)	ছোটগল্প	2290	
১২. একরাত্রি	ছোটগল্প	19 H 14 - 15 -	
১০, মহামায়া	ছোটগল্প	B 0000-000	
৪৪, সমাপ্তি	ছোটগল্প		
০. মাল্যদান	ছোটগল্প	-	
৬, মধ্যবর্তিনী	ছোটগল্প		
১৭, শান্তি	ছোটগল্প	1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	
১৮. প্রায়ন্চিত্ত	ছোটগল্প	-	
১৯. মানভগুন	ছোটগল্প	-	
২০. দুরাশা	ছোটগল্প	-	
২১. অধ্যাপক	ছোটগল্প	-	
२२ नष्टमीफ	ছোটগল্প	-	
২৩. ন্ত্রীর পত্র	ছোটগল্প	_	
रे8. द्रविवाद	ছোটগল্প	-	
रेश. (नयकथा	ছোটগল্প		
१७. न्यायतिवेती	ছোটগল্প	-	
२१. रावधान	ছোটগল্প	-	
. व्याच पर क्लोप्स	ছোটগল্প	-	
. । भिन्न	ছোটগল্প	-	
०. क्यांस्थ	ছোটগল্প	-	
ं। देशही	ছোটগল্প	-	
०६ हुछ। विम बाला–२३	ছোটগল্প		

শিরোনাম	প্রকৃতি	প্রকাশকার
৩৩. পোস্টমান্টার	ছোটগল্প	- AM
৩৪, কাবুলিওয়ালা	ছোটগল্প	-
୦୯. ଓଡ଼ା	ছোটগল্প	-
৩৬, অতিথি	ছোটগল্প	- 128
৩৭. আপদ	ছোটগল্প	
৩৮. গুপ্তধন (অতি প্রাকৃত)	ছোটগল্প	-
৩৯, জীবিত ও মৃত (অতি প্রাকৃত)	ছোটগল্প	-
৪০. নিশীথে (অতি প্রাকৃত)	ছোটগল্প	-
৪১. মণিহারা (অতি প্রাকৃত)	ছোটগল্প	-
৪২. ক্ষুধিত পাষাণ (অতি প্রাকৃত)	ছোটগল্প	-

- □ রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প 'ভিষারিনী' (১৮৭৪)।
 □ রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্পসংগ্রহের নাম 'ছোটগল্প' (১৮৯৩)।
- त्रवाञ्चमाद्यत्र ययम गृष्ट्रगच्याद्य ।
 त्रवीञ्चमाध्दक वला इस वाश्ला (छाँछेभद्धत छनक ।

ভ্ৰমণ কাহিনী

শিরোনাম	প্রকৃতি	প্রকাশকাল
১. রাশিয়ার চিঠি	ভ্রমণকাহিনী	7979
২. যুরোপপ্রবাসীর পত্র	ভ্রমণকাহিনী	2002
৩. জাপান যাত্রী	ভ্ৰমণ কাহিনী	7979
৪. পারস্যে	ভ্ৰমণ কাহিনী	7907

আত্মজীবনী

Chambridge	প্রকৃতি	প্রকাশকাল
শিরোনাম	আত্মজীবনী	7975
১. জীবনস্মৃতি	আত্মজীবনী	7980
২. ছেলেবেলা ৯. চনিবেপজা	जीवनी	7909

নাটক, গীতিনাট্য ও প্রহসন

	প্রকৃতি	প্ৰকাশকাশ
শিরোনাম		2002
১. বাল্মীকি প্রতিভা	নাটক	
২. কালমৃগয়া	গীতিনাট্য	22.25
৩. মায়ার খেলা	নাটক	29.99
৪ চিত্রাঙ্গদা	নৃত্যনাট্য	72.95
৫ গোড়ায় গলদ	প্রহসন	74.95

নরোনাম	প্রকৃতি	প্রকাশকাল
, বিসর্জন	নাটক	79.97
প্রায়ণ্ডিও	নাটক	6066
রাজা	নাটক	7970
, অচলায়তন	নাটক	2925
০, ডাকঘর	নাটক	7975
১. काइनी	নাটক	७८ ६८
১২, বসত্ত	গীতিনাট্য	2950
৩. রক্তকরবী	নাটক	3%48
৪. নটীর পূজা	নৃত্যনাট্য	১৯২৬
৫. পরিত্রাণ	নাটক	2959
৬৬. ভপতী	নাটক	2525
৭, চণ্ডাপিকা	নৃত্যনাট্য	2500
১৮. বাঁশরী	नाउँक	2500
৯, ভাসের দেশ	নৃত্যনাট্য	०० ८८
২০. শ্রাবণগাথা	नुञानांग्र	3008

্র রবীন্তুনাথের প্রথম প্রকাশিত নাটক 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১)।

🛘 রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের লেখা ১৩টি নাটকে অভিনয় করেন।

🛘 इरोलुनाथ ठाकुत काकी नकदम्न रॅंगनाभएक 'वमख' भीजिनागिणि छेटमर्भ करतन ।

নডেল প্রশ্ন

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ লিখুন।

উল্লব : জন্ম ৭ মে, ১৮৬১ সাল (২৫ বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাঞ্চ) ও মৃত্যু ৭ আগস্ট, ১৯৪১ সাল (২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাঞ্চ)।

🌯 ববীস্ত্রনাথ ঠাকুর কত সালে নোবেল পুরস্কার পান?

উন্তর : ১৯১৩ সালে।

^{৩, শান্তিনিকেতন} কত সালে এবং কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর : ১৯০১ সালে; বোলপুরে।

8. 'গীতাঞ্জিপ' কাব্যগ্রান্থ রবীন্দ্রনাথ কার সহযোগিতায় অনুবাদ করেন?

উন্তর : W. B. Yeats-এর সহযোগিতার অনুবাদ করেন।

ই রবীপ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি? কত সালে কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
উত্তর: কবি কাহিনী; ১৮৭৮ সালে 'ভারতী' পত্রিকায়।

কত বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য বনমূল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়?

উত্তর : ১৫ বছর বয়সে।

- রবীস্ত্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতা কোনটি এবং কত সালে প্রকাশিত হয়?
 উত্তর : হিন্দু মেলার উপহার; ১২৮১ বঙ্গাদে (১৮৭৪ সালে)।
- ৮. ভানুসিংহ ঠাকুর কার ছন্মনাম? উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছন্মনাম।
- ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' কোন জাতীয় রচনা? রচয়িতা কে?
 ভত্তর : গীতিকাব্য সংকলন। রবীশ্রনাথ ঠাকুর।
- ব্রজবুলি ভাষায় রবীন্দ্রনাথ কোন কাব্যটি রচনা করেছেন?
 উত্তর : ভানুসিংহ ঠাকরের পদাবলী।
- ১১. ভারত সরকার কত সালে রবীন্দ্রনাথকে 'স্যার' বা 'নাইটছড' উপাধি দান করে? উত্তর : ১৯১৫ সালের ৩ জুন।
- ১২. রবীস্ত্রনাথ বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতটি কার গানের সুরের অনুসরণে লিখেছিলেন? উত্তর : গগন হরকরার সুরের অনুসরণে রচনা করেন।
- ১৩. রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত পত্রিকাতলোর নাম কি? কত সালে প্রথম প্রকাশিত হয়? উত্তর : সাধনা, (১৮৯৪), ভারতী (১৮৯৮), বঙ্গদর্শন (১৯০১), তত্ত্ববোধিনী (১৯১১)।
- ১৪. কোন কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পর বিষ্কিমচন্দ্র রবীপ্রনাথকে জয়মাল্য উপহার করেন?
 উত্তর : সক্ষাসঙ্গীত। এটি ১৮৮২ সালে প্রকাশিত হয়।
- ১৫. ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ কোন গানটি রচনা করেন? উত্তর : বাংলার মাটি বাংলার জল।
- ১৬. রবীস্ত্রনাথকে কত সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে? উত্তর : ১৯৪০ সালে।
- ১৭. রবীন্দ্রনাথের মা ও বাবার নাম কি?
 উত্তর : মা সারদা দেবী ও বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- ১৮. রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোন ছড়াটিকে 'শৈশবের মেঘদৃত' নামে অভিহিত করেছেন? উত্তর : বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান।
- ১৯. রবীন্দ্রনাথের মতে, তাঁর জীবনে কোনটি আদি কবির প্রথম কবিতা? উত্তর : বিদ্যাসাগরের 'জল পড়ে পাতা নড়ে'।
- ২০. রাশিয়ার সাহিত্যিক ও গবেষক রবীন্দ্রনাথকে কার সঙ্গে তুলনা করেছেন? উত্তর : লিও তলপ্তর।
- ২১. ঠাকুর পরিবারের আসল পদবি কি ছিল? উত্তর : কুশারী।
- ২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কে 'গুরুদেব' সম্মানে ভূষিত করেন? উত্তর : মহাত্মা গান্ধী।
- ২৩. রবীন্দ্রনাথকে প্রথম কে 'বিশ্বকবি' বলে সম্মানিত করেন? উত্তর : ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

- ্ব্ৰবিকক্ষ' তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নেই'।— এটি কার উক্তি?
- াএনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ ব্রুপে তাই ভূমি করে গোলে দান।— উক্তিটি কার? কার উদ্দেশ্যে উক্তিটি করেছিলেন? ব্যুবন : ববীলোথের। চিত্তরন্তন দাসের উদ্দেশ্যে।
- আমি মুখ হরেছি তোমার কবিতা তনে। তুমি যে বিশ্ব বিখ্যাত কবি হবে তাতে কোন সপেহ লাই' — কার উদেশ্যে ববীন্দ্রনাথ এ উক্তি করেছিলেন?
- স্তন্তর : কবি কাজী নজকল ইসলামের উদ্দেশ্যে।
 ১৪ ভাষার প্রাঙ্গণে তব, আমি কবি তোমারি অতিথি'। কার উদ্দেশ্যে রবীস্ত্রনাথ এ উক্তি করেছিলেন?
- ছন্তর : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের। ১৮ ববীল্রনাথ কাকে বলেছিলেন, আমাদের সাহিত্য জগৎ চায় আপনার অনশন ভঙ্গ হোক'।
- উপ্তর : কাজী নজকণ ইসলামকে। ১৯ ধৰীক্রনাথ ঠান্থরকে কথন এবং কে 'ভারতের মহাকবি' হিসেবে আখ্যায়িত করেন? উপ্তর : রেইজিং-এ রবীন্ত্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে চীনা কবি চি-সি-লিজন রবীস্থানাথকে 'ভারতের
- মহাকবি হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন।

 ১৯ রখীন্দ্রমান ঠাকুরাকে কত সালে এবং কিভাবে অন্তাহোত বিশ্ববিদ্যালয় ভট্টটো ডিটা প্রদান করে?

 উত্তর : ১৯৪০ সালে অন্তাহেলত বিশ্ববিদ্যালয় শাভিনিকেতনে একটি বিশেষ সমাবর্তনের

 অ্যান্নাচন করে বাধীন্দ্রশাখ ঠাকুরাকে ভটারটো ডিটা প্রদান করে।
- ত্য, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোন কবিতায় হরিপদ কেরানির প্রসঙ্গ এনেছেন? উত্তর - বাঁলী।
- ৯২ রবীস্ত্রনাথ লন্তনের টিউব-রেলে বেড়ানোর সময় কোন কাব্যগ্রন্থের পার্পুলিপি হারিয়েছিলেন?
 উত্তর : ইথরেজি গীতাঞ্জলির পার্পুলিপি।
- ৩০ রবীস্ক্রনাথের শেষ কবিতাটি তিনি কাকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন? উত্তর : শীমতি বাণীচন্দ।
- ^{অ.} কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে রবীস্ত্রনাথ 'প্রশ্ন' কবিতাটি লিখেছিলেন? ^{উত্তর} : ১৯১৩ খ্রিস্টান্দে হিজলী জেলে বন্দীদের ওপর ব্রিটিশদের অভ্যাচারের প্রেক্ষিতে।
- ^{৩৫, মুৱা}স্ত্ৰনাথ কোন কবিতাটি ইংরেজিতে লিখে বাংলায় অনুবাদ করেন? ^{উত্তর} : দ্যা চাইন্ড।
- ^{৩৬, রবী}স্ত্রনাথ কোন গ্রন্থটি নামকরণ করে যেতে পারেননি?
- ^{ভক্তর}: শেষ লেখা। ^২ আনিয়ানওয়ালাবাগের যে ঘটনায় রবীস্ত্রনাথ তাঁর নাইট উপাধি ত্যাপ করেছিলেন তাঁর বর্ণনা ^{কোন} কাবাগ্রান্তে পাওয়া যায়?
 - ত্তর : 'নেবেদ্য' কাব্যগ্রন্থ।

- ৩৮. কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবে রবীন্দ্রনাথকে ডি. লিট. উপাধিতে ভূষিত করে? উত্তর : ১৬ ডিসেম্বর, ১৯১৩ সালে।
- ৩৯. রবীন্দ্রনাথ কোন কবিতাটিকে তাঁর সমস্ত কাব্যের ভূমিকা হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন? উত্তর - নির্বারের স্বপ্রভঙ্গ ।
- ৪০, 'সোনার তরী' কাব্যের 'সুপ্তোখিতা' কবিতার সঙ্গে কোন গ্রন্থের কোন গল্পের মিল লক্ষ্ণীনত উত্তর : ঠাকরমার ঝলির 'ঘুমন্তপুরী' গল্পের।
- ৪১. রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যের মূল সূর কি? উত্তর : গতিবাদ।
- ৪১ রবীন্দনাথের 'সঞ্চয়িতা' কাব্যগ্রন্তে তাঁর কটি কাব্যের কবিতা স্থান পেয়েছে? । বী০৫ • চক্ৰম
- ৪৩. রবীব্রনাথ তাঁর কোন কাব্য সম্পর্কে বলেছেন, 'কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিলেন? উত্তব • মানসী।
- 88, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোন কাব্যকে সাহিত্যের একটা অনধিকার প্রবেশের দৃষ্টান্ত' বলে অভিহিত করেছেন? উত্তর : ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীকে।
- ৪৫. রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে শোকার্ত নজক্ল কোন কবিতাটি লিখেছিলেন? উত্তব • ববি-হারা।
- ৪৬, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৃত্যনাট্যগুলোর নাম করুন। উত্তর : নটীর পূজা (১৯২৬), চিত্রাঙ্গদা (১৯৯২) চণ্ডালিকা (১৯৩৩) ও শ্যামা (১৯৩৯)।
- ৪৮. রবীন্দ্রনাথ কোন এপ্রটি কাজী নজরুল ইসলামের নামে উৎসর্গ করেন? উত্তৱ - 'বসন্ত' গীতিনাট্য।
- ৪৯. রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কোন নাট্যকার রবীন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ করে নাটক লিখেছিলেন নাট্যকর নাম কি? উত্তর : ডি এল রায়। আনন্দ বিদায়।
- ৫০. রবীস্ত্রনাথের 'অরূপ রতন' নাটকটি কোন নাটকের সংক্ষিপ্ত রূপ?
- ৫১. 'রক্তকরবী' নাটকের মূল নামকরণ কি ছিল? फ्रॅंच्च - निमनी।
- ৫২, রবীন্দ্রনাথ কোন গদ্য নাটকটি শরত্যন্দ্রকে উৎসর্গ করেছেন? উত্তর : কালের যাত্রা।
- ৫৩. 'বাশ্মীকি প্রতিভা', 'বিসর্জন' ও 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যত্রয় কে রচনা করেছেন? উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকর।
- ৫৪. 'ডাক্ষর' ও 'তাসের দেশ' রবীন্দ্রনাথের কোন ধরনের রচনা? উত্তর : সাঙ্কেতিক নাটক।

কু ব্রীস্ত্রনাথ ঠাকুরের প্রথম সার্থক উপন্যাস কোনটি?

ক্ষর : বৌঠাকুরাণীর হাট।

👸 রবীপ্রনাথ ঠাকুরের দুটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের নাম লিখুন।

ক্রমর : বৌ ঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩) ও রাজর্ষি (১৮৮৩)। 🚜 রবীজ্রনাথের কয়েকটি সামাজিক উপন্যাসের নাম লিখুন।

ক্ষমর : চোখের বালি (১৯০৩), নৌকাড়বি (১৯০৬) ও দুই বোন (১৯৩৩)।

or রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যধর্মী উপন্যাস কোনটি? ক্তন্তর : শেষের কবিতা (১৯২৯)।

🔌 রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক উপন্যাস কোনটি?

উত্তর : ঘরে-বাইরে (১৯১৬)। ১০. রবীল্রনাথ ঠাকুর কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ প্রুদত্ত 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন? ছন্তর : ১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে

 রবীস্ত্রনাথের কোন উপন্যাসটি হিন্দিতে প্রথম অনুদিত হয়? উত্তর : ব্রাজর্ষি ।

ক্রবীলনাথের কোন উপন্যাস 'এপিকধর্মী উপন্যাস' হিসেবে খ্যাত? উত্তর : গোরা ।

৬৩, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত মোট উপন্যাসের সংখ্যা কত? উত্তর : ১২টি।

৬৪. বৃদ্ধিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের তুল্য রবীন্দ্রনাথের কোন উপন্যাস? উত্তর : চোখের বালি।

৩৫. ব্রিটিশ সরকারের কারাগারে বন্দীদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ কোন উপন্যাসটি উপহার দেন? উত্তর - চাব অধ্যায়।

৬৬. কোন গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের প্রতি অপরিসীম আগ্রহের কথা বলেছেন? উত্তর : বিশ্বপরিচয় (১৯৩৭)।

৬৭. 'সভ্যতার সংকট' প্রবদ্ধটি রবীস্ক্রনাথ ঠাকুর কত সালে পাঠ করেন? উত্তর : ১৯৪১ সালে তাঁর নিজের জনদিনে।

^{৬৬, রবী}ন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধয়ন্তের নাম কি? উত্তর : কালান্তর ।

^{১৯,} বদেশ কি? এর রচয়িতা কে? উত্তর : প্রবন্ধ গ্রন্থ । বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

^{९०} মরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অতিপ্রাকৃত গল্পসমূহের নাম লিখুন।

উত্তর : অতিপ্রাকৃত শব্দের অর্ধ অলৌকিক, অনৈসর্গিক, Supernatural। তার অতিপ্রাকৃত গল্পগুলো জ্ঞা- 'হুপ্তধন', 'জীবিত ও মৃত', 'মণিহারা', 'কুধিত পাষাণ', 'নিশীথে', 'সম্পত্তি সমর্পণ' প্রভৃতি।

- ৭১. রবীস্রনাথ ঠাকরের গান কোন কোন দেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে? উত্তর : বাংলাদেশ ও ভারতের জাতীয় সঙ্গীত-এর রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর ভার 'জনগণমন' গানটিকে ভারত সরকার জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করে। অন্যদিকে আচ সোনার বাংলা' বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। এ গান রাষ্ট্রীয় উপলক্ষসমূহে বিধি অনুসারে গাতে চয় বা এর সঙ্গীত বাজানো হয়।
- ৭২, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' কবিতাটি কবে, কোন পত্রিকায় প্রকাশিত ১১৩ উত্তর : বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত 'আমর সোনার বাংলা' ১৯০৫ সালে (১৩১২ বঙ্গান্দ) ক্রেছ কবিতা হিসেবে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
- ৭৩, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' কবিতাটি বাংলাদেশের স্বাধীনক ঘোষণাপত্ৰে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হয় কত সালে? উত্তর : ২৫ চরণের এ কবিতাটির প্রথম ১০ চরণ ৩ মার্চ ১৯৭১ বাংলাদেশের স্বাধীনজ্ঞ ঘোষণাপত্রে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গহীত হয়।

৭৪. 'জীবনশ্বতি' কার আত্মজীবনী?

উত্তর : 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী। এখানে রবীন্দ্রনাথের বাল্যক্ষ থেকে পঁটিশ বছর বয়স পর্যন্ত সময়কার কাহিনী ও ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। ছোট ছোট ঘটনা চিত্র, স্বভাবের বিকাশ, অভিজ্ঞতার সঞ্চয় কিভাবে ঘটেছে তার সহজ সুন্দর আখ্যান এতে বর্ণিছ। আত্মজীবনী রচনার প্রচলিত রীতি ভেঙে রবীন্দ্রনাথ এ গ্রন্থে নতুন ধারা সৃষ্টি করেছেন।

৭৫. 'শেষের কবিতা' কোন ধরনের রচনা?

উত্তর : 'শেষের কবিতা' রবীন্দুনাথ ঠাকুরের কাব্যধর্মী উপন্যাস। এটি ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে 'প্রবাসী পত্রিকায় ছাপা হয়। ভাষার অসামান্য ঔজ্জ্বা, দৃগুশক্তি ও কবিতার দীপ্তি এ উপন্যাসটিকে এমন স্বাতস্ত্র এনে দিয়েছে, যার জন্য এ গ্রন্থটি রবীন্রনাথের বিশ্বয়কর সৃষ্টির অন্যতম। অমিত, লাবণা, কেতকী, শোভনলাল প্রমুখ এ উপন্যাসের চরিত্র। উপন্যাসটির কতিপয় বাক্য আজ প্রবাদে মর্যাদা পেয়েছে। যেমন- 'ফ্যাশনটা হলো মুখোশ, স্টাইলটা হলো মুখ্যী'। 'কালের যাত্রার ধনি প্রমিতে কি পাও' এ কবিতাটি দিয়ে উপন্যাসটি শেষ হয়েছে।

৭৬ 'রক্তকরবী' নাটকটি কোন ধরনের রচনা?

উত্তর : রক্তকরবী' নাটকটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। এটি তার একটি সাংক্তিক না^{ট্র} মানুষের সমস্ত লোভ কিভাবে জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য ও স্বাভাবিকতাকে অস্বীকার করে মানুষক নিছক যন্ত্রে ও উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণে পরিণত করে এবং তার বিরুদ্ধে মানুর্বের প্রতিবাদ কিরূপ আকার ধারণ করে তারই রূপায়ণ এ নাটক। এ নাটকে ধনের ওপর ধার্নির শক্তির ওপর প্রেমের এবং মৃত্যুর ওপর জীবনের জয়গান গাওয়া হয়েছে।

৭৭, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

উত্তর : রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলো কাব্যধর্মী। রবীন্দ্র গল্পের বিষয়বৈচিত্র্য অসাধারণ। প্রেম ও জ ভার গঙ্কের মূল উপাদান। তিনি গল্প সরাসরি আরম্ভ করেন এবং মুহূর্তের মধ্যে পাঠতের ম ঘটনাপ্রোতে মগু করেন। ঠিক মুখে বলা গঙ্গের মত সহজ স্বচ্ছন স্রোতে বয়ে চলে তার কাহিনী।

- রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলোকে কোন কোন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়? তার ২টি সাংকেতিক আটকের নাম লিখন।
- ক্ষুত্র : রবীন্দ্রনাথের নাটকের শ্রেণীগুলো হচ্ছে- গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, সাংকেতিক নাটক, সামাজিক নাটক, প্রহসন, নৃত্যনাট্য ইত্যাদি। দ্রটি সাংকেতিক নাটক– ডাকঘর, রাজা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কখন এবং কেন নাইট উপাধি বর্জন করেছিলেন?

ক্ষুত্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল নাইট উপাধি বর্জন করেন। কারণ এ দিনে ক্রমলাট আষ্ট্র-এর বিরুদ্ধে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে এক জনসমাবেশে ভারতীয়দের ওপর ন্ধিটিশ পুলিশ আকশ্মিকভাবে গুলি চালিয়ে অসহায় ব্যক্তিদের হত্যা করে। ইংরেজদের এ অত্যাচারী মূর্তি দেখে রবীন্দ্রনাথ ভাইসরয়কে এক পত্র লিখে 'নাইট' উপাধি ফিরিয়ে দেন। জ্বেখা, তিনি ১৯১৫ সালে নাইট উপাধি পান।

৮০, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

উত্তর : বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, ছোট গল্পকার, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, গায়ক, চিত্রশিল্পী, অভিনেতা, সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদ। তিনি জন্মাহণ করেন কলকাতার জোড়াসাঁকোর সম্ভান্ত ঠাকুর পরিবারে ১৮৬১ সালের ৭ মে (২৫ বৈশাখ ১২৬৮)। মূলত কবি হিসেবে তাঁর প্রতিভা বিশ্বময় খীকৃত। ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কারে ভবিত করা হয়। এশিয়ার বিদগ্ধ ও বরেণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে তিনিই প্রথম এ পুরস্কার জয়ের গৌরব অর্জন করেন। তাঁর আশি বছরের দীর্ঘ জীবনে রচনার মধ্যে রয়েছে অসংখ্য কবিতা, গান, ছেটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, ভ্রমণকাহিনী, চিঠিপত্র এবং দেশে বিদেশে প্রদন্ত বক্তৃতামালা। তিনি তাঁর দীর্ঘজীবনে নানাভাবে আমন্ত্রিত হয়ে এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার বস্তু দেশ সফর করেন। সেসব দেশে তিনি কেবল কবি হিসেবেই নন, বরং বিশ্বের জন্যতম মানবতাবাদী দার্শনিক হিসেবে স্বীকৃত হন। ১৯৪১ সালের ৭ আগন্ট (২২ শ্রাবণ ১৩৪৮) এই মহামনীষী মৃত্যুবরণ করেন।

৮১, ভানুসিংহ ঠাকরের পদাবলীর ছয়টি লাইন লিখুন।

উম্বর - আজি এ প্রভাতে ববির কর ক্যোনে পশিল প্রাণের পর

ক্ষেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাতপাথির গান!

না জানি কেন রে এত দিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ

জাগিয়া উঠেছে প্রাণ জ্বর উপলি উঠেতে বাবি

পরে প্রাণের বেদনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।

^{১৬} রবীন্ত্রনাথ ঠাকুর কোন কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা 'গীতাগুলি' ও আরো কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ থেকে বাছাই করা ^{কবিতার} অনুবাদ সংগ্রাথিত করে 'Song Offerings' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। আর এ ^{ব্যস্থতির} জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)

প্রস্থাতে নাট্যকার দীনবন্ধ মিত্রের জন্ম ১৮৩০ সালে নদীয়ার চৌবেড়িয়া গ্রামের এক দরিদ্র পরিবার গ্রামা পাঠশালার পাঠ শেষ করার পর পিতা কালার্টাদ মিত্রের তদবিরে স্থানীয় জমিদারের সোরক্ত



মাসিক আট টাকা বেতনে চাকরি লাভ (১৮৪০)। লেখাপড়ার প্রতি তার ছিল 🗞 ঝোঁক। পাঁচ বছর চাকরি করার পর পিতার অমতে তা ত্যাগ করে উচ্চতি লাভের জন্য বাডি থেকে কোলকাতায় পালিয়ে যান। সেখানে গৃহভূতোর ক্র করে জীবনধারণ ও পড়াশোনার খরচ যোগাড় করেন। প্রথমে লঙ সাফের অবৈতনিক স্থলে, পরে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের শেষ পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করে। অতঃপর হিন্দু কলেজে ভর্তি (১৮৫০) হন। কলেজের সব পরীক্ষায় বৃত্তি নাছ

করেন। কলেজের শেষ পরীক্ষা না দিয়ে ১৮৫৫ সালে ১৫০ টাকা বেতনে পাটনায় পোন্টমান্টার 🐜 চাকরি লাভ করেন। দেড় বছরের মধ্যে পোষ্টাল ইঙ্গপেক্টর পদে উন্নীত হন। নদীয়া ও ঢাকা বিভাগ দীর্ঘদিন দায়িত পালন। ১৮৬৯-১৮৭০ পর্যন্ত কোলকাতায় পোস্টমান্টার জেনারেলের সহকারী ছিলেন। ১৮৭১ সালে লুসাই যুদ্ধের সংবাদাদি ডাকযোগে পাঠানোর বন্দোবন্ত করার জন্য কাছাড় গমন করে। সে সময়ে ডাক বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল হগের অপ্রীতিভাজন হওয়ায় পোষ্টমান্টার জেনারেজর সহকারী পদ থেকে অপসারিত হন। ১৮৭২ সালে ইন্ট ইভিয়ার রেলওয়ের ইঙ্গপেক্টর পদে যোগ দেন। সাহিত্য জীবনের শুরু কবিতা দিয়ে। নাট্যকার রূপেই দীনবনদ্ধ মিত্র সমধিক খ্যাত। নীগৰু সাহেবদের বীভৎস অত্যাচারে লাঞ্ছিত নীল চাষীদের দুরবস্থা অবলম্বনে রচনা করেন 'নীল দর্শল (১৮৬০) নাটক। এটি প্রকাশিত হওয়ার পর পরই নীলকরদের বিরুদ্ধে তুমূল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। কাব্য: সুরধুনী কাব্য (১ম ভাগ-১৮৭১ ও ২য় ভাগ-১৮৭৬) ও দ্বাদশ কবিতা (১৮৭২)।

প্রহসন : সধবার একাদশী (১৮৬৬), বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬)।

নাটক : নীলদর্পণ (১৮৬০), নবীন তপশ্বিনী (১৮৬৩), লীলাবতী (১৮৬৭), জামাই বারিক (১৮৭২), কমলে কামিনী (১৮৭৩)।

মত্য : ১ নভেম্বর ১৮৭৩

মডেল প্রশ্ন

- 'নীলদর্পণ' কোন শ্রেণীর রচনা? রচয়িতা কে এবং কত সালে রচিত? উত্তর : নাটক: দীনবন্ধ মিত্র ১৮৬০ সালে রচনা করেন।
- ২ 'নবীন তপস্থিনী' ও 'জামাই বারিক' কোন শ্রেণীর রচনা? রচয়িতা কে? উত্তর : নাটক: দীনবন্ধ মিত্র।
- 'সধবার একাদশী' ও 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' কোন শ্রেণীর রচনা? রচয়িতা কে? উত্তর : প্রহসন; দীনবন্ধ মিত্র।
- বাংলাভাষায় প্রথম আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক বিষয়ে নাটক লেখেন কে? নাটকটি সালা

উত্তর : বাংলাভাষায় প্রথম আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়ে প্রথম নাটক লেখেন দীনবঞ্জ ক্রি তার রচিত এ নাটকের নাম 'নীলদর্পণ'। নাটকটি ১৮৬০ স্থিন্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাবাজারস্থ বাঙ্গালাযন্ত্রে রামচন্দ্র ভৌমিক কর্তৃক মূদ্রিত হয়েছিল। নাটকটি সর্বপ্রথম

নাছিল ঢাকার পূর্ববদীয় রঙ্গভূমির উদ্যোগে ১৮৬১ খ্রিন্টাব্দের মে মাসের শেষে বা জুন মাসের ক্রানিকে। নাটকটিতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নীলকরদের অত্যাচারে পীড়িত সাধারণ ক্রাক্রনাবনের মর্মস্তুদ চিত্র ফুটে ওঠে।

অধবার একাদশী' কোন ধরনের রচনা?

ব্রুর : দীনবন্ধু মিত্রের রচিত 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) মূলত একটি প্রহসনমলক সামাজিক আক। নাটকে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ইংরেজি শিক্ষিত নব্য যুবকদের মদাপান ও ক্রশাসক্তি তাদের জীবনে যে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল তার কাহিনী উল্লেখ আছে।

'নীলদর্পণ' কোন ধরনের রচনা?

🖛 : দ্বীনবন্ধু মিত্রের নীলকর সাহেবদের বীভৎস অত্যাচারে লাঞ্ছিত নীল চার্যীদের দূরবস্তা অবলয়নে সচিত নাটক 'নীলদর্পণ'।

স্মীলদর্পন' নাটকের সাহিত্যমূল্যের চেয়ে সামাজিক মূল্য বেশি।' –মন্তব্যটির পক্ষে কিছু লিখন। হুলর - 'নীলদর্পণ' নাটকে বাস্তব চিত্র রূপায়ণের ফলে সে আমলে নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জশব্যাপী প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচারে এ দেশে কৃষকজীবনের র্মব্বরহ অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষেত্রে এই নাটকটির গুরুত্ব অপরিসীম। তাই বলা যায়, নাটকটির সাহিত্যমূল্য যা-ই হোক না কেন, তার চেয়ে সামাজিক মূল্য অনেক বেশি ছিল।

'মীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন কে? নাটকটির প্রকাশক কে ছিলেন? উভর : ধারণা করা হয় নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত (ছর্বনাম A Native) । প্রকাশক রেভারেড জেমস লঙ।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

জন্ম কবি কাজী নজকুল ইসলাম। অন্যায়-অত্যাচার-শোষণ ও দারিদ্রোর বিক্তদ্ধে আজীবন সংখ্যামী আমাদের অন্ত্রারী কবি ঝড়ের মতো বাংলা সাহিত্য-অঙ্গনে আবির্ভূত হয়ে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন। মাত্র জনজের সাহিত্য সাধনায় এত ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা পৃথিবীর খুব কম কবিই অর্জন করেছিলেন।

। ४००८ हे एक १८ : स्वर १ छ ।

জ্জান: পশ্চিমবালোর বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুকুলিয়া গ্রাম। শিত্য ও মাতা : কাজী ক্কির আহমদ এবং জাহেদা খাতুন

নিরামপুর হাই স্থলে পাঠ : ১৯১৪ সালে। ⁸⁵ नर बाह्यान अन्दित यांशमान : ১৯১৭ সালে।

লিকভাছ আগমন : ১৯২০ সালে।

ব্যা বিষ্ণো: ১৯২১ সালে, কুমিল্লায় (সৈয়দা খাতুন ওরফে নার্গিস বেগমের

্ত্র)। কৰি ভার সঙ্গে কখনো একত্রে বাস করেননি।

^{াব্যর} শরোয়ানা জারি: ১৯২২ সালে।

বিষয় বাবে : ১৯২২ পালে রোপ্তার করে কুমিল্লা থেকে কলকাতায় আনা হয়। ৮ জানুয়ারি ্রামানত কর্তৃক সন্তাম কারাদণ্ড প্রদান করা হয় এবং ১৯২৩ সালের ১৫ ভিসেম্বর তিনি মুক্তিলাভ করেন।



দ্বিতীয় বিয়ে : ১৯২৪ সালে। স্ত্রী প্রমীলা সেনগুণ্ডা (আশালতা সেনগুণ্ডা)।

প্রথম পুত্র : বুলবুল, জন্ম ১৯২৬ সালে। মৃত্যু ১৯৩০ সালে।

অন্য দুই পুত্র : কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিক্লদ্ধ।

কবিপত্তী পক্ষাঘাতগ্ৰস্ত হন : ১৯৩৯ সালে।

কবিপত্নীর মৃত্যু : ১৯৬২ সালে।

অসম্ভ হন : ১৯৪২ সালে।

ঢাকায় আসেন : ১৯৭২ সালে। জীবনাবসান : ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট, বাংলা ১৩৮৩ সালের ১২ ভাদ

চিরনিদায় শায়িত : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ অঙ্গনে।

শিল্পী জীবন : ২৩ বছর।

প্রথম প্রকাশিত রচনা : বাউজেলর আত্মকাহিনী, 'সওগাত' পত্রিকার 'জ্যেষ্ঠ (১৩২৬) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশিত কবিতা ; মুক্তি, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় (শ্রাবণ, ১৩২৬) প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ : 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' সওগাত পত্রিকায় (কার্তিক, ১৩২৬) প্রকাশিত হয়। 'বিদোহী' কবিতা প্রকাশিত হয় : ১৯২২ সালের জানুয়ারি মাসে। লেখা হয় ১৯২১ সালের ডিসেখর মাসে।

প্রথম গ্রন্থ : গদ্য প্রবন্ধ 'যুগবাণী', ১৯২২ সালে।

নজরুল রচনাবলী : কবিতাগ্রন্থ ২২টি; কাব্যানুবাদ ৩টি; কিশোর কাব্য ২টি; উপন্যাস ৩টি; গঞ্জন্থ তটি; নাটক তটি; কিশোর নাটিকা ২টি; প্রবন্ধ গ্রন্থ ৫টি; সঙ্গীত গ্রন্থ ১৪টি। তাঁর রচিত গানের প্রকৃত সংখ্যা এখন পর্যন্ত নির্ধারণ করা যায়নি।

কাব্য : অপুরীণা (১৯২২), দোলনটাপা (১৯২৩), বিষের বাঁশি (১৯২৪), পুরের হাওয়া (১৯২৫), সাম্যবাদী (১৯২৫)।

জীবনীমূলক কাব্য : চিত্তনামা (১৯২৫), সর্বহারা (১৯২৬), ভাঙার গান (১৯২৪), ফ্রনি-মননা (১৯২৭), সিমূ-হিলেল (১৯২৭), প্রদায়-শিখা (১৯৩০), জিল্লির (১৯২৮), শেষ সওগাত (১৯৫৮), সন্ধ্যা (১৯২৯), চক্রবাক (১৯২৯), নজ চাঁদ (১৯৪৫), সঞ্চিতা (১৯২৮), মক্র-ভান্ধর (১৯৫৭), ঝড় (১৯৬০)।

কিশোর কাব্য : ঝিডেফুল (১৯২৬), সাত ভাই চম্পা।

উপন্যাস : বাঁধন হারা (১৯২৭), কুহেলিকা (১৯৩১), মৃত্যুক্ষ্পা (১৯৩০)।

গল্প্যন্থ : ব্যথার দান (১৯২২), রিভের বেদন (১৯২৫), শিউলিমালা (১৯৩১)।

নাটক : ঝিলিমিলি (১৯৩০), আলেয়া (১৯৩১), মধুমালা (১৯৫৯)।

প্রবন্ধ : যুগবাণী (১৯২২), রূদ্রমঙ্গল (১৯২৩), রাজবন্দীর জবানবন্দী (১৯২৩), দুর্দিনের হ (১৯২৬), ধুমকেতু (১৯৫৭)। গান ও স্বরাপিনে বই : বুলবুল (১৯২৮), চোলের চাতক (১৯৩০), চন্দ্রবিন্দু (১৯৩০), নজকল গীতিকা (১৯

নজকল স্বরালিপি (১৯৩২), সুর-মুকুর (১৯৩৪), গুলবাগিচা (১৯৩৪), সুরদাকী (১৯৩১), সুরলিপি (১৯৩৪) কাব্যানুবাদ : রুবাইয়াত-ই-থাফজ (১৯৩০), রুবাইয়াত-ই-ওমর বৈয়াম, কাব্যে আমপার।

চিত্র-কাহিনী : বিদ্যাপতি, সাপুডে।

্রভার : বলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'জগন্তারিণী স্বর্ণপদক' (১৯৪৫), ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভ্যবণ' ্রতিত), রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ভি-লিট' (১৯৬৯), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ভি-লিট' ্রেৰ৪) ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'একুশে পদক' (১৯৭৬)।

প্রনাবসান : ১২ ভাদ ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ (২৯ আগন্ট ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ)

কাজী নজকুল ইসলামের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ কত?

জনর : জন্ম ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ (২৪ মে, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ) ও মৃত্যু ১২ ভাদ্র, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ (২৯ আগষ্ট, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ)।

ু কবি নজকুল ইসলামের প্রথম রচনা কোনটি?

উত্তর : বাউগ্রেলের আত্মকাহিনী।

🌲 কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম কবিতা কোনটি? কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? ক্ষার - মক্তি। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে মুসলিম সাহিত্য পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কত সালে কবি নজরুলকে 'জগন্তারিণী পদক' প্রদান করে? উত্তর : ১৯৪৫ সালে।

লভকলের বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতা কত সালে, কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? উন্তর : ১৯২১ (১৩২৮ বঙ্গাব্দ) 'সাপ্তাহিক বিজলী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৬. নজকল ইসলামের প্রথম রচনা 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' কত সালে কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? ট্রন্তর - ১৩১৬ বঙ্গাব্দ 'সপগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৭. 'সাম্যবাদী' নজকল ইসলামের কোন শ্রেণীর রচনা? কত সালে প্রথম প্রকাশিত হয়? উত্তর : কবিতা। ১৬ ডিসেম্বর ১৯২৫ 'লাঙ্গল' পত্রিকার প্রথম প্রকাশিত হয়।

শূর্মকল ইসলাম কত সালে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভ করেন? जिल्ला: ১৯৭५ मारल ।

৯. নজকলের প্রথম কাব্যগ্রন্তের নাম কি? কত সালে প্রকাশিত হয়? উত্তর : অগ্নিবীণা, ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়।

^{১০}. কাজী নজরুল ইসলামের মোট প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা কত?

उत्ता: क्या

¹³. নজরুলের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য কি?

ত্তির : সংস্কার ও পরাধীনতার শৃঙ্গল থেকে মুক্তি।

^{১২} নজকুল ১৯৪০ সালে কোন পত্রিকা সম্পাদনা করেন? উত্তর : দৈনিক নবযুগ।

্বিক্তিব ইসলাম কত সালে ধূমকেতু পত্ৰিকায় কোন কোন কবিতা প্ৰকাশের জন্য এক বছর কারাবরণ করেন? উত্তর : ১৯২২ সালে 'আনন্দময়ীর আগ্মনে' এবং 'বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ' নামক কবিতা প্রকাশের জন্য।

^ম ব্যাহিত পুনরায় কোন কবিতা রচনার জন্য কত সালে ৬ মাস কারাবরণ করেন?

জ্জা : 'প্রলয়-শিখা' রচনার জন্য, ১৯৩০ সালে।

দ্বিতীয় বিয়ে : ১৯২৪ সালে। খ্রী প্রমীলা সেনগুপ্তা (আশালতা সেনগুপ্তা)।

প্রথম পুত্র : বুলবুল, জন্ম ১৯২৬ সালে। মৃত্যু ১৯৩০ সালে।

অন্য দুই পুত্র : কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধ ।

কবিপত্রী পক্ষাঘাতগ্রস্ত হন : ১৯৩৯ সালে।

কবিপত্নীর মৃত্যু : ১৯৬২ সালে।

অসম্ভ হন : ১৯৪২ সালে।

ঢাকায় আসেন : ১৯৭২ সালে।

জীবনাবসান : ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট, বাংলা ১৩৮৩ সালের ১২ ভাদ।

চিরনিদ্রায় শায়িত : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ অঙ্গনে।

শিল্পী জীবন : ২৩ বছর।

প্রথম প্রকাশিত রচনা : বাউপ্রেলর আত্মকাহিনী, 'সওগাত' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ (১৩২৬) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশিত কবিতা : মুক্তি, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় (শ্রাবণ, ১৩২৬) প্রকাশিত হয়।

প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ : 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' সওগাত পত্রিকায় (কার্তিক, ১৩২৬) প্রকাশিত হয় 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হয় : ১৯২২ সালের জানুয়ারি মাসে। লেখা হয় ১৯২১ সালের ডিসেধর মাস।

প্রথম গ্রন্থ : গদ্য প্রবন্ধ 'যুগবাণী', ১৯২২ সালে।

নজরুল রচনাবলী : কবিতাগ্রন্থ ২২টি; কাব্যানুবাদ ৩টি; কিশোর কাব্য ২টি; উপন্যাস ৩টি; গল্পছ ৩টি; নাটক ৩টি; কিশোর নাটিকা ২টি; প্রবন্ধ গ্রন্থ ৫টি; সঙ্গীত গ্রন্থ ১৪টি। তাঁর রচিত গানের প্রবৃত্ত সংখ্যা এখন পর্যন্ত নির্ধারণ করা যায়নি।

কাব্য : অগ্নিবীণা (১৯২২), দোলনচাঁপা (১৯২৩), বিষের বাঁশি (১৯২৪), পুরের হাওয়া (১৯২৫) সামাবাদী (১৯২৫)।

জীবনীমুলক কাব্য : চিন্তনামা (১৯২৫), সর্বহারা (১৯২৬), ভাঙার গান (১৯২৪), ফণি-মনসা (১৯২৭), সিন্ধ-হিশেল (১৯২৭), প্রলয়-শিখা (১৯৩০), জিপ্পির (১৯২৮), শেষ সভগাত (১৯৫৮), সন্ধ্যা (১৯২৯), চক্রবাক (১৯২৯), বজ

চাঁদ (১৯৪৫), সঞ্চিতা (১৯২৮), মক্র-ভাস্কর (১৯৫৭), ঝড় (১৯৬০)।

কিশোর কাব্য : ঝিডেযুল (১৯২৬), সাত ভাই চম্পা।

উপন্যাস : বাঁধন হারা (১৯২৭), কুহেলিকা (১৯৩১), মৃত্যুক্ষ্পা (১৯৩০)।

গল্পাছ: ব্যথার দান (১৯২২), রিজের বেদন (১৯২৫), শিউলিমালা (১৯৩১)। নাটক : ঝিলিমিলি (১৯৩০), আলেয়া (১৯৩১), মধুমালা (১৯৫৯)।

প্রবন্ধ : যুগবাণী (১৯২২), রূদ্রমঙ্গল (১৯২৩), রাজবন্দীর জবানবন্দী (১৯২৩), দুর্দিনের ই

(১৯২৬), ধূমকেতু (১৯৫৭)। গান ও স্বশ্বলিপির বই : বুলবুল (১৯২৮), চোখের চাতক (১৯৩০), চন্দ্রবিন্দু (১৯৩০), নজরুল গীতিকা (১৯ নজকল স্বরলিপি (১৯৩২), সূর-মূকুর (১৯৩৪), গুলবাণিচা (১৯৩৪), সূরসাকী (১৯৩১), সূর্রণিপি (১৯৩৪ কাব্যানুবাদ : রুবাইয়াত-ই-হাফিজ (১৯৩০), রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম, কাব্যে আমুপরি।

চিত্র-কাহিনী : বিদ্যাপতি, সাপুড়ে।

্রভার : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'জগতারিণী স্বর্ণপদক' (১৯৪৫), ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' (১৯৬০), রবীস্ত্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ভি-লিট' (১৯৬৯), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ভি-লিট' ্রেপ্র৪) ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'একুশে পদক' (১৯৭৬)।

কনাবসান : ১২ ভাদ ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ (২৯ আগন্ট ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ)

হাজী নজকুল ইসলামের জন্ম ও মত্যর তারিখ কত?

ক্ষার - জন্ম ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ (২৪ মে, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ) ও মৃত্যু ১২ ভাদু, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ (১৯ আগষ্ট, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ)।

ক্রবি নজরুল ইসলামের প্রথম রচনা কোনটি?

ক্রব : বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী।

কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম কবিতা কোনটি? কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? জন্তর - মক্তি। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে মসলিম সাহিত্য পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কত সালে কবি নজরুলকে 'জগন্তারিণী পদক' প্রদান করে? ক্রের • ১৯৪৫ সালে।

 নজকলের বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতা কত সালে, কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? উল্লা : ১৯২১ (১৩২৮ বঙ্গাব্দ) 'সাপ্তাহিক বিজলী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৯ নজকুল ইসলামের প্রথম রচনা 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' কত সালে কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? উত্তর : ১৩২৬ বঙ্গান্দে 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৭ 'সামাবাদী' নজকুল ইসলামের কোন শ্রেণীর রচনা? কত সালে প্রথম প্রকাশিত হয়? উত্তর : কবিতা। ১৬ ডিসেম্বর ১৯২৫ 'লাঙ্গল' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

দ্র নজকল ইসলাম কত সালে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভ করেন? উত্তর : ১৯৭৬ সালে।

 নজকলের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কি? কত সালে প্রকাশিত হয়? উক্তর: অগ্নিবীণা, ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়।

^{১০} কাজী নজকুল ইসলামের মোট প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা কত?

উত্তর : ৫১টি।

^{১১} নজকুলের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য কি?

ভিত্তর : সংস্কার ও পরাধীনতার শৃঞ্জল থেকে মৃক্তি।

^{১২} নজকুল ১৯৪০ সালে কোন পত্রিকা সম্পাদনা করেন?

উভন্ন : দৈনিক নবযুগ।

^{২৩} শুবহুল ইসলাম কত সালে ধূমকেতু পত্ৰিকায় কোন কোন কবিতা প্ৰকাশের জন্য এক বছর কারাবরণ করেন? ্রতির: ১৯২২ সালে 'আনন্দময়ীর আগমনে' এবং 'বিদ্রোহীর কৈফিয়ং' নামক কবিতা প্রকাশের জন্য।

^{১৪} নিজক্ষ পুনরায় কোন কবিতা রচনার জন্য কত সালে ৬ মাস কারাবরণ করেন?

^{উত্তর} : 'প্রলয়-শিখা' রচনার জন্য, ১৯৩০ সালে।

- ১৫. নজরুল ইসলাম কত সালে 'লারুল' পত্রিকা সম্পাদনা করেন? জিম্বর : ১৯১৫ সালে।
- ১৬. নজরুল ইসলামের কয়েকটি কাবগ্রেস্কের নাম লিখুন। উত্তর : অগ্নিবীণা, দোলন চাঁপা, ছায়ানট ইত্যাদি।
- ১৭. নজকলের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত? উত্তর : অগ্নিবীণা।
- ১৮. 'সিন্ধু-হিন্দোল' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে? উত্তর : কাজী নজরুল ইসলাম।
- ১৯. কাজী নজরুল ইসলাম কত সালে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন? উত্তব ১৯৪১ সালের ১০ অন্টোবর।
- ২০. নজৰুল কত সালে স্থায়ীভাবে ঢাকায় আসেন? উত্তর : ১৯৭২ সালের ২৪ মে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কত সালে নজকল ইসলামকে ডয়রেট ডিয়ি প্রদান করে?
 উত্তর: ৯ অয়েবর ১৯৭৪ সালে।
- ২২. কত সালে নজরুলকে জাতীয় কবির মর্যাদা দেয়া হয়? উত্তর : ২৪ মে ১৯৭২।
- ২৩. নজৰুল ইসলামকে কত সালে একুশে পদক প্ৰদান করা হয়? উত্তর : ১৯৭৬ সালে।
- ২৪. ঝিলিমিলি, আলেয়া ও মধুমালা গ্রন্থকয় কে রচনা করেছেন? কোন শ্রেণীর রচনা? উত্তর : কাজী নজকল ইসলাম, নাটক।
- ২৫. 'মধুমালা' নাটকটির রচয়িতা কে? উত্তর : কাজী নজরুল ইসলাম।
- ২৬. কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম উপন্যাস কোনটি? উত্তর : বাঁধনহারা (১৯২৭)।
- ২৭. কাজী নজৰুল ইসলামের 'মৃত্যুক্ত্বধা' গ্ৰন্থটি কোন শ্রেণীর রচনা? কড সালে প্রকাশিত হয়। উত্তর · উপন্যাস ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়।
- ২৮. কাজী নজরুল ইসলামের কয়েকটি উপন্যাসের নাম লিখুন। উত্তর : বাঁধনহারা, মৃত্যুক্ষুধা, কুহেলিকা।
- ২৯. "সঞ্জিতা" কাৰা সংকলনটি কত সালে প্ৰকাশিত হয়? এটি কে, কাৰ উদ্দেশ্যে উৎসৰ্গ কৰে। উত্তৰ : কাজী নজবল ইসলামের "মজিতা" কাব্য সংকলনটি ১৯২৮ খ্রিন্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এত গ্রা কবিতা ও গান রয়েছে। কাজী নজবল ইসলাম তার কাব্য সংকলনটি রবীন্দ্রনার ঠাকুবনে উৎসৰ্গ প্রক্রেক
- ৩০. কোন কবিতা রচনা করার জন্য নজরুল কারারুদ্ধ হন?
 উত্তর : 'আনন্দররীর আগমনে' কবিতাটি ধুমক্তের পূজা সংখ্যার ১৯২২ সালের ২৬ সেতেম্বর প্রকাশিত হলে ই নিশ্বিদ্ধ করা হয় এবং কাজী নজরুলের বিশ্বদ্ধে প্রকোধনা জারি করা হয়। তিনি ৬ মাস করেবলে হলে

- প্রধানেশ থেকে কাজী নাজকল ইনপান ফোন সম্মান ও মুযোগ-সুবিধা পেরেছেন সেওলো উল্লেখ করুন। তেন্ত : বাধানালেশ সরবার হিন্তোহী কবি কাজী নাজকা ইনলামকে ১৯৬৩ শালে সাহিত্যে একুলে পদক ক্রান্ত মতা, বাধানাল সরবার হিন্তোহী কবি কাজী নাজকা ইনসামকে ১৯৬৩ শালে সাহিত্যে একুলে পদক ক্রান্ত মতা, বাধানাল কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান করে। ১৯৬৬ শ্রীলাক সরবার তাকে নাগরিকত্ব প্রদান করে। ১৯৬২ সালোহ ১০ আরীবার তিনি সাহিত্যকর বাঢ়িতে আরোজ হুলা
- ্ব সক্রক্তল ইসলামের সম্পাদিত পত্রিকা কয়টি ও কি কি? স্কুক্তর : কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত পত্রিকা তিনটি। যথা– 'দৈনিক নবফুগ' (১৯২০), অর্ধ সাগ্রাহিক 'ধৃমকেতু' (১৯২২), সাগ্রাহিক 'লাঙ্গল' (১৯২৫)।
- এক বাজী নজকশ ইনপান কোন কেনত কবিতা বা গ্রন্থ বচনার জন্য কারাবরণ করেন? ক্রব্রর : কবি কাজী নজকল ইনপান (১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রি) তার 'আনন্দর্যারীর আগমনে' (১৯২২) ক্রব্রভাতি বচনার জনা কারাক্ষ হন এবং এক বছরের জন্য সপ্রম কারান্যতে পতিত হন। প্রশার্মীশা' (১৯৩০) গ্রন্থের জন্য তিনি ও মান কারান্যতে পতিত হন। 'বিল্লোই' কবিতা বচনার জনা কারাবরণ না করালেও এর মাধামে তিনি বিলোবী কবি হিসেবে নিজ্ঞেত গ্রন্তিকিক করেন।
- এ লাজী দাৰদলৰ ইংলাদের "আমিবীণা" কারা নিশিক্ত হয় কেন?
 ক্রার : বিদ্রোধী কবি নাজকল ইংলাদের বিখ্যাত কারায়ার্থ "অন্নিবীণা"তে 'রভানরধারিনী মা'
 ক্রবিত্রটি অবর্ত্তুক। ববিত্তাটি ১০১৯ বসাদের ভল্ল মানে প্রথম ধুমকেতু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
 প্রবর্ত্তীত কবিভাটিতে তকালীন রাজনৈতিক চেতনা রাখান্য পাওয়ায় ব্রিটিশ সরকার এ
 করিভাটিত ভলাই অন্তিবীণা কারালে নিজ্জি করে।
- এ. কাজী নজকল ইনদানের নানের সাথে ছড়িত 'বুলকেকু' কেন ধরনের একদনা? বিশেষ নিকলে। উল্লেখ করন। কিজৰ নিকলে বিশেষ নিকলে করন। বিশেষ নিকলে করাই নানার (১৮৯৯-১৯৭৬ টি) সাহিত্যালের লাপাপাপি সাংগালিকভাষেও আত্মনিয়াপ করেছিলেন। তার সম্পাননার প্রকাশিত হয় অর্ধ সাধাহিক পরিক্রাইবলেকুই (১৯২২)। এতে নেশের মুক্তির নিদার্শিরি হিসেবে 'অমুশীদান' ও 'মুগান্তর' দলের মুক্তার করাইকার সাধানিক করে তৎকর্তৃক বহু আরুবানী আন্দোদনকে উল্লেখ্য প্রদান ও ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দারি করে তৎকর্তৃক বহু অম্বীরার সম্পানকার, কবিতা ও এবছর প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, 'মুনকতু'র পূচা সংখ্যায় (২২ ক্রেন্টেকর ১৯২২) তার 'আনন্দর্যারীর আদাননে' কবিতা প্রকাশিত হংগায় ছিত্র প্রপ্রার কর। প্রায়ার করাইকার স্বাধানিকর করাইকার প্রায়ার করাইকার স্বাধানিকর করাইকার প্রায়ার করাইকার স্বাধানিকর করাইকার প্রায়ার করাইকার স্বাধানিকর করাইকার স্বাধানিকর করাইকার প্রায়ার করাইকার স্বাধানিকর স্বাধানিকর করাইকার স্বাধানিকর করাইকার স্বাধানিকর স্বাধানিকর করাইকার স্বাধানিকর করাইকার স্বাধানিকর স্বাধানিকর
- ^{তত্ত}, কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধের নাম লিপুন। ^{উব্তর} : কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'বাউজেদের আত্মকাহিনী', প্রথম কবিতা ইকি' এবং প্রথম প্রবন্ধ 'ভর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা'।
- ৩৭ কাজী নজরুল ইসলামের কয়টি উপন্যাস? এগুলোর নাম কি?
 - ^{উত্তর} : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত উপন্যাদের সংখ্যা ৩টি। এগুলো হলো : ১. বীধনহারা, ২. কুর্যেনিকা ও ৩. মৃত্যুমুধা।
- ত্ৰ নাজকলের বিদ্যোহের নানা প্রাপ্ত উদ্যোচন ককল।

 তিরঃ মানবাজ্যেই নাজকলের বিদ্যোহের সঞ্চালিকা পাতি। নাজকলের বিদ্যোহ আগণিত সাধারণ মানুষের

 আন্ত্রমানকাজন, অতান-আইনোগাকে কেন্দ্র করে। গতানুগালিক মূলাবোধ ও প্রচলিত সংবার বিস্থাকে

 ক্ষাত্রমানকাজন, অতান-আইনোগাকে কেন্দ্র করে। গতানুগালিক মূলাবোধ ও প্রচলিত সংবার বিস্থাক্ত ক্ষাত্রমানকাজন অতান করে মানবাজন অতিয়া। প্রাথমিকার পূর্মাকাজন করে মুক্ত করেতে সকল প্রকার ক্ষাত্রমানকাজন বিস্তাক্তর বিজ্ঞান বিবাহে, যা তার সাহিত্যের মধ্য দিয়া শান্ত হয় উঠেছ।

৩৯, নজরুলের বিদ্রোহী কবিতার 'আমি' কে?

উত্তর : নজরুলের বিদ্রোহী কবিতায় অনাদৃত, লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত, অবমানিত গণমানুষের প্রতীক্র হচ্ছে 'আমি'। এই 'আমি'র উদার আঙিনায় সমস্ত সাধারণ এসে ভিড় জমিরেছে, যাদের মুভ এতকাল কোনো ভাষা ছিল না, যাদের মনে ছিল না কোনো আত্মবিশ্বাস। সেই অগণিত নির্বাতিক অবহেলিত মানুষের প্রতিভ হলো নজরুলের 'আমি'।

৪০. কাজী নজরুল ইসলামের জীবনের বৈচিত্র্যময় দিকগুলো তুলে ধরুন।

উত্তর - বাংলাদেশের জাতীয় কবি এবং অবিভক্ত বাংলার সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অন্যতম শেষ্ঠ কবি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি 'বিদ্রোহী কবি' এবং আধুনিক বাংলা গানের জগতে 'বলবুল' নামে খ্যাত। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণমুক্ত কবিতা রচনায় তাঁর অবদান খন<u>ত্র</u> গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী কবিতার জন্যই "ত্রিশোন্তর আধুনিক কবিতা'র সৃষ্টি সংজ্জ হয়েছিল বলে মনে করা হয়। নজরুল সাহিত্যকর্ম এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাজের মাধ্যম অবিভক্ত বাংলায় পরাধীনতা, সাম্প্রদায়িকতা, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, মৌলবাদ এবং দেখা বিদেশী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। তাঁর সংগ্রামী জীবনে রচনার মধ্যে রয়েছে- কাব্যাস্থ উপন্যাস, গল্পগ্ৰন্থ, নাটক, প্ৰবন্ধ, সঙ্গিতগ্ৰন্থ, কাব্যানুবাদ। এ মহান কবি বৰ্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরপার্শ্বে চিরনিদ্রায় সমাহিত।

৪১, কাজী নজরুল ইসলামের 'দারিদ্যা' কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্ভক্ত?

উত্তর : 'দারিদা' কবিতাটি 'সিন্ধ-হিন্দোল' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত।

৪২, 'আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরি' – কোন কবির উক্তি?

উত্তর : 'আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরি' এটি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের উক্তি। উভিটি তার অগ্রিবীণা কাব্যগ্রম্পের 'বিদ্রোহী' কবিতার অন্তর্গত।

পল্লীকবি জসীমউদ্দীন (১৯০৩-১৯৭৬)

গ্রামীণ জীবন ও সংস্কৃতির অবহেলিত উপকরণ সঞ্চাহের মাধ্যমে আধুনিক বাংলা কবিতার ভাব প্রকাশ ও আঙ্গিক নির্মাণের স্বতন্ত্র বলয় সৃষ্টি করেছেন যিনি, তিনি পল্লীকবি জসীমউদদীন। কাহিনী, কাব্য, ছব্দ ও গীতিময়তায় তিনি বাংলা কাব্যে নবদিগন্তের সূচনা করেন। পল্পী বাংলার সুখ-দুংখ, হাসি-কল্লা,

বিরহ-বেদনা তার লেখায় জীবস্তভাবে ধরা দিয়েছে।

জন্ম: ১৯০৩ সালের ১ জানুয়ারি, ফরিদপুর জেলার তাদুলখানা গ্রামের মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস: একই জেলার গোবিন্দপুর গ্রামে।

পিতা ও মাতা : স্কুল শিক্ষক আনসার উদ্দীন মোল্লা এবং আমিনা খাতুন ওরফে রাগ্রাইট। ছাত্রজীবন : পাশের গ্রাম শোভারামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার মাধ্যমে

বাল্যশিক্ষার সূচনা। ১৯২১ সালে ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরী^{জ্ঞার} পাস করার পর ১৯২৪ সালে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আইএ এবং ১৯২৯ সালে বিএ পাস করেন। ১৯৩১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাস করেন।

বিবাহ : ১৯৩৯ সালে মাদারীপুর জেলার নলগড়া গ্রামের মহসী উন্দীন খানের কন্যা মমতাজ বেশুকো

(মণিমালা) সঙ্গে।

্রাবন : ১৯৩১-৩৭ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীনেশচন্দ্র সেনের অধীনে রামতনু লাহিন্তী আসিস্ট্যান্ট। ১৯৩৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান। ্রিক্ত এ৪ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের পাবলিসিটি বিভাগের অফিসার পদে যোগদান। ১৯৪৭ সালে ু প্রাক্তিরান সরকারের প্রচার বিভাগে যোগদান। ১৯৬২ সালে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ।

্রাক্রপমন : ১৯৭৬ সালের ১৩ মার্চ কবি ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। কবির ইচ্ছানুযায়ী নিজ বাডি ক্রিপরের আম্বিকাপুর গ্রামে দাদীর কবরের পাশে তাকে দাফন করা হয়।

্রাখালী (১৯২৭), নকশী কাঁথার মাঠ (১৯২৯), বালুচর (১৯৩০), ধানক্ষেত (১৯৩৩), সোজন ক্রের ঘাট (১৯৩৪), হাসু কান্দে (১৯৬৩), রূপবতী (১৯৪৬), মাটির কান্রা (১৯৫৮), সকিনা (১৯৫৯), অসী (১৯৬১), মা যে জননী কান্দে (১৯৬৩), হলুদ বরণী (১৯৬৬), জলে লেখন (১৯৬৯), ভয়াবহ সেই বিজ্ঞালাতে (১৯৭২), মাগো জ্বালায়ে রাখিস আলো (১৯৭৬), কাফনের মিছিল (১৯৮৮)।

্রাক : পদ্মাপাড় (১৯৫০), বেদের মেয়ে (১৯৫১), মধুমালা (১৯৫১), পল্লীবধ্র (১৯৫৬), গ্রামের মায়া (১৯৬৯), ওলো পুল্পধনু (১৯৬৮), আসমান সিংহ (১৯৮৬)।

্রগন্যাস : বোবা কাহিনী (১৯৬৪)।

emix · বাঙ্গালীর হাসির গল্প (১ম খণ্ড -১৯৬০, ২য় খণ্ড -১৯৬৪)।

গনবার: যাদের দেখেছি (স্মৃতিকথা, ১৯৫২), ঠাকুর বাড়ির আঙনায় (স্মৃতিকথা, ১৯৬১)।

লিতভাষ গ্রন্থ : হাস (১৯৩৮), এক পয়সার বাঁশী (১৯৪৯), ডালিম কুমার (১৯৫১)।

ত্রমাকাহিনী: চলে মুসাফির (১৯৫২), হলদে পরীর দেশ (১৯৬৭), যে দেশে মানুষ বড (১৯৬৮)। গুরুষার : প্রেসিডেন্টের প্রাইড অব পারফরমেন্স (১৯৫৮), রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট িন্দ্র (১৯৬৯), বাংলা একাডেমী সাহিত্য পরস্কার প্রেত্যাখ্যান) (১৯৬৪), একশে পদক (১৯৭৬), ত্তিতা দিবস পুরস্কার (মরণোত্তর) (১৯৭৬)।

নডেল প্রশ্ন

দকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যের রচয়িতা কে? কোন জাতীয় রচনা?

ভব্র : জসীমউদুদীন। কাব্যগ্রন্থ।

ই ক্রের' করিতার রচয়িতা কে? কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?

উত্তর : জসীমউদদীন। 'রাখালী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

🌣 জনীমউদ্দীনের কয়েকটি কাবগ্রেছের নাম উল্লেখ করুন। ^উজা : সোজন বাদিয়ার ঘাট, বাপুচর, ধানক্ষেত, রাখালী ইত্যাদি।

শক্ষী কাঁথার মাঠ' কাব্যপ্রস্থের ইংরেজি অনুবাদ কোনটি? এটি কে অনুবাদ করেন?

্বৰ : The Field of the Embroidered Quilt, অনুবাদ করেন E. M. Milford ।

জনামউদদীন কোপায় জন্মগ্রহণ করেন?

জ্জা : ফরিদপুর জেলার তাদুলখানা গ্রামে।

জ্পীয়উদদীনের তিনটি কাব্যগ্রন্থের নাম পিপুন।

জনীমউদ্দীনের তিনটি কাব্যগ্রন্থ হলো : ১. নকশী কাঁথার মাঠ, ২. সোজন বাদিয়ার ঘাট, ৩. রাখালী। Sept 1971-20

- ৭. 'নকসী কাঁথার মাঠ' কি ধরনের কাব্য? সংক্ষেপে এর পরিচয় দিন।
 - উত্তর : 'নকনী কাঁথার মার্চ' (১৯২৯) হতে পাথাকাব। চার্যার হেলে রূপাই ও পাশের াচের মেরে সাজুর প্রেম, বিরে, সুক্ষম জীবন, বিচ্ছেদ কাহিনী নিয়ে রচিত। এ কাব্যের ইরেরজি অনুজ করেন E.M. Millord Field of the Embroidery Quilt'নামে।
- ভাসীমউদ্দীনের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি? তার প্রথম নাটক, প্রমণ সাহিত্য প্রবন্ধয়ন্ত ও উপন্যানের নাম শিশ্বন।

জন্তর : পশ্লীকবি জসীমউদদীন (১৯০৩-১৯৭৬ ব্রি) এর প্রকাশিত প্রথম কাব্যমন্থ হলো 'রাজ্জাল (১৯২৭)। জসীমাউদদীনের প্রথম নাটক 'পরাপাড়' (১৯৫০), প্রথম ভ্রমণ সাহিত্য 'চলে মুসান্তি' (১৯৬৭), প্রথম প্রথমন্ত্রান্থ জারীদান' (১৯৬৮) এবং প্রথম ও একমাত্র উপন্যাস 'বোবা কাবিনা' (১৯৬৪)

৯ 'জসীমউদদীনের কবিতার বিষয় কেবলই গ্রাম।'-কেন?

উত্তর : জনীয়উদদীন যুগার বিকোত ও আলোড়ন থেকে নিজেকে সরিয়ে রোখে থামীণ ওপৃতি, অনাবিল সৌন্দর্যের মধ্যে দিজেকে বিলীন করেছিলেন। সেখান থেকেই তিনি সগ্রহে করেছেন ছার কারের উপকরণ। পত্নী এবং পন্তীর মানুষকেই তিনি তার কবিতার সুগিয়ে তুলোহেন। এ বারুল তার কবিতার বিশ্বর কেকাই থাম।

১০. জসীমউদদীনের 'কবর' কবিতা সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : জগীমউদদীনের ছাত্রাবস্থায় 'কবর' কবিতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পর্যন্তর পর্যা, তালিকান্তৃক হয়। ববিতাটি প্রথম 'কব্লোল' পত্রিকায় ছাপা হয়। এ কবিতায় এক বৃদ্ধ দল্ তার জীবনের শোকার্ত অধ্যায়গুলো উন্মোচন করেছেন তার একমাত্র অবলম্বন নাতির কাছে।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এ দেশের নারী জাতির মুক্তির অফান্ত। এ দেশের নারীরা ফুগ ফুগ ধরে ইচ্চের নির্মাতিত, অবহেলিত এবং নানা কুসংকার ও সামাজিক বাধানিষেধের বেড়াজালে কনী। বিশেষত, ওর

সময়কালে বাঙালি মুলকানে সমাজের অবস্থা ছিল বুবই পতিত। মুলকানকা সমস্ত গৌবর তথন লুঙা, তারা সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে পার্কুছিলে । পিছিয়ে। অলিকা, সংকার ও ধর্মাঞ্জনের কালে তারাকার কালে তারাকার করিছিয় । অলিকা, সংকার ও ধর্মাঞ্জনের কালে তারাকার করিছা । সে সময় মুলিমা আরু ছিল আরো করুল। । সে সময় মুলিমা আরি ছান্তারকারে বেল করেকজন কলাকার পুরুষ জন্যালেও রোকেনাই ছিলের রাজনী, মিনি ইউল্লোক্ত তার নামা অলিকারে জিয়বে রাজন বিশ্বর করিছার করিছার বার্কিত বিশ্বর করে পার্কুছে । তার সাহিত্য সাক্ষামা, প্রস্তুর ও কল্যাগের জন্ম সারাজীবন সংগ্রাম করে গোছেল। তার সাহিত্য সাক্ষামা, প্রস্তুর ও সংগ্রাম করেকিছুই ছিল নারীয়েল জন্ম নিবলিত এই ক্রামার্মার করে সাক্ষামার করে নারীবিল সাক্ষামার করে সাক্ষামার করে নারীবিল সাক্ষামার করে সাক্ষামার বার্কিন করেলের প্রক্ষামার করে সাক্ষামার করে নারীবিল সাক্ষামার বার্কার ভারতিবলৈ সাক্ষামার করেনার বার্কার ভারতিবলিক। সাক্ষামার সাক্ষামার বার্কার ভারতিবলিক। সাক্ষামার বার্কার ভারতিবলিক। সাক্ষামার বার্কার বার্কার ভারতিবলিক। সাক্ষামার বার্কার ভারতিবলিক। সাক্ষামার বার্কার ভারতিবলিক। সাক্ষামার বার্কার বার

জন্ম : ৯ ডিসেম্বর, ১৮৮০।

জন্মস্থান : রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রাম।

্রের : জহীরুদ্দিন মোহাশ্বদ আবু আলী হারদার সাবের (ভূস্বামী)।

বর্তা : রাহাতৃদ্দ্রেশা সাবেরা চৌধুরানী।

্লারবারিক বাধা-নিষেধ সত্ত্বেও বড় ভাই ও বড় বোনের উৎসাহ ও যতের বাংলা ভাষা ও ভাষায় ব্যংগতি অর্জন।

নিবাৰ : বিহারের ভাগলপুরের অধিবাসী খান বাহাদুর সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে (১৮৯৮)। নিবাহাক হিসেবে আত্মগুকাশ : ১৯০২ সালে প্রথম রচনা 'পিপাসা' (মহরম)' প্রকাশিত হয় কলকাতার

্রুর স্কুল প্রতিষ্ঠা : ১৯০৯ সালের ১ অক্টোবর মাত্র পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে বিহারে 'সাখাওয়াত মোরিয়াল গার্পস স্কুল' চালু।

্রেমারামান নাশ্য কুশা তামু। ব্যবস্থাতার কুশা স্থানান্তর : ১৯১১ সালের ১৬ মার্চ দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত পর্যায়ে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল কর্মার রূম বিটেষ্টা (১৬নং ওয়ালিউয়াহ লেন্, কলকাতা)।

হলা সংগঠন প্রতিষ্ঠা : আঞ্জ্মানে খাওয়াতীনে ইসলাম

মুক্ত : ৯ ডিসেম্বর, ১৯৩২। ফজরের আজানের পর (এর আগের রাতে ১১টার সময় তিনি লিখেছিলেন জর শেষ রচনা 'নারীর অধিকার')।

ন্তনাৰকী: মতিদুর প্রথম খণ্ড (১৯০৪) মতিদুর দ্বিতীয় খণ্ড (১৯২২) পদ্মরাণ (১৯২৪) Sultana's সম্রাল (১৯২২) অবরোধ-বাসিনী (১৯৩১) রোকেয়া পত্র পরিচিতি (মোশফেন মাহমুদ সম্পাদিত) ১৯৯৫) রোকেয়া রচনাবলী (আবদল কানির সম্পাদিত) (১৯৭৩)

জাড়া তার অভস্র প্রবন্ধ-গল্প-কবিতা প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এগুলোর একোশেই আবদল কাদির সম্পাদিত রোকেয়া রচনাবলীতে অন্তর্ভক্ত হয়েছে।

মডেল প্রস্ত

রাক্স্মো সাখাওয়াত হোসেন কবে কোপায় জন্মহণ করেন?
 উত্তর : রংপুর জেলার পায়রাবন্দ থামে: ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেয়র।

্মতিচুর' ও 'অবরোধবাসিনী' রোকেয়ার কোন ধরনের রচনা?

উত্তর : গদ্যগ্রন্থ।

্ 'পছরাগ' (১৯২৪) তার কোন ধরনের রচনা?

উব্র : উপন্যাস।

⁸ তিনি করে কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?

⁸তর: ৯ ডিসেম্বর ১৯৩২; কোলকাতা।

ব্যক্ষো সাখাওয়াতের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর নাম লিখুন।

^{উর্জ্ঞা}: রোকেয়া সাথাওয়াত রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসূহল পদ্মরাগ, মতিচুর, সূলতানার স্বপ্ন, ^{অব্যোধবাসিনী} প্রভৃতি।

শিলিম নারী জাগরণের অগ্রদৃত বলা হয় কাকে? কেন বলা হয়?

্রতির : রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে মুশলিম নারী জাগরণের অগ্রাদৃত বলা হয়। মতিচ্র, শতানার রপ্ন, পজরাগ, অবরোধবাসিনী প্রভৃতি বেগম রোকেয়ার প্রশিক্ষ গ্রন্থ। এ গ্রন্থসমূহের

^{মধামে} তিনি মুসলিম নারী সমাজের দুর্দশার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

- ৭. রোকেয়া সাখাওয়াতের পরিচয় দিন। তার অবদান উল্লেখ করুন।
 - উত্তর : বাঙালি মুসলিম নারী জাগরণের অমানৃত রোকেনা সাপাওলাত ৯ ভিসেমর ১৮৮০ বাসু জোনা পাররাবন্দ গ্রামে জন্মধান করেন। রোকেনা সারা জীবন পুলিক। ত মুনজারের নিজ্জ লাড়ে গোছেন। ভিনি ১৯০৬ সালে আন্মান পাওলাতীন' নামে একটি মহিলা সমিতি বাজি করেন। রোকেনা যেলর গ্রাছ বাচনা করেন সেগবের নাম: 'মতিকুর', 'পরবাগ', 'অববাগেরাকি ও 'মুলভানার স্থাই'। 'মুলভানার বাসু' প্রকৃতপক্ষে তার ইরেরির গ্রাছ, নাম 'Sultana's Dram' ১৯৬২ সালের ৯ ভিসেম্বর মুক্তরবাপ করেন এ মিহামী নারী।
- ৮ রোকেয়া সাখাওয়াতের পিতা ও স্বামীর নাম কি?

উত্তর : রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ছিলেন একজন সাহিত্যিক, সমাজসেবী ও শিক্ষব্রেতী। এক বছল্ফা মুসলিম পরিবারে তার জন্ম। তার পিতা জহিব উদ্দীন আবু আলী হারদর সাবের, খামী সাখাওয়াত হোসেন।

- বিবিদি জরিপে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় রোকেয়া সাখাওয়াতের অবস্থান কততম?
 উত্তর : বিবিদি জরিপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় তার স্থান ৬ষ্ঠ ।
- ১০. 'রোকেয়াই বাংলা সাহিত্যে প্রথম নারীবাদী লেখক' কথাটি বুঝিয়ে দিন।

উত্তর: রোকেয়াকে কণা হয় মুসনিম নারীমুক্তি আন্দোপনের পথিকুম। তিনি বাংপা গদের একম বিশিষ্ট শিল্পী, সমাজের কুসংকার ও জড়তা দূর করে নারীকে সামান গ্রাখিবে যাওগার জনা হিম তার লোক্ষী ধারণ করেন। বিশে শতানীর প্রথম দিকেই তিনি বাংগা সাহিতো শারীর অধিকার বিষয়ক অনেক প্রথম রচনা করে নারীদের সচেতন করার চেষ্টা করেন। এ কারণেই তাতে কংগ সাহিতো প্রথম নারীবাদী লোকক কলা হয়।

১১. নারী শিক্ষাবিস্তারে রোকেয়া সাখাওয়াতের ভূমিকা কথা লিখুন।

উত্তর: রোকেয়া কলকাতার সাধাওয়াত মেমোরিয়াল উর্দু প্রাইমারি ছুল স্থাপন করেন ১৬ জাঁ
১৯১১ সালে। ১৯১৭ সালে এই ছুল মধ্য ইংরেজি গার্পন স্থলে ও ১৯০১ সালে উচ্চ ইংরেজি
গার্পন্ন মুলে রুপান্তরিত হয়। আসৃত্যু তিনি এই ছুলের প্রধান শিক্ষরিত্রী ও সুপারিনটোনতেই পর্য সামিত্ব পালন করেন। মুনলিম নারী লিন্দার অন্ধকার যুগে কলকাতার বিভিন্ন মহন্তায় মূর্বে মুর ভিনি ছাত্রী স্বাহাহ করতেন এবং নারীদের সচেতন করার ট্রেটী করতেন।

- ১২. মুলন্দান মহিলাদের আশা-আকাঞ্চন বান্তবায়দের লন্দ্যে রোকেয়া কোন প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তৃলেহিলেনী অধকা, সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তার প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের নাম কি? উত্তর : আন্তুমানে খাওয়াতীনে ইললাম।
- ১৩, 'অবরোধবাসিনী' কার রচনা? তার কাছে আমরা কেন ঋণী?

উত্তব : 'অবনোধবাসিনা' বোকেনা সাখাওয়াত হোলেন রচিত একটি 'গান্যম'ছ'। বোকেন সাধাওয়াত হোলেন এ দেশের নারীননাজের মুক্তিক অয়ান্ত । নারী জাতির মুক্তি ও ক্রামান্তর করা সারা জীবন সংযাম করে গোছেন। তংকালীন নারীসমান্ত অশিকা, কুসংস্কার ও ধার্কিন কেছাজালে আৰম্ভ ছিল, বিশেষত বার্জানি মুক্তমান সমাজের অবস্থা ছিল ধুবই পতিত। আর ও সমাজবাবস্থা থেকে নারী জাতিকে টেলে তুলে মুক্তি ও কলাদের পাব্যর অমান্তিক হিলেবে পুনিক পালন করেন এ মুরীয়নী নারী। তার সাহিত্য-সাধনা, সম্রোম, স্বন্ধু ও সংগঠন ম্বারিশ্রের নারীদের জনা নির্বাচিত। তাই তার করে জমানা অতা বাংলার নারীসমান্ত ক্রিকারী ব্লোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

স্তুর্বর : বাঙালি মুসলিম নারী জাগরণের অগ্নান্ত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ১৮৮০ সালে রংগুর ক্রেলার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম জহিরন্দনীন মোহাত্মদ আবু আলী অস্তর। রোকেয়ার স্বামী খান বাহাদুর সাখাওয়াত হোসেন ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

জাকোর বিয়ে হয়েছিল আঠারো বছর বরণে। স্বামী হারান আটাপ বছর বয়পে। বৈধবা আদা ভোগার
ক্রা ভিনি কাজের মধ্যে ভূবে মান। ভাগাপুরে মার, গাঁচজন ছারী নিয়ে প্রথমে 'সাগাওয়াত সেমেরিয়াল
বা প্রকান করনে। বিজু পারিবারিক কারতে ভাগাপুর ভিন্ত কারতেন পারতেন এক তারে একলে কারতার।
১৯১১ সালে মার আটাচন ছারী নিয়ে সাথাওয়াত মেয়েরিয়াল গার্গন কুলের কাজ কম্বন করালে। ফুল
বিজ্ঞানার তার ইংরেরির, বাংলা ও উর্দু ভাগাভানে তারে সাথায়ে অবলিল। এ কুলি ব্যোক্তার অবলে
ব্যক্তিমার ওমানা পরি বাইকি সাথানে সম্বাহিত্য করে ইংরেরিজ প্রশাস কর্মান বিজ্ঞান করে বিজ্ঞান
ব্যক্তিমার ওমানা পরি বাইকি সাথানে সম্বাহিত্যক বাইবার করের কুলে কম্বিনির প্রশাস
বাংলার বিজ্ঞান বাইনের সংবাহিত্যক বাইক বাইনির স্থান বিজ্ঞান বাইনের বিজ্ঞান বাইনির স্থান বিজ্ঞান বাইনের সম্বাহিত্যক বাইনির স্থান বিশ্ব নির্মাহিত্যক
বাংলার বাইনির স্থানির সম্বাহিত্যক বাইনির স্থান বিশ্ব নির্মাহিত্যক বাইনির স্থান বিশ্ব নির্মাহিত্যক
বাংলার বাইনির স্থানির স্থানির স্থানির স্থানির স্থান বিশ্ব নির্মাহিত্যক
বাংলার বাইনির স্থানির স্থানির স্থানির স্থান বিশ্ব নির্মাহিত্যক বাইনির স্থান বিশ্ব নির্মাহিত্যক
বাংলার বাইনির স্থানির স্থানির স্থান বিশ্ব নির্মাহিত্যক
বাংলার বাইনির স্থানির স্থা

আক্ষো সারা জীবন কুশিকা ও কুশহরারের বিরুদ্ধে লড়ে গেছেন। তার রচনায় তার স্বাক্ষর আছে। তিনি ১৯০৬ সালে 'আঞ্জুমান খাওয়াতীন' নামে একটি মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। আক্ষেয়া ফোন গ্রন্থ রচনা করেন সেসেবের নাম: 'মতিচুব', 'পুনরাগা', 'অবরোধানিশী' ও কুলতানার প্রপু'। 'সুশ্বতানার পরু' প্রকৃতপক্ষে তার ইরেজি গ্রন্থ, নাম 'Sultana's Dream'। গ্রুট্টা একটি স্কুপ্ক ইরেজি পুরুজ। ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেব্য সুস্থাবন্য নরেনে এই মহিগ্রসী নারী।

ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪)

দর্ক্তথ আহমদ যশোর জেলার মাঝআইল গ্রামে ১০ জুন, ১৯১৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

কারাছ : সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪), সিরাজাম্ মুনীরা (১৯৫২), নৌফেল ও থাকে (১৯৬১), হাতেমতায়ী (১৯৬৬)।

সদেট সংকলন : মৃহর্তের কবিতা (১৯৬২)।

শিতঠোষ গ্রন্থ: পাথির বাসা (১৯৬৫), নতুন লেখা (১৯৬৯), হরফের ছড়া (১৯৭০), ছড়ার আসর (১৯৭০), হে বন্য খণ্ণেরা, হাবেদা মরন্র কাহিনী।

ইন্দাৰ: ১৯৬০ সালে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরন্ধার, ১৯৬১ সালে পাকিস্তান সরকারের ^{অনিভেট্} পুরন্ধার 'প্রাইজ অব পারফরমেগ', ১৯৬৬ সালে 'হাতেমতায়ী' গ্রন্থের জন্য আদমজী

ইন্দির এবং একই বছর 'পাখির বাসা' গ্রন্থের জন্য 'ইউনেস্কো' পুরস্কার। 'একুশে পদক' মরণোত্তরে ভূষিত।

শুছা : ১৯ অক্টোবর ১৯৭৪।

নডেল প্রশ্র

🧎 स्वतंत्रचे আহমদের পরিচয় কি? সাহিত্যে তার উল্লেখযোগ্য অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

^{উজ্জ}: মুনলিম রেনের্সার কবি ফরকাথ আহমদ। তিনি ছিলেন ইনলামী আদর্শের উজ্জ্বন প্রতীক। 'সাতসাগরের ^{অকি'} (১৯৪৪) তার শ্রেষ্ঠ কারমান্থ। তাঁর রচিত শিহুতোষ গ্রন্থ 'পাথির বানা' (১৯৬৫)-এর জন্য তিনি ১৯৬৬ ^{অকা} ইউনেজ্যে পুরস্কার লাভ করেন। 'হাতেমতামী' তাঁর রচিত কাহিনী কাব্য। ১৯৬৬ সালে 'হাতেমতামী'

অংক্তর জন্য তিনি আদমজী পুরস্কার লাভ করেন। আর 'নৌফেল ও হাতেম' (১৯৬১) তাঁর কাব্যনাটোর নাম।

ই ফরক্রখ আহমদের জন্মতারিখ কত?

তন্তর : ১০ জুন, ১৯১৮।

ি জিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : মাঝআইল গ্রাম, যশোর।

- তিনি মূলত কি ছিলেন?
 উত্তর · ইসলামী স্থাতন্তাবাদী কবি।
- ওঁরে রচিত কবিতায় কি কি উজ্জ্বলভাবে প্রস্তুটিত হয়েছে?
 উত্তর : ইসলামী আদর্শ এবং আরব-ইরানের ঐতিহ্য।
- ৬. তাঁর রচিত কবিতা কেন বিশিষ্ট?
 উত্তর : আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ নৈপুণ্যে, বিষয়রবন্তু ও আঙ্গিকের অভিনবত্ত্ব।
- তিনি তার হাতেম তায়ী গ্রন্থের জন্য কি পুরস্কার লাভ করেন?
 উত্তর : আদমজী পুরস্কার (১৯৬১)।
- তিনি 'পাখির বাসা' গ্রন্থের জন্য কি পুরয়ার লাভ করেন?
 উত্তর : ইউনেজা (১৯৬৬)।
- তিনি আর কি কি পুরস্কারে ভূষিত হন?
 উত্তর : বাংলা একাডেমী পুরস্কার, একুশে পদক।
- ১০. ফররুখ আহমদ রচিত শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের নাম কি? উত্তর : সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪)।
- ১১. ফররুখ আহ্মদ রচিত কাব্যনাট্যের নাম কি? উত্তর : নৌফেল ও হাতেম (১৯৬১)।
- ১২. ফররুখ আহমদ রচিত সনেট সংকলনের নাম কি? উত্তর: মুহুর্তের কবিতা (১৯৬৩)।
- ১৩. ফররুখ আহমদ রচিত শিততোষ গ্রন্থের নাম কি? উত্তর : পাখির বাসা (১৯৬৫)।
- ১৪. ফরক্লথ আহমদ রচিত কাহিনীকাব্যের নাম কি? উত্তর : হাতেম তায়ী (১৯৬৬)।
- ১৫. তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন? উত্তর : ১৯ অক্টোবর ১৯৭৪।

কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১)

মোহাত্মল কাজেম আল কোনোশী বাংলা সাহিত্যে কায়কোবান নামে পরিচিত। কায়কোবাদ গীতিকবিতা রচনার মার্থটা সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। কিন্তু মহাকাব্য রচনাতেই তিনি প্রতিভা বিকাশের সার্থকতা অনুভব করেছে।

(১৯২১), অমিয় ধারা (১৯২৩), শাশান ভন্ম (১৯৩৮), মহরম শরীফ (১৯৩২) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ক্রম প্রশ

কায়কোবাদের প্রকৃত নাম কি? তার জন্ম কোথায়?

ভবর : কায়কোবাদের প্রকৃত নাম মুহখদ কাজেম আল কুরায়শী। তার জন্মস্থান আগলা-পূর্বপাড়া লয় নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

বাদ্রালি মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রথম মহাকাব্য রচয়িতা কে? কাব্যটির নাম কি?

রাস্তাল প্রশাসনান কাবদের মধ্যে প্রথম মহাকাব্য রচয়িতা কায়কোবাদ। কাব্যটির নাম স্কল্যশানান'।

কায়কোবাদ রচিত দুটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম পিখুন। জন্মর : গীতিকাব্য– অশুমালা, মহাকাব্য– মহাশুশান।

আধনিক বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুসলিম কবি কে?

উত্তর : কায়কোবাদ।

নিৰিল ভারত সাহিত্য সংঘ কর্তৃক ১৯৩২ সালে তাকে কোন উপাধিখলো দেয়া হয়? উব্বর : 'কাব্যভ্যবণ', 'বিদ্যাভ্যবণ', 'সাহিত্যবত্ন'।

কোন ঘটনা অবলম্বনে 'মহাশাশান' কাব্য রচিত হয়?

উত্তর : ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় ফুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ কাহিনী অবলয়নে 'মহাশুশান' কাব্য রচিত হয়।

'মহাশানা' কাব্যের কাহিনী কোন যুদ্ধভিত্তিক?

ভব্তর : বাঙ্জালি মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রথম মহাকাব্য রচয়িতা কবি কায়কোবাদ। তার মহাস্পাদা মহাকাব্য পানিশব্যের ভূতীয় যুদ্ধ অবলক্ষনে (১৯০৫) ৩ বতে রচিত। প্রধান চরিত্র ইয়াহিম কার্দি, জোহরা বেগম, হিরুববাদা, আতা খা, পঙ্গ, রব্ধজি, সুজাদৌশা, সোদিনা, আহমদ শাহ আবদাদী হয়াখ।

আধুনিক ও সমসাময়িক কবি, লেখক ও নাট্যকার

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭)

^{জন্ম} : ১২ চ্ছেন্সয়ার ১৯৪৩, গোহাটি গ্রাম, গাইবান্ধা (মাতুলালয়); পৈতৃক নিবাস : বগুড়া। । বিনি মল্যন্ত কথাসাহিত্যিক।

[া] তার 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসের উপজীব্য ১৯৬৯-এর গণআন্দোলন।

্র বনার্যার, অভাব ও শোষণের শিকার হয়ে যারা মানবেতর জীবনযাপন করছে, সেসব অবহেলিত মানুষের বনাচরণ ভার গল্প ও উপন্যাসে উজ্জ্বভাবে অন্ধিত ইয়েছে।

ান্ধ : অন্য ঘরে অন্য স্বর (১৯৭৬), বৌয়ারি (১৯৮২), দুধভাতে উৎপাত (১৯৮৫), দোজখের ওম (১৯৮৯)।

উপন্যান: চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৭) ও খোয়াবনামা (১৯৯৬)।

বিজ্ঞার : বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৮২)।

া একাজেনা পুরকার (১৯৮২) । ৪ জানুরারি ১৯৯৭, ঢাকা, ক্যান্সার রোগে।



মডেল প্রশ্র

- আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? উত্তর : ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩; গাইবান্ধা জেলার গোটিয়া গ্রামে (মাতুলালয়ে)।
- ২ আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্প ও উপন্যাস সম্পর্কে কি বলা হয়? উত্তর : অনাহার, অভাব, দারিদ্রা ও শোষণের শিকার হয়ে যারা মানবেতর জীবনযাপন কর্মা সেসব অবহেলিত মানুবের জীবনাচরণ তার গল্প ও উপন্যাসে উজ্জ্বলভাবে অঞ্চিত হয়েছে।
- ৩, তার শ্রেষ্ঠ রচনা মহাকাব্যোচিত উপন্যাস কোনটি এবং এর বিষয়বস্ত কি? উত্তর : খোয়াবনামা (১৯৯৬)। গ্রামবাংলার নিমবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের জীবনালেখ্যসহ ফ্রিছ সন্মাসী বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন, ১৯৪৩-এর মন্তর, পাকিস্তান আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক নাচ ইত্যাদি ঐতিহাসিক উপাদান।
- 8. তিনি কোন রোগে কবে মারা যান? উত্তর : ক্যান্সারে, ১৯৯৭ সালের ৪ জানুয়ারি

আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০২)

জন্ম : ১ নভেম্বর ১৯২৬; শিরঙ্গল গ্রাম, নড়িয়া, শরীয়তপুর।

- 🛘 তিনি মূলত পরিচিত ঔপন্যাসিক হিসেবে।
- ☐ পেশায় ছিলেন একজন সরকারি চাকুরে ।
- 🗆 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসটি তার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। এ উপন্যাসে তৎকালীন গ্রামীণ মুসনমন জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি চিত্রিত হয়েছে। পঞ্চাশ সালের মন্তর, দেশ বিভাগ, স্বাধীনতা লাভের আনন্দ, আশাভঙ্গের বেদনা তার উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। উপন্যাস : সূর্য-দীঘল বাড়ী (১৯৫৫), পদ্মার পলিদ্বীপ (১৯৮৬), জাল (১৯৮৮)।
 - গল্প: হারেম (১৯৬২), মহাপতঙ্গ (১৯৬৩)। পুরস্কার : বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৩), একুশে পদক (১৯৯৭)।



মডেল প্রশ্ন

- আবু ইসহাক কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? উত্তর : ১৯২৬ সালের ১ নভেম্বর; শরীয়তপুর জেলার নড়িয়ার শিরঙ্গল গ্রামে।
- ২. তিনি মূলত কি হিসেবে পরিচিত? উত্তর : ঔপন্যাসিক হিসেবে।
- ৩. তার প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থের নাম ও ধরন কি? উত্তর : সূর্য-দীঘল বাড়ি (১৯৫৫); উপন্যাস।
- বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত, তার সম্পাদিত অভিধানের নাম কি? উত্তর : সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান (১৯৯৩)।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (১৯৩৪-২০০১)

- াল : 8 ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪, গীর্জা মহল্লা, বরিশাল।
- ব সেশায় ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন সচিব, এরশাদ সরকারের মন্ত্রী।
- ্ব তিনি মানবতাবাদী ও দেশপ্রেমমূলক কবিতা রচনা করেছেন। ্র 'কোন এক মাকে', 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' তার বিখ্যাত দুটি কবিতা।
- ক্রজা : সাতনরী হার (১৯৫৫), কখনো রং কখনো সূর (১৯৭০), কমলের চোখ (১৯৭৪), আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি (১৯৮১), সহিষ্ণু প্রতীক্ষা (১৯৮২),
 - ক্ষার কবিতা (১৯৮২), বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা (১৯৮৩), আমার সময় (১৯৮৭). Gáfbo কবিতা (১৯৯১), আমার সকল কথা (১৯৯৩)।
- প্রকার : বাংলা একাডেমী পুরকার (১৯৭৯), একুশে পদক (১৯৮৫)।

হতা : ২০০১ সালে।

- আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ কবে, কোথায় জনুয়হণ করেন?
- উত্তর : ১৯৩৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি; বরিশালের গীর্জা মহল্লায়।
- ২ তার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম ও ধরন কি?
 - উন্তর : সাতনরী হার (১৯৫৫); কাব্যগ্রন্থ ।
- তিনি পেশায় কি ভিলেন?
- উত্তর : বাংলাদেশ সরকারের সচিব, এরশাদ সরকারের মন্ত্রী, বিশ্বখাদ্য ও কৃষি সংস্থার অতিরিক্ত মহাপরিচালক। কিন্তু তার সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি একজন কবি।
- 8. তার উল্রেখযোগ্য দুটি কবিতার নাম লিখুন। উত্তর : আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি ও কোন এক মাকে (কুমড়ো ফুলে ফুলে নুয়ে পড়েছে লতাটা)।
- কবি আবুজাফর ওবায়দুল্রাহ কবে মৃত্যুবরণ করেন?

উজা: ২০০১ সালে।

আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩)

- 👊 : ১ জুলাই ১৯০৩: কেঁওচিয়া গ্রাম, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
- 🗓 তার প্রথম পেশা স্তুল শিক্ষকতা। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন ১৯৭৩ সালে।
- 🛘 তিনি রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের উপদেষ্টা ছিলেন। 🛘 छिन ১৯২৬ সালে গঠিত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।
- 🗅 হিন্দ 'বৃদ্ধির মৃক্তি' আন্দোলনের অন্যতম কর্ণধার।
- ^{উপন্যান} : চৌচির (১৯৩৪), প্রদীপ ও পতঙ্গ (১৩৪৭), রাঙ্গা প্রভাত (১৩৬৪)।
- আছ : মাটির পৃথিবী (১৩৪৭), শ্রেষ্ঠগল্প (১৩৭১), নির্বাচিত গল্প (১৯৭৮), মৃতের আত্মহত্যা (১৯৭৮)।
- ্বিক : कास्त्रफ আজম (১৯৪৬), প্রগতি (১৯৪৮), স্বয়ন্বরা (১৯৬৬)।

প্রবন্ধ : বিচিত্র কথা (১৩৪৭), সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা (১৯৬১), সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন (১৯৬১) সমাজ সাহিত্য ও রাষ্ট্র (১৯৬৮), সমকালীন চিন্তা (১৯৭০), মানবতন্ত্র (১৩৭৯), সাহিত্য ও জন্যাত্র প্রসঙ্গ (১৯৭৪), তত্দুদ্ধি (১৯৭৪), একুশ মানে মাথা নত না করা (১৯৭৮), রবীন্দ্র প্রসঙ্গ (১৯৭৯) আত্মকাহিনী ও দিনপিপি : রেখাচিত্র (১৯৬৬), লেখকের রোজনামচা (১৯৬৯), দুর্দিনের দিনলিপি (১৯৭১), জীবনী ও স্মৃতিকথা : সাংবাদিক মজিবর রহমান (১৯৬৭), শেখ মুজিব : তাঁকে যেমন দেখেছি (১৯৭৮)

পরকার : প্রেসিডেন্টের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার (১৯৬৩) ও 'রেখাচিত্র' গ্রন্থের জন্ম আদমজি পুরস্কার (১৯৬৬) লাভ। উপাধি : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টরেট উপাধি প্রদান (১৯৭৪)। 'মৃত্যুক্তি

চির সজাগ প্রহরী' বলে আখ্যায়িত। মৃত্যু : ৪ মে ১৯৮৩; চট্টগ্রাম।

মডেল প্রশ্ন

- আবৃল ফজল কবে এবং কোথায় জন্মহণ করেন? উত্তর : ১ জুলাই ১৯০৩; কেঁওচিয়া গ্রাম, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
- ২, তার প্রথম পেশা কি ছিল? উত্তর : কুলে শিক্ষকতা।
- ৩. তিনি কবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন? উত্তর : ১৯ এপ্রিল, ১৯৭৩।
- 8. তিনি কার শাসনামলে রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা ছিলেন? উত্তর : জিয়াউর রহমানের।
- ৫. আবুল ফজল কোন সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন? উত্তর : ১৯২৬ সালে গঠিত মুসলিম সাহিত্য সমাজের।
- ৬. তিনি সাহিত্য সমাজের অন্যতম কর্ণধার হিসেবে কোন আন্দোলন গড়ে তোলেন? উত্তর : 'বৃদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন।
- ৭. বৃদ্ধির মৃক্তি আন্দোলনের মূল কথা কি ছিল? উত্তর : 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বৃদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।'
- ৮. বৃদ্ধির মৃক্তি আন্দোলনের মুখপত্র বার্ষিক পত্রিকার নাম কি ছিল? উত্তর : শিখা (১৯২৭)।
- ৯. শিখার কোন সংখ্যা তিনি সম্পাদনা করেন? উত্তর : ৫ম সংখ্যা (১৯৩১)।
- ১০. তার সাহিত্যকর্মের প্রতিপাদ্য কি? উত্তর : স্বদেশপ্রীতি, অসাম্প্রদায়িক জীবনচেতনা, সত্যনিষ্ঠা, মানবতা ও কল্যাণবোধ।
- ১১. তিনি কি নামে আখ্যায়িত হন? উত্তর : মুক্ত বৃদ্ধির চিরসজাগ প্রহরী।

তিনি কবে কোথায় মৃত্যুবরণ করেন? ভত্তর : ৪ মে ১৯৮৩; চট্টগ্রামে।

বাংলাদেশের একজন গদ্য লেখকের পরিচয় দিন।

ন্ধরর : আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩) চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় জনুগ্রহণ করেন। তিনি 'মুসলিম স্মহিত্য সমাজের' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সমাজ ও সমকাল সচেতন প্রাবন্ধিক হিসেবে ব্যাপক খ্যাতি ব্রহান করেন। কথাশিল্পী হিসেবেও তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী চৌচির, মাটির পৃথিবী, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা, মানবতন্ত্র ইত্যাদি।

্রাকুশে ক্ষেক্তয়ারী' বাংলা কবিতার অন্তহীন প্রেরণার উৎস—এ প্রসঙ্গে অল্প কথায় গিখুন।

ক্ষার : একুশ মানে প্রতিজ্ঞা, একুশ মানে চেতনা। সাহিত্যে এ চেতনা জাগ্রত হয়েছে সর্বাধিক। সাহিত্যের অন্যান্য ধারার মতো বাংলা কবিতায় এ চেতনাকে তুলে ধরেছেন এ দেশের সচেতন কবি সমাজ। শামসুর রাহমান, মোহামদ মনিরুজ্জামান, গোলাম মোন্তফার মত কবিরা ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে প্রস্কুটিত করেছেন তাদের কবিতার মাধ্যমে। বর্তমান কবিরাও স্বাধিকার আন্দোলনের প্রথম ধাপ একুশে ফেব্রুয়ারিকে নিয়ে কবিতা রচনা করে চলছেন। তাই বলা যায়, একশে ফেব্রুয়ারি বাংলা কবিতার অন্তহীন প্রেরণার উৎস।

আল মাহমূদ (১৯৩৬-)

জন্ম : ১১ জুলাই ১৯৩৬; মোড়াইল, ব্রাক্ষণবাড়িয়া প্রকৃত নাম : মির আব্দুল ওকুর আল মাহমুদ।

🛘 তার শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'সোনালী কাবিন' (১৯৭৩)।

🛘 তার কবিতায় বাংলাদেশের লোকজ ঐতিহ্য ও লোকশব্দের সুসমন্বয় লক্ষ্য করা যায়।

করপ্রস্ক : লোক লোকান্তর (১৩৭০), কালের কলস (১৩৭৩), সোনালী কাবিন (১৯৭৩), বর্খতিয়ারের আরু (১৯৮৪), আরব্য রজনীর রাজহাঁস (১৯৮৬), একচক্ষু হরিণ (১৯৮৯)।

শন্ধ : পানকৌড়ির রক্ত (১৯৭৫), সৌরভের কাছে পরাজিত (১৯৮৩), গন্ধবণিক (১৯৮৬), ময়রীর মুখ (১৯৯৪)।

উপন্যাস : ডাহুকী (১৯৯২), কবি ও কোলাহল, কাবিলের বোন, নিশিন্দা নারী, वादमात्र (१८७८), शूक्रम्य जून्मत ।

^{ব্রবন্ধ} : ব্রবির আছুবিস্কাস, দিনযাপন (১৯৯০), কবিতার বহুদূর (১৯৯৭), নারী নিগ্রহ (১৯৯৭)। ইন্সার : বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৮), বাংলাদেশ লেখক সংঘ পুরস্কার (১৯৮০), ফিলিপ্স বিত্তা পুরস্কার (১৯৮৬), একুশে পদক (১৯৮৭), নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৯০)।

আল মাহমুদের প্রকৃত নাম কি?

ত্তির: মীর আবদুস শুকুর আল মাহমুদ। 'শোনালী কাবিন' কোন শ্রেণীর রচনা?

উত্তর : কাব্যগ্রন্থ।

- 'পাখির কাছে ফুলের কাছে' গ্রন্থটির রচয়িতা কে এবং এটি কোন শ্রেণীর রচনা?
 উত্তর : আল মাহমদ, শিশু সাহিত্য।
- আল মাহমুদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্যপ্রছের নাম লিখুন।
 উত্তর: লোক লোকান্তর, কালের কলস, সোনালী কাবিন, মায়ারী পর্বা দুলে উঠো, বর্যভিয়ারের ঘোড়া ইত্রভি
- শুলুইবাদীদের রায়াবায়া' কোন শ্রেণীর রচনা এবং এর রচয়িতা কে?
 উত্তর : কাব্যগ্রস্থ, আল মাহমুদ।
- আল মাহমুদের 'নোলক' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রস্থের অন্তর্গত?
 উত্তর : লোক লোকান্তর।
- আল মাহমুদ কবে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন?
 উত্তর : ১৯৬৮ সালে।

আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯)

জন্ম : ৬ মে ১৯৩২ (২২ বৈশার্থ ১৩৩৯); রামনগর, নরসিংদী।

- মূল পরিচিতি কবি, পেশায় অধ্যাপক, বিভিন্ন সরকারের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। এরশাদ সরকারের আমলে সংস্কৃতি উপদেষ্টা ছিলেন।
- 🗆 তার 'কর্ণফুলী' উপন্যাসটি পাহাড়-সমূদ্রঘেরা একটি বিশেষ জনপদ অবলম্বনে রচিত।
- 🗆 তার বিখ্যাত কবিতা 'শৃতিক্তম্ব' মানচিত্র কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
- □ তার বিখ্যাত উপন্যাস 'তেইশ নধর তৈলচিত্র' অবলম্বনে তৈরি চলচ্চিত্র 'বসুদ্ধরা' ১৯৭৭ সাল জাতীয় পুরস্কার লাভ করে ।

ছোঁগল্প : জেগে আছি (১৯৫০), ধানকন্যা (১৯৫১), মৃগনাভি (১৯৫৩), অন্ধকার সিড়ি (১৯৫৮). উজান তরঙ্গে (১৯৬২), জীবনজমিন (১৯৮৮)।



উপন্যাস : তেইশ নবর তৈলচিত্র (১৯৬০), কর্দাফুলী (১৯৬২), ছুখা ও আশা (১৯৬৪) থসড়া কাগজ (১৯৮৬), গাটরাণী (১৯৮৬), খাগতম ভালোবাসা (১৯৯০), ^{পুরুল্জ} (১৯৯৪), ক্যামপাস (১৯৯৪), অনুনিত অন্ধকার (১৯৯১), স্বপ্লুশিলা (১৯৯২)।

কবিতা : মানচিত্র (১৯৬১), লেলিহান পাগুলিপি (১৯৭৫), অ্যাসেস ^{আর্চ} স্পার্কস (১৯৮৪), সাজঘর (১৯৯০), চোখ (১৯৯৬)।

নাটক: মায়াবী প্রহর (১৯৬৩), নিঃশব্দ যাত্রা (১৯৭২), সংবাদ শে^{বাংশ} (১৯৭৫), হিজল কাঠের নৌকা (১৯৭৬)।

প্রবন্ধ : শিল্পীর সাধনা (১৯৫৮), সাহিত্যের আগভুক বতু (১৯৭৪)।

পুরকার : বাংলা একাডেমী পুরকার (জোটগার, ১৯৬৪), ইউনেছা পুরকার (উপন্যাস কর্ণফুণীর কর্না, ১৯৬৫), জাতীয় চলচ্চিত্র পুরকার (উপন্যাস তেইশ নাক তৈলচ্চিত্র অবলবনে বসুকরা, ১৯৭৭), শুর বাংলা সাহিত্য পুরকার (১৯৮৭), কথক একাডেমী পুরকার (সাহিত্য, ১৯৮৯), দেশবন্ধ চিত্রগল কর্ণপদক (সাহিত্য ও সান্ধৃতি, ১৯৯৪)।

मृङ्ग : 8 जुनार २००७।



তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' গ্রন্থটির রচয়িতা কে এবং এটি কোন শ্রেণীর রচনা?

ন্তুপজাতীয়দের জীবনচিত্র অবলখনে আলাউদ্দিন আল আজাদের রচিত গ্রন্থ কোনটি?

জ্বীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? কোন শ্রেণীর রচনা?

আশরাফ সিদ্দিকী (১৯২৭-)

ন্তব: ১ মার্চ ১৯২৭; নাগবাড়ী, টাঙ্গাইল।

্র তিনি মূলত লোকসাহিত্যিক ও সংস্কৃতিবিদ হিসেবে পরিচিত।

্র তার প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'তালেব মান্টার ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৫০)।

অ মন্ত্র পানির ধারের ছেলেটি' সাহিত্যকর্মটি নিয়ে চলচিত্র নির্মিত হয়েছে: নাম 'ভমরের ফল'।

্র প্রক্র নামের বারের হেলাক শাবেতাপথাত দারে লোকর নামত হারেছে, শাব সুধুমার ফুশ। বুরুদ্ধারেবাবা : লোকসাহিত্য (১৯৬৪) কিংবদন্তীর বাংলা (১৯৭৫); শুভ নামর্বর্ষ (১৯৭৭), লোকায়ত বাংলা (১৯৭৮), Folkloric Bangladesh (১৯৭৭)।

ন্ধা : গানির ধারের ছেলেটি (১৯৮১), কাগজের নৌকা (১৯৬২), শেষ নালিশ (১৯৯২)। উদন্যাস : শেষ কথা কে বলবে (১৯৮০), গুণীন (১৯৮৯), আরশিনগর (১৯৮৮)।

খনিজা : সাত ভাই চম্পা (১৯৫৩), বিষকন্যা (১৯৫৫), কুচবরণের কন্যে (১৯৭৭), আরশিনগর (১৯৮৪), দাঁড়াও পথিকবর (১৯৯০)।

নিজ্জোর্ম : সিংহের মামা ভোগল দাস (১৯৬৩), আমার দেশের রূপকাহিনী (১৯৬৪), বাংলাদেশের ^{জনকরা} (১৯৯১), অসি বাজে ঝন্ঝন (১৯৭৯), রূপকথার রাজ্যে (১৯৯৩)।

ब्यावहना : भारतिम मून्पती (১৯৭৫)।

^{অনুবাদ} : সাগর থেকে আনা (১৯৭৫), চলো যাই বই পড়ি (১৯৫৭)।

্রেজন : All Bengal Essay Competition, Gold Medal (১৯৪৮), বাংলা একাডেমী পুরস্কার (৯৯৪), দাউদ পুরস্কার (১৯৬৫), ইউনেজো পুরস্কার (১৯৬৬), একুশে পদক (১৯৮৮), নাসিরউদ্দিন ব্যক্তিক (১৯৮৯), জাতীয় সাহিত্য পদক (১৯৮৯), ড. দীনেশ সেন পদক, কলকাভা (১৯৬-৯৭)।

মডেল প্রশ্ন

আশরাফ সিদ্দিকী কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : ১৯২৭ সালের ১ মার্চ, টাঙ্গাইলের নাগবাড়ী নামক স্থানে।

ি তিনি মূলত কি হিসেবে পরিচিত?

^{উন্তর} : লোকসাহিত্য-সংস্কৃতিবিদ।

^{৩,} তার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম ও ধরন কি?

্ষ্ট ব্রব্ধ : তালেব মান্টার ও অন্যান্য কবিতা (১৯৫০); কাব্যগ্রন্থ। তার ক্ষোন সাহিত্যকর্ম নিয়ে চলচ্চিত্র হয়েছে এবং চলচ্চিত্রটির নাম কি ছিল?

^উশুর: গলির ধারের ছেলেটি, ভূমুরের ফুল।

আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯)

জন্ম : ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১; সূচক্র-দন্তী, চট্টগ্রাম।

🗆 তিনি মূলত পরিচিত ছিলেন শিক্ষাবিদ ও গবেষক হিসেবে। 🗆 তিনি মৃত্যুর পূর্বে তার মৃত্যু-উত্তর দেহ বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজকে দান করে যান।



প্রবন্ধ-গবেষণা : বিচিত চিন্তা (১৯৬৮), সাহিত্য সংস্কৃতি চিন্তা (১৯৬৯), সদেশ আক্র (১৯৭০), জীবনে সমাজে সাহিত্যে (১৯৭০), যুগ যন্ত্রণা (১৯৭৪), কালিক ভাক্ত (১৯৭৪), বাঙ্কালী ও বাংলা সাহিত্য (১ম খণ্ড ১৯৭৮, ২য় খণ্ড ১৯৮৩), প্রভাষ 🐷 প্রত্যাশা (১৯৭৯), মানবতা ও গণমুক্তি (১৯৯০), বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালিত (১৯৯১) সংস্কৃতি (১৯৯২), সংকট : জীবনে ও মননে (১৯৯৩), জিজ্ঞাসা ও অন্তেখা (১৯৯৭) সম্পাদনা : লায়লী মজন (১৯৫৭), রসুল বিজয় (১৯৬৪), সয়মূল মলক বদিউজ্জামাল (১৯৭৫), বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান (১৯৯১)

পরস্কার : বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৮), দাউদ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৯), অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৪), মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৯), একুশে পদক (১৯৯১), The Humanist and Ethical Association of Bangladesh First National Humanist Award (১৯৯১), & @ (সন্মানসচক), রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯৩)।

মৃত্যু : ১৯৯৯ সাল।

মডেল প্রশ্র

- 'বিচিত চিন্তা' এবং 'যুগ যন্ত্রণা' কোন শ্রেণীর রচনা এবং এগুলোর রচয়িতা কে? উত্তর : প্রবন্ধ: ড, আহমদ শরীফ।
- ২. 'পুঁথি পরিচিতি' -এর রচয়িতা কে? কোন জাতীয় রচনা? উত্তর : ড. আহমদ শরীফ; প্রবন্ধ গ্রন্থ।
- ৩. 'কালিক ভাবনা' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? কোন শ্রেণীর রচনা? উত্তর : ড. আহমদ শরীফ; প্রবন্ধ গ্রন্থ।
- 'স্বদেশ অরেষা' কোন জাতীয় রচনা এর রচয়িতা কে? উত্তর : প্রবন্ধ গ্রন্থ: ড, আহমদ শরীফ।

আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫)

জন্ম : ২ জানুয়ারি ১৯১৭: শঙ্করপাসা গ্রাম, পিরোজপুর।

🗆 তিনি মূলত কবি ও সাংবাদিক।

🗅 ত্যার কবিতার বিষয়বস্তু গ্রামীণ ঐতিহ্যমণ্ডিত সামাজিক বাস্তবতা, মধ্যবিত্ত মানষের সংগ্রামী চেতনা ও সমকালীন যুগযন্ত্রণা।

কাব্যগ্রন্থ : রাত্রিশেষ (১৯৪৭), ছায়াহরিণ (১৯৬২), সারাদুপুর (১৯৬৪), আশায় বসতি (১৩৮১), মেঘ বলে চৈত্রে যাবো (১৯৭৬), দুই হাতে দুই আদিম পাথর (১৯৮০), প্রেমের কবিতা (১৯৮১), বিদীর্ণ দর্পণে মুখ (১৯৮৫)।



নেরাস : অরণ্যে নীলিমা (১৯৬২), জাফরানী রং পায়রা, রানী খালের সাঁকো (১৯৬৫)। ্রাতার গ্রন্থ : ছোটদের পাকিস্তান (১৯৫৪), বৃষ্টিপড়ে টাপুর-টুপুর (১৯৭৭), ছুটির দিন দুপুরে (১৯৭৮)।

ব্রালা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬১) ও একুশে পদক (১৯৭৮)।

জ্ঞা : ১০ জুলাই ১৯৮৫, ঢাকা।

আহসান হাবীবের জন্ম ও মৃত্যুসাল উল্রেখ করুন।

চকর : জন : ১৯১৭ ও মৃত্য : ১৯৮৫ সালে।

আহসান হাবীবের প্রথম কাব্যগ্রস্থ কোনটি? কত সালে প্রকাশিত হয়?

জনর : রাত্রিশেষ; ১৩৬২ বঙ্গান্দে।

আহসান হাবীবের 'ছায়া হরিণ' কোন শ্রেণীর রচনা? কত সালে প্রকাশিত হয়?

উন্তর : কাব্যগ্রন্থ; ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে।

'মেঘ বলে চৈত্রে যাবো' কোন জাতীয় রচনা? রচয়িতা কে? উত্তর : কাব্যগ্রস্থ; আহসান হাবীব।

'আশায় বসতি' ও 'দুই হাতে দুই আদিম পাথর' কোন শ্রেণীর রচনা এর রচয়িতার নাম কি? উত্তর - কাবগ্রেম্ব- আহসান হাবীব।

৬ 'সারা দুপুর' কার লেখা, কোন জাতীয় গ্রন্থ?

উত্তর • 'সারা দপর' আহসান হাবিবের লেখা। এটি একটি কাব্যগ্রস্ত।

কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১)

দ্ব : লক্ষ্মীপুর গ্রাম, কুমারখালী, কৃষ্টিয়া; ৩০ জুলাই ১৮৯৭ (মাতুলালয়)।

গৈতৃক নিবাস: বাগমারা গ্রাম, পাংশা, ফরিদপুর।

থবছ: সঞ্চয়ন (১৯৩৭)।

জন্যান্য গ্রন্থ : নজরুল কাব্য পরিচিতি (১৯৫৫), সেই পথ লক্ষ্য করে (১৯৫৮),

আশাজিয়াম (১৯৬৫), গণিত শাস্ত্রের ইতিহাস (১৯৭০), আলোক বিজ্ঞান (১৯৭৪)। ^{ক্ষোর} : প্রবন্ধ সাহিত্যে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ (১৯৬৬), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

^{কর্তুক সমানসূতক 'ভক্টরেট' উপাধি প্রদান (১৯৭৪) ও 'জাতীয় অধ্যাপক' মর্যাদায় ভূষিত (১৯৭৫)।} প্রি : ১ অক্টোবর ১৯৮১; ঢাকা।

নডেল প্রশ্ন

শাজী মোতাহার হোসেনের জন্ম কত সালে?

উত্তর : ৩০ জুলাই ১৮৯৭।

ি জিন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর: লক্ষীপুর গ্রাম, কুমারখালী, কুষ্টিয়া (মাতুলালয়)।

- ৩. তিনি মূলত কি ছিলেন?
- উত্তর : সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী।
- কাজী মোতাহার হোসেনের জীবনের অন্যতম কীর্তি কোনটি? উত্তর : ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠা।
- ৫. তার প্রথম ও বিখ্যাত প্রবন্ধ সংকলন কোনটি?
- উত্তর : 'সঞ্চয়ন' (১৯৩৭)।
- ৬. তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন? উমর : ৯ অক্টোবর ১৯৮১।

খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন (১৯০১-১৯৮১)

জনা : চারিগ্রাম, মানিকগঞ্জ; ৩০ অক্টোবর ১৯০১।



স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ: ফুস্রেষ্টা নজরুল (১৯৫৭)।

শিওতোষ গ্রন্থ : মুসলিম বীরাঙ্গনা (১৯৩৬), আমাদের নবী (১৯৪১) খোলাফায়ে রাশেদিন (১৯৫১), সোনার পাকিস্তান (১৯৫৩), স্বপন দেখি (১৯৫৯), শাপলা শালুক (১৯৬২)।

কাব্য : পালের নাও (১৯৫৬), আর্তনাদ (১৯৫৮), হে মানুষ (১৯৫৮)।

উপন্যাস : অনাথিনী (১৯২৬), নয়া সড়ক (১৯৬৭)।

গল্পগ্রন্থ : ঝুমকোলতা (১৯৫৬)।

পুরুষার : 'ফুস্ট্রা নজরুল' এছের জন্য ইউনেক্ষো পুরুষার (১৯৬০), শিতসাহিত্যে বাংলা একাজী পুরস্কার (১৯৬০) ও একুশে পদক (১৯৭৮)।

মত্য : ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১; ঢাকা।

মডেল প্রশ্ন

- খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীনের জন্ম কত সালে? উত্তর : ৩০ অক্টোবর ১৯০১।
- ২ তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? উত্তর : চারিগ্রাম, মানিকগঞ্জ।
- কবি কাজী নজকুল ইসলামের জীবন ও সাহিত্যকর্মের ওপর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থের নাম কি উত্তর : ফ্রাস্ট্রা নজরুল (১৯৫৭)।
- খান মৃহাম্মদ মঈনুদ্দীনের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের নাম কি? উত্তর : হে মানুষ (১৯৫৮)।
- ৫. কোন গ্রন্থ রচনার জন্য ডিনি ইউনেঙ্কো পুরস্কার (১৯৬০) লাভ করেন? উত্তর : ফুস্রেষ্টা নজরুল (১৯৫৭)।
- তিনি কবে, কোপায় সৃত্যুবরণ করেন? উত্তর : ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১; ঢাকায়।

গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪)

লা : ১৮৯৭; মনোহরপুর গ্রাম, শৈলকুপা, ঝিনাইদহ।

্র তার পেশা ছিল শিক্ষকতা।

্রতার কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু ইসলাম ও প্রেম।

্রা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে উর্দুভাষার প্রতি তার সমর্থন ছিল।

অবগ্রেম্ব : রক্তরাগ (১৯২৪), খোশরোজ (১৯২৯), কাব্যকাহিনী (১৯৩২), ল্লারা (১৯৩৬), হাম্লাহেনা (১৯৩৮), বুলবুলিস্তান (১৯৪৯), তারানা-ই-ুলুবান (১৯৫৬), বনি আদম (১৯৫৮), গীতিসঞ্চয়ন (১৯৬৮)।

ব্যবহার: বিশ্বনবী (১৯৪২), ইসলাম ও জেহাদ (১৯৪৭), ইসলাম ও কমিউনিজম (১৯৪৬), আমার हिलाधाता (३৯৫२)।

senfel : ১৯৫২ সালে যশোর সাহিত্য সজ্ঞ কর্তৃক কাব্য সুধাকর ও ১৯৬০ সালে পাকিস্তান সরকার কর্ত্ত সিতারা-ই-ইমতিয়াজ উপাধিতে ভূষিত।

ছন : ১৩ অক্টোবর ১৯৬৪; ঢাকা।

গোলাম মোন্তফার উপাধি কি? উত্তর : কাব্য সুধাকর।

- 'বুলবুলিস্তান' কোন জাতীয় রচনা? কোন কবি, কত সালে এটি রচনা করেন? উত্তর : অনুবাদ কাব্য; কবি গোলাম মোন্তফা, ১৯৪৯ সালে।
- ৩. গোলাম মোন্তফা কত সালে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক খেতাবে ভূষিত হন? উত্তর : ১৯৬০ সালে ('সিতারা-ই- ইমতিয়াজ' খেতাব)।
- 8. কবি গোলাম মোন্তফার কয়েকটি উল্রেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন। উত্তর : হাম্লাহেনা, রক্তরাগ, বনি আদম প্রভৃতি।

জহির রায়হান (১৯৩৫-১৯৭২)

জন্ম : ১৯ আগন্ট ১৯৩৫; মজুপুর গ্রাম, ফেনী। 🗆 প্রকৃত নাম মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ। 🛘 তিনি ছিলেন মূলত কথাশিল্পী ও চলচ্চিত্র পরিচালক। 🛘 রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনে তার সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল।

🛘 গণহত্যার ওপর ভার তৈরি প্রামাণ্যচিত্র Stop Genocide ।

উপন্যাস : হাজার বছর ধরে (১৩৭১), আরেক ফাল্লুন (১৩৭৫), বরফ গলা নদী (১৩৭৬), শেষ বিকেলের মেয়ে (১৩৬৭), আর কত দিন (১৩৭৭), কয়েকটি মত্য (১৩৮২), তৃষ্ণা (১৩৬২)।



গল্পপ্রস্ত : সর্য গ্রহণ (১৩৬২)।

পুরস্কার : হাজার বছর ধরে উপন্যাসের জন্য ১৯৬৪ সালে আদমজী সাহিত্য পুরস্কার লাভ। ১৯৭

সালে উপন্যাসের জন্য বাংলা একাডেমী কর্তৃক মরণোন্তর সাহিত্য পুরস্কার প্রদান।

মৃত্যু : ১৯৭২-এর ৩০ জানুয়ারি মিরপুরে নিখোজ ভাই শহীদুল্লাহ কায়সারকে খুঁজতে গিয়ে ফিরে আসেনির মডেল প্রশ্ন

১. জহির রায়হানের 'আরেক ফারুন' কি ধরনের উপন্যাস? উত্তর : ভাষা আন্দোলনভিত্তিক উপন্যাস হচ্ছে 'আরেক ফারুন'। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ হয়ে ১৯৫১

- প্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চলমান আন্দোলন, জনতার সন্মিলন, প্রেম-প্রণয় উপন্যাসটির মূল বিষয়।
- ১ জহির রায়হানের কতিপয় উপন্যাসের নাম করুন। উত্তর : বরফ গলা নদী, আরেক ফাল্পন, হাজার বছর ধরে ইত্যাদি।
- ৩. 'শেষ বিকেলের মেয়ে' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? কোন শ্রেণীর রচনা? উত্তর : জহির রায়হান, উপন্যাস।

জাহানারা ইমাম (১৯২৯-১৯৯৪)

জন্ম : সুন্দরপুর গ্রাম, মুর্শিদাবাদ; ৩ মে ১৯২৯।

শ্বতিচারণমূলক গ্রন্থ : একান্তরের দিনগুলি (১৯৮৬)।

অন্যান্য গ্রন্থ : গজ কচ্ছপ (১৯৬৭), সাতটি তারার ঝিকিমিকি (১৯৭৩), নিসে পাইন (১৯০৯), ক্যাঙ্গারের সাথে বসবাস (১৯৯১), প্রবাসের দিনগুলি (১৯৯২)।

পুরস্কার : সাহিত্যকৃতির জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ (১৯৯০)

মত্য : ২৬ জুন ১৯৯৪।

মডেল প্রশ্র

- জাহানারা ইমাম কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? উত্তর : ৩ মে ১৯২৯: সুন্দরপুর গ্রাম, মুর্শিদাবাদ।
- মুক্তিযুদ্ধের ওপর তার স্মৃতিচারণামূলক গ্রন্থের নাম লিখুন। কত সালে তা প্রকাশিত হয়? উত্তর : একান্তরের দিনগুলি। ১৯৮৬ সালে।
- 'ক্যান্সারের সাথে বসবাস' গ্রন্থটি কার লেখা? উত্তর : জাহানারা ইমাম।
- 'সাতটি তারার ঝিকিমিকি' গ্রন্থটি কার লেখা? উত্তর : জাহানারা ইমাম।
- ৫. তিনি কবে, কোথায় মৃত্যুবরণ করেন? উত্তর : ২৬ জুন ১৯৯৪, যুক্তরাষ্ট্রে।

ক্রনি কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তর : ক্যান্সার।

ন্তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় কি কি ভূমিকা পালন করেন? ক্ষর : ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ তরু হলে জাহানারা ইমামের প্রথম সন্তান রুমী যুদ্ধে যোগদান

ক্রর। রুমী ও তাঁর সঙ্গী মুক্তিযোদ্ধাদের অপারেশনে সহযোদ্ধাদের মতো অংশগ্রহণ করেন ক্রচানারা ইমাম। বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের আশুয় ও খাদ্য দেয়া, গাড়িতে অস্ত্র আনা-নেয়া ও তা ক্রক্ষেত্রে পৌছে দেয়া, থবর আদান-প্রদান ইত্যাদি ছিল তাঁর মুক্তিযুদ্ধকালীন ভূমিকা।

বন্দে আলী মিয়া (১৯০৬-১৯৭৯)

্র : ১৫ ডিসেম্বর ১৯০৬; রাধানগর গ্রাম, পাবনা। ু নিরি প্রথম 'ইসলাম দর্শন' পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে যোগ দেন। ল তার সম্পাদিত কয়েকটি পত্রিকা– কিশোর পরাগ, শিহুবার্ষিকী, জ্ঞানের আলো। ন পদ্রী প্রকৃতির সৌন্দর্য তার কবিতায় অনন্যতা লাভ করেছে।

গ্রারা : ময়নামতির চর (১৯৩২), অনুরাগ (১৯৩২)।

পরতোষ গ্রন্থ : চোর জামাই (১৯২৭), মেঘকুমারী (১৯৩২), মৃগপরী (১৯৩৭), জ্বো নামাই (১৯৩৭), কামাল আতাতুৰ্ক (১৯৪০), ডাইনী বউ (১৯৫৯), রূপকথা

১৯৬০), কুঁচবরণ কন্যা (১৯৬০), ছেটিদের নজরুল (১৯৬০), শিয়াল পঞ্জিতের পাঠশালা (১৯৬৩)। পুরুষ : শিতসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ১৯৬২ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার এবং

১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট পুরস্কার লাভ। নতা : ১৭ জন ১৯৭৯: রাজশাহী।

মডেল প্রশ্র

১ বন্দে আলী মিয়া কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন উত্তর : ১৫ ডিসেম্বর ১৯০৬: রাধানগর গ্রাম, পাবনা

৳ তিনি মলত কি ভিলেন?

উত্তর : কবি ঔপন্যাসিক ও শিশুসাহিত্যিক।

্ ভার কবিতায় কিসের পরিচয় ফুটে ওঠে? উত্তর : পল্লী প্রকৃতির সৌন্দর্য।

৪. ভার রচিত কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম কি?

জ্বির: ময়নামতির চর (১৯৩২), অনুরাগ (১৯৩২) ইত্যাদি।

তার রচিত শিশুতোষ গ্রন্থগুলোর নাম কি?

জ্ঞা : চোর জামাই (১৯২৭), মৃগপরী (১৯৩৭), ডাইনী বউ (১৯৫৯), রূপকথা (১৯৬০), वैठवत्रव कन्गा (১৯৬०)।

তিনি কবে কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?

জির: ১৭ জুন ১৯৭৯; রাজশাহী।

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)

বদ্ধদেব বসর আমলে রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ে। প্রতিভার বিচিত্রমুখিতায় রবীন্দ্রনাথই তাঁর তদনা । কবি ঐপন্যাসিক, গল্পকার, নাট্যকার, অনবাদক, সমালোচক ও সম্পাদক সব ক্ষেত্রেই ১৯৯৯ আধনিক কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নন তিনি, তবে প্রধান পুরোহিত। কবিতা সম্পাদনা করে, আধনিত ও কবিতার পক্ষে প্রবন্ধ লিখে, বিশ্বের আধুনিক কবিতা অনুবাদ করে তিনি আমাদের আধুনিক শিক্ষক হয়ে আছেন। তিনি আধুনিক কবিদের মধ্যে সবচেয়ে গীতিময় ও আবেগপ্রবণ।

জনা : কমিল্লা, নভেম্বর ১৯০৮।



কাব্যগ্রস্ত : মর্মবাণী (১৯২৫), বন্দীর বন্দনা (১৯৩০), পৃথিবীর পথে (১৯৯১ ক্ষাবতী (১৯৩৭), দময়ন্তী (১৯৪৩), দৌপদীর শাড়ী (১৯৪৮), শেষ ক্র (১৯৫৩), শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর (১৯৫৫), যে-আঁধার আলোর জা (১৯৫৮), দময়ন্তী : দৌপদীর শাড়ী ও অন্যান্য কবিতা (১৯৬৩), মরচেপড়া পেক্ত গান (১৯৬৬), একদিন : চিরদিন (১৯৭১), স্বাগত বিদায় (১৯৭১) ইত্যাদি

উপন্যাস : সাড়া (১৯৩০), সানন্দা (১৯৩৩), লাল মেঘ (১৯৩৪), পরিত্র (১৯৩৮), কালো হাওয়া (১৯৪২), তিথিডোর (১৯৪৯), নির্জন রাজ্ঞ (১৯৫১), মৌলিনাথ (১৯৫২), নীলাঞ্জনের খাতা (১৯৬০), পাতাল থেকে আলাপ (১৯৬৭), রাত ভ

বৃষ্টি (১৯৬৭), গোলাপ কেন কালো (১৯৬৮), বিপন্ন বিশ্বয় (১৯৬৯) ইত্যাদি। গল্প : অভিনয়, অভিনয় নয় (১৯৩০), রেখাচিত্র (১৯৩১), হাওয়া বদল (১৯৪৩), শ্রেষ্ঠগল্প (১৩৫৯),

জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু (১৯৬০), হৃদয়ের জাগরণ (১৩৬৮), ভালো আমার ভেলা (১৯৬৩), প্রেমপত্র (১৯৭১ প্রবন্ধ : হঠাৎ-আলোর ঝলকানি (১৯৩৫), কালের পুতুল (১৯৪৬), সাহিত্যচর্চা (১৩৬১), রবীলোধ কথাসাহিত্য (১৯৫৫), স্বদেশ ও সংস্কৃতি (১৯৫৭), সঙ্গ নিঃসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৩), সংকলন (১৯৬৬), কবি রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৬)।

স্ত্রমণ কাহিনী : সব পেয়েছির দেশে (১৯৪১), জাপানি জার্নাল (১৯৬২), দেশান্তর (১৯৬৬)।

নাটক : মায়া-মালঞ্চ (১৯৪৪), তপথী ও তরঙ্গিণী (১৯৬৬), কলকাতার ইলেক্স ও সতাসন্ধ (১৯৬৮)। শ্বতিকথা: আমার ছেলেবেলা (১৯৭৩), আমার যৌবন (১৯৭৬)।

অনুবাদ : কালিদাদের মেঘদূত (১৯৫৭), বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা (১৯৬০), হেন্ডালিনের ক (১৯৬৭), রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা (১৯৭০)।

পুরস্কার: ১৯৬৭ সালে 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' কাব্যনাট্যের জন্য সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার, ১৯৭০-পদ্মভূষণ উপাধি ও ১৯৭৪-এ 'স্বাগত বিদায়' গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র-পুরস্কার (মরণোত্তর) লাভ।

মৃত্যু : ১৮ মার্চ ১৯৭৪; কলকাতা।

মডেল প্রশ্ন

- বৃদ্ধদেব বসুর জন্মসাল কত এবং কোথায় জন্ময়হণ করেন? উত্তর : ৩০ নভেম্বর ১৯০৮; কুমিল্লা।
- ২ু রবীস্রনাথের পর বাংলা সাহিত্যে কাকে সব্যসাচী লেখক বলা হয়? উত্তর : বৃদ্ধদেব বসুকে।

ন মলত কি ছিলেন?

📷 : কবি, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক ও সম্পাদক।

ভার সম্পাদিত পত্রিকাণ্ডলোর নাম কি?

ক্ষার : প্রগতি (১৯২৭-২৯) ও কবিতা (১৩৪২-৪৭)। «মায়ূন কবিরের সাথে তার সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা কোনটি?

ক্রমর : চতুরঙ্গ (১৯৩৮)।

বালো সাহিত্যে বৃদ্ধদেব বসুর অবদান উল্লেখক করুন।

ভবর : কথাসাহিত্যিক বৃদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) যাকে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পর স্বয়সাচী লেখক বলা হয়, তিনি মাসিক 'কল্লোল' (১৯২৩) পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। জার কাব্যগ্রস্তলো হলো 'বন্দীর বন্দনা' (১৯৩০), কদ্ধাবতী (১৯৩৭), যে আঁধার আলোর অধিক (১৯৫৮), মরচে পড়া পেরেকের গান (১৯৬৬), একদিন চিরদিন (১৯৭১) ইত্যাদি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)

ছন : ১৯ মে ১৯০৮, সাঁওতাল পরগণা, দুমকা, বিহার।

প্রতক নিবাস : মালবদিয়া গ্রাম, বিক্রমপুর, মুন্সিগঞ্জ। ্ব মনোবিশ্রেষণ ও ফ্রুয়েডীয় চেতনার প্রভাব, মার্ক্সীয় দর্শনের প্রয়োগ এবং

নানা নিরীক্ষার প্রয়াস তার উপন্যাসের বৈশিষ্টা। 🛘 তার পিতৃদত্ত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক নাম মানিক।

🛘 ভার রচিত প্রথম গল্পের নাম 'অতসী মামী'। এটি 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

তিরিশের দশকে বাংলা কথাসাহিত্যের যে পালাবদল বাংলা গল্প ও উপন্যাসের নতুন একটি বিশ্ব নির্মাণকে সম্ভবপর করে তুলেছিল, তিনি ছিলেন এর প্রধান স্থপতি।

🛘 আর জীবনের প্রথমভাগে তিনি সাহিত্যিকভাবে ফ্রয়েডীয় ছিলেন, আর শেষভাগে মূলত মার্ক্সীয়। তিনি মার্ক্সিট লেখক ছিলেন।

উপন্যাস : জননী (১৯৩৫), দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫), পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬), পদ্মানদীর মাঝি ক্ষিতেউ), শহরতলী (১৯৪০), অহিংসা (১৯৪১), শহরবাসের ইতিকথা (১৯৪৬), চিহ্ন (১৯৪৭), চতুকোণ (১৯৪৮), জীয়ন্ত (১৯৫০), সোনার চেয়ে দামী (১৯৫১), স্বাধীনতার স্বাদ (১৯৫১), ইতিকথার পরের কথা

১৯৫২), আরোগ্য (১৯৫৩), হরফ (১৯৫৪), হলুদ নদী সবুজ বন (১৯৫৬)।

অবৃষ্ট : অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প (১৯৩৫), প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭), মিহি ও মোটা কাহিনী

১৯৬৮), সরীসপ (১৯৩৯), বৌ (১৯৪৩), সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪৩), ভেজাল (১৯৪৪), হলুদ পোড়া ১৯৪৫), আজকাল পরজর গল্প (১৯৪৬), মাটির মাতল, ছেটিবড় (১৯৪৮), ছেট বকুলপুরের যাত্রী

^{১৯৪৯}), শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৫০), ফেরিওয়ালা (১৯৫৩), উত্তরকালে গল্প সংগ্রহ ইত্যাদি।

বিদ্বপ্রস্থ : লেখকের কথা।

্বানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম— জননী (১৯৩৫)।

্রার 'পত্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) উপন্যাসটি 'পূর্বাশা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

্রিক্তান্দীর মাঝি' নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন– গৌতম ঘোষ।

া 'পদাননীর মাঝি' উপন্যাদের উল্লেখযোগ্য চরিত্র– কুরের, কপিলা, মালা, ধনগুয়, গণেশ, হোসেন মিয়া, শীত্রু 🗆 শশী, কুসুম চরিত্র দুটি 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের।

মত্য : ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৬, কলকাতা।

মডেল প্রশ্ন

- মানিক বন্দোপাধ্যায় কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? উত্তর : ১৯ মে ১৯০৮; সাঁওতাল পরগনা, দুমকা, বিহার।
- ২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসল নাম কি ছিল? উত্তর : প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রথম গল্পের লেখক হিসেবে ডাক নাম মানিক ব্যবহন এভাবেই আসল নাম ঢাকা পড়ে পরবর্তীকালে মানিক বন্দোপাধ্যায় নামে খ্যাতি লাভ ।)
- ৩. তার রচিত প্রথম গল্পের নাম কি এবং এটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? উত্তর : অতসী মামী: প্রকাশিত হয় বিচিত্রা পত্রিকায় (পৌষ সংখ্যা ১৩৩৫)।
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম কি? উত্তর : জননী (১৯৩৫)।
- মানিক সাহিত্য সম্পর্কে কি বলা হয়? উত্তর : শরণ্ডন্দ্র ও কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের পর বাংলা সাহিত্যে বস্তুতান্ত্রিকতা ও মনোবিত্রন মানিক সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত।
- ৬ ভিশ্ব ও পাচি তার কোন গল্পের পাত্র-পাত্রী? উত্তর : প্রাগৈতিহাসিক।
- ৭. শশী ও কুসুম কোন উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী? উত্তর : পৃতলের ইতিকথা।
- ১৪. 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের উপজীব্য ও চরিত্র সম্পর্কে ধারণা দিন। উত্তর : কথা সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঞ্চলিক উপন্যাস 'পল্লানদীর মাঝি' (১৯৩৬) উপন্যাসে জেলে জীবনের সুখ-দুঃখ বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য চরিত্র— কুবের, ব মালা, ধনপ্তয়, গণেশ, শীতলবাবু, হোসেন মিঞা প্রভৃতি।

মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১)

জনা: ২৭ নভেম্বর, ১৯২৫; মানিকগঞ্জ (মাতুলালয়)।

পৈতক নিবাস : নোয়াখালী।

🗆 তিনি মূলত শিক্ষাবিদ, নাট্যকার, সমালোচক ও বাগ্মী।

□ তিনি 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকটি রচনা করেছিলেন কায়কোবাদের 'মহা^{দা্র} মহাকাব্যের বিষয় অবলম্বনে।

□ ভাষা আন্দোলনকে উপজীব্য করে তিনি রচনা করেছিলেন 'কবর' না^{ট্রক}। নাটক : রক্তাক্ত প্রান্তর (১৯৬২), চিঠি (১৯৬৬), কবর (১৯৬৬), ^{দরকা}

(১৯৬৬), পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য (১৯৬৯)।

ল্লাদ নাটক : কেউ কিছু বলতে পারে না (১৯৬৭), রূপার কৌটা (১৯৬৯), মুখরা রমণী বশীকরণ (১৯৭০)। ্রাছ : জুহিছেন ও ডি. এল. রায় (১৯৬৩, পরে তুলনামূলক সমালোচনা এছে অন্তর্জক). মীর

অস (১৯৬৫), তুলনামূলক সমালোচনা (১৯৬৯), বাংলা গদ্যরীতি (১৯৭০)। ্রভার : ১৯৬২ সালে নাটকে বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ১৯৬৫ সালে মীর মানস গ্রন্থের জন্য দাউদ

ক্রমার এবং ১৯৬৬ সালে সিতারা-ই-ইমতিয়াজ খেতাব লাড।

জ্যা : স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাকালে অপহৃত ও নিখোঁজ (১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১)।

মডেল প্রাশ

মনীর চৌধুরীর জন্মতারিখ কত এবং তিনি কত তারিখে অপহ্নত ও নিখোঁজ হন? ভন্তর : ১৯২৫ সালের ২৭ নভেম্বর জনুহাইণ করেন এবং ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর অপত্বত ও নিখোঁজ হন।

'নাই ছেলে' কোন জাতীয় রচনা? উত্তর : নাটক; মুনীর চৌধুরী।

'মুখরা রুমণী বশীকরণ' গ্রস্থটির রচয়িতা কে এবং এটি কোন জাতীয় রচনা ?

উত্তর : মুনীর চৌধুরী; অনুবাদ নাটক। 'মখরা রমণী বশীকরণ' নাটকটি কত সালে প্রকাশিত হয় ?

উলব : ১৯৭১ সালে। 'রক্তাক প্রান্তর' নাটকটির রচয়িতা কে এবং এর উপজীব্য বিষয় কি?

উত্তর : মুনীর চৌধুরী: এর উপজীব্য বিষয় পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ। 'কবর' গ্রন্থটি কোন শ্রেণীর রচনা? এর উপজীব্য বিষয় কি?

উত্তর : নাটক: এর উপজীব্য বিষয় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন।

১৯৫২ সালের ২১ ক্ষেক্তরারির পটভূমিতে রচিত 'কবর' নাটকের রচয়িতা কে? উত্তর : বিখ্যাত নাট্যকার মুনীর চৌধুরী রচিত নাটক 'কবর'। '৫২-এর ভাষা আন্দোলনের পট্রভুমিতে নাটকটি রচিত। তিনি ১৯৫৩ সালের ১৭ জানুয়ারি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বসে নাটকটি রচনা করেন। নাটকটি ঐ বছরের ২১ ফ্রেক্স্মারি রাজবন্দিদের দ্বারা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অভিনীত হয়।

 মূনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তর' কোন শ্রেণীর নাটক? ভিত্তর : 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকটি পানিপর্ধের তৃতীয় যুদ্ধের (১৭৬১) ঘটনা অবলম্বনে তিন অঙ্কবিশিষ্ট ঐতিহাসিক নাটক। এ নাটকটির কাহিনী কায়কোবাদের মহাকাব্য 'মহাশুশান' থেকে অহণ করা হলেও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তথা মৌলিক নাটক।

মুহম্মদ এনামূল হক (১৯০৬-১৯৮২)

শ্বী : বন্ধতপুর গ্রাম, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম; ১৯০৬ সালে।

🛘 তিনি মলত শিক্ষাবিদ ও গবেষক।

🛘 কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালক হিসেবেও কাজ করেছেন।

শাহত্যকর্ম : আবাহন (গীতি সংকলন, ১৯২০-১৯২১), ঝর্ণাধারা (কবিতা সংকলন, ১৯২৮), চট্টগ্রামী লার রহস্য-ভেদ (১৯৩৫), আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের অঞ্চ একযোগে রচনা. (১৯৩৫)], বঙ্গে সুকী প্রভাব (১৯৩৫), বাঙলা ভাষার সংকার (১৯৪৪), পূর্ব



পাকিজানে ইসলাম (১৯৪৮), ব্যাকরণ মন্তরী (১৯৫২), মুসলিম বাঙ্গালা সহিত্র (১৯৫৭), বাংলাদেশের ব্যবহারিক অভিধান স্থেরবর্গাংশ সম্পাদনা, ১৯৭৪), A History of Sufism in Bengal (Asiatic Society of Bangladesh, ১৯৭৬), মনীয়া মন্ত্রুলা (১ম খণ্ড ১৯৭৫), মনীয়া মন্ত্রুলা (২য় খণ্ড ১৯৭৬), বুলগোরিয়া হলে (১৯৭৮) আদানবিচ্চা, শেখ জারিক সম্পোদনা, ১৯৮০)

সম্পাদিত অন্যান্য গ্ৰন্থ : Perso-Arabic Elements in Bengali (with Dr. G. M. Hilali. ১৯৬৭), Abdul Karim Sahitya Bisharai

Commemoration Volume (Asiatic Society of Bangladesh 1972), Dr. Mohammad Shahidullah Felicitation Volume (Asiatic Society of Pakistan, 1966).

পুরস্কার: ১৯৬৪ সালে সাহিত্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য 'বাংলা একাডেমী' পুরস্কার লাভ ১৯৬৬ সালে 'প্রেসিডেন্ট পুরস্কার', ১৯৬৮ সালে 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ', ১৯৭৯ সালে 'একুশে পদরু' ১৯৮০ সালে শেরে বাংলা সাহিত্য পুরস্কার এবং ১৯৮১ সালে মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত।

মৃত্য : ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২; ঢাকা (পিজি হাসপাতাল)।

মডেল প্রশ্ন

- মুহম্মদ এনামুল হকের জন্ম কত সালে এবং তিনি কোথায় জন্ময়হণ করেন?
 উত্তর : ১৯০৬ সালে; বথতপুর গ্রাম, ফটিকছড়ি, চয়য়ায়।
- তিনি মূলত কি ছিলেন?
 উত্তর শিক্ষাবিদ ও গবেষক।
- তার রচিত সাহিত্যকর্মধলো কি কি?
 উত্তর : চাইখামী বাঙ্গলার রহসা-ভেদ, আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য, বঙ্গে সুফী প্রভব,
 ব্যাকরণ মঞ্জরী, মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য, মনীযা মঞ্জা (১ম ও হয় খণ্ড)।
- তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
 উত্তর : ১৬ ফ্রেক্যারি ১৯৮২: ঢাকা।

মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯)

জন্ম : মরিচা গ্রাম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ; ২৬ নভেম্বর, ১৯১৯।

'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' (১৯৬৪) এন্থের জন্য তিনি আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আর্থন লভন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ধ্বনিবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করেছেন।

🛘 ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সাহিত্যপত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন তিনি । তথন পত্রিকাটি ছিল যাণ্যাসিক।

প্ৰকাশিত গ্ৰন্থ: সাহিত্য ও শংকৃতি (১৯৫৪), বিলাহে সাড়ে গাতপ' দিন (১৯৫৮), তোমানোশ ও বাজনীতির ভাষা (১৯৫৯), ভাষা ও সাহিত্য (১৯৬০), A Phonetic and Phonological Study of Nasals and Nasalization in Bengali (১৯৬০), ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব (১৯৬৪), বাংলা সাহিত্যের ইত্যুক্তি বিদ্যাল আশী আহনান সহযোগে, ১৯৬৮)। প্রথম্ভ ও গাবেষণার জন্য ১৯৬১ সালে বাংলা একাডেমী পুরুষার লাভ।

মৃত্যু : ঢাকা রেল লাইনে কাটা পড়ে, ৩ জুন ১৯৬৯ সালে।



্ৰ প্ৰশ্

আনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্ব' গ্রন্থের রচয়িতা কে? এটি কোন জাতীয় গ্রন্থ?

্ত্রর : মুহম্মদ আবদুল হাই; প্রবন্ধ গ্রন্থ।

ব্যালা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' সৈয়দ আলী আহসান কার সহযোগে রচনা করেছেন এবং কত সালে? তব্বর : মুহম্মদ আবদুল হাই; ১৯৬৮ সালে।

•ভোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? এটি কত সালে প্রকাশিত হয়? কলার : মহম্মদ আবদুল হাই; ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয়।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯)

লা : পেয়ারা গ্রাম, চবিশ পরগনা, পশ্চিমবন্ধ; ১০ জুলাই ১৮৮৫।

ন্বেৰনামূলক রচনা : সিদ্ধা কাহপার গীত ও দোহা (১৯২৬), বাংলা সাহিত্যের কথা (১ম খণ্ড ১৯৫৩,

প্রথম ১৯৬৫), বৌদ্ধ মর্মবাদীর গান (১৯৬০)।

_{জমা}ত**র** : ভাষা ও সাহিত্য (১৯৩১), বাংলা ব্যাকরণ (১৯৬৫), বাংলা _{জমান} ইতিবৃত্ত (১৯৬৫)।

লার পুরুক: ইকবাল (১৯৪৫), আমাদের সমস্যা (১৯৪৯), বাংলা আদব র তাবিব (১৯৫৭), Essays on Islam (১৯৪৫), Traditional Culture ন East Pakistan (১৯৬৩)।

ণয়গ্রন্থ : রকমারি (১৯৩১)।

প্রভাষ গ্রন্থ : শেষ নবীর সন্ধানে, ছোটদের রসুকুরাহ (১৯৬২), সেবালের রূপকথা (১৯৬৫)। ব্যবাদ গ্রন্থ : দীওয়ানে হাফিজ (১৯৬৮), অমিয়শতক (১৯৪০), রুবাইয়াত ই-

না বিজ্ঞান (১৯৪২), শিকভাষে ও জভাষে ই-শিকভাষ (১৯৪২), মহানাৰ (১৯৪২), বিজ্ঞান (১৯৪২), বিজ্ঞান এক (১৯৫৯), কুলান একল (১৯৬২), মহানাৰ পৰীক্ষ (১৯৬২), মহানাৰ পৰী

পাৰপাত্ৰিকা; আনুৱ (শিণ্ড পাত্ৰিকা, ১৯২০), দি পীল (১৯২০), বদকুৰিক (১৯০৭), তৰুবীর (১৯৪৭)।

ক্ষেত্র ১৯৯৬ৰ লালে মনালি সকলোন কৰ্তৃক, নাইটা অব দা অৰ্ডাৱন অব আৰ্টাল আছে লেটাৰ্ল পদক,

ক্ষিত্ৰৰ সকলান কৰ্তৃক ৰাষ্ট্ৰীয় সম্বাদ প্ৰাইড অব পাবকান্যাল, ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

ক্ষিত্ৰীয়াত্ৰ অসম্ভাৱন থাৰ ভাগান্ত।

য় : ১৩ জুলাই ১৯৬৯; ঢাকা।

ভেল প্রশ্ন

ব্রুবন শহীদুল্লাহর জন্ম তারিখ কত? ভরঃ: ১০ জুলাই, ১৮৮৫।

তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

জ্ঞা : পেয়ারা গ্রাম, চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।

৩. তিনি মলত কি ছিলেন?

উত্তর : ভাষাবিদ, ভাষাবিজ্ঞানী, গবেষক ও শিক্ষাবিদ।

- বাংলা একাডেমী প্রকাশিত কোন অভিধানের তিনি প্রধান সম্পাদক?
 উদ্ধর বাংলা একাডেমী আর্ধ্বলিক ভাষার অভিধান।
- ৫. তিনি কি কি পত্রিকা সম্পাদনা করেন?

উত্তর : আঙুর (১৯২০), দি পীস (১৯২৩), বঙ্গভূমিক (১৯৩৭), তকবীর (১৯৪৭)।

৬. তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন? উত্তর : ১৩ জলাই ১৯৬৯।

শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮)

জন্ম: ২ জানুয়ারি, ১৯১৭; সবল সিংহপুর, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ।

অপকত নাম: শেখ আজিজ্বর রহমান।

□ তিনি মূলত কথাসাহিত্যিক।

্র প্রস্থাকারে প্রকাশিত প্রথম পুস্তক 'জননী' (১৯৬১)।

্র উপন্যাস 'বনি আদম' সাহিত্য সামরিকীতে প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে।
প্রবন্ধ : সংস্কৃতির চড়াই উত্তাহি (১৯৮৫), মুরবাদ মানসের রূপান্তর (১৯৮৫), জর জ
ভারনা (১৯৭৯), হয়র পাল্লম (১৯৫৭), নাইচনা আঁচনা (১৯৮৫), চিন নির্মার (১৯৮৫)।
প্রায় : পৌজরানোপা (১৯৫৮), প্রধার সম্পান (১৯৪৪), উপাশান্ধ (১৯৮৫)।

যদি তব বঙ্গে (১৯৭৫), নেত্রপথ (১৯৬৮), উভশঙ্গ (১৩৭৫)।

উপন্যাস : বনি আদম (১৯৪৩), জননী (১৯৬৮), ক্রীকাদের হাসি (১৯৬২), চৌরসন্থি (১৯৬) সমাগম (১৯৬৭), জাহান্নাম ইইতে বিদার (১৯৭১), দুই সৈনিক (১৯৭৩), দেকড়ে অরণ্য (১৯৭৩) পতঙ্গ পিপ্তর (১৯৮৩), রাজসাজী (১৯৮৫), জলাংগী (১৯৮৬)।

নাটক: আমলার মামলা (১৯৪৯), তঙ্কর ও লকর (১৯৫৩), পূর্ণ বাধীনতা চূর্ণ স্বাধীনতা (১৯৯০)। পুরন্ধার: বাংলা একাডেমী পুরন্ধার (১৯৬২), আদমজী সাহিত্য পুরন্ধার (১৯৬৬), প্রেসিডেন্ট পূর্ণ (১৯৬৭), একুশে পদক (১৯৮৩), মুক্তধারা সাহিত্য পুরন্ধার (১৯৯১)।

মতা : ২১ মে ১৯৯৮।

মডেল প্রশ্র

- শওকত ওসমানের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ কত?
 উত্তর : জন্ম ১৯১৯ সালে এবং মৃত্যু ২১ মে ১৯৯৮।
- ২ 'ক্রীওদাসের হাসি' কোন জাতীয় রচনা এবং এর রচয়িতা কে? এটি কত সালে প্রকাশিত ইয় । উন্তর : উপন্যাস; শওকত ওসমান । ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত হয় ।
- শওকত ওসমানের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যালের নাম উল্লেখ করুন।
 উত্তর: জননী, রাজা উপাখ্যান, সমাগম, টোরসন্ধি, বনি আদম ইত্যাদি।

- শ্বাজা উপাখ্যান' কোন জাতীয় রচনা? রচয়িতা কে?
- পঞ্জক্ত গুসমানের আসল নাম কি? তার পরিচয় দিন। উত্তর : কথাসাহিত্যিক শুক্তকত গুসমানের আসল নাম শেখ আজিজুর রহমান। ১৯৭১ সালের ২ জানামারি তিনি হুগলিতে জনুহাহণ করেন ও ১৯৯৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।
- শুক্তত ওপমানের 'জনদী' উপন্যাসের প্রতিপাদ্য কি? উত্তর : কথাসাহিত্যিক শুক্তত ওসমানের (১৯১৭-১৯৯৮) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস 'জনদী' (১৯৬১)। এ উপন্যাসের প্রতিপাদ্য সন্তানের মঙ্গল কামনায় মা যে কোনো পথ অবলক্ষন করতে পারে।
- এ উপন্যানের উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলো মা (দরিয়া বিবি), ইয়াকুব, আজহার, মোনাদি প্রমুখ। সাধকত ওসমান সাহিত্যের কোন শাখায় অবদানের জন্য বিখ্যাত হয়েছেন? এ প্রসঙ্গে তার

ত্রুকটি প্রছেব নাম পিপুন।
উত্তর : বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসে অবদান রাখার জন্য শওকত ওসমান বিখ্যাত হয়েছেন। এ
স্কলম্ব তার উল্লেখযোগ্য একটি উপন্যাস হলো 'ক্রীতদাসের যসি'।

শরক্তন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)

ববীস্ত্রনাথের পর সাড়া জাগিয়ে দেখা দেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ছিলেন,

ভারিয়াতায় তাঁকে আর কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারেননি। উপন্যানিক হিসেবে
অর্ক্তন দক্ষর আগো তিনি যে মর্যানা পোতেন, একন আর তাঁকে তা কোয় হয় না;
আর তিনি আরার মর্যানা পাকেন। তিনি সন্তা জনপ্রিয় ছিলেন না। তিনি বাঙলা
ভাষার প্রধান উপন্যানিকদের একজন। তিনি বাঙলির আবেগত্রোতকে স্থলে
বিরাইজেনদ্য, এবং আরোগ তেনে গিরোছিল পাঠকের। তিনি সবাবিদ্ধ দেখাতেন
করের মুক্তির সাহায্যে, মন্তিকের সাহা্যে নয়। তিনি সবাবিদ্ধ কিছার
বাপারকে নিয়ে একেসিছলেন সামানে, সেচলোকে দিয়োছিলেন মহিমা।

গ্ৰাদায়কে দায়ে অসোহলেশ সামলে, শেতাংগাকৈ দায়েগাংশৰ সংখ্যা । গাঁকিয়েছিলেন সামাজিক অনেক বীতিনীতির বিকল্পত্ত। তাই তিনি ছিলেন একধরনের বিশ্রোই।। গুজনির আবেল ও ভাবাবেগের মুক্তিনাতা হিসেবে স্বাধীয় হয়ে থাকবেন শবচ্ছেন্ত্র। বহু উপন্যাস শক্ষিছিলেন তিনি, হোতলো একসময় বাঙালির প্রাতাহিক পাঠাপুত্তকে পরিণত হয়েছিলো।

^{জন্ম} : ১৮৭৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর।

ইনি: পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে।

🛘 তার প্রথম সাহিত্যকর্ম 'মন্দির' (১৯০৩) এবং দ্বিতীয় সাহিত্যকর্ম 'বড় দিদি' (১৯১৩)।

্র শহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে 'ডি পিট' (১৯৩৬ সালে) ডিগ্রি প্রদান বর্তা। বাঙালি সমাজে নারীর বঞ্চনা, নারীর দুঃথ তার উপন্যাসের একটি বিশেষ দিক। তার রচনায়

ন্মাজের নিমুশ্রেণীর মানুষের জীবন, জীবিকা ও আবেগ প্রাধান্য পেরেছে।

তিনি মন্দির গল্পের জন্য কম্বলীন পুরস্কার (১৯০৩) লাভ করেন।

डेशन् गाञ	প্রধান চরিত্র		
্রাকার (১৯১৭-১৯৩৩)	রাজলন্ধী, শ্রীকান্ত, ইন্দ্রনাথ, অভয়া, কমললতা, সুনন্দা।		
विज्ञाहीन (১৯১৭)	সতীশ, সাবিত্রী, কিরণময়ী।		
ीश्नाइ (३५२०)	মহিম, অচলা, সুরেশ।		

উপন্যাস	প্রধান চরিত্র			
পল্লী সমাজ (১৯১৬)	রমা, রমেশ।			
দেবদাস (১৯১৭)	দেবদাস, পার্বতী, চন্দ্রমুখী।			
দন্তা (১৯১৮)	नद्रन, विজয়া, विनाস, ताञविशती, वनभानी।			
তভদা (১৯৩৮)	ङ्ख्या, ननना ।			
শেরপুর (১৯৩১)	কমল।			
দেনাপাওনা (১৯২৩)	(साज़नी, निर्मन।			
শেষের পরিচয় (১৯৩৯)	সবিতা, রমনী বাবু।			
পণ্ডিতমশাই (১৯১৪)	কৃদাবন, কুসুম।			

্রাণ্ডনাহ' উপন্যাসের ফুল বিষয়বন্ধ আপন স্বামী মহিম এবং বামীর বন্ধু সুরোপের প্রতি আচলার হোমার্কটোর হব ।

'বীলান্ড আত্মান্তিবভালুকার উপন্যাস। এটি চার পর্যর্থ বিক্তন। ইন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের প্রেটি কিশ্রের চিরার। উপন্যান্নিরার ওরমান্ত অবাধ্যান্ত বাংলা বিক্তার। বিশ্বানার বর্ষার ওরমান্ত বাংলা বাংলা

ছোটগল্প	চরিত্র
রামের সুমতি	রাম, नाরায়নী।
মেজদিদি	হেমাঙ্গিনী, কাদম্বিনী, কেষ্ট।
মহেশ	গফুর, আমেনা, তর্করত্ন।
বডদিদি	মাধবী, সুরেন্দ্রনাথ, ব্রজরাজ।

🗆 কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগন্তারিণী স্বর্ণপদক লাভ করেন ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে।

মৃত্যু : ১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮

মডেল প্রশ্ন

- শরক্তন্ত্র চট্টোপাধ্যায় কবে কোথায় জনায়্রহণ করেন?
 উত্তর : ১৫ সেন্টেয়র ১৮৭৬; দেবানন্দপুর গ্রাম, হগলী।
- শরংচন্দ্রের আত্মচরিতমূলক উপন্যাস কোনটি?
 উত্তর : শ্রীকান্ত।

·শীকান্ত' উপন্যাস কয় খণ্ডে প্রকাশিত?

জন্তর ; চার খতে।

স্তব্দ চটোপাধ্যায়ের কয়েকটি উপন্যাসের নাম উল্লেখ করুন।

ভত্তর : চরিত্রহীন, বৈকুষ্ঠের উইল, শেষ প্রশ্ন, ওভদা, চন্দ্রনাথ, পথের দাবী, শেষের পরিচয় ইভ্যাদি।

প্রক্রতন্ত্রের আলোড়ন সৃষ্টিকরী প্রথম উপন্যাস কোনটি? উত্তর : অপরাজের অধ্যানর্ভিত্তিক হিসেবে পরিচিত উপন্যাসিক গরতন্ত্র চট্টাপাথারের উপন্যাস বর্ডনির্দ ১৯০৭ সালে বরুলিত হয়। এই উপন্যানটি সকলা কেই সম্পাদিত ভারতী পরিকায় প্রকাশিত হলে বাংলা অধিক্রে আলোড়নের সৃষ্টি করে। ত্রেরেনেগো চিত্রর হলো সূত্রন্দ্রনাথ, প্রকার, মাধনী, প্রধীলা।

শর্কদন্ত্রের আস্বজীবনীমূলক উপন্যাসের নাম কি?

উত্তর : অপরাজের কথাসাহিত্যিক পরতন্ত্র চট্টাপাথ্যার (১৮৭৬-১৯৩৮)-এর আর্থাজবনিক উপন্যাস 'শ্রীকার' ৪ বাহে রচিত। উল্লেখযোগ্য চিরির হচ্ছে শ্রীকার, ইন্দ্রনাথ, অনুসাদিনি, আরজপায়ী, অভয়া, রোহিনী, ওকদেব, যদুনাথ, সুনন্ধা, কুশারী, পুটু, গহর, কমলগতা। জন্মাসাটিক সমাধি টিলা হয় কমলগতার নিকদেশ আরোর মধ্য দিয়ে।

ু 'গৃহদাহ' উপন্যাসের প্রধান দু'টি চরিত্রের নাম কি?

উত্তর : পরতেন্দ্র ত্য্রীপাধ্যারের উপন্যাস 'গৃহদাহ' (১৯২০)-এর প্রধান দৃটি চরিত্র সুরেশ ও অচগা; জন্মানা উল্লেখযোগ্য চরিত্র মহিম, মুগাল। মহিম ও সুরেশ দৃই পুরুষের প্রতি অচগার আকর্ষণ-বিকর্ষণ এ উপন্যাসের মূল উপকরণ। উপন্যাসে বিবাহ-বহির্ভূত অগামাজিক প্রেমের কাহিনী ভূলে ধরা হয়েছে।

পরতন্ত্রের কোন উপন্যাসটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াঙ হয়েছিল? কেন বাজেয়াঙ হয়েছিল? উত্তর : বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শরণ্ডন্ত্র চট্টাপাধ্যায় রচিত রাজনৈতিক উপন্যাস পঞ্জের দাবী বিশ্ববাদীদের প্রতি সমর্থনের অভিযোগে ব্রিটশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াঙ হয়।

শহীদুল্লাহ কায়সার (১৯২৭-১৯৭১)

জন্ম: মজুপুর গ্রাম, ফেনী; ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৭।

উপন্যাসটি ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়।

উপন্যাস : সারেং বৌ (১৯৬২) ও সংশপ্তক (১৯৬৫)। স্মতিকথা : রাজবন্দীর রোজনামচা (১৯৬২)।

ভ্রমণ কাহিনী: পেশোয়ার থেকে তাসথন্দ (১৯৬৬)।

পুরস্কার : 'সারেং বৌ' উপন্যাসের জন্য আদমজী পুরস্কার (১৯৬২) ও উপন্যাসে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬২) লাভ।

মৃত্যু : স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাঞ্জালে অপহত ও নিখৌজ (১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১)

गरहम अश

শহীদুল্লাহ কায়সারের জন্ম কত সালে?

উত্তর : ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২৭; ফেনীতে।

- ১ তিনি মলত কি হিসেবে পরিচিত? উত্তর : সাংবাদিক ও সাহিত্যিক।
- ৩ তার পরো নাম কি ছিল? উত্তর : আব নঈম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ।
- ৪ তিনি কোন শিরোনামে উপসম্পাদকীয় রচনা করেন? উত্তর : 'রাজনৈতিক পরিক্রমা', 'বিচিত্র কথা'।
- ৫. তার উপন্যাসে বাঙালি জীবনের কোন দিকটি উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত? উত্তর - বাঙালি জীবনের আশা-আকাজ্ঞা, মন্দু-সংঘাত ও সঞ্চামী চেতনা।
- ৬. তিনি কোন দুটি উপন্যাস লিখে খ্যাত হন? উত্তর : সারেং বৌ (১৯৬২), সংশপ্তক (১৯৬৫)।
- ৭. রাজবন্দীর রোজনামচা নামক তার স্মৃতিকথা করে প্রকাশিত হয়? উলব : ১৯৬২ সালে।
- ৮. তার ভ্রমণবৃত্তান্তের নাম কি? উত্তর - পেশোয়ার থেকে তাসথন্দ (১৯৬৬)।
- ৯. 'সংশপ্তক' কি ধরনের রচনা?

উত্তর : সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শহীদল্লাহ কায়সারের দুটি বিখ্যাত উপন্যাস সারেং বৌ (১৯৬২). সংশপ্তক (১৯৬৫)। মহাভারতের শব্দ সংশপ্তক অর্থ হলো যে সৈনিকেরা জীবনমরণ পণ করে যুদ্ধে লড়ে, পালিয়ে আসে না। সংশপ্তক একটি মহাকাব্যিক উপন্যাস। উপন্যাসে দিতীয় বিধ্যুদ পরবর্তী শুরু থেকে বায়ানুর ভাষা আন্দোলনের পূর্ববর্তী বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তন ও ত্রপান্তব আলোচনা করা হয়েছে।

শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬)

জন্ম : মাহুতটুলী, ঢাকা; ২৪ অক্টোবর ১৯২৯। 🗆 তার পৈতক নিবাস বর্তমান নরসিংদী জেলার রায়পুরার পাড়াতলি গ্রামে।

🗆 তার ডাক নাম বাচ্চ।

🛘 মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি লিখতেন মজলুম আদিব ছদ্মনামে। 🗆 তার রচিত বিখ্যাত দুটি কবিতার নাম স্বাধীনতা তুমি, তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা।

কবিতা : প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (১৯৬০), রৌদ্র করোটিতে (১৯৬৩), বিধান্ত নীলিমা (১৯৬৭), নিরালোকে দিব্যরথ (১৯৬৮), নিজ বাসভূম (১৯৭০), বন্দী শিবির থেকে (১৯৭২), দুর্ মুখোমুখি (১৯৭৩), ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা (১৯৭৪), আদিগন্ত নগু পদধ্বনি (১৯৭৪), এক ধরনের তহ হাত (১৯৮৫), শিরোনাম মনে পড়ে না (১৯৮৫), ধুলায় গড়ায় শিরব্রাণ (১৯৮৫), অবিরল জলভূমি (১৯৮৫

(১৯৭৫), শূন্যতায় তুমি শোকসভা (১৯৭৭), প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে (১৯৭৮), ইকারণসের আকাশ (১৯৮২) উদ্ধুট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ (১৯৮২), মাতাল স্বত্বিক (১৯৮২), নায়কের ছায়া (১৯৮৩), হোমারের স্থান সে এক পরবাসে (১৯৯০), গৃহযুদ্ধের আগে (১৯৯০), খণ্ডিত পৌরব (১৯৯২), ধ্বংসের কিনারে বলে (১৯৯২) উপন্যাস : অক্টোপাস (১৯৮৩), নিয়ত মন্তাজ (১৯৮৫), অত্তুত আঁধার এক (১৯৮৫), এলো সে অবেলায় (১৯৯^{৪) ।}

ক্রেশোরতোষ : এলাটিং বেলাটিং (১৯৭৪), ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো (১৯৭৭), রংধনু সাঁকো ১৯৪), লাল ফুলকির ছড়া (১৯৯৫)।

্রারুনা : হাসান হাফিজুর রহমানের অপ্রকাশিত কবিতা (১৩৯২), দুই বাংলার ভালবাসার কবিতা প্রদাপাধ্যায়ের সঙ্গে, ১৯৮৮)।

্রান্ত : আসমজী পুরস্কার (১৯৬৩), বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৯), একুশে পদক (১৯৭৭), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯১)।

্ব : ১৭ আগন্ট ২০০৬, ঢাকা।

শামসুর রাহমান তার কবিতায় কি ধারণ করেছেন?

ক্রব : আধুনিক নগর জীবনের দাবদাহ, ক্লেদ, ক্লান্তি ও হতাশা।

শ্বন্দী শিবির থেকে' গ্রন্থটির রচয়িতা কে এবং এটি কোন জাতীয় রচনা?

দ্রবর : শামসুর রাহমান; কাব্যগ্রস্থ। ু 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতাটি কোন কবির রচনা এবং কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভক?

উত্তর : শামসূর রাহমান: 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' কাব্যগ্রন্থ থেকে। ৪ শামসুর রাহ্মানের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম উল্রেখ করুন।

উত্তর : প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে, রৌদ করোটিতে, বিধ্বস্ত নীলিমা, নিরালোকে দিব্যরথ নিজ বাসভ্য, বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে, উল্পট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ ইত্যাদি।

সাহিত্যকর্মে বিশেষ অবদানের জন্য শামসুর রাহমান যেসব পুরস্কার পেরেছেন তার কয়েকটি উল্রেখ করুন। উত্তর : বাংলা একাডেমী পুরস্কার ১৯৬৯, মিৎসুবিশি পুরস্কার ১৯৮২, আদমজী পুরস্কার ১৯৬৩. জীবনানন্দ দাশ পরস্কার ১৯৭৩ ইত্যাদি।

৬. শামসর রাহমান কবে মৃত্যুবরণ করেন? উরব • ১৭ আগন্ট ২০০৬।

% শামসুর রাহমানের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের সংখ্যা কয়টি নাম উল্লেখ করুন। উত্তর : কবি শামসুর রাহমানের আত্মজীবনী বা আত্মশ্বতিমূলক গ্রন্থ দুটি। যথা- শ্বতির শহর (১৯৭৯) ও 'কালের ধূলোয় লেখা' (২০০৪)।

শামসুর রাহমানের পরিচয় দিন। তার সাহিত্যজীবন সম্পর্কে টীকা লিখন।

উদ্ধর: কবি শামসুর রাহমানের জন্ম ১৯২৯ সালের ২৪ অক্টোবর পুরানো ঢাকার মাহতটুলিতে। পৈতৃক নিবাস নরসিংশী জেলার রায়পুরার পাড়াতলি গ্রামে। তিনি বাংলাদেশের আধুনিক কবি। রোমান্টিকতার শাথে সমাজমনস্কতার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি নতুন কাব্যধারার জন্ম দিয়েছেন। তাঁর প্রকাশিত কারাগ্রন্থের সংখ্যা ৬৫। উল্লেখযোগ্য কার্যগ্রন্থ হচ্ছে 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে', 'রৌদ্র ক্রোটিতে', 'বিধ্বস্ত নীলিমা', 'বন্দী শিবির থেকে', 'বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে', 'উত্তট উটের পিঠে চলছে উদ্দেশ', 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়' ইত্যাদি। উপন্যাস লিখেছেন ৪টি। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হচ্ছে শিয়ত সম্ভান', 'এলো সে অবেলায়'। এছাড়া লিখেছেন প্রবন্ধ, আত্মস্থৃতি। তার দুটি বিখ্যাত কবিতা– সাধীনতা ভূমি', 'ভূমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা'। পেয়েছেন আদমজী পুরস্কার, বাংলা একাডেমী ^{ব্রব্রার}, একুশে পদক, স্বাধীনতা পদক। মৃত্যুবরণ করেন ২০০৬ সালের ১৮ আগন্ট।

৯. কবি শামসুর বাহমানের কবিতার দেশতেম কিভাগে মুটে উঠেছে ভার বাশখা দিন। উত্তর : কবি শামসুর বাহমানের কবিতার দেশতেম কিভাগে মুটে উঠেছে ভার বাশখা দিন। উত্তর : কবি শামসুর বাহমান কবি হিসেবে ছিলেন অবস্থিতী। সেই হিসেবে আর কবিতার জিলার কবিতার জিলার কবিতার জিলার সংগ্রহ করার কবিতার কবিতার কবিতার কবিতার কবিতার কবিতার কবিতার স্থামান কবিতার পারমান্তর পারমান কবিতার কবি

সিকানদার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫)

জন্ম : তেতুলিয়া গ্রাম, খুলনা; ১৯১৯।

🗆 তিনি মূলত সঙ্গীত রচয়িতা, কবি, নাট্যকার ও সাংবাদিক।

🗆 পেশা ছিল সাংবাদিকতা।

□ তিনি 'মাসিক সমকাশ' পত্রিকার সম্পাদনা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন

🗆 তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন ১৯৬৬ সালে।

কবিতা : প্রসন্ন প্রহর (১৯৬৫), বৈরীবৃষ্টিতে (১৯৬৫), তিমিরান্তক (১৯৬৫) কবিতা ১৩৭২ (১৯৬৮), বৃশ্চিক লগ্ন (১৯৭১)।

নাটক: শকুন্ত উপাখ্যান (১৯৫৮), দিরাজউদৌলা (১৯৬৫), মহাকবি আলাওন (১৯৬৫)। উপন্যাস: মাটি আর্র অশ্রু (১৯৪২), পুরবী (১৯৪৪), নতুন সকাল (১৯৪৫)।

গল্পগ্রন্থ : মতি আর অশ্রু (১৯৪১)।

কিশোর উপন্যাস : জয়ের পথে (১৯৪২), নবী কাহিনী (১৯৫১)।

অনুবাদ : রুবাইয়াৎ ওমর বৈয়াম (১৯৬৬), সেন্ট লুইয়ের সেতু (১৯৬১), বারনাভ মালামুভের ^{মারু} কলস (১৯৫৯), সিংরের নাটক (১৯৭১) ।

গান : মালব কৌশিক (১৯৬৯)।

মৃত্যু : ৫ আগন্ট ১৯৭৫, ঢাকা।

মডেল প্রশ্ন

- সিকান্দার আবু জাফর মূলত কি ছিলেন?
 উত্তর: কবি, সঙ্গীত রচয়িতা, নাট্যকার ও সাংবাদিক।
- তিনি কোন পত্রিকা সম্পাদনা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন?
 উত্তর : মাসিক সমকাল।

তার রচিত সংগ্রামের বিখ্যাত গান কোনটি?

জন্তর : আমাদের সংগ্রাম চলবেই, জনতার সংগ্রাম চলবেই।

সিকান্দার আবু জাব্দর কত সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন? ক্রবর : ১৯৬৬ সালে।

সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯)

লা : ২০ জুন ১৯১১ (১০ আষাঢ় ১৩১৮ বঙ্গাব্দ); শায়েস্তাবাদ, বরিশাল।

- ্য তার পৈতৃক নিবাস কুমিল্লায়।
- ্র তারে পেতৃক নির্বাস সুন্দগ্রার।
- 🛮 তিনি মূলত কবি।
- ্র তিনি রবীন্দ্র কাব্যধারার গীতিকবিতা রচয়িতা।

রবিতা : সাঁঝের মায়া (১৯৬৮), মায়া কাজল (১৯৫১), মন ও জীবন (১৯৫৭), ভালত পৃথিবী (১৯৬৪), নিওয়ান (১৯৬৬), প্রশক্তি ও প্রার্থনা (১৯৬৮), অভিযাত্রিক (১৯৬৯), মৃত্তিকার জা (১৯৭০), মোর যাদুদের সমাধি পরে (১৯৭২)।

গন্ত : কেয়ার কাঁটা (১৯৩৭)।

লিকভোষ : ইতল বিতল (১৯৬৫), নওল কিশোরের দরবারে (১৯৮২)।

ভারেরী: একান্তরের ভারেরী (১৯৮৯)।

পুরুষর : বাংলা একাডেমী পুরুষর (১৯৬২), লেনিন পুরুষর, রাশিয়া (১৯৭০), একুশে পদক (১৯৭৬), স্পিরউদ্দিন স্থর্পদক (১৯৭৭), সহামী নারী পুরুষর, চেকোপ্রাভাকিয়া (১৯৮১), স্বাধীনতা পদক (১৯৯৭)।

মন্তা : ২০ নভেম্বর ১৯৯৯।

মডেল প্রশ্ন

উত্তর : কবি।

- সুঞ্চিয়া কামাল কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
 উল্লের ১৯১১ সালের ২০ জন, বরিশালে।
- ৬ তিনি মূলত কি হিসেবে পরিচিত?
- ডিনি কোন ধরনের কবি?

উত্তর : রবীন্দ্র কাব্যধারার গীতিকবিতা রচয়িতা।

8. তিনি কি কি পুরস্কার লাভ করেন?

উর্বর : বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬২), লেনিন পুরস্কার, রাশিয়া (১৯৭০), একুশে পদক (১৯৭৬), বেগম রোকেয়া পদক (১৯৯৬)।

বিগম সুফিয়া কামাল সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

ত্ত্ব : লেগম সুবিয়া কামাল একজন কবি ও সমাজসেবক। সুবিয়া কামাল (১৯১১-৯৯)-এর পিনান্ত কারমন্ত্র খাঁবের মারা, 'মন ও জীবন', 'ডলার পৃথিবী', 'অভিযাত্তিক', মারা কালল' 'অষ্টি । ডিনি সমাজনেবা ও নবীকল্যাগন্ধাক নানা কারের সঙ্গে সংগ্রিষ্ট ছিলো। এই কর্মের বিশ্ব জন্য তাকে বাংলাদেশের জনগা 'জনানী সাহসিদার্য অভিযায় অভিবিক্ত করেছে।

िक्स बाला-२०



সৈয়দ আলী আহসান (১৯২০-২০০২)

জনা : ২৬ মার্চ ১৯২২, আলোকদিয়া, মান্তরা।

- □ তিনি মূলত অধ্যাপক ও লেখক।
- তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কবিদের মধ্যে তিনিই বোধ হয় একমাত্র কবি যিনি একদিকে পাশ্চাত্য প্রভাবকর। বিদশ্ব শিল্পীমানসের দ্বারা পরিচালিত, অন্যদিকে অভিজাত ও রুচিশীল এবং শিল্পসৌকর্যের দ্বারা প্রিত

প্রবন্ধ-গবেষণা : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (ফুগাভাবে, ১৯৫৪), পল্লাবতী (১৯৬৮), মধুমালতী (১৯৭১) Essays in Bengal Literature (১৯৫৬), কবিতার কথা (১৯৫৭), সাহিত্যের কথা (১৯৬৪)।

আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে (১৯৭০), আধুনিক জার্মান সাহিত্য (১৯৭৬), সতত স্বাগত (১৯৮০) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : প্রাচীন যুগ (১৯৯৪), আমাদের আত্মপরিচয় এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদ (১৯৯৬), মৃগাবতী (১৯৯৮)।

কাৰ্যপ্ৰস্থ : অনেক আকাশ (১৯৫৯), একক সন্ধ্যায় বসন্ত (১৯৬৪), সহস্থ সচকিত (১৯৬৫), আমার প্রতিদিনের শব্দ (১৯৭৪), চাহার দরবেশ ও অনানা কবিতা (১৯৮৫), রজনীগন্ধা (১৯৮৮)।

শিততোষ: কখনো আকাশ (১৯৮৪)।

পুরস্কার : বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৭), সুফী মোতাহার হোসেন বর্ণপদর (১৯৬৭), একশে পদক (১৯৮৩), নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৮৫), স্বাধীনতা পদক (১৯৮৮)

मुकुा : २৫ जुनारे, २००२।

মডেল প্রশ্ন

সৈয়দ আলী আহসান রচিত কয়েকটি কাব্যপ্রস্থের নাম লিখন।

উত্তর : অনেক আকাশ, সহসা সচকিত, আমার প্রতিদিনের শব্দ, চাহার দরবেশ ও অন্যান্য কবিতা প্রভৃতি।

- ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলা বেভারকেন্দ্রের শব্দ সৈনিকের সক্রিয় ভূমিকা কে পালন করেছিলেন? উত্তর : সৈয়দ আলী আহসান।
- ৩. 'ছইটম্যানের কবিতা' কোন জাতীয় রচনা এবং এর রচয়িতা কে? উত্তর : অনুদিত কাব্যগ্রন্থ; সৈয়দ আলী আহসান।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১)

জন্ম : যোলশহর, চট্টগ্রাম; ১৫ আগন্ট ১৯২২।

- □ তিনি মলত কথাসাহিত্যিক।
- 🗆 তার প্রকাশিত প্রথম গল্পের নাম 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি', ঢাকা কলেজে ম্যাগাজিনে প্রথম প্রকাশিত হয় ।
- মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি প্রবাসে ইউনেস্কোতে কর্মরত ছিলেন।

উপন্যাস : লালসালু (১৯৪৮), চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪), কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮)।

ছোটগল্প: নয়নচারা (১৯৫১), দুইতীর (১৯৬৫), গল্প সমগ্র (১৯৭২)।



বহিপীর (১৯৬০), তরঙ্গভঙ্গ (১৩৭১), সূড়ঙ্গ (১৯৬৪)। ্রন্ত : পিইএন পুরস্কার (১৯৫৫), উপন্যাসে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬১), আদমজী পুরস্কার (১৯৬৫), একুশে পদক (১৯৮৩, মরণোত্তর)।

্র : ১০ অক্টোবর ১৯৭১, প্যারিস।

লালসালু' কোন শ্রেণীর রচনা এবং এর রচয়িতা কে?

উত্তর : উপন্যাস: সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। 'লালসালু' উপন্যাসের বিষয়বস্ত কি?

উত্তর : গ্রামীণ পটভমি।

দ্যাদের অমাবস্যা'ও 'কাঁদো নদী কাঁদো' গ্রন্থন্বয়ের রচয়িতা কে এবং এটি কোন প্রেণীর রচনা? উত্তর : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ; উপন্যাস।

'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসের উপজীব্য কি?

উত্তর : সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর (১৯২২-১৯৭১) এ উপন্যাস্টিতে ধর্মের নামে আচার-সর্বস্বতা, বিদ্ধানের নামে অদৃষ্টবাদিতা, বাস্তবতার নামে স্বপ্ন কল্পনা প্রকৃতির বিরোধিতা করা হয়েছে।

 সেরদ ওয়ালিউল্রাহ রচিত দুটি উপন্যাসের নাম লিখন। ভত্তর : সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ রচিত দুটি উপন্যাস হচ্ছে 'লালসালু' ও 'কাঁদো নদী কাঁদো'।

সৈয়দ শামসূল হক (১৯৩৫-)

জনা : ২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৫; কডিগ্রাম।

থবদ্ধ : হ্রৎ কলমের টালে (১ম খণ্ড ১৯৯১, ২র খণ্ড ১৯৯৫)।

গর্ম : ভাস (১৯৫৪), শীত বিকেল (১৯৫৯), রক্তগোলাপ (১৯৬৪), আনন্দের মৃত্যু (১৯৬৭), প্রাচীন জনের নিব্রস্থ সন্তান (১৯৮২), সৈয়দ শামসূল হকের প্রেমের গল্প (১৯৯০),

জনধনীর গল্পখলো (১৯৯০), শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৯০)।

িলাস : এক মহিলার ছবি (১৯৫৯), সীমানা ছাড়িয়ে (১৯৬৪), নীল দংশন (১৯৮১), মুগয়ায় কালকেপ (১৯৮৬), খেলা রাম খেলে যা (১৯৯১) ইত্যাদি।

ক্ষীতা : একদা এক রাজ্যে (১৯৬১), বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা (১৯৭০), অগ্নি ^{ও জনের} কবিতা (১৯৮৯), শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৯০), নাভিমূলে ভক্ষাধার।

জ্যালাট্য : পারের আওয়াজ পাওয়া যায় (১৯৭৬), গণনায়ক (১৯৭৬), নুকলদীনের সারা জীবন ১৯৯), এখানে এখন (১৯৮৮)।

জ্বাদ গ্রন্থ: ম্যাকবেথ, টেম্পেন্ট, শ্রাবণ রাজা (১৯৬৯)।

িত্তাব : সীয়ান্তের সিংহাসন (১৯৮৮), আনু বড় হয়, হডসনের বন্দুক

ৰাজা একাডেমী পুরহার (১৯৬৬), আদমজী সাহিত্য পুরহার (১৯৬৯), অলক স্বর্ণপদক ্য, আলাকে সাহিত্য পুরন্ধার (১৯৮৩), কবিতালাপ পুরন্ধার (১৯৮৩), একুশে পদক (১৯৮৪), ্রাজন ব্রুপ্রদাক (১৯৯০), জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও গীতিকার।

মডেল প্রশ্ন

- ১. 'খেলারাম খেলে যা' প্রস্তের রচয়িতা কে এবং এটি কোন শ্রেণীর রচনা?
- উত্তর : উপন্যাস; সৈয়দ শামসূল হক।
- 'এক মহিলার ছবি' শামসুল হকের কোন শ্রেণীর রচনা?
 উত্তর : উপন্যাস।
- শামসুল হকের কয়েকটি উপন্যাসের নাম লিখুন।
 উত্তর: অনুপম দিন, দেয়ালের দেশ, দ্রত্ব, এক মহিলার ছবি ইত্যাদি।
- ৪. 'পারের আওয়াছ পাওয়া মার' নাটকের প্রেক্ষপট উল্লেখ করুন।
 উত্তর : 'পারের আওয়াছ পাওয়া মার' সৈয়ন শামসুল হকের মুক্তিমুছাভিক্তিক নাটক। এটি হর
 মুক্তিমুছাকে অবলগন করে লেখা সবচেরে সার্থক ও মধ্যমন্তর্ক নাটক। তেকক এটি কাবনাতার
 আহিকে লিখেছেন। উত্তর বাংলার আঞ্চলিক শব্দের নিপুর বাবহার রয়েছে এ নাটকে। গৃত্তনাও
 আহিকে লিখেছেন। উত্তর বাংলার আঞ্চলিক শব্দের নিপুর বাবহার রয়েছে এ নাটকে। গৃত্তনাও
 মুক্তিনারিনীন প্রায়ে প্ররোপন সময়লার ঘটনা এখানে সবালা ব্যবহারের সুপপাতার উন্তাপিত হয়
 উঠছে। এ কাবানাটো বাঙালির দেশপ্রেম, দেশের শত্মন প্রতি প্রবল ঘুগা এবং আক্রেপের সাথ
 নার্চালির সাঙ্গেতিক জীবনের টির রূপাটিত হয়েছে।

হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩)

জন্ম : ১৪ জুন ১৯৩২; জামালপুর শহর (মাতুলালয়)

পৈতৃক নিবাস : কুলিকান্দি গ্রাম, জামালপুর। সম্পাদনা : একুশে ফেব্রুয়ারি (১৯৫৩)।

কাব্য: বিমুখ প্রান্তর (১৯৬৩), আর্ত শদাবলী (১৯৬৮), অন্তিম শরের মতো (১৯৬৮) যখন উদাত সঙ্গীন (১৯৭২), বস্ক্লে চেরা আঁধার আমার (১৯৭৬), শোকার্ত তর্বক্র (১৯৮২), আমার ভেতরের বাঘ (১৯৮৩), ভবিতব্যের বাণিজ্য তরী (১৯৮৩)।

প্রবন্ধ : আধুনিক কবি ও কবিতা (১৯৬৫), মূল্যবোধের জন্যে (১৯৭০), সাহিত্ত

প্রসঙ্গ (১৯৭৩), আলোকিত গহরর (১৯৭৭)।

গল্প : আরো দুটি মৃত্যু (১৯৭০)।

পুৰন্ধার: লেখক সংঘ পুরন্ধার (১৯৬৭), আদমজী পুরন্ধার (১৯৬৭), বাংলা একাভেনী ^{পুরন্ধার} (১৯৭১), সুফী মোভাহার হোনেন শৃতি পুরন্ধার (১৯৭৬), অলক্ত সাহিত্য পুরন্ধার (১৯৮^{২)}। নাসিরন্ধান কর্পদক (১৯৮২), একুলে পদক (১৯৮৪, মরগোত্তর)।

সূত্যু : ১ এপ্রিল ১৯৮৩; মঙ্কো, রাশিয়া।

ছডেল প্রশ্ন

হ্যসান হাফিজুর রহমানের জন্মাসন কত এবং তার জন্মস্থান কোথায়?

ক্রন্তর : ১ জুন, ১৯৩২; জামালপুর।

তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন কেন?

উত্তর : ভার সম্পাদনায় ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয় ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম সাহিত্য সংকলন 'একুশে ক্ষেত্রমারি' প্রবং তিনি সম্পাদনা করেন 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা মুদ্ধ : দলিলপত্র' (১৯৮২-৮৩)।

ब्रूमायुन আহমেদ (১৯৪৮-২০১২)

📻 : ১৩ নভেম্বর ১৯৪৮; দৌলতপুর গ্রাম, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা।

ঞালিত উল্লেখযোগ্য রাছ : নীল অপরাজিতা, হিরাতনেপু, আনজাতী, নৃত্রে কোথান, Flowers of
Blame, ধর্মিনর দিনরাঠি, আন্মন্তুন, মুরাজ্ঞান, আন্মন্তুন, মুরাজ্ঞান, মুরাগুন্দ, নির্দিকাবা, মুই দুয়ারী,
ক্রপ্তিক, প্রেটিক অধানা, ব্রুইটি, হোৱা, ১৯৭১, তম্ব, নে মুকরার, অঞ্চল্যরে বাদ, এই কারে, কুলা,
ক্রপ্তেম, বিহুর হাতে করেরতি নীলপন্ত, এলিটাক, আতনের পরনার্মন, আন্মানার, ছারাজিই, লোলা, জল
ক্রজার রাজালী ইপি, নালাইনি ছীপ, অযোমার, অটিনসূর, বাদর, শারামা ছারা, নিনের পোর, নক্তরের রাত,
ক্রজারর, রাজান ক্রকলা, রুবাই হুরু, সুলাক মেতার নিনি, প্রেটি গার, এলেবেলে-১, এলারে,
ক্রপ্তার রাজা,
রোজান ক্রপ্তার কেন্দ্রার ক্রিনা, মুবক, রাক্তর, পার্কালী করালার, নির্দানন, অলীপ্তার, বাহর,
রাজান, নির্দানন, অলীপ্তার, ইরিনা, কুরক, রামানী, অপেন্ড, নীলপন্ত, রোহানা ও জননীর গার,
রাজ্ঞান্তরি, ক্রামান্তেক, ভাউটেইন পোন, বেপিলা, নির্হান্তরের নীলালাবে করবনত বার ইজানি।

ফুৰার : বাংলা একাডেমী পুরারার (১৯৮১), মাইকেল মধুসুদন পদক (১৯৮৭), বাচনাস পুরারার (১৯৮৮), হংফা কাদির খৃতি পুরারার (১৯৯০), জাতীয় চলচ্চিত্র পুরারার (প্রেষ্ঠ কাহিনী ১৯৮৩), জাতীয় চলচ্চিত্র পুরারার (প্রেষ্ঠ ছবি ১৯৯৪), একুশে পদক (১৯৯৪), জানুলা আবেদিন বর্ণপদক, অতীশ দীপারর স্বর্ণপদক।

মুক্ত : ১৯ জুলাই ২০১২ (বেলভ্রা হাসপাতাল, ম্যানহাটন, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র)

মডেল প্রশ্ন

হাসান হাফিজর রহমানের জন্মাসন কত এবং তার জন্মস্থান কোথায়?

উত্তর : ১ জুন, ১৯৩২; জামালপুর।

रे रुमायून वाश्सम-धत्र जन्म कर्व?

উত্তর : ১৩ নভেম্বর ১৯৪৮। তার জনাস্তান কোথায়?

উত্তর : দৌলতপুর গ্রাম, মোহনগঞ্জ উপজেলা, নেত্রকোনা (পৈতৃক নিবাস কুতৃবপুর, কেন্দুয়া, নেত্রকোনা)।

ি তিনি কোন ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন?

উত্তর : কোলন ক্যাপার। বাংলা কথাসাহিত্যে সংলাপপ্রধান নতুন শৈলীর জনক কে?

উত্তর : হুমায়ন আহমেদ।



৫. বাংলা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের পথিকং বলা হয় কাকে?

উত্তর : হুমায়ূন আহমেদ।

- প্রমায়্বল আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন?
 জনত ক্রসায়ন।
- ৭. তার ডাকনাম কি?

উত্তর : কাজল (পিতৃপ্রদত্ত নাম শামসুর রহমান)।

- ৮. হুমায়ূন আহমেদ দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকায় কোন ছন্মনামে কবিতা লিখতেন? উত্তর : মমতাজ আহমেদ শিখু।
- ৯. তার প্রথম প্রকাশিত সাহিত্যকর্ম কি?

উত্তর : God নামের একটি ইংরেজি কবিতা।

- ১০. তার লেখা প্রথম টিভি নাটকের নাম কি?
- উত্তর : প্রথম প্রহর (১৯৮৩)। উল্লেখ্য, প্রথম মঞ্চ নাটক 'মহাপুরুষ' (১৯৮৬)।
- ১১. প্রথম টিভি ধারাবাহিক নাটকের নাম কি? উত্তর : এইসব দিন রাত্রি (১৯৮৪)।
- ১২. প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম কি?

উত্তর : নন্দিত নরকে (১৯৭২)।

১৩. তার রচিত হিমু সংক্রোন্ত উপন্যাস কি কি? উত্তর : ময়ুরান্দী, দরজার ওপাশে, হিমু, হিমুর হাতে করেকটি নীলগঞ্জ, এবং হিমু, পারাপার, হিমুর রুপালী

ভৰৱা : মধ্যালাল, দকজার ওপাশো, হতু, মহন্ত বাতে করেকটা নাগান্ত, এবং হাতু, পারাপার, হিনুর বলগা রারি, একজন হিনু করেকটি বি বি পোলা, হিনুর কিটার প্রহার, তোনালের এই লগারে, সামে বীরে, আফুল কটাট জলালু, হিনু মামা, হলুন হিনু কলো ব্যাব, আজ হিনুর বিয়ে, হিনু রিমাতে, হিনুর মণ্ডালুগ, চল্ল মার করেক্তর দিন, হিনুর একজন সাঞ্চাৎকার ও জনাদান, হিনু এবং প্রার্থানি, চ.ক পট্ট ভই।

- ১৪. তার রচিত মিসির আলী সংক্রোন্ত উপন্যাস কি কি? উত্তর : সেবী, নিশিবিনী, নিযান, অন্যত্তরন, বৃহফুলা, তয়, বিপদ, অনীণ, মিসির আলির অমীমান্ত্রিত বহন, আমি এবং আমরা, তন্ত্রবিলাস, আমিই মিসির আলি, বাধবনী মিসির আলি, বাহন কবি কালিলাস, ব্যবস্থা
- ইশকাপন, মিসির আলির চশমা, মিসির আলি! আপনি কোথায়া, মিসির আলি আনসলভড, যখন নামবে অধার। ১৫. তার রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো কি কি?

উত্তর : নন্দিত নরকে, শাঞ্চনীল কারাগার, এইসব দিনরায়ি, মন্ত্রপঞ্জ, দূরে কোখাও, নি, কেন্দ্র, কৃষ্ণান্দ্র, নাজধর, বাদর, গোজীপুর জংগন, বছরীবি, দীলাবতী, কবি, দুপতি, অমানুষ, তম, নগতের রাত, কোখাও কেট নেই, প্রালন মেনের নিন্দু বুজি ও কেমমালা, মেম বংলাছে ঠেরে মাবো, আমার আছে জল, আরাপা ভরা কেম, মহাপুক্ষ, শৃত্র, ওমেগা পারেউ, ইমা, আমি এবং আমরা, কে কথা কর্মা, আমার আরু জল, আরাপা ভরা মেমার ক্রাই ক্রমান ক্রাই ক্রমান ক্রাই ক্রমান ক্রাই ক্রমান ক্রাই ক্রমান ক্রমান ক্রাই ক্রমান ক্রাই ক্রমান ক্রাই ক্রমান ক্রাই ক্রমান, ক্রাই ক্রমান ক্রাই ক্রমান, ক্রাই ক্রমান, ক্রাই ক্রমান, ক্রাই ক্রমান, ক্রমান, ক্রাই ক্রমান, ক্রাই ক্রমান, ক্রাই ক্রমান, ক্রমান ক্রম

১৬, তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থগুলো কি কি?

উত্তর : বলপয়েন্ট, কাঠপেন্সিল, ফাউন্টেইন পেন, রংপেনসিল, নিউইয়র্কের নীলাকার্শে ^{হাক্টেট} রোদ, হোটেল গ্রেভার ইন, আমার ছেলেবেলা।

- তার রচিত মৃক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপন্যাস কি কি?
- উত্তর : জোছনা ও জননীর গল্প, সৌরভ, ১৯৭১, অনীল বাগচীর একদিন, আগুনের পরশমণি, শ্যামল ছায়া।

তার রচিত রাজনৈতিক উপন্যাসের নাম কি?

উত্তর : দেয়াল। তার রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক কি কি?

- উন্তর: এইসন দিনরারি, কোথাও কেউ সেই, নক্ষরের রাত, হিমু, খোয়াকলার, পকীরাজ, জুতা বাবা, তারা ভিনজন-টি মান্টার, তৃষ্ণা, রূপাদি, মন্ত্রী মহোদরের আগমন বাতেজ্ঞ স্বাপাতম, বাদাল দিনের প্রথম কদম ফুল, ভিন প্রহর, আমি হিমু হতে চাই, একদিন হঠাৎ, এবং আইনেস্টাইন, হিহুল, বনুস্মারী, কনবাওাসনী, বুহুলান, দূরবু, চন্দ্র কাবিগর, চন্দ্রাহর, চন্দ্রাহর, ভ্রমাহন, অপরাহ, রুপালি নক্ষরে, সক্তম স্থারা, উড়ে যায় বকপান্থী ইত্যাদি।
- তে ভার পরিচালিত চপক্ষিত্রতালা কি কি?
 উত্তর : আতদেল পরপদালি গুর্তিস্থাতিতিক, ১৯৯৪), প্রাবল মেখের নিল (২০০০), মৃই দুয়ারী
 (২০০০), চন্দ্রকথা (২০০৩), প্যামল ছায়া (মৃতিসুম্বভিতিক, ২০০৪), নয় নকয় বিপদ সংকেত
 (২০০১), আমার আছে ছল (২০০৮), ব্যেপুর বসলা (২০২২)।
- তার রাচিত সাহিত্য দিয়ে নির্মিত ধন্যানা পরিচালকের চলচ্চিত্রতলো কি কি? উত্তর : শাল্পনীল কারাণার (মুল্লফিলুর রহমান, ১৯৯২), দূরত্ব (মোরণেদূল ইনলাম, ২০০৬), নন্দিত নরকে (কোলা আহমেন, ২০০৬), নিরজ্ঞর (আবু সাইয়ীন), সাল্লঘর (শাহ আলম কিরণ, ২০০৭), দারগচিন য়ীপ (তৌকির আহমেন, ২০০৭), প্রিয়তমেয়ু (মোরশেদুল ইনলাম, ২০০৯),
- আবদার (সুভাষ দও)। ২২. হুমায়ুন আহমেদ রচিত উল্লেখযোগ্য গান কি কি? উল্লৱ : ও আমার উড়াল পালীরে, একটা ছিল সোনার কদ্যা, ও কারিগুর দায়ার সাগর ওগো
 - ত্তরর : ও আমার উড়াল পাল্যারে, একটা হলে নোনায় বল্টা, ও বানায়ন নাম নাম দুমামর, চাদনী পসরে কে আমার শ্বরণ করে, আমার আছে জল, লিলুরা বাতাস, আমার ভাঙা ঘরের ভাঙা চালা, মাথায় পরেছি সালা ক্যাপ, ঠিকানা আমার নোট বুকে আছে (তার রচিত শেব গান)।
- তে. তার প্রাপ্ত উল্লেখবোগ্য পুরকার কি কি? উত্তর: লেখক শিরির পুররার (১৯৭০), বাংলা একাডেমী পুরকার (উপন্যাসে, ১৯৮১), মাইনেল মর্যকুলন দত্ত পুরকার (১৯৮৭), আসাস পুরকার (১৯৮৮), আয়াফ কালির পাঁও পুরকার (১৯৮০), প্রস্থাপ পদক (পার্টিভের), ১৯৯৪), জাতীয় চলান্টিত্র, পুরকার (কাহিনী (পালন্দীল কারাগার, ১৯৯২); কাহিনী, সেরা চলচ্চিত্র ও সংলাগা (আবনের পাবসাথি, ১৯৯৪) এবং ডিফাণিটাকার (গার্কাটিন দ্বীপ,
- ২০০৭), জন্মূল আবেদীন ধর্ণদদক ও অতীশ দীগছর বর্ণদদক। ১৯. জার মুট্ট উল্লেখনোগ চৰিত্র কি কি? উক্তঃ: হিন্তু (আদল মহালায়), রগা, মিদির আলী, বাকের ভাই (উপন্যাস– কোবাও কেউ কাই), আবন্ধুল মাজিদ (অপবাহেন্দ্র গছ) গ্রন্থতি।
- উজন করে মৃত্যুবরণ করেন?
 উজন : ১৯ জুলাই ২০১২ (বেলভূ হাসপাতাল, ম্যানহাটন, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র)।

কবি-সাহিত্যিকদের প্রকৃত নাম, ছন্দনাম ও উপাধি

প্রকৃত নাম	উপাধি	ছল্মনাম
অনন্ত বডু		বড় চন্ত্ৰদাস
অনুপা দেবী		অনুপমা দেবী
অহিদুর রেজা		হাসন রাজা
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত		নীহারিকা দেবী
অনুদাশন্কর রায়		লীলাময় রায়
আব্দুল কাদির	ছান্দসিক কবি	N TINNEY Y
আব্দুল করিম	সাহিত্যবিশারদ	THE WORLD HOS
আবদুল মান্লান সৈয়দ		অশোক সৈয়দ
আবু নঈম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ	MEDITE E E E E E E E E E E E E E E E E E E	শহীদুল্লাহ কায়সার
আবুল ফজল		শমসের উল আজাদ
আবুল হোসেন মিয়া		আবুল হাসান
আলাওল	কবিগুরু, মহাকবি	2000
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	যুগসন্ধিক্ষণের কবি	
ঈশ্বরচন্দ্র	বিদ্যাসাগর	কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো
এম ওবায়দুল্লাহ		আশকার ইবনে শাইখ
কাজেম আল কোরায়শী		কায়কোবাদ
কাজী নজরুল ইসলাম	বিদ্ৰোহী কবি	ধুমকেত
কালিকানন্দ		অবধৃত
কালীপ্রসন্ন সিংহ		হতোম পেঁচা
গোলাম মোন্তফা	কাব্য স্থাকর	_
গোবিন্দ দাস	স্বভাব কবি	
চারণ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়		জরাসন্ধ
জসীমউদুদীন	পল্লীকবি	জমীরউদ্দীন মোল্লা
জীবনানন্দ দাশ	রূপসী বাংলার কবি/তিমির হননের কবি	- Company of the Comp
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	REPROPERTY OF THE PROPERTY OF	হাবু শর্মা
নজিবর রহমান	সাহিত্যরত্ন	_
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়		সুনন্দ
নীহাররঞ্জন গুপ্ত		বানভট্ট
নুরনুসা খাতুন	সাহিত্য সরস্বতী ও বিদ্যাবিনোদিনী	_
প্রমথ চৌধুরী	_	বীরবল
প্যারীচাঁদ মিত্র		টেকচাঁদ ঠাকুর
প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়		মানিক বন্যোপাধ্যায়
প্রেমেন্দ্র মিত্র		কৃত্তিবাস ভন্ত
ফররুখ আহমদ	মুসলিম রেনেসার কবি	1.011.00
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	সাহিত্যসমাট	কমলাকান্ত
বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়		বনফুল
বাহরাম খান	দৌলত উজীর	1121
বিদ্যাপতি	মিথিলার/পদাবলীর কবি	200000
বিষ্ণু দে	মার্কসবাদী কবি	

প্রকৃত নাম	উপাধি	ছন্মনাম
বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়		যাযাবর
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়		কুচিৎপ্রৌঢ়
বিমল মিত্র	PACE IN COMPANY	জাবালি
বিমল ঘোষ		মৌমাছি
হিহারীলাল চক্রবর্তী	ভোরের পাখি	-
বেগম রোকেয়া	মুসলিম নারীজাগরণের অগ্রদূত	
ভারতচন্দ্র	রায়গুণাকর	
মন্দ্রন্দিন আহমেদ		সেলিম আল দীন
মধুসূদন দত্ত	মাইকেল	টিমোথি পেনপোয়েম/এ নো
যুকুন্দ দাস	চারণ কবি	
মুকুন্দরাম বসু	কবি কন্ধন	
মধ্বদুদন মজুমদার		দৃষ্টিহীন
মালাধর বসু	গুণরাজ খান	
মীর মশাররফ হোসেন		গাজী মিয়া
ড, মনিরুজ্জামান		হায়াৎ মামূদ
ত, মোহামদ শহীদুল্লাহ	ভাষাবিজ্ঞানী	
মোঃ শহীদুল হক		শহীদুল জহির
মোজামেল হক	শান্তিপুরের কবি	
মতীন্দ্রনাথ বাগচি	দুঃখবাদের কবি	
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বকবি ও নাইট (প্রত্যাখ্যাত)	ভানুসিংহ
बाभनाबासर्ग	তর্করত্ব	-
রাজশেখর বসূ		পরতরাম
রোকনুজ্জামান খান		দাদা ভাই
শেখ আজিজুর রহমান	CONTRACTOR SECTION	শওকত ওসমান
শেখ ফজলল করিম	সাহিত্যবিশারদ/কাব্যরত্নাকর	
শরক্তন্ত চট্টোপাধ্যায়	অপরাজেয় কথাশিল্পী	অনিলা দেবী
वैक्त मनी	কবিন্দ্র পরমেশ্বর	
সতীনাথ ভাদুড়ী		চিত্ৰ গুপ্ত
নমরেশ বস		কালকট
সমর সেন	নাগরিক কবি	
শত্যন্ত্রনাথ দত্ত	ছন্দের যাদকর	
বুকান্ত ভট্টাচাৰ্য	কিশোর কবি	
ইবীন্দ্ৰনাথ দৰে	ক্র্যাসিক কবি	
ক্রীল গঙ্গোপাধ্যায়	921.13, 131	নীললোহিত
ইভাষ মুখোপাধ্যায়	পদাতিকের কবি	11.10-111/0
प्राध्यम हम	(IIII-941A TIN	 ইন্দ্রকুমার সোম
প্রাদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী	শিপ্নাতুর কবি	ACIDANIA CANA
শাদ মুজতবা আলী	15 MIX 3 - 114	_ প্রিয়দশী, মুসাফির, সত্যপীর
র্বানাথ মন্ত্রমদার		কাঙাল হরিনাথ
^{Qমচন্ত্র} বন্দোপাধ্যায়	বাংলার মিশ্টন	Alou-I dia-iid

কবি-সাহিত্যিকদের প্রকৃত নাম, ছন্দনাম ও উপাধি

প্রকৃত নাম	উপাধি	ছন্মনাম
অনম্ভ বড়		বড়ু চন্ত্ৰীদাস
অনুপা দেবী		অনুপমা দেবী
অহিদুর রেজা	-	হাসন রাজা
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	Mary Company of the Spinish of the S	নীহারিকা দেবী
অনুদাশন্তর রায়		नीनाभग्न ताग्र
আব্দুল কাদির	ছান্দসিক কবি	200
আব্দুল করিম	সাহিত্যবিশারদ	
আবদুল মান্নান সৈয়দ		অশোক সৈয়দ
আবু নঈম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ		শহীদুল্লাহ কায়সার
আবুল ফজল	The state of the s	শমসের উল আজাদ
আবুল হোসেন মিয়া		আবুল হাসান
আলাওল	কবিগুরু, মহাকবি	
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	যুগসন্ধিক্ষণের কবি	
ঈশ্বরচন্দ্র	বিদ্যাসাগর	কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস
এম ওবায়দল্লাহ		আশকার ইবনে শাইখ
কাজেম আল কোরায়শী	NA - SERVICE BURNESS OF SERVICE	কায়কোবাদ
কাজী নজরুল ইসলাম	বিদ্ৰোহী কবি	ধ্মকেত
কালিকানন্দ		অবধৃত
কালীপ্রসন্র সিংহ		হুতোম পেঁচা
গোলাম মোন্তফা	কাব্য সূধাকর	_
গোবিন্দ দাস	স্বভাব কবি	
চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ROS - SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY.	জরাসন্ধ
জসীমউদদীন	পল্লীকবি	জমীরউদ্দীন মোগ্রা
জীবনানন্দ দাশ	রূপসী বাংলার কবি/তিমির হননের কবি	100-000
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়		হাবু শর্মা
নজিবর রহমান	সাহিত্যরত্ন	-
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়		जु नन
নীহাররঞ্জন গুপ্ত		বানভট্ট
নূরন্নেসা খাতুন	সাহিত্য সরস্বতী ও বিদ্যাবিনোদিনী	
প্রমথ চৌধুরী		বীরবল
প্যারীচাঁদ মিত্র		টেকচাঁদ ঠাকুর
প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়		মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রেমেন্দ্র মিত্র		কৃত্তিবাস ভশ্ৰ
ফররুখ আহমদ	মুসলিম রেনেসার কবি	-
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	সাহিত্যসমাট	কমলাকান্ত
বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়		रमयुक्त
বাহরাম খান	দৌলত উজীর	
বিদ্যাপতি	মিথিলার/পদাবলীর কবি	MI=0000
বিষ্ণু দে	মার্কসবাদী কবি	_

গ্ৰুত নাম	উপাধি	इम्रना म
विचारका भूरवाभावाश		यायावत्र .
ত্তিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়		কুচিৎপ্ৰৌঢ়
ভ্রমণ মিত্র	DECEMBER OF THE PROPERTY OF TH	জাবালি
লৈলে যোষ		মৌমাছি
নহারীলাল চক্রনতী	ভোরের পাখি	-
ক্রাম রোকেয়া	মুসলিম নারীজাগরণের অগ্রদূত	-
আরত চশ্র	রায়গুণাকর	
्रशासिन आश्रम		সেলিম আল দীন
प्रकृतन मख	মাইকেল	টিমোথি পেনপোয়েম/এ নেটিং
হুকুদ্দ দাস	চারণ কবি	Sent Charles Sent Sent Sent Sent Sent Sent Sent Sent
গুরুদ্রাম বসু	কবি কদ্ধন	-
মুখুদুদন মন্ত্র্মদার		मृष्टि शैन
গ্লালাধর বসু	গুণরাজ খান	
গ্রার মশাররফ হোসেন		গাজী মিয়া
ত, মনিরুগ্জামান		হায়াৎ মামুদ
ড, মোহামদ শহীদুল্লাহ	ভাষাবিজ্ঞানী	
মোঃ শহীদুল হক		শহীদুল জহির
মোজামেল হক	শান্তিপুরের কবি	
যতীন্দ্ৰনাথ বাগচি	দুঃখবাদের কবি	
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বকবি ও নাইট (প্রত্যাখ্যাত)	ভানুসিংহ
डाममादायन	তর্করত্ব	The Residence of
রাজশেখর বসু		পরতরাম
রেক্-জোমান থান		দাদা ভাই
শেধ আজিজুর রহমান		শওকত ওসমান
শেষ ফজলল করিম	সাহিত্যবিশারদ/কাব্যরত্নাকর	
শব্দেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	অপরাজেয় কথাশিল্পী	অনিলা দেবী
उक्त नमी	কবিন্দ্র পরমেশ্বর	
শতীনাথ ভাদুড়ী		চিত্ৰ গুপ্ত
ন্মরেশ বস		কালকৃট
শমর সেন	নাগরিক কবি	
শতেন্দ্রনাথ দত্ত	ছদের যাদুকর	
বুদান্ত ভট্টাচার্য	কিশোর কবি	
বুধান্তনাথ দত্ত	ক্র্যাসিক কবি	_
July alemananan		নীললোহিত
ত্রাধ মুখোপাধ্যায়	পদাতিকের কবি	
MAN DAG		ইন্দ্রকুমার সোম
শাদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী	স্বপ্লাতুর কবি	
		প্রিয়দশী, মুসাফির, সত্যপীর
		কাঙাল হরিনাথ
্রতন্ত্র বন্দোপাধ্যায়	বাংলার মিল্টন	

মডেল প্রশ্ন

- গোলাম মোন্তফাকে কাব্য সুধাকর উপাধি দেন কে?
 উত্তর: যশোর সাহিত্য সংঘ।
- ২. রামমোহল রায় কত সালে রাজা উপাধি পাল? উত্তর : ১৮৩০ সালে। নামমাত্র দিপ্তিশ্বর মোগল বাদশা বিতীয় আকবর তাকে 'রাজা' ১৭৪২ দিয়ে ইংল্যান্ডের রাজার নিকট দৃত হিসেবে পাঠান। ১৮৩৩ সালে তিনি ইংল্যান্ডেই মারা মাত্র
- 'বাংলার কট' বলা হয় কাকে?
 উত্তর : বিছিমচন্দ্রকে।
- *শান্তিপুরের কবি' বলা হয় কাকে?
 উত্তর : মোজামেল হককে।
- আবদুল করিম সাহিত্যিবিশারদকে 'সাহিত্যবিশারদ' উপাধি প্রদান করেন কে?
 উত্তর: চটল ধর্মমণ্ডলী। তিনি ১৯০৯ সালে এ উপাধি এবং ১৯২০ সালে নদীয়ার সাহিত্য সভা খ্যের 'সাহিত্যসাপর' উপাধি লাভ করেন।
- ৬. 'কালকূট' ছন্মনামে লিখতেন কোন লেখক? উত্তর : সমরেশ বস।
- পরতরাম ছন্মনামে হাস্যরসাত্মক গল্প লিখতেন কে?
 উত্তর : রাজশেখর বস।
- কোন খ্যাতিমান লেখক 'বীরবল' ছল্মনামে লিখতেন?
 উত্তর : প্রমথ চৌধরী।
- বাংলা সাহিত্যে 'ভোরের পাখি' বলা হয় কাকে?
 উমর · বিহাবীলাল চ.চ.বর্তী।
- ১০. প্যারীচাঁদ মিত্রের ছন্মনাম কি? উত্তর : টেকচাঁদ ঠাকুর।
- বাংলা সাহিত্যের কোন সাহিত্যিক 'গাজী মিএর' হিসেবে পরিচিত?
 উত্তর : মীর মশাররফ হোসেন।
- ১২. 'রায়গুণাকর' কার উপাধি? উত্তর : ভারতচন্দ।
- 'যাযাবর' ছন্মনামের অন্তরালে আত্মগোপন করে আছেন—
 উত্তর: বিনয় কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
- 'নীললোহিত' কার ছন্মনাম?
 উত্তর : সুনীল গলোপাধ্যায়।
- ১৫. 'নীহারিকা দেবী' ছন্মনামে লিখতেন কে? উত্তর : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

৩৫ তম বিসিএস



বাংলা দ্বিতীয় পত্ৰ

(শুধুমাত্র সাধারণ ক্যাডারের জন্য) পর্ণমান-১০০

১। অনুবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা)	50
২। কাল্পনিক সংলাপ	50
৩। পত্রলিখন	30
৪। গ্রন্থ-সমালোচনা	30
৫। রচনা	80

কৃটিলা বৰ্ণ	১০০০- ১১০০ খিস্টাব্দ	১২০০ খ্রিস্টাব্দ	১৩০০ ব্রিস্টাব্দ	১৪০০ ব্রিষ্টাব্দ	১৫০০ খ্রিন্টাব্দ	১৬০০ ব্রিস্টাব্দ	১৭০০ খ্রিস্টাব্দ	বর্তমান বর্ণমালা
HH	N	35	51	SH	57	27	97	व्य
सुआ	707	आ	211	मा	आ	ग्रा	377	व्या
*****	00	372	EL	ब्र १	80	5	2	3.
33	ST	50	500	6	\$	-,		1
33	ъ	3	3	3	5	3	5	20
ভা	Œ	45	G	12	15	3	5	3
41	487	5/	AY.	स	3/		EH.	34
AA	H	27	2	97	2	9	47	9
8	10,	3	89	9	3)	4	3	ال
		-				3	3	3
3	UT.	3	3	G	3	-		3
30	क्षे	अ	100	(3)	3	of End	34	
44	Ø	₹	8	有	ক	-	\$	द्री
2	য	259	SV	ख	A	52	श्र	et.
21	7	57	51	51	21	24	24	Pf
w	4	द्य	स्य	द्य	दा	찌	घ	ध
21	5	ξ	5	8	3		2	3
ਰ	27	च	8	ਬ	ৰ	ব	4	Б
à	及	2	Ф	\$	8	五	至	10.
E	37	30	37	8	3	'SI	5	- জ
T			果	₹Y.	A		₹9	वर
\$		1.6	.73		P		473	ু
3	5	8	3	8	3	3	5	B
40	0	2		0	8	3	b	9
5	3	8	9	3	3	13	3	3
4	8	3	8	2	5	3	3	5
m	m	m	M	m	m	27	d	4
A	A	3	9	3	3	3	Œ	
8	24	121	21	8	21	12°	25	व्य
3.5	2	2	3	य	74	3	To	म
U	0	a	R	a	4	EI	8	8
4	7	7	7	7	9	7	न	न
ч	27	TS	EI	टा	घ	27	er	21
20	20	2.	5	20	Zr.	170	270	73
4	4	a	3	a	3	4	7	a
éı	20	3	2	25	30	5	3	Œ
20	34	ध	H	স	H	F	M	N
31	24	ध	य	य	ग्र	U	27	T
T	7	4	3	व	7	4	3	न
M	8	8	09	7	ल	of	न	ल
4	4	a	8	a	D	1	ar	ৰ
24	91	87	57	57	12	M	30)	207
XT V	23	B	8	8	8	स्र	A	28
H	ফা	S	12	B	A	57	H	24
4	a.	3	Sh	25	石	I.	7	2
8	野	57,	-th	₹fr	37	200	325	75
6	0	-634	-40	2/1	91	1	245	724



নুবাৰ অধ্যক্তান যাগহৈয়ের জন্য নিভিন্ন প্রতিযোগিতাসূদক পরীক্ষার Translation বা অনুবাদ একটি কা বাবহৃত মাধ্যম। অনুবাদ প্রধানত মুই প্রকার : ১ আকরিক অনুবাদ ও ১, ভাবানুবাদ। প্রাথমিকভাবে অধিক অনুবাদেন ওপর জোর দেয়া হলেও খোনে ভাবানুবাক অহাজ্য সেখান আকরিক অনুবাদ কা ইন্দ্রভাৱে মেনান্দ হয়ালব। যেমনে That's along story – সেটা আনেক দীর্ঘ গান্ত এই আকরিক কাকে কা হাল্যক। সেন অনক কথা বেলি সাবলীল। ও শুভিমন্তা। তেমনিভাবে প্রকাষ্ট শব্দের কাকি অন্ত প্রয়েহ বাবনা বাবা উচিত। Passage Translation-এর ক্ষেত্রে পারিভাবিক শব্দুবলা জ্বানা আকর্ষাক। Translation বা অনুবাদ করার সময় নিয়োক কৌগকবানা অবদান্দ করা কেবে পারি:

. Tense-এর ব্যবহার

বাংলা লিপির উৎপত্তি ও বিবর্তন

- অনুবাদের প্রধান কৌশল হচ্ছে Tense-এর বিভিন্ন Structure ব্যবহার করা। যেমন—
- অতীতে সংঘটিত কোনো কাজের বর্তমান প্রাসিদকতা থাকলে তা Present Perfect Tense য়রা প্রকাশ করা হয়। য়েমন—
 - । ভূমি কি কখনো বিদেশে গিয়েছ?— Have you ever been to abroad?
- B. বর্তমানে কোনো কাজ হচ্ছে বোঝাতে Present Continuous Tense ব্যবস্থৃত হয়। । মুধলধারে বৃষ্টি হচ্ছে— It is raining in torrents.
- ে অতীতে কোনো কাজ তক্ষ হয়ে অন্যাবধি চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলতে পাবে এন্ধপ নাঝাতে Present Perfect Continuous Tense ব্যবহার করতে হয়। সেক্ষেত্র বাংগার মান্দ, ধবে, হতে, থেকে ইভাদি পদকলো এবং ইংরেজিতে অনির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে for ও নির্দিষ্ট সময়েরে আণ্ডা since ব্যবহা
- । সকাল থেকে ভঁড়ি ভঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে— It has been drizzling since morning.
- D. Present Perfect Tense পর্তমান সময়ের সাথে সম্পর্কিত, তাই এতে অতীতজ্ঞাপক শব্দ (বেমন— yesterday, ago, etc) উল্লেখ করা যাবে না বাকো যতই ইয়াছি, ইয়াছে, ইয়াছে, অকুক না কেন সেকেত্রে Past Indefinite Tense ব্যবহার করতে হবে। বেমন—.
 - । আমি গতকাল তোমার চিঠি পেয়েছি— I received your letter yesterday.

- E. পরপর সংঘটিত অতীতের দুটি ঘটনার মধ্যে যেটি আগে ঘটে সেটি Past Perfect অন্যাট ১৯ Past Indefinite. সেক্ষেত্র before-এর পূর্বে ও After-এর পরে Past Perfect বসে। । ডাক্তার আসার পূর্বে রোগী মারা গেল— The patient had died before the doctor carne
- F. ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য দু'টি কাজের মধ্যে একটির পূর্বে অন্যটি সম্পাদিত হয়ে থাকলে সম্পাদিত কাত্র Future Perfect Tense হয়, অন্যটি হয় Present Indefinite অথবা Future Indefinite. া রহিম আসার আগেই করিম এসে থাকবে— Karim will have come before Rahim will come

2. Phrasal Verb-এর ব্যবহার

একটি Verb আলাদাভাবে এক অর্থ দেয় কিন্তু তা Phrasal verb তথা Group verb হলে অন অর্থ প্রদান করে। যেমন

- A. Tell মানে 'বলা' কিন্তু Tell upon অর্থ ক্ষতি করা।
 - আমার স্বাস্ত্যের ক্ষতি করছে।
- B. Take অর্থ নেয়া, গ্রহণ করা কিন্তু Take after মানে সাদৃশ্য থাকা অনুরূপ হওয়া, দেখতে একই রকম হওয়া । The boy takes after his father— ছেলেটি তার পিতার মতো।
- C. Cry অর্থ কান্নাকাটি করা, চিৎকার করা তবে Cry down অর্থ খাটো করে দেখা। I Do not cry down your enemy— শক্রকে খাটো করে দেখো না।
- D. Set অর্থ স্থাপন করা, ঠিকঠাক করা কিন্তু Set in অর্থ আরম্ভ করা, তরু হওয়া। I The rains have set in— বর্ষা আরম্ভ হয়েছে।
- E. Hail অর্থ তভেচ্ছা জানানো, অভিনন্দিত করা কিন্তু hail from অর্থ- কোথাও থেকে আসা। । তাঁর বাড়ি যশোর— He hails from Jessore.

3. Phrase & idioms-এর ব্যবহার

যে কোনো idiom-এর শব্দগুলো পরিচিত মনে হলেও আসলে তার অর্থ কল্পনার বাইরে। তাই বিভিন্ন idiom-এর প্রকৃত অর্থ মুখস্থ রাখা আবশ্যক। এখানে কতিপয় উদাহরণ দেয়া হলো।

- A. To leave no stone unturned অর্থ যথাসাধ্য/ আপ্রাণ চেষ্টা করা, চেষ্টার ক্রটি না করা। । He left no stone unturned— সে চেষ্টার কোনো ক্রটি করল না।
- B. To catch somebody red handed অৰ্থ কাউকে হাতেনাতে ধরা। I The thief was caught red handed— হাতেনাতে চোর ধরা পড়ে।
- C. Go to the dogs অর্থ গোল্লায় যাওয়া, নষ্ট/ বখাটে হওয়া। । He has gone to dogs— সে গোল্লায় গেছে।
- D. Tell অর্থ 'বলা' কিন্তু telling speech অর্থ 'কার্যকর বক্তৃতা'। । The leader gave a telling speech-এর সঠিক বঙ্গানুবাদ— নেডা কার্যকর বজুতা দিলে।
- E. Live from hand to mouth অর্থ দিন আনে দিন খায়। । 'Live from hand to mouth' means in Bangla — দিন আনে দিন খায়।
- F. Ring অর্থ আংটি বা বন্ত, চক্র কিন্তু Ring leader অর্থ পালের গোদা, দলনেতা। I The ring leader was caught— দলনেতা ধরা পড়েছে।

- G. Make way for অর্থ কাউকে জায়গা করে দেয়া, যেতে দেয়া। । The crowd made way for the leader— জনতা নেতাকে জায়গা করে দিল।
- H. At stake অর্থ সংকটাপন
 - ্যু মানবজাতি এখন সংকটাপনু |--- Mankind is at stake now.

প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার

জ্বাদ প্রবচন বা বাগধারা প্রত্যেকটি ভাষার অলংকার স্বরূপ। এগুলো অনুবাদ করে তোলা যায় না বরং জ্ঞজিজতার মাধ্যমে রপ্ত করতে হয় বা মুখস্থ করতে হয়। এখানে কতিপয় প্রবাদ উল্লেখ করা হলো।

- A. To carry coal to New Castle অৰ্থ তেলা মাধায় তেল দেয়া।
- B. 'Rome was burning while Niru was playing on flute' অর্থ কারো পৌষমাস, কারো সর্বনাশ। Nero fiddles while Rome burns—What is sport to the cat is death for the rat.
- C. All that glitters is not gold— চকচক করলেই সোনা হয় না
- D. Black will take no other hue কয়লা ধুইলেও ময়লা যায় না।
- P. All's well that ends well-শেষ ভালো যার সব ভালো তার।
- F. Too many cooks spoil the broth অধিক সন্মাসীতে গাজন নষ্ট।

5. Preposition-এর ব্যবহার

ন্ধিভিন্ন শব্দের সাথে বিভিন্ন Preposition বসে। অনুবাদ করার সময় বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে

- A Die of কোনো রোগের কারণে মারা যাওয়া।
- । সে কলেরায় মারা গিয়েছে— He died of Cholera.
- B. Live বাস করা, বাঁচা কিন্তু কোন কিছুর উপর নির্ভর করে বাঁচা হলো Live on. । গরু ঘাস খাইয়া বাঁচে— The cow lives on grass.
- C. Come অর্থ আনা। কিন্তু Come from কোনো জায়গা থেকে আসা, যা ঐ ব্যক্তির বাসস্থান/ জন্মস্থান নির্দেশ করে। । তার বাড়ি রাজশাহী— He comes from Rajshahi.
- D. 'Across' prepositionটি আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করতে ব্যবহৃত হয়। সেক্ষেত্রে swim across অর্থ সাঁতরে নদী পার হওয়া।
 - I সে সাঁতার দিয়ে নদী পার ফলো— She swam across the river.
- E. দুয়ের মধ্যে বোঝাতে between এবং 'দুইয়ের অধিক' এর ক্ষেত্রে among ব্যবহৃত হয়। । দুভাইয়ের মধ্যে আমন্তলো ভাগ করে দাও— Divide mangoes between the two brothers.

6 Causative Verb

জালা কাজ নিজে না করে অন্যকে দিয়ে করানো বোঝাতে causative verbs make /get/have ব্যবহৃত হয়। এর structure টি হচ্ছে get/ have + object + v-প্ৰ Past Participle অধবা make + object + v পৰ present form.

। আমি কাজটি করিয়েছি— I have got the work done.

l He can make you do this— সে তোমাকে দিয়ে এটি করাতে পারে।

ব্দু কিছু verb আছে যেগুলো অর্থগতভাবেই causative। যেমন– eat অর্থ খাওয়া কিন্তু feed ^{অর্থ} খাওয়ানো। তেমনি He is <u>walking</u> the baby সে বাচ্চাটিকে হাঁটাচ্ছে।

। আমি তোমাকে খাওয়াই— I feed you.

7. Present Participle-এর ব্যবহার

নাচতে নাচতে, হাসতে হাসতে, কাঁদতে কাঁদতে ইত্যাদি প্রকাশ করতে present participle ব্যবহৃত স । সে হাসিতে হাসিতে ঘরে চুকিলো— He entered the room laughing.

। শিবটি হাসতে হাসতে মায়ের নিকট এলো— The baby came to its mother laughing

৪ অবাম্বব আকাল্কা

কোন অসম্ভব বা বাস্তব আকাক্ষা প্রকাশ করতে নিম্নোক structure গুলো ব্যবহৃত হয়।

a. I wish I were b. If + past + perfect c. Had + Sub +

া আমার যদি পাধির মতো ডানা থাকত' বাক্যটির সঠিক ইংরেজি অনুবাদ— Had I the wings of a bird!

অনুশীলনীর জন্য গুরুত্পর্ণ অনুবাদ

Computer is the new miracle of science. It can make thousands calculation in a moment. It can store its memory millions of facts and figures. In Bangladesh the use of computer is growing rapidly. In developed countries computers are used in banks, shops, airlines, offices, libraries, everywhere. Bangladesh is eager to advance on computer technology. It seems that computer is going to dominate the future civilization of man

অনবাদ : কম্পিউটার হলো বিজ্ঞানের নতন ধরনের অলৌকিক রহসা। এতে মহর্তের মধ্যে হাজার হাজার গণনা করা যায়। এ কম্পিউটার লক্ষ লক্ষ ঘটনা ও সংখ্যাকে সংরক্ষিত রাখতে পারে বাংলাদেশে কম্পিউটারের ব্যবহার দেতগতিতে বাডছে। উনত দেশগুলোতে বাংক, দোকান, বিমান, গবেষণা, অফিস, লাইরেরি সর্বত্রই কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশও কম্পিউটার প্রযুক্তি অগ্রগতিতে আগ্রহী। মনে হয়, কম্পিউটার ভবিষ্যৎ মানব সভাতার ওপর প্রভাব বিস্তার করবে।

We cannot all be politicians or lead millions of people. We cannot all be heroes and fight for freedom of the oppressed. But each of us can make life happing for those around us. We can all look after our neighbour when he is sick, teach the ignorant, comfort the unfortunate and keep around us fresh, clean and tidy. We can all be kind, patient and loving. We can all be truthful, humble and obedient. These are the greatest things in life, because without them the world will never be happy-অনুবাদ: আমরা সকলে রাজনৈতিক নেতা হতে পারি না অথবা লক্ষ লক্ষ মানমকে পরিচালনা করতে পারি না। আমরা সকলে বীর নায়ক হতে পারি না এবং নির্যাতিতদের মক্তির জন্য সংগ্রাম করতে ^প না। কিন্তু আমরা প্রত্যেকে আমাদের চারপাশের সকলের জীবনকে সুখী করতে পারি। আমরা আ^{মাদের} পীড়িত প্রতিবেশীর সেবা করতে পারি, নিরক্ষরকে শিক্ষিত করতে পারি। আমরা সবাই সদয ধৈর্যশীল হতে পারি এবং আমাদের চারপাশের সবকিছুকে পরিচ্ছনু রাখতে পারি। আমরা স্তাবাদী বিনয়ী এবং স্নেহশীল হতে পারি। এগুলোই জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যাপার। কারণ এগুলো ^{ছার্}বা পথিবীতে কখনোই সুখী হতে পারে না।

In our life we give up many things considering them as very difficult or anossible. Sometimes we show some courage and start some work. But even s slightest difficulty makes us nervous and we leave it there. Lives of greatmen such us that there is nothing impossible in this world. Nepolean want to the event of saying that the word 'impossible' didn't exist in his dictionary. It is true bet even those tasks which are seeming impossible can be accomplished with a arong and sincere discrimination.

ব্রুরাদ : আমরা আমাদের অনেক জিনিসকেই কঠিন এবং অসম্ভব মনে করে পরিত্যাগ করি। কখনো কানো আমরা কিছুটা সাহস প্রদর্শন করে কাজ তরু করি। কিন্তু সামান্যতম অসুবিধা আমাদের স্নায় ক্রার্কনা এনে দেয় এবং আমরা সেই অবস্তাতেই পরিত্যাগ করি। মহাপুরুষদের জীবনী আমাদের এ end দেয় যে পথিবীতে অসম্ভব বলে কিছ নেই। নেপোলিয়ন এমন কথাও বলেছেন যে, অসম্ভব শব্দটি নার অভিধানে নেই। এটা সত্য যে, এমনকি যে কাজকে আপাতত অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে তা দঢ় ও ক্ষরিক প্রতায় দারা সম্পর্ণ করা যায়।

No work is superior or inferior in itself. Work is work. It is absolutely wrong to consider any work as high or low. The work itself is a dignity. Every work has some dignity attached to it. It is improper for anybody to think that a certeain work is undignified or below his status. Dignity of labour means that all and every kind of work is dignified.

অনুবাদ : কোনো কাজই কাজের দিক থেকে উঁচু বা নিচু নয়। কাজ কাজই। কোনো কাজকে উঁচু বা নীচু বিজ্ঞান করাটা সম্পূর্ণ ভুল। কাজ মানেই হলো মর্যাদা। প্রত্যেক কাজের সাথেই কিছুটা মর্যাদা জড়িত। যে বারও পক্ষে এটা চিন্তা করা অয়থার্থ হবে যে, কোনো একটি বিশেষ কাজ অসম্মানজনক বা তার পদমর্যাদা অপকা নীচক্রবের। সরবক্রয় কাজ্ট হলো সম্মানজনক– শত্মের মর্যাদা বলতে এটাই বোঝায়।

The value of man's life is measured not by the number of years he has lived, but by the number of good deeds he has done. A man may live a longer life . without doing any noble task for the good of the world. But such life is useless and such man is forgotten as soon as he dies. But a man who does noble work for the benefit of mankind lives in the memory of the people even long after his death, though he may live a short life here. The great men like Jesus Christ, the great Prophet (sm) and Vivekananda died young, but they are still remembered With great reverence on account of their noble deeds.

^{অনুবাদ} : মানুষের জীবনের মূল্য সে কত বছর বেঁচে থাকল তার দ্বারা নিরূপিত হয় না, নিরূপিত হয় ^{লিকত} সংকর্ম করেছে তার দ্বারা। পৃথিবীর উপকারে লাগতে পারে এমন কিছু মহৎ কর্ম না করেও শিলা মানুষ দীর্ঘজীবী হতে পারে। এরপ ব্যক্তির জীবন মূল্যহীন এবং তারা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বৃত व। किन्नु যে মানুষ মানবজাতির মঙ্গলের জন্য কাজ করে, সে স্বল্পজীবী হয়েও মানুষের স্মৃতিতে বেঁচে ্ত্র । যীত্রপিন্ট, মহানবী এবং বিবেকানন্দের মতো মহাপুরুষেরা অপ্প বয়সে মারা গোলেও তাদের মহৎ ক্রিলা এখনো তাদের গভীর শ্রন্ধার সঙ্গে স্থরণ করা হয়।

বিশ্বস বাংলা ২৬

Our life is short. But we have to do many things. Human life is nothing but collection of moments. So we must not spend a single moment in vain. To kill time is to shorten life. Time and tide wait for none.

অনুবাদ: আমাদের জীবনকাল সর্থক্তিও। কিন্তু আমাদের অনেক কাল্ল করতে হবে। মানবৌহন কতকণলো মুহূর্তের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। সেন্ধন্য আমরা একটি মুহূর্তও কৃষা অপচর করে ন সময় অপচয় করার অর্থ হলো জীবনকে সর্থক্তিও করা। সময় এবং স্রোভ কারো জন্য অপেকা করে ন

Man is the worshipper of beauty. Since the dawn of creation his eyes have never ceased to look on the lovely things. He has found beauty in the human face, in the body's smile, in the lover's glance and in the philosopher's view. And all this beauty has gladdened his heart this spirit has thrilled at its touch. He has tried to realise this joy and mystery, but in vain.

জনুবাদ: মানুষ সৌন্দর্যের পূজারী। সৃষ্টির উষাপায় থেকে সে কথনো সুন্দর জিনিস দেখা থেকে তার চোখকে বিরত রাখতে পারোদি। সে মানুষ্টের মুখে, শিকর হাসিতে, ক্রেমিকের মুদ্ধ মৃষ্টিতে, দার্শনিকর ক্র-কুমান সৌন্দর্য সুঁত্রে পেরেছে। তার এদর সৌন্দর্য তার ফ্রম্যুক্তে অসমকে আনন্দিকত বরেছে। এল স্পান্ত আজা হয়েছে পার্কিত। সে এই আদমা ও রহেয়াকে ভনুবাকন করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বার্থ হয়েছে।

ত The beauty of the Taj beggars description. It has been called a dream in marble and a tear-drop on the checks of time. The Taj is best seen in moonlimph when the dazzling white of the marble is mellowed into a dream of softness অনুদান : তাজনংগলের সৌন্দর্য ভাষার একাশ করা অসম্ভাব। একে কলা হয় মর্মার প্রথমে নির্মিত এক স্থান এক কলা হয় মর্মার প্রথমে নির্মিত এক স্থান এক কলা করা অসম্ভাব। একে কলা হয় মর্মার প্রথমে নির্মিত এক স্থান একাশ করা অসম্ভাব। একাশ করা অসম্ভাব। একাশ করা অসম্ভাব। একাশ করা সমুজ্ব মর্মার প্রথম স্থান তাজনে কেনায় সম্বাচনের সুন্দর।

The most important thing for a citizen is simple to be a good man. He must try to be honest, just and merciful in his private life. This is his primary duty. The reason shouldn't be difficult to understand. The well being of a state or a city ultimately depends on the moral character of its citizens.

ष्यमुतामः : रकारमा मागितिरका भग्रक मनद्रप्रस्य कन्नवपूर्ण रहणा धनकान खाला मामूम रहा वर्ता। धारक घरमाई रहा राजिनक खीलरम मन्, माप्तगताला धन्तर मनद्र स्ताद रहीं कनारक रहा । धीठार छात आपिरक महिन्दु । धा नवत द्वाचा महिन माप्त। रहारमा त्राक्षा ना नवत मूनक मिन्छ नवत कात माणिरकरमत रेमिकक प्रतिस्ताद कर्मत ।

Students have their duties. They have duties to themselves, to their parents and relatives, to their country and to humanity at large. Student life is the seedlime of life So a student should build up his health, form good habits and cultivate good market. One of the surest ways to be good and great in life is to have genuine love and reaffer one's parents and teachers and read the lives of great men.

অনুবাদ : ছাত্ৰদেব নিজৰ কৰ্তন্য আছে। নিজেদেব প্ৰতি, পিতানাতার প্ৰতি, আখীয়েৰজনদেব প্ৰী দেশের প্ৰতি এবং সাময়িকভাবে সমাজের প্রতি কর্তন্য আছে। ছাত্ৰাজীবন হলো জীবনেব বী বাৰ পর্যা সময়। সেজনা একজন ছাত্ৰের উচিত ভার স্বাস্থ্য গঠন করা, ভালো অভ্যান গজে তেলা এবং বাববার করা। জীবনে ভালো এবং বহু গুলোর নিশ্চিত প্রথমেনার অনুভাগ্য শব্দ হলো শিকানতী শিক্ষকের প্রতি অনুবামি শ্রেছা ও ভাগবাসা শোষণ করা এবং মহাপুরুষদের জীবনী পাঠ করা।

Wealth is no doubt necessary for happiness in life. But it has a tendency to concentrate in the hands of a few. The result is the rich become richer and the root become poorer. This is certainly a misuse of wealth. It should be fairly aimbuted among all so that it may bring happiness to the greatest number of coole in the society.

ন্দরাম : জীবনে সুপের জন্য নিরুদেশহে সম্পাদের প্রয়োজন, কিছু মুটিমেয় করেকজনের হাতে ক্ষান্ত কেন্দ্রীভূত হথ্যার প্রকল্পতা আছে। এর ফলে মুনী আরো ধনী, দরির আরো দরির হাতে। এটা ক্ষান্ত ইস্পাদের অপবাধার। এটা সকলেম মুক্তারে বন্দিত হথ্যা উচিত যাতে তা সমাজের ক্ষান্ত মাদেরের কাছে সুপ এনে নিতে পারে।

Student life is the stage of preparation for future. This is the most important period of life. A student is young today, but he will be a man tomorrow. He has afterent duties. He should perform them well. As a student, his first duty is to addy and learn. He should take care of his lessons.

অব্বাদ : ডাত্রজীবন হলো ভবিষাৎ প্রস্কৃতির কাল। এটি হলো জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। কোজন ছাত্র আজ কিশোব, কিন্তু আগামীকাল সে হয়ে উঠবে পূর্ববয়ন্ত। তার নানা রকম কর্তব্য আছে। সেগুলো তার ভালোভাবে করা উচিত। ছাত্র হিসেবে তার প্রথম কর্তব্য লেখাপড়া শোখা। তার ক্যাশোনার প্রতি সচেতন হওয়া উচিত।

Honesty is a great virtue. If you do not deceive others, if you don't tell a lie, fyou are strictly just and fair in your dealing with others, you are an honest man. Honesty is the best policy. An honest man is respected by all. Every man trusts whonest man. None can prosper in life if he is not honest.

জ্ববাদ : সততা একটি মহৎ গুণ। যদি তুমি কাউকে প্রতারণা না কর, মিথা কথা না বল, অনের 'অল বাবহারে নায়নিট এবং পরিজন্ম থাক, তাহলেই তুমি হবে সং মানুষ। সততাই প্রেট নীতি। এককা সং মানুষ পরবলের কাছে সন্মানিত হন। সং ব্যক্তিকে সকলেই বিশ্বাস করে। সং না হলে কেইই জীবনে উনুতি করতে পারে না।

Patriotism is love for one's country. It is a powerful sentiment and wholly usefifsh and noble. A patriot can sacrifice even his own life for good of his sountry. It is idealism that gives courage and strength. But false patriotism makes sountry are marked to the strength of the streng

ক্ষমান : নেশাখাবোধ হলো দেশের প্রতি ভালোবাসা। এটি একটি শক্তিশালী এবং সম্পূর্ণ বার্থপরহীন উম্বহু আবেগ। একজন দেশ প্রেমিক ছার দেশের মম্বলের জন্ম নিজের জীবন পর্বিত উৎসর্প করতে ^{জা}ইন। এটি এমন এবংটি বার্বাবান্, যা সাহস ও শক্তি দেয়। কিছু মেকি দেশপ্রম মানুশকে ^{জাই}মানা ও বার্থপর করে তোগে। Although religion doesn't inhabit the acquistion of wealth, and it doesn't hold up large fortune an evil. The tenor of its teaching, by and large, is to induce an artitude of indifference to wordly things, things which gratify one's lower self and keep one engrossed in money making. The student should be made to realise that the real good of life are spiritual, love of things of the so spirit and service of one's fellow men. Joy is in ordered disciplined life. These are blessing which money cannot buy. What is wealth before such things of spirit? Of all religious teachers lesured to the self-thing that the self-thing t

অনুবাদ : ধর্ম যদিও ধনস্পান ও বিত্তবৈত্বকে নিমেধ করেনি, তবুও সাময়িকভাবে ধর্মের ফুলতথা হলো যে, মানুদ যেন অর্থাপার্জনের মোহে পার্থিন জিনিসে আছের হয়ে না পড়ে। ছাত্রমের একর কুবতে হবে যে, প্রীজনের আসন্স কলা আছে আয়াবিজনায়, আছিল ভালমায় ও মানুদকে সাহাত করার ভিতর। সুবিন্যন্ত জীবনের ভেতর আছে আন্দন। এই আশীর্বান্তবোগ চিকা দিয়ে কেনা যায় না । আছার কায়ে অর্থাবিক বিত্তবি কিছুই না । সরুল ধর্ম করেনদর মধ্যে বীত ক্রিই রোধ হয় ধনন্দপানের মহানা নিয়ে বেলি আলোচনা করেছেন। তাকে ধর্মবিজ্ঞানের সর্বোচ বাঙ্গাভাবা বলা যায় — 'মন্তির্বাহী আশীর্বানপৃত্তি'। এই চারাটি পদ ছারা তিনি মানুদের অন্তিত্ব, সুধ, সম্পত্তির অধিকার এচনোর করুলে, একত সুধ ধনন্দপত্তিতে, পার্বিব অর্থনের মধ্যে ঘৃতিত্ব দেই করুলা পদার অনুধান করেন মধ্যে ঘৃতিত্ব করিছ করুলান, একত সুধ ধনন্দপত্তিতে, পার্বিব অর্থনের মধ্যে ঘৃতিত্ব দেই করান্ত পদার প্রকাশ বিহিত করিছেব। করিছেব। তিনি প্রায়ন করেনেন, একত প্রধান করিছাল বিভাগা বিভাগা আলোর মধ্যেন সুপথে সুপিতির প্রতিব করিছাল করিছাল প্রস্তান করিছালে বিজ্ঞা আলোর মধ্যন সুপথে সুপিতির প্রতিব

War is a curse for human beings. In ancient times, only soldiers participated in wars. But in these days all people both military people and civilians have to suffer the consequences of war. None can escape from the bombs used by the enemy. In fact, war turns men into beasts.

অনুবাদ: যুদ্ধ মানবজাতির জন্য অভিশাপ। প্রাচীনকালে যুদ্ধ সৈনিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিয়ু সামরিক-কোমনিক সকল লোককেই যুদ্ধের প্রতিফল ভোগ করতে হয়। বোমা ব্যবহারকারী ^{পট্রব} হাত থেকে কেউই মুক্তি পেতে পারে না। বস্তুত যুদ্ধ মানুষকে পততে পরিণত করে।

wealth, he takes nothing away from us. The reason is that money in itself carries no value. Money always changes hand. It passes on from person to person. But he man who snatches away my honour, robs me of my greatest wealth. This does not make him rich, but it makes me totally destitute.

কৰাল : প্ৰত্যেক মানুবের কাছে তার সুনামই হলো কড় এক্সর্য। যে আমানের টাকা-কড়ি দোয়, দে আচাল কিক্স্ত নিজে পারে না। প্রথম টাকার দিয়ের কোনো মুখ্য নেই। আছা যে তোমার, কাল দে কাল। আবান পরত দিন আর একজনের হবে। কিন্তু যে আমার সুনাম কেন্তু কো, দে আমার কার্ক্সই কেন্তে দোঃ। তাতে সে কী হয় না যাই), কিন্তু আমাকে একেনারে নিয়ম্ব করে কের।

One can become successful in the work, if one tries. God helps those who set themselves. We learn this lesson from the lives of those who have become result in the world. Whether it is knowledge or wealth, nobody can achieve it if he inwelf does not try. We should keep this in our mind.

জনুবাদ: চেষ্টা করলে সফলকাম হওয়া যায়। যে স্বয়ং চেষ্টা করে আল্লাহ তার সহয়ে হন। পৃথিবীতে জান বড় হরেছেন তাদের জীবনী থেকে আমরা এ শিক্ষাই পেয়ে থাকি। বিদ্যাই হোক আর ধনই হোক, ক্যু চেষ্টা মা করলে কেউই তা লাভ করতে পারে না। এ কথাটি আমাদের স্বরণ রাখা উচিত।

Flood is a natural calamity. Bangladesh falls a victim to this flood every year. During floods, the suffering of people and other animals beggars description. Crops are greatly damaged too. Various diseases like diarrhoea and rholera break out in an epidemic form after flood. Hence, flood is a serious sublem for our country. The government is trying to solve this problem.

सहाश : क्यां धकाँठे आकृष्ठिक पूर्वाण । वालाजन अधिवाहत ध क्यांत कवाल भएड । बन्यात नमा स्वष्ट ७ प्रमामा आणी प्रक्रमीस मुक्र-कड (छाण कदा । क्यांतर वाणक कछि दश । क्यांत भर क्रेस्तराय ७ प्रमाना मारा माना क्यंत वाण महामारी प्रकार (स्था तथा। कार्जाह क्यां आक्यांत स्था तथा। कार्जाह क्यां आमारा मारा प्रकार प्रमाण । महाका व्यां मारा प्रकार व्यां भागात्मत

Powerty is a great problem in our country. But we hardly realize that this meanable condition is our own creation. Many do not try to better their condition by means of hard labour and profitable business. They only bemoan their miserable lot and curse their fate. We must shake off this inactivity and aversion to physical labour. If we remember the wise saying that "Man is the architect of at own life' and advance in life with firm steps, our misery will disappear and seace and happiness will be our constant companion.

আৰা : আমানের দেশে দাবিদ্রা একটি বড় সমসা। কিন্তু এই শোচনীয় অবস্থা যে প্রধানত আমানের অক্তম্ব ধরাই সৃষ্ট, তা আমারা রায়ই সুখতেই পারি না অনেকেই কঠন পরিম্মা এবং গাভাকার কালীৰ ছারা নিয়েন্ত্রবা বস্তায়ই উদ্ভিচ পান করতে চেন্তী বন্ধের না ভাডাড়া নিজেনেন মুকবস্থান জন্ম জিলা হা-হুচাশ করে এবং ভাগ্যকে অভিসম্পাত করে। এই জড়বাত প্রসমিসুখতা খেড়ে ফেলতে বা সমুখ্য নিয়েই নিজের জগা নির্মাত – এই মহান বাক্য স্বাহণে রেখে দৃষ্ট পদক্ষেশ জীবনপথে স্প্রী হাস্কান নিজের ভাগ্য নির্মাত মুখ্য ও শান্তি আমানের চিন্তসন্ধী হবে ।

It is education which makes our life beautiful and successful. There is no will be deucation, if it does not improve our moral character. Have you turned four eyes to our society? No one wants to pay due respect to his superiors and where it really a matter of great regret.

জ্বনুষ্ণা : জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করার জনাই শিক্ষা। আমাদের নৈতিক চাররের উনুতিই যদি সাহিত্র না হয়। তবে বিদ্যার কেনোে মহিমাই থাকে না। আমাদের সমাজের দিকে কি একবার চেয়ে দেখেছু ভরজনের প্রাণা সম্মান, শিক্ষাকরর উপযুক্ত মর্যাদা কেউ দিতে চার না। এটা দুখজনক ব্যাপার।

Not of the people of our country are illiterate. They can neither read nor write. But a man cannot progress if he does not know how to read and write. For this a reason, our country is lagging behind at a great extent. An uneducated population is a bruden to a country. A poor country like ours needs a job-orientied education systems burden to a country. A poor country like ours needs a job-orientied education systems are suffered to the progress of the pro

Liberry does not decend upon a people, a people must raise itself to it. It is a fruit that must be earned before it can be enjoyed. That freedom means freedom only from foreign rule is an outworn idea. It is not merely government that should be free but be people themselves should be free. And no freedom has any real value for common men or women unless it also means freedom from want, disease and ignorance.

অনুবাদ : স্বাধীনতা কোনো জাতির ওপর নেমে আসে না, জাতিকে স্বাধীনতার পর্যায়ে উন্নীত বাত হয়। এটি এমন একটি ফল যা তোপ করার পূর্বে অর্জন করতে হয়। স্বাধীনতা অর্থ বিদ্যোপি শানন থেকে মুক্তি— এটি সেরেলে ধারণা। তথু সরকার স্বাধীন হবে না, জনসাধারণ নিজেরাও স্বাধীন হবে স্বাধীনতা যদি অতার, রোগ ও অজ্ঞতা থেকে মুক্তি না বুঝায় তবে সাধারণ নর-নারীর কাছে সে স্বাধীনতার প্রকৃত কোনো মূলা নেই।

88 Man has an unquenchable thirst for knowledge. He is never satisfied with what he has known and seen. This curiosity to know more, coupled with his indomitable spirit of adventure, has inspired him to undertake and carry out difficult and dangerous tasks. In the fields of science and technology, man has already achieved what was once inconcievable.

অনুবাদ: জানের জন্ম মানুমের পিশাসা মূর্নিরর। সে যা জেনেছে এবং সেখেছে তা নিয়ে সে কথনে গুরু নয়। সে আরও বেশি জানতে ও দেখতে চায়। এই অধিকতর জানার কৌতৃহল অনম্য আভ্যত্তগর শুরে সঙ্গে যুক্ত হয়ে দুরহ এবং বিশক্তমন কার্যাদি এহণ ও পরিচালনা করতে তাকে অনুবাশিত করেছে। এককালে যা ছিল অচিন্তনীয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মানুম তা ইতোমধ্যে অর্জন করে ফেলেছে।

the judiciary is an important part of all the government. The separation of the judiciary is inevitable for the administration of right judgement, This provision is incorporated in the constitution of Bangladesh. The constitution supreme law of country. We hope that the present democratic government will protect the constitution for the welfare of the people.

অনুবাদ : বিচার বিভাগ সকল সরকারেরই এনটি কল্পপূর্ণ অল। সুষ্ট বিচারকার্য পরিচালনর ভলা বির বিভাগের পৃথকীককা আবলাক। এ ধারা বাংলাদেশের সংবর্গন অনুভূতি আছে। সার্বধানই মেন্দ্র স্থানি আইন। আরো আশা করি, বর্তমান গণতাত্ত্বিক সরকার জনগদের কল্যানে সর্বধানকে সংবর্গন করবে।

It is difficult to get rid of bad habits. So, we should be very careful so that do not get into any bad habit in our boyhood. idleness is such a bad habit. Here you and girl will have to be industrious. They should give up idleness as seen. Their duty should be to obey the superiors and follow their advice.

ব্যবাদ : বদ অভ্যাস থেকে যুক্ত হওয়া ৰুঠিন। তাই বাদ্যকালে আমরা যাতে কোনোব্রূপ বদ অভ্যাস ব্যক্তি না হই, সেনিকে আমানের সকর্ত থাকা উচিচ। আলস্য ত্রেকণ একটি বদস্বভাস। এতিটি এক বালিকাকে পরিশ্রী হকে হবে। আলস্যকে তানের বিবকং পরিত্যাপ করা উচিত। তঞ্চআনকে বা ব্যবাধ থাকে বানের উপসেশ পাদান করা ভাগের কর্তবা হবায় উচিত।

Smoking is a dangerous habit. People addicted to smoking might become victim of sect. That cancer is a fatal disease needs no telling. So, a vigorous campaign against moking is a crying need. The physicians with their superior knowledge about the dangers (smoking should be the leaders of the campaign. They should come forward.

জন্মাদ : ধূমণান বিগজনক অভাগ । ধূমণানে আসক গোকেরা কালারে আক্রন্থ হতে পারে। কালার য এটি মারাস্থক ব্যাধি তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। তাই ধূনপানের বিপদগলো সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞান রাখেন এ চিকিন্সকলাণ তালেরই এ অভিযানে নেকৃত্ব দান করতে হবে। তালের এণিয়ে আদা উচিত।

The saying that Health is wealth' is indeed very true. Even a millionaire will ead a miserable life, it his health breaks down beyond recovery. Health is industriedly a priceless possession. If a man is betailth, he is an asset to his family also to the society. On the other hand, an unhealthy person is a burden to all.

জ্বান: 'খান্তাই সম্পদ'—এ কথা প্ৰকৃতই সতা। এমনকি একমান লক্ষণতির ন্তীবনও দুহ হয়ে দীড়ায় যদি তার খায় অক্ষাবে নট হয়ে খায়, যা আৰু ফিবে পাবার সম্বাধনা দেই। নিয়ানোহ যায়া অনুগা সম্পদ। একমান খাস্তাবান ব্যক্তি মূল প্রবিশ্বর এবং সমানোর সম্পদ। অনুনিধে যদি মূলা হয় তবে সে সকলের জন্য বোষা হয়ে দীড়ায়।

Truthfulness is one of those qualities which make a man really great. A person who has not know how to speak the truth cannot be trusted. Those whom no body believes can never be established. By telling lies, one can succeed two or four times, but such wasses cannot provide one with permanent result. It must be exposed today or tomorrow.

"स्वाम: (या সमझ उर्ण बादल प्रामुख प्रवाद के प्रवाद के

হাদ: ১৯৭১ সালের ১৬ ডিলেম্বর। এই দিনে পাকিবাদি সৈদারা আত্মসমর্গণ করেছিল। ইতিহাসে উশ্বন্ধীয় দিন হয়ে থাকবে। নয় মাস রকন্ষনী সংগ্রামের পর আমবা বাধীনতা অর্জন করেছিলাম। উশ্বন্ধীয় দিন হয়ে থাকবে। নয় মাস রকন্ষনী সংগ্রামের পর আমবা বাধীনতা অর্জন করেছিলাম।

বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার আসা অনুবাদ

🚃 বিসিএস পরীক্ষায় আসা অনুবাদ (ইংরেজি) 💻

1 Man is liable to some troubles from which society cannot save him—he has always suffered from death, sorrow, disappointments of various kinds and disease, etc. It is only self-confidence and a absolute reliance on God that can save him from them. If he gains self-confidence and devotion to God, even the direct misfortune will not be able to upset him in any way. Strong in his own grower, he will face all his troubles with a smilling face. But our students are deprived of this education under the present system. It has to be reintroduced if our men, and for that matter the country, are to be saved. [34th BCS 2014]

অনুবাদ: মানুষ কিছু সমস্যার জনা দায়ী মেছলো থেকে সমাজ তাকে রক্ষা করতে পারে না মৃত্যু, দুংখ, বিভিন্ন প্রকার হতাশা, রোগ-বাদি ইত্যাদি সর্বাদা সে কুগতে থাকে। ক্রমার আর্মারিয়ান এবং আয়ারর প্রতি পূর্ব আয়ুষ্ট তাকে প্রকারণ থেকে হক্ষা করতে পারে বিশ্ব আর্মারিয়ান ও আয়ারর প্রতি অনুবাদা অর্জন করতে পারে তবে সরাসরি মূর্ভগাও তাকে যে বোলা ভাবে বিশ্বাপ্ত কারতে পাররে না। আর্মানিকতে দুল থেকে সে সকল সমস্যা হাসিমুস্ত মেকারিলা করবে। কিছু আমাদের শিক্ষার্থীরে বর্তমান প্রক্রিকার্ম এই শিক্ষা থেকে বর্ধিকত। এটাকে পুনার্ম্বর্তন করতে হবে যদি আমাদের মানুষ্টবোলকে দেশের তাগিলে রক্ষা করতে হয়।

1 The students of Bangladesh played a significant role during the freedom struggle in 1971. Their sacrifice, zeal, heroism, and gallanty constitute an important part of our national history. During the nine-month struggle, numerous students left their place of learning and underwent military training to fight against the Pakistani arrued forces. The student community of this country have always been conscious about their such political responsibilities. They have created the tradition of sacrificing their tender lives for the cause of mother tongue, democracy and homeland. In 1952, they face bullets or gun-shots and ultimately Bangla was made one of the state languages of Pakistan. They led a mass movement in 1969 to free Bangabandhu Shekih Mujiber Rahman who was falsely implicated in the so-called "Agartala Conspiracy Case". They brought down the existing regime from the pinnacle of power.

However, the students should not assume that their duties are over. They should remember that it is hard to win freedom, but it is harder to preserve it.

[33rd BCS 2013]

ত্রনার চাত্রন্ত কর্মার স্থানিক্রার্যামে বাংলাদেশের ছার্যসমাজ থকাবুপূর্ণ কৃমিকা শাদান করেছি।
তালের তাপে, উন্দীপনা, বীরত্ব ও সাহসিকতা আমালের জাতীয় ইতিহাসের এক ক্রম্বপূর্ণ প্রধার
সূত্রী করেছে। নয় মান বাপী এ যুদ্ধের সময় বহু ছাত্র তালের বিদ্যালয় তাপ করে এবং পার্বিক্র
সপস্ত বাহিনীর বিক্রমের সভাই করতে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এদেশের ছাত্র সমার বর

सबार्यः ठारान्त नामाणिक व ताणरेमिक मार्तिष्ट् नग्गार्क गराज्यः। छाता माज्यमा, नार्यव्यः धारम् व बाराम्पत्र काम जापात्र द्वारामिक श्रीवन देवनो कार्त्र वर्षियः गृष्टि करवारः १,5४२ मार्या जात इस्मोत वा ब्युक्तक विकार मुख्येम द्वाराणिक व्यार पान्य पर्वक वालाक पानिवारात्र व्याराज्या मार्याः द्वाराण्या स्थाप्ताः इस्मार्यं विक्रितः प्रधा द्वाराणिः। जाता च्या वर्षिषः "चागारकमा मृत्युः मार्यागा" ना मिथा अर्चद्यागा वर्षारः वरकः इस्मार्यः मृत्यं वर्षारम् मृत्यं करवारः ३५० मार्याः भागाः ना मिथा अर्चद्यागाः इस्मारीक्षा वर्षात्र विकारमा कार्य क्षम्यदेव व्यवस्थान प्रधीमः।

ছাই হোক, ছাত্রদের এটা মনে করা উচিত নয় যে তাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে পেছে। তাদের মনে প্রমতে হবে যে, স্বাধীনতা অর্জন করা কঠিন কিন্তু এটা রক্ষা করা আরো কঠিন।

Twentieth century marked a turning point in our realisation for protection of mankind. It was evident more than ever before that advancement in science in the form of rapid industrialisation has given rise to severe atmospheric degradation. Emission of Green House Gases (GHGs) into the atmosphere of our planet Earth; due to unabated race for growth and development by developed economies, is the root cause of global warming. Developed as well as developing nations are now facing increased natural calamities like cyclones, floods, droughts etc. being caused due to global warming induced climate change. Climate change incidences have become global concerns for the whole of mankind. For addressing this, global leaders resolved under the auspices of United Nations to reduce emissions of GHGs to minimize global warming which, in its turn will help protect mankind from adverse impacts of climate change. Bangladesh and other coastal and island nations are most vulnerable to climate change in extreme events. As such, Bangladesh, along-with other climate vulnerable developing nations should move all UN bodies to make developed economies to cut GHGs emissions to required levels for a cooler planet, Earth.[32nd BCS 2012]

1 The first step I take is bringing my key along with me. Obviously, I don't want to have to knock on the door at 1.30 in the morning and rose my parents out of bed. Second, I make it a point to stay out past midnight. If I come in bedrehen, my father is still up, and I'll have to face his disapproving look. All I need then, my father is still up, and I'll have to face his disapproving look. All I need in my life is for him to make me feel guilty. Trying to make it as a college is my life is for him to make me feel guilty. Trying to make it as a college upon entering the house. This involves lifting the front door up slightly as I upon entering the house. This involves lifting the front door up slightly as I open it, so that it does not creak. It also means treating the floor and steps to the second floor like a minefield, stepping carefully over the spots. I'm upstairs, I stop in the bathroom without turning on the lights. [31st BCS 2011]

Knowledge is called by the name of science or philosophy, when it is acted upon or impregnated by Reason. Knowledge, indeed, when thus exalted into a scientific form is also power; not only it is excellent in itself, but whatever such excellence may be, it is something more. It has a result beyond itself. There are two ways of using knowledge and in matter of fact those who use it in one way are not likely to use it in the other. Then there are two methods of Education; the end of the one is to be philosophical, of the other to be mechanical; the one rises towards general ideas, the other is exhausted upon what is particular and external. And knowledge if tends more and more to be particular, ceases to be knowledge. It is not the brute creation or passive sensation, rather something intellectual that expresses itself. [30th BCS 2011] অনুবাদ : জ্ঞান যখন যুক্তিকে অনুসরণ করে বা যুক্তিকে তার সাথে সম্পৃক্ত করে তথন তাকে বিপ্লান বা দর্শন নামে ডাকা হয়। প্রকৃতপক্ষে, এভাবে বৈজ্ঞানিক রূপে উন্নীত জ্ঞান ক্ষমতাও, এটা ^{তথু} নিজেই উৎকৃষ্ট নয়। কিন্তু এরূপ উৎকর্ষ যাই হোক না কেন, তা উৎকর্ষের চেয়েও বেশি। নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার একটি ফলাফল আছে। জ্ঞান ব্যবহারের দুটি পথ আছে এবং বহুত _{যা}রী এটাকে একভাবে ব্যবহার করে তারা সাধারণত এটাকে অন্যভাবে ব্যবহার করে না। সে ^{ক্রেরো} শিক্ষার দুটি পছতি আছে; একটার লক্ষ্য দার্শনিক, অন্যাটার লক্ষ্য যান্ত্রিক; একটা ধাবিত হয় সাধারণ ধারণার নিকে, অন্যাটি পূর্ণান্ত আগোচনা করে এনে কিছুর যা বিশেশ ও বাহিকে এবং জ্ঞান ক্রমাণত বিশেশ হওয়ার নিকে কুকলে জ্ঞান আর জ্ঞান গাকে না। এটা জড় পৃষ্টি বা নিক্রিয়া অনুষ্ঠত মান বাবং এমেন শুক্তিপৃত্তিক কিছু য়া নিজকে একাশ করে।

Providing enough energy to meet an ever-increasing demand is one of the gravest problems the world is now facing. Energy is the key to an industrialized economy, which calls for a doubling of electrical output every ten to twelve years. Meanwhile, the days of cheap abundant and environmentally acceptable power may be coming to an end. Coal is plentiful but polluting, natural gas is scarce, oil is not found everywhere. Nuclear power now appears costly and risky. In many countries of the world, keen interest is being shown in new energy sources. Among the familiar but largely and eveloped sources, solar energy, geothermal energy and energy from the ocean deserve special consideration. [29th BCS 2010]

There is some truth in the common saying that while dogs become attached to persons, cats are generally attached to places. A dog will follow his master anywhere, but a cat keeps to the house it is used to live and even when the house changes hands, the cat will remain there so long as it is kindly treated by the new owners. A cat does not seem to be capable of personal devotion, often shown by a dog. It thinks most for its own comfort and it loves us only suppoord love, [28th BCS 2009]

ম্মুৰাদ ; কুনুৰ ব্যক্তিন প্ৰতি এবং বিড়াল সাধারণত স্থানের প্রতি অনুরক্ত— এ সাধারণ প্রবাদ মাকাটির মধ্যে বিষ্কৃটা সভ্য নিহিত আছে। প্রভূ যেখানে খাবে, কুকুব তার সাথে বেখানেই যাবে, কিছু বিড়াল যে বাড়িতে বাস করতে অভান্ত নে বাড়িতেই থাকবে। এমনকি, ব্যক্তিন মাকিক বদল মধ্যে যদি নতুন মালিকেন ভালো বাবেরে পার, তবে বিড়াল দেখানেই থাকবে। বিড়াল কুমুবের সজা বাডিবিবেশেরে প্রতি আনুগাভ দেখাতে অসমর্থ। বিড়াল বিজের আগ্রামের কথাই সবচেরে কিশি চিন্তা করে এবং এবং আগ্রামান্য কেবদ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভালোবাণা। I I don't want to get old. No one wants to age, but aging is inevitable. Time gives us wrinkles, a bent posture, and fragile bones. It makes us insecure, forgetful, and fearful. The elderly can easily become a burden to the families they once provided for and protected. The children who once vied for their parents' attention are now so consumed with their own affairs that they hardy ever visit. For many elderly people, the stench of ammonia in hospital-like atmosphere of a nursing home is worse than death. To some, it signifies loneliness, reutly and abandonment. With all the turmoil involved in the aging process, it is no wonder that we are becoming a nation of frightened adults, forever searching for that magical youth serum from the elusive fountain of youth. [27th BCS 2009]

🚃 পিএসসির বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় আসা অনুবাদ 💻

- I English is an international language. There is no country in the world where English is not spoken. Once one has taken delight in this language one cannot but learn it. It is with the purpose to enrich the Bangla language that one should learn English. Do you not like speaking English! *শিকা অকিবাৰে কৰিবাৰ কৰিবা*
- I The great advantage of early rising is the good start it gives in our day's work. The early riser has done a large quantity of hard work before other men have got out of bed. In early morning the mind is fresh and there are fewer disturbances. So, the work done at that time is generally well done. By beginning so early, he knows that he has plenty of time to do all the work throughly. He is not, therefore, tempted to hurry over any part of it. I from Section of the work of the start of the st

জনুবাদ: পুৰ ভোৱে উঠার বড় সুবিধা হচ্ছে এটা আমাদের দিনের কাজের সুন্দর একটা সূচনা ক্ষম। অন্যান্যা মানুখজন ঘুম থেকে উঠার আগেই ভোৱে উত্থানকারী বঠন কাজের অনেকটাই করে কেলে। খুব ভোরে মন থাকে সতেজ আর বালালাও থাকে অনেক কম। তাই এ সময়ে করা আজেকি সাধারণত ভালো হয়। এক ভোৱে কম করে যে জানে যে, সকল কাজ সম্পূর্গকে করার ক্রম্ম তার পর্যাপ্ত সময় রয়েছে। এজনা তাকে কোনো কিছুতে ভাড়াছেড়া করেতে হয় না।

My five years old daughter Mini cannot live without chattering. She spent only a year to learn her tongue and since then has not wasted a minute in silence. Her mother is often vexed at this and would stop her prattle, but I would not. To See Mini quiet is unnatural and I cannot bear it long. And so, my own talk with her is always lively. [পায় সম্বালমের সায়োমিকিক মানিসার ২০১৪]

জনুবাদ: আমাৰ পাঁচ বছতের মেয়ে মিনি কককৰ কৰা ছাড়া একদম বাকচেইই পারে না। ভাষা পিনতে ও মাত্র একনত্বত সময় নিয়েছে এবং তর্থন থেকে ও নীরব হয়ে এক মিনিটও অপাচ্চ করে না। এতে ওর মা বিরক্ত হয় এবং ওর বকবকানি থামাতে চেটা করে, কিছু আমি করি না। ওর চুপ নাকটা দেখতে বুঁব অস্বাভাকিক লাগে, আহু আমি এটা বেশিক্ষণ সহা করতে পারি না। আর এজনাইও কামাতে মাত্রাম কর্ত্তাপক্ষণ সক্ষা প্রযোজন ক্র

I was very tired and lay down on the grass. I must have slept sound for hours and when I awoke it was just daylight. I tried to rise but was not able to stir.

জিলি অধিকারের সহকারী পরিচালক ২০১৪

জনুবাদ: আমি খুব ক্লান্ত ছিলাম আর যাসের উপর তারে পড়লাম। আমি নিকাই করেক ঘণ্টার জন্ম গভীর ঘূমিয়েছিলাম আর যখন জাগলাম তখন সবেমাত্র সকাল হয়েছিল। আমি উঠার জন্য ঠেটা করলাম কিন্তু নড়তে পারলাম না।

Honesty is a noble virtue. It is the secret of success in every sphere of life. The value of honesty is very great. It wins love, respect, fearlessness. An honest man passes his days in respect of happiness. Honesty is the best policy. সহকার অবহা আছিল ২০১৪/

স্মনুবাদ : সততা একটি মহৎ গুণ। জীবনের সকল ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে সফলতার রহস্য। সফলতার ফুলা বিশাল। এটা ভালোবাসা, সত্মান ও নির্ভীকতাকে জয় করে। একজন সৎ ব্যক্তি সুস্নের সাথে দিন অভিবাহিত করে। সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পঞ্জা।

ী the world is like a looking glass. If you smile, it smiles, if you frown, it frowns back, if you look at it through a thue, all blue; if through a smoked one, all dull and dirty. Indian этом সর্বিজ্ঞানত সামান্তর্ভাব সামান্তর্ভাব বিশ্বাসন্থান ২০১৪ বিশ্বাসন্থান ২০১৪ বিশ্বাসন্থান ২০১৪ বিশ্বাসন্থান ২০১৪ বিশ্বাসন্থান বিশ্বাসন্থান

the who loves his country is a patriot. The patriots love their country more sarly than their own lives. They are ready to lay down their lives for the welfare of their country. Everybody honours them. They live even after their said. (Approximal Representation of the Country Representation of the Country

অনুবাদ: যে দেশকে ভালোবাসে সে একঞ্জন দেশপ্রেমিক। দেশগ্রেমিক নিজেদের জীবনের হৈর দেশকে বেশি ভালোবাসেন। দেশের মঙ্গলের জন্য ভারা নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত্ব প্রভোকে ভাদেরকে সম্মান করে। মুন্তুরর পরেও ভারা বৈঁচে থাকেন।

- আমনা যদি একা বাদ করতে চেটা করি, আমাদের জীবন পত্তর জীবন থেকে ভিমু কিছু নয়।

 Bangladesh is the land of our birth. The blue sky and the fresh air of this land are very dear to us. It is our duty to build up our dear motherland. It is our secred duty, if we do our respective duties, then only our country will make progress. ক্ষেত্তবিধানক অঞ্চলনাত্তব অঞ্চল কৰিনাইট অফিলান ২০১৪ বিশাল কৰিব আমাদের অঞ্চলনাত্তব অঞ্চলনাত্তব অঞ্চলনাত্তব আমাদের বিশাল আমা
- যদি আমাদের য' সায়িত্ব পালন করি, তাহলে আমাদের দেশ উন্নতি সাধন করবে।

 Who are the true friends? Their number is very low. Many friends are found in good days. They are avaricious. They are selfish too. They leave their friends in hard days. A true friend stands by his friend in weal and woe.

 [পিক্তা মান্তবিশ্ব বিশ্ব বিশ

অনুবাদ : কারা প্রকৃত বন্ধুঃ তাদের সংখ্যা বুবই কম। সুন্দায়ে অনেক বন্ধুদের দেখা যায়। তর লোভী। তারা স্বার্থপরত বটে। তারা দুন্দায়ে বন্ধুদের ছেড়ে চলে যায়। একজন প্রকৃত বন্ধু সূত্র-দায়ার তার বন্ধুর পালে থাকে।

- I He who loves his country is a patriot. The patriots love their country more dearly than their own lives. They are ready to lay down their lives for the welfare of their country. Everybody honours them. They live even after their death. মূল উল্লান বেলাক কৰলা জীতা-কূলা সমাহ বাব কি কেনিক কৰিব ওওৱা অনুবাদ: যিনি তার লেখকে ভালোবালেন, তিনি লেশগ্রেমিক। দেশগ্রেমিকেরা লেশনে তালে জীবনের চাইতে বেলি ভালোবালেন। তারা দেশের জন্য তালের জীবন উল্লাপ করতে প্রস্তুত। সুবাই
- ভাদের সন্মান করেন। এমনাকি ভারা সূত্র্য় পদাও বৈচে থাকেন।

 I A garden is not a source of beauty only. It is also a source of income. A house without garden look bare and poor. A garden is useful for other purpose too. Everything last is own colour. সকলাকলাক অনিজনি পালিকলৈ পালিকলে সকলাই অপানিকলৈ (সায়) ২০১৪/ তাৰ তাৰ অনিজনি পালিকলৈ কৰিবলৈ সকলাই অপানিকলৈ (সায়) ২০১৪/ তাৰ পালিকলৈ পালিকলৈ পালিকলৈ কৰিবলৈ (সায়) ২০১৪/ তাৰ পালিকলৈ পালিকলৈ পালিকলৈ কৰিবলৈ (সায়) ২০১৪/ তাৰ পালিকলৈ পালিকলৈ কৰিবলৈ পালিকলৈ কৰিবলৈ তাৰ পালিকলৈ কৰিবলৈ তাৰ পালিকলৈ কৰিবলৈ পালিকলৈ কৰিবলৈ পালিকলৈ কৰিবলৈ কৰিবলৈ বিজ্ঞান কৰিবলৈ পালিকলৈ কৰিবলৈ পালিকলৈ কৰিবলৈ কৰিবলৈ পালিকলৈ কৰিবলৈ পালিকলৈ কৰিবলৈ পালিকলৈ কৰিবলৈ কৰিবলৈ পালিকলৈ পালিকলৈ

We should bear the courage to say the right thing. We need not fear men nor care for what others think of us. So long as our purpose is honest, God will be on our side. And with his help we shall be able to encourage the weak. Thus we shall be able to march in life and reach its goal. [Fig 12] proposed repair #filen#6 20.8]

জনুৱাল: সভা বলাব সভগাহস আমাসের থকা উচিত। মানুষকে তথা পাওয়া কিবো অন্যারা আমাসের সম্পর্কেরি চিন্তা পারত তা নিয়ে উল্লিয় কোনার কোনো প্রয়োজন নেই। যতক্ষণ পরিত আমাসের উচ্চেশা সহ আবাহে, তাতকাশ সুষ্টিকর্কা আমাসের পার্যার পারতবান। বাবে গার সংস্থাতকা আমানার সুক্ষান্ত সমুক্ষান্ত জিত সক্ষম হব। আবি এভাবে আমনা জীবন পথে এগিয়ে যেতে এবং তার গতবাস্থলে গৌছতে সমর্থ হব।

The world is like looking glass. If you smile, it smiles, if you frown, it frowns back. If you look at it through a red glass, all seems red and rosy. If through a situe, all blue; if through a smoked one, all dull and didy. বিজিলাগন ব পাল্যপার্ট অধিনারের মান আলিংকট কেন্দ্রিটালান ইন্তিনিয়ার ২০১৪/

জনুৰান : পৃথিবটো একটি আমনার মত। যদি ভূমি হানো, সে হানবে, আর যদি ভূমি জ্বনুট কর, তেও পদতা তোমার প্রতি জ্বনুটি করবে। যদি ভূমি একটি লাল চদমা পড়ে এর দিকে তাকাও, জ্বাহেল স্ববিস্থিত তোমার নিকট লাল এবং গোলাগি মনে হবে। যদি নীল চদমা পড়, তাহেল স্ববিজ্ জ্বাহাল স্ববিস্থিত তোমার নিকট লাল এবং গোলাগি মনে হবে। যদি নীল চদমা পড়, তাহেলে স্ববিজ্ঞ

Dishonest men may seen to prosper and go undetected lent only for short time. Dishonesty is sure to be detected in the long run and follow punishment and disgrace. Honesty is therefore, the best policy/*Lafter কলাভোৱি শিক্ষা কৰিব* ২০১৪/ । কৰ্মনা : অসং গোনেবা হয়ত আৰু সমনেৱ জল দৃষ্টিৰ আগান্তৰ খেকে উন্নতি কৰতে পাৰে। অৰ্থপ্ৰ-সমস্ভাৱ নিষ্কৃতভাৱে প্ৰজালিত হয় এবং এব সল হয় পান্তি এবং অসমান। অন্তএব, সভতাই সার্ববিভাই পদ্ধা

ি Knowledge is vaster than Ocean. The more we gather knowledge, the more our thirst for it increases. So any kind of restrictions on the persuit of knowledge is not at all desireable. So knowledge is very important of life.

ক্ষিত্ৰ, বিভাৱ ও সংলাদিবাৰত মাধ্যমন্ত্ৰৰ সমূৰ্যাৰ কৰিবলৈ ও সংৰক্ষী শক্তি (ফ্লাপিট) ২০১৪

জ্মবাদ : জ্ঞান মহাসমূদ্রের চেয়েও সুবিশাল। আমরা যতই জ্ঞান আহরণ করি, আমানের জ্ঞানের কুলা ততই বেড়ে যায়। তাই জ্ঞান অন্নেয়ণের পথে কোনো প্রকার সীমাবদ্ধতা মোটেই কাম্য নয়। অত্ঞার জীবনে জ্ঞান খুব গুরুত্বপূর্ণ।

self-reliance means depending on one's own-self. It is a great virtue. Self help is the best help. God helps those who help themselves. So everybody must rely on his own billities to be self-reliant. A self-reliant man has confidence in his own abilities. He sees heart in the face of difficulties.

In section serves reliable to the self-reliant man has confidence on the south self-reliable self-reliabl

- 1 Youth is the best time when there is freshness and vigour in mind and body This is the time when it is most necessary for one to remember the maxim 'as you sow so you will reap.' This is as it were, the sowing season of man and if he wants to reap the harvest of prosperity and happiness he must sow the seed of industry, truthfulness, virtue and honesty in this season. Ican the season is season. উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল) ২০১৪]
 - অনবাদ : যৌবন হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট সময় যখন মনে এবং শরীরে সতেজতা এবং প্রাণশক্তি থাকে। এ সময় যে কথাটি মনে রাখা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হলো— 'যেমন কর্ম তেমন ফল।' এটা যেন একটি মানুষের বীজ রোপনের সময় এবং সে যদি উনুতি এবং সুখের ফসল পেতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই সততা, নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা ও পরিশ্রমের বীজ বপন করতে হবে।
- I Life has no simple definition. You can easily recognise most things as either living or non-living. A dog is alive, but a rock is not. People identify living things by certain activities that non-living things do not perform. For example, living things grow, require food, and reproduce themselves. किनकावधीना व अविक्रेन পরিদর্শন অধিদপ্তরের মেডিকেল অফিসার ২০১৪।
 - অনুবাদ : জীবনের কোনো সাধারণ সংজ্ঞা নেই। অধিকাংশ বস্তুকে তুমি সহজেই শনাক্ত করতে পারবে জড় অথবা জীব বস্তু হিসেবে। একটি কুকুর হয় জীবন্ত, কিন্তু একটি শিলা তা নয়। মানুয জীব বস্তুকে শনাক্ত করে কিছু কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যা জড়বস্তু সম্পাদন করে না। উদাহরণযরপ জীববস্তু বড় হয়, খাবারের প্রয়োজন হয় এবং এরা নিজেরা জন্ম বিস্তার করে।
- I Man is the architect of his own future. If he makes a proper division of his time and does his duties accordingly, he is sure to improve and prosper in life; but if he does otherwise, he is sure to repent when it is too late and he will have to drag a miserable existence from day to day. ক্রারিগরি শিক্ষা অধিনভারের পনিটেকনিক রনন্তিটিউট জনিয়র ইন্ট্রাক্টর (টেক) ২০১৪/
 - অনুবাদ: মানুষ তার নিজ ভাগ্যের নির্মাতা। যদি সে তার সময়কে যথায়থ বিভাজন করে এবং তার কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করে, নিশ্চিত সে জীবনে উনুতি করবে; কিন্তু যদি সে তা না করে নিশ্চিত সে অনুশোচনা করবে যখন অনেক দেরি হয়ে যাবে এবং তাকে দিনের পর দিন শোচনীয়তাবে জীবনযাপন করতে হবে।
- Tea is a popular drink. We take tea to remove our fatigue. But taking too much tea is injurious to health. A large quantity of tea is produced in Banglades Bangladesh earns a lot of foreign exchange by exporting tea. । निवस महानामात्र उ मक्काती श्राकोगणी २०১৪।
 - অনুবাদ : চা হচ্ছে একটি জনপ্রিয় পানীয়। আমরা ক্লান্তি দূর করার জন্য চা পান করি। 🏁 অতিরিক্ত চা পান করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক। বাংলাদেশে প্রচুর চা উৎপন্ন হয়। চা রগ্রনি করে বাংলাদেশ প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মূদা অর্জন করে।

- a truly active man always finds time for everything. He is never in hurry and never sehind hand. Such a man never spends a single moment for nothing. He never teaves a letter unanswered. [बाह्य जविमहातत इंगियार यााक मार्किटमम-धन कान्ड फर्टेन रेखिनियान २०১৪] অনুবাদ : একজন সত্যিকারের কর্মঠ ব্যক্তি স্বকিছুর জন্য সর্বদা সময় পান। তিনি কখনই ক্রমসমন্ত নন আবার খুব ধীরও নন। এমন একজন ব্যক্তি অকারণে একমুহূর্তও অপচয় করেন না। প্রত্র কোনো চিঠির উত্তর না করে ফেলেও রাখেন না।
- Youth is the best time when there is freshness and vigour in mind and body. This is the time when it is most necessary for one to remember the maximhas you sow so you will reap'. This is as it were, the sowing season of man and if he wants to reap the harvest of prosperity and happiness he must sow the ered of industry, truthfulness, virtue and honesty in this season. किनकावधाना छ পতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদন্তরের সহকারী প্রধান পরিদর্শক ২০১৪]
- অনবাদ : যৌবন হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট সময় যখন মনে এবং শরীরে সতেজতা এবং প্রাণশক্তি থাকে। এ সময় যে কথাটি মনে রাখা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হলো— 'যেমন কর্ম তেমন ফল।' এটা যেন একটি মানুষের বীজ রোপণের সময় এবং সে যদি উনুতি এবং সুখের ফসল পেতে চায়। তাহলে তাকে অবশ্যই সততা, নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা ও পরিশমের বীজ বপন করতে হবে।
- Punctuality is to be cultivated and formed into habit. This quality is to be acquired through all over boyhood. Boyhood is the seed-time. The habit formed at this time will continue all through our life 'Everything at the right time" should be our motto. विश्वादम्य बाजीय महमम महिवानस्यत किलाउँगत প्राधामात २०১৪।
- অনুবাদ : সময়ানুবর্তিতার চর্চা করতে হবে এবং এটাকে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। আমাদের শৈশব জেকেই বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে তা অর্জন করতে হবে। শৈশবকাল বীজ বপনের সময়। এ সময়ে গঠিত স্বভাসই জীবনব্যাপী চলমান থাকবে। 'সবকিছু যথাসময়ে'– এটাই আমাদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত।
- A remarkable statesman and one of the world's longest-detained political Prisoners, Nelson Mandela has also become a universal symbol of justice and humanity. For many in the twenty first century he is the closest thing we have to secular saint. তিথা ও যোগাযোগ-প্রযুক্তি বিভাগের সহকারী মেইনটেন্যাল ইজিনিয়ার ২০১৪)
- উনুবাদ : একজন অসামান্য রাষ্ট্রপ্রধান এবং দীর্ঘসময় রাজনৈতিকভাবে কারাবন্দিদের মধ্যে অন্যতম শেষসন ম্যান্ডেলা ন্যায়-বিচার এবং মানবতার সর্বজনীন প্রতীকে পরিণত হয়েছেন। একবিংশ শিল্পীর অনেকের মতে তিনি একজন জাগতিক ধর্মগুরুর কাছাকাছি ব্যক্তিত্ব।
- We live in society. So we must learn to live in peace and amity with others. We have to respect others life and property. We have a lot of duties and responsibilities the society, /এলজিআরভি মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী ২০১৪/ অবুবাদ : আমরা সমাজে বাস করি। তাই আমাদেরকে শান্তি এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে ^{অপারের} সাথে মিশতে শিখতে হয়। আমাদেরকে অবশ্যই অপরের জীবন ও সম্পত্তির প্রতি শ্রন্ধা

ব্রতে হবে। সমাজের প্রতি আমাদের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। कि का सारमा-२१

Patience is a great virtue. None can make progress without patience. You should not give up any work if you fail to do it once. Try again and again and you will be successful. So we should have patience in every sphere of life. Jon against a department of the patience of life. Jon against a department of the patience of life. Jon against a department of the patience of life. Jon against a department of the patience of life. Jon against a department of the patience of life. Jon against a department of life.

জনুবাদ : ধৈর্ঘ মহৎ গুণ। ধৈর্ঘ ছাড়া কেউ উন্নতি করতে পারে না। কোনো কাজে একবার কৃতন্ত্রন্ হতে না পারলে তা ছেড়ে পেথয়া উচিত নয়। বার বার চেষ্টা করলে সফল হওয়া যায়। ৩৯ জীবনের সর্বক্ষেত্রেই আমানের ধৈর্য ধারণ করা উচিত।

l Without efforts there can be no progress in life. Life losses its interest if there is no struggle. Games become dull if there is no competition in them and if the result can be easily foreseen. সন্মৃতি বিজয়ক স্থানাগৰে বিজ্ঞ বাহিন্দাৰ ২০১৪/

অনুবাদ : চেটা বাতীত জীবনে সফলতা আসে না। জীবন তার আকর্ষণ হারায় যদি সেখানে সংখ্যান না থাকে। খেলাধুশা নিরাদন্দ হয় যদি সেখানে প্রতিযোগিতা না থাকে এবং সহজেই ফলাফলের পূর্বাতান পাওয়া যায়।

If he greatest results in life are usually attained by simple means and the exercise of ordinary qualities. The common life of everyday with its cares, necessities and duties afford ample opportunity for acquiring experience of the best kind and its most beaten paths provide the true with abundant scope for efforts and room for self-improvement. The road of human-welfare lies ample the old highway of steadfast well doing. They who are most persistent and work in the truest spirit will usually be the most successful. Intelligible 2018.

व्यमुताम : कीबानात वक् সाममाकरणा व्यक्तिंक रहा मरक छेगारा धवर माधावम कंगठरावा व्यनुगितान भाषाम । मर्कका, धारावक्तिहारा धवर माधिवृत्तर व्यक्तित्वन माधावम कीवन मरदारात काला वराव व्यक्तिकारा व्यक्तित काला कामा करत बहुत मुरावा प्रदेश काला की व व्यव्यक्तित्वर काम मरदाराव कीव भण्यकारा धार तमा बहुत मुरावागवर मजाराव । मृह कृककर्तात क्षांकि नार्यंद्र मामस्वकारात्व वर्ष निवेष वरावाह सांवा व्यक्ति क्षांत्रकार कालाक मासाव काला करत कालाई माधावनक व्यक्ति कराव दिश

1 The most common causes of deforestation are cutting and burning the forestland. Though the forestlands are cut and burn for the sake of agricultur and habitant, it has a negative effect on environment. The removal of rest causes the birds and other animals living on them to leave the place. It also causes serious damage to the soil, as trees give protection to soil as well. In the end, the soil gets sediment in the riverbed and causes frequent floods. [16]

অনুবাদ : নিৰ্কনীকরণের সবচেয়ে সাধারণ কারণগুলো হচ্ছে কন্তুমি নিধন এবং গোড়ানে। বৃধী ও বসবাসকারীর প্রয়োজনে কন্তুমি কেটে ছেলা এবং গোড়ানো হলেও পরিবেশের উপর এ নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। গাছপালা অপসারণের কারণে এদের উপর বসবাসকারী পতি প্রশ অন্যান প্রাণীর স্থান তথাণ করতে হয়। এটি মাটি ক্ষয়েবও বারাত্মক কারণ, নানা গাছপালা আঁ সংরক্ষণ করে থাকে। অবলোগে মাটি ক্ষীয়ের সঞ্চিত হয়ে গ্রাই কন্যার সৃষ্টি করে। angladesh has her own national Flag. It stands for our sovereignty and it is ne symbol of our national pride and prestige. It is the symbol of our national sape and ideals. All the Bangladeshis honour the National Flag. It is also unoured by the people of all other countries of the world as we do their sational Flag. Hight of Professor suprincing Systems (2018)

ন্ধবাদ: বাংলাদেশের নিজন্ব জাতীয় শতাকা রয়েছে। এটা সার্বভৌমন্থের প্রতীক এবং আমাদের জায় গৌরব ও মর্থানার বিষয়। এটা আমাদের জাতীয় আকাঞ্চার ও আদর্শনমূহের প্রতীক। সকল মন্তাদেশীই জাতীয় পতাকাকে সন্মান করে। বিশ্বের অনুনান্য দেশের জনগণও এর প্রতি সন্মান প্রস্কার যেনানিখারে আমারা থানের জাতীয় পতাকাকে সন্মান করি।

Our manpower is a great resource. But like land and water we must use it goperly. Water is no use in the canal. It must come to everyone who is thirsty and every paddy field that looks dry. So we must have the right people in the other place. First warmon needs forecases artified 20.581

জুরাদ : জনপঞ্চি আমাদের একটি বড় সম্পদ । কিন্তু পানি ও ভূমির ন্যায় আমাদেরকে একে যথাযথভাবে বাবেরা করতে হবে। বাফের পানির কোনো বাবহারই হয় না। এটাকে অবশাই সকল ভূজার্থ মানুষ ও জ্ঞু ফান্সি জমিতে আসতে হবে। সূতরাং সঠিকস্থানে আমাদের সঠিক মানুষ থাকা দরকার।

Potato plants have blossoms and seeds, but no one know what kind of potato still grow from a potato seed. All the potatoes of one kind that have even been grown have come from one potato. A potato is not a seed; it is part of a potato hans root, hymanyan selvenses anatoms when a sole is not a seed; it is part of a potato hans root, hymanyan selvenses anatoms when a sole is

ন্দ্রমদ : আলু গাছে যুল এবং বীজ আছে কিন্তু কেউ জানে না একটি আলু বীজ থেকে কোন কারের আলু জন্মানে। এমনকি একই জাতের সব আলু একটি মাত্র আলু থেকে জন্মাতে পারে। ক্ষমি আলু একটি বীজ নয়: এটি আলু গাছের মূলেরই একটি অংশ।

Sangladesh is a land of rivers. All the rivers fall into the Bay of Bengal. Many sowns, hozars and villages stand on both the banks of the rivers. In the rainy season the rivers assume terrible aspects, but in winter they are quite calm.

ন্ধাদ: বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। সবঙলো নদী বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। অনেক 'জ, বাজার, গ্রাম নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। বর্ষাকালে নদীগুলো ভয়ন্ধর রূপ ধারণ করে, কিন্তু ক্ষালে শান্ত থাকে।

My five years old daughter Mini cannot live without chattering. She spent only Year to learn her tongue and since then has not wasted a minute in silence.

to learn ner tongue and since their has not wasted a finitude in shelice.

The mother is often vexed at this and would stop her prattle, but I would not.

see Mini quiet is unnatural and I cannot bear it long. And so my own talk আদি her is always lively. জিলপাক কৰ্মসন্থোন ও প্ৰশিক্ষণ ব্যৱের টেকনিকাল এপিন্টাই ২০১৪/ অনুবাদ: আমার পাঁচ বছর বয়সী কন্যা মিনি বক্বক্ করা ছাড়া থাকতে পারে না। সে কথা কল শিখতে সময় নিরাছে মাত্র এক বছর এবং সেই সময় থেকে এক মিনিটও সে নিরবে কাটার তার মা রায়াই এতে বিরক্ত হয় এবং থামায়; কিছু আমি তা করি না। মিনিকে নিরবে থাকতে কেং আমার কাছে থাভাবিক লাগে এবং বেশিক্ষণ আমি তা সহাও করতে পারি না। আর আমি তা সাথে সর্কনা প্রাপ্তবক্তারে কথা বলি

অনুবাদ: অনেক শীত ছিল! ভূষাবপাত হচ্ছিল এবং সন্ধার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। নতুন বছরের প্রাক্তালের পূর্বে এটি ছিল সবচেয়ে সেরা সন্ধ্যা। যদিও শীত এবং অন্ধকার ছিল, এনটি দরিদ্র ছোট বালিকা ন্যাড়া মাথা এবং থালি পায়ে রাস্তায় একাকি মুরে বেডাছিল।

l Self reliance means depending on one's own life. It is a great virtue. Self-help is the best help. God helps those who help themselves. So everybody must rely on his own abilities to be self-reliant. A self-reliant man has confidence in his own abilities. Infer প্ৰকৃত্যৱন সহলোঁ পরিচালক ২০১৪।

অনুবাদ: আত্মনির্ভ্রদীলতা কণতে বোঝায় কারো নিজের ওপর নির্ভর করা। এটি একটি মহৎ ৩প। নিজের সাহাযাই সর্বোজ্য সাহায়। আল্লাহ তানের সাহায় করেন যারা নিজেনের সাহায় করে। তাই আত্মনির্ভর্মিল হন্দ্যার জন্য প্রত্যাবক্ত অবশাই তার নিজের কর্মনন্দভার ওপর নির্ভ্র করে। একজন আত্মনির্ভর্মিশীল ব্যক্তিব তার নিজের কর্মনন্দভার ওপর আত্মনির্জ্ঞান থাকে।

- I Punctuality is to be cultivated and formed into a habit. This quality is to be acquired through all our work from our boyhood. Boyhood is the seed-time. The habit formed at this time will continue all through our life. Everything at the right time' should be our motto. (মতা ও এইড়ি অফুলান্তরে মই একৌনস্পী ২০১৪!
 অব্দেশ: সময়নিটাকে অফুলিন্দা করতে হয় এবং অভ্যাসে পরিশত করতে হয়। আমানেদ বাদান্ত্র্য করেছে করতে করতে হয়। আমানেদ বাদান্ত্র্য করেছে মতার অভ্যাস বাদান্ত্র্য করতে এইছা আমানেদ বাদান্ত্র্য করেছে করতে করেছে মাধানে এ ওপাতি আর্জন করতে হয়। আমানেদ বাদান্ত্র্য করেছে করেছে আরম্ভার মাধানে এ ওপাতি আর্জন করতে হয়। আমানেদ বাদান্ত্র্য করেছে করেছে করেছে আরম্ভার মাধানে এ ওপাতি আর্জন করতে হয়। আমানেদ বাদান্ত্র্য করেছে মাধানিত মাধানেদ বাদান্ত্র্য করেছে বাদান্ত্র্য করেছে মাধানিত মাধানিত মাধানেদ মাধানিত মাধানিত মাধানেদ মাধানিত মাধানিত মাধানেদ মাধানিত মাধ

ste usually do not talk about seconds. So, there are some clocks that do not have not third hand. This third hand shows the exact time to the second. Many clocks have this. This hand s usually thin and long. [পর্য মন্ত্রণালরের বিদার্গ অভিসার ২০১৪]

জুবাদ : আমরা সাধানত সেকেতের কথা বলি না। তাই কিছু কিছু ঘড়ি আছে যার এই তৃতীয় রাটাটি নোই। এই তৃতীয় কাটাটি সঠিক সময় দেখায় সেকেন্ড পর্যস্ত। অনেক ঘড়িতে এটি আছে। ক্রুকাটাটি সাধারণত পতলা এবং লয়।

The world is like a hoking glass. If you smile, it smiles, if you frown it frowns lack. If you look a it through a red glass, all seen red and rosy, if through a blue, all blue, through a smoked one, all dull and dirty. প্রসামী মন্ত্রপারের সহকরের বিশ্বরা প্রসাম স্থানিকার ২০১৪/

জ্ঞান্ত্ৰণ প্ৰকাশ আন্তৰ ২০১৪।

ক্ষুত্ৰনা ; পুৰিখা আন্তৰ মতা। ছুমি যদি হালো ভাহলে এটি হাসৰে, ছুমি যদি ক্ৰন্থটি করো
ভাহলে এটি ভোমার প্ৰতি ক্ৰবুটি করবে। ছুমি যদি লাল আয়নার মধ্য দিয়ে একে অবলোকন করো
ভাহলো সৰ কিছুই ভোমার কাছে লাল ও গোলাপি মনে হবে, যদি নীল আয়নার মধ্য দিয়ে
অহলোকন করো ভাহলে দবকিছুই নীল মনে হবে, যদি ধুমায়িত আয়নার মাধ্যমে অবলোকন করো
ভাহলে স্বকিছুই নীবব করে লোখা মনে হবে।

Immorrow as yesterday, the fitest will survive in the struggle for existence. But, whereas in the past selfishness was the measure of fitness, in the future arrival value will be determined by breadth and depth of love. Modern science is teaching, as it never was taught before, that no one lives for himself alone/infector or supress a seef in agreement seef in a first part of the property of the

নুৰান: অভীতের মত ভবিখাতেও যোগ্যরাই অভিত্তের লড়াইরে টিকে থাকবে। অভীতে যোখানে মার্পকারা ছিল যোগ্যান্তম মানকাঠি, দোখানে ভবিখাতে ভালোবাদার গভীরতার টিকে থাকার কর্ণ নিজ্ঞান করা হবে। পূর্বে যা কথাই শিকা দোয়া হয়নি তা আধুনিক বিজ্ঞান শিকা নিচ্ছে যে, কেউ কেলা নিজের জন্য বাঁচে যা।

Some have criticised Bankim's historical novels on the ground that they are a timege amalgam of romance and history in which truth is sacrificed at the after of 4t. Others have criticised him because he does not make history on integral part of the life of his heroes and heroines. And supported appropriate and production acoustic life of his heroes and heroines. And supported appropriate acoustic life of his heroes and heroines. And supported appropriate acoustic life.

व्याम: व्यानक वीहानत वीविद्यानिक छैननगुमशामाक वादै छिछिछ नमारामाका करतारात रा अब छैनमामशामा वाद बढ्ढि द्वामाम वाद इछिद्यानन नमस्सा रायधान मणारक माहिरकाव चाचिरत क्षेत्रीस्त मासा हातार । कमाता जाक वाकार नमारामामा कार्यकात या वित्ते कातान समारामा करतार वादिरत क्षेत्री कार्यान वादिरत करता कार्यान कार्यान कार्यान करता कार्यान वादिरत करता कार्यान वादिरत व

A Patrior is a man who loves his country, works for it, and is willing to fight and die for it. Every soldier is bound to do his duty, but the best soldiers do some than this. They risk their lives because they love the country. They are best friend of the people. ক্ষিপ্ত অভ্যাশনের নাইবেরিয়ান ২০১৩/

অনুবাদ: দেশপ্রেমিক হচছে সে বাক্তি যে দেশকে ভালোবাসে, দেশের জন্য কাঞ্চ করে ও দেশুর জন্য সুদ্ধ করে এবং মরতে ইঞ্ছা পোষণ করে। প্রত্যেক দৈদিক তার দায়িত্ব পালনে বাবে কিছু একুত দৈদিকরা দায়িত্বের বাইবেও অনেক কিছু করে বাকে। তারা জীবদের কুঁকি দেয় কারণ হত্ত্ব দেশকে আলোবানে। তারা জনগালের কুঠক কছ

- l Knowledge is vaster than an ocean. The more we gather knowledge, the more our thirst for it increases. So, any kind of restriction on the persuit of knowledge is not at all desirable. ।। কৰে অভিনয়েকে হিন্দাৰণৰ কৰিবল ২০১০। অনুবাদ : জান মহাসাণারের চেয়েক বিশাল। আমানা যতেই জান আহবা কবি আমানের আনুকুল ভতত বেতুত যায়। তাই, জানাবাদের কেয়েকে কোনো রকম অভিবয়কতা যোটেই প্রভাশিত মা
- I A patriot is a man who loves his country, works for it, and is willing to figure and die for it. Every soldier is bound to do his duty, but the best soldiers demore than this. They risk their lives because they love the country. They are the best friend of the people. [পর্ব অঞ্চলনের অঞ্চলনির সালক বিজ্ঞানের অঞ্চলনের বক্তার প্রকাশ বক্তার অঞ্চলনের বক্তার ব
- l Smoking is very harmful. It is expensive too. It pollutes the environment. Those who smoke cannot live long. Smoking causes cancer, heart attack and diseases of the respiratory organs. So everyone should give up smoking. বিজ্ঞানেশ সক্তবাধি কৰ্ম কৰিনদ সচিন্দায়েৰে গৰিলাখন কৰিবলৈ বিজ্ঞান কৰিবলৈ কৰি

করে। তাই প্রত্যেকের ধুমপান ত্যাগ করা উচিত।

- I The great advantage of early rising is the good start, it gives us in our days works. The early riser has done a large amount of hard work before other than have got out of bed. In the early morning the mind is fresh and there are two sounds or other distractions, so that work done at that time is generally well done. Inways Plany Wellmann 1986, the first work of the start in the generally well done. Inways Plany Wellmann 1986, the first work of the start in the start work of the start work work work work of the start wo

কর্মান : সুনর প্রান্ত হচ্ছে বুন সকালে মুদ্র থেকে উঠার বিশাদ সুবিধা (এবং) কাজের ক্ষেত্রে এটা জানাসেরকে সমস্ত দিনটিসের। এবন্য সব সোক মুদ্র থেকে উঠার আগেই প্রান্ত উত্থাননকারী অনেক বর্তম কাজ সমাধা করতে পারে। বুব সকালে মন সজীব থাকে এবং পশ্ব বা বাবা বি ক্রমান্তে সংসাহার গোজা করা হয় সাধারণত সেগেলা সুষ্ঠানহে সম্পাদন করা যাবা। বু

Time is very valuable. To neglect it is not proper. The success of the man who makes the right use of his time is inevitable. All the famous men of the world have made the right use of time. We should follow them. [wm8th সংলাম গাতিবাছর আরু প্রতিষ্ঠান সংলাম গাতিবাছর করে প্রতিষ্ঠান সংলাম স

জনুবাদ : সময় অত্যন্ত মূল্যবান। একে অবজা করা সঠিক নয়। যে মানুষ সময়ের সং ব্যবহার মত্রে তার সকলতা অনিবার্থ। পৃথিবীয় সকল বিখ্যাত ব্যক্তিরাই সময়ের সঠিক ব্যবহার করেছেন। জন্মানক উচিত ভানের অনুসরণ করা।

Each year around the world International Women's Day (IWD) is celebrated on March 8. Hundred's of events occur not just on this day but also throughout March to mark the economic, political and social achievements of women. The sentiment of IWD has been honoured since 1908, but it wasn't formally established until after a decision made at the 1910 International Conference of working women in Copenhagen, Imbilia work informations are celled as decision/weekl distance 2001

জমুরাদ : সারা বিশ্বেষ্ট প্রতি বছর ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পাশিত হয়। নারীদের আর্থ-সমার্ক্তিক ও রাজনৈতিক অর্জন চিহিন্ত করতে তথু এই দিনেই শতাধিক ক্ষার্যক্রম পৃথীত হয় না বরং করা মার্ম মান জুন্তেই চলতে থাকে। ১৯০৮ সাল থেকে আইভট্টিউভি-র অনুসূতি সমানের সাথে লেখা হতে। কিন্তু এটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি যতকণ না ১৯১০ সালে কোপেনহেগেনে ক্রাঞ্জাধীন নারীদের সম্পোলনে এগিকান্ত পৃথীত হয়।

We live in society. So we have to maintain peace in society. We have a lot of duties and responsibilities towards the society. We rely upon one another. Our aim is to build a happy society. [বালোচেশ রোচ ট্রাপ্সলাটি অবার্তিট (বিজয়াটিএ)-এর মেটিবয়াল পরিকর্মিত ২০১৩]

ন্দুৰাদ : আমরা সমাজে বাস করি। তাই সমাজে আমাদের শান্তি বজায় রাখতে হবে। সমাজের জঙ্কি আমাদের অনেক দান্তিত্ব ও কর্তব্য আছে। আমরা পরস্পারের ওপর নির্ভর করি। আমাদের উদ্দেশ্য একটি সুখী সমাজ গঠন করা।

Snowledge is vaster than ocean. The more we gather knowledge, the more our minst increases. So any kind of restriction on the pursuit of knowledge is not at all desirable. Everybody has the right to walk freely in the ocean of knowledge. (Magana Resource as Coffee Increase agreement 2005)

স্মিরাদ : জ্ঞান মহাসমূলে চেয়েও সুবিশাল। আমরা ষতই জ্ঞান আহরণে করি, আমানের জ্ঞানের ক্ষা ডত্তই বেড়ে যায়। তাই জ্ঞান অৱেষণের পথে কোনো প্রকার সীমাবদ্ধতা মোটেই কাম্য নয়। স্কৃত্যব জ্ঞাবনে জ্ঞান ধুব গুরুত্বপূর্ণ।

- Beside mother tongue, we try to learn mainly one language. The aim of learnin English is three: to earn livelihood, to communicate with foreign people and to acquire knowledge about different things. Long-finder seasons leaves 42-08-00-00 (and the seasons of the seasons
- 1 None can ever prosper if he does not labour. You must labour hard if you like to acquire either money or learning. Those who are idle lag behind forever if you want to be healthy, you must be diligent. An idle man is as if were, a burden to the society. None like him. Intermed in Melineral me Interfer society with the society. When the interfer is not seen and the society is not like him. Intermed in Melineral meline society in Meline and in the society with the society with the society with the society with the society in the society with the society wi
- I Dishonest men may be seen to prosper and go undetected lent only for short time. Dishonesty is sure to be detected in the run and follow punishment and disgrace. Honesty is therefore, the best policy, 'কিন্তু পাৰ্কজন্তে কথা ক্ৰেন্ত কৰ্মৰ একখনৰ ২০১০' অনুবাদ : অসহ ব্যক্তিবা আপাতদৃষ্টিতে উনুতি করে থাকে এবং সামারিকভাবে তালের অপাধা হব পাছত না। কিন্তু পরিশায়ে তালের অপাধা হব পাছত ক্রান্ত তারা পাছিত ভেগা করে এবং অখনা। তারা পাছিত ভেগা করে এবং অখনা। তারা পাছিত ভেগা করে এবং অপাধানিত আরু । তাই সভাবাই পরিবিজ্ঞা পারা।
- I Our total environment influences our life and our way of living. The main elements of our human environment are men, animals, plants, soil, air and water. There are relationships between these elements. When these relationships are disturbed life becomes difficult or impossible. [ভাইয়া সালে স্থানিকালের কিন্তা প্রকৃত্য ১০১৮]

অনুবাদ: আমাদের সার্বিক পরিবেশ আমাদের জীবন ও জীবন ধারাকে প্রভাবিত করে। আমাদের মনুযা পরিবেশের প্রধান উপাদানভাবো হচ্ছে মানুষ, প্রাণী, গাছপালা, মাটি, বাভান এবং পানি। এ সমস্ত উপাদানভাবোর মাধ্যে পারস্কারিক সম্পর্ক রয়েছে। যখন এই সম্পর্ক বিশ্বিত হয়, তবন জীবন কঠিন বা অসম্বর্গ হয়ে উঠা।

Poverty is a great problem in our country. But we hardly realise that this miserable condition is our creation we can remove poverty by hard labour and profitable business. /কর্ব মঞ্চালয়ের বিভিন্ন পদ ২০১৩/

জনুবাদ: দারিদ্রা হচ্ছে আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা। কিন্তু আমরা রুদাচ উপদর্গি করি যে, এ শোচনীয় অবস্থা আমাদেরই সৃষ্টি। আমরা কঠোর পরিশ্রম এবং লাভজনক ব্যবসার মাধ্যমে এ দারিদ্রা দারীভত করতে পারি। emily active man always finds time for everything. He is never in a hurry and aver behind hand. Such a man never spends a single moment for nothing. He over leaves a letter unanswered. He does not set his hand to many thing at a me but when he once undertakes to do a thing, he does not rest till it is well assisted. [अन व महिन्य अध्यासक सम्बन्धि किस्त विभाग ३०३०]

জন্মান: একজন সভিবোরের কর্মঠ মানুষ সর্বকিছুর জন্য সর্বনা সময় পায়। সে কর্ষনই ব্যস্তসমন্ত কং প্রকাদসন ময়। এমন একজন মানুষ একটি মার মুহূর্ত কন্ধনই অবখা ব্যয় করে না। সে কলাই একটি চিঠিকেও জনাবহীন রেখে সেয় না। একই সময়ে সে অনেক বিষয়ের প্রতি ক্রানিবেশ করে না কিন্তু যধন একটি বিষয় সম্পন্ন করার দায়িত্ব গ্রহণ করে তথন তা সুন্দরভাবে ক্রানা সভাগ্রা পর্বন্ত সে বিশ্বাস নাম স

- in our country poverty is a great problem. But we do not understand that this pight is of our own creation. Most people do not try to improve the bir condition with hard labour. They only express regret for their distress and blame their lot feet, 1909 মঞ্চলগরের ভাটা এই কর্মুটা স্থালকাইজার ও সংকারী অন্য অধিকার ২০১৩/
- জিলা। প্রস্থা মাঞ্চাশারের ভাগে একু কল্পেক পুশারকভারত ব শবশভার কর্তা আশালার বিত্তার করবাদ : দারিন্দ্রা আমালের দেশের বড় সমস্যা। কিন্তু আমার বুখতে পারি না যে, এ সুরবস্থা আমালের মাজেদের সৃষ্টি। অধিকাংশ লোকজন কঠিন পরিশ্রম স্থারা তালের নিজেসের অধিকাংশ লোকজন কঠিন পরিশ্রম স্থারা তালের নিজেসের অধিকাংশ করবাদ তারা ওছ হতাশা ব্যক্ত করে এবং ভাগাকে দোয়ারোপ করে।
- I fle who loves his country is a patriot. The patriots love their country more dearly than their own lives. They are ready to lay down their lives for the welfare of their country. Everybody honours them. They live even after their death, logist, flows a new flevier surveyers will defined by ministerial 2016.
 - ন্দুবাদ : যে নিজের দেশকে ভালোবাসে সেই দেশপ্রেমিক। দেশপ্রেমিকরা তাদের জীবনের চেয়ে জিশ তাদের দেশকে ভালোবাসে। দেশের মঙ্গলের জন্য তারা নিজেনের জীবন বিলিয়ে দিতে শুফ। প্রত্যেকে তাদেরকে সমান করে। এমনকি মৃত্যুর পরও তারা বিচে থাকে।
- l Smoking is very harmful. It is expensive too. It pollutes the environment.

 Those who smoke cannot live long. So, everyone should give up smoking.

 ক্ষিত্ৰ জ্যোগ অধিকাৰ সংক্ৰমণ অধিকাৰে প্ৰতীক্ষ কঠাও/
- স্প্রবাদ : ধূমপান খুব ক্ষতিকর। এটি ব্যয়বহুলও। এটি পরিবেশকে দূষিত করে। যারা ধূমপান স্ব্রু তারা বেশি দিন বাঁচতে পারে না। তাই প্রত্যেকের ধূমপান ত্যাগ করা উচিত।
- Bangladesh is a land of rivers. All the rivers fall into the Bay of Bengal. Many towns, bazars and villages stand on both the banks of the rivers. In the rainy season the rivers assume terrible aspects, but in winter they are quite stand pages request where are faller to the rivers as the rivers are faller to the rivers as the rivers are represented by the rivers

স্থিবাদ : বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। সব নদীগুলো বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। অনেক বি, বাজার এবং গ্রাম নদীর উভয় তীরেই অবস্থিত। বর্ধাকালে নদীগুলো ভয়ন্কর রূপধারণ করে স্থি শীতকালে শান্ত থাকে। l Poverty is a great problem in our country. But we hardly realise that the miserable condition is our creation. Many do not try to better their condition by hard labour and profitable business. They only curse their fate. We must shake of this inactivity and aversion to physical labour. Man is the maker of his own fortune. (Prev মঞ্জুপারের অধীন মার্বিনার বিশ্বরার আনির ইন্টেটার ২০১০)

অনুবাদ ; দাবিদ্রা হচ্ছে আমানের নেশের এক বিরাট সমস্যা। কিছু আমারা কদাচিৎ উপলব্ধি করি হে, এ শোচনীয় অবস্থা আমানেরই কুটি। কঠার পরিশ্রম ও গাভজনক কাজের মাধ্যমে আনেকই তানের বহন্ত কুটিও করতে চেন্টা করে দা। ভারা কেবল তানের ভাগতে অভিপাদ বিয়ে থাকে। এ দিরিয়াল। ও কুটিও প্রথমে প্রতি অনীবাহেন আমানের অবলাইং বিশিত্যাল করতে হবে। মানুর নিজেই তার সৌভাগের নিজ

I Man is the architect of his own fortune. If he makes a proper division of his time and does his duties accordingly, he is sure to improve and prosper in life, but if he does otherwise he is sure to repent when it is too late and he will have to drug a miscrable existence from day to day. Introduced in Memora result in according to the day to day. Introduced in Memora result in according to the day to day. Introduced in Memora result in according to the day to day.

অনুবাদ : মানৃষ তার নিজের জীবনের স্থপতি। সে যদি তার সময়কে যথার্থভাবে ভাগ করতে পারে এয়া সেই অনুযায়ী কান্ধ করতে পারে তবে সে জীবনে অবপাই উন্নতি করতে সক্ষম হবে। অনাথয়ে স অবশাই অনুতন্ত হবে যদিও তা অনেক দেরি হয়ে যাবে এবং সে দিন দিন সমস্যায় পর্যবিশিত হবে।

l In the ordinary use capital means the money, one invests in a business. But the economist says that capital does not mean money. Money is simply a medium of exchange. বিষয়ের বিষয

অনুবাদ : সাধারণ ব্যবহারিক অর্থে পুঁজি বলতে মূলকে বোঝায়, যেটাকে কেউ ব্যবসায় বিনিয়োগ করে। কিন্তু অর্থনীতিবিদ বলেন যে, পুঁজি বলতে মূলকে বোঝায় না। মূলা হচ্ছে গুধু বিনিময়ের মাধ্যম।

I Then a strange thing happened. All the gigantic reptiles died within a short time. We do not know the reason. Perhaps it was due to a sudden change in climate. Perhaps they had grown so large that they could neither swim not crawl. !त्याचीक निष्का व्यक्तिकादक सरकारी क्याई प्रणाला मित्र व्यक्ति व्यक्तिकादक सरकारी क्याई प्रणाला मित्र वर्षी व्यक्तिकादक सरकार क्याई प्रणाला मित्र वर्षी व्यक्तिकादक सरकार क्याई प्रणाला मित्र वर्षी व्यक्तिकादक क्याई मित्र वर्षी व्यक्तिकादक क्याई मित्र वर्षी व्यक्तिकादक क्याई मित्र वर्षी व्यक्तिकादक क्याई मित्र वर्षी वर्यी वर्षी वर्ष

এতো বড হয়ে গিয়েছিল যে তারা সাঁতরাতেও পারল না. হামাওঁডিও দিতে পারল না।

I We should have the courage to say the right thing. We need not fear men nor care for what others think of us. So long as our purpose is honest. God will be on sistle. And with His help we shall be able to encourage the weak. Thus we shall be able to march in life and search its goal lamba away cansis मरूका के बावन कर्या की करा के किए जा मार्टिक के अपने अपने किए तो है। अपनाटक कार (लाण कराद ना कर अपनाटक किए जा किए जा

A patriot is a man who loves his country, works for it, and is willing to fight and die for it. Every soldier is bound to do his duty, but the best soldiers do more that this. They risk their lives because they love the country they are included by a magnetized angular departs 2000/

জুবাদ : যে বাজি নিজের দেশকে ভালোবাসে, দেশের জন্য কাজ করে এবং দেশের জন্য বৃদ্ধ করতে ও জীবন দিতে ইক্ষা পোষণ করে— সেই দেশার্যেমিক। এতেকে দৈন্য ভার কর্তবা সম্পাদন কায়, নিজু প্রেষ্ঠ দৈনিকোরা এর চেরেও বেশি কিছু করে বাকে। ভারা ভানের জীবনে সুঁকি দেয় কারতা ভারা যে দেবার জন্য ফুক করে সে দেশকে ভালোবাসি।

ব্যাংক নিয়োগ পরীক্ষায় আসা অনুবাদ 🛚

The centralized and bureaucratized governance system prevailing in Asia and Pacific region was established by the colonial rulers. This system was inherently repressive and insulated from the common people. The system was consistent with the supreme colonial objective centered on maximizing revenue and maintaining law and order in the colonies. Establishment of self-governance system at local levels was eventually of little concern to colonial masters. In most cases, they attempted to transfer their own systems of governance in their respective colonies. The centralized governance system as devised, however, proved useful for rapid industrialization in almost all Asian countries following massive decolonization process. Gradually, those newly born countries badly felt the need for effective local governance system that would work as an integral part of the total national governance. This need became more important with the advent of the new millennium. Janata Bank Ltd Assistant Executive Officer (Teller) 2015)

জহাদা : এপিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাপরীয় অঞ্চলে বিদ্যানন ক্রেন্ত্রীভূত এবং আমলাভান্ত্রিক শাসনবাবহা এইটিত করেছিল উপনিবেশিক শাসনবাব হা এইটিত করেছিল উপনিবেশিক শাসনবাব হা এইটিত করেছিল উপনিবেশিক শাসনবাব হা এইটিত করেছিল উপনিবেশিক করেছিল সংবিদ্ধান বাহু আছিল করেছিল সংবিদ্ধান বাহু আছিল বিশ্বনিবিশ্বনিক ভেলেশ্বনাপ্র সার্বাহিত করেছিল সার্বাহিত করিছিল হিন্দান্ত্র করিছিল বিশ্বনিবিশে ও করেছিল সামানবাবহার প্রতিষ্ঠাই ছিল উপনিবেশিক প্রকৃত্যার করেছিল করিছিল এইটার করিছিল নিজ উপনিবেশ ও আমে নিজ্ঞ শাসন বাহুই ছানাবিক করাতে তারা ভেলিকাল এইটার কেন্ত্রিক্ত শাসন বাহুই ছানাবিক করাতে তারা ভেলিকাল এইটার কেন্ত্রিক্ত শাসন বাহুই ছানাবিক করাতে তারা ভেলিকাল এইটার করিছিল শাসনবাবহার করেছিল বাই করেছিল করেছিল করিছিল বাই করেছিল করেছিল করিছিল করেছিল এইটার করেছিল শাসনবাবিক করেছিল করিছিল বাই করিছিল করেছিল করিছিল বাই করেছিল করিছিল বাই করেছিল বাই করিছিল বাই করেছিল বাই করিছিল বাই করেছিল বাই করেছিল বাই করিছিল বাই করিছিল বাই করেছিল বাই করেছিল বাই করেছিল বাই করেছিল বাই করিছিল বাই করেছিল বাই করিছিল বাই করেছিল বাই ক

Global warming is an issue that calls for a global response. The rapid change in slimate will be too great to allow many eco-systems to suitably adapt, since the slampe has direct impact on bio-diversity, agriculture, forestry, dry land, water Soources and human health. Due to unusual weather pattern, rising greenhouse gas, declining air quality etc. society demands that businesses also take responsibility in safeguarding the planet. In addition, Bangladesh is one of the most climate change vulnerable countries. In line with global development and response to the environmental degradation, financial sector in Bangladesh should play an important planet of the leverage of the leverag

- Transnational flows of goods and capital have driven globalization during recent years. These flows have been made possible by the gradual lowering of barriers to trade and investment across national borders, thus allowing for the expansion of the global economy. However, states have often firmly resisted applying similar deregulatory policies to the international movement of people. As noted by the World Bank in its report, "Globalization, Growth, and Poverty", while countries have sought to promote integrated markets through liberalization of trade and investment, they have largely opposed liberalizing migration policies. Many countries maintain extensive legal barriers to prevent foreigners seeking work or residency from entering their national borders. [Bangladesh Bank Assistant Director (General Side) 2014] অনুবাদ: সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পণ্য ও পুঁজির আন্তদেশীয় প্রবাহ বিশ্বায়নকে প্রসারিত করেছে। জাতীয সীমানা জ্বড়ে ব্যবসা ও বিনিয়োগে প্রতিবন্ধকতার ক্রমহাসের দ্বারা, (এবং) এভাবেই বিশ্ব অর্থনীতির প্রসারণের অনুমোদনের দ্বারা এই প্রবাহ সম্ভব হয়েছে। যা হোক, মানুষের আন্তর্জাতিক চলাচলের উপর সমানভাবে মক্তনীতি প্রয়োগ করতে দেশসমহ প্রায়ই দঢভাবে প্রতিরোধ করেছে। বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট যেমন সূচতি, 'বিশ্বায়ন, প্রবৃদ্ধি এবং দরিদ্রতা,' যখন দেশগুলি ব্যবসা ও বিনিয়োগের উদারকরণের মাধ্যমে সমন্ত্রিত বাজারের উন্নয়নের সন্ধান করেছে, তখন তারা বহির্গমন নীতির উদারকরণকে ব্যাপক বিরোধিতা করেছে। অনেক দেশ ব্যাপক প্রতিবন্ধকতা অন্ধুপ্ন রাখে ঐ সমস্ত বিদেশীদেরকে বাধা দেওয়ার জন্য ^{যারা} তাদের ভাজীয় সীমানা পোরে পারশ করে খোঁজ করে কাজ বা অভিবাসন।
- I Bangladesh needs to further raise investment, develop infrastructure and increase overall productivity for achieving the expected level of economic growth, the Asian Development Bank said as it found the rates of progress far below the mark. The Bank believes that for faster poverty reduction, Bangladesh needs to lift its annual GDP growth rate to about 8.0 percent in the medium term. To achieve this growth, investment needs to rise to 37.6 percent of GDP. [Sonali Bank Lid. Officer & Officer (Eash) 2014]

জ্ববাদ: এপৃতির হার লক্ষামাত্রার অনেক নিচে হওয়ার এশীয়া উন্নয়ন ব্যাকে বলেছে, গুভাগিও প্রতিনতিক প্রপৃত্তি অর্জনের জন্য বাংলাদেশকে আরো বেশি বিনিয়োগ, কাঠামোগত উন্নয়ন ও কার্মাক উপোদন বাড়াতে হবে। ব্যাবেটি বিশ্বাস করে যে, দ্রুক্ত দাবিদ্রা বিমোচনে বাংলাদেশকে এর বার্মিক বিজিপি প্রপৃত্তির হার মধ্যবর্তী মাত্রায় প্রায় ৮০%-এ উন্নীত করা প্রয়োজন। এ প্রপৃত্তি কার্মাকারত ভিজিপি প্রপদ্ধিত ইয়ার মধ্যবর্তী মাত্রায় প্রায় প্রস্থাম

National Budget of a country is the annual program of the Government's expenditure and income for a fiscal year. In a developing economy like nangladesh, the annual national budget reflects the government's development philosophy, priorities and approaches towards equity and social justice. The role of the public sector to provide infrastructure and basic public goods is to create an enabling environment for the private sector to act as the engine of economic growth through the national budget. As the national budget formulated annually may undermine the economic stability and growth prospect in the medium term, it seems to be myopic. Medium Term Budgetary Framework (MTBF) is an effective measure for redressing the problems emanating from the short time limit of the annual budget. The framework of MTBF must be inclusive and bottom up to reach Bangladesh in a trajectory of highperforming quality growth with prices of commodities stabilized, income and human poverty brought to a minimum, health and education for all secured and capacity building combined with creativity enhanced, social justice established, interpersonal and regional accome disparity reduced, and a capacity to tackle the adverse effects of climate change achieved as envisioned in the Government's Outline Perspective Plan (2010-2021). [Pubali Bank Ltd. Officer/Senior Officer 2014]

ভ্ৰমান : একটি আর্থিক বছরের জন্য সরকারের বায় ও আরের বার্ধিক কার্যক্রমই হন্দে একটি দেশের
নারীয় বাজেট । বাংলাদেশের মতো একটি উল্লাননানীন অবলীতিতে বার্ধিক কার্যক্রম বাজেট প্রতিক্রদীত
করে সমগ্র ও সামাজিক নামারিকারে কেন্দ্রে সরকারের উল্লান নর্দদি, আর্থ্রমির বাজেট প্রতিক্রদীত
করে সমগ্র ও সামাজিক নামারিকারি কেন্দ্রে সরকারের উল্লান নর্দদি, আর্থ্রমির এবং অস্তান্তর্গ
করে সরকারে আহেন হার্মান করিল সারকার কিন্দ্রের করের করের সরকারি আহেন কৃষিকার হার্মাক
করালির করে করি করে করে এই এটালে দুলাইটিন করে মনে হয়। বার্ধিক ব্যজ্ঞানের করের সরকারে
করা রিকে করে, তাই এটালে দুলাইটিন করে মনে হয়। বার্ধিক ব্যজ্ঞানের করের
করা করে করে করে । তাই এটালে দুলাইটিন করে মনে হয়। বার্ধিক ব্যজ্ঞানের করা করেন
করা করের করে এই বাজেল দুলাইটিন করে মনে হয়। বার্ধিক ব্যজ্ঞানির স্থাক্রমান
করালীত
করাল করের বাজের প্রয়োজনীয় কিরিকার মান ইত্র করে, আর বর্ধে মানুকার অভাব একটি

কর্মান অবনুত্র প্রতান করের করা করের বাজানির মানুকার করের এবং সক্ষমতা স্থানির সাথে বৃত্ত

ক্রমান অবনুত্র আরা, সরবার জন্য বাস্ত্র এবং নিক্ষা নিশ্বিত করের এবং সক্ষমতা স্থানির সাথে বৃত্ত

ক্রমানাত
উল্লাননান করের করের বাজার প্ররোজনার বিক্রমানার বিক্রমান বার্ধিক বাজনের করার বিক্রমান বার্ধিক বার্ধের করের বার্ধিক বার্ধের করের বার্ধিক বার্ধের করের বার্ধিক বার্ধের বার্ধিক বার্ধ্বরের বার্ধিক বার্ধের করার বার্ধ্বর প্রকারের পরিক্রমান করের প্রতানের সার্ধ্বরিক বার্ধ্বর বার্ধ্বর প্রতানের করির বার্ধ্বর প্রতানের করের প্রত্নার করের বার্ধ্বর প্রবান করের করিবল বার্ধ্বর প্রকার করের বার্ধ্বর প্রকারের করিবলের বার্ধ্বর প্রকারের করিবলের বার্ধ্বর প্রকার করের বার্ধ্বর প্রকার করের বার্ধ্বর প্রকার করের করিয়ালিক বার্ধ্বরের বার্ধ্বর প্রকারের করিবলের বার্ধ্বর প্রকারের করির বার্ধ্বর বার্ধ্বর প্রকার করের বার্ধ্বর প্রকার করের বার্ধ্বর প্রকার বার্ধ্বর বার্ধ্বর বার্ধ্বর বার্ধ্বর প্রকার করের বার্ধ্বর বার্ধ্বর বার্ধ্বর প্রকার বার্ধ্বর বার্ধ্বর প্রকারের করির বার্ধ্বর প্রকার করের বার্ধ্বর প্রকার করের করের বার্ধ্বর বার্ধ্বর প্রকার করের বার্ধ্বর প্রকারের করের বার্ধ্বর প্রকারের করির বার্ধ্বর প্রকার করের করের বার্ধ্বর প্রকার করের করের বার্ধ্বর বার্ধ্বর বার্ধ্বর বার্ধ্বর বার্ধ্বর প্রকার করের করের করার বার্ধ্বর বার্ধ্বর বার্

I Perhaps the most important role that the Central Bank, and more generally the government can play in creating a conducive environment for NGO and private sector initiatives for financial inclusion to flourish. This conductive environment starts with providing the macro-economic fundamentals of financial inclusion. A critical ingredient in this is ensuring that the monetary policy instruments we have at our disposal contribute to robust economic growth while ensuring that inflation remains under control. Economic growth is essential to generate the demand for the enterprises developed by microfinance and stable inflation is necessary to ensure that the progress of proper people make from having access to savings, insurance and loans is not eroded away. So while the world of macro-economic policy may seem miles away from that of micro-finance, they are in fact very inter-linked. So irrespective of whether we have a policy on micro-finance this issue of macro-stability will have a profound impact on how the micro-finance industry shapes up in future. [Puball Bank Ltd. Junior Officer/Lash) 2014]

1 Our Consitution starts with three words: We, The People'. The words are simple but mighty. They are also revolutionary in nature. They are mighty because they signify the collective mind of the nation. They are evolutionary because they represent a glorified moment of the Bengali Nation's commitment for oneness. This oneness develops into an image of a document which we call the constitution. Raishahi Krishi Umayan Bank Senior Officer 2014]

অনুবাদ: আমানের স্ববিধান করু হয় তিনটি শব্দ দিয়ে; 'আমান্, জনগণ।' শব্দতশো সুক্ত বিশ্ব অপার শক্তিনাধী। এয়া বিশিষ্টা তথে বৈয়বিকত। এয়া অপার শক্তিনাধী কারণ এয়া সুক্ত কাতির মিলিত মদক। এয়া বৈয়বিক কারণ এয়া ঠিকে করে বাদালি জাতির একতার প্রতিপ্রকি একটি পরিত্র মুহর্ত। এই একতা বিকলিত হয় একটি দিলিসের ধারণায় যাকে আমারা বলি সংবিধা।

nepite immense contribution to the country, business men do not get as much spect as they deserve. It is because of the few who are dishonest in business, anding taxes and inflicting pains to people by increasing price illogically trade organizations also failed to ensure transparency. Therefore, the business adders have been urged to maintain honesty, efficiency and accountability in usiness. The businessmen played an important role in developing the country and made significant contribution to society through activities under corporate ceral responsibility. [Rajshahi Krishi Unnayan Bank Officer 2014]

actal responsibility. (Rajobah Krishi Unavan Bank Officer 2014)
কৰাৰ: দেশের প্রতি বিশ্বল অবদান বাখা সত্ত্বেও, ব্যবসায়ীর প্রখান সামান পান না। এটার কারণ
ক্রিপ্ত করা বাবার বাবার বিশ্বল অবদান বাখা সত্ত্বেও, ব্যবসায়ীর প্রখান সামান বাবার বিশ্বল বাবার
বিশ্বল বাবার বা

The post-crisis global econmy on two track recovery path warrants some shift of emphasis in growth strategy for Bangladesh, from export-led to domestic demandativen growth. To this end the government is steadily expanding social safety net seponditure outlays in annual budgets. Exployment and income generation by new private and public sector investments are continually augmenting domestic demand; the in wage levels for rural day laborers, and revision in wage structures for apparels support sector workers have also helped underpin domiestic demand. Bangladesh Bank's financial inclusion campalgn is also contributing towards bolstering domestic demand, somotting financing of micro and small enterprises is the other major thrust area of the financial inclusion campaign besides agriculture. The urgency of supporting empengence of employment generating small and medium scale enterprises has heightened further in the context of recent influx of migrant workers returning from the trouble-hit Middle Bastem countries. [Bangladesh Development Bank Officer 2014]

Unaniation : বাহ্যনিচালিত বাবৃদ্ধি থেকে অভাৱণীণ চাহিলাচালিত বাবৃদ্ধি বিশ্ব অৰ্থনীতির সংগঠ থেকে
করণের পুটো পথে বাংলাদেশকে বাবৃদ্ধি কৌশতের নিকে ধাবিক হবাব নিকাহাত প্রদান করে। সবকার এ
ক্ষম ক্রমাণভাতারে বাহারটো সামান্ত্রিক নিরাপারাজনিত নৌতথারিকি বারা বৃদ্ধি করাহ। সবকারি ও
ক্ষম ক্রমাণভাতারে বাহারটো সামান্ত্রিক নিরাপারাজনিত নৌতথারিকি বারা বৃদ্ধি করাহ। সবকারিক
ক্ষমান্তরক্ষার বাহারক নিরিমানাকে রুপাক কর্মান্তর্গার এই আরু অবিবাহার বে অভারন্তরীণ চাহিলা বাহাকে বাহাকিক
ক্ষমান্তরক্ষার পারিকারিক বৃদ্ধি এবং পোশাক ব্যারিক থাকে প্রতিক্র কার লোকেন বাহাকিক
ক্ষমান্তরক্ষার পারিকার বিভ্রমান করাহে বাহাকিক
ক্ষমান্তরক্ষার
ক্ষমান্তরক্ষার বাহাকিক
ক্ষমান্তরক্ষার বাহাকিক
ক্ষমান্তরক্ষার
ক্ষমান্তরক্ষার
বাহাকিক
বাহাকিক
ক্ষমান্তরক্ষার
বাহাকিক
ক্ষমান্তরক্ষার
বাহাকিক
ক্যারক্ষার
বাহাকিক
ক্ষমান্তরক্ষার
বাহাক

It has to be admitted that monetary policies, however much sound they may be are not enough to make economic miracle happen; nor are they an alternative to long-term infrastructure development and investment in productive venture and enterprises. Diversion of capital and credit-and also, what many quarre have feared about flight of capital through over invoicing of imports—as we as other devious means, have remained a headache for banks. This could be possible because political leaderships have always soft-pedalled on the key issue of improving governance and curbing corruption. The banks have no been asked to strictly scrutinize the credit-worthiness of borrowers. It is indeed vital to make an authentic assessment of the credibility of the funds use for productive purposes. Political interference has stood in the way of doing the job property. (Probashi Kallyan Bank Executive Officer (Cash) 2014)

I Increasing concern with the adverse affects of centralized bureaucratic control on development planning, resource mobilization and popular participation in administration at the local level in developing countries have paved the way for resurgence of interest in decentralization. Many development planners administrators and management specialists have advocated for the adoption of alternative national policies and implementation strategies based on the concept of decentralization to promote balanced development, to increase the quantum of popular participation at the grassroots level and to harness and optimally utilize local resources. The growing interest in the concept of decentralization is no accident. It grew as a result of disappointing experiences of the developing countries during the last two decades in the field of development. The use highly centralized planning and control mechanisms, the increasing realization of new and humane way of approaching developmental policies a programmes and the tremendous expansion of governmental activites and the attendant complexities have pushed many developing countries to adop decentralization as a kind of creed encompassing social, political and economic spheres. [Investment Corporation of Bangladesh Senior Officer 2014]

াদ : উদ্যৱনশীল দেশগুলোর উদ্পুয়ন পরিকল্পনা, সন্দাদের গতিশীলাভা এবং স্থানীয় পর্যারের করালা আন্দানা উরো বিকেশ্বরাপরে বাগাবে কেন্দ্রীয় আমলাভান্তিক নিয়ন্ত্রপর বিকল প্রভাবসহ প্রান্ধান উরো বিকেশ্বরাপর আয়হ পুনকদারের জলা পাপ করের নিয়েরে ভারতার অর্থার্যার উরো বিকেশ্বরাপর জার অর্থার্যার্যার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে এবং স্থানীয় সন্দান করেরে করালে, গাঠগারিয়ে জলভার অর্থান্যার্যার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে এবং স্থানীয় সন্দান করেরে বিকেশ্বরাপর আর্থানা করিছে বিকল্পানারী, প্রশাসক এবং নির্বাহিত করেরে জারাক্ত্রীয়া নিভিয়ালা বার্রাহার করেরে করেরে ভারতার করেরে বিকেশ্বরাপর বার্যার ভিত্তিতে কিবজ জারাক্ত্রীয়া নিভালা আর্থার করে এবং ব্যোহার করেরে বিকেশ্বরাপর করেরে বিকেশ্বরাপর বার্যার করিছে নালামার অভিজ্ঞাতার ফলাফল করেরে ছার্মার করেরে উদ্যারাক করেরে ভারতার করেরে করেরে অনুযার করেরে করিছে যাইলা বার্যার করেরে করিছে আর্থান করেরে করেরে করিছে বার্যার করিছে করিছে করিছে করেরে করিছে করিছে করিছে করিছে করিছে করিছে করিছে করেরে করিছে করিছে

beigning appropriate micro-finance regulatory regimes is still globally an ongoing with in progress. While differing in specifics according to country circumstances, as general features of the desirable regimes are by now well recognized. MFIs capting deposits only from their member-borrowers pose no risk for systemic sability, the deposits in effect being cash collaterals for loans drawn. Non-modental regulations requiring good governance with clear accountabilities, sound unding practices, fairness in fees/charges and in redressing customer grievances, sequesy and transparency in financial disclosures largely suffice in regulating with non-deposit taker MFIs. The larger MFIs accepting deposits from non-authers can pose potential systemic risks, warranting prudential regulations (spital adequacy, reserve and provisioning requirements, etc.) in line with those by banks and other deposit taking supervised financial institutions. [Palli Kamas-Stayk Roundator (PKSF) Assistant Manager 2014]

- I Communalism is a peculiar South Asian phenomenon. In the Wester countries they do not use the term in the sense we use it here. Communalism in fact, does not signify any well-defined concept or doctrine. It is rather as of mind, a somewhat perverted attitude nourished by individuals belonging to mere ligious community toward, those of other religious communities. It is, kind of tribal attitude born of ignorance, suspicion and fear with regard to kind of tribal attitude born of ignorance, suspicion and fear with regard to the constant of the constant
 - অনুবাদ : সাম্প্রদায়িকতা দক্ষিণ এশিয়ার একটি অন্তুত বান্তবতা। আমরা এখানে এই শখান্ত নি আর্থ ব্যবহার করি পশ্চিমা দেশগুলো সেই আর্থ ব্যবহার করে না। বান্তবতা হলো, সাম্প্রদায়িক বোকার না বান্তবতা হলো, সাম্প্রদায়িক বান্তবা কালো মতবানত প্রদান করে না। বর্ষ এটি এক প্রকা মাননিক অবস্থা, যা ব্যক্তিগত বিকৃত মনোভাব, এক ধর্মের থেকে অনা ধর্মের সম্প্রদায়ের এতি কর হল। এটি এক প্রকার গোচীগত মতবান যার জন্ম হয় অঞ্জতায়, সন্দেহে এবং অনা গোচীগর প্রকা আছে থেকে। কিছু কারোমি বার্থ ক্রমন বাছানাতিক, অর্থনিক্তিক, দ্বার্মীয় এবং তথাকবিছ তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে সামরিক কারোমি বার্থে একষ উপাদান থেকে সুযোগের সহবাহার বয়
 - I While the grand edifice of financial superpower collapsed transmiting shockwaves to the remote corners of the globe through integrated financial networks, the financial sector in Bangladesh evidenced its immunity, thanks in a closed capital account and pre-emptive actions to secure its foreign exchange reserve position at the sight of some early signs of the crisis. Fortunately, the financial sector also stood resilient since it does not have exposure to risk derivatives market home or abroad. The financial sector reform programs takicked off in the 1990s have instilled implementation of prudential regulator and supervision in the banking sector, which laid the foundation of sound as resilient financial sector. [Mercantle Bank Ltd. Senior Officer 2014]

resilient financial sector. [Mercantile Bank Ltd. Senior Officer 2014]
অনুবাদ: যোগানে অর্থনৈতিকভাবে প্রধান শক্তিশালীদের ধ্বলে হুবোর বিদ্যালি দুনংহত অর্থনির
অনুবাদ: যোগানে অর্থনৈতিকভাবে প্রধান শক্তিশালীদের ধ্বলে হুবোর বিদ্যালি দুনংহত অর্থনির
ক্রেটি আর্বের মাধ্যমে ছত্তিয়া গতুত্তে পৃথিবীর বিশ্বিদ্ধা দুরবর্তি স্থানে, বাংলাদেশের অর্থনিতিক ও
ক্রাণ করেছে এটির অনাক্রমণা, এই সংকটের পূর্ব ক্ষমণ দেখা মামাই বন্ধ পুঁরি হিনার এশ প্র
স্কারতান্ত করেলে মাধ্যমে এর ইয়োগিনর মুল্লা সংগ্রামণ নিশ্চিত করার জন্য। ভাগাক্রমে, মের্থের
ক্রোন সরাসরি প্রকাশ দেই ঘর দেশ-বিদ্যালে বিশক্তনক পরিবর্ত্তনীল বাজারের সাথে, প্র
ভাতও আর্থনিক
ভাতও আর্থনিক ছিল। অর্থনৈতিক বাতে সংশোধন কার্যক্রম যা তক্ষ হয়োছিল ১৯৯০ তে ধার্ম
বরেছে মুলার্শী প্রবিধান এবং রফ্কোন্তেক্সর বন্ধ বাংকিং খাতের অপায়ণ, যা ভিত গড়ে হিয়োগ্রহ
এবং স্থিতিস্তাপক অর্থনৈতিক খাতের।

in an attempt to improve the overall performance of clerical workers, many ampanies have introduced computerized performance monitoring and control stem (CPMCS) that record and report a worker's computer-driven activities. lowever, at least one study has shown that such monitoring may not be having he desired effect. In the study, researchers asked monitored clerical workers and their supervisors how assessment of productivity affected supervisors' seting of workers' performance. In contrast to unmonitored workers doing the same work, who without exception identified the most important element in heir jobs as customer service, the monitored workers and their supervisors all responded that productivity was the critical factor in assigning rating. This fording suggested that there should have been a strong correlation between a monitored worker's productivity and the overall rating the worker received. However, measures of the relationship between overall rating and individual elements of performance clearly supported the conclusion that supervisors gave considerable weight to criteria such as attendance, accuracy, and indications of customer satisfaction. [Rupali Bank Ltd. Officer 2013]

জ্বৰান : কেবানিদের সর্বোপনি কর্মানকতা বৃদ্ধির প্রয়ানে অনেক প্রতিষ্ঠান কপিন্টার দ্বানা থাকেল থাকা নিয়েশ ব্যবস্থা চালু করেছে যা একজন কর্মানির কপিন্টার চিলিত কর্মান্সমূহ করেছে যা একজন কর্মানির কপিন্টার চিলিত কর্মান্সমূহ করেছে যা একজন কর্মানির কপিন্টার চিলিত কর্মান্সমূহ করেছে যা একজন করেছি গ্রেক্ষা করেছে বি করেছে করেছে বা একছা বাবেকজার গরিবালিক করেছে বি করেছে করাকে বুলানিক করেছে একছা করেছে একছা করেছে একছা করিছেল বে, করাকে করিছেল একছা করিছে করিছে কর্মান্সমূলীকার মুখ্যান্সম কর্মান্সমূল করেছে বিজ্ঞান করাকে করাকি করাকির করাকের করাকের করাকির করাকির করাকির বিক্রান্সমূল করাকির করাকির বিক্রান্সমূল করাকির বিক্রান্সমূল করাকির করাকির বিক্রান্সমূল করাকির করাকির বিক্রান্সম্বানির উপর বেশি জোর নির্মোধন্য মাজ উলিক বিক্রান্সম্বানির উপর বেশি জোর নির্মোধন্য মাজ উলির উপর বেশি জোর নির্মোধন জাজির ক্রিমানির উপর বেশি জোর নির্মোধন জাজির ক্রিমান করাকির ক্রিমান করাকির করাকির নির্মাণ্ড করাকির করাকির করাকির বির্মাণ্ড করাকির করাকির করাকির করাকির বির্মাণ্ড করাকির করাকির করাকির করাকির বির্মাণ্ড করাকির করাকির করাকির করাকির করাকির বির্মাণ্ড করাকির করাকির করাকির করাকির করাকির বির্মাণ্ড করাকির বির্মাণ্ড করাকির কর

the debate on agricultural biotechnology is focused mainly on the environmental impact, bio-safety issues, and intellectual property rights. The crucial issues of impact, bio-safety issues, and intellectual property rights. The crucial issues of impact, achieve security and address issues of inequality are almost neglected. It is now substantial security and address issues of inequality are almost neglected. It is now substantial to move ahead and look beyond to a broader picture for addressing larger substantial property that can emerge from the applications of solicitude property. The state is done and necessary correctives applied in the policy of development and commercialization of the technology, the result can be service.

অনুবাদ: কৃষিভিত্তিক জৈবপুতিৰ বিতৰ্ক প্ৰধানত ঘণীভূত হয়েছে পরিবেশগত থাকাব, জৈব-নিনাপত্ত বিষয়সমূহ এবং খ্লুভিত্তিক সম্পাদের অধিকার দিয়ে। এই প্রযুক্তি ব্যৱহার করে দবিশ্রভাঙ্কাস, কর্মসূহক, কুলি দৃষ্টি, পুত্তিভিত্তিক নিশ্চনাত আর্মন এবং ক্রমন্ত বিশ্বান ক্রমন্ত করে দুবা আরু অবহেসিত। এক সময় হয়েছে সামানে এগিয়ে যাবার এবং একটি বড় দুবাগটোর নিকে তাকানোর মাতে উন্নয়ন-সামান হত বড় বিষয়তলো পর্যালোকা করা হবে যা কিনা ক্রমন্ত প্রত্যালাক মধ্য দিয়ে ছিঠু আসাতে পারে। এটা বাত্তবায়ন এবং এই প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং বাবিজ্ঞানিকার প্রয়োগির মন্ত্রীয়ন প্রয়োগির স্থিততা প্রয়োগির সাক্রতা প্রয়োগির সাক্রিকতা প্রয়োগ করা মা হতো, স্বাদান্তর হেতে পারে ধ্ববোম্বন

Both borrowers and lenders in the sub-prime mortgage market are wishing they had listened to the old saying: neither a borrower nor a lender be. Last year people with poor credit ratings borrowed \$ 605 billion in mortgages, a figure that is about 20% of the home-loan market. It includes people who cannot afford to meet the mortgage payments, on expensive homes they have bought, and low-income buyers. In some cases, the latter could not even meet the first payment. Both sides can be blamed. Lenders, after the 2 - 3 percentage point premium they could charge, offered loans, known as 'liar loans', with no down payments and without any income verification to people with bad credit histories. They believed that rising house prices would cover them in the event of default. Borrowers ignored the fact that interest rates would rise after an initial period. One result is that default rates on these subprime mortgages reached 14% last year-a record. The problems in this market also threaten to spread to the rest of the mortgage market, which would reduce the flow of credit available to the shrinking numbers of consumers still interested in buying property. [Rupali Bank Ltd. Senior Officer 2013]

অনুবাদ : উপ-সর্বোচ্চ বন্ধক বাজারের ধারবন্ধী এবং দানকারী উভয়েই এবন ভাবতে যে তালে প্রধানবারক, ধার করো না, ধার দিয়ো না শোলা উচ্চিত ছিল। গত বন্ধ বারাগ রেচিট নির্বাচিত মাল ওচনু বিদিয়াল কার করন এব করেছিল, এটি সূর্ব ক্ষম বাজারের প্রায় ২০০% এক মহার আরম করিছিল মাল ওচনু বিদ্যাল করার করার করেছিল, এটি সূর্ব ক্ষম বাজারের প্রায় ২০০% এক মহার আরম করেছিল। নির্বাচিত পরিলোধ করতে পারে না এবং বিদ্যালয়ের করেছেল। কিছু ক্ষেত্রের সোমালালেক বাছিল। কার্মনিক বান্ধকারীর ২২০ পারলে বিক্তার বান্ধকার বাছল পারে না ৷ উজ্জাপকরেই মোলালোক করা যায়। ভাল দানকারীরা ২২০ পারলে পরিচিত। কোরে করির করেছে বাছলি আর্য আর্থিক বাছলি করা ছাত্র হা তারা বিক্তার করেছে বাছলি করা ছাত্র হা তারা বিক্তার করেছে বাছলি আর্য আর্থিক বাছলি বাছলি করা ছাত্র হা তারা বিক্তার করেছে বাছলি করা হাছলি হা তারা বাছলি করা করেছে বাছলি করা করেছে বাছলি করেছে বাছলি করা করেছে বাছলি করেছেল করেছে করেছিল করিছিল করেছিল করিছিল করেছিল করেছিল করিছিল বাছলি করেছিল করেছিল করেছিল করেছিল করিছিল করেছিল করিছিল করেছিল করিছিল করেছিল করিছিল করেছিল করিছিল করেছিল করিছিল করেছিল করিছিল করিছিল করিছিল করিছিল করেছিল করিছিল করেছিল করিছিল করেছিল করিছিল করিছিল করেছিল করিছিল করেছিল করিছিল করেছিল করিছিল করিছিল করিছিল করিছিল করেছিল করিছিল করিছিল করিছিল করিছিল করিছিল করিছিল করেছিল করিছিল করেছিল করিছিল করেছিল করিছিল করিছিল করেছিল করিছিল করেছিল করিছিল করেছিল ক



মলাপ হচ্ছে মৌখিক কথোপকথন বা বাক্যালাপ, যাব ইয়েজীন্ত 'dialogue' বা 'conversation'। দুই' না ভার বেশি ব্যক্তিন মধ্যে যে কথাবার্ডা তাকেই কলা হয় সংলাপ বা কথোপকথন। প্রাভাইক জীবনে আমনা অভিনিয়ত একে অপান্তর সঙ্গে কথা বলে থাকি। দেখা যাব, তার অধিকাশে কথিই বিচিন্দু, কম্পুর্ব একং থবায়থ শব্দ প্রয়োগে ও বার্কা-ইল্যানে সুনহতে নার। দিখিত সংলাপে বিচ্ছিন্ন বা অসম্পূর্ণ কল্প রাখ্য নাহ; ভাকে গুদ্ধ ভাষাণত সম্পূর্ণতা দান করনেই চাবনে না, অর্থণত পূর্বিভাই দিলে হবে।

জ্ঞানিক সংলাপ রচনায় দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সহজ ও স্বাভাবিক উপায়ে চিন্তা-ভাবনাকে ওয়াশ করতে শেখা। সংলাপ রচনার মাধ্যমে কোনো বিষয়ে মতভিন্নতা সম্পর্কে ধারণা সুশাষ্ট হয় এবং শুক্ষের যুক্তি উপস্থাপন ও যুক্তি খণ্ডনের দক্ষতা তৈরি হয়।

গলাপনির্ভার সাহিত্য পাখার নাম নাটক। সংগাপই নাটকের একমাত্র প্রকাশ-মাথম। সংগাপের মধ্য শুরু নাটকের কাহিনী প্রগোষ, আশু-প্রতিখাতের মধ্য দিয়ে নাটকের কাহিনী ও চরিত্র পরিগতির অভিমুখী খা তবে নিকার্থীর অনুপীনিত সংগাপের সঙ্গে নাটকের সংগাপের পরিগতির দুবি প্রাণীর কোয় গুলাপা প্রধানক হিবায়ানুশ, তাতে কেবল প্রকার বিষয়ের আগোচনা প্রধান গাল করে, নাটকের কাহিনীর মাতি ও চরিয়েরে পরিগাময়ুখী বিকাপের অবকাশ নেই। এজন্য সাধারণ সংগাপ চরিত্রানুশ হয় না।

্মাজ ও জীবন সম্পর্কে যাদের দৃষ্টি স্বচ্ছ ও গভীর, সেই সাথে ভাষার উপর যাদের পরিপূর্ণ দখল আছে অদের পক্ষে সংগাপ রচনা খব বেশি কঠিন কাজ হয়।

শলাপ রচনার কৌশল

লাপ রচনা একটি সৃষ্টিধর্মী শিল্পকর্ম এবং এটি একটি অনুশীলন-সাপেক্ষ বিষয়। সেজন্য শিক্ষার্থীকে কিছু শৌশন ও নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। এজন্য নিচের বিষয়গুলোর ওপর ধারণা ও দখল থাকতে হবে।

 সংগাপ রচনা ভব্দ করার আগে প্রদন্ত বিষয়য়ি ভালোভাবে তেবে-চিত্তে মনের মথে বিষয়য়িতদ ভছিয়ে নিতে হয়। ভারণন উপয়ৢড় চরিয় কয়না করে নিয়ে তালের স্ব স্ব দৃষ্টিভবি সম্পর্কে তেবে ঠিক করে নেয়া ভালো। বিষয়ের উপয়ুগদনা ও পরিগতির মধ্যে একটি সুসংহত সাময়য়য় বিধান অপরিয়য়ি

- ২. সজাপের ভাষা স্পষ্ট, প্রাঞ্জল ও ক্রদয়স্পর্শী হওয়া বাঞ্জ্বশীয়। সংলাপনির্ভর বাক্য ছেটি বাক্য কিবো অভিকথন সংগাপকে ফ্রান্তিকর করে।
- মনে রাখতে হবে সংলাপ যেন বজা-প্রতিবজার নিছক প্রশ্ন ও উত্তরে পর্যবদিত না হা
 আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে বজবা বিষয় এপোবে, প্রয়োজনে তর্ক-বিতর্কের কিছুটা আছে
 আসতে পারে ।
- ৫. সংলাপের ভাষা এমন হওয়া উচিত যেন তার ভেতর নিয়ে চরিত্রের নৈতিকতা, শিকার মন সামাজিক বৈশিষ্ট্য, বয়ম্ দাঙ্গ, বাজিকু ইত্যানি সম্পর্কে মোটায়টি ধারণা করা যায়। য়য় সামাজিক বেলায়্ট্য, বয়ম্ লাজ, বাজিকু ইত্যানি সম্পর্কে । বজা কি বিব্রত, উৎক্রিক রাগালিত—এলবও তার সংলাপে ফুটে তঠা চাই।
- ৬. সক্ষ্য রাখতে হবে যেন বক্তার একটি সংলাপ লিখতে আধ পূর্চা না লাগে। ববং সংলাপ হর ছোট। একজনের দীর্ঘ সংলাপের মধ্যে অন্যজনের সংলাপ চুকিয়ে দিলে বড় সংলাপে হেন পড়ে এবং তা ছোট হয়ে আসে।
- ৭, পাঠ্যসূচি অনুবায়ী যে সল্পাপ লিখতে হয় ভাতে নাটকীয়তার অবকাশ নেই। তবে ভাঁচ-প্রকৃতিজ মধ্য দিয়ে আলোচা বিষয় এগোতে প্রগোতিক ছাতাবিকভাবে কিছুটা নাটকীয় রূগ ও মাধ্যুর্বের আমেজ এসেই পড়ে। সরন সংপাশ হন্যমার্থাই হা বিশেষ কেনে কৌতুক-রূহ কিবো বাস-বিদ্রাপর শাণিত ফলা সংলাগকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে।
- ৮. সংলাপের কোনো নির্দিষ্ট মাপজোখ নেই। বক্তব্য বিষয় পূর্ণতা লাভ করলেই সংলাপের সমান্তি। তবে দীর্ঘ সংলাপ না হওয়াই উত্তম।

নমুনা সংলাপ

- 🕠 বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-মনঙ্কতা বিষয়ে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সংলাপ।
- ছাত্র : স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?
- শিক্ষক : বলো, কী জানতে চাও।
- ছাত্র : স্যার, দৈশন্দিন জীবনে আমবা বিজ্ঞানের জয়জয়কার দেখতে পাছি। ছারাছাট্ট নিয়ান বিষয়ে পড়াপোনা করছে। অনেকে সার্বাচ ডিট্রা নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করছে। এক তাসের অনেকেই অবৈজ্ঞানিক ডিব্রা ও বিবাসে আছনু। মানসিক গঠনে তারা বিজ্ঞান মনক দন। এ ব্যাপাঠী আমার বোধাখাম নথ।
- শিক্ষক : তার মানে, তুমি বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে বিজ্ঞান চেতনার সম্পর্ক দেখকে পাছে না। তাই ^{ভো}
- ছাত্র : জি স্যার।

- শোলো। তুমি ঠিকই ধরেছ। আসলে বিজ্ঞান শিক্ষার সক্ষ্য কেবল বিলাসিতার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা নয়। কিংবা কেবল চাকরি ও গাবেখার জন্য বিজ্ঞান শিক্ষা ময়। বিজ্ঞান শিক্ষার ওকল্পুর্কু লক্ষা হচ্ছে, ডিগ্রা-ক্রেডনায় বিজ্ঞানকে গ্রহণ করা, জীবন ও কর্ম বিক্লাম-মান্ত হল্যা।
- ্তার মানে, বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করে মানুষ যুক্তিবাদী হবে। জীবন ও জগথকে যুক্তি, ক্ষোনিক প্রমাণ ও বাস্তবভার আলোকে বিচার করতে শিখবে। তাই নাম কি স্যারা অবশাই। বিজ্ঞান পিকা এমন হওয়া উচিত যাতে মানুষ অশ্ববিশ্বাস ও কুসংধার থেকে
- অনুশাই। বিজ্ঞান শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যাতে মানুষ অধাবধান ও কুসংকান থেকে
 মুক্তি পায়। কেবল বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত নয়, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সবাইকেই
 বিজ্ঞান-মনক হতে হবে।
- তাহলে বিজ্ঞান-মনস্কতা বলতে আমরা কী বুঝব স্যারং
- শোনো, এক কথায় বিজ্ঞান-মনস্কতা হচ্ছে, জীবনে অন্ধভাবে সবকিছু মেনে না নিয়ে যুক্তির আলোকে তাকে বিচার করা। কার্য-কারণ সম্পর্ক যাচাই করে তাকে গ্রহণ করা।
- : বিজ্ঞান শিক্ষা সত্ত্বেও বিজ্ঞান-মনকভার প্রসার কেন হঙ্গেছ না স্যার? : এ বিষয়টা আমাদের ভেবে দেখতে হবে। তবে আপাতত মনে হঙ্গেছ, বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে
- এ বিষয়টো আমানের তেবে দেখতে হবে। তবে আলাতত মানে হতে, যোলাল শিক্ষা পদা আমান দর্শন ও নৈতিক শিক্ষার কোনো যোগ লাই। ছবল জীবন সন্দলেই বৈজ্ঞানিক ও মানবিক দৃষ্টিজবিধ প্রসার বটিছে লা। ফলে অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অপব্যবহারও ঘটছে। জনজীবানে এই বিজ্ঞান-মনজভার প্রসার কীভাবে ঘটতে পারে, সারাঃ
- এ বিষয়টা আনাদের ভেবে দেখতে হবে। তবে আপাতত মনে হছে, বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে
 এবা দর্শন ও নৈতিক শিক্ষার কোনো যোগ নেই। ফলে জীবন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ও
 মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রশার ঘটছে না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অপব্যবহারর ঘটছে।
- ছা : জন্মনিদে এই বিয়ান-মানজতার প্রদার বীভাবে ঘটতে পারে, সারঃ পদক : আমার মনে হয় প্রথমেই বিয়ান শিক্ষার সঙ্গে দর্শন ও নৈতিক শিক্ষার বোগাবোগ ঘটনো দরকার। তা ছাড়া পাড়ায় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিয়ানা রাব ও বিকাল পাঠচক গড়ে প্রভাগা দরকার। তা না প্রতা নেকার প্রতিষ্ঠানিক ও চাক্রিয়ন্ত্রী শিক্ষা দিয়ে জনজীবনে
- বিজ্ঞানসম্মততার উদ্বোধন ঘটাতে পারবে না।

 । তাহলে তো স্যার, আমাদের কলেজে একটা বিজ্ঞান ক্লাব গঠন করা দরকার।
- ্রিক্ত : সেটা করলে তো খুবই ভালো হয়। দেখো, কোনো উদ্যোগ নিতে পারো কিনা।

 অবশাই চেষ্টা করব স্যার।
- ্র আশা করি, সফল হবে। আমিও তোমাদের সহযোগিতা করব। বি : ধনাবাদ সারে। আসি।
 - ় ধনাবাদ। এসো।

০২ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে দুই বান্ধবীর সংলাপ।

- ্রা : সানিয়া তোর সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হলো। চল আমার সঙ্গে, একটু মিষ্টির দোকানে যাব। বাসায় মেহমান এসেছে।
- াত্র : বেশ চল। 'প্রাইম সুইটস'-এ যাবিং সেখানকার মিটি কিন্তু খুব ভালো।

- সালমা : দামটাও পুব ভালো। এমন কিছু মিষ্টি আছে যেওলোর কেঞ্জি ১২০০ টাক। কড়ভাই কী বলেন জানিস, ওদের ছেলেকোয় মাকি এক টাকায় যোলটা রস্পোদ্র জ যেও। বেশ বড সাইজের।
- সাদিয়া ; ওফ। সেসব কি সুখের দিনই না তাঁদের গেছে।
 - নমা : তুই যা ভাবছিস ঠিক তা নয়। তখন লোকের হাতে টাকাও কম ছিল।
- সাদিয়া : কিন্তু এখন লোকের যেমন আয় বেড়েছে জিনিসপত্রের দামও বেড়েছে তার চেয়ে আক বেশিগুণ।
- সাদিয়া : শুধু বেড়েছে বলছিস কেন? বল ক্রমাগত বেড়েই চলছে। লাগামহীন পাগলা ঘোড়ার মজে।
- সালমা : হা-হা-হা।
- সাদিয়া : তুই হাসছিস কেনঃ বিষয়টি কি হাসিরং তুই কি তেবে দেখেছিস স্বল্প আরের মানুষ্যন্ত জন্য এটা কত বড় ভোগান্তির বিষয়, কষ্টের বিষয়।
- সালমা : ঠিকই বলেছিস। অন্যান্য দেশে ওনেছি জিনিসের দাম সরকার ঠিক করে দেয়। অন্যান্ত জিনিসের দাম বাড়লেও খাবার জিনিসের দাম খুব একটা বাড়ে না।
- সাদিয়া : কিছুদিন আগে সরকার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রুব্যের মূল্য ঠিক করে বাজারে তালিকা চানিত্র রাখার নিয়ম করেছিলেন। কিন্তু সঠিক তদারকির অভাবে সেটাও ভেত্তে গেছে।
- সালমা : আচ্ছা সাদিয়া, জিনিসের দাম ক্রমাগত বেড়েই চলছে কেন বলত?
- সাদিয়া : প্রথমত, আমাদের দেশে চাইদার তুলনার উৎপাদন কম। বিভীয়ত, অনুসূত যোগাবে বাবস্থা; আর রাস্তার স্থানে স্থানে চাঁদাও নাকি দিতে হয়। আরেকটি বিষয় আছে, সেট হলো জিনিস মাজন রোখে কমিমভাবে অভাব সাষ্টি করে দাম বাভিয়ে দেয়া।
- সালমা : তুই ঠিক ঠিকই বলেছিস। কিন্তু দ্রবামূল্য বৃদ্ধিতে সরকারের দায়-দায়িত্বই তা বেগ।
 প্রশাসনিকভাবে সরকার আড়তদার, মজুদদারদের বিরুদ্ধে কঠোর পদকেণ নিগে নিগাই
 ভাবের মঙ্গা পাধ্যা যাবে।
- সাদিয়া : সবচেয়ে বেশি জরুর নির্বিঘ্নে পণ্য পরিবহনের ব্যবস্থা করা।
- সালমা : চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদনও বাড়াতে হবে। আমাদের দেশে তো জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেরে ^{১৬} কোটিতে এসে দাঁভিয়েছে। এ বিশাল জনসংখ্যার রসদ যোগান দেয়া সহজ কাজ নর।
- সাদিয়া : হা-হা- বস্তুত, দায়িত্বটা তথ্ নকারের একার নম, জনগণেরও । বিশেষত, উত্পদ্ আয়োজনে পবিমিটিবোধের দিকে লক্ষা রাখা প্রয়োজন।
- সালমা : মোদ্দা কথা হলো আমাদের সবারই সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

০০ ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে দুই পরীক্ষার্থী বন্ধুর সংলাপ।

- মিলন : সিয়াম, তুমি তো দেখছি সারাক্ষণই পড়ছ, এত পড়ে লাভ কী বলতোং
- সিয়াম : বলছ কি মিলন। সামনে পরীক্ষা, না পড়লে চলবে কেনাং আমি তো বলি, তোমার আর্থি পড়াশোনা করা উচিত।
- মিলন : আমি যে তা ভাবি না, তা নয়, তবে কি জানো, বিশেষ উৎসাহ পাই না। বাবা-^{মান্তের ইন্টি} ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি। আমার কিন্ত একটও ইচ্ছে হয় না ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার।

- ্জাসলে কি জানো, আমানের নিজেদের ইচ্ছেমতো আমবা ভবিষ্যৎ গড়ে ভুলতে পারি না। আমানের ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে অভিভাবকনের ইচ্ছেয়। একটু মেধাবী হলে তো কথাই নেই, হয় ডান্ডাবি পড়, নয়তো ইন্ধিনিয়াবিং পড়। দেন গ্রাড্য়া আর কিছু পড়ার নেই, করার নেই। আমালে আমানেম অভিভাবক খোঁজে নিশ্চিত টাকা রোজণারের একটা পেশা।

 - াম : লেখাপড়ার সঙ্গে জীবিকার প্রশ্ন চিরকালই জড়িয়ে থাকবে। কিন্তু সেই সঙ্গে কার কোনদিকে প্রবর্গতা সেটাও বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন।
 - ালন : আচ্ছা সিয়াম, তুমি ভবিষ্যৎ জীবনের কথা কিছু ভেবেছঃ
 - ন্ধান : এদখনদি পাদের পরেই আমি আমার জীবদের একটা দক্ষা স্থির করেছি। তুমি তো জানো আমার এদখনদির ফল ভালোই হয়েছে। ইচক্ত করলে বিজ্ঞান পড়তে পারতমা। কিন্তু আমি মানবিক বিভাগই বেছে নিয়েছি। আমার ইচক্ত ভবিষাতে আমি একভান ভালো সাংবাদিক হলো। দেখা আমার পোণাভ হবে, আর হবে আমার সামাজিক দায়িত্ব পাদনের দেশা।
 - ন্দ্ৰন : বাড়ি থেকে কোনো বাধা পাওনি।
 - আমার বাড়িল সবাই আমার ইচ্ছাকে মেনে নিয়েছেন। মা বেহেডু শিক্ষিকা, তাঁর ইচ্ছে ছিল শিক্ষালীবী ইই। মাকে বোঝালাম সাংবাদিকতাও তো কলম-পেশাই। মা সহাস্যে মেনে নিচেন। আত্থা মিলন, ভূমি ভবিষ্যৎ জীবন কেমন করে গড়ে ভূলতে চাওঃ
 - জ্ঞান : আমি একজন অবলীতিবিল হতে চাই। সত্তি। সিয়াম, মাঝে মাঝে মনে হয়, এ দেশের অবলৈতিক কাঠামোর মধ্যে কোনো গোলমাল আছে। নইলে এত দাবিয়া, এত অপচয়, এত বৈষম্য কোন্দ এলন সমস্যার কি কোনো সমাধান নেইং অন্তর থেকে আমি একজন অভানীতির হয়র মধ্যে সই
 - স্ত্রাম : তোমার ভবিষাৎ পরিকল্পনা খুব ভাপো মিলন। আর একজন ভাপো অর্থনীতিবিদ হতে হলে যে বেশ করে পড়াশোনা করা দরকার সোঁটা নিশ্চয় জানো। নতুন উদ্যুমে এবার পড়া করু করে দাও।
 - : তোমার সঙ্গে কথ বলে আমার উৎসাহ আরও বেড়ে গেল, সিয়াম। আমিও তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যাৎ কামনা করিছি।

08 চিকিৎসক ও রোগীর সংলাপ।

- ঞ্জাগী : আসতে পারিং
- ভাঙার : আসুন। বসুন। আপনার নামঃ বয়স কতঃ বলুন আপনার কী সমস্যাঃ
 - া : নাম সাকিব শাহরিয়ার। বয়স ২৪। সমস্যা হলো, আমার ঘুম আসে না। সারাক্ষণই অন্তির লাগে।
- কার : রাতে কটায় ঘুমাতে যানং কতক্ষণ ঘুমান আপনিং
- াদী : রাত বারোটা-একটায়। তিন থেকে চার ঘন্টার বেশি ঘুম হয় না।

দাজার • আপনি কী করেন?

ত্তাত্মি ভাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যানেজমেন্টে মান্টার্স করছি। সামনেই তাত্ত ফাইনাল পরীক্ষা।

ডাক্তার · তাহলে আপনার লেখাপড়া প্রায় শেষ পর্যায়ে। প্রস্তৃতি কেমনং

ে প্রস্তৃতি বেশ ভালোই। তবে এখন পড়ালেখায় যথেষ্ট ব্যাঘাত হচ্ছে। মন বসাতে পার্চি না

• কত দিন থেকে এমন হচ্ছে?

প্রায় এক মাস । সারাক্ষণ দুর্বল লাগে, মাথা ব্যথা করে ।

· বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার বন্ধ কয় জন?

: বন্ধু আছে অনেক। তবে ঘনিষ্ঠ বন্ধু চার-পাঁচ জন।

: পড়তে ভালো না লাগলে কী করেন?

- টিভি দেখি।

: घ्रम ना এल की करतन? • তখনও টিভি দেখিঃ

ডাক্তার : হুমম। কিন্তু বেশিক্ষণ ধরে টিভি দেখা তো ঠিক না। এতে তো মানুষের স্টিশীলতা সীমিত হয়ে পড়ে।

রোগী : ঠিক বৃঝতে পারলাম না, স্যার।

ডাক্তার : বুঝিয়ে বলছি। যেমন ধরুন, আপনি বিভিন্ন ধরনের বই পড়তে পারেন কিংবা ছবি আঁকতে বা ডায়েরি লিখতে পারেন। এতে আপনার চিন্তার প্রসার হবে। তখন দেখবেন ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে আপনি আর অস্তির হয়ে যাচ্ছেন না। এছাড়াও হয় খেলাধুলা, না হয় রোজ অন্তত আধ ঘণ্টা ব্যায়াম করতে হবে। তাতে আপনার ক্ষুধা বাড়বে, ঘুম ভালো হবে। আর চেষ্টা করেন সহপাঠীদের সাথে মিশতে, তাদের সঙ্গে পড়ার বিষয় নিয়ে নিয়মিত আলাপ-আলোচনা করতে। দেখবেন ভালো বন্ধু পেলে আপনার আর মন খারাপ লাগবে না।

বোগী তবে কী আমার কোনো শারীরিক সমস্যা নেই?

ডাক্তার : সম্ভবত নেই। তবে আমি একটু আপনাকে চেক করব। পাশের বেডে ওয়ে পড়ন। [রোগী বিছানায় শোয়। ডাক্তার টেথিছোপ দিয়ে তার বুক পরীক্ষা করেন। নাড়িব স্পন্দন অনুভব করেন। তারপর বুক ও পেটের বিভিন্ন জায়গায় চাপ দিতে থাকেন। কোথাও কি বাথা পাচ্ছেন?

রোগী : জি না।

ডাক্তার : ঠিক আছে। মনে হঙ্গে, আপনার কোনো শারীরিক সমস্যা নেই। তবু আপনার রক্তশূনাতী আছে কিনা তা পরীক্ষা করতে দিচ্ছি। রিপোর্ট পাওয়ার পর আসুন। আমি রিপোর্ট ^{দেখে} প্রয়োজন হলে ওয়ধ লিখে দেব।

় ধন্যবাদ স্যার। আপনার পরামর্শ অবশাই মেনে চলার চেষ্টা করব। আসি।

ডাক্তার : ঠিক আছে। ভালো থাকবেন।

০৫ গ্রীন্মের ছুটিতে কোথায় বেড়াতে যাওয়া হবে তার পরিকল্পনা নিয়ে দু বান্ধবীর সংলাপ।

পরীক্ষা তো শেষ হলো, সামনে একমাস গ্রীষ্মের ছটি। ছটিতে কক্সবাজার বেডাতে যাব জাবছি। তোর কী পরিকল্পনাঃ

আমার কোনো পরিকল্পনা করতে হয়নি, শলী। বাবা-মা আগে থেকেই সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন, আমার পরীক্ষা শেষ হলেই গ্রামের বাড়ি বেড়াতে যাবেন।

তই তো কখনো কল্পবাজার যাসনি, ইভা। চল, এবার আমার সঙ্গে কল্পবাজার বেডিয়ে আসবি। যদিও আমার পরিকল্পনাটা এখনো বাসায় বাবা-মাকে জানাইনি।

তাহলে তো বেশ ভালোই হলো। আমি বলছি কি শশী, তুই চল আমার সঙ্গে। আমাদের

গ্রামের বাড়ির পাশ দিয়ে ইছামতি নদী বয়ে গেছে। বিকেলে নদীর পাড়ে ঘোরার মজাটাই আলাদা। নদীর নির্মল বাতাস তোর সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দেবে এক স্বাস্থ্যকর আমেজ, আর সরজ গাছগাছালি তোর মনকে আরও সতেজ করে তুলবে।

তই যে কাব্য তরু করলি, ইভা।

🚦 কাব্য যে বাস্তব নয়, তোকে কে বললং গ্রীব্দের ভর দুপুরে আমবাগানে গিয়েছিস কখনো। নিবিড় ছায়ায় গাছপাকা আম খাওয়ার মজা কেমন টের পেয়েছিস কোনোদিনঃ পুরুরে সাঁতার কাটা আর মাঠ ভরা ধান দেখার আনন্দ যদি জানতি। আর বিকেলে নদীর তীরে বেড়াতে বেড়াতে সূর্যান্ত দেখা।

: কিন্ত গ্রামে যে ভীষণ গরম ইভা।

: ভুইতো গরমের দেশেরই মানুষ ইভা, গরমকে তোর ভর কেন? আমি মোটেই গরম-কাতর-নরম-মেয়ে নই। তাছাড়া আমাদের গ্রামের বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি আছে। গরম নিয়ে ভারনার কোনো কারণ নেই।

: তোর কথা তনে মনে হচ্ছে আমিও তোর সঙ্গী হয়ে যাই।

় সন্তিয় যবি, আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি আমাদের গ্রামের বাড়ি তোর ভালো না লেগে পারবে না। : হয়তো তাই। অসাধারণের পেছনে ছুটোছুটি করতে গিয়ে সাধারণ জিনিস দেখার মন

আমরা হারিয়ে ফেলি। : কবির কথায়, 'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া একটি ধানের শীষের উপর একটি শিশির বিন্দু।' : চল, তোর সঙ্গে গ্রামের বাড়ির সেই শিশির বিন্দুর খোঁজেই যাই। বাবা-মার কাছ থেকে

অনমতিটা পেলেই হলো।

• অবশাই অনমতি দেবেন।

: তাই যেন হয়।

০৬ বইমেলা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ। : এবার বইমেলা থেকে কী বই কিনলে, নয়ন?

: বইমেলায় গিয়েছিলাম, কিন্তু বই কিনিনি। কেবল ক্যাটালগ সঞ্চাহ করেছি।

: কেনং কেনার মতো কোনো বই পাওনিং বইমেলার প্রধান উদ্দেশ্য তো পাঠকদের সঙ্গে বইয়ের সংযোগ ঘটিয়ে দেয়া।

- · শুধ বইয়ের সঙ্গে পাঠকের যোগাযোগের কথা বলছ কেন? এছাড়া আছে পাঠকের _{সংস্} পাঠকের যোগ, পাঠকের সঙ্গে লেখকের ও প্রকাশকের যোগ। এই চতুবর্গ যোগাযোগ না বইমেলার সার্থকতা। বইমেলাতে আমি নিছক ক্রেতা নই। আমি একজন গ্রাস্থ্য ভিসেবেই সেখানে গিয়েছিলাম।
- ফারুক : আমি কিন্ত 'বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' বইটি কিনেছি। খুব মুলারক বই বই কেনার তালিকা থেকে এটি যেন বাদ না যায়।
- ি ঠিকই বলেছ। বাংলা একাডেমি বইমেলা উপলক্ষে ৪০% কমিশনে দিছে। একালত প্রকাশিত অভিধানসহ বেশ কয়েকটি বইয়ের নাম আমি লিখে রেখেছি।
- ফাব্রুক : বাহ, তুমি দেখছি মেলা থেকে অনেক বই কিনছো। তোমার কাছ থেকে বই নিয়ে 🖘 যাবে। চাইলে দিও কিন্ত।
- ভাবশাই দেব।
 - : জানো নয়ন, মেলার অধিকাংশ উলে মাত্র ২০% কমিশন দিচ্ছে।
- ় না, এরকম তো হওয়ার কথা নয়। মেলায় ৩০% কমিশনে বই বিক্রির নিয়ম রয়েছে। তমি কি এটা জান নাঃ
- ফারুক নয়ন তাহলে আমি কি বই কিনে ঠকেছি?
- ় বিষয়টা হার-জিতের প্রশ্ন নয়। মেলায় এরকম অসাধু ব্যবসায়ী থাকবেন এটা আশা ব্যা যায় না। আবার হিসাবেও ভুল হতে পারে। আবার একটু হিসাব করে দেখো তো।
- ফারুক : হিসাবের আর প্রয়োজন নেই। তুমি যে আমাকে সচেতন করে দিলে এটাই আমার জনা অনেক বড় পাওয়া হলো। এ নিয়ে বিক্রেতার সঙ্গে কিংবা নিজের সঙ্গে গোলমালে জড়াতে চাই না. বাবা।
- : আমি কী মনে করি জানোঃ ছাত্রদের জন্য একটা বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। তাহলে শিক্ষার্থীদের বই কেনা ও বই পড়ায় প্রতি আগ্রহ বাড়বে।
- ফারুক : কিন্তু বন্ধু, 'বই কিনে কেউ কখনো দেউলিয়া হয়নি।'
- শুনেছি, মেলায় এবার বিদেশি বইয়ের প্রাচুর্য খুব বেশি।
- ফাব্লুক : তেমন না। তবে অনেক দামি দামি বই আছে। এনসাইক্রোপিডিয়া জাতীয় বইগুলোক তো ছোঁয়াই যায় না। প্রাচীন চিত্রকলার ওপর একটি বই খুব পছন্দ হয়েছিল, কিবু দায শুনে পিছিয়ে আসতে হলো।
- : আমি কালই মেলায় যাব। আরও একবার যাবে নাকি আমার সঙ্গে?
- ফারুক : অবশ্যই যাব। তোমার সঙ্গে মেলায় যুরে একটা নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চাই। পছন্দ হলে দু-একটি বইও যে কিনবো না, এমন নয়।

০৭ সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি নিয়ে দুই বন্ধুর সংলাপ।

- : অপসংস্কৃতি বলে চেঁচানো আমাদের একটা ম্যানিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে।
- : 'অপ' শব্দের অর্থ খারাপ। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে খারাপ কিছু দেখলে অপসংস্কৃতি বলা ^{তো} অন্যায় নয়, দোষেরও নয়।

- দেখ, সুমন, আমরা বভ বেশি রক্ষণশীল। প্রচলিত পুরনো পথে হাঁটতে আমরা অভ্যন্ত। তার একটু ব্যতিক্রম হলেই বা তাতে একটু নতুনতু এলেই আমাদের গেল গেল রব। ছিন্দি সিনেমার গান, পশ্চিমা রক-পপের অনুপ্রবেশ মাত্রকেই আমরা সর্বনাশের কারণ বলে ভয়ে সিটিয়ে থাকি। অপসংস্কৃতি বলে চেঁচিয়ে দেশ মাথায় করি।
- ওভাবে ভাবছিস কেন?
 - ক্রীভাবে ভাববো বল।
- আগে সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতির বোধটা পরিষার করে নিই।
- শিক্ষা-দীক্ষা, গান, নাচ, নাটক এসবের একটা সাধারণ নাম হলো সংস্কৃতি। একেই ইংরেজিতে বলা হয় কালচার। কেউ বা কালচারের প্রতিশব্দ কৃষ্টি বলেন।
- বঝলাম। তারপবঃ
- এখন দেখতে হবে সংস্কৃতির ধারক ও বাহক কী?
- ় সংবাদপত্র, বই, সিনেমা, টেলিভিশন, বেতার, ভিডিও, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি।
- : এগুলোই হলো এক অর্থে সংশ্কৃতির উপকরণ। এদের ব্যবহারের ও পরিবেশনের দায়-দায়িত্ব অপরিসীম। এরাই মানুষকে শিক্ষা দেয়, মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলে, দেশাঅবোধের উরোধন ঘটায়, পারম্পরিক মমত্-সহানুভৃতি-সহমর্মিতার বোধ জাগায়, প্রেয়-প্রীতি-ভালোবাসার বিকাশ ঘটায়।
- : বুঝেছি, একেই বলে সৃস্থ সংস্কৃতি।
- ় ঠিক ধরেছিস। বিপরীত হলেই অপসংস্কৃতি। যা মানুষকে বিকৃত রুচির পথে ঠেলে দেয়, অবক্ষয়ের পথে চালিত করে, মানুষের মহৎ ভাবনা-চিন্তার অবলোপ ঘটায়, মানুষের প্রতি মানুষের দায়-দায়িত্ কর্তব্যবোধ ধ্বংস করে, ঘূণায় বিদ্বেষ-জিঘাংসায় অমানুষ করে তোলে, তাকে মানুষের গুড়বোধের পরিচয় বলবিং তাকে সংস্কৃতি, না অপসংস্কৃতি বলবিং
 - : তা না হয় হলো। কিন্তু পশ্চিমা ঝড়ের তাণ্ডব ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করে দেয় বলে কি সারা বছর ঘরের দরজা-জানালা রুদ্ধই থাকবে? বাইরের আলো হাওয়ার অবাধ চলাচলের পথ না থাকলে ঘরের মানুষটা বাঁচবে কী করে?
 - না, প্রবেশের সুযোগ অবশ্যই থাকবে। তবে অবাঞ্ছিতকে বর্জন করে কেবল বাঞ্ছিতটুকু নেবার যথার্থ গ্রহণী-ক্ষমতা ও সেই নির্বাচনী-মানসিক দৃঢ়তা থাকা দরকার। দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে এই উদার সমন্ত্রী মনোভাবের মধ্য দিয়েই তো জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি সব কিছুরই উৎকর্ষ সম্ভব।
- তাহলে বল, বাধাটা কেবল সুস্থতার অন্তরায় যেটুকু।

• অবশাই।

ob ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও ভর্তি কর্মকর্তা : প্রসঙ্গ কলেজ ভর্তির প্রক্রিয়া।

- : আসসালামু আলাইকুম, একটি তথ্য জানতে চাঞ্ছিলাম স্যার।
- : বলো, তোমাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?
 - : আমি এ কলেজে ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলাম, স্যার।

ভর্তি কর্মকর্তা : আমাদের কলেজে ভর্তির প্রক্রিয়া অত্যন্ত সহজ। প্রথমে তুমি আমার কাছ থেকে ক্রে ভর্তি ফর্ম কিনে তা যথাযথভাবে পরণ করবে। এখানে কলেজের ব্যাংক একাউন্ট নত বয়েছে। ব্যাংক একাউন্টে ভর্তি ফি হিসেবে প্রয়োজনীয় পরিমাণ টাকা জমা 🗞

এখানে বশিদটি ফর্মটির সাথে জমা দেবে।

তাহলে আপনি আমাকে একটা ক্রমিক নম্বর দেবেনঃ

শিক্ষার্থী না। আমি তোমাকে একটি প্রবেশপত্র দেব। তোমাকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশায়ত করতে হবে। তুমি যদি ঐ দিন এ কার্ডটি সাথে আনতে ভূলে যাও, তাত্ত্ তোমাকে পরীক্ষা দিতে দেয়া হবে না। সূতরাং সাবধান থাকবে, যেন এটা ভলে

· আর আমি যদি পর্যাপ্ত নম্বর না পাই. তাহলে কী হবে?

শিক্ষার্থী ভর্তি কর্মকর্তা : তমি যাচাই পরীক্ষায় কত নম্বর পেলে তার দ্বারা আমাদের এখানে ভর্তির যোগাতা নির্ভর কররে না। আমরা শ্রেষ্ঠ ফুলাফলকারী শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে প্রথম ৩০০

তার মানে, আমি যদি শ্রেষ্ঠ ফলাফলকারী প্রথম ৩০০ জনের মধ্যে অন্তর্ভূক হয় শিক্ষার্থী তাহলে ভর্তির অনুমতি পাব, তাই নাঃ

ঠিক বলেছ। এছাড়া তোমাকে একটি সাক্ষাৎকার পরীক্ষারও মুখোমুখি হতে হবে। লিখিত পরীক্ষায় ৮০ এবং মৌখিক পরীক্ষায় ২০ নম্বর। তমি সর্বমোট যত নম্বর পাবে, তার ভিত্তিতে তোমার যোগ্যতাকে যাচাই করা হবে।

: তাইতো দেখছি। এ তো বরং একটা বড়সড় যুদ্ধ। লিক্ষার্থী

: আর এজনাই তো তোমাকে একজন বড় যোদ্ধা হতে হবে। তোমার অস্ত্রপাতি নিয়ে সযোগটির প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ো।

আপনার উপদেশের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, স্যার। শিক্ষার্থী

০৯ দুই বন্ধু নিশি ও নিপা। বিয়ে বাড়িতে অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ নিয়ে তাদের মধ্যে সংলাপ।

় তুই বললি বলেই না লাল শাড়ি পরেছিলাম, পার্লারে গিয়ে সেজে এসেছিলাম অথচ তুই গেনি না। দে, এবার পার্লারের বিলের টাকা দে। না, না, কোনো অজুহাত তনতে চাই না.... নিপা : তোকে তো আগেই বলেছিলাম, চাচিকে রাজি করাতে পারলে যাব। কিন্তু ...। তোর মধ্যে

আমি তো আর সুখে নেই রে। তুই চাইলেই যা খুশি করতে পারিস। আমি গ্রামের মে^{রে,} চাচার বাসায় থেকে পড়ালেখা করি। আমার সমস্যা তুই বুঝবি না। ...। বাদ দে, ^{তর} চেয়ে বল, বর কেমন দেখলি? বরং মন্দ না। বয়স অবশ্য একটু বেশি। বেটে, মোটা, কালো। তবে বোঝা যায় টাকাওয়ালা।

খাওয়া-দাওয়া কেমন করলি?

় কমন মেনু : রোক্ট, রেজালা, বোরহানি, দই, মিষ্টি। বাড়তি অবশ্য রুই না কী মাছ যেন ছিল। নিশি

: খেয়ে বুঝতে পারলি না কী মাছঃ

: বিয়ে বাড়িতে গিয়ে আমি কখনও খাঁই না। তাছাড়া এখন আমি ডায়েটিং করছি। 💆 গেলে অবশ্য পেটপুরে খেতে পারতি। চাচার বাসায় কী না কী খাস।

১০ বাবা এবং ছেলের মধ্যে পড়ান্ডনো নিয়ে সংলাপ।

: রনি! তোমার পড়াশোনা কেমন চলছে?

ভালো, বাবা, কিন্তু আমি নিশ্চিত নই যে, আমি সঠিক দিকে এগোচ্ছি কি না। তমি কী বোঝাতে চাচ্ছঃ তুমি কি বলতে চাচ্ছ যে তোমার ভালো প্রস্তুতি হয়নিং

ঠিক তা নয়। সত্যিকার অর্থে আমার মনে হয় মোটামুটি ভালো প্রস্তুতি আছে কিন্ত কেউই একশভাগ আত্মপ্রতায়ী হতে পারে না. পারে কিং

আচ্ছা দেখি এদিকে এসো। তোমার সমস্যা খুলে বলো।

• তমি কী জানতে চাওঃ

কোন বিষষয়গুলোকে তুমি সবচেয়ে বেশি কঠিন বলে মনে কর?

: আমার কাছে গণিত, উদ্ভিদবিদ্যা এবং ইংরেজি কঠিন মনে হয়।

় এই ব্যাপার। ঠিক আছে, তাহলে ওগুলো থেকে গুরুত্পূর্ণ পাঠগুলো প্রতিদিন বেশি বেশি পড়বে এবং অন্যান্য বিষয়ও প্রত্যেকটি একদিন পর একদিন পড়ো।

- ঠিক আছে বাবা।

: তোমার নতুন ইংরেজি শিক্ষক সম্পর্কে তোমার মতামত কীং সে কেমন শেখায়ং : হাাঁ, উনি সত্যিকারেই ভালো শেখান এবং তিনি যে অনেক জানেন তা অস্বীকার করার

উপায় নেই। কিন্ত ... · কিন্ত কী ... ?

: আমার মনে হয় কারো কাছ থেকে ইংরেজি শেখার চেয়ে তা বরং নিজ থেকে শেখা উচিত।

: গুনতে ভালোই লাগছে, কিন্তু (তোমার কথা) বোঝার জন্য আমার একটু বেক্সি শোন

আমি বোঝাতে চাচ্ছি, পাঠ শিখে বা মুখস্থ করে ইংরেজি শেখা সত্যিকার অর্থে কঠিন।

: श्रां, তা ঠিক। কিন্তু তোমাকে তথু ঐ অর্থে শেখার ব্যাপারে নয়, তোমার পরীক্ষা ব্যাপারেও ভাবতে হবে।

তা জানি এবং সে কারণেই আমি না বলছি না। : আচ্ছা, লক্ষ্য কর রনি, তোমার জ্ঞানেরও প্রয়োজন এবং সার্টিফিকেটেরও প্রয়োজন, তাই নয় বি

• इंगा वावा।

🚦 আমি বুঝতে পারি তুমি মুখস্থ করাকে ঘৃণা কর। কিন্তু তুমি যদি শিখতে চাও তাহলে বুদ্ধিপুঠি উন্নয়নের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের পর তোমার জন্য আর কিছু মুখস্থ করা লাগবে না।

্ আমিও তাই আশা করি বাবা।

বদমেজাজি মালিক জালাল তালুকদার ও ধুরন্ধর ড্রাইভার শাকিল গাড়ির ক্রমবর্ধমান জ্বালানি খরচ নিয়ে তাদের মধ্যে সংলাপ।

: নাহ, শাকিল তোমাকে রেখে আমার আর চলছে না।

মহিভার : স্যার কী কিছু বললেন?

মালিক : তোমাকে এক কথা আর কতবার বলবং বলছি, তোমাকে রেখে আমার আর পোষাছে না। চিন্ন চিন্ন তো তোমার সিএনজি খবচ বেড়েই চলছে। সমস্যা কীঃ

ডাইভার : এটার আমি কী জানি স্যার।

মালিক : ওই দিন না গ্যাস বেশি খায় বলে গাড়ির কাজ করিয়ে আনলে?

ড্রাইভার :- কাজ তো আপনার পরিচিত লোকেরাই করণ। আমি তো বলেছিলাম রহিম তাইরের ওইখনে নিয়ে যেতে। আপনিই না কললেন বারিধারা নিয়ে যাও, আমার পরিচিত লোক আছে।

মালিক : গত রবিবার তেজগাঁওয়ের পেট্রোল পাম্পের বিল দিয়েছো কিন্তু ওই দিকে তো যাওনিঃ

ড্রাইভার : জ্যামের জন্যই তো ওই পথ দিয়ে যেতে হলো। তাই ওই দিক থেকেই সিএনজি নিয়েছি।

মালিক : গতকাল গাবতলী বাসন্ট্যান্ডে কেন গিয়েছিলেং

ড্রাইভার : হরেছে কী স্যার, আমার খালাতো ভাই-ভাবির সাথে রাস্তায় দেখা। তারা গাড়ি পাছিল না। এই জন্য একট্ট এপিয়ে দিয়ে এসেছিলাম আর কি-

মালিক : সন্ধার পর এক ঘণ্টা কাজ করালেও প্রতিদিন বাড়তি একশো করে টাকা দেওয়া লাগে, অর আমার গাড়িতে তোমার আধীয় নিয়ে সিমে বিল ধরিয়ে দাও আমার হাতে। তা-ও সহ্য হতে যদি সে আখীয় আসলেই তোমার আখীয় হতো! খাপ মারা তোমার পুরানো অভাস-

দ্রাইভার : না স্যার, এত সন্দেহ হলে তো আর থাকা যায় না। আমাকে বাদ দিয়ে দেন।

মাণিক : আমি তো বাদ দিতেই চাই, কিন্তু তোমার ম্যাভামের জন্মই তো পারি না। সামনের মাস থেকে তোমার বেতন তোমার ম্যাভামের কাছ থেকে নেবে।

ড্রাইভার : ঠিক আছে। ম্যাডাম আপনার মতো এত হিসাব করে না।

মালিক : কি বললে?

ড্রাইভার : না, বললাম কোন দিকে যাব স্যার?

নিয়মধ্যবিত্ত পরিবারের উচ্চাভিলাধী কন্যা লাবলী ও নিরীহ মা : প্রসর্ব হিন্দি ছবির নায়িকা হওয়ার প্রবল আত্মবিশ্বাস।

: তুই নায়িকা হবিং বলিস কীং

লাবদী : কেন, আমার কথা তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না রুঞ্চিং পত্রিকায় পড়োনি, থিন্দি সিনেমার বৃদ্ধ বড় নায়িকারা এক সময় এক্সট্রা ছিল। তারা ধুব সাধারণ পরিবার থেকে সুপারসীর ক্রয়েছে। আমিও হব।

মা : কিন্ত-

াবণী : কিন্তু কী?

মা : তাদের তো সে যোগ্যতা ছিল-

লাকণী : মা হরে এমন কথা ভূমি বলতে পারলে, ছিং মানলাম, আমার হাইট একটু কম ভিত্ত ও ছিট ১১ ইঞ্জিকে কী পাঁট কলা যায়ং বলো, কী চুপ করে আছ কেনঃ ও পারোর বারে কথা কলবে তো, জানি। পোনো মা, আজকাল ফর্সা মেয়েদের কোনো কদর কেই, কুপাল ফুর্মু ছিল্পের মূখ-আলভাজ্ঞে নায়িকভাগ্রেলার বীছিল বনর সব আমি জানি– সবগ্রগেই বারো পেন্নি, বুৰুগো কিছু আমি কাপো নই, পায়ালা। কিন্ত তোমার নাক, ঠোঁট-

 মা, আমার ভালো দিক কী কিছুই তোমার চোখে পড়লো নাঃ চাপিটা নাকের মেয়েদের মধ্যে একটা কন্টিনেন্টাল ছাপ থাকে, বৃঞ্জলেঃ আর মোটা ঠোঁটের মেয়েরা ফিল্ম ইক্রাপ্তিতে আলাদা একটা কদর পায়।

তই তো নাচ জানিস না, মারপিট জানিস না, তার কী হবেং

ু আহা, জানি না- শিখে নেবো। দেখো মা, আমি হবো এই দেশের টপ নাহিকা। বাংলা ছবিতে অভিনয় আমি করবো না। বেছে বেছে পরিচাগানের সাথে কাজ করবো আমি। এই ধরো কবন জোবে, সম্ভয় গীলা বানসালি, রামগোপাল তার্মা, রাবেন্দ রোপন- এদের সাথে। ডা-ও ক্রিন্ট যানি পছন না হয়, সোজাসাধী না করে সেবো।

তাই নাকি!

্র এভাবেই তো নতুন নারিকা হিট হয়। শাহেকার খান, আমীর খান বা সালমান খানের মতো বুড়ো নায়কদের ছবি যে মাঝে মাঝে হিট হয় সোটা কিন্তু তাদের জন্য নয়– ওই ছবির মাজন নায়িকার জন্য।

্ ভুই একটু এই ঘর থেকে যাবিঃ আমার মাখা ব্যখাটা আবার বেড়েছে। একটা এইস আর একগ্রাস পানি দিবি, মাঃ তোর বাবা আজ সিএলজি চালাতে যাবে নাঃ গিয়ে বল, ঘরে বাজার নাই। আর যাবার সময় লাইটটা অফ করে নিয়ে যা।

কাৰী : আমি আমার পরিকল্পনার কথা বলতে এলেই তোমার মাথা ধরে যায়, না? তোমাকে না কত বার বলেছি আমি নায়িকা হলেই তোমাদের সবাইকে নিয়ে মুখাই চলে যাব। জুহ বিচে বাংলো বাডি কিনব।

য : আহু, তুই যাবিং দক্ষী : যাচ্ছি, যাচ্ছি...

১০ পার্সেল প্রেরক শিপলু ও পোস্টমান্টার : প্রসঙ্গ বিদেশে পার্সেল পাঠানো।

াজ্ব : আমি ইন্যোনেশিয়াতে একটা পার্কেল পাঠাতে চাঞ্চিলায়। আমাকে কী করতে হবে? াউমান্তার : প্রথমে আপলাকে বলি, আপনি এ গোক্ট অফিস থেকে ৫ কেজির বেশি ওজনের পার্কেল পাঠাতে পারবেন না। আর আপনি কি পাঠাতে চান?

• কিছ বই।

্ৰুলাইন : ও, আছা। তাহলে প্ৰথমে আপনাকে বইগুলো প্যাকেট করতে হবে। আপনি কাশজ বা কাপড় দিয়ে তা মুড়িয়ে নিচে পাকেন। কিন্তু এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, মোড়কটা যথাবেখাবে যোড়ানো হয়েছে, যেন বাবুৰ্থনির কারণে ক্রেতরের জিনিল বের না কয়ে আসে।

• বেশ। তাবপবং

: তারপর আপনাকে ডানে গ্রাপকের ঠিকানা এবং বামে প্রেরকের ঠিকানা লিখতে হবে। আপনি অবশা প্রাপক ও প্রেরক উভয়ের টেলিফোন নম্বরও লিখতে পারেন। : আমাকে কি কোনো ফর্ম পূরণ করতে হবে?

নিক্স বাংলা ২৯

পোঁতমাতার : না। ঐ সব কাজ আমিই করে দেব। এখন ... দাঁড়ান দেখে নিই ... এ পার্সে_{তিষ্}

শিপল : এই নিন (টাকা)। সাহায্যের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

পোন্টমান্টার • আপনাকেও ধনাবাদ।

১৪ ব্যায়াম করার উপকারিতা নিয়ে দুই বন্ধর মধ্যে সংলাপ।

প্রীতম : এই সঞ্জয়! কেমন আছঃ

সঞ্জয় : ভালো, তমি কেমন আছ, প্রীতমং

প্ৰীতম • এই আছি আব কি।

সগুর : কেন কোনো সমস্যাহ

প্রীতম : ঠিক তা নয়। কিন্তু আমার আসলে তেমন ভালো লাগছে না।

সঞ্জয় : তোমার সমস্যার ব্যাপারে আমাকে বলো তোং

প্রীতম : আসলে, আমি এটাকে সমস্যা বলব কি না জানি না। আমি প্রাণচাঞ্চল্য অনুভব করছি না আমি রাতে প্রায়ই ঘুমাতে পারি না কিন্তু দিনে আমার অবশ্যাই ঘুমানো লাগে। তুমি জ্ঞ দেখেছ যে আমি প্রাণিকক্ষে ঘুমে তলে পতি।

সঞ্জয় : হাা, বুঝেছি। কিন্তু আমার ধারণা তোমার সমস্যা খারাপ থেকে আরো খারাপ হবে যদি ...

প্রীতম : যদি ...? যদি কী বলো?

য় : যদি তমি ব্যায়াম না করো।

প্রীতম : তমি কি ব্যায়াম করো?

সঞ্জয় : হাঁা করি। এবং এ কারণেই আমি উদ্যমী অনুভব করি। আমার কাজ করার শক্তিও আছে। আমার রাতে গভীর দুম হয় আর এজন্য আমাকে ক্লসরুমে দুমানোর প্রয়োজন পড়ে না।

প্রীতম : সম্ভবত ব্যায়াম স্বাস্থ্য গঠন করে।

গঞ্জয় : তুমি 'সঙৰত' বগছ কেনা; এটাই সত্য। ব্যায়াম তোমার বক্ত চলাচলের প্রক্রিয়াই ভালোভাবে সংঘটিত হতে সাহায় করে। এটা অভিরিক্ত চিনি এবং চর্বি, যা সেরে গভীর বেড়ে উঠতে চায় ভাকে পুড়িরে বেগল। এভাবে তা তোমাকে উচ্চ রকতাপ, ইনর্মাই, ভায়ারোচিস এবং অনেক ধরনের সাধারণ অস্তৃত্বতা থেকে রক্ষা করে।

প্রীতম : বিষয়টি বুঝিয়ে বলার জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। আগামীকাল থেকে নিয়মিততাবে

ব্যায়াম করার জন্য আমি আমার মনকে প্রস্তুত করে ফেলেছি। সঞ্জয় : এটা আসলেই খব ভালো একটা সিদ্ধান্ত।

১৫ একজন শিক্ষক এবং একজন ভাভারের কাজের সাদশ্য নিয়ে দুই ছাত্রের মধ্যে সংগাপ

ছাত্র-১ : তুমি তো জান যে আমাদের শিক্ষক আমাদের প্রত্যেককে একে অপরের সাথে ^{একজন} শিক্ষক এবং একজন ডান্ডারের জীবন সম্বন্ধে কথা বলতে বলেছেন। সুতরাং এগো ^{প্রশ্ন} করি এবং উত্তর দিই।

ছাত্র-২ : নিশ্চয়ই। শিক্ষকের নির্দেশ অনুসারে কাজ করার আগ্রহের জন্য ধন্যবাদ।

্রাক্ত : আচ্ছা, একজন ডাজারের জীবন এবং একজন শিক্ষকের জীবন নিয়ে তুমি কী চিন্তা কর? তোমাকে অবশাই আমানের দেশের প্রেকাপটে কথা বলতে হবে।

আমার মনে হয় একজন ডাক্তার এবং একজন শিক্ষকের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে।

• কীভাবেঃ

্রাক্ত : কেন, উভয়ের লক্ষ্য অন্যদের জীবনকে সহজ করা। শিক্ষক সমাজের বৃদ্ধিবৃত্তিক স্বাস্থ্য গঠন করেন। একইভাবে, ডাক্তার সমাজের শারীরিক স্বাস্থ্য গঠন করে।

্রাক্ত : এক অর্থে তা সত্য। কিন্তু আমার মনে হয় সমাজে শিক্ষকের জীবন বেশি শুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সে জীবন আমাদের সমাজে অবহেশিত রয়ে যাচ্ছে।

্র : তমি এমনটি মনে করছ কেনঃ

हात-১ : শুধু ডান্ডার এবং শিক্ষকের আয়ের স্তরের পার্থক্যের দিকেই তাকিয়ে দেখ না। তুমি কি কল্পনা করতে পার ব্যাপারটা কেমন দেখায়ঃ

ক্সান : আচ্ছা, আমি বলছি। একজন কলেজ বা স্কুল শিক্ষকের আয় প্রতি মানে পানের থেকে বিশ হাজার টাকা এবং একজন ডান্ডারের গড় আয় মানে প্রায় সন্তর থেকে আশি হাজার টাকা। এবার ভারলে ভেবে দেখা

ন্ধার-১ : তাই তো। একটি জাতি কীভাবে সমুষ্ট হতে পারে, যদি একজন জাতি-গঠনকারী সমুষ্ট না হয়?

ন্ধান- : সভিকার অর্থে, আমি দুটো জীবনের এ দিক সম্পর্কে আগে ভাবিনি। আজকের আলোচনা আমার জ্ঞান চক্ষ খলে দিয়েছে।

🔊 মা ও মেয়ের মধ্যে সংলাপ যেখানে মেয়ে তার হোক্টেল জীবন সম্পর্কে মাকে বলছে।

: শিল্পী, আমি তোমার হোক্টেল জীবন সম্পর্কে জানার লোভ সামলাতে পারছি না। তুমি কি আমাকে এ বিষয়ে বল্পবেঃ

: অবশ্যই, মা। এটা একটা সত্যিকারের সুন্দরজীবন। আমি এতদুর পর্যন্ত বলব যে, যারা হোস্টেল জীবনের স্বাদ পারানি তারা জীবনে বড় কিছু হারিয়েছে।

: তুমি এ ব্যাপারে আগ্রহে এত ফেটে পড়ছো কেন? এর মধ্যে এমন কী আছে, শিল্পী?

হৈ। হোকেল জীবন নিয়ন্ত্রিত, সত্য, কিন্তু আবার খুব মুক্তও। কেউ তোমাকে নির্দিষ্ট সময়ে পড়তেও বলবে না, ঘুমাতেও বলবে না।

্রব্রেছি। তার মানে সেখানে মোটেও কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

া না মা, ঠিক তেমনটা নয়। সেখানে সত্যিকার অর্থেই নিয়ন্ত্রণ আছে। উদাহবণস্বরূপ, রাতে ৮ টার পর ভূমি বাইরে থাকতে পারবে না। পেন্ট রুম ছাড়া কোনো পুরুষ বন্ধু হোক্টেনের ভেক্তর চুকতে পারবে না।

ি কিন্তু হোক্টেলে আমি আমার মেয়ের নিরাপন্তার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন।

: ওব্ মা! ওখানে সব রকমের নিরাপত্তার আয়োজন আছে। কিন্তু আকর্ষণ হলো ঐ যে তোমার কথা বলার মতো অনেক বন্ধু আছে। তুমি বিভিন্ন খেলাও খেলতে পার।

জনতে তো ভালোই লাগছে। খাবারের অবস্থা কেমনঃ

भिन्नी · ७ इंग आप्रता आप्राप्तत द्वाटिंग्ल य थावात थाँदे मिण मता ना दला यथि है है है মাঝেমধ্যে তমি যদি মনে কর যে নতুন কিছু খাওয়া প্রয়োজন, তাহলে তুমি পার্নতঃ হোটেলেও যেতে পার।

: লেখাপডার কী অবস্তা?

শিল্পী • শেখা এবং ভালো প্রাড় অর্জনের জন্য যত ধরনের সাহায্য প্রয়োজন তা হোটেলে আছে 🛼 ক্রাসের সব ছাত্রীরা খবই সহযোগিতাপর্ণ। তারা নোটসহ আমাকে অনেক সাহায্য করে।

় আমি সব ব্যাপার জেনে আশ্বন্ত হলাম। কিন্তু তুমি কি মনে কর না যে এমন কিছু আছে 📆 হোপ্টেল ভোমাকে দিতে পারে নাঃ

শিল্পী · আমি অবশাই তা অনভব করি মা। আমি জানি যে, হোক্টেল আমাকে আমার মা দিছে পারবে না। এ কারণেই আমি যখনই ছটি পাই তখনই বাড়িতে ছুটে আসি।

১৭ বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ প্রার্থনা করে একজন ছাত্রের কলেজ অধ্যক্ষের সাথে সংগাপ।

: আসসালামু আলাইকুম স্যার। ভেতরে আসতে পারি?

: হাা, এসো। বলো আমার কাছে কিসের জন্য এসেছো?

: স্যার, আমাকে যদি বিনা বেতনে অধ্যয়নের অনুমতি দেয়া হতো।

: ঠিক আছে, কিন্ত ভূমি তো জানো, ছাত্রদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের অনুমতি দেয়ার জন্য

কিছু নিয়ম আছে। তোমার পারিবারিক ইতিহাস সম্পর্কে বলো। তোমার বাবা কী করেনং

: স্যার, তিনি একজন খুবই দরিদ্র কৃষক।

অধ্যক্ষ : আচ্ছা। তোমরা মোট কতজন ভাইবোন এবং তারা কী করে?

্ স্যার, আমি সবচেয়ে বড় ছেলে। আমার ছোট ভাই আপনার এ কলেজেরই একাদশ শ্রেণির ছাত্র। আমার একজন ছোট বোন আছে, যে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে।

অধ্যক্ষ : একজন কৃষক হয়ে তোমার বাবা কীভাবে তোমাদের তিনজনের পড়াহনার ব্যয়ভার বহন ক্রারমঃ আত্মি সজিটে অবাক হচ্ছি।

: স্যার, এটা সত্যিই আশ্চর্যজনক। কিন্তু বর্তমানে তিনি অসহায় বোধ করছেন। তিনি আমাকে বলেছেন যে, আমি যদি বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ না পাই তাহলে আমাকে পদ্যান্ত্রনা ছাদ্রতে হবে এবং তার সাথে মাঠে কাজ করতে হবে।

অধ্যক্ষ : না, না, তা কীভাবে হয়? তাছাড়া তুমি একজন ভালো ছাত্র। আচ্ছা, এই ফর্মটি নাও এবং বর্ণিত উপায়ে পুরণ করো এবং জমা দাও। আমি আশা করি পরিচালনা পর্যন তোমার্কে বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ দেবেন।

: আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, স্যার। আমি আপনার প্রতি কৃতক্ত থাকব।

১৮ নিয়োগদাতার সাথে চাকরিপ্রার্থীর ভাইভার সংলাপ।

: আসসালামু আলাইকুম। ভেতরে আসবো, স্যার।

নিয়োগদাতা : হাাঁ, আসুন, আপনিই কি মি. ইলিয়াসঃ

: জ্বী স্যার। আমার পুরো নাম ইলিয়াস খন্দকার।

্রাগদাতা : আমরা পুজ্থানুপুজ্থরূপে আপনার সিভি এবং আবেদনপত্র পড়েছি। আমরা খুশি যে. আপনি আমাদের প্রয়োজনের কিছু মেটাতে পেরেছেন। এ কথা সত্য যে, যেহেত এটা মার্কেটিং পোস্ট সেহেত শহরের মধ্যে এবং সারা দেশেও ব্যাপক ঘোরাঘরির দরকার হবে। আপনি কি মনে করেন এ জন্য আপনি শারীবিকভাবে যোগাং

ু সত্য কথা বলতে কি, স্যার, ঠিক এ ব্যাপারটাই আমার স্বচেয়ে বেশি পছন। যেহেত আমি এখনো অবিবাহিত, সেহেত ব্যাপকভাবে ভ্রমণে আমার কোনো বাধা নেই।

রুয়াগদাতা : ভালো। আপনি পরিসংখ্যানে কতটা ভালো?

: মার্কেট থেকে সংগৃহীত তথ্যকে বিশ্রেষণ করার জন্য আমি পরিসংখ্যানের মডেল ব্যবহার করতে পাবি।

ক্রাপ্রদাতা · আপনি কি কম্পিউটার অপারেটিং করতে জানেনং

: স্যার, আমি MS Word, Data base Programming, এবং Excel জানি।

নিয়োগদাতা : বেশ, আপনি কত টাকা বেতন আশা করছেন?

স্যার, আমার বর্তমান প্রতিষ্ঠান থেকে আমি প্রতি মাসে ২০০০০ টাকা বেতন পাই। এটা নিশ্চিত যে, আমি অন্য কোথাও আরও ভালো সুযোগ খুঁজব।

নিয়োগদাতা : ঠিক আছে। আমরা আপনাকে প্রতি মাসে ২৫০০০ টাকা বেতন দেব। কোম্পানির নিয়ম অনুযায়ী আপনার আরও কিছু সুযোগ-সুবিধা থাকবে।

ঠিক আছে স্যার, আমি আপনার প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে চাই। বিয়োগদাতা : তাহলে আপনি আগামী ১ তারিখে এসে জয়েন করতে পারেন।

আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, স্যার।

অনেকদিন পরে দেখা হয়েছে এমন দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ।

: আরে বন্ধু দুলাল। কেমন আছো? অনেক দিন আগে আমাদের শেষ দেখা হয়েছিল।

় হাা সমীর, আমি ভালো আছি। তুমি কেমন আছোঃ আমাদের এক সাথে খেলায় হারিয়ে যাওয়ার দিনগুলো তোমার মনে আছে? আমাদের গ্রামে থাকার সময়টা কতই না সুন্দর ছিল।

: তোমার এখনো মনে পড়ে? তখন আমরা মাঠে এক সাথে খেলতাম, নদীতে সাঁতার কটিতাম এবং কোনো গন্তব্য ছাড়াই পথ দিয়ে অনেক দূর হাঁটতাম। কিন্তু এখন পড়াতনার চাপ কাঁধে বোঝার মতো চেপে বসেছে। জীবন হয়ে গেছে সংকৃচিত।

: আসলে জীবনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে আছে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব ও আনন্দ। এখন জীবন মানে জীবনের জন্য প্রস্তুতি। প্রকৃতপক্ষে এটা একটা চ্যালেঞ্জ, তাই নাঃ

: श्रा, আসলে প্রত্যেকেই সবার জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে একেকজন শিশু। কে না চায় একটা দায়-দায়িত্হীন সময়?

: আসলেই, এ সময় তুমি আবারও পাবে যখন বৃদ্ধ হয়ে যাবে।

৪৫৪ প্রয়েসর'স বিসিএস বাংলা

সমীর : যাই হোক, ভবিষ্যতে কী হবে বলে স্থির করেছ?

দুলাল : ডাক্তারি পড়ার জন্য দেশের বাইরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

সমীব • এটা একটা ভালো চিন্তা। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হব।

• এটাও অসাধারণ। আমাদের সমাজে সব ধরনের মানুষই প্রয়োজন আছে। তোমান মোবাইল নম্বরটা দাও। মাঝেমধ্যে ফোনে আলাপ হবে। আপাতত বিদায়। দেশের বাইচ্ছ যাওয়ার আগে আবারও দেখা হবে ইনশালাহ।

ক্রলের বার্ষিক ক্রীড়া বিষয়ে দুই বন্ধর সংলাপ।

পলিন : গালিব, গতকাল তুমি দেখা না করেই চলে গেলে।

গালিব : হাঁয় পলিন। বিকেলের দিকে শরীরটা ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। তোমাকে খুঁজেছি. না পেছ পরে চলে গিয়েছি।

পলিন · হাা। গত তিনদিন ছিল উত্তেজনা আর কাজে ভরপুর। গত রাতে আমি খুব ক্লান্তিবোধ করেছি এবং এত ঘুমিয়েছি যে এখন খুব ভালো লাগছে।

গালিব : খেলার প্রোগ্রামটা আসলেই খুব মজার ছিল। আমাদের প্রায় ১৫-১৬টি ইভেন্ট ছিল। তমি তিনটাতে অংশগ্রহণ করেছিলে এবং একটাতে প্রথম প্রস্কার পেয়েছ।

পশিন : তুমিও ভালো করেছিলে। যাহোক, ফাহিম পাঁচটি ইভেন্টে অংশ নিয়ে যে তিনটিতে প্রথম পরস্কার জিতেছিল তার নৈপুণ্য দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম।

গালিব : তার প্রচর প্রাণশক্তি।

পলিন : আর সে পরীক্ষাতেও ভালো করে।

গালিব : মাঠের সাজগোছ এবং ঐ দিনের আয়োজন বিষয়ে তোমার কী মতামতঃ

পলিন : সাজগোছ ছিল খুবই সুন্দর। তারপরও আমি মনে করি আমরা আরো গাছ, রভিন ফুল ও পাতা ব্যবহার করতে পারতাম পরিস্থিতিকে আরো প্রাকৃতিক মনে করার জন্য।

গালিব · অনেকটা গলফ মাঠের মতো?

গালিব : কিন্তু সেটা হতো প্রচুর খরচের ব্যাপার। আমরা যা করেছি তা খুব খারাপ ছিল না।

গালিব : আর আমি অপেক্ষায় আছি আগামী বছরের খেলার দিনের জন্য।



এর আধুনিক বিশ্বে যোগাযোগের একটি প্রধান মাধ্যম। আমাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব, যারা দ্ধ-দরান্তে বাস করে চিঠিপত্রের মাধ্যমে আমরা তাদের সাথে সংবাদ আদান-প্রদান করে থাকি। জ্ঞান্ত সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন কাজকর্ম থেকে তবং করে ব্যবসায়িক লেনদেন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে চিঠিপত্র এখনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

গানের প্রকারভেদ : পত্রকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা হয়। যথা : ১. অনানুষ্ঠানিক পত্র এবং ২. আনষ্ঠানিক পত্র।

 অনানুষ্ঠানিক পত্র : আত্মীয়-স্বজন, বন্ধ্র-বান্ধর এবং পরিচিত ও অপরিচিত ব্যক্তিবর্ণের কাছে এ ধরনের পত্র লেখা হয়। ব্যক্তিগত পত্র এ পত্রের অন্তর্ভুক্ত।

২ আন্দ্রানিক চিঠিপত্র :

 ব্যবসায় সংক্রান্ত পত্র : বৈষয়য়ক কাজকর্ম ও ব্যবসায়িক লেনদেন সংক্রান্ত যোগাযোগ এ ধরনের পতের মাধ্যমে করা হয়।

খ, অঞ্চিস সংক্রোন্ত পত্র : সরকারি ও বেসরকারি অফিসসমূহের বিভিন্ন প্রকার আদেশ ও নির্দেশ এ ধরনের পত্রের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের দরখাস্ত, নিয়োগ ও ছুটির আবেদন, প্রশংসাপত্র, অভিযোগপত্র, স্মারকলিপি (Memorandum) ইত্যাদিও অফিস সংক্রান্ত পত্রের অন্তর্ভুক্ত।

 সামাজিক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণপত্র : বিভিন্ন প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণপত্রসমূহ সামাজিক পত্রের অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের পত্রকে ব্যক্তিগত পত্রের পর্যায়ভূকণ্ড ধরা হয়।

ছ. সংবাদপত্তে প্রকাশের জন্য পত্র : যেসব পত্র জনস্বার্থে, সাধারণত সংবাদপত্রে প্রকাশের উদ্দেশ্যে পত্রিকা সম্পাদকের বরাবর রচিত হয়, সেগুলোকে সংবাদপত্তে প্রকাশের জন্য পত্র বলে।

বিষ্কৃত্রস লিখিত পরীক্ষার সিলেবাসে পত্রলিখন অংশে অফিস বা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত পত্র, আধা ^{ব্রতি}ষ্ঠানিক পত্র, স্মারকলিপি এবং ব্যাবসায় সংক্রান্ত পত্র অন্তর্ভুক্ত থাকায় আলোচ্য অধ্যায়ে এ ব্যিতলো নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

অফিস সক্রোন্ত পত্র (Official Letter) : সরকারি বা বেসরকারি অফিসে কর্মন্ত কর্মচারীশান স্ন চিঠিপত্র লিখেন অথবা জনসাধারণ অফিসে ফেবন চিঠি লিখে থাকেন, সেন্ডলোকে অফিস সংক্রোন্ত পত্র বলে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রোন্ত পত্রান্ত অফিস সক্রোন্ত পত্রের অন্তর্ভক ।

আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পর (Demi-official Letter): সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমপর্বায়ক্ত বিভাগ ন কর্মকর্তাদের মধ্যে পারম্পরিক অনাসুষ্ঠানিক কিছু গোপন তথা আদান-ক্রদানের জন্য যে চিঠি ব্যবহার করা হয় ভাকে আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্র বা Demi-official Letter বলে। একে Semi-official Letter-ও বলে।

বাৰসায়িক পত্ৰ (Business Letter): যে চিঠিপত্ৰে ব্যবসায় অথবা কাৱবার সম্পর্কিত তালাপ-আলোচনা, পণ্যের ফরমায়েশ প্রদান, অভিযোগ, তথা অনুসন্ধান ইত্যাদির থবরাথবর দেয়া ও নেয়া হয় তাকে ব্যাবসায়িক পত্র বলে।

স্থারকণিপি (Memorandum) : নির্দিষ্ট অভিযোগ বা দাবি-দাওয়ার কথা স্বরণ করিয়ে দিতে ভোলে সমাজ, গোষ্ঠী বা দলের হয়ে (সাধারণত ব্যক্তিগত স্বাক্ষরহীন) যে পত্র লেখা হয় তাকে স্বারকলিপি বলে।

অফিস সংক্রান্ত ও আধা-প্রাতিষ্ঠানিক পত্র

বৈষয়িক ও ব্যবহারিক নানা কাজে আমানেরকে বিভিন্ন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কাছে যেসব চিটপন্ন দিখতে হয় সেওপোকে কথা যেতে পারে অফিস সডেমান্ত পত্র বা Official letter. এ ধরনের পত্রের সংগ্র পড়ে ছৃটি, বৃত্তি, চাকরি বা এ ধরনের আবেদনপত্র কিংবা কোনো কিছুর অনুমত্রিক লাভেক আবেদা (শিক্ষা সম্পরের অনুমতি, সান্ত্র্কিতক অনুষ্ঠানের অনুমতি, মাইক ব্যবহারের অনুমতি ইত্যাদি), সবকর্তা বা বেসকরারি ব্যতিষ্ঠানের কাছে কোনো অভাব-অভিযোগ বা সমন্যা নিসনে কার্যকর বাবহা প্রহণ্ড আবেদন (যেনন– ডাকখর, নগকুপ ইত্যাদি স্থাপন, রাপ্তাখাট মেরামত, রাণ সাহায্য প্রার্থনা, নগরির ভাঙন রোধে পদক্ষেপ বাহুল ইত্যাদি।)

এ শ্রেণির পরে কেবল মূল প্রসঙ্গ ও প্রয়োজনীয় বন্ধবা, বিষয় প্রাথান্য পায়। বন্ধবা উপস্থাপনে ধারাবাহিকজ্ঞ ও পারশর্ষে রক্ষা করতে হয়। সে সাথে বিশেষ নজর রাখতে হয় ভাষার সরলতা, "পটতা ও প্রায়েনিক অন্তভার ওপর। এ ধরনের পরের ছক্ষ বা কাঠায়ো যথাযথভাবে অনুসরণ করা বিশেষ গুরুত্ব বর্বন করে।

অফিস সংক্রান্ত পত্রের অংশ-বিভাজন

এ ধরনের পত্রে মোটামুটিভাবে নিচের ছক বা কাঠামো মেনে চলা দরকার :

- ভারির : উপরে বাম দিকে (পূর্বে ভান দিকে লেখা হতো) চিঠির তারিখ দিতে হয়। তারিখ একেবারে নিচে আবেদনকারীর ঠিকানার নিচেও দেয়া চলে।
- ২. পত্র-প্রাপকের ঠিকানা : পত্রের ভরুতে বাম দিকে পত্র-প্রাপকের প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানা লি^{ত্তি}
- ত. বিষয় : এ ধরনের পত্রে পত্র-প্রাপকের ঠিকানার নিচে সামান্য ফাঁক রেখে "বিষয়" ব্লানি নিচা তার পাশে পত্রের মূল বিষয় খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হয়, যেন দিরোনাম দেখেই পত্র প্রাপক পত্রের বিষয়বর সম্পর্কে ধারণা করতে পারেন।

সঞ্চামণ : অফিসিয়াল পত্রে নিবেদন, জনাব, মহাজন, মান্যবরেষু, মহোদয় ইত্যাদি সঞ্জয়ণের যে কোনো একটি প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে হয়।

মূল পাঝাংশ: পত্নের মূল বক্তবা এ অংশে থাকে। সাধারণত দুটি অনুম্ছেদে এ বক্তবা উপস্থাপিত হয়। প্রথম অনুম্ছেদে বক্তবা বিষয় বা সমস্যার প্রকৃতি ভূলে ধরা হয়। বিভীয় অনুম্ছেদে পত্র-প্রপাকের কাছে যে জন্য পত্ন লেখা হচ্ছে দে বিষয়ে আবেদন করা হয়ে থাকে।

क्षेत्राक्ष अध्यक्ष : विनाय अध्ययण आधावण विनीज, विनयावनक, निरमक कैछानि वायब्रज वरा थारक। नाम-वाक्षत : विनाय अध्ययणत निर्धः जब-व्यव्यवन नाम-वाक्षत कराज दश । जब-व्यव्यव काराज अक्रिकेन या ज्यावणत अधिनिधिकु कराज जा नाम-वाक्षत्वत निर्धः विकानामर केंद्राव्य करा वरा वारक।

বাধীনতা সঞ্চানের ইতিহাস মাধ্যনিক পর্যারের সকল শ্রেণিতে পাঠ্যপুত্তকের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার
 বিষয়ের যুক্তি দেখিয়ে কর্তুপক্ষের নিকট একটি আবেদনপত্র লিখুন।

নারিখ : ১২,০৩,২০১৫

বিষয়: মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যবইয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন।

জনাব,

 তাদের জাতীয় ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত করার বিকল্প নেই। আর সেক্ষেত্রে মাধ্যমিক পর্বারের _{স্কুল} প্রেণিতে মুক্তিযুদ্ধের ধারাবাহিক ইতিহাস সংযোজনের বিকল্প নেই।

অতএব, জনাবের সমীপে আবেদন মাধ্যমিক পর্যারের সকল শ্রেণিতে স্বাধীনতা সঞ্চামের সঠিক ইতিহাল সংযোজনের মধ্য দিয়ে নতুন প্রজন্মকে তাদের গৌরবোজ্জ্প ইতিহাসের সাথে পরিচয় করিয়ে দিত্ত মহোদারের স্বাধান্তাই য

বিনীত নিবেদক

মাদারীপুর মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক সমিতির পক্ষে

(শাফিনা নেওয়াজ)

সভাপতি, মাদারীপুর মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক সমিতি, মাদারীপুর

০২ ব্যাক্তক 'পিনিয়র অফিসার' পদে চাকরির জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বরাবর একটি আবেদনপর পিপুন।

তাবিখ : ২০.০২.২০১৫

ব্যবস্থাপনা পরিচালক উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয়, উত্তরা ব্যাংক ভবন মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

বিষয় : সিনিয়র অফিসার পদে নিয়োগের জন্য আবেদন।

ক্রমাব

বিনীত নিবেদন এই যে, গত ৬ ষেক্রয়ারি ২০১৩ তারিখের গৈনিক প্রথম আলোঁ পত্রিকায় প্রকণিত বিজ্ঞান্তির মাধ্যমে জানতে পারলাম আপনার অথিনা নিনিয়ে অথিনার পদে কিছু সংবার অভিজ্ঞতদশর্ক কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়ে তিক্ত পদের জন্য একজন আরম্ভী আই হিসেবে নিচে আমার পূর্বাক জীবনবৃত্তর, নিজ্ঞাগত মোধাতা ও অভিজ্ঞতা সম্বর্জিত ক্যামি আপনার অবগতির জন্য দেশ করবাম।

নাম : শরিযুল ইসলাম পিতার নাম : ফথরুল ইসলাম

মাতার নাম : ফাতেমা ইসলাম

বর্তমান ঠিকানা : ৩০/১ মনিপুর, মিরপুর, ঢাকা স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : শ্রীফলতলা, ডাকমর : শ্রীফলতলা বাজার, উপজেলা : কালিয়াকৈর, জেলা গাজীপুর

জনু তারিখ : ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯ ধর্ম : ইসলাম (সূন্নি) জাতীয়তা : বাংলাদেশি

শিক্ষাগত যোগ্যতা:

শাখা	পাসের বছর	প্ৰাপ্ত বিভাগ	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়
বাণিজ্য	2008	প্রথম বিভাগ	ঢাকা বোর্ড
বাপিজ্য	2005	প্রথম বিভাগ	ঢাকা বোর্ড
বাণিজ্য	2020	দ্বিতীয় শ্রেণি	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বাণিজ্য	5077	দ্বিতীয় শ্রেণি	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
	বাণিজ্য বাণিজ্য বাণিজ্য	বাণিজ্য ২০০৪ বাণিজ্য ২০০৬ বাণিজ্য ২০১০	বাণিজ্য ২০০৪ প্রথম বিভাগ বাণিজ্য ২০০৬ প্রথম বিভাগ বাণিজ্য ২০০৬ প্রথম বিভাগ

ক্রিক্তা :সিএ ফার্ম আকিব এন্ড সঙ্গ-এ তিন বছর অভিটর হিসেবে কর্মরত ছিলাম।

ব্রপ্রবর, মহোদরের নিকট আবুল আবেদন, উপরিউক্ত তথ্যাদি বিবেচনা করে আমাকে উক্ত পদে নিয়োগ ক্ষু আমি আমার কর্মদক্ষতা ও সততার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নতি বিধানের চেষ্টা করব।

ঞ্জীত নিবেদক

শেরিফুল ইসলাম)

নত্যুক্ত । ১ সকল পরীক্ষার সত্যায়িত সনদপত্র

<u>১ সকল প্রশংসাপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।</u>

্ অভিজ্ঞতার সনদপত্র।

৪, প্রথম শ্রেণির গেজেটেড অফিসার প্রদন্ত চারিত্রিক সনদপত্র।

e সদা তোলা ৩ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি।

ত ফসনি জমিতে ইটভাটা স্থাপনের অনুমতি প্রদান না করার অনুরোধ জানিয়ে সর্বশ্রীষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর একটি আবেদনপত্র লিখুন।

তরিব: ১৫.০৩.২০১৫

জ্বো প্রশাসক

বৈশয় : ফসলি জমিতে ইটভাটা স্থাপনের অনুমতি না প্রদান প্রসঙ্গে।

1000

কৰা নিবেদন এই যে, ঢাকা জেলাৰ ধামবাই উপজেলাৰ আখাবদাড়া একটি সমৃদ্ধ ইউলিয়ন। এ ক্ষমটো একটি শিল্প সমৃদ্ধ আগল। শিল্পোন্ধান্দক কৰ্মলাতেৰ সভাপ্ৰতিতে বাতেকটা বাদে ইম্মতি ক্ষমিত ক্ষমিত ক্ষমিত ক্ষমতা নিৰ্দিষ্ট তথা কৰা ক্ষমত ক্ষমতা বাদে আমিনেই বিভিন্ন। এনই জেন ধৰে কৰ্মণি জমিতে ছাপিত হলে মতুন সনুন ইটভাটা। এতে কৰে নই কৰ্মণি জমি। ইট বহুদেৱ জন্মায় বাধানালো হাকে তাও তিনি হলে ক্ষমতা জমিত। আন ক্ষমিত ক্ষমতা ক্ষমতা ক্ষমতা বাধানালো ক্ষমত তাও তিনি হলে ক্ষমতা ক্ষমতা । আন স্থাভাবিক জীবনযারা। অতিরিক্ত ট্রাকের চাপে সৃষ্টি হচ্ছে যানবাহনের জ্যাম। ঘটছে বড় বড় সব সাহ দুর্ঘটনা। আর ইট ভাটার পাশেই যারা বসবাস করছে, তারা ইটভাটার অতাধিক গরমে কুলিয়ে 🖫 পারছে না। ইটভাটার সংখ্যা এখানে প্রয়োজনের তলনায় অনেক বেশি।

এমতাবপ্তায় মহোদয়ের নিকট বিনীত প্রার্থনা, এ এলাকার ফুসলি জমিতে নতুন ইটভাটা স্থাপনে আপ্র যদি অনুমতি না দেন, তাহলে আশা করছি এর সুন্দর সুরাহা সম্ভব হবে।

चिरतप्रक আঘারপাড়া ইউনিয়নের পক্ষে আমিব হোসেন

ধামরাই, ঢাকা।

আপনার এলাকার বহুল ব্যবহৃত সড়কটির আন্ত মেরামতের অনুরোধ জানিয়ে মেয়ন্ত্র বরাবর একটি চিঠি লিখন।

ভাবিখ · ১৪ ০৩ ২০১৫

হোয়র

নোয়াখালী পৌরসভা।

বিষয় : মাইজদী বাজার থেকে নোয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ পর্যন্ত রাস্তা সংক্ষারের আবেদন।

জনাব.

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমরা নোয়াখালী পৌরসভার মাইজদী বাজার এলাকার বাসিন্দা। এ এলাকার প্রায় ৫০ হাজার লোকের বাস। আমাদের এলাকাটি অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসহ একাধিক স্থূল-মাদ্রাসা-মক্তব রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ এলাকার সব রাস্তার করুণ অবয় বিরাজ করছে। ফলে এলাকার বাসিন্দাগণ চরম দুর্ভোগের সমুখীন। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী যারা এ রাস্তায় যাতায়াত করে তাদের দুর্ভেগেরও শেষ নেই। তাছাড়া রাস্তাটি যথেষ্ট চওড়াও নয়। সর্বার্ণ এ রাপ্তায় সকালবেলা বিভিন্ন অফিসের প্রাইভেট কার, মাইক্রো বাস আসা-যাওয়া করে। তার ^{উপর} প্রতিদিন দোকানপাটের মালামাল ও মাটি বোঝাই ট্রাক্টর, বালি রড ও সিমেন্ট বোঝাই ট্রাক চলাচলের ফলে রাস্তা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। ট্রাকের কারণেও স্ববয়সী মানুষ যাতায়াত ^{কর}েছ সীমাহীন অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। সত্যিই এ পথে হেঁটে যাতায়াত করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এ^{মন্তি} যারা গাড়িতে যাতায়াত করেন তাদের পক্ষেও নির্বিঘ্রে চলাচল করা সম্ভব হচ্ছে না।

এমতাবৃস্থায় মহোদয়ের নিকট বিনীত প্রার্থনা, এ জনগুরুত্পূর্ণ সড়কটির আণ্ড মেরামতের জনী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এলাকার সর্বসাধারণের দুর্দশা লাঘবে বাধিত করবেন।

নিবেদক এলাকাবাসীর পক্ষে সাজ্জাদ হুসাইন মাইজদী বাজার, নোয়াখালী আপনার এলাকার জলাবদ্ধতার প্রতিকার প্রার্থনা করে উপযুক্ত কর্তপক্ষের জন্য একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করুন।

1.29.02.2050

্রন্তর : জলাবদ্ধতার প্রতিকার প্রসঙ্গে।

ব্রুলা আর কপোতাক্ষের মিলন মোহনায় প্রতিষ্ঠিত পাইকগাছা পৌরসভার অন্যতম প্রধান সমস্যা আবদ্ধতা। প্রাকৃতিক নিষ্কাশন পথগুলো বন্ধ করে স্বার্থাদ্বেষী মহল চিহড়ির চাষ করায় পৌর এলাকার জাবদ্ধতা ক্রমান্তরে ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। জলাবদ্ধতার কারণে পরিবেশ দৃষণ ঘটছে। পৌরবাসী চরম হর্ত্তাবে শিকার হচ্ছে। পৌরবাসী জানায়, শিববাড়ি স্তুইস গেট, বাইশার আবাদ নদীর সংযোগ খালের ক্ষম সেট, মঠবাড়ি খাল, গৌরাঙ্গ খাল, গাগড়ামারি খাল প্রভৃতি দিয়ে পাইকগাছা থানা সদর এলাকার গুনি নিষ্কাশিত হতো। কিন্তু বর্তমানে প্রাকৃতিক নিষ্কাশন পর্বগুলোর প্রায় সবই বন্ধ। প্রভাবশালী ঘের মানিকরা চিংড়ি চাষের জন্য স্তুইস গেটগুলো অকার্যকর করে রাখায় এবং নদী ও খাল ভরাট হয়ে অব্যায় শহরের পানি নিষ্কাশনে মারাত্মক সমস্যা বিরাজ করছে। পৌর এলাকায় সৃষ্ঠ ডেনেজ ব্যবস্থাও নেই। বৃষ্টি হলে শহরের বিভিন্ন এলাকায় পানি জমে যায়। যা সহজে নিক্ষাশিত হতে পারে না। অনেক স্থান স্থায়ী জলাবদ্ধতা তৈরি হয়। পানি ও আবর্জনা পচা দুর্গন্ধে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। ফলে জনগণ ্রেজার শিকার হচ্ছে। পানি ও বায়ু দৃষণের ফলে এলাকায় ডায়রিয়া, চর্মরোগসহ নানাধরনের রোগের পঞ্জর ঘটছে। শিববাড়ি এলাকায় খালের স্তুইস গেটটি দীর্ঘ প্রায় আট বছর ধরে বন্ধ। প্রভাবশালী ঘের মনিকরা ঐ গেটটি নিজেদের প্রয়োজনে অকার্যকর করে রেখেছে; পৌর এলাকায় চিহড়ি চাষ করছে। ক্রম এলাকায় ছোট ছোট ঘেরে চিহড়ি চাষ করা হঙ্ছে। এখানে চিহড়ি চাম্বের কারণে বয়রার স্তুইস গাঁটিও বন্ধ। বাইশার আবাদ ও হাড়িয়া নদী ভরাট হয়ে গেছে। নিয়মনীতি লব্দন করে মৎস্য চাষের করণে বিভিন্ন খালে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। শহরের ৬ নং ওয়ার্ড এলাকার গাগড়ামারি খালটি এখন শূর্প বন্ধ জলাশয় । পচা পানি, কচুরিপানা আর আবর্জনায় ভরপুর এ জলাশয় থেকে প্রতিনিয়ত দুর্শন্ধ ইয়তেই। মশা–মাছির বংশবিস্তার ঘটছে। প্রায় সমগ্র পাইকগাছা এলাকায় লোনা পানিতে বাগদা চিংড়ির ^{াষ} করা হয়ে থাকে। লবণাক্ততার প্রভাবে পাকা ভবনাদিসহ বিভিন্ন অবকাঠামো দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। ^{পার} অপাকাকে লবণাক্ততার প্রভাবমুক্ত রাখার জন্য পৌরসভা ও জেলা পরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল— ৰ এলাকায় লোনা পানি উঠানো ও চিংড়ি চাষ করা হবে না। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে অনেকেই 🕅 চাম করছে। লোনা পানিতে চিহড়ি চামের কারণে শহরে লবণাক্ততার মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব 📆 । দালান-কোঠা লোনায় আক্রান্ত হয়ে দেয়াল ও ছাদের পলেস্তরা খসে পড়ছে। এলাকার িশালা বিরান হয়ে যাছে। পৌরসভার চেয়ারম্যান পাইকগাছা শহর এলাকায় জলাবদ্ধতার কথা স্বীকার করে বলেন, 'প্রাকৃতিক নিষাশন পথগুলো রুদ্ধ হয়েছে। সুষ্ঠ ড্রেনেজ ব্যবস্থা গড়ে _{তিলিচ} ক্ষেত্রে অর্থ সন্ধটের পাশাপাশি জায়গা সমস্যা রয়েছে। কেউ জায়গা ছাড়তে চায় না। আবার 🐯 কেউ কোর্টে গিয়ে নিজ সম্পন্মি দাবি করে জায়গার ওপর নিষেধাজা জারি করছে।

এমতাবস্থায়, আপনার নিকট আকুল আবেদন এই যে, অনতিবিলম্বে জলাবদ্ধতার প্রতিকারের বাবন্ধ করে জনগণের দংখ্র-দর্দশা লাঘবে আপনাব সদয সহানভতিব স্বাক্ষব বাখবেন।

নিবেদক এলাকার জনগণের পক্ষে আবদস সালাম পাইকগাঢ়া পৌর এলাকা খলনা।

০াদ্র অফিসে যথাসময়ে অনুপস্থিত থাকার কারণ দর্শানোর অনুরোধ জানিয়ে কর্তপক্ষের আদেশক্রমে নিম্নপদস্ত কর্মচারীকে জরুরিপত্র লিখন।

তাবিখ - ১৪ ০৩ ২০১৫

সহকারী হিসাব কর্মকর্তা ইউনিভার্সেল টেডিং কোম্পানি লি আঞ্চলিক কার্যালয় ১১ মতিঝিল ঢাকা।

বিষয়: যথাসময়ে অফিসে অনপস্থিত থাকার কারণ দর্শানো প্রসঙ্গে।

জনাব.

গত ৯ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখের স্মারক নং-প্র.কা./ম-প্রশা/নং-১৬/৩ এর নির্দেশ মতে আপনাকে অবগত করা যাচ্ছে যে, আপনি আপনার ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে ২ মার্চ ২০১৫ থেকে ৫ মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত ছটি মপ্তার করিয়ে ৬ মার্চ ২০১৫ তারিখের পরিবর্তে ৮ মার্চ ২০১৫ নিজ কর্মস্তলে যোগদান করেন। যার ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কাজে নানা বিদ্র ঘটে।

অতএব, প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্গালার স্বার্যে এবং প্রাতিষ্ঠানিক আইন অনুসারে পত্র প্রাপ্তির ৭ (সাড) কর্মদিবসের ^{মধ্রে} অফিসে উক্ত সময়ে অনপস্থিত থাকার কারণ প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য অনবোধ করা হলো।

অনুরোধক্রমে

(আনোয়ার জাহিদ) সহকারী ব্যবস্থাপক আঞ্চলিক কার্যালয় মতিঝিল, ঢাকা।

া রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে একটি ছাত্রদলকে শিক্ষা সফরে প্রেরণের আবেদন জানিয়ে বিভাগের চেয়ারম্যানের কাছে একটি দরখান্ত পিখুন।

1000,00,2030

ব্যবিজ্ঞান বিভাগ াকা বিশ্ববিদ্যালয়

ক্রার - শিক্ষা সফরে প্রেরণের জন্য আবেদন।

প্রমীত নিবেদন এই যে, আমরা আপনার বিভাগের অনার্স শেষবর্ষের ছাত্রছাত্রী। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ প্রকে আমরা আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহযোগিতা ও সাহচর্যে ১০ দিনের শিক্ষা সফর কর্মসূচির গ্রাধ্যমে চট্টগ্রাম, পাবর্তা চট্টগ্রাম, কক্সবাজার অঞ্চলে সফরে যেতে চাই। এ শিক্ষা সফরে ছাত্রছাত্রী ঞ্চাক্তবে ৫০ জন। শিক্ষা সফরের ব্যয়ভার বহন করবে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা। আপনার অনুমোদন জলে আমাদের বিভাগের ৩ জন শিক্ষক তন্ত্রবধায়ক হিসেবে দলের সাথে যেতে সম্মতি দিয়েছেন। আপনার অনুমতি পেলে এবং সম্মানিত শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা সফরে গেলে আমাদের ত্তভাকরাও সানন্দে অনুমতি দেবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

অভএব, শিক্ষা সফরের শিক্ষা ও আনন্দ থেকে আমরা যাতে বঞ্চিত না হই সেটা বিবেচনা করে শিক্ষা সম্বরে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সবিনয়ে প্রার্থনা করছি।

আপনার একান্ত অনুগত ছাত্রছাত্রীবন্দ জনার্স শেষরর্ম রাইবিজ্ঞান বিভাগ াকা বিশ্ববিদ্যালয়

or বিশেষ প্রয়োজনে তিন দিনের ছুটি ও কর্মস্থল ত্যাগের আবেদন জানিয়ে সংশ্রিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আবেদনপত্ৰ লিখন।

অবিখ : ২৬.০২.২০১৫

মহাব্যবস্থাপক অফসর'স প্রকাশন

%/৩ বাংলাবাজার (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০।

विषय : ছুটি ও কর্মস্থল ত্যাগের অনুমতির জন্য আবেদন।

DEC. STOR

সবিনার নিবেদন এই যে, আমি অত্র প্রতিষ্ঠানের একজন অফিস সহকারী। কিছুক্ষণ পূর্বে টেনিফোন মারফত প্রকাত হলাম নাড়িতে আমার পিডা ভীষণ অসুহ হয়ে গড়েছেন। তার দেখাবলা ও চিকিতার বাবস্থা করার জন্য বাড়িতে কেউ নেই। কারণ আমার পিতায়াবার আমিই একমাত্র সন্তান এবং উপার্জনক্ষম বাড়ি। তাই আন্তর্জ আমার বাড়িতে যাবায়া জবনি হয়ে পড়েছে।

অভএব, উপরিউক্ত অবস্থা বিবেচনা করে আমাকে অন্তত তিন দিনের ছুটি মঞ্জুর এবং কর্মস্থল ত্যাগের অনুমতি প্রদানের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাছি।

নিবেদক আপনার অনগত

(সাইফুল ইসলাম) অফিস সহকারী প্রফেসর'স প্রকাশন।

> জ্ঞাপনার এলাকার পানীয় জলের অভাব দৃরীকরণের জন্য সংশ্রিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট একটি আবেদনপত্র রচনা করুন।

তারিখ : ১১.০৩.২০১৫

জেলা প্রশাসক কমিল্রা।

বিষয় : পানীয় জলের সংকট দুরীকরণে নলকৃপ স্থাপনের জন্য আবেদন

জনাব.

অতএব, উত্ত্বত পরিস্থিতিতে মানবিক দৃষ্টিতে বিচার বিশ্লেষণ করে উক্ত গ্রামের অকেন্সো নলকুণ দৃতি মোরামত ও আরো চারটি নতুন নলকুণ স্থাপন করে অত্র গ্রামের জনসাধারণের পানীয় জলের স্বাহটি দুরীকরণে আপনার সাহাযোৱ হাত্যু সম্পাসারিক করের রাধিক সমধ্যেত্র আপনার এলাকায় রাস্তা সংকারের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদন করুন।

94: 39.00.2030

লা প্রশাসক পরহাট।

। রাস্তা সংস্কারের জন্য আবেদন।

ल्डामरा.

দ্বানাপূৰ্বক নিবেদন এই যে, জয়পুরহাট সদর উপজেলার শালগাড়া বাজার যেকে ফড়িয়া বাজারের ক্ষান্তি ইন্দ্রিন ধরে সংকারের অভাবে জীব হৈকে জীবন্টর হয়ে বর্তমানে চলাচনের আয়ায় হয়ে ক্ষান্ত হা অথক এ বাজার পাশেই রয়েছে বেশ কয়েবটা বাজার, হাসপাতাল, কলেজ ও অন্যান্য দিকা প্রকার । ২০১০ সালের গুলাইজনী বন্যায় জয়পুরহাট সদর উপজেলা সম্পূর্ণকরে গ্রহমন্ত্রেপ রাক্তর বা সরকারি-বেশরকারি দেশি-বিদেশি সাহায্যকারী সংহা বাজাটির দূরবন্তার কারণে দ্রন্ত ও অর্জ্ঞলারে সাহায্য সাম্মী শৌলাহতে পারেনি। বাজাটিত বিভিন্ন স্থানে এদেনি গর্কের পুরুষ্ট হয়েছে যে করারন চানুরের কথা পারে হিটো চলাই দুস্কর। জনসরি অবহায় আয়ুগুলে করে রোগী হাসপাতালে আমান্ত হয় না বলে জনকে অকলার সভাবন্তৰ করে।

যত্রপ্রব, আপনার নিকট আকুল আবেদন এই যে, অনতিবিলম্বে রাস্তাটি সংস্কারের ব্যবস্থা করে জনাগের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে আপনার সদয় সহানুভূতির স্বাক্ষর রাখবেন।

নিবেদক

লাকার জনগণের পঞ্চে অবদুস সবুর লার, জয়পরহাট।

🔰 ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের সাহায্যার্থে জেলা প্রশাসকের নিকট আবেদনপত্র লিখুন।

34: 24.02.2020

জ্না প্রশাসক

ভয়াবহ এক ঘর্ণিঝড বয়ে গেছে। যার ফলশ্রুতিতে সম্পূর্ণরূপে বিধান্ত আমাদের ইউনিয়ত ইউনিয়নের প্রায় সব ঘরই মাটির সাথে মিশে গেছে। ঘণ্টায় ২৫০ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত ঘূর্ণিয়ার করাল গ্রাসের শোন দৃষ্টি এড়িয়ে দু চারটা ঘর সোজা দাঁড়িয়ে থাকলেও তাদের চাল উড়ে গেছে। কুনক্তি ঘরে খাদাশস্য যা ছিল তা ঝড়ের তাঙ্কবে উড়ে গেছে। ফলে ধনী দরিদ্র সবারই একই অবস্থা। কান আর্তনাদ, ক্ষধা-আহাজারিতে এলাকাটি এখন শৃশানের রূপ পেয়েছে। দুর্গত এলাকায় খাবারের _{সাক} সাথে পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। কারণ নলকৃপগুলো ঝড়ে বিধমন্ত ও অকেজো। থাকে লোকজন বিশেষত শিশু ও বৃদ্ধরা ভায়রিয়ায় আক্রান্ত হতে তরু করেছে। এসব সংবাদ জাতীয় প্_{তিবিক্তা} প্রকাশ হলেও অত্যন্ত দুরুখের বিষয় যে, এখন পর্যন্ত এখানে কোনো সাহায্য শিবির খোলা কর সাহায্যের হাত কেউ সম্প্রসারিত করেনি। এ অবস্থায় সরকারি সাহায্য অত্যন্ত জরুরি।

অতএব, ওপরের বিষয়াদি বিবেচনা করে বিশ্বস্ত ইউনিয়নটির জনগণকে সবদিক দিয়ে রক্ষার জ্ঞা জরুরি সাহায্য পাঠাতে আপনার হস্তক্ষেপ কামনা করছি

বিনীত

অনন্তপর ইউনিয়নের অসহায় জনসাধারণের পক্ষে সাজ্জাদ হোসেন

সদর, নোয়াখালী।

আপনার ইউনিয়নে একটি পাঠাগার স্থাপনের জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট একখালা । বিষয় : সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের জন্য আর্থিক সাহায্যের আর্বেদন আবেদনপত্র লিখন।

তারিখ: ১৪.০৩.২০১৫

জেলা প্রশাসক জামালপুর।

বিষয়: দোয়াইল ইউনিয়নে পাঠাগার স্থাপনের জন্য আবেদন

জনাব

যথাবিহীত সন্মানপূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলার দোয়াইল ইউনিয়নের অধিবাসী। অত্র ইউনিয়নে একটি ডিগ্রি কলেজ, দটি উচ্চ বিদ্যালয়, একটি ফাজিল মাদ্রাসা, পাঁচটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং তিনটি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ইউনিয়নের শতকরা ৬৫ ভাগ মানুষ অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন, ৫৬ ভাগ অধিবাসী প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত। 88 ভাগ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছে এবং ২৫ ভাগ স্নাতক। এ ইউনিয়নে একটি পরিবার কর্ল্যা কেন্দ্র ও একটি সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয় রয়েছে। উপজেলা সমবায় সমিতির সকল ক ইউনিয়নের অধিবাসীবৃন্দ সার্বিক সহযোগিতায় সক্রিয়। তাছাড়া সরকারের বয়স্ক শিক্ষাদান কা^{র্যক্রি} অধীনে বেশ কয়েকটি কেন্দ্র ফলপ্রসূতার সাথে কার্যক্রম চালিয়ে যাছে। সরকারি, বেসরকারি, বার্তি^{গাঁ} ও সামবায়িক উদ্যোগে অত্র ইউনিয়নের কৃষিজ উনুয়ন এবং ক্ষ্মু ও কৃটির শিল্পের ^{উৎপা} উন্নয়নমুখী। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, সকল ব্যবস্থাপনা সত্তেও সঠিক পঠন-পাঠনের ^{সুযোগ}

ুরু ইউনিয়নবাসী স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাদের মেধার সর্বোচ্চ প্রতিফলন ঘটানোর উপযোগী জ্ঞান লাজ পারছে না। এমতাবস্তায়, এই ইউনিয়নে একটি পাঠাগার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

জনাবের নিকট ইউনিয়নবাসীর প্রার্থনা এই যে, উপর্যক্ত বিষয়াবলীর আলোকে, জনসাধারণের অব্যানার মানোনয়ন তথা গ্রামোনুয়নের স্বার্থে আমাদের ইউনিয়নে একটি পাঠাগার স্থাপন করতে ক্রার সদয় হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

্রাহাইল ইউনিয়নবাসীর পক্ষে जनाम देखिन ।

ত্ত্বি আপনাদের ক্লাবের সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের জন্য অর্থ সাহায্য চেয়ে জেলা প্রশাসকের কাছে একটি আবেদনপত্র রচনা করুন।

16 - 14 019 301A

জনা প্রশাসক

गरिनय निर्दापन धेरै या. छोला মानव कल्याण সংघ গত पुरे मुगक थरत श्रीरात छेनुसनमूलक विछिन কার করে আসছে। সংঘের তরুণ ও নিবেদিত প্রাণ উৎসাহী কর্মীরা স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে শিক্ষা আগাযোগ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে লক্ষ্ণীয় পরিবর্তন এনেছে। সংঘের উদ্যোগে সবার জন্য স্বাস্ত্র্য ও সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষরতা দুরীকরণ, বনায়ন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগির খামার, গবাদিপত্তর খনরসহ বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। এ কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়িত হলে সমগ্র জেলায় এটি উনাহরণ হয়ে থাকবে এবং মডেল হিসেবে গৃহীত হবে। গৃহীত উনুয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে अधुमानिक ৫ লাখ টাকা প্রয়োজন, যার বৃহৎ অংশ স্থানীয়ভাবে মেটানো হবে ৷ আপনার কাছ থেকে ১ শাৰ টাকা স্থায়ী মগ্রুরি পেলে আমরা এগুলো সূষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে পারব বলে আশা রাখি।

^{মতএব}, বিনীত নিবেদন এই যে, আমাদের এ মহতী উদ্যোগকে সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে স্থায়ী মন্ত্রি হিসেবে ১ লাখ টাকা অনুদানের আবেদন জানাচ্ছি।

निवनक

সশরাফুল আমিন

জনা মানব কল্যাণ সংঘ

আপনার এলাকায় একটি ব্রিজ নির্মাণের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানিয়ে একট পত্র জিখন।

তারিখ : ১৮ ০৩ ২০১৫

याननीय यश्री স্তানীয় সরকার, পল্লী উনয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় গণপাঢ়াভারী বাংলাদেশ সরকার ৷

বিষয় : লক্ষ্মীপরের চন্দ্রগঞ্জে বিজ নির্মাণের জন্য আবেদন।

জনাব

যথাবিহীত সম্মানপূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা লক্ষ্মীপুর জেলার সদর উপজেলার চলগুঞ ইউনিয়নের অধিবাসী। এ ইউনিয়নের প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়েছে কৃষি সেচ ব্যবস্থার প্রয়োজনে একটি খাল। খালটি পুরো এলাকাটিকে উত্তর অংশ ও দক্ষিণ অংশ– এ দু'ভাগে বিভক্ত করেছে। খালের উত্তর পাশে ঢাকা-লন্ধীপুর মহাসডক এবং স্নাতক মহাবিদ্যালয়, একটি গণপাঠাগারসহ বেশ কয়েকটি উচ্চ বিদ্যালয় এবং দক্ষিণ পাশে পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসহ ইউনিয়ন পরিষদের কাউন্সিল ভবন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অফিস অবস্থিত। তাছাড়া খালটির দক্ষিণ ও উরে উভয়পার্শ্বেই নবমির্মিত সড়ক রয়েছে, যা রাজধানীসহ সারাদেশে যোগাযোগের মাধ্যম। এলাকার উৎপাদিত ক্ষিপণ্য বর্তমান বাজার ব্যবস্থায় দ্রুত বিপণনের জন্য বিভিন্ন বাজার, গঞ্জে বা ঢাকা-চট্টগ্রামে সরবরাহ করতে হলে এ খালটির জন্য তা বিঘ্লিত হয়। কারণ, খালের উপর কোনো বিজ নির্মিত হয়নি। এলাকাবাসী এপার-ওপার যাতায়াতে, পণ্যাদি সরবরাহে মান্ধাতার আমলের খেয়া তরীর শরণাপনু হতে বাধ্য হয়, বর্তমানে আধুনিক বিশ্বের যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে, যা নিতান্তই বেমানন এবং গ্রামীণ উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ।

এমতাবস্থায়, মহোদয় সমীপে আমাদের আকুল আবেদন এই যে, উক্ত খালের উপর একটি বিজ নির্মাণ করে বিদ্যমান সমস্যাবলী দুর করে এ এলাকার উন্নয়নের গতি তুরান্তিত করতে জনাবের সু আজ্ঞা হয়।

বিনীত নিবেদক এলাকাবাসীব পক্ষে আলমগীব হোসেন লক্ষীপর সদর লক্ষীপর। অপনার এলাকায় মহাবিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে একটি আবেদনপত্র লিশ্বন।

2505 00 66 - MB

অপজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

জন্ম : বেগমগঞ্জের বাংলাবাজারে একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য আবেদন

নামাখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার বাংলাবাজার একটি সমৃদ্ধ এলাকা। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে 🚙 করে স্বাধীনতা যদ্ধে এ অঞ্চলের রয়েছে গৌরবোজ্জল ইতিহাস। অনেক আগ থেকেই এ অঞ্চলের মানুষ জ্জা দ্রীক্ষা ব্যবসা-বাণিজ্ঞা ও বাজনীতি সচেতন। কিন্ত অতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, অদ্যাবধি এ অঞ্চলে জোনো মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। অথচ এখানে রয়েছে একটি মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয় ও একটি সনিকা বিদ্যালয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় দটি কিন্তারগার্টেন এবং একটি দাখিল মাদাসা। এছাড়াও এ রাজারের চতর্দিকের গ্রামগুলোতে রয়েছে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাসহ প্রায় ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অত্র এলাকার অধিকাংশ অধিবাসীই নিম্নমধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তের। কিন্তু এরা প্রায় সকলেই শিক্ষানরাগী অথচ অত্র অঞ্চলে কোনো মহাবিদ্যালয় না থাকায় কেবল উচ্চবিত্তের সন্তানেরা সম্ভাবে লিয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের সযোগ পায়। আর অধিকাংশ শিক্ষার্থীরই শিক্ষাঞ্জীবনের যবনিকাপাত ঘটছে। ত্ত্ব মহাবিদ্যালয়ের অভাবে। ফলে ক্রমান্তুয়ে বেড়ে চলেছে বেকারত্ব ও হতাশা। সূতরাং এখানে একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হলে ঝরেপড়া এবং শিক্ষাবঞ্জিত এসর শিক্ষার্থীর উচ্চ শিক্ষার পথ সহজ ও সগম হবে। অতএব, আমরা একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপনের জরুরি প্রয়োজন অনুভব করছি এবং মহাবিদ্যালয় স্তাপনের জন্য স্থান নির্বাচন এবং প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার সকল প্রকার ব্যবস্থা নিয়েছি। এমতারস্কায় আপনার মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতা কামনা কর্বছি এবং আমাদের আবেদন মঞ্জর করার অনরোধ জানাচ্ছ।

বিনীত নিবেদক প্লাকার জনগণের পক্ষে জাকির হোসেন

বালোবাজার, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

১৬ আপনার এলাকায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রয়োজনীয়তা বিশ্রেষণ করে জেলা প্রশাসকের নিকট একটি আবেদনপত্র রচনা করুন।

वातिच : २८.०२.२०३८

বিষয় : দাতবা চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য আবেদন।

জনাব.

সম্মানপূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলার দিগার একটি বর্ধিয় প জনবচল এলাকা। এ এলাকায় প্রায় দশ হাজার লোকের বাস। এখানে ইউনিয়ন পরিষদ অফিছ ডাকঘর ও বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, এখানে ক্রোক্র রেজিক্টার্ড ডাক্তার বা সরকারি কোনো চিকিৎসালয় নেই। তাই স্বাস্থ্য সেবার জন্য এ অধ্যক্ষে জনসাধারণকে ৮/১০ কিলোমিটার দূরে উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের শরণাপন হতে হয়, যা গরিব 🗴 সংকটাপন্র রোগীর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে এবং হাতুড়ে ডাক্তারের অপচিকিৎসায় অনেকেই অকালে মৃত্যুবরণ করছে। তাই এ অঞ্চলে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপত অতীব জবাবি হয়ে পাদেছে।

जरुवत, विनीज প্রার্থনা এই যে, এ जरूरल একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হাত থেকে এলাকাবাসীকে রক্ষা করার যথায়থ ব্যবস্থা গ্রহণের অনরোধ জানাচ্ছি।

নিবেদক অত্র এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আব্দুছ ছামাদ দিগর, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল।

'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলনের জন্য ন্যায্যমূল্যে সার সরবরাহের অনুরোধ জানিরে যথায়থ কর্তপক্ষের নিকট একটি আবেদনপত্র লিখন

তারিখ: ২৭.০৩.২০১৫

याननीय प्रजी কষি মন্ত্ৰণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বিষয়: ন্যায্যমূল্যে সার সরবরাহের জন্য আবেদন।

জনাব

সত্মানপূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার অধিবাসী। এ উপজেলার উর্বর সমভূমি কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদনে খুবই সহায়ক। কয়েক হাজার ^{হেরুর} জমিতে প্রধান শস্য ধান, প্রধান অর্থকরী শস্য পাট, বিভিন্ন রবিশস্যের চাষ খবই ভালো হয়। এলাক্রি সেচ ব্যবস্থার জন্য স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে ও সরকারি সহযোগিতায় খাল খনন করা হয়েছে। ^{কিন্তু} এ উপজেলায় কৃষকরা ন্যাযামূল্যে রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে পারছে না। আধুনিক কৃষিব্যব^{স্থার} প্রাকৃতিক-জৈবিক সার উৎপাদন প্রক্রিয়া যথেষ্ট নয়। রাসায়নিক সারের পর্যাপ্ত যোগানের অভাবে ^{মূল্} বেশি হওয়ায় স্থানীয় দরিদ্র কৃষকদের খুবই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তারা পর্যাপ্ত পরিমাণে সার জি^{সতে}

ক্ষা করতে পারছে না। ফলে উৎপাদন হাস পাছে। এতে করে এলাকায় খাদ্যশস্যের ঘাটতি দেখা ্বত্র। যা জনজীবনে দুর্ভোগ বয়ে আনছে।

অবস্থায়, হুজুর সমীপে এলাকাবাসীর আবুল আবেদন এই যে. বাংলাদেশ সরকারের 'অধিক খাদ্য ্রার আন্দোলনের বাস্তবায়নার্থে অত্র এলাকায় ন্যাযামূল্যে সার সরবরাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় র্ক্তম গ্রহণ করতে আপনার সু-দৃষ্টি কামনা করছি।

লাকাবাসীর পক্ষে ললাম কিবরিয়া লেদবপর, নওগা।

আ আপনার এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য সংশ্রিষ্ট কর্তপক্ষের কাছে একটি আবেদনপত্র লিখন।

18 · 38 05.3050

নৱাহী প্রকৌশলী বিদ্যৎ উন্নয়ন বোর্ড নৱায়ণগঞ্জ।

বিষয় : বিদ্যুৎ সংযোগদানের জন্য আবেদন

নিবিদন এই যে, ঢাকা শহরের সন্নিকটে নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার রসুলপুর জ্ঞাটি বর্ধিক্ম গ্রাম। এ গ্রামের পাশ ঘেঁষেই গড়ে উঠেছে বেশ কিছু শিল্প-কারখানা। শহরের প্রভাবে এ খামের শিক্ষিত যুবকেরা উনুয়নমুখী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে ছোটখাট শিল্পসহ বিভিন্ন কাজ হাতে নিয়েছে। ৰম্বড়া গ্রামটি কৃষিপ্রধান হওয়ায় কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের জন্য কৃষকেরা অগভীর ও গভীর লকুপ বসাতে আগ্রহী। আটার কল ও ধানের কলসহ কয়েকটি হালকা কল বসানোরও পরিকল্পনা স্মাছে কৃষকদের। কিন্তু গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় এসব কাজ সম্ভব হচ্ছে না বা বিদ্রিত হচ্ছে। শ্বাসিক প্রয়োজন ছাড়াও এ সমস্ত ছোট ছোট শিল্প-কারখানা, গভীর-অগভীর নলকৃপ ও কলে ব্যাতের প্রয়োজনীয়তা একান্ত অপরিহার্য। তাই গ্রামটিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হলে স্থিনতিক কর্মকাণ্ডের প্রাণচাঞ্চল্যে স্ব-নির্ভরতা ধরা দেবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

গটএব, মহোদয়ের নিকট আমাদের আবেদন এই যে, সবদিক বিবেচনাপূর্বক গ্রামটিকে বিদ্যুৎ ব্যামাগদানের মাধ্যমে গ্রামটির স্বনির্ভরতার পথকে সুগম করার ব্যবস্থা করলে চির কৃতজ্ঞ থাকরো।

শমকুল হাসান শূপর গ্রামবাসীর পক্ষে মাড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।

১৯ আপনার গ্রামে আপনি একটি আধুনিক তাঁতশিল্প স্থাপনে আগ্রহী। ঐ গ্রামে তাঁতশিল্প স্থাপনের উপাত্ত কারণ উপ্রেখ করে সরকারি অনুমোদন লাভের জন্য শিল্প সচিবের কাছে একটি আবেদনপত্র লিখন

জাবিখ - ২০ ০২ ২০১৫

সচিব মহোদয

শিল্প মন্ত্রণালয় গণসভাত্ত্বী বাংলাদেশ সরকার

ाकां ।

বিষয় : একটি তাঁত শিল্প স্থাপনের সরকারি অনুমোদনের জন্য আবেদন।

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি পাবনা জেলার আটঘরিয়া উপজেলার চাচকিয়া গ্রামের অধিবাসী এবং এ অঞ্চলের একজন সূতা ব্যবসায়ী। আমি ২০০৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম 🕾 (ব্যবস্থাপনা) পাস করেছি এরং এরপর থেকে ব্যবসায়ের সাথে জড়িত আছি। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে আমি দেখতে পেয়েছি যে, এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের উন্নয়ন তথা জাতীয় উন্নয়নের সার্থে এখানে একটি আধুনিক তাঁতশিল্প স্থাপন করা প্রয়োজন। কিন্তু সরকারি অনুমোদনের অভাবে এখানকর কোনো শিল্পপতির পক্ষে এ মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। অথচ আমাদের এ এলাকায় তাঁতশিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট স্থান, অনুকুল পরিবেশ ও যথেষ্ট কাঁচামাল রয়েছে। কারণ এখানকার অধিবাসীরা উত্তরাধিকার সূত্রে কুটির শিল্পের সূতা উৎপাদন ও রং করে। কিন্তু এখানকার ক্ষুদ্র শিল্পে লুঙ্গি, গামছা ছাড়া আর কিছুই উৎপাদন করা হয় না। অন্যদিকে এখানকার বহু যুবক ও তরুণ বেকার অবস্তায় উদ্দেশ্যহীন ও অলস জীবনযাপন করে। এসব বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের জন্য এখান তাঁতশিল্প গড়ে উঠলে তা খুবই ফলপ্রসূ হবে বলে মনে করি।

অতএব, মহোদয় সমীপে আবেদন এই যে, উপরিউক্ত বিষয় বিবেচনা করে আমাদের এলাকায় একটি তাঁত শিল্প স্থাপনের অনুমোদন দিয়ে বাধিত করবেন।

নিবেদক

নিয়াজ মাহমদ চাচকিয়া, আটঘরিয়া, পাবনা।

১০ কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে হিসাবরক্ষক পদে নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র লিখুন।

তাবিখ : ১৫.০৩.২০১৫

ক্রেনাবেল ম্যানেজার উত্তবা বাাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয়, উত্তরা ব্যাংক ভবন মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

জন্ম : হিসাবরক্ষক পদে নিয়োগের জন্য আবেদন।

ন্ধনীত নিবেদন এই যে, গত ৬ মার্চ ২০১৫ তারিখের 'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির লধ্যমে জানতে পারলাম আপনার প্রতিষ্ঠানে হিসারবক্ষক পদে কিছু সংখ্যক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তা Grupt করা হবে। উক্ত পদের জন্য একজন প্রার্থী হিসেবে নিচে আমার পূর্ণাঙ্গ জীবনবুবান্ত, শিক্ষাগত লাগাতা ও অভিজ্ঞতা সংবলিত তথ্যাদি আপনার অবগতির জন্য পেশ করলাম। · শরিফল ইসলাম

য়াতার নাম

: ফখরুল উসলাম • হালিমা খাতন

় ৩০/১ মনিপুর, মিরপুর, ঢাকা। বৰ্তমান ঠিকানা

: গ্রাম : শ্রীফলতলা, ডাকঘর : শ্রীফলতলা বাজার, উপজেলা : কালিয়াকৈর, স্মায়ী ঠিকানা জেলা : গাজীপর।

জন তারিখ বর্তমান বয়স

: ০৪ ফ্রেক্সারি ১৯৮৯। : ১৬ বছর ১ মাস ১১ দিন। - উসলাম (সনি)।

• রাগ্লাদেশী।

পরীক্ষার নাম	শাখা	পাসের বছর	প্রাপ্ত বিভাগ	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়
এসএসসি	বাণিজা	\$000	প্রথম বিভাগ	ঢাকা বোর্ড
এইচএসসি	বাণিজ্য	2009	প্রথম বিভাগ	ঢাকা বোর্ড
বিবিএ	বাণিজ্য	5077	সিজিপিএ ৩.৫	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এমবিএ	বাণিজ্য	2022	জিপিএ ৩.২৮	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

: সিএ ফার্ম আফিব এন্ড সঙ্গ-এ তিন বছর অডিটর হিসেবে কর্মরত ছিলাম।

অভ্যব, মহোদয়ের নিকট আকুল আবেদন উপরিউক্ত তথ্যাদি বিবেচনা করে আমাকে উক্ত পদে নিয়োগ দিলে আমি আমার কর্মদক্ষতা ও সততার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উনুতি বিধানের চেষ্টা করব।

বিনীত নিবেদক

(শরিফল উসলাম)

১. সকল পরীক্ষার সত্যায়িত সনদপত্র। 🌯 সকল প্রশংসাপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।

ত, অভিজ্ঞতার সনদপত্র।

প্রথম শেণির গেজেটেড অফিসার প্রদন্ত চারিত্রিক সনদপত্র।

সদ্য জোলা ৩ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি।

ব্যক্তিগতপত্ৰ

ব্যক্তিগতপত্রের কাঠানোতে ছয়টি অপে থাকে। যেমন— ১. মালনচুক শব্দ, ২. স্থান ও তারিও, ৩, সারোধন, ৪. মূল পরাপে (কুল বকন্য), ৫. নাম-বাক্ষর পরেলেখকের বাক্ষর), ৬. শিরোনাম পরিলোনাম বাক্ষর করাক্ষর), ৬. শিরোনাম বাক্ষর পরিলোনাম বাক্ষর করাক্ষর করাক্ষর। এই এই বাক্ষর বাক্ষর করাক্ষর করাক্ষর

০১ বাংলাদেশে রবীন্দ্র সাহিত্য চর্চার বর্তমান অবস্থা জানিয়ে প্রবাসী বন্ধুর নিকট একটি পত্র লিখুন।

১৪.০৩.২০১৫ আজিমপুর, ঢাকা

প্রিয় বন্ধ 'ক',

আমার অপংখ্য প্রীতি ও ডভেম্খ্য নিও। আশা করি মা-বাবা, ভাই-বোন ও বন্ধুদের নিয়ে ভাগো আছ। গত রাবিবার তোমার চিঠি পেলাম। চিঠি পেয়ে বড়ই খুশি হয়েছি। চিঠিতে জানতে চেয়েছ বাংগাদেশে ববীক্ষমণ্টিত। চর্চার বর্তমান অবস্তা কেমন। তার কিছু বিবরণ তোমাকে চিঠিতে জানাছি।

বার্ঞানির সাহিত্য চর্চার ও সৃষ্টির মূল উৎস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পূর্বের অবস্থা হতে স্ববীন্দ্রনাথিত। চর্চা বর্তমানে সমৃদ্ধ হয়েছে বলে আমি বিষাস কবি। রবীন্দ্র জন্মজ্ঞান্ত ও মুন্তার্নিকীতে বর্তমানে মাধ্য অনুষ্ঠান করে বাংলাদেশ। দেশের ভূল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সং বিভিন্ন সাহিত্য চর্চাবেল্ড এর্থ গণমাধ্যমতলো বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ঝাকে। কোনে তার অলাধারণ গান বাজে প্রক্রে নান্ত্ৰীৰ কোমণ কঠে। তথু গান দায় তার নাটক মঞ্চন্থ হয় যা সাহিত্য চর্চার নিখাত প্রেম বহন করে।
ক্রোচানা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন গরেষণামূলক গ্রন্থ ও প্রথক প্রকাশ করে স্কুদে সাহিত্যক্রমী থেকে
ক্রাক্ত বেদেশের প্রখাতে বুজিজীবী, গরেষক, কবি ও সাহিত্যিকো। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়
ক্রাক্তনাথকে নিয়ে, তার জীবন-দর্শন নিয়ে, তার কবিতা আবৃত্তি, তার গানসহ নানা সাহিত্যকর্ম নিয়ে।
ক্রেক্ত করে ববীক্রনাহিত্য চর্চা অনেকাংশে বাড়হে এবং তবিষ্যতেও এ ধারা অবাহত থাকবে বলে আমি
ক্রান্তা গ্রাহি।

নালা ভাষা সাহিত্য নিয়ে দেশের সর্ববৃহৎ গবেষণাকারী সংস্থা বাংলা একাডেমি। এ প্রতিষ্ঠানটি
ক্রারিকই চর্চা করে ববীন্দ্রসাহিত্য। এখান থেকে প্রতিকান্তর্বৈ কমরেলি ববীন্দ্রপাহকে নিয়ে ববীন্দ্রসাহিত্য
গবেষণাত্মক পুত্তক করালিত হয়। আরো আশার তথ্য হলো বাংলা একাডেমি ২০১১ সাল হতে
প্রক্রান্সহিত্য পুরারার এককি করে। যার ফলে সাহিত্য চটা আরো বৃদ্ধি লাফেছ, বায়ুড্রে ববীন্দ্রপাবাদ্ধার
করে, বরীন্দ্রসাহিত্য চর্চার কেনা। দেশের বিধ্যাত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র "ছায়ানট" সবচেরে বেশি
ক্রান্ধ্রপাহিত্য চর্চার করে। পালাগালি সাংস্কৃতিক সংস্কৌ উনীটি, বরীন্দ্রসাহিত্য চর্চা করে, ববীন্দ্র গরোধারে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সংগঠনের ববীন্দ্রসাহিত্য চর্চা তথা দেশের সর্বব্ধরের প্রেট-বন্ধ নামান্ত্র প্রক্রামন্ত্র প্রক্রান্তর তদ্যুটানে ববীন্দ্রশাথকে নিয়ে নামান্ত্রপী আয়োজন করে আসতে। ভাট্যান্থ প্রতিষ্ঠানিক ক্রমেন, ফুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যাদয়ের নানান্ত্রপী আয়োজন করে আসতে। ভাট্যান্থ প্রতিষ্ঠানিক ক্রয়নে, ফুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যাদয়ের নানা

নশুকি বাংলাদেশে মহাসমারহে পালিত হয় রবীন্দ্রনাথের সার্ধশততম জন্মবার্ধিকী। যেখানে আয়োজন লা হয় নানামূখী অনুষ্ঠান ও রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চার।

বুজাং দেখা যাছে, বর্তমান বাংলাদেশে রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চা অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী সাহিত্যে প্রবাহমান।

বিজ্ঞাখ ছিলেন অনন্ত জীবন, চিরজীবী মানবাস্থা ও প্রকৃতির চিরন্তন সৌন্দর্যের কবি। ববীন্দ্রনাবের নানর ঐশ্বর্যে তরে আছে বাঙালির প্রাণ। তাই তাকে নিয়ে চর্চার শেষ নেই। সর্বোপরি তাকে নিয়ে বর্তমান বাংলাদেশে যে চর্চা প্রবাহমান তা নিঃসন্দেহে আশাব্যগুক।

ম্মি ডালো আছি। আজ আর নয়। বাসার বড়দের প্রতি সালাম ও ছোটদের প্রতি স্লেহ জানিও। কবে উলাদেশে ফিরবে জানিও।

> ইতি তোমার ব 'খ'

	STAMP
From	То
Name :	Name :
Address :	Address :

০২ বাংলাদেশে কবিতক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মোৎসব পালনের বিবরণ দিয়ে প্রবাসী বন্ধুকে একটি পত্র লিখন \$0.00.2020

সপ্রিয় বন্ধ অপরূপ.

আমার ভালোবাসা ও অভেচ্ছা নিও। প্রায় এক মাস হলো তোমার কোন পত্রাদি পাইনি। গত हिरी আমরা যে বাংলাদেশে খুব উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মোৎসব পালন কবত তা তোমাকে জানিয়েছিলাম। এখন আমরা কীভাবে এবার আমাদের বাংলাদেশে কবিগুরু রবীক্রান্ত ঠাকরের জন্মোৎসব পালন করেছি তা তোমাকে সংক্ষেপে জানাচ্ছি।

মানব সভ্যতার অধ্যযাত্রার পেছনে সৃষ্টিশীল, প্রতিভাধর মানুষেরা বরাবরই পথনির্দেশকের ভূমিকা পালন করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তেমনই একজন মানুষ বাঙালির আত্মপরিচয় ও সন্তা নির্মাণে যার ভূমিকা অপ্রিসীস ও অনবদ্য। তার সৃষ্টির মধ্যে আমরা পেয়েছি বাঁচার, দেখার, চেনার ও জানার পরিপূর্ণ রসদ। এই মহান মনীপ্র জনুমহণ করেছিলেন আজ হতে দেড়শত বছর পূর্বে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে। তারই স্বরুদ তারই কৃতি ও সৃষ্টি স্বরণে আমরা বাঙালিরা বিভিনুভাবে নানা আয়োজনে নানা উৎসবে সমবেত হই তারট স্থ সাহিত্যের যথোচিত চর্চা করি। এর মধ্যে জনোৎসব অন্যতম। গতবার ছিল রবি ঠাকরের ১৫৩তম জনোৎসব জনোৎসব কর্মসূচি বর্ণনায় বলব- দিনটিতে বাঙালি রঙিন সাজে সেজেছিল। মনে হয়েছিল যেন মর গাড়েও পাল তোলা নৌকা ভাসতে চায় সোনার তরীরূপে, আকাশের দিকে চেয়ে হেলেদূলে, বৈশাৰী সমীরণে। এ উৎসবকে ঘিরে আমাদের দেশে সরকারি কর্মসূচি ছিল অনেক। এর মধ্যে ছিল সেমিনার. বই প্রকাশ, স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ। মধ্বস্থ হয়েছিল বিভিন্ন নাটক যা রবি ঠাকুরের অমর কীর্তি আয়োজন করা হয়েছিল নাট্যোৎসব। আরতি সংগঠনগুলোও থেমে ছিল না। এর পাশাপাশি সংবাদপত্র টিভি-রেডিও ইত্যাদি গণমাধ্যমে বিশেষ সংখ্যা, বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। বিভিন্ন কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠান করা হয়েছিল নব নব উৎসাহ-উদ্দীপনায়। এছাড়া দেশি-বিদেশি ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করে সেমিনারও করা হয়েছিল। তৎসঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন থেকে তো কোথাও না কোথাও অনুষ্ঠান, মোড়ক উনোচন নানা ধরনের গান, গীতি-আলেখ্য, কবিতাসহ আরো অনেক কর্মসচি গ্রহণ করা হয়েছিল।

রবীন্দ্র জনোৎসব উদযাপনের ফলে প্রথমত আমাদের অন্তরে সবার আগে যেটি সম্পন্ন হয়েছে তা ইল দায়মুক্তি। এর ফলে কিছুটা হলেও আমাদের বিশ্ববাধির শৃতি ও তাঁর সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হলে। ফলত প্রকাশ পেয়েছে বিশ্বের দরবারে বাঙালি কর্তৃক রবীকে শ্রদ্ধা নিবেদন। তরুণ প্রজন্ম শিখছে নতুন প্রেরণা যা রবীন্দ্র চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আমরা আবার আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতিকে নবমার্ক্ত উত্তরণে ভূমিকা রাখব বলে আমার হৃত্তিক ভাবনা।

আর বিশেষ কিছু নয়। আমি ভালো আছি। তোমার গুরুজনদের শ্রন্ধা ও ভালোবাসা জানিয়ে ^{শের} করছি। তবে বন্ধু তোমার চিঠির প্রতীক্ষায় রইলাম।

প্ৰীতিমুগ্ধ তোমার চ্মিতির

	STAMP
From	То
Name:	Name :
Address :	Address :

ী মক্তিয়দ্ধের উপর রচিত একটি উপন্যাস সম্প্রতি পড়ে আপনার ভালো লেগেছে। কেন ভালো লেগেছে তার কারণ জানিয়ে আপনার বন্ধর কাছে একটি পত্র লিখন।

> 39.00.2030 উত্তরা ঢাকা

জ্ঞা কারিনা,

বাজরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। আশা করি কুশলেই আছ। আমার পড়ার সীমানায় কোন মহৎ বছর আগমন ঘটলে তোমাকে জানাতে হয়। আমার আনন্দে ভাগ বসানোর এই আগ্রহ তোমার ক্রিনের। তাই আজ একটি বইয়ের কথা না লিখে পারলাম না।

ক্রটির নাম 'ক্রীতদাসের হাসি'। এ উপন্যাসটির লেখক শওকত ওসমান। এটি শওকত ক্রমানের কালোত্তীর্ণ উপন্যাস। এটি আসলে প্রতীকাশ্রয়ী উপন্যাস। উপন্যাসটিতে প্রতীকাশ্রয়ে ত্রকালীন পাকিস্তানিদের বিরূপ শাসনের সমালোচনা করা হয়েছে। বাগদার্দের বাদশা হারুন অব রশিদ অত্যাচারী, সে ক্রীতদাস তাতারি ও বাদী মেহেরজানের প্রণয়ে বাধা সষ্টি এবং ভাতারিকে গৃহবন্দি ও অত্যাচার করে। তাতারি আমৃত্যু বাদশা হারুনের নির্যাতনের প্রতিবাদ করে যায়। এখানে তাতারি বাঙালি জনতার এবং বাদশা হারুন আইয়ুব খানের প্রতীক। আতাবির হাসি উপন্যাসে বাঙালির স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

বাংলা সাহিত্যের প্রতি তোমার আগ্রহের অন্ত নেই। উপন্যাসটি পুরনো হলেও প্রথম পড়ার নযোগ এই এখন পাওয়া গেল। তোমারও উপন্যাসটি ভালো লাগবে বলে আমার বিশ্বাস। উপন্যাসটি পড়ে তোমার মতামত জানাবে। আজ এ পর্যন্তই।

	টিকিট
প্রেরক	প্রাপক
নাম :	নাম :

08 'একশের বই মেলা' সম্পর্কে জানিয়ে প্রবাসী বন্ধকে একটি পত্র লিখুন

32,00,2036 সূত্রাপুর, ঢাকা

36

তোমার বন্ধ

আমার জন্য আমার অসংখ্য আন্তরিক প্রীতি ও অযুরন্ত শুভেচ্ছা। প্রায় তিন বছর হলো বাইরে গিয়েছ। ^{বিভা}মধ্যে দেশের অনেক কিছু বদলেছে। সর খবর তোমার কাছে হয়ত যায়নি। আমি একুশের বইমেলার র্তমান অবস্থাটা তোমার কাছে তুলে ধরতে চাই। মনের চোখ দিয়ে দেখতে তোমার ভালোই লাগবে।

^{রু} বছর একুশের বইমেলা যথারীতি জাতীয় মননের প্রতীক বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে আয়োজিত আছিল। তবে তার অবয়ব আগের সকল বৈশিষ্ট্য ছাড়িয়ে গেছে বলে তা ছিল অনন্য।

যে দিকটি বড় হয়ে উঠেছিল তা হলো জনতার চল। প্রথম থেকে পেন্ন দিন পর্যন্ত জাণিত যানুদ্ধে পদচারণায় মুখরিত হলো মেলার সুবিশাল জন্ম। সবাই যে বই কিনতে আসে এমন নয়, অনের আসে বই দেখাকে, নতুন বারের খৌজ নিতে। কবি-সার্হিতিকাপাণ আসেন। পরশার দেখা-সালাকে সুযোগ নিতে। কেউ লাক্ত অমনিতেই খুরে কেয়ার। তবে বইক্রে ক্রেডার স্থালা কিতে। কেউ লাক্ত অমনিতেই খুরে কেয়ার। তবে বইক্রে ক্রেডার গালাকেট।

বই মেলার আকর্ষণ গুধু বই নাঃ; আছে অনেক কিছুই। বাংলা একাডেনি পারলা ঝেকে একুশে হেনুগারি পর্যন্ত কতুতামালা আর আলোচনা অনুষ্ঠানের বাবস্থা করোজিশ। বাংলা একাডেনি পুরাধার শিত্তসীত্ব অনুষ্ঠানও হয়েজিশ। সঙ্গীতানুষ্ঠান আনটানুষ্ঠান ছিল এতেকা সন্ধায়র নিয়মিত কর্মসূচি। গানের বৈটিয়া অপণিত দর্শক-শ্রোভার মনে দাগ কেটে আছে। বইমেলার এগব অনুষ্ঠান ও আলোচনার মাধ্যমে সাহিত্য আর সংস্কৃতির সামে পরিচার লাভে সমাগত জনতা আদমিত হয়েছে, অভিতৃত হয়েছে। তবে বই কিনে বা বই দেখে নিজন্ব সাহিত্যের সাথে যে পরিচিতি ঘটেছে তা জীবনে তাংপর্য সৃষ্টিভারী বলে বিবেটিত হতে পারে। নতুন বই করাপের প্রেরণার বের অনুশ্বর বই মোল।

একুশের বইমেলার আদন্য আছে। কিন্তু এতে সবচেয়ে বেশি গুৰুত্ব আছে জাতীয় জীবনে স্বদেশাগ্রহের চেতনা সৃষ্টিতে। বইমেলায় মেশের প্রতি, ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ভাগোবাগার যে প্রকাশ তা আমানের জাতীয়া জীবনের জানিবেশ ভালেশের ধাকক-মাকত আমানের অভিলাষ। এ হাওয়া অম্বুলু গানুক। আজ এ পর্যন্তই। আবারও প্রতি ও তভেম্বা জানামি।

তিষানাই বস্তু তিষানাই বস্তু বাজিব From To Rakibul Haq Shahed Ahmed 15 Tati Bazar PO Box-2444 Sutrapur, Dhaka Berlin, Germany

ি৫ বালিকা কুলের আশে-পাশে উত্যক্তকারীদের বিরত রাখতে কী কী পদক্ষেপ নেয়া যায় তা নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে মত বিনিময় করে একটি চিঠি লিখুন।

> ১৫.০৩.২০১৫ মিরপুর, ঢাকা

প্রিয় মৃহিত, প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও।

লেখাণড়ার পাশাপাশি অবসর সমরে নিরক্ষরতা দূর করার জন্ম কাজ করে তপেন্ডে জেনে খুশি হলাই। তোমার চিঠিতে অন্য আরেকটি বিধায়ে ভূমি পরামর্শ চিয়েছে যে, বালিকা বিদ্যালয়ের আর্শে-পার্শে উজ্ঞাকনারীদের বিষত রাখতে কী কী পদকেশ নেয়া যেতে পারে। অর্থা উজ্ঞাকনারীদেরকে আনর্য কীভাবে সামাজিক অবন্দয় থেকে চিরিয়ে আনতে পারি, এর সমাধান কী হতে পারে। আমার পত্রটি আমার হৃদয়ে দারুণভাবে রেখাপাত করেছে। মুহিত, মন যেন আবার জেপে উঠতে ক্রছে। চোখে লাগছে নতুন দিনের নির্মল আলো। আমার উদ্বেলিত হওয়ার আসলে একটিই কারণ, কলো তুমি যে বিষয়ে আমার নিকট পরামর্শ চেয়েছ সেটি। দেখ, তোমার মতো এভাবে সমাজের সব নাষ যদি বুঝতে পারে, বিশেষ করে আমাদের মতো স্থল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীরা ্ধ বিষয়টি অনুধাবন করে যে, উত্তাক্তকরণ একটি গর্হিত কাজ, সামাজিক অবক্ষয়; তাহলে কেউ আর 🚯 করতে কখনোই সম্মুখ হবে না। জনসচেতনতাই সমাজের নানাবিধ অবক্ষয়, সমস্যা-সমাধানের ক্রমাত্র শক্তিশালী হাতিয়ার। তাই আমি মনে করি, জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন কাজ করে ্রমাঞ্চকারীদের বিরত রাখা যেতে পারে। একটি বিষয় মনে রেখ শক্তি প্রয়োগ করে কিংবা স্থংকার নিয়ে সাময়িক সমাধানের চেয়ে সচেতনতাসৃষ্টিমূলক পদক্ষেপসমূহ, যেমন ; বাবা–মা বা মুরব্বিদেরকে বাদের সন্তান সম্পর্কে খোঁজ খবর বাড়াতে পরামর্শ দেয়া, উত্ত্যক্তকারীদের স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেয়া যে, ন্তু সকল কাজ অন্যায় ও অপরাধমূলক, তাই এ সব করা থেকে বিরত হও, বিদ্যালয়ে পড়য়া ছাত্রীদের স্ক্রান্তন করে গড়ে তোলা ও এ সকল সমস্যা মোকাবেলায় বাড়ির-মুরবিব বা শ্রেণির অন্যান্য বন্ধ ও লচ্চরীদের সাথে একত্রে চলাচল করা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়মতান্ত্রিক ও শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে বিদ্যালয়ের আশে-পাশে চলতি পথে এসব বিষয় নিরীক্ষায় রাখা। তাছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সম্মিলিত ঐক্য জাট গড়ে ছাত্র-ছাত্রী কিংবা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জীবন ও সম্পদের রক্ষা করা যেতে পারে। এখানে একটি বিষয় যে, সম্মিলিতভাবে করলে অনেক কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়। মানুষ নিয়েই যেহেতু সমাজ সেহেত সমাজের অধিকাংশ সচেতন ব্যক্তিবর্গ একত্র হলে এসব সমস্যা সমাধান করা অসম্ভব নয়। সরকারও গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য নানামুখী কাজ করে চলেছে। প্রয়োজনে তুমি এ সকল সমস্যা মোকাবেলা করতে স্থানীয় থানা ও জনপ্রশাসনের সাহায্য নিতে পারবে।

ষ্টিক আছে, কাজ চালিয়ে যাও। হতাশ হয়ো না, কিংবা মন মতো হচ্ছে না দেখে ভেঙ্গে পঢ়ো না। ভালো অলুবা, পত দিও।

म । अग । ।		ইভি	
		টিকিট	তোমার প্রিয় বন্ধ
প্রেরক	প্রাপক		
নাম :	নাম :		মাসুম
ठिकामा :	ঠিকানা :		

তি ইভটিজিং প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বন্ধুকে একটি পত্র লিখুন।

২৯.০১.২০১৫ সেগুনবাগিচা, ঢাকা

খিয় হিমু,

বীতি ও ভালোবাসা রইল।

মূল মনটা খুবই খারাপ। সকালে যুম থেকে জ্রেগে পত্রিকা হাতে নিতেই চোখে পড়ে, 'ইভটিজিং : মূল কত মৃত্যুগ' বল তো, কতদিন আর এমন খবর দেখতে হবে পত্রিকার পাতায়ঃ কতদিন আমরা মূল দেব এই অনামান্তিক কর্মকাণ, অবন্দয়। ণত চিঠিতে তুমি লিখেছিলে, তুমি ও তোমার করেকজন বন্ধু মিলে তোমার এলাকায় একটি ইভটিছে, প্রতিযোগে কমিটি গঠন করেছ। জেনে পুলি হুলাম ইভটিজিং এর মতো সামাজিক অবলয় ঠেকাতে, তোমার তোমানাকে সামাজিক দায়িত্ব পালিক পালন করে চেলে। মূল বুব তাবেল কাল যাব্যা সামাজিক দায়িত্ব পালন না করে বরং সমাজকে বিবিয়ে তুলাছে। তোমার ইভটিজিং প্রতিতরাধ কমিটি দেশেল মানুহত্ব নিকটি এই তথ্য প্রদান করক, ইভটিজিং একটি সামাজিক বাটা আমাদেব মালিক জীবনে এটি একট প্রভাৱিক মুক্তী ক্ষণ্ড । সেপের হাজারো সম্মাজ মালিক বাটা এক একটি প্রধান সামাজিক সামান

যদিও ইভটিজিং রোখে সূনির্দিষ্ট কোনো আইন নেই; তবে দেশে বিদায়ান কয়েকটি আইনে এ সম্পর্কিত ধারা উত্তরে আছে। যেমান : নারী ও শিক নির্দিত্তন দমন আইন ২০০০-এর ১০ থার; নারী ও শিক বর্নার্ঘকন দমন সেন্দ্রণামাপ্র আইন, ২০০০-এর ১ (ক); সাকা মেট্রোপলিটান সুলিশ অধ্যালেশ, ১৯৭৬-এর ৭৬ নং ধারার নারী ও শিকর বিরুদ্ধে অমার্জিত বা অসংলগ্ন কোনো ব্যবহার করার জন্য উক্ত ধারার আওভায় অপল্যাধীর বিচারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সম্প্রতি হাইকোর্ট ইভটিজিয়কে যৌন হারানি হিসেবে ডিইক করায়ে।

বন্ধু হিমু, আমার অবস্থানগত সমস্যার কারণে আমি যেটি পারছি না, ছুনি ও তোমার বন্ধুরা সেটী করে চচ্চেছ। তোমানের আসনে ধন্যবাদ দিলে, ছেটি করা হবে। তোমারা সমাজের মানুষ হিসাবেই সামাজিক দায়িত্ব পালন করে চচ্চেছ। তোমানের দেশের পালনের সচ্চেজনা দার্গারিকের কিছা স্বাটার ক্রিয়ার ক্রয়ার ক্রিয়ার ক্রিয়া

		ইতি তোমার প্রিয় বয়	
	টিকিট		
প্রাপক		মূহিত	
		রাজবাড়ি	
		নাম : ,	

০৭ জাতীয় বৃক্ষরোগণ সপ্তাহ পালনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করে বন্ধুকে একটি পত্র লিখুন।

১৬.০৩.২০১৫ মতিঝিল, ঢাকা

প্রিয় সোহাগ.

ভালোবাসা নিস। গতকাল তোর চিঠি পেলাম। চিঠিতে লিখেছিল তোর দেখাণড়ার চাপ এখন আর তেমন নেই। তাই ফাইনাল পরীক্ষার মধ্যবর্তী এই দীর্ঘ সময়ে পড়াশোনার পাশাপাশি ভূই কি করতে পারিস ভালতে চেয়েছিল। তোর জন্য সুন্দর, বলতে পারিস মহৎ একটি কাজ ঠিক করেছি। তুর্ব জানালে খুলি প্রবি যে, আমি যায়ং এই একই কাজে বর্তমানে নিজেকে বান্ত রেখেছি। সেটি হর্লো জাতীয় বন্ধবোপণ সর্ভাব পালন।

অমার বিশ্বাস, তুই বৃক্ষরোপন কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তোর এই সময়গুলোকে দেশ ও রাউর কল্যাণে বৃক্ষরোপণে কাজে লাগাবি। আর কি লিখব। ভালো থাক। তোর বাবা-মাকে আমার নদাম দিস। তোর ছোট ভাই সোহেলের প্রতি আদর রইল।

> ইতি শিমুল সরদার পিবোজপুর

		টিকিট
প্রেরক	প্রাপক	De California
गाभ :	নাম :	
Schiel : "	विकासा :	

ক্ষা বাংলা-৩১

স্মারকলিপি

স্বাৱবর্গপি (Memorandum): নির্দিষ্ট অভিযোগ বা দাবি-দাওাার কথা শ্বরূপ করিয়ে নিতে হেন্দ্র সমাজ, গোচী বা দলের হরে (সাধারণত ব্যক্তিগত স্বাক্ষরইন) যে পর গোর হত তাকে স্বারক্তিপি হল। স্বাব্বক্তিপিন্ন বিভিন্ন অংশ: সারক্তিপি রচনার ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম বা রীতি অনুসর্বাধ করতে হ। স্বাব্বক্তিপিন্ন বিভিন্ন অংশ একমা ২.১ মূল শিরোনাম, ২, উপ্পিরিলাম, ২০, নাম-রাক্ষর ভারিব।

০১ শিকাঙ্গনে সপ্তাস নির্মৃত্ত করার উদ্দেশ্যে সপ্তাসমুক্ত আইন প্রথমনের জন্য সংসদ সদসাবন্দের প্রতি আহ্বান জানিয়ে একটি স্মারকলিপি রচনা করুন।

> দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে সন্ত্রাস দ্রীকরণের লক্ষো বাংলাদেশের মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্যবৃদ্ধের উদ্দেশ্যে স্থাবকলিপি

মাননীয় সংসদ সদস্যবন্দ,

জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটো আপনারা গণগুজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকারের জাতীয় সংসদের সদস্যাপন নার করায় আপনাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও প্রাণাচলা গুড়েছা। আপনারা দেশ ও জাতির বর্ত্ত স্বেকত, সমগ্র জনসাধারণের প্রাণের ধন। অন্যান্য বিষয়ের সাথে দেশবাসী শিক্ষা উন্নয়নেও আপনান সহম্মানিতা ও আধুকিক প্রত্যোগী।

হে জনপ্রতিনিধিবন্দ,

শিক্ষা জাতির মেরগত। শিকাঙ্গন আনচর্চার বৃশাবন। এই অসনেই গড়ে ওঠে জাতির কর্ণবা । বা অসন থেকেই উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করে সবাই দিয়ের যায় দেশের মেবার। এখানেই সৃষ্টি হা জার্ব বিবেক-দেশক । জাতীয় দুর্যোগে এ অসনই হয়ে ওঠে জাতির রাজকারতা । বাজারি শিক্ষার্পত জারিক উপার্বার নিয়েছে তথা আন্দোলন ও মুক্তিযুক্তের মতো গৌরবলীও ঘটনা। অখচ আজ বাংলার্পে শিক্ষান্তনভাগে হয়ে উঠেছে সময় অসন। শিক্ষাণ্ডীপোর হাতে কল্যনের পরিবর্তে আজ বিবিধ অস্তার্জ অন্তের রাক্ষানানি, বারখেন জাঁবালা গাড়ে পরিব্র শিক্ষান্তন আজ সমরাদানে পরিবর্ত হাসোভা জাঁ শিক্ষা ও জান চর্চার পরিবর্তে সেবানে চলছে আরম সহজ্ঞ।

হে দেশপ্রেমিকগণ,

জাতি আজ দেশের সকল দারিত্ব আপনাদের হাতে অর্পণ করেছে। সকল শক্তি আজ আপনাদের ক্র গঞ্চিত। আপনাদের সন্দিজ্ঞ ও আন্তরিকতা দিয়েই কেবল আপনারা পারেন জাতিতে এ অর্থরণ চোবাবালি থেকে রক্ষা করতে। শিক্ষাখন থেকে সন্ত্রাস দূর করে, শিক্ষাবাদের হাতের অন্তর্গের না হাতে কলম তুলে দিতে। আপনারাই পারেন দেশের শিক্ষাসনগুলোতে জ্ঞান-চর্চার পরিবেশ ভূক্তনতে, জাতির ললাট থেকে কলন্তের চিহ্ন মুহ্নে ফেলতে। আপনারা বার্থ হলে দেশ-জাতি ধাংস জ্ঞান্তের অতল গহরের তলিয়ে যাবে।

লক্ষানুরাগীগণ,

ল-জাতির কলাণে যে কোনো আইন-প্রশানের ক্ষমতা জাতি আপনাদের হাতে তুলে দিরছে।
কাং আর দেরী করার সময় নেই। দেশ-জাতি রক্ষার্থে শিক্ষাসনের পরিত্রতা শিক্ষার পরিবেশ
ক্রায় আনতে থথাযথ আইন প্রণান করে তার দ্রুত বাস্তবারান করনা, তা সহুই কঠোর হোক। সময়
ক্র আপলাদের মুখের দিকে চেয়ে আছে। কেবল আপনারাই পারেন এ অবক্ষর থেকে তরুল
জাতার রক্ষা করে দেশ-জাতিকে সমৃদ্ধ করতে। বর্তমান প্রোক্ষাপটে দেশের এ দুসমারে সেটাই হবে
স্কলাকের একমায় অদানা করণীয়।

নুশের জনগণের ঐকান্তিক প্রভ্যাপ। পূরণ করে, শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস সমূলে উৎপাটন করে, নিজাঙ্গনে জ্ঞান-চর্চার পরিবেশ ফিরিয়ে এনে দিয়ে আপনাদের পবিত্র দায়িত্ব পালন করে জাতীয় জ্ঞান আপনারা বিবল দুইান্তের অধিকারী হবেন—এই আমানের প্রভায়।

গরিব : ১২,০৩,২০১৫

বিনয়াবনত এম হাবিবুর রহমান এফ রহমান হল, ঢা.বি.

 আপনাদের কলেজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানকল্পে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটি স্মারকলিপি রচনা করুন।

জীমুহনী সরকারি এস এ কলেজের সমস্যাবলীর সমাধানকল্পে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি

হে শিক্ষামোদী.

ক্ষমার মুঠ দেকৃত্বে এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সমূহ পরিবর্তন সাধনা হরে এক দর চাঞ্চল্য এরেন্তর।
ক্ষমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানতালা জাতি গঠনের কারখানা। এখান থেকেই জানু নিচছ আগামী দিনের
কারবেরা। চৌমুহনী সকরারি এদ এ কলেজ বেদামান্ত উল্লোজনার প্রকামার সকরার কলেজ। এ
ক্ষজাত জানুলার থেকেই নানাবিদ সকরার মধ্য নিয়ে ছাঁটি হাঁটি পা পা করে এর অন্তিস্কুকে টিকিয়া
ক্ষমের। বর্তমানে কলেজটি নানাবিদ সকরার সম্বাচিন সমস্বাচিন সামস্যাতলো সমাধানের উল্লেখ্য আপলার
ক্ষমের। বর্তমানে কলেজটি নানাবিদ সকরার করার আপলি আপলার আভারিক দৃষ্টিনিবদ্ধ করে
ক্ষমারী। ও শিক্ষাব্রিদের কৃতজ্ঞান্তরে বিশ্বে মাধ্যবেদ, এই আনানের প্রভাগ।

জন্মার সবচেয়ে বড় ব্যবসাক্ষেপ্র টোমুংনীর কেন্দ্রেই কলেজটি অবস্থিত। কলেজে আসার বিভিন্ন ব্যৱসামধ্যে মাত্র একটি বারা পাকা, ব্যক্তিগুলোর অধিকাংশ কাঁচা এবং কোবাও বা সামান্য অংশ ইবি বিছালো। কলেজটি ২০০৮ সালের বন্যার পানিতে দীর্ঘানিন ছবে থাকার মেঝের এবং মাঠের ব্যবস্থা কর্তানে কৃথিই করুণ।

- খেলার মাঠিটি আকৃতিতে ছোট এবং অত্যন্ত নিচু। সামান্য বৃষ্টিতেই পানি জমে এবং খেলাধুনার অনুপয়োগী হয়ে পড়ে। মাঠটির আয়তন বৃদ্ধি ও মাটি ভরাটে কমপক্ষে দুই লাখ টাকা প্রয়োজন।
- ত কলেজটিতে নামমাত্র লাইবেরি থাকলেও তাতে হাতে গোনা কিছু বই আছে যা একটি ভিজ কলেজের জন্য অত্যন্ত নগণ্য। যে বইগুলো আছে তাও অবকাঠামোগত কারণে অর্থিছিত্র ছাত্রসংখ্যা ও ক্লাসক্ষমের ভূজনায় আসবাবপত্র যথেষ্ট কম। বিজ্ঞানাগার ও মিলনায়তন নির্মাণ 🚓 আজও সম্ভব হয়নি। খেলাধুলার সরঞ্জামাদিও ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় অনেক কম।
- সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের অধীনে কলেজটির এ সমস্যাগুলো আপনার মাধ্যমে সমাধান হল তিন হাজার ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষার সুন্দর ও যথার্থ পরিবেশ পেত।

উপরিউক্ত সমস্যাগুলো সমাধানকল্পে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আপনার সদর দৃষ্টি কামনা করতি। আপনার সৃস্থ শরীর, পেশাগত সুনাম ও দীর্ঘায় কামনা করি।

ভাবিখ : ১৫,০৩,২০১৫ নোয়াখালী

টোমুহনী সরকারি এস এ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ নোয়াখালী

] আপনার এলাকার অভাব-অভিযোগ জানিয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্য বরাবরে একটি স্মারকলিপি পেশ করুন।

মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব -এর মনসুরনগর ইউনিয়ন সফর উপলক্ষে আমাদের স্মারকলিপি

আপনার ততাগমনে আমাদের এ প্রতান্ত অঞ্চলে আজ চাধ্বল্যার সৃষ্টি হয়েছে। এ দেশের কৃতি সন্তান হিস্সে আপনার পদধ্যনি খনে নিস্তেজ এলাকাবাসীর মনে আজ নতুন প্রাণের সঞ্জার হয়েছে। তাই অবংগিত জনসাধারণের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই সাদর অভিনন্দন। শ্রদ্ধাঞ্জলি এহণ করে আপনি আমাদের ধন্য করন।

হে দেশ গড়ার মহান সৈনিক.

দেশের প্রতি আপনার অগাধ ভালোবাসা, সমাজ গড়ার অবিরাম চেষ্টার কথা আজ এলাকার প্রতি মানুষই অবগত। দেশের সর্বাদীণ উন্নয়ন সাধনের প্রতি আপনার সদা-স্তর্ক দৃষ্টি প্রতিনির্ভ প্রতিফলিত হচ্ছে। আপনার সুযোগ্য পরিচালনায় আজ মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেন সর্বত্র উন্নয়নের ছাপ পড়েছে। আমাদের ইউনিয়নটিও সে আশীর্বাদ থেকে ব্রঞ্জিত থাকেনি। ত^{ু এই} আপনাকে সন্নিকটে পেয়ে আমাদের দু চারটি অভাব-অভিযোগের কথা ব্যক্ত করতে চাই।

 আপনি কেবল একজন নির্বাচিত সংসদ সদস্যই নন, আপনি জনগণের বন্ধ। অথচ আমার্গি এতদঞ্চলের বেশির ভাগ মানুষই কৃষক মজুর। এখানে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজন, কৃষকদের ফলানো ফসল তারা যথাসময়ে শহরে-বন্দরে পাঠাতে পারে না। এছাড়া অসুখ মানুষ যথাসময়ে উপজেলা সদর বা জেলা সদরের সাথে যোগাযোগ করতে পারে না। কিই চার কিলোমিটার দুরেই ঢাকা-সিলেট পাকা সড়কটি অবস্থিত। তাই আপনার কাছে আর্বেন চার কিলোমিটার রাস্তা পাকা করে এলাকাবাসীর দুর্ভোগ দূর করতে সক্রিয় হবেন।

অত্যন্ত দুরখের সাথে উল্লেখ করতে হয় যে, অত্র এলাকার চার বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে আজ কর্মন্ত কোনো দাতব্য চিকিৎসালয় নেই। অথচ নানা দুরারোণ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রতি বছর এলাকার কয়েক শত নারী-পুরুষ ও শিও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সরকারি অনুদানে এতদধ্যলে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে আমাদের বাধিত করবেন।

সবার জন্য শিক্ষা' স্লোগানের প্রেক্ষিতে এ অঞ্চলেও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। কিন্ত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ এখানে পর্যাপ্ত নয়। চারটি উচ্চ বিদ্যালয় ও দুটি দাখিল মাদ্রাসা থাকলেও এখানে কোনো কলেজ নেই। স্থূল-মাদ্রাসাগুলোতে উপযুক্ত শিক্ষক এবং প্রয়োজনীয় চেয়ার টেবিলও নেই। ভাই আপনার কাছে একটি কলেজ স্থাপনপূর্বক এসব সমস্যার আণ্ড সমাধান কামনা করছি।

আর একটি বিষয় আপনাকে অবহিত না করলেই নয়. দিনের আলোতে এ এলাকাটি সুশোভিত বলেই মনে হয়। কিন্তু এর রাতের রূপটি আপনি কখনো দেখেননি। বিদ্যুতের আলো নেই বলে বাতে অঞ্চলটি ভূতুরে পল্লীতে পরিণত হয়। ঐতিহ্যবাহী 'মনসুরনগর' বহুৎ বাজারটিও বিদ্যাতের অভাবে সন্ধ্যার পূর্বেই বন্ধ হয়ে যায়। রাতে চুরি-ডাকাতি এখানকার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আশা করি অচিরেই আপনি অত্র এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের সুবাবস্থা করবেন।

দ্বিশেষে, আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করে বলছি, উল্লিখিত দাবিসমূহ জনগণের প্রাণের দাবি। আপনার পরম ক্ষাহে এসব আশা-আকাজ্ঞা বাস্তবায়িত হয়ে সুষ্ঠ সুন্দর জীবন এখানে গড়ে উঠুক— এ কামনাই করছি।

जिय : ১१.०२.२०५० वाडिसार

মনসুরনগর ইউনিয়নের অধিবাসীবন্দ পলাশবাড়ি, গাইবান্ধা

অপনার এলাকার রাস্তা সংস্কারের আবশ্যকতা বর্ণনা করে স্থানীয় সংসদ সদস্যের উদ্দেশ্যে একটি স্মারকলিপি রচনা করুন।

> মাননীয় সংসদ সদস্যএর নিকট জনগুরুতুসম্পন্ন বিষয়ে স্মাবকলিপি

িশের প্রতি আপনার অগাধ ভালোবাসা, সমাজ গড়ার অবিরাম চেষ্টার কথা আজ এলাকার প্রতিটি সুষ্ট অবগত। দেশের সর্বাঙ্গীণ উনুয়ন সাধনের প্রতি আপনার সদাসতর্ক দৃষ্টি প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত 💯 । আপনার সুযোগ্য পরিচালনায় আজ রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার সর্বত্র উনুয়নের ছাপ জ্বিছে। আমাদের ইউনিয়নটিও সে আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকেনি।

শিপনি কেবল একজন নির্বাচিত সংসদ সদস্যই নন, আপনি জনগণের বন্ধু। অথচ আমাদের ^{এতন্তর}পের বেশির ভাগ মানুষই কৃষক মজুর। এখানে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা নেই। তাই িদের ফলানো ফসল তারা যথাসময়ে শহর-বন্দরে পাঠাতে পারে না। এছাড়া জরুরি প্রয়োজন বা 🐄 বিসুখে মানুষ যথাসময়ে উপজেলা সদর বা জেলা সদরের সাথে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয়।

পীৰণাঞ্জ উপজেলা থেকে মিঠাপুৰুৰ পৰ্যন্ত দীৰ্ঘ ১০ কিমি, রাজ্য যানবাহন ও পোক চলাচদের অযোগা হত গড়েছ। উপজেলার নাথে কুল পথে যোগাযোগের এটাই একমাত্র রাজা। সভ্কটির দুববস্থা বর্ণনাতীর। দীর্ঘদিন পথেকার জতাবে ইজিনাসলিত যানবাহন চলাচল থার হল, একদায়বন্ত এবারের ভারেব কল সভ্কটিকে ছিন্তিন কিমিন করে হেলেকে। সভ্কটির দুর্বাপানের মাটি নাম হয়ে সমা হোছে। মাজে মাখে বিক্রাপ্তর্কের করেব হিলেকে। সাক্ষার্থনা পরিবাদের মাটি নাম হয়ে সমা হোছে। মাজে মাখে বিক্রাপ্তর্কের করেবে একার বাছার করেব ক্রেকে। বিকলা, সাইকেল ও যোটার সাইকেল চলতে পারছে না। এলাকমা প্রান্থন পরিবাদি করিবকার বি ও মন্যান্য রাজানা উৎপাদন বাছা। পরিবাহনের অবস্থান্ত করেবে প্রকাশ উল্লাভিয়া বিকাশন উপাদ স্থাবিদ্যান্ত বিক্রমণ ও প্রবাদন বিক্রমণ করেবে বিক্রমণ করিবলা বিক্রমণ করিবলা বিক্রমণ করিবলা করেবে বিক্রমণ করিবলা বিক্রমণ করিবলা করিবলা বিক্রমণ করিবলা বিক্রমণ করিবলা বিক্রমণ করিবলা করিবলা বিক্রমণ করেবলা বিক্রমণ করিবলা বিক্রমণ করিবলা বিক্রমণ করিবলা বিক্রমণ করিবলা বিক্রমণ করিবলা বিক

আপনি জানেন, উপত্রোপা সদরের সাথে জ্বপথে যোগাযোগ প্রশাসনিক করণেও গুরুত্বপূর্ণ। সরকরি কর্মকর্তিবৃদ্দের স্বাধ্বনে মান্ত চাছাতে সাকৃষ্টি প্রধান অন্তরায়। করনো নির্মিত্য কোনো রক্তমে গাল্ল চন্দালক করণের পর্বাধানতা করন্তমে গাল্ল চন্দালক করণের প্রবাধানতা করন্তম গাল্ল চন্দালক করনের প্রবাধানতা কর্মকর যে তেরারা রারণ করের আ এক কথার সভ্যৱন্ত গাল্লা ও পারা এ কর্মবার সভৃত্যটিত বিশ্ব কর্মবার আজেরের নার আ বাব্দালক ক্রিক্তার ক্রান্ত ক্রান্তম কর্মবার আক্রান্তম সভূত্যটিত রার্মিত ক্রান্তম কর্মবার ক্রান্তমার ক্রান্তম সভ্যবিক্তার ক্রান্তম ক্রান্তম কর্মবার ক্রান্তম ক্রান্তম কর্মবার ক্রান্তম ক্রান্তম করে আজন কর্মবার বিষয়টি উত্থাপন করেছে। কিন্তু ক্রোন্তম না শেষেত ক্রান্তম আন্তর্ভাবিক ক্রান্তম করেছে। কিন্তু ক্রোন্তম না শেষেত্র তারা আন্তর্ভাবিক বিশ্ব ক্রান্তম ক্রান্তম (ক্রিক ক্রান্তম করেছে) ক্রিক্তান করে ক্রান্তম ক্রান

আপনার কাছে একান্ত বিনয়ের সাথে জানান্দি, উল্লিখিত দাবি জনগণের প্রাণের দাবি। আপনার অনুগ্রহ আমানের আশা-আকাঞ্চন বাস্তবায়িত হোক— এ প্রত্যাশা রেখে এবং আপনার দীর্ঘান্থ কামনা কর শেষ করছি।

তারিখ : ১৮.০৩.২০১৫

বিনয়াবনত রামনাথপুর ইউনিয়নের অধিবাসীকৃষ পীরগঞ্জ, রংপুর

রংপুর

আপনার এলাকায় একজন দেশবরেণ্য ব্যক্তির আগমন উপলক্ষে অভিনন্দনপত্র রচনা করুন।

দেশবরেণ্য জননেতা জনাব ফরিদুগ হক সাহেবের নারায়ণগজে তভ পদার্পণ উপলক্ষে অভিনন্দন

হে জন্মভূমির কৃতী সন্তান!

শীতের কুহেন্সি ভেদ করে এই শহরের বুকে আজ আলোর বন্যা, মুখ আজ আনন্দে মুখর। বাংলাগেনের কৃতী সন্তান তুমি। প্রাদেশিক অধিকর্তারপে এখানকার মাটিতে তোমার শুন্ত পদার্পণে আমাদের হার্ন্য আজ আনন্দে উদ্বেল। গ্ৰহানায়ক!

ন্তামার কীতির চেয়ে তুমি যে মহৎ তাই তব জীবনের রখ' মহৎ হতে মহতর যশ আর কীর্তির ব্যাবিনাট থোকে বিরাটিতর কর্মক্ষেত্রে ধাবমান। স্বাধীনতা আব্দোলনে তুমি ছিলে অন্যতম কুলানামান। সভা ও ন্যারের প্রতিষ্ঠা তোমার সাধন। গণজীবনে সুখ-স্বাক্ষন্য সৃষ্টিই তোমার কুলার একমার ব্রভ।

ত দরদী বন্ধ!

ন্ধী আমাদের একান্ত আপন, দুর্দিদের বন্ধু, সুনিদের সঙ্গী। আমাদের অভাব-অভিযোগ, আশা-আকাজ্ঞান সঙ্গে ভূমি ভূম অভি পরিচিত নও—এগুলো তোমানত অভাব-অভিযোগ, আশা-অভাজজ্ঞা। গুরুষণ্ড টুমিই যে আমাদের। তবু নভূনরূপে আজ তোমাকে পেরেছি। তাই নভূন কলা চোমাকে জালাই আমাদের কথা।

ন্ত্ৰায় লক্ষাধিক লোকের বাস শহরে ভূগর্ভস্থ পয়প্রথাণীর অভাবৰশত জনথাস্থ্যের বিপূল ক্ষতি গাধিত হচ্ছে। এতদুপলক্ষে কর্তৃপক্ষ একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করলেও প্রয়োজনীয় অর্থের জন্তাবে তা বান্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যথেষ্ট। পরিচ্ছান্ন জীবনযানার সহায়ক এই মহৎ পরিকল্পনাটি যাতে অটিরেই বান্তব রূপ পরিয়হ করে সেজনা তোমার প্রসন্ন দৃষ্টি

এই জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা দেশপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রকেই মর্মপীড়িত করে। অঞ্চল বিশেষে এ অব্যবস্থা এতই মর্মন্তুল যে জকনি পরিস্থিতিতেও সেখানে মথাসময়ে সাহায্য প্রেরণ করা মুলাগার হয়ে পড়ে। চুর্বিপান্ত ও অপরাপর সংকটকালীন পরিস্থিতির মোকাবিদার জন্য জেলা সদরের সঙ্গে থানার বর্তমান যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও তথা সরকারি পরিবহন ব্যবস্থার আও প্রোজনীয়তা রয়েছে।

ৰিউনু শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানের প্রাচূর্য সত্ত্বেও একটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় না-থাকায় এতলঞ্চলের শিক্ষাক্ষেত্রে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে। একটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে যথাশক্তি নিয়োগ করে তুমি এ জেলাকে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রবর্তী করবে এ বিশ্বাস আমাদের কাছে।

হে আমাদের আপনজন!

যে সমস্যাবলীর উল্লেখ করলাম, তা গুধু আমাদের নয়, তোমারও। এসবের সমাধান তোমার মাজীবনের স্বপ্ন। আমরা গুধু মনে করিয়ে দিলাম।

পরিশেরে, পরম করুণাময় আল্লাহর নিকট তোমার নিরাপদ দীর্ঘ জীবন কামনা করি। তোমার সেবার মহিমায় এদেশের মানুষ ধন্য হোক, পুণা হোক।

তারিখ: ১২,০৩,২০১৫ নারাস্থানে ইতি আপনার গুণমুগ্ধ নারায়ণগঞ্জবাসী ্রী শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষে মানপত্র রচনা করুন।

ভবিষ্যতের যাত্রা তোমাদের শুভ হোক

বিদায়ী ভাইবোনেরা ও সূহদ,

ভূবনের মাটো মাটো এক হাটো লও বোঝা শূন্য করে দাও অন্য হাটো ।' যে পথ একদিন ভোমানের নিয়ে এনেছিল এই কলেজ অসনে, নে পথই আবার ভোমানের নিয়েছে ভাক। একদিকে চলার নেশা আরু অন্যানিকে পিছুটান। বেহাগা রাগিনীতে বাজাহে বিনারের সূর। নে সূর এখন মুর্ছিত হচ্ছে এই কলেজে অলনে, মুর্ছিত হচ্ছে প্রতিটি প্রানে।

সম্মুখে চলার যাত্রীরা,

এই কলেজে তোমাদের কেটেছে শৃতিমধুর ব্রীতিময় অনেকদিন। নিরলস শ্রম, কঠোর অধ্যবসার ও আন্তরিক আয়হে নিজেদের আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ার সাধনায় কোমরা ছিলে সচেট। তোমাদের প্রাণোচ্ছল সাহেচর্য আর শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকদের প্রীতিপ্রিশ্ব শিক্ষায় কলেজের নিনতলো হয়েছে প্রতিহ্যাম। আজ ভবিষাকের সিন্ধিত তোমরা খবন প্রজার ছায়া ফেলতে যাছে তথন বলি,—এই কলেজের পুতিময় নিকলো তোমরা খেন ভূলে না-যাও। যেন না-ভোল প্রিয় শিক্ষক-শিক্ষিকালের প্রকারিক অবলানের কথা। এই বিদ্যানিকেতনের অভিজ্ঞতা ও প্রতিহ্য যেন হয় ভোমাদের ভবিষয়ে গতে ভোলার প্রেমণা।

সূর্যশিখা ভাইবোনেরা,

লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমাদের দেশ আজ স্বাধীন। দারিদ্রা, অশিকা, সংকীর্ণতা, পশ্চাদপদতার আঁধার এখনো দেশ থেকে ঘোটেনি। নতুন শতান্ধীর অগ্রপথিক তোমরা। বিশ্বায়ানের নর্বাদিয়তে এ দেশে নতুন নতুন অগ্রপতি ও সাফল্য অর্জনে তোমরা আমাদের প্রেরণা হবে এই প্রত্যাশা নিয়ে কামনা করব—মহৎ আদর্শে নতুন দেশ ও নতুন বিশ্ব গড়ার সাধনায় তোমারা সফল হও।

তোমনা দেশের হও, দশের হও, বিশ্বের হও। তোমাদের চিন্তা ও কর্ম হোক—দেশরতী ক^{মীর}, সৃষ্টিশীল কারিগরের, মানবমুক্তির শৈনিকের। তোমনা সার্থক হও। তোমাদের সাধনা হোক দে^{ল ও} জাতির ঐতিহাসণ বিভিয়াস।

তারিখ : ২৫.০২.২০১৫ ঢাকা তোমাদের সাথী ছাত্রছাত্রীবৃদ্দ আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মতিঝিল, ঢাকা একজন অধ্যাপকের অবসরগ্রহণ উপলক্ষে বিদায় সংবর্ধনাপত্র রচনা করুন।

ঢাকা কমার্স কলেজের শ্রুদ্ধেয় প্রফেসর মিঞা লুৎফর রহমানের বিদায়ে শ্রুদ্ধাঞ্জলি

ত মহান শিক্ষাব্রতী,

্রান্তবাদাধী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক মহান দায়িত্ব নিয়ে আপনি এসেছিলেন প্রায় দেড় দশক আগে।
ব্যৱস্থার বিগত দিনতলোতে অকুষ্ঠ ত্যাগ, কঠোর শ্রম ও ঘনিষ্ঠ সাধনায় এই কলেজের ঐতিহ্যকে
ক্রেছেজ আলো গৌনবোজ্বল ও সমুদ্রত। আজ অসমণা কর্মদিনর স্মৃতিচিহিত এই উজ্জ্ব অসন হেড়ে
ব্যাধনি বিদায় নিচ্ছেন— আমাদের কাছে গতীর কেনান্তর, কুবই মর্মশাশী। আজ বিদায়কোয় বাখাতার
ক্রেছা আপনাকে জানাই গতীর শ্রমা ও অকুষ্ঠ কৃতজ্জতা।

্ত ক্রমীপরুষ,

(मोगा,

ব্রজনার কাছ থেকে আমরা পেরোছি সভিচকার আলোকিত মানুষ হবার শিক্ষা। আমাদের সকল কাজে ভ্রমমানা মাধানো আপনার কাছ থেকে আমরা সর্বলা পেরোছি বিচক্ষণ ও বান্তব দিক-নির্দেশন। কঠিন পরিস্থিতি মোধাববিদার পেরোছি অন্তবের দৃঢ় পঞ্চি। ভাই আমাদের হৃদরের মণিকোঠায় আপনি জনকার চিব সম্বাক্ষণ হয়ে।

হে বিদায়ী সূত্ৰদ,

আদের অন্থির আবেশকে আপনি প্রশ্নুয় দেননি। বরং আমানের অসংযত আবেশোক্ষানকে সংহত ক্ষায় প্রামান বিদ্যান নির্বাহিত করিছ প্রামান বিদ্যান করিছেন। কর্তবার কঠোর হলেও-ব্যস্ত, মতাত সাহচার্য আপনি ছিলেন আমানের কীজাবারে সুস্থান। আমানের সৌলাগা এমন মহন। ও জীলর বাজিত্বের সাহক্র আমান গোলার ক্রায়ন করিছেন আমানের জীবান গান্তার সুদ্যালাগ্রে। আবেশে আমারা আপনার কাছে কৃতক্ত। বিদায় মুহূর্তে আমানের ক্রয়ান্ত্র ক্রায়ন করি আপনার ক্রয়ান্ত্র ক্রায়ন্ত্র জনার করিছেন করি আপনার ক্রয়ান্ত্র ক্রায়ন্ত্র জনো করি আপনার ক্রয়ান্ত্র ক্রয়ান্ত্র ক্রয়ান্ত্র ক্রয়ান্ত্র করি আপনার ক্রয়ান্ত্র নামন্ত্র ক্রয়ান্ত্র ক্রযান্ত্র ক্রয়ান্ত্র ক্রয়ান্ত ক্রযান্ত্র ক্রযান্ত্র ক্রযান্ত্র ক্রযান্ত্র ক্রযান্ত

ৰ বিদায়ী শিক্ষাবিদ,

শুনার প্রেরণা হয়ে থাক আমাদের চলার পথে আলো হয়ে। আজ আনুষ্ঠানিক বিদায় মুহূর্তে আমাদের বিজ্ঞানা : আপনি দীর্ঘজীবী হোন। সে জীবন হোক কর্মসফল, আনন্দধন ও সুখময়।

9405.00.2050

বিনয়াবনত ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ

ঢাকা

ে আপনার কলেজে নতুন অধ্যক্ষের যোগদান উপলক্ষে একটি অভিনন্দনপত্র রচনা করুন।

রাজশাহী সরকারি কলেজে নতুন অধ্যক্ষ জহিরুল হক চৌধুরী আপনাকে স্বাগতম

হে নবাগত শিক্ষাগুরু,

আপনার যোগদানের মধ্য দিয়ে রাজশাহী সরকারি কলেজ আবার প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছে। আপনার মতো একজন জ্ঞানের মশালকে আমাদের মাঝে পেয়ে আমরা সত্যিই গর্বিত। আপনি আমাদের হৃদয়ের জঞ্জাল দূর করে জ্ঞানের প্রদীপ জে্লে দেবেন–এ প্রত্যাশায় আপনাকে জানাচ্ছি আমাদেব হৃদয়ের প্রাণঢালা অভিনন্দন ও ভালোবাসা।

হে নব কর্ণধার.

আপনাকে আমরা আমাদের কলেজের নব কর্ণধাররূপে পেয়েছি। এতদিন আমাদের কলেজ চিল কর্ণধারবিহীন। তাই আমরা দেখাপড়া ও প্রশাসনিক দিক থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েছিলাম। আপনার আগমনে আবার কলেজ শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি-শিল্প-সাহিত্যে মুখর হয়ে উঠবে-এটাই আমাদের কামন।

হে অভিভাবক,

বিশ্ব আজ এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে। সভ্যতা স্পর্শ করেছে মঙ্গল গ্রহকেও। নানামুখী সৃষ্টির উন্নাস আজ পৃথিবীর সর্বত্র। আমরাই কেবল পিছিয়ে। আমরা আজ আপনাকে আশ্রয় ও ছায়ারূপে পেনেছি। আপনার মৃল্যবান শিক্ষা ও আদর্শ আমাদেরকে অনুগ্রাণিত করবে। আমাদের নতুন পৃথিবীর সন্ধান দেবে। আপনি এসেছেন, আপনি থাকবেন আমাদের মাঝে। আপনি আমাদের অভিভাবক। আপনার নিকট সামান্য তুর্ ধরা পড়লে বা কোনো বিচাতি ঘটলে আমাদের পরিক্তম করে তুলবেন। আমাদের ভুল সম্ভানতুল্য দৃষ্টিতে দেখনে। ক্ষমা করবেন। কারণ আপনিই তো আমাদের শিক্ষাদাতা। আপনি ফেলে দিলে অন্ধকারে সবহি ভূবে যাব।

হে জ্ঞানের অগ্নিশিখা,

আপনার সফল পরিচালনায় এই বিদ্যাপীঠের শিক্ষাসম্পর্কিত কার্যাবলী সুন্দরভাবে সামনের দিকে অগ্নসর হবে। আপনার আগমনে আমাদের একমাত্র উপঢৌকন শ্রন্ধা ব্যতীত কিছুই দিতে পারলাম না এটকুই আপনি সাদরে গ্রহণ করবেন।

হে মহান শিল্পী,

আপনি মানুষ গড়ার মহান শিল্পী। আপনার সুপরিকল্পনা প্রয়োগ করে বিশৃত্বলামুখর বিদ্যাপীঠের ই পরিবেশ ফিরিয়ে আনবেন। প্রতিটি ছাত্রের জীবনকে আপনার দীক্ষায় দীক্ষিত করে তলবেন 🐠 আমাদের প্রত্যাশা।

পরিশেষে বিধাতার কাছে আপনার দীর্ঘ জীবন ও সুম্বাস্থ্য কামনা করছি।

তারিখ: ২৮.০২.২০১৫

শ্রদ্ধাবনত রাজশাহী সরকারি কলেজের ছাত্রছাত্রীবৃশ বাজশাহী

🔲 কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে নবীন ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে একটা অভিনন্দনপত্র রচনা করুন।

নটরডেম কলেজের নবীন ছাত্রদের অভিনন্দন

नवीन वकती.

নতন স্বপ্নের সুষমা নিয়ে তোমরা যারা এসেছ এই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যানিকেতনে আজ তোমাদের বরণের অব্রান। সোনারোদ মাথা আজকের আশ্চর্য সকালে সমস্ত নিসর্গ যখন সৌন্দর্যের বরণভালা সাজিয়ে বসে আছে আবুল হয়ে, তখন আমরা তোমাদের বরণ করছি উতরোল আনন্দ দিয়ে, তরঙ্গিত গান দিয়ে, প্রণের স্কুলীর মুখরতার আলপনা একে। তোমরা আমাদের অজ্যু ওভেচ্ছা গ্রহণ কর।

সাধী বন্ধুরা,

ক্ষুক্র জীবনের আলোকশিখায় তোমরা জ্ঞানের বিশাল চতুরে পা বাড়িয়েছ, লক্ষ আলোর দিগন্তের দিকে ক্রু হলো তোমাদের অভিযাত্রা। আলোকিত মানুষ হবার পথে যাত্রা তোমাদের সফল হোক। মহৎ সামর হবার সাধনা তোমাদের সার্থক হোক।

হে নতন দিনের যাত্রী,

আজ যখন তোমাদের বরণ করে নিতে চলেছি তখন সমগ্র বিশ্ব পা ফেলেছে বিশ্বয়কর সম্ভাবনাময় নতুন শতাব্দীতে। বিশ্বায়নমুখী আমাদের প্রিয় দেশটিতে তখন অশিক্ষা, দারিদ্রা, নৈরাজ্য, সন্ত্রাস ইত্যাদি ফেলেছে ভয়াল কালো থাবা। আমাদের বিশ্বাস, প্রাণবস্ত তারুণ্য নিয়ে, ব্রতী হবে মহৎ বপুচোখে–তোমরা অবস্থান নেবে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে। ব্রতী হবে মহৎ মানবিক শিক্ষা সাধনায়, নিজেদের গড়ে তুলবে অগ্রসর স্বদেশ ও মানবিক বিশ্ব রচনার স্থপতি হিসেবে।

এই প্রত্যাশার পতাকা উড়িয়ে আমরা তোমাদের আবাহন করি। তোমাদের যাত্রাপথে ছড়িয়ে দিই অজস্র ওভেচ্ছা।

তারিখ - ১৮ ০৩,২০১৫

আনক অভিনন্দনসহ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ নটরডেম কলেজ, ঢাকা

১০ আপনার কলেজের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে অভিনন্দনপত্র রচনা করুন

বার্ষিক পুরন্ধার বিতরণী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীকে অভিনন্দন

হে মহান অতিথি.

^{স্বারম্যন্তরা} করতোয়া বহুমান স্রোতধারা আমাদের হৃদন্ত পাতার প্রণাঢ় নিকুঞ্জে পুলকিত সঙ্গলতায় হাসে ^{আপ}নার আগমনের বাস্তবতায়। বাতাসের মনোহরা সুরতী আলতো আবেশে ঘোষণা করছে আপনার শিক্ষানি। তাই তো হারানো শৃতির সূত্রগ্রহণে তৎপর আর আকাশম্পর্শী গৌরবে গৌরবানিত এই ভূমি, আই আপনি গ্রহণ করুন আমাদের প্রাণঢালা অভিনন্দন আর বরণমালা।

তে সৌভাগোর বরপত্র

আপনার ছোটবেলার দুরন্তপনা এ মাঠেই প্রকাশ পেয়েছে। লক্ষপ্রাণের গুকতারা আপনি। আপনিই এই আঁধার এলাকার একমাত্র বন্দর, আশার সোনার তরী, তাই তো আপনার কাছে বলা যায় হৃদয়ের কংগ প্রাণের কথা। এই এলাকার অন্যতম প্রাচীন প্রতিষ্ঠানে আপনিও একদিন জ্ঞানের দীপালি জ্ঞালাতে শিক্ষকতা করেছেন। তবে সে গৌরবের দিন আজ সোনালি অতীত। যদিও চলছে কোনোরকমে খঁডিত খুঁডিয়ে। শত শত ছাত্রছাত্রী এই প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ হয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করেছে, করেছে দেশকে সমন্ধ। কিন্ত তারপরও এই বিদ্যাপীঠের চোখেমখে একবাৰ অভিযান গুমবে গুমবে কাঁদছে, কখনো ভেঙে পড়বে মাথার উপরে।

হে সগ্রামী বীর মক্তিযোদ্ধা.

স্বাধীনতা যুদ্ধের বীরসেনানি অহন্ধারী বাঙালি মায়ের সন্তান। বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে লেখা থাকতে গৌরবোজ্জল খাতায় কালের কপোলতলে আপনার নাম। তাই তো আমরাও গর্বিত। রাজনীতিবিদ হিসেবে আপনি চার চারবার এমপি নির্বাচিত হয়েছেন। কারণ, আপনার জনসণের সাথে আস্বার সম্পক্ততা, নিষ্ঠা শ্রম আর নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম, তাই তো আমরা ধন্য। ত্যাগ আর সাধনায় আপনি পঞ্জনীয়, বরণীয় ।

তে মতান বিদ্যানরাগী.

আবরা বজনীর বন্দি বাজকন্যার মতো জীর্দশীর্ণ দশা এই প্রতিষ্ঠানের। তবে আছে গৌরবের ফলাফল ছাত্রছাত্রীর আচরণ সে তো আমাদের অলম্ভার, শিক্ষক ও প্রভাষকমঞ্জীর পরিশ্রম প্রশাতীত, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যবহার স্বাইকে সম্ভুষ্ট করার মতো। এর সাথে যুক্ত হয়েছে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাসমূদ অধ্যক্ষ জনাব সূবর্ণ কাজীর সার্বিক তত্ত্বাবধান, রয়েছে পরিচালনা পর্যদ ও বিজ্ঞ উপদেষ্টামণ্ডলী, আরে রয়েছে এলাকার দানবীর, শিক্ষানরাগী, নিঃস্বার্থবান সমাজকর্মী প্রাণপুরুষ-অত্র প্রতিষ্ঠানের সভাপতি জনাব এরশাদ মজুমদার সাহেবের সঠিক দিক-নির্দেশনা।

হে মহান শিক্ষাবতী.

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। তাই সময়ের প্রয়োজনেই কলেজ শাখা খুলতে হয়েছে। কিন্তু সম্মুখে অমাবসার গাঢ় অন্ধকার আর অন্ধকার, তাই তো কমনরুম সে তো অকল্পনীয় বিষয়। বিজ্ঞানাগারে যন্ত্রপাতি, পাঠাগারে বইয়ের সংখ্যা নগণ্য, শ্রেণিকক্ষের সংকট চলছে। ত্রিকেট খেলার সামঘী আসবে কোথা থেকে? মিলনায়তন নেই, আর আপনার স্মৃতিধন্য খেলার মাঠটি চারদিকে ভেঙে যাচ্ছে। তাইতো আপনার আগমনে আমাদের হৃদয়বাগানে ফুটল কোমল পরাগ। আপনিই করবেন সব সমস্যার সমাধান। প্রতিষ্ঠানটি পাবে নতুন প্রাণ, তিরোহিত হবে হাজার মনের গহীন আঁধার, এ আমাদের চরম প্রত্যয়।

হে আলোর দিশারী.

আপনি আমাদের ঘরের ছেলে, আপনার কাছে চাওয়ার নেই তবে পাওয়ার আছে। স্বপ্নীল সুফল প্রাপ্তির আশ্র তভ বরণের আয়োজন রয়েছে আপনার কাছে সমাধানের প্রত্যাশা। সমস্যাহীন বিকশিত পরিণতিতে রচিত হবে এক গৌরবময় অধ্যায়। কারণ আপনি বগুড়ার, বগুড়া আপনার। পরিশেষে আপনার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও সার্থক উত্তরণ কামনা করি। আপনি সুখী হোন। সেবায়, ত্যাগে ও কর্মে আপনার জীবন হোক উচ্জ্ব

তারিখ : ২৫.০২.২০১৫

ছারছারীবন্দ বশুড়া আজিজ্বল হক কলেজ ব্যবসা সংক্রান্ত পত্র

ন্যবসায় সংক্রান্ত পরেব কাঠাযো

- শিরোনামপত্র : পত্রের সবচেয়ে ওপরে প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর, ই-মেইল ঠিকানা ইত্যাদি থাকে। ছাপানো প্যাড হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়। শিরোনাম অংশে তারিখ, সত্র ইত্যাদিও থাকে।
- অন্তর্বর্তী ঠিকানা বা পত্র-প্রাপকের ঠিকানা : ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিকানা এব অন্তর্গত। পত্তেব বাম দিকে এ ঠিকানা লিখতে হয়। যেমন-

শিল্প সচিব

শিল্প মন্ত্রণালয় **ाका-ऽ**000 ।

- বিষয় : এ অংশে বিষয় লিখে সংক্ষেপে পত্রের মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা দিতে হয়।
- সম্ভাষণ : সম্ভাষণে জনাব, মহোদয় লেখা হয়।
- পত্রের মূল অংশ বা বিষয়বস্তু : এ অংশে মূল বিষয়বস্তু বা বক্তব্য সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে হয়।
- বিদায় সম্ভাষণ : এ অংশে প্রথমে ধন্যবাদ, তভেজ্য বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়ে থাকে। এরপর বিদায় সঞ্জষণ ছিসেবে বিনীত, নিবেদক, আপনার বিশ্বস্ত ইত্যাদি সৌজন্য বাচন ব্যবহার করা শিষ্টাচারের পরিচায়ক। নাম-স্বাক্ষর : বিদার সম্ভাষণের নিচে নাম-স্বাক্ষর করতে হয়। স্বাক্ষরের নিচে বন্ধনীর মধ্যে পুরো নাম এবং
- ভার নিচে পদমর্যাদার উল্লেখ করা হয়। প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানের নাম-ঠিকানাও উল্লেখ করা যেতে পারে। সংযুক্তি: এ অংশে ফরমায়েশকৃত দ্রব্যের তালিকা, ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক
- কাগজপত্রের অনুলিপি বা ফটোকপি থাকে। বহির্টিকানা : এনভেলাপের ওপরে প্রাপক ও প্রেরকের ঠিকানা লিখতে হয়।

🕟 কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত মাল ক্রটিপূর্ণ হওয়ার কারণে একখানি অভিযোগপত্র রচনা করুন।

প্যাসিফিক মোজাইক চৌমহনী, নোয়াখালী

विथ : ১०,०७,२०५৫

জরিন টাইলস 💘 গ্রিন রোড, ঢাকা।

বিষা : প্রেরিত ক্রটিপূর্ণ মার্বেল স্লেট প্রসঙ্গে।

জনাব

গত ১১ মার্চ ২০১৫ আমানের প্রেরিত অর্ভার মোতাবেক এস এ ট্রান্সপোর্টযোগে বিশ কার্টন ফুওয়াং টাইলস আগত পাঠিয়েছেন তা ১৯ মার্চ ২০১৫ পেয়েছি। কিন্ত দপ্তখের বিষয় তিনটি কার্টনের সবন্ধলো টাইপস ভাঙা পাওয়া গেতে

সূতরাং আমাদের আর্থিক ক্ষতির কথা বিবেচনা করে এবং আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সুনাম রক্ষার্থে পুনরায় উক্ত তিন কর্ত টাইলস পার্ঠিয়ে দেয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনাদের ব্যবসায়িক সাফল্য কামনা করে শেষ করছি।

ভভেজাসহ

ব্যবস্তাপক প্যাসিফিক মোজাইক চৌমহনী, নোয়াখালী।

আপনার প্রয়োজনীয় কিছু বই ডাকযোগে ভিপিপি করে পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে কোনো পত্তক ব্যবসায়ীর নিকট একটি পত্র পিখন।

> বর্ণালী বইঘব ৫৩ নীলক্ষেত, ঢাকা ১২০৫

তারিখ: ১৪.০৩.২০১৫

ব্যবস্থাপক (বিপণন) প্রফেসর স প্রকাশন ৩৭/১ বাংলাবাজাব (দ্বিতীয় তলা) ा ००८८-किंग

বিষয় - ভিপিপি যোগে বই পাঠানোর আবেদন।

জনাব.

অনুগ্রহপূর্বক আপনাদের প্রকাশিত নিম্নলিখিত বইগুলো অতি সত্তর ভিপিপি যোগে নিচের ঠিকানায় পাঠিয়ে বাধিত করবেন। বইয়ের মূল্য বাবদ অগ্রিম হিসেবে ৩০০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা ডিডি করে পাঠালাম (আইএফআইসি ব্যাংক; তাং ১২.০৫.২০১৩)। বই পাওয়ার পর বাকি টাকা পরিশোধ করে দেয়া হবে।

গ্রন্থের নাম	লেখকের নাম	কপি সংখ্য
১. প্রফেসর'স বিসিএস বাংলা (লিখিত)	মুহাশ্মদ আসাদুজ্জামান	২৫ কপি
২, প্রফেসর'স বিসিএস ইংলিশ (লিখিত)	জহিরুল ইসলাম ও শিমুল কুমার সাহা	৪০ কপি
৩. প্রফেসর'স বিসিএস বাংলাদেশ বিষয়াবলি (লিখিত)	প্রফেসর'স সম্পাদনা পরিষদ	৩০ কপি
৪. প্রফেসর'স বিসিএস আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি (লিখিত)	প্রফেসর'স সম্পাদনা পরিষদ	২০ কপি

নিবেদক ব্যবস্থাপক বর্ণালী বইঘর ৫৩ নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫। িত হারানো মালের ক্ষতিপূরণ দাবি করে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট একটি পত্র লিপুন।

ইউনাইটেড লাইবেরি সাহেব বাজার, রাজশাহী

व्यक्ति : २१.०२.२०३८

লধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা রালাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম।

নিয়য় : হারানো মালের ক্ষতিপুরণের দাবি জানিয়ে আবেদন।

১০ মার্চ ২০১৫ তারিখে প্রেরিত নতুন চটে মোড়া ১৮০টি বইয়ের একটি প্যাকেট গতকাল ১১ মার্চ ২০১৫ তারিখে রাজশাহী রেল ষ্টেশনে এসে পৌছেছে জেনে আমরা প্যাকেটটি ছাড়াতে ষ্টেশনে যাই। ক্ষিত্ত প্যাকেটটির একস্থানে ছেঁড়া দেখে আমি প্যাকেটটি গ্রহণ না করে মাল করণিক ও অন্যান্য সংখ্রিষ্ট কর্মকর্তার উপস্থিতিতে প্যাকেটটি খুলে দেখি প্যাকেটে ৬০টি বই কম রয়েছে। উক্ত বইয়ের মূল্য ৭০০০.০০ (সাত হাজার) টাকা। আমার এ প্যাকেটটি বাংলাদেশ রেলওয়ের দায়িতে পাঠানো হয়েছিল। সূতরাং এ প্যাকেটের সকল দায়িত্ব বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের।

আপনার অবগতির জন্য মালের চালান নম্বর, রেলগুয়ে রশিদ, সংখ্রিষ্ট করণিকের বিবৃতি আপনার বরাবরে প্রেরণ করলাম। আশা করি, অতি সতুর হারানো মালের ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ প্রদানে বাধিত করবেন।

বাবস্থাপক ইউনাইটেড লাইবেরি

সাহেব বাজার, রাজশাহী।

িত। আপনার কলেজের ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয়ের জন্য মূল্য তালিকা চেয়ে বিক্রেতাদের কাছে পত্র লিখুন।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ছাত্র সংসদ লন্দ্রীবাজার, ঢাকা ১১০০

তারিখ: ১৫.০৩,২০১৫

শাহ স্পোর্টস মজ্যানা ভাসানী হকি ক্টেডিয়াম মার্কেট, ঢাকা ১০০০।

বিষয় : ক্রীড়া সামগ্রীর মূল্য তালিকা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

স্ম্মাদের কলেজের জন্য কিছু ক্রীড়াসামগ্রী ক্রন্ম করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে নিচের তালিকা অনুযায়ী সাপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূল্য তালিকা প্রেরণের অনুরোধ জানাচ্ছি।

উল্লেখ্য যে, আগামী ২০ এপ্রিল ২০১৫-এর মধ্যে আপনাদের মূল্য তালিকা পাঠালে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান 😥 তা অপেক্ষাকত সম্মোষজনক হলে আমবা স্বল্পসময়ের মধ্যেই ক্রম আদেশ পাঠাবো বলে আশা করচি।

ক্রীড়া সামগ্রীর নাম	সংখ্যা
১. ক্রিকেট ব্যাট	১২টি
২. প্যাড	২৪টি
৩. কেডস্	১৫ জোড়া
৪. জার্সি (ক্রিকেট)	১৫ সেট
৫. ব্যাডমিন্টন ব্যাকেট	২০টি
৬. ব্যাডমিন্টন নেট	৫টি
৭. ফুটবল	৫টি
৮, জার্সি (ফুটবল)	১৫ সেট

নিবেদক বাজিব আহমেদ

ক্রীদো সম্পাদক শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ছাত্র সংসদ

লন্দীবাজার ঢাকা ১১০০।

ক্ষতিগ্রস্ত বীমাকৃত মালের ক্ষতিপূরণের জন্য বীমা কোম্পানির কাছে একটি দাবিপত্র রচনা করণন।

বিয়া গার্মেন্টস সেকশন ১২. মিরপুর, ঢাকা

তারিখ : ১২ ০২ ২০১৫

ব্যবস্তাপক সাধারণ বীয়া করপোরেশন প্রধান কার্যালয় মতিঝিল বা/এ ঢাকা ১০০০।

বিষয় : অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত গার্মেন্টসের ক্ষতিপুরণের দাবিতে আবেদনপত্র।

জনাব.

অত্যন্ত দুরখের সাথে জানাচ্ছি যে, গত ৪ মার্চ আকত্মিক অগ্নিকাণ্ডে আমাদের গার্মেন্টস সম্পূর্ণ ভশ্মীভূত হয়েছে। ^৫ মার্চ জাতীয় দৈনিকসমূহে এ সংবাদ সবিস্তারে প্রকাশিত হয়েছে। নিশুয়ুই এ সংবাদটি আপনার চোখে পড়েছে। তিনজন গার্মেন্টস শ্রমিক সমস্ত কাপড় ও অন্যান্য কাচামালের সাথে দ্বীভত হয়েছে। অগ্নিকান্তের সাথে সা^{ন্ত্র}ই আমরা ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সকলকে জানাই। তাদের প্রাণপণ চেষ্টায় প্রায় আড়াই ঘন্টা পরে ^{আওন} আয়ত্তে আসে বটে, তবে এরই মধ্যে সবশেষ। অগ্রিকাণ্ডের কারণ এখনও জানা সম্ভব হয়নি।

সর্বধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ফলে আমাদের বিশ লাখ টাকা ক্ষতি হয়েছে। আপনার বীমা কোম্পানিত আমাদের প্রতিষ্ঠানের অগ্রিবীমা করা আছে, যার নম্বর ১২৩৪/০৮।

নতাবস্থায় আপনাদের শর্তানুসারে আমাদের ক্ষতিপুরণের আণ্ড ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আমাদের ক্রির সপক্ষে কি কি কাগঞ্জপত্র দাখিল করতে হবে তা আমাদেরকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

ব্যক্তির আহমেদ রবস্তাপক, রিয়া গার্মেন্টস অকশন ১২, মিরপুর, ঢাকা।

ব্যবসায় সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কোনো ব্যাংক থেকে ঋণ চেয়ে একখানা পত্র রচনা করুন

নলেজ ওয়েজ পাবলিকেশন ৩৭/১ বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা ১১০০

দাবিখ : ১৫.০৩,২০১৫

ন্তবস্থাপক আইএফআইসি ব্যাংক লি. ক্রাক্ত হল রোড শাখা, ঢাকা।

বিষয় - ব্যাংক ঋণের জন্য আবেদন।

আমাদের প্রতিষ্ঠান নলেজ ওয়েজ পাবলিকেশন্স দীর্ঘদিন যাবৎ আপনার শাখার গ্রাহক হিসেবে লেনদেন করে আসছে। চলতি এবং সঞ্চয়ী উভয় হিসাবেই আমরা আপনার ব্যাংকে লেনদেন করে থাকি। আমরা বর্তমানে ন্তবসা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। এ লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে আনুমানিক ২০ জ্ঞকে ২৫ লাখ টাকার প্রয়োজন। অথচ বর্তমানে আমাদের ব্যবসায় থেকে সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকা যোগানো বছর হরে। বাকি ১০ লাখ টাকার জন্য আপনার শরণাপন্ন হতে বাধ্য হলাম।

উল্লেখ থাকে যে, ২০১০ সালে ৮ লাখ টাকা ঋণ গ্রহণ করে আমরা ব্যাংকের শর্তানুযায়ী যথাসময়ে পরিশোধ ব্রেছি। আমাদের লেনদেন সম্পর্কে আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন। গতবারের মতো এবারও আপনার গীয়কের যাবতীয় নিয়ম-কানুন মেনে চলার এবং যথাসময়ে ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি রইল।

ৰত্এব, আমাদের ব্যবসায়িক দিক বিবেচনা করে উক্ত ১০ লাখ টাকার ঋণ মঞ্জুরের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিবেদক

ইবলে এ রতিম श्चिषिकाती

শ্ৰীজ প্ৰয়েজ পাবলিকেশন্স

০৭/১ (দোতলা), বাংলাবাজার 1 000 t

বিশ্বদা বালো-৩২

০৭ কোনো প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত জিনিসের মূল্য তালিকা প্রেরণ করার অনুরোধ জানিয়ে এতি পত্ৰ বচনা ককন ।

> প্রিমিয়ার কালাব সর্বপ্রকার রং বিক্রয়ের বিশ্বম্ব প্রতিষ্ঠান ৩২ মৌলভীবাজার ঢাকা ১১০০

তারিখ : ২৭.০২.২০১৫

ব্যবস্থাপক (বিপণন) এশিয়ান পেইন্টস রাজেন্দপর, গাজীপর।

বিষয় : বিভিন্ন প্রকার বং-এর মূল্য তালিকা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

মতোদয

আমাদের হুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। গত ১৪ মার্চ ২০১৫ তারিখে 'দৈনিক ইরেফাক' পত্রিকায় প্রচারিত বিজ্ঞাপন মারফত জানতে পারলাম যে, আপনাদের উৎপাদিত পেইন্টস সামগ্রী বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশের বাজারে বিপণন করা হচ্ছে। আমরা আপনাদের উৎপাদিত পেইন্ট্র সামী বাজারজাত করতে আগ্রহী। তাই এ উপলক্ষে বিভিন্ন প্রকারের রং ও এর সাথে সংশিষ্ট আন্যানিত জিনিসপত্রের একটি মূল্য তালিকা আমাদের কাছে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করছি। তাছাড়া রং ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সামগ্রী বাজারজাত সংক্রান্ত আপনাদের প্রতিষ্ঠানের শর্তাবলীও আমাদের জান প্রয়োজন। আমরা আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সমদ্ধি কামনা করছি।

নিবেদক খালেদ মাহমূদ বাবস্থাপক পিমিয়ার কালার ৩২ মৌলভীবাজার, ঢাকা।



বাংলাদেশ থেকে কিছু অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানির সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য বিদেশি কোনে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কাছে একটি পত্র লিখন।

> মল্লিক বাদার্স ৪৬ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা ১১০০

তারিখ: ২০.০২.২০১৫ মহাব্যবস্থাপক ব্রাদার্স এভ কোং ১৪ সূভাস বসু খ্রিট, কোলকাতা পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

ক্রাদের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, বাংলাদেশ থেকে বেশ কিছ ক্রচনিত পণ্য বহির্বিশ্বে রপ্তানি করা হয়ে থাকে। এসব পণ্য আমদানিকারক দেশসমহের বিভিন ্রিক্তান বাংলাদেশি পণ্যের মাধ্যমে প্রচর মূনাফা অর্জনে সক্ষম হচ্ছে। কিন্ত প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ক্রিক্ত এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে তেমন কোনো উৎসাহ দেখায়নি। অথচ ভৌগোলিক কারণে ভারতে এসর ক্ষা বপ্তানি করা সহজসাধ্য ও স্বপ্পবায় সাপেক্ষ। আমরা জানতে পেরেছি ভারতে এসব পণোর ব্যাপক ্রক্তিদা আছে। তাই আমরা আপনাদের মাধ্যমে নিম্নোক্ত পণ্যসমহ রপ্তানি করার আগ্রহ প্রকাশ করছি :

্ষ্টলিশ মাছ, ২, চিংড়ি মাছ, ৩, গুটকি মাছ, ৪, শাক-সবজি, ৫, পান-সপারি ও ৬, দিয়াশলাই করা করি, আপনারা এসব পণ্য আমদানি করার জন্য উৎসাহিত হবেন। আপনাদের দেশে উল্লিখিত পণ্যসমূহের ক্রিয়ার সম্ভাবাতা যাচাই করে অনতিবিলম্বে আমাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য বিশেষভাবে অনবোধ জানান্তি।

তভাশীষ মল্লিক ৱাবস্থাপক মপ্রিক ব্রাদার্স ৪৬ মিউ এলিফাান্ট রোড, ঢাকা।

তিঠা আপনি ব্যবসায় বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। দেনাদারের কাছে দেনা পরিশোধের জন্য একখানা চিঠির মুসাবিদা করুন।

> মেসার্স প্রীতম জেনারেল স্টোর ১১৫ हकवाकाव हाका।

মেসার্স ইসলাম স্টোব কলেজ রোড চৌমহনী নোয়াখালী।

ভারিখ : ১৬ ০৩ ২০১৫

বিষয়: পাওনা পরিশোধ প্রসঙ্গে।

আনাদের ওভেচ্ছা নিবেন। আমরা অত্যন্ত দঃখের সাথে জানাছি যে, অনিবার্য কারণবশত আমরা আমাদের মেসার্স বীতম জেনাবেল স্টোবের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধার নিয়েছি। এ মাসের মধ্যেই আমরা আমাদের যারতীয় দেনা-পাওনার চূড়ান্ত নিম্পত্তি ঘটানোর ইচ্ছা পোষণ করছি। তাই আপনাদের নিকট আমাদের পাওনা ৭৫,০০০ (পচান্তর হাজার) টাকা এ মাসের মধ্যে পরিশোধের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

^{আপ্নারা} আমাদের দীর্ঘদিনের গ্রাহক। পাওনা পরিশোধে আপনারা সবসময়ই সহযোগিতা করেছেন। এবারও বিশেষ অবস্থায় আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি। আশা করি যথাসময়ে পাওনা পরিশোধ করে আমাদের চিন্তাযুক্ত করবেন।

মোঃ ভাফর ইকবাল **ৰতাধিকা**রী বীতম জেনারেল স্টোর ১১৫ চকবাজার, ঢাকা।

🔰 বাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত চুক্তিপত্র রচনা করুন।

বাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত চুক্তিপত্র

প্রথম পক্ষ হাশেম মিয়া ১৪ ইসলামপুর, ঢাকা নয়াবাজার ঢাকা

আমরা উভয়পক্ষ সাক্ষীপণেরে উপস্থিতিতে নিমলিখিত শর্তসমূহ মেনে নিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ মন্তিকে এন স্বেক্ষায় চক্তিপত্রে স্বাক্ষর করবাম

চুক্তির শর্তসমূহ

- প্রথম পক্ষ তার ১৪নং ইসলামপুরস্থিত তৃতীয় তলার ভান পাশের চার রুমের ফ্রগটিটি মাসিক ২০,০০০.০০
 (বিশ হাজার) টাকা ভাডার দ্বিতীয় পক্ষকে ২০১৫ সালের ১ ফেরুয়ারি থেকে ভাতা দেন।
- এ ভাড়ার মেয়াদ ২০১৮ সালের ৩১ ডিসেবর শেষ হবে। বিতীয় পক্ষ ইচ্ছা করলে পুনরায় নতুন
 শর্তে প্রথম পক্ষের কাছ থেকে বাড়ি ভাড়া নিতে পারবেন।
- এ. দ্বিতীয় পক্ষ বাসায় উঠবার পূর্বে দু'মানের ভাড়া তথা ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা প্রথম পক্ষকে অপ্রিম দিতে হবে, যা বাসা ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে ভাড়া বাবদ সমন্তর্ম করা হবে।
- 8. দ্বিতীয় পক্ষের ব্যবহৃত বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন প্রভৃতি বিল দ্বিতীয় পক্ষকেই পরিশোধ করতে হবে
- ৫. দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত ফ্র্যাটটির ভাডা পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে প্রথম পক্ষকে দিতে বাধা থাকবেন
- দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত ফ্র্যাটটির কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবেন না। ফ্র্যাটটির কোনো ক্ষতি হলে
 দ্বিতীয় পক্ষ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।
- শ্বিতীয় পক্ষ এ ঘরটি অন্যের বাবহারের জন্য ভাড়া দিতে পারবেন না এবং ফ্রাটটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে ছেড়ে দিতে চাইলে তিন মাস পূর্বে প্রথম পক্ষকে জানাতে হবে।
- ৮, উপযুক্ত শর্তাবলী দ্বিতীয় পক্ষ ভঙ্গ করলে প্রথম পক্ষের দুই মাসের নোটিশে দ্বিতীয় পক্ষ ফ্রা^ট ছেড়ে দিতে বাধ্য থাকবেন।
- প্রথম পক্ষ এসব চুক্তি ভঙ্গ করলে দ্বিতীয় পক্ষকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।

সাক্ষীগণের স্বাক্ষর :	স্বাক্ষর ও তারিখ :
১. শফিকুল হক, ১২ আশেক লেন, ঢাকা।	প্রথম পক্ষ :
২. রশিদ মিয়া, জিন্দাবাহার, ঢাকা।	হাশেম মিয়া
৩. মোহন, ১৪ লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা	3.2.203@
	দ্বিতীয় পক্ষ :
	বশির উদ্দিন
	3.2.205@

স্থাপনি একজন লেখক হিসেবে পুস্তক প্রকাশকের সাথে একটি চুক্তিপত্র রচনা করুন।

লেখক-প্রকাশক চক্তিপত্র

রম পক্ষ	দ্বিতীয় পক্ষ
কায়েস রহমান	মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
লো বিভাগ	স্বত্বাধিকারী
ভাশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	প্রফেসর`স প্রকাশন
ज्याही	৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাক

অব্যা উভয়পক্ষ নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে সজ্ঞানে এই চুক্তিপত্র সম্পাদন করছি–

- ন্থিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের লিখিত 'উচ্চতর ব্যাকরণ ও রচনা' বইখানি নিজ বায়ে মুশ্রিত করে প্রকাশ ও বিক্রেয় করনেন। এজন্য দিবীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে বইয়ের নেট দামের শতকরা দশ টাকা হিসেবে ব্যেলিটি প্রদান করনেন।
- এই চুক্তির মেয়াদ পাঁচ বছর। প্রথম পক্ষ কিতীয় পক্ষের আচরণে সমুক্ত থাকলে এবং রয়েলিটি মারদ অর্থ প্রদানে কোনো সমস্যার সৃষ্টি না-হলে দ্বিতীয় পক্ষকে চুক্তির মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে প্রায়েন। পাঁচ বছর পর এই বইয়ের উপর বিতীয় পক্ষের কোনো অধিকার থাকরে না।
- ্বইটি ১/৮ ডিমাই সাইজের মোটা ও মসৃগ কাগজে ছাপাতে হবে এবং শক্ত বোর্ড বাধাই করতে হবে।
- বাই বিক্রিল সাথে প্রথম পক্ষের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। প্রতিটি সংস্করণ প্রকাশের আগে উভয় পক্ষ আপোচনাক্রমে ঠিক করবেন যে কতো কপি বই ছাপা হবে এবং সেই অনুযায়ী প্রথম পক্ষকে ভার প্রপাশে শাধা করতে হবে।
- বইয়ের কোনো প্রকার সংশোধন ও পরিবর্তনের ক্ষমতা দ্বিতীয় পক্ষের থাকবে না।
- ৬. জন্ম সংকরণে বৃষ্টি গাঁচ হাজার কপি ছাপা হবে। বইরের মূল্য নির্বারিত হবে সক্তর টাকা। চুক্তি মোজাবেক দেখাকের মোট ৩৫,০০০,০০ (পাঁট্রাল হাজার টাকা মাত্রা) টাকা পাওলা হবে। বই ছাগার কাঞ্জ বঞ্চ হওয়ার সাথাে সাথে বিভাগ কল কথান ক্ষকে ত চুক্তাঁকে টাকা অমিম প্রদান ক্ষরেক। এবং নির্বাচিত টাকা অমিম প্রদান ক্ষরেক। এবং নির্বাচিত টাকা বুই কালােশ্ব এক বছরের মথে পার্বিশাধ করবেল।

াকীগণের স্বাক্ষর	স্বাক্ষর ও তারিখ
	(ড. কায়েস রহমান)
\	প্রথম পক্ষ
Q	(মোহাখদ জসিম উদ্দিন) দ্বিতীয় পক্ষ

১২ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট হারানো মালপত্রের ক্ষতিপূরণ দাবি করে একটি পত্র লিখুন।

তারিখ: ২৬.০২.২০১৫

বরাবর ক্টেশন মান্টার

কমলাপুর রেলওয়ে উেশন

ঢাকা-১০০০।

বিষয় : হারানো মালের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি।

জনাব

আমি অত্যন্ত দুয়পের সাথে জানাছি যে, গত ২০.০১.২০১৫ তারিখে চট্টগ্রামের নিল্লী আাল্মিনিয়াহ, চট্টগ্রাম রেল ক্রেন্সন মারকত ২৪০১ নং ট্রেনে নরে আমাকে আলী হাসান নামে তিন বতা ক্রেন্সনার সামগ্রী লামিয়েছে। ক্রিত্ব ২৫.০১.২০১৫ তারিখে বসিদ নিয়ে মাল আনতে গিয়ে আবার তা পাইন। বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে পর পর দৃষ্ণার দৃষ্টি পত্র রেজিন্ট্র করে পাঠিরেছে। তিন্তু ক্রেন্সারি সাম অতিক্রান্ত হয়ে মার্চ মার্ক করে পাঠিরেছে। তিন্তু ক্রেন্সারি সাম অতিক্রান্ত হয়ে মার্চ মার্চ মার্চ করে বেলাক্রার্যার সাম আতিক্রান্ত হয়ে মার্চ মার্চ মার্চ করে করার বিশ্বরান্ত আপনার কাছ থেকে রেলানা জবার পেলাম না।

ঐ তিনটি বস্তায় প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা মূল্যের বিভিন্ন ক্রোকারীজ সামগ্রী ছিল। অতএব ঐ টাকা অবিলয়ে ফেরড দিয়ে বাধিত করবেন। অন্যথায় আমি আইনানুগ ব্যবস্থা এহণ করতে বাধ্য হব।

বিনীত আলী হাসান ব্যবস্থাপক বিকাশ ক্রোকারীজ, ঢাকা

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পত্র

জনাদের অভাব-অভিযোগ, স্থানীয় কোনো সমস্যা কিবো জনগুরুত্বপুনপন্ন কোনো বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মুর্কুদক্ষের কাছে আবেদন-নিকোন করে বার্থ হলে ভূকজেপীরা অতাক সময় পত্র-পরিকার শরণাপন্ন হা। জনাগণ যেন তালের অভাব অভিযোগ ইত্যাদির প্রতিকার প্রর্থিকা করতে পারে কিবো কোনো কিবারে পাবতেপ প্রথমের জন্য ভির্মানত মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে লে জন্য সংবাদপত্রে উলিয়ারে বিশেষ কলাম থাকে। চিঠিতে যে বক্তব্য থাকে তার দারদায়িত্ব লেখকের ওপর বর্তার,

ন্ধবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দূটি পত্র লিখতে হয়: ক. সম্পাদককে লেখা অনুরোধপত্র, খ. পত্রিকায় প্রতাশের জন্য পত্র ।

ক সম্পাদককে লেখা অনুরোধপত্র

পরলোকক যে সংবাদপত্রে চিঠিটি প্রকাশ করতে চান সেই পত্রিকার সম্পাদককে অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠি পিশতে ইয়া এই চিঠিটি যথাসমূব সংক্ষিত্ত হওয়াই ভালো। সম্পাদককে সংঘাধন ছাড়াও কাস্তানে তারিখ এবং নিচে প্রেকের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর নিতে হয়।

খ, পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পত্র

গাঁঠকায় প্রকাশিতব্য চিঠিটিই মূল চিঠি। বিষয়বন্ধ অনুযায়ী সেটি তথ্যসমূত, যুক্তিযুক্ত, বান্তবাভিতিক হক্তমা উচিত। প্রাসঙ্গিক বিষয়েরে উল্লেখ এমন হক্তমা উচিত যেন কর্তৃপক্ষ বিষয়াটির চরুদ্ধ অনুতব করে ক্ষমেলপ এবলে অয়াসর হন। চিঠিটি বড় বরে বি ভাটি হলে- তা অবশ্য সমস্যা। ওবারমন্তবন্ধ ওপরই আনাক চিপ্তির করে। তবে চিঠি যথাসক্ষর বিষয়ানুগ, বাহুপনার্থিক, গাঞ্চিগ হুক্তি হলেই ভালো হয়। বক্তম্য কিন্তা হব প্রাঞ্জণ ও ক্রমান্ত্রাই হয় তক্তই ভালো। ও ধরনের চিঠিতে ভাবালো প্রকাশের সুযোগ থাকে নী। বক্তরো পালুপর্য রক্তমা ও ভাষার প্রযোগে তক্ততার দিকে বিশেষ মনোযোগী হতে হয়।

ক্ষালিতব্য চিঠিতে মূল বিষয় অনুযায়ী উপযুক্ত লিবোলাম নিতে হয়। চিঠিব লোখে প্রেরকেব নাম ও ক্ষামান উল্লেখ করতে হয়। 'অঞ্চল্যক কোনো সংগঠন, প্রতিষ্ঠান বা এলালবাদীন পক্ষে চিঠি লিখনে ক্ষামান উল্লেখ করা উচিত। কোনো করবেং যদি পত্র-প্রেকে নাম প্রকাশ করতে না চান ভাহলে ক্ষিতে ভা উল্লেখ করতে হয়।

০১ আপনার এলাকায় ছিনতাই বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে সংবাদপত্রে প্রকাশার্থে এক পত্র লিখন।

তাবিখ - ১৫ ০৩ ২০১৫

সম্পাদক

দৈনিক সমকাল

১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮।

বিষয় : সংযক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

জনাব.

আপনার সম্পাদিত বছল প্রচারিত দৈনিক 'সমকাল' পত্রিকায় চিঠিপত্র বিভাগে নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশ করলে বাধিত হয়ে

বিনীত আমিন মোহাম্মদ কল্যাণপুর, ঢাকা।

ক্রমবর্ধমান ছিনতাইয়ে জনজীবন অতিষ্ঠ

ঢাকা মহানগরীর কল্যাণপর একটি জনবহুল এলাকা। এখানে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ দীর্ঘদিন যাবং নিরবজিন সখ-শান্তিতে বসবাস করে আসছিলেন। কিন্তু সম্পতি ছিনতাইকারীদের উপদবে এখানকার জনজীবন অতিগ্র হয় উঠেছে। কতিপয় উচ্ছুজ্বল তরুপ রাস্তার মোড়ে মোড়ে জটলা বেঁধে হৈ-হল্লা করে, চায়ের দোকানে আভ্য জমায়। সুযোগ বুঝে তারা পথচারীদের উপর অস্ত্র ঠেকিয়ে ছিনতাই করে। তাদের দ্বারা সংঘটিত খুন, রাহাজনি নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। এ অপকর্মের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খলতে চাইলে প্রাণনাশের হুমকিও দেয়া হয়। এমতাবস্থায় এই ত্রাসের বাজতের অবসান ঘটিয়ে জনজীবনে নিরাপরা ও শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য সংশ্রিষ্ট কর্তপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নিবেদক এলাকাবাসীর পক্ষে. আমিন মোহাম্মদ কল্যাণপর, ঢাকা।

যে কোনো উপলক্ষে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পেছনে ব্যবসায়ীদের অনৈতিক ও অন্যায্য মুনাফালোভী মানসিকতার সমালোচনাসহ তার প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করে সংবাদপত্রের জন্য একটি পত্র রচনা করুন।

তারিখ : ২৮.০২.২০১৫

ববাবব সম্পাদক দৈনিক সমকাল

১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮।

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

অনার সম্পাদিত বহুল প্রচারিত দৈনিক 'সমকাল' পত্রিকায় চিঠিপত্র বিভাগে নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশ লাল বাধিত হব।

আহামদ হানান রমাপর, ঢাকা।

দুরামুল্য বন্ধি : ব্যবসায়ীদের অনৈতিক ও অন্যায্য মুনাফালোভী মানসিকতা

🗪 প্রয়োজনীয় পণ্যের মল্যবদ্ধিতে দেশব্যাপী হাহাকার শুরু হয়েছে। সম্প্রতি কোনো সঙ্গত কারণ না ক্রমাজন চ চ করে জিনিসের দাম যেভাবে বেডে চলেছে তাতে নাগরিক জীবনে দারুণ অস্বস্তির সৃষ্টি হয়েছে। ক্রেপক্ষে বাজারে কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকায় ব্যবসায়ীদের মুনাফা বৃদ্ধির দুর্বার লোভ-লালসা জেগে উঠেছে। অব্যা বাজারে পণ্যের কোনো সংকট নেই। কোনো পণ্যেরই সরবরাহে ঘাটতি রয়েছে এমন কথা কেউ বলে ল। বাজারে পণ্যের সমারোহ। প্রসা দিলেও পাওয়া যাবে না এমন পণ্য বাজারে নেই। দৈনন্দিন জীবনে রাবহার্য জিনিসপত্রের দামই সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। সেজন্য সাধারণ মানুষের জীবনে দুর্দশার অন্ত নেই। ক্রানগরীর বিভিন্ন ব্যবসাকেন্দ্র ঘুরে তথ্যানুসন্ধান করে দেখেছি যে, কোনো ব্যবসায়ী বাজারে পণোর প্রভাব আছে বলে জানায়নি। খুচরা বিক্রেতারা নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সাফাই গেয়ে জানায় যে তারা প্রক্রমরী বাজার থেকে উচ্চ মল্যে পণ্য ক্রয় করে এনেছে। বেশি দাম হাঁকা তাদের পক্ষে অসম্ভব। পাইকারী বাজারের ব্যবসায়ীরাও একই কথা বলে। তাদের পণ্য বেশি দামে কেনা বলে তারা তো দাম ঠিক রাখার জন্য দাম কমিয়ে বিক্রি করতে পারে না। তাহলে বাজারের পরিস্থিতি এরপ দাঁড়িয়েছে যে, হজ্ঞতদারেরাই নিজেদের লাভের জন্য জিনিসপত্রের দাম চড়িয়ে দিয়েছে এবং তাদের দেখাদেখি সকল ন্তবসায়ীও বেশি মুনাফার পথ বেছে নিয়েছে। বাজারে চলছে মুনাফা অর্জনের প্রতিযোগিতা।

নিতা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাডার ফলে জনগণের জীবনে কঠোর দর্ভোগ নেমে এসেছে। মধাবিত্তের টানা-পোড়েনের জীবনে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি আশস্কার ছায়া ফেলছে। বিশেষত সীমিত আয়ের লাকদের বেলায় এ সংকট ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। অন্যদিকে দাবিদ্যাসীমার নিচে অবস্থানরত মানুষের জন্য তা এক অভিশাপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কারণ দ্রবামূল্য যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে সেভাবে তাদের উপার্জন বন্ধি পায়নি। অথচ জীবনযাপনের ব্যয় বহন অপরিহার্য।

শুল্লিট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলাপ-আলোচনা করে এ অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, বাজারের ওপর সরকারের কোন বকার নিয়ন্ত্রণ নেই। আর বাজার নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় থাকলে সাধারণ ব্যবসায়ীকে তার নিরর্থক বোঝা বহন ক্ষতে হছে। দুবামূল্য বৃদ্ধিতে যেহেতু অনেকের বেশি বেশি লাভ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, সেজনা মূল্য ক্ষিতে স্বার্থপর ব্যবসায়ীরা উৎসাহবোধ করে। তাই পণ্যদ্রব্য বৃদ্ধিতে মৃষ্টিমেয় লোকের লাভের অন্ধের স্ফীতি 📆, কিন্তু দেশের আপামর জনসাধারণকে দুর্ভোগের বোঝা বহন করতে হয়। জনগণের দুর্ভোগের কথা কেউ 🗝 করে না। জনজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করে জানা গেছে যে, জনসাধারণ এহেন মূল্যবৃদ্ধিকে ব্যবসংশ্লিষ্টদের অন্তভ তৎপরতা বলে বিবেচনা করে। এ ব্যাপারে সরকারের উদ্যোগহীনতাকে তাঁরা াজনীয় মনে করে না। দ্রব্যমৃল্য বৃদ্ধিতে সরকারের জনপ্রিয়তা হ্রাস পাচ্ছে। তাই এ ব্যাপারে সরকারের ^{উপোর} ইওয়া অত্যাবশ্যক। ব্যবসায়ীদের লাভের লোভ কমাতে হবে এবং জনগণকে সচেতন হতে হবে।

মাহাত্মদ হারান প্রাপুর, ঢাকা।

০৩ পাঠ্যপুত্তকে বানান ও তথ্যগত ক্রটি সংশোধনের জন্য সংশ্রিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ কর সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সম্পাদকের কাছে একটি পত্র লিখন।

তারিখ : ২৫.০২ ২০১৫

সম্পাদক

দৈনিক উদ্বেফাক ৪০ কাওরান বাজার, ঢাকা ১১১৫।

বিষয় : সংযক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

আপনার বহুল প্রচারিত, 'দৈনিক ইন্তেফাক' পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে নিম্নলিখিত শিক্ষামূলক গুরুতপর্ব সংবাদটি প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

বিনীত

সাইফল ইসলাম

করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ।

পাঠ্যপত্তকে বানান ও তথ্যগত ক্রটি সংশোধন প্রসঙ্গে

বাংলা ভাষায় শব্দ ও ভাষা ব্যবহারের নানা নিয়ম ও কৌশল রয়েছে। এর মধ্যে শুদ্ধ বানানরীতি একটি অপরিহার্য বিষয়। যেমন : ণ-ত বিধান ও ষ-ত বিধান: যক্তবর্ণের ব্যবহার, সন্ধি ও সমাসবদ্ধ শব্দের ব্যবহার, দেশি-বিদেশি বিভিন্ন শব্দের বানান রীতি এসবগুলোই অতান্ত গুরুতপর্ণ বিষয়। কিয় পরিতাপের বিষয় হলো ইদানীংকালে প্রাথমিক থেকে শুরু করে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ন্তরের পাঠ্যপুস্তকে বানান সংক্রান্ত ক্রটি ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাছাড়া তথ্যগত ক্রটি তো আরও মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস থেকে শুরু করে গণিত ও বিজ্ঞান সংক্রোম্ব ব্যাপক তথাগত ক্রেটি বিদায়ান বয়েছে।

একই বিষয়ে বিভিন্ন পাঠ্যপুত্তকে বিভিন্ন তথ্য দেখা যায়। এক্ষেত্রে সঠিক তথ্য নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ছে। এ সকল গুরুতুপূর্ণ বিষয়ে তথ্যবিদ্রাট এবং ভল তথ্য থাকার দরুন কোমলমতি শিশুদের মনে যেমন বিরূপ প্রভাব পড়বে তেমনি অন্যান্য স্তরের শিক্ষার্থীরাও ভল শিক্ষা নিয়ে দেশ ও জাতিকে করবে কলচ্চিত এ ব্যাপারে বেশ কয়েকবার যথায়থ কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও কোনো ফল পাওয়া যায়নি।

বানান ও তথ্য সংক্রান্ত এসব নিয়ম সঠিকভাবে পালিত হয় না বলে ভাষায় বিশৃঞ্খলা তৈরি হয়। বাংলা ভাষার বানানরীতিতেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। বাংলা একাডেমি বেশ কিছ বানান এর পরিবর্তন সাধন করেছে। এসব বিষয়ের প্রতিফলন পাঠ্যপুস্তকে যথাযথভাবে নিয়ে আসতে হবে। মৃতিমুদ্ধের সঠিক ইতিহাস, বিজ্ঞান বিষয়ক সঠিক তথ্য পাঠ্য পুস্তকে তুলে ধরতে হবে। সেজন্য সঠিক ^{ভ্রু} থেকে এ সকল বিষয় চয়ন করতে হবে। যেমন – বাংলাপিডিয়া, বিভিন্ন ওয়েব সাইটের সহায়তা নেয়া যেতে পারে। অন্যথায় জাতি বিদ্রান্ত হবে, জাতির জীবনে নেমে আসবে অজ্ঞতার অভিশাপ।

জাতির এ ক্রান্তিকালে বিদ্রান্ত ও হতাশাগ্রন্ত মানুষকে সঠিক বানানরীতি ও সঠিক তথ্য সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দেয়া এবং পাঠ্যপুস্তকে বিরাজমান ভূলক্রটি সংশোধনের কোনো বিকল্প নেই। তাই অক্সাতন্ত্রী বাংগাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ বুদ্ধিজীবী ও সচেতন নাগরিক সমাজের যথাযথ ্র আকর্ষণ করছি, যেন অতি সত্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

লচকৰ নাগবিকদেৱ পক্ষে নাইফল ইসলাম ্রক্তিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ।

8 বুৰসমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধের উপায় সম্পর্কে মতামত জানিয়ে সংবাদপত্রের চিঠিপত্র কলামে একটি পত্ৰ লিখন।

जवित्र : 58,00.203@

সৈনিক কালের কণ্ঠ পট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুগারা বারিধারা, ঢাকা ১২১৯।

বিষয় : সংযক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

আপনার বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে প্রকাশের জন্য 'যুবসমাজের লৈতিক অবক্ষয় রোধের উপায়' শিরোনামে একটি চিঠি পাঠালাম। সমকালীন সমাজ প্রেক্ষাপটে চিঠিটির গুরুত্ব বিবেচনা করে অনুত্রহ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করলে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

বাধন অধিকাবী জ্ঞান-১ ঢাকা।

যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নিন

ন্দে কোনো জাতির প্রাণশক্তি তাদের যুবসমাজ। তারাই জাতির আশা-আকাক্ষার মূর্ত প্রতীক। কিন্তু আজ নীমাজের দিকে তাকালে দেখা যান্দে, যুবকদের একটা বড় অংশ হতাশা ও আত্মগ্রানিতে নিমজ্জিত। অনেক যুবক শিতিক অবক্ষয়ের শিকার। তাদের অনেকেরই সামাজিক কিংবা পারিবারিক মূল্যবোধ নেই। তাদের কেউ মানকাসক, কেউ অসামাজিক, আবার কেউ চাঁদাবাজি, অপ্তবাজি ও ছিনতাই প্রভৃতি কাজে লিপ্ত। এজন্য অবশ্য জ্ঞকভাবে কেবল যুবসমাজকে দায়ী করা যায় না। যুবসমাজের আজকের এ নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য মূলত দায়ী শ্রমাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা। নেতিবাচক দলীয় রাজনীতি, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং সঠিক দিক-নির্দেশনার খভাব যুবসমাজের ভবিষ্যৎ ক্রমাগত জটিল করে তুলছে। ব্যাপক বেকারতু, সুস্থ বিনোদনের অভাবও তাদের শঠিক পথের নির্দেশ দিছে না। এ অবস্থায় যুবসমাজ দ্রুত নৈতিক অবক্ষয়ের পথে ধাবিত হচ্ছে।

যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের কারণগুলো যথাযথভাবে আজ চিহিত করা প্রয়োজন। সেওলো মত্ত প্রীন্ত সম্বর দুর করে বিপথানীয় যুবসমাজকে সুস্থভার দিকে ফিরিয়ে আনতে হবে। সার্থার শিক্ষাসন্দর সূট্র পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। রাজনৈতিক দগগুলোর ব্যক্তিশ দালালন বন্ধ ব স্থাপক কর্মসংখ্যানর বারস্থা করতে হবে। বিশেষ করে সুস্থু সংস্কৃতিনোধের বিকাশ ঘটাতে হবে। অপসংস্কৃতি, দুর্শিত ক্রান্তর্যার কেবল কর্মমুখী বা শিক্ষার থাকে দূর করতে হবে। অবৈধ টাকার উৎস বন্ধ করতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থা কেবল কর্মমুখী বা শিক্ষা জন্ম শিক্ষা করতে হবে। শিক্ষার উৎসেশ নিভি-নৈতিকতা প্রদান এবং খনেশ ও স্বজাতির ক্রেকা বিকাশের উপযোগী করতে হবে। সার্বান্ত জন্ম শুন্থ বিনোদনের বাবস্থা করতে হবে। এসন বিনয়ে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অপ্রাণতি ঘটাতা অপসংস্কৃতির বিরার বাধ্যায়ত্ব হবে।

একটি পশ্চাংপদ জাতিকে দক্ষ যুৰণজিই কাঞ্চিকত লক্ষ্যে গৌছে দিতে পারে। তাই তাদের সঠিক পার চালনা করার জন্য জাতীয় দেতৃবৃদ্ধ, বৃদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, শিক্ষক-অভিভাবক সকলকেই দায়িত্ব দিত্তে হবে। আসুন, আমরা সকলেই বুকমাজের অবক্ষয় রোধে আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে যাই।

বিনীত বাধন অধিকারী গুলশান-১, ঢাকা।

ৃত্তি আপনার এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্যে সংশ্রিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবাদপত্রের চিঠিপত্র কলামে একটি পত্র লিখুন।

তারিখ: ১৬.০৩.২০১৫

সম্পাদক দৈনিক প্রথম আলো ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

বিষয় : সংযক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

জনাব,

আপনার বহুল প্রচারিত 'প্রথম আলো' পত্রিকায় অনুহাহ করে নিম্নোক্ত সংবাদটি প্রচার করে বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদক সাইমন জাকারিয়া লোহাগড়া, নড়াইল।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রসঙ্গে

আমরা নড়াইল রেলার লোহাগড়া উপজেলার অধিবাসী। দীর্ঘদিন ধরে আমানের এলাকার যোগাযোগ বাদাই পুরবঁ নাজুর। লোহাগড়া উপজেলার লোহাগড়া হাট একটি প্রদিন্ধ হাট। আর হাটে আলফারাজা, রোলাকারী, এটুলা, অটিয়াণাড়া, এপশিরামী, শিয়ারবার ও লাহাড়িয়া থেকে হাজার হাজার বোল বাজার নিয়ার আসে। এমান কি এই বাজারের মণ্ড লিয়েই আর এলাকার জালদারালা নড়াইল, হার্মোর, চাকা ও ফুলা সার্যন্ত আসে। এমান কি এই বাজারের মণ্ড লিয়েই আর এলাকার জালদারালা নড়াইল, হার্মোর, চাকা ও ফুলা সার্যন্ত ন্তা। অথাচ দীর্ঘদিন যাবং আড়িয়ারা-লোহাশড়া রাজাটি সংক্ষার করা হয়নি। ফলে জনসাধারণের চলাচলের প্রেক্ত অসুবিধা হচছে। এনেকি প্রতিনিয়ত সংস্কারের অভাবে লোকজন দুর্ঘটনার শিকার হচছে। অত্র এলাকার প্রকল্প দুবুধ কটোর কথা ফথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট বার বার আবেদন করেও কোনো ফল হয়নি।

ন্তই সর্বস্থিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমার আকূল আরেদন, অনতিবিলথে অত্র এলাকার যোগযোগ ব্যবস্থার হ্লক্তি কল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আজা হয়।

বিনীত নিবেদক গাইমন জাকারিয়া লোহাগড়া, নড়াইল।

তেওঁ বন্যাকবলিত অঞ্চলের বন্যার্ডদের সাহায্যের আবেদন জানিয়ে কোনো দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পত্রিকার সম্পাদকের নিকট পত্র পিশ্বন।

তারিখ: ১৭.০৩,২০১৫

সম্পাদক দৈনিক কালের কণ্ঠ প্রট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা মারিধারা ঢাকা ১২১৯।

বিষয় : সংযক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

जमाव,

্নাম্পিকিত মানবিক সংবাদটি আপনার বহুল প্রচারিত দৈনিক 'কালের কণ্ঠ' পত্রিকায় চিঠিপত্র কলামে ক্ষমশ করে আর্ড-পীড়িত মানুষের সাহায্যের জন্য সহযোগিতা দানে বাধিত করবেন।

বিনীত লুংফর রহমান হোমনা, কুমিল্লা

বন্যার্তদের জন্য সাহায্য চাই

হন্দিয়া জেলার হোমনা উপজেলার সবকটি থাম ভয়াবহ বন্যায় কবলিত। বন্যার পানি এ অঞ্চলের
ক্রিয়ের বিপদ সীমার উপর নিয়ে বয়ে চলেছে। হেমেনার সবকটি থাম আজ জনমারু। উছু জালাগা এত
ক্রাং নে সোরার ভাগর নিয়ের বাং মানুষ উছু গাহের ভালে মাতা শেতে কোনোকমম বৈত জাহে।
ক্রিয়ালি পানালি তেলে পাছে বাংল জাল। খাবারের সামানীর তেলে গাছে। ফলামানা কিছু রক্ষা করা
ক্রিয়াছে, করনা থাবার যা ছিল ভাও পেয়। বন্যাকবালিত এলাকায় সবচেয়ে বেশি অভাব পানীয়া জলো।
ক্রিয়াল পানাল বলেলা, আনালায়মহ বিভিন্ন পোনার পীড়া লেখা নিয়াছে। অটিরেই এতলা মহামারী
ক্রিয়াল বাংলা বাংলা বাংলা ভাত প্রত্যা ক্রান্ত করা বাংলা বিয়াছে। অটিরেই এতলা মহামারী
ক্রিয়াল বাংলা বাংলা ভালাগুমহ বিভিন্ন পোনার পড়ে ক্রিয়াল অফকে শিক্ত স্বালিক সমানি হয়েছে।
ক্রিয়াল মানার মানার মানে। মানুল নিপেরবা হয়ে পড়েছে। থামগুলোন নিনেক অকালে মানে বাংলা ক্রান্ত ভালাগুল নিপেরবা হয়ে পড়েছে। থামগুলোন নিনেক অকালে মানে বাংলা বাংলা

পানি আর পানি। এ যেন এক মহাসমুদ্র। জব্দরি ভিত্তিতে এখানে খাদ্য ও চিকিৎসা সাহাযোর প্রয়োভন স্থানীয় প্রশাসন থেকে যতটুকু পাওয়া যাঙ্গে, তা প্রয়োজনের তুলনায় প্রবই নগণ্য।

बन्गाकवरिण्ड अनव मानुष्यत जना निष्ठ चाना, चकरना चामा, भानि विचक्तकरा जायाना, चाराक मानादेन ७ जनामच अद्याजनीय उद्यक्ष प्रकार पूरवे कजनी द्वार मह्म्यूट । चार्ट गध्यकाच्छी वालाहम महम्बाद्धव चाना ७ पूर्णांग चारवहमना महानामचार सदमा वाकि, सक्वानि-दम्बरकांति गर्याद्ध सर्वेक्षांत्रम स्रेष्ट आकर्षण कर्जांह, एस जांकि महस्त आमानीस वारखां आरण वा स्था

বিনীত

বন্যার্তদের পক্ষে লংফর রহমান, হোমনা, কুমিল্লা।

্ব বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে সংবাদপত্রে একটি পত্র লিখুন।

তারিখ : ০৫.০৩.২০১৫

সম্পাদক দৈনিক যুগান্তর ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড) বারিধারা, ঢাকা-১২১৯।

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

জনাব,

আপনার বহুল প্রচারিত দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে নিম্নলিখিত জনকল্যাণমূলক সংবাদটি প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

বিনীত মামুন আহমেদ বেতাগী, বরগুনা।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালনের প্রয়োজনীয়তা

কৃষ্ণ মানুষের অকৃতির সন্থ। কিছু আমানের অঞ্চতা আর নির্বৃত্তিতার কারণে নট হছে আকৃতিক ভারসন্থা। আমল্লা তেকে আন্তি আমানের সর্বলা । আমানের প্রয়োজনে বেহিসেবিভাবে উজাড় কর্নারি কৃষ্ণ। অসম কুম্ব কাটিছি কিছু গাগানোর উদ্যোগ নেই। মুন্দাজনক হলেও সভা বে, সুক্ষের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আর্থ উলাসীন এবং শুলানকরণে অঞ্চ। মানুষের অভিতৃ টিকিয়ের রাধার জন্ম কুম্বই হলেও পরম বস্থা।

আমাদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন অস্থিজেন গ্রহণ আর বিষাক্ত কর্কে-জাই-অস্থাইত বর্জন করা পৃথিবীতে বৃশ্বই একমাত্র মানবকুলের বন্ধু হিসেবে সরবরাহ করছে অস্থ্যিজেন আর শোষণ করে নিয়হ কর্ফি-জাই-অস্থাইত। তথু সমুদ্রের পানি থেকে নায়, গাছপালা থেকে বাতাসে জলীয় বাম্প আসে যা খেব বৃষ্টিরূপে ভূ-পূর্তে পতিত হয়। আমরা ইদানিং শ্রিনহাতীস ইম্পেরির কথা ক্রান্তি, আনার্গ্রী সেনহি, পৃথিব-পূর্ত বৃষ্টিরূপে ভূ-পূর্তে পতিত হয়। আমরা ইদানিং শ্রিনহাতীস ইম্পেরির কথা ক্রান্তি, আনার্গ্রী সেনহি, পৃথিব-পূর্ত

প্রশামা বাড়ছে, বায়ুনগুলের গুজোনাম্বর ভেঙ্গে যাতেছ, সূর্বের অভি বেডনি রশি পুথিবী পূঠে সরাসরি এনে লালকার নানাবিধ দুরারোগা ব্যাধির সৃষ্টি করছে। এচনোর একমার কারণ প্রয়োজনীয় পরিমাণ বনভূমির ভার। বৃট্টিপাত ও ভূ-গর্ভন্থ পানির ব্যরের পরিবর্তন হছে। বিশ্বীর্ণ এলাকা স্কৃত্তে চলাহে বীর পাতিতে বীরব ভারত যা একদিন ভাগাবহ কথ ধারণ করা করা কার্কুণের পানিতে আর্সেনিক দেখা দিছে। মানন সভাতা ভাঙ্ক হ্মনিকর সম্ভূমীন। কেউ কি ভেবে দেখাছে যে তাপমারা বৃদ্ধির হলে জলস্কটি ঘটে বিস্তীর্ণ অঞ্চল আহা হকে। বসমত্ত বিশ্বাদ থেকে রক্ষার উপায় নির্দিন্ত পরিমাণ বনভূমি যা আমানের নেই।

ক্ষা থেকে আননা ফল, মূল, অবিজ্ঞান, ছাত্ৰা ও জ্বালানি পাই। তাছাড়া মানুদেৱ বঠিন ও জটিল ব্যোগ-বায়বির
ব্যাহি হিসেবেও বৃক্ষের পাতা ও ফল-মূল বাবহৃত হয়। তাই প্রাণী তথা মানব জীবনের সর্বপ্রবার বৃক্ষের
ক্ষেত্রালা ব্যৱহায়। সরবার এজনা প্রতিবাহ ১-৭ জুলাই কুজবোলণ সমাহ আনুষ্টানিকভাবে পালান করার বাবহু
ক্ষেত্রাহা কিছু আমানের বৃহৎ জ্বালাটোর সত্যক্রভাগ্ন অভাবে সরবারি উলোগা আনুটানিকভার মাথেই
ক্ষাব্যাহ ক্ষাব্যাহান বৃহৎ জ্বালাটোর সত্যক্রভাগ্ন অভাবে সরবারি উলোগা আনুটানিকভার মাথেই
ক্ষাব্যাহা বাবহুল বৃহৎ জ্বালাটার সত্যক্রভার সত্যক্রভার বিশ্বাহ
ক্ষাব্যাহান বিশ্বাহ বাবহুল বৃহত্ত ক্ষাব্যাহান বিশ্বাহ
ক্ষাব্যাহান
ক্ষা

বিনীত

মামুন আহমেদ বেতাগী, বরগুনা।

०४ भवि

সাড়ক দুর্ঘটনা রোধের ব্যাপারে আপনার পরামর্শ সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য কোনো দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের নিকট পত্র পিথুন।

তারিখ: ১২.০৩.২০১৫

দৈনিক ইনকিলাব ২/১ আর কে মিশন রোড তাকা-১২০৩।

বিষয় : সংযক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

नाव.

আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক ইনকিলার' পত্রিকায় চিঠিপত্র কলামে নিম্নলিখিত জাতীয় স্বার্থসংগ্রিষ্ট শ্বাটি প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

নিবেদক

শক্তিকুল হক ফুলগাঞ্জী, ফেনী।

নিরাপদ সডক চাই

সভক দুৰ্ভীনা আজকাল একটি নিয়মিত বাগাল হয়ে নিহিছেছে বৰ্ণবেৱ কাণানা পুললে বিভিন্ন দুৰ্ভীনাৰ সহিত্ৰ হ'ব আমনা লেখতে পাই। দুৰ্ভীনাৰা চিকতে বিলায় নিজৰ কজনা, পকুৰু চিল সাৰ্থী হচ্ছে কজনানো। সভান ইফ পিতৃহবান। পিতা হচ্ছে সভানবানা। কল নৰবাৰু নেহেলিন বন্ধ মিনি কৰা নামি বছৰ আগেই বৈৰুখা ভালিক কয়ে। মই খেছে যে বেনিয়ে লোল কান্ধে, আন বিদ্যাল না কোনোলিন মতা। এমনি বাজানো কলান্ধীলাকক মন্ত্ৰীয় খিছা অনুস্থ পিতাৰ গ্ৰেছ আনতে দিয়ে পুন বিশ্বত আগতে লাপ হয়। আনিলে মানিতে হবে, অমাৰ কে কোনো বাব। 'কিছু আগ পানেত কথা খেছে বায়। ৰাভাবিক মৃত্যু অনভিয়েত্ৰত না। আখালনিক মৃত্যু আনভিয়েত্ৰত আনভাতিনত দুৰ্ভীনাৰ সাথে জড়িত মানুষ্টেৰ চালালৰ অমানাৰেন চালানা। ভাল্কী সভাৰ ইফ্টেই মুক্টিনা ভালিল। আন্তালা সঞ্জন

সভূকে নিয়োজিত কতিপয় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রক মাঝে মাঝে বান্ত থাকেন বেআইনিভাবে চালিত যানবান থেকে টাঙ্গা আদারে। লেশাগ্রন্ত হয়ে বেপরোজাতবে গাড়ি চালায় ড্রাইভার। উপযুক্ত শান্তির রাবয় হলে কটা হয় আন্দোলন, মিছিল। চালক জানে জনসাধার হাতে ধরা না পড়ুলে আইনের ফাক ফোকর বা দুর্বার আন্দোলনের মাঝ নিয়ে যে মুক্তি পেয়ে যাবে।

নিরাপদ সভ্কের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে যেসব বলিষ্ঠ ও ফলপ্রসৃ ভূমিকা নিতে হবে সেগুলো হলো :

- গাড়ি চালকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান ও লাইদেশ ছাড়া গাড়ি না চালানো নিশ্চিত করতে হবে
 অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রাস্তাখাট সংকার, রাস্তা সোজাককণ, অভিরিক্ত ষাত্রী বহন ও যাত্রীবাহী গাড়িতে মালামাল পরিবহন, অভিরিক্ত মাল পরিবহন ইত্যাদি বন্ধ করতে হবে।
- ট্রাফিক নিয়য়্রকের বখরা আদায় বন্ধকরণসহ দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের কঠোর শান্তি দিতে হবে।
- জন্তাক্রসিং ও স্থানে স্থানে স্থানে ওভার ব্রিজের ব্যবস্থা করে জনগণকে এ পথ দিয়ে চলার অভ্যান গড়ে ভুলতে হবে।
- শ্রেখানে সম্বর্ব বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রান্তার ব্যবস্থা করতে হবে।
 প্রচার মাধ্যমশহ বিভিন্নভাবে দুর্ঘটনা এড়ানোর মানসিকতা গঠনে সচেষ্ট হতে হবে।
- লাইসেঙ্গ প্রদানে কড়াকড়ি নিয়ম আরোপ করতে হবে।
- কবল যান্ত্রিক ক্রটিমুক্ত গাড়ি রাস্তায় ছাড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- ৯. ট্রাক চলাচলের জন্য নির্দিষ্ট সময় করে দিতে হবে এবং নির্দিষ্ট রাপ্তার ব্যবস্থা করতে হবে। আশা করি উপযুক্ত সুপারিশমালা কার্ককর হলে দুর্বটনা রোধ করে নিরাপদ সভকের আশা করা যেতে পারে।

নিবেদক শফিকুল হক

শফিকুল হক. ফুলগাজী, ফেনী

আপনাদের গ্রামে একটি ডাকঘর স্থাগদের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে একটি দৈনিক
পত্রিকায় প্রকাশের জন্য সম্পাদকের কাছে পত্র পিবুন।

তারিখ: ১০.০৩ ২০১৫

সম্পাদক

দৈনিক প্রথম আলো ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ

কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

্লাত্ত্ব, নামনাৰ বহুল প্ৰাচারিত দৈনিক 'প্ৰথম আলো' পত্ৰিকায় নিৰ্মালীখত জনগুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিবেদনটি প্ৰকাশ ক্ৰম্ম জনসাধারণকে কৃতজভায় আবদ্ধ করবেন।

র্নীত ক্রির হোসেন

নত্তরতপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী

মহব্বতপুর গ্রামে ডাকঘর চাই

অভ্যব, আমাদের আকৃল আবেদন ডাক বিভাগ কর্তৃপক্ষ সদয় হয়ে আমাদের গ্রামে একটি শাখা জক্ষর স্থাপন করে জনসাধারণের বহুদিনের অসুবিধা ও কট দূর করবেন।

থামবাসীর পঞ্চে মনির হোসেন

মহন্বতপর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

্বিত্র মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রের চিঠিপত্র কলামে প্রকাশের জন্য একটি পত্র রচনা করুন।

তারিখ: ১২.০৩.২০১৫

দৈনিক সমকাল

১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮।

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

न्नाव,

^আপনার বহুল প্রচারিত দৈনিক 'সমকাল' পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে জাতীয় স্বার্থ সর্বপ্রীষ্ট নিমলিথিত ^{পত্রিট} প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

বিসিএস বাংলা–৩৩

বিনীত

আবদুস সবুর সবুজ ১৮৫ শহীদ শামসুজ্জোহা হল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মাদকমুক্ত সৃস্ত জীবন চাই

মানবাহনের এতি আগত হয়ে বর্তমান বিশ্বের তরুপা সমাজ আন্তর্না দিছে। জনসংখ্যা বৃত্তির সাথে সমে নামাজের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাছে দ্বের হয়ে । ফলে শিক্ষা, সভাতা ও সন্তৃতির বিশ্বাদ সর্বার হয়বিক সংহত্তির আনালের কালার কালার কালার কালার কিলার সংহত্তির আনালের কালার কালার

এক্ষেত্ৰে সৰ্বপ্ৰথম যাবা-মাকে সচেতন হতে হবে। সামাজিক দায়িত্বলোধ ও ধৰ্মীয় মীতিলোধ নিজ্ঞ দিয়ে তানেয়কে গড়ে ভূলতে হবে শৈশাৰ থেকেই। এজ্ঞান সৰ্বপ্ৰত্যের জনপাৰকে থাকতে হবে সানাজ্যাত। অন্ধ্ৰে লোকে কেন্দ্ৰ ক্ষেত্ৰ ক্ষিত্ৰ ক্ষ্মৰ ক্ষিত্ৰ ক্ষ্মৰ ক্ষিত্ৰ ক্ষ্মৰ ক্ষ্মৰ ক্ষ্মৰ ক্ষ্মৰ ক্ষ্মৰ ক্ষ্মৰ ক্ষ্মৰ ক্ষ্মৰ ক্ষমৰ ক্ষমৰ ক্ষ্মৰ ক্ষমৰ ক্ষমৰ ক্ষমৰ ক্ষমৰ ক্ষমৰ ক্ষমৰ ক্ষমৰ ক্ষমৰ ক্ষমৰ ক্যমন্ত ক্ষমৰ ক্যমন ক্ষমৰ ক্যমন ক্ষমৰ ক

अकडाराब द्रार कमामनक माराजावर निरात गरदा नगरा, आरम-गराब भाषांत्र भाषांत्र भाषांत्र विकार द्रार मानविराति आरमान आरमानक कामारक दरा । अकारत नाक्ष्में द्रार भाषात्रात्र तमारक मानवायुक्त करारक द्रार । एकानात्र माराजा चीर-दामां कथा भाषात्राम्बद्धे महामा शांचा मुद्द श्रीकरण आरमान मुद्द शांकरण अस्त प्रमाणक दर सम्भाण प्राप्ता अपार परमान आरमानुष्कारीच्या मतात्र मामकीराताचे भारामानात्र अकराताण अभित स्थाना अकार कराताच्या । व रामाराज नवेरद्वाद समार्थ प्रमाणक भाषात्राम्बद्धाः समाराज्ञ ।

বিনীত

আবদুস সবুর সবুজ ১৮৫ শহীদ শাসুজ্জোহা হল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১১১ পরিবেশ দূষণ বিষয়ে জানিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পত্রিকা সম্পাদকের নিকট একটি পত্র পিখুন।

তারিখ : ১৫.০৩.২০১৫ সম্পাদক দৈনিক ইন্তেফাক ৪০ কাওরান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

লাব, _{আপনার} বহুল প্রচারিত স্বনামধন্য 'দৈনিক ইন্তেফাক' পত্রিকায় আমার নিম্নলিখিত জনগুরুত্বপূর্ণ _{প্রকরেনাটি} চিঠিপত্র কলামে ছাপালে চিরকৃতক্ত থাকব।

রনীত মাজাম্মেল হক ক্ষী গাজীপুর।

দৃষণমুক্ত পরিবেশ চাই

सामारामणं कृष्ठीय विराद्ध ध्वकी चल्लाुक जम। राजाता मध्यमाय कार्जित थ तम्पन धामूम। जारे सामागायाना अरात पात्र धाम्य रहणा परितम मुम्म। ३८ तमा िलाक्त धाम्य धाम्य धाम्य धाम्य प्रदेश रहणा परितम मुम्म । ३८ तमा िलाक्त धाम्य धाम्

- ক, পুরনো এবং অধিক ধোঁয়া ছাড়ে এমন গাড়ি চলার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে।
- ৰ. শহরপ্তলোতে নির্দিষ্ট জায়গায় ময়লা ফেলার জন্য জনগণকে উত্তুদ্ধ করতে হবে। স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।
- মানব জীবনের জন্য হুমকি এমন শিল্পকে শনাক্ত করতে হবে। একেত্রে বিশেষজ্ঞের মতামত নিয়ে
 নিয়পদ জায়গায় শিল্প স্থাপনের জন্য অনুমতি দেয়া যেতে পারে।
- কৃষরোপণে জনগণকে উৎসাহিত করতে হবে এবং বনজগল নিধনের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করতে হবে।
 জনসংখ্যা হ্রাস করার জন্য স্বাইকে একযোগে কাজ করে যেতে হবে। পরিকল্পিত পরিবার
 - জনসংখ্যা হ্রাস করার জন্য সবাহকে একযোগে কাজ করে যেতে হবে গঠনের জন্য সকলকে উম্বুদ্ধ করতে হবে।

্রীরিউক পদক্ষেপ ছাড়াও অন্যান্য সহায়ক বাবস্থা বাস্তবায়নের লক্ষে আমাদের সকলকে এপিয়ে আদত্তে হবে। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমরা বাঁচাতে পারি এই দেশকে, এই পৃথিবীকে। বাঁচাতে পবি আমাদের সঞ্চাবনাময় আগামী প্রজন্মকে।

বিনীত

মোজাম্মেল হক টঙ্গী, গাজীপুর ১২ যানজট নিরসন সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পত্রিকা সম্পাদকের নিকট একটি পত্র রচনা করুন।

তারিখ : ২৪.০২.২০১৫

সম্পাদক দৈনিক প্রথম আলো

তানক ব্যথম আতো। ১০০ কাজী নজকল ইসলায় এভিনিউ

जका ১৯১৫।

বিষয় : সংযক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

क्रमाव,

আপনার বহল প্রচারিত স্বনামধন্য দৈনিক 'প্রথম আলো' পত্রিকায় আমার নিম্নলিখিত পত্রটি মতামত কলামে ছাপালে চিবকতজ্ঞ থাকব।

বিনীক

আবদুল মান্নান মালিটোলা, ঢাকা ১০০০।

যানজট নিরসনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক

वर्षमारा बालारमण्यान महत्त ७ नगतवानीत कारह धक घन्यहा यक्षणा यानको । ताकामी जनावह रमण्या दिन काराको महत्त्व अदे नमाना अकि । यह जाना महत्त्व और यानको उनको निकाण नमाना दिन्यादा विश्वा कारह जनावनीत्व । व्यक्तिमार जानकारको बाकान नार्य नार्य अदे भरदा बाइक यानकारिक वीद्वा । वाना त्यार जातावानी हमाना जनाव जाना वे अदे प्रश्वावका निवास च्यापन वार्या, गुर्क शतिककार्त्र चणाव, प्रीकिक निवास भागत ब्यापित दिन्या बहुत को महत्त्व जनानीना अस्य नार्यावकार्य अपाठकारको यानकारिक व्यक्ति कार्यावकार कार्यान । देवाराव्यादी जाना भारत्वत तिकमा निवास

রাজধানী ঢাকার সবচেয়ে যানজট প্রবণ এলাকা পুরনো ঢাকা, পুরনো ঢাকার রাস্তাগুলোর সংস্কার এবং বৃদ্ধি তেমনভাবে ঘটেনি। এই যানজট জনজীবনকে করছে বিপন্ন। তাই এই শহরের জীবনযাত্রাক্তি সহজ ও সাবলীল করার জন্য নিয়োক পদক্ষেপ নেয়া জরুরি মনে করছি;

- ক. রিকশা উঠিয়ে দিয়ে এর বিকল্প পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- খ, ফটপাতের অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদ।
- গ. খারাপ গাড়ির লাইসেন্স বাতিল এবং প্রয়োজনে কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ঘ. বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার নিচে পাতাল পথের ব্যবস্থা।
- ঙ, গুরুত্বপূর্ণ সভক এবং মোডে ওভারবিজ নির্মাণ।
- ট্রাফিক ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী ও কার্যক্ষম করে তোলা।
- ছ, সভা-সমাবেশের ক্ষেত্রে কতকগুলো স্থান নির্দিষ্ট করা এবং সড়কের মাঝে বা সড়ক বন্ধ করে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করা।

স্তর্গরিউক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ও নাগরিক সচেতনতাই পারে যানজটের মত অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে জামানেরকে মুক্তি দিতে।

বিনীত আবদুল মান্নান অনিটোলা, ঢাকা।

প্রমপানে বিষপান' শিরোনামে পত্রিকায় প্রকাশের উপযোগী একটি পত্র লিখুন।

তারিখ : ০৬.০৩.২০১৫

সম্পাদক

দৈনিক প্রথম আলো ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারপ্রয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

রিষয় : সংযক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

क्रमाव.

ইভোমধ্যে লক্ষ্য করেছি যে, বিভিন্ন সামাজিক ও জাতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে জনমত গড়ে তেলার ক্ষেত্রে আপনার বছল প্রচায়িত দৈনিক পরিকাটি এক নিয়ন্তর ও নিরলস স্থাইকা পাদন করে জলছে। বর্ষারের মতো এবারও নিম্নোক জাতীয় স্বার্থ-সর্বন্নীষ্ট পরাটি আপনার পরিকায় প্রকাশ করবেন কলে আপা বি

বিনীত সৈয়দ মোন্তাক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ধুমপানে বিষপান

শ্বহ থাকার পূর্বপর্ত হলো- সৃষ্ট্র মানসিকতা, সৃষ্ট চিন্তা, সৃষ্ট কর্ম ও সৃষ্ট থান্য এবংগ। 'বাস্থ্য মানুষের নিটাক অধিকার'— প্রোপানিত আন্ত অধুই নীভিকভাবা পর্বস্থিত। সৃষ্ট্র চেন্তলা বিদ্যার বিশ্ববাদী সক্ষেত্র জীবাসুক্ত, রাসায়নিক সুদ্ধ। নেশা মুক্ত তার সর্বশেষ সংকরণ। নেশার কবলে আক্রন্ত হরে স্ক্রেই মানুষ্ট, বিশেষ করে মুক্ত হা নেশা মুক্ত তার সর্বশেষ সংকরণ। নেশার কবলে আক্রন্ত হরে স্ক্রেই মানুষ্ট, বিশেষ করে মুক্ত স্থানান বিশ্ববাদ, 'বিশ্ববাদ করি। 'মুখান বাং প্রাপ্ত করি। 'মুখান বাং ক্যান্তল করি। 'মুখান বাং ক্যান্তল করি। 'মুখান বাং ক্যান্তল, "বার্টকের্স"— ইত্যানি পরীক্ষিত সভাবাদী লোখা থাকলেও ক্যান্তলাভি করি। আবার করি। 'মুখান বাং ক্যান্তল, যালিকার করি। 'মুখান বাং ক্যান্তল, যালিকার করি। 'মুখান বাং ক্যান্তল, যালিকার করি। মুখানানিত্র, বিশ্ববিদ্ধানিত বিশ্ববিদ্ধ

নিবেদক সৈয়দ মোন্তাক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

্বিষ্ঠ আপনার এগাকায় একটি খাল পুনঃখননের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি পত্র লিপুন।

তারিখ: ১৫.০৩.২০১৫

বরাবর

क्यांष्ट्रस

দৈনিক যায়যায়দিন

এইচআরসি মিডিয়া ভবন

লাভ রোড, ৪৪৬/ই+এফ+জি তেজগাঁও শিল্প এলাকা

जका ১২०৮।

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

estalled.

আপনার বছল প্রচারিত পত্রিকার চিঠিপত্রের পাতায় প্রকাশের জন্য 'ইছামতি খাল পুনর্থনন-এর আবেদন' জানিয়ে চিঠিটি পাঠাজি। জনস্বার্থে চিঠিটি প্রকাশের ব্যবস্থা করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাই।

নিনীত

ক্রাশেম তরফদার

ख़ा।

ইছামতি খাল পুনর্থনন-এর আবেদন

खाना (खानाव नानव थाना ध्वकरि च्य्वप्यूपूर्व वाणानिक थाना । ध थानाव माणूनिया देवेनाधान वृद्धव कारणांकी कृषित वेण्य माणूर्व निर्वक्षांगा । ध्वानावाद मक्कि-, जिन्स निर्वाद अवाधिक प्रचानन श्वाननी । धा व्यवस्त्रत व्य वाणांकि शानि व्यवस्त्र व्यवस्त्रात्व कारणां व्यवस्त्र कर्याया निर्वाद व्यवस्त्र व्यवस्त्र व्यवस्त्र क्षात्र कारणां व्यवस्त्र क्षात्र कारणां व्यवस्त्र क्षात्र कारणां व्यवस्त्र क्षात्र कारणां व्यवस्त्र कारणां व्यवस्त्र क्षात्र कारणां व्यवस्त्र कारणां व्यवस्त्र क्षात्र कारणां व्यवस्त्र कारणां विवस्त्र कारणां विवस्त्र कारणां व्यवस्त्र कारणां विवस्त्र कारणां विवस्त कारणां विवस्त्र कारणां विवस्त कारणां विवस्त्र कारणां विवस्त कारणां विवस्त कारणां विवस्त कारणां विवस्त कारणां विवस्त कारणां विवस्त्र कारणां विवस्त कारणां विवस्त्र कारणा

জ্ঞা পরিপ্রেক্ষিতে এলাকাবাসীর দাবি, ইছার্মতি খালের পুনর্থনন করাসহ থালের নানামুখী সংকরণ করে অভিশঙ্ক খাদাটিকে কৃষি উন্নয়নের উপযুক্ত করা। আমরা এ ব্যাপারে সংগ্রিষ্ট উর্ব্যন কর্তৃপক্ষের সৃসূষ্টি ভামনা করি।

বিনীত এলাকাবাসীর পঞ্চে

এলাকাবাসীর পঞ্চে কাশেম জরফদার

भेजा ।

শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসমুক্ত রাধার সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি পত্র রচনা করুন।

তারিখ : ১৪.০৩.২০১৫

SPHILLER

দৈনিক যায়য়ায়দিন

এইচআরসি মিডিয়া ভবন শান্ত রোড, ৪৪৬/ই+এফ+জি তেজগাঁও শিল্প এলাকা

मका १५०४।

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

জনাব

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকার চিঠিপত্রের পাতায় নিম্নলিখিত চিঠিটি প্রকাশের ব্যবস্থা করার জন্য স্বিন্য অনরোধ জানটি।

নিবেদক রেহনমা তাহসীন

রোকেয়া হল, ঢাবি, ঢাকা ১০০০।

সন্ত্ৰাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন চাই

শিক্ষালন হচ্ছে একজন শিক্ষাৰ্থীর জন্য অতিক্রম্বপূর্ণ স্থান। এখানে সে তার মানবিক গুণাবদী বিকাশ্যে শিক্ষালা তথ্যে থাকে। কিন্তু বাগগাসেশে শিক্ষালা একজন বাগরিক করে করেনিত করে করেনিত পরিক্রালা করে বাগরিক। তার আন্দালনে নিজেনে করেনিত করে করেনিত পরিক্রালা করিব করেনিত করেনিত

এমতাবস্থায় শিক্ষাসনে এই আসের রাজত্বের অবসান ঘটানোর গক্ষ্যে সূঠ ছাত্ররাজনীতি পরিচালনার স্বার্থে সঠিক নিয়ম-কানুন প্রণয়ন এবং সেগুলোর বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নিবেদক রেহনুমা তাহসীন রোকেয়া হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০।

১৬ নারী নির্যাতন রোধে পাঁচটি করণীয় উল্লেখ করে সংবাদপত্রের জন্য একটি পত্র রচনা করুন।

তারিখ: ০৬.০৫.২০১৩

সম্পাদক

দৈনিক সমকাল

১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮।

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

ज्ञाव.

্বাপনার সম্পাদিত বহুল প্রচারিত দৈনিক 'সমকাল' পত্রিকায় চিঠিপত্র বিভাগে নিয়লিখিত পত্রটি প্রকাশ অব্যান সম্পিত হবো।

বিনীত তেহা বাইয়ান

শামসুনাহার হল নাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নারী নির্যাতন প্রতিহত করুন, কোলাহলমুক্ত স্বদেশ গড়ন

গছ এপ্ৰিল মানে দেশৰা বেশ কয়েকটি দৈনিক পাঠিকায় প্ৰকাশিত হয় নৱসিংলীর একটি মেনের প্রতি ভার স্বামীর নির্মাতনের পরবা নেখানে স্বামী তার ব্লীয় ভাল যাতের আছুল ধারালো চাপান্তি দিয়ে সম্প্রাহীকে দেশার কথা বালে কেটে ফেলে। এ ধারনের হাজারো ঘটনা আমানের সমাত্রে প্রতিশিক্ত ক্রিছে যা সংবাদেশনে আমান্তে না। এনার নির্মাতন রূপানত প্রকাশিক প্রকাশিক কর্মানত হাকে করিতা

- সরকারকে 'নারী উন্নয়ন নীতি ২০১৩' পুরোপুরি বান্তবায়নে সচেষ্ট হতে হবে।
- ে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেয়েদের জন্য উপবৃত্তির পরিমাণ আরো বাড়াতে হবে।
- ইভটিজিং নিয়ন্ত্রণ আইন' কার্যকর করতে হবে।
- কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।
- পুরুষদেরকে তাদের কর্তৃত্বাদী মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে। এ লক্ষো বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে উল্লোহফুলক অনুষ্ঠান প্রচার করতে হবে। নারী নির্বাহনকারীলেন দুইারফুলক শান্তি দিতে হবে। লেশ থেকে নারী নির্বাহন দুর করতে হলে এফব বাগারে সকলের সচেতনভা আন্দান ভাই এ স্কাপারে তামু সকলেরে লয়, দেশবাসীকেও উদায়তা ও নৈতিকভার পরিচার দিতে আহানা জানাছি।

নিবেদক

শেহা রাইয়ান শামসূনাহার হল

দকা বিশ্ববিদ্যালয়

্বিত্ব শিল্প কারখানার বর্জ্য আপনার এলাকার জলাশয় নষ্ট করছে জানিয়ে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি শত্র শিশুন।

অবিষ : ১৬.০৩.২০১৫

দৈনিক ফুগান্তর

^ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড)

বারিধারা, ঢাকা-১২১৯।

৫২২ প্রফেসর'স বিসিএস বাংলা

বিষয় : সংযক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

জনাব,

আপনার বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় চিঠিপত্র বিভাগে অনুহাহপূর্বক নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশ করে বাধিত করকেন।

নিবেদক জান্নাতী নূর ফরিদপুর।

শিল্প কারখানার বর্জ্য অপসারণের আবেদন

নিবেদক জান্নাতী নূর ফরিদপুর।



প্রাচীন ও মধ্যযুগ

 চর্যাপদ (হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা) রচয়িতা : ২৪ জন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য সঞ্চাহক : হরপ্রসাদ শারী



^{মিলা} সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপন প্রাচীন যুগের সৃষ্টি। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত Sanskrit Buddhist ^{Ukrat}ture in Nepal' গ্রন্থে রাজা রাজেন্দ্রপাল মিল সর্বপ্রথম নেপালের বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্যের কথা উপশ করেন। তাতে উন্দীপ্ত হয়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্ত্রী নেপালের 'রয়েল লাইব্রেরি' থেকে আত্মজা ও একটি কববাঁ গাছ' গল্পে প্রতীকী শিল্প-কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে। ইনাম, সূত্রস আর ফোলু— এই চিন সহচরকে নিরে গল্পের করা। তাদের কথাবার্তার জীয়নাধারণে বিজ্ঞ কম্ম কুটি কঠ। কেরার কিন সহচর নানা অপদক্ষরে জীৱল লাটায়ে। রাজত তথা এক জাগ্যায় যায়। সেখানে শীতদ হংগ্রার হাতছানি আছে। এক বুড়ো তার জী ও আথজা রুকু বাছিতে থাকে। কুকুর সেইবিক্রি কনার চীকায় বুড়ার দিন কাটে। বুড়ো তাতে সহযোগিতা করে সভ্য, কিছু করবী গাছের বিষয়ল থেয়ে জীয়নের অবদাশত কামনা করে।

'পরবাসী' বা 'মারী' গল্পতেও উঠে এসেছে দাঙ্গার উন্মন্ততা বা উদ্বাস্থ্য জীবনের ছবি। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্তালে ভিটেহারা রামশ্বরণদের কথায় আমরা খুঁজে পাই বাস্তাহারার বেদনা—

গাধীন হইটি আমনা-সুদার আর রাগে রামেনরদের গদার আওয়াজ চিড় থেরে গোদ, থাবিন হুইছি তাতে আমার বাংলের বিভ আমি তো এই দেহি, গত বছল গরাবের জরে পালামার ইয়েরান-টো মান শালা কুরুরের মতো কাটিয়ে ফিরে আদামা স্বাধীন দ্যালে। আরাবার বাই শাল কুরুরের বাগার। তেয়লাল মিয়ের বহুত ধরে আজ ইটিনান, কাল জাহাল ঘাটি—রামেনরদের কথা থেকে ছড়াখ ছড়াখ পার ছিটিকোতে থাকে, স্বাধীনভাটা কি, আমি আমি গাতি পালাম দা—আগুলাল মিয়ে তবিরো মরে, স্বাধীনভাটা কিয়ামানে। ...স্বাধীন ইইছি শালি করিছি পালাম কোরারা কেমান করের আটে এটা তিটা ছিলো, এদল তাত বেই। আমি স্বাধীনতা বিবিদ্

উষাস্থ্ৰ জীবন সমস্যা মুক্তিযুদ্ধোন্তর পরিস্থিতিতেও বদলায় না—উষাস্থ্ৰ বা দাঙ্গাতাড়িত জীবনের যে বিষয়তা, সংকট রামশরণ যেন তাকেই একবার মনে করিয়ে দেয়।

দাসার নিজস্ব রাজনীতিতে 'পরবাসী' গল্পটি স্বতন্ত্র হয়ে গুঠা। এতাবে সরাসরি দাসার কথা তিনি আর কোথাও বাংলানি। যে গল্পে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে ধাংল হয় মানুষের মানবিক সন্তা, মানুষ কিভাবে প্রতিহিংলাপরায়াণ হয়ে গুঠা। সেদিন বাঁশরের মতো প্রতিহিংলাপরায়াশ মানুষ কোমাল বাঁলাগেশতে হিন্তা করে তুলেছিল। শান্তি, সহাবহুগেনে নিজস্বতাকে তুলে এক মরণ খোলায় যেতে উঠেছিল মানুষ দেদিন—আর সেদিনই' খর্ম' তার বাধাব করার শক্তি হারা। দাসার নিজস্ব রাজনীতিতে তাই ওয়াভ্রমি চাচার মতো বিত্র বাতায়ী মানুষ্যলের খুন হতে হয় দাসাবাজনেরই হাতে।

'পরবাসী' গল্পটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিকায় রচিত। বশির আর ওয়ার্জান্দ পরের জমিতে চাযাবদ করে। নিম্নত্ব জীবন তাদের। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তারা আপনজনদের হারায়। নির্মম দুর্ভোগের চিত্র বিসেবে গল্পটি বিবেচা।



অভ্যান প্রবাহ লেখনে আপনার আর ভয় থাকা উচিত নয়। যেমন ধরদন, আপনাকে 'বাংলাদেশের মান সম্পাদ পিরোনামে একটি এবন্ধ দিখাত কৰা হয়াল। তথন হয়তো আপনি এদার তেবে খাবেছে খাবেন যে, বাংলাদেশে করে এখন গানে পাওয়া গোল, এখন করটা কুপ আছে, কেন কুপ কোখায় অবিছিত, কেন ক্রী তাকে কত গানা কৈনিক উত্তেজন করা হক্তে, প্রতিনিক নেশে কি পরিমাণ গানা জ্বালানো হয় ইতানি ক্ষো আপনার শেষ্ট যুক্তিতে সেই। অভ্যান, এ বিষয়ে রচনা দেখা চলবে না। কিছু তা ক্রিন নয়। এমন তথ্য উচি শিরোনামে একটা প্রবাহ নিখতে অবশাই সাহযোন করবে। ক্রিছু যার এদার তথ্য সুস্থ নেই তিনিও এই ক্রীত্রার এবন্ধ নিখতে পারবেন যদি তার লেখার অভ্যান থাকে। প্রতিনিক সংবাদেশ্য পড়ে আপনি ক্রীয়ার অবন্ধ নিখতে পারবেন যদি তার কোরার অভ্যান থাকে। প্রতিনিক সংবাদেশ্য পড়ে আপনি

^{অবক্} ফ্রচনায় দক্ষতা অর্জনের উপায় ; প্রবদ্ধ রচনায় রাতারাতি দক্ষতা অর্জন করা যায় না। এ জন্য ^{বিশ্লমিত অনুশীলন্ ছাড়াও নিম্নলিখিত দিকগুলো সহায়ক ভূমিকা পালন করে :}

বংশক দেখার দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রত্নর প্রবন্ধ ও রচনা পড়তে হয় এবং কোন বিষয়ে কি বক্তব্য কিলাকে উপস্থাপিত হয়েছে তা বুটিয়ে দেখতে হয়। "য়৯-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, সংবাদ, বিষক্র কিলাক কিলাক কিলাক কিলাক কিলাক নামানিক কিলাক বিষয়ে বিষয়ণত ধারণা ও শব্দকারের বাড়ে।

- ২. প্রবন্ধের বিষয় সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হওয়া দরকার। প্রবন্ধের মর্মবস্তু যুক্তি, তথ্য, তত্ত্ব, বিচার-বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ানুগ, প্রাসন্ধিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। অপ্রাসন্ধিক বাহল্য ও অনাবশ্যক বিস্তৃতি উৎ১১ প্রবন্ধের পরিপন্তী। একই বক্তব্যের পুনরাবন্তি যেন না ঘটে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়।
- ৩, প্রবন্ধ রচনায় ভাষার ওপর সহজ দক্ষতা থাকা দরকার। প্রবন্ধের ভাষা হবে বিষয় ও ভাবেত অনুগামী। চিন্তাশীল মননধর্মী প্রবন্ধের ভাষা হবে ভাকাঞ্জীর। পক্ষান্তরে ব্যক্তিগত লঘু রচনায় ভাষা হবে হালকা লঘু চালের এবং তাতে প্রয়োজনমতো আবেগধর্মিতাকেও স্পর্শ করতে পারে।
- ৪, ভাষা-রীতির ক্ষেত্রে সাধু ও চলিত যেন মিশে না যায় সেটা খুবই গুরুত্পূর্ণ।

পরিশেষে বলা যায়, মুখস্থ করে ভালো প্রবন্ধ লেখা কঠিন। এক্ষেত্রে নিয়মিত বিষয়ভিত্তিক লিখান অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে এবং পত্ৰ-পত্ৰিকাসহ বিভিন্ন বই, পুস্তক থেকে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক ও বিস্তত জ্ঞান অৰ্জন কৰতে হবে।

সরকার-প্রশাসন ও রাজনীতি



বার্না 🔕 হরতাল : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

ভূমিকা : হরতাল বর্তমান বাংলাদেশের একটি প্রধান আলোচ্য ও বিবেচ্য বিষয়। বাংলাদেশের ভূষণ্ডে হরতান শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকে এবং এর পরিমাণও অনেক। দেশব্যাপী হরতালের পাশাপাশি হয়েছে আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে হরতাল। তবে আশির দশক থেকে বাংলাদেশে হরতালের তীব্রতা বেড়েছে। অতীতে কালেভদ্রে হরতালের পরিবর্তে এখন আমরা দেখছি ঘন ঘন হরতাল। হরতাল জনগণের দৈনন্দিন জীবনকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করছে। হরতাল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটি কৌশল হিসেবে বহু আগে থেকেই স্বীকৃত। প্রধানত রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে উপমহাদেশের জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ধারায় এর সূচনা। ১৯৪৭ সালে পাকিওন প্রতিষ্ঠার পরও বাঙ্চালিরা মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা, গণভান্ত্রিক অধিকার আদায় সর্বোপরি স্বাধিকারের লক্ষ অর্জনের জন্য সভা, সমাবেশ, মিছিল, ধর্মঘট, ঘেরাও এবং অবরোধের পাশাপাশি হরতাল কর্মসূচি এহণ করে। তবে বর্তমানে রাজনৈতিক কর্মসৃচি হিসেবে হরতালের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। হরতাল দেশের জন্য অকল্যাণকর বিষয়ে পরিণত হয়েছে। অর্থনীতির জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁডিয়েছে।

হরতালের উৎপত্তি : হরতাল শব্দটি বাংলাভাষায় গৃহীত হয়েছে গুজরাটি ভাষা থেকে। বাংলা একাডেমি প্রকাশিত ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে বলা হয়েছে "হরতাল [গুজরাটি শব্দ : হর (প্রত্যেক) + তাল (তালা) অর্থাৎ প্রতি দরজায় তালা। শব্দের অর্থ— বিক্ষোভ প্রকাশের জন্য যানবাহন, হাটবাজার দোকানপাট, অফিস আদালত প্রভৃতি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ করা।' হরতাল বলতে কি বোঝার ^{তা} শব্দের অর্থ থেকে খুবই স্পষ্ট। ইংরেজি 'জেনারেল ট্রাইক' বা 'সাধারণ ধর্মঘট' এবং হিন্দি 'ব্যু^{র্ম} শব্দকে হরতালের সমার্থক বলে ধরে নেয়া যায়। আদিতে হরতাল ছিল ব্যবসায়ীদের কারবার সংক্র দাবি দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে চাপ সৃষ্টি ও প্রতিবাদ প্রকাশের কৌশল হিসেবে দোকানপাট, গুদাম ^{সুর} প্রভৃতি বন্ধ রাখা। ১৯২০-৩০-এর দশকে ভারতের রাজনীতিতে হরতাল নতুন মাত্রা যোগ করে। সময় মহাত্মা গান্ধী তার নিজ এলাকা গুজরাটে পরপর অনেকগুলো ব্রিটিশ বিরোধী বনধ বা ধ^{র্মটোক্র} ডাক দিয়ে হরতালকে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের রূপ দেন।

হুবতালের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : যে কোনো ন্যায়ভিত্তিক সমাজেই সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ ও ক্ষোভ প্রকাশের কতিপয় পথ ও পদ্ধতি থাকে। এ ধরনের প্রতিবাদ ও ক্ষোভ প্রকাশের একটি মাধ্যম হলো হরতাল। তবে দেশভেদে এর রকমফের পরিলক্ষিত হয়। নিচে হরতালের ঐতিহাসিক পেক্ষাপট অ্যালাচনা করা হলো :

- ু মর্শিদকলী খানের চাকলা ব্যবস্থা : নবাব মূর্শিদকুলী খানের সময় চাকলা ব্যবস্থা চালু ছিল। এ ব্যবস্থায় সব ক্ষদ জমিদারকে চাকলাদারদের মাধ্যমে সরকারি রাজস্ব পরিশোধ করতে বলা হলে ক্ষুদ্র জমিদারেরা তা মেনে নিতে পারেনি। তারা পূর্বের মতো সরাসরি সরকারকে রাজস্ব দেয়ার পক্ষে আরঞ্জি জানিয়ে মৃদু প্রতিবাদ গড়ে তোলে। নবাবী সরকার পদ্ধতিতে দাবিদাওয়া জানানোর জনা আবজিব উপরে অনা কোনো পদ্ধতিতে দাবিদাওয়া সরকার সহ্য করতো না। আরজির মধ্য দিয়ে পরিচালিত আন্দোলনকে ক্ষুদ্র জমিদাররা নাম দিয়েছিল হুকুমত-ই-বায়াৎ, যার অর্থ খোদ সরকার ও তাদের মাঝামাঝি অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।
- ডিং বিদোহ : রংপুরের প্রজা সমাজ ১৭৮৩ সালে ইজারাদার দেবী সিংহের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ডিং বিদোহ ঘোষণা করে। ডিং ছিল দাবি পুরণ না হওয়া পর্যন্ত খাজনা দেয়া বন্ধ রাখার আন্দোলন। এ আন্দোলনে প্রজারা সরকারের বিরুদ্ধে নয়, বিদ্রোহ প্রকাশ করেছিল সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত স্থানীয় कर्जारम्य विकास
- ত ডংকা আন্দোর্লন : রংপুরের প্রজাদের ডিং আন্দোলনের আদলে পরবর্তীতে যশোর নদীয়া পাবনার নীল চাষীদের ডংকা আন্দোলন গড়ে উঠে। ডংকা এক রকমের ঢোল। ১৮৫৯-৬০ সালের এ আন্দোলনে বাংলার নীল চাষীরা ডংকা বাজিয়ে ঘোষণা করে দেয় যে, তারা আর নীল চাষ করবে না। একটি ভংকার আওয়াজ শোনামাত্র দূরে আর একটি ডংকা বাজানো মানে ছিল সেখানেও ঐ আন্দোলনের শরিকরা সংহতি ঘোষণা করছে।
- জোট : ১৮৫০-৬০ এর দশকে ফরায়েজি আন্দোলনের কৌশল ছিল জোট। জমিদার কর্তক বেম্লাইনি ও অন্যায়ভাবে আরোপিত আবওয়াব (খাজনাতিরিক্ত চাঁদা) আদায়ের বিরুদ্ধে প্রজারা জোট গঠন করে প্রতিরোধ রচনা করে। প্রতি পরগনায় ক্ষকদের নিয়ে জোট গঠন করা হয়। স্থানীয় জোটগুলো সংশ্রিষ্ট হয় আঞ্চলিক জোটের সঙ্গে। আঞ্চলিক জোট সমন্বয়ে গঠিত হয় কেন্দ্রীয় জোট।
- ধর্মঘট : ১৮৭৩ সালের পাবনা কৃষক বিদ্রোহ সংগঠকরা যে আন্দোলন পরিচালনা করে তা ছিল আজকের ধর্মঘটের অনুরূপ। ধর্মঘট হচ্ছে হিন্দু কৃষক পরিবারের একটি দেবতার প্রতীকস্বরূপ পাত্র। এ পাত্র স্পর্শ করে প্রজারা প্রতিজ্ঞা করে যে, প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত খাজনা হারের উপরে তারা কোনো বাড়তি খাজনা দিবে না।
- ১৯২০-৬০ এর দশক : ১৯২০-এর দশক থেকে ৫০-এর দশক পর্যন্ত হরতাল ও ধর্মঘটকে শমার্থক হিসেবেই গণ্য করা হতো। ষাটের দশক থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে হরতালকেই ধর্মঘটের চেয়ে অধিকতর জোরদার অস্ত্র হিসেবে গণ্য করা হতে থাকে।

৭. স্বাধীন বাংলাদেশে হরতাল : মুক্তিবুকের প্রাঞ্জালে গণমানুষকে আন্দোলনে উন্ধুছ করতে হরতাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৮০-এন দশকে হরতালা বাংলাদেশের রাজনিকিক আন্দোলন প্রকাশ করে বাবহৃত কৌশল হিলেকে আর্ক্তিক হয়। বিরোগী দলসমূহ জেনারেল প্রকাশ শাসনকে (১৯৮২-৯১) অবৈধ ঘোষণা করে ঘনঘন হরতাল তেকে প্রশাসনকে অক্তেজা করে দের এবং তার সরকারের পতন ঘটে। গরক্তীতে আগুয়ামী গীগের নেতৃত্বে বিরোগী দলসমূহ কোম খালোল জিয়ার সরকারকে (১৯৯১-৯৬) উর্কাশির হরতালের মাধ্যমে উল্লিজাল প্রধান খালোল জিয়ার সরকারকে (১৯৯১-৯৬) হরতালের চাপ থেকে মুক্ত ছিল্প না। এবেই ধারাবাহিকতায় তার দলীয় জেটি সরকার (২০০১-২০০৬) এবং ১৪ দলীয় মহাজোট সরকারও (২০০৯-বর্তমান) হরতালের অপ্র থেকে রক্তা পার্মিন।

বাংলাদেশে হরভালের সাম্প্রতিক প্রবণতা ; যতই দিন গড়াছে, মানুষের চিন্তাচেতনার পরিধি যতই প্রসারিত হচ্ছে ততই বাংলাদেশের হরভালের চিত্র নতুন মাত্রায় মোড় নিচ্ছে। নিচে বাংলাদেশের হরভালের সাম্প্রতিক প্রবণতা তলে ধরা হলো :

- ১. মাত্রাবৃদ্ধি: দিন দিন শিক্ষার হার বাড়ছে, বৃদ্ধি পাক্ষে রাজনৈতিক চেতনা, বোধোদায় হতে পাণতান্ত্রিক চেতনার। তথ্ব কমছে না হরতালের মাত্রা। বাংলাদেশের বিগত পাঁচ দশকের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যত গণতান্ত্রিক অধিকার প্রসারিত হতে হরতালও মেন তত বেশি হতে
- এ. প্রতিবাদের ভাষা উপেন্দিক : নবংইয়ের দশকের করতে গণতান্ত্রিক পাসনবাবস্থা ফিরে আসার পরত রেভাল চলছে। নিশীকৃত পাসকের বিবাদক আন্দোলনের এ চুড়াত হার্টিআরটি অনেক কেরে প্রয়োগ করা হচ্ছে প্রাথমিক হার্টিআর হিসেবে। মোটকথা বর্তমানে সভা, মিন্দি, গর্মন্ট প্রভৃতি গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের ভাষা ক্রেন্তে কেশি বেশি আহার নেজা হচ্ছে হরভাগের।
- ৩. একক কিংবা জোটবছভাবে আহ্বান: বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলতলো হবতাল ভাকছে কথনে এককভাবে, কথনো জোটবছভাবে। যেমান- কর্তমান বিরোধী দল বিরুপি কথনো এককভাবে সারকারি কর্মকান্তের প্রতিকাদে হবতাল আহ্বান করে, আবার কথনো বাংলাদেশ জামান্তে ই স্থানী ও এর অস সংগঠন বাংলাদেশ ইংলামী ছার্মনির্বারর সারে জোটবছ হয়ে হবতাল আহ্বান করে।
- আঞ্চলিক ও স্থানীয়ভাবে আহবান : বাংলাদেশে জাতীয়ভিত্তিক হরতালের পাশাপাশি বর্তমাল পালিত হাজে আঞ্চলিক ও ফুনীয় পর্যায়ে অসংখ্য হরতাল। কখনো নিয় এলালার এর্মাপির সমর্থনে বর্ষা থাকে, তুল অথবা হয়রানি বর, স্থানীয় সমগ্যার সমাধান ইত্যালি কারণে এ সকল অথবা হরতালের আহলান করা হয়।

বাংলাদেশে হরতালের ইস্যুসমূহ : নানাবিধ ইস্যুকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে হরতালের কর্মসূচি ^{এহব} করা হয়। নিচে এ সকল ইস্যু উল্লেখ করা হলো :

 মিছিল, সমাবেশে বাধা : মিছিল, সমাবেশে বাধা বাংলাদেশে হবভালের অন্যতম প্রধান ইটা নাম্বর অবস্থা পর্যবেশনে কেবা যায় বে, বিরোধী দাকার মিছিল কিবল আহ্বাদন্তত সমাবেশি সরকারি দল বিশুকালার আশালায় প্রায়শই বাধা দান করে। এতে বিরোধী দল তাদের গণতাপ্রিক অধিকারবেশনে প্রতিবাদে করাজা আহলান করে।

- ছত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ: বিরোধী দলের নেতাকর্মী বা সাধারণ ও নিরীহ জনগণের নুশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা বাংলাদেশে প্রায়শই ঘটে। আর প্রতিবাদে বাংলাদেশে হরতাল আহবানের ঘটনা বিরল নয়।
- দ্রবামুদ্যের উর্ম্বানিত : বাংলাদেশে যে সরকারই কমতায় থাকুক না কেন দ্রবামূদ্যের উর্ম্বানিক
 লাগাম টেনে ধরতে সহসাই বার্থ হয়। নিতঃপ্রয়োজনীয় দ্রবানি সাধারণ মানুষের ক্রয়ন্তমতার
 ক্রাইরে চলে যায়, নিদারন্থন কটের মাঝে নিদাপাত করতে থাকে তারা। এ সুযোগকে কাজে
 লালিয়েন বিয়োগী দল সরকারি দলের বার্থতার অভিযোগ ও দ্রবামূল্যের নিয়ন্ত্রণ সাধারণ মানুষের
 নাগালে আনার আহ্বান জানিয়ে হবভাগের ডাক্ত দেয়।
- ৪. বাজেটের প্রতিবাদ : সরকার প্রতিবছর যে বাজেট পেশ করে তা সরকারি পক্ষ থেকে 'পদমুঝা' বাজেট বলা হলেও বিরোধী দল নেতিবাদক প্রতিক্রিয়া বাক্ত করে। এই বাজেট 'পরিব মারার বাজেট', এই বাজেট 'পণমানুষের আশা-আকাজকা পুরুণ করে পারেনি' ইত্যানি অভিযোগ এনে ব্যাজ্ঞীতে প্রতাধানান করে এবং ম্বরভাগের ভাক দের।
- ধর্মীয় ইস্মা: ধর্মীয় ইস্মাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে হরতাল আবনানের ঘটনা অববহ লক্ষ করা মার। মসজিল, মনির, পানোগোডায় হামলা, ভাতুর কিবো ইসলাম ধর্মের হিয়া নবী ব্যবক মুখ্যফন (স)-কে কট্টিডকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে ধর্মিডিক্তিক ইসলামী দল ও অন্যান্য সমমনা দলঙলো প্রমাপ্ত হওভালের মত কর্মস্টিত ঘোষণা করে।
- ৬. দমনপীড়ন রোধ: বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন দল বিরোধী দলগুলোর উপর ব্যাপক্ষাত্রায় দমনপীড়ন কার্যক্রম চালায়। এ দমনপীড়ন কথনো মৌভিক, আবার কথনো অযৌভিক হলেও বিরোধী দল চালাওভাবে সরকারি দলকে দোখীসাব্যস্ত করে দমনপীড়ন রোধে হরতালের ডাক দেয়।
- ৭. ছুদ্ধাপরাধী ইস্তা: সাম্রতিককালে যুদ্ধাপরাধী ইস্যুক্তে কেন্দ্র করে হরভাল আহবানের ঘটনা বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে আলোচিত। মাধীনভার মির্ঘ ৪২ বছর পর মুদ্ধাপরাধীনের বিচার কার্যক্রম কলকে। আর এ যুদ্ধাপরাধীনের বিচার কার্যক্রম ও রায়কে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইলাক্ষ্মী ও তার সম্মদনা দলকলো বকার্যালের ডাক দিছে।
- শব্দি ব্যক্তিসের মুক্তি: বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি নিয়মানের হওয়ায় এখালে গণতজ্ব চর্চা প্রব একটা গক্ষ করা মায় লা । হলে বিরোধী রাজনৈতিক ব্যক্তিমর্থের উপর সমন, নির্বাহন ও বন্দি করে রাখার মতো ঘটনা অহরহ চোমে পড়ে। বিরোধী দল তার বন্দি লেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে শ্রম্পন্তন্ত হবতাল আহলা করে ।
- ৯. দলীয়করণ: ক্ষমভাসীন সরকারের দলীয়করণ প্রবণতা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি চিয়চেনা প্রত্যয় । প্রশাসন, ব্যাংক, শিক্ষাক্ষেত্র সর্বত্র সরকার দলীয় লোকদের দাপট ও প্রাথান্য শক্ষ করা য়য় । এ দলীয়করণ রোধকঞ্জেও হরতাল আহবান করা হয় ।
- ১০. দুর্নীতি : ক্ষমভাসীন সরকার দলীয় লোকজন পেশিবলে দেশকে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করে খরাজকভার দেশ কায়েম করতে চায়। এহেন অজুহাতে আমাদের দেশে হরতালের ঘটনা ঘটে।

বিশিক্ষ বাংলা-৩৯

- ১১. গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার বা সংশোধন: বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন সরকার কথনো কথনো সতিবার অর্থে জলগলের কল্যালে, আবার কথনো কথনো নিজ ক্ষমতার ভিত্তি মজবুত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত প্রহণ বা সংশোধন করে থাকে। গৃহীত সিদ্ধান্ত তাল্যামন্দ মাই থাকুক না কেন বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতার করে সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত বা সংশোধনী ইস্যুক্তে কন্ত্রে করে বিরোধি দেশ হরতাল ভাকবেই এটা আমাদের রাজনৈতিক সন্থেতির অবদান্ত বিরুদ্ধে করে করে
- ২২, সরকার পতন : সরকার পতন বাংলাদেশের হরতালের একটি বড় ইস্যা। এই সরকার বার্থ, গ্রন্থমানুয়ের আদা-আরকাজ্ঞা পূরণ করতে গারেনি, নিরাপত্তা নিতে পারেনি, বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারেনি, বিকালী প্রতিপ্রতি পূরণে বার্থ, অপাশতান্ত্রিক সরকার ইত্যাদি অভিযোগ প্রদেশ সরকার পতার ভাল আভিয়োগ প্রদেশ সরকার পতার ভাল বিকালী করে।

বাংলাদেশের হরতালের বৈশিষ্ট্যপ্রকৃতি : হরতাল প্রতিবাদের ভাষা হলেও বাংলাদেশের হরতাল শান্তিপূর্ণের চেয়ে ধ্বংলাত্মক এবং অগণতান্ত্রিক ও অবিবেচনা প্রসূত। নিচে বাংলাদেশের হরতালের বৈশিষ্ট্যপ্রকৃতি আলোচনা করা হলো :

- ১. বোমাবাজি: বাংলাদেশে বরতাল চলাকালে বা হরতালের আগের দিন বোমাবাজির ঘটনা নকাইরের দশকে কয় হয় এবং এবলো অব্যাহত আছে। হরতাল অমানা করে কোনো যানবাহন বের হলে তা কাকে লিকেটারনের অনুরোধের ছান বের বোমা। চলাবরালে ইট-পটিকেল নিক্ষেপের পরিবর্তে ছড়ে মারা হয় বোমা। এতে সাধারণত মানুগের মৃত্যু ও আহত হত্যার ঘটনা ঘটে।
- चार्क्त : वांशाम्माम वर्षमात्म वर्तवाल चात्र कार्युत ममार्थक भएम भतिगठ वरताइ। वस्तवाल वरत चार्यक वरवाणाल चारामत्र वांक्षक वेत्रवा वरवाणाल मिन गाँछ, मानकानगणि कार्युत वर्त्व मा चाँग त्यन चामान्यत मान्य वरवाणानवती ७ भितकरित्रता चारवाइने शास्त्र मा। यहे चात्रा वरवाणात्र चारामत्र वांक व्यक्त कार्युत चन्न नद्ध चार्य चा प्रचाष्टक वांत्र वरवाणात्र भाग गर्यु ।
- ৩. অগ্নিসংযোগ : অগ্নিসংযোগ বাংলাদেশের হরতালের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিগত হয়েছে বাস, ট্রাক, ট্রেন, সিএনজি, অটোরিকশা, মোটরসাইকেল, বিকশা ইত্যাদিতে হরতালে অগ্নিসংযোগ করে হরতালকারীরা নিজেদের ক্ষান্ডের বহিঞ্জকাশ করে সরকারকে তাদের অক্তিকের জানান দেয়।
- ৪. মাওয়া-পাশ্টাধাওয়া : বাংলাদেশে হরতাল মানেই পুলিশের সাথে হরতালকারীদের ধার্ত্মা-পান্টাধাওয়ার চিন্নতলা ও জীবন্ত দুশা চোবের সামনে দদাদশ করে জ্বলতে থাকে। এ ধার্ত্মা-পান্টাধাওয়ার পুলিশ মেনন টিয়ার গাাস, রাবার বুলেট, গরম পানি চোচে, তেমনি পিরুটারবার্ত্ব ইউ-পাটবেল নিক্পে, বোমা নিক্ষেপ বা ককটেল বিক্সেরণ ঘটায়। এতে করে উভয়পকের মার্ত্ব আহত বা নিক্ত হওয়ার ঘটানা ঘটা।
- ৫. বিরোধী দলের মিছিলে বাধা: বিরোধী দল হরতাল আহ্বান করে হরতালের দিনে হরতালের সমর্থনে মিছিল কের করে থাকে। বিরোধী দলের এ মিছিলে পুলিশের বাধা একটি অবশাদর্থী ঘটনা। এ সময় হরতালকারীনের সাথে পুলিশের ধন্তাধন্তির ঘটনা ঘটো। এতে বিরোধী দলের লেতাকর্মী থেকে করু করে প্রথম সারির লেতারাও রেহাই পান না।

- সক্রকারি দলের হরতাল বিরোধী মিছিল; হরতালের দিন রাজধানী ঢাকাসহ দেশের সর্ব্যা খত খত ভারতারে সরকারি দলের হরতাল বিরোধী মিছিল করতে দেবা যায়। বিরোধী দলের মিছিলে পূঁলিপ রাধানা করলেও হরতাল বিরোধী মিছিলে পূঁলিপ রোলো বাধা দান করে না। হবতাল মানি না, কার্যবিরোধী হরতাল প্রত্যাহার কর ইত্যানি রোদান দিয়ে হরতাল বিরোধীরা রাজপথ কণিয়ে তোলে।
- বিরোধী দলের কার্যাদার অবরোধ : বাংলাদেশের হরতালে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে বিরোধী দলের কার্যাদার অবরোধ। পার্যবেছদেশে দেখা যায় যে, হরতালের দিন পুলিশ বিরোধী দলের কার্যাদার দেবাও করে রাখে, এরোজনে গেট তালাবন্ধ করে রাখে। ফলে কোনো নেতাকর্মী কার্যাদার থেকে করে হয়ে মিছিল বা শিক্রিটিয়ে অংখাছার করতে পারে না।
- ে পিকেটারদের জেলখানায় বন্দি : হরতাল চগাকালে পিকেটারনা যেমন ওঁতপেতে থাকে পিকেটিং জিবো ভাতুর অগ্নিসংযোগের লক্ষো, ভেমনি পুলিশও সকর্ক থাকে এদের ধাওয়া করতে। মিছিল, ভাতুর জিবো অগ্নিসংযোগকালে প্রায়শই পুলিশ পিকেটারদের থবে টোনেহিচড়ে মিয়ে জেলখানায় বন্দি করে রাখে।
- ৯. সাংবাদিক নিপীড়ন: বাংগানেশের হরতালে সাংবাদিক নিপীড়নের ঘটনা নেহামেত কম নয়। মট্টোসাংবাদিক, ভিডিআনা বা সংবাদকর্মার পূর্ণিন কিংবা বিরোধী দল উত্তরেই দৌর্বাক ও নিপীড়নের নিকার হন। এতে অনেক সাংবাদিকের আছেত বা নিহত হবার ঘটনা ছবি। অনেক হরতালে সাংবাদিকদের বহনকারী যানবাহন ভাত্তর কিংবা প্রতিয়ে লেয়ার ঘটনাও ঘটনে।

বালোদেশে হরতালের নেতিবাচক দিকসমূহ : বাংলাদেশে হরতালের নেতিবাচক দিকসমূহ ব্যাপক। দিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

- ১. আইনিভিক কভি: বাংগাদেশের বেশির ভাগ হরভাগের ইয়া রাজনৈতিক হলেও, অবদীতিবাই
 কৃতি বেশি হয়। ও এরিপা ২০১৮ চাকা য়েরার অব কমার্শ এব ইন্ডরি (ভিসিনিবাই) এক সংবাদ
 সংক্ষণেরে আরোজন করে। উত্ত সংক্ষণের ভিনিনিবাই-এর সকাপতি আবৃদ্ধ সমুর বাব হরতাল
 দেশের অবদীতির ক্ষয়-কৃতির পরিমাণ তুলে ধরেন। আবৃদ্ধ সরুর বাবের সেয়া তথা মতে,
 একদিনের হরতালে দেশের অবদীতির ক্ষতি হয় ১৬০০ কোটি চাকা বা ২০৫ মিলিকন মার্কিল
 ভলার এবং এক বছরে ৪০ দিনের হরতালে গড়ে দেশের ক্ষতি হয় ১৬,০০০ কোটি টাকা।
 ক্ষরণেরের রাজ্যর পত্র হয়, একদিনের হরতালে পারেনিবাই সংকালে প্রতি টাকা।
 ক্ষরণেরের রাজ্যর পত্র হয়, একদিনের হরতালে পারেনিবাই এত ০েকটি টাকা,
 ক্ষরণেরের রাজ্যর পত্র হয়, একদিনের হবতালে পারেনিবাই এত ০েকটি টাকা,
 ক্ষরণারের রাজ্যর পত্র হয়, একদিনের হবতালে পারেনিবাই এত ০েকটি টাকা,
 ক্ষরণারের রাজ্যর পত্র হয়, একদিনের হবতালে পারেনিবাই এতি কাটি
 টাকা,
 ক্ষরণারের রাজ্যর পত্র ১৫০ কোটি টাকা, শিক্র, পার্থির প্রতিটান এবং পর্যটা নাথান হতে কোটি টাকা,
 ক্ষরণার প্রতি হাল, শিক্র, আরুর প্রতি হালি টাকা,
 বীমা মাধ্যে ১৬ কোটি টাকা, শিক্র, মানুনা প্রতে ৬০ কোটি টাকা কৃতি হয়।
- আপহানি: বাংলাদেশের হরতালে ব্যাপক প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। কখনো পুলিশ, কখনো পিকেটার, আবার কখনো উভয়পক্ষের প্রাণহানি ঘটে। এতে নিহত ব্যক্তির পরিবার উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে অমানিশার ঘোর অকলারে পতিত হয়।
- নিনিয়োপে বাধা; হরতালের কারলে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশৃঞ্জল অবস্থায় পতিত
 ইয়। এতে করে বিদেশী বিনিয়োগকারী ঝুঁকির মুখে বিনিয়োগ করতে উৎসাহবোধ করে না। ফলে
 দেশের শিক্ষকারখানা ফতির সমুখীন হয়।

- 8. হয়রানি : বাংলাদেশের হরতালের একটি উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক দিক হলো হয়বাহি পিকেটারদের পাশাপাশি অনেক সাধারণ মানুষও এ হয়রানির শিকার হন। এর মধ্যে উল্লেখফোর হলো
 – নিরপরাধ ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের গ্রেণ্ডার, খেটে খাওয়া মানুষদের বেঁচে থাকার অবলম্বন হরণ, ছিনতাই, ভাংচর ইত্যাদি।
- ৫. দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট : হরতালে সবচেয়ে বড় যে ক্ষতিটি হয় তা হলো ভিতরে ও বাইরে দেশের ভাবমর্তি বিনষ্ট। অব্যাহত ও ঘন ঘন হরতাল দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল কর তোলে। দেশের এ অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির চিত্র বিশ্ব মিডিয়ায় প্রকাশ পাওয়ায় দেখি বিদেশী বিনিয়োগকারী, দাতা সংস্থা ও দেশের ওভাকাজ্জীরা দেশ সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করে
- ৬. শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত : বলা হয়, 'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড'। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা শিক্ষা নামক জাতির এই মেরুদণ্ডকে ভেঙ্গে দিতে বদ্ধ পরিকার। কারু দেশের বড বড পাবলিক পরীক্ষা, স্থল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ও অন্যান্য শিক্ত কার্যক্রমের তোয়াক্কা না করেই হরতাল আহ্বান করে রাজনীতিবিদরা। এতে করে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পড়ান্ডনার ছেদ পড়ে, শিক্ষাঙ্গনে সেশনজট বন্ধি ও সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রম ভলপ্তিত হয়
- ৭. জরুরি চিকিৎসা ব্যাহত : হরতালের একটি মারাত্মক ও আত্মঘাতি দিক হলো জরুরি চিকিৎসা কার্যক্রমে বাধা দান। অ্যান্থলেন্স হরতালের আওতামুক্ত হলেও বাস্তবে এ চিত্র খব কমই পরিলক্ষিত হয়। এতে করে চিকিৎসক ও চিকিৎসার অভাবে অনেকেই বাভিতে কিংবা রাস্তায় মার যান, যা জাতির জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক।
- ৮. রাজনীতির প্রতি জনীহা : হরতালের ধ্বংসযজ্ঞের কারণে নিরীহ মেধারী ও দেশপ্রেমিক নাগরিকগণ রাজনীতিতে অংশগ্রহণে অনীহা দেখায়। ফলে দেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন ও গণতন্ত্র চর্চা ব্যাহত হয়
- ৯. খেটে খাওয়া মানুষের দুর্ভোগ : বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এখনও এক বিরাট অংশ দারিদ্যুসীমার নিচে বাস করে। এ দরিদ্র জনগণ বোঝে না হরতালের মারপ্যাচ, বোঝে না রাজনীতির খেলা, তারা তিনবেলা পেটপুরে খেতে পারলেই সম্ভুষ্ট। এ দরিদ জনগণ হরতাগের দিনেও কাজের অন্তেষণে বের হয়। কিন্তু কখনও তারা লাঞ্জিত হন, আবার কখনো তারা ধ্বংসযজ্জের বলি হয়ে বাডি ফিরেন।

হরতালের ইতিবাচক দিক : হরতালের নেতিবাচক দিক বেশি থাকলেও কিছ কিছ ক্ষেত্রে হরতালের ইতিবাচক দিকও পরিলক্ষিত হয়। ইতিবাচক দিকমলো হলো •

- ১. ১৯৭১ সালের হরতাল : ১৯৭১ সালের ২-৬ মার্চ পর্যন্ত হরতালগুলো ভাকা হয়েছিল আধারেলী করে এবং ৮ মার্চ থেকে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র যুদ্ধের আগে সর্বাত্মক হরতালের রূপ নেয়া অসহযোগ আন্দোলনের স্থায়িত ছিল মাত্র ১৮ দিন। এ সময়ে রিকশা ছাড়াও যান্ত্রিক যানবাহন চলাচলে কোনো বিধিনিষেধ ছিল না। বন্ধ রাখা হয় অফিস, আদালত কল-কারখানা।
- ২. ১৯৯৬ সালের হরতাল : ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বিএনপি সরকার একটি প্রহসনমূলক সাধা^{রব} নির্বাচন অনুষ্ঠান করে। দেশ-বিদেশে এর বিন্দুমাত্র গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। এই নির্বাচনের ফলাফন বাতিলের দাবিতে ১৯৯৬ সালের ফ্রেক্স্মারি-মার্চ মাসের হরতালকে অযৌক্তিক বলা যাবে না।
- সময় অপচয় রোধ : হরতালের সময় সীমিত আকারে যানবাহন চলাচল করে। এতে সহভি যাত্রী তার গন্তব্যে পৌছতে পারে।

স্বর্গাহার : নকাইয়ের দশকের শুরু থেকে দেশে প্রায় আড়াই দশক সংসদীয় শাসন বিরাজ করতে এই লাও। সংবাদপত্রের স্বাধীন মত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা আছে। সামরিক শাসন জরুবি আইন করো এ ধরনের কোনো কোনো আইনে রাজনীতি করার অধিকার কেডে নেয়া হয় না। সভা সমাবেশ নিজ্ঞা করা যায় অবাধে। প্রতিবাদের ভাষা আছে অনেক। রাজনৈতিক দলগুলোকে সেটাই অনসরণ ্রত হবে। একই সাথে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, জবাবদিহিতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সাংবিধানিক ক্রিতে ক্ষমতার পরিবর্তন—এসবও নিশ্চিত করা চাই। গণতন্ত্রের ভিত সুদৃঢ় হতে থাকলে প্রতিবাদের জনা স্করতাল পরিহার করে অন্যান্য পস্থা অনুসরণের প্রবণতাও বাডতে থাক্বে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

বালো 🔕 যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও বাংলাদেশ

অবিকা : যুদ্ধাপরাধ মানবতাবিরোধী এক ঘণ্য অপরাধ। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টি আরো ক্রম্বাতর। কারণ চির সবুজের দেশ বাংলার নিরীহ, নিরস্ত্র, শান্তিপ্রিয় মানুষ মুক্তিযুদ্ধকালীন ক্রবিকল্পিতভাবে গণহত্যাযজ্ঞের অসহায় শিকার হয়েছিল। সর্বাধনিক মারণান্তে সঞ্জিত হয়ে সাডে নাত কোটি মানুষের উপর হিংসু হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানি ষড়যন্ত্রকারীরা. জনারা, পতরা। তাদেরকে সহায়তা করেছিল এ দেশীয় কতিপয় অমানুষ। তাই স্বাধীনতা-পরবর্তী ক্ষাপরাধের বিচারের বিষয়টি প্রশাসনিকভাবেই অনিবার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী ৪৩ ক্ষরেও সকল ফুরাপরাধীদের বিচারকার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি। এহেন প্রেক্ষিতে যুদ্ধাপরাধীদের জ্জনা অপরাধের শামি নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার এক মহান উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ উদ্যোগের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে সাম্পতিক সময়ে কতিপয় চিহ্নিত ও স্বঘোষিত যদ্ধাপরাধীকে আইনের হাতে সোপর্দ করে এবং বিচার প্রক্রিয়ার আওতায় নিয়ে আসে।

যুদ্ধাপরাধের সংজ্ঞা : যুদ্ধাপরাধ বলতে কোনো দেশ, জাতি, সামরিক বা বেসামরিক ব্যক্তি কর্তক যদ্ভের প্রথা ৰা আন্তৰ্জাতিক নীতিমালা লন্ত্যন করাকে বোঝায়।

যার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে প্রকাশিত 'দ্য ব্রাক বক অফ কমিউনিজম : ক্রাইম, টেরর, রিপ্রেশান' থছে যুদ্ধাপরাধের সাংজ্ঞিক অর্থ 'যুদ্ধের আইন বা প্রথাকে লচ্ফন করা' বলতে হত্যা, নির্যাতন বা সাধারণ নাগরিকদের নির্বাসিত করে অধিকত জনপদে ক্রীতদাস শ্রম ক্যাম্পে পরিণত করা, আটককতদের হত্যা ও নির্যাতন, অপহাতদের হত্যা, সামরিক বা বেসামরিক প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই দায়িত্বজ্ঞানহীন নগর, শহর ও গ্রামাঞ্চলকে ধ্বংসস্তপে পরিণত করাকে উল্লেখ করা হয়।

ট্রুর্ব জেনেতা কনভেনশনের ১৪৭ ধারায় যুদ্ধাপরাধ প্রসঙ্গে বলা হয় : ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা, নির্যাতন বা অমানবিক গ্রবহার এবং কারো শরীর বা স্বাস্থ্যে গুরুতর আঘাত করা বা তার দুর্দশার কারণ তৈরি, অন্যায়ভাবে কাউকে বিভাছন বা স্থানান্তর করা বা আটক করা, শক্রবাহিনীর সেবাদানে বাধ্য করা, যথাযথ ও নিয়মতান্ত্রিক বিচার শীওয়ার অধিকার থেকে কাউকে ইচ্ছাকতভাবে বঞ্চিত করা, কাউকে জিম্মি করা, বিপুল পরিমাণে ধ্বংসযজ্ঞ ^{ছানানো} ও সম্পত্তি আত্মসাৎ করা, সামরিক প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও বেআইনি ও নীতিবিরুদ্ধ ওপরের যে কোনো ^{এক বা} একাধিক কৰ্মকাণ্ড যুদ্ধাপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। যুদ্ধাপরাধের ধারণার মর্মমূলে ছিল যে, একটি দেশের ব দেশের সৈন্যদের কাজের জন্য একজন ব্যক্তিও দায়ী হতে পারেন। গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, ^{শিবাহণ} নাগরিকদের হয়রানি— এসবই যুদ্ধাপরাধের মধ্যে পড়ে। এসবের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর হলো গণহত্যা।

^{বুতরাং} যুদ্ধাপুরাধ হচ্ছে কোনো যুদ্ধ বা সামরিক সংঘাত চলাকালীন সময়ে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ^{বিসামনিক জনগণের} বিরুদ্ধে সংগঠিত, সমর্থিত নির্দিষ্ট সংজ্ঞায়িত অপরাধ কর্মকাণ্ডসমূহ।

বাংলাদেশে যদ্ধাপরাধের সাথে জড়িত সংগঠন

- ১, শান্তি কমিটি: ১৯৭১ গালে মুক্তিযুক্ত চলাকালে পাকিবান প্রশাসনকে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে ১০ প্রকিল জারিখে চকায় পান্তি কমিটি গঠিত হয়। শান্তি কমিটি গঠিনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রশিক্তাকের কাম করাইনিকে সংগ্রহাতা করা এবং দেশকে বিকিন্তাত থাকে করা পাকিবারী করা এবং দেশকে বিকিন্তাত প্রকাশ করা পাকিবারী করা এবং দেশকে বিক্রাপ্ত হয়। স্বাধীনাত বিরোধী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মান্ত রাখা। ক্রমান্তরে মান্তর্কার পান্তি কমিটি গঠিত হয়। স্বাধীনাত বিরোধী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মান্ত একর মান্তর্কার প্রকাশ হার্মানার পাবিবারি বার্মিকার সংবার মান্তর্কার করা।
- ২. রাজাকার বাহিনী: ১৯৭১ সালের মে মানে বাংলাদেশের মুক্তিযুক্তর সময় পাবিজ্ঞানি সামরিক সরকার তালের সহায়ক পাক্তি হিসেবে 'রাজাকার' লানে একটি আধা-সামরিক বাহিনী গড়ে তোলে। এই বাহিনীর এটো সক্ষমস হথা। জিল আকার পাক্তার পাবিজ্ঞানি দেশাবহিনীর ওখাল সহযোগী হিসেবে এই বাহিনী দারিত্ব পালন করে। বিশেষ করে এটা অকলে এই বাহিনীর অভাচারের চিহ্ন আজো বিদ্যান্য।
- ৩, আল-বদৰ বাহিনী: ১৯৭১ সালেৰ আপট মানে মামনদিবতে এই বাহিনী গঠিত হয়। সম্পূৰ্ণ ধৰ্মী, আদপেনি উপর ভিত্তি করে এই বাহিনীৰ গঠিত ক কাৰ্যক্ৰম পৰিচাল হয়। 'বাছালি কাট্যকালকে বিশ্বাসী নিবেশৰ নিবিদ্যালিক বিশ্বাস নিবেশন কৰিছে নিবিদ্যালিক বাহা । আল-কাৰ্যকালিক বিশ্বাসী নিবেশৰ কাৰ্যকলাপেন মধ্যে বৃদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড অন্যতম। দিবপুরা বধ্যভুমি এই বাহিনীর হত্যাবজের সাক্ষ্য বহন করে।
- ৪. আদ-শামুদ বাহিনী: ১৯৭১ দালে বাংলাদেশের মৃতিযুক্তর সময় পানিব্যানি হালানর বাহিনীর সহকোঁ স্বাধীনতঃ-বিরোধী এক প্রেমীর ধর্মান্ত ও দিন্দিত তক্ষণ পানিব্যান সেলাবাহিনীর সহযোগিতায় ও ধর্মান্ত রাজনৈতিক দলের উল্লোপে আল-শামুদ বাহিনী গঠন করে। আল বদর বাহিনীর সাক্ষ মধ্যে নামের স্বাধীনতারকারী রাজিদের একং স্বাধীনতা লাতের পুর্বক্ষণে বৃদ্ধিভীয়ালের হিম্মান্তর হত্যা করে।

মুজাশারাকে প্রকৃতি ও বাংলাদেশ : বাংলাদেশে মুজাশারাকে প্রকৃতি কৃষ্টে ভ্যাবাহ ও লানহালি।
১৯৭১ সালে মুক্তিমুক্তনালে পাকিজানি সপান্ধ হারেনা বাহিনী ভালেন এলেদীয় কুক্তরী মহল নিয়ে লেকে
অভ্যাবরে হয়া, দুট, ধর্ণা, অন্নিকাত ও বিভিন্ন ধাংলাম্বক ভাবনালা চালায়। একা নিবিকারে পাবহান,
গধার্মনি, কুন্দান ও অন্নিসংবাদে অংশ লোঃ ভ্যাহ্মান দীর্ঘ নয় মানের রক্তক্ষী মুক্তে ৬০ মার্য মুক্তিনানী
নার্মানিশ শাহানকরবা করে, সন্তুম হারায় ২ লাখ মানেনা। উপরিউভ নিকতলো ছাড়াও বাংলাদেশের
মুজাশারাকে প্রস্তোধনাদে নিজ্ প্রকৃতি তুলে ধরা হলো :

- ১ আইলভল, সনদ ও ছতিপত্র অমান্য : মৃতিযুক্তকালে বর্বর পাকিব্রানিরা আইনভল, সন্দ ও ছিল্পা অমান্যের সর্ববিজ্ঞান বরের ভাল করে। এ সময় ইয়ারিয়া খান ও তার সাপোপার বিমান ও নৌবাহিনী খাবহারের সর্বেরিল সকল আইল কর, জাতিসপ্রাংগের সন্দালিত, ১৯৮৮ সালের গণহত্তা ছৃতিসভাপার অমান্য, ১৯৪৯ সালের চারাই চুতিসভাপারও অমান্য, বিশেষ করে অজ্ঞাতিক নায় এমান এক সমান্ত সংঘার্থনালে যে সকল নিয়য় মানতে প্রতিটি রাষ্ট্র বারা তাঁ অমান্য, নিরাগারাধ লোকের অধিকার হবল, সংঘর্থকালে আমান্যমর্থন প্রাপ্তিত আইনকানুন অমান্য এবং সংস্কৃতি সংবাজন সম্পানিত আইনত ভালা ভাল করেছে।
- হত্ত্যা ও সম্পত্তি বিনষ্ট : পাকিব্যানিরা জাতিগত, জাতীয়তাগত, ভাষাগত, ধর্মগত, সংস্থৃতিগত, শোহাগত, তেলদীতি এছল করে অসামরিক মন্ত্রনারিত হত্ত্যা, অসামরিক জনসাধারণের সম্পত্তি বিনষ্ট এবদ, একটি জাতির সকল আছিল ছালের হীন প্রচেষ্টা চালিয়েছে। আর ভালের এ প্রচেষ্টা সহায়তা করেছে এদেশীয় মৃষ্টা সোমনরর।

- কিদেশী পত্রিকার প্রতিবেদন ও প্রতিবেদকের মন্তব্যে ধ্বংসমক্ত : ১৯৭১ সালে সংঘটিত মুক্তিযুক্তর ভয়াবহ প্রকৃতি ভয়াত্র দেশীয় পত্রিকার মাথে সীমাকত্ত ছিল না বাবং দেশের সীমানা ছাড়িয়ের বিশ্বের নাম করা পত্রিকারণের সচিত্র প্রতিবেদন ও প্রতিবেদন করেব চিত্র মুক্তি উন্তর্গের নিয়ে করা পত্রকার প্রকৃতি প্রকৃতিক প্রত্যাক্তি প্রকৃতিক প্রকৃতিক প্রকৃতিক প্রকৃতিক প্রকৃতিক প্রকৃতিক প্রকৃতিক প্রকৃত্যাক্তি পরিকার প্রতিবেদন প্রতিবেদন প্রস্কৃতি করার করা করেব সিংলা
- ক. টাইমল অফ ইডিয়া: আমেরিকান এইড (AID) কার্যসূচির অধীনে ৩ বছর চাকায় হিলেদ জল রোচ নামক জলৈক আমেরিকান কর্মকর্তা। তিনি মৃত্যবাহির সিনেটে বৈদেশিক লগকে কমিটির সামনে যে জবানকন্দী লেন (টাইমল আফ ইডিয়), ২ মে ১৯৭১) তাতে তিনি বললে যে, পূর্ব বালোয় জবলের আইন চালু রয়েছে। সুপরিকাইজ উপায়ে নিয়য়্র কোমারিক জনসাধারণ, বুজিজীবী হিনুলের হত্যা করা হঙ্গে। তিনি ১৯ মার্চ ১৯৭১ রমনা কালীবাড়ি পরিদর্শন করে লেখেন যে, সেখানে ২০০ খেকে ৩০০ লোক হত্যা করা হয়েছে। মেনিনদানের তিনি খরে, আতাল পুড়ে নর-মারী ও শিতদের মৃতদেহ পড়ে আছে। সকল জায়ণা খুলিসাম করে দেয়ার আছে।
- থ নিউইয়র্ক টাইমস্ : নিউইয়র্ক টাইমস্ ৩০ মার্চ ১৯৭১ সালে প্রদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করে, সর্বত্র বেসামরিক ব্যক্তিদের সেনাবাহিনী হত্যা করেছে।
- গা. টাইম : ৩ মে ১৯৭১ নিউইয়র্কের সাঞ্চাহিক টাইম পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়, একজন যুবক সন্মানের কাছে আকুল প্রার্থনা জানায় তাকে যা কিছু করা হোক না কেন, তার ১৭ বছরের বোনটিকে হেন রেথাই দেয়া হয়। তার সামনেই বেয়নেট নিয়ে বোনটিকে হত্যা করে পকরা।
- । লা এরপ্রেস পত্রিকার প্রতিবেদকের মন্তব্য : ফ্রান্সের 'লা এরপ্রেস' পত্রিকার সাংবাদিক ভার অভিজ্ঞতা বর্ণনা দেশ এভাবে, 'প্রতি রাতেই আমি মেদিনাদা। ও মর্টারের ওলির শব্দ লনতাম। বাঙালিদের ভাঙ্কিয়ে ভাঙ্কিরে ধরতো দৈশ্যরা, তারপর যাদনাহানে। প্রদল্লভাবে বর্মে দিক ব্যাতে ভাগেন মাখা মাটিতে রারবার এসে আখাত হালে।
- জ. সানতে টাইনস : সানতে টাইনস পরিকার পাকিবানহ প্রতিনিধি (১৩ জুন ১৯৭১ সংখ্যা) জানিয়েছেন রে, 'পুরান চাকার করেকটি এলাকা নিশ্চিক করে সোরা কনর সারা আইনের করার বিধার পাক পত মুগলামানের পাকভাও করা হয়েছিল তানেরত হোলো হিছে পরবর্তীতে আর মেটোল ।' ১৫ এজিল ১৯৭১ তিনি চাকার ঘোরার সময় সোমেরের বে, 'ইকবাল হলের বর্তমান জহকল হক হল) দুটি সিন্তিতে প্রান্ত রক্ত ভবলও ছড়িয়ে আছে এবং হলের ছালে চারকান ছারের মাথা তলগও পচছে। দেয়ালে কনির মাপ এবং রীভিমত ভিত্তিতী পাউভার ছড়িয় বেলা সংবৃত্ত চারদিকে কুপির। মার মহকে কণ্টা আলে ২০ জন মহিলা ও পিরব পাভা লাশা সরিয়ে নিয়ে যাবারা হয়।'
- জনতে টেপিয়াফ: লভদের সানতে টেপিয়াফ পরিকা ৪ এপ্রিল ১৯৭১ পাকিবানি কৃতনিপের মানিবিকার ও বছারা সম্পর্কে বিকৃত আলোচনা ও মন্তব্যে লেখে, 'গত সর্বাহে পাঁচম পাকিবানি কেনাবাহিনী নৃশংসভাবে গণপ্রজাভারী বাংলাদেশে হিনেবে আধানিয়রকের প্রকিত্য আবোলকরের নিশ্বনিক বা ছাড়া আর স্বাইর করেছে। গাকিবানের ক্লোকের অনিকার আবোলনের ক্লীবনীপতি নিপ্রশেষ করা ছাড়া আর স্বাইর করেছে। গাকিবানের ক্লোকের ও কর্মেকার কুর বাহে বাহে বিশ্বনিক বাইর করেছে। গাকিবানের ক্লোকের তারে ক্লোকর বাইর করেছে। গাকিবানের ক্লোকের প্রতিশানের হাতে ট্রেনিফাঙ্কার, অনেকেই চারিরিকে নান্তবান বাইলেক বাহিকে বাবেকর বিশিপালর চাইতেও প্রিপিশ। বাইলেক বাহিকে বাবেকর বাহিকে বাবেকর বিশিপালর চাইতেও প্রিপিশ। বাইলেক বাহিকে বাবেকর ক্লোকর ক্লোকর নান্তবান বাইলেক বাহিকে বাবেকর ক্লোকর ক্লো

- ৪. শীর্ষ পাঁচ যুদ্ধাপরাধ: ১৯৭১ সালে পাক হানানার বাহিনী ও তাদের দোলবরা বাংলাদেশে ১৭ ধরতে, যুদ্ধাপরাধ, ১০ ধরতের মানবভাবিরোধী অপার্ব পাত ৪ ধরতের অপহালেনত অপরাধের হৈ ৪ ধরতের অপরাধের বিভাগের ৫০ এবলের অপরাধের বিভাগের ৫০ এবলের মানবভাবিরোধী তার্বাপার হলো—
 (1) ১৯৭১ সালের ২৫ ও ২৬ মার্চ চাকার অপারেশেন সার্চিগাইটা নামে সেনা অভিযানে নির্বিচারে ৫০.
 - ১৯৭১ সালের ২৫ ও ২৬ মার্চ ঢাকায় 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে দেনা অভিযানে নির্বিচারে ৫: হাজার বাঙালি নিধন। যুদ্ধকালীন সর্বমোট ৩০ লাখ বাঙালিকে নৃশংসভাবে হত্যা।
 - (ii) লুষ্ঠন, ধর্মণ, অগ্নিসংযোগ ও দেশজুড়ে হত্যাকাও।
 - (iii) মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পূর্বপরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবী এবং বিভিন্ন পেশাজীবী যেমন চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আমলা, ছাত্র ও সমাজকর্মীদের হত্যা এবং তাদের গণকবর দেয়া।
 - (iv) হাজার হাজার বাঙালি নারীকে ধর্ষণ ও নিগ্রহ।
 - (v) এদেশ থেকে হিন্দু জাতিসপ্তাকে নির্মূলের জন্য হত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতন।

সেপে সেপে সুদ্ধাপরাধ ও বিচার : সুদ্ধাপরাধ একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ। এটি এখন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের আন্তর্জার চলে এসেছে। বিভীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তি ও মানবাধার বিশ্বস্ক যে কোনো অপরাধকে সুদ্ধাপরাধ হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। বিশ্ববাদী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সেপে নতা আঙ্গিকে সুদ্ধাপরাধ সংঘটিত হয়েছে। আবার সুদ্ধাপরাধের বিচারে গঠিত হয়েছে বিভিন্ন ট্রাইব্রুনাল ও কোঁট। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

- ১. যুদ্ধাপরাধ ও আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাঙ্গের ধারণা : ১৮৯৯ সালে ফিলিপাইন-আমেরিকান যুদ্ধকালীন সময়ে শান্তিপূর্ণ সমাধানের উদ্দেশ্য হলাতে আয়োজিত Hague Peace Conference-1-এ প্রথমবারের মতো Laws of war এবং War crime-কলোকে তিহত করে তা আন্তর্জাতিক আইন হিসেবে এছন করার জন্ম প্রয়োজনীয় আনুষ্টানিকতা সম্পন্ন করা হয়। এবানে প্রথমবারের মতো যুদ্ধাপরাধ ও আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাঙ্গের কনসেন্টের সূচনা হয়েছিল।
- হু উল্লেখযোগ্য ট্রাইব্রানাল : ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধর পর মুদ্রাপরাধ নিয়ে বিশ্বের ছোট বড় দেশতল শোচার হওয়ায় বিভিন্ন ট্রাইব্রানাল গঠিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ন্যুরেমবর্গা ট্রাইব্রানাল, টোকিও ট্রাইব্রানাল, মুগোরাভিয়া ট্রাইব্রানাল ও কয়াভা ট্রাইব্রানাল। নিচে ছবের মাধ্যমে পেবালো হলো:

দেশে দেশে যুদ্ধাপরাধ ও বিচার

ট্রাইব্যুনাল	প্রতিষ্ঠা	কার্যক্রম শুরু-শেষ	রায় প্রকাশ	অভিযুক্ত	भाखि
बुद्धमवर्ग द्विरेतुनाम		०२ जातुर्ध १७६६- ११- ब्राह्मस्य १७६६-) ब्योला १४८७ —		मृज्ञमध्याष-३२ छन गरवजेर सरामक-७ छन अस गरामक-९ वर
ओक्व ब्रेडेबुनान	५० केबाडू ११९६	১৯৪৬ সলের মে/জুন মলে	नाटकर ७७६५	অণানের ২৮ জন সুদ্রাণরারী	मृज्यमध ६ विक्रिय प्रदास स्टब्स स्मा स्था।
	श्र ता ३३३०-थ प्रतित दल १९ नावस्थ ३३३० प्रतितित	৮ নালের ১৯৯৪-চনমান		বসনিয়ার সার্ব নেতা ও সামত্তিক কমাভারণণ	-
क्यास होरेकुनान	৮ নতের ১৯৯৪	2664	3556	ক্যাভা গণহত্যর মড়িত তুর্তনিরা	করাভার সাবেক প্রথমমন্ত্রীকে মারজ্জীবন কার্যদত প্রদান।

- আইসিসি গঠন : বিভিন্ন দেশের মুভাপরাধীদের বিচারের জন্য ২০০২ সালে দেনাবল্যান্ডের দি বেশ পাহরে গঠন করা হয় ইন্টারন্যাপনাল ত্রিকালা কোর্ট (আইসিসি)। কিছু যুক্তরাষ্ট্র, চীন, হুসরাইস্পান্ত বেশ কয়েকটি লেশ এ আন্তর্জাতিক আদালতের বিরোধিতা করে এবং এর সাথে যে আলো ধারনের সম্পৃত্যভা রাখতে অধীনগর করে।
- ৪. বিশেষ আদালত, ট্রাইব্রুনাল বা কোর্ট: ফুয়াপরাধের বিচারের জন্য বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আইনের সমান্ধরে বিশেষ আদালত, ট্রাইব্রুনাল বা কোর্ট জুলিত হয়। যেমন- সিয়োরা লিতারে বিশেষ আদালত, দেবানেরে বিশেষ ট্রাইব্রুনাল, পূর্ব ভিন্নরে নিলি ভিট্টেষ্ট কোর্ট, রুম্বাড়ান্তা ট্রিক্টরানাল ইত্যালি।

যুদ্ধাপানীদৈকে বিচার ও বাংলাদেশ : ১৯৭১ সালের ১৬ ভিসেবর পানিস্তান দশার বাহিনীর প্রায় ১০,০০০ দৈন্য ঢাকার রমনা নোলকার্দ (বর্তমান নোহরাওার্যার্ন উদ্যান) মানানে ভারত ও বাংলাদেশ বাহিনীর তাথ কমাতের নিকট আক্ষমার্পন করে। আক্ষমার্পন অন্তর্ভুক্ত ছিল পানিব্রারেন করক আমা-মার্মিক নাহিনী ও সোমার্মিক সশার বাহিনীসং হুল, বিমান ও নৌ বাহিনীর সকল সদস্য। আক্ষমর্পনের দার্মিক আহ্বাটানিক নিশ্চাতা প্রদান করা হয়ে যে, আক্ষমর্পনিকারী সকল ব্যক্তির সংগ্ল প্রদোক ক্ষান্ত্রশালের বিদান অনুদারী মর্যার্মাপুর্ণ ও সামানকানক আচাবল করা হেব বের তাকে নিবাপনা ও ক্ষায়াল শিক্তিক করা হবে। দিক্ত বাংলাদেশের মুন্ধাপারীটোকে বিচার প্রক্রিয়া আলোচনা করা হবে। :

- ১. বিচারের যোহণা ও আইন পাল: ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ বলবত্ব পেথ মুজিবুর বহমান পাকিবলে থেকে দেশে আসার পক রেসকোর্ল ময়দানে যুদ্ধাপরাধীনের বিচারের ঘোষণা দেশ। Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972 নামে বাংগানেশ মুছ্রপলাধীনের বিচারের জন্ম থক্ষর আইশ পাল হয়।
 - দালাল আইন প্রয়োগ: ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতির ঘোষণা ঘারা প্রবর্তিত দালাল
 আইনটির প্রয়োগ করু হয় হয়েবুয়ারি মাস থেকে তদন্ত প্রক্রিয়া করু করার মাধ্যমে।
- ত. সংশোধনী ও বিচার আরম্ব : ১৯৭২ সালে ফুডাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত আইনটির তিন দক্ষা সংশোধনী হয়। এ আইনের অধীনে ৩৩ হাজারেরও বেশি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিভিন্ন আদালতে ভাদের বিচার আরম্ব হয়।
- ৪. সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা: ১৯৭৩ সালের ৩০ নতেগর রাষ্ট্রপতি বদবাদ্ধ শেখ মুজিবুর রহমাল ১৮ গরনের অপরাধ্যে জড়িজনের বাইরের রেখে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। এই ১৮ গরনের অপরাধ হলো- ১. বাংলানেশের বিকল্পে ফুল চালানোর রেউ: ২. আলানাপের বিকল্পে ক্ষমালারে স্বছ্যান্ত, ও. আইলেইলিডা; ৪. হতার উল্লেখ্য জালারের ক্ষমালা, বা হছারা ক্রমালা, ৬. অপহরণ; ৭. হতার উদ্দেশ্য জালারের ৮, আটক স্লাবার উচ্চলো অপহরণ; ৯. অপহত বাজিকে ক্যম ও আটক রাখা; ১০. গর্মালা, ১১, দাসুর্বির, ১২. দাসুর্ব্ববিজ্ঞান আঘার: ১০, ভারলাল: ১৪, ছলালা ভারলি; ১. হতার উদ্দেশ্য মারাক্ত আঘাতসহ দাসুর্ব্ববিজ্ঞান আবার, ১৯, আচল অথবা বিজ্ঞারক প্রথম বা বাহারের সাহারের ক্ষমান্ত্রন, ১৭, বাজিকর প্রথমের উল্লেখ্য আক্রম অথবার বিজ্ঞারক প্রথম বা বাহারের ক্ষমান্ত্রন, ১৮. ক্ষমান্ত্রনার ক্রমান্ত্রনার ক্রমান্তর্বার ক্রমান্তর্বার ক্রমান্তর্বার ক্রমান্তর্বার ক্রমান্তর্বার ক্রমান্তর্বার ক্রমান্তর্বার জলাবানের ক্ষমান্তর্বার স্বার্থনার ক্রমান্তর্বার জলাবানের ক্ষমান্তর্বার ক্রমান্তর্বার ক্রমা

- ৫. সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রভাব : বঙ্গবন্ধু কর্তৃক সাধারণ ক্ষমা ঘোষণাকালীন কারাগারে ৩৭ হাজার ৪১ জন বন্দি ছিল। ৭৩টি দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল করে তাদের বিচার কাজ চালানো হচ্ছিল। এ সাধারণ ক্ষমার আওতায় ২৫ হাজার ৭১৯ জন অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া পেয়ে যায়। সুনির্দিষ্ট অভিযোগে আটক বাকি প্রায় ১১ হাজারের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার চলছিল। ১৯৭৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ২ হাজার ৮৮৪টি মামলার নিষ্পত্তি হয়। এতে মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল ১৯ জনের বাকিদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। মূলত দালাল আইনেই এ বিচারকার্য श्रतिहालमा करा হয়।
- ৬. যুদ্ধবন্দিদের বিচারের দাবি : ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ৯৩,০০০ আত্মসমর্পণকারী যুদ্ধবন্দিকে আরতীয় হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়। আত্মসমর্পণের পরপরই বাংলাদেশ এ পর্যায়ে ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিকে যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যার অভিযোগে বিচারের জন্য শনাক্ত করে। তবে ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত সিমলা চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধবন্দিদের নিরাপদে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর সম্ভাবনা দেখা দেয়, এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ১৯৫ জন যদ্ধবন্দির বিচারের জোর দাবি জানাতে থাকে। প্রস্তাবিত বিচারের বিরুদ্ধে পাকিতান আন্তর্জাতিক আদালতে একটি আনুষ্ঠানিক আবেদনও পেশ করে।
- ৭, চুক্তি স্বাক্ষর : যুদ্ধবন্দিদের বিচারের দাবির প্রেক্ষিতে ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা ১৯৭৩ সালের জুলাই-আগন্ট মাসে ইসলামাবাদ ও দিল্লিতে আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য পুনরায় বৈঠকে মিলিত হয়। দুই দেশের মধ্যে সম্পাদিত শেষ চুক্তি অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট গুরুতর যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযক্ত ১৯৫ জন ব্যতীত বাকি সকল যদ্ধবন্দিকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা চডান্ত হয়।
- ৮. যুদ্ধবন্দিদের বিচারের দাবি প্রত্যাহার : ১৯৭৪ সালে লাহোরে ইসলামী ঐক্য সংস্থার শীর্ষ সম্মেলন এবং পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের পর তিনটি দেশ অর্থাৎ পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা নয়াদিল্লিতে পুনরায় বৈঠকে মিলিত হয় এবং দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে বাংলাদেশকে ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দির বিচারের দাবি প্রত্যাহারে রাজি করানো হয়।
- ৯. নির্বাচনী ইশতেহারে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার : ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সংক্রান্ত বিষয়টি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করে এবং জনগণকে এ মর্মে নির্বাচনে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তারা সরকার গঠন করতে পারলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাংলার এ মাটিতে নিশ্চিত করবে। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়ী হয়। এরপর সরকার গঠন করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করে, যা শেষ করার অভিপ্রায়ে এখনো কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।
- ১০. প্রজ্ঞাপন জারি ও সংশোধনী পাস : মার্চ ২০১০ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল, তদও সংস্থা ও আইনজীবী প্যানেল গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। ২০০৯ সালের ৯ জুলাই জা^{তীর} সংসদে ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আক্টের সংশোধনী পাস করা হয়।

- ১১, ট্রাইব্যুনাল গঠন : যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার দুটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো -
 - ট্রাইব্যনাল-১ : আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যনাল) আই ১৯৭৩-এর ১৯-এর ৬ নং সেকশনের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ২০১০ সালের ২৫ মার্চ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্রানাল-১ গঠন করা হয়। তখন এর চেয়ারম্যান হিসেবে ছিলেন বিচারপতি নিজামূল হক। কিন্তু স্কাইপ সংলাপের জের ধরে বিচারপতি নিজামূল হক ১১ ডিসেম্বর ২০১২ পদত্যাগ করলে ১৩ ডিসেম্বর ২০১২ ট্রাইব্যনালের পুনর্গঠন করা হয়। পুনর্গঠিত ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান হন- বিচারপতি এটিএম ফজলে কবির এবং সদস্য হন-বিচারপতি আনোয়ারুল হক ও বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেন।
 - (ii) ট্রাইব্যুনাল-২ : বিচারপ্রক্রিয়া তুরান্বিত করতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ গঠন করা হয় ২২ মার্চ ২০১২। পূর্নগঠিত ট্রাইব্যুনাল অনুযায়ী ট্রাইব্যুনাল-২ এর বর্তমান চেয়ারম্যান হলেন- বিচারপতি ওবায়দূল হাসান এবং সদস্য বিচারপতি মোঃ শাহিনুর ইসলাম ও বিচারপতি মজিবুর রহমান মিয়া।
- ১২. ট্রাইব্যুনালের রায় : এ পর্যন্ত (২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫) ট্রাইব্যুনাল ১৭টি রায় প্রদান করেন। যদ্ধাপরাধী ট্রাইব্যুনাল প্রথম রায় প্রকাশ করেন ২১ জানুয়ারি ২০১৩। এ ১৭টি রায়ের মাধ্যমে মোট ১৮ জনের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করে ট্রাইব্যুনাল, যাদের মধ্যে ১৪ জনকে মৃত্যুদণ্ড, একজনকে যাবজ্জীবন, একজনকে ৯০ বছর এবং দুইজনকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেয় ট্রাইব্যুনাল। এর মধ্যে ৯ মামলার রায়ে ১০ জনের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনাল-২ এবং ৮ মামলায় আট অভিযুক্তের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করে টাইবানাল-১।

উপসংহার : ইতিহাসের শিক্ষা হড়েছ– ক্ষমতাগর্বী, অন্যায়কারী সব সময়ই আত্মধ্বংসী নীতি গ্রহণ করে পুথিবীর নিরপরাধ মানুষের দুর্দশার কারণ হয়, পরিণামে সে নিজেও ধ্বংস হয়ে যায়। হিটলারের মতে বহু অমানুষেরই শেষ পরিণতি একই। ইয়াহিয়া খানরাও ইতিহাসের হাত থেকে রক্ষা পাবে না। যেমন পায়নি তাদের এ দেশীয় দোসররা। যাদেরকে আজ স্বাধীনতার প্রায় ৪৩ বছর পর যুদ্ধাপরাধের দারে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। কেবল বাংলাদেশীই নয়, পাকিস্তানিসহ সকল মানবতাবিরোধী ক্রমাপরাধীদের যথার্থ বিচার বাংলাদেশের মানুষ প্রত্যাশা করে।

আলা **তে** রাজনৈতিক সংস্কৃতি : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ষ্টমিকা : রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণাটি খুব বেশি প্রাচীন নয়। 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি' (Politica culture) প্রত্যয়টি প্রথম ব্যবহার করেন সিডনি ভারবা। তারপর থেকে রাজনীতি বিশ্লেষ ^{মাজনৈতিক} সংস্কৃতির সম্পৃক্ততা ও প্রভাবের বিষয়টি আলোচনায় আসে। আধুনিক কালে প্রতি ^{রাজনৈতিক} ব্যবস্থাই তার নিজস্ব রাজনৈতিক সংস্কৃতির আবহে গড়ে উঠতে দেখা যায়। কোনে ^{শু}মাজের বিদ্যুমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপাদানগুলো যদি সেখানকার রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাং ^{বিষয়}শাপূর্ণ না হয় তাহলে সে ব্যবস্থা স্বতঃস্কুর্তভাবে বিকশিত হতে পারে না। আরোপিত বিধি বিধান, নীতিপদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানগুলো তথন বিদামান বিশ্বাস ও রোধের সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে রাজনীতিতে হয়বরল অবস্থার সৃষ্টি করে। মোটকথা, উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতির বদৌলতে দেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন হয় ও রাজনৈতিক মিতিশীলতা রজায় থাকে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি : রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলে সাধারণ সংস্কৃতির সেই অবিজেন্য অংশ যা একজন নাগরিকের মূলাবোধ, বিধান, ধারণা, অনুসূতি ও প্রতিহেরের সমষ্টি; কোনো রাজনৈতিক বাবহুত্ব রাজনীতির প্রতি রাতি ও তাদস্যাপণের মনোবৃত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গির নমুনা। রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো কতকলালা অন্তর্গত প্রথমতা ও মারোধা।

সিডনি ভারবা বলেন, 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে বাস্তবভিত্তিক বিশ্বাস, প্রকাশযোগ্য প্রতীক ও মূল্যবোধের সমষ্টি: এগুলো সেই পরিস্কিতি বা পরিবেশকে নির্দেশ করে যেখানে রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম অনষ্টিত হয়।'

লুসিয়ান পাই বলেন, 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে কতকগুলো মনোবৃত্তি, বিশ্বাস ও অনুভূতির সমষ্টি। এগুলো কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী ধারণা ও বিধি বিধানকে নির্দেশ করে।'

উপরিউজ সংজ্ঞার আলোকে বলা যায়, যে প্রক্রিয়ায় একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হয়, সে সম্পর্কে একটি জাতির রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির সমষ্টিকে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলা হয়।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও বাংলাদেশ : বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করলে এর দূটি দিক পরিলক্ষিত হয়। এগুলো হলো : ক. ইতিবাচক দিক, খ. নেতিবাচক দিক।

ইতিবাচক দিক: ইতিবাচক দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে-

- পণতম্বকামী মানুষ: এদেশের মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এরা গণতব্রের জন্য অভ্য লড়াই করেছে। ফোন

 ১৯৫২, '৬২, '৬৬, '৬৯, '৭০, '৭১, '৯০ সালে এরা গণতন্ত্র উদ্ধার আত্মন্তিতি নিয়ছে। ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নিয়েছে সালাম, বরকত, আসাদ, মতিউর, নুর হোসের।
- নিয়মিত নির্বাচন : ১৯৯১ থেকে একটি ধারাবাহিক ও নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে, যা রাজনীতির একটি শুভ দিক। রাজনীতিতে নির্বাচন হচ্ছে প্রাণ।
- জবাবদিহিতা বৃদ্ধি: ১৯৯১-পরবর্তী সময়ে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলাকে
 তাদের অন্যায় আচরণের জন্য ক্ষমা চাইতে হক্ষে অথবা ভল স্বীকার করতে হক্ষে।
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ; বহু প্রতীক্ষিত বিচার বিভাগ এখন স্বাধীন। কাজেই কেউ অন্যায় করলে এখন পার পাওয়া সহজ নয়। উজিয়-নাজিয় সবাইকে কাঠপড়ায় দাঁড়াতে হবে অন্যায়কর্মী হলে। আইনের চোখে সকলেই সমান বলে বিবেচিত হবে।
- ৫. স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন : বাংগাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি উল্লেখবোগা নির্দ স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন। দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শান্তি পেতে হক্ষে। রাজনীতি থেকে দুর্নীতি এভাবে ধায়ে বায়ে বুক্ত হবে আশা করা যায়।
- জনসতেভনতা বৃদ্ধি : বাংলাদেশের মানুষ এখন অত্যন্ত রাজনীতিসচেতন। যোগাযোগ ব্যবহ^ত উন্নয়নের ফলে তারা দৈনদিন রাজনৈতিক ক্রিয়া-কর্ম সম্পর্কে অবগত হচ্ছে। নিজেনের ভালনে বৃধতে শিখেছে।

- বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি : একটি দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতি পরশার সম্পর্কন্ত । অর্থনীতি সফল হলে রাজনীতিও ক্ষন্থ হয়। আর রাজনীতি ক্ষন্থ হতে অর্থনীতি চাঙ্গা হয়। সাম্প্রতিককালে পৃথিবীর বহু লেশ ও বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান বালগাদেশে বিনিয়োগের জন্ম এগিয়ে অসেহে, যা বালগাদেশের অর্থনৈতিক উল্লয়দেশা গতিকে বেগধান করবে এবং রাজনীতি আরো ক্ষন্থ, জনাবদিহিপূর্ব হবে।
- প্রধানাগ্রামের স্বাধীনতা : পূর্বের তুলনায় বাংলাদেশের গণমাধ্যমণ্ডলো এখন অনেক বেশি স্বাধীনতা
 ভোগ করছে। সরাসরি সরকারের ভালো কাজের প্রশংসা করছে। মন্দ কাজের নিন্দা করছে। এরপ
 গ্রধান্ধ্যমের স্বাধীনতা রাজনৈতিক দলগুলোকে আরো বেশি স্কন্ধ ও স্পষ্ট হতে বাধ্য করছে।
- ৯. শিক্ষার হার বৃদ্ধি: শিক্ষাই জাতির মেরন্দও। স্বাধীনতা-পরবর্তী উপ্রবোক্তর বাংলাদেশে শিক্ষার স্বার কৃত্তি পেয়ে চলাছে। শিক্ষিত মানুষ বৃষ্ণতে বা উপালান্ত্রি করতে সক্ষম হক্তে রাজনৈতিক দল ও লেতাদের চরিত্র। ভালোমিন্দ বিচার করতে সক্ষম হক্তে। যা বাংলাদেশের ভবিষাৎ রাজনীতিকে আলোর সভান দেবে।
- ১০. অর্থনৈতিক উন্নয়ন : বাংলাদেশের মানুদের মাধাপিছু আয় বেডেই চলেছে। মাতৃথাস্ক্রের উন্নয়ন ছাছে। পিত সুত্রায়ের ক্রান পাছে, গার্তকালীন মুক্তার্যর ক্রান পাছে, নারী স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাছে অনুভূতি অর্থনৈতিক উন্নয়ন কেনে ইঞ্চিত করছে। এরপ ধারাবাহিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন দেশের প্রাপ্তনিতিক সম্পূর্তিক ইতিবাচক বাছক ববন করে।
- ১১. তুণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক সংগঠন : বাংলাদেশের বড় বড় রাজনৈতিক দলওলোর তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক দল রয়েছে। যায়া নিত্য জনগণকে সচেতন করে চলেছে।
- ৯২. অন্যান্য: এছাড়াও স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন, ভু-রাজনৈতিক গুরুত্ব, মানব সম্পদ বৃদ্ধি প্রভৃতি বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ইতিবাচক দিক হিসেবে বিবেচিত।

নেডিবাচক দিক: প্রফেসর রেহমান সোবহান স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির যে সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করেছেন সেগুলো নিমন্ত্রণ: ১. মতখৈতিক চিরাচরিত শাসন, ২. প্রাতিষ্ঠানিক ক্রটি, ৩. নিম্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ৪. অসম্ভ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ৫, অগণতান্ত্রিক নীতি।

- নিচে ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির নেতিবাচক দিকগুলো উপস্থাপন করা হলো :
 - নির্বাচন সমস্যা : নির্বাচন গণতন্ত্রের প্রাণ। আমানের দেশে নির্বাচন ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বস্তাতা নিয়ে মততেদ বাহেছে। নির্বাচনে কাবছণি, জাল ভোট, অর্থ ব্যবহার, অইন ও পেশীশক্তির ব্যবহার। ।

 নিষ্কাতন বাহেছার রামেছে। শিকিত-বিশ্বস্ত জনপ্রিয়রা দল থেকে মনোন্যয়ন পাক্ষেন না।

 "মৌনামানে ভক্তব্ব সেয়া হয় পূঁজিপতি ও পেশীশক্তির অধিকারীদের। নির্বাচন কমিশন গঠন করা

 ইমা রাজনৈতিক স্বার্থে।
 - আইনভিক দশের ব্যর্থকা : রাজনৈতিক দশেসমূহ নির্বাচনের পূর্বে বড় বড় প্রতিশ্রুতি নিয়ে নির্বাচনী বৈজ্ঞানী পার হলে তা তুলে যায়। যারা নেতৃত্বে আহেক তারা সর্বাচন নিতৃত্বে থাককে তান । নিজ্ঞান্তবাদ কলের কারানের বাধানা, কোবা যা। বাদানালে গুরুণোক্ষক ও ভাগ্য নিয়াক্ষ লা। নিজ্ঞান্তবাদ কলালের প্রতিবাদিক কলালের বাজনৈতিক কলালেনিক কলালেনি

- ৩. অস্তিরতা ও অসহিষ্ণতা : জনচরিত্রের দিক দিয়ে আমরা একটা অস্থির জাতি। তার প্রমাণ রাজনৈতিক দলগুলোর স্লোগানে— 'অ্যাকশন, অ্যাকশন, ডাইরেক্ট অ্যাকশন' অথবা 'জ্বালো জালে আগুন জ্বালো...', '... গদিতে আগুন জ্বালো একসাথে'। এরূপ শ্লোগান রাজনৈতিক অপসংস্কৃতিরই নামান্তর।
- অরাজকতা ও অনৈতিকতা : বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মারামারি, লাঠালাঠি ভাংচুর, জ্বালাও পোড়াও, বোমাবাজি, গুলি, হত্যা, লুটতরাজ, চাঁদাবাজ, টেভারবাজি নিতানৈমন্ত্রিক এবং স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। স্লোগান ওঠে— 'বুবুজান অথবা ভাবীজান... বাংলা ছেডে চলে যান ৷' কিংবা '... ধইবা ধইবা জবাই কব ৷'
- ৫. সমঝোতার অভাব : বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ঐকমত্যের প্রশ্নে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। যার ফলে আজও সমাধান হয়নি বাঙালি-বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ দ্বন্দু, স্থানীয় সরকার কাঠামো, পররাষ্ট্র নীতি। জাতীয় ঐকমত্যের অভাবেই সৃষ্টি হয়েছে গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রের ভাঙন। পারেনি স্বাধীনতার শক্তি ও স্বাধীনতার বিরোধী শক্তিকে চিহ্নিত করতে। ব্যর্থ হয়েছে রাজাকার, আল বদর, আল শামসদের শান্তি দিতে।
- ক্ষমতার অপব্যবহার : বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা ক্ষমতার মোহে মত্ত হয়ে ধরাকে সরা জ্য়ন করে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে দিন দিন আয়ত্তের বাইরে চলে যাঙ্গে। পুলিশকে সরকারি দলের সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করছে। ক্ষমতাবানরা ভলেই যান ভবিষ্যতে তাদের ক্ষমতার বাইরে যেতে হবে বা হতে পারে।
- ৭. রাবার স্ট্যাম্প পার্লামেন্ট : বাংলাদেশের পার্লামেন্ট কমবেশি রাবার স্ট্যাম্পে পরিণত হয়েছে কারণ পার্লামেন্টের কাজ আইন প্রণয়ন, ব্যাখ্যা ও বিশ্রেষণ করা হলেও প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো আইন সংসদে গৃহীত হয় না। পার্পামেন্টকে পাশ কাটিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও নীতি প্রণীত হয়। তাছাড়া পার্লামেন্ট কমিটিগুলোতে রয়েছে সরকারি দলের প্রাধান্য, বিরোধী দলের বয়কট সংস্কৃতি, নিয়মিত মিটিংয়ের অভাব।
- ৮. বন্দু-বিদ্বেষ ও ভাবাদর্শের সংঘাত : বাংলাদেশের রাজনীতিতে রয়েছে বন্দু-বিদ্বেষ ও ভাবাদর্শাত সংঘাত। ভাবাদর্শগত সংঘাত হিসেবে দেখা যায় ১৯৭২ সালের সংবিধানের মূলনীতি পরিবর্তন, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত করা, সমাজতন্ত্র-পুঁজিবাদ দ্বন্দু। একে অপরকে গানি দিচ্ছে ভারতের-চীনের দালাল বলে, যা কখনো সৃস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতি হতে পারে না।
- ধর্মীয় ও উত্তরাধিকার রাজনীতি : বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার ব্যাপক। এ দেশের মানুষ ধার্মিক, কিন্তু ধর্মান্ধ নয়। ধর্মকে ব্যবহার করছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্নভাবে যেমন– ডানপস্থিরা স্লোগান দিচ্ছে– 'নারায়ে তাকবীর আল্লাহ্ আকবার', বামপস্থিরা 'আর্লাই আকবার' বলে। নির্বাচনকালীন রাজনৈতিক নেতারা হজে যান। মাথায় কাপড় দেন, সমারের আসসালামু আলাইকুম, খোদা হাফেজ, ইনশাল্লাহ, মাশাল্লাহ শব্দ ব্যবহার করে জনগণকে গে^{জা} দেয়ার চেষ্টা করেন। উত্তরাধিকারসূত্রে রাজনৈতিক গুরুত্পূর্ণ পদগুলো বিভিন্ন রাজনৈতিক ^{দণ্ডের} নেতারা গ্রহণ করে চলেছে। নেতৃতে দেখা দিয়েছে শূন্যতা।

- 🕠 যুদ্ধদেহী দৃষ্টিভঙ্গী : এ দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মনোভাব যুদ্ধংদেহী। এখানে সবাই বাজা। কেউ প্রজা হতে চায় না। কেউ কাউকে মানতে চায় না। সবাই যেন সর্বদা এক অসন্ত পজিযোগিতায় লিপ্ত।
- ্ববিরোধিতা ও বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করা : বাংলাদেশ হচ্ছে স্ববিরোধিতার চ্যালেঞ্জে ভবা একটি দেশ। রাজনৈতিক দলের সন্ত্রাসীরা শ্রোগান দেয় হাতে অস্ত্র নিয়ে— 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লডতে হবে একসাথে' অথবা 'অস্ত্র ছাড় কলম ধর, শিক্ষাজীবন রক্ষা কর' প্রভৃতি। অথচ ্রোখের সামনেই কোমরে গোঁজা পিন্তল বা চাদরের আডালে বেরিয়ে পড়া রাইফেলের বাট দেখা সাক্ষে। অন্যদিকে, রাজনৈতিক দলগুলো বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করে চলেছে। তারা বিবোধীদেব ভালোকে ভালো বলতে ভলে গেছে।
- ১৯ শাসকগোষ্ঠীর দুর্বলতা : বাংলাদেশের নির্ভরশীল শাসকশ্রেণী অথর্ব ও মেরুদণ্ডহীন। জনগণের স্বার্থে তাদের কোনোকিছুই করার ক্ষমতা নেই। কারণ তাদের রয়েছে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশক্তির চাপ। কোনো নীতি নির্ধারণে দাতাগোষ্ঠীর মতামতকে প্রাধান্য দিতে হয়। এজন্য ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাহীনরা একের পর এক ভুয়া বা ফাঁকা ইস্যু নিয়ে পরম্পরের প্রতি কাদা ছোঁড়াছাঁড় করে। তাদের প্রচারমাধ্যমগুলো এ নিয়েই ব্যাপকভাবে ঢেঁড়ি পেটায়। এ দিয়ে কেবল রাজনৈতিক আবহাওয়াই উত্তপ্ত হয়, জনগণের উপকারে কিছই আসে না।

ত্তপসংহার : বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে অভিজ্ঞমহল অভিহিত করেছেন খণ্ডিতরূপে। সুস্ত রজনীতি চর্চার মাধ্যমে গড়ে উঠবে সুস্ত রাজনৈতিক সংস্কৃতি। দেশ ও জনতা আশাবাদী— গণতন্ত্রের বন্ধুর পথ যাত্রার মধ্য দিয়ে আমাদের সম্মিলিত লক্ষ্য নির্ধারিত হবে। কোটি কোটি মুক্তি উদ্বেল মানুষ 'যত মত তত পথের' মাঝেও খ্রুঁজে পাবে অভীষ্ট গন্তব্য।

ব্যুলা 🚳 বাংলাদেশে গণতন্ত্র চর্চা : সমস্যা ও সম্ভাবনা

ভূমিকা : গণতন্ত্র তথা সংসদীয় রীতি-পদ্ধতির জন্য বাংলাদেশের মানুষের আশা-আকাঞ্চ্ফা ও আন্দোলন দীর্ঘদিনের। ১৯৭১ সালে স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের পর বাংলাদেশের জনগণ প্রতাশিত সংসদীয় গণতন্ত্রের পথেই প্রথম যাত্রা শুরু করে। কিন্ত ১৯৭৫ সালের ১০ জানুয়ারি চতুর্থ निर्देशीयनीत गांधारम সংসদীয় গণতন্ত্রের সমাপ্তি ঘটে। পরবর্তীকালে ১৯৭৭ সালে পঞ্চম সংশোধনীর যাধ্যমে পুনরায় বহুদলীয় গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু হলেও ১৯৮২ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে দেশে আবার গণতন্তের যাত্রা রুদ্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ আন্দোলনের পর ১৯৯১ সালে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে পঞ্চম জাতীয় সংসদে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

^{নামেদীয়} সরকারবাবস্থা : সংসদীয় সরকার পদ্ধতি মূলত একটি সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফসল। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সংসদীয় গণতন্ত্রের রয়েছে বিভিন্ন মাত্রা। রষ্ট্রেবিজ্ঞানীগণ মনে ম্বেন ১. আইনসভার কাছে নির্বাহী কর্তৃত্বের জবাবদিহিতা, ২. স্বাধীন বিচার বিভাগ, ৩. নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠান, ৪. মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, ৫. জনস্বার্থে পরিচালিত প্রশাসন, ৬. ^{আইনের} শাসন প্রভৃতি সংসদীয় পদ্ধতির অনিবার্য শর্তাবলী।

Encyclopedia Britanica সংশদীয় সরকারের সার্থকতার জন্য ব্যক্তি স্বাধীনতা, সংবাদপতের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক লগতলোর সুস্থ তত্ত্বন্তি, সর্বাদাবদের রাজনৈতিক প্রক্রিনায় অংশগ্রহদের সুনিত্ব, সংবাদাবদুদের অধিকার সংবাদন বাংক সংক্রমণ এবং সমস্ত পান্ধতিতে রাজনৈতিক বাংক পরিকর্তন সংবাদ করেনতের প্রক্রমণ করেনতার সংবাদন করিব সংবাদন করেনতার প্রক্রমণ করিব সংবাদন করেনতার প্রক্রমণ করিব সার্বাদন করেনতার স্বাধীন স্বাধী

১, সংবিধানের সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সার্বিধানিকতা এবং ২, প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা। তবে বাংলাদেশের সংদদীয় সরকার ব্যবস্থায় গণতঞ্জের প্রতিষ্ঠানিকীকরণের ক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যা রয়েছে, বাংলাদেশে গণতজ্ঞ চর্টার সমস্যা: গণতজ্ঞ বলতে যদি আইনের শাসন, প্রতিনিধিত্বশীল সরকার, নিয়মিত নির্বাচন, মতামত কার্যশের সাধীনতা, শতিশালী দল ব্যবস্থা, সহিষ্ণু মাননিকতা, গণমাধানের সাধীনতা ইত্যাদি বোঝায় তাহলে বাংলাদেশে গণতজ্ঞ চর্টার সমস্যাগুলোকে প্রধানত দু ভাবে ভাগ করে প্রাথানতা বর্তাদের বার্মান প্রথান। হত্যাদি বাংলাম্বাচন প্রথানতা বর্তাদের করা রোজে পাবে। হত্যা

প্রথমত, আচরণগত বা সাংস্কৃতিক সমস্যা এবং দিতীয়ত, আদর্শিক বা সাংবিধানিক সমস্যা।

আচরণগত বা সাংস্কৃতিক সমস্যা : বাংলাদেশের গণতন্ত্র চর্চার আচরণগত বা সাংস্কৃতিক দিক বিশ্রেন করলে তিনটি গুরুতপর্ণ বিষয় পাওয়া যায় : ১. রাজনৈতিক আচরণ, ২. রাজনৈতিক অনুশীলন ও ৩ রাজনৈতিক প্রথা বা পদ্ধতি, যা যে কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য একান্ত অপরিহার্য। আর ততীয় বিশ্বের একটি উনুয়নশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের জন্য বিষয়গুলো খুবই গুরুত্পূর্ণ। কারণ গণতন্ত্র মানে শুধ রাজনৈতিক নেতার জোরালো ভাষণ নয়। সত্যিকার গণতন্ত্র হচ্ছে অর্জন ও অনুশীলনের বিষয়। অথচ বাংলাদেশের কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর বক্ততা-বিবৃতি তন মনে হয়ে গণতন্ত্র ইতোমধ্যে যোল আনাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিংবা গণতন্ত্র আতর ঘরে মতাবরণ করেছে, অর্থাৎ গণতন্ত্র সম্পর্কে তাদের উভয়ের ধারণা পরম্পরবিরোধী এবং রাজনৈতিকভাবে তার সম্মুখীন হচ্ছেন পরস্পরবিরোধিতায়। কারণ আমাদের নেতা-নেত্রীরা যখন কথা বলেন তখন চরমের প্রান্তসীমায় অবস্থান করেন। অবশ্য তাদের ধারণা অন্যায়ী এটাও এক ধরনের 'Political Policy' কিন্ত এ ধরনের রাজনৈতিক কলাকৌশলের মারপ্যাচে আমাদের কাঞ্চিত গণতন্ত্র সত্যিই বিপদাণ্ড যার ফলে রাজনীতির মান নেমে গিয়ে পৌছেছে নিম্ন রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে। যে সংসদীয় গণত জন্য সদীর্ঘকালের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন, সেই গণতন্ত্রের স্থাদ পাওয়ার আগেই পঞ্চম সংশ্রে দীর্ঘকালীন অচলাবস্থা, ভোটারবিহীন ১৫ ফেব্রুয়ারির ('৯৬) প্রহসনমূলক নির্বাচন, সপ্তম সংসদ বিরোধী দলের জাতীয় স্বার্থসংখ্রিষ্টহীন ইস্যুতে একটানা সংসদ বর্জন, অষ্টম সংসদে জাতীয় ওরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রশ্নে অনৈক্য, নবম সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের টালবাহানা গণতন্ত্র চর্চার ক্রেটা আচরণগত সমস্যার সষ্টি করছে। এক্ষেত্রে অন্যান্য সমস্যাগুলো হলো:

 অসহিষ্ণুতা : গণতমের অন্যতম শর্ত হঙ্গে সহিষ্ণুতা, আপোশ এবং সমঝোতা। গণতারিব প্রতিষ্ঠান কেবল তথাবাই কাজ করতে পারে, যখন রাজনৈতিক নেতারা আলাশ-আলোলা বন্দ সমবোতার রাজি থাকেন। কিন্তু বাংগাদেশের রাজনৈতিক বাবহার রাজনৈতিক দশতলোর মার্ব স্থতিসক্ষত সমবোতার যথেষ্ট অভার রয়েছে, যা গণতমন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান সমগা।

- ক্রেডু নির্বাচন : বাংলাদেশের রাজনৈতিক দশতলোর নেতা ও নেতৃত্ব নির্বাচিত হয় কে কতটা মারমুখী তা দিয়ে । বাংলাদেশের এখান রাজনৈতিক দশতলো নিশেষ করে বারা ক্ষমতার আছে এবং ক্ষমতার ছিল কোনো দলেই বন্ধ ও জাবনিবিমুলক নেতৃত্ব নির্বাচন পার্কিত নেই। এই দশতলোর কোন-নেরী এমনকি করিটি নির্বাচনক দারিত্ব পর্যন্ত সক্র প্রধান ব্যক্তিব প্রতে এবং সর্বাকিছু তার ইম্মার ওপর নির্ভর করে। যগেল গণতন্ত্র চর্চা সম্বব হয় না।
- ত্ত ভগদলীয় কোনল : বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর তেতরে গণতন্ত্র চর্চার অনুপস্থিতির স্কায়নে গোষ্টা ও উপদলীয় কোনল সৃষ্টি হয়, যে কারনে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অনুধা ভগদলের সমাহার লক্ষ্যণীয়। এই উপদলগুলো সময় ও অবস্থা রুম্মে তাদের আনুপাত্যর পরিবর্তন ঘটায়, যা গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে বিরাট অবরায়।
- ৫. বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা : সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধী দল একটি অবিক্রেমা জন্ম । কিন্তু বাংলাদেশে রাজনৈতিক নেতৃত্বল এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক বিরোধিতা সহ্য করার মতো ইর্ম্বর্ড ও পালিপকুতা অর্জন করতে পারেনি। জাতীয় রাখিলান্ত্রিক ইন্যাতে বিরোধী দলসমূহের বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা গণতান্ত্র চর্চার অলাতম অন্তরায়।

আদর্শিক বা সার্বেধানিক সমস্যা : একৃত অর্থে বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক দলই এখন পর্যন্ত অন্তর্জন হিসেবে গড়ে উঠেনি। কারণ বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সূর্বনিষ্ট কোনো আর্থ-শামজিক কর্মসূচি নেই, লিখিত কর্মসূচি যতটুকু আছে তারও প্রয়োগ সেই। রাজনৈতিক দলের কাছে কোনো তথা-ভাটা নেই, বাংলাম্পূর্ণ বিভাগীয় কর্মকাও নেই, ফাইলগর বা গবেষণা নেই। এক্তেন্তে শামাল সমস্যাভলো হলো :

- শার্বিধানিক বাধা : বাংলাদেশ সর্বেধানের ১১ নং অনুজ্ঞেদ বলা হয়েছে 'প্রজাতন্ত হবে একটি 'শিক্তর'। এ সত্ত্বে সর্বিধানের মধ্যেই রয়েছে গশতন্ত বিকাশের পথে বিরটি বাধা। রাষ্ট্রের জিলাটি বিভাগ তথা নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং আইন বিভাগ, যাদের মধ্যে ক্ষমতার ক্ষমায় থাকতে হয়।
- ী শার্থবিধানিক অসামঞ্জন্য : বাংলাদেশের সকল ক্ষমতা প্রকৃত অর্থে এক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীকৃত।

 ১৯ ৭৫-৯০ পর্যন্ত এই অপানস্থাীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন রাষ্ট্রপতি এবং ১৯৯০ সালের পর তা

 অসে ক্ষমা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ওপর। সংবিধান মোভাবেক রাষ্ট্রপতি কাক করবেন প্রধানমন্ত্রীর

 "বামর্থে এবং এ নিয়ে আলাগতে প্রস্তু হোলা যাবে না। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী একাধারে সংকল লক্ষা এবং এলিয়ে আলাগতে প্রস্তু হোলা যাবে না। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী একাধারে সংকল ক্ষমত এবং দলের প্রধান। সংবিধান মোভাবেক কোনো সংকল সদস্য তার ইক্ষা অনুমারী দলের ক্ষমত্ত্র ভোট নিতে পারবে না, দিলে তার সদস্যপদ পারিক্ত হয়ে যাবে। এ সর্বই প্রমাণ করে যে,

 "আদালাক সংবিধানের মর্কিস্কৃত্ত ক্ষেত্রবিশাবে গণতারের সাথে সামঞ্চান্তীন।

বিসিঞ্জ বাংলা-৪০

গণতন্ত্ৰে বিকাশে করণীয় : এ অবস্থায় বাংলাদেশে গণতন্ত্ৰের বিকাশের ক্ষেত্রে নিমোক্ত বিষয়সমূহকে গুরুত দিতে হবে :

- ১. নিয়মিত অবাধ, নিরপেক ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন : গণতান্ত্রিক সমাজের প্রথম এবং প্রথম শর্ত হলো নিরপেক নির্বাচন। বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশন সাহবিধানিকভাবে ক্ষমতাসীন হলেও নির্বাচন কমিশন সচিবাদার প্রধানমন্ত্রীর অফিসের অধীন। অভীতে রাজনৈতিক সকলর বিভিন্ন সময় নির্বাচনের ফলাফল নিজেদের অনুকূলে আনার জন্য কমিশনকে প্রভাবিত করেছে। নির্বাচনকে নিয়মিত, অবাধ, নিরপেক ও শান্তিপূর্ণ করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে সম্পূর্ণ হাইন ও প্রভাবনুক করতে হবে।
- ই. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা : ১/১১-এর পরে সামরিক বাহিনীর ছুমাছারায় আশ্রিত ২০০৭ সালের ভল্লবধারক সরকার এসে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রদান করপেও এখনও বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন ময় । কেননা প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেন বাষ্ট্রপতি।
- ০, গণমাধ্যমভদোর মুক্তবার অধিকার : গণতয়ের অন্যতম প্রধান অনুগল 'অবাধ ও মুক্তিরা রবার', যা বাঙাগানেশা এবাবার প্রতিক্রিটিক রূপ পারনি। অবাধ তথ্যপ্রবাহের বাগানারে বাঙালানেশ দুই সরকারের তুনিকা প্রায় একই রকম। প্রতিক্রপিত নিয়েও আরমা জীপ সক্রার মেনা বেভান টেনিভিশনের বায়েকাসন্দ নোমনি, তেমনি জোট সরকার কমিশনের রিপোর্ট পাওয়া সত্তেও কোনো কর্মকরী ভূমিকা প্রথম করেনি। সাবেক সরকারের মাতো বর্তমান সরকারত সবোপানের সমালোচনার বাগানের যথেনী অবহিক কর্মকরি। সাবোলক সরকারের মাতা বর্তমান সরকারত সবোপানিত সমালোচনার বাগানের যথেনী অবহিক্ত । সংবাদপানেরে ক্রেম্বর অবশ্যক কিছুটা বাধিনার প্রথমিক।
- ৪. সংলদ সদস্যদের স্বাধীনভাবে মত গ্রকাশের সুযোগ: বাংলাদেশ সহিবালের ৭০ তদ্যুগল মোতাকের রোনো সাংলদ ভার নংলীয় দেগের শিক্ষাত্রের বাইরে ভেটি প্রদান করণে তর সদস্যদের বিভিন্ন হয়ে মা। এইবানের পাছরে পুরি পেরার হয় আ হলো, টাদর লোল করিব দেখিয়ে সদস্যদের কিনে নিয়ে সরকারের পাছন খাটাকে পারে। আথর আন্নালর সহিবালে আবর সরকারের বিবাছের আবার প্রস্তার উত্থাপানের সূত্রের প্রস্তার প্রস্তার উত্থাপানের সূত্রের প্রস্তার প্রস্তার প্রস্তার প্রস্তার প্রস্তার প্রস্তার প্রস্তার প্রস্তার পরকারে প্রস্তার পরকার প্রস্তার পরকার স্বাধীন আবার প্রস্তার পরকার প্রস্তার পরকার প্রস্তার পরকার প্রস্তার প্রস্তার পরকার স্বাধীন সাম্পার প্রস্তার প্রস্তার পরকার প্রস্তার প্রস্তার স্বাধীন সাম্পার প্রস্তার প্রস্তার পরকার স্বাধীন সাম্পার স্বাধীন সাম্পার সাম্

ঙ্গর্থিধানে নতুন অনুজ্গেদ (২৩) সংযোজন করে বলা হয়েছে, বর্তমান সংসদ থেকেই এ আইন কার্যকর স্কুর এবং অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য পূর্বে উদ্লিখিত পদ্ধতিতে ৫০টি নারী আসনে নির্বাচিত হবে।

- নে মোতাবেক দশম জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত দারী আসনের ৫০টির মধ্যে ৪২টি আসনে আন্তয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ৬টি, ওয়ার্কার্স পার্টি ১টি ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ১টি আসনে নির্বাচিত হন।
- দুৰ্মীতি ও সন্ত্ৰাসের মূলোৎশাটন : সর্বোগরি প্রশাসনের দুর্মীতি দূর করা, শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাস মূক করা এবং সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, গণহন্ত চাব্দা-গাব্দার বিষয় নয়। এটা কেউ কাউকে দিতে পারে না। গণতন্ত হলো অনুশীলনের বিষয় এবং অনুশীলনের মাধ্যমে তা বিকলিত হয়। আমানের যা সমস্যা তা হলো অনুশীলনের মানসিকতাত ভালা। যে সরকার অমতার থাকে তারা নিজেনের জ্যোরোপারে 'বর্তমান গণতাগ্রিক সরকার' বালে প্রমাণ করতে চাম্, ভাতীতের কোনো সরকারই গণতাগ্রিক ছিল। না। এই মানসিকতারও পরিবর্তন সাধন করতে হবে। অর্থাৎ রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক মানসিকতা এবং সাংবিধানিক কিছু করিবর্তন সাধন করে তাকে লালন করতে পারলে বিবর্ধনিত হবে বালে আশা করা যায়।

ङम्मस्यात्र : मार्किक विदर्शनमात्र बना याद्र यः, योश्यादम्पण गण्डळ छर्छतः एकदा दासस्य क्यम्या मस्या। व्याद्यकः, द्रव्यसि दादाव्यः विश्वणु मक्षादमा । छाँद शाकादमण गण्डळ्य व्यक्तिमान्त्र क्यमादमा क्षमा क्ष्माध्यीस मान चन्न्यका वर्षाद्रवात मन्याद्रप्रताद्यः शाक्षाद्रीक्ष मन्दिकृतः, चालापान्ता, मन्द्रस्थात्र, मान्या क्ष्माद्रवा व वरिदात गण्डळ छर्छा क्याव्यक्षाद्रवा क्यूमीगन कत्राद्धः यः चाद्रहाई दक्कन कादास श्रद्ध गण्डळ्ळिक मान्नम चादश्चः, पूर्णक गाङ्क क्षद्धाद्र महम्माद्र मन्द्रवा । मान्य विश्वाक कादाद काविकट विश्वमित्रकाल क्षाविक्या



আইনের শাসন ও বাংলাদেশ

[২৫তম; ২২তম বিসিএস]

ক্ষিপের শাসনের নীঠি ও অভিব্যক্তি : সাধারণ অর্থে আইনের শাসন হলো আইনের সর্বোচ্চ প্রাধান্য কুঁই । বার পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয় নির্ধারণের মাপন্দাঠি হবে আইন এবং বাইর বার্কি নাপারিক আইনের তোখে সমান বলে বিবেচিত হবে। সুভবাং আইনে সর্বোচ্চ কুর্তুত্ব (Substance) (Taw) এবং আইনের তোবে সম্বাধ (Equality Defore law) এ যুটি বিষয়কে ব্যক্তিত্ব আইনের শাসনের আরো কিয়ু প্রাস্থিক নিক বা বিষয় চলে আসে। যেমন-

- ১. শাসনকার্যে বেক্স্মচারিতার স্থান নেই: আইনের শাসনের মৌদিক প্রগোদনা হলো শাসনকারে বেক্স্মচারিতার কোনো স্থান থাকরে না রাষ্ট্র কেবল সার্বাধিক্স্ম আইন বা প্রচলিত প্রতিদীতি ও বিশ্বাসের ফলে গড়ে উঠা আইনের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা দল নয় আইনাই হবে রাষ্ট্র পরিচালনার ফল মাপকার্টি।
- এ আইনের চোঝে সকলেই সমান : আইনের শাসনের আরেকটি ফুলনীতি হলো, জাতি-ধর্ম-কর্ব.
 শোক্ত-দল বা উপদল দম, ববং রাষ্ট্রের নাগারিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতিটি রাজিই অইনের চাংব
 সমান বলে বিবেচিত হবে। রাষ্ট্রের কোনো নাগারিক হেমন আপন প্রভাবে আইনের উর্বের উঠিতে
 পারে না। তেমনি কোনো নাগরিকই আইনের চোবে নিমন্তর বলে নিবেচিত হতে পারে না।
- ৩. আইনের আশ্রয় গ্রহণের অধিকার ও সুযোগ: আইনের শাসনের আরেকটি দিক হলো, রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের যেমন তার কৃতকর্মের জন্য আইনের মুখোমুখি হতে হবে, তেমনি তার অধিকার ও দাবির ব্যাপারে আইনের আশ্রয় গ্রহণের অধিকার ও সুযোগ থাকতে হবে।
- ৪. আইন বৌতিক হবে: আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার একটি পূর্বপর্ত হলো আইনকে অবশ্যই বৌতিক হতে হবে। কোনো আইন যদি নীতিগত বা পদ্ধতিগতভাবে অবৌতিক হয়, তাহলে সে আইনে পরিচালিত শাসন আইনের শাসনের মুদনীতির অনুকৃশ হতে পারে না।
 ৫. ক্ষমতার জাহসামা প্রতিষ্ঠা; আইন প্রশার, বাজবারন এবং আইনের বার্থার্থ প্রয়োগ ও মল্যাননহর
- বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়োজিত সরকারের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ভারসামা প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। বিশেষত বিচার বিভাগকে আইন ও শাসন বিভাগের নিয়ম্বণমুক্ত রাখতে হবে।
 ৬ জনগলের আশা-আকাঞ্জার অনকল আইন প্রশাসন; আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আইনপ্রশতানের
- জনগণের আশা-আকাজ্ঞার অনুকূল আইন প্রশায়ন : আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আইনপ্রণেতানের জনগণের আশা-আকাজ্ঞার অনুকূল হতে হবে।

সূতরাং আইনের শাসন একটি সার্বিক প্রক্রিয়া এবং এটি একটি প্রায়োগিক বিষয়।

আইলের শাসন ও বাংলাদেশের সর্ববিধান : আইলের শাসন বাংলাদেশের সংবিধানের একটি অন্যতম বৈশিন্তা। সংবিধানের ২৭ ধারা অনুমায়ী বাংলাদেশের সকল শাবিক আইলের সৃষ্টিতে সমান বর্তম বিন্তিত হবে একং আইলের সমান অধ্যান লাভের অধিকারী হবে। সংবিধানের ৩১ ধারা অনুমায়ী আইলের অপ্রাণ্ড লাভ এবং আইলোনুমায়ী আচকা লাভের অধিকার দেশের প্রতিটি নাগরিকের অবিক্ষেয়া অধিকার। প্রচলিত আইলের বাইরে কোলো বাঁজিব বিকাহে এমন কোলো বাংল্প গ্রহণ করা মানে না যাতে তার ক্রিকন স্থানীসতা, মতে, সামার বা সম্পানিক হালি হতে পানে, সভাৱা বাংলাদেশের সবিধান অন্যায়ী—

- সরকার প্রচলিত আইনের বাইরে এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন না, যা ব্যক্তির ভান, মাল, শখান ও সুনামের জন্য হানিকর।
- কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা এহণ করতে হলে তা অবশাই প্রচলিত আইনের সাথা সম্পতিপূর্ণ হতে হরে এবং এক্ষেক্রে অবশাই মধ্যামন নিয়মনীতি ও পদ্ধতির অনুসবন করে তার্ক আত্মপক্ষ সমর্থনের সূথোণ নিতে হবে। কেননা সর্বধান অনুমায়ী ব্যক্তির বিচার হব্যার ফেল বিধান আছে, তেমনি তার আইনের আশ্রেম লাক্তেরত অধিকার আছে।
- পার্লামেন্টে কোনো আইন পাসের ক্ষেত্রে অবশ্যই সংবিধানের ২৭ ও ৩১ ধারার মূলনীতি ও
 চেতনার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে।
- আইন অনুযায়ী কারো বিচার চাওয়া বা পাওয়ার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হবে একটাই ^{বেচ্চ} বাংলাদেশের নাগরিক।

মালোদেশে আইনের শাসনের বিভিন্ন দিক: বাংলাদেশ উন্নয়নশীল বিশ্বের একটি অন্যতম গণতাত্রিক দেশ। সত্যনীয় সরকার বাবস্থা, আদর্শ সাধিবাদ, নির্বাচিত সরকার ও আইন পরিষদ এবং দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত বিচারবাবস্থা ই ভাাদির বিচারে এ দেশে আইনের শাসনের একটি অব্কুল পরিবাদেশ আকটিই প্রভাবিক। শিক্ত প্রাতিষ্ঠানিক এতোসক আয়োজন সত্তেও বাব্তবে আমাদেন সমাজ ও আই আইনের নাসনের প্রতিকলন একেবাবেই দীমিত। কেননা আমাদের আইনি কাঠামো, প্রযোগকালী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান একং বাজনৈতিক সনিত্য—প্রতিটি কেত্রেই আইনের শাসনের প্রতিকৃশ উপদর্শ বিদামান।

- আজিক প্রধান্য : আনাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যার বা, আইলের ওপর ব্যক্তিক প্রথান, প্রকাশনিক লোভ, প্রকাশনি আমালা বা বাইরি লেডুমুলীয়াসের জলা আইলের পরিবিধি অনেক ক্ষার নীতি হব পঢ়ে বাহিত্রিক প্রকাশনিক শোনা । একাই প্রকাশনিক শোনা । একাই অপরাধ্যে কমতায় থাকা অবস্থায় কোনো বাজিল ক্ষেত্রে আইলের বে বিধান, ক্ষমতা হারালে তা অন্যবহন। অন্তব্য পরিবাদী লগে থাকা অবস্থায় কেইল প্রকাশনিক সারে আইলের কারে কিছাল ক্ষমতায় প্রবাদ বে আইলের কারে প্রকাশনিক সারে আইলের কারে কার্যাল লাইল বা তার্জনাল ক্ষারাল অবস্থায় কেইলের সমর্বাস্থালী প্রমান্তব্য সমালে অন্যপ্রিক বিরাদি কার্যা আইলের ক্রারে বালা ছলা লাইল বা ক্রার্থনিক ক্রারের প্রকাশনিক সমর্বাস্থালী প্রমান্তব্য সমালে অন্যপ্রিক।
- আইন প্রশেতা কর্তৃক আইন ভব্ন : এশিয়া, অফ্রিকা ও দ্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোকে Gumar Myrdal এক কথামে Soft Society বল চিহিন্ত করেছেন। তার মতে, এদর মেশে ক্ষাতা ও কর্তৃত্ব থাকেনে হাতে থাকে তারা এ কথা ধেমানুম ভূক্ত খান যে, তানের এ কথাকে এক কর্তৃত্ব আইন প্রতিষ্ঠানের অধীন। তাই এ সকল দেশে আইনের শাসন টিকে থাকা বুবই কঠিন। বাংলালেশও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানে আইন্সভালাই প্রধান আইন্ ভক্ষকারী। এখানে আইন প্রকেশকারী সংস্কা বাংলাকারী প্রকাশ কর্তিক্রিয়া করিব প্রকাশ কর্তিক্রম করিব। কর্তিক্রম নয়। এখানে আইনভালাই প্রধান আইন ভক্ষকারী। এখানে আইন থাকে প্রকাশকারী সংস্কা বা বিচারকদের নিকট লাইমির মিনত। বাংলিই ভাইনি হিরমের পথা হয়।
- ৩. প্রশাসনিক দুর্বলতা : ভৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও আইনের শাসনের পথে একটা ক্রমকুপুর্বি অন্তর্নায় হলো প্রশাসনিক দুর্বলতা। প্রশাসন এখনে রাঙ্গণীতিনিদদের হাতে ক্রিমি। আইন প্রশাসকারী সংস্থা নির্ভাৱ ও নির্ভিন্ন তালের দারিপ্র পালন করতে পারে না। কোনো আইন কোথার, কথন, জীতারে এবং কতটুকু প্রযোগ করা হবে তা আইনের নিজন্ব বিধিতে নয় বরং উর্জকন কর্তৃশক্ত নামক মন্ত্রী, নেতার বা তালের অনুপতে আমলার ইচ্ছানুমারী নির্ধারিত হয়। এটা আইনের শাসন ও ন্যায়বিচারের মৌলিক চেলার বিরোধী।
- শোষক-শোষিতের প্রভাব : আইন ও বিচার কেত্রে পোষক-শোষিতের (Patron-Client telationship) সপ্পর্লের উপপ্লিতির ফলে আইনের সূরকান আর সুদাদান প্রায়ই নির্বাচিত হতে দেখা যায় । রাজনৈতিক নেতা-নের্না, আইন প্রয়োগকারী সংস্কার সদস্য ও আমালানের আখীয়য়য়য়, রক্তরাম্বর বা দলীয় নেতা-নক্ত্রী-সমর্থকতে আনুকুল্য প্রদানের জন্য প্রখানে আইনকে প্রাইপাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় । আমানের নেতা-নের্মীরা দলীয় রাজনীতির নোজা মানিককভার বিশ কাটায় কাতা-কর্মীরা দলীয় রাজনীতির নোজা মানিককভার বিশ কাটায় কাতা-কর্মীরা দলীয় রাজনীতির নোজা মানিককভার বিশ কাটায় প্রথাকিত বৈশ বাল চালিয়ে দিতে কুন্তাবোধ করেন না । প্রথাকের মানকলার করেন না । প্রথাকিত বাজি কতাটা অপকর্মাধি তা কোনো বিষয় নাম, বরং ক্ষমতাদীন দল বা প্রথাকার প্রথাকার সামের প্রথাকার সামের প্রথাকার প্রথাকার প্রথাকার সামের প্রথাকার সামের প্রথাকার সামের প্রথাকার সামের সামের প্রথাকার সামের প্রথাকার সামের সা

- ৫. অপ-আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ : বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্বার্থে সরকারগুলো একের পর এক অপ আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করে যাঙ্গে। যখন কোনো দল বিরোধী দলে থাকে তখন তার দষ্টিতে যেটি গণবিরোধী কালো আইন, ক্ষমতায় আরোহণ করার পর তো আর কালো আইন থাকে না। ক্ষমতায় টিকে থাকার স্বার্থে সেটি রাতারাতি সাদা হয়ে যায়। বিশেষ ক্ষমতা আইন, ৫৪ বিধি জননিরাপত্তা আইন, সন্ত্রাস দমন আইন, দ্রুত বিচার আইন প্রভৃতি সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে সমালোচনার তীর ছডলেও বাস্তবে সকলেই এ সকল অপ-আইনের পক্ষে।
- ৬ আইনের সমতানীতি উপেক্ষিত : বাংলাদেশে আইনের চোখে সমতার নীতি কেবল ওপর মহলেব বেলায়ই প্রযোজ্য। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আইনের শাসন বা আইনের চোখে সমতার নীতি তথ শাসনের সংবিধিবদ্ধ নীতি হিসেবেই সতা। কেননা এখানে ন্যায়বিচার বেচাকেনা হয়। নিছ আদালতে ঘুষ, দুর্নীতি আর শাসনবিভাগীয় হস্তক্ষেপের যে দুষ্টচক্র বিদ্যমান তাতে গরিব অশিক্ষিত খেটে খাওয়া মানুষ কেবল ভোগান্তিরই শিকার হয়। আর উচ্চতর আদালতে বড় বড় আইনজীবী দিয়ে মামলা পরিচালনা করতে না পারলে মামলায় জেতা যায় না। অথচ এদের দর আকাশচমী, যা এ দেশের সাধারণ জনগণ চিন্তাও করতে পারে না।
- ৭, আইনের শাসন বাস্তবায়নে ক্রটি : বাংলাদেশে কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যে সংবিধান ও আইনি ব্যবস্থা রয়েছে তার বাস্তবায়ন হলেও অবস্থা বর্তমানের তলনায় অনেক ভালো হতো। কিন্ত এ দেশে পুলিশ নামক আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাটি যে দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত তাতে ভালো আইনও তাদের সংস্পর্শে কলম্বিত হতে বাধ্য। এখানে কাউকে শাস্তি প্রদান বা কারো বিরুত প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সন্ত্রাসী বা গুধাবাহিনী ভাড়া করার চেয়ে পুলিশ বা নিম্ন আদালতের ম্যাজিত্রেটদের ভাড়া করা অনেক সহজ। তাছাড়া নিম্ন আদালতের বিচারকরা এখানে শাসনবিভাগীয় মন্ত্রী, রাজনৈতিক নেতা বা দলীয় প্রভাবশালী ব্যক্তির ক্রীড়নক। তাই আদালতে গিয়ে ন্যায়বিচার পাওয়ার আশা এ দেশের মানুষ প্রায় ছেড়েই দিচ্ছে।
- ৮. আইন প্রণেতাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি : বাংলাদেশে আইন প্রণেতাদের সর্বজনীনতা না থাকায় আইন প্রণয়নেও তারা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির উর্ধে উঠতে ব্যর্থ হন। এখানে দেশের জনগণের আশা-আকাঞ্জার বিরুদ্ধে কেবল দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোবে নিজ নিজ দলীয় স্বার্থে আইন প্রণায়ন করতে দেখা যায়। এ প্রবণতার মারাত্মক বহিঃপ্রকাশ ঘটে গত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে। এ সময় একের পর এক সংসদে গণঅভীক্ষার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করতে দেখা গেছে। ইতোপূর্বেও বিভিন্ন সামরিক সরকারের আমলে ইনডেমনিটিসহ নানাবিধ অপ-আইন এভাবে পাস করতে দেখা গেছে।
- ৯. বিচারকদের স্বক্ষতার অভাব : অধ্যাপক লান্ধি বলেছেন, "কিভাবে রাষ্ট্র তার বিচারকার্য নিম্পার করছে তা জানতে পারলেই রাষ্ট্রের নৈতিক চরিত্রের স্বরূপ অনেকটা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার থেকে বিচারবিভাগের স্বাধীনতার পাশাপাশি এর কার্যের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অপরিহার্য। বিচারকদের বিচারকার্য নিম্পত্তি করার সময় শ্রেণী স্বার্থের উর্ধে অবস্থান করতে হবে সকল প্রকার ভয়-ভীতি, লোভ, মোহ মুক্ত থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে বিচারের ক্ষেত্রে এ পৃথিবীতে তারাই চূড়ান্ত বিচারক। কাজেই তাদের সামান্য ভূলে একজন নিরপরাধীও শান্তি ভোগ করতে পারে এবং একজন অপরাধী আইনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে মুক্ত হতে পারে।

অক্সাদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় করণীয় : আইনের শাসন আমাদের দেশে একেবারে নেই ক্রমীটা নয়। সাম্প্রতিক সময় সুশীল সমাজ ও গণমানুষের দাবির মুখে অপরাধীদের বিরুদ্ধে অনেক ক্ষারে দেত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা গেছে। তথাপি আইনের শাসনকে যথার্থ রূপ দিতে হলে নামাদেরকে কতিপয় বিষয়ের প্রতি জরুরি ভিত্তিতে দৃষ্টি দিতে হবে :

- কার্যকর অর্থে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। সেজন্য শীঘ্রই বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে আলাদা করতে হবে।
- বিচার বিভাগীয় স্বচ্ছতা ও প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য অচিরেই ন্যায়পাল নিয়োগ
- প্রচলিত পুলিশ ব্যবস্থার সংশ্ধার সাধন করতে হবে। অর্থাৎ পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের দুর্নীতির বিষয়ে যেমন কঠোর হওয়া দরকার, তেমনি তাদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়েও নজর দিতে হবে।
- বাংলাদেশে প্রচলিত বিশেষ ক্ষমতা আইন, ৫৪ ধারাসহ সকল গণবিরোধী আইন বাতিলের পদক্ষেপ নিতে হবে।
- আইনকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দেয়ার রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকতে হবে। এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমতা দরকার। অপরদিকে অপরাধীকে দলীয় সমর্থন দেয়ার নোংরা মানসিকতা পরিহার করতে না পারলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই বাংলাদেশে আইনের শাসন নিশ্চিত ক্ষাতে হলে সরকারের পাশাপাশি বিরোধীদলকে সৎ মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলতে পারি যে, দেশের জনগণকে আইনি শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা এবং অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করতে না পারলে কোনো আইনের যথার্থ প্রয়োগ সম্ভব নয়। তাই বাংলাদেশে আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হলে সরকারের পাশাপাশি বিরোধী দলকে সং মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।





বাংলাদেশের জাতীয় সংহতির সমস্যা ও সম্ভাবনা

(५५-एक्स विमित्रामा)

ভূমিকা : বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি উনুয়নশীল দেশ। এখানে জাতীয় সংহতি নানা সমস্যার আবর্তে প্রতিনিয়ত বাধাগ্রন্ত হচ্ছে। বিশেষত বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংহতিই বেশি শমস্যাগ্রন্ত। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, কর্তৃত্বাদী রাজনৈতিক সংস্কৃতি, আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য ও লভূত্বের অযোগ্যতা এ দেশের রাজনৈতিক ঐক্যকে করেছে সুদর পরাহত। তাছাড়া এলিট শ্রেণীর প্রাধান্য ও ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য এ দেশের জনগণের ঐক্যের অনুভতিকে নানাভাবে বিপর্যন্ত ক্রিছে। তবে শতকরা ৯৮ জনেবও বেশি বাঙালি জনগোষ্ঠী এবং দীর্ঘদিনের ধর্মীয় সহাবস্তানের ঐতিহ্য এ দেশের জাতীয় সংহতির অন্যতম অবলম্বন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

জাতীয় সংহতির ধারণা : জাতীয় সংহতির ধারণাটি অত্যন্ত জটিল ও ব্যাপক। এর কোনো সামগ্রিক ^{একক} প্রতিচিত্র (Blueprint) নেই। তবু সাধারণভাবে এটি সমাজের বিচ্ছিন্ন উপাদান বা শক্তিগুলোকে ^{একটি} সামন্নিক এককে ব্লপায়ণকে বুঝায়। অন্য কথায়, জাতীয় সংহতি বলতে ছোট ছোট বিভিন্ন ^{নিমাজের} একটি সংগঠিত জাতি হিসেবে পরিণত হওয়াকে বুঝায়। Ernest B Hass জাতীয় সংহতি ৰলতে বুঝিয়েছেন, 'Process whereby political actors in several distinct national settings are persuaded to shift their loyalties, expectations and political activities toward a new centre, whose institutions poses or demand jurisdictions over the preexisting national states.

জোহান গালতং-এর মতে, 'সংহতি হচ্ছে সে সকল পদ্ধতি যেখানে দুই বা ততোধিক বিষয়ের সমনত একটি নতন বিষয় গঠিত হয়। যখনই বিষয়গুলো একীভত হবে তখন তাদের মধ্যে সংহতি স্তাপিত হবে।' অধ্যাপক মাইরন ওয়েনার বলেন, 'বিখণ্ড চিন্তাধারাকে উচ্ছেদ করে একটি জাতীয়ভিত্তিত চিত্তাধারা প্রতিষ্ঠা করাই হলো জাতীয় সংহতি।' তার মতে জাতীয় সংহতির জনা পাঁচটি বিষয় অত্যত জরুরি : ক, ভৌগোলিক জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি; খ, একটি জাতীয় কেন্দ্রীয় কর্তপক্ষ প্রতিষ্ঠা: গ, ন্যনতঃ জাতীয় মলাবোধ সষ্টি: ঘ. এলিট ও জনগণের মধ্যকার দরত ঘোচানো এবং ঙ. সংহতি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান ও আচরণ গঠন।

সতরাং জাতীয় সংহতি বলতে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর সমন্তরকে বুঝাতে পারি :

- বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক বিশ্বাসকে একীভতকরণ;
- একটি জাতীয় চেতনার সষ্টি:
- বিভিন্ন রাজনৈতিক একক ও বিশ্বাসগুলোকে একটি ভৌগোলিক কাঠামোর আওতায় এনে জাতীয় সরকার প্রতিয়া
- নাগরিকদের একটি সাধারণ রাজনৈতিক পদ্ধতির আওতায় সংঘবদ্ধ করা এবং
- শাসক ও শাসিতের মধ্যে সংহতি বিধান।

অতএব, জাতীয় সংহতির বর্ণিত ধারণার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জাতীয় সংহতি একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া এবং এর কতগুলো বিশিষ্ট দিক রয়েছে। যেমন—১, জাতীয় একাত্মতা প্রতিষ্ঠা; ২, রাজনৈতিক সংহতি, গ, অর্থনৈতিক সংহতি; ঘ, সাংস্কৃতিক সংহতি এবং ঙ, ধর্মীয় সংহতি।

বাংলাদেশের জাতীয় সংহতির সমস্যাবলী : দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশে জাতীয় সংহতিব সমস্যা তত প্রকট না হলেও এ দেশে জাতীয় সংহতি নানাভাবে বাধাপ্রস্ত হচ্ছে। যেমন-

- ক একাস্বতার সংকট : জাতীয় একাস্বতার সংকট বাংলাদেশের জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে একটি অন্যতম অন্তরায়। এ পরিচয় বা একাম্বতার আবার কতগুলো দিক রয়েছে :
 - ১. জাতীয় পরিচয়ের সমস্যা : বাংলাদেশের প্রায় ৯৮ শতাংশ লোক বাঙালি হলেও পার্বতা চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পাহাড়ি ও উপজাতীয় জনগোষ্ঠী কখনোই বাঙালি জাতির সাথে মিশে যেতে চায় না। তারা তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ^ও স্বাধীন পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার আদায়কল্পে যে সংগ্রামের সচনা করে তা বিশেষত পাহাড়ি অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম দিয়েছে। এমন কি গত প্রায় তিন দশক যাবৎ তারা স^{ন্ত্র} সংগ্রামে লিপ্ত। ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত শান্তি চক্তি এক্ষেত্রে একটি অন্যতম মাইলফলক হ^{লেও} তার সফলতার মাত্রা বা হার খবই নগণ্য। পাহাডিরা এ দেশে বাস করলেও তারা কখনোই 🖓 ভূখন্ডের সাথে একীভূত হওয়াকে মনেপ্রাণে মেনে নিতে চায় না। ফলে দেখা যায়, পাহাড়ি-বাঙা^{নির} এ বিভক্তিবোধ জাতির জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এমনকি ^{এটি} বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর নীতিগত বিভেদেরও একটি বিশেষ উপলক্ষ।

- ধর্মীয় পরিচয়ের সমস্যা : স্বাভাবিকভাবে আমরা এ দেশের সকল মানুষকে বাঙালি কিংবা বাংলাদেশী বলে আখ্যা দিলেও এ দেশের জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস ও স্বতন্ত্র ধর্মীয় পরিচয় তাদের জীবনে অতান্ত গুরুত্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে আছে। বিশেষ করে ৯০.৪ শতাংশ মসলমানের এ দেশে ৮.৫ শতাংশ হিন্দু এবং ১.১ শতাংশ অন্যান্য ধর্মের অনুসারী রয়েছে। তবে এ দেশে বিভিন্ন ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যকার সম্পর্ক জাতীয় ঐক্যকে বিনষ্ট করে বিচ্ছিনতাবাদের দিকে মোড় নেয়ার মতো কোনো অবস্থা কখনো সৃষ্টি করেনি। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে দেশে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের কিছটো অবনতি হয়েছে সত্যি। হিন্দদের সাধারণভাবে কোনো একটি বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর সাথে মিলিয়ে ফেলার প্রবর্ণতা বিরোধী অন্য দলের সাথে তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটায় স্বাভাবিকভাবেই। তাই দেখা যায়, জাতীয় ঐক্য ও সংহতির ক্ষেত্রে বিশেষত হিন্দ সম্পদায় একটা গুরুত্পর্ণ ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায়। অনেকে এ বিষয়টি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উঠিয়ে নিয়ে অভান্তরীণ ক্ষেত্রে চাপ প্রয়োগের কৌশলও অবলম্বন করে। ফলে সংখ্যালদ্বর বিষয়টি জাতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রতিককালে বেশ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।
- এলিট-জনতা ব্যবধান : বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এ দেশের এলিট শ্রেণী ও সাধারণ জনতার মাঝে ব্যাপক ব্যবধান বিদ্যমান। ফলে সমাজে দটি শেণীর জন্ম হয়েছে। কেন্দ্রীয় শেণী ও প্রান্তীয় শ্রেণী। সূতরাং এখানে জাতিগঠনের ক্ষেত্রে একটা সাধারণ ধরন হলো, এখানে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অংশগ্রহণের সমান সুযোগ নেই। ফলে সমাজে সহযোগিতার পরিবর্তে কর্তৃত্ব কিংবা বিদ্রোহের মাত্রা প্রবল হচ্ছে।
- বাজনৈতিক সংহতির সমস্যা : নবা স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি উনয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা এখনো একটি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াতে পারেনি। ফলে রাজনৈতিক সংস্কৃতি, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও জনগণের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সর্বক্ষেত্রেই রয়েছে ব্যাপক দুর্বলতা। যেমন—
 - কর্তবাদী : বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি মূলত কর্তৃত্বাদী। এখানে শাসকশ্রেণীর মানসিকতায় রয়েছে পরনির্ভরশীলতার প্রভাব। দীর্ঘদিনের পরাধীনতা আমাদেরকে এ বিষয়ে নানা নেতিবাচক উপসর্গে অভ্যস্ত করে তলেছে। পূর্বতন শাসকদের মতো স্বাধীন বাংলাদেশের শাসকদেরও খোলামেলা সমালোচনা অপছন্দনীয় এবং সবসময় জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হওয়ার ভয়ে তারা বিব্রত। এমতাবস্থায় শাসকশ্রেণী যেমন জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের দাবি ও সংগ্রামকে সহজভাবে নিতে পারে না, তেমনি জনগণও সরকারকে সম্পূর্ণরূপে সহযোগিতা ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতির সাথে পরিচিত নয়। ফলে উভয় শেণীর সমন্ত্রয় ও সহযোগিতার ক্ষেত্র তেমন প্রসারিত হচ্ছে না।
 - সামরিক-বেসামরিক সন্মিলিত পদচারণা : দেশের রাজনীতিতে সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের সন্মিলিত পদচারণা ও আধিপত্য রাজনীতিতে শক্তিশালী দল, উপদল ও গোষ্ঠীর বিকাশকে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করছে। ফলে রাজনীতির যে সুশীল চরিত্র (Civilian character) সেটা প্রস্কৃটিত হতে পারছে না। জনগণের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ হয়ে পড়েছে সীমিত। তাছাড়া সরকারের গণমুখী রাজনীতির বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়ে ক্রমশ আমলানির্ভর ও গণবিমুখ হয়ে পড়ছে। ফলে সরকার ও জনগণের মধ্যকার পারম্পরিক সহযোগিতা ও ঘনিষ্ঠতা দুর্বল হওয়ার পাশাপাশি জাতীয় ঐক্যের বিষয়টিও দুর্বল হয়ে পড়েছে।

- ১, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা : রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বাংলাদেশের রাজনীতির আবেকটি অন্যত: নেতিবাচক উপদর্শ। ক্ষমতার ভূপু, শাসকপ্রেমীর বেক্ষাচারিতা, সাম্রাস, আদর্শনিত মতবিরোধ প্রকৃতি এ মেশের রাজনীতিকে সক্ষময়য়য় অস্থিতিশীল করে রাখে। ফলে রাজনৈতিক স্থিতিই কোনো প্রক্রেমীর সক্ষম হয় না এজনা অবশা নিয় রাজনৈতিক সপ্রতিই অধিকাশে ক্ষেমে নামী।
- ৪. গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যবোধের অভাব : গণতন্ত্রের মতো একটি সর্বজনীন মতবানে বিশ্বাস ও এর ঐকান্তিক অনুসরণ জাতীয় এক। ত সংহতিকে আনক মজনুত করতে পারে কিছু দুগুজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক আনর্শ ও কুল্যবোধের প্রতি বিশ্বাদের মথেষ্ট অভাব ব্যব্রেছ। বিশেষ করে এ দেশের মানুষ দীর্ঘদিনের উপনির্বোশিক এক। পাকিজানি শাসন ও শোষণের ফলে গণতান্ত্রিক চর্চার সুযোগ তেমন পার্যান।
 - এমনকি স্বাধীনতার পর প্রায় তিন যুগ অতিক্রান্ত হতে চগলেও গণতন্ত্রের যাত্রা তক্ষ হয়েছে মাত্র এক যুগ আগে। তাই গণতন্ত্রের শক্ত ভিত এ দেশে এখনো সেভাবে স্থাপিত হয়নি। ফলে এ দেশের রাজনীতিতে সবসময়ই সংকটাপন্ন অবস্থায় দেখা যায়।
- ব. রাছনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মূর্কতা : বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানতালার কোনোহি মজবুত নয় এবং এতলো জনলাপের বাগক আছা অর্জন করাতে সমার্থ হয়নি । জনলা র দেশের সংলদ, নির্বাচন বাবছা, দল বাবছা, বিচার বাবছারহাহ সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও বাবছার কার্যকারিতা ও বিশ্বসাযোগ্যভার বাগালে সিছিল। ফল দেশা য়য়, এলের কোনোইর জানীয় রঞ্জন ও সংঘটিতর প্রতিষ্ঠ হিসেবে জনাগাকে বাগকভারে ঐক্যবন্ধ করতে সমর্থ হয় লা.
- সংঘাহনী নেতৃত্বে অভাব : বাধীনতা-পূৰ্ববৰ্তীকালে বাধীনতাযুক্তের নেতারা ফোরে জনগণকে তাদের সংঘাহনী নেতৃত্বের বারা ঐকারত্ব করতে পোরেছিলেন, বাধীনতা পারবর্তীকালে আর তেমন পেবা যারান। বিশেষ করে, বাধীনতা যুক্তের সময় এ সেন্তে জনগণ খোলার একটি সমারিত নেতৃত্বের অধীনে ঐকারত্ব হরে যুক্ত করেছিল পরবর্তীকালে সে নেতৃত্ব যোমন পূর্বকান অবস্থান কজার বাছতে পারেনি, তেমনি জনগণও তাদের ভাকে ঐকারত্ব হুবার বুক্তি ভূঁজে পারানি। ফলে এ দেশের রাজনীতিতে নেতৃত্বের সংকট লোইই আছে। আর এ সক্ষেট্ট ভাইজে পারানি। ফলে এ দেশের রাজনীতিত নেতৃত্বের সংকট লোইই আছে। আর এ সক্ষেট ভাইজ সংক্তিকে করেছে আরো নেশি সংকটাদা।
- ঘ. অর্থনৈতিক সংহতির সমস্যা: বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সংহতিতেও চরম সংকট বিদ্যমান। যেমন—
 - ১. অর্থনৈতিক অসাম্য ও আরের বৈষম্য : বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অসাম্য ও আরের বৈষম অত্যন্ত ব্যাপন। বিশেষ করে পারের অর্থনীতি এবং গ্রামীণ অর্থনীতির মধ্যনার পার্থন চরম। আরার পহরে জলগনের আরের মধ্যের বাগেক বৈষম। ওটিকরেকে লোক নেক পোটা অর্থনীতিকে নিয়য়্রপ করে এবং শহরেকারে বিশেষ কিছু এলাকার অর্থনৈতির উন্নয়নের চাকচিক্তা রোগে পড়তাক মূলত, শতকরা ৬০-৭০ জন লোক দারিদ্রাসীমার নিজ বাস করছে। কলে কেথা যার, জলগানের এ বহুরগী আর বৈষম্যার কলে তাদের চিত্র-ত্রকতার ওক্রমার্থককে কলোনা ব্যক্তবন্ধ জারগার আনা মুশকিল হরে বাছে।
 - দারিদ্রোর ব্যাপকতা : দারিদ্রোর ব্যাপকতা এ দেশের জনগণকে অধিকাংশ সময়ই তার্মের জ্বীবনধারণের ন্যানকম প্রয়োজনের ব্যাপারে বাতিবান্ত রাখে। ফলে তারা জাতীয় কের্মের বিষয়ে নিয়ে মাথা খামানোর সুমোগ তেমন পায় না। তানের এ উনাসীনতার ফলে ভার্মির সংগ্রেটি নানাভাবে বাধার্মান্ত হয়ে থাকে।

সাংকৃতিক সংস্থৃতির সমস্যা : বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতি কতগুলো উপাদানে সমৃদ্ধ, যা এ দেশের
আপামার জালাধারদার কাছে যাগকভাবে সমৃদ্ধে। আবহুমান কাল বেলে এ দেশের মানুশ যে বাঙালি
সংস্কৃতিকে লাগানন বরহে তা কেনল সাংগুক্তিক ক্ষেত্রই না, রাজালীতি, অর্থনীতিসহ জাতীয় জীবনের
এক্ট্রিটি ক্ষেত্রেই তা বেকেছে এ দেশের মানুশ্রের অনুদ্রাপ্রধার প্রধান উলে।

জনেক যাত-প্রতিয়াত এবং বিদ্রান্তির পরও বার্গ্রাদির সে চিনায়ত সাংস্কৃতিক পরিচয় মিশিয়ে জ্বাদি। এবে পশ্চিমা সংস্কৃতির আখাতে এ দেশীয় সংস্কৃতি আন্ধ ক্ষতবিক্ষত। ফলে সংস্কৃতিতে যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছে তা জাতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রতিকপিত হয়েছ। তাই সাংস্কৃতিক ঐতিহার যে ক্ষান্তবন্ধ ভাকে সে ভাক ইদানীং তেমন প্রাণবন্ধ মনে ইয়া না

शांकारमण बाजिय সংহতির সঞ্চাবনা; জাতীয় সংহতির যে সকল সমস্যার কথা আলোচিত হলো

একলা একদিনের সৃষ্ট কোনো সমস্যা দায়। ববং জাতীয় ইতিহাসের বিবর্জন, জলগালে জীবনায়ারার

পরিহর্জন আজর্জাতিক কেবে অসাগড়ার যে ইতিহাস তারই ফল। তথানি বাছালি জাতিব হাজা

পরিহর্জন সাংকৃতিক এতিয়, মুকিসুক্তর ঐকালক চেন্দা আবা সংখাগারিই মুন্সলিম জনগোচীর ভাসুক্রের

পালা ইজাদিকে পুঁজি করে আজাও একটি ঐকালক জাতি গঠনের প্রয়াসকে অর্থবহ করে ভোলা যায়।

আজিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারা অনেকটা দ্রিমাশ হলেও এ দেশের জাতীয় ঐকা আবা সংঘতির যে

কোনো প্রয়াসকে কার্যকর করতে সাংকৃতিক আন্দোলনে ঐকালক ধারার সাথে যিদিয়ে দেয়া যেতে

পারে। এতে কোন্যালদান নিশ্চিতভাবে বেগবান হবে।

জন্তুজ এ দেশের ১০.৪ শতাংশ পোক মুদলমান। সংখাগরিষ্ঠ এ মুদলিম জনগোচী দীর্ঘদিন যাবৎ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এ দেশের হিন্দুসহ অন্যানা ধর্মাকণ্টী জনগোচীর সাথে মিগামিশে বাদ করার যে এতিহা সৃষ্টি করেছে তাকে পুঁজি করেই এ দেশে ধর্মীয় বকন সৃষ্টি সম্ব। নক্ষা যে প্রেণীটি বিশ্বিম্বাভাবে এ দেশের হিন্দুসের নির্বাচনের অপপ্রয়ান চালাক্ষে তাদের দমনের বালান্ত্রে সরক্ষাক্তে আবো কঠোই হওয়া আবশাক।

ন্দানিকে আমানের বাঞ্চনীতিতে দকাই-পরবর্তী সময়ে গণতাট্রিক যে ধাবা সৃষ্টী হয়েছে গেণিত অমা আন্তরমান। পরপার ভিনাটি গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পদ স্থানীয় নির্বাচনতাপার জাইটার নির্বাচনতাপার কাইটা প্রধান স্বাস্থ্যক হয়ে । আছাতা আমানের আফানিক দণতাপার মধ্যেত মৌদিক কোনা বিশ্বত্ব কোনা মতানেক। দেখা যায় না। যতানুক্ত বিভেল সোটা নিছকই বাজনৈতিক কৌশল। আর যদিও অন্যান্ধান কিছু থাকে ভা-ও মিটিয়ে ফোলা সঞ্জব। এর প্রমাণ নকাই সালে এরশানবিবাহী আন্যোলন ও প্রপ্রাক্তি কাইটা প্রদান স্থান স্থ

ুলাইবাৰ : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ
ক্রান্তব্যক্তি কর্মাদের যে স্বেটিটলোর কথা কলা হয় এদের মারা পার্থনিতী ভারত, পান্ধিতান,
ক্রান্তব্যক্তি কর্মাদের যে স্বেটিটলোর কথা কলা হয় এদের মারা পার্থনিতী ভারত, পান্ধিতান,
ক্রান্তব্যক্তি কর্মাদের যে ক্রান্তব্যক্তি ক্রান্তব্যক্তি ক্রান্তব্যক্তি ভারত্রাম সমদ্যা আমাদের
ক্রান্তব্যক্তি ক্রান্তব্যক্তি কর্মাদের ক্রান্তব্যক্তি ক্রান্তব্যক্তিক ক্রান্তব্যক্তি ক্রান্তব্যক্তিক ক্রান্তব্যক্তি ক্রান্তব্যক্তির ক্রান্তব্যক্তি ক্রান্তব্যক্তির ক্রান্তব



বার্লা 🚳 পার্বত্য শান্তিচুক্তি : প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া (১৮-ডেম বিসিংগ্রম)

ভূমিকা ; প্রায় দই ফুগ ধরে আত্মঘাতী তৎপরতায় লিঙ শান্তিবাহিনীর সাথে তৎকালীন আওয়ামী 🗞 সরকার ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর চডান্ত শান্তিচক্তি সম্পাদন করেছে। শান্তির অন্তেষায় শান্তিবাচিক্তি রাজনৈতিক সংগঠন জনসংহতি সমিতির সাথে দীর্ঘ আলোচনা ও অবশেষে শাস্তিচুক্তি দেকে অভ্যন্তরীণ আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে এ ব্যাপারে 'ওয়াশিংটন পোষ্ট' পত্রিকা মন্তব্য করে, 'এই শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে বাংলাদে দীর্ঘদিনের একটি বিদ্রোহের অবসান ঘটিয়েছে।' ইউনেঙ্কো বাংলাদেশের তৎকালীন ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে এ অঞ্চলের বিরাজি দীর্ঘদিনের রক্তপাত ও জাতিগত সহিংসতা অবসানের খীকৃতিস্বরূপ শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করেছে।

ইতিহাসের ধারাবাহিকতা : পার্বত্য চট্টগ্রামের অশান্তির ইতিহাস দীর্ঘ, মর্মান্তিক এবং রক্তাত এলাকায় উপজাতীয় বসতি স্থাপিত হয় কয়েক শতাব্দী পূর্বে । ১৪১৮ সালে চাকমা রাজা মুআন িন্নী বার্মা থেকে বিতাড়িত হয়ে কক্সবাজারের রামু ও টেকনাফ এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে চাক্য ও মগরা (মার্মা) পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। ১৬৬৬ সালে মুঘল সম্রা আওরঙ্গজেবের সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম মুঘল শাসনাধীনে আসে। এরপর বাঙালিরা চাকমা রাজ্য আমন্ত্রণে সমতল ভূমি থেকে পার্বত্য এলাকায় বসবাস করতে শুরু করে। ১৯২০ সালে পার্বন্ত চত্ত্রগ্রামকে ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেলের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা ঘোষণা করে বিশেষ মর্যাদা দেয়। হয অতঃপর ১৯৫৭ সালে র্যাডক্রিফ মিশন পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করে। ১৯৬০ সার পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পর কাপ্তাই কৃত্রিম হদ সৃষ্টি হলে বিপুলসংখ্যক উপজাতীয় পরিবার তালে ফসলি জমি ও বাস্তভিটা হারায়। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার উপজাতীয়দের ক্ষতিপুরণের ব্যবহ্ করলেও উপজাতীয়দের কাছে এটি একটি গভীর ক্ষত হিসেবে কাজ করে।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পর পার্বত্য চট্টগ্রামে এক নতুন সংকট সৃষ্টি হয়। ১৯৭২ সালে উপজাতীয নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির কাছে ও তংকলি গণপরিষদে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বিশেষ মর্যাদা ও স্বায়ন্তশাসনের দাবি জানিয়ে ব্যর্থ হন। পার্থা জনগণের দাবি মেনে নিতে নতুন সরকারের ব্যর্থতার ফলে ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে লারমার নেতৃত্ব পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নামে পাহাড়ি জনগণের একটি রাজনৈতিক সপ্তাঠন গড়ে 🕬 পরবর্তী সময়ে এর সঙ্গে যোগ হয় শান্তিবাহিনী নামে একটি সামরিক শাখা। ১৯৭৫ সালের ^{আগী} মাসে শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড জনসংহতি সমিতির ইতিহাসে এক সঙ্কটময় অবস্থার 💯 করে। লারমা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যান। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে শান্তি^{বাহিন} সামরিক দিক থেকে অধিকতর সংগঠিত হয়। এর সদস্য সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। বাহিনীর জন্ম ও বিকাশের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের আত্মরক্ষার সংগ্রামের রাজনৈতি কৌশল সশস্ত্র রূপ লাভ করে। '৬০, '৭০ ও '৮০-এর দশকে মানবেন্দ্র লারমা ছাড়াও পার্বতা স্টার্থ জুন্মু জাতীয়তাবাদের বিকাশে যারা বিশেষ ভূমিকা পালন করেন তাদের অন্যতম হলেন বিহারী গ্^{নিস} জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, বীরেন্দ্র কিশোর রোয়াজা প্রমুখ।

ক্ষ্মিত শাস্তি আলোচনা : পার্বত্য সশস্ত্র সংঘাত অবসানের লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে প্রথম আলোচনা শুরু হয় ১৯৮৫ সালে, জেনারেল এরশাদের শাসনামলে। ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত মূলত সেনা স্মাকর্তাদের সঙ্গে জনসংহতি সমিতির এই শান্তি আলোচনা চলে। এ সময় ১৯৮৯ সালের ২ জ্বলাই পার্বতা ্রাপ্তাম স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের অধীনে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন করা 👊 । এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয় উপজাতীয়দের মধ্য থেকে। প্রতি জেলায় ৩০ ্রুল সদস্য রাখা হয় যার, এক-তৃতীয়াংশ বাঙালি এবং দুই-তৃতীয়াংশ বিভিন্ন উপজাতীয় জনগোষ্ঠী থেকে। জ্ঞি সন্তু লারমার নেতৃজ্বাধীন শান্তিবাহিনী এই সরকারের তীব্র বিরোধিতা তরু করলে পরিষদের হাতে যে ১২ ধরনের ক্ষমতা হস্তান্তর হওয়ার কথা ছিল তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত শান্তিবাহিনীর সঙ্গে ১৩ দফা ঠেক হয়েছে। তৎকালীন যোগাযোগমন্ত্রী কর্নেল অলি আহমেদের নেতৃত্বাধীন একটি জাতীয় কমিটি ুত্র শান্তি আলোচনা পরিচালনা করে। এ পর্যায়ের শান্তি আলোচনায় বামপন্থী নেতা রাশেদ খান মেননও স্কমন্তপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তবে উপরিউক্ত দু পর্যায়ে কোনো বৈঠকেই সমস্যার কোনো ইতিবাচক সমাধান বেরিয়ে আসেনি।

আওয়ামী পীগ সরকার ১৯৯৬ সালের ২২ জুন ক্ষমতায় বসার পর আবার নতুন করে শান্তিবাহিনীর সঙ্গে আলোচনা গুরুর উদ্যোগ নেয়। পার্বত্য চউগ্রামে শান্তি স্থাপন এবং সমস্যার রাজনৈতিক সমধানের লক্ষ্যে '৯৬ সালের ৩০ সেন্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১১ সদস্যের একটি জাতীয় কমিটি গঠন করেন। কমিটির প্রধান হিসেবে মনোনীত হন তৎকালীন চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবনুব্রাহ। শান্তি আলোচনার পাশাপাশি ১৯৯৭ সালের ১ আগন্ট থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্ত্র বিরতি তরু হয়। সরকারের সাথে আলোচনাকালে জনসংহতি সমিতি ৫ দফা দাবি পেশ করে। দাবিগুলো নিম্নরূপ :

- বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি নির্বাচিত আঞ্চলিক পরিষদের কর্তৃত্বাধীন পৃথক স্বায়ন্তশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা প্রদান, যার নাম হবে জুস্কুল্যান্ড।
- 🥹 পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসন্তাসমূহের জাতিগত সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান।
- 🤏 ১৯৪৭-এর ১৪ আগন্টের পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশকারী বহিরাগতদের প্রত্যাহার। পার্বত্য ভূমির ওপর পাহাড়ি স্বত্বের স্বীকৃতি।
- ৪. বিজিআর ক্যাম্প ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর সকল ক্যাম্প ও সেনানিবাস তলে নেয়া।
- ১৯৬০ সালের পর থেকে যেসব পাহাড়ি চট্টগ্রাম ছেড়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে, বাদের দেশে ফিরিয়ে আনা। জনসংহতি সমিতির সদস্যদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সকল আইনি পভিযোগ প্রত্যাহার এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।
- শান্তিচুক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য : মোট ২৬টি বৈঠক শেষে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে ্বিটিয়াসিক পার্বত্য শান্তিচ্নতি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মন্ত্রীবর্গ,

সশপ্ত বাহিনীর প্রধান এবং জনসংহতি সমিতির নেতৃতৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন পার্বত্য চট্টশ্রামবিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান আবুল হাসানাত আবলুলাহ ও জনসংহতি সমিতির পক্ষে জ্যোতিরিনে বোধিজিয় লাব্যয়া সের লাব্যয়া। শারিমচিক প্রধান বৈশিষ্টামধলা হলো

- ১. চুক্তি ৰাজবায়ন কমিটি: চুক্তিতে উভয় গক্ষ পাৰ্কত্য চাইমামকে উপজাতি অধ্যাবিত অঞ্চল হিলেবে বিবেচনা করে এই অঞ্চলের বৈলিট্টা সংগ্রক্ষণ এবং এ অঞ্চলের সার্বিক উন্নামন অঞ্চলি করার এবংয়াজনীয়ত প্রদিষ্টাক করেছেনা চুক্তি বার্ত্ববাদের জন্য ভিন্ন সলপার্বিকিট্টা হবে এই আধানমন্ত্রী কর্তৃক মানোনীত একজন সদস্য হবেন এর আহবারক। অন্যা দুজন সদস্য হবেন এর সাহার্ক্যাক স্থারক সংগ্রক্ত করিত সম্প্রকৃতিক স্থাকত স্থার প্রক্রিক স্থারক। আহবারক। আহবারক।
 - এ চুক্তিতে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের নাম পরিবর্তন করে পার্বত্য জেলা পরিষদ করা হয়। ৩. উপজাতীয় বলে তাকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যিনি উপজাতীয় নন এবং পার্বত্য জেলায় যার বৈধ জয়ি আছে এবং মিলি পার্বত্য জেলায় সুনামিটি ঠিকানায় সাধারণত করবাস করেন। চুক্তিতে ১৯৮৯ সালের রায়মান্ট, পার্কাড়িত ত বান্দরবান স্থানীয় সকলার পরিষদ আইন কিন্দিটির বিভিন্ন ধারা পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন করার বান্দারে উচ্চা পার করকার করেন। করিছে বারা পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন করার বান্দারে উচ্চা পার করকার করেন্ত করেন্তেন বেল উন্তথ্য করা হয়েছে।
- হু ভূমি প্রদক্ষ : পার্বভা জেলা এলাকাধীন বন্দোবন্তযোগ্য খাসজমিসাহ কোনো জাহগাজমি পরিখনে পূর্ব-জন্মোদন ছাড়া ইজারা প্রদানসহ বেশাবন্ত, ক্রম-বিজয়র ও হস্তাপ্তর করা মানে লা। তবে রক্ষিত কনাঞ্চল, কারাই জলবিন্দুত প্রকল্প এলাকা, বেতবুদিনা ছু-উপ্পাহ এলাকা, মান্ত্রীয় দিয়েকাবলা ত সকলারের নামে বেকভর্তৃকত ভূমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না। পার্বভা কোবালা ত সকলারের নামে বেকভর্তৃকত ভূমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না। লাকার কোবালা কারা ক্রমে প্রায়াক করা মানে না। কারাই ক্রমের ক্রমের করা মানে না। কারাই প্রদের ক্রমের কারা মানে না। কারাই প্রদের ক্রমের ভালা ভালা জামি আয়ারিকার ভিত্তিত জমির ফা মান্সিকদের বলোকার সেয়া হবে।
 - পরিখদ ভূমি উন্নয়ন কর আনায় করাবে এবং আদায়কৃত কর পরিখনের তহবিলে থাকবে। সরবল্য প্রশীত কোনো আইন পরিখনের বিবেচনায় 'কটকা' বা 'আপত্তিকর' হলে দিখিত আবেদন পের্তা সরবকার তা বিবেচনা করাতে পারবে। পরিখনের বিষয়সমূহের মধ্যে কৃতিমূলক শিকা, মাতৃভাগে মাধ্যমে শিক্ষা ত মাধ্যমিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- প্রভাবে জেলা থেকে দুজন করে নির্বাচিত হবেন। উপজাতীয় মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকমা উপজাতি থেকে একজন ও অন্যান্য উপজাতি থেকে একজন নির্বাচিত হবেন। গরিষদের প্রক্রোদের জন্য তিনটি আসন সংবন্ধিত রাখা হবে এক-ভূতীয়াংশ অ-উপজাতীয় থেকে।
- ভিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারবলে পরিষদের সদস্য হরেন। পরিষদের মেয়াদ ছবে ৫ বছর। পরিষদে সরকারের যুগাুসচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকবেন এবং ব্যক্ত উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
- পরিষদে তিনাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অবীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকাও সমন্ত্র্যা সাধনা করাসাহ তিনাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আগুভাবীন ও এদের ওপর অপিত বিষয়াদি সঠিক জুবাধনা ও সমন্ত্র্যার এই সাধন্য করাবে। আজাকি পরিষদের চিন্তার ই বাহ ভূজাও গারীসালসাহে স্থামীণ পরিষদ্যসমূহেও এই পরিষদের তাত্ত্ববানে থাকবে। এছাড়া প্রশাসন, পরিকল আইনপূল্লালা উন্নয়ন, দুর্ব্বেলা ব্যবস্থাপনা, এনজিভাবদের কর্মানিজীর সমন্ত্র্যার সাধন, উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার কর্মিয়ভলা একাছ কর্মী শিক্ষার লাগিকে প্রভাবি প্রকাশ করাবে।
- পার্বন্ত। চার্ট্রমাম বোর্ড পরিষদের তত্ত্বোবধানে থাকবে। সরকার একজন উপজাতীয়কে অ্রাধিকার জিন্তিতে এর চ্যোয়বাদা হিসেবে নিয়োগ করকে। ১৯০০ সালের পার্বন্ড। চার্ট্রাম শাসনবিধি ও জন্মাদা সংশ্লিক আইনে কোনো অসমতি থাকলে তা দূর করা হবে। আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না জন্মা পর্যন্ত সকলার অবর্ধবীকাদী আঞ্চলিক পরিষদ গঠিন করকে।
- নিয়োক উৎস থেকে পরিবদের তহবিল গঠিত হবে: জেলা পরিষদ, পরিবদের ওপর নান্ত সম্পতি, মুরুজার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুনান, কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদাত অনুনান, পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ থেকে হুনাফা, পরিষদ থেকে প্রাপ্ত যে কোনো অর্থ, সরকারের নির্দেশ পরিষদের ওপর নান্ত অন্যান্য আরের উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ।
- ৪. পুশর্বাদন ও সাধারণ ক্ষমা : চুক্তি মোতাবেক পরণার্থী প্রত্যাবাদন অব্যাহত থাকবে এবং একটি উচ্চজ্যোগর মাধ্যমে তালেন পুশর্বাদনের বাবস্থার করা হবে। দুর্মি ছারিণ কাছ করু নরার বাগারে চুক্তিত উচ্চল পুল একমত হন। আছল ছারণালারিন বিষয়ে বিরোধ দিবারে করা।
 ক্ষমিত করা করে বাক্তির নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করা হবে। উপজাতীয় পরণার্থীদের ক্ষপ-সূদ শক্ষম্প করা হবে। চাকরি ও উচ্চশিক্ষার জন্য কেটা বাবস্থা বহাল থাকবে। উপজাতীয় কৃষ্টি ও
 পাইচিক স্বাজ্ঞার ক্রমার বাম্বার বের্মিক।
- গোনিক বিষয় জেলা পরিবাদের অধীলে বাবদের: পূর্বত তেলা পরিবাদের কার্য ও দার্ঘান্তের মাধ্যে নির্মানিক নিয়রতালা অনুষ্ঠিও থাকারে: ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, পূলিপ, উপজাতীয় আইন ও সামাজিক চিত্রা, তুকবালা, পরিবাদেশ সংকাশ ও উইনানা পরিবাদ কার্যান্ত উইনালা পরিবাদ কার্যান্ত ইয়ঞ্জনের ট্রান্ট ও অদ্যান্য স্থানীয় শাদান সংকাশ প্রাক্তির কার্যান্ত কার্যান্ত কার্যান্ত প্রাক্তির প্রাক্তির প্রাক্তির কার্যান্ত কার্যান্ত

জ্বলা পরিষদ যে সকল সূত্র ও ক্ষেত্র থেকে কর, টোল ও ফিস ইত্যাদি আদায় করতে পারবে স্বৈত্যো হলো : অযাত্রিক যানবাহনের রেজিট্রেশন ফি, পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর কর। ভূমি ও দালান-কোঠার ওপর হোন্ডিং কর, গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের কর, সামাজিক বিচারের ফিস সরকারি ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ওপর হোল্ডিং কর, বনজ সম্পদের ওপর রয়্যালটিত অংশবিশেষ, সিনেমা, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির ওপর সম্পর্ক কর, খনিজসম্পদ অন্তেষণ ক্র নিষ্কর্যণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তক প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্র বা পাট্টাসমূহ সত্রে প্রাপ্ত রয়্যালটিব অংশবিশেষ, ব্যবসা, লটারি ও মৎস্য ধরার ওপর কর। নির্বাচনে প্রতিম্বন্দ্রিতা করতে হলে অ উপজাতীয়কে সংশ্রিষ্ট সার্কেল প্রধানের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হবে। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের শপথ করাবেন একজন বিচারপতি। জেলা পরিষদের মেয়াদ বর্ধিত হতে তিন বছরের স্থলে পাঁচ বছর। পরিষদের সভায় চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে তথু উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত করতে পারবেন। পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হবেন একজন উপসচিবের সমকক্ষ। এ পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। পরিষদ বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করবে। তবে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে নিয়োগ করতে পারবে এবং তানের বদলি ও অপসারণ ইত্যাদি এর ওপর ন্যন্ত হবে। কিন্তু কর্মকর্তাদের নিয়োগ করবে সরকার। তাদের বদলি, বরখান্ত ইত্যাদিও সরকারই স্তির করবে।

চক্তিতে জেলা পরিষদগুলোকে বাজেট প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। পরিষদের কার্যকলাগের সামঞ্জস্য সাধনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সরকার পরিষদকে পরামর্শ প্রদান ও অনুশাসন এবং প্রয়োজনে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাওয়া এবং পরামর্শ বা নির্দেশ দিতে পারবে। পরিষদ বাতিলের ১০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান চুক্তিতে রাখা হয়েছে। পরিষদ পুলিশের সাব-ইন্সপেটর ও অধস্তন স্তরের সকল সদস্যকে নিয়োগ করবে এবং এক্ষেত্রে উপজাতীয়গণ অ্যাধিকার পাবে।

উপরোক্ত বিশ্রেষণ থেকে যেসব উল্লেখযোগ্য দিক পরিলক্ষিত হয় সেগুলো হলো :

- পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করা হবে।
- স্বাক্ষরের পর থেকেই চুক্তি বলবং হবে।
- বিভিআর ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলী কদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্তায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হবে।
- পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল সরকারি, আধা-সরকারি, পরিষদীয় ও স্বায়ন্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে সকল তরে নিযোগে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
- পার্বতা চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হবে। একজন উপজাতীয় এই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হবেন
- রাভামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনসমূহ পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোকন করা হবে।
- পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের নতুন নাম হবে পার্বত্য জেলা পরিষদ।
- প্রতি জেলা পরিষদের তিনটি মহিলা আসনের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ অ-উপজাতীয়দের জন্য সংবক্ষিত থাকবে।
- পরিষদের সাথে আপোচনা ছাড়া সরকার কোনো জমি, পাহাড ও বনাঞ্চল অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করবে ন
- কাপ্তাই হদের জলে ভাসা জমি অগ্নাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদের বন্দোবস্ত দেয়া হবে।
- মাতভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চালু হবে।
- তিন জেলা সমন্ত্র্যে ২২ সদস্যবিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হবে। এর মেয়াদ হবে ৫ বছর

লার্বতা জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন। তার পদমর্যাদা হবে ্যক্রজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি হবেন উপজাতীয়।

অভিষদের মুখ্য কর্মকর্তা হবেন একজন যুগ্য সচিব পর্যায়ের ব্যক্তি। উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রধিকার দেয়া হবে। আম্বর্জিক পরিষদ তিন জেলা পরিষদের উনুয়ন কর্মকাণ্ড সমন্ত্রয় সাধন এবং তত্ত্বাবধান করবে।

ত্রপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভক্ত থাকবে এবং পরিষদ ভারী লিক্ষের লাইসেন্স প্রদান করবে।

১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি এবং অন্যান্য আইনে অসঙ্গতি থাকলে তা দুর করা হবে।

আর্ব্রভা শান্তিচুক্তির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব : পার্বত্য শান্তিচুক্তির আর্থ-সামাজিক ও নাজনৈতিক প্রভাব সুদুরপ্রসারী। পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন প্রায় সমগ্র দেশের এক-দশমাংশ। এখানে রয়েছে প্রচর পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ। শান্তি বাহিনীর উপস্থিতির কারণে এতদিন এখানে উন্নয়ন আঁকাও সম্ভব হয়নি। এখন সে অনিশ্চয়তার অবসান হয়েছে। শান্তি বাহিনীই এখন মূল কর্মকাণ্ডের নততে এসেছে। ঐ অঞ্চলের সকল কর্তৃত্ব ও উন্নয়নের ভার এখন তাদের নেতাদের হাতে অর্পিত। স্তরাং রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে যেমন ঐ অঞ্চলে অস্তিরতা দুর হয়েছে, তেমনি সামাজিক ক্ষেত্রে সহাবস্তানের ফলে শান্তির বার্তা নিয়ে এসেছে। ইতিমধ্যেই সরকার ঐ অঞ্চলকে বিশেষ মর্যাদা নিয়ে উন্মানের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। তাছাড়া পার্বত্য অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও তার ঞ্চামধ ব্যবহারের জন্য দাতাগোষ্ঠীর সাথে সংলাপ শুরু হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের ভূমি উন্নয়ন, শিল্প-করখানা স্থাপন, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো, প্রশাসন প্রভৃতি উপজাতীয়দের হাতে অর্পণ করায় তারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য উনুয়নে সচেষ্ট হয়েছে। সরকার ভূমি বণ্টন, পুনর্বিন্যাস, প্রশাসনিক সংস্কার, ছানীয় সরকার গঠন ও বিশেষ মন্ত্রণালয় গঠনের মতো যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা ঐ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উনুয়নে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। এসব উনুয়ন কর্মকাণ্ডে পাহাড়ি ও বাঙালিদের মৌধ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গোলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

্যাল দেশের চাকরি, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাদের জন্য কোটা নির্বাচন ও পার্বত্য অঞ্চলে এক্ষেত্রে অনের বিশেষ সুবিধা দানের ফলে তারা অগ্রসর জাতিতে পরিণত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, যা দেশের শার্কিক উনুয়নে সকল জনশক্তির সৃষ্ঠ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে। দেশের সকল নাগরিক সমান মর্যাদার ^{অধিকারী} এবং জাতীয় উন্নয়নে সকলের অংশগ্রহণের ফলে দেশের আরেক ধাপ অঞ্চাতির সম্ভাবনা সৃষ্টি ^{ইয়েছে।} মোট কথা, পার্বত্য শান্তিচুক্তি একটি অনিবার্য রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং এর সফল ^{বারবা}মনই দেশ তথা পার্বত্য অঞ্চলে শান্তির সুবাতাস ও স্থিতিশীলতা আনয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

^{উপস্থার} : পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ এখন অরাজকতা ও অস্থিতিশীলতা থেকে পরিব্রাণ পেতে চায়। পরিবর্তে চায় সহাবস্থান, যাতে থাকবে পারম্পরিক উপলব্ধি আর সংবেদনশীলতার উজ্জ্বল ্বিস্ত । এই প্রত্যাশার ফলে যদি পার্বত। চট্টগ্রামে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে সৌন্দর্যের পরিকা চালাম দেশী-বিদেশী সকলের কাছে এক আকর্ষণীয় ক্ষেত্র হিসেবে পরিগণিত হবে। জ্ঞান সেশানব্যনা কর্মনিতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, তেমনি পার্বত্য ক্ষিত্র বিসেবে যেমন দেশের অধনোতক ভারধনে কমস্বযুগ ভূগনা নাম , , ভূতি বিশ্ব বাকা প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেল উত্তোলনের মাধ্যমে পর্বিত্য চট্টগ্রামের অধিবাদীদের ক্ষানাজিক উন্নয়নও নিশ্চিত হবে। **18-18-18-18-18-18**

শিল্প-বাণিজ্য-অর্থনীতি

বালোদেশের পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ

(৩৩তম বিসিএস)

ভূমিকা : পাট বাংলাদেশের একটি অন্যতম অর্থকরী ফসল। এক সময় পাটকে বলা হতো সোনান্ন আঁশ। আর তাই পৃথিবীর বৃহত্তম পাটকলটিও ছিল বাংলাদেশে। অথচ সে পাট আজ আর আংগ অবস্থানে নেই। সার্বিক কৃষিধাতের যে নেতিবাচক অবস্থা পাটশিল্পের ক্ষেত্রে এ অবস্থা আরো নাভ্ত ইতিমধ্যে আদমজী জুট মিলসহ অনেকগুলো জুট মিল বন্ধ হয়ে গেছে। সরকারি-বেসরকারি নির্বিশ্রে প্রতিটি পাটকলই এখন লোকসানি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ফলে বাধা হয়েই উদ্যোক্তাদেরকে এ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ করতে হচ্ছে। কিন্তু এ বন্ধের প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। পাশ্বর্বর্তী লে ভারত যেখানে নতুন নতুন পাটশিল্প স্থাপন করে বাংলাদেশ থেকে পাট আমদানি করছে সেখান বাংলাদেশ কেন তার চাঁলু মিলগুলোকে লাভজনক করতে পারবে না। পাটের গতানুগতিক ব্যবহা ্হাস পেলেও এর বিকল্প ব্যবহারও আবিষ্কৃত হয়েছে।

বাংলাদেশে পাটশিল্পের বিবর্তন : বাংলাদেশে পাটশিল্প বিবর্তনের সুনীর্য ইতিহাস রয়েছে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

- পাটশিল্পের সূচনা : বাংলাদেশে পাটশিল্পের সূচনা ১৯৫২ সালে এবং এই সূচনা বেসবর্গনী শিল্পোদ্যোক্তাদের দারা সৃষ্টি হয়। ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে বেসরকারি শিল্পোদ্যোক্তানে দ্বারা এ দেশে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম পাটশিল্প স্থাপিত হয় এবং বিশ্ব বাজারে পাটগাত রপ্তানিতে বাংলাদেশ সেরা প্রমাণিত হয়, দেশে পাটপণ্য শ্রেষ্ঠ রপ্তানির আয়ের খাত হিসে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, দেশের পাটশিল্পে প্রায় ২ লাখ শ্রমিক-কর্মচারীর কর্মসংস্কান হয়।
- পাটশিল্পের পরিত্যক্ত অবস্থা : ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা ফুদ্ধ তরু হয় এবং সেই বছর ডিসেই রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের ফলে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। এক শ্রেণীর পার্টশিল্প স্থাপনর্থ অস্থানীয় শিল্পপতিরা স্বাধীনতা যুদ্ধের পর এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ত করে। ফলে এই সকল পাটশিল্প ১৯৭১-৭২ সালে পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে। অস্থানীয়দের ^ছ স্তাপিত পাটকল মালিকরা দেশ ত্যাগ করার কারণে সকল পাটকল 'পরিত্যক্ত' হয়ে পড়ে।
- পাঁটকলের রাষ্ট্রীয়করণ : বাংলাদেশ সরকার সমাজতল্পের রাজনৈতিক দর্শনে পরিচালনার অংশ ^{হিটে} 'পরিত্যক্ত' পাটকলের সাথে স্থানীয় বাংলাদেশী উদ্যোক্তাদের দ্বারা স্থাপিত পাটকলসহ দেশের ^স পটিকলকে ১৯৭২ সালে 'রাষ্ট্রায়ন্ত' করে নেয় এবং রাষ্ট্রায়ন্ত ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ ছুট বি কর্পোরেশন (বিজেএমসি) স্থাপন করে দেশের সকল পাটকল পরিচালনার ব্যবস্থা অবলম্বন করে। কর্পোরেশনের মাধ্যমে পরিচালিত দেশের পাটকলসমূহ ক্রমাগত লোকসান দিতে থাকে।

- পাটকলের বিরাষ্ট্রীয়করণ : ১৯৭৯ সালে 'জিয়া সরকার' পাট শিল্পখাতকে বিরাষ্ট্রীয়করণ কার্যক্রম শুরু করেন। ১৯৭৯-৮০ এর মধ্যে ৭টি পাট-সূতাকল বেসরকারি খাতে হস্তান্তর করেন—যার মধ্যে বাংলাদেশীদের দ্বারা স্থাপিত ৩টি পাট-সূতাকল পূর্বতন দেশীয় মালিকদের নিকট হস্তান্তর করেন, বাকি চারটি বিক্রয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশীদের নিকট হস্তান্তর করেন এবং পাটশিল্প স্থাপন বেসরকারি উদ্যোক্তাদের নিকট উন্যক্ত করে দেন।
- বিরাষ্ট্রীয়করণ স্থিমিত : ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমান শাহাদাতবরণ করলে জিয়া সরকারের শিল্প উপদেষ্টা শফিউল আজম পরবর্তী সরকারের আমলেও উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োজিত হন এবং পাটশিল্প বিরাষ্ট্রায়করণ নীতি অব্যাহত রাখেন। ১৯৮২-৮৪ সালে বাংলাদেশীদের দ্বারা স্থাপিত পাটকলসমূহের মধ্যে ৩৫টি পাটকল পূর্বতন বাংলাদেশী মালিকদের নিকট হস্তান্তর করা হয়। কিছদিন পর সফিউল আজম উপদেষ্টার পদ থেকে বিদায় হন এবং পাটকল বিরষ্ট্রীয়করণ কার্যক্রে আর অগ্রসর হয়নি।
- আর্থিক সহায়তা : ১৯৮২ সাল থেকে পাটশিল্প সরকারি-বেসরকারি দটি খাতে পরিচালিত হতে থাকে। বিরাষ্ট্রীয়করণের পর ১৯৮৩-৮৫ সময়ে বিরাষ্ট্রীয়কৃত বেসরকারি মিলসমূহ মুনাফা অর্জন করে, যদিও ঐ সময়ে সরকারি খাতের পাটকল (বিজেএমসির মাধ্যমে পরিচালিত) ক্রমাগত লোকসান দিতেই থাকে। তৎকালীন সরকার তখন পাটশিল্প সম্পর্কে যে সকল নীতি অবলম্বন করে তাতে সরকারি খাতে পাটকলগুলো আরো বেশি লোকসানে পতিত হয় এবং বেসরকারি খাতের পাটকলসমূহ লাভজনক থেকে লোকসানে পতিত হয়। এমতাবস্থায় সরকার সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের পাটশিল্পকে টিকিয়ে রাখতে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান পস্তা অবলম্বন করে। এতে সরকারের রাজস্ব খাত থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ হতে থাকে।
 - সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ : সরকারের রাজস্ব খাত থেকে বিপুল অর্থ ব্যয় রোধকল্পে ১৯৯০ সালে বিশ্বব্যাংক একটি সমীক্ষা পরিচালনাপূর্বক পাটশিল্পকে লাভজনক করার একটি সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করে। ঐ সংস্কার কর্মসূচি ১৯৯২ সালে শুরু হয়ে ১৯৯৫-৯৬ সালে শেষ হয়। এতে বিশ্বব্যাংকের প্রতিশ্রুত ২৫০ মিলিয়ন ডলার প্রদানের অঙ্গীকার থাকলেও মাত্র ৪৫ মিলিয়ন ডলার প্রদান করা হয়। মেয়াদান্তে দেখা যায়, বিশ্বব্যাংকের ফর্মুলায় গৃহীত সংস্কার কর্মসূচি বাংলাদেশের সরকারি খাত বা বেসরকারি খাতের পাটশিল্পকে স্বয়ম্ভর করতে বার্থ হয়েছে। বিশ্বব্যাংকও এই বার্থতার কথা স্বীকার করেছে।
 - বিশ্বব্যাৎকের সহায়তা কামনা : বিশ্বব্যাংক, পাট খাতের সরকারি (বিজেএমসি) ও বেসরকারি (বিজেএমএ ও বিজেএসএ) উভয় খাত মিলিতভাবে পার্ট মন্ত্রণালয়ের ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নতুনভাবে আরেকটি পাটশিল্প সংস্কার কর্মসূচি প্রণয়নপূর্বক বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তা কামনা করার পরামর্শ দেয়। সে উদ্দেশ্যে পাট মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৯৭ শালের অক্টোবরে ঐ রিপোর্ট পাট মন্ত্রণালয়ের নিকট পেশ করা হয়। কিন্তু পাট মন্ত্রণালয় তথা শরকার উক্ত রিপোর্টের ওপর কোনোরূপ কার্যক্রম এ যাবত গ্রহণ করেনি।

৬৪৪ প্রফেসব'স বিসিএস বাংলা

- ৯. পাটকদের লোকসান: বিধবাছেন সংবাহ কার্যনূচি সমাপনের পর ১৯৯৭ সালে বিশ্ব বাজারে পাটাজতে পথা বার্ত্তানির দাম অব্যক্তভাবে এয়ন পায়, কবল সকল পাটকলাই লোকসানে পতিত হয়। সক্ষরর আবার ১৯৮৮ সালে রাজহ খাত থেকে এই পণা ব্রত্তানিত দাদা আর্থিক সহায়তা আব্র করে, এই লগাদ আর্থিক সহায়তা আব্রুজ করে, এই লগাদ আর্থিক সহায়তা প্রকল্যনের জন্ম পর্যন্ত ছিল না। ফলপ্রুতিতে সকল পাটকল কমারেশি লোকসান নিতে আঁকে।। বেসরকারি মিলসমূহের মধ্যে আনেক মিল কথা হয়ে পড়েও কোনো বোলা নিল বন্ধ হয়ে যায়।
- ১০. বাজেটের মাধ্যমে সহায়তা : লোকসান অবস্থা সরকারি মিলেও থাকার কারণে সরকারি মিলসমূহ চালু রাধার প্রার্থে ১৯৯৬ সাল সেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত সরকারি মিলকে বিজেঅমিস) বালাসেশ সরকার বাজেট বরান্দের মাধ্যমে ৫০৫ কোটি টাকা সহায়তা প্রদান করে, কিন্তু বেশরকারি মিলের লোকসান অবস্তার অধ্যক্ত পরিস্থিতিতে সরকার কোনোকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করেনি।

বাংলাদেশের পাটশিক্সের সমস্যা : বাংলাদেশের পাটশিল্প আজ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। যেমন

- লোকসানি মিলে পরিণত : দেশের সরকারি বেসরকারি প্রায় সবগুলো ভূট মিলই বর্তমানে লোকসানি মিলে পরিণত হয়েছে। এসব মিল বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় এগুলো নিয়ে উভয় সবকটোর সৃষ্টি হয়েছে।
- শার্টোর বিকল্প আবিষ্কার : দেশে অভারত্তীণ ক্ষেত্রে প্রাণ্টিকসহ অন্যান্য বিকল্প আবিষ্কৃত হওয়ায় পার্টোর চাহিদা বেশ হ্রাস পেরেছে। অবশ্য সরকার পশিথিন বন্ধ করায় এক্ষেত্রে কিঞ্জিত সঞ্জবনা জেপে উঠে। কিন্তু সে সন্ধাবনাকেও আমরা এখন পর্যন্ত কাজে লাগাতে পারিনি।
- ৩, সিবিএ সংগঠনের প্রভাব : বাংলাদেশের পাটকলগুলোতে সিবিএ নামের সৈতোর প্রভাবে প্রয়োজনীয় সংজ্যর সাধার করা যাথের দা। মধ্যে প্রয়োজনের অভিরক্তি প্রশিক্ত, ক্রম দুর্মাভিকার দানা সময্যায় জানিক বিশাভলো একের পর এক বার হেছে। অথবা বাংলাদেশের পাট আমদানি করে ভারত একের পর এক নতুন নতুন ছটি মিল স্থাপন করেছে।
- পাটের উৎপাদন হোস: বাংলাদেশে পাট উৎপাদনের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হাস পেরছে। বিশেষ করে ভারতের অনুনত বীজ উৎপাদনে ব্যাপক নেভিবাচক প্রভাব ফেলছে। তাছাড়া ন্যায় দাম না পেরে কৃষকরাও পাট উৎপাদনের আর্থহ হারিয়ে ফেলছে।

পাটশিক্সের বর্তমান অবস্থা : বাংলাদেশের সোনালী আঁশ বলে খ্যাত পাটশিক্সের অবস্থা বর্তমানে পুর^হ করুল । নিচের এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

- হন্ত যিল ও শিলিহ বিল বন্ধ: বাংলাদেশে পাটোর শোদনীয় অবস্থার প্রেক্তিত একে একে আনে নামবার স্থাট লিল ও শিলিহ বিল বন্ধ হয়ে যাগেছ। মোনন-নামানপথ্যে অর্বাইত (আদমলী ইটিনা (বিশ্বের বৃহত্তম স্থাট নিল) লোকস্যানের কারণে বন্ধ হয়ে যায় ৩০ জুন ২০০২। এতে দেশের পাটিশিক্ত মুখ্যতে পড়ে।
- ২ পাট চাৰ ফ্রাস: বর্তমানে বাংলাদেশে পাট চাষের জৌলুস আর নেই। বাজারে পাটের নিরস্^{না}, সরকারের অনীহা, পাটকল বন্ধ ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশে দিন দিন পাট চাষ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে গ্রাস পাছে।

- ৪ উৎপাদন ও বিভরণ লক্ষ্যমাত্রার ভারতম্য: ২০১১-১২ অর্থবছরে বিএভিসির পাটবীজের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ১৬৫০ মেট্রিক টন একং বিভরণের লক্ষ্যমাত্রা ১৫৮৯ মেট্রিক টন। পাটের এ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা যেনে আর্থিত হওয়া বর্তমান পরিস্থিতিতে অসম্ভব, তেমনি বিভরণ লক্ষ্যমাত্রাও ট্রান্টি পূরণে অক্ষম।
- আন্তর্জাতিক সুযোগ কাজে লাগানো নিয়ে সংশয়: আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচা পাটের দাম বেশ
 চাঙ্গা। একইভাবে পাটজাত পণ্যের বাজার সম্প্রদারণমূখী। এই সুযোগটি আমরা কতটা কাজে
 লাগাতে পারবো তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে।
- ৫. অভ্যন্তবীণ বাজার শক্তেচিত : আদমজী জুট মিলসহ ৫টি জুট মিল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পাটের জভারতীণ বাজার সংস্কৃতিত হয়ে পড়ছে। পাটাজাত পদা রক্তারিতে এর বিরক্ত প্রচার পড়ছে। আদিরে, পাটের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রধান প্রতিকল্পী ভারতে পাটের আবাদ-উৎপাদন বাড়ছে। পাট উৎপাদন বাড়ানের জন্ম চারীদের নানাভারে উপাদিত ও সহযোগিত করা হছে।
- ৬, পাট চোরাই পথে পাচার: ভারত এতি বছর যে পরিমাণ পাট বাংলাদেশ থেকে আমদানি করে ভার চেয়ে করেকতব বেলি পাট চোরাপারে টেনে দেয়। ভারতের ৭৫-৮০টি জুট মিল কোনো না কোনোভারে বাংলাদেশের পাটের ওপর নির্ভর করে রারা বরতর চালু থাকে। পাটের এই উৎসটি বন্ধ হলে এতেগার অধিকাশেই রাভারাতি বন্ধ হয়ে যাবে।
- ৭. বেসবকারি থাতের শোচনীয় অবস্থা : সরকারি থাতের পাণাপানি আমাদের বেসবকারি থাতের অবস্থাত সদীন ও শোচনীয় । বেসবকারি জুট মিল আমোসিয়েশানের আনেক ফিল্টে একন বন্ধ। আনে বেজারারিক ৩৫টি জুট মিলের ৩০টি এবং ১০টি শিনিহ মিল বন্ধ বলে জানা পেছে। কাঁচা গাটোর পর্বাপ্ত আত্তি সম্প্রেক জুট মিলতলো এই করন্দা ও মর্মান্ত্রিক মন্যান্ত্র পান্ত্র নামান্ত্র পিত্র স্থানিক স্বাধ্য কর্মান্ত্র কর্মনান্ত্র স্থানিক স্বাধ্য কর্মনান্ত্র কর্মনান্ত কর্মনান্ত্র কর্মনান্ত কর্মনান্ত্র কর্মনান্ত কর্মনান্ত কর্মনান্ত কর্মনান্ত কর্মনান্ত কর্মনান্ত কর্মনান্ত্র কর্মনান্ত কর্মনান্ত কর্মনান্ত কর্মনান্ত কর্মনান্ত কর্মনান্ত্র কর্মনান্ত কর্মনান্ত

বাংলাদেশের পাঁটশিল্পের ভবিষ্যঙ্[†]সঞ্চাবনা : পাটের হতগোঁরব ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা বাংলাদেশে ব্যবাহত রয়েছে। সর্বাইট কোনো কোনো মহন্দের দাবি, এখনও বৈদেশিক মুদ্রার ৩০ গভাবেশের বেশি গতি থেকে আনে পাটি ও পাটজাত পণোর চাহিলাও বহির্বিপ্তে ক্রমাণত বাড়ছে। সুতরা, এই খাতে ক্ষম বাড়ানোর আরো সুযোগ রয়েছে। অন্যানিকে অভান্তরীণ ক্ষেত্রেও পাটের বিশুল সম্ভবনার কথা বিশেষজ্ঞরা রয়েল থাকেন। যেমন-

- ্ব পাটের মিহি তত্ত্ব আবিষ্কারের প্রচেষ্টা : পাটের মিহি ততুসহ বিভিন্ন তত্ত্ব আবিষ্কারের বাপারে নীর্ম্মনিন যাবহুই নানা সঞ্জাবনার কথা শোনা যাঙ্গে। বলা হয় যে, পাটের এই মিহি তত্ত্ব ব্যবহার করে উন্নতমানের কাপড় উৎপাদন সম্ভব।

- পশিধিন ব্যাগের বিকল্প ব্যবহার : পশিধিন ব্যাগের বিকল্প হিসেবে পাটের ব্যাগের ব্যবহারের কথা সবারই জানা। সপ্তায় সহজ্বলভা করে পশিধিনসহ প্লাধিক ও নাইলনের বিকল্প হিসেবে পাটের ব্যাগকে ব্যাজারে ছাড্ডতে পারাল এ শিল্প অবশাই তার ক্রডগৌরব ছিবে পেতে পারে।
- রপ্তানি চাহিদা : রপ্তানি ক্ষেত্রেও পাটের চাহিদা একেবারে কম নয়। ভারত, চীন, মিশরসহ অন্যান্য আমদানিকারক দেশসমূহে বাংলাদেশী পাটের বেশ চাহিদা রয়েছে।
- ৫. পার্টোর জীবন রহস্য উন্মোচন: সোনালী আঁশ পার্টোর বাংলাদেশে নতুন করে স্বপ্নায়ারা তথ হয়েছে। মাকসুলুল আলমের নেতৃতত্ব বাংলাদেশের একদল বিজ্ঞানী ২০১০ সালে পার্টোর জীবন রহস্য বা জিল নকশা উল্লোচন করেছেল। এর ফলে বাংলাদেশের আবহাওয়া ও প্রয়োজন অনুযায়ী পার্টোর নতুন জাত উল্লোচন করা যাবে। সর্বোগরি পার্টোর ওপণত মান ও বিপুল মারায় উৎপাদন রবাংলা মন্ত্রর হাব ।

পুণারিশমালা : সেপের বেসরকারি খাতের (নিজেএমএ) অনেক মিল আর্থিক সংকটের কারণে বহ হরে গেছে । বর্জনালে সরকারি (নিজেএমিনি) এবং কেসকলরি খাতের (বিজেএমএ) আনেক জুটনিল কা আছে। । বিজ্ঞানেস পরিচালিক মিলসমূরের মধ্যে দেশের বৃহত্তম জুট মিল আসমজী গাটিক্য ইতিমধ্যে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আরো খটি মিল বেশনকারি খাতে নিজম-হস্তাবর প্রক্রিয়ার জনা অনেক দিন যাবং বন্ধ রয়েছে। বেসরকারি খাতে প্রায় ২০টি মিলই বর্জনাল করে রয়েছে। এবেনরকারি খাতে প্রায়

- পাঁটকল বেসরকারি থাতে হস্তান্তর: সরকারি মালিকানায় বিজেএমসির মাধ্যমে পরিচালিত যে
 সকল পাঁটকল বেসরকারি থাতে হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে, তা বেসরকারি ক্রেন্ডা উদ্যোজাদের
 নিকট সত্ত্বর হস্তান্তর প্রক্রিয়া সমাধান করা।
- হ প্রাইভেটাইজেশন জুরান্মিত : বিজেএমসির মাধ্যমে পরিচালিত বাকি মিলসমূহের প্রাইভেটাইজেশন প্রক্রিয়া জুরান্মিত করা। সকলারি মিলসমূহে সেমবলারি খাতে যতদিন হস্তাপ্রতির নাহ, সে সময় সরকারি এবং সেমবকারি খাতেন মিলসমূহের মধ্যে দুই রকম বা বৈষয়্য নীতি পরিহার করা, দু খাতের মিলের মধ্যে প্রতিশ্বন্দিতা বছ করা।
- ৩. প্রস্তাবিত সংকার কর্মসূচি বান্তবায়ন: পাটশিল্প সূষ্ঠতাবে পরিচালনার জন্য বিশ্ববাহকের সুপারিপক্রমে পাট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যে পুনর্বিন্যাসকৃত পাটশিল্প সংকার কর্মসূচি প্রদান করা হয়েছে এবং যা পাট মন্ত্রণালয়ে জনা আছে, তা বর্তমানে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিশ্ববাহকের সহায়তায় বান্তরায়নের পদক্ষেপ জন্মবিভাবে গ্রহণ করা দরকার। প্রস্তাবিত সংকার কর্মসূচি বান্তবাহন পাটশিল্পকে সুপরীক্তিক করবে।

উপসংহার : বাংলাদেশের পাট শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের নানা পদক্ষেপ এহণের কথা বলাই হতে, আদকে কাজের কাজ কিছুই হতে না। অথচ উল্লিখিত সম্বাব্য ক্ষেত্রতালাতে পাটোর ব্যবহার নিশিও করা ঢোকে পাট আজার ও বৈদেশিক হ্লান অর্ডনের ক্ষেত্রের শীর্মিত উঠে আসতে পারে। এই সম্বর্ধন কর্মকর করার যথোচিত উদ্যোগ দেয়া জন্বরি। একদিন বাংলাদেশই পাটোর রাজা ছিল। আবার্বর রাজার আসতে তাকে অবিষ্ঠিত করতে হবে।

বাংলাদেশের দারিদ্য ও দারিদ্য বিমোচন কর্মসূচি

ভূমিকা : বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অলাতম দারিন্দ্রপাড়িত দেশ। বাংলাদেশে যেদব সামাজিক সমস্যা

রয়েছে তার মধ্যে দারিন্দ্র প্রধান সমস্যা। দারিন্দ্রের নির্মর কলায়াতে এ নেশের সমাজজীবন চরমভাবে

নির্মার । শারিন্দ্র আনালের জাতীয় জীবনের এতিটি কেন্তে উনুতি ও অগ্রাগতির ধারাকে ব্যাহত করছে।

নুনতম জীবনদারার মান বজার বার্থতে পারছে না এ দেশের প্রায় অর্থেক মানুম। দারিন্দ্রের প্রভাবে

নাজ্যাক্র দেশের মানুম মৌলিক মানবিক চাহিনা পূরণে প্রতিনয়ত বার্থ হয়ে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ ও

অধ্বর্জন করছে। কাজেই মানিন্দ্র বালাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নান্ধের প্রধান প্রতিবন্ধক। বর্তনান প্রকাশস্ট্রত তাই বাংলাদেশের দারিন্দ্র ও দারিন্দ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সরকারি-বেন্দরকারি পর্যায়ে, পৃথিত

ক্রিক্রিসমূরের পর্যায়ানামা অত্যন্ত কর্মন্থর নারিন্দর।

নাবিদ্রা : দাবিদ্রা একটি আপেন্ধিক বিষয়। একে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িক করা যায় না। আভিখানিক আর্থ দাবিদ্রা বালনে জাব বা অনটানকেই বোঝায়। দাবিদ্রা মানে মৌলিক সামর্যের অভাব না দুলতম বাদ্য, বার, বাসায়ন, নিক্ষা ও চিকিৎসার অভাবসমূহ মৌলিক সামর্যের অভাবের আওকায় পড়ে। কছে বাংলাদেশের প্রেক্ষপটে দবিদ্র হলো সেই বাজি, যে তার আর্থিক সামর্যের অভাবে নিভান্ত প্রক্রোক্ষীয় থানা, বাহু, বাসায়ুল এবং চিকিৎসার নাুলতম মানও বজায় রাখতে পারে না।

বালোদেশের দারিদ্রা পরিস্থিতি : যদিও বিভিন্ন পঞ্চবার্চিকী পরিকল্পনাসং সার্কিক অর্থ্য-নিতক উদ্ধানন ব্যক্তির প্রদীত সকল নীতি-পরিকল্পনার দারিদ্রা বিয়োচনকে সর্বাধিক করুত্ব দিয়ে বিশত প্রায় সব সক্ষরেই বিভিন্ন কর্মানুট গ্রহণ করেছে এবং দারিদ্রা বিয়োচনকে প্রক্রেটি অবাহাত রেবছে, তুবুৰ বালোদেশে দারিদ্রা পরিস্থিতি এবলো ইফোজনক। বিভিন্ন তথ্য মতে, দেশে দারিদ্রা ক্রম্যাসমান হলেও কালোদা দারিদ্রালী পরিস্থিতি এবলো ইফোজনক। বিভিন্ন তথ্য মতে, দেশে দারিদ্রালী ক্রম্যাসমান হলেও কালো দারিদ্রালী ক্রমান করিছে বালাকার কর্মান করিদ্রালী ক্রমান করেছে কর্মান করিদ্রালী ক্রমান করেছে কর্মান করিদ্রালী ক্রমান করেছে বালাকার করেছে

স্মাজে দাবিদ্যোর প্রভাব : বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশ বর্তমানে দাবিদ্যোর নির্মন ক্ষমাতে জন্তবিত হবার কারণে এ দেশের আর্থ-সামাজিক জীবনে দাবিদ্যা অত্যন্ত ব্যাপাক স্টেক্সদারী প্রভাব বিধার করোছে। আমাদের জীবনের এমন কোনো দিক নেই যা দাবিদ্যোর অভাবমুক। এ অপের প্রতিতি সম্পানা সাথেই দাবিদ্যা প্রতাক্ষ বা পরোক্ষতাকে জড়িত। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক জীবনে দাবিদ্যোর বিরমণ প্রভাবের বিশেষ বিশেষ দিকগুলো দিচে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

- শারিদ্রের ব্যাপকতার ফলে দেশের একটি বিশাল জনগোষ্ঠী অনু, বন্ধ, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও টিপ্রবিন্যোদনসহ তাদের জীবনের কোনো মৌলিক চাহিদাই সঠিকভাবে পুরণ করতে পারছে না ।
- মত মানুষ তত রোজগার'—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে দরিদ্র জনগণ অধিক সন্তান জন্ম দেয় বলে দেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাছে।
- দাম্পত্য কলহ; পারিবারিক ভাঙন, আম্বহত্যা, যৌতুকপ্রথা, পতিতাবৃত্তি, অপরাধপ্রবণতা প্রভৃতি দারিদ্রোর কারণে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

- দারিদ্রোর ব্যাপকতার কারণেই বালাদেশে কৃষি খাত, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, ভারী শিল্পসহ ব্যবনার বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত উনুতি ঘটছে না।
- প্রিন্তের প্রভাবে দেশে স্বাস্থ্য ও পৃথিহীনতা ব্যাপকহারে কৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বার্ধকা, অকালমৃত্যু
 অন্ধন্ত, দুর্কাতা, অসুস্থতা প্রভৃতি ক্রমানয়ে কৃদ্ধি পাচ্ছে।
- দারিয়্রের প্রভাবে দেশে সামাজিক অনিক্ষয়তা বৃদ্ধি পাছে। ফলে শ্রমিক অসপ্তোষ, য়ুব অসপ্তোষ, রাজনৈতিক অপ্লিতিশীলতা, হরতাল, ধর্মমট প্রভৃতি বৃদ্ধি পাছে।
- ৭. দারিদ্রোর কারণে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে না পারায় দেশে বেকারত্বের হার বেড়েই চলছে।
- ৮, দারিদ্রের প্রভাবে দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অগ্রগতি অর্জন করা যাছে না।

এক কথায় বলা চলে, দাবিদ্রা হলো সকল সামাজিক সমস্যার মূল উৎস এবং আমাদের দেশে জাতীর উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। দাবিদ্রা তথু একটি সামাজিক সমস্যাই নয়, বরং বহু সামাজিক সমস্যার জনসাতাও। তাই দাবিদ্রা বাংলাদেশের জন্য একটি মারাত্মক অভিশাপ।

বাংলাদেশে দাবিদ্রোর কারণ: বাংলাদেশে দাবিদ্রের ব্যাপকতার জন্য কোনো একক কারণ দায়ী ন্য বরং বর্ত্ববিধ কারণেই এ দেশে দাবিদ্রা জ্যাবহ কথা ধাবণ করেছে। বাংলাদেশে দাবিদ্রা বিবারের প্রথন কারণগুলো হলো দীর্ঘ সময় ধরে সাম্রাজ্ঞবাদী ও ঔপনিবেশিক শানকদের ম্বারা শোষিত হওয়া, অনুস্থ কৃরিবারস্থা, অন্যানর শিল্পবার্যার, অটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবহা, মাত্রাভিবিক জনসংখ্যা, কুসংকার ও আগের ওপর নির্ভরশীলতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ব্যাপকতা, দাবিদ্রোর দূর্ইচক্র, সম্পাদের অসম নালন, মুনার্থীত ও দ্রবায়ুলা বৃদ্ধি, নিরক্ষারতা ও অজাতা, জ্যাবহু বেকারস্থ, বাগপক বাণিজ্ঞ খাটিত, সামিজ নির্লাগর অভাব, প্রাকৃতিক সম্পাদের অপূর্ণ বাবহার, বারবার্য্য নীতি ও পরিকঙ্কনার অভাব, মহিশাদের কর্মসংস্থানের অভাব, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক অন্থিতিশীলতা, ব্যাপক আকারে দুর্মীতি ইজ্যানি।

দাবিদ্রা বিমোচনে সরকারি কর্মসূচি : বাংলাদেশ সরকার দেশের দাবিদ্রা বিমোচনের জন্য যে সবল কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

সামাজিক নিরাপত্তা : বর্তমান ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যান বাবে ১৫,১৯৭ জ্যোটি টাকা বরাদ্ধ প্রদান করা হয়েছে। ভাছাড়া, মধ্যম ও দীর্ঘমোদে বান্তবায়দের জন্য সংগ্রিক কর্মক্রম (২০১০-১১)-এর আওতায় পশিসি সাপোর্ট বিসেবে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বান্ধবায়দের অপ হিসেবে নির্মাপিত কর্মক্রম এবণ করা হয়েছে :

- চলতি অর্থবছরে বয়য়, দৃষ্ট মহিলা, অলম্বল মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, এতিম প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর জনী বিভিন্ন ভাতা হিসেবে নগদ প্রদান ও খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমের পরিধি ও বরান্ধ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- সহস্রাধ উন্নান লক্ষ্য (এনভিজি) বিবেচনায় রেখে দাবিদ্রা বিমোচন সক্ষ্যমাত্রা অর্জনকরে ২০১৪-১৫ অর্জবছরের সংশোধিত বাজেটে সামাজিক নিরাপতা বেইনীর আওচার সামাজিক নিরাপতা ও সামাজিক ক্ষয়তারান গাতে ১৫,১৯৭ কোটি টাকা বরাদ রয়েছে। সামাজিক নিরাপতা বেইনীর আওচার দাবা প্রস্কার হিসেবে বয়ন্ত ভাতা বাবদ ৯৮০,১০ কোটি তাকা দাবা প্রবিভাগ দুবছ মহিলাদের জন্য ৬৬৪.২২ কোটি টাকা, অনক্ষক্ত মুক্তিয়োভা সম্বানী ও৬০ কোটি টাকা। এডাড়া ২০১৩-১৪ অর্জবছরে জনবায়ু পরিবর্ধ তহিল বাবদ ১,৭০০,০০ কোটি টাকা বরান্ধ কোয়া হয়েছে।

सार्विसा विद्याधन कांग्रेड्डना, गृश्ची कर्य-नदाइक कांग्रेडडना (PKSF), विकेतिनपाल व्हार्डकायरान्धे सांक्ष (MDF), ठामामा व्हार्डकाथरारान्धे कांग्रेडडना (SDF), वांशायरान्ध्र वांग्रेडडना (BNF), क्रम्युद्धिकार व्हार्डकाथरान्ध्र ठेलामा विर्माण (DICOL) कुंग्रीक वीकांग्रास कांग्र्स मध्य कुंग्र कां व विद्यापा करिकामपुरव जन्नकाम गृष्टि युवित ठात्रे क्याएक सद्याद । २०३२-५० कर्षण्याद PKSF, SDF क BNT-यत कुंग्र क्या कर्मगृष्टि शावन क्यांग्रास ठाइ.४.०० क्यांग्रि प्राक्त ।

সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য নিবাসীদের খোরাঞ্চী ভাঙা ২২,৯০ কোটি টাকা হতে ২৭.৫৪ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। শহীদ পরিবার ও মুক্তিয়োজাদের জন্য রোপন বাবদ ২১.০০ কোটি টাকা বরান্দ করা হয়েছে। এজড়া দূর্যটো অনুনান হিসেবে থোক বরান্দ ৮৫ কোটি টাকা হতে বুক্তী করে ১০০ কোটি টাকা করা হয়েছে।

- সরকারের fiscal কার্ব্যন্নম অব্যাহত এবং জোরদার করার প্রয়োজনে বিশ্বব্যাকে এবং এশীয় উন্নয়ন ঝাকেসহ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের বিশেষ বাজেট সহায়তা (Budget Supoort) গ্রহণের জ্যান্ত্রীয় অব্যাহত ব্যয়েছে।
- পন্নী উন্নয়ন বোর্ড, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বিসিক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিদ্যমান ঘূর্ণায়মান স্কুদ্রুষণ তথ্যকলসমূহের সম্বলন ও প্রচলন গতি বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

প্রস্তান্ধ ও পরোক্ষভাবে দারিদ্রা বিমোচনের জন্য উপরোক্ত পদক্ষেপসমূহকে কতিপয় কার্যক্রম ব্যৱবারনের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে নির্মাণিখিত কার্যক্রমের অনুকূলে বল্লান্ধ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাত

(কোটি টাকায়)

কার্যক্রম	বাজেট (২০১৩-১৪)	বাজেট (২০১২-১৩) (সংশোধিত)
ন্যাদ প্রদানসহ (বিভিন্ন ভাতা) ও অন্যান্য কার্যক্রম	४०४०.५५	9906.38
ন্যদ প্রদান (বিশেষ) কার্যক্রম : সামাজিক ক্ষমতায়ন	96.50	\$2.69
খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ : সামাজিক নিরাপত্তা	৬৯৯৮.০৮	9092.00
মূল ৰূপ কৰ্মসূচি	09.680	७8२,१०
বিভিন্ন তহবিল	8৩২৬.৩৫	७४.५८८०

শিল্পিক নিরাপরা বেউনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কর্মক্রম: জানুয়ারি, ১৯১৪ পর্কন্থ নিউন্ন ভাতা বারদ ৬৯৯৮.০৮ কোটি টাঝা বিতরণ করা হয়েছে। খাদ্য নিরাপরাসহ বিশ্বীক্ষ কর্মনহন্ত্রনামূলক কর্মক্রম সূক্ষ্ঠতাবে বার্প্তবাহনের কাজ এপিরে চলেছে। সামাজিক নিরাপরা বিশ্বীক্ষ কর্মসহায় আওতার দগদ অর্থ সহায়তা প্রদান বিষয়ক উল্লেখগোগা কর্মক্রমসমূহ নিমন্ত্রপ:

ই বয়ক ভাতা কর্মসূচি : বাংলাদেশের দুর্দশাগ্রন্ত, অবহেলিত, আর্থিক দৈন্যভায় জর্জনিত বয়জ জনগোষ্ঠার আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বয়জ ভাতা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত এ কার্যক্রমে ২০১৩-১৪ অর্থকন্তরে বয়স্কভাতা কর্মসূচিত জন্য ৯৮০,১০ কোটি টাকা বরান্দ করা হয়। এর ফলে মানিত ৩০০ টাকা হারে প্রায় ০.২৭ কোটি ভাতাভোগী উপকৃত হচ্ছে।

- ২ অসম্ভল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা : সমাজকলাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বারবায়নাধীন এ কর্মসূচির জন্য ২০১৩-১৪ অর্থবাস্থ্যে বরান রয়েছে ১৩২,১৩ কোটি টাকা এবং মেক্রয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ৯৯.১০ জোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।
- ৩. বিশ্ববা ও স্বামী পরিত্যকা দুরন্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম : গ্রামের দরির, অসহায় ও অবর্কোন্ড মহিলা জনগোষ্ঠী বিশেষ করে বিধবাভাতা খাতে চলতি অর্থবছরে বরাদের অন্ধ ৩৬৪ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা। এর মাধ্যমে ৯ লক্ষ ২০ হাজার সুবিধাভোগীকে নগদ সহায়তা প্রদান করা হবে।
- ৪. দবিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা : এ কর্মসূচির ২০১৩-১৪ অর্থবছরের লক্ষ্য অনুদারী নির্বাচিত ১.১৬ লক্ষ জন ভাতাভোগী মাকে মাসিক ৩৫০ টাকা হারে ভাতা প্রধানের শাশাগাদি স্বাস্থ্য ও পৃষ্টি এবং আনাদা বিবারে সচেতনাতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে মা'লের দাবিদ্রা-রাণ এক্ মা ও শিতর দুটি উপাদান এবং পৃষ্টি করা হবে । এ পক্ষ্যে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জন্য ৪৮.৮৮ কোটি টাকা বরাদ প্রদান করা হয়েছে।
- ৫. অসক্ষল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা : এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৩ লফ ১৪ হাজার জন প্রতিবন্ধীদের জন্য মাসিক ৩৫০ টাকা হারে মোট ১৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।
- ৭. অসম্ভল মুক্তিয়োজা ও তাদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আয়কর্মসংস্কাদের জন্য দুদ্র তথ কর্মসূচি; এ কর্মসূচির লক্ষ্য মুক্তিযোজা ও তাদের পোষ্যদের আয়কর্মসংস্কাদমুল কর্মকারে উপাযোগী দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য একর বা থৌখভাবে বিভিন্ন প্রকাশ উন্নাদ প্রশিক্ষণ একান করা এবং দে সম্পক্তা কাজে লাগিয়ে আয়কর্মসংস্কাদ সৃত্তানর পত্নে জ'ব জানন করা। ভিসেবের ২০১৩ পর্যন্ত এ কর্মসূচির অনুমূল্য ৫০,৮৮ কোটি টাকা বিভরণ করা ইন্ যার বিপারীতে ৩০.৭২ কোটি টাকা আদায় করা হয় এবং আদারের হার শতকরা ৬০,৩৬।
- ৮. গৃহায়দ তহবিল : বাসন্থান মানুদের মৌলিক চাহিনাগুলোর অন্যতম বিবেচনায় দেশের সৃষ্টিদ দবিদ্র ও নিয়বিত্ত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে আমীণ গৃহহীন পরিবারের বাসাঞ্জান সমস্যা নিরদন তথা দাবিদ্রা বিমায়দের লক্ষেস সরকার ১৯৯৬-১৮ অর্থবছের ৫০.০০ কোটি টাকা বাজেট বাসান্ধা মাধ্যমে গৃহায়ন তহবিল গঠন করে । বাজেট বরাদের মাধ্যমে এ পর্যন্ত তহবিল কর্তৃক প্রাপ্ত অর্থব পরিমাণ ১৬৭-০১ কোটি টাকা।
- ৯. কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচি; গ্রামীণ অবকাঠানো সংজ্ঞারের জন্য খাদ্য ও দুর্বা ব্যবস্থাপনা মন্ত্রগালয়াধীন কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচির আবতায় ২০১৬-১৪ অর্থবছরে ৫০ লক্ষ মানুষের জন্য ১,৪৫৬.৯৮ কোটি টাকা বরাদ করা হয়েছে।

১০ জিজি : এই কৰ্মসূচির জন্য ২০১৬-১৪ অর্থবছরে বরান্দ করা হয়েছে ৮৮৯.২০ কোটি টাকা। ২০১২-১০ অর্থবছরে ৭,৫০,০০০ জন উপকারভোগীকে প্রতিমাসে ৩০ কেজি খান্য সহায়তাসহ প্রশিক্ষণ প্রদান শাস্ত্রমান্ত প্রবাহ সক্ষ ৭০ হাজার মেটিক টন খান্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ন্তিজ্ঞাক এবং গ্রামীণ অবকাঠামো বন্ধপাবেন্ধপ (টেক্ট রিলিক-টিআর): খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়াধীন ভিজিঞ্জ কর্মদূর্যিক আওজায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১,১২৬.৯১ কোটি চাকা বরান্ধ করা হয়েছে। টিআর কর্মদূর্যিক আওজায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৩৯ লক্ষ মানুবের জন। ২.১৯১.৯৪ কোটি টাকা বরান্ধ করা হয়েছে।

জ্ঞান বাজেটের আওতায় দাবিদ্রা বিমোচন কর্মসূচি : সরকারি উন্নোগে দাবিদ্রা বিমোচনের জন্য ওপরের
ক্রাকুলিস্কৃহ ছাড়াও উন্নান বাজেটের আওজার সরাসারি দাবিদ্রা বিমোচনে থকানা রাখার লক্ষ্যে আপর্বাধান্ত্র,
সারিজ মধ্যা কর্মক্রের মাধ্যমে দাবিদ্রা বিমোচন, পতাশাল উন্নান কার্যক্রেরে আর্থকর্মসংস্থান, আমীশ
ক্রোলানের জন্য কর্মসংস্থান সৃত্তী, কৃষি বহুমুখীকরা ও নিরিভ্রুকরণ, তাঁচিলের জন্য ছুকুরুণ কর্মসূচি, কুষ্য
ক্রিক্তা লিক্তার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান, দাবিদ্রা বিমোচনে স্থানীয় জনগানের অপ্নাহার্য বৃদ্ধিকরণ, সামাজিক
ক্ষাত্রমান, পদ্ধী অককার্মানে উন্নান, পারিদ্রা বিমোচনে স্থানীয় জনগানের অপ্নাহার্য বৃদ্ধিকরণ, সামাজিক
ক্ষাত্রমান, মাধ্যমিক তারের ভারিলাক উপসৃত্তি বালান, মামজিলভিভিক দাবিদ্রা বিমোচনে, পদ্ধী মাধ্যমিক ক্ষাত্রমান বিশ্বামান
ক্ষাত্রমান মাধ্যমিক তারের ভারবান্তরকার, সম্প্রশারিক পদ্ধী সমাজকর্ম, দবিদ্রা মহিলাদের আর্থ-সামাজিক
ভ্রান্য বৃধ্ব প্রশান্তন ও আত্মকর্মসংস্থান ইতানীন কর্মসূচি বান্তবানিত হক্ষে।

জন্মন্য সংস্থার দাবিদ্রা বিমোচন কর্মসূচি : বাংলাদেশের দাবিদ্রা বিমোচনের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার ও একৌন্দর অধিনন্তর (এলভিইভি), বাংলাদেশ পদ্মী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরভিবি), পদ্মী দাবিদ্রা বিমোচন দাউচ্চেশন এবং বাংলাদেশ পদ্মী উন্নয়ন একাডেমী বিভিন্ন ধরদের কর্মসূচি বান্তবায়ন করছে।

নামিদ্রা বিমোচনে এনজিওসমূহের কর্মসূচি : বাংলাদেশে সরকরি সংস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন জন্মন্তর বিশ্বন্তর (এনজিও) সারিদ্রা বিমাদনের কান্তে বিভিন্ন কর্মন্তর বিধ্বন্তর করছে। এর মধ্যে আরু, প্রদিকা, আশা, কারিতাস, খনিভর বাংলাদেশ গ্রন্থতি এনজিওর ক্রাইফন বিশেষভানে তিন্তর কর্মান্তর ক্রাইজন কর্মান্তর ক্রাইজন বাংলাদেশ গ্রন্থতিক এনজিওর ক্রাইজনার বাংলাদেশ গ্রন্থতিক এনজিওর ক্রাইজনার বাংলা বাংলা বাংলা কর্মসূচি, ক্রাইজনার কর্মসূচি, ক্রাইজনার ক্রাইজনার

^{জ্নী-গরিবের} মাঝে বিদ্যমান ব্যাপক বৈষম্য দূর করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

^{শতিশালী} হানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় আয় কটনের ^{ব্যবস্থা} করতে হবে।

- যে কোনো মল্যে বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- জাতীয় পর্যায়ে দারিদা বিমোচনের বাস্তবমখী নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসচি প্রণয়ন করে তা স্থানি জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাস্করায়ন করতে হবে।
- কৃষি, শিল্প প্রভৃতি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির বাস্তবভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
- যে কোনো মূল্যে দেশের সকল খাতে বিদ্যমান দুর্নীতি বন্ধের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রাক্তিক দর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রতিরোধ, প্রতিকার, উনয়ন ও সতর্কতামলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।
- কর্মমুখী ও বাস্তবভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে।
- রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হবে।
- মদাক্ষীতি রোধ করে দবামলোর উর্ধ্বগতি রোধ করতে হবে।
- আইনের শাসন, সবিচার, স্থাসন ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে
- যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উনতি করতে হবে।
- প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের পর্যাপ্ততা ও সহজলভাতা বন্ধি করতে হবে ।
- হরতাল, ধর্মঘট, সন্ত্রাস, সামাজিক বিশৃঞ্চালা ইত্যাদি বন্ধ করে স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ সমাজবাবহ अफ़िक्षा करतार हारत ।
- সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) বন্ধির ব্যবস্থা করতে হবে।

উপরোক্ত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়ন করতে পারলে বাংলাদেশের জনগণকে দারিদ্যের চরম অভিশা থেকে মক্ত করা সম্ভব হবে।

উপসংহার : দাবিদা বাংলাদেশের একটি জটিল ও মারাত্মক সামাজিক সমস্যা । দারিদাই বাংলাদেশে জাতীয় উনতি ও অগ্রগতির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক এবং দেশের হাজারো সমস্যার জন্মাদাতা। তাই (কোনো মলো দারিদা বিমোচন করতে হবে। কিন্ত দারিদ্য বিমোচন তথা অর্থনৈতিক উন্তর্যন একী বহুমাত্রিক ও জটিল বিষয়। দারিদ্রা বিমোচনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন অর্থনীতিতে উচ্চ প্রবন্ধি অর্জন জাতীয় আয়ের সুষম বন্টন। বাংলাদেশে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদা বিমোচনের লক্ষ্যে বার্থি প্রবন্ধি ৬ থেকে ১০ শতাংশে উন্রীত করা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই। এজন্য দেশের সরকার গ সর্বস্তরের জনগণকে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।



ব্যক্তা 😢 সাম্প্রতিক পণ্যমূল্য বৃদ্ধি ও গণ-জীবন/দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি

/১১তম বিসিএসা

ভূমিকা : বর্তমানে দেশের অন্যতম আলোচ্য বিষয় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য লাগামহীন বৃদ্ধি। মূল্য বৃদ্ধির হার আশঙ্কান্তনক পর্যায়ে উপনীত হওয়ায় তা টক অব দি কান্ত্রিতে পরিণত হয়েছে। বলগাহীন আকশিং দ্রবায়ল্যে বিপর্যন্ত হয়ে জনজীবনে নাভিঃশ্বাস উঠেছে। দৈনন্দিন জীবনে আমাদের বেঁচে থাকার জন্য ^{প্রত্যে} অনু, বস্তু, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা। আর এ মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলোর মধ্যে অন্তের প্রয়োজন স্^{র্বক্র} কিন্তু খাদ্যদ্রব্য, চাল, ডাল, তেল, লবণ, মরিচ, পিয়াজ, রসুন, মাছ, তরকারি, চিনি, দুধ ইত্যাদি নিতানি প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যের অস্বাভাবিক উর্ধ্বগতি জনজীবনের গতিকে অচল ও আড়ষ্ট করে তুলেছে 🕺

আৰু মানুষ দ্রবাস্পোর এই উর্ম্বগতিতে অর্ধাহারে, অনাহারে দিনাতিপাত করছে। দ্রবায়ল্য তাদের নাগাপের ত্রার প্রাকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছ তারা। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি তাদের প্রতিকৃপে। তবুও আশার রাজ্যে ্রালর বিশ্বাস দ্রবামূল্যের এই অবস্থার পরিবর্তন হবে, তাদের আশা বাস্তবে রূপ নেবে।

বৃদ্ধির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : বর্তমানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি আমাদের দেশের প্রধান সমস্যা ্রেরে আবির্ভত হয়েছে। ন্যায়সঙ্গত মূল্য বলতে বর্তমানে কোনো নির্ভরযোগ্য সত্র পাওয়া যায় না। ক্রিয়ার কয়েক দশক আগেও আমাদের দেশের অবস্থা এমন ছিল না। অতীতের সেই কথাগুলো আমাদের কাছে রূপকথার মতো মনে হয়। যেমন—শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় আট মন চাল ক্রা যেত। এখন আর সে মূল্য আশা করা যায় না। এক সের লবণ এক পয়সা, এক পয়সায় এক ্বর মধ্য দ আনায় এক সের তেল, একটি লুঙ্গি এক টাকা এবং একটি সুতি শাভি দু টাকা—তা খুব ্রি দিনের কথা না হলেও এটা কেউ এখন আর আশা করে না। বিটিশ শাসনামলেও আমাদের দেশে অক্রানা একটা নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় ছিল। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও ভারত বিভক্ত হওয়ার পর এ ত্তপার কিছটা পরিবর্তন হলেও পণ্যদুব্যের মূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যেই থাকে। ১৯৭১ সালে ুল্পান সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উল্লব হলে দেশে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, দর্ভিক্ষ ও মহামারী আমাদের ্রীরনে অতর্কিত হানা দেয়। জনজীবন হয় অতিষ্ঠ। এরই ধারাবাহিকতায় আজ আমাদের এই অবস্তান। বর্তমানে দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঘোড়া জনগণকে হতাশার রাজ্যে নিয়ে গেছে।

দ্রমধ্যের ক্রমবৃদ্ধি : দিনের পর দিন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি জনমনে হতাশা ও উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। অতি জাফালোডী এক শেণীর ব্যবসায়ী মহলের চক্রান্তে দ্বামলোর হাল একেবারে বেসামাল হয়ে পড়েছে। চোরাচালান ও কালোবাজারীর ফলে অধিকাংশ পণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেডে যাচ্ছে। নিতব্যবহার্য দ্রব্যের দাম বিশেষ করে চাল, ডাল, তেল, পিঁয়াজ, মরিচ, মাছ, মাংস, তরি-তরকারি ইআনির দাম দফায় দফায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রব্যমূল্যের ক্রয়বৃদ্ধির কিছু চিত্র নিচে তুলে ধরা হলো :

 নিভাপ্রয়োজনীয় পণ্য : ১০০১ সালের জলাই মাসে প্রতি লিটার সয়াবিন তেল ছিল ৩৮ থেকে ৪০ টাকা। ২০১৩ সালে প্রতি লিটার সমাবিনের মন্য এসে দাঁডিয়েছে ১৩৬ টাকায়। তাছাভা মাংস, মসলা, চাল ইত্যাদি পশ্যের দামও জনগণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। বর্তমানে এক কেজি চালের দাম ৩০-৫০ টাকা, এক ব্দ্বির মাছ ২০০-৮০০ টাকা, এক কেজি গরুর মাংস ২৮০ টাকা, খাসির মাংস ৪৮০ টাকা বিক্রি হছে। অপরনিকে এক কেজি রসুন ৬০ টাকা, আদা ১০০ টাকা, তকনা মরিচ ১৫০ টাকা, হলুদ ১৫০ টাকায় বিক্রি আর এক কেজি মসুর ভাল ১১০-১২০ টাকা, খেসারি ভাল ৬০-৭০ টাকা, মুগ ভাল ১২০-১৫০ টাকা ^{দারে} বিক্তি স্কুছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের এরপ মূল্যবৃদ্ধি জনমতে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে।

🌯 শানির বিল : পূর্বে পানির বিলের দাম ছিল প্রতি এক হাজার লিটার ৪ টাকা ৩০ পরসা। ২০০২ শালের আগন্ট মাস থেকে করা হয়েছে ৪ টাকা ৫০ পয়সা। ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর থেকে করা ^{বরোহে} ৪ টাকা ৭৫ পয়সা। বর্তমান পানির বিলের দাম আরো বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় দেড় থেকে দুই ^{হব}। পানির এরূপ বিল শহরবাসীদের আতঞ্কিত করে তুলেছে।

^{আন} বিল : গ্যাসের বিল পূর্বে ছিল প্রতি মাসে সিঙ্গেল চুলা ২১০ টাকা এবং ডাবল চুলা ৩৩০ টাকা। বিষার ২০০২ থেকে করা হয়েছে সিঙ্গেল ২৭৫ টাকা (৬৫ টাকা বৃদ্ধি) এবং ডাবল ৩৫০ টাকা (২০ টাকা অবং মাত্র ৮ মাস চলার পরেই সেপ্টেম্বর ২০০২ থেকে রেট বাড়িয়ে আবার করা হয়েছে সিঙ্গেল ৩৫০ ব্বং ভাবল ৩৭৫ টাকা। বর্তমানে সিঙ্গেল চুলা ৪০০ এবং ভাবল চুলা ৪৫০ টাকা করা হয়েছে।

धार्कण शांत गानित बिन, गाांत्र बिन, ठॅगिनरकान बिन ७ स्वाग्न्रणात व्यवित्रक चरार कनगण्यत निराहरू, वाहित राज्य लाखः । वादा मार्वाकेत द्वानीह मूलान, धार्कण पृक्तिकः व्यवसाय किन्तरभाग शांत्र भार्यस्य । व्यवसामा वृक्तिक कांत्रव : स्वान्त्रमा वृक्ति मूला तांद्रास्य भार्वकाल, व्यवस्थ नामार्वित्रावी व्यवस्थान । व्यवसामा वृक्तिक मानव्य : स्वान्त्रमा वृक्ति मुला तांत्रस्य भार्यकाल, व्यवसामा स्वान्त्रस्य ।

- ১. টাদাবাজি: লেপে টাদাবাজি আজ নিতানিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে। গাবেশবার দেখা গছে, কৃষদের কাছ বেলে কেনো এবা কোনার পর তাল পর্যক্ত শৌছাতে ট্রাকের ভাছরে রাম কাছরের মরা কাছরের হার মরা কাছরের মের মরা কাছরের মরা কাছরের মরা কাছরের মরা কাছরের মরা কাছরের মরা কাছরের মরা কাল
- আমদানি পণা : ভোজা ভেলের পর্বান্ত মন্ত্র্যন থাকা সত্ত্বেও খুলা ব্যবসায়ীদের ওপর বেলে নিয়্মপুল না থাকার ভোজা ভেলের দাম ও নিজ্য ব্যবহার্থ জিনিলের দাম পুলির আবেবন্ট কালা জনারোপারপ্রকাশ বাদা ব্যবহার্থক বিশ্ব করিব আবেবন্ট কালা করিব করিব সামারিব ১০০ টাকা বলেও করিব বাজারে বিক্রি হলেছ ১০৬ টাকা। করেকে বছরের হিসেবে দেখা পেছে, রমজান মাসে নেশে ক্রি ১০-১২ হাজার টন ভোজা তেলের চাহিদ্যা খাকে। এ সুযোগে এক প্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী পূর্ণ ভোকেই তেল মঞ্জুল করে রমজান মাসে দাম অভিয়েবে করিব।
- ৩. জনসংখ্যা বৃদ্ধি : সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশ। কিন্তু সেই জনপথনার বাংলা জা সেই। নেই গোলাভারা খন, গালা ভরা পান, গোলাভা ভরা পথন, কুলুব ভারা মাছ। গেটেই খাবার সেই, গার্দ নেই কাগছ। অসবের মূল কারণ হলো জনসংখ্যার ক্রুল বৃদ্ধি ভারমানিক সমীলা ১০১ মান বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭%। মানুল বাড়ছে অথক জারি বাড়ছে মা, বাড়ছে মা খানেশেলা মধ্যে নিজানিশের অপ্রক্রপ সবরবাবের বারবে পান মা অর্থাভাবিক হারে কুলি পাছে।
- ৪. জনির উর্বাচঃ হ্রান: ফুনার পর মুগ ধরে আমানের জনিতলোতে সনাতন পাছতিতে চালবাল হছে। জনিতে একই ধরণের ফলা উৎপালন, নার ও বিটিনাকর ব্যবহারের কলে জনিব কলি পিত্র মুগ পাছত। কৃষ্ণকের প্রবাদা অনুমারী জানিতে ফলা কলের দা। অঘচ চালিন প্রদিনের দিনের পর দিন। বাজারে চাহিনার ভুলানা অনেক কম খাদাশ্যা আমদানি হছে। বাধ্য হলেই দি দানে হোভারা তা কিন্দেন। জনিতে আশানুরক ফলা উৎপাদিত হলে সরবরাহ কৃত্তি পার প্রদ্ধানিক। মুবামুলার দামও জনগোলে অফলমানের মধ্যে গালবের।

- কে অনুন্তত পরিবহন বাৰস্থা: যানবাহনের অব্যবস্থা, ব্যপ্তাখাটোর অভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মালামাল লৌছাতে নির্দিষ্ট বারচের ফুলায়া অনেক বেশি করে হয়ে থাকে। উলাহনাখনের নগা মার, হণ্ডেন, দিনাভাপুর থেকে ঢাবার পথা আমদানি করতে জ্বনীত দামের জুলানা প্রকিবহন বারস্থার সমানার করাবে ব্যবহনতা মারচ বেশি হয়ে আনে। রাপুর, নিলাভাপুরে যে জিনিসের দাম কেজি প্রতি ৪-৫ টাকা, ঢাকার সেই একই জিনিন কেজি প্রতি ১০-১৫ টাকার বিজি হয়ে থাকে। পরিবহন বারস্থার ক্রটি এবং অনেক জিনিশন নির্দিষ্ট সমত্রের মথো অন্য জ্বানে সরবাহার করাবে লা পারার করাবে তা পতে যায়। এতে দ্রারার করাবিক বার্ক্ত স্থান সরবাহে বা পারিমাণ করাবে তালা প্রত্যান সরবাহে বা পারিমাণ করাবে তালা স্থান্তর ভালায় প্রবাহন সরবাহার বা পরিমাণ করা প্রত্যান করাব্রন্তনার প্রবাহন করাবিক।
- ৩. চোরাচালান : প্রত্বর খাদ্যাপাস্য চোরাচালানের ফলে দেশের খাদ্যা সংকট প্রকট আকার ধারন করছে। এক প্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী অভিবিক্ত মূলাফা লাভের আলায় চোরাই পথে মালামাল কার্যাক করে বাবে। ফলে দেশে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। নিভ্যপ্ররোজনীয় জিনিসের কৃষ্ণিম সংকটের সৃষ্টি হয়। এতে ফ্রম্যমুল্যার দাম সৃক্তি পায়।

দ্রধ্যক্ষয় উর্ম্বর্গান্তর নির্দিষ্ট সময় : আমানের মতো গানিব ও জনসংখ্যা অধ্যাণিত দেশে নিয়নিনই
ক্রাম্বরুসার বৃদ্ধি মতে বানে । তবে এ মুল্য বৃদ্ধি সারা বছর বিস্কৃটা বিক্তিশীল থাকবলও প্রতি বছর
রক্ষানা মানে প্রব অন্যতাবিক উর্মাণিত পরিকাশিক হয় । রমজানের আগমনলবর্তার রাজধানীর বিশ্বিদ্ধা
রাজ্যের উপ্যেপজ্য ভিত্ত, অসাধু ব্যবসায়িনের মাখানা নোটা, তোরাবারবারি, নিয়াপ্রদীন বাজার বাবর
রক্ষালার বাবর বিক্তবার করা করা বিক্তবার করার করার করার বাবর
রক্ষালার বাবর করার করার বাবর
রক্ষালার বাবর
রক্ষালার বাবর বাবর
রক্ষালার
রক্ষ

প্ৰথমুন্দ। কৃষিক প্ৰতিকাৰ : কৰ্তমানে দেশেন সক্যেত্যে বহু সমস্যা হলা দুৰ্যমূল্যন উৰ্জাণিত। বাজাবে গগৈৱ মানের অস্বাভাবিক কৃষ্টিতে ক্রেডারা দীৰ্মবাস ফোদেশে। নির্দিষ্ট আবেম মানুদ্দর ক্রমকমতার ব্যক্তি চলা প্রেছে পোরা কুদা। দিননাবুর, বেটে খাওায়া মানুদ্দ সারাদিনের ঘণ্টকান্ত বোজানার দিয়ে দু ক্লো দেশিপুরে খেতে পারছে না। অর্থাহারে, অনাহারে তারা আন্ধা চাম সংকটে নিনাতিপাত করছে। এ ক্লিপ্রতিক্র প্রতিকার করার জন্য সকলানি, বেসককানি পর্যার বিশ্বিল বিশ্বিদ সাধিদ্ধা ক্লিপ উন্ধানিত্রে বিল্যাক কর্মকার পদাপ গোৱা জবলি বালে বিশেষকা মহল যাবালা করছেল।

- ্বিকাশ কৰিবল, আইন প্ৰণাৱন ও প্ৰয়োগ : পণামূল্য নিৰ্বভাগে আইন প্ৰণাৱন ও তা প্ৰয়োগের বাবছা নিতে

 তবা নিক্ষানের ৰাল্য মাধালায় অথবা পরিকল্পনা মাধালায় এ পদক্ষেপ নিতে পারে। পণামূল্য নির্বভাগ ও

 ক্ষান্তর্বিক কাষার জন্য পণামূল্য মনিটাইবং লেগ নামে অবান্তি লেগ পান করে তার কার্যনিত্তিবাত কারেনর করা

 ক্ষান্তর্বা নামে বান্ত্র্বিক ভাবে কেউ কেলাবেকা করাক ভাব বিকল্প কথাকথ বাবছা গ্রহণ করতে হবে।

 ক্ষান্তবা মাধান প্রাপ্তর্কী ভাবে কার্যক্র মাধালায় মাধালায় স্বান্ত্র্যক্রী করিবল ক্ষাইন করেতে কথাকে বাব্য গ্রহণ করতে হবে।

 ক্ষান্তবা আইন ক্ষায়ন ভাব প্রয়োগের মাধালায় স্বান্ত্র্যক্রা সামাধানীয় পতি রোধ করা যেকে পারে।

- ৪. সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ : দ্রব্যকুল্যের গাগামহীম উর্ধ্বগতিতে সরকার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করছেনে। দ্রব্যক্ষা দিয়ায়্রপে সোকানে নাকানে পণ্যার মূল্য তালিকা টানানের বাবস্থা করা হয়েছে। এ বিষয়াটি মনিটবিং করার জন্য টিনিবিংক দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। পালাপাধ্যি এবন পেটের স্রাপ্তর পার্পনিত্রক বাগোর পুতরা ও পাইকারি মূল্যের তালিকা বাণিজ্ঞা মন্ত্রপান্তর পার্বানিক দিনে দেয়া হয়। বর্তমান আইনানুবারী নোকানে নোকানে পণ্ডার মূল্য তালিকা টানানো বাধাতাস্থলত বাণিজ্ঞা মন্ত্রপান্তর এই আইন এয়ানের বাগাপার আইন মন্ত্রপালরের নহায়তা নেবে। সক্রের স্বান্ধান্তর প্রান্ধান্তর পার্যন্তর পার্যন্তর মন্ত্রপান আনতের বাল জন্যাপার বিষয়া।

উপসংহার: সরকার ও জনগণ সমাজবিরোধী কার্ফকলাপের বিকন্ধে সজাগ হরেছে এবং চোরাকারবরি ও কালোবাজারি ইতোমধ্যেই সরকার ও জনগণের হাতে লাঞ্চনা ও শান্তি ভোগ করছে। বাতমাত্রী, সরকার ও জনগণের সার্কিক সহযোগিতায় দ্রবায়ুল্যের উর্ফাণিত নিয়ন্ত্রণে রাখা সক্ষব হলে দেশের মাতৃত্ব পত্তির নিঞ্জাস ফেলবে। আমাদের এই সুজলা, সুফলা, শাস্ত্র-শায়াকণা বাংলাদেশ কৃষি, পিল্প ও বাণিজা আদর ভবিষাতে উন্তাত ও সম্বন্ধ হয়ে উঠবে—এ বিষাস আমাদের সকলোব





বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ

৩১তম বিসিএস

বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ : বাংলাদেশে সাধারণত চার ধরনের ক্ষেত্র থেকে মৎস্য আহরণ ও চাষ করা হয়। যেমন

ক, বন্ধ জলাপার : বালোদেশে চায উপযোগী প্রায় ২০ লক্ষ পূকুর ও দীঘি রামছে, যার আয়তা গাই ৩.৫১ লক্ষ হেন্টার । ভাছ্যা প্রায় ৬০০০ হেন্টার বাওড় বাহছে। গ্রাছ্যা অসংখা নৌমুর্নী জলাপার, রারা পার্থন্থ ভোনা, জলাধার, গাহাড়ি কিন্দ ইন্যানি জলানুরির আয়াকন বার্ধা ৬২৮ লক্ষ হেন্টার পুকুরের বর্তমান হেন্টার্মানি উপন্যালন ১০.১৫ হোট্রিক টন, যা যথাবাথ কৌশল ও আয়ুনিক গাউ প্রয়োগের মাধ্যমে অধিক উৎপাদন উন্নীত করা সম্ভব। তাছাড়া দেশে চাহযোগ্য পোভার/এককোজার, বিল, ধানী জমি, উপকূলীয় দের এবং মিঠাপানির বন্ধ জলাভূমির পরিমাণ ১৪ ৫১ লক্ষ ষ্টেক্টর। এসব জলাভূমির বর্তমান ষ্টেক্টর প্রতি উৎপাদন ৫০৫ কেজি।

- বুক্ত জলাশয়: নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাওড়, সৃদরবন ও মোহনা অঞ্চল, কাডাই ব্রদ ও প্রাকলভূমি মিলে দেশে প্রায় ৪০,২৪ লাখ হেরর মুক্ত জলাশয় রয়েছে, যেখান থেকে বাৎসারিক প্রায় ১০ ৮৩ লাখ মোটিক টন মৎসা উৎপাদিত হয়।
- (১৯৭৯লীয় জলান্থমি : বালোদেশের উপকূলীয় অধ্যলের জলান্থমি চিট্ট চাম ব্যবহাপনার জন্য বৃধহ উপমোগী। প্রাথমিক পর্বায়ে সলান্ডনী পদ্ধতিতে চাম হলেও পাববর্তী পর্বায়ে জুন্ত পদ্ধতিতে চিট্ট চাম বাবাহালিশা নাম্পানিত হল । উপকূলীয়ে অধ্যলন চিট্ট চামস্থত ভারিক বিরক্তির করে। রামা হেক্টর। এ সকল জলান্থমিতে চিট্ট উপাদনের কর্তমান গড় হার প্রায় ৩,০০,৪০০ কেজি। প্রধায়ে পদান এবং বাগদা উভয় জাতের চিট্টেই চাম হয়। বিশেষ করে দেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলা কুলা, নাম্ভন্টমা, বাদ্যামহাট, ক্ষারাজার, তেলা প্রকৃতি কলায় চিট্টিক চাম হয়।
- ্ব সামূন্ত্রিক মন্স্যান্পদ : বাংলাদেশের একান্ত অর্থনৈতিক জলাশরের পরিমাণ প্রায় ১,৪০,৯১৫ বর্গ কিলোমিটার । আছান মেমনা অঞ্চল, সুন্দবারদার রাক্ষিত জলাছুমি, থেইজ লাইন জলাছুমি ও অঞ্চল্লামিটার অঞ্চলের জলাছুমি মিলে রয়েছে সর্বমোট প্রায় ২,৬৬০ লাখ বর্গ কিলোমিটার জলাশর। কেশে সামূন্ত্রিক জলাশরের আন্তল্জন সাধু পানির এলাকার চেরে বেশি হঙরা সত্ত্বেও সামূন্ত্রিক উৎস ক্ষেকে দেশে মোটা মন্স্য উপাদানের প্রায় ২১,৩১ জল আহিবিত হয়।

মর্বোগরি ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে দেশে মোট মৎস্য সম্পদ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৪.১০ লক্ষ ক্ষেক্টন এবং ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৫.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মংস্যা : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মংস্যাসম্পদ অত্যন্ত ক্ষম্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

- ্বিক্রান্ত ব্যুখ্যাণ সৃষ্টি : বাংলাদেশে বর্তমানে একটি বিরটি জনগোষ্ঠী বেকার রয়েছে। বিশেষ বর্ব হারে কোরানের কর্মশৃত্যা ও সামর্থি সার্বেও তারা জারিব জনা বোরা মরে আছে। অবচ বর্বিক্রান্ত বর্বাদিন বর্বিক্রান্ত বর্বাদিন কর্মিক্রান্ত বর্বিক্রান্ত বর্বাদিন বর্ব

জিব্দ বাংলা-৪২

- গ্
 ভোগে সম্প্রদারের আয়-রোজণার বৃদ্ধি : দেশের মেটি জনসংখ্যার শতকরা ১০ তাপ গোড়
 প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষতার মহলাখাতের ওপর নির্ভির্বাদা । ১৩ লাখ গোক সরাসরি সম্প্রদান ।
 প্রত্যক্ষের কাজে নিরোজিতা । কিছু মহলাখাতের দুরবন্ধ তথা বিভিন্ন জানের মাহের কিছু বিশ্ব ।
 কার্নি, নানা, হাওর-বাওতে মাহের আকাল মেশের এ বিরাট জনগোষ্ঠীর জীবনে বিপর্যর নির্ভাগনে ।
 তাই পরিবঞ্জিত উপায়ে মেশের মহলাসম্পানর সংক্ষেপ ও উন্নাম করতে না পারতে অধ্যক্ত ভবিষাতে মহল্য চার ও আরবেশের সাথে সম্পুক্ত একটি বিরাট জনগোষ্ঠীর জীবনে ভারার বিরুদ্ধি নেমে আসতে পারে । অবচ অধারতে সকরারি প্রকৃত্যি এবং যার্থায়ে পর্কাকৌ প্রবং সামুক্তি ও উন্মুক্ত জনাশরের মাছ সংরক্ষণ, বছ জনাশরের পরিবৃদ্ধিত মহলা উপাদন প্রবং সামুক্তি ও উপস্কৃত্যীয় প্রদানর অবারে সম্পুক্ত বর্মার বারা । এতে দেশে সার্কিকভার সম্পুক্ত জনগোচীর
- য়, ব্যৱ্যানি আয় ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ; ব্যব্তানি আয় বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে
 মধ্যানালগের ভূমিকা অবদীবার্য। বালানোপের ব্যব্তানি আয়ে বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে
 ভাগা আসে মধ্যাবাত থেকে। ২০১৮-১৪ অর্জন্মরে (আনুরারি ২০১৪) এক পদ্ধ যেটিক
 মধ্যা ও মধ্যাবাত পদা ব্যব্তানি বরে ৩০৮০.১৫ কোটি চাকার বৈদেশিক মুদ্রা আর্জিক ব্যব্তান
 এনানকি আমাদেন ৭১১ কিলোমিটার উপকৃশীয়া ওটাবোরা বরাবর ২০০ নিউলাল মাইল পর্যন্ত ওর
 পৌনে ২ লাখ বর্গ কিলোমিটার উদ্ধৃকীয়া ওটাবোরা বরাবর ২০০ নিউলাল মাইল পর্যন্ত বর্গ
 বরাস্থান বাবান বর্গ কিলোমিটার জুড়ে যে সামুদ্রিক ভক্ষাপশ্দর ব্যক্তান তার ম্বার্যাম বাবার ও
 বাবস্থাপানর মাধ্যায় আমাদের মধ্যা ব্যব্তানিক পরিষাশ আবো বৃদ্ধি করা যায়। কেননা করবোরাং,
 কুপনা, সাতর্জারা, তোলা, নোমাখালী প্রকৃতি জেলার উপকৃশীয়া এলাকার চির্ম্মেট চামধ্যেক আরে
 সম্প্রশারিক করা ক্ষর । এতে একদিকে যেমন আমাদের বাণিজিক অবসায়া অবস্থার প্রের
 ইতিরাক্ত প্রভাব পত্নবে থেকে পাশাগালী অতার ম্পানান বৈদেশিক মুদ্রা আর্জিত হবে।
- চ. জীবনখাত্রার মানোদ্রমন : জনগগের জীবনখাত্রার মানবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি আনয়নে মংলাচার ওলপাঁ ভূমিকা পালন করতে পারে। কেননা বাংলাদেশে যে সীমিত পরিমাণ কৃষিজার তাতে, পতার্লাক প্রক্রিজার চাষাবাদ করে জীবনোল পরিবর্তন আমারন সম্ভব সাহর কৃষি বহযুখীকরাকে কিবিতে চামাবাদ্যাকার আবিকে পরিবর্তনি আমারন সম্ভব সাচারে পাশাপাশি মাছ চাম দেশের জাঁ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে বাগালক ভূমিকা আখতে পারে।

- নাজালেশের মত্যাখাতের বিদ্যাদান সমস্যাবলী ও এর কারণ: অসংখ্য নদনদী, খাল-বিদা, হাতর-নাত্ত, সামুদ্রিক জলসন্দান আর বিরাট কর্মক্রম জলগোরী থাকা সত্ত্বেও এ সেপের মত্যাখাত আজ দারির সহটো নিপত্তিত। মত্যা উৎপাদন, সত্তেব্বপ, ব্যবস্থাপনা এবং প্রতিমালাককরণ পর্পত্ত এতিব ক্রমেই রয়েছে অজ্যাই সম্পান। এ সকল সমস্যার মতে কেবল মত্যা উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াসই ব্যাহত ক্রমে বাবহে বিদ্যাদান বিশ্বল পরিয়াখ মত্যাস্থ্যপন আজ প্রত্যের ছারাজে। এ অবস্থা অবশ্য একদিনে বৃদ্ধী হালি। ববং দীর্ঘদিনের পুঞ্জিন্ত সমস্যা ও অবাবস্থাপনার ধারাবাহিক পরিধাতিতে আজকের এ ক্রমন্থা তবে এ অবস্থার জন্য দারী কারণভালোর অন্যতম হলো :
 - জলমহাল থেকে নির্বিচারে মধ্যে আহরণ : রাজগভিত্তিক ইজারা ব্যবগুণনায় ইজারামহীতারা অধিক লাতের আশায় জলমহাল থেকে নির্বিচারে মধ্যে আহরণ করছে। তাছাড়া ব্যক্তিগত মালিকালাখিন জলাওলোকেও সেতে সম্পূর্ণরূপে মধ্যে আহরণ করা হছে। ফল পরবর্তী বছর মধ্যা রাজনাথের অয়োজনীয় মাছ জলাপারতালাতে থাকছে না। এ অবস্থায় জলমহালতলোতে মধ্যা প্রজন্ম ক্ষেত্রত সংরক্ষণ করা হছে না।
 - ১ ভিমওয়ালা ও পোনা মাছ নিধন : দেশে যৎসামান্য ভিমওয়ালা ও পোনামাছ যা আছে তাও নির্বিচারে নিধন করা হছে। এ ব্যাপারে সরকারি বিধিনিষেধের কোনো তোয়াকা করা হছে না।
 - ৬. অপরিকল্পিত ও সময়্বাহীন কার্যক্রম: বিভিন্ন সরকারি, আধাসরকারি, বেসরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের অপরিকল্পিত ও সময়াহীন উন্নয়নকূলক কার্যক্রম যেমা—কূলি কাল্পে অতিরিক্ত পানি নির্মাণন, রাসায়নিক সার ও জীনাশক প্রয়োগের ফলে মাহের স্বাভাবিক জীবন পানী আহত হকে। আছাত্ নথা নির্মাণ বাঁধ এবং সক্ত ও রাজ্যাখা নির্মাণের প্রাক্তাল ফথাযথভাবে ফিন পান (Fish Pass) নির্মাণ না করায় মাহের বিচরণ, প্রজনন ও কর মৌসুমে প্লারন ভূমি থেকে মৃক্ত জলপায়ে মাত্যাহাত ব্যাহত হকে।
 - জলাশয় দৃষণ : কলকারখানা, শিপ্ত প্রতিষ্ঠান, নগর ও বন্দরের বর্ত্তাপদার্থ ঘারা জলাশয় দৃষণের ছলে মাছের প্রজননক্ষেত্র বিনষ্টসহ মাছের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পরিবেশগত বিপর্যয়ে মুক্ত জলাশয়ের মতন্য উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যাহত হক্ষে ।
 - থ. মারের আবাসস্থলের ক্ষতিসাধন : কন্যা নিয়য়ণ এবং সেত প্রকল্পের প্রযোজনে বিভিন্ন অবকার্যমেয়া নির্বাধন প্রকৃতিক পরিবেশ, প্রতিবেশী দেশের উজানে বাঁধ ক্ষিত্র প্রকৃতিক পরিবেশ, প্রতিবেশী দেশের উজানে বাঁধ ক্ষিত্র হত্তানি করবাথে জলমহালে অতিবিক্ত পলি পড়ে মারের আবাসস্থলের রাগ্যক ক্ষতি সাধিত হত্তান ক্ষরের ক্ষতি ক্ষতিক পলি পড়ের মারের আবাসস্থলের রাগ্যক ক্ষতি সাধিত হত্তান ক্ষরের ক্ষতি সাধিত ক্ষত্তান ক্ষত্তান ক্ষরের ক্ষত্তান ক্ষত্ত্বান ক্ষত্তান ক্ষত্তান ক্ষত্তান ক্ষত্ত্বান ক্যত্ত্বান ক্ষত্ত্বান ক্ষত্ত্ব
 - জ্ঞান্ত জালের মাধ্যমে মধ্যে নিধন : মধ্যে বিভাগের এক পরিসংখ্যানে কেবা যার, দেশে
 ত্রিক বছর বে পরিমাণ মাছ ধরা হয় ভার শতকরা ১৫ ভাগেই হছের করেন্ট ভাগের মাধ্যমে ।
 ক্ষিত্রত ভাগের মাধ্যমে প্রতি বছর কেবল ভাটক অর্থাৎ ইছিপের বাভাই দিন করা হয় ২৫
 ক্ষার মেট্রিক টিন | ডিমগ্রোলা ইলিশ এবং এ ২০ হাজার মেট্রিক টান ভাটকার অন্তত শতকরা
 ১৯ বেকে ১৫ ভাগও অধি নিধন বছ করা সম্বর হয় ভাবেল বছরে অভিনিক্ত আত্মই লাখ টিন
 ক্ষার ক্ষার্ক্তর বাবে লাটের সাবাক্তন, অভ্যান্ত্রমান বাবস্থাপনা এবং ইলিশ প্রজন ক্ষার্কীলার উপোদন ব্যবহামেনে ক্ষার্ক ২০১১ অর্থাবছরে ইলিপের উপোদন ৩.৪০ লক্ষ মেট্রিক
 নী যা ২০০৮–১৯ অর্থাবছরে ছিল ২.৯৯ লক্ষ মেট্রিক টান।

থ. কারিশরি জানের অভাব: বাংলাদেশে 'হোরাইট গোভ' বলে পরিচিত চিবছির চাষও নানাভাবে বায়ংত হছে। উপকৃলীয় এলাকায় গছে তটা বেরুতালার হেমন কোনো সামঞ্জল নিই, তেনা একলো গড়ে উঠেছে বিভিন্ন অপুনযুক্ত স্থানে অপরিকল্পিত উপারে। এর বারুষর লাস্ট্রাই অপুনযুক্ত স্থানে অপরিকল্পিত উপারে। এর বারুষর লাস্ট্রাই অপুনিহার কির্বাচন আনের অপরাক্তির বারের আন্তর অন্যান্ত সময়াতালোর অন্যাতম হলো উপস্থেত/মৌরুমী সমরে চিবছির লোনা কর্মান কর্মনাত্র সমায়ে অপ্রাক্তির করে করেলাই করেলাই করেলাই করেলাই করেলাই করেলাই করেলাই করেলাই করিছে লাকার অপরিকল্প করেলাই করেলাই করেলাই করেলাই করেলাই করেলাই করেলাই করেলাই করিছেল করেলাই করিছেল করেলাই করিছেল করেলাই করিছেল করেলাই করিছেল করিছেল করেলাই করিছেল করেলাই করিছেল করেলাই করিছেল করেলাই করিছেল করিছেল করিছেল করিছেল করেলাই করিছেল করিছেল করিছেল করিছেল করিছেল করিছেলাই করিছেল করিছেল করিছেলাই ক

মধ্যা সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির কলাকৌশন্স এবং করণীয় : সেশে বর্তমানে ১১ লাখ মেট্রিক চন মাছের যে বিপুল মাটিত তা পূরণ করার জন্য সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে যত ক্রেক সম্বব কর্মক বাবান্ত্র প্রথণ করতে হবে। সেজনা মধ্যা উৎপাদন ও সংবাদ্ধণের ক্ষেত্রে আর্থুনিক প্রযুক্তি ও কৌন্দ প্রয়োগের কোনো বিকল্প নেই। সুস্তরাং আমাদের মধ্যাখাতের বিদ্যানা সমস্যাগতো কাটিয়ে ও খানের বিপুল সন্তাবনাকে কাজে লাগাতে হলে দিয়ালিখিত বিষয়গুলোর প্রতি আত দৃষ্টি দেয়া দরকার :

- জলাধার সৃষ্টি ও ফিস পাস নির্মাণ : কন্যা নিয়য়ণ এবং কৃষিকাজের প্রায়োজনে সেচ প্রকল্পত।
 কলাকায় বাব ও রাজাখাট নির্মাণের প্রাঞ্জালে মহন্যসম্পানের বিকল্প জলাধার সৃষ্টি ও ফিস পাস
 নির্মাণের ব্যবহা এহণ করতে হবে।
- ধানক্ষেতে মাছ চাৰ কার্যক্রম চালু: বন্যা নিয়য়ণ বাঁধের ভেতরের এলাকাসহ সুবিধাজনক বে কোনো ধান চার এলাকায় বায়্রতি ফসল হিসেবে মাছ উৎপাদনের জন্য ধানকেতে মাছ চাবের কার্যক্রম চালু করতে হবে।
- ৩. মংল্যা অভয়াশ্রম ছাগদ: এজননকম মাহের মঞ্জুদ বৃদ্ধি এবং বিশুভরায় এজাতির রক্ষার্থে বহু, পালাদ, ইলিপজাতীয় মাহেবং অন্যান্য মাছ জলমহালের যে অলে প্রাকৃতিকভাবে প্রজনন বর নে অংশ/প্রানকে চিহ্নিত করে কুফলভারাগী জনগোচীয় সম্পুক্তায় সারকারি ও বেসরকারিভাবে মংল্যা অভয়াশ্রম ছাপানে ভিনোগী হতে হবে।
- পোনামাছ অবমৃত্তকরণের পদক্ষেপ : সুফলভোগীদের অংশীদারিত্ব্যুলক অংশগ্রহণের ভিত্তিত সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পোনামাছ অবমৃত্তকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- ৫. কারেন্ট ছাল নিবিছ: আহবেদ চাপ নিয়্রপ্রের জন্য মধ্যা আর্বেশের ব্যবহৃত জাল ও সুফলভোগিদের সাধা নিয়প্রণ করতে হবে। একেন্দ্রে কারেন্ট জান্যের উপোদন, বিপদণ ও ব্যবহার নির্দিছকরবে কার্বেন্ট ব্যবহায়খন অতাত জকরি। ইতিমধ্যেই ও বিষয়ে প্রোজনীয় আইন প্রণয়নের উপোদা নেয়া হলেও তর নাস্তব্যান লেখার জন্য জাতি অপেন্সান।
- ৬. জলমহাল সংদ্ধার: অতিরিক্ত পলি পড়ে যে সকল মুক্ত জলমহালে মাহের আবাসহূল সংব্রতি হয়ে মাহের স্বাভাবিক জীবন প্রণালীর ওপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলছে, সে সকল জলমহল সংস্কারের কার্যক্রম হাতে দেয়া আবশাক।
- জলমহালের যথোপয়ুক্ত ইজারা নির্ধারণ : জৈবিক মৎসা বাবছাপনা কার্যক্রমের আও^{তর}
 উৎপাদন পরিকলনার ভিত্তিতে দীর্ঘময়াদি জলমহাল ইজারা প্রদান ও উৎপাদন বৃত্তির বার্থ
 জলমহালের ভৌতিক ও পরিবেশগত বৈশিক্তোর আলোকে ইজারা ফ্রন্ম নির্ধারণ করা উচিত।

- স্থানশের উন্নয়ন ও সংরক্ষণে জৈবিক কার্যক্রম : ইলিশ মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য ক্ষারিক কার্যক্রম এচণ করা আর্থাক।
- স্তপকৃশীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ন : উপকৃশীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ন করে ভূমির প্রেণীবিদ্যাস করে উক্ত ভূমিতে স্থানীয় সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশ সহনীয় লাগসই চিইড়ি চায প্রবন্ধাপনার সম্প্রসারণ আবশ্যক।
- 50. উপযোগী পরিবহন ব্যবস্থা : উপযুক্ত সময়ে সুস্থ, সবল চিটড়ি পোনা সরবরাহ, চিটড়ি পোনার মুক্তাহার হাসের জন্য বিমান এবং অন্যান্য উপযোগী পরিবহন ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি আবশ্যক।
- ১১. আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর কার্যক্রম গ্রহণ; সামুদ্রিক মংসাসম্পদের পরিমাণ, বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও দ্রবন্তি আহ্বাণোন্তর মজুল পুন্যনিরূপণ এবং সহনশীল মাত্রায় আহরণযোগ্য ফলন ধরার পরিমাণ দ্রবল্প আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর কার্যক্রম গ্রহণ আবশ্যক।

ভশসংহার: পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশে মতন্যসম্পদের যে বিপুল সঞ্জবনা একে কাজে লাগাতে হলে অবলাই প্রয়োজনীয় লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া মতন্যসম্পদের ক্রম্পুকে সরকারি-বেসবকারি পর্যায়ে তুলে ধরতে না পারলে কোনো কর্মক্রমই সফল হবে না।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প: সমস্যা ও সমাধান

ন্ধমকা; তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বাজনি আরের প্রধান খাত। সঞ্জবনাম্য এ খাতকে কেন্দ্র অরু প্রয়ে উঠেছে কর্মসংস্থানের বিশালা একটি বাজার। এ পোশাক শিল্পই হয়ে উঠেছে দেশের অর্কাটির প্রধান চালিকা শক্তি। অফাত এ পোশাক শিল্পে দীর্ঘদিন ধরেই অস্থিকতা ও বিশৃক্ষালা চলছে। ক্ষমো শ্রামকার তানের বেকন-ভাগর দারিতে বিক্ষোভ করছে, আবার কথনো কারখানায় হামাণ কয়ে, আহন লাগিয়ে দিছে এবং মূল্যবান জিনিসপত্র ভাঙতুর করছে। এভাবে তৈরি পোশাক শিল্পে কার্মী বিশ্বক্ষালা লোগাই আছে। এ অস্থিকতা এবং বিশ্বক্ষালা যোগোলার বার্মাল আরের প্রধান এ আত্তকে শাল্পে করে নিছে। এ অস্থান্ত থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে একার বিশৃক্ষালা এবং অস্থিকতা চিরতরে বছ

^{বা}**োদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যাসমূহ**় বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পে নানাধিক সমস্যা ^{বিভাষান}। নিমে বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের সমস্যাসমূহ আলোচনা করা হলো :

কৰা থকা : ভবন ধলে ব্যাপক সংখ্যক শ্রমিকের প্রাধাহানি বাংলাদেশের তৈরি পোশাক বা
্রম্বর্কিক পিয়ের আগোটিত ও ভায়াবে সমস্যাভগোর অলভ্যন । ২৪ এপ্রিল ২০১০ চাকার সভাবে
ক্রমা প্রাঞ্জা নামে নামতেলা একটি ভনন ধনে পতে (৩) । একনটিতে পাঁচারি গার্কেটক ছিল । এ ভবন
বিশা মার্কিমা ১৯২৭ জনের প্রাপহানি ঘটে, জীবিত উদ্ধার করা হয় ২,৪০৮ জন। এছাড়া
১০০০ সালে পেলন্দ্রীনা গোটেনিল ভবন ধলে এও জনের প্রাপহানি ঘটে। ভবন ধলের এ ছায়াবহ
ক্রমানা শ্রমিকরা ভর ও শঙ্কার আজ আনকেই গার্মেনিলৈকের বিকয় পথের সন্ধান করছেন। এতে
ক্রমানা শ্রমিকরা ভর ও শঙ্কার আজ আনকেই গার্মেনিলৈ করিছ পথের সন্ধান করছেন। এতে

ক্রমানা প্রমিকরা ভর ও পার্কার বাছবিল সম্বাধীন হতে।

- আন্তিকাত : বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প কারখানাওলাতে অফ্টিকারের ঘটনা আছপই ঘটা এতে করে মুক্তবিই আলারে পরিগত ত খা কেন্দ্রের গালন করা প্রথিক-মালিকের বস্থা 1 ১৯৯০ সালে কার্যান্ত্রন প্রথা 1 ১৯৯০ সালে কার্যান্ত্রন প্রথা 1 ১৯৯০ সালে কার্যান্ত্রন প্রথা ১৯৯০ সালে কার্যান্ত্রন প্রথা ১৯৯০ সালে কার্যান্ত্রন প্রথা কার্যান্ত্রন ১৯৯০ কার্যান্ত্রন প্রথা কার্যান্ত্রন প্রথা কার্যান্ত্রন প্রথা কার্যান্ত্রন প্রথা কার্যান্ত্রন কার্যান
- ৩, দক্ষ প্রমিকের অভাব : বাংশাদেশের পোলাক নিয়ের সাথে জড়িত প্রমিকরা অধিকাংক, অলিকিত, স্বার্লিকিত ওলাক। আদ্দানিবারকরা দেশের মানুবার রুটি ওনির্দেশ মোহারের পোলাক তৈরি করতের বাদ। ভিত্র বালাদেশের অধিকিত, স্বার্লিকিত, আদক্ষ প্রমিকারা আহক্র সমার নির্দেশ অনুযায়ী চাইলামতো পোলাক তৈরিতে বার্থ হয়। তাই আনক সমার বিদেশীরা হা এহণ না করে কেহল পাঠার বা ভবিষাতে অপেশীর দিল্লি প্রতিকার রুটি বিয়ুখ মানোভাব পোলা করে। রুখনে বালাদেশের পোলাক ক্লিক ক্লিক ক্লিকীন হয়।
- ৪. প্রশিকদের দির মজুরি : বাংলাদেশের পোশাক পিয়ের দ্রুন্ত বিবাশের যুগে রহয়ের প্রতির সংবাদক্ষর করে। প্রাপির সংবাদক্ষর করে। প্রাপির প্রশিক্ষরের করে। প্রাপির প্রশিক্ষরের করে। প্রাপির বার বার বার মান পর্কার করে। বার করে। বার বার বার মান পর্কার করে। বার মান পর্কার করে। বার মান স্থারীর বারে নায়ে মজুরি থেকে বঞ্জিত করছে। সরকার প্রথিকদের নুনকম মজুরির দিক নির্দেশনা নিশেব শিয় মানিকরা তা মানছে না বা মানছে টালবাহানার অপ্রাপ্ত নিক্ষেশ। ফলে পেশানিক পিয়ে প্রারহ করে। করে করে করে। করে করে করে করে করে করে। বার্গার নিক্ষেশ বার্গার বার্গার নিক্ষেশ। করে প্রাপ্তার করে আরম্ভার নিক্ষেশ। বাংলাদেশের প্রোপ্তার নিক্ষা আরম্ভার নিক্ষেশ। বাংলাদেশের প্রোপ্তার নিক্ষা করির বার্গার নিক্ষা বার্গার নিক্ষা সংবাদক্ষর বার্গার নিক্ষা সংবাদক্ষর বার্গার নিক্ষা করে নির্দারিক হবে। বাংলাদেশের প্রোপনা করে সাম্প্রতিক করে। বিরেটিক হবে। বাংলাদেশের প্রোপার প্রাপ্তার বার্গার নিক্ষার করে। বার্গার নিক্ষার নিক্ষার বার্গার নিক্ষার নি
- ৫. বিশ্ববাজারে মুদ্মপ্রাস : গত করেক বছরে বিশ্ববাজারে তৈরি পোশাকের মূল্য উল্লেখযোগ্য হার কমে গেছে। বিশেষ করে ওচেল পোশাকের কাটিং আছে মেকিং (সিএম) চার্জ কমেছে ১৫ জাগের বেশি। উদ্যোজারা জানিয়েছেল, আগে প্রতি জলন পোশাকে সিএম পাণ্ডারা থেত ১০ জলার। বর্তমানে তা ৬ থেকে ৭ জলারে নেমে এসেছে। নীট পোশাকের মূল্যও কমেছে উল্লেখযোগ্য হারে। চীন, ভিয়েকেলাম এবং অল্যানা অভিযোগী দেশ কম মূল্য পোশাক সরবর্ত্তম করার করবেণ প্রক্ষেব বাল্যাদেশের উল্লোজারা বেশ চাপে রয়েছেন।
- ৬, গালে ও বিদ্যুৎ সংকট: বিদ্যুৎ ও গালের উত্তি সংকটের করেণে পোশাক রঞ্জনিকবেকরা সম্পাদ পাতৃহয়ে। পোশাক উৎপাদনকাদীন এসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে অধিকাশে সময়ই বিদ্যুৎ থাকে লা গালের চাপ কম থাকায় উল্লোভার গালা জালারেটারও ব্যবহার করতে পারেন না। ভিজোটাইক জোনারটোর দিয়ে উৎপাদান করার করেণে উৎপাদন বরুচ পুরি পোয়াছে। টেক্সটাইল উপবার্থক চলহে গালের নিফটাপ সমস্যা। গালের চাপ কম থাকায় অনেক মিলের উৎপাদন আরু প্রতি এসেছে। উল্লোভালের মতে, গালাক প্রকাশিক সমস্যার করেমে প্রতিশ্ব করেছে বিদ্যুত্ত করেছে। লা। এক হিসাব মতে, পোশাক ও উল্লোটাক গালে বিলোগে ২৬ শতাল করেছে। বরুরেই গাল ও িন্যুত্ব সংকট বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পকে দিন দিন হুমবির সম্বুখীন করে তুলেছে।

- স্কন্ধতানির সীমাৰছতা ; বিশ্বের বিভিন্ন সেশে প্রায় ১১৫ প্রকারের পোশাকের চাহিলা রয়েছে । এর মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ানর দেশসমূরে চাহিলা রয়েছে ৮৫ রকমের পোশাকের। অবচ রাংলাদেশ মাত্র ৩৯ রকমের পোশাক উৎপাদন করতে সক্ষম। উৎপাদনের এ সীমাৰছতা রাংলাদেশের পোশাক শিক্তের অপর একটি বৃত্ত সমসা। অবত হংকং ৬৫টি রকমের, চীন ১০ রক্তমের, ভারত ৬০ রকমের পোশাক রক্তানি রকরে থাকে। বাংলাদেশের পোশাক শিল্প সকচেয়ে বেশি প্রতিযোগিতার সন্থাখীন হক্ষে ভারত ও চীনের সাথে। উৎপাদনের এ সীমাৰছতা রাংলাদেশের পোশাক শিক্তকে নালাধির সমস্যার সন্থাখীন করে তুসেহে।
- ৮. মূলধনের স্বল্পতা : বিশ্বের উন্নয়নশীল প্রতিটি দোশেরই শিল্পায়নের প্রধান অন্তরায় মূলধন।
 উল্লয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশও এ সমদ্যার সম্বর্জীন। বাংলাদেশের প্রভৃত সঞ্জননাময়
 শোলাক শিল্পে যে পরিমাণ ফুল্যন বিনিয়োগ করা উলি কথাসময়ে য়থলাকারতারে সে পরিমাণ য়াজেনমুহ যা ব্যক্তিগত উল্লোভারা বিনিয়োগ করতে পারছে না। মতে বাংলাদেশের পোশাক
 শিল্প জতির সম্বুখীন হচেছ। বাংলাদেশের পোশাক শিল্প অতিমায়ায় বিদেশী পুঁজির ওপর
 নির্ভ্রশীল হয়ে গড়েছে। নির্ভরশীলতার কারণে বিনেশীদের পেয়াল-বুশীনতার প্রশিক্ষ অনেকটা
 পরিজালিত হয়। এর মতে শিল্পার উল্লয়ন অশিক্ষাতা বিন শিল বৃদ্ধি প্রেয় চলাছে।
- অল্পত অৰকাঠানো ৩ অবন্য স্থাপনা বাল্যানেপক শোশকি শিল্পত্ৰ অপন্য একটি সম্পান্ন হলা অল্পত্ৰ অবকাঠানো। বাল্যানেপের রাজ্যাট্ট, অলকার্ট, হাপশান্তল প্রকৃতির অবস্থা হার্যটি নাজুক। আছাল্লা রয়েরে আননি-প্রাপ্তনি বাণ্ডিজার জন্য প্রয়োজনীয় বন্দরজনিত অবস্থাপনা ও বন্ধরে অজন। পণ্ডা খালাস করতে বিদেশী জাহাজগুলাকে দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হয়। ক্ষীন্তান ক্ষীন্তন ক্ষিত্র ক্ষাপ্তনি কার্যক্ষিত্র করতে হয়। ক্ষীন্তন ক্ষীন্তন ক্ষীন্তন ক্ষীন্তন ক্ষীন্তন ক্ষিত্র ক্ষীন্তন ক্ষীন ক্ষীন্তন ক্ষীন ক্ষীন্তন ক্ষীন ক্ষীন ক্ষীন ক্ষীন্তন ক্ষীন্তন ক্ষীন্তন ক্ষীন্তন ক্ষীন ক্ষীন
- ১০. আইন-শৃভালা পরিস্থিতির অধনতি: বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশে আইন-শৃভালা পরিস্থিতির অনুনতি সবচেয়ে বড় বাধা হিলেকে কাজ করছে। টাগাবাজি, মাজানি, ফিশতাই, ক্ষতালা, অবেলে, বিজ্ঞেন, ক্ষেমিক, অবিকাশ কর্তুত্বি অপবায়মূলক কর্মবাত নিলের পর নিল একেল পর এক ঘটেই চেলেছে। এরূপ আইন শৃভালার অকনতি বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পার উন্নালে প্রদান অর্থার হিলেবে বিবেচনা করা যায়। ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নাল আইনক স্থাপ্তনা করে পরে পত্তের।

^{মাহলাদেশে} তৈরি পোশাক শিল্পে বিদ্যমান সমস্যা থেকে উত্তরণে আত সুপারিশসমূহ : ^{মানাদেশে}র জাতীয় অর্থনীতিতে সবচেয়ে সম্ভবনাময় শিল্প হতে তৈরি পোশাক শিল্প। তাই এ শিল্পকে ^{উত্তরা}জ্ঞ উন্নতি ও বিকশিত করতে হলে এর সমস্যার সমাধান অতি জরুরি। এ সম্পর্কে কতিপয়

বিশারিশ নিমে উপস্থাপন করা হলো :

জ্বৰাঠাযোগত উন্নয়ন সাধন করা : বাংলাদেশের অবকাঠাযোগত দুৰ্বলতা দূব করতে হলে ক্ষমে অবকাঠাযোগত উন্নয়ন তথা শিল্লাঞ্জভলোর সাথে বিশেষ করে চালা-চিন্নাম রেল, লড়ক, ক্ষমণ পাবে পরিবহন বাবস্থার আরো উন্নয়ন প্রয়োজন। অপরানিক দ্রুততার সাথে গাাস, বিদ্রাৎ ক্ষমণ পাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ দিতে হবে।

- পশ্চাৎ সংযোগ শিল্পের প্রসার ঘটালো: বাংলাদেশে তৈরি গোশাক শিল্পের সূতা, বোতাম, কাণ্ড বিদেশ থেকে ৮৫ ভাগ আমদানি করতে হয়। কেদনা দেশে প্রস্তুতকৃত কাপড়ের পরিমাণ বৃংহ প্রপ্রকল। কারেই গোশাক শিল্পের সমস্যা সমাধানে পশ্চাৎ সংযোগ শিল্পের প্রসার ঘটাতে হবে।
- ৩. পোশাক পিল্লকে আয়কর মুক্ত করা : পৃথিবীয় অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের তৈরি পোশাও পিল্লকে আয়কর মুক্ত করতে হবে। আয়য়াভিক প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য রগুনিনৃত্ব তৈরি পোশাক পিল্লের আয় সম্পর্শতারে করমুক্ত করে রগ্রানি বাণিজ্ঞাকে উৎগাহিত করা প্রযোজন।
- পোশাকের শ্রেণী বৃদ্ধি করা: নির্মাজারে ১১৫ রকমের পোশাকের চাহিদা থাকলেও বাংলাকেন মাত্র ৬৬ রকমের পোশাক হৈরি করতে পারঙ্গম। কাজেই বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশ্রে পোশাকের শ্রেণী বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন।
- ৫. শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা : বাংলাদেশের তৈরি পোলাক শিল্পখাতে নিয়োজিত শ্রমিক, কর্মকর্তা, কর্মান্যবীদের দক্ষতার ব্যবেষ্ট অভার ব্যবহেছ । যথায়থ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা বেতে পারে । প্রয়োজনে বিদেশে কর্মকর্তা-কর্মান্যবীদের প্রবহন্ত মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির বাবস্থা করা যেতে পারে ।
- ৬. আপারেল বোর্ড গঠন করা ; বার্গ্রানি উন্নয়ন ব্যারোর বর্তমান বয় দেল পোশাক শিল্পখাতের বর্তির কর্মকাও তারুবাধান করার জন্য যথেছি নয়। পোশাক সম্প্রসারণের সাথে সাথে হৈছি পোশাক প্রস্তুতনত ও রার্গ্রানিকারক একটি আপারেল বোর্ড প্রতিষ্ঠার জন্য দাবি লানিয়ে আগতে। প্রস্তাবিত আপারেল বোর্ডের নিজন্ব আয় থেকেই এর সকল বায়ভার বহন করা সমল। উল্লেখ্য যে, প্রতিবেশী দেশ ভারতেও তির্বির পোশাক শিল্প যাতের সামান্ত্রিক কর্মকাও অন্তর্গরান করার জন্য আপারেল বোর্ড রামেছ।
- বিদেশে ক্ষরিক নিয়োগ : বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিক্তের সমূহ সঞ্চাবনাকে জবহিত করতে বিদেশে প্রয়োজনে লবিক নিয়োগ করা যেতে পারে। জবিক নিয়োগ করতে তারা বিশ্বের বাংলাগ বাংলাদেশের পোশাক শিক্তের ইতিবায়ক নিকতলা ক্রুত ধরতে পারবে কলে এসেশে বিদেশী রিনিয়োগ কুরির পাশাপাশি পোশাক ব্যক্তনি কুকি পারে।
- ৮. আইন-শৃভ্যপা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে হবে: দেশের সুস্থ ও স্বাভাবিক আইন-শৃভ্যপা পরিস্থিতি দিয়েয়য়নের পূর্বপর্ত। বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক দলসমুহ কর্তৃক ঘোষিত হবতান, অবরোধ, ধর্মনট প্রভৃতির কারনে বঙাদিমুখী পিয়পাত, বিশোষ করে বঙাদিমুখী তিরি পোশার্ক দিয়খাত বিপর্যারে বছামুখী হয়। বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুপ্ন হয়। এ সময়ার সামাধানকের পোশারক দিয়্রখাতকে সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মসূর্যির আওতামুক্ত রাখার কলা ঐকারক দিয়াও এইল করতে হবে।
- ৯. আধুনিক যঞ্জপাতি স্থাপন তথা প্ৰযুক্তিগত উন্নয়ন সাধন কৰা : পোশাক শিল্পতে বিধ্ববাৰ্তহ তুলে ধৰতে হলে সৰচেয়ে বেশি প্ৰয়োজন আধুনিক মন্ত্ৰপাতিক সাথায়ে মাননগছত পোশাক হৈছি কৰা। আৰু এজনা উন্নত প্ৰযুক্তিক যঞ্জপাতি আনদানি কৰতে হবে। আধুনিক প্ৰাষ্ট্ৰত ব্যৱহাত হলে উৎপানন কৰতে পাৱলে তা পোশাক শিল্পতে প্ৰতিযোগিতাটা টিকে থাকতে সংযাহতা কৰবে।

১০. টেকাটাইল পন্ত্ৰী প্ৰতিষ্ঠা করা: সূতা, বন্ধ, গোশাক ইত্যাদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে কাঁচামাল যত কম নাডাচাড়া করা যাবে, উৎপাদন বায় তথা অপচয় তত কমবে। তাই টেক্সটাইল পন্নী প্রতিষ্ঠা করা একান্ত দরকার।

জলসম্ভান : পরিশেষে বলা যায় যে, দেশের রম্ভানি বাণিজো তৈরি পোশাক শিরের ভূমিকা উল্লেখযোগ।

এ দিয়া ছাত থেকে বঞ্জনি আরের সিংক্টোগই অর্ডিত হয়। জাতীয় অর্থনৈকৈ উল্লান সাধাৰ, অধিক
কারেয়েনের সূত্র্যাপ সৃষ্টির মাধ্যমে কেবলহের কাস রোম করে পথিক বৈষয়িক সন্মূল গাতের মাধ্যমে,
কারেয়ারার মান উল্লান ঘটাতে তৈরি পোশাক শিরের অবদান অনহীকার্য। অসপের অর্থনৈতিক ও
নারায়িক কার্যতংগতার মেকার ও পোশাক শিরুর অবদান অনহীকার্য। ব্যাসপের অর্থনৈতিক ও
নারায়িক কার্যতংগতার মেকার ত পোশাক শিরুর অবদান অনহীকার্য। তারপের অর্থনিতিক ও
নারায়িক কার্যতংগতার মেকার ত তেনা বালাগেশের তির্তি পোশাক শিরুরে অন্যাম
ত কার্যতংগতার মাধ্যমিক ত হল নারাজ্যালেশের তির্তি পোশাক শিরুরে তারপের পর্যামিক
কার্যতংগতার মাধ্যমিক বিশ্বনিকার তারী ভারতের স্বামাধ্যমিক বিশ্বনিকার বিশ্বনি

Tell (

③ ₹

) বাংলাদেশের পর্যটনশিল্প : সমস্যা ও সম্ভাবনা

[২৯তম: ১৫তম বিসিএস]

গাটান কি: পর্যাচনের সংজ্ঞার কেয়ো সমস্যা যমেছে। একেক জনকে একেক দিক নিয়ে সংজ্ঞায়ন ক্ষাত্ত দেখা যায়। এ দিকতলোৰ মধ্যে রয়েছে সৌন্দর্যিয়াকা, কৌচুহুকারিয়াকা, একৃতি প্রেম ইত্যাদি। অস্ত্রাক এর অর্থনৈতিক, ব্যবস্থাপকীয়, বাজারজাত সম্পর্কীয়, সামাজিক, পরিবেশগত ও আরো ব্যক্তিক সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তিক ইয়।

শতীন একাধারে একটি দৃষ্টিভবি এবং কর্মকা। পর্যাদের দৃষ্টিভবি অনোপার্জনকুদক এবং এর কর্মকাও দিল্ল আন্দারী ও অস্থানী অবস্থানমূলক। AIEST (আনোদিয়েলন অফ ইউন্নোদালাল একাণ্ডিস ইন অতিটানক চৃষ্টিবায়)-এর মতে, 'কোনো উপার্জন্মক কাজে যুক্ত নয় এবং স্থানীভাবে কর্মতি গড়ে না শাহ বিজ্ঞ অবাধু এবং কোখাও থাকা ওকে উভান্যবিত একাখ ও সম্পর্কের মার্কি হয়ে পর্যাচন। 'পর্যাচনত আন্দার ক্রিক প্রবাদ এবং কোখাও থাকা ওকে উভান্যবিত একাখ ও সম্পর্কের মার্কি হয়ে পর্যাচন। অত্যাহিত ওকার হয় : '... activities of human being travelling to and staying in places outside their usual environment for the purpose of education, "Petience, enrichment and enjoyment.' সংকল্পে, জাগতিক সৃষ্টি দর্শনাম্ব ব্যক্তির অভিনয়ন্তক স্থানাত্তর, অস্থানী অবস্থান একং এর সায়ে সম্পৃত বিদ্যাদিকে পর্যাচন কর্মান্তর, অস্থানী অবস্থান একং এর সায়ে সম্পৃত বিদ্যাদিকে পর্যাচন কর্মান বিশ্ব অর্থনীতিতে পর্যটনশিল্পের অবদান : বর্তমানে বিশ্বের একক বৃহত্তম শিল্প এবং বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান সৃষ্টিকারী অদ্যাতম খাত পর্যটনশিল্প। বিশ্বের গড় উৎপাদানের ক্ষেত্রে এ গড় বর্তমানে ২ লাখ ৫০ গুলার কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের যোগান নিচ্ছে, যা বিশ্বের মোট জাউন উৎপাদানের ৫ ৫%।

জাতীয় পর্যটন নীতিমালা : ১৯৯২ সালে **এ**খন পর্যটন সম্পর্কিত জাতীয় নীতিমালা ঘোষিত ^{হয়। এ} জাতীয় নীতিতে বর্ণিত দেশের পর্যটনের উদ্দেশ্য নিমন্ত্রণ :

- ১. বিদেশী পর্যটকদের আকৃষ্ট করে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার আয় বাড়ানো।
- ২, জনসাধারণের মধ্যে পর্যটনের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি করা ও তাদের জন্য অল্প খরচে পর্যটন সুবিধা সৃ^{হি}।
- ৩. দেশের পর্যটন সম্পদের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং এর মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন।
- বিদেশে বাংলাদেশ সম্পর্কে ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তোলা।
- ৫. বেসরকারি পুঁজির জন্য একটি স্বীকৃত বিনিয়োগের ক্ষেত্র উন্মোচন করা।
- ৬. বেশি সংখ্যক নাগরিকের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- ৭. বিদেশী পর্যটক ও দেশীয় জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা।
- ৮. হস্ত ও কৃটিরশিল্পের উন্নয়ন, দেশের ঐতিহ্যের লালন ও বিকাশের মাধ্যমে জাতীয় সংহতি ও ঐকমতা সূদ্র করা

বালোদেশের অর্থনীতিতে পর্যাদাশিয়ের ওরুত্ব : জাতিসংখ্যে এক রিপোর্টে বলা হরেছে, বিশেষত
্তরা বিশ্বের সৈপেশিক মুদ্রা আর্তানে ক্ষেত্রে পর্যাচনত ভূমিকা অন্যা, বারারা এটি অর্থনিলিত প্রণোৱ
ধ্যারি বার্ত্তার, বাণিজ্ঞিক দেশনেল অনুকূলে রাখতে সাহায় করে। যথে জাতীয় ভ্রন্তান প্রাক্তিক হয়।
ক্ষেত্রক দশক আগে ভিন্নত দেশভালো পর্যাদাশিয়ার এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করতো। কিন্তু পর্যামনে
ভ্রন্তানশীল দেশভালো এ ক্ষেত্রের এণিয়ে আসছে এবং ভাৎপর্যপূর্ণ অর্থগতি অর্জন করেছে।
ভ্রান্তব্যবহুল, মেরিরারা ও ইন্মোনেশিয়ার কথা বলা যেতে লাবে। এ দুটো দেশের মেটি বার্ত্তান
ক্ষান্তব্যবহুল ওপি পর্যাম খাত থেকে আসে। এছাড়া মরেজা, শিক্ষাপুর, থাইলাভ, কোরিয়া প্রকৃতি দেশ
ক্ষান্তিনীয়া উল্লয়নের মাধ্যমে ভাসেন অর্থনিতিক ভ্রান্তর ও অবর্ঠানো উন্মানে সমর্থ বিয়েছে।

বালোচেশ ইতিমধ্যে পর্যটনশিক্তের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মূল্য অর্জন করেছে। কিছু এইচারেশী অন্যান্য উন্নাদেশীয় নেশের আয় এর চেয়ে বছঙণ বেশি। সার্কভুক্ত দেশকলোর মধ্যে এইচানশিক্ত থেকে সবচেয়ে বেশি উপার্জন করে ছারত। তাই আমানের দেশে পর্যটানশিক্তকে অর্থনৈতিক উল্লেখ্য কাজে লাগাতে হলে আরো অনুনার বিদেশী পর্যটক আকর্ষণ করাতে হবে।

রাজ্যাদেশের পর্যটনশিল্পের সমস্যাসমূহ: বছমুখী সমস্যার আবর্তে বাংলাদেশে পর্যটনশিল্প সংকটাপন্ন। অপার প্রাকৃতিক শোভামতিত এ দেশে পর্যটনশিল্পের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রর আয় বাভারার এবং কর্মসংস্থান সৃত্তির কোনো সুনির্দিন্তি ও সমন্তিত পর্যক্ত এবং পর্যক্ত মা শুরুয়ার পর্যটনশিল্পের আশানুক্তা বিকাশ ঘটছে না। ১৯৯২ বালে খোছিত পর্যটন সম্পর্কিত জাভীয় মাইআলারও সুক্রার বাভবাদন হতে লা। বালাদেশের পর্যটনশিল্পের প্রধান সমস্যাতশো নিমর্কণ:

- যোগাযোগ ও অবন্ধাঠাযোগত সমস্যা : ঝাংগাদেশের আকর্ষণীয় ও দর্শদীয় স্থানগুলো বিভিন্ন মারণায় উদ্বিয়া-বিটিয়ে অবস্থান করছে। এ সকল স্থানে যাতমাতের জন্য নৌ ও সম্বক্ত যোগাযোগের বাৰস্কা পর্যান্ত না। এ ছাড়া অমপের জন্য দ্রুক্ত ও নিরাম্ব মানবায়নের বার্বস্থ, আবামনায়ন ও দিরাগদ হোটোন, মোটাগ ও বাস্থান্ত বার্বস্থ এবং কাঞ্চিত বিশোলনের অভাব রামেয়ে।
- বেদরকারি উদ্যোগের অভাব : পর্যটন বেদরকারি উদ্যোগেই সব দেশে সমৃদ্ধ হয়। কিছু আমানের কাশে এবানো পর্যন্ত এমন কোনো পরিবেশ গৃষ্টি হয়লি মাতে পর্যটন থাতে কেনকারি উদ্যোগকার বাগদক পুন্ধী বিনিয়োগ করাতে পারেন। তাছাড়া বেদরকারি বাতে কাঠনি এবানো কিছু বিনারে বীকৃতি কামানি। পর্যটন থাতে বেদরকারি উদ্যোগতে উদ্ভুক করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মতপ্রকারতার অভাব বামেছে।
- শক্ষমারি উদ্যোগের অভাব: যে কোনো দেশের সরকারি পর্যটন দন্তরেই স্বয়ংসম্পূর্ব প্রয়োশন শিক্ষা থাকে। তারা দেশেও বিদ্যোশ যথাক্রমে অভান্তরীগ ও আন্তর্জাঠিক পর্যটক্তমের উত্যাহিত শ্বার আন নিরদসভাবে কান্ত করে। দেশের বাইরে দুভাবাসগুগোর মাধ্যমে এ কান্ত পরিচালিত বি। অধ্যত আমাদের অনেক বিদেশী দুভাবাসে পর্যটন বিষয়ক কোনো ভেন্ত পর্যন্ত নেই বলে শ্বিত্যাগ রয়েছে।
- স্ফ্রান্ত অভ্যন্তরীণ পর্যটন ব্যবস্থা : অভ্যন্তরীণ পর্যটন উন্নত না হলে কোনো দেশে আওজিতিক পর্যটন বিশ্বাশ লাভ করতে পারে না। আর অভ্যন্তরীণ পর্যটন উন্নত হয় কেবল দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে স্ফ্রান্টত উদ্যাহিত করার মাধ্যমে। কিন্তু আমাদের দেশে এ কেক্সে গৃহীত উদ্যোগ পর্যাপ্ত নম।

- ৫. নিরুদ্ধের পরিবেশ এবং নিরাপন্তার অভাব : বাংলানেশে পর্যানের ফেরে নিরুদ্ধের পরিবেশ এর নিরাপরার অভান পরিক্ষিত হয়। পরিক্রায় রাহার দেখা যার, নিয়ানবারে বিদেশীরা নালভাবে প্রভাবি, নিরুদ্ধের প্রভাব করে নিরুদ্ধের হলে । বিয়ানবার পেরিয়ে চার্ট্রির হা যোগত ভাল করতে বিয়বে ভার প্রভাব করে করে প্রবিশ্ব ভার প্রভাব করে করে প্রবিশ্ব ভার প্রভাব করে । এ সকল করের পরিবিশ্ব করা বা বাংলানেশের এতি প্রতিবাচক মানাভাব পারে ভার্তি ।
- ৬. আকর্ষীয় প্রচার ও সাবদীল উপস্থাপনার অভাব ; বাংলাদেশের নয়নাভিরাম অফুবন্ত প্রাকৃতিক শোহ এবং ঐতিহাসিক স্থাপভারীর্তি থাকলেও দেশী-বিদেশী পর্যটকদের কাছে সেওলো আকর্ষণীয় করে প্রচার এবং উপস্থাপন করার পর্যাপ্ত উদ্যোগ নেই। এর ফলে পর্যটনশিয় দ্রুতগতিতে বিকশিত হক্ষে না।
- ৭. দক্ষ গাইছের অভাব: অমণের উদ্দেশ্যে বাালাদেশে আসা বিদেশীদের আনেক সমস্যার মধ্যে একটা হলো ভালো গাইছের মুল্যাপাতা। তিন দেশে এনে একজন পর্বাচিক প্রথমেই পেতে চার একজ ভালো গাইছ, বিনি তার অমণকে সহজ ও আকর্ষদীয়া করে ফুলবেন। তিন্তু আনামারে দেশের পর্বাচিক, ক্ষেপ্রভাগাতে ভালো ও উপযুক্ত গাইছের অপ্রকুলতা ররেছে। আজকাল পৃথিবীর আনেক দেশু ক্ষেম্বরুলারিকারে গাইভ পাওয়া সায়। এসন দেশে পর্বাচিনালির পরিস্থিতি বিদ্যানিত অধ্যায় অনুনত্ত গাইভের নাজকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। এদিক থেকে আমরা পিছিরে আছি এবং পর্যাচিক ভারের ক্রেইফুল নিস্তর করার সুযোগ পাজে না, অথক এটা ভালের নাম্যে পাওলা।
- ৮. পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব: সেশে পর্যটনশিয়ের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য দক্ষ ও মানসমত জনগভি অপরিয়্য়র্য । আর আধুনিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই কেবল এ ধরনের জনশক্তি গড়ে তেল যায় । কিন্তু বাংলাদেশে পর্যটন সংক্রোপ্ত প্রশিক্ষণের আধুনিক ব্যবস্থা প্রকেবারেই অপর্যাও ।
- ৯. রাজনৈতিক অস্থিরতা; হরতাল, ধর্মণিট তথা রাজনৈতিক অস্থিরতা এ দেশের অন্যান। থাকে মতো পর্যাননিয়ের বিকাশের ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশে যথন তবল করতাল, ধর্মণিট কর হতায়ার বাছতি অস্থির সম্থানীন হয় পর্যাচকার। ফলে তাটা পড়ে পর্যাচকার উল্পান, অবন্ধনিত হয় বিলেশাদের বাংলাদেশ অমধ্যের ইছা । আর এভাবেই রাজনৈতিক অস্থিরতার করতা বাংলাদেশ পর্যাননিম্বাচর করতার বাংলাদেশ কর্মানি কর্মান সংবাদেশে থাকে বার্মনিত হয়।
- ১০, পর্যটন নীতির দৈন্যদশা : বাংলাদেশে পর্ক্তনশিক্ষের ক্ষেত্র সরকারি নীতির দৈন্যদশা পরিবাজিত হা প্রধার্থাকি পরিকল্পনাসূহে এ থাতে বরাজ অন্তলা। পর্যটন সংক্রিষ্ট অন্যান কাজে নিয়োজিত বিজি সরকারি বিভাগ খেমন— রাজায়াই, যানবাহন, প্রস্কৃতির, সংকৃতি, এটাড়া অকৃতির মধ্যে গর্মাই কর্মকারের নীতি অনুস্কৃত হয় না। পর্যটনশিক্ষের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নীতিগত ফুর্পভা ররেহে। পর্যটন বিশেষজ্ঞ সৈয়েদ রাশিক্ষা তাসন ৬ ধরনের খেসব ক্ষেত্র হিছিত করেছে। অনুষ্ঠার ররেহে। পর্যটন বিশেষজ্ঞ সৈয়েদ রাশিক্ষা তাসন ৬ ধরনের খেসব খেমর ক্ষিত্র করেছে। অনুষ্ঠার ররেহে। নার্যই বিশোলনা অনুস্থিতি, পর্যটকরের নিরাপ্রতার কর্মকার করিবলার কর্মকার করিবলার কর্মকার করেছে। ক্ষিত্র করিবলার কর্মকার করেছে।

নিবাদী পর্যাদকে বলা হয় 'Invisible Export Goods' বা অনুণা রঞ্জনি পদা। অন্যান্য রঞ্জনি বাংলার ক্রেরে পর্যটনের সূর্বিধা হলো, অন্যান্য পদা রঞ্জনির একটা সীমা আছে, সুতনাং রঞ্জনি আছে ক্রিন্তে। বিজ্ঞু পর্যটন এনন্দ একটি পিন্ধ যেখানে বিনিয়োগ, চাকরি ও আয়ের কেনো সীমা নেই। বিশেষত ক্রোহালেরে বাংলানে অসংখা সমস্যা, বেকারত্ব, প্রতিকৃত্ব বিনেদিক বাণিজা, প্রধান প্রধান অধান অর্থনিক বাংলালের ক্রান্তে লাগিয়ে বন্ধ পুঁজি, প্রযুক্তি ও সম্পানের অর্থকুলতা রয়েছে, সেখানে নৈসার্দিক প্রকৃতি ও ক্রান্তর্ভাব ক্রান্তে লাগিয়ে বন্ধ পুঁজিতে পর্যানিশিরের উদ্ধান করতে পারেশে তা বাগেক কর্মণহলে ও তানেকিক মুল্ল আয়ের বিবাট উৎস হতে পারে। করবণ এখাতে উত্ত প্রযুক্তি ও বিরাট মুক্যবন বিনিয়োগের আরার বিবাটন বাংলী, প্রযোজন তথ্য জাতির মানিক গঠন এবং সেবানানের উপযুক্ত দক্ষ জনগোচী।

নাটান একটি দেখাশিয় । এ দেখা উপস্থাপন ও গারিবেশনার জন্য চাই নক্ষতা, উন্নত আচাবণ, কৌশল
ভ অপ্তরিকতা। এজনা বলা হয়, গার্ঘিদের অন্যতম উলাদান হলো মানবন্দশান। বাংলাদেশের শিখিত
ক্রেবানের নাটাক প্রশিক্ষণ প্রদান করে নহরেই পার্যানের উপস্থোদী দক্ষ জলপিত জ্বপান্তর করা
ব্যক্তি পার। আর একমাত্র পার্টান শিক্ষিত
ক্রেবার আর একমাত্র পার্টান শিক্ষিই কর্মশংখ্রানের সীমাহিন সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। আমানের
ক্রেবার আর একমাত্র পার্টান শিক্ষিই কর্মশংখ্রানের সীমাহিন সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। আমানের
ক্রেবার ক্রেবার ক্রান্ত্রকার সৌশর্ষ বিদেশী পার্টাতকার সামান সুলো ধরতে সক্ষম হয়েছে। ভালের বান্টি
ব পদস্ক অনুযায়ী গড়ে ভুলাহে হোটোন, নোটোল, রেষ্টুরেন্টা, রেই স্থাটান ইত্যানি। বিদেশিক মুদ্রা
অপ্রবের লাক্ষ্য একম নেশ তানের যাত্রয়াত বান্ধান্তর বিদ্যালয়ক বিশ্বনিক সুযাধন
সুক্তর জনানের বান্ধান্য গ্রেটা করে চলছে। বাঙ্গানালেনত বান্দি পর্যানীক্রর উন্নাননের জন্য যথার্থ
ক্রেবার বান্ধান্তর বান্ধান্তর বিদ্যালয়ক বান্ধান্তর বিশ্বনাধন বান্ধান্তর বিশ্বনাধন বান্ধান্তর বান্ধান্তর করে তাল্যে। বাঙ্গানালেনত বান্ধি পর্যানিক মুদ্রা আয় করে উন্নাননের পারে
ক্রান্ধান্ত্র বান্ধান্তর বান্ধান্তর বান্ধান্তর বিশ্বনাধন্তর বিশ্বনাধন্তর বান্ধান্তর বান্ধান্তর বান্ধান্তর বান্ধান্তর বান্ধান্তর বান্ধান্তর বান্ধান্তর ক্রান্ধান্তর বান্ধান্তর ক্রান্ধান্তর বান্ধান্তর বান্ধান্তর ক্রান্ধান্তর বান্ধান্তর বান্ধান্তর ক্রান্ধান্তর বান্ধান্তর বান্ধান্তর ক্রান্ধান্তর বান্ধান্তর ক্রান্ধান্তর বান্ধান্তর ক্রান্ধান্তর বান্ধান্তর ক্রান্ধান্তর বান্ধান্তর বান্ধান্তর

্রতিনশিক্তের উদ্লয়নের জন্য করণীয় : বাংলাদেশের পর্যটনশিক্তের সংকটের উত্তরণ এবং বিদ্যামন ব্রুমার সমাধান হঠাৎ করে সম্ভব না হলেও এজন্য এখনই পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। নিমে ব্রুমানেশের পর্যটনশিক্তের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য কতিপয় সুপারিশ পেশ করা হলো :

অবিলমে পর্যটন সম্পর্কিত জাতীয় নীতিমালা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

লশের আকর্ষণীয় পর্যটন স্থানগুলোকে সুপরিকল্পিতভাবে আধুনিকায়ন করে দেশী-বিদেশী শ্বতিৰূদের কাছে তা তুলে ধরার ব্যবস্থা করতে হবে।

্র্যাতিহাসিক নিদর্শন ও দর্শনীয় স্থানসমূহে যাতায়াতের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, আরামদায়ক নালস্কান ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ব্দান্তরীল পর্যটন ব্যবস্থাকে উনুত করার জন্য দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে পর্যটন সম্পর্কে সচেতন ^{ও আ}যাই করে তোলা অত্যন্ত প্রয়োজন। এজন্য পর্যটন বিষয়ে ব্যাপক গণশিক্ষা এবং স্থূল-কলেজ-

বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত্রছাত্রীদের পর্যটন বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে।

্নিশ্বে শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীকে পর্যটন বিষয়ে আধুনিক ও মানসমত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা ক্ষতে হবে। এজন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে পর্যটন প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট স্থাপন করতে হবে।

ক্ষিত্র নিরাপন্তার জন্য দেশে সুষ্ঠু আইনশৃত্রালার প্রয়োজন। বিমানবন্ধরে নানা উটকো ঝামেলা, ক্ষিত্রালাক জন্য দেশে সুষ্ঠু আইনশৃত্রালার প্রয়োজন। বিমানবন্ধরে নানা উটকো ঝামেলা,

- প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ পর্যটক গাইড গড়ে তুলতে হবে এবং দক্ষ গাইতে; দুপ্রাপ্যতা দুর করতে হবে।
- বিমানবন্দরে পর্যটকদের জন্য আলাদা ডেঙ্কের ব্যবস্থা করতে হবে।
- পর্যটনশিস্কের উন্নয়নের জন্য বেসরকারি উদ্যোগকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। এজনা প্রয়োজনীয় নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন করে প্রয়োজনবোধে রেয়াতি ঋণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধ প্রদান করা যেতে পারে
- পর্যটনশিল্পের বিকাশের জন্য উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও মুক্ত মনের প্রয়োজন।
- বাংলাদেশের পর্যটন কেন্দ্র ও আকর্ষণীয় স্থানগুলোর ওপর ফিল্ম ও ডকুমেন্টারি তৈরি করে বিদেশে বাংলাদেশের মিশনসমূহের মাধ্যমে তা বহির্বিশ্বে ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- পর্যটন স্পর্টগুলোতে নিয়মিতভাবে আকর্ষণীয় খেলাধুলা, হস্তশিল্প প্রদর্শনী, মাছধরা, নৌকা ত্রমধ লোকসঙ্গীত ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।
- ব্যয়বহুল ও প্রয়ুক্তি নির্ভর নগরভিত্তিক পর্যটনশিল্পের পরিবর্তে প্রাকৃতিক অতুলনীয় দৃশ্য এব পুরাকীর্তিসমূহ পর্যটন আকর্ষণ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।
- পর্যটকদের সহায়তা দানের জন্য স্থানীয়ভাবে পর্যটন ক্লাব, প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।
- সর্বোপরি দেশের আইনশৃঞ্জার উনুয়ন করে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন করতে হবে।

উপসংহার : উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশে পর্যটনের আকর্ষণের অভ্য নেই। একজন পর্যটক যা চায় তার সরই আছে এ দেশে। কিন্তু অভাব আছে কার্যকর উদ্যোগের, সূ ব্যবস্থাপনার এবং আন্তরিক প্রচেষ্টার। বর্তমানে আমাদের দেশে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের জন্য সীমির পর্যটন সুবিধা আছে। কেননা সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে এ শিল্পে বিনিয়োগ চাহিদার তুলনায় সামান্য । ফলে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে পর্যটনশিল্পে বাংলাদেশের সাফল্য খুবই কম । কিন্তু পর্যটনশিল্প বাংলাদেশের সঞ্জবনা খুবই উজ্জ্বন। পর্যটনশিল্পে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সমাধান করতে পারলে এব উপযুক্ত পর্যটন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে বাংলাদেশের পর্যটনশিল্প কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ ি বৈদেশিক মূদা অর্জনের অন্যতম প্রধান উৎস হতে পারে।

ব্যার্কা (8) জ্বালানি সংকট নিরসনে বিকল্প শক্তি

ভূমিকা : জ্বালানি সংকট— বিশ্বজুড়ে এক মূর্তিমান আতংকের নাম। জীবনযাত্রার গতিকে নিশ্চল ইউ দেয়া, উনুয়নের গতিকে থমকে দেয়া কিংবা অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডকে শিরদাঁড়াহীন করে দেয়ার সীমার্থ শক্তিশালী দানব ক্রমচলমান জ্বালানি সংকট। সভ্যতাকে আলোকিত করা বিদ্যুতের প্রাণহানীও তে মুঠোয় আবদ্ধ। তাই জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতের বিষয়টি এখন সব অঞ্চলের সব দেশের জন্য^{হ এখ} ইস্যু। যার উপায় হিসেবে আবিষ্কৃত হয়েছে নবায়নযোগ্য জ্বালানির এক অভাবনীয় বিকল্প ^{স্তি} জ্বালানি সংকটে জর্জনিত আমাদের প্রিয় বাংলাদেশের জন্য এক অসাধারণ উপায় হিসেবে ^{আর্থি} হয়েছে এ বিকল্প শক্তি। বিকল্প শক্তিকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে দেশের জ্বালানি চ[া] যেমন মেটানো সম্ভব, তেমনি দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড সমুনুত রাখা সম্ভবপর হবে। বিকর 🗑 শক্তি তাই সময়ের চাহিদা হিসেবে আমাদের সুবিবেচনায় নিতে হবে।

্রলানি : চাহিদা চিত্র ও সংকট

পাকতিক গ্যাস : দেশের জ্বালানির প্রধান খাত প্রাকৃতিক গ্যাস। প্রাকৃতিক গ্যাস হচ্ছে প্রকৃতিতে ক্ষুবি হাইডোকার্বন যা সাধারণ তাপমাত্রায় ও চাপে বায়বীয় অবস্থায় থাকে। আধনিক বিশ্বে তেলের লব গ্যাসকে প্রধান জ্বালানি শক্তির উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের প্রধান জালানি সম্পদ, যা দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ পুরণ করে। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার কারখানা, বাণিজ্যিক শিল্প ও গৃহস্থালী খাতে জ্বালানির প্রধান উৎস পাকতিক গ্যাস। এর মধ্যে ৮৮,৯০% শতাংশেরও বেশি গ্যাস ব্যবহৃত হয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে।

দেশে এ যাবত আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্রের সংখ্যা ২৬টি। এগুলোর উর্বোলনযোগ্য, সঞ্জব্য ও প্রমাণিত মজনের পরিমাণ ২৬.৭৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমানে দেশের ১৯টি গ্যাসক্ষেত্রের ৮০টি কৃপ থেকে গ্যাস উৎপাদিত হঙ্গে। দেশে উৎপাদিত এ পরিমাণ গ্যাস চাহিদার তলনায় কম। অথচ খাতওয়ারি গ্যানের চাহিদা বৃদ্ধি পাছে প্রতিনিয়ত। দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাস চাহিদার কথা বিবেচনা করে মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় ডিসেম্বর ২০১৫ শেষে দৈনিক ২,৮০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়াও গৃহীত পরিকল্পনার সফল সমাপ্তিতে দৈনিক গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা ৪,৮০০ মিলিয়ন ঘনফুটে দাঁডাবে।

- ু কয়লা : কার্বন মৌলের অবিভদ্ধ রূপ কয়লা। বিভিন্ন ধরনের কয়লার মধ্যে খনিজ কয়লার প্রধান বাৰহার জালানি হিসেবে। এর মধ্যে বিটুমিনাস ও অ্যান্থাসাইট হচ্ছে সবচেয়ে উনুতমানের কয়লা। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতি বছর বিশ্বে ৫,৮০০ মিলিয়ন টন কয়লা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশেও জ্বালানি হিসেবে কয়লার গুরুত্ব কোনো অংশেই কম নয়। দেশে এ পর্যন্ত আবিষ্ণত করলা খনির সংখ্যা ৬টি। এর মোট মজুদ প্রায় ২,৭০০ মিলিয়ন টন, যা প্রায় ৩৭ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যামের সমতল্য। ৬টির মধ্যে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনিটি বাংলাদেশের প্রথম এবং বর্তমানে চালু থাকা একমাত্র কয়লা খনি। এ খনি থেকে দৈনিক ৩,০০০ মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলিত হয়। বাকি খনিগুলো থেকে কয়লা উত্তোলন না হওয়ায় বিশাল পরিমাণ কয়লা জ্বালানি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বাংলাদেশ।
- জুলানি তেল : জুলানি তেল বা খনিজ তেল হলো ভারি হাইড্রোকার্বন যৌগসমূহের সমষ্টি। এ তেল প্রথমে ক্রন্ড অয়েল হিসেবে খনি থেকে পাওয়া যায়। পরিশোধনের পর এর থেকে কেরোসিন, পেট্রোল, ডিজেল, অকটেন প্রভৃতি পাওয়া যায়। বিশ্বে শক্তি সম্পদ হিসেবে খনিজ তেলের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই একটি প্রাকৃতিক গ্যাসসমৃদ্ধ অঞ্চল হিসেবে প্রমাণিত হলেও তেলের আবিষ্কার ঘটেছে খুব কমই। পেট্রোবাংলার হিসাব মতে, বর্তমানে দেশের জ্বালানি তেলের মতুল প্রায় ৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন। এ যাবং ৩টি তেলক্ষেত্র আবিষ্কৃত হলেও উত্তোলন নেই বললেই চলে। বর্তমানে দেশে তেলের চাহিদা প্রতিদিন প্রায় ৪৫,০০০ ব্যারেল। অবশ্যম্ভাবীভাবে বালোদেশকে তাই চাহিদার প্রায় পুরোটাই বিদেশ থেকে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত আকারে আমদানি করতে হয়। এতে ব্যয় হচ্ছে প্রচুর অর্থ। সাথে সাথে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য % পেলেও দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে তেলের মূল্যসহ তব্ধহার পুনঃনির্ধারিত না হওয়ায় বিপুল পোকসানের সম্মুখীন হতে হয় সরকারকে। পাশাপাশি জনজীবন পরিচালনায় অতি প্রয়োজনীয় এ ^{তেনের} মূল্যবৃদ্ধিতে ভুক্তভোগী হতে হয় প্রতিটি মানুষকে। কারণ এতে অধাচিতভাবে বেড়ে যায় ^{ত্রাবন্}যাত্রার ব্যয়। তথাপিও দেশে ডিজেল ও কেরোসিনের ঘাটতি রয়েছে। সব মিলিয়ে চাহিদার ^{ইশানা} অত্যধিক ঘাটতিসহ ভর্তকি সংকটে অনেকটাই বিপর্যস্ত জ্বালানির এ খাত।

৪. বিদ্যাৎ সংকট: আধুনিক সভ্যতার প্রাণ হচ্ছে বিদ্যাৎ। কৃথি, শিক্ত, সেবাখাতসহ দৈনন্দিন জীবার বিদ্যাতক চাহিন্য বাদিক। তবনে দেশে যোট চাহিন্যৰ বিশ্ববিধ বিশ্ববিধ বাদিক। বাদিক বাদিক

বিকল্প শক্তি ও নৰায়নযোগ্য জ্বালানি : বৈশ্বিক জ্বালানি উৎপাদনের ফুলনার ক্রমাণত ব্যবহার কৃত্বি প্রেজাপাঠ বিশ্বে জ্বালানি সংকট এক আগবেরা নাম। কেননা বিশ্বল হলেও জীলাগু জ্বালানি একটা সনতে অবশাই ফুরিয়ে যাবে। তখন প্রয়োজনের তাগিনে কিবলা পরিস্থিতির বিচার জ্বালানি হিসেনে কর্ত্বালাক বিশ্বলি ক্রমান বিশ্বলিক ক্রমান বিশ্বলিক

- ১. সৌর শক্তি/বিদ্যাৎ: সৌরশক্তি হচ্ছে সূর্ব্বাশ্যিকে রূপান্তর করে বিদ্যুৎপতিতে পরিপত কর। আর্থনিক পরিবাহী উপকরণ সাধারণত সিচিবল নির্মিত সৌর কোষসমূরের গাটেলল বাবহা করে সৌরশক্তি ধরে রাখা যায় । এটিকে সূর্বালোক যারা আলোকিত করা হলে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদিত করেই গাটিল হচ্ছে। সূর্ব্বালির অফুরান সম্পাদে সমৃদ্ধ এ দেশে বিকল্প বিদ্যুৎ উত্বা হিসেব সৌরবিদ্যুতের উজ্জ্বল সাধারণা বিদ্যামান (দেশে এ পর্যন্ত স্থাপিত সোলার নির্মেটনের উৎপাদিক অফারতা প্রার ৬৫ মাণাওয়াট । এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সুবিধা তোপ করছে প্রায় ৬০ লাখ মূদ্র। দেশে সৌর বিদ্যাৎ সিত্ত সিরা বিদ্যান বিশ্বটি সাধ্যমে বিশ্বটি বিদ্যান বিশ্বটি আমানানি নির্মিটনের স্থিপানিক।
- পরমাণু বিদ্যাৎ: ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিলা বা ঘাটিত পূরণের অন্যতম বিকল্প শক্তি পরমাণু বিদ্যাণ পরমাণু প্রার্থ অংশনের মাধ্যমে পরমাণু বিদ্যাৎ উৎণালিত হয়। একটি ছোট আভাবেল পরমাণু প্রতি থেকে বাইল পরিমাণ শক্তি তথা বিদ্যুৎ উৎণালন করা সারব। পরমাণু শক্তি থেকে বিবাই উৎপালি বিদ্যুৎ ২ কাতাপ্রেক্ত বিশ্বা । বাংলাগোলেনে বিদ্যুৎ পরিস্থিতির প্রেক্তাপাটে বিদ্যুৎ মত্তেই চিকারে পরমাণু বিদ্যুৎ হতে পারে চ্ছাঙ্কা আশীর্বাদ। বিক্তু অতার বায়বছল ও প্রবল ইবিকুর্গ বিষয়ে সোপ পরমাণু বিদ্যুৎ অক্তর এবনাও আলোর মুখ দেখতে পারেন। তবে সম্প্রতি পারবাধিক বিশ্বাৎ করে প্রকাশক আলোর মুখ দেখতে পারেন। তবে সম্প্রতি পারবাধিক বিশ্বাৎ করে প্রপালন করা বাশিয়ার সাধ্যে বাংলাগোলের অর্কাই চিক হয়। বা পর্বেক্ত আশা করা যায় বাংলাগোলের অরুর্ক আশার্মীর কোনো একদিল পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সুর্বিধা পাবে।

- ৰাষ্ট্ৰ বিশ্বাদ: বাষ্ট্ৰবিদ্যুদ উৎপাদন করা হয় বাষ্ট্ৰশক্তিচালিত কেন্দ্ৰ থেকে। বাষ্ট্ৰশক্তিচলিত টারবাইন ধরা যথেষ্ট পরিমাণ বিদ্যুদ্ধ উৎপাদন করা যায়। এ প্রক্রিয়ায় বিশ্বে প্রতিবছর বিদ্যুদ্ধ উৎপাদন ৩০ প্রভাগে হারে বাড়াই। বাষ্ট্রশক্তি দূশবাস্থ্যক নির্কর্তাবাদ্যা এবং সহরেজ স্থাপনায়্য। এটি আবার্থারায়া। এটি আবার্থারায়া। এটি অবার্থারায়া। এটি অবার্থারায়া।
- ৰাব্যোগায়ৰ প্ৰকল্প : মূলত পচনশীল পনাৰ্থ যেমন গোৰব, বিভিন্ন বৰ্জা পনাৰ্থ ও অন্যান্য হৈব পনাৰ্থ বাতানে অনুশস্থিতিতে পচানোৰ মতন যে জ্বলানি গাাস তৈবি হয় তা বাহোগাশস প্ৰকি হৈনেৰে পৰিচিত । এতে ৬০-৭০ তা জ্বালানি গাাস তৈবি হয় অবলি ক্ৰপে জ্বলা ভিন্ন জ্বলাৱ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পাৱে। গৃহস্থলি বাহুলান্ত্ৰ, এবং বাতি জ্বলানো ছড়াও বাহোগায়ন ক্ৰিয়ে জেলাৱেটাৱের সাহায়েই বিক্লুড উৎপানৰ কৰে বাতি, ত্যান, প্ৰিক, টিউসহ অন্যান্য বৈদ্যুতিক সম্ব্ৰামানি চালানে সম্বাৰ। বাহোগাস প্লান্ত এক ধ্যবহনৰ সংগ্ৰী প্ৰস্তুতি।

নৱান্যবাদ্যা বিৰুদ্ধ জ্বাদানির উপরোধিনিত উচ্চ ছাড়াও আরো কিছু বিৰুদ্ধ শক্তি বয়েছে। খেতলো বিশেষ পরিবেশণত বৈশিটোর মূলগেন্ধী বাালাদেশের প্রেক্টিতে যথোপয়ুক্ত না হলেন্ড বিশ্ব প্রেক্ষণটে মুম্বের প্রশংলাগে হিসেবে বিবেচিত। যেমন— হাইবিত পাওয়ার স্থান্ট, জিওবার্মাল বা ভূ-উত্তাপ শক্তি, ক্ষাব্যের অপুশক্তি, বায়োডিবেল এবং টাইছাল এলার্জি ইডাাদি।

সংকট নিরসন : জ্বালানি নিরাপস্তা ও করণীয় : জ্বালানি যে কোনো দেশের অর্থনীতির গতিধারার মূল চালিকা শক্তি। বর্তমান বিশ্বে জনপ্রতি জ্বালানি ব্যবহারের হার ঐ দেশের উন্নয়নের সূচক হিসেবে বিবেচিত হতেছ। তাই দেশের উন্নয়নে জ্বালানি সংকট নিরসন তথা জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ বিষয়টি এখন সর্বাধিক বিবেচ্য বিষয়। অথচ জ্বালানি নিরাপত্তাহীনতাকে সাথে নিয়েই নিত্য চলা বাংলাদেশের। জ্বালানির প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেশে সংকট বিদ্যমান। জ্বালানি খাতের চলমান সংকটাবস্থার এহেন পরিস্থিতিতে জ্বালানি নিরাপন্তা নিশ্চিত করতে আন্তরিক ও যথোপযুক্ত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন প্রয়োজন। খাতভিত্তিক কর্মসূচির অ্যবাত্রায় এর সুফল পাওয়া যেতে পারে তাড়াতাড়ি। যেমন– প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রয়োজন অধিক নংখ্যক গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের পথে অগ্নসর হওয়া এবং তা উত্তোলনে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা। কয়লা সম্পদেও দেশের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে তাই পাঁচটি কয়লা খনির প্রতিটি থেকেই যথা পরিমাণ কয়লা উত্তোলনের ব্যবস্থা নিতে হবে। সরে আসতে হবে উনুক্ত কিংবা ভূ-গর্ভস্থ পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের অ্যাচিত বিতর্ক থেকে। যাতে করে কারোরই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। জ্বালানি তেলে বাংলাদেশ পুরোপুরি আমদানি নির্ভর হলেও দেশে সন্তোষজনক পরিমাণ তেলের মন্ত্রদের সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত হওয়া গেছে। বাণিজ্যিক জ্বালানির প্রধান এ তিন খাতের সংকট নিরসনের শধ্যেই বিদ্যুৎ সংকট নিরসনের মূল সূত্র নিহিত। তাই এর সাথে সাথে বিদ্যুৎ সংকটের অন্যান্য অনভিপ্রেত ব্যরণগুলো চিহ্নিত করে তা সমাধানে সচেষ্ট পদক্ষেপ নেয়া জরুরি। পাশাপাশি বিদ্যুৎ সংকট নিরসনে নিকল্প শক্তি তথা উপযুক্ত নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবস্থা গ্রহণ করে দ্রুত সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করতে হবে। আশা করা যায় এরূপ বহুমুখী পদক্ষেপের সফল বাস্তবায়নে দেশের জ্বালানি সংকট এবং বিদ্যুৎ সংকটের অধিকাশেই নিরসন হবে। স্বপ্লের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে যার কোনো বিকল্প নেই।

শশংকাঃ : উপরোক আগোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশ জ্বালানি সম্পাদ সমূচ না হলেও ব্যাহার অপ্তুল্লার লয় । বাংলাদেশ এ পর্যন্ত আবিচ্চত জ্বালানি দিয়ে চাহিলা পুরুষের পাশাপনি বিকল্প জ্বালানি বিশ্ববাহার চেট্টা চালিয়ে যাতেছ। সৌর বিজ্ঞাং, বাহুগালে, পরমানু বিজ্ঞাং, বাহু বিজ্ঞাং এ প্রচেটাইর ফলা। "বিজ্ঞ কারিদারি ব্যাহার হার্যালয়ক অর্থানের মাধ্যেয়া এ বিকল্প জ্বালানি বাধার্যন্ত নিশ্চিত করা বেতে পারে।

বিদিজে বাংলা–৪৩

বালো 👀 বাংলাদেশের শ্রমবাজার : সংকট ও সম্ভাবনা

ভূমিকা : প্রবাসী শ্রমিক, রেমিট্যান্স ও বাংলাদেশের অর্থনীতি একই যোগসূত্রে গাঁথা। কারণ বৈদেশিত্র কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ বেকার সমস্যা, বৈদেশিক মূদার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশেন অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে। বিশ্বের বহু দেশে ছড়িয়ে আছে বাংলাদেশী শ্রমিক। বিশেষ করে আরব রাষ্ট্রসমূহে ও মধ্যপ্রাচ্যে। সাম্প্রতিক সময়ে আরব বিশ্বের অস্থিতিশীল রাজনীতি আন ভয়াবহ ভূমিকম্প ও সুনামির পর জাপানে পারমাণবিক সংকট বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচত প্রভাব ফেলেছে। সংকৃচিত হয়ে আসছে দেশের অর্থনীতির প্রাণ ভোমরা রেমিট্যান্স প্রবাহ। আরহ দেশগুলোর বর্তমান পরিস্থিতির কারণে প্রায় লক্ষাধিক জনশক্তি দেশে ফিরে আসার পরিস্থিতি 🖄 হয়েছে। ফলে বন্ধ হয়ে যাছেছ তাদের রেমিট্যান্স। ২০০৮ সালে শুরু হওয়া অর্থনৈতিক মন্দার রেখ কাটতে না কাটতে বিশ্ব অর্থনীতির নতুন এ সংকটে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মতো উনুয়নগীল দেশগুলোর রেমিট্যাল-নির্ভর অর্থনীতি এখন হুমকির মুখে পড়েছে।

বাংলাদেশের শ্রমবাজার : বিশ্বের প্রায় দেশেই বাংলাদেশের শ্রমশক্তি রয়েছে। প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যর বাংলাদেশী কাজের জন্য মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গমন করে থাকে। তবে বাংলাদেশের প্রবাদী জনশক্তির অধিকাংশই সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, কুয়েত, গুমান ও সিঙ্গাপুরে কর্মরত। এছাড়া বাহরাইন, লিবিয়া, কাতার, জর্ডান, লেবানন, কুনাই, দক্ষিণ কোরিয়া, মরিসাস, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরা আয়ারল্যান্ড ও ইতালিসহ অন্যান্য দেশেও বাংলাদেশী শ্রমশক্তি কর্মরত রয়েছে। এর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যেই বংগ্রে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার। সারাবিশ্বে অন্তত ৭০ লাখ বাংলাদেশী বৈধভাবে চার্কবি নিয়ে বসংস করছেন, যার প্রায় ৭০ শতাংশই আছেন মধ্যপ্রাচ্যে। এর মধ্যে সৌদি আরবে ১৯৭৬ সাল থেকে ২০১১ সালে জানুয়ারি পর্যন্ত গমনকারী বাংলাদেশী শ্রমিকের সংখ্যা ২৫ লাখ ৮০ হাজার ১৯৮ জন, যা মোট জনশক্তির ৩১ শতাংশ। তনুধ্যে তথু ২০১০-১১ সালে প্রায় ৪.৩৯ লক্ষ বাংলাদেশী নাগরিক কাজের সন্ধানে বিদেশে গন্ করছে। সংখ্যার বিচারে সৌদি আরবের পরে সংযুক্ত আরব আমিরাত বাংলাদেশের অন্যতম শ্রমবাজার অর্থ্যনতিক সমীক্ষা ২০১২ মতে, ২০১১-২০১২ (জুলাই-মার্চ) অর্থবছরে দেশটিতে গমনকারী শ্রমিকের সংগ্র ৮৬৯৯৬ জন। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশ, যেমন কুয়েতে ৭ শতাংশ, কাডারে ২ শতাংশ ও লিবিয়াই ১ শতাংশ বাংলাদেশী শ্রমশক্তি নিয়োজিত রয়েছে। মধ্যপ্রাচা জুড়ে বিস্তৃত এ ৮০ শতাংশ শ্রমবাজারের অবশি^{ন্তু} ২০ শতাংশ মালয়েশিয়া (১০ শতাংশ), সিঙ্গাপুর (৪ শতাংশ) ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিস্তৃত।

বাংলাদেশের রেমিট্যান্স চিত্র : ১৯৭৬ সালে সর্বপ্রথম জনশক্তি রফতানির মাধ্যমে দেশে রেমিটার্গ প্রবাহ ওরু হয়। ঐ বছর মোট রেমিট্যান্স প্রান্তির পরিমাণ ছিল ৩৫.৮৫ কোটি টাকা। এরপর প্রতিবহর্ত উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ ক্রমান্তয়ে এগিয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীর্থ ২০১৪ অনুযায়ী ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে দেশের রেমিট্যান্স প্রান্তির পরিবর্ণ ৯২০৬.১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। রেমিট্যান্সের সিংহভাগ আসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ থেকে। একিট কয়েক বছর যাবত এককভাবে সৌদি আরবের পরই আরব আমিরাতের অবস্থান। তৃতীয় অব^{স্থা} যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাংকের মাইগ্রেশন অ্যান্ড রেমিট্যান্সেস ফ্যান্ট বুক-২০১১ অনুযায়ী, ২০১০ সালে রেমিট্ অর্জনে নিম্ন আয়ের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে, যার পরিমাণ প্রায় ১১০০ কোটি ^{ভার} এবং দক্ষিণ এশিয়ায় রেমিট্যান্স অর্জনে ভারতের পরই বাংলাদেশের অবস্থান।

আরব, মধ্যপ্রাচ্য সংকট ও বাংলাদেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ : আরব বিশ্বজুড়ে এখন রাজনৈতিক সূন চলছে। সেই সুনামি আঘাত হানছে উত্তর আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোতে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশত এরই মধ্যে দেখা দিয়েছে ভয়াবহ রাজনৈতিক সংকট। আন্দোলনের ভয়ে তটস্থ আলজেরিয়া, ভ^{তিন}

ক্রামেন, মরক্কো, বাহরাইন, এমনকি সৌদি আরবও। প্রবাসী আয়ের শতকরা ৮০ ভাগই আসে অপ্রোচ্যের দেশসমূহ থেকে। যেমন : ২০১৩-২০১৪ (ফেব্রুয়ারি ২০১৪) অর্থবছরে প্রেরিড অর্থের ক্রমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে) ছিল সৌদি আরবের ২০৩৯.১, আরব আমিরাত ১৭৩৯.১, কাতার ৬৬৩, ওমান ৪৩২.৫, বাহরাইন ২৮২.৮, কুয়েত ৭২৭.৪, মালয়েশিয়া ৬৭০.৪, ফুক্রাষ্ট্র ১৫০০.৬. জ্ঞাপুর ২৭৭.৭, যুক্তরাজ্য ৬০০.২ এবং অন্যান্য ৭৭০.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশের ক্রচেয়ে বড় শ্রমবাজার সৌদি আরব এবং মালয়েশিয়া। দুটি দেশেই জনশক্তি রফতানি বন্ধ ছিল। ক্র্যানে এই বৃহৎ শ্রমবাজার চালু হয়েছে। যা বাংলাদেশের রেমিট্যান্স প্রবাহকে আরও গতিশীল করবে। জাড়া ওমান ও কাতারেও বাংলাদেশী জনশক্তি নেয়া হছে না। ফলে এসব দেশের বাংলাদেশী অনুষ্ঠিত আমদানির প্রতি বিমুখতা এবং সাম্প্রতিক মধ্যপ্রাচ্য সংকট দুইয়ে মিলে দেশের জনশক্তি অফুর্মনি এবং রেমিট্যান্স প্রবাহে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ১০ মাস প্রবাসী রালাদেশিরা ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে ১ হাজার ২০০ কোটি ডলারের বেশি মৃল্যায়নের বৈদেশিক মদা লাল পাঠিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ঘোষিত দ্বিতীয়ার্ধের (জানু-জন ১৩) মুদ্রানীতিতে চলতি অর্থবছরে ্মাট ১ হাজার ৪৪৭ কোটি ডলার রেমিট্যান্স আসবে বলে প্রাক্তলন করা হয়েছে।

গ্মবাজার সংকট, সম্ভাবনা ও করণীয় : দেশের সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মূদ্রা আয়ের সেরা মাধ্যম লশক্তি রফতানি বা প্রবাসী আয়। কিন্তু ক্রমবর্ধমান শ্রমবাজার সংকটহেতু জনশক্তি রফতানিতে ধ্বস নশের রেমিট্যান্স প্রবাহকে প্রতিনিয়তই স্থবির করে তুলছে। প্রায় তিন বছর ধরে জনশক্তি রফতানির নিয়মখী প্রবণতা রয়েছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা, বিদেশে মানুষরূপী অমানুষদের পদচারণ ও অপতংগরতায় বাংলাদেশীদের ভাবমূর্তি সংকট, দক্ষ শ্রুমিকের অভাব এবং বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের জনশক্তি রফতানি বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং কূটনৈতিক তৎপরতার অভাবসহ নানাবিধ কারণ এর পেছনে ছড়িত। সাম্প্রতিক সময়ে শিবিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য ও আরব বিশ্বে রাজনৈতিক সংকটে রিক্ত নিঃস্ব হয়ে গ্রবাসী শ্রমিকদের দেশে ফিরে আসার প্রবণতায় দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহে যোগ করেছে সংকটের নতুন মাত্র। ফলে দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স অর্জনকারী দেশ হয়েও হুমকির 🖼 দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ। অথচ জাতীয় অর্থনীতিতে অসামান্য অবদান রাখা এ বহৎ খাতটির স্তবিরতা ন্থ করা প্রয়োজন স্বার আগে। এক্ষেত্রে যথেষ্ট সুযোগও রয়েছে বাংলাদেশের। মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজারে গহিদার ভাটা পড়লেও পূর্ব এশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিকভাবে অনেক এগিয়ে যাওয়া পশুরুলাতে দক্ষ ও অদক্ষ জনবলের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। এসব অঞ্চলে বাংলাদেশের জনশক্তি ^{অম্বা}নিকে সহায়তা দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে শ্রমবাজারের যে ধাক্কা লেগেছে তা পূরণ করা সম্ভব। এছাড়া শক্তিকা মহাদেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে জনশক্তি রফতানির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। অক্ষেত্রে নতন করে শুমবাজার পাওয়ার উচ্জল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশের সামনে। এখন ব্যাজন দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ। ২০২২ সালে বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজক দেশ কাতারে নির্মাণ িজ বাংলাদেশীদের কাজ পাওয়ার সূযোগ রয়েছে। সামগ্রিকভাবে সংকটময় পরিস্থিতিতেও দেশের জ্বাস্থান্ত রফতানি বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রবাসী আয়ের উর্ধ্বমুখী গ্রাফ ধরে রাখার যথেষ্ট সম্ভাবনা বিদ্যমান ^{াবো}দেশের সামনে। এক্ষেত্রে এ সম্ভবনাকে কাঞ্জে লাগানোর পাশাপাশি বিদেশে বাংলাদেশের বন্ধ হয়ে ^{বিজ্ঞা} শ্রমবাজার উন্যুক্ত করার জন্য জোর কৃটনৈতিক প্রচেষ্টা ও কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি।

্রিসংখ্যার : উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশের শ্রম বাজার এক বিশাল বিদ্যান্য খাত। এ খাত থেকে বাংলাদেশ প্রতিবছর প্রচুর রেমিট্যান্স পেয়ে থাকে, যা বাংলাদেশের ক্ষিতিতে ব্যাপক অবদান রাখে। তাই বাংলাদেশের শ্রমবাজারের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা নাধানের <mark>আত ব্যবস্থা গ্রহণ</mark> করা জরুরি।

সামাজিক সমস্যা ও বিষয়াবলি

ব্রাক্তা 🐿 দুর্নীতি : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বাংলাদেশে দুর্নীতি ও সন্ত্রাস : সমাধানের উপায়

ভূমিকা : সমাজের রক্ত্নে রক্ত্নে বিষবাপের মতো ছড়িয়ে পড়া সর্ব্ব্যাসী দুর্নীতির ভরাল কালো থাবা বিপন্ন আজ মানবসভ্যতা। এ সর্বনাশা সামাজিক ব্যাধির মরণ ছোবলে বর্তমান সমাজ জর্জীরত। ব্যক্তিঃ প্রশাসন থেকে শুরু করে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, সংস্কৃতি, শিল্ল, ব্যবস বাণিজ্যসহ সর্বত্রই চলছে দুর্নীতি। দুর্নীতির করালগ্রাসে সঞ্চাবনাময় বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ক্রমণ হয় উঠছে অনিশ্চিত ও অনুজ্জুল। তাই বিশেষজ্ঞরা দুর্নীতিকে জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম প্রধান অওরঃ ত্রিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

দুর্নীতি : দুর্নীতি সমাজের প্রচলিত নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিপন্থী বিশেষ ধরনের অপরাধমূল আচরণ। দুর্নীতির সাথে পেশা, ক্ষমতা, সুযোগ-সুবিধা, পদবি প্রভৃতি অপব্যবহার সংশ্লিষ্ট। আভিধানিত অর্পে দুর্নীতি হলো ঘুষ বা অনুগ্রহ দ্বারা জনকর্তব্য সম্পাদনে একাগ্রতার বিকৃতি বা ধ্বংস।

নৈতিক প্রেক্ষাপটে বলা যায়, নীতিবিচ্নাত হওয়া বা কোনো গুণ ও পবিত্রতার অবমাননাই হলো দুনীও। প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ কিংবা আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব বা অন কাউকে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে যদি কোনো সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী নিজে খেয়ালখুশিমতো সরকারি ক্ষমতা বা পদমর্যাদার অপব্যবহার করে বা টাকা-পয়সা এবং বহুগত অন্যবিধ উৎকোচাদির মাধ্যমে অন্যায় কোনো কাজ করে অথবা ন্যায়নঙ্গত কাজ করা থেকে বিংক থাকে তাহলে তার এরূপ কার্যকলাপ দুর্নীতি।

Social Work Dictionary-র সংজ্ঞানুসারে, "Corruption is in political and public service administration, the abuse of office for personal gain, usually through bribery extortion, influence pedding and special treatment given to some citizens and not others'—অর্থাৎ রাজনৈতিক ও সরকারি প্রশাসনে দুর্নীতি বলতে অফিস-আদালতকে ব্যক্তিগত লা জন্য অপব্যবহার করাকে বোঝায়। সাধারণত ঘুষ, বলপ্রয়োগ বা ভরপ্রদর্শন, প্রভাব ^{এই} ব্যক্তিবিশেষকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে গণপ্রশাসনের ক্ষমতা অপব্যবহারের দ্বারা ব্যক্তি সুবিধা অর্জনকে দুর্নীতি বলা হয়।

মোটকথা, অন্যায় ও অবৈধ পথে কোনো কিছু করা বা করার চেষ্টাই দুর্নীতি। যেমন— কেউ যদি গ্রহণ করে সেটাও দুর্নীতি, আবার কেউ যদি ঘূষ গ্রহণে কাউকে সহায়তা করে সেটাও দুর্নীতি।

লাদেশে দুর্নীতির ক্ষেত্রসমূহ : বাংগাদেশের প্রায় প্রতিটি সেক্টরই কোনো না কোনোভাবে দুর্নীতির জড়িত। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

- বাজনৈতিক ক্ষেত্রে : রাজনৈতিক দলগুলো দেশের মূল চালিকাশক্তি। অথচ রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই বর্তমানে ব্যাপকহারে দুর্নীতি চলছে। জনগণের সাথে রাজনৈতিক অঙ্গীকারের বরখেলাপ, ক্ষমতায় থাকাকালে নিজ পদ ও ক্ষমতা ব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধাকে অন্যায়ভাবে নিজের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও নিজ দলীয় কর্মী-সমর্থকদের স্বার্থে কাজে লাগানো, তাদেরকে নির্মাণকাজের ক্ষিকালারি বা হাট-বাজারের ইজারা প্রদান এবং বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্স দেয়া, ব্যবসায়ীমহলসহ নিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার কাছ থেকে কমিশন গ্রহণ ও চাঁদা আদায় এবং বিনিময়ে তাদের বিভিন্ন অন্যায় সুবিধা প্রদান, সরকারি অর্থের অপচয় ও আত্মসাৎসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দুর্নীতি বর্তমানে এ দেশে স্বাভাবিক রীতিতে পরিণত হয়েছে।
- প্রশাসনিক ক্ষেত্রে : বর্তমানে বাংলাদেশের কোনো সরকারি দণ্ডর বিভাগই দুর্নীতিমুক্ত নয়। ঘুষ বা ভদ্মকাচ গ্রহণ, সরকারি অর্থ আত্মসাৎ, অপচয় ও চুরি ছাড়াও ক্ষমতার অপব্যবহার, কাজে ফাঁকি দেয়া, স্কুলস্ত্রীতি, সরকারি সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে প্রশাসনে ব্যাপকহারে দুর্নীতি হয়ে থাকে।
- অর্প্ট্রনতিক ক্ষেত্রে : ব্যবসায়ী মহল কর্তৃক মজুদদারির মাধ্যমে দ্রব্যবাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে অভিরিক্ত মুনাফা আদায়, বিভিন্ন অজুহাতে দ্রামূল্য বৃদ্ধি করা, চোরাকারবার, খাদ্যে ভেজাল দেয়া, নকল পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়, ওজনে কম দেয়া, সরকারি রেশনে কারচুপি করা, কর, ওন্ধ, খাজনা হত্যাদি ফাঁকি দেয়াসহ এ ধরনের অর্থনৈতিক দুর্নীতি বর্তমানে বাংলাদেশকে গ্রাস করে ফেলছে।
- শিক্ষা ক্ষেত্রে : পরীক্ষায় ব্যাপক নকলপ্রবণতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আত্মসাৎ, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিভিন্ন অনুহাতে অতিরিক্ত অর্থ আদায়, ক্লাসে ভালোভাবে না পড়িয়ে প্রাইভেট টিউশনি ও কোচিং সেন্টারে পাঠদান, নিয়মিত ক্লাসে না আসা, দলীয় ভিত্তিতে অযোগ্য লোকদের বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেয়াসহ এ ধরনের অসংখ্য দুর্নীতির কারণে বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষার গুণগত মানের চরম অবনতি ঘটেছে। ফলে প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন এবং দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে উঠছে না।
- ধর্মীয় ক্ষেত্রে : এ দেশে ধর্মকে কেন্দ্র করেও নানা রকমের দুর্নীতি চলছে। জনসাধারণের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতির সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণা, স্বার্থসিদ্ধি, অর্থ উপার্জন ও জনস্বার্থবিরোধী কাজ ধর্মীয় দুর্নীতির পর্যায়ভূক। বিভিন্ন ধরনের ধর্মব্যবসা, রোগমুক্তি ও মনোবাসনা পুরণে ধর্মের দোহাঁই দিয়ে ধর্মপ্রাণ মানুষের সাথে ধোঁকাবাজি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থে কাজে লাগানোও ধর্মীয় দুর্নীতির পর্যায়ে পড়ে।
- বেসরকারি খাতে : ওধু সরকারি খাতে নয়, বেসরকারি খাতেও দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে। শিল্প অতিষ্ঠান গড়ার নামে সরকারি সুবিধা ও ব্যাংক ঝণ নিয়ে সে টাকা বিলাস-ব্যসন বা অন্য কাজে অবহার এবং বিদেশী ব্যাংকে জমা করা, ব্যাংক ঋণ ইচ্ছাকৃতভাবে পরিশোধ না করা, কর ও তব্ধ পাঁকি দেয়া, শেয়ার মার্কেট কেলেংকারি ইত্যাদি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। দুঃখজনক হলেও শভ্য যে, ঋণখেলাফী বর্তমানে বাংলাদেশে রাতারাতি ধনী হওয়ার প্রধান হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্ব্ধানী দুর্নীতির প্রভাব : বাংলাদেশে দুর্নীতির ভয়াবহ বিস্তার এবং এর কলে সূ
অর্থনৈতিক ক্ষতিসহ অন্যান্য ক্ষতির বিশালতার কারণে উন্নয়ন বিশোষকাপ দুর্নীতিকে বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নের সবচেয়ে বঙ্গ ভারায়া হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। নিচে বাংলাদেশের সর্ব্ধানী দুর্নীতির প্রভাব আলোচনা করা হলো :

- ২ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাহত : দুর্নীতি বাংগাদেশের উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথে অন্যতঃ অন্তর্মার। দেশীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাত সেমা— কৃষ্ণি, শিল্প, বাংকেসহ অন্যান্য আর্থিক খাতে দুর্নীতি দেশক উৎপাদমক মানাখনে বাধায়ক করে বাংল । বিবর্খাকে বাংলাদেশে দুর্নীতি কেন করে বাংলাকে প্রতিকাশে বাংলাকে বাংলাকে দুর্নীতির বাংলাকে বাংলাকে বাংলাকে বাংলাকে বাংলাকে বাংলাকে বাংলাকি প্রবৃদ্ধি ২-৩ শতাংশ ব্যেক্ত তেও এবং মারাপিছ আয় বিধন হয়ে ৭-০০ জ্যারে উর্লিটি হংলা এমানকি বিশেষজ্ঞার দাবি করেন, দুর্নীটিকর ফলে যে অর্থ অপচয় হয় তা উন্নায়ন্দ্রনক কাজে বয় করা গোল জিউপির প্রবৃদ্ধি হংলা ৪ শতাংশ বেশি।
- ত. বিনিয়োগ বাধারান্ত : ব্যাপক দুর্নীতি ও প্রশাসনিক হয়রানি বাংলাদেশে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগর একটি বড় অররায়। ইউএনভিপির মতে, দুর্নীতি কমাতে পারলে বাংলাদেশে প্রকৃত বিনিয়োগর পরিমাণ অক্তত ৫ শতাশে এবং বার্থিক জিভিপির হার ০.৫ শতাশে কৃতি দেও । ইতিপূর্বে এটির এবং ইউত বাংলাদেশকে এই বলে সতর্ক করে বিদায়েরে যে, দুর্নীতি, অবছাছতা আরু আমানাভারিত প্রতিষ্ঠানক করামে বাংলাদেশ পর্যন্তি পরিয়াণ বিদেশী বিনিয়াগ আকর্ষণ করতে পারছে না ।
- ৪. মানব উন্নয়ন ভূপান্তিত : বাংলাদেশের খানব উন্নয়ন প্রক্রিয়া সর্বত্র আজ ভূপান্তিত। মানব উন্নয়ন প্রালাদেশের অবস্থান প্রথম দানিক প্রশার দেশগুলার মধ্যে সম্পর্কীয়ন প্রান্ধান মূলত ফুলিউট দানী কেনলা বাস্থা, দিশ্বং, প্রক্রী, পরিবারে পরিবন্ধান, প্রক্রোক্তান ক্রিয়াক্তার বিশ্বর প্রপর্কীর করে ক্রান্ধান করিছেল, বাংলা ক্রান্ধান করে ক্রান্ধান করিছেল, বাংলা ক্রান্ধান করেছে তা মানি মুর্নানিক্রম করে সামিনাক করেছে করেছে তা মানি মুর্নানিক্রম করে সামিনাক করেছে কর

- শ্বার্থ দুর্নাতিগ্রান্ত দেশ বিদ্যোবে চিহিন্ত : বাংলাদেশের সর্ব্ব্যাসী দুর্নাতির ভয়াবহ ও নেতিবাচক নিক হলো দুর্নাতিতে বিশ্বে শীর্যস্থান লাত। দুর্নাতি বিবোধী আন্তর্জাতিক সংখ্য ট্রান্সগারেদি স্কুট্টমন্যালানা (টিআই) কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্টে ২০০১, ২০০২, ২০০২, ২০০২ , ২০০২ নাত বাংলা বাংলাদেশকে বিশ্বের সকচেয়ে দুর্নাতিগ্রান্ত লেশ বিদ্যোব চিহিন্ত কর্বছে। পরণক পাঁচবার ক্রান্তিবান্ত জাতি বিশ্বোব এক পরিচিটিত সারা বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবার্ত্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।
- বা**লোদেশে দুর্নীতির ব্যাপকতার কারণসমূহ**় পৃথিবীর সব দেশেই কম-বেশি দুর্নীতি থাকলেও বালোদেশে এর প্রশার অত্যন্ত ব্যাপক ও ভয়াবহ। এর পেছনে নানা কারণ রয়েছে। যেমন---
- ১. ঐতিহাদিক কারণ: বাংলাদেশে ঐতিহাদিকভাবেই দুর্নীতি চলে আসছে। ঔপনিবেশিক পাচনামলে বিদেশী পাদক-পোষৰচদের বার্থবান্দার জন্য এ দেশে এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ আমলা ও মধ্যন্তত্বভোগী সৃষ্টি করা হয়েছিল, যারা দুর্নীতি, প্রভারণা ও বঞ্চনার মাধ্যমে জনগণকে পোষণ করত। ঔপনিবেশিক বেনিয়াদের সৃষ্ট দুর্নীতির প্রতিমা আজও সমাজে কিয়াশীল বয়েছে।
- আর্থিক অসম্ভণতা ; আর্থিক অসম্ভণতা ও নিয় জীবনবারার মান দুর্নীতি বিভারের অন্যতম প্রথমন করেব। দারিন্ত্রের প্রভাবে বাংগাদেশের বিভিন্ন পেশাজীবী ও শ্রমজীবী মানুষ সমাজে স্বাভাবিক উপায়ে যৌদ চাহিদা পুরুষে বার্থ বয়ে অস্বাভাবিক উপায় অবগধন করছে, যার প্রভাবে সমাজে দুর্নীতির প্রদার ঘটছে।
- উচ্চাভিন্দাখী জীবনের মোহ; রাতারাতি আর্থ-সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাতের উদ্রে আকাকার এ
 কলে দুর্নীতি বিকাশের অন্যতম প্রধান করেল। স্বস্কনময়ে অধিক সম্পালের মালিক হবারার প্রচেষ্টায়
 কর্মাজের উচ্চ শ্রেণী স্ব স্ব ক্ষমতাও পেশাগত পদনির অপবাবহারের মাধামে দুর্নীতি করে থাকে।
- বেৰদানত্ব : বাংলাদেশে ভয়াবহ বেকারত্বের পার্প্রতিক্রিয়া হিসেবে সমাজে দুর্নীতি প্রদাবিত হতে।
 কেবারত্ব দুর্নীকরণের জন্য অনেকে অবৈধ উপায়ে এবং ছুব প্রদানের মাধ্যমে চাকরি পাওয়ার চেষ্ট
 করে। আবার চাকরি পাওয়ার পর তারাও পেশাগত দায়িত্ব পাশনের ক্ষেত্রে ছুব লেনদেনের সাথে
 জড়িয়ে পড়ে। আর এর ক্ষলে দুর্নীতি ক্রমণ বাড়তেই থাকে।
- ৩ ক্ষম অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা: বাংলাদেশে অর্থ হলো সামাজিক মর্মানা পরিমাপের প্রথা-মাননাও আমাদের সমাজে যার মত বেদি অর্থ সে-ই তত প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মর্মানার অধিকারী। সামাজিক মর্মানা লাতের অসম এই অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা সমাজে দুর্নীতি বিপ্তারে সহায়তা ক্ষয়েও মংপাথে অর্জিত অর্থেবি মাধ্যমে, দ্রুত সম্পাননাধী হত্ত্যা সম্পর নয় বিধায় অনেকে বাধা হয়ে স্থানিতর মাধ্যমের রাতারাতি ধনী হত্ত্যার তেটা করে।
- শাৰীনতিক অন্বিরতা : বাংলাদেশে দুর্নীতি বিপ্তারে বিরাজনাদ রাজনৈতিক ও সামাজিক অন্বিনন্দ বিশেষভাবে দায়ী। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মুল্যবোধ চর্চার অভাব, অগণতান্ত্রিক উপানে শীক্ষনিতক ক্ষমাতার বাংলা এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমাতা গাতের তীরে আকাজার দুর্নীতি বিরারের অনুকূল পরিবে শীক্ষনাত্রে বাংলা বাংলানৈতিক পরিচিতির সূরোগ নিরো অনেক ক্ষেত্রে প্রভাব বাটিয়ে দুর্নীতিবাজা শীক্ষনাত্রে ক্ষান্তিত করার ভেটা করে।

- ৭. অপর্বাপ্ত বেতন ও পারিশ্রমিক: আমাদের দেশে কর্মজীবী মানুবদের বেতন ও পারিশ্রমিক চার্মিনার ফুলদার একেবারেই অপর্যাপ্ত । ফলে তারা তাদের নিজিল্ল প্রয়োজন সুবদের জন্য তথ আত্মদাৎ, ফুর বা বিকল্প কোনো উপারে তর্ম উপার্জনের চেন্তা করে । বাংলাদেশে বল্প বেতনভূত কর্মনির্বাদের মাথে দুর্নীতিপরায়ণতা আসার পেছনে অপর্যাপ্ত বেতন কর্মানর মাথে দুর্নীতিপরায়ণতা আসার পেছনে অপর্যাপ্ত বেতন কর্মানর মাথে দুর্নীতিপরায়ণতা আসার পেছনে অপর্যাপ্ত বেতন কর্মানর স্থানে স্বাধ্যমিক।
- ৮. দেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধের অভাব: সলাভায়ত দেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধসম্প্র সমাজে দুর্নীতি গড়ে উঠতে পারে না। মারা দেশ এবং জাতির উন্নয়ন ও স্বার্থ সম্পাতে সদ সচেতন ভারা দুর্নীতি থেকে নিজেমা বিরত থাকে, অন্যকেও দুর্নীতি থেকে বিরত রাখে। তিতু আমানেনে নেশে অনেক ক্ষেত্রই ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থকে দেশ ও জাতির স্বার্থের উপর্ব হৃত্ত দেলা হয় বিধায় সর্বক্ষেত্রই দুর্নীতির বির্য়ার ঘটছে।
- ৯. আইনের অপ্পইতা : অনেক সময় প্রচলিত আইনের অপ্পইতা বা আইনের ফাঁকের সুযোগ নিয়ে দুর্নীতি করা হয় । জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের ক্ষেত্রে একণ দুর্নীতি বেণ পরিলক্ষিত হয় । আবার অনেক সময় জনগণের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে আইনের মনগল্প বাাখ্যা নিয়েও দুর্নীতি, করা হয় ।
- ১০. দুর্নীতি দমনে সদিক্ষার অভাব: দুর্নীতি, অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন, সরকারি অর্থ আখনাং বা ক্ষমভার অপব্যবহারের জন্ম চাকরিয়ুত বা বিচারের সম্মুখীন করার জোবালো বাবস্থা আমানের দেশে নেই। দুর্নীতিরাজনের সাথে শাসকগোচির গোপন আঁতাত থাকার শত হাতে দুর্নীতি দমন করার বাপারে সরকারের সনিক্ষার অভাব লক্ষ্য করা যায়। দুর্নীতি দমনের প্রতি সরকারের এই নির্বিভাবের ফলে বাজানেশে দুর্নীতি দিন দিন প্রসারিত হতে।
- ১১. নৈতিক অবক্ষয়: বাংলাদেশে দুর্নীতি প্রসারের অন্যতম প্রথন কারণ হলো এ দেশের জনগারে মাঝে নীতি, নৈতিকতা ও সামাজিক ফুলাবোধেন চরম অবক্ষয় ঘটা। বর্তমানে এ দেশের জনগারে মাঝে নৈতিকতার এমনই অবক্ষয় যেটেছে যে তারা দুর্নীতিবাজদের এতি সহলালীল মনোভাবাপনু হত্ত পাছেছে। দুর্নীতিবাজদের প্রতি সামাজিক ফুলা এবন আর জোরালোভাবে লক্ষ্য করা যায় না।

দুৰ্নীতি দমদের উপায়সমূহ : বর্তমানে দুর্নীতি সমস্যা আমাদের জাতীয় জীবনে কাশাবদ্বরূপ বিপ্তর লাভ করেছে। তাই বাংলাকেশের জাতীয় উন্নাচনা বার্যে সমাজের সর্বন্ধর থেকে দুর্নীতির মূল্যাফল করার বিষয়তি এক নম্বর আধিকার পাত্তমা উচিত। বাংলাদেশে বাগেক বিস্তৃত দুর্নীতি প্রতিবােগ ও মোজবিলা করার জন্ম নিমালিতি উপায়ে পদক্ষেপ এয়াং করা থেকে পারে :

- ১. দুর্নীতিবিরোধী টাছফোর্স গঠন : বাংলাদেশে সর্বস্তরের দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত সকল আসমিক ইন্ন্র মূল্যায়ন এবং দুর্নীতির মূলোৎপাটনের জন্য দক্ষ, যোগ্য ও অভিজ্ঞ নাগরিকদের সমন্তে আনচিকিলয়ে এবটি টাছফোর্স গঠন করতে হবে। এই টাছফোর্স দুর্নীতি দমনের এবটি বিশ্ব কর্মসূচি সুপারিশ করে । সুপার্যন্ত অনুসারে দুর্নীতি দমনের জন্য বাপকভাবে 'Operation Clean Corruption' কঞ্চ করতে হবে।
- ন্যায়পালের পদ বাছবায়ন: বাংলাদেশে দুর্নীতি দমনের জন্য ন্যায়পালের পদ বাছবায়ন বর্ত্তা প্রয়োজন। সরকারি ও প্রায়ীয় ক্ষতাভাবে কর্তুপালের বিকল্পে সাধারণ নাগরিবের বুলিনি ও অনিয়ামে অভিযোগের তদন্ত নিরপেকভাবে সম্পাদনের জন্য ন্যায়পালের অফিস প্রতিগি কর দরবার। ন্যায়পালাকে রার্ট্রের যে কোনো বিভাগের সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রমনের তদন্ত করার প্রথ

- জ্ঞাবাদিহিতা আদায় করার ক্ষমতা দিতে হবে। ন্যায়পাদের পদ সঠিকভাবে বান্তবায়ন করলে সকলেরি প্রশাসনযন্তে নিরপেক্ষ দায়িত্ব পাদন ও জবাবদিহিতার সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে দুর্নীতি প্রতিরোধ সহজতর হবে।
- স্বাধীন ও নিরপেক বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা : দুর্নীতি প্রতিরোধ্যে অপরিয়র্থ পূর্বিশত হলো বিচার বিজ্ঞানের বাধীনতা। এজনা শাদন বিভাগ, আইন বিভাগ ও রাজনৈতিক দানের প্রভাগত ও কথেক কথেক বুলিক কথিক এই কথিক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, বাতে তারা দুর্নীতির সাথে সংগ্রিষ্ট মামলা-মোকন্দমা বিচার নিশান্তি করতে পারেন। একই সাথে দুর্নীতিরাজনেরতে আদালতে থাজিব করার অধিকার এবং আদালতের রায় কার্যকর করার প্রক্তিমান্ত বিচার বিভাগতে দিতে হবে।
- 3. বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন: দুর্নীতি দমনে নিয়েজিত সরকারের বিশেষ বিভাগ দুর্নীতি দমন ক্রান্তের পূর্ণাঠন করে একটি বাধীন ও পরিসাধী দুর্নীতি দমন ক্রমিশন গঠন করা হয়েছে। বিক্তৃ নানা প্রতিকৃত্যতার কারণে তা কার্যক্রম চালাতে পারছে ।। এ কমিশনকে সব ধরনের প্রভারত্ত্বক ওয়েকে বাধীন ও নিরশেজভাবে দুর্মিকা গালন করতে হবে।
- সরকারি নিরীক্ষা কমিটি গঠন ; রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহী বিভাগের আয়-ব্যরের ধারাবাহিক ও নিয়নিত পরীক্ষার জন্য পর্যন্ত জনবালসহ উচ্চ জনতালপান্দ্র সরকারি নিরীক্ষণ কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। স্বরূপ বার্য্টের কার্যনির্বাহী বিভাগের বাজেটের ওপর আইনগাত নিয়ন্ত্রণ ও জবার্বানিহিতা নিশ্চিত করতে না পারেলে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্বল্প হবে না । এজন্য সরকারি পর্যায়ে নিরীক্ষণ কমিটি প্রক্রাক্ষরক দুর্নীতি প্রতিরোধ করা বেতে পারে।
- ৪ রাজনৈতিক নেতৃবৃৎদার সং ও আইনগত নির্দেশনা : বাংগাদেশে রাজনৈতিক আরবেধ এবং
 রাজনৈতিক ক্ষমতার অপবাহারের মাধানে বেশি দ্বাভি হয়ে থাকে। এই বিউন্ন পরিয়ের রাজনৈতিক
 ক্ষমতার অপবাহারের তার্জনৈতিক
 ক্ষমতার অপবাহারের বাজনৈতিক
 রাজ্ব বার্কনিত্র
 রাজনিত্র
 রাজনিতর
 রাজনিত্র
 রাজনিতর
 রাজনিত্র
 রাজনিত্র
 রাজনিতর
 রাজনিত্র
 রাজনিত্র
 রাজনিতর
 রাজনিত্র
 রাজনিত্র
 রাজনিত্র
 রাজনিত্র
 রাজনিত্র
 রাজনিতর
 রাজনিত্র
 রাজনিতর
 রাজনিত্র
 রাজনিতর
 রাজন
- শংক্রাইনের শাসন প্রতিষ্ঠা : দুর্নীতি দয়নের পূর্বপর্ত হলো আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা । দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত
 আজি বা ব্যক্তিবর্গা কোনোভাবেই যাতে শান্তি এড়িয়া মেতে না পায়ে, সোরলা দুর্নীতির সায়ে পরিষ্টা
 আইনের ব্যক্তীর প্রকাশ দুর্নীতির প্রকাশত গ্রাহান কর্মকের দুর্নীকরা রাখাতে পায়ে । আইনের ফাঁক বা অপ্শান্তরর
 আমার কেন্ত্র মাতে দুর্নীতি করতে বা দুর্নীতি করে শান্তি এড়িয়ে যেতে না পায়ে কোনাশ সর্বন্তরী আইনের
 আমার স্থাপন বায়ার প্রদান থকে প্রয়োজনে নতুন আইনই প্রস্তানের পদমেশে প্রমান করে তার বা
- ্বি আম-বানের সামঞ্জলাইনতার জবাবনিহিতার বাব ছাক্ষণ : দুর্নীতি দনদোব উত্তম ও কার্যকর । বিষয় হলো সরকারি প্রশাসনের বিভিন্ন পর্বারে কার্যকে কর্মকা-কর্মকারিকা আর ও বানের মঞ্চলর সামঞ্জলাইনতা স্পর্ণকে রামির পর্বারে কর্মকার জবাবনিহিতার বাবস্থা এহণ করা। একার ক্ষেত্র আরেন উচ্চা সম্পর্কে ব্রষ্ট ও দিয়ংগক্ষ অনুসন্ধান করা হলে দুর্নীত বেরিয়ে আনে। সরকারি ক্রাম্বর্কার সাক্ষ সংস্কৃতি কর্মকা পর্বারের কর্মকর্তা-কর্মকারীনের আরেন সাক্ষে অসমবিভূপ্ বারের ক্রাম্বর্কার বাবস্থাকার বাব্য রাম্বর্কারীত রাজবিকভাবেই প্রাপ্তাবনে সাক্ষে অসমবিভূপ্ বারের

- ৯. দুর্নীতিবাজদের সামাজিকভাবে বয়য়ঢ়করণ: অনেক সময় পেশাগত বা ব্যবসায়িক দিক বেছে সমাজের মানুষ অভি সহজে দুর্নীতিবাজদের চিহ্নিত করতে পারে। মুমনোর, স্থাননের সেরাচালানি বার্ত্তার প্রেণিতে সামাজিকভাবে বয়য়ঢ় ও তালের প্রতি তুপা ওরদনি কা হলে দুর্নীতির রবালতা ব্রোপ পারে। এসব প্রেণীর সাথে সামাজিক সম্পর্কত্মক করার পদক্ষেপ সামাজিকভাব এইবা করারত হবে। দুর্মীতির বিরুদ্ধে রাগেক সামাজিক আবালাল গড়ে ভুলাতে হবে।
- ১০, পর্যাঙ্ক বেডল ও পারিপ্রমিক প্রদান : আমাদের দেশে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচর্বাদের বেহন ভালের প্রয়োজন ও চাইদার ভূলনায় অপর্যাঙ্ক বলে অনেক সময় তারা ভালের বিভিন্ন প্রয়োজ পুরণের জন্য বাধা হয়ে অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে তাই ভালের দুর্দীতি বন্ধ করার জন্ রাজন প্রত্যাপ্ত সাঞ্জনসূর্প এবং প্রয়োজনের ভূলনায় পর্যাঙ্ক বেচন ও সুযোগ-সুবিধা তান্ত্র জন্ম নির্ধারণ করতে হবে। অনুযায় ভালের দুর্দীতি বন্ধ করা য়বে না।
- ১১. দুর্নীতির বিরুদ্ধে নৈতিক ও সামাজিক চেতনা সৃষ্টি: দুর্নীতি দমনের আদর্শ এবং সংগ্রিক। উপায় হলো মানুদের মানের সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে জায়ত করা। কারণ নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধক লায়ত করা। কারণ নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধকশপুর বৃত্তিক কথানা দুর্নীতির আনুষ্ট নিতে পারে না তাই হেল্ল-বেমানের সামাজিক প্রতিক, মূল্যবোধ, নীতি ও আদর্শের প্রতি প্রজালীল হরার মাননিকতাসম্পন্ন করে গড়ে ছোলার শিক্ষা প্রদান করাকে হবে, বাতে করে ছোটবেলা থেকেই তাদের মানে দুর্নীতি ও অনিয়ামকে মূলা করার মাননিকতা গড়ে প্রতি । এজনা পারিবারিক পর্যায় থেকে উচ্চ শিক্ষার রাধ্বিতিক শিক্ষার প্রতিক করিছিক করাক বিনিক্তিক করাক বিনিক্ত করাক বিনিক্তিক বিশ্বর বাবে করাক বিনিক্তিক শিক্ষার প্রতিকর্তিক করাক বিনিক্তিক করাক বিনিক্ত করাক বিনিক্তিক করাক বিনিক্ত করাক বিনিক্তিক করাক বিনিক্ত করাক বিনিক্তিক করাক বিনিক্ত করাক বিনিক্তিক বিশ্বর বাবে করাক বিনিক্তিক বিশ্বর বাবে করাক বিনিক্ত বিশ্বর বাবে করাক বিনিক্ত বাবে ।

উপস্হোর: বালাদেশের আর্থ-সামাজিক জীবনের সর্বাংশ আজ দুর্নীতির কবলে নিমাজিত। দুর্নীতির কালো হাত সমাজ জীবনের সকল নিককে গ্রাস করেছে। দুর্নীতিই বালাদেশের জাতীয় উন্নালন সমস্রের বড় অন্তরায়। দুর্নীতিই আমাদের সকল অর্জান এবং জাতীয় উন্নালন সকল প্রচেটিতে নগত করে নিছে। তাই জাতীয় উন্নালন মাধ্যমে বাধারে বিশ্বর বুকে একটি সমৃত্বশালী ও মর্বাদাবান জাতি হিসেও প্রতিষ্ঠা লাহেত জাতীয়া অমাদেরের দেশা আমাদেরের কালা ক্রামির বিশ্বর বুকে একটি সমৃত্বশালী। ও মর্বাদাবান জাতি হিসেও প্রতিষ্ঠা লাহেত কলা আমাদেরের কালা ক্রামির বিশ্বর বুকি করিবলা করতে হবে।

वहना (

সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও এর প্রতিকার

[২৪তম; ১৭তম বিসিএস]

ভূমিকা : বাংগাদেশে সামাজিক মৃগাবোধের যে চরম অবক্ষয় ও অবনতি ঘটোছে, সে কথা অ' নতুন করে বলার অপেকা বাবে না । বাংগাদেশের সামাজিক মৃগাবোধের এই অবকরে জনচিব আজ অতিষ্ঠা । অবিস-আদালনত, বাঙা-মাটা, হাট-রাজার, মানবাহন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সর্বর্ত্ত্ব কিন্তি কিন্তিহিত্ত ক্ষক করে আয়া । বাঙাগোলেশ কতবলো সমস্যা বাবেছে তার যবে সামাজিক মৃশাবেই অবক্ষয়কে সীর্ঘ পর্যারে বাখা যায়। তথু বাংগাদেশের জনগর্পই নয়, বিদেশী দাতা গোচীসর্ব বিজ সামাজিক ও মানবিক সংগঠনতলোও এই সমস্যার বাগোরে উদ্বিধ এবং এব প্রস্করত জী সরকারকে উপদেশ ও চাপ দুটোই প্রয়োগ করেছে। কিন্তু এর উন্নতি তো দূরের কথা, দিন কিন

- বাদ্যাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও এর কারণসমূহ: দীর্ঘকাল উপনিবেশিক শাসনের ফলে স্বাধীনতা-ভারতালে একাধিক কারণে বাংলানেশে সামাজিক মূল্যবোধের পূর্ব অবক্ষয় ঘটেছে—এ কথা নির্ধিধায় কা যায়। সাম্প্রতিককালে এর অন্যবর্ধমান বাগকতা জাতীয় উদ্যানের মূল গ্রোভবারাকে বায়হত ভারতে। বিভিন্ন সমাজবিক্তানী ও বুজিজীবী মধ্যা সমাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের প্রকৃত কারণ ভারতিকার জগা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। এবানে তাদের মতবাদের আলোকে বালারাধ্যর অবক্ষয়ের কারণসমূহ আলোচনা করা হলো:
- রাজিল্র: দাবিদ্রোর নিক থেকে শীর্ষস্থানে অবস্থানকারী দেশের মধ্যে বাংলাদেশ একটি। ক্রতিসংঘের মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০১৪-এ ১৮৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৯৫০৯। বাংলাদেশের সংখাগরিষ্ঠ মানুষ্ট দারিদ্রোর কযাখাতে জ্বর্জীরত। ফলে জীবনের নিজিল গ্রন্থী কুবাক করতে পিরে এবং পরিবারের ভ্রন্থা-পোনত হিল্পে বাংলাদেশের স্ক্রম্ব সমাজবিরাধী কাজকর্ম করতেও বিধারোধ করে ন।
- জনসংখ্যার আধিক্য : ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত বাংলাদেশের ভূখতের মধ্যে পঞ্চম
 আনমাখ্যারি বিপোর্ট ২০১১ অনুমায়ী জনসংখ্যা ১৪ কোটি ১৭ লাগ ৭২ হাজার ৬৬৪ জন এবং
 ক্রিজ বর্গ কিলোমিটারে ১,০১৫ জন লোক বাস করে । জনসংখ্যার নিক নিয়ে বাংলাদেশ বর্তমানে
 বিশ্লের অইম এবং এশিয়ার পঞ্চম জনাধিকা দেশ। মাঝালিছ জমির পরিমাণ মার ০,২৩ একর ।
 প্রকৃতিক সম্পাদের নিক নিয়েও এ দেশ ততটা সমৃদ্ধ নয়। তাই সীমিত আয়তন ও সম্পাদের ওপর
 মারাতিকিজ জনসংখ্যার চাম মানুসের মৌল চাহিলা পুরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। মহলে
 কর্মসংস্কান ও সুবোগের অভাবে মানুষ বিকল্প রাস্তার হিসেবে অন্ধকার জগতে পা বাড়ার তথা
 সম্পাধান্দক কর্মকাশের জডিরে গড়ে।
- ত. কেন্দ্ৰারত্ব: সেশে প্রায় তিন কোটি লোক বেকারত্বের বোঝা বহন করে চলেছে। বেকারত্ব গোটা ছাইকে এক মহাসকেটে ফেলেছে। কর্মকম মানুষ কর্মের অভাবে নিচুপ বলে থাকতে পাকতে ছাইবিকা ভাগিলে যে কোনো বাজের জন্য মানিকিভাবে প্রস্তুত থাকে। বিশেষ করে পরিবারের বর্ত্তি অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে চোরাচালান, বাহাজানি দিলাই, মানকান্তবোর বাকনা ইন্যানি গাইত কান্ত করে থাকে। ভাজাইই বাছতে থাকে ফলাবোধন অকলম।
- উ আক্রমানকি: বাংলাদেশে মাদকাগতি সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। বর্তমানে মাদকাগতি ও আম শব্দ দুটো সামার্ককরশে বিবেটিত হয়। কেনা য়য়, য়ে মাদকলয় য়য়র কে কমবেশি আমন ও চাঁদাবাজি করে। মাদক সেরনের টকা জোগাভ করতে পিয়ে তাকে ছিলাইর ইম্মানিত, চাঁদাবাজি ইতাপির অনুদার নিতে হয় আর প্রভাবেই কলুবিত হয়ে আন্তরকে সমাজ।
- ্ অন্ধান : বাংলাদেশের অধিকাপে মানুষই অশিক্ষিত তথা মূর্ব। মুর্বনা উন্নত জীবন ও জগতের উঠি সাধারণত উদাসীন, এদের মধ্যে পতপুতির প্রবণতাটাই বেলি পরিমাণে প্রকট। তাই ক্ষাজিবিলাকী কার্যকলাপ করতে এদের বিবেকে বাধে না। এ কারণে সামাজিক মূলাবোধের ক্ষাত্রকাজন অশিক্ষাকেই প্রধানত দায়ী বলে মনে করা হয়।

- ৬, রাজনৈতিক কারণ: স্বাধীনতার পর থেকে বিশেষত '৭৫-এর পর থেকেই বাংগানেতে; রাজনীতিতে চরম অস্থিকতা বিরাজ করছে। রাজনীতি ক্রমারেরে পেদীপতি-নির্বর হয়ে পাতৃত্য, প্রতিপক্ষের রাজনৈতিকভারে রোজনিবার পরিবর্তে পিশীপতি ছারা খালেল করার এক আছদার প্রতিযোগিতায় নেমেছে আজকের রাজনৈতিক সংগঠনতলো। আর এ কাজে ব্যবহৃত হতকে কিছু বিপথগামী তক্তশ-মুকক। তাই সামাজিক মুখানোধের অবক্ষরের জন্যে দুর্বল রাজনৈতিক অসীকর্ত্ব দায়ী রাজ সামাজিক। স্বাধারিক।
- সামাজিক কারণ : কিছু কিছু সামাজিক কারণেও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় বাড়তে থাঙে, সেগুলো রক্ষে :
 - ক. পারিবারিক কারণ: যেসব পিতা-মাতা অর্থনৈতিক বা অন্যান্য কাজকর্মে ব্যক্ত থাকে এই, সভাবের পেছনে সময় দিতে পারে না বেলি জগে কেমে তাদেশ সন্তান পিতা-মাতার অবার হয়ে গড়ে তেওঁ । পিতা-মাতার মাত্রপত্তিতিকে সভার আনকে নময় অর্বান্তিত অভাসা ও আমন রঙ করে । তাছাড়া বহুদিন যাকং যদি পিতা-মাতার মধ্যে মনোমাদিনা বা বাজিতত্ব সংগত চলে আসে তাহলে সন্তান-সভতির মধ্যে হেলাগ ও উদেশার্থীনতার সৃষ্টি হয় । এর ফল সভান মানাক্ষনিকার সমার্বাবিধারী কার্চকাশেলে পিতা-হতে বাকে ।
 - খ. প্রেমে বার্পকা : প্রেমে বার্থকার কারলে কিবো প্রেমিক-প্রেমিকা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে অনেক মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে এবং অভিমানে মানবন্রব্য সেবন ও অন্যান্য আনৈতিক কাজে মন্তর্গ হয়ে পড়ে। কেউ কেউ প্রতিশোধ হিসেবে খুন, এসিড নিক্ষেপ ও ধর্ষণ করতেও হিবা করে ন।
 - গ্য. সঙ্গদোষ : মানুষ সামাজিক জীব। সবাই মিলেমিশে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে চায়। ^{মতা} পরিবারের বাইরে মিশতে গিয়ে সঙ্গদোহে অনেকেই খারাপ হয়ে যায়। আর এদের ভ্^{তাই} সংঘটিত হয় সামাজিক অবক্ষয়ন্ত্রক কার্যাদি।
 - ম. অনুকরণ: মানুগ অনুকরণপ্রিয়া। কেউ কোনো কিছু করলে অন্যদের সেটা করার ইন্ধা ^ব প্রবণতা জাগে। বিশেষ করে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের অন্যকেই অগ্রীল পরিকা, নিদেশ দেখে বা গল্প অনে অধ্যপ্রকাশিক বাক্ষে। অন্যকে মানকন্ত্রণ সেকন একটি বাংগুরিপূর্ণ আনান্দর বিসারে একাপ রাজ প্রবাহ তার বাবহার করাছে।
- ৯. চলচ্চিত্ৰ ও স্যাটেলাইট চ্যানেল: চলচ্চিত্ৰের অব্লীল নাচ, গান, সংলাপ আর অতি নিমালে কাহিনীতে এ দেশের বুক্তমাজ ক্রমান্তরে বিপপগামী হয়ে যাতেছ। ভাছাড়া ডিপ এন্টেলার প্রমন্ত্রি বিদেশী সংস্কৃতির নামে যে অপসংস্কৃতি আমাদের সমাজে ভূতের মত্যে চেপে বলেছে তার বুলা ইতোমধ্যেই অনুনান করা যাতে।

- ্রেল্যনভাট : সামাজিক ফুলবোদের অবক্ষরের পেছনে পরোক্ষভাবে যে কারণটি চিহ্নিত করা যায় তা হলো সেশনভাট । বিশ্বনিদ্যালয়ের সেশনভাটের শিক্ষর আন্ধ হাজার হাজার ছাত্র। নির্দিষ্ট সময়ের কোর্স পল্প রবাচে বিভাগ মা লাগায় আনেরেই দুবিজা আর বিশ্বনুতা রোগে এবং আকল কবিত্র না মার্ভিচিত্র পরিবারের সভাল এই দীর্ঘ সময়ের শিক্ষার বায়ভার বহল করতে অপারণ হয়ে পড়ে। একদিকে জন্মায়ত ভবিষ্যাই অনানিকে আর্থিক দুবিজা মুলা মিলে তারা বিশ্বভাৱত কমা নীমার পেটিছে যায় এবং এর রজনায়ত ভবিষ্যাই অনানিকৈ আর্থিক দুবিজার সংকাশাস্ত্র পার্ভাল বালা সম্বিভাগ পড়ে।
- ১১. জৌলোলিক কারণ: ভৌগোলিক কারণ তথা নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, এলাকার প্রভাব, স্বভুর প্রভাব, খান্যাভাস ইত্যাদি কারণও মানুষের মধ্যে বিরাট প্রভাব ফেলে এবং এর ফলে মানুষ সামাজিক মূল্যবোধ-গার্হিত কাজ করে থাকে।

জ্যালোধের অবক্ষমের প্রতিকার : আমাদের জাতীয় জীবনে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় জাতীয় সামাজিক সমস্যা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। দেশ ও জাতির স্বার্থে এ সমস্যার প্রতিকার খুবই জারি। নিচে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কিছু প্রতিকার সম্পর্কে আলোচিত হলো :

- ১ দাবিদ্রা বিমোচন : সামাজিক মুল্যবোধের অবক্ষয় রোধকয়ে দাবিদ্রা বিমোচনের ওপর যথেষ্ট মজর দিতে হবে। সহায়-সংলহীন লোকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। বেকারদের বিভিন্ন প্রক্রের কারিগরি প্রশিক্ষণ ও ঝণ দিয়ে উৎপাদনমুখী কাজে নিয়োগ করতে হবে।
- আম উন্নয়ল : আমপ্রধান বাংলাদেশে আমই প্রাণ । আমই বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা পাদন করছে। তাই সকরাবাকে আম উন্নয়ন তথা বুলি দেপ্তরের নিকে অধিক নজর দিতে হবে। কৃষিকাজে জড়িত বাতিদের মধ্যে খাবা ইতেমধ্যে সর্বপ্তান্ত হয়ে পড়ে বিভিন্ন বিকেকবির্জিত কাজে জড়িত হয়ে পড়েছে ভাদেরকে স্বাকশী করতে সনকাবকে দৃটি নিতে হবে।
- ৬. জুনসংখ্যা,প্রাস: বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধকয়ে সরকারকে আরো সজাপ ও কঠার নীতি এইণ করতে হবে। জনসংখ্যা যদি বর্তমান হারে বাছতেই থাকে, তবে সামাজিক ক্ষমন্ত বাছতে থাকবে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে বার্থ হবে দেশের জন্য প্রশীত পরিকল্পনও কর্ম হবে। তাই ক্লাবোধের অবস্থা রোধকয়ে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বারস্ত্র এইণ অতি জন্পনি।
- উল্লেখ্য হ্লাস: সোহেত অধিকাংশ অপরাধ বেকাররাই ঘটিয়ে থাকে, তাই এদের কর্মের সুযোগ-সুবিধা কৃষ্টি কাল্যা সামাজিক অবক্ষাত কলাগ্যে-হ্লাস লাকে। বেকারদের আবাকর্মসংস্থানে প্রেলা বোগাতে কব। ভালের বোগাতা ও অভিক্রতা অনুমায়ী বাংকে কথেব পরিমাণ বাছাতে হবে একং কর্মসংস্কান অতিক সাধা ও কুগধন বৃদ্ধি করতে হবে। পাশাপালি কথা গ্রহণের পর্ত আবো শিক্তিদ করতে হবে।
- ² যাজনৈতিক অঙ্গীকার : যে কোনো রাজনৈতিক সংগঠন বা স্থানীয় নেতৃবুন্দ রাজনৈতিক ^{মর্ম্}টিতে যুবশক্তিকে পেশীশক্তির কাজে ব্যবহার করবে না এই মর্মে আন্তরিক সিদ্ধান্তে আসতে ^{বর}। অয়োজনে নেতৃবুন্দের সাথে আপোচনায় বসে বিষয়টি সুরাহা করতে হবে।
- শিক্ষার প্রসার : শিক্ষাই জাতির মেরপাণ । শিক্ষিত জাতি একটা দেশের শক্তি । আধুনিক জীবনাখাশনের শিক্ষাক্র শর্কি হলো শিক্ষা । অধিকা অঞ্চলরের শামিল। তাই মূল্যবোধের অবচ্ছার রোধকল্পে খাখাক জন্মান্টীকৈ উপযুক্ত শিক্ষার শিক্ষিত করে ভূগতে হবে। কোননা সামান্তিক, রাজনৈতিক, নাগরিক ও ক্ষার কর্তবাবোর মান্তেক কন্তি উপাধান্ত না বাখী পোনানে হোক না কেন ভাতে কাজের কাজ কিছুই বর না, বক্তকা পর্যন্ত না শংখাগরিক্ত জনগোচিকে শিক্ষিত করে তোলা হবে।

- ৭. সম্পদের সুষম বন্টন : বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় সম্পদ বন্টনে যে বিশাল বৈষম্য রয়েছে 🖘 দুর করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারকে নতুন নীতি প্রণয়ন করতে হবে। সবার সম্পদের হিস্ত নিতে হবে এবং আয়ের উৎসের সাথে সম্পদ বৃদ্ধির সামঞ্জস্য কতটুকু তার একটা জরিপ চালিত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।
- ৮. সংস্কৃতির অবাধ প্রসার রোধ : বাংলাদেশের সামাজিক অবক্ষয়ে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন 🖘 বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ। সংস্কৃতি তথা বিনোদনের নামে স্যাটেলাইটের কিছু চ্যানেল আয়াক্ত যুবসমাজ থেকে প্রৌঢ় পর্যন্ত সবার মধ্যে যৌন উদ্দীপনা তথা বিকৃতির সৃষ্টি করছে, যার ফলে বেতে যাছে ধর্ষণসহ মারাত্মক সামাজিক অপরাধসমূহ। তাই নির্দিষ্ট কিছু শিক্ষামূলক এবং সপরিবারে দেখার মতো চ্যানেল রেখে বাকি চ্যানেল বন্ধের ব্যাপারে সরকারকে আন্ত পদক্ষেপ নিতে হবে।
- পারিবারিক কর্তব্যবোধ : পিতা-মাতাকে সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে আরো বেশি খেয়াল রাখত হবে। সম্ভান-সম্ভতি যেন পাড়া বা মহল্লার বখাটে ছেলেমেয়েদের সাথে না মেশে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। অর্থাৎ সন্তানদের গতিবিধির ওপর পিতা-মাতার কড়া নজর রাখতে হবে।
- ২০, সেশনজ্ঞট নিরসন : শিক্ষা ক্ষেত্রে সেশনজ্ঞট নিরসন করতে হবে। একাডেমিক ক্যালেভার অনুযায়ী সকল পরীক্ষা এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেজাল্ট দেয়ার জন্য শিক্ষকদের বাধ্য করতে হবে।
- ১১. ধর্মীয় বোধ জাগ্রত : মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বোধ জাগ্রত করতে বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমতে বিশ্বে ভূমিকা রাখতে হবে। কেননা ধর্মীয় অনুভূতি মানুষের বিবেকের রক্ষাকবচ।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এমন একটি অনাকাঞ্জিত পরিহিতি যা সমাজে প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধকে অস্বীকার করে। এর ফলে সমাজের সর্বত্রই হতাশা ও বিশৃত্রনার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে এর প্রভাব লক্ষ্যণীয়। সামাজিক অবক্ষয়ের মাধ্যমে একটা দে ক্রমান্তরে হারিয়ে যেতে পারে, ধ্বংসের অতল গহুররে বিলীন হয়ে যেতে পারে পৃথিবীর মানচিত্র থেঙে। আবার এই অবস্থার উন্নতির মাধ্যমে হয়ে উঠতে পারে একটা আধুনিক সভ্য ও উন্নত জাতি এব রাষ্ট্রে। তাই বাংলাদেশের সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধকল্পে উপরিউক্ত প্রতিকারমূলক বাবয় গ্রহণে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।



ব্রালা (১৮) ভেজালবিরোধী অভিযান

[২৯তম বিসিএস]

ভূমিকা : মানুষের প্রধান মৌলিক চাহিদা হচ্ছে খাদ্য । বেঁচে থাকার জন্য যেমন খাদ্য দরকার তে সুস্থ, সুন্দর, স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য ভেজাগবিহীন খাদ্য অপরিহার্য। কারণ, ভেজাগ বিভিন্ন কঠিন রোগের জন্ম দেয়। দিনের পর দিন ভেজাল খাদ্য খেয়ে আমরা জটিল ও মারাহক রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। আমাদের আয়ু, কর্মশক্তি, দৈহিক ও মানদিক স্পৃহা দিন দিন হাস পাছে। ক্রেতা অধিকার সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা, ভেজালবিরোধী আইন ও এর সুষ্ঠ প্রয়োগের অভাব নৈতিকতার অবক্ষয়ের কারণে খান্যে ভেজালের পরিমাণ দিন দিন বেড়েই চলছে। আমরা প্র^{তিদিন} খাচ্ছি তার সিংহভাগই ভেজালে পরিপূর্ণ।

লোল খাদ্য এবং ভেজালের কারণ : মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর এবং আইনত নিষিদ্ধ দেবা ্রাদরো ব্যবহার এবং মেয়াদোঞ্জর্ণ দ্রব্য খাদাদুব্যে ব্যবহার করলে সে খাদ্যকে ভেজাল খাদ্য বলে 🚜। তাছাড়া কোনো খাদ্যদ্রব্যে যেসব উপাদান যে পরিমাণে থাকার কথা তা না থাকলে সে ক্রাকেও আমরা ভেজাল বলি।

ক্রজাল খাদ্য বিরোধী আন্দোলনের অপর্যাপ্ততা, আইনের সঠিক প্রয়োগ, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ্রায় ক্রেতার অধিকার সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা ই মূলত ভেজাল খাদোর কারণ। আমাদের দেশে ্রুল টাকাই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কে, কিভাবে টাকা রোজগার করছে তা এখন কোনো বিষয় নয়। ক্ষান নৈতিকতা বিবর্জিত হয়ে আমরা কাজ করছি। তাছাড়া ভেজাল খাদ্য বিরোধী আইনের অপর্যাপ্ততা ্রবা এ আইনের প্রয়োগ না থাকায় খাদ্যে ভেজাল দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। দেরিতে হলেও নতুন আইন প্রায়ন এবং তার প্রয়োগে বিষয়টি আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

ুলালের পদ্ধতি : আমাদের দৈনন্দিন খাবারে কোন জিনিসটিতে ভেজাল নেই তা বের করা কঠিন। ক্রপরিয়ার্য ওয়াসার পানিতে আবর্জনা থাকে, মিনারেল ওয়াটার নামে সুন্দর সুন্দর বোতলজাত পানি কোনো ক্রম প্রক্রিয়া ছাড়াই বাজারে অবাধে বিক্রি হয়। তাছাড়া খাদাদুব্যকে আকর্ষণীয় করতে এবং বেশি লাভ করতে বিচিত্র সব পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া হয়। নিচে কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আলোচনা করা হলো :

- শাকসবজি ও ফলমূল: আমরা প্রতিদিন যেসব শাকসবজি ও ফলমূল কিনে খাচ্ছি সেওলো সতেজ রাখতে ও পাকাতে বিক্রেতারা ক্যালসিয়াম কার্বাইডসহ বিভিন্ন বিষাক্ত কেমিক্যাল ব্যবহার করছে। এসব কেমিক্যাল মিশ্রিত খাদ্যগ্রহণ করলে কিডনি ও লিভার নষ্ট হতে পারে, চোখের দৃষ্টিশক্তি হাস ছাজাও ক্যাপারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন খাদ্য বিশেষজ্ঞরা।
 - ভোজ্য তেল : মহাখালী জনস্বাস্থ্য ইনন্টিটিউটের খাদ্য পরীক্ষাগার ও সিটি করপোরেশনের পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, বাজারজাতকারীর গাওয়া ঘি ৯৩ ভাগ ভেজাল ও খাবারের অনুপযোগী; বাটার অয়েল ৯২ ভাগ ভেজাল, ডালডা ১০০ ভাগ ভেজাল, সয়াবিন ও সরিষার তেল ৯২ ভাগ ভেজাল এবং খাবারের অনুপযোগী। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এসব ভোজ্য তেল খেলে কিউনি, লিভারের ক্যাঙ্গার হওয়া ও গর্ভস্থ শিত প্রতিবন্ধী হওয়ার আশঙ্কা খুবই বেশি। নানা ধরনের পেটের রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর যদি সেসব রোগ শরীরে থাকে, তবে কিডনি ও লিভার অকেজো হয়ে যাবে এবং আরো নানা জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল।
- 🤏 মাছ ও উটকি : মাছের বাজারেও ভেজালের করাল গ্রাস অব্যাহত আছে। ছোট-বড় বিভিন্ন মাছকে শতেজ রাখতে ও সেগুলো সতেজ দেখানোর জন্য বিক্রেতারা ফরমালিন ব্যবহার করে, যা মানবদেহের জ্যা মারাত্মক ক্ষতিকর। এছাড়া গুঁটকি মাছের সাথে অসাধু ব্যবসায়ীরা বিষাক্ত কীটনাশক ও ডিডিটি ব্যবহার করে, যা মানবদেহে ক্যান্সার, হৃদরোগসহ বিভিন্ন জটিল রোগ সৃষ্টি করে।
 - অটা-ময়দা ও ডিম : পাউরুটি, বিস্কুট, নুডলসের আটা-ময়দা ৯৫ ভাগ ভেজাল, নিম্নমানের ও শব্দর অনুপ্রোগী। ইদানীং ফার্মের সাদা ডিম লাল করার জন্য বিষাক্ত লাল রং ব্যবহৃত হচ্ছে। ^{উপরোক্ত} খাদ্য ও সাদা ডিমে কলকারখানার বিষাক্ত ডাই ও রং ব্যবহার করা হয় যা মানুষের জন্য 📆 ঐকপূর্ণ। বিশেষজ্ঞদের মতে এসব বিষাক্ত রং মিশ্রিত খাদ্যের জন্য দেশে ডায়াবেটিস ^{জার কিডনি} ও লিভারসহ অন্যান্য অঙ্গে ক্যান্সার ও মারাত্মক রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

- ৫. ভাল : বাজারের ডালের ৯৬ ভাগই ভেজাল, নিম্নমানের ও খাওয়ার অযোগ্য। এসবে বিষাক্ত ১৯ ফাঙ্গাস থাকে। আমদানিকত নিম্নমানের মসুর ডালকে দেশি করার জন্য 'নিউরোটব্রিন' নামে কেমিক্যাল ব্যবহৃত হয় তা দেহে প্রবেশের পর স্নায়ুতন্ত্র ধ্বংস করে ফেলে। আর 'মাইকোটিচ নামে যে কেমিক্যাল ব্যবহৃত হয় তা ক্যাপারসহ জটিল রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী। এছাড়া মেশানো ছোলা, মাষকলাইসহ অন্য ডালও বিভিন্ন মরণব্যাধি তৈরি করতে পারে।
- ৬ প্রতা মশলা : বাজারের ৯৬ ভাগ গ্রতা মশলা ভেজাল ও খাবারের অনুপযোগী। মরিচ, হলদ 😹 ওঁড়ার সাথে ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হচ্ছে ইটের গুঁড়া, বিষাক্ত সব রং। বিশেষজ্ঞরা বলেছে ধরনের ভেজাল মশলা দিয়ে তৈরি খাবার খেলে কিডনি ও লিভার নষ্ট, ক্যান্সার ও হৃদরোগসভ কোনো ধরনের জটিল রোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শিশু ও গর্ভবতী মায়ের জনা একস সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে জানা গেছে।
- ৭, আয়োডিন লবণ : বাংলাদেশ স্থুন্র ও কৃটির শিল্প সংস্থার (বিসিক) হিসাব অনুযায়ী দেশে অন্ত কোম্পানি আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন করছে। তবে এর মধ্যে শুটি কতক প্রতিষ্ঠান মূলত নিজ কারখানায় আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি করছে। পরীক্ষায় জানা গেছে, বাজারের ল্ল কোম্পানিগুলোর ৯৫ ভাগ লবণেই আয়োডিন নেই। এর ফলে আয়োডিনের অভাবে গলা মানসিক প্রতিবন্ধিত ও নানা জটিল রোগ সৃষ্টি হচ্ছে।
- ৮. মিনারেল ওয়াটার, জ্বস ও জেলি : বিশেষজ্ঞাদের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে বাজারের মিনালে ওয়াটার নামে প্রচলিত পানির ৯৬ ভাগই পানের অযোগ্য। এছাড়া বাজারজাতকৃত ৯৭ ব জুসের মধ্যে ফলের রস বলতে কিছু নেই। বাজারের বেশির ভাগ জুস, সস ও জেলিতে । বিষাক্ত রং মেশানো হয়, সেসব রং মিশ্রিত জুস, সস, জেলি খেলে কিডনি, লিভারের ক্যাগায়, পেটের পীড়াসহ যে কোনো জটিল রোগ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি।
- আইসক্রিম : বাজারজাতকারী আইসক্রিম কোম্পানির মধ্যে ৯৫ ভাগ কোম্পানির আইসক্রিম খাওয়ার অযোগ্য। যা খেলে কিডনি, লিভার ও পেটের পীড়া, ডায়রিয়া ও ক্যান্সারসহ জটিন বোগ হওয়াব আশস্কা বয়েছে।
- ১০. মিষ্টির দোকান ও রেস্তোরা : রাস্তার পাশের জিলাপি দোকানের জিলাপিতে মবিল ও এক ধর রং মেশানো হয় এবং মিষ্টির দোকানগুলোতে মিষ্টি তৈরিতে বিষাক্ত দুধ, রং ও টিস্যু পেপার মেণ হয়। এছাড়া রাস্তার পাশের ছোট ছোট দোকানগুলোর প্রায় সবগুলোতেই পিয়াজু, সিঙ্গাড়া, পরি পুরিসহ তেলে ভাজা খাদাগুলো বহুবার ব্যবহাত তেলে ভাজা হয়। এসব খাবার বিষে পরিণত হা এগুলো খেলে লিভার অকেজোসহ যে কোনো জটিল রোগ হওয়ার আশস্কা রয়েছে।
- ১১. চাইনিজ রেক্টুরেন্ট ও ফাউফুড শপ : বিশেষজ্ঞদের মতে ৭০ ভাগ চাইনিজ রেক্টুরেন্ট ফান্টফুডের দোকানের খাবারের মান খুব খারাপ। এসব রেষ্টুরেন্ট ও শপে পঁচা মাংস, বিঘার্জ ^{রা} কেমিক্যাল ব্যবহৃত হয়। এগুলো খেলে সরাসরি কিডনি ও লিভার নষ্ট হতে পারে। এছাড়া ক্ পেটের পীড়া, টাইফয়েড, ভাইরাল হেপাটাইটিস ও অন্যান্য জটিল রোগ হওয়ার সম্মবনা প্রবল

ক্রেতা অধিকার ও বাংলাদেশ : পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতার বিশেষ কিছ অধিকার আছে। ^{ক্রেত} সকল অধিকার আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। জাতিসংঘের নির্দেশ মোতাবেক সকল ^{উর্নুত} ক্রেতাদের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে 'কনজুমারস ল' নামেই বিবিধ আইন প্রণীত হয়েছে। ^{তবে}

ক্রেত দেশেই ক্রেতাদের অধিকার সংরক্ষণের আইনগত ব্যবস্থা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এসব দেশে ক্রতা অধিকার সংরক্ষণের জন্য কঠোর আইন প্রণয়নের দাবিতে ক্রমান্তরে আন্দোলন গড়ে উঠছে। ्राज्ञातमञ्ज्ञ व्यथिकात ७५ माराय भूला मठिक ७ ভाला भारमत भग करात भए।रे भीभावद्व नज्ञः नतः রাস, ট্রেন অথবা বিমানে নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যে ভ্রমণ করাও যে কোনো যাত্রীর মৌলিক অধিকার। ্রাল্য করি বিনিময়ে যে কোনো সময় ডাক্তারের নির্ভুল ও সঠিক প্রয়োজনীয় সেবা লাভও প্রতিটি রোগীর ্রাকার। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তিই একজন ক্রেতা।

১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে হল্যান্ডের হেগ নগরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, অট্রেলিয়া, ক্রেক্সিয়াম প্রভৃতি দেশের ক্রেতা সংগঠনের উদ্যোক্তাদের এক সম্মেলন। এ সম্মেলনেই গঠিত হয় অব্যতিক ক্রেতা সংগঠন 'ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অব কনজমারস ইউনিয়ন' (আইওসিইউ)। ু ক্রমানের অধিকার সর্বপ্রথম আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে জাতিসংঘ ধারায় ৭টি অধিকার ক্রম্বত লাভ করে। জাতিসংঘ স্বীকত ৭টি অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আজ বিশ্ববাাপী গড়ে উঠেছে ক্রমা অধিকার আন্দোলন। জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত অধিকাংশ দেশেই আইনের মাধ্যমে এ অধিকার প্রিমিত হয়েছে। এ সাতটি অধিকার হলো....

- ১ নিরাপন্তার অধিকার:
- ১ জ্ঞানাব অধিকাব
- ত. অভিযোগ ও প্রতিনিধিত্বের অধিকার:
- 8. ন্যায্যমূল্যে পছন্দসই পণ্য কেনার অধিকার;
- ৫. ক্ষতিপরণ পাওয়ার অধিকার:
- ৬. ক্রেতার শিক্ষালাভের অধিকার:
- ৭. স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অধিকার।

বালাদেশে ক্রেভাদের যে অধিকার রয়েছে এ সম্পর্কেই তাদের কোনো ধারণা নেই। তাছাড়া কোনো ^{পদ্ধ} সম্পর্কে অভিযোগ করেও অধিকাংশ সময় কোনো সুফল পাওয়া যায় না। কোনো পণ্য ব্যবহারের ^{মনে} ক্ষডিগ্রস্ত ক্রেতা যদি আইনের আশ্রয় নিতে যায় তবে সে তো ক্ষতিপুরণ পায়ই না বরং সে আরো ^{ছতির} সম্বুখীন হয়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্রেন্ডার অধিকারের ব্যাপারে সুফল আসছে। এর জন্য নাত্র করছে 'কনজ্রমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)।

ত্যেল রোধে আইন : 'পূর্ব পাকিস্তান বিতদ্ধ খাদ্য সামগ্রী অধ্যাদেশ' নামে ১৯৫৯ সালের ৪ অট্টোবর ^{অকালীন} প্রাদেশিক গভর্মর একটি অধ্যাদেশ জারি করেন। খাদ্যদুব্যের বিপণনে ভেজাল নিরোধ এবং অব্যক্তিয়া খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রয়ের উন্নতকরণ এবং নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রণীত এ আইন বাংলাদেশ ^{বাধীন} ইঞ্জার পর 'বাংলাদেশ বিভদ্ধ খাদ্যসামগ্রী অধ্যাদেশ' নামে বলবৎ থাকে। এ আইনে কতিপয় ক্রিক্তার উৎপাদন, বিক্রেয়, বিশ্লেষণ, পরিদর্শন ও বাজেয়াগুরুরণ সম্পর্কিত বিধান রয়েছে। এ আইনে ব্যালন, নিজন, নিজন, নিজন, ক্রিন্ত ক্রেন্ত ক্রিন্ত ক্রিন ক্রিন্ত ক্রিন ক্রিন্ত ক্রিন্ত ক্রিন্ত ক্রিন্ত ক্রিন্ত ক্রিন্ত ক্রিন্ত ক্রিন্ত ত্তিক ১ বছর পর্যন্ত সন্থাম কারাদত্ত, তিতা কারাদের জন্য ন্যুনপকে ১০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ বিষয়ে শবন্ত পশ্রেক পামানে, । সমান জন্ম পর্যন্ত জরিমানা এবং ও মাস থেকে ১ বছর পর্যন্ত সম্রুম কারাদন্তের বিধান রয়েছে। SS-IIIII SIE

বিএসটিআই : বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান, মান নিয়ন্ত্রণ এবং ভেত্তান খাদোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে থাকে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস আন্ত টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)। শিল্প, খাদ্য ও রাসায়নিক পণ্যের মান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ বিএসটিআই-এর প্রধান কাজ। তাচাচ্চ দেশব্যাপী সরকার নির্ধারিত ওজন পরিমাপের বিষয়টিও তারা প্রয়োগ করে। ৬টি বিভাগীয় শহরে এই আঞ্চলিক কার্যালয় এবং ঢাকাস্থ সদর দপ্তর দ্বারা সকল বিভাগে বিএসটিআই কার্য পরিচালনা করে। বাংলাদেশ স্ট্যাভার্ডস ইনস্টিটিউশন (বিভিএসআই) ও সেট্রাল টেস্টিং ল্যাবরেটরিজ (সিটিএল) একত্রিত হয়ে ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ স্ট্যাভার্ডস অ্যান্ড টেক্টিং ইনক্ষিটিউশন (বিএসটিআই) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিএসটিআই পণোর মান নিয়ন্ত্রণ, অনুমোদন এবং ভেজালরোধে কাজ করে যাছে।

খাদ্যে ভেজাল রোধে বর্তমান অভিযান : সরকার ভেজাল খাদ্য নিয়ন্ত্রণে যে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ব্যবস্থা করেছে তা সব মহলে দারুণ প্রশর্থসিত হয়েছে। এ ধরনের সরকারি তৎপরতা আরো আছে। থেকেই প্রয়োজন ছিল। মোবাইল কোর্ট বর্তমানে সে প্রয়োজনীয়তা পুরণ করার চেষ্টা করছে। ১১ জুলাই ২০০৫ বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ভেজাল ও অস্বাস্থ্যকর খাবার তৈরির জন্য হোটেন মালিককে সাজা প্রদান ও জরিমানা করা হয়। এদিন রাজধানীর এক প্রিন্টার হোটেলের রান্রা কঙে অভিযান চালিয়ে মালিককে ৯৭ হাজার ৪০০ টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে দু'বছর এক মাস কারাদং প্রদান করা হয়। এভাবে নামী-দামী মিষ্টি দোকান, আইসক্রিম ফ্যান্টরি, ফাউফুড শপ, চাইনির রেন্টরেন্টসহ, অনেক নামী-দামি কোম্পানির পণ্যে ভেজাল ধরে জরিমানা এবং কারাদণ্ড প্রদান করে।

বাংলাদেশে সাধারণত ঈদের সময় এসব তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। ঈদের পর আবার যে যার মতো করে অবাধে ব্যবসা চালিয়ে যায়। ভেজাল বিব্রোধী অভিযানে এ সম্পর্কিত আইনের দুর্বলতা ধরা পড়ায় পর নতুন আইন করতে হয়েছে। আশা করা যায়, সরকারের সদিচ্ছা এবং আইন প্রয়োগকারীদের সততা অটুট থাকলে ভেজালের পরিমাণ কমবে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, একটি সুখী, সুমন্ধশালী জাতি হিসেবে দাঁড়াতে হলে দেশের মানুষকে কর্মচ এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। আর খাবার অপরিহার্য বিধায় তা খাঁটি হওয় জরুরি। তাছাড়া ভেজাল, ওজনে কম দেয়ার প্রবণতা যদি আমাদের অটুট থাকে এবং ক্রেতা অধিকর যদি পুরণ না করা হয় তাহলে রপ্তানির ক্ষেত্রে আমাদের সমস্যায় পড়তে হবে। আমাদের নিজেপে স্বার্থেই নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ক্রেতাদের যদি তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেত্র করা যায় এবং সংঘবদ্ধ করা যায় তাহলে উৎপাদনকারীরা বাধ্য হবে মান নিয়ন্ত্রণে।



ব্রার্টনা 🔊 মাদকাসক্তি ও বিপন্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম

ভূমিকা : আধুনিক বিশ্বে নিত্যনতুন আবিষ্কার মানব জীবনকে একদিকে যেমন দিয়েছে স্বাহ্ন্ গতিময়তা, অন্যদিকে তেমনি সঞ্চারিত করেছে হতাশা ও উদ্বেগের। পুরাতন সামাজিক ও নৈ^{তির} মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটছে দিনে দিনে, নতুন মূল্যবোধও সবসময় গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠনি সামগ্রিকভাবে হতাশা, আদর্শহীনতা, বিদ্রান্তি, বেকারত্ব, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক-ধর্মীয় নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদি নানাবিধ কারণ যুবসমাজকে মাদকাসক্ত করে তুলছে। ^{ত্তি} বর্তমান বিশ্বসভ্যতা যে কয়টি মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন, মাদকাসক্তি তার অন্যতম।

ক্রমবা ও মাদকাসক্তি : মাদকদব্য হচ্ছে সেসব বস্ত যা গ্রহণের ফলে স্নায়বিক বৈকলাসত নেশাব সাত্র হয়। সুনির্দিষ্ট সময় পর পর তা সেবনের দুর্বিনীত আসক্তি অনুভূত হয় এবং কেবল সেবন দ্বারাই ্ব ক্রার আসক্তি (সাময়িক) দুরীভূত হয়। বাংলাদেশে যেসব মাদকদুব্যের সেবন সর্বাধিক সেগুলো নাজা, ফেনসিডিল, হেরোইন, রেকটিফাইড স্পিরিট, মদ, বিয়ার, তাড়ি, পঁচই, ঘুমের ওয়ধ, লাপ্তজিন ইনজেকশন ইত্যাদি। এসব মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে নেশা সৃষ্টিকে মাদকাসক্তি বলা হয়। বর্মস্থার সংস্থার (WHO) মতে, মাদকাসক্তি হচ্ছে চিকিৎসা গ্রহণযোগ্য নয় এমন দ্রব্য অতিরিক্ত ্রিলালে ক্রমাগত বিক্ষিপ্তভাবে গ্রহণ করা এবং এসব দ্রব্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়া।

ব্দুকাস্তির কারণ : মাদকাস্তির কারণ বহুবিধ। এ পর্যন্ত বিজ্ঞানী, গবেষক ও চিকিৎসকরা অনুস্কান্তির অন্তরালে যে কারণগুলো সক্রিয় বলে চিহ্নিত করেছেন সেগুলো নিচে আলোচিত হলো :

- ক্রমদোষ : মাদকাসক্তির জন্য সঙ্গদোষ একটি মারাত্মক কারণ । কারণ কোনো বন্ধবান্ধব বা পরিচিত ব্যক্তি নেশাগ্রস্ত হলে সে তার সঙ্গীদেরও নেশার জগতে আনার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। এক পর্যায়ে সস্ত ক্ষমিটিও নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সেজন্য বলা হয়ে থাকে, 'সং সঙ্গে স্বর্গবাস, অসং সঙ্গে সর্বনাশ।' কৌজ্বল · কৌত্তলও মাদকাসভিব একটি মাবাত্মক কাবণ। মাদকাসভিব ভয়াবহতা জেনেও
- আনকে কৌতহলবশত মাদকদব্য গ্রহণ করে। এভাবে একবার দবার গ্রহণের ফলে এক পর্যায়ে সে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।
- ত সহজ আনন্দ লাভের বাসনা : মানুষ অনেক সময় আনন্দ লাভের সহজ উপায় হিসেবে মাদকের প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং ধীরে ধীরে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।
- প্রথম যৌবনের বিদ্রোহী মনোভাব : কৈশাের ও যৌবনের সিদ্ধিক্ষণে ছেলেমেয়েদের বিদ্রোহী মনোভাবের মধ্য দিয়েই তাদের ব্যক্তিত অনেকাংশে গড়ে ওঠে। এই বিদোহী মনোভাবের কারণে তারা ভালো-মন্দ বিচার না করে সামাজিক অনেক নিয়ম-কাননের সঙ্গে মিশে যেতে চায় অথবা জ্ঞতে চায়। এই বিদোহী মনোভাব তাদেবকে অনেক সময় মাদকাসক কবে তোলে।
- ৫. মনস্তান্ত্রিক বিশঙ্খলা : তরুণদের মধ্যে মাদকাসক্তি বিস্তৃতির একটা প্রধান কারণ হলো হতাশা। পরীক্ষায় ফেল, পারিবারিক কলহ, প্রেমে ব্যর্থতা, সেশন জট, বেকারতু প্রভৃতি কারণে তারা শোক, বিষাদ ও বধ্বজনার চেতনাকে নেশায় আঙ্গল করতে চায়।
- পারিবারিক কলহ : প্রতিটি সন্তানই চায় তার পরিবারের অভ্যন্তরে মা ও বাবার মধ্যে সুসম্পর্ক বিজ্ঞায় থাকুক। কিন্তু অনেক পরিবারে মা ও বাবার মধ্যে সসম্পর্কের পরিবর্তে প্রায়শ দ্বন্দু ও কলহ লগে থাকে, যা অনেক সন্তানই স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারে না। ফলে এক পর্যায়ে এসব ^{সম্ভান} মাদকাসক্ত হয়ে অন্যভাবে মানসিক প্রশান্তি খোঁজার চেষ্টা করে।
- পরিবারের অভ্যন্তরে মাদকের প্রভাব : এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের সনেকের পিতা-মাতার মধ্যে নেশার অভ্যাস ছিল। পরিবারের অভ্যন্তরে মাদকের প্রভাবে এসব শিতা-মাতার সন্তান সহজেই মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।
- ^{বর্মীয়} মূল্যবোধের বিচ্যতি : ধর্মীয় মূল্যবোধ ও জ্ঞান মানুষের মধ্যে মানবতাবোধ ও আতৃত্বের বিকাশ ঘটায় এবং মানুষকে চরিত্রবান করে তুলে সঠিক পথে পরিচালিত করে। কিন্তু ^{নাত্র}তিককালে ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুতি মাদকাসক্তি বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

- ৯. চিকিৎসাসৃষ্ট মাদকাসকি; বহু নেশায়ন্ত ব্যক্তি মাদকাদ্রবা প্রথম এহণ করে ডাকারের নির্দেশ ভারপর সক্তর্ক তল্পবাদের অভাবে ও ব্যবস্থাপর ঘন ঘন ব্যবহারের কারণে সেই জীবন রক্ষাক্র প্রথম-ই একদিন ভাকে মাদকাসক করে তোগে।
- ১০, মাদৰদ্ৰব্যের সহক্ষপতাতা: নেশাজাতীয় বনুটি যদি মানুদের হাতের কাছে না থাকে তবে মানু নেশা বা মাদকাদক হবার সুযোগ কম পানে। কিন্তু বাংলাদেশে প্রশাসনিক দুর্বদতার কাছে, অনেকটা রেকাশ্যেই মাদক্ষর । কম-বিকাম হয়। মাদকদ্রবোর সহজ্ঞপতাতার কাছে। মাদকাদ্যক্ষেপ্র সংখ্যাক দিন দিনা বাড়ছে।

মাদৰাসজিতে কারা বেশি আক্রান্ত : যেসব পরিবারে পারিবারিক বন্ধন নিছিল, মা-বাবা, ভাই, বোনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা কম, সেসব পরিবারের সদস্যরাই বেশি মাদকাসক হয়ে থাকে। বাংলাকে, আধিকালে মাদকাসকের গড় বাসন ১৮-৩২ বছর। এটা আমাদের জন্য দুর্ভাগাজনক। কারন, এ সমর্যাই জীবনের সেবান মাধ্য এই সমর্যই মানুষ পরিবার, দেশ, জাতি তথা বিশ্বের জন্য বেশি হুং মানুষ পরিবার, দেশ, জাতি তথা বিশ্বের জন্য বেশি হুং মানুষ পরিবার, দেশ, আলি তথা বিশ্বের জন্য বেশি হুং মানুষ পরিবার, দেশ, আলি তথা বিশ্বের জন্য বেশি হুং মানুষ পরিবার, দেশ, আলি কার্মন বাংলাকাসকর ব

মাদকাসক্তি ও বিশন্ন ভবিষ্যাৎ প্ৰজন্ম : বিশ্ববাদী মাদকদ্ৰব্যে অপব্যবহার এবং চোরাচনালে মাধ্যমে এব বাদাপৰ প্রদান ভবিষ্যাৎ প্রজনের জন্ম এক মারাথক ক্যানি সৃষ্টি করেছে। মাদকের দিট্ট ঘোরণে অবলে বারে মাতে বহু ভাজা প্রশ এবং অন্তর্গের বিদ্যার হাকে বাক্তি করেছে। ভবিষ্যাৎ । বালাদানেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাদকাসক্তির ধাংলায়েক প্রভাব নিয়ে নিচে আলোচনা করা হলে

- ১. ফুলসমাজের ওপর এটার : মানবন্ধনোর অবৈধ গাচার আমালের দেশের ফুলসমাজের ওপর মানিক ক্ষতিকর এটার বিদ্যার করছে। তামে বার্থকা, হালাগা, কোরবন্ধ, দাবিল্লা, কৌত্ত্বল প্রকৃতিক গার্ম আমালের দেশের ফুলসমাজের এক বিরাটি অপে মানবন্ধনোর ওপর নির্কিলীর আপুরে। মানবন্ধনা ওপর এ নির্কিলীগাল্য ফুলসমাজের এক বিরাটি অপ্রেটিক বার্যক্রেন বির্কেলীর বার্কিক্তি।
- ২. সামাজিক বিশুক্তালা : বারা মাদকে আসক বয়ে পড়ে তারা যে কোনো উপায়ে মাদককাতীয় র্লী
 সংগ্রাহর চেটা করে । বাজাসেশের বিভিন্ন প্রশীর মাদকাসকরা মাদকরেশ সংগ্রাহর জলা ই
 ভাকাতি, ছিলভাইসং বিভিন্ন ধরনের অপরামন্ত্র্যক কাজে জড়িত হয় । এজাবে সনাজের বিজি
 জারগায় সামাজিক বিশ্বকালার সৃষ্টি করে ।
- ৩. অন্যান্য সামাজিক সমস্যার জলু দেয়: মাদকাসকি সমস্যাবে কেন্দ্র করে সমাত্রে করের ধরনের সামাজিক সমস্যার জলু হচ্ছে। কালে মাদকাসক ব্যক্তিবা তালের মনের চাইলা ক্রেন্ট জল্য যে কোনে ধরনের কাজ করতে প্রস্তুত থাকে। তা চাইলা সুবলের জল্য তারা বির, বাইলি ইনিকাই, তুট, ধর্মণ, পতিভালার গমন, পারিবারিক ভারদ প্রস্তৃতি সামাজিক সমস্যার সূচি করে.
- অবৈধ ব্যবদা : মাদবল্লব্যের ব্যবদা অত্যন্ত লাভজনক এবং সম্পূর্ণ আইনবিরোধী। করণ ক পুরো ব্যবদাই চোরাইপথে অবৈধভাবে করতে হয়। সরকারকে কাঁকি নিয়ে এক প্রেণীর বাবদ অধিক মুনাফা লাভের আশায় রাভারাতি বভলোক হওয়ার স্বপ্লে এই অবৈধ ব্যবদা করছে।

- দারীরিক ও মানসিক ক্ষন্তি : মানবদ্রব্যের সেবন বা ব্যবহার মানসিক ও শারীরিকভাবে আসকদের মানাত্মকভাবে ক্ষতি করে। মানবদ্রব্যের অপবারবারের মাধ্যমে আমানের দেশে ক্রমাণভাবের অকর্মণা হ্যুক-মুক্তীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাছে, যারা কর্মকমতা হারিয়ে পরিবার ৫ সামান্তে অধ্যাভাকি আচনণ করছে।
- চ্রাক্তিক অধাঃশতল: মাদবন্ধবোর সাথে অবৈধ যৌন সম্পর্ক, পাপ এবং পতিতাবৃত্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যামান। মাদবন্ধয়ে সেবদের ফলে বাজিত বাজিত্বের বাহিন্ড আচাঞ বা মুখোশ খুলে মান্ত ।আসতদের বিবেক লোপ পার। ফলে অতিঠিক আদাক নেধানে পর স্বভাবতই যৌনসংক্রমণ্ড প্রকালো বাগাবোর বাজিব মাধেক চরম নৈতিক অধ্যুগতন দেখা দেয়।
- পারিবারিক ভাঙ্গন ও হতাশা বৃদ্ধি: মানবদ্রবোর অবৈধ পাচারের ফলে আমানের দেশের বছ ক্ষোক কোনো না কোনোভাবে এর এতি আসক হয়ে পড়ছে। এর প্রভাবে আসক বাতির দ্বারা পরে সৃষ্টি হচ্চে পারিবারিক ভাঙ্গন এবং পুরো সমাজ ব্যবস্থায় সর্বস্তরের লোকের মাঝে দেখা চিয়াক্তে হতাশা।
- ৮. সামাজিক ও ধর্মীর মূল্যবোধের অবকয়: মাদকালক বাজিরা থেছেতু আদক হবার পর আদের ক্রেকা ম্বারিয়ে ফেলে, তার পুরবর্তীকালে তারা পুর্বের আদর্শ ও মূল্যবোধ ধরে রাখতে পারে না। আমাদের দেশের মাদকালক ব্যক্তিরা তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে ক্রমেই সরে পড়ছে।
- ৯. জদরাধ্যরণতার হার বৃদ্ধি: আমাদের দেশে মাদকাগতি সমস্যা ক্রমাণভভাবে মানুবের মধ্যে জ্বারাধ্যরণতা গৃত্তি করছে। নেশা এহেদার ফলে ব্যক্তির মানে অহাভাবিকতা, অপ্রকৃতিস্থতা, বিচারবৃদ্ধিইনাতা ও পাশবিকতা ক্রমারের গৃত্তি গাতে। আদক্ত ব্যক্তির মধ্যে অপরাধ্যরণতা বৃদ্ধির অবস্কার্মনার ক্রমানের বিভাগত কর্মানির মধ্যে অপরাধ্যরণতা বৃদ্ধির অবস্কার্মনার অপরাধ্যর অধানার ও অনাচার বেছে মালেছ।
- ২০.শিক্ষার ওপর প্রভাব : মাদকাসজি সমস্যা আমাদের দেশের শিক্ষার ওপরও ব্যাপক প্রভাব ক্ষেত্রত । কারণ মাদকাসজির প্রভাবে অনেক মোবারী ও ভাগো ছারছায়ী মাদবন্দ্রবা এহণ করে জ্যাম সুন্দর ও সুস্থ ছারজীবনের অবনান খাঁটিয়ে এসম সুত্তার দিকে এগিয়ে যাছে । যারা কিরে স্পাস্থ ভারাও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ফিরে আমাতে পারস্কে দা । সুতরাং দেখা যায়, মাদকাসজি সমস্যা স্মামদের দেশের শিক্ষার ওপরও মায়াখক স্পতিকর প্রভাব ক্ষোত্তে ।।
- ্রজনতি সমস্যা সমাধানের উপায় : বিশ্বজুড়ে মাদকাসতি একটি জটিল সামাজিক সমস্যা হিসেবে অব্যক্তশ করায় এ সমস্যা সমাধানের জন্য স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারি ও ^{জোকা}রি উদ্যোগে কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। চলছে বিভিন্ন গবেষণা ও প্রতিরোধমূলক কর্মসূচি।
- ^{জ্বান্}ট শাৰ, বিষয় ও ধর্মে মানককে নিধিছ ঘোষণা করা হয়েছে এবং এব প্রতিকারে বিভিন্ন ^{ক্ষান্}ট দেনা নাম প্রয়েছে। ইসলাম ধর্মের উচ্চালয়ে ও নবী করিম (ন)-এর মানিনা হিজকতের পর ^{ক্ষান্}টাবাবাণা মানকো ক্ষতিকারক বিভিন্ন নিক নিয়ে ভাবতে বাকেন। ভারা বিভিন্ন ফিনাম্পবাহ ^{ক্ষান্}টাবান্টাব

ব্যবহারকারী বেসামাল হয়ে পড়ে এবং নানা ধরনের সামাজিক অনাচার সৃষ্টি করে, যা সূত্র সামাজিকতার পথে খুবই ক্ষতিকর। বিষয়টি তারা নবীজীর নজরে আনেন। এ সময়ে মাদ_{ের} প্রতিরোধ, প্রতিকার ও ক্ষতিকারক বিভিন্ন দিক সম্পর্কে একাধিক আয়াত নাজিল হয়। যেমন....

- হে ঈমানদারগণ, নেশাগ্রন্ত অবস্থায় নামাজের ধারে কাছেও যেও না। (সুরা নিসা, আয়াত ৪৬)
- ২, হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা ও ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের কার্য। অভ এগুলা থেকে বেঁচে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।
- ৩. তারা তোমাকে মদ ও জ্বয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলে দাও, এই উভয়ের মধ্যে রয়েন মহাপাপ, আর মানুষের জন্য উপকারিতাও রয়েছে, তবে মানুষের জন্য যে উপকারিতা রয়েছে এফলোর পাপ উপকাবিতা অপেক্ষা অনেক বড়। (সুরা বাকারা, আয়াত ২১১)

পবিত্র কুরআনে যে কাজগুলো করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে তা পালন করা এবং এ ব্যাপান অন্যকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রতিটি মুসলমানের প্রতি জোর তাগিদ রয়েছে।

কোনো সমাজেই মাদকাসক্তি কাম্য নয়। তাই ধর্ম, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য প্রতিটি বিষয়ে তালে। নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে এসব বদ নেশার প্রতি নিষেধমূলক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে। মাদকাসভি সমস্যার পেছনে বছবিধ কারণ বিদামান। তাই এই সমস্যা মোকাবিলা ও প্রতিরোধ করার জন্য বহুমুখ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এ সমস্যা মোকাবিলার জন্য সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া হচ্ছে প্রতিকার্যনত ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। নিচে এসব ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হলো :

- ক, প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ : মাদকাসক্তদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক অবয় বিচার-বিশ্লেষণ করে তাদের সৃস্থ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাকে প্রতিকার্যনর বাবস্তা বলা হয়। আসক্ত ব্যক্তিদের প্রথমে তার পরিবেশ থেকে সরিয়ে আনা হয়, যাতে সে অর পুনরায় মাদক গ্রহণ করার সুযোগ না পায়। পরে তাকে সৃস্থ ও স্বাভাবিক করার জন্য কোন চিকিৎসাকেন্দ্রে ভর্তি করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়, যাতে ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে তা হারানো ক্ষমতা ফিরে পায় এবং স্বাভাবিকভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। মাদকাসভি প্রতিরোধে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।
- খ. প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা : মাদকাসক্তির করাল ছোবল থেকে সমাজ ও সমাজের মানুধকে র^{জা} করার জন্য যেসব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয় তাকেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বলে। মাদকাসক্তি নিয়ন্ত্রণে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয় সেগুলো নিমুরণ : মাদবন্দব্যের উৎপাদন ও আমদানি নিষিদ্ধকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সাথে সমর্বি⁸
 - কার্যক্রম গ্রহণ করে প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করা।
 - ২. স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্যসূচিতে মাদকের ক্ষতিকর দিকগুলো অন্তর্ভুক্ত মাধ্যমে ব্যাপক সচেতনতা কার্যক্রম চালু করা।
 - বিভিন্ন সভা, সমিতি, সেমিনার, আলোচনা ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমগুলোতে প্রচারের মা^{ধান} মাদক প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা।
 - ৪, মাদক প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইনের বাস্তবায়ন করা।
 - ৫. পরিবারের কর্তা ব্যক্তিদের তাদের অধীনস্তদের ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং পার' বন্ধত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা।

ক্রনাহার : পরিশেষে বলা যায়, মাদকদুরোর অপব্যবহারজনিত সমস্যা আজ বিশ্ববাাপী। লাভজনক এ রুসাকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক চোরা-চালানী চক্র গড়ে উঠেছে। এ সমস্যার ভয়াবহতার কথা ক্রবচনা করে জাতিসংঘের মহাসচিব বলেছেন, 'এ বিশ্বকে মাদকমুক্ত করা এক বিশাল সমস্যা।' লোদেশের তবিষাৎ প্রজনুকে এ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য মাদকাসক্তি নিরাময় ও প্রতিরোধ ক্রমালনে আপামর জনসাধারণকে এগিয়ে আসতে হবে। এর পূর্বশর্ত হিসেবে ধুমপান ও মাদকবিরোধী ব্যাকালনকে বেগবান করতে হবে। সরকারি মহল থেকে তরু করে গণমাধ্যম, রাজনীতিবিদ, ক্ষীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, সমাজকর্মী, সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদসহ সকল শ্রেণীর মানুষের ক্রিয় অংশগ্রহণপূর্বক মাদকমুক বিশ্ব গড়ে তুলে এ বিশ্বকে সবার বাস-উপযোগী করে তুলতে হবে।

তি সড়ক দুর্ঘটনা : নিরাপদ সড়ক চাই

অমিকা : সড়ক দুর্ঘটনা বর্তমান সময়ের আলোচিত ও মর্মস্পর্লী ঘটনা। এ দুর্ঘটনায় প্রতিদিন হারিয়ে যাঙ্কে হাজারো মানুষ, ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে হাজারো স্বপু। পত্রিকার পাতা খুললেই এর সত্যতার প্রমাণ মিলে। সড়ক বর্জনা হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ আমাদের নিরাপতার প্রধান হুমকি। প্রতিদিনই দেশের কোথাও না কোথাও ঘটছে সভক দুর্ঘটনা। ফলে অনেকেই পঙ্গুত্ব বরণ করে পরিবার ও সমাজের বোঝা হয়ে দুর্বিষহ জীবন-যাপন করছে। দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার উনুতি ঘটছে। কিন্তু কমছে না সড়ক দুর্ঘটনা। সড়ক পথ হয়ে উঠছে বিপজ্জনক। ভাই স্বাভাবিকভাবেই সভূক দুর্ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা ও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া আজ সময়ের দাবি।

সভক দুর্ঘটনার ধরন : সংবাদপত্রে যে খবরটি প্রতিদিনের অনিবার্য বিষয়, তা হলো সড়ক দুর্ঘটনা। সভক দুর্ঘটনাগুলো ঘটে বিভিন্নভাবে। যেমন-বাস ও মিনিবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে অথবা বাস ও ্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে, ট্রাক অথবা বাস-মিনিবাসের সাথে বেবি-টেম্পুর ধাক্কায়, বাস-মিনিবাস ও ট্রাক পিছুন দিক থেকে রিকশাকে ধাক্কা দিয়ে, গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে; এমনকি পায়ে হেঁটে নারা পার হবার সময়ও অনেক পথচারী দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায় না। এসব দুর্ঘটনা দেখে মনে হর মৃত্যু যেন ওঁত পেতে বসে আছে রাস্তার অলিতে-গলিতে।

নঙ্ক দুর্ঘটনার কারণ : সড়ক দুর্ঘটনার অনেক কারণ বিদ্যুমান। নিচে সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কয়েকটি কারণ আলোচনা করা হলো :

- অতিরিক্ত গতি এবং ওভারটেকিং : সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণ হচ্ছে গাড়িগুলোর অতিরিক্ত গতিসীমা। অসাবধানতার সঙ্গে অতিরিক্ত গতিতে অন্য একটি চলমান গাড়িকে ওভারটেকের চেষ্টাই শক্তক দুর্ঘটনার একটি অন্যতম কারণ। পুলিশ রিপোর্টেও বেশির ভাগ দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে বলা সমেছে অতিরিক্ত গতি এবং চালকদের বেপরোয়া গাড়ি চালানো। ট্রাকে-কোচে পাল্লা দিয়ে সংঘর্ষ এবং দুত বেগে পুলে উঠার সময়েই দুর্ঘটনা ঘটার নিদর্শন রয়েছে ভূরিভুরি।
- অপ্রশস্ত পথ : অপ্রশস্ত পথ ব্যবস্থাও বাংলাদেশের অধিকাংশ সড়ক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। ঢাকা থেকে যাভায়াতের সবচেয়ে ব্যস্ত পথ ঢাকা-আরিচা এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়ে। কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রশস্ত না হওয়াতে এ দুটি পথেই দুর্ঘটনা এবং হতাহতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ঘটে। একি, বাস, মিনিবাস, টেম্পো সবরকম দ্রুতগতির যানবাহনের সঙ্গে পদচালিত ভ্যান, রিকশা 🗷 বাগাড়ি সবই চলাচল করে এই পথে। ফলে দেখা যায় স্বল্প পরিসর পথে দ্রুত গতিসম্পন্ন গাড়ির সংস্ক্রমস্থর গতির গাড়ির একত্রে চলাচলের কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে।

- ৩. প্রযুক্তির অপব্যবহার : বর্তমান সময় সম্পূর্ণরপে প্রযুক্তি নির্ভর । যার ফলে মোবাইল, গান শোনত্ব বিভিন্ন বৈদ্যুক্তিক যার (এমণি প্রি প্রেয়ার) ইত্যাদি সব পেপার মানুবের কাছে সহজেলতা হত্ত পড়েছে এতে করে গাড়ি চালদার সময় চালক মোবাইল ফোনে কথা বলেন বা গান পোনেন । যতা ভিনি গাড়ি চালানোয় অসতর্ক হরে পড়েল। এতে করে যেকোনো সময়ই মুর্বটিনার কবলে পড়ত্ত পাড়ি চালক নিজেসহ গাড়িবারী এবং পথচারীরা।
- প্রভারলোভিং : 'ওভারলোভ' মানে পরিমিতির বেশি মাল বহন করা। বেশি ওজনের মালামাদ বহন করে গতি সীমা ছাড়িয়ে প্রতিটি ট্রাকই এক একটি যন্ত্রদানব হয়ে উঠে। এর ফলে নিয়্রল হারিয়ে চালকরা প্রার্থই দুর্ঘটনা ঘটায়।
- ৫. আইন অমানা : সভূক দুর্ঘটনার অন্যতম করেণ আইন অমান্য করে গাড়ি চালানো । জরিলে দেখা গেত্র, ৯১ শতাংশ চালক জেরা অনিব্যয়ে অবস্থানরত শখানরীদের অধিকার আমলই দেয় ন। গাখাপানি ৮৪ ভাগ পথাচারী নিয়ম ভেগে রাজ্য পার হয় । এক সমীকার লেখা চুলা কাছের শাক্তবা ৯৪ জন রিক্সাভাকক ট্রাফিক আইন ও নিয়মের প্রাথমিক বিষয়কলোও জানে ন। তারা জানে না ভানে না বাবে প্রতে হালে কি সংক্রেক দিকে হবে । কোধার কিভাবে নোড় নিতে হবে। ফলে দুর্ঘটনা খটাছে অবন্য ।
- ৬. জনসংখ্যার চাপ ও অগ্রক্তল পরিবহন ব্যবস্থা: সেপের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে পাল্লা নিয়ে বাড়ার মানবাহন। এক হিসাবে দেখা গেছে, রাজধানী চাকায় বর্তমানে রতি কিলোমিটারে ১৪ গটিব মতে পার্চ্ছি চলে। চাকা মেট্রাপালিটন এলাকার আওতাদীন মেট ২২০১,৩০ কিলোমিটার সভকে আনুমানিক গাড়ি চলাচল করে ৫ লাখ ৫০ হাজার। তথ্য চাকা শহরেই নয়, সময় বাংগাদেশই পান্তি ও জনসংখ্যা বাড়ান্তে দ্রুক্ত হারে। মতল বেছে ব্যক্তি মুক্তিনার হারও।
- ৭. ট্রাঞ্চিক অব্যবস্থাপনা : বাংলাদেশে সভ্বক পথের দেখা প্রায় ২৫ হাজার কিলোমিটার । এসৰ সভ্বত ও মহাসভ্যকে প্রতিদিন করেক ল'ক মন্ত্রচালিত যানবাহন চলাচল করছে। কেবল রাজধানী চাবল বাস মিনিবাস, প্রাইভেট্টাবাই, জিপ, পিকআপ, ট্রাক, প্রটোবিকশা ও মটর সাইকেল মিলিয়ে করেক লক্ষ যানবাহন চলাচল করে । প্রছাড়াত বৈধ-আবৈধ রিকশার সংখ্যা কয় লক্ষ তা সঠিকভাবে কলা সম্বল নয় । কিছু এই বিশাল যানবাহন বাহিনীকে সুশৃক্ষল অবস্থার মধ্যে আনার মতো ট্রাফিক ব্যবস্থা প্রদেশে আজও গড়ে উঠেলি ।

সভুক দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতি: সভুক দুর্ঘটনার ফলাফল কেবল মানুষের মুভূর ক্ষতি নয়, অপুরণীয় আরো অনেক ক্ষতির বোঝা চাপিয়ে দেয় সাধারণের জীবনে। সভুক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে অনেক মানুষ প্রতি বৈচে থাকে বাট, ক্ষিত্ত জীবনের স্বাভাকিব গতি তারা হারিয়ে ফেলে চিবকালের মতো। পস্থুকু, পারীরিক বৈকলা আর মন্ত্রণা ও বেদনার ভার বহন করে বিচে থাকা সেই সব মানুষের সংখ্যা আমানের দেশে কম নয়। নিয়ে সভুক দুর্ঘটনার ক্ষাঞ্চাতির কিছু পরিসংখ্যান স্থানে ধরা হলো:

১. বিশ্ববাদী সভৃক দুৰ্ঘটনাৰ ক্ষমকতি : বিব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মতে, প্রতি বছর পৃথিবীতে সভৃত দুর্ঘটনায় প্রায় ১২ লাখ মানুষ নিহত হয়। ২ কোটিরও অধিক মানুষ আহত হয় একং প্রায় ৫০ লক্ত মানুষ পক্তব বরণ করে, যা দুর্বই মার্যান্তিক ও অপ্রভাগিত। সভৃক দুর্ঘটনার বর্তমান হার অব্যাহিত প্রায়ক্ত ১০২০ সালে সভৃক দুর্ঘটনায় হতাহতের হার বর্তমানের তুলনায় ৬০ ভাগ বৃদ্ধি পারে বর্তা প্রাপান্ত বার হতে।

বাংলাদেশের কমাক্ষতির পরিসংখ্যান : পুলিশের এফআইআর অনুযায়ী ২০১৪ সালে তথু মহাসদৃহতলোতেই ২ হাজার বুবটি দুর্ঘিনা মটে এবং এতে ২ হাজার ৬৭ জন নিবছ হয় এবং প্রভাব ২ হাজার জন আহক হয়। এটা কেলগ পুলিশের নিচ্চা নিবছুক্ত মহালুক্তভাবার দুর্ঘিনার হাজার । মহাসদৃহত ছাড়া অন্যান্য সমৃতকে, পুলিশের কাহে নিবছুক্তহীন অসংখ্য সভূক দুর্ঘটনার মাধ্যমে বালোদেশে মহাসদৃকসমহ নিহতের সংখ্যা এতি বছর গড়ে ১২-২০ হাজার জন। সম্পূতি-এক জবিশ থেকে জানা যায়, দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ১৫% থেকে ৩০% শাখ্যাম দুর্ঘটনা কর্মান্ত রোগীদের ভতি করতে হয়ছে, যা স্বাস্থ্যসংগ্রহ করেছে অস্তলাশিত চাণ। এর মধ্যে স্বাস্থ্যখাতের সীমিত সম্পদের অনেকথানিই চলে যায় সদ্ধুক্ত দুর্ঘটনায় আহতদের সোরায়।

- মন্তৃক দুর্ঘটনায় শিতদের ক্ষয়ক্ষতি; সভ্তক দুর্ঘটনায় বয়হদের পাশাপাশি শিওদের ক্ষয়ক্ষতির য়ন্তবে অভ্যন্ত ব্যাপক ও জ্ঞাবাহ। বিশ্ব খাস্ত্র সংগ্রন তথ্য অনুমায়ী সারা পৃথিবীতে প্রতি বছর মন্তৃক পূর্বটনায় ২ লাধেরও বেশি শিক মারা খারা আহুহ বয় যান্তার হাজার নিত যান্তেন বয়স ১৫ মন্ত্রেরে মিটে। সভ্যক দুর্ঘটনায় মিনহত ৯৬ শতাংশ শিতই অনুমূত ও উন্নয়নশাল দেশের সাধারকত রস্ত্রিতে বসবাসকারী ও এবানে সেখানে যুরে বেড়ানো শিতরাই দুর্ঘটনার শিকার হয় বেশি। দুর্ঘটনার আহুহ অভিতাবকহী। অনেক শিক্তই সময় মতো চিকিৎসা সুবিধা পায় না। এদের অন্যাকই ভূপে ভূপে সূত্রবরণ করে। আবার অনেকেই পত্ন হয়ে ভিকার্ত্তিকে জীবিকার একমার উলায়্ন হিসেবে বেছে দেয়।
- ৪. সম্ভল দুৰ্ঘটনাৰ অৰ্থলৈকিক ক্ষতি: বাংলাদেশে এতি বছল সভ্জক দুৰ্ঘটনায় বাঢ়িন, যানাবাহন ও সমাজের যে সুসূত্রহানী কতি হয় ভাব অৰ্থনৈতিক হিলাব নাঁছার বছরে বায়া হ হাজার কোটি টাকা, যা জিউলি'বা মুই ভাগ। বিশ্ব ৰাষ্ট্য সংস্থার হিলাব মতে আন্তর্জাতিকভাবে সমৃত্যুক দুর্ঘটনায় অর্থনৈতিক ক্ষত্রক কবিমাল বছরে প্রায় ৫২০ বিশিয়ন ভালার। উল্লানশীন এবং অল্প্রান্ত সংশ্লেপ এক পরিমাণ এই ক্ষিয়ন জনার। এই পুরো টাকাটিই সেনের উল্লাক বাজেন থেকে মেটালো হয়। ফলে ভাগ পড়ে জ্ঞতীয় অন্তর্নিভিত্ত। মৃত্যু, পৃস্ত্যুক্ত, আর্থিক ক্ষতি বাধ্যয়ক করে জাতীয় উল্লাক্যেন ধার্মাকে।
- উল্লেখ কুর্থটনার পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষতি : সড়ক দুর্থটনার মূত্যু অস্বাভাবিক মূত্যু। এ কুর্থটনার করলে পড়ে অবলে অনেকের জীবন মরে যায়। সেই পোন গোটা পরিবার ও আর্থীর-ক্ষান্টর কুলে পেলের করিব থাকা, দুর্থটনার নিহক, আহত বা পুদু বাজিকের ভাতরেক পরিবার, কুর্থান্তর, প্রভিবেদী, সহকর্মী সকলেই আর্থ-সামাজিক ও মাননিকভাবে ক্ষত্রিগ্রন্থ রয়। হঠাৎ করেই কুল পরিবারের আর করে যায়। যথলে পিকারের হয় পুরালা প্রবার্গন । অনেক সময় সড়ক দুর্থটনার ক্ষান্তর প্রভাব পরার ভার কৃষ্ণিক সালাকে। এই দুর্ঘটনা অনেকের চির্রানির মত কুলু করে সেয়।

ৰ ব্যক্তিৰ অভিযোধৰ উপায় : নিপ্ৰেপ আঁতভাৱীৰ মতো প্ৰতিবছৰ সভূক দুৰ্ঘটনা আমাদেৱ চার বিজ্ঞানৰ সৃষ্টাৰ মূখে ঠেলে দিয়ে । বিন্ধু এ মুহ্যাক তো আববা ঠেকাতে পাৰি। এজনা প্ৰয়োজন স্বাফলনা, ঠেনে, গতান্তৰী আৰু বিক্তিক আইনেৰ বাধাৰ্যৰ প্ৰয়োগ। যোগৰ নামাণ সভূক দুৰ্ঘটনা ব্যক্তিৰ আন্তৰ্জনী কাৰণাই প্ৰতিবোধবোগা। ভাই সভূক দুৰ্ঘটনা প্ৰতিবোধেৰ জন্য কৰণীয় হলো-

^{বিশ্}রোয়া গতি নিয়ন্ত্রণ : সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণ হলো গাড়িভলোর বেপরোয়া গতি এবং ^{বিশ্}রটোকং করার প্রবণতা। বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানোর প্রবণতা বেশি দেখা যায় ট্রাক, মিনিবাস আর দূরণায়ার বাস চালকদের মধ্যে। এসব গাড়ির চালকাণ ভূলে যায় বেশ ির্ মানুবের জীবন কিছু সময়ের জন্য আদের জিমানারীতে বায়েছে। চালকাণ একটু সহদেশীল হত বেপারোয়া গতিতে গাড়ি চালানোজনিত শড়ক মুর্ঘিনা সহজেই প্রতিবাধ করা যায়। তাই সভূ দুর্ঘিনা,প্রাসের জন্য দেশের ব্যক্তম সভ্ককলোতে ভারতাহিক নিজিককণ এবং পাড়িব সংক্র দুর্ঘিনা,প্রাসের জন্য দেশের ব্যক্তম সভ্ককলোতে ভারতাহিক বিশ্বাসকল এবং পাড়িব সংক্র

- ই. ট্রাকিক আইনের ফথামথ প্রয়োগ: ট্রাকিক আইনের যদি যথামথভাবে প্রয়োগ করা হয় তাং আইন সক্ষমকারীদের বিরুদ্ধে যদি কঠোর শান্তিমূলক ব্যবস্থা এহণ করা হয় তাহলে সত্ত দুর্ঘটনার পরিমাণ অনেক কয়ে যাবে বলে বিশেষজ্ঞাপ মনে করেন। কেনানা, ট্রাকিক আইন মধ্যমথভাবে প্রয়োগ করাল চালকদের মধ্যে জীকির সৃষ্টি হবে এবং চালকরা গাড়ি চালানোর সত্ত্র সার্বধানতা অক্তদাম করাব।
- ৩. সাইনেদ প্রদানে জাদিয়াতি প্রতিরোধ: সভ্তক দুর্ঘটনা,প্রস করার জন্য গাড়ির লাইদেশ ও চানবনে লাইলেশ প্রদানের জাদিয়াতি প্রতিরোধ করতে হবে। বর্তমানে দেখা যার লাইলেদ প্রদানে তালিয়ির আপ্রার এইণ করে কর্তৃপক্ষ অনভিজ ড্রাইভারদের যাতে হেড়ে দেন নিরীহ যারীদের ভাগা। গ্র গাড়িচাগকে ও গাড়ির দাইলেদ প্রদানে সুষ্ঠ নীতিমালা প্রণয়ন করে তা কার্কদর করতে হবে।
- ৪. কিউলেদ সাটিকিকেটবিহ্বীন গাড়ি প্রতিবোধ করা; এক সমীক্ষা দেখা গেছে যে, দেশের বিন্তু সভকে চলাচকারী গাড়ির মধ্যে অর্থেকর বেশি গাড়ির লাইকেল বিহীন। আবার লাইকেলিটের গাড়ির মধ্যে অধিকারেশবই রাজ্যা চলাচকের উপনোগী কিউচেদ কেই। যার কবল ঘটে কৃতিন আবার মেদর পাড়ির কিটনেদ সাটিকিকেট আছে তার মধ্যেও রাজ্যে অবেদ গাড়ি কেট চলাচকের উপনোগী নয়। একলোর কিটনেদ সাটিকিকেট সাহার করার বারেছে অবেদ গাড়ি কেট সাহারকের উপনোগী নয়। একলোর কিটনেদ সাটিকিকেট সাহার করার বিশ্বর জালিগালি মাধ্যমে। এদার বাঙ্গিকলাল দুর্নাপর যাতায়াত করার সময় নানাবিহ দুর্গটনার শিকার হয়। বৃত্ত সভ্চক দুর্ঘটনা অভিরোধের জল্য অবৈধা উপায়ে বিচনে সাটিকিকেট প্রদান করা বন্ধ করা ক্ষিকেটের নাটিকিকেট প্রদান করা বন্ধ করা
- অন্যান্য পদক্ষেপ : সভৃক দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য আরো যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার তারী
 - মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত অনুমোননবিহীন গতিরোধক ভেঙ্গে ফেলা।
 মহাসড়কের উভয় পাশের হাট-বাজার ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা।
 - নির্ধারিত গস্তব্যে পৌছানোর আগে রাস্তায় গাড়ি বিকল হলে জরিমানার ব্যবস্থা করা।

- অতিরিক্ত যাত্রী ও মালামাল বহন বন্ধ করা।
- দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য পৃথক আইন প্রণয়নসহ প্রথক আদালত স্থাপন করা।
- প্রতিটি সড়ক-মহাসড়কে যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক পরিবহনের চলাচলের জন্য পৃথক লেনের ব্যবস্থা করা। প্রতিমাসে মহাসড়কে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে যানবাহনের ক্রটি-বিচ্চাতি পরীক্ষা করা।
- প্রাতমাণে মহাগড়কে মোবাহল কোনের মাবায়ে বালবাহনের ক্রোচনবচ্চাত শরাক্ষা করা।
 প্রশস্ত রাস্তাঘটি তৈরি এবং পুরনো রাস্তাঘটি মেরামত করা। ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহ চিহ্নিত করে তা
 সক্ষাকের বাবস্থা নেয়া।
- পথচারীদের চলাচলের জন্য প্রতিটি সড়কের পাশ দিয়ে ফুটপাত নির্মাণ করা।
- ্রভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ট্রাফিক আইন সম্পর্কে জ্ঞান প্রদানের জন্য স্কুল, কলেজের পাঠ্যসূচিতে ট্রাফিক আইন সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা।
- সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় যানবাহন চালনা ও পথচারীদের যথানিয়মে সড়ক পারাপারে উদুক্ষকবর্ণের জন্য প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।
- সর্বোশরি সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি পরিবহন মালিক সমিতি, পরিবহন শ্রমিক উউনিয়ন, গাড়ি চালক সমিতি এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে ফ্রাস করা সমব। তাই এ ব্যাপারে সর্বেপ্টি সকলকে সচেউ ও সচেডন হতে হবে।

স্কৃত্ব দুর্ঘটনা রোধের জন্য বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ : সড়ক দুর্ঘটনার আর্থ-সামাজিক কয়-ঘটর পরিমাণ অপরিসীম। তাই সরকার সড়ক দুর্ঘটনা রোধের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ এহণ করেছে। ফেমন—

দ্বক্ত নিরাপত্তা ও সরকার : সভূক নিরাপত্তা নিভিত করাতে বিভিন্ন সময় সনকার দেশে সভ্কসগরিষ্টা ব্যৱকার সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে। সভ্ক পরিবহন সেইতর সার্কিক ভারুবাদা, ব্যৱস্থানা ও ক্রিকিন্তার করিবলা, বারস্থানা ও ক্রিকিন্তার ক্রিকেন্তার করিবলা, বারস্থানা ও ক্রিকেন্তার ভ্রমণ্টার প্রাথিক মানবাহনের রেজিট্রেনা, উপযুক্ততা সনদসহ রেজিবলা অধ্যানেশ বিশ্বর বিশ্বরাক্তির সারিত্ব পাদন করে আসছে। এর আগে দেশের সভ্কে পরিবহন বারস্কার ক্রমান ও য়েলুগারি ১৯৬১ সালে জারিকুত এক অধ্যানেশের মাধ্যমে পরিত হয় আপোলেশ সভ্কে পরিকার করেপারেশন (বিজারাচিন্তি)। পরিবহন অবকারারো ও ট্রাফিক বারস্কারণার পরিকল্পনা ও ক্রমান বিশ্বরাক্তির প্রাথিক সার্বাক্তির ক্রমান করিবলা সারকার করে পরিকার করে ক্রমান করিবলা সংক্রমান বার্মানার সারকার করে পরিকার করে সকারক ক্রমান ক্রমান ক্রমানার সারকার রেজিকারিক উন্নয়ন ও দীর্ঘামনারিক পরিবহন সকরে ক্রমানার বার্মানার বিশ্বরাক্তর জন্মানার এবং মুর্ঘানার বার্মানার ক্রমানার বার্মানার বার্মানার বার্মানার ক্রমানার ক্রমানার বার্মানার বার্মানার বার্মানার ক্রমানার বার্মানার ক্রমানার বার্মানার ক্রমানার বার্মানার বা

^{উচ্চ নিষাপস্তা} সর্বন্নীষ্ট আইন : দেশের প্রচলিত আইনে বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানোর কারণে এবং ^{১৯৯}বন উনাদীনতা ও অদক্ষতার জন্য দুর্ঘটনার সর্বোচ্চ শাস্তি ও বছরের কারাদত্ত। ১৯৮২ সালের ১৫ জুন

শালাপতা ও অদক্ষতার জন্য দুঘটনার সবোন্ধ শান্তি ও বছরের কারাদত্ত। ১৯৮২ সালের ১৫ জুন্ কন্তব ৯ নম্বর অধ্যাদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় চালকের শান্তির বিধান ছিল ১৪ বছর। একই সাথে জামিন অযোগ্য করা হয়েছিলো। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালের ২০ আগষ্ট ২২ নম্বর অধ্যাদেশে শান্তির মেয়াদ ১১ বছর থেকে কমিয়ে ৭ বছর করা হয় এবং জামিনযোগ্য করা হয়। কিন্তু ১৯৮৫ সালের ৮ আঠাত জারিকত আরেকটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে এ শান্তি বা কারাদণ্ড আরো চার বছর কমিয়ে ৩ বছর করা হয়।

অন্যান্য পদক্ষেপ

- সভক দুর্ঘটনার কারণ ও তার প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে গবেষণা করার লক্ষ্যে সরকার বাংলাক্রে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্ঘটনা প্রতিরোধ সংক্রান্ত একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেছে।
- ু সভক যোগাযোগ বাবস্তার উনুয়নের লক্ষ্যে দেশব্যাপী সড়ক, মহাসড়ক, ব্রিজ, কালভার্ট, ফ্লাইওড৯ ও বাইপাস সড়ক নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। সড়ক প্রশস্তকরণ এবং রোড ডিভাইডার নির্মাণের কাজও এগিয়ে চলছে।
- ্রসড়ক ও মহাসড়ক থেকে দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে চিহ্নিত হাটবাজার অপসারণের কাজ চলছে।
- ্র অতিরিক্ত মালামাল ও যাত্রী পরিবহন প্রতিরোধে সড়ক পথে ওয়েটিং ব্রিজ স্থাপন করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
- ্র যানবাহনের ফিটনেস যাচাইয়ের জন্য স্থাপিত কম্পিউটারাইজ ভেহিকেল ইন্সপেকশন সেন্টারত্ত কার্যকব কবা হয়েছে।
- ্র অদক্ষ ও লাইসেপবিহীন চালকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে
- ্রসডক নিরাপত্তা সেল গঠনসহ হাইওয়ে পুলিশ ইউনিটকে অধিকতর শক্তিশালী করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
- সকল জেলা ও উপজেলা হাসপাতালগুলোতে সভৃক দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসা দেয়ার ব্যবস্থ নিয়েছে সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ। দুর্ঘটনা কবলিত রোগীদের পরিচর্যা ও উন্নত সেবাদানের জন ইতোমধ্যেই ৬০০ শয্যা বিশিষ্ট অর্থোপেডিক হাসপাতালকে নিটোর (NITOR) হিসেবে জাতীয় ইনন্টিটিউটে উন্নীত করা হয়েছে। এর ফলে এ প্রতিষ্ঠান থেকে চিকিৎসক, প্যারামেডিক ও নার্মা দুর্ঘটনাজনিত রোগীদের সেবা প্রদানের জন্য বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন।
- সভক দর্ঘটনায় আঘাত প্রাপ্তদের দ্রুত চিকিৎসা সেবাদানের লক্ষ্যে ফেনী, দাউদকান্দি, ভালুবা সিরাজগঞ্জ, ফরিদপুর ও চট্টগ্রামে মহাসড়কের পাশে ৬টি ট্রমা সেন্টার স্থাপন করেছে সরকার ইতোমধ্যে ৫টি ট্রমা সেন্টার কাজ শুরু করেছে। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি মহাসভূকের পাশেই ট্রম সেন্টার স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রতিদিন সড়ক দুর্ঘটনায় অকালে ঝরে যায় ^{কঠ} প্রাণ। কত ঘরে জমে বুক চাপা কান্না। কত পরিবারের বেঁচে থাকার আলো যায় নিভে। স্বপু ^{ভের্গ} টুকরো টুকরো হয়, কিন্তু তবুও মানুষকে পথ চলতে হয়। মানুষের পথ চলা যতদিন থাকবে দু^{হ্}টি^{নাও} ততোদিন থাকবে। সভৃক দুর্ঘটনা প্রতিরোধের কার্যক্রম জোরদার না করলে এ নিঃশব্দ ঘাতকদের ^{রোষ} করা যাবে না। তাই বাড়াতে হবে জনসচেতনতা। সচেতন হতে হবে যানবাহন চালক, ^{হেলপতি} যানবাহন মালিক, যাত্রী, পথচারী, ট্রাফিক পুলিশ সবাইকে।

বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, তথ্য ও যোগাযোগ



তথ্যপ্রযুক্তি ও বাংলাদেশ

(৩১তম: ২৫তম বিসিঞ্জা

অমিকা : বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। শিল্প নিপারর পর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন পৃথিবীতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তথ্য ও জনাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নজিরবিহীন উনুতির ফলে গোটা বিশ্ব আজ গ্রোবাল ভিলেজে পরিণত হয়ছে। তথ্যপ্রযুক্তি দূরকে এনেছে চোখের সামনে, পরকে করেছে আপন, আর অসাধ্যকে সাধন ক্রবছে। তথাপ্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বের সকল প্রকার উনুয়ন কর্মকাণ্ডের মূল হাতিয়ার। যে জাতি ভথাপ্রয়ক্তিতে যত বেশি দক্ষ, তাদের সার্বিক অবস্থাও তত বেশি উনুত। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ আকাবিলায় প্রস্তুত হতে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিশ্ব পরিমধলে নিজ অবস্থান সুদৃঢ় ও উজ্জ্বল কাতে হলে তথ্যপ্রযুক্তির কোনো বিকল্প নেই। কারণ একবিংশ শতাব্দীর সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ দুইই আবর্তিত হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তিকে ঘিরে।

তথ্যপ্রমুক্তি কি : তথ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবস্থাপনা এবং বিতরণের জন্য ব্যবহৃত প্রক্রিয়া ও গছতির সমন্ত্রকে তথ্যপ্রযুক্তি বলা হয়। কম্পিউটিং, মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন ইআদি বিষয় তথ্যপ্রযক্তির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

ত্থাপ্রযুক্তির করেকটি বিশেষ দিক : ডেটাবেস উনুয়ন প্রযুক্তি, সফটওয়্যার উনুয়ন প্রযুক্তি, নিট্নয়োর্ক, মূদুন ও রিপ্রোগ্রাফিক প্রযুক্তি, তথ্যভাষার প্রযুক্তি, বিনোদন প্রযুক্তি, শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা জ্যাদি সবই তথাপ্রয়ক্তির এক-একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

তথ্যপ্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য: তথ্যপ্রযুক্তির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ্য করা যায়:

তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ফুলে সময় বাড়ার সাথে সাথে কাজের খরচ কমতে থাকে

তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্র ও কাজের পরিমাণ ক্রমানুয়ে বাড়তে থাকে।

ত্মত প্রযুক্তি লেনদেন ও তথ্য যোগাযোগে দ্রুত পরিবর্তন সাধন করে।

^{তথা}প্রযুক্তি চিকিৎসা, শিক্ষণ ও সংশ্রিষ্ট কর্মকান্ডের গতিকে তুরান্বিত ও সহজ করে।

^{তথ্যপ্রমৃ}ক্তি উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রে অপচয়,হাস করে।

^{হত্তপ্রযুক্তি} ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভজনক প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে।

তথ্যপ্রযুক্তি ও বর্তমান বাংলাদেশ/তথ্যপ্রযুক্তিতে আমাদের বর্তমান অবস্থা: গত দুই দশকে বিশ্বন্ত গতিছে অভাবনীয় সব পরিবর্তন। তথ্যপ্রকৃতির মাধ্যমে মানুব সময় ও দুরুত্বক জয় করেছে। বিশ্বন্ত এদেহে ছাতের সূর্যায় বাংলাদেশত তথ্যপ্রকৃত্বির আদিনেহ করিব বারে বারে করেছে উঠছে। গত ৯ন করের এ দেশে তথ্যপ্রকৃত্বির উল্লেখযোগ্য বিকাশ খর্টাছে। তথ্যপ্রসৃত্তি হে বাংলাদেশের জনাও সমানেহাত্ব প্রকৃত্বির উল্লেখযোগ্য বিকাশ পরিক। তথ্যপ্রতুত্তি হে বাংলাদেশের জনাও সমানেহাত্ব প্রকৃত্বির করছে। তরুণ প্রকৃত্বি, রাম্বর্কা আজ সরাই উপলব্ধি করছে। তরুণ প্রকৃত্বি, বিশেষ করে কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কুলি করাছে। তরুণ প্রকৃত্বির বাংলাদেশ আছে, ইপিনি, বিসিমি, বিশিল্প নন্দনের্বিতি বাংলাদেশীদের সংগঠন তথ্যকার বাংলাদেশ বাংল প্রকৃত্বির বাংলাদেশ বাংলা সংগঠন স্বর্কার বাংলাদেশ শত দশ বছরে প্রতিয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ; তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার যে জীবনযাত্রার মান বদলে দিতে পারে তা বিদ্ধা করতে একা আর কেট জুল করছে না । তাই তথ্যপ্রকৃতির বাবহার বাংলালেশে একা অনেক বেত্তের জুল থেকে তক করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কশিন্তটার বিশ্বক হারেছে বুলি প্রতিনিয় কশিন্তটারের ব্যবহার বাছছে। নেশে একন কশিন্তটার হার্তপ্রয়ার, সফটতয়ার, ইন্টারনেট ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখা। ৭ থেকে ৮ হাজারের মতো। সারা নেশে কশিন্তটার হার্তপ্রয়ারের শো-বাদ রারেছে সম্প্রাধিক। চাকাতেই গড়ে উঠেছে ৫ শতানিক হার্তপ্রায় প্রতিষ্ঠান সফটতব্যার প্রতিষ্ঠানের সংখাও শতাধিক। তথাতা রুবখানে কশিশুটার যেলা, প্রোগ্রাহি প্রতিযোগিতা, ওরের ভিজাইন প্রতিযোগিতা এবং কশিশুটার ও তথ্যপ্রযুক্তিবিয়রক দেশিনার, গিশোলিয়ায ওঞ্জাবদী অরব্যর হকে। চাকাসহ নারা নেশের শহরকলোতে ইন্টারনেট ব্যবহারে জনা স্থানহার কালেণ একেন পর এক স্কৃত্যিক হতে।

তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারে সরকারের পদক্ষেপ: কোনো দেশকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিশ্ব পরিমতদ নিজের অবস্থান সূদৃত্ব ও উজ্জ্বল করতে হলে তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশের কোনো বিকল্প নেই। নতমন সকলোরের (শেখ প্রাসিনা সরকার) অন্যতম নির্বিচনী অসীকার ছিল তথ্যপ্রযুক্তির সন্ধাব্য সংক্রি কিবাশের মাধ্যমে মানকাশ্পন উন্নয়ন। এ পক্ষের গর্তমান সরকারের শাসনামলে তথ্যপ্রযুক্তির বিভাগে সন্ধায়ক ছিল্প পদক্ষেপ প্রহণ করা হেয়েছে। যেনা—

- তথ্যপ্রমূতির ব্যবহার বাড়ানোর জন্য সর্বার্ত্তা প্রয়োজন আধুনিক যোগাযোগ প্রমূতির ব্যবহার বাড়ানো। আর তাই দেশের অভ্যন্তবীগ ক্ষেত্রে যোগাযোগা প্রযুক্তির উল্লাল করা হতে। প্রাহ্ন সর্বা দেশ ভিত্তিটাল টেলিয়োলের আভতার চাক আনহে। ইতোমধোই দেশের প্রতিতি জেলার ইণাবার্ত্তি পৌছে গোছ। লিপিনির উপভ্রমণা পর্যায়ে পৌছে যাবে।
- তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত প্রসারের লক্ষ্যে সরকার 'জাতীয় তথা ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা অনুমলি করেছে। এই নীতিমালার সুষ্ঠ বারুবায়নের প্রয়ানে সরকার চাকার প্রাথকের কারবায়ান বাজার প হাজার বর্গফুট আয়তনের ফ্লোরে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সক্ষিত একটি 'আইনিটি ইনকিউটেনিটি প্রশান করেছে।
- বিদেশে বাংলাদেশের সফটওয়্যার ও তথ্যপ্রয়ুক্তি পণ্য বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে আইসিটি বিভাল
 প্রমোশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- তথ্যপ্রাক্তি প্রসারের লক্ষ্যে ঢাকার অদুরে কালিয়াকৈরে ২৬৫ একর জমিতে হাইটেক পার্ক হাপন ই
 হঙ্গে। সাপ্রতি রেশগুরের ফাইবার অপটিক লাইন সবার ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

প্ৰপোৰ সৰল অধ্যলে তথা ও যোগাযোগ প্ৰসূতিৰ প্ৰসাৱ এবং এ বিষয়ে দক্ষ জনপতি গড়ে তোলার মুক্ষো মাধ্যমিক ছুল পর্যায়ে কশিউটার শিক্ষা কোর্স প্রবর্তন এবং কশিউটার প্রদান কর্মসূচি মুক্তবাদন করা হেলে। কশিউটার সায়েলে সাতক ও সাতকোত্তর পরীক্ষার উত্তীর্ণ ছাত্রছারীদের জন্য ছাত্রু করা হয়েছে আইপিটি ইউনিশান কর্মসূচি। অছাড়াও তথ্যপ্রসূতি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার জ্ঞানের সন্তোগ বেশ ক্যেকটি উন্নালন্দক কর্মসূচি বান্তবায়ন করা হলে।

বার্থনাক্তিক উন্নয়নে তথাপ্রযুক্তির ছুমিকা : তথাপ্রযুক্তিতে উন্নয়নের যে জোয়াব বইছে উন্নত
লোভচাতে, দক্তিল এপীয় দেশতগোর মধ্যে তারতে তার প্রতান অনেক আলে শতুলেও আমারা তা
বাজে বলেক পেত্রনে পঢ়ে আছি। তথাপ্রযুক্তিক কুম্বান হিনেলে বাবার্বার করে এক মোরা ও সাধ্যার দ্বানিয়ে নিস্পৃত্র, মাগনোশিয়া, তাইজ্ঞান, ভারত, প্রইখ্যাত প্রভূতি দেশ অনেক প্রণিয়ে গেছে।
ক্রচ্চ আমানের নির্বৃক্তিকার করমে আছা আমারা তথার সুগার হাইগুরোর সাথে মুক্ত হতে পারছি না।
বার্বার নরকারে অনীয়র করমে আইবার কাণাতিক স্বাবহারের সুম্বোগ থেকে বৃক্তিক হতাছি আমারা
উত্ত আমানের অনুন টাকা পার করে বাবহারে করতে হছে ছি সামের পার্বান । তবে নানা প্রতিকৃত্যা
নাত্রত তথাপ্রযুক্তি বাত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্নভাবে অবদান রাখছে। নেশে
ভালচ্চার সমন্ত ভারার হৈরি বেশ বেড়েছে। প্রতি বাহর প্রায় ২০০ কোটি টাকার সমন্টভারার বিদেশে
ক্রিমিক্ত হাত্র ক্রিক বিশ্ব প্রকৃত্য হাত্র বিশ্ব বারা ২০০ কোটি টাকার সমন্টভারার বিদেশে
ক্রিমিক্ত হাত্র হিনি বেশ বেড়েছে। প্রতি বাহর প্রায় ২০০ কোটি টাকার সমন্টভারার বিদেশে
ক্রিমিক্ত হাত্র ক্রিমিক ক্রমিক ক্রমিক ক্রমিক বিশ্ব বারা ২০০ কোটি টাকার সমন্টভারার বিদেশে
ক্রমিক্ত হাত্র ক্রমিক বারা বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বারা ২০০ কোটি টাকার সমন্টভারার বিদেশে
ক্রমিক ক্রম্বান বিশ্ব বিশ্ব বার্য বার্য ক্রমিক ক্রমিক

আক্রামর সফটওয়ার শিল্প: বাংলাদেশে বর্তমানে সফটওয়ার শিল্প সবচেয়ে সঞ্জনামর শিল্প
জিলেব দেখা দিয়েছে। হার্ভআয়ের নির্মাণের সদে এবানো বাংলাদেশ তেমনভাবে জড়িত হার্মি। এ
নাম সফটওয়ার, বাংলাদেশ টিনাটি কাটাগৈরিতে হক্ষে। এগুলো বংলা—কাইমাইজত
সফটওয়ার, আচিটিভিয়া সফটওয়ার ও ওয়ের সফটওয়ার। এর মধ্যে দেশে শিক্ষা ও বিশোলন র্নশিক্তারার আচিটিভিয়ার বাজার আতি দ্রুল্ভ প্রসারিত হক্ষে। দেশের ১৬ শতাংশ সফটওয়ার মার্চ প্রচানর প্রক্রেজণ করা সফটওয়ার বিদাশে বর্জনি করছে। বাংলাদেশ থেকে সফটওয়ার বর্জনি কাত অইনিয়ার, কোজিয়ার, ভূটাল, কানাত্র, সাইপ্রাশ, দুবাই, জার্মনি, ভালত, মালমেশিয়া, কোজিয়া, ইন্সাজ ব্যামিন যুক্তমার্ট্র। এর মধ্যে মার্কিশ যুক্তমার্ট্র সবচেমে বেশি সফটওয়ার বর্জনি হক্ষে।

নাবছেল সৃষ্টিতে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প: বাংলাদেশে বর্তমানে কশিকটার হার্তভাষার, সক্তব্যার, বিজ্ঞানিক বিশ্বতি বাংলার ব্যক্তিটার হার্তভাষার, বিজ্ঞান কলিকটার বাংলার ব্যক্তিটার গাড়ে উঠেছে। এ ককল বর্তমান বিশ্বল সভাব কোবা বৃথক বুকী কর্তমান্ত্রনা কলে। বর্তমানে দেশে তথ্যপ্রযুক্তি জানালশান্ত্র কোবা বৃথক বুকী করেছে। তথ্যস্তান্ত্রিক জানালশান্ত্র কোনো বৃথক-মুকটা বিশ্বকার কর্মসংস্থানের নতুন দ্বার উল্লোচন করেছে। তথ্যস্তান্ত্রিক জানালশান্ত্র কোনো বৃথক-মুকটা বিশ্বকার ধানতত্ব লা। নেশা-বিদ্যোপ্ত ভালা সংক্রাই ভালো উলার্জন করতে লাবছে।

শুৰুপতিৰ উন্নয়নের জন্য করণীয় ; বর্তমান একবিংশ শতাধীর প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে বাংলাদেশকে

ক্ষুক্ততে হলে তথাপ্রতৃতিক উন্নয়নের বিকল্প নেই। আমানের নেদের শিক্ষিত তঞাল সম্প্রদার

ক্ষুক্তি বিবয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় তাদের যোগতো বারবারই প্রমাণ করছে। তাই

ক্ষুক্তিনের মেনা, সুজনগালাত ভিন্নমানী শক্তিকে একবিংশ শতাধীর চানোজ্ঞ মোকবিশার জন্য

ক্ষুক্ত ক্ষান্তে হবে। এজন্য নিয়নিগতি পদক্ষেপসমূহ এহণ ও বান্ধবানে করা দরকার:

জাতীয় তথ্য অবন্ধাঠামো গঠন : জাতীয় তথ্য অবন্ধাঠামো গড়ে তোলা ব্যতীত বিশ্ববাপী তথ্যতানুত্ত বিপ্লবের অংশীনার হওয়া সম্ভব নয়, যে বকম সংযোগ সভূক ছাড়া মহাসভূকে পৌছানো সম্ভব নয়। তথ অবন্ধাঠামো বাতীত গ্রামীণ বাংলাগেশে তথ্য বৈষম্যার শিকার হবে, যা বাজার অর্ধনীতি, শিকাও বাচু থাতে সুবিধালাভের সম্ভাবনাকে সংস্কৃতিত করে ফেলবে। ফলে বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক নতুন অর্ধনীতির অংশীনার হওয়ার সুযোগা থেকে বঞ্চিক হবে।

টোলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন : টোলিযোগাযোগ ব্যবস্থা তথা অবকটোমোর মেরন্সও। শক্তিশান্ত । দুর্বিকলান্ত বৃদ্ধিক উন্নয়ন একেবারেই অসম্পর। অথচ এ দেন্ত্র, সংঘাগারিট জনাংকর টোলিযোগাযোগ ব্যবস্থার একেবেনে কোনো সুযোগ নেই। তাই দেশের তথ্যসূচি পিছের উন্নয়নে নিয়োজ কর্মনিউলেনা এইদ করা যেতে পারে :

- টেলিনেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে বার্ষিক লক্ষ্য নির্ধারণ ও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
- ত্রিলি নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে (TRC) সর্বজনীন সেবার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের দায়িত দেয়া
- _ টেলিঘনত ও টেলিনাগালের হার বন্ধি করা।
- 🗕 টেলিযোগাযোগ খরচ সাধারণ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে আনা।
- দ্রুতগতির তথ্য সংযোগ (High speed data network) প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন করা।
- জর্মারিভিত্তিতে ডাকঘর, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গণমস্থাগার, রেলক্টেশন, স্থানীয় কমিউনিউ
 সেন্টার স্বাট-বাজার এনজিও শাখায় ইন্টারনেট স্থাপন করা।
- সর্বজনীন টেলিসেরা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে টিএভটিকে (T&T) সম্পূর্ণভাবে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়।
- অপটিক্যাল ফাইবার ব্যাকবোনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

মানবসম্পদ উন্নয়ন : দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন ছাড়া কোনো অবস্থাতেই দারিদ্রা দূরীকরণ এব তথ্যপ্রসূতির বিকাশ সাধন সম্ভব নয়। তাই মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো এহণ করা যোজে পারে :

- বাজারের চাহিদার প্রেক্ষিতে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার কারিকুলাম দ্রুত নবায়নের ব্যবস্থা করা।
- ্র সরকারি-বেসরকারি সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার সুযোগ নিন্চিত করা।
- ডিগ্রি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক কম্পিউটার শিক্ষা চালু করা।
- ্র বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
- ্র ইংরেজি শিক্ষাকে প্রযুক্তি শিক্ষা হিসেবে গুরুত দেয়া।
- নান্তবভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানতলোর মধ্যে সম্পর্কেন্দ্রনের ব্যবস্থা করা।

তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক শিল্প, বাবসা-বাণিজ্য ও অধ্পীতি চালু করা : বিশ্ববাণী তথ্যপ্রকৃতির বাণি প্রপারের যুগে জীবনদারার সকল ক্ষেত্রে তথ্যপ্রকৃতিন বাবেয়রের প্রতি আমরা কত দ্রুত সার্জ গি তার ওপর নির্ভৱ করছে আগামী দিনের বাংলাদেশের ভাগ্য। তাই আমাদের উচিত ভা দুত তথ্যপ্রকৃতিভিত্তিক শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, বাংবিধ ও অধ্পীতি চালু করা, আর এজন্য আর্শ্য করবীয় হার • ন্তবকারি-বেসরকারি উদ্যোগে দেশের প্রধান প্রধান শহরগুলোতে সফটওয়্যার টেকনোগজি পার্ক স্থাপন করা।

দেশে নিয়মিত সফটওয়্যার ডিজাইন ও প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

সফটওয়্যার কোয়াগিটি ইনস্টিটিউট ও সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা।

সকল অফিস-আদালতে বাধ্যতামূলক ই-মেইল ব্যবহার নিশ্চিত করা।
সকল অফিস-আদালতে বাধ্যতামূলক ই-মেইল ব্যবহার নিশ্চিত করা।

ক্রাল্যাদেশ ভিত্তিক ই-কমার্স কনটেন্ট তৈরিকে উৎসাহিত করা।

জনগণের জন্য টেলিমেডিসিন সেবা চালু করা।

রালো ভাষায় ইন্টারনেটভিত্তিক তথ্য সেবা চালু করা।

ভ্ৰমান্ত্ৰভিত্তিক ব্যাৰ্থকং ব্যবস্থা চাপুকরণ : সূদক্ষ ব্যাৰ্থকং ব্যবস্থা দেশের অৰ্থনীতির প্রাণশিক্ত। আর এই ব্যাৰ্থকং থাতকে দক্ষ, যুগোপযোগী ও আধুনিক করার জন্য তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক ব্যাৰ্থকং ব্যবস্থা নাজকলের কোনো বিকল্প নেই। আর এজন্য করণীয় হলো :

্র্যাপক কৌশলগত পরিকল্পনাভিত্তিক Banking Automation নিশ্চিত করা।

্রাষ্ট্রাম্বন্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে সম্পূর্ণ তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক করার লক্ষ্যে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

- কেন্দ্রীয় ব্যাংকে Automated Clearing House অবিলয়ে চালু করা।

বাংকসমতের সকল উপজেলাভিত্তিক শাখাগুলো নেটওয়ার্কের আওতায় আনা।

তথ্যপ্রত্তিভিত্তিক দক্ষ সরকারবাবস্থা গঠন ; তথ্যপ্রত্তুতির উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন সাধন ন্যার জন্য প্রয়োজন তথ্যপ্রয়ুক্তিভিত্তিক দক্ষ সরকারবাবস্থা গড়ে তোলা। আর এ জন্য করণীয় হলো : - স্মকারি তথ্যে অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইন্টারনেটভিত্তিক তথ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

শমন্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানে ই-মেইল ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা।

আঞ্চলিক Video Conferencing System গড়ে তোলা।

শব্দকারি বিভিন্ন সেবা তথা আমাদানি-রপ্তানি লাইসেন্স, ট্রেডমার্ক, নাগরিকত্ব নিবন্ধন, স্বত্মাধিকার ও জমি নিবন্ধন সেবা ইন্টারনেটের আওতায় জানা।

^{সরকারি} সুবিধা বিশেষ করে বেতন, অবসর ভাতা ইত্যাদি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রদানের ব্যবস্থা করা।

শিক্তি সাংলা–৪৫

वह्ना (



তথ্যবিপ্লবে ইন্টারনেট

তম বিসিএসী

ভূমিকা : মানবসভাতার বিশ্বয়কর বিকাশে বিজ্ঞান যে অনন্য ভূমিকা পালন করছে তার তরুত্বপূর্ণ নির্দর্শন ইউারনেট। বিশ্বজুড়ে যোগাযোগ বাবস্থার যুগাওকারী একটি ব্যবস্থার মাম ইউারনেট। ইউারনেট জেশিভটার বাহিত এমন একটি যোগাযোগ বাবস্থা যার মাধ্যমে বিশ্বর দেশগুলো আছ ইউারনেট ক্রশিভটার বাহিত এমন একটি যোগাযোগ বাবস্থা যার মাধ্যমে বিশ্বর দেশগুলো আছ বিশ্বমান বাব্যার তাল্বপূর্বপূর্ণ ভূমিকা রাবাছে এই ইউারনেট। মানবার্তীবন্ধে বিটিয় কর্মকারে ইউারনেটের বাব্যবহার জীবনকে করে ভূমাছে সূথ-যাজন্মপূর্ণ, সমৃদ্ধ হঙ্গে আমার মানুবের ধানধারণা। কশিভটার ছিল বিজ্ঞানের বিশ্বয়। একন কশিভটার প্রযুক্তির সাম্পর্ক ইউারনেট অর্থাজি সূত্র করে বাব্যাক বিশ্বরা একন কশিভটার প্রযুক্তির সাম্পর্ক বার্মাক বিশ্বরা একন কশিভটার প্রযুক্তির সাম্পর্ক বার্মাক বিশ্বরা একন কশিভটার বার্মাক বিশ্বরা একন কশিভটার বার্মাক বার্মাক বিশ্বরা বার্মাক বার্মাক

ভথাবিপ্তৰ ও তথাপ্ৰযুক্তি : তথ্যপ্ৰযুক্তির চনম উৎকর্ষভার এ মুশে পুর জোর নিয়েই বলা নাঃ,
'Information is power.' আন আরবেণর পাশাপালি তথাশ্যমূদ্ধ হওয়া শক্তি অর্জনের ক্ষেত্র একটি জপরিবার্থ বিষয় হয়ে দাছিল্লেয়ে। শিল্প নিয়নের পর তথা ও যোগাযোগ প্রকৃতির উন্নান পৃথিবীর
করচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভথাপ্রসুক্তি দূরকে এনেহে চোমের সামনে, পরকে করেছে আপন, এব
অপাধ্যকে সামন করছে। তথাপ্রযুক্তি কর্তমান বিশ্বে কর্মহাধার উন্নান কর্মকান্তের মূল হাতিয়ার। বর্তমন্দ
বিশ্বে পরিবার্তিত ব্যবসায়-বাণিজা, রাজনীতি, শিক্ষামীকা, উন্নান, যোগাযোগ্য, সমরক্ষেত্র, গোদ্ধালা প্রার্থী
সর্বাক্ষয়ে তথা ও প্রযুক্তির অধার বিচরণ। যে কৌলা তথাকে এ তর্মবাপূর্ণ আসনে অধিটিত করেছে হবঁ
হলা তথাপ্রযুক্তি। তথাপ্রসুক্তির নাগণক ব্যবহার ও চিন্ত বিশ্বন শুরু হতে লানা দু-বেনটি উন্নান স্থান
আরিজ্ঞাত্যের বিষয়া নায়, ভুতীয় বিশ্বের উন্নানশীল দেশভালোতেও এর ব্যাপক প্রশার ঘটেছে।

ইউারনেট কি : ইন্টারনেট কথাটি ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক এর সংক্ষিত্র রূপ। আন্তর্জানিক ব্যৱস্থানিক বিশ্ব করিব নির্বাচন করিব নির্

বাদ্যাটাৰ উৎপত্তি : ইণারনেট বিষয়টি অত্যাধুনিক হলেও এর ধারণা কিছুকল আগেব। ১৯৯৯ আনেবিকার প্রতিরক্ষা কর্তৃপক্ষ হাইছে।ছেলন বোমার ভার পেন্টাগনে কশিন্টাটার থেকে কর্তিবাদ্যালা কর্তৃপক্ষ হাইছে।ছেলন বোমার ভার পেন্টাগনে কশিন্টাটার থেকে করিবাদ্যালারে পার্বাদ্যালার করিবাদ্যালারে কলিপ্টাটার থেকে কলিপ্টাটার তারেক বিষয়া গালুর হোরা বন্ধ কর বর বা প্রান্তিবাদ্যালার পার্বাদ্যালার করিবাদ্যালারে পার্বাদ্যালার করিবাদ্যালার বাদ্যালার করিবাদ্যালার আলান করানালার বিষয়ালার করিবাদ্যালার আলান করানালার বিষয়ালার করিবাদ্যালার আলান করানালার করেবাদ্যালার করিবাদ্যালার আলান করানালার বিষয়ালার করিবাদ্যালার আলান করানালার বিষয়ালার করিবাদ্যালার আলান করানালার বিষয়ালার করিবাদ্যালার আলান করানালার বিষয়ালার করিবাদ্যালার বাদ্যালার করিবাদ্যালার বাদ্যালার করিবাদ্যালার করানালার করেবাদ্যালার করিবাদ্যালার বাদ্যালার করিবাদ্যালার বাদ্যালার করানালার করেবাদ্যালার করানালার করেবাদ্যালার করানালার করানালার করেবাদ্যালার করিবাদ্যালার বাদ্যালার বাদ্যালার করেবাদ্যালার বাদ্যালার করেবাদ্যালার করেবাদ্যালার বাদ্যালার বাদ্যালার করানালার করেবাদ্যালার করেবাদ্যালার বাদ্যালার ব

হারমেটার সম্প্রসারণ : আমেরিকার প্রতিরক্ষা কার্তৃপক চারটি কশিউটারের মাধ্যমে যে যোগাযোগ করের তিরির প্রতেছিল তার নামা ছিল 'ভাগিনেট'। পারবর্তী তিন বছরের কশিউটারের সংখ্যা বেড়ে ছিলে নাঁছার মাধ্যে বাছার করেনে সিক্তিটারের সংখ্যা বেড়ে ছিলে নাঁছার মাধ্যে বাছার করেনে সক্রিক্তর নাশ্যানাল সাইল-ফাউডেন্সান করেনের করেন করেনের নামানাল সাইল-ফাউডেন্সান করেনের করেনে করেনে করিন করের মধ্যে এ করের সম্বোধার করেন করেনে এটি তথান গাবেলা বাছার তার বিনিমরে সীমাকত্ত ছিল। এর সাক্ষে অকরে ছেট বড় নোটারার্কি স্থাবের সাক্ষামার সৃষ্টি করেন । সমা বারস্থাতি নিরায়ুক্তের জন্য উত্তর্জার করেনের ইউারনেটের তার । সমা বারস্থাতি নিরায়ুক্তের জন্য উত্তর্জার বিরোধার ইবিনেরে ইউারনেটের তার্কার বিরোধার বাছার । ১৯৯৩ সালে বার্বিভিন্ন করে বরুরের করেন্ত্র ইউারনেটের উল্লেক করেনের নাম্য হা। অর্জনিনের মধ্যে ইউারনেটের সাবে যুক্ত ও পাশ ক্ষার্থ সম্পান । এর বারব্যরুক্তিরীর সংখ্যা মুক্ত আমার্থিয়ে ছড়িয়ে যাছে।

ইউরনেটের প্রকারভেদ : ইন্টারনেট প্রক্রিয়ায় ব্যবহাত কতকগুলো পদ্ধতি রয়েছে সেগুলো নিমে দর্ম হলো :

ই-মেইল : ই-মেইলের মাধ্যমে যে কোনো সংবাদ পাঠানো যায়। এ প্রক্রিয়ায় খুব দ্রুত অর্থাৎ ন্যাস্ক-এর দশভাগের একভাগেরও কম সময় এবং কম খরচে তথ্যাদি পাঠানো যায়।

্ ^{তরেব} : ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংযুক্ত কম্পিউটারগুলোতে যে তথ্য রাখা হয়েছে সেগুলো ব্যবহার ^{করার} ব্যবস্থা বা পদ্ধতিকে ওয়েব বলে।

্বিক্তি ক্ষা ক্রিক্তার মাধ্যমে তথ্যভাররে সংরক্ষিত সংবাদ যে কোনো সময় এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উনুক্ত করা যায়। হিচ্চাট : এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একাধিক ব্যক্তির সাথে একই সময়ে কথা বলা যায় বা আডচা দেয়া যায়।

^{জার্কি}: আর্কির কাজ হলো তথ্যসমূহকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সূচি আকারে উপস্থাপন করা।

^{হ ইউজনেট} : অনেকগুলো সার্ভারের নিজস্ব সংবাদ নিয়ে গঠিত তথ্যভাষার, যা সর্বসাধারণের জন্য উনুক্ত। বিষয়ের : তথ্য উুক্তে সেয়ার একটি পদ্ধতি,যার সাহায্যে গুরুত্ত্বানুযায়ী তথ্যের সমন্তর সাধিত হয়।

ইন্টাশ : ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক ব্যার্থকং ব্যবস্থাকে ই-ক্যাশ পদ্ধতি বলে। আসলে

নাশ অনেকগুলো আধুনিক অর্থনৈতিক লেনদেনের সমষ্টি।

বাংলাদেশের ইউারনেট : বাংলাদেশে ইউারনেট চালু হয় ১৯৯৩ সালের ডিসেরর মানে। তথন তুর বারবার জিল সীমিত এবং কেবল ই-মেইলে ভার প্রয়োগ জিল। ১৯৯৬ সালের ১৫ জুন থেকে অন্দর্শির কার্যার জিল সীমিত এবং কেবল ই-মেইলে ভার প্রয়োগ জিল। ১৯৯৬ সালের ১৫ জুন থেকে অন্দর্শির সারবাদেশ তথ্যমন্ত্রিকার বিশাল জগতে প্রথেক বার ১০০০ সালের কার্যার কর্মানেশ ভারতি কার্যার কার্যার কর্মানেশ ভারতি কার্যার কার্

সাবদেরিন কেবলে বাংলাদেশ ; বাংলাদেশ ফুলত মাইক্রেগবেতে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বহিবিংবর সাতু মুক্ত, যা অভান্ত ব্যববহণ । ২২ নতেরর ২০০০ বাংলাদেশ এই প্রধানারের মতো আর্জাভিক সোন্দ সাবদেরিক মাইবার অলাফিক কারবেসর মাখে সংগ্রুক হয় । একিন বাংলাদেশ প্রথাপ্রকারে ২২০টি চানেকে মাধ্য ব্যবেক ২২০টি চানেকের মাধ্য মুক্ত হয় । একাশি করা মাছে, বুব পীয়েই এ প্রকল্প সমান্ত হবে । এক আমানের আসের মতো VSAT দিয়ে ইন্টার্কেটো ব্যবহার করতে হবে না। এ সাবমেরিন কন্যকের দ হব্যায় ফুল্ডাভিক ইন্টারনেট কেবা নিশিক্ত করা যাবে। পশাপাপনি আমানক টেলিয়োনামেশ বাবহুছাত ব্যবহার ফুল্ডাভিক ইন্টারনেট কেবা নিশিক্ত করা যাবে। বাপাপনি আমানক টেলিয়োনামেশ বাবহুছাত

তথাবিপ্রবে ইণ্টারনেট : তথাবিপ্রবে ইন্টারনেট ফুগান্তকারী বিশ্বর এনেছে। ইণ্টারনেট চোথের পদাং বিদ্বের যে কোনো জারগায় তথা পাঠাতে বা তথা এনে দিতে সক্ষম। চাপার, পড়া, শিলা, গনেগার কেরের বই অভান্ত জকারি, যা সনসমর হাতের কাছে পাওয়া যাম দা। এখন ফরে বন্ধেই বিশ্বর বিদ্বের যাম সমস্বার হাতের কাছে পাওয়া যাম দা। এখন ফরে বন্ধেই বিশ্বর বিদ্বার বিশ্বর বিশ্বর

গুল্লেম্বার্কিল উন্নয়নে করণীয় ; কোনো দেশকে জানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিশ্ব পরিমঞ্জল নিজ অবস্থান সূত্র ও উজ্জ্বল করতে হলে তথাপ্রযুক্তির বিকাশের কোনো বিকল্প নেই। বর্তমানে তথাপ্রযুক্তিতে কিঞ্জে পারা, নেপান্তান সাথে উত্তিত দেশকালোর এক ধরনো কেনো আলোচিত হয়ে। ইংরেজিল কোন হয়েছ Digital Divide, বাংলার ডিজিটাল বৈদ্যান। তাই একবিংশ শতাখীর এ প্রযোক্তিসমূলক বিশ্বে টিকে খনতে হাবে যোগাতা দিয়ে এবং তথাপ্রযুক্তিন নবতর কৌশল আয়রে আ। এজান নির্মানিতিক কর্মান্তি গ্রহণ ও বারবায়ন করা প্রয়োজন।

- নিশ্বায়নের এ যুগে টিকে থাকতে হলে আমাদের দেশের তরুণ সমাজকে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক
 শিক্ষাম শিক্ষিত করতে হবে।
- আহেতু বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ লোক এামে বাস করে, সেহেতু বিশাল সংখ্যক

 থামবাসীকে শিক্ষিত, সচেতন ও তথ্যপুত্তির জ্ঞানে দক্ষ করে তোলার ব্যবস্থা এহণ করতে হবে

 বং ইউরানেটের প্রসার ঘটাতে হবে।
- বিশ্ববাদী চলমান তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লবের অংশীদার হওয়ার জন্য জাতীয় তথ্য অবকাঠামো গড়ে
 ফলার কোনো বিকল্প নেই।
- ^{তথ্য}অবকাঠামোর মেরুদণ্ড টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে।
- ^{তথ্যপ্রমূ}ক্তির বিকাশ সাধনের জন্য বাংলার বিশাল জনসংখ্যাকে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করতে হবে। ^{তথ্যপুত্র}ক্তিজিক্ত শিল্প ব্যবসায়-বাণিজ্ঞা, ব্যার্থকং ও অর্থনীতি চালু করতে হবে।
- ত্রভারতিভিত্তিক দক্ষ সরকার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
- তথ্য ও বোগাযোগ প্রযুক্তিই বর্তমান বিশ্বের সকল একার উন্নয়ন কর্মকায়ের মূল যতিয়ার। কিন্ত থেকে যানা যত এলি অফার্যামী, ভানা তত পেশি উট্টাত। বিজ্ঞানের বিশ্বল অফার্টির উন্নয়ন একন পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে প্রয়ন্তের সকলাকার সিংকা স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু ইনি বিশ্বের প্রেমার মতো আমানাও শিহিয়ে আছি। তাই আমানের উচ্চিত ইন্টারন্সেইর আগক ও
 - ^{বিকু} প্রসার ঘটিয়ে দেশকে আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার উপযোগী করে গড়ে তোলা।



বার্ন্নো 😢 সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

ভূমিকা : সংবাদপত্র আধুনিক জীবনের অনিবার্য সঙ্গী। অজানাকে জানানো বা অজানা বিশ্বকে ১৮৯১ মুঠোয় এনে দেয় সংবাদপত্র। সংবাদপত্র বর্তমান সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গু, দেশ-বিদেশের সহ ব্যতীত আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয় না। নানা দেশের বিচিত্র সংবাদ, নানারকম রাজনৈত্র অর্থনৈতিক, সামাজিক আলোড়ন এবং উন্নয়ন প্রভৃতির সংবাদ যেমন আমরা সংবাদপত্তের মাধ্যমে 🕬 তেমনি পাই নিজের দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি বিষয়ক গুরুত্পূর্ণ বিষয়ের খবর। তাই সংবাদন আমাদের বর্তমান জীবনের এক অপরিহার্য সঙ্গী; এক পরমাত্মীয়।

ঐতিহাসিক পটভূমি : সংবাদপত্র ঠিক কবে কোন দেশে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তা সুস্পইভাবে ≥ মুশকিল। তবে এ কথা সত্য যে, এ সংবাদপত্র একদিনে উদ্ভব হয়নি। সর্বপ্রথম জেনিসে সংবাদনা প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়। একাদশ শতাব্দীতে চীন দেশে এক প্রকার সংবাদপত্র মদিও 🖘 ইংল্যাভের রানী প্রথম এলিজাবেশের রাজত্বকালে সর্বপ্রথম মূদিত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় এ আ সূর্বজন স্বীকৃত। উপমহাদেশে আওরঙ্গজেবের রাজতুকালে সর্বপ্রথম বাংলা সংবাদপত্র চালু হয়।১৯% স্তিটাব্দে ইংরেজ মিশনারিরা শ্রীরামপুরে সর্বপ্রথম বাংলা সংবাদপত্র চালু করেন। 'সমাচার দর্গণ' ন্য সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে এ পত্রিকাটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৪ সালের ক্ষেত্র এক সময় ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম মুদ্রিত ইংরেজি সংবাদপত্র 'ইন্ডিয়ান গেজেট' প্রকাশিত হা বাংলাদেশের প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র 'আজাদ'। পূর্বে সংবাদপত্র হাতে হাতে লিখে কিংবা লিখে ব প্রচার করা হতো। এখন উনুত ধরনের মুদ্রণ যন্ত্রে, বিশেষত রোটারি অফসেটে হাজার হলা সংবাদপত্র অতি অল্প সময়ে ছাপানো সম্ভব হচ্ছে।

বিভিন্ন প্রকার সংবাদপত্র : সংবাদপত্র বিভিন্ন রকমের হতে পারে। বর্তমান পৃথিবীর সভ্য দেশগুলো দৈনিক, সাগুহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের পত্রিকা পৃথিধীর ন জায়গা থেকে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা : পৃথিবীতে শিক্ষা ও জ্ঞান-বিস্তারের যতগুলো পস্থা আবিষ্কৃত হয়েছে মধ্যে সংবাদপত্রের আসন সর্বশ্রেষ্ঠ। সংবাদপত্র পাঠ না করলে কারো জ্ঞান পরিপূর্ণরূপে বিকশিত না। সংবাদপত্রকে বলা হয় জীবনযাত্রার চলমান অভিধান। এটি বর্তমান সভ্যতার অন্যতম গ সংবাদপত্রের মাধ্যমে দূর-দূরান্তের সংবাদ আমাদের কাছে পৌছাতে পারে। বর্তমান যুগে মর্নী জীবনে যতই জটিশতা বৃদ্ধি পেয়েছে, সংবাদপত্রের প্রয়োজন ও গুরুত্ব তত তীবভাবে অনুভূত ইন্টে কারণ সমস্যাসম্বল জীবনের সমস্যা সমাধানেও সংবাদপত্র পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা ক পারে। সংবাদপত্রের বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, সকল শ্রেণীর মানুষের জীবনেই এর প্রয়োজনীয়তা ^{অগ} হয়। সকল রুচিসম্পনু মানুষ যেমন এর মধ্যে মনের প্রশ্নের উত্তর পান, তেমনি সাধারণ মানু^{র ও} জ্ঞাতব্য তথ্য আহরণ করে সেগুলোর দ্বারা নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। আমরা সংশাল মাধ্যমে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সচেতনতা গড়ে তুলতে পারি। এছাড়া দেশের অর্থনীতি ক্ষেত্রের উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে জনসাধারণের পক্ষে সচেতন হয়ে 🖄 হয়। সংবাদপত্র আমাদের নানা রকমের কৌতৃহল নিবৃত্ত করে। সংবাদপত্রের মাধ্যমেই আমরা ^{নি} বিজ্ঞপ্তি পেয়ে বেকারতের অভিশাপ থেকে মুক্ত হই।

ক্রবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রেক্ষিত বাংলাদেশ : সংবাদপত্র জনমত গঠন ও রাষ্ট্রশাসন ক্ষেত্রে গুরুতুপূর্ণ নাকা পালন করতে পারে। কেননা একটা দেশের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা, রষ্ট্রশাসন সংক্রান্ত নানা ক্রা সংবাদপত্তে পরিবেশন করা হয়। কখনো কখনো বিভিন্ন ধরনের সমস্যার ইঙ্গিত ও তা সমাধানের ক্রমার নির্দেশ করা হয় সংবাদপত্রে। এতে করে জনগণ দেশ সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। এজনা জ্ঞবাদপত্রের স্বাধীনতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংবাদপত্র সঠিক সংবাদকে যাতে প্রকাশ করতে পারে লার ব্যবস্থা থাকা দরকার। অবশ্য সংবাদপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে বিশেষত সাংবাদিককে স্মরণ লবাতে হবে যে তার স্বাধীনতা আছে বলেই তিনি সর্বদা সব সত্য তুলে ধরতে পারেন না। কিংবা ক্রেল্লব শ্বেয়াল খুশিমত কোনো সংবাদ পরিবেশন করতে পারেন না। সংবাদ বা প্রতিবেদন রচনার ক্ষাত্রও কিছু নিয়মবিধি আছে। এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলে সংবাদপত্রের চরিত্র ভ্রষ্ট হয়। এ ধরনের সাংবাদিকতাকে সাম্প্রতিককালে হলুদ সাংবাদিকতা (yellow journalism) নামে অভিহিত করা 🕬 । সংবাদপত্র হঙ্গে লোক শিক্ষক। জনকল্যাণের জন্য তা যেন সঠিকভাবে কাজ করে সেদিকে ক্ষরাদপত্র মালিক, সাংবাদিক সবাইকে আন্তরিক হতে হবে। তাহলে সাংবাদপত্র তার সঠিক ভূমিকা প্রচান করতে সক্ষম হবে।

সংবাদপত্তে যেমন আছে সং, নির্জীক সাংবাদিক, তেমনি আছেন অসং সাংবাদিক। অথচ নিরপেক সংবাদ পরিবেশনই সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকের কর্তব্য । সংবাদপত্র দেশের রাজনীতি তথা সামগ্রিক ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্যই একে অভিহিত করা হয়েছে 'The fourth estate'। সংবাদপত্রের শক্তির প্রাচূর্য ও জনমাননে তার প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবেই দেশের রাজনৈতিক শক্তিগুলো এর সুযোগ গ্রহণ করতে চায় এবং দলের কাজে ব্যবহার করতে চায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রতিককালের সংবাদপত্রগুলো প্রায়ই কোনো না কোনো দলের মুখপত্র হয়ে উঠেছে। অথবা পরোক্ষ কোনো বিশেষ দল বা নীতির প্রতি সমর্থন জুগিয়ে চলেছে। তাই বর্তমানে সংবাদপত্রের মাধ্যমে খাঁটি ও পক্ষপাতহীন সংবাদ পরিবেশন খুব কম ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। খাবার নির্ভীক, সং সংবাদ পরিবেশনের জন্য নির্ভীক সাংবাদিকের অপমৃত্যু ঘটে মুষ্টিমেয় ক্ষমতালোভী স্বাধান্তেমী মানুষের হাতে। এ বিষয়টি নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে বিশাল বাধা। সংবাদপত্র ও শব্বেদিকের নিরাপত্তা বিধান করার দায়িত্ব সরকারসহ আমাদের সবার। একজন সাংবাদিক আমাদেরই শোক এ ধ্রুব সত্যটি সবাইকে উপলব্ধি করতে হবে। সাংবাদিকের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য জ্বনাধারণকে সংবাদপত্রের মাধ্যমে সত্যের পথে পরিচালিত করা, ব্যক্তিবোধের উন্মেষ ঘটানো এবং ^{বাতির} কতবুদ্ধিকে উদ্দীপ্ত করা। নিজেদের ব্যক্তিগত কিংবা দলগত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে সংবাদ পরিবেশন করতে গেলে জনসাধারণের প্রতি অবিচার করা হয়। সাংবাদিককে সত্যনিষ্ঠ, নিরাসক্ত, নির্জীক ও কঠোর সমালোচক হতে হবে। এক বিচারে, সাংবাদিক প্রকৃতপক্ষে জাতির শিক্ষক, জাতিকে ^{জনার্বপথে} পরিচালনার দায়িত্ব তারই। সংবাদপত্রকে কেন্দ্র করে নানাভাবে মত বিনিময়ের সুযোগ গ্রমতে পারে— মত পার্থক্য সত্ত্বেও সত্যের অবিচল প্রতিষ্ঠা সম্বব হয়; এই সত্য প্রতিষ্ঠাই প্রকৃত বিনাদিকতার লক্ষ্য। সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিনিময়ের বা দৃষ্টিভঙ্গির সত্যতা প্রকাশের সুযোগ থাকে ৰূপ অনেকে সংবাদপত্ৰকে 'Second Parliament of the nation' বলে অভিহিত করে থাকেন।

ীৰোদিকতার নীতিমালা : গণতান্ত্রিক সমাজে সংবাদপত্রে যেসব নীতি মেনে চলা হয়, সাংবাদিকতার ^{মতিমালা} বলতে আমরা তাই বঝি। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার আলোকে ক্রুমান্তয়ে বিবর্তনের মাধ্যমে এই

- ১. যদি কোনো সাংবাদিকের নিজম্ব কল্পনাপ্রসূত কিছু যুক্ত না হয়ে থাকে।
- তথ্য যদি উপযুক্ত সূত্র থেকে পাওয়া গিয়ে থাকে ।
- ৩. সেসব যদি যথাযথভাবে যাচাই করা হয়ে থাকে।
- পূর্ববর্তী ঘটনাবলী এবং বিরাজমান পরিস্থিতি থেকে তা যদি বিচ্ছিন্ন করে না দেখানো হয়ে থাকে এবং
- বিষয়াটি বিতার্কিত হলে যদি সব দিক তুলে ধরা হয়ে থাকে তাহলে পরিবেশিত সংবাদটিতে উপরে উল্লেখিত ভগাবলী থাকবে বলে আশা করা যায়। নৈতিক কারণে সংবাদশ্যেরে যেসব কাল থেকে বিরত থাকতে হবে তা নিদরূপ:
 - ক. রাষ্ট্রবিরোধী কিছু লেখা যাবে না ও এ রকম কাজে উৎসাহ দেয়া যাবে না।
 - খ, আদালত অবমাননা করা যাবে না।
 - গ. আদালতে অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে অপরাধী বলা যাবে না।
 - घ. कारता मानशनि कता छ्लारव ना ।
 - ঙ. কোনো সম্প্রদায় অথবা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো চলবে না।
 - চ. কোনো সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা চলবে না।
 - ছ, কোনো গুজব ছড়ানো চলবে না।
 - জ, সংবাদপত্তে কোনো কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেয়া চলবে না।
 - ঝ. জীবনের কোনো দিকই উপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু অশ্লীলতাকে বর্জন করতে হবে।
 - এঃ, কারো ব্যক্তিগত জীবনের কোনো গোপন দিক যা জনগণের জানার অধিকার নেই তা গ্রিগ। করে তাকে বিব্রত করা চলবে না। অর্থাৎ কারো প্রাইভেসিতে হানা দেয়া চলবে না।
 - ট, কারো দেশপ্রেমের প্রতি কটাক্ষ করা চলবে না। কোনো প্রমাণ ছাড়া কাউকে বিদেশী ^{প্রকী} বা এ জাতীয় বিশেষণে ভূষিত করা যাবে না।
 - ঠ. কোনো বিজ্ঞাপনকে সংবাদের ছল্পবেশ দেয়া যাবে না ইত্যাদি।

নাবাদিকতা ও সংবাদপত্রের দারবছতা : সাংবাদিকতার অর্থ হচ্ছে একজন প্রত্যক্ষদর্শী,

ক্ষেমানী । সাংবাদিকতা একটি মহান পেদা এক; সাংবাদিকতা সেপের সম্পদ। এই সারবাই হ

কার পরিন্ধিতিত আচার সম্পূর্ব নিবাসক বাবাক বাবাক সাংবাদিক বাবাক স্বাদ । এই নারবাই হ

কারে সংবাদক ও বাবুদিক সংবাদ পরিবেশন করা । জানী-কণী, কবি-সাহিত্যিকরা বাবদন,

ক্রেমিক্সার কলনের ক্ষাত্রত তর্বারির সেরে ধারালো ও পতিনালী । সংক্রেই ক্রেম্মের বে, কলম

ক্রেমিক্সার কলনের ক্ষাত্রত তর্বারির সেরে ধারালো ও পতিনালী । সংক্রেই ক্রেম্মের বে, কলম

ক্রেমিক্সার বাবাক বিক্রার করে বিক্রমের বাবাক বা

গরেকিবলা পরিচাপত্র অর্থাৎ আত্রিভিটেশন কার্ত বহন করেন। এ কারণে তারা যে কোনো স্থান অংশাধিকার রাখেন। এমন কি বিশেষ সর্বাজিত এবং নিরাপন্তারেটিত জ্ঞানায় প্রবেশাধিকার বাকতে গতে, যা সমারেজ অনেক গণ্যামান ব্যক্তিব থাকে না। তারা দেশের বাইরেও যে কোনো স্থানে বিশ্বল ক্রিক্টের পরিচিত্রে পরিচিত হন এবং সম্মানিত হয়ে থাকেন। দেশের এবং দেশের বাইরেও কোথার কি তারে জনগণ তা জানার জন্য ভূষার্ভ থাকে এবং তালের ভূষা মেটার সাংবাদিকদের কলমের কালি। কারের করনো তালের অন্তারে প্রকেবারে নির্বিদ্ধ ও বিশক্ষনক কোনো তথা তালের বাতে এসে বারা। কারী ইছাছ করলে দেশের মাগলের জন্য ব্যবহার করা যায়, আবার সেটাই দেশের সার্বভৌমত্বকে অনিক মুন্ত প্রদেশ দেশার জন্য সংরক্তির বাবহার করা যায়, আবার সেটাই দেশের সার্বভৌমত্বকে

ত্তেবিকভাবেই তাই সাংবাদিকরা থুব স্পর্শকাতর পরিস্থিতির সন্থুখীন হন। আবার দুঃখাতনক হঙ্গেও স্থার, কেন্ত কেন্ট নিজ স্বার্থ হাসিদের উদ্দেশ্যে দেশের স্বার্থ বিরোধী কাজ করার সাংবাদিকতার সুযোগ শ্মি আক্ষো। এরা মহান পেশার থেকে দেশকে কলজ্বিত করতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠ নিবেনিত স্থাবিকরা, যারা দেশের জন্য যে কোনা সুঁকি নিতে প্রস্তুত ভালেই উচিত, এসব মুখোশধারী ব্যক্তি, ভা সংঘাকিকতার কলাহ, ভালের বিকাকে লোভাব হওগ্রা।

াজনাৰ না সান্য সভ্যভাৱ এক জননা দীব্ৰি এবং গণমানুহকা মধ্যে সবচেয়ে জনবিয়ে হছে ক্ষেত্ৰৰ এটি পাঠকতে দেশ-বিদেশ ও পাবিগাৰ্ডের নাগরিক জীবনাতে প্রভাবিত কিবা আগল করে ক্ষেত্ৰৰ পাৱে । পাঠক গ্রোভাকে নির্বিভাগে কুরিটি তথা দুর নিকটে কোগায় কি হুছে তা ভাগার ক্ষাৰ । পাঠক বাছে । বার বার পড়ার সুযোগ থাকে কলে পাঠক ক্ষনয়ক্ষম করতে সক্ষম হন। ক্ষাপান্য ক্ষাৰ্ডিক বাছে । বার বার পড়ার সুযোগ থাকে কলে পাঠক ক্ষনয়ক্ষম করতে সক্ষম হন। ক্ষাপান্য ক্ষাৰ্ডিক বাছিক বাছিক বিশ্বান ক্ষাৰ্ডিক ক্ষাৰ্ডিক ক্ষাৰ্ডিক বিশ্বান বিশ্বান ক্ষাৰ্ডিক ক্ষাৰ্ডিক বিশ্বান ক্ষাৰ্ডিক ক্ষাৰ্ডিক ক্ষাৰ্ডিক ক্ষাৰ্ভিক বাছিক বিশ্বান ক্ষাৰ্ডিক ক্ষাৰ্য্য বাছিক ক্ষাৰ্য্য ক্ষাৰ্থিক ক্ষাৰ্য্য বাছিক ক্ষাৰ্য্য ক্ষাৰ্থিক ক্ষাৰ্য্য বাছিক ক্ষাৰ্য্য বাছিক ক্ষাৰ্য্য ক্ষাৰ্য্য ক্ষাৰ্থিক ক্ষাৰ্য্য ক্ষাৰ্য্য ক্ষাৰ্য্য ক্ষাৰ্য্য ক্ষাৰ্থিক ক্ষাৰ্য্য ক্ষাৰ্য্য ক্ষাৰ্য্য ক্ষাৰ্য্য ক্ষাৰ্য ক্ষাৰ্য্য ক্ষাৰ্য্য ক্ষাৰ্য ক্ষাৰ্য ক্ষাৰ্য্য ক্ষাৰ্য ক্

্বিক্ত সময় বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সাংবাদিকরা প্রাণ স্ক্রিকা, বিকলান্ত হচ্ছেন। সংবাদপত্র জগতের এমন বিপন্নতা প্রতিরোধ অবশ্যই জরুরি। প্রত্যেক মান্ধের মতো একজন সাংবাদিকেরও নিজম্ব মত ও চিন্তা আছে। আর থাকাটাই স্বাভাতিক সংবাদপত্রের কাছে পাঠকের বস্তুনিষ্ঠ দাবি অতান্ত প্রবল। এ সাংবাদিকদের স্বাধীনতার প্রতি চমনি অপশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে তাদের কলমযুদ্ধ অবিরত চালিয়ে যাবেন— এ প্রত্যাশা সকলের।

স্বাধীনতার বিরূপ প্রভাব : সংবাদপত্র জনসংযোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সংবাদক জনগণের শিক্ষকও বটে। দেখা গেছে পৃথিবীর অধিকাংশ শিক্ষিত লোক সংবাদপত্র ছাড়া এর ক্র কিছু পড়েন না। সংবাদপত্রের মাধ্যমে তারা শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি ইত্যাদির সমকালীন ধ্যু সম্বন্ধে নিজেদের অবহিত রাখেন। সুতরাং সংবাদপত্রকে যথার্থই জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় বলা ফে পারে। অথচ জনগণের সংবাদপত্র আজ অন্যতম এক শিল্প আঙ্গিক। সাংবাদিকরা অনেক স্ফ স্বাধীনতার আতিশয্যে তাদের দায়-দায়িত্বের কথা ভূলে যান। তথন তারা সংবাদ পরিবেশ্ব পক্ষপাতিত্বের পক্ষ নেন। দেশ, সমাজের তথন মারাত্মক ক্ষতি হয়। অথচ বাংলাদেশের সংবিধাতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের 🕾 নম্বর অনুক্ষেদে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং জনগণের ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার কথা হল হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে :

৩৯ (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল। (২) রাষ্ট্রের নিরাপতা, বিদেশ রাষ্ট্রসমূহের সাথে বন্ধুতুপূর্ণ সম্পর্ক, জ্ঞান শৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদার অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংহ বাধানিষেধ সাপেকে।

- ক, প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের:
- খ্ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।

উপর্যুক্ত অনুচছেদ অনুযায়ী সহজেই অনুমেয় যে, স্বাধীনতার সঙ্গে পরাধীনতার বিষয়টিও জড়িত। এথ একজন সং, নিষ্ঠাবান সাংবাদিক কখনো তার দায়িত্বোধ ও কর্তব্যবোধকে আইন ও নৈতিকচর বিরোধী হিসেবে প্রয়োগ করতে পারে না। আর যখন তিনি এই অনাক্যক্ষিত বিষয়ের আশ্যা নেন তথ সাংবাদিকতার স্বাধীনতা নামক বিষয়টি পরাভূত হয়। এ অবস্থায় সংবাদপত্রকে বলা হয় বিপক্ষক প্রতিষ্ঠান। অবশ্য এর মূল কারণ বোঝা দুঃসাধ্য নয়। ব্যবসায়িক স্বার্থ ও মুনাফার মূলয়া যেখানে তবা উদ্যম; যেসৰ দেশে জ্ঞান বিজ্ঞান প্ৰভৃতি পৰ্যন্ত সে বিকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে প্ৰযুক্ত হয়– ধৰ্ম এব দেবতাও নিস্তার পায় না। 'মূল্যযন্ত্রের স্বাধীনতা' কথাটা কার্যত হয়েছে স্বত্যধিকারী মহামালিকদের ফ্র আত্মপ্রচারের উদ্দেশ্য সিদ্ধির স্বাধীনতা। তখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব হয়। সংবাদপত্রে ইন্তের্গ জার্নালিজম বলে একটা কথা প্রচলিত আছে- যা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অতিরঞ্জিতের যাসল। জোসে পুলিৎজার জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আর্থিক অবস্থার কারণে জার্মানি ছেড়ে চলে य তিনি খুব লেখাপড়া জানতেন না । কিন্তু তাকে আমেরিকার প্রথম সাংবাদিকতায় অংশগ্রহণ করতে হয়। তিনি মেধা ও প্রজ্ঞা দিয়ে পরে তিনটি সংবাদপত্রের মাণিক হন । বিশেষ করে সংবাদপত্রে আগে র্ম কলাম লেখা, দুৰ্নীতি ও সাংশ্ৰুতিক ইত্যাদি বিষয়ে পত্ৰিকায় সংবাদ হিসেবে তিনিই প্ৰথম ^{স্থান ক} দেন। তিনি বাহ্যিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে বাজে শিরোনাম, সংবাদে যৌন আর্ফে তথা বিল্লাট, রসবোধ, লেখনীর মাধ্যমে সংবাদ ছাপাতে শুরু করেন। এর ফলে ব্যবসা দ্রুত বৃ^{ত্তি} অর্থনৈতিকভাবে ধনকুবের হয়ে উঠেন।

১৮৯০ সাল থেকে মি. জোসে সংবাদের ভাষা ছবির কার্টুনের মাধ্যমে শুরু করেন। এই কার্টুনে হলদ ্রু ব্যবহার তরু করেন। এর নাম দেয়া হয় 'ইয়েলো কিড'। তিনি ১৮৯০ সাল থেকে ১৯০০ সাল রাপ্ত বিবেকবর্জিত ও বেপরোয়াভাবে সংবাদপত্রের পাতায় নানা ধরনের বৈচিত্র্যময় অর্থনৈতিক করাদ, ছবি, কার্টুন, স্ক্যান্ডালিং সবকিছু ছাপানো তরু করেন। কথায়, মানুষ বলে হলুন সাংবাদিকতা ক্রা হয়েছে। অর্থাৎ সংবাদ বা খবরে উপযুক্ত অর্থনৈতিক হলুদ লাগালে খবরটি অসম্ভ হয়ে পড়ে। ক্রমন সংবাদ আর সংবাদ থাকে না। সাংবাদিকদের স্বাধীনতার অপব্যবহার ও অতিরঞ্জিত ব্যবহারের ক্রমল এই ইয়েলো জার্নালিজম এর ফলে জনগণ বিদ্রান্ত হয়, তথ্য সন্তাস ও বিদ্রান্তি ঘটে, ক্রুপাতিত্বের দাবানলে প্রতিপক্ষ ঘায়েল হয় এবং অযাচিত ঘটনার সূত্রপাত ঘটে।

ক্রপসংহার : সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কুফল ও সুফল উভয় দিক পরিলক্ষিত হলেও এ কথা সত্য যে, ক্ষবেদ ও সাংবাদিকের স্বাধীন মত প্রকাশে এর বিকল্প নেই। একজন সাংবাদিক সমাজেরই মানুষ, ক্সজেই সামাজিক মানুষ হিসেবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য তার লেখায় প্রতিফলিত হবে এটা অবান্তর কিছু ময়। কিন্তু সেই সামাজিক অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে তিনি স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় গ্রহণ করলে তা ক্ষেশ ও সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। অন্যদিকে, সংবাদ পরিবেশনে হুমকি বা বিধি-নিষেধ জারোপ করা হলে তাও দেশের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। তাই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য সরকার ও বিরোধী দলগুলোর একত্রে অবস্তান জরুরি। এ স্বাধীনতা নিশ্চিত হলে সংবাদ ও সাবোদিকতার ক্ষেত্রে আমাদের সাবলীল পথচলা সূগম হবে।

বাহ্না 🔞 বেসরকারি টিভি চ্যানেল ও বাংলাদেশের গণমাধ্যম

ভূমিকা : আধুনিক যুগ মানে তথ্যের অবাধ প্রবাহের ফুগ। আধুনিক যুগ মানে সরকারি খাতকে পিছনে ঞলে বেসরকারি খাতের বিকাশ ও প্রতিযোগিতার যুগ। তাই সর্বক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণের বেডাজাল ছিলু করে আজ বেসরকারি খাত তথা শিল্প ও ব্যবসায়ী সমাজ তাদের আধিপত্য কায়েম করেছে। আমাকি আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি তথা মিডিয়ার ক্ষেত্রে এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নিম্ববাপী CNN, BBC, National Geographic, Adventure Oneসহ নানাবিধ পদিমা সংবাদ ও নিলোদন চ্যানেলের দেখাদেখি ভারত, বাংলাদেশ, চীন, হংকং, সিঙ্গাপুরসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও ব্দিন প্রচুর বেসরকারি টিভি চ্যানেল চালু হয়েছে। বাংলাদেশে অবশ্য এ জাতীয় প্রয়াস খুব বেশি লিনর না হলেও বেসরকারি টিভি চ্যানেলের যাত্রা এক যুগ অতিক্রম করেছে।

বালোদেশের বেসরকারি টিভি চ্যানেল : বাংলাদেশে দীর্ঘকাল যাবৎ শুধু একটি সরকারি টিভি চ্যানেল ছিল। সরকারি ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণাধীন থাকায় এ চ্যানেগটির তেমন অগ্রগতি ও উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। ^{অবর্}তিতে বেসরকারি খাতে টেলিভিশন চ্যানেলের অনুমতি প্রদান ইলেকট্রনিক মিডিয়ার অগ্রগতির ^{ক্ষে}ত্রে এক নববিপ্লবের সূচনা হয়েছে। জানুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত দেশে লাইসেঙ্গপ্রাপ্ত বেসরকারি টিভি শানজের সংখ্যা ৪১টি হলেও এর অনেকগুলোই এখনো সম্প্রচারে আসতে পারেনি। নিচে সম্প্রচারে মসেছে এমন বেসব্রকারি চ্যানেলগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

শটিএন বাংলা : বাংলা ভাষায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠান প্রচারের পটভূমিকায় যাত্রা তরু व्य এটিএন বাংলার। ১৯৯৪ সালের ১ জুন এ চ্যানেলটি সরকারি অনুমোদন লাভ করলেও অনুষ্ঠান সম্প্রান্ত করু হয় ১৯৯৭ সালের ১৫ জুলাই। এটি দিন স্যাটেলাইট আইকম ৩-এর মাধ্যমে ত্ব।
সম্প্রান্ত চিলিয়ে থাকে। বাংলাদেশের মান্টিমিজিয়া প্রোভারনান কোশানি দি, এর পরিচালনা কর্তৃত্বএবং এর মোরমান মাহমুজ্জ রহমান। এ চ্যানেলাটি প্রতিনিন ২৪ কটা ক্রুটান সম্প্রান্ত বাংলইন্সলামী অনুষ্ঠানমালা, বাংলা ছয়ায়াহ্বি, নাটক, নাটকার, মাণাজিন, টক পো, নদীকানুষ্ঠান, নাচ ব
সম্বান্ত ক্রচারমত্বন মানাবিধ আয়োজনের সম্বার নিয়ে এটিকার হাজিব হয় দর্শকদের মানে।

- হচানেল আই : ১৯৯৯ সালের ১ অক্টোবর সিমাপুর থেকে সম্প্রচারিত স্যাটেলাইট আপেটন/২এর মাধ্যমে এটি তার অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে। বাংলাদেশে এ টিচ চ্চানেলটির পরিচালনা কর্তৃত্বত ইমপ্রেস টেলিলিজ লিমিটেড। বাংলা ছারাছিব, সঙ্গীতানুষ্ঠান, মাগাজিন, টক শো, প্রামাণ অনুষ্ঠান, বিদেশী সিরিজ, নাটক, সাক্ষাৎকারে, আলোচনা অনুষ্ঠান, সংবাদসহ হরেক রকত্বে আয়োজন এর অনুষ্ঠাননাশার ক্লান পায়।
- ৩. ইটিভি বা একুশে টিভি: বাংলাদেশের দূরদর্শন সম্প্রচারের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগালের সূচনা হা ২০০০ সালে। সে বছর ১০ মে সেমকারি নিয়ন্ত্রণ একুশে টিভি ইটিভি) নামে একটি টিভি চানেল সম্প্রচার করু করে। এ চানেলটি চালু হওারার পর ইলেকট্রনিক মিভিয়ার অনুষ্ঠান ও সাবাদ হাজে নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত হতে থাকে। কিছু দেশের সর্বেক্তি আনালাতে ইটিভির জাইলেক এবং প্রতিমার প্রতিটি ক্ষেত্রে বাগকে দুর্নীতি ও আলিয়াতি প্রমাণিত হওারার ২০ আগন্ত, ২০০২ চানালেটি সম্পূর্ণকাল করে দেশা হয়। উল্লেখ, ইটিভিই ছিল একমাত্র সেকবারি চালেশ, যা বাংলাদেশে টেলিভিশনের টিভারের মাধ্যায়ে টেনিট্রিয়াল সম্প্রচার সুবিধা তেল করত। ফলে ইটিভির ছিল বিটিভির মাত্র দেশবালী সম্প্রচারের মাধ্যায়ে টেনিট্রিয়াল সম্প্রচার সুবিধা তেল করত। ফলে ইটিভির ছিল বিটিভির মাত্র দেশবালী সম্প্রচারের সুবিধা। ৩০ মার্ড ২০০৭ ইটিভি পুনরার স্যাটেনাইট সম্প্রচার করে করে।
- ৪. এনটিভি বা ইন্টারন্যাশনাদ টেমিভিশন চ্যানেল লি: "সমরের সাথে আগামীর পথে" এই প্রোপানে নিরপেক ও মানসম্পন্ন সংবাদ প্রচারের লক্ষ্য দিয়ে বেসরকারি বাতে তৃতীয় স্যাটেলইট চ্যানেল হিসেবে যারা তক্ষ করে এনটিভি । ও জুলাই ২০০০ এ চ্যানেলটি সম্প্রচার করু করে।
 ১৯৯৯ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া টোটাল এন্টারটেইনমটে নেটওয়ার্ক বা টিইএল এর পাইনেলটি
 কিনে নেয় বর্তমান এলটিভি কর্তৃপক্ষ। সিম্নাপুর থেকে সম্প্রচারিত স্যাটেলাইট এপেইর।
 মাধ্যমে ২৪ ফটা অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হছে।
- ৫. আরটিভি: 'আজ এবং আগামীর' এ য়োগান নিয়ে ১ ভিসেয়র ২০০৫ থেকে পরীক্ষামূলক সম্প্রেক্ত করু করেছে নতুন স্যাটেলাইট চ্যানেল আরটিভি। ২৫ ভিসেয়র ২০০৫ পর্যন্ত পরীক্ষামূলকরব সম্প্রচার চলার পর ২৬ ভিসেয়র থেকে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে মূল সম্প্রচার করু করে।
- ৬. বৈশাখী টেলিভিশন : ২৯ ভিসেম্বর ২০০৫ সালে এ বেসরকারি টিভি চ্যানেলটি তার কার্যক্রম ^{তর করে ।}
- ৭. চ্যানেল গুয়ান : 'সজ্ঞাবনার কথা বলে'- এ প্রোগান নিয়ে ১৭ জানুয়ারি ২০০৬ পরীকার্ম্মণ সম্প্রচারের মাধানে মাত্রা কফ করে চ্যানেল গুয়ান ১৪ জানুয়ারি ২০০৬ বাট্টপতি অথাপার্ক ইয়াজভিনিন আহমেদের উয়েধানের মধ্য নিয়ে আয়ুটানিকভাবে মাত্রা কক করে সাটোলইটি ইয়াজভিনিন আহমেদের উয়েধানের মধ্য নিয়ে আয়ুটানিকভাবে মাত্রা কক করে সাটোলইটি ইয়াজতিন করে সাটোলইটি ইয়াজতিন করে সালয়ার ১৭ এজিল ২০১০ সরকার চ্যানেলারী বয় করে সেয়

- বাংলাভিশন : শ্যামল বাংলা মিডিয়া লিমিটেডের পরিচালনায় ৩১ মার্চ ২০০৬ কার্যক্রম তরু করে রাংলাভিশন। এ চ্যানেলের মোগান 'দৃষ্টিভুড়ে দেশ'।
- হুসলামিক টিভি: 'একটি সুন্দর পৃথিবীর জন্য' প্রোগানকে ধারণ করে ১৪ এপ্রিল ২০০৭ ইসলামিক চিভির অভিযাত্রা তরু হয়। এ চ্যালেনটি সংবাদসহ ইসলামিক অনুষ্ঠানসূচির ওপর অধিক প্রকল্পারোপ করে। ৫ মে ২০১৩ মধ্যরাত থেকে সরকার সাময়িকভাবে চ্যানেলটি বন্ধ করে দেয়।
- ১০. নিগন্ত টিভি: 'সতা ও সুন্দরের পক্ষে অঙ্গীকারবদ্ধ' প্রোগান নিয়ে ২০০৮ সালের ২৮ আগন্ট ছানেলটির পরীক্ষামূলক সম্প্রচার তরু হয়। ৫ মে ২০১৩ মধ্যরাত থেকে সরকার সাময়িকভাবে ছানেলটি বন্ধ করে দেয়।
- ১১. দেশ টিভি: ২৬ মার্চ ২০০৯ আনুষ্ঠানিক সম্প্রচার শুরু করে দেশের ১১তম বেসরকারি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল 'দেশ টিভি'। এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাট্যব্যক্তিত্ব আসানুজ্জামান নূর।
- ১২ মাই টিভি : ১২তম বেসরকারি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল হিসেবে ১৫ এপ্রিল ২০১০ আনুষ্ঠানিকভাবে সম্প্রচার তরু করে। শ্রোগান 'সৃষ্টিতে বিশ্বর'।
- ১৩. এটিএন নিউজ: 'বাংলার ২৪ ঘণ্টা, প্রোগান নিয়ে ৭ জুন ২০১০ পূর্ণ সম্প্রচার তরু করে ২৪ ঘণ্টার সংবাদভিত্তিক স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল এটিএন নিউজ।
- ১৪. মোহনা টিভি : নভেম্বর ২০১০ সালে মোহনা টিভি তার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম তক্ত্ব করে।
- ১৫. সময় টেলিভিশন : ২৪ ঘণ্টা সংবাদ প্রচারের অঙ্গীকার নিয়ে সময় টেলিভিশনের যাত্রা গুরু হয় ১৭ এপ্রিল ২০১১ সালে।
- ১৯. ইভিপেভেন্ট টেলিভিশন : ২৮ ভুলাই ২০১১ বাংলাদেশে ইভিপেভেন্ট টেলিভিশনের যাত্রা শুরু হয়।
 ১৭. মাছয়ায়া টেলিভিশন : ৩০ ভুলাই ২০১১ বেসরকারি টিভি চ্যানেল মাছরায়া টেলিভিশনের যাত্রা শুরু হয়।
- ^{১৮}. বিজয় টিভি: বিজয় টিভির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ১৬ ডিসেম্বর ২০১১।
- ১৯. চ্যানেল 9 : চ্যানেল 9-এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ৩০ জানয়ারি ২০১২।
- ^{২০, জিটিভি} : ১২ জুন ২০১২ সালে জিটিভি'র আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম তরু হয়।
- ২১ চানেল 24 : এ চ্যানেলের কার্যক্রম শুরু হয় ২৩ মে ২০১২ সালে।
- ^{২২} একান্তর টিভি: একান্তর টিভির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ২১ জুন ২০১২।
- ^{২৩, এশিয়ান টিভি} : ১৮ জানুয়ারি ২০১৩ এশিয়ান টিভির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।
- ^{২৪}, এসএ টিভি: এসএ টিভির আনুষ্ঠানিক যাত্রা তরু হয় ১৯ জানুয়ারি ২০১৩।
- অবাধ্যমের অধ্যযাত্রায় বেসরকারি টিভি চ্যানেলের প্রভাব : বাংলাদেশে তথাপ্রযুক্তির বিকাশ ও অবাধ্যমের যাত্রাপথে এ পর্যন্ত যে কয়টি পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে বেসরকারি টিভি
- ব্যালাধ আ লাওড যে ভয়াত ইবের বিরাশ ও সাফল্য অন্যতম। কডিপায় নেতিবাচক সম্বাবনা ও উপসর্গ বাদ দিলে বলা যায়, বিশেষে গ্রামাধ্যমের উজ্জ্ব ভবিষয়ং রচনার অন্যতম মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে। যেমন—
 - ্ব্যটেলাইটেন বৃহত্তর জগতে প্রবেশ : বিশ্বব্যাপী যথন স্যাটেলাইট নিয়ে ব্যাপক প্রতিযোগিতা ক্রিকি, মহাকাশের শূন্যপথে যখন অবাধে সাংস্কৃতিক বাণিজ্য আর আমদানি-রঞ্জনি চলছিল, এক
 - ব্য আগেও বাংলাদেশ ছিল কেবলই আমদানিকারক। দেশে স্যাটেলাইট প্রযুক্তি এলেও ১৯৯৭

সালের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের কোনো দেশীয় স্যাটেলাইট চ্যানেল ছিল না। স্যাটেলাইটে ১ দেশের মানুষ কেবল বিদেশী চ্যানেলে অনুষ্ঠান উপভোগ করত। ১৯৯৭ সালে দেশের প্রথম স্যাটেলাইট চ্যানেল 'এটিএন বাংলা'-এর যাত্রা ওরু হলে স্যাটেলাইটের বৃহত্তর জগতে বাঙালি সংস্কৃতি ও বাংশা ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটে এবং সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

- বাঙালি সংস্কৃতির আন্তর্জাতিকতা : স্যাটেলাইটে নতুন নতুন টিভি চ্যানেলের আত্মপ্রকাশ বাঙালি সংস্কৃতির আন্তর্জাতিকীকরণের ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কেননা এ সক্তর টেলিভিশন বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে আশ্রয় করে যে সকল অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে তা বিশ্বব্যাপ্র কোটি কোটি দর্শকের কাছে চলে যাবে এবং বাঙালি সংস্কৃতি আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল নিজেকে তুলে ধরার সুযোগ পাবে।
- ৩. বিদেশী চ্যানেলের ওপর নির্ভরশীলতা হাস : বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো চালু হওয়ায় এ দেশের দর্শকরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ খেলা, কোনো বিখ্যাত আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের জন্য বিদেশী চ্যানেলগুলোর ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ছিল। এক্ষেত্রে বিটিভি দর্শকদের চাহিদার খুব কমই পুরণ করতে পারত। নব্বই দশকের শেষ দিকে বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলোর প্রতিষ্ঠা এক্ষেত্রে দর্শকদের সামনে এক বিকল্প আশ্রম হিসেবে দেখা দেয়। আগে যেখানে স্টার স্পোর্টস বা ইএসপিএন ছড় খেলা দেখা যেত না, সেখানে এ দেশীয় দর্শকদের জন্য বেদরকারি চিভি চ্যানেলগুলো বিভিন্ন জনক আমাদের দেশে দক্ষ ও প্রশিক্ষপ্রভাব কলাকুশলীর যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বিশেষ করে অনষ্ঠান কোম্পানির সৌজন্যে বিভিন্ন খেলাধুলা সম্প্রচার করে থাকে।
- বলতে বোঝাত বিটিভি এবং বাংলাদেশ বেতারকে। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তি আর পুঁজির অবাধ প্রবাহে এ দুটি সরকারি গণমাধ্যম তাদের একক কর্তত্ টিকিয়ে রাখতে পারেনি এবং এভাবে টিকিয়ে রাখটা কাম্যও নয়। তাই নব্বই-পরবর্তীকালে রাজনৈতিকভাবে গণতাব্লিক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার বোধ প্রবল হওয়ার সুবাদেই এ দেশের গণমাধ্যমেও প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। পুরাতনের অচলায়তন ভেঙ্গে নতুনের আহ্বান নিয়ে একের পর এক আবির্ভূত হয় চ্যানেল আই, ইচিডি, এটিএন আর এনটিভির মতো টিভি চ্যানেল। অনুষ্ঠান নির্মাণের ধরন ও মান এবং সংবাদ প্রচারসহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা পারম্পরিক প্রতিযোগিতায় লিগু।
- ৫. গণমাধ্যমের ওপর সরকারি প্রভাব হাস : ইতিপূর্বে দেশে যখন বেসরকারি উদ্যোগে কোনো বেতার কিংবা টিভি কেন্দ্র স্থাপনের অনুমোদনের নিয়ম ছিল না, তখন বিশেষ করে ইলেবট্রনিক মিভিয়ার ওপর সরকারের ছিল একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ। সরকারি টিভি বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদে বেতারে সরকার ইন্ছোমতো অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রচার করত। কিন্ত বেসরকারি টিভি ও চ্যানের্লের আবির্ভাব এ ক্ষেত্রে সরকারি মাধ্যমগুলোর কর্তৃত্বকে কিছুটা হলে রাশ টেনে ধরতে সক্ষম হয়েছে
- অনুষ্ঠান নির্মাণে বৈচিত্র্য : বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো বাংলাদেশ টেলিভিশনের গতানুগতিক একঘেরে অনুষ্ঠান সম্প্রচারের অচলায়তন থেকে বেরিয়ে এসে দর্শকদের চাথিদা ও রুচির সার্ট তাল মিলিয়ে অনুষ্ঠান নির্মাণের ব্যাপারে খুব যতুশীল। তাই তাদের অনুষ্ঠানে রয়েছে বৈচিত্র নতুনত্ত । উদাহরণ হিসেবে ইটিভির সংবাদ প্রচারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায় । ইটিভির পথ ধর্মেই বর্তমানে প্রতিটি চ্যানেলই প্রতিবেদনমূলক সংবাদ প্রচার করছে।

বাটাশিল্পের বিকাশ : গণমাধ্যমকে আশ্রয় করে নাট্যশিল্পের যে বিকাশধারা তা নব্বইয়ের ক্রের মাঝামাঝি এসে বেশ গতি পায়। বিশেষ করে প্যাকেজ নাটক নির্মাণে নির্মাতাদের আগ্রহ অনক গুণ বেড়ে যায়। পূর্বে বিটিভির একচ্ছত্র আধিপত্যের কারণে একটি নাটক সম্প্রচারের জনা ক্রাঠখড পোড়াতে হতো। কিন্তু বেসরকারি চ্যানেলগুলো নির্মাতাদের জন্য এক্ষেত্রে ব্যাপক স্বায়াগ এনে দিয়েছে। ফলে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান, নাট্যাভিনেতা-অভিনেত্রীসহ সকল ক্ষেত্রে চাঞ্চল্য লাস এবং একের পর এক নতন নতন নাটক নির্মিত হতে থাকে।

সংবাদের বস্তুনিষ্ঠতা : আধুনিকতার এ চরম উৎকর্ষের যুগেও সাধারণ জনগণ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ ক্রক নানা কারণে নানাভাবে বঞ্চিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন সময়ে সরকারগুলো প্রচার মাধ্যমগুলোর ত্রপর নানাভাবে আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে। এক্ষেত্রে বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলোর অনুসন্ধানমূলক ও প্রতিবেদনমূলক সংবাদ প্রচারের প্রয়াস কিছুটা হলেও বস্তুনিষ্ঠতার সন্ধান জিলাতে। এরা সরকারের সম্পর্ণ প্রভাবমক্ত এ কথা বলা না গেলেও নিঃসন্দেহে বিটিভি কিংবা রালাদেশ বেতারের তুলনায় ভালো।

অস্মারদী : বাংলাদেশে বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলোকে তাদের অনুষ্ঠান প্রচারের ক্ষেত্রে নানা অসাম পদতে হতে। যেমন—

প্রিলের উপযোগী লোকবলই অনেক সময় পাওয়া যায় না।

৪. দেশীয় গণমাধ্যমের প্রতিযোগিতা : একসময় এ দেশে গণমাধাম বিশেষত ইলেকট্রনিক নিভিয় নিজিত্ত, আমাদের টিভি চ্যানেলগুলোর প্রযুক্তিগত অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বিশেষ করে ইটিভি নভাবে বিটিভি থেকে টেবিস্টিরিয়াল সবিধা পেয়েছিল সেরপ সবিধা এখন অন্য চ্যানেলগুলো না গজার তাদের সম্প্রচার দেশের একটা স্বন্দাংশের মাঝেই সীমিত হয়ে আছে।

> ইনামত, টিভি চ্যানেলগুলো বেসরকারি হলেও এগুলো এখনো সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ^{না ।} সরকারি একটা প্রচ্ছন প্রভাব এদের ওপর থেকেই গেছে।

> ্রিভিড, আমাদের দেশের খুব বেশি লোক স্যাটেলাইট সুবিধা পায় না। সাধারণত শহরের উচ্চবিত্ত ও উচ্চ ^{পাৰিত্ত} শ্ৰেণীই স্যাটেলাইট সংযোগ নিয়ে থাকে এবং এদের সংখ্যা খুবই কম। এমতাবস্থায় স্পিনিকলাও টিভি চ্যানেলগুলোর অনষ্ঠান স্পন্সর ও বিজ্ঞাপনদানের ব্যাপারে তেমন আগ্রহ দেখায় না।

> িন্ত, বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো লাভের বিচারে অনেক সময় অবাঞ্ছিত বিজ্ঞাপন প্রচার করে 🔭। বেমন ধ্বমপানের বিজ্ঞাপন প্রচার জাতীয় স্বার্থে অনুচিত হলেও এরা নির্ধিধায় তা করে যাচ্ছে।

> ^{১৯} শাটেলাইট চ্যানেলগুলোর সার্বক্ষণিক অনুষ্ঠান প্রচার অনেক ক্ষেত্রে শিশু-কিশোরদের ^{িশানায়} দারুণ ব্যাঘাত ঘটিয়ে থাকে।

> পরিশেষে বলা যায়, বিশ্বায়ন আর তথ্যপ্রযুক্তির এ প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বব্যবস্থায় টিকে ারণেরে বলা বার, পেরামন আর ক্রান্তর্ভার বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল জ্যা জাতিকে প্রস্তৃত করতে গণমাধ্যম অতীব জরুরি। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল জ্ঞাতকে প্রস্তৃত করতে গণমাধ্যম অভাব জনার। ব্যবহারি গণমাধ্যমের সাহসী অভিযাত্রাকে অবশ্যই স্বাগত জানাতে হয়। বিশেষ করে অতি অল্প ক্ষার গণমাধ্যমের সাহস্য আত্যাজ্ঞানে স্বস্থ চুক্ত ক্ষার্থা ক্ষার্থ্য ক্ষার্থ্য ক্ষার্থ্য ক্ষার্থ্য ক্ষার্থ্য ক্ষার্থ্য ক্ষার্থ্য ক্ষার্থ্য ক্ষার্থা ক্ষার্থা ক্ষার্থ্য ক্



ব্যারা 🐼 ডিশ এন্টেনার সুফল ও কুফল

ডিশ সংস্কৃতির ভালোমন্দ

[5 वास्त्रा विभिन्नामा

ভমিকা : বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তিতে অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এ অগ্রগতির পেছনে রয়েছে যুগে যুগে আবির্ভূত বিভিন্ন মনীষীর কঠোর অধ্যবসায় ও নির্লস পরিখ্য ডিশ এন্টেনা মনীধীদের এহেন পরিশ্রমেরই ফসল। এর মাধ্যমে ঘরে বসে খুব সহজেই পৃথিবীর _{বিভি} দেশের টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠান উপভোগ করা যায়। তবে ডিশ এন্টেনার সহজ্ঞলভ্যতার যেমন সক্ষ রয়েছে, তেমনি রয়েছে এর দীর্ঘমেয়াদি কৃষ্ণন। তাই আজ বিশ্বব্যাপি ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েতে হে ডিশ এন্টেনার মাধ্যমে প্রচারিত অনুষ্ঠান মানবিক বিকাশ ও সভ্যতার উৎকর্ষে কতটক কার্যকর।

স্যাটেলাইট ও ডিশ এন্টেনা : ডিশ এন্টেনা মূলত স্যাটেলাইটের অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য ব্যবহৃত বিশ্ব এন্টেনা। এটি সাধারণ দেশীয় টিভিতে ব্যবহৃত এন্টেনার তুলনায় ভিন্নতর ও বড়। বর্তমানে মহাপুন অসংখ্য স্যাটেলাইট স্থাপিত হয়েছে। এশিয়া অঞ্চলে স্থাপিত স্যাটেলাইটগুলোর অন্যতম হলো এন্ স্যাট। হংকংভিত্তিক এ স্যাটেলাইটটি বিষুব রেখা থেকে প্রায় ২২ হাজার মাইল ওপরে অবস্থিত এরকা অসংখ্য স্যাটেলাইটের মধ্যে একটি। এটি অক্ষরেখার সাথে ১০৫ ডিগ্রি কৌণিক অবস্থানে রয়েছে। পাশাপাশি অন্যান্য স্যাটেলাইটের মধ্যে রয়েছে ইন্দোনেশিয়ার তিনটি পালাপা, তিনটি চীনা সাই রাশিয়ার দুটি, ইউরোপীয় ইন্টারন্যাশনাল ইনটেলস্যাট। এগুলো ঠিক ইকুয়েডরের ওপরে অবহিত। আর এশিয়া স্যাটের অবস্থান সিঙ্গাপুরের ওপর। হংকংয়ের ওয়াম্পাও গ্রুপ হাচিসানের সঙ্গে যৌথতার এ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে অনুষ্ঠান প্রচার করে। একটি প্রাইভেট কোম্পানি স্টার টিভি এটির মালিক।

বাংলাদেশে ডিশ এন্টেনার ব্যবহার তরু হয় ১৯৯২ সালে। বর্তমানে আমাদের প্রায় সব শহরেই জি এন্টেনার ব্যবহার রয়েছে। এমনকি তা গ্রামাঞ্চলেও ক্রমান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। এই সম্প্রচার প্রচলন কাল (Cable) সংযুক্তির মাধ্যমে সম্ভব হঙ্গে। একটি ডিশ থেকে ক্যাবল সংযোগের মাধ্যমে পঞ্চাশ বা একটি টিভি গ্রাহক স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলগুলো দেখতে পারে। তারা এককালীন ২০০০ টাকা এবং ম কমবেশি ২০০ টাকা ভাড়া দিয়ে ঘরে বসে স্যাটেলাইট নেটগুয়ার্কের অনুষ্ঠানগুলো উপভোগ করে থাকে ডিশ এন্টেনার সুষ্ণল : ডিশ এন্টেনার প্রভাব ও পরিণতি নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক থাকলেও ডিশ এন্টে

যে ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। যেমন—

 দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ও প্রসার : বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্রবের যুগে তা থেকে পালিয়ে বাঁচার ^ট খৌজার অর্থ হলো নিজেকে বঞ্চিত করা। এ প্রেক্ষিতে ডিশ এন্টেনার প্রচলন থেকে দূরে ^{প্রার্থ} নিজের দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারকে বাধার্যস্ত করা। বরং এর প্রচলন আমাদেরকে বিভিন্ন সমাজ, স^{ভাতা} সংষ্কৃতির সাথে যেভাবে পরিচিত হওয়ার অপার সুযোগ সৃষ্টি করে, তা যে কোনো দেশের জন দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ও প্রসারের সুযোগ এনে দেয়। মানুষ তার নিজের সাথে অপরের যোগসূত্র ভাবতে শিখে এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে মানিয়ে নেয়ার উপযোগী করে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে

রিশ্বায়নের বৃহত্তর প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ : বিশ্বায়নের প্রভাবে মানুষ বিশ্বের আনাচে-কানাচে ক্রমানেই থাকুক না কেন তাকে অন্যান্য সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসতেই হচ্ছে। আৰ এটা তার নিজ স্বার্থেই প্রয়োজন। কেননা বিশ্বায়ন মানুষকে তার জ্ঞান-বিজ্ঞান, অভিজ্ঞতা, স্পাদ সবকিছুই অপরের সাথে সর্গন্নিষ্ট হয়ে ভোগ বা বিতরণ করতে বাধ্য করছে। এমতাবস্থায় এন্টেনার মাধ্যমে স্যাটেলাইটের সম্প্রসারিত প্রক্রিয়ায় অনুপ্রবেশ করলে মানুষ বিশ্বায়নের ক্রম্বর প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। নতুবা জগতের স্বাভাবিক নিয়মে অন্যরা তাকে আছণ করবে কিন্ত নিজের অজ্ঞতার কারণে সে কেবল শোষিতই হবে।

লিবোগিতার মাধ্যমে সামর্থ্য অর্জন : প্রতিযোগিতামূলক এ বিশ্বব্যবস্থায় মুখ লুকিয়ে রেখে ক্রার উপায় নেই। বরং প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমেই সামর্থা অর্জন ত্তরতে হবে। এমতাবস্থায় নানা অজ্বহাত দেখিয়ে ডিশ এন্টেনার বিরুদ্ধে না দাঁডিয়ে ববং সাটেলাইটের বৃহত্তর জগতে অনুপ্রবেশ করে অন্যান্য জাতি, গোষ্ঠী ও সংস্কৃতিসমূহের পাশে নিক্ষের অবস্তান গড়ে নিতে চেষ্টা করাটাই বেশি বামবসম্বত ।

 আন্তর্জাতিক বাজার ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ : আজকাল স্যাটেলাইট প্রযুক্তি বিনোদনের চেয়ে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যেই বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই ডিশ এন্টেনার মাধ্যমে স্যাটেলাইটের বৃহত্তর জ্বাতে ব্যাপক অনুপ্রবেশের সুযোগ নিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে নিজেদের পদ্যের পসরা উপস্থিত করা যায়। এতে দেশীয় শিল্পগুলো রপ্তানিমুখী করারও সুযোগ সৃষ্টি হয়।

ে যুঁতিহাস-ঐতিহ্যের প্রচার ও প্রসার : প্রতিটি জাতিরই নিজম্ব ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে, যা জ্যান্য জাতির জন্য শিক্ষণীয়, অনুসরণীয় এবং প্রেরণাদায়ক হতে পারে। এগুলো ডিশ এন্টেনার মাধ্যমে নিজের জাতি ও দেশের বাইরে পৌছে দিতে পারলে বিশ্ব দরবারে নিজের যেমন মাথা উঁচু ইয়, তেমনি অন্যান্য জাতি এবং জনগোষ্ঠীও উপকৃত হয়।

🌣 শিক্ষা বিস্তার : শিক্ষা বিস্তারেও ডিশ এন্টেনার বিরাট ভূমিকা থাকতে পারে। এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা দশ-বিদেশের বিভিন্ন বিষয়, শিক্ষাব্যবস্থা, পদ্ধতি ও আচার-আচরণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করে নিজের জ্জ্বী ভুবন তৈরি করতে শেখে। এতে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের প্রসারতা ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র বৃদ্ধি পায়।

🎙 विजामन्त्रत ক্ষেত্র প্রসার : ডিশ এন্টেনার প্রচলনের মাধ্যমে বিনোদনের ক্ষেত্র অনেক দূর ^{এশারিত} হয়। দেশীয় সাংস্কৃতিক পরিমন্তলের বাইরে অনুপ্রবেশের ফলে বিনোদনের সুযোগ বৃদ্ধি ায় এবং দেশীয় সংশ্রতির সাথে বিনোদনের নতুন নতুন মাধ্যম ও উপকরণ যুক্ত হতে থাকে।

এটেনার কৃষ্ণল : আধুনিক সভ্যতা আর সংষ্কৃতির অন্যতম বাহন হিসেবে ভিশ এন্টেনা

। ত্বিলার কৃষ্ণল : আধুনিক সভ্যতা আর সংস্কৃতির অন্যতম বাহন হিসেবে ভিশ এন্টেনা

। ত্বিলার কৃষ্ণল : আধুনিক সভ্যতা আর সংস্কৃতির অন্যতম বাহন হিসেবে ভিশ এন্টেনা

। ত্বিলার কৃষ্ণল : আধুনিক সভ্যতা আর সংস্কৃতির অন্যতম বাহন হিসেবে ভিশ এন্টেনা

। ত্বিলার কৃষ্ণল : আধুনিক সভ্যতা আর সংস্কৃতির অন্যতম বাহন হিসেবে ভিশ এন্টেনা

। ত্বিলার কৃষ্ণল : আধুনিক সভ্যতা আর সংস্কৃতির অন্যতম বাহন হিসেবে ভিশ এন্টেনা

। ত্বিলার কৃষ্ণল : আধুনিক সভ্যতা আর সংস্কৃতির অন্যতম বাহন হিসেবে ভিশ এন্টেনা

। ত্বিলার কৃষ্ণল : আধুনিক সভ্যতা আর সংস্কৃতির অন্যতম বাহন হিসেবে ভিশ এন্টেনা

। ত্বিলার কৃষ্ণল : আধুনিক সভ্যতা আর সংস্কৃতির অন্যতম বাহন হিসেবে ভিশ এন্টেনা

। ত্বিলার ক্রিলের বাহন হিসেবে ভিশ এন্টেনা

। ত্বিলার বাহন হিসাবে বাহন হিসেবে ভিশ এন্টেনা

। ত্বিলার বাহন হিসেবে বাহন হিসাবে বাহন হিসেবে

। ত্বিলার বাহন হিসেবে বাহন হিসাবে বাহন হি ক্ষর হাজত বিশ্বে, বিশেষত উন্নয়নশীল বিশ্বে এর নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে নানা কথা হচ্ছে। নিম্নে অউনার কুফলসমূহ আলোচনা করা হলো :

শিক্তীৰ সম্ভেতির ক্ষয়সাধন : ভিশ এন্টেনা বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিকে বিদেশী সংস্কৃতির প্রতর ক্ষয়সাধন : তেন অফেনা নেতম আত নিয়ে আসার ফলে অনেক ক্ষেত্রে দেশীয় সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্যের বিলুপ্তির মতো করুণ ন্ধ্র আসার ফলে অনেক ক্ষেত্রে চাশার শংকুক, তাল আমার সংস্কৃতি ভাগ করতে হচ্ছে। বিশেষ করে পশ্চিমা চাকচিক্যপূর্ব প্রাণহীন সংস্কৃতি দেশীয় সংস্কৃতি ক্ষিতে ২০২। সংগ্রাম স্থান স্থান সংগ্রাম সাংস্কৃতিক আধিপত্যের যে নীতি ক্ষিত দায়া। অয়ুক্তর পক্ষালায়ওল্প নাত্যক। নাত্যক। ক্ষুত্রক্ত তাতে উন্নয়নশীল দেশসমূহ তাদের দেশীয় সংস্কৃতিকে আর টিকিয়ে রাখতে পারছে না।

- ২. শৈতিক অধোপতি: প্রতিটি সংস্কৃতিই একটা নোখ, বিচার আর শৈতিক মানদারের ওপর প্রতিটিত।
 কিন্তু ডিল এন্টেনার ব্যাপকভার বিদেশী সাংস্কৃতিক আমাসনের কলেল পড়ে দেশীর সংস্কৃতির এ মৌনিত
 কিন্তু ডিল এন্টেনার ব্যাপকভার বিদেশী সাংস্কৃতিক আমাসনের কলেল পড়ে দেশীর সাংগ্রিক
 কৈনিত্তী টিকে অকছে লা। বিশোষত পশ্চিমা লোগায়েকটা সংগ্রেক আমাপত ও সামাজিক মানুত্রক
 জীবনাবোধন সাথে কেমানা। তাই কেবা যার, একন সমাজের আন্দাপ তথা মুবাল্লীর মানে শৈতিক
 ক্রিকিটি সমাজ করে প্রকাশ করে এবং তা সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ার।
- ৩. পশ্চিমের ওপর নির্ভাগীলতা : সক্তর ও আদির দশকে উন্নয়নদীল দেশগলোর উন্নত দেশের ওপর নির্ভাগীলতার বিষয়ে যে তোলপাড় তক্ষ হয়েছিল তার একটি অল্যতম বিষয়ে বিষয় ছিল সার্কৃতিক ও প্রমুক্তিগত নির্ভাগীলতা। ভিশ এটেনার ব্যাপক প্রচলনই এ নির্ভাগীলতাকে উত্তিকর করার তথা মাধ্যম। কেনান এর মাধ্যমে একদিকে যেদে সাস্তৃতিক স্বতীয়তা হারিয়ে উন্নয়নদীল দেশগলো পশ্চিমে ওপর নির্ভাগীল হাছে, তেমনি সায়টেলাইট প্রসূতি আমনানির জন্যও পশ্চিমের ওপরই নির্ভাগ করতে হছে।
- ৫. সংস্কৃতির পণ্যায়ন: সংস্কৃতি মানুবের একান্তই নিজস্ব এবং প্রতিটি মানুবই তার নিজের সাহিত্য ও সংস্কৃতির মানে নিজের পরিচয় ও অভিত্বের সন্ধান পায়। কিছু ভিশ এটেনার বাগালক বাবহারে মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আমাননি-রজনির বাগিজ্য এতই বসারিত হয়েছে বে, সংস্কৃতি একার মানিক শান্তি ও আর্থিক প্রশান্তির পোরাক মান বাং সংস্কৃতি একা এক মন্তনের পশ্যা গলিত হয়েছে। সংস্কৃতি একা এক মন্তনের পশ্যা গলিত হয়েছে। সংস্কৃতি একা এক মন্তনের পশান্তার বিশ্ব সভাতার আগামী নিকলোর জন্য একটি অর্শনি সংকেত।
- ত, নাগাৰ বিশ্বায়ন : মানুষ ইতিহাসের অনেকগুলো ধাপ পেরিয়ে আনকের এ সভাতার পর্যায় ওপীত হয়েছে। আদিন মুগে সানুষ যকন পোলাক আবিকার করেনি তথান আরা উলাল ছিল। দিবু সভাতর মুক্তার পর্যায়া এফোও উলাকতাকে সভাতা বলে চালিয়ে দেয়ার যে অপপ্রয়াস্থা তার অভ্যাত্ত মানুষ্টা হতি তিপ এফোন। পাতিসাদের এ পতাসন্পাত্ত ও মাধ্যমণির আপ্রায় আজ সভাতা বলে বিশ্বয়ালী প্রার্থিত হয়েছ। নাগানুর বিশ্বায়নের জ্বাণা পশ্চিমারা আজ ভিশ এফোনের ব্যাপকভাবে বাবহার করছে।
- পুঁজনাদের মুখপাত্র: ভিশ এটেলার মাধ্যমে বিবিটা, সিধানধদ, প্রবিদ, কার টিভিসহ দেটি
 হিলেদী চ্যানেগতবা মূলত পুঁজনাদের মুখপাতা হিলেমেই ভূমিকা পালন করছে। ধরা প্রতিক্রা
 পগ্যের বিজ্ঞাপন, পুঁজনাদী শাভিতবালর প্রশংলা আর বাদী প্রচার করে পুঁজনাদকে আরে জি
 কার শোলাকক স্থানী করতে সংঘারত ভূমিকা পালন করছে।

উপনহয়ে : উপরোক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ছিলা এটেনার নেতিবাচক নিক থাককেও আর্থা সভাতার অলাতম আবিষ্কার এ মাধার্মাটিকে উপোক্ষা করার কোনো উপায় নেই। কোননা বিষয়ান আর্থা বিপ্রসের এ কিছবাবাস্থ্য থেকে বেরিয়ে যাধারার অর্থা হলা নিজেকে সভাতা বাকে জালালা করে বাবা কোনো আবিক্ত জলাই সুক্তব্য নয়। কোনা কৃষ্টীয় বিকের দেশকলোর অর্থানিকিক দারিয়া থারা আইন নেউনিয়ালার সুযোগ পশ্চিমা লোককা আত্মক আর্থাই এখন করেছে। এবার আক্ষানিক দারিয়া থারা আইন পালা। সুত্রাই তাকে উপোক্ষা করা আক্ষান্ত বাকা বিশ্ব করে বাকা বাবা করিব বালার আইন আইন উপোক্ষা করা আক্ষান্ত বাকা নিজেক বাকা বিশ্ব করিব। বাকা

বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্ব



ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক : একটি মূল্যায়ন

/১৮তম বিসিএস/

ন্ধাৰণ : বাংলাদেশ-ভাৱত সন্দৰ্শক ৰাংলাদেশৰ বৈদ্যোগন নিহিতে এনাইট অন্যতম কৰাত্মপূৰ্ণ বিশ্ব। । এতাৰণী বাটি হিসেবে দেশ দুটোন সন্দৰ্শকে তিত্তি এতিহালিক। বাংলাদেশ ও ভাৱত দুটি পূৰক বাট্ট যোগত উজ্জা দেশৰ বাহালিকৈত ক পান্তুকিক ক্ষেত্ৰা অপুৰ্ব মিশ ব্যৱহাৰ। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশৰ বাংলাক ক্ষুদ্ধে ভাৱতেও অবস্থান দেশ দুটোকে আবো কাঞ্চলাছি নিয়ে প্ৰেস্কেছ। এ সময় ভাৱতেও সাধাৰ মানুন্য আন্দৰ্শকে বাংলাক কাম কৰা কাম কৰিছিল কৰা কৰিছিল আবা কাম কৰা কাম কৰা কৰিছিল কৰা কৰিছিল কৰা কৰিছিল কৰা কৰিছিল আবা কাম কৰা কিছু বিশাত প্ৰায় সাড়ে তিল দলকে সীনান্ত প্ৰশাক্ষাৰ বিক্ৰান্তমেন অসহিছ্য কাৰ্কিকলাল কাম কৰা কিছু বিশাত প্ৰায় সাড়ে তিল দলকে সীনান্ত প্ৰশাক্ষাৰ বিক্ৰান্তমেন অসহিছ্য কাৰ্কিকলাল কাম কৰা কিছু বিশালিক সমন্যা বাংলাদেশ-খনক সম্পৰ্যক অনকটা মাটল ধৰিয়েছে। এই কলে কাৰ্ম্যক্ষাৰ মৃষ্ট কেলেৰ সামান্ত্ৰিক সন্পৰ্যক্তি বাহাছ।

্রাদেশ-ভারত সম্পর্কের নানাদিক : বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের নানাদিক নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- ব্যৱস্থান একত সম্পাদক নানানাক : বালাদেশ- তাতত সম্পাদক নানানাক নামে তাত্ৰেব কৰা হৈছে।
 স্বীৰ্যন্ত সমস্যা : বালাদেশ-ভাতৰ সীয়াভ সমস্যান বালাদ্যলত ১৯৪৭ সালত হলত বালাদেশ
 ক্ষাৰীম হুজার পর এ সমস্যা প্রকটি আকার ধারণ করে। তথু ২০০০ সালের পর সীমান্তবর্তী
 ক্ষিন্ত এজাকার বিক্রমন্তব্যক হাতে দিহত হাতেছেন প্রাঃ ১৫০০ সাধারণ মানুহ এবং বিভিত্তার
 ক্ষা। বালাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী এলাকার দেশের বালাদেশী বসবাস করছেন তাদের নাগরিক
 ক্ষারা বালাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী এলাকার দেশের বালাদেশী বসবাস করছেন তাদের নাগরিক
 ক্ষাবালার সুযোগ-সুবিধাসহ মানাবিধিকার লাজিত হলে প্রতিনিয়ত। সীমান্ত এখন বাহা সানা
 ক্ষার্য উত্তর্জ থাকে। সেখানে উত্তেজনা, 'বাংকার'কান', 'রেড এলাট', 'ফ্রাগমিটিং', 'ক্ষাব্য ভলি'
 ক্ষান্য নিতালিকের ঘটনা হয়ে বান্তিব্যক্তে। সীমান্তব্যক্তিক এদকল সমস্যা দু'বাট্রের মধ্যে বিপন্তীয়
 ক্ষাব্যক্তির করেন আমান্ত মানাকথার ক্ষাবিক প্রব

আছে। এহাড়া পঞ্চগড়, রাজশাহী কৃষ্টিয়া ও ফেনীসহ কয়েকটি এলাকায় ভারতের সঙ্গে বাংলাদেক ৩৫.৫ কিলোমিটার এলাকা চিক্তিত হওয়ার পর স্থায়ীভাবে কর্বক্রটোর সীমানা পিলার বসানো হতে এর মূল কারণ ভারতীয় কর্তপক্ষের অসহযোগিতা। এর বাইরেও বাংলাদেশ এবং ভারতের ম_{লে} রয়েছে বেশকিছ অদখলীয় জমি ও ছিটমহল, যা দদেশের মধ্যে বিরোধ সষ্টির অন্যতম কারণ।

- ৩. বালোদেশ-ভারত সীমান্তে উরেজনাপূর্ণ এলাকা : বালোদেশ-ভারত আন্তর্জতিক সীমানার প্রায় পুরোচ জ্যতেই সারা বছর উল্লেজনা বিরাজ করে। তাবে এর মধ্যে কিছ কিছু সীমান্ত এলাকা বেশি স্পর্শনাত এসব স্পর্শকাতর এলাকা দেশের উত্তরাধল, পূর্বাধল ও পশ্চিমাধ্বলেই বেশি। এগুলো হলো :
 - পঞ্চগড জেলা সীমান্ত।
 - ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গি ও হ্রিপুর সীমান্ত।

 - 🗕 জয়পুরহাটের উচনা সীমান্ত।
 - সাতক্ষীরার কলারোয়া, দেবহাটা ও কালীগঞ্জ সীমান্ত।
 - চুরাভাঙ্গার দামুভ্হদা ও জীবননগর সীমান্ত।
 - সেহেরপুরের গাংনী ও মুজিবনগর সীমান্ত।
 - লালমনিরহাটের পাট্যাম সীমান্ত
 - চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ, গোমস্তাপুর ও ভোলাহাট সীমান্ত
 - রাজশাহী জেলার পবা, গোদাগাড়ি ও চারঘাট সীমান্ত।
 - কৃড়িগ্রাম জেলার রৌমারী, ভুরুঙ্গামারী, রাজিবপুর ও নাগেশ্বরী সীমান্ত।
 - কেনী জেলার ফুলগাজি সীমান্ত।
 - 🗕 সিলেটের পাদুয়া, জকিগঞ্জ, বিয়ানীবাজার ও জৈন্তাপুর সীমান্ত।
 - যশোরের বেনাপোল, শার্শা, ঝিকরগাছা সীমান্ত।
 - ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট সীমান্ত।
 - নেত্রকোণার বাদামবাড়ি সীমান্ত।
 - কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম ও বুড়িচং সীমান্ত।
 - সীমান্ত সমস্যার কারণ এবং বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এব প্রতিক্রিয়া : যে কোনো দেশ (স্থলভাগ, জলাভূমি, ননী, অরণ্য ও পাহড়বেষ্টিত) সীমান্তরেখা সূচারুরূপে চিহ্নিত করা হুর জী এবং দুরহ কাজ। এই জটিল কাজটি সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন না হওয়ায় সীমান্ত সংক্রান্ত নানা সমস্য সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের বেশ কয়েকটি সুনির্নিষ্ট সমস্যা দু দেশের সম্পর্কে অনেভর্মী
 - ফাটল ধরিয়েছে। এগুলো হল্ছে-ক. সীমান্তে জিরো লাইনের কাছাকাছি দেখামাত্র বিএসএফ-এর গুলিবর্ষণ।
 - খ. বিএসএফ সদস্যদের বাংলদেশ ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ ও অসহনশীলতা।
 - গ. সীমান্তবর্তী বাংলাদেশী গ্রাম ভারতীয় দুর্বৃত্তদের হানা, ভাকতি, সুটপটি, হামলা ও ভাগতি এবং কৃষকদের ক্ষেতের ফাল কেটে নিয়ে যাওয়া।
 - ঘ. ৬.৫ কিলোমিটার সীমানা (মুই খাতা, মুহরির চর, লাঠিটিলা এলাকা) চিহ্নিত না হওয়া
 - ঙ, তথাকথিত বাংলাভাষীদের রাংলাদেশ ভূখণ্ডে ঠেলে পাঠানোর চেষ্টা।

- বাংলাদেশ এবং ভারতের অভ্যন্তরে থাকা ১৬২টি ছিটমহলের সমাধান না হওয়া
- ্ব স্থানীয় লোকজনের মধ্যে বিরোধ এবং ছিটমহলের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা।
- ক্র ভারত এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা ৬ হাজার একরেরও বেশি অপদখলীয় জমি হস্তান্তর না হওয়া। ন্ত চোরাচালানি নিয়ে দু দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে বিরোধ।
- ভারতীয় বিচ্ছিনুতাবাদীদের বাংলাদেশে ঘাঁটি থাকার অভিযোগ।

এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৭৪ সালে মুজিব-ইন্দিরা চক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। বাংলাদেশ এ মক্তি স্বাক্ষরের পর সংসদে তা অনুমোদন করে ভারতকে বেরুবাড়ি ছিটমহল হস্তান্তর করলেও ভারত ক্রেলিনেও সে চক্তি বাস্তবায়ন করেনি। চক্তির ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ তাৎক্ষণিকভাবে স্মরতকে কয়েকটি ছিটমহল ছেডে দিলেও ভারত বাংলাদেশের দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিটমহল ন্তাবহারের জন্য পাট্যাম থানার ১৭৮ × ৮৫ মিটার এলাকা (যা তিন বিঘা করিডোর নামে পরিচিত) সময় উন্তক্ত করে দেয়নি। এ করিডোর নিয়ে ১৯৮২ সালে এরশাদ-ইন্দিরা চক্তি হয়। চক্তির শর্ত অন্যায়ী ভারত অনতিবিলম্বে বাংলাদেশী মূলার ১ টাকা কর গ্রহণের মাধ্যমে তিন বিঘা করিডোর বাংলাদেশকে লিজ দিতে রাজি হয়। ১৯৯২ সালে বাংলাদেশের সাথে ভারতের আরেকটি চুক্তি হয় জন বিঘা করিডোরের ব্যবহার বিধি নিয়ে। চক্তি অনুসারে ১৯৯২ সালের ৬ জুন ভারত সরকার ভিনবিদ্যা করিভোর দিয়ে ১ ঘণ্টা পরপর চলাচলের জন্য স্থোগ দেয়।

ু সীমানা নির্ধারণ প্রক্রিয়া ও ছিটমহল সংক্রান্ত সমস্যা : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সমস্যার আরেকটি অন্যতম কারণ হলো অপদখলীয় ছিটমহল। বাংলাদেশের সঙ্গে মিয়ানমারসহ ভারতের ৪৫১০ কিলোমিটার এলাকায় সীমানা জরিপ ও তা চিহ্নিত করার কাজ ওরু হয় ১৯৫২ সালে। মৌজা ম্যাপ অন্যায়ী সীমানা চিহ্নিত করতে বসানো শুরু হয় তিন ধরনের পিলার। দাগ নম্বর চিহ্নিত জমির সুবিধামতো স্থানে ৫ ফুট উঁচু কংক্রিটের তৈরি মেইন পিলার এবং দুই মেইন পিদারের মাঝে স্থাপন করা হয় আড়াইফুট উঁচু অনেক সাব পিলার। মৌজার প্রতিটি জমির দাগ নম্বরের পাশে বসানো হয় 'টি' পিলার। প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশ সীমান্তে মেইন পিলার ও মারপিলারের সংখ্যা ৫৫ হাজারের বেশি। 'টি' পিলারের সংখ্যা ১ লাখের অধিক।

ষাধীনতার পর ভারত-বাংলাদেশের জরিপ কর্মকর্তারা সীমান্ত এলাকার প্রতি ১ মাইল জায়গার স্ত্রিপম্যাপ তৈরির মাধ্যমে সীমান্ত জরিপ করেছেন, যা এখনো শেষ হয়নি। সাতক্ষীরা এবং দক্ষিণ চবিবশ পরগনার মধ্যে সীমান্ত হিসেবে চিহ্নিত হাডিয়াভান্তা নদীর মোহনায় প্রায় ৩০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে জেগে ওঠা শিক্ষ্য তালপট্টি শ্বীপটির মালিকানা দাবি করে ভারত। এতেও অনাকান্তিকত সমস্যার সৃষ্টি হয়।

িট্টমহলের খতিয়ান : ভুমি জরিপ অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী ভারতের ভেতর বাংলাদেশের ^{হিটমহশের} সংখ্যা মোট ৫১টি (লালমনিরহাট জেলার ৩৩টি ও কুড়িগ্রাম জেলার ১৮টি), যার ^{জাট} আয়তন ১১.৪৬৮০ বর্গমাইল (৭০৮৩,৫২ একর) এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের ভিন্নবলের সংখ্যা ১১১টি (লালমনিরহাট ৫৯টি, পঞ্চগড়ে ৩৬টি, নীলফামারীতে ৪টি এবং ইডিয়ামে ১২টি), যার আয়তন ২৬.৯৬৬ বর্গমাইল (১৭২৫৮.২৪ একর)।

^{জরতের} হিসাব মতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের মোট ছিটমহল ১৩০টি। এর মধ্যে ১১৯টি অব্রেরোগ্য এবং ১১টি অহস্তান্তরযোগ্য। অপরদিকে ভারতের ভেতর বাংলাদেশের মোট কিন্দুরলে ৯১টি। এর মধ্যে ৬৮টি হস্তান্তরযোগ্য, ২৩টি অহস্তান্তরযোগ্য।

সীমান্ত সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান : সীমান্ত সমস্যা সমাধান বাংলাদেশ-ভারত উভয় দেশের জনাং অত্যন্ত জরুর্দর। কেননা এর ফলে উভয় দেশই বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রন্ত হচ্ছে। তাই এই অনাক্যক্তিঃ সমস্যা সমাধানে নিচের পদক্ষেপগুলো নেয়া যেতে পারে :

- ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ২, অদ্যাবধি অমীমার্থসিত ৬.৫ কিমি, সীমান্ত দ্রুত চিহ্নিত করে এ ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হরে।
- ভারতের আধিপত্যবাদী মনোভাব পরিত্যাগ করে বন্ধুসুলভ মনোবৃত্তি নিয়ে এ সমস্যা সমাধান এগিয়ে আসতে হবে।
- ছিটমহল অধিবাসীদের সকল নাগরিক সুবিধা প্রদান করে মূল ভূ-খণ্ডে তাদের নির্বিত্নে যাতায়ায় নিশ্চিত করতে হবে।
- দেশের মূল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্রোতে ছিটমহলের অধিবাসীদের সম্পৃক্ত করতে হবে।
- ৬, দু দেশের সীমান্তরক্ষীদের এ ব্যাপারে পরম সহিষ্কৃতার পরিচয় দিতে হবে।
- ৭, চুক্তি বাস্তবায়নে দু দেশের কূটনৈতিক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ভূমিকা পালন করতে হবে।

উল্লেখ্য, ছিটমহল সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ ও ভারতের আলোচনার অনেক দুর অগ্রগতি হয়েছে।

- পানিবন্টন সমস্যা : স্বাধীনতা লাভের পরই বাংলাদেশ প্রথম যে সমস্যার সন্মুখীন হয় তা হলো পানি বন্দ্র সমস্যা। বাংলাদেশের সব নদীর প্রবাহই ভারতের ভেডর দিয়ে এসেছে বলে পানি প্রবাহের ক্ষেত্রে ভারতে ওপর এ দেশ নির্ভরশীল। ভারত ইচ্ছা করলেই বিভিন্ন নদীর প্রবাহের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সময়। বাংগাদেশের জন্য নদীর পানি কৃষিকাজ, শিল্প-কারখানা, নদীপথে যাতায়াত ও প্রাকৃতিক ভারসায়োর জন একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু ভারত বাংলাদেশের এই প্রয়োজনীয়তাকে মোটেই পান্তা দেয় নি।
 - ভারত ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করার ফলে পদ্মার প্রবাহ স্থবির হয়ে পড়ে। অথচ আন্তর্জাতিক নিয় অনুযায়ী কোনো দেশের মধ্য দিয়ে নদী অন্য দেশে প্রবাহিত হলে তার নিয়ন্ত্রণ সিদ্ধ নয়। ভারে এই নিয়ম মান্য করে প্রতিবেশী বাংলাদেশের মতো ছোট একটি দেশকে রক্ষা করার কেত্রে আ হয়নি। যে ফারাক্কা বাঁধ নিয়ে এত বিতর্ক, বর্তমানে তা স্তিমিত হয়ে পড়লেও সম্প্রতি ভারত গ অভ্যন্তরস্থ নদীগুলোর প্রবাহ খাল কেটে অন্যাদিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় অগ্রসর হওয়ার বাংলাদেশ আরো বিপদ্র হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের এ সম্পর্কিত প্রতিবাদ ভারতের মনঃপুত হর্নে।
- ২. আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প : আগামী ৫০ বছরের ক্রমবর্ধমান পানির চাহিদা পুরণের লফো গ্রু ব্রত্মপুত্র এবং এর অববাহিকার সকল নদ-নদীর পানি বাঁধ, জলাধার ও সংযোগ খালের মার্থা প্রত্যাহার করে ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, এমনকি দক্ষিণের কাবেরি নদী পর্যন্ত 🕻 নিয়ে খরাপীড়িত অঞ্চলে পানি সরবরাহের জন্য ভারত যে মহাপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে ^ত River Inter-linking Project বা আন্তঃদদী সংযোগ প্রকল্প নামে পরিচিত।

এই প্রকল্পের আওতায় ৩৭টি ছোট-বড় নদীকে ৩০টি থালের মাধ্যমে সংযোগ ঘটিয়ে ৭৪টি জলাধার সংবক্ষণ করে পানির প্রবাহ ঘুরিয়ে ভারতের উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের খরাপ্রবণ রাজার্ত বন্টন করে কৃষিকাজে ব্যবহার করা হবে। ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার পানি পশ্চিমবন্ধ, উড়িয়া হয়ে ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণটিক দিয়ে তালিমনাভূতে নিয়ে যাওয়া হবে। আর গঙ্গার পানি পৌঁচ^{বে} প্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং গুজরাটে। ১২০০ কিমি দীর্ঘ কৃত্রিম নদী সম্বলিত এই প্রকল্পের ম ভারত গঙ্গা গুরুত্মপুত্রের এক-ভূতীয়াংশ পানি তথা ১৭৩ বিলিয়ন ঘনমিটার পানি সরিয়ে নিতে স^{ত্রুর ই} কোট-বড় মিলে বাংলাদেশে রয়েছে ২৩০টির মতো নদ-নদী। এগুলোর মধ্যে ৫৭টি হলো আর্ম্বর্জতিক—এর মধ্যে ৫৪টি এসেছে ভারত থেকে এবং বাকি তিনটি মিয়ানমার থেকে। বাংলাদেশের অবস্থান ভাটিতে হওয়ায় উজানে যে কোনো ধরনের পানি নিয়ন্ত্রণের প্রত্যক্ষ প্রভাব বাংলাদেশের ওপর ক্রমে। কিন্তু ভারত বাংলাদেশের স্বার্থের দিকে ক্রক্ষেপ না করে দু দেশের অভিনু সম্পদ পানি নিয়ে স্কৃত্বস্তু শুরু করে ১৯৫৬ সাল থেকে। কোলকাতা বন্দরের নাব্যতা বৃদ্ধির অজুহাতে ভারত পশ্চিমবাংলার অধিদাবাদ জেলার রাজমহল ও ভগবান গোলার মাঝে ফারাকায় এক মরণবাঁধ নির্মাণ শুরু করে ১৯৫৬ লালে। রাজশাহী সীমান্ত থেকে ১৬ কিমি উজানে গঙ্গা নদীর ওপর নির্মিত এই বাঁধের কাজ শেষ হয় ১৯৬৯ সালে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় এই বাঁধ চালু হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের উত্তর-প্রতিমাঞ্চলে মরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। পানি সম্পর্কিত বিপাক্ষিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ১৯৭২ সালে গঠিত বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশনের (Joint Rivers Commission) মাধ্যমে ভারতীয় নীতির প্রতিবাদ করেও বাংলাদেশের কোনো লাভ হয়নি। অতঃপর বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানিবন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্ত এই চুক্তিতে কোনো গ্যারান্টি ক্রোজ না থাকায় বাংলাদেশ পানির ন্যায্য হিস্যা পাচ্ছে না। অধিকন্ত ভারত তার সাম্পৃতিক আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের অন্তিত ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। তথ জাই নয়, ভারত সিলেট সীমান্তবর্তী বরাক নদীর ওপর পানি-বিদাৎ উৎপাদন বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে সরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি নিয়ন্ত্রণ করে দেশের পূর্বাঞ্চলকেও তকিয়ে মারার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

- গ্যাস রপ্তানি বিতর্ক : বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের অন্যতম সমস্যা হলো গ্যাস রপ্তানি সংক্রান্ত সমস্যা। বাংলাদেশে যে পরিমাণ গ্যাস রক্ষিত আছে তা বহির্বাণিজ্যের জন্য কোনো অংশেই অনকল নয়। অথচ গ্যাস রপ্তানির জন্য বাংলাদেশের ওপর অবিরাম চাপ সৃষ্টি করে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল এক পর্যায়ে ঠেলে দেয়া হয়েছে। সামাজ্যবাদী শক্তি সব সময় চায় ছোট দেশগুলো দরিদ থেকে তাদের দয়ার ওপর নির্ভরশীল থাকুক। তাহলে ছোট দেশগুলোকে নিয়ে পুতুলের মতো খেলা করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশ ভারতে তেল রপ্তানির ক্ষেত্রে সম্মত না হলে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ ফান্ত যে কোনো সময়ে তাদের ঋণ বন্ধ করে দিতে পারে। আমেরিকা তার দেশে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি বন্ধ করে দিয়ে হাজার হাজার নর-নারীর জীবনে বেকারতু সৃষ্টি করতে সক্ষম।
- স্কর্তবাপিজ্য চুক্তি : বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চলছে ভারসাম্যহীনতা। তার উপর সম্প্রতি বাংলাদেশকে পড়তে হঙ্গেং আরেকটি নতুন সমস্যায় এই সমস্যাটি হলো ভারতের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। এক্ষেত্রে দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো ও শিল্পোন্রয়নের দিকটি গভীরভাবে বিরেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন। তার কারণ, মুক্তবাণিজ্য সমশ্রেণীর দৃটি দেশের মধ্যে প্রচলন যত ইবিধাজনক, অসম দৃটি দেশের ক্ষেত্রে সেই সুবিধা আশা করা কঠিন। তাই বর্তমানে দেশের বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান যে পণ্য উৎপাদন করে তা দেশের চাহিদা মেটাতে প্রায় সক্ষম। ভারতকে বাংলাদেশে মুক্তভাবে শুল্যের প্রবেশাধিকার দিলে বাংলাদেশের উৎপাদিত পণ্য অবিক্রীত থাকবে এবং তার ফলে শিল্প ক্ষরখানার যে ক্ষতি হবে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়বে কারখানায় কর্মরত কর্মচারীদের ওপর।
- অনিঞ্জিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট : বাংলাদেশ ভারতের তুলনায় ছোট দেশ হলেও ভৌগোলিক বিবেচনায় সরত বাংলাদেশের নিকট একটি ক্ষেত্রে আটক রয়েছে। ভারতের যে পূর্বাঞ্চলীয় ৭টি রাজ্য ব্যব্রেছে এগুলো বাংলাদেশের ভূমি দ্বারা মূল ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন। এ সাতটি রাজ্য হলো ত্রিপুরা, শাসাম, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও অরুণাচল। এ রাজ্যগুলোতে একদিকে প্রচুর

প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে এবং সৃষ্ঠ যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে এ সকল সম্পদের যথাযথ ব্যবহার যেমন করা যাচ্ছে না তেমনি এ সকল অঞ্চলের যথায়থ উন্নয়নও সাধিত হচ্ছে না। তাছার বিছিন্রতাবাদী আন্দোলনের অন্তিত্ব প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই সমানভাবে বিদ্যমান রয়েছে। এমতাবহুঃ বিছিন্নতাবাদ দমন, অভ্যন্তরীণ সহজতর এবং দ্রুত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত বাংলাদেশ্রে ওপর দিয়ে এ সাতটি রাজ্য বা সেভেন সিস্টারসে যাওয়ার একটি ট্রানজিট দাবি করে আসছ দীর্ঘদিন ধরে। অন্যদিকে বাংলাদেশও তার ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব এবং অভ্যন্তরীন নিরাপন্তা বিদ্নিত হওয়াসহ নানাবিধ আশঙ্কায় এ জাতীয় ভারতীয় দাবির প্রতি ইতিবাচক সাত দিতে পারছে না। ফলে যখনই ভারতের সাথে বাংলাদেশের কোনো দ্বিপাক্ষিক আলোচনার প্রধ এসেছে ভারত তথনই এ বিষয়টিকে আলোচনার মূল এজেন্ডায় এনে দরকষাকষির চেষ্টা অব্যাহত্ত রেখেছে। ফলে এ বিষয়টিতে বাংলাদেশ ছাড় না দেয়ায় ভারত বাংলাদেশকে বেকায়দায় ফেলার নানা ফন্দি আঁটতে কখনোই ভুল করেনি।

৬. পুশইন ও পুশব্যাক : ভারতের আধিপত্য নীতি, সীমান্তে (বিজিবি) ও বাদ্বালি হত্যা এবং পুশইনের ঘটনা নতুন নয়। চলতি পুশইনের ঘটনাটি তরু হয় ৭ জানুয়ারি ২০০৩ ভারতের উপ-প্রধানাত্রী লালক্ষ্ণ আদভানির একটি রিতর্কিত বিবৃতির পর থেকেই। আদভানি ঐ বিবৃতিতে বলেন, ভারতে ১ কোটির মতো অবৈধ বাংলাদেশী রয়েছে। বলা হয়, ঐ সব বাংলাদেশী ভারতের জাতীয় নিরাপন্তর জন্য হুমকিস্বরূপ। তাই ভারত বাংলাভাষী মুসলিম নাগরিকদের বিভিন্ন সীমান্ত পয়েন্ট নিয়ে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠাছে। উল্লেখ্য, পুশইনকে কেন্দ্র করে কয়েক বছর আগে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক খুব নাজ্রক অবস্থার মধ্যে নিপতিত হয়েছিল। ১৯৯২ সালে এই পুশইনের উৎপত্তি হয়েছিল।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, ভারতের সাথে বাংলাদেশের যে কয়টি বিবাদমান ইস্যু বয়েছে সেগুলো খুবই জটিল। এ বিষয়গুলোর সাথে জাতীয় নিরাপন্তা এমনকি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমডের এই জড়িত। বিশেষ করে নদীর পানি বণ্টন, গ্যাস রপ্তানিসহ মুক্তবাণিজ্য এলাকা গঠনের মতে বিষয়গুলোতে সিদ্ধান্ত নিতে বাংলাদেশকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পা ফেলতে হবে। বহিরাগত কোনে পরামর্শ বা চাপের কাছে অবনত হওয়ার অর্থ হবে জাতীয় স্বার্থকে বিকিয়ে দেয়ার নামান্তর। মোটকগ নিজ দেশের স্বার্থের কথা বিবেচনায় রেখেই ভারতের সাথে সম্পর্কের অগ্রগতির কথা ভারতে হবে।



মানব সম্পর্ক উনুয়নে বিশ্বায়ন

(৩১তম বিসিএস)

বিশ্বায়ন বা গ্লোবালাইজেশন

[২৯তম বিসিএস]

ভূমিকা : জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বর্তমা এক বহুল আলোচিত বিষয় 'বিশ্বায়ন'। ধারণাগত অর্থে বিশ্বায়ন বলতে বোঝায় 'বিশ্বের জ্ঞান-বিশ্^{তান} প্রযুক্তি-সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও পরিবেশের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে একই দিকে উত্তরণ উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করাই এর মূল উদ্দেশ্য। তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ ^{হিসেই} বাংলাদেশ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশসহ ^{অন্তর} উন্নয়নশীল দেশে বিশ্বায়নের প্রভাব সম্পর্কে পর্যালোচনা অত্যন্ত সময়োপযোগী একটি বিষয়।

্বায়ন : বিশ্বায়ন হলো পারস্পারিক ক্রিয়া ও আন্তঃসংযোগ সৃষ্টিকারী এমন একটি পদ্ধতি যা বিভিন্ন ্রির সরকার, প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের মধ্যে সমন্ত্রয় ও মিথক্তিয়ার সূচনা করে। অন্যভাবে বলা যায়. ক্রান হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সংস্থাসমূহ বিশ্বজ্ঞড়ে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ভোলে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বিশ্বায়ন বলতে বিশ্ব অর্থনীতির সাথে একাত্মতা ্রার। উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোনো বাধা নয়, প্রতিবন্ধকতা থাকবে না হল্ক ও বাণিজ্যে, একমাত্র মুক্ত ্রিলাই জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়নের সর্বোন্তম পস্থা'—এরূপ অর্থনৈতিক উদারীকরণের পথ ধরেই ক্রান্ত করেছে মুক্তবাজার অর্থনীতির ধারণা। দানা ক্রেধছে বিশ্বায়ন।

ক্রবাং বিশ্বায়ন হলো দ্রব্য উৎপাদন, বিনিয়োগ ও প্রযুক্তির আন্তঃদেশীয় অবাধ প্রবাহ। এ সংজ্ঞায় ক্রানকে এমন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা অঞ্চনতিক, তথ্যবিপ্লব, যোগাযোগ, ক্রিক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশ্বকে প্রভাবিত করে। সাধারণ অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশ্বায়ন হচ্ছে সমগ্র জ্বেক একটি মাত্র বিশাল বাজারে একত্রীকরণ। এ ধরনের একত্রীকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের ্যাকার সকল প্রকার বাণিজ্যিক প্রতিবন্ধকতা দুরীভূত হয়।

বিশ্বায়নের কারণ : বিশ্বায়নের কারণ বহুবিধ। তবে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে মুনাফা অর্জন ও আর্থিক আধিপত্য বিস্তার। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, গ্লোবাল কোম্পানিসমূহের সম্পদের এক বিশাল অংশই জ্বির (Home country) বাইরে অবস্থিত এবং কোনো কোনো গ্রোবাল কোম্পানির বিক্রির গ্রিতভাগই অনষ্ঠিত হয় বহির্বিশ্বে। বিশ্বায়নের অন্যান্য কারণসমূহ নিম্নরূপ :

১. ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী : গতিশীল যোগাযোগ, উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা, ক্রমবর্ধমান আর্থিক সঞ্চালন এবং দ্রুত প্রযুক্তিগত উনুয়নের ফলে সময় ও দুরত্বের ব্যবধান এতই হ্রাস পেয়েছে যে, একটি বৃহৎ ক্রবসায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিচরণ বর্তমানে কোনো কট্টসাধ্য ব্যাপারই নয়।

২ দেশীয় বাজারের অপর্যাপ্ততা : বৃহৎ কোম্পানিগুলোর কাছে নিজ দেশীয় বাজার ছোট ও অপর্যাপ্ত বলে প্রতীয়মান হতে পারে। যে সকল দেশের নিজম্ব বাজার খুবই ছোট সে সকল দেশে সৃষ্ট বৃহৎ কোম্পানি অচিরেই বহির্বিশ্বে বাণিজা প্রসার ঘটাতে বাধ্য হয়।

় আকর্ষণীয় পণ্যের বাজার বিস্তৃতি : যে কোনো আকর্ষণীয় পণ্যের বাজার সহজেই এক দেশ থেকে অন্য দশে পরিব্যাপ্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ কোকাকোলা বা টয়োটা গাড়ির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

8. সম্ভা শ্রম ও কাঁচামাল ব্যবহার : উন্ত বিশ্বে শ্রম ও কাঁচামাল ব্যয়বছল বিধায় অনেক বড় কোম্পানি আবল কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সস্তা শ্রম ও কাঁচামাল ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণে আগ্রহী হয়।

^৫. বিক্রম ও মুনাফা বৃদ্ধি : অনেক ক্ষেত্রে হাইটেক শিল্প-কারখানা তাদের গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে ৺ত অর্থ ব্যয় করে যে, তাদের উৎপাদন ব্যয় সাশ্রয়ের জন্য বিক্রয় বৃদ্ধি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ব্দিত্রে দুনিয়ার্ন্যাপী বাজার সম্প্রসারণে তৎপর হওয়া ছাড়া তাদের উপায় থাকে না।

বিনিয়োগের কুঁকি হাস : কোনো একক দেশে বিনিয়োগ অনেক সময় ঝুঁকিপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে পারে। ^{জর্ম} ঝুঁকি এডানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে বিনিয়োগ ও উৎপাদনের সিদ্ধান্ত সুফল বয়ে আনতে পারে।

^{পরিবহন} ব্য<u>র হা</u>স : অনেক কোম্পানি পরিবহন ব্যর হাসকল্পে বহির্বিশ্বে উৎপাদন সম্প্রসারণের শিক্তান্ত নিয়ে থাকে। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পণ্য পরিবহন নিঃসন্দেহে ব্যয়সাধ্য। বিজ্ঞাং পরিবহন ব্যয় যাতে কোনো দেশে পণ্যের অযথা মূল্যবৃদ্ধির কারণ না ঘটায় সে লক্ষ্যে ঐ

^{সাশে}ই বছজাতিক কোম্পানিসমূহ পণ্যের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করে।

৮. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্কার উত্তব : World Bank, WTO, IMF, EEC, NAFTA, SAPTA ASEAN ইত্যাদি আর্ঝানক ও আন্তর্জাতিক সংস্কা গঠনের মাধ্যমে বিশ্বারন প্রক্রিয়া যে বহু হন্ত ভব্যক্তিত হয়েছে তা বলার অপেকা রাখে না।

বিশ্বায়নের ব্যান্তি : বর্তমানে আমাদের জীবনযাত্রার প্রায় সকল ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের বিস্তার ফাটচু বিশ্বায়নের বিস্তারকে নিম্লোক্তভাবে আলোচনা করা যেতে পারে :

- ২. তথ্যপত বিশ্বাৱন : এরণ বিশ্বারদের ইতিহাস বেশি নিদের নয়। বিশত দুই দশকে এব অহুত্ব উদ্ধান সাধিত হয়। যদিও প্রাক্তির সাথেই এর সম্পর্ক তবু যোগাযোগের ক্ষেত্রে বহুমানিত উন্নতে মধ্যে বহুমানিত উন্নতে মধ্যে বর্তমান কুগকে বাবা রা তথ্যপ্রকৃতিক মৃণ তথা আদান-বাদানে প্রকৃতির বাবাহার বিশ্বারণ গতিকে বহু তথা তুরাবিত করেছে। খরে বাসেই মুকুরের মাকে সারা বিশ্ব পরিক্রমেশ একন জ কোনো পুলাধা বাগাপার লা। ইতীয়নেটে ই-এইপাই, ই-কামানের বর্টেশাতে এখন খনে বংসেই বক্ত বাদিজা করা মান্ত্রাকার বিশ্বারণ প্রকৃত্রিক বিশ্বারণ প্রকৃত্রিক প্রস্তারিক বিশ্বারণ প্রস্তারণ প্রস্তারিক বিশ্বারণ প্রস্তারণ প্রস্তা
- ৩. অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন : এযুক্তিগত ও তথাগত বিশ্বায়নের ফলে অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন আহিল হয়েছে মহীকত হয়ে। মূলধন লগ্নি, প্রান নিয়োগ, উপকরণ স্থানাত্তর, বাজার উন্নান ইতার কর্মকান এখন আর লেশের গতি যোন চলছে না বিশ্ববাহক, বিশ্ব বাণিজা সংস্কা, অন্তর্জাতিক হা তহবিলগম বহু আবর্জাতিক সংস্কা সমাম বিশ্বের অধীতিকে বেছাবে বাজাবিক করছে তথা কোনো একটি লেশের পক্ষে আর বিশ্বিদ্ধা থাকা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ, তথু ইউারফৌ বদৌলতে জ্ঞানভিত্তিক যে অবদীতি ফৈরি হয়েছে ভাতে ২০০০ সালে তথু মুক্তনার্টেই আয় হয়ে ৮৩০ বিশ্বিয়ন ভলার। ভারত ২০০৮ সাল নাগান তথু সকটওয়্যার রাজনি করে বছরে আর করা তর বিশ্বিয়ন নার্মনি ভলার।
- ৪. সামরিক বিশ্বায়ন : আগুরুহাদেশীয় মিসাইল সিটেমসহ বিভিন্ন অত্যাধূলিক সুভার আহিবলী মধ্যে পৃথিবীয় যে কোনো দেশকে আমাসনকা দিকারে পরিবাত কানা কর্মানে বৃথিই সহার। রা এর মধ্যে দারিল্ল ও অনুন্তাত দেশসমূহ ক্ষতিপ্রাপ্ত হকে। বিশ্ব দিনাপাল্ডরা নামে আমেরিকা-বিশ মহাপত্তিক কর্ম্বানে যে কোনো সময় পৃথিবীয় যে কোনো অক্ষয়ে আমাসন চালাতে সক্ষম।
- ৫. পরিবেশগত বিশ্বায়ন : মানুবের কর্মকাণ্ড, বিশেষত শিল্প ও সমরান্ত্র সক্রেড আচার-মর্থা পরিবেশগত ভারসামা বিনাষ্ট হচ্ছে। বায়ুকুষণ, পানিকুষণসহ বিভিন্ন নুবলের কারণে গাছপুলা, ইত্যাদি ক্ষতিপ্রাপ্ত হচ্ছে। এক দেশের পরিবেশ দুবলের ফলে ক্ষতিগ্রাপ্ত হচ্ছে পার্ব্ধবর্তী দেশসম্ব্র্য

ৰ্ব্বাহ্বনের প্রভাব : বিধায়নের ধারণা ক্রমে পরিবাঙি লাভ করছে। বিশেষত অর্থনীতি ও প্রযুক্তির ক্রমে এর প্রভাব ব্যাপকাঝারে ছড়িয়ে পড়ছে। বিধায়নের প্রভাবকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক এ ক্রমে আমোচনা করা যেতে পারে।

ব্যাধ্যমনৰ ইতিবাচক প্ৰভাব : জান-বিজ্ঞানের উন্নয়ন ও তথ্যপ্রমূতিন দ্রুক্ত প্রসারে আজ পৃথিবী যে ক্রা সন্মিতাই ছোটা হয়ে আসায়ে ভাব প্রমাণ পেতে বালী দূর যেতে হয় না দাবে বসেই কশিন্ডটার ও প্রক্তানটোর বসৌগতে সমগ্রা পৃথিবীর বৌজাখনর পাওয়া যায়। এ সবই বিশ্বয়নের ইপিত বহন করে। ক্রাধ্যমন্তে ভাই কেশেন করা দুরহ। বিশ্বয়নের ইতিবাচক প্রভাবসময় নিমন্তক।

- আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়ন : বিশ্বায়নের প্রভাবে বিশ্বের দেশতলোর মধ্যে পারশারিক সম্পর্ক জোরদার

 হছে। অর্থানতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কেন্তর রাষ্ট্রিতলা। একে অব্যারর ওপার নির্ভর্জাশীল হছে।
 ক্রিন্তর মারাজেনে থা পারশারিক নির্ভরতার বিশ্বায়নের গক্ষে একটি বড় সহায়ক শক্তি হিলেব কাজ
 ক্রমাহ। বিশ্বায়নের ফলে ইউরোগালে দেশসমূহ ইউম্যেধ্যে এক হয়ে গেছে। ইউরোগায় ইউনিশাস্থক
 ক্রমাহান্তর মধ্যে পাসপোর্ট ও তিসা বাবস্থা উঠে গেছে। পাশাপাশি চালু হয়েছে একক মুল্লা ইউরো ।
 ক্রমাহান্তর মধ্যে পাসপোর্ট ও তিসা বাবস্থা উঠে গেছে। পাশাপাশি চালু হয়েছে একক মুল্লা ইউরো।
 ক্রমাহান্তর মধ্যে একটিত হক্ষে। সেমন—সার্ক, সাক্ষাটা, বিসম্যানকদ্ব হিল্পা যোগার প্রকর্তর মন্তিয়া
 ক্রমাহান্তর সালোলেশ। এতাবেই বিশ্বায়নের প্রভাবে আন্তর্জাঠিক সম্পর্কের ক্রমান হছে।
- স্থ্যায়তন কর্মকান্তের সুবিধা : বিধায়নের ফলে যে বৃহৎ বাজার বাবস্থার বাজি হয়েছে, তাতে স্থ্যায়তন উৎপাদন ও বিপদন সহজ্যাধ্য হয়েছে। এতে একদিকে হাস পাচ্ছে উৎপাদন বায়, জন্যদিকে বৃদ্ধি পাচ্ছে মুনাফার পরিমাণ।
- তৌগোলিক শ্রমবিভাগ ও বিশেষারন; বিশ্বায়নের ফলে ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়নের
 ক্ষেত্র প্রসারিত হচছে। ফলে প্রতিটি দেশ তার আপেঞ্চিক সুবিধা অনুযায়ী উৎপাদনশীল কাজে
 নিয়োজিত থাকতে পারছে।
- এ প্রাবাদ ভারমূর্তি উন্নয়ন: গ্রোবাল পদা উৎপাদন ও বাজরজাতকরণের ফলে সর্বত্র পাণার একই রূপ জনমূর্তি সৃষ্টি হয়। এতে পণোর গ্রহণযোগাতা বাড়ে। উদাহরবস্বরূপ, বলা যেতে পারে, কেকাকোলা বা শোপনির এ জাতীয় গ্রোবাল ভারমূর্তি তৈরি হয়েছে যার ফলে বিশ্ববাপী এনের গ্রহণযোগাতা রয়েছে।
- শ্রুন, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার স্থানান্তর: কথার বলে, 'Think globally, act locally' অর্থাৎ ভিয়া কঞ্জন বিশ্ববালী, কাজ কঞ্জন কাছাকান্তি'। বর্তমান বিশ্বে এব বাতিক্রম হচ্ছে না। বিশ্বের নীত দেশসমূহে যে জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার উন্নান সাধিত হচ্ছে তা সেকে শিক্ষা এহণ করে ক্রিটাটে দেশ সহজেই নিজেনের সমৃত্ত করতে পারছে। করেণ বিশ্বাসনের প্রভাবে বর্তমানে বিশ্ব ক্রিটাটার সম্বাচন করাই উন্নত ।
- ৰবাধ বাণিজ্যের সূযোগ সৃষ্টি : বিধায়নের ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য সহজ্যনাথ ইয়াহে : ই-কমার্শের বাদৌশতে আলাদা মাত্রা ও গতি সঞ্চানিত হয়েছে এ অবাধ বাণিজ্যে। ইপিনি এক প্রান্তে বাসে অব্য প্রান্তের সাথে ব্যবসায়ের কাজ অতি দ্রুন্ত সমাধা করা একন কোনো ইপিন বাগার নয়।

- ৭. আন্তর্জাতিক সংঘাত হাস : বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বের দেশগুলো একে অপরের ওপর বিভিন্নিত নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। বর্তমানে কোনো দেশই নিজেকে আলাদাভাবে চিন্তা করতে পারে ৯ এতে যে বিশ্বায়নের বন্ধন রচিত হয় তা আন্তর্জাতিক সংঘাত হাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে
- ৮. বিশ্বব্যাপী সৃস্থ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি : বিশ্বায়নের অর্থ নিজের সম্পদ বিশ্বের কাছে তুল দেয়া নয়, বরং বিশ্বের সম্পদ নিজের কাজে লাগানো। এ কারণে পৃথিবীর যে দেশ যত উন্নত দেশ বিশ্বায়ন থেকে তত বেশি উপকৃত। বস্তুত বিশ্বায়নই পারে বিশ্বব্যাপী একটি সূত্র প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করে সমগ্র বিশ্বকে একটি উন্নত 'বিশ্বগ্রামে' রূপান্তরিত করতে।

বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব : বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায় উনুয়নশীল দেশসমূহে এ কারণেই এসব দেশের কৃষক সম্প্রদায়, শ্রমিক শ্রেণী, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্কুস্র বাবসাল ইত্যাদি শ্রেণীর লোকেরা বিশ্বায়নবিরোধী আন্দোলনে রসদ যোগায়। নিচে বিশ্বায়নের নেতিবাচর প্রভাবসমূহ আলোচনা করা হলো:

- ১. অর্থনৈতিক শোষণ ও মেধাপাচার : মুক্তবাজার অর্থনীতির আওতায় বিশ্বায়ন উন্নত দেশের জনা বিশ্বসম্পদের দ্বার খলে দিলেও দরিদ্র বা পশ্চাৎপদ দেশের জন্য তা একটি বড অভিশাপস্বরুগ বিশ্বায়নের ফলে দরিদ্র দেশের মেধা ও সম্পদ অবাধে পাচার হচ্ছে ধনী দেশে। এতে গরিব দেশ হচ্ছে আরো গরিব, আর ধনী দেশ হচ্ছে আরো ধনী।
- ২, অসম প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি : বিশ্বায়নের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মাঝে অসম প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যে সকল দেশের শিল্প ও শিল্পের অবকাঠামো দুর্বল সে সকল দেশ শিল্পোন্ত দেশে আগ্রাসনের শিকারে পরিণত হচ্ছে। শিল্পে পশ্চাৎপদ দেশসমূহের বহু শিল্প প্রতিযোগিতায় টিকরে না পেরে বন্ধ হয়ে যাছে। ফলে বেকার হছে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক।
- ৩. রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা রক্ষা কঠিন : বিশ্বায়নের ফলে গরিবে দেশগুলোর পক্ষে তাদের রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা রক্ষা করাও একটি দুঃসাধ্য ব্যাপারে পরিণত হচ্ছে। ইন্টারনেট, ই-মেইল, ফার্য ইত্যাদির মাধ্যমে যে কোনো গোপনীয় দলিল, সংবাদ, তথ্য অতি দ্রুত বিদেশী প্রতিপদ্মের হার্ড চলে যেতে পারে। এক্ষেত্রেও পশ্চাৎপদ দেশগুলোই মার খাছে ধনী দেশগুলোর কাছে।
- ভূমিকা পালন করছে। উন্নত বিশ্বের শিক্ষা ও প্রযুক্তি উন্নত বিধায় অনুনুত দেশসমূহকে তা হেতে উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে একদিকে যেমন বায় করতে হচ্ছে প্রচুর অর্থ, অন্যদিকে ভেঙে পড়াই তাদের নিজম্ব শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রযুক্তির ভিত্তি।
- ক. সাংস্কৃতিক বিপর্যয় : বিশ্বায়নের ফলে সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও তৈরি হচ্ছে এক নৈরাজ্যকর পরিছি[©] ধনী দেশসমূহের অপসংস্কৃতির শিকারে পরিণত হচ্ছে গরিব দেশের যুবশ্রেণী। ফলে উন্ন্যানদীর্গ দেশসমূহের নিজম্ব সংস্কৃতি ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।
- ও. বেকার সমস্যা বৃদ্ধি : বিশ্বায়নের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে তৃতীয় বির্দ্ধে অনেক দেশে শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে যাঙ্গে। ফলে এসব দেশে ভয়াবহ বেকারত্ব দেখা দিছে।

্রবায়ন ও বাংলাদেশ : উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সাধারণত বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাবই বেশি লক্ষ্য ্রয়া। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো নিমেশী পণ্যের প্রসার : বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁডিয়েছে। বক্ষরাজার অর্থনীতি আমাদের স্পর্শ করছে কিন্তু এর প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি লাভ করার মতো পরিবেশ র উপাদানসমূহ বর্তমানে আমাদের দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই। ফলে অবাধ বাজারের নামে

অস্পংহত বাজার কাঠামো : বিশ্বব্যাংক, আইএমএফসহ দাতা গোষ্ঠীর বিভিন্ন কঠোর শর্ত আরোপের কারণে বাংলাদেশ দেশীয় মুদ্রা ও পুঁজির বাজারে কোনো সুসংহত কাঠামো অর্জন ক্রবতে পারেনি। ফলে দেশে রপ্তানির পরিমাণ প্রত্যাশিত মাত্রায় বাড়েনি। অন্যদিকে এ দেশে স্বেদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ আশদ্ধাজনক হারে হাস পেয়েছে।

ক্রালেশ ক্রমানুয়ে বিদেশী পণ্যের বাজারে পরিণত হচ্ছে।

ু নিম্ন মানব উন্নয়ন সূচক : নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মতে, মানব উন্নয়নকে বাদ দিয়ে কখনো বিশ্বায়ন সম্ভব নয়। যেসব দেশের মানব উনুয়ন সূচক অত্যন্ত কম তারা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় ক্যাকির সম্মুখীন হয়ে পড়বে।' বাংলাদেশে মানব উন্নয়ন সূচক নিম্ন অবস্থানে বিদ্যমান। তাই বর্তমান অবস্তায় বিশ্বের উনুত দেশগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে চলা বাংলাদেশের জন্য সত্যিই দুরুহ ব্যাপার।

 ভারতের সাথে পণ্য প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ : বিশ্বায়নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো কম দামে ভালো পণা উৎপাদন করে বাজার দখল করা। এক্ষেত্রে আমাদের পণ্য ভারতের কাছে মার খাঁছে। অখানে একটি নির্দিষ্ট অংশের সাথে বাণিজ্যে বাংলাদেশ টিকতে পারে না, সেখানে বিশ্বায়নের ফল অন্যান্য শক্তিশালী দেশের সাথে টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব।

- ে বিশ্ব অর্থনৈতিক বাজারে প্রবেশের তাগিদ : উনুত বিশ্ব বাংলাদেশকে বিশ্ব অর্থনৈতিক বাজারে প্রবেশের তাগিদ দিছে। অথচ অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের ফলে এশিয়ার মুদ্রাবাজার ক্রমাবনতিশীল। ইয়ানশীল দেশগুলোর মুদ্রাবাজারের পতনের পাশাপাশি এসব দেশের প্রধান প্রধান স্টক মার্কেটেও ধস স্বব্যাহত রয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে অস্থিতিশীল অর্থনৈতিক কাঠামোবেষ্টিত বাংলাদেশ অভিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে কভটুকু স্থায়িত্ব অর্জন করার ক্ষমতা রাখে তা চিন্তার বিষয়।
- প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবার সামর্থ্য অর্জন করতে পারেনি। চোরাচালানের মাধ্যমে ভারতীয় শদোর প্রবেশ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজার ব্যবস্থা ও জাতীয় অর্থনীতিতে মারাত্মক বিরূপ পতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। তাই বাংলাদেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মতো অর্থনৈতিক কাঠামো দাঁড় না করিয়ে বিশ্বায়নে অনুপ্রবেশ দেশের জন্য বুমেরাং হয়ে দেখা দেবে।

^{ব্যাহনের} ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ সব সময় অনিশ্চয়তার। তারপরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে যুগোপযোগী পদক্ষেপ ্বির করলে অনিশ্চিত ভবিষ্যুৎকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলা অনেকাংশে সম্ভবপর হয়। বর্তমানে ্বিক্রিয়ে যে ধারা তাতে ধনী দেশগুলো ধনী হচ্ছে এবং গরিব দেশগুলো আরো বেশি গরিব হচ্ছে। এ

বিষয় তাতে বন্ধা লোকে বন্ধা দেশগুলোকে গরিব দেশগুলোর প্রতি আরো বেশি নমনীয় ও

সহনশীল হতে হবে, পাশাপাশি বাজার অর্থনীতিকে আরো বেশি সমাজনৈতিক ও কল্যাণমুখী হতে হতে ধনী দেশগুলো উদার ও সহনশীল হলে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভবিষ্যতে নিম্নোক্ত সুবিধা পাওয়া যাতে

- অবাধ তথা-প্রযক্তি বিনিময় করা য়াবে-
- ২. কমদামে পণ্যভোগ করা যাবে:
- ৩. গরিব দেশের শিক্ষার্থীরা সহজেই উন্নত দেশের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে:
- যোগাযোগ ব্যবস্থার অভতপর্ব উনতি ঘটবে:
- ৫. বিশ্বব্যাপী দারিদ্য হ্রাস পাবে:
- চিকিৎসা ব্যবস্থার উনুতি হবে অর্থাৎ গরিব দেশগুলো সচিকিৎসার আওতায় আসতে
- ৭. আন্তর্জাতিক সম্পর্কোনুয়ন ঘটবে:
- ৮. যদ্ধের ধামামা হাস পাবে: ৯ কটনৈতিক উনয়ন ঘটবে
- ১০. জীবনযাত্রার মানোনয়ন ঘটবে ইত্যাদি।
- বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোর করণীয় : বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর

বিশ্বায়নের তীব্র প্রতিযোগিতা মোকাবিলা করে উনুয়নের পথে এগিয়ে যেতে হলে কতগুলো নীতি নির্ধারণী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেমন-

- ১, রাষ্ট্রকে ভৌত কাঠামো উনুয়ন, বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তির কাজে লাগে তেমন অবকাঠামে (যেমন—টেলিযোগাযোগ^{*}বা তথ্য-হাইওয়ে) উন্তয়নে সবিশেষ যতবান হতে হবে।
- ২. সামাজিক খাতে দক্ষ বিনিয়োগ করে যেতে হবে। অবহেলিত মানুষের কর্মক্ষমতা বাড়ানের প্রয়োজনে শিক্ষা, স্বাস্ত্য, নিরাপত্তা খাতে বিনিয়োগ বাডিয়ে যেতে হবে। এই বিনিয়োগ যাত দক্ষভাবে খরচ হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। দারিদা নিরসনে বিশেষ যতবান হতে হবে।
- তথ্যপ্রযুক্তির উনুয়নে উৎসাহ ও বিনিয়োগ বাড়িয়ে যেতে হবে। শিল্পায়নের স্তবিরতা দর করে বৃদি ও প্রযক্তিনির্ভর শিল্পায়নে মনোযোগ দিতে হবে। স্কুদে উদ্যোক্তা, বিশেষ করে শিক্ষিত বেকারনে কি করে প্রযুক্তিনির্ভর করা যায় সেদিকে নজর দিতে হবে।
- সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় শাসনের গুণগত মান বাডাতে হবে।
- ৫. দুর্নীতিমুক্ত আইনের শাসন ও জবাবদিহিতাসম্পন্ন সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।
- ৬. পরিবেশ সচেতন কর্মপরিধি বাড়িয়ে রাষ্ট্রকে মানবিক উন্নয়নে নেতত দিতে হবে।

উপসংহার : আধুনিক সভ্যতার গতিশীল চত্রের এক অবশ্যম্ভাবী ফল বিশ্বায়ন। তাই বিশ্বায়নকৈ নি উপনিবেশবাদ বলে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। বিশ্বায়নকে যত নেতিবাচক বিশেষণেই ভূষিত করা হোক না ^{কো} বিশ্বায়ন এগিয়ে যাবে তার আপন গতিতে। তাই এরপ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট থেকে কোনো রাষ্ট্রই দূরে থা^{করি} পারে না। তবে পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়া বিশ্বায়নের পথে অগ্রসর হলে তা বাংলাদেশের মতো উন্তয়নশীল দেশ^{ত শো} জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে। আর অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন তখনই ফলপ্রসূ ও কার্যকর হবে যখন এর সুফল ^{স্কা} সমানভাবে বন্টন করা যাবে। এজন্য প্রয়োজন সুষম মানের সম্পদ উন্তর্ন, রাজনৈতিক প্রিতিশীলতা ^{ভর্তা} সম্পদের সুষম বন্টন ও স্বচ্ছ প্রশাসনিক কাঠামো। তবেই বিশ্বায়নের পথে বাংলাদেশের যাত্রা হবে ফলদাইক

ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি



বিশ্বায়ন ও আমাদের সংস্কৃতি (৩০তম; ২৭তম; ২১তম; ১৩তম বিসিএস)

্রিক্সা - বিশ্বায়ন মূলত একটি সর্বব্যাপী ও সার্বক্ষণিক চলমান প্রক্রিয়া। তথ্যপ্রযুক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ্রালক প্রসারের ফলে পথিবীর প্রায় প্রতিটি মানুষই একটি একীভূত বিশ্বব্যবস্থায় মিলিত হচ্ছে। ক্রমেই 🚌 🎮 ভাষ্টে ভৌগোলিক সীমারেখা ও চিন্তার ভিন্নতাসূচক স্বাতন্ত্র্যবোধ। মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ক্রবাস করলেও প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে পরিচিত হওয়ার স্থােগ পাচ্ছে উনুত যােগাযােগ ্রাম্বর্যার্কের ফলে। তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ প্রবাহের এ যুগে উন্তত সংস্কৃতি দুর্বল সংস্কৃতিকে গ্রাস করবে ছিলা এ নিয়েও প্রশ্র উঠেছে বিশ্বব্যাপী। আমাদের সংস্কৃতি নিঃসন্দেহে অনেক গৌরবময় ঐতিহ্যের ভিকারী কিন্ত তা সত্তেও বিশ্বায়ন আমাদের সংস্কৃতিতে কি প্রভাব বিস্তার করবে, সুদুরপ্রসারী কি পরিবর্তন ঘটারে তা এখনই ভেবে দেখার বিষয়।

রিয়ায়ন • নক্ত্রইএব দশকের শুক্তেই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থায় সায়া বিশ্বে সবচেয়ে বেশি আলোচিত একটি বিষয় হলো বিশ্বায়ন। মার্শাল ম্যাকলোহান-এর মতে আবাল ভিলেজ'-এর অন্য একটি রূপই হচ্ছে বিশ্বায়ন। একে অভিহিত করা হয় এমন একটি প্রক্রিয়া হিলেবে, যা রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের পুরোনো কাঠামো ও সীমানাকে অবলুগু করেছে। বিশ্বায়নকে বলা হচ্ছে একটি সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের ক্রমবর্ধমান পরাজাতীয়করণ (Transnationalization), ার ফলে সৃষ্টি হয়েছে এক বিশ্ব সীমানা, এক বিশ্ব সম্প্রদায়। এটি এমন একটি সর্বব্যাপী অভিজ্ঞতা যে ^{আমা}দের জীবনের অধিকাংশ দিকই এর আওতাভুক্ত হয়ে পড়েছে।

িটেন্স (Giddens) বিশ্বায়ন প্রসঙ্গে বলেন, 'স্তানিক অভিজ্ঞতার মূলসূত্রই বদলে গেছে, নৈকটা ও ^{ক্রিত্ব} পরস্পরের সাথে এমনভাবে একত্র হয়েছে যার তলনা অতীত থেকে মেলা ভার।

বিশ্বায়নের সাম্প্রতিক ধারা : বর্তমানে যে বিশ্বায়নের কথা বলা হচ্ছে তা মূলত পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের উপনিবেশবাদী চেহারা ছাড়া আর কিছু নয়। এর মাধ্যমে সম্পদশালী দেশগুলো তৃতীয় ্বিক্ষেত্র ওপর অর্থনৈতিক নয়া উপনিবেশবাদ প্রতিষ্ঠা করে পুঁজিবাদের হাতকে শক্তিশালী করতে চায়। ্তিরা পুঁজিবাদের তথাকথিত বিশ্বায়ন থেকে স্বয়োন্নত দেশগুলোর চাওয়া-পাওয়ার কিছুই নেই। এ ^{হতাটি} অব্দীতির বেলায় যেমন প্রযোজ্য, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ঠিক একই রকম।

^{বাকৃতি} : সংস্কৃতি শব্দটির অর্থ অত্যন্ত জটিল। সংস্কৃতির সাথে জীবনের নিগৃঢ় সম্পর্ক আছে। ^{সম্বো}তকে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। সংস্কৃতি হলো মানুষের আচরণের সমষ্টি। মানুষের াণচিক নৈপুণ্য ও কর্মকশলতা, তার বিশ্বাস, আশা-আকাঞ্চা, কলা ও নৈতিকতা, রাজনীতি, ভাষা, আবোধ সরকিছুই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজের মানুষের অর্জিত জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নীতি নিয়ম, সংস্কার ও অন্যান্য যে কোনো বিষয়ে দক্ষতার জটিল সমাবেশ। মোতাহের হোত চৌধুরী বলেন, 'সংস্কৃতি মানে সন্দরভাবে বিচিত্রভাবে বাঁচা।'

সংস্কৃতি সম্পর্কে ম্যাথ আর্নন্ড বলেন, 'সংস্কৃতি আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয় বিশ্বের সর্বোচ জিনিসগুলোর সঙ্গে এবং সে সঙ্গে মানষের গৌরবমুয় ইজিহাসের সঞ্জেও।

কালটাজার গ্রাসিয়ান বলেন, 'মানুষ জন্মায় বর্বর হয়ে, সংস্কৃতিই তাকে করে সসভা।'

আবার শওকত ওসমান বলেন, 'সংস্কৃতি জীবনকে মোকাবিলার চেতনা।'

সূতরাং এক কথায় বলা যায়, সংস্কৃতি হলো চলমান জীবনের দর্পণ অর্থাৎ মানুষের দৈনন্দিন 🐎 প্রণালীর গ্রহণযোগ্য চর্চা বা প্রথা যা কোনো সমাজের মানুষের পরিচয় বহন করে।

আমাদের সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার : সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হলো মানুষের দীর্ঘদিনের আচার আচরণ, কাজকর্ম, কথাবার্তা প্রভতির মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য কোনো প্রথা বা উপাদান। আমাজে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে ধর্মীয় রীতিনীতি, উৎসব, লোকসাহিত্য, সংগীত, ঋতভিত্তিক উৎসব বিভি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, সামাজিক প্রথা, খেলাধুলা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। আমাদের সংস্কৃতি হাজার বছর ধর তামাটে বাঙালিদের জীবন বোধের উপর গড়ে উঠেছে। জীবন ধারণের জন্য ক্ষিকাজ, ঈশ্বর বিশ্বাসে প্র কর্ম, ম্লেহ মাখা পারিবারিক বন্ধন, গ্রামীণ কবি সাহিত্যিকদের সৃষ্ট লোকসাহিত্য, গ্রামীণ সংগীত, জীবনঘন্তি হরেক রকম উপাদান আমাদের সংস্কৃতিকে করেছে বৈচিত্র্যময়। সুলতানী শাসকগণ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক চর্চা ধর্মীয় চর্চাকে উৎসাহিত করতেন; মুঘল শাসকগণ গল্প, কবিতা, উপন্যাস রচনায় সাহিত্যিকদের উপায় দিতেন। রাজদরবারে কবিতা, গল্প শোনার জন্য লেখকদের আহবান করতেন। ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেন্ডি সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে বাংলা সংস্কৃতি। এরপরে পাকিস্তান আমলে আমাদের সংস্কৃতিতে রাজনৈতিক কারণে অস্তিতের ইসাছাড়া আর তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি।

বিশ্বায়ন ও সংস্কৃতি : এক সংস্কৃতির মানুষের সাথে যখন অন্য সংস্কৃতির মানুষের সুসম্পর্ক গড়ে জঠ, গড়ে ওঠে বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ববোধ, মমতুবোধ ঠিক তথনই বিশ্বায়নের প্রশ্র দেখা দেয়। সংশ্কৃতি পারস্পরিক বিনিময়যোগ্য। এটি চিরদিন স্থির থাকে না। বিভিন্ন সংস্কৃতির সাথে মিশে এর রূপ পরিবর্তন হবে, নতুনতের আবির্ভাব ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। বিশ্বায়নের মূল বিষয় হলো এক সংস্কৃতির আচার-অনু^{ঠান} শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি, ব্যবসা, বাণিজ্য, তথ্য-প্রযুক্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিজ্ঞান-দর্শন, শার্ডি ইত্যাদির সাথে অন্য সংস্কৃতির মিলন। তাহলে দেখা যাচ্ছে সংস্কৃতি বিশ্বায়নের তুলনায় একটি 🖫 বিষয়। আর বিশ্বায়ন হলো কতগুলো সংস্কৃতির সমষ্টি। এ সামান্য পার্থকা থাকা সন্তেও উভয়ের ^{সার্থে} গাড়ীর সম্পর্ক বিদ্যোম।

সংস্কৃতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব : জ্যান নেডারভিন (Jan Nederveen) মনে করেন, বিশ্বায়ন স্থানীয় গ্র আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে একটি সংকর সংস্কৃতি (Hybrid Culture) সৃষ্টি করবে। ^{তিনো} এর নাম দিয়েছেন 'তৃতীয় সংস্কৃতি'। এ নয়া সংস্কৃতি এখন স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে সংঘর্ষে ^{লিও} Jayaweera-এর মতে, বিশ্বায়ন থেকে যে সামাজিক সম্পর্ক উদ্ভত হয় তা গোটা বিশ্বকে ক্রমান্ত একটা একক প্রধান অর্থনীতি, একক সরকার ব্যবস্থা এবং একক সংস্কৃতিতে সংহত করে।' বরং বিশ্বা^{ত্রন} থেকে জাত এ নয়া সংস্কৃতি বিনোদন ও যৌনতার পৃষ্ঠপোষকতাই কেবল করে থাকে। দুর্ভাগ্য^{জনক} হলেও সত্য, সংস্কৃতির এ ধারা প্রায় সর্বাংশেই উন্নত থেকে স্বল্লোন্রত দেশের দিকে ধাবিত।

্রবায়ন ও আমাদের সংস্কৃতি : বিশ্বায়নের তোড়ে আন্তঃব্যক্তিক ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় যোগাযোগ বৃদ্ধির সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ব্যাপকতায় পৃথিবীর বিভিন্ন ্রিক্তর আদান-প্রদানও অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ডিঞ্জিটাল ডিভাইড ও সুযোগের অভাবে ্বার অনেক সংস্কৃতিই প্রতিযোগিতায় উন্নত বিশ্বের সংস্কৃতির কাছে মার খাছে এবং সাংস্কৃতিক ক্রেরা হারিয়ে বিদেশী সংস্কৃতির মাঝে বিশিন হয়ে যাছে। এ দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির শিকার হছে ত্ত্তীয় বিশ্বের দেশগুলো কারণ, নিজম্ব সংস্কৃতিকে তুলে ধরার যথেষ্ট সুযোগ না পাওয়ায় এসব অবাধেই বিদেশী সংস্কৃতির চর্চা হচ্ছে। বাংলাদেশও এই পরিস্থিতির শিকার। আমাদের শিত ও অবাদর মাঝে দেশীয় সংশ্বৃতির প্রতি অবজ্ঞা আর বিদেশী সংশ্বৃতির অন্ধ অনুকরণের যে সর্বনাশা প্রবণতা আ মাজে তা তাদেরকে উদ্দেশ্যহীন এক দুর্গম পথের যাত্রীতে পরিণত করেছে। ফলে ভেঙে যাছে হাজার ক্রবের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ। আর নীতি-নৈতিকতার অবক্ষয়ে সমাজ কাঠামো 🚃 ধ্বংস প্রায়। বস্তুবাদী আর ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার মানবিকতাবোধ ও বিচারকে ক্ষতবিক্ষত ক্রমত প্রতিনিয়ত। বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাবে আমাদের সংস্কৃতি আজ বিপদাপন্ন।

জ্বাঘানের ক্ষতিকর প্রভাব : বিশ্বায়ন আমাদের সংস্কৃতিকে এমনভাবে আঘাত করছে যে, এর প্রত্যোধহীন অবিরাম স্রোতে আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির নাভিশ্বাস উঠেছে। পশ্চিমা চটকদার সংস্কৃতি আমাদের হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মূলে কুঠারাঘাত করেছে। ফলে আমরা আমাদের জ্ঞীমতা হাবিয়ে ক্রমেই সাংস্কৃতিক দৈনোর দিকে ধাবিত হচ্ছি। ফলে এর প্রভাব পড়েছে সমাজ ও র্বন্ধিয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। নিচে বিশ্বায়নের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

- ১ সমাজ কাঠামো ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উপর প্রভাব : বিশ্বায়ন আমাদের সমাজ কাঠামো ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গঠন ও প্রকৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। আবহমান বাংলায় যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল তা এখন প্রায় অচল। ব্যয়প্তেল্পদের প্রতি শদ্ধা ও সম্মানবোধ এখন নেই বললেই চলে। বিদেশী সংশ্বৃতির স্রোতে ভাসমান আমাদের তরুণেরা অনেক বেশি স্বাধীনতা চায়। কিন্তু ভারা জানে না যতটক স্বাধীনতা দরকার তার মাত্রা অতিক্রম করলে পথন্তই হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে এবং আমাদের সমাজে তাই হচ্ছে। ফলে আমাদের তরুণ সমাজ আজ পথম্রষ্ট।
- পরিবার ব্যবস্থায় প্রভাব : সংস্কৃতির বিশ্বায়নে আমাদের পরিবার ব্যবস্থায় এসেছে বিকৃতি। এখন শানুষ যৌথ সংসারে তৃত্তি পায় না, চায় স্বামী-স্ত্রীর একক সংসার। সন্তানদের কাজের লোকের দায়িতে রেখে পিতামাতা উপার্জন কিংবা সামাজিকতার স্বাদ আস্বাদন করছে। সন্তানের প্রতি শিতা-মাতার আন্তরিকতা ও স্লেহবোধ, দায়িতুবোধ, আন্তরিকতার বন্ধন ধীরে ধীরে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে আছে। একই সাথে বয়ঃবৃদ্ধ বাবা-মাকে দূরে বা নিভূত পল্লীতে রেখে সম্ভান বাইরে সুখ-খুঁজে বিড়াছে। এছাড়াও আমাদের পরিবার কাঠামো পারিবারিক জীবনের সুমধুর বন্ধনকে ছিন্ন ভিন্ন 📆 দিছেে প্রতিনিয়ত। পশ্চিমা সমাজের বিবাহহীন অবাধ যৌনাচারের সংস্কৃতি ও পারিবারিক ব্যালন্থীন বাউপুলের জীবনের বিকৃত ধারণা আমাদের হাজার বছরের পুরোনো পারিবারিক জীবনের ধারণাকে প্রায় পরাস্ত করে ফেলেছে।
- ^{ও সংগী}ত ও লোককাহিনীর উপর প্রভাব : দেশীয় সংস্কৃতিতে অন্য একটি বিপর্যয় নেমে এসেছে আমাদের সংগীতের ক্ষেত্রে। আমাদের ঐতিহ্যবাহী সরসঞ্জর হারিয়ে যাচ্ছে বিজাতীয় সংগীতের িভাবে। আবদুল আলীম, আববাস উদ্দিনের কর্ষ্ঠে পল্লী জীবনের যে হৃদয়গ্রাহী চিত্র ফুটে উঠত তা তিবাদ বাজা-৪৭

এখন আর শোনা যায় না। ব্যান্ত সংগীতের নামে আমাদের নতুন প্রজাবের শিল্পীরা সে চোনেইছু মহড়া দেখা আ মানুষের মেয়তের শর্পান বারে না যোটেও। তথাপি একলা উঠিত মুবলের থকটেও মনের মুর্বিকারেকে সুঁজি করে একারের বাজার দিন দিন কারম হাছে। আগে খোবানে একভর লোভরা, সারিলা, তবলা, চোল একং বিশির সুরে বাজালির মদার আবুল বহুতা, এখন গীটার হন বী বোর্জের কর্মাপ সুরের মাঝে তা সুঁজে পাভারা যায় না। আগেলার দিনে বেছলা-সংগীত কমাদার কর্মান কিবলা আগোমিত প্রেমনুষ্কারের বো আরামাণ লালাদান বহুতা এবং আম বাতর মানুষ বাতরত প্রাণ্ড তরে উপজেল করতো, তাও এখন আর দেখা যায় না। স্বা

- ৪৬ পোশাক শরিক্ষসের উপর প্রভাব: পোশাক পরিক্ষসে আমানের নিজব ঐতিহ্য ছিল। কিন্দু সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার ও চর্চা আমানের ঐতিহ্যবাহী পোশাক শরিক্ষদের বাপক পরিকর্ত্তর ব্যাপক প্রসার ও চর্চা আমানের রেলেমেরেনের বৃবই প্রিয়া শাভিক্-দূলি কর্বাক্তর প্রজামা-পাজাবি এখন আর আমানের তেমে প্রিয়া মা। আমানের মেরেনের অনেকেই প্রস্করসক্তর আর্মনিক জীবনের নমুনা বলে ভুল করে। এমনকি পশ্চিমা সংস্কৃতির অন্ধ অনুসকরের ফলে তার একদিকে যেমন আর্মনিক জীবনের অফিন পাখিকে ধরতে পারে না, তেমনি দেশীয় সংস্কৃতির সাবেও নিজেকে খাপ ঝাওয়াতে পারে না। ফলে তারা একটি সোলুল্যমান অবস্থায় পতিত হয় এব অবশেষে জীবন রের পড়ে লক্ষ্যীয়ন ও হতাপার্গন।
- ৫. ভাষা ও সলোপের উপর প্রতাব : বিশ্বয়ায়নর আর একটি প্রতাক ও মাহিকে ধরন হলে আমানদ নতুন প্রজারের কথাবার্তার পরিবর্তন। অত্যক্রপারিয় দিবরা বাবা-মাকে বাংগা, ভাষার সংঘারন ব করে বিদ্যালী বিশেষত ইংরেজিতে পাগা-মাখী-মা ভারতে আইটি । কথার কথার অন। ভাষা স্থাপের ব্যবহার, বাংগা শব্দের বিকৃতি এবার প্রায়ন লক্ষ্য করা যায়।
- ৬. চলজিত্ৰের উপর প্রভাব ; বিদেশী চলজিত্রের অন্তত প্রভাব পড়েছে আবাদের চলজিত্র। চলজিত্র এবন বল্প বসনা নারীদের পদচরবা বুব বেশি। শিক্তের বেঁলা নেই এসব অভিনয়ে। উত্তেজক দৃশ্যসমূহে শিহিতিত হয় দর্শকরপুল। বিদেশী চলজিত্রে ভরন্দদের বিয়ার খাওয়ার পূশ্য দেশ আবাদের ভরন্দগের মানকের দেশাগ্য মন্ত। বিদেশী সংস্কৃতির মরব ছোবল আবাদের বুব সন্মারক অপরাধ্যক্রপত করে স্কুপেছে।
- ৭. বাৰসার উপর প্রছার : বিদেশী সংস্কৃতির অনুকরণে ব্যবদা ক্ষেত্রে দেশন নতুন বিষয়ের চর্চ কা হয়েছে ভার মধ্যে একটি হলো শহর এলাকায় কাটি ব্যাক সংস্কৃতি। এর সাহে আমানের সংস্কৃতি কোনোকণ সম্পর্ক নেই । পাছাডা উইলে নাবা জ্যানন গো, পথার বিজ্ঞাপনে সমানের প্রভৃতি আমানের সংস্কৃতির সাথে সামাজাশূর্ণ বা । প্রকৃতপক্ষে আমানের সমানের বিত্তপ র অনুকরণপ্রিয়ে রাজিরা এদার সংস্কৃতিক দেশীয় সংস্কৃতির উপর চালিয়ে নিছে।
- ৮. ৰাদ্যাভ্যাদের উপর প্রভাব: বিজ্ঞাভীয় সংকৃতির প্রভাবে আমাদের খাদ্যাভ্যাদের ক্ষেপ্তিন পরিবর্তন সূতিত হয়েছে। কোনো থাবারের পৃষ্টিমান বিবেচনা না করে টোপিভিন্দা ভারের থাবারের বিজ্ঞাপন কারারে আমাদের নতুল প্রভান আমহী হছে। একন কি বড়বেল প্রভান আমাহিকার বেড়াত একে বজনারী পিঠা-পারেনে, তড়-মৃতির পরিবর্তে নৃত্তুলন, তিপর রিজ্ঞাভীয় সংকৃতির কোনো বাধা উপাদান নিয়ে আপায়েন করা হছে।

- ক্কাৰ্ক কুন্ত : আমাদের সংস্কৃতির নৃতন সংযোজন হলো ফার্ক ফুন্ড সংস্কৃতি। বর্তমানে তরুণ-ক্রন্মীসহ শিত কিশোর এমনকি বয়ন্তদের মাঝেও এ সংস্কৃতির চর্চা হচ্ছে। এ চর্চাটি সাধারণত প্রাপ্তর এলাকায় দেখা যায়।
- প্রমীয় জীবন বোধ ও নৈতিক শিক্ষার উপর প্রভাব : বিদেশী সংস্কৃতি আমাদের জীবনের আর প্রমীট গুরুত্বপূর্ণ নিককে চারাছারে আঘাত কারেছে, দেটি হলো আমাদের ধর্মীয় জীবনবোধ ও রোক্তিক শিক্ষা। পণিআ ভোগবাদী সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচারের ফলে আমাদের ধর্মীয়া প্রমুক্ত স্বিক্তকারোধা আহতে হাঙ্গে নিসন্দেশে । দাবী-পুরুত্বক অবাধ মেলামেশা, অবাধ যৌনাচার আর আলক্ষোহণিক সংস্কৃতি নিকেন করে ইন্সামী সংস্কৃতির নিরোধী। অখন সৃথী-সুদ্দার ও শান্তিময় জীবনের জন্ম এসব কিছুর চেয়ে ধর্মীয়া জীবনের প্রয়োজনীয়া অনুস্কার পুরুত্ত জাকবি।
- ১১ উলোবের উপর প্রভাব : আমানের সংকৃতির ওপর আর এক ভয়ংকর থাবা পড়েছে যা গ্রাস কয়েছে সায়লেনাময় তাজপালে । থাটি সার্ক নাইট, ভালেনিট্স তে, প্রকৃতি বিজ্ঞাতীয় সংকৃতি ক্রমা-ক্রান্ত বাম কয়েছে, তানের সুকুমার কৃতিকে কয়েছে কলুম্বিত । বাছালির পায়লা নৈপাখ, মুললা য়য়্বিন তরুল-তরুলীদের এতটা আলোভিত কয়নেত পায়ছে মা।
- বিশ্বায়নের ইতিবাচক প্রভাব: বিশ্বায়নের এ যুগে বিবের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গোলে দরজা বন্ধ
 থবা থবে বাসে থাকার কোনো ডিগার নেই। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক দিবের মতো
 সাপ্তাইক দিক থেকেও আন্তর্ভাতিক সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলার মতো উপযোগী বরুর
 নাজকের পড়ে ভুলতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের দ্বার বন্ধ করে অমচাটাকে রোধার আগে দেখতে হবে
 কলা আনালার বাইরে আমাদের জন্য কল্যাদের অনেক কিছুই আছে। সংস্কৃতি এমন কোনো জিনিস
 না মার কোনো পরিবর্তন করা যাবে না, বরং সমাজ ও জীবনের পরিবর্তন এবং সমারের ধারায় এ
 স্কৃত্তি পরিবর্তিত হতে পারে। এমন কি অন্য কোনো সংস্কৃতির সংশপর্শে এসে পারশিকরিব বিনিয়রের
 নায়ের নিজেকে সমৃদ্ধ কনতে পারে।
- গাজনার এ যুগো বিজাতীয় সংস্কৃতির সান্নিধ্য আমাদের চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিতদির প্রসার ঘটিয়েছে নিশম্বাহ। এটি আমাদেরকে বিভিন্ন সংকীর্ধ ধানা-ধারণার পরিবর্তে বিশ্বিক প্রেক্ষাপটে চিন্তা করার মঞ্চা করে চিন্তা। বিভিন্ন বিদেশী সংকৃতির সাথে অবাধ মেলামেশার মাধ্যমে আমুর্নিক আনিবিজ্ঞানের বিজ্ঞা রাজ্যে আমাদের অনুপ্রশালশ সহজতার হরেছে। ফলে বীতে হলেও আমরা ক্রমে আধুনিক ক্ষিক্ষা নিজে থানিত হুছি। অনুপ্রাণিত হুছি বিশ্বের বিভিন্ন জাতির ঈষণীয় সংকৃতি দেখে।
- জ্ঞান আমানের সংস্কৃতিকে বিদেশী সংস্কৃতির সংশর্পে যেমন নিয়ে গেছে, তেমনি এর ফলে আমানের স্কৃতিও বিশ্ববাসীর আছে তুলে ধরার সুযোগ হয়েছে। এর মধ্যেই আমানের বেশ করেকটি স্যাটেলাইট ^{মানুনা} অতিষ্ঠিত হগুয়ার কারণে আমানের দেশীয় সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্র অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে।
- জ্জান কৰ্মন্ত : বৰ্তমানে এক পৃথিবীর বাদিনা হিসেবে বিশ্ব সম্রাজ্যের বাইরে যাওয়ার কোনো উপায় বিশ্ব নাই । তাই এর মধ্যে থেকেই নিজেদের স্বতম্ন অন্তিত্ব আর স্বার্থকে বাঁচিয়ে রেখে চলতে হবে। বিশ্ববাৰস্থায় চলতে হলে আমাদের আরো বেশি কুশলী হতে হবে। সেজন্য—
- হিদেশী সংস্কৃতির দরজা বন্ধ করে নিজেদেরকে আরো বেশি প্রতিযোগিতার উপযোগী করে তুলতে হবে।

- ২. দেশীয় সংস্কৃতিকে লালন আর বিদেশী সংস্কৃতির মোকাবেলায় টিকে থাকার জন্য দেশীর সংস্কৃতিকে যুগোপযোগী করে তুলতে হবে।
- ৩. বিদেশী সংস্কৃতির অনুসরণ ও অনুকরণের ক্ষেত্রে আরো বেশি সঞ্জাগ হতে হবে।
- ৪, আমাদের সংস্কৃতিকে বিশ্বের সময়প্রান্তে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য স্যাটেলাইট চ্যানেলের সংখ্যা বৃদ্ধিন অনুষ্ঠান সম্প্রচারে আরো বৈচিত্র্য আনয়ন করতে হবে।
- বিদেশী সংস্কৃতির নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে। সেজন্য বিভিন্ন সংস্কৃতির উপযোগিতা সম্পর্কে সূক্ষাতিসুন্ধ বিচার বিবেচনার পর তা দেশে সম্প্রচারের অনুমোদন দিতে হবে
- ৬. বিজাতীয় কুরুচিপূর্ণ সংস্কৃতি বন্ধের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে।
- ৭. বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রকাশই আভিজাত্যের পরিচায়ক তরুণদের এ ভ্রান্ত ধারণা ঘোচাতে হবে।
- সংস্কৃতি রক্ষার জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধি করতে হবে।

উপসংহার : বিশ্বায়নের এ বিশ্বব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অর্থ হলো নিজেকে সভ্যতা থেকে আনার করে রাখা। এটা কোনো জাতির জনই সুখকর নয়। এখন প্রশু জাগে, তাহলে কি নিজস্ব সমাজ, সভ্যতা ব সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করেই বিশ্বব্যবস্থার সাথে তাল মিলাতে হবেং যদি তাই হয়, তাহলে এটাও অভিজ্ঞ জন্য একটি মারাত্মক হুমকি। কেননা, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো অর্থনৈতিক সংকট ও রাজনৈতির দেউলিয়াপনার সুযোগ উনুত দেশগুলো অনেক আগেই গ্রহণ করেছে। এবার তাদের সাংস্কৃতিক সাম্রন্ত প্রতিষ্ঠার পালা। সুতরাং তাদের উপেক্ষা করা অসম্ভব হলেও নিজের অস্তিত্বের খাতিরে, নিজেদের অন্তির রক্ষার প্রয়োজনে সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা বজায় রাখার ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বালা (১) বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও তার রূপান্তর

(১১তম বিসিএসা

ভূমিকা : সংস্কৃতি সমাজ ও রাষ্ট্রের দর্পণস্বরূপ। প্রতিটি রাষ্ট্রেরই নিজস্ব সংস্কৃতি থাকে। এ সংস্কৃতিই বিশ্বের দরবারে একটি জাতির গৌরব-অগৌরবের জানান দেয়। কোনো দেশের সংস্কৃতির দিকে তাকালেই সে দেশের চেহারা উপলব্ধি করা সম্ভব। সুজলা-সুফলা-শস্য শ্যামলা সোনার বাংগাই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কোনো কর্মতি নেই। বাংলার এ সংস্কৃতির ইতিহাস হাজার বছরের প্রনো কালের পরিক্রমায় ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে বর্তমান রূপ পেরেছে আমাদের সংস্কৃতি। সমর্মে পরিক্রমায় অনেক গ্রহণ, বর্জন, পরিবর্জন পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে আমাদের সংস্কৃতিতে অনেক নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছে, আবার হারিয়ে গেছে অনেক উপাদান।

সংস্কৃতি কি : সংস্কৃতি হলো মানুষের আচার-আচরণের সমষ্টি। মানুষের জাগতিক নৈপুণ্য ও কর্মকুশ^ন তার বিশ্বাস, আশা-আকাজ্ঞা, নৈতিকতা, রাজনীতি, ভাষা, কলা, মূল্যবোধ সরকিছুই সংশ্কৃতির অওর্তুর্ভ সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজের মানুষের অর্জিত জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নীতি, নিয়ম, সংকার ও অন্যান্য যে টেনি বিষয়ে দক্ষতার সর্বাধিক সমাবেশ। মোতাহের হোসেন চৌধুরী বলেন, 'সংস্কৃতি মানে সুন্দরভাবে, বিচিত্রতং বাঁচা।' সংস্কৃতি সম্পর্কে এমারসন বলেন, 'সংস্কৃতিই খুলে দেয় সুন্দরের চেতনার দরজা।'

্রতিক ঐতিহ্য : সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হলো মানুষের দীর্ঘদিনের আচার-আচরণ, কাজকর্ম, ন্নীতির মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য কোনো প্রথা বা উপাদান। বাংলাদেশের সংস্কৃতির রয়েছে গৌরবময় জা। এখানে বাস করে মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ-স্থিটানসহ আরো অনেক জাতি। এখানে প্রাণ খুলে র তাদের প্রাণের ভাষায় ধর্মীয় ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠান পালন করে। একের অনুষ্ঠানে অন্যেরা র আমস্ত্রিত; একে অপরের সাথে ভাগ করে নেয় এ আনন্দ। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে ্রূপ বীতিনীতি, উৎসব, লোকসাহিত্য, সংগীত, ঋতুভিত্তিক উৎসব, বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, আছলা, সামাজিক প্রথা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। আমাদের সংস্কৃতির চর্চা হয় সূপ্রাচীন কাল থেকেই। বিভিন্ন আয়া আমাদের সংস্কৃতিতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং সমৃদ্ধি এসেছে। মধ্যযুগে সুলতানী শাসনামলে ্রাদের সংস্কৃতির বিকাশে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সুলতানী শাসনামলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক র্ব্ব ধর্মীয় চর্চাকে উৎসাহিত করা হয়। হোসেন শাহের আমলে শ্রী চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ক্রেল। মোগল শাসকগণ কবিতা, গল্প, উপন্যাস রচনার জন্য সাহিত্যিকদের উৎসাহ দিতেন, কবিতা, া শোনার জন্য লেখকদের দরবারে আহ্বান করতেন। ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজি সংস্কৃতির সংস্পর্শে লাস বাংলা সাহিত্য। পাকিস্তান আমলে রাজনৈতিক কারণে আমাদের সংস্কৃতিতে অস্তিভ্রের ইস্যু ছাড়া ্র জ্যোন কোনো প্রভাব পড়েনি।

লক্সাহিত্য : আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম উপাদান হলো লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্যের ইতিহাস ও ঐতিহ্য হাজার বছরের পুরনো। বাংলা ভাষা সৃষ্টির প্রাথমিক যুগেই লোকসাহিত্যের জন্ম। নারণ মানুষের মনের কথা, মুখের কথা ভাষা ও ছন্দে বাণীবদ্ধ হয়ে এবং তা লোকমুখে প্রচারিত ও ঞ্জনিত হয়ে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয় তাকে লোকসাহিত্য বলে। যে সাহিত্য লেখা হয়নি তালপাতার লাবন গাতে, যে সাহিত্য পায়নি সমাজের উঁচু স্তরের সমাদর, যে সাহিত্য পল্লীর সাধারণ মানুষের াল বলেছে গানে গানে, যে সাহিত্যের রচয়িতার নামও অনেক সময় হারিয়ে গেছে তাকে বলা হয় াক্সাহিত্য । এ সাহিত্য সাধারণ মানুষ ও পল্লীর আলোছায়া, ভালোবাসা ও শৃতিকে সম্বল করে বেঁচে এছে। লোকসাহিত্য পল্লীবাংলার সাধারণ মানুষের হৃদম্পন্দন। এ সাহিত্য পল্লীর মানুষের আনন্দকে ক্ষিত্র তুলেছে ফুলের মতো, বেদনাকে বাজিয়েছে একতারার সুরের মতো। এখানে আছে সরল ্বিত্রের কথা। এ সরলতাই সকলকে মোহিত করে। লোকসাহিত্য তাই পল্লীর মানুষের বুকের বাঁশরী। ্ত্রর জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, আনন্দ-বেদনায় পল্লীর নিরক্ষর অথচ সহজ-সরল মানুষ গানের আসর িলেছে, বাজিয়েছে প্রাণের বীণা। তাদের কর্মক্লান্ত অবসর মুর্তৃতগুলো গ্রাম্য সুর মূর্ছনায় মুখরিত হয়ে ^{ইতি}। বুনো ফুলের শ্লিগ্ধ সৌন্দর্যে মন মাতাল না হলেও তার বিহ্বল সৌন্দর্যে মন পুলকিত না হয়ে পারে তমনি বাংলার লোকসাহিত্যের আছে স্লিগ্ধ মায়াময় সৌন্দর্য ও প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। তাই ^{ন্ত্রনা}হিত্য এত চিরন্তন আবেদন মুখর ও বৈচিত্র্যময়। লোকসাহিত্য বড়ই বৈচিত্র্যময় ও চিন্তাকর্ষক। ^{ব ভাষার}ও অনেক বড ও বিশাল। অনেক রকম সৃষ্টি এখানে দেখা যায়। যেমন—

ছয় : আগড়ুম বাগড়ুম ঘোড়াড়ুম সাজে টাক-ঢোল ঝাঝর বাজে

^{নিম্বনা}, ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বৰ্গী এল দেশে ইণবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।

২, লোকসংগীত : মনমাঝি তোর বৈঠা নেরে আমি আর বাইতে পারলাম না।

৩, গীতিকা : ভিনদেশী পুরুষ দেখি চাঁদের মতন লাজরক্ত হইল কন্যার পরথম যৌবন।

8. ধাঁধা : সবুজ বুড়ি হাটে যায় হাটে গিয়ে চিমটি খায়।

 ক্রপকথা, উপকথা, ব্রতকথা : রাজরানীর গয়, রাজকন্যা রাজকুমারের গয়, রাজস-খোজনে গল্প, দৈত্য-দানবের গল্প প্রভৃতি।

৬. প্রবাদ-প্রবচন : সবুরে মেওয়া ফলে অথবা, অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী।

৭. খনার বচন ; কলা রুয়ে না কেটো পাত তাতেই কাপড তাতেই ভাত।

অথবা, যদি বরষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজার পূণ্য দেশ।

ধর্মীয় স্বীতিনীতি: বাংলাদেশসহ সমগ্র উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক বিকাশের মূল রয়েছে ধর্মের প্রভব বাংলাদেশের মানুষ বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী। বিভিন্ন ধর্মের লোকজন একই সমাজে ধর্মীয় সম্প্রীতি বঙ্গা রেখে বসবাস করছে। কোনো ধর্মের ধর্মীয় উৎসবে সকল ধর্মের লোক আনন্দ প্রকাশ করে। এর আনন্দে অপর ধর্মের লোক একাম্বাতা প্রকাশ করে। এ দেশের মানুষ স্বাজনিক ধর্মজীরু ও অন প্রকাশে স্বতঃক্ষৃত । তথাপি কিছু উগ্রপন্থী, সামাজিক বিশৃঞ্চলা সৃষ্টিকারী ব্যক্তি, গোচী ও দর্মা প্রতিষ্ঠান সংখ্যাত সৃষ্টিতে মাঝে মাঝে ইশ্বন যোগায় যা সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির ধারাকে বাধাহান্ত কর। সংগীত : আমাদের সমৃদ্ধ সংগীতভাবার আমাদের সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য। জারি, গ

ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মুন্দিনী, মারফতী, পালাগান প্রভৃতি গানের চর্চা হয় নিয়মিত। গ্রহাড়া বিয়ের ফসল তোলার গানের প্রচলন ছিল। গান এবং কথা ও অভিনয়ের সমন্ত্রে কবিগান, যাত্রাপানা দ শ্রোতাদের অফুরন্ত আনন্দ দান করতো। দেওয়ানা মদীনা, রহিম-রূপবান, চম্পাবতী, আলোমতি, ^{বে} মেয়ে, লাইণী-মজনু, শিরি-ফরহাদ, চন্তিদাস-রজকিনী প্রভৃতি যাত্রাপালার কাহিনী প্রাণভরে দেশত। পাড়ানী গান গেয়ে যায়েরা সন্তানদের ঘুম পাড়াতেন। তবে বর্তমান স্থুগের পরিবর্তনে এসব ঐতিহ্য খ যেতে বসেছে। সেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ ভিন্ন স্বাদের গানের নিকে ঝুঁকে পড়েছে, যেগুলের আমাদের সংস্কৃতির নৈকটা নেই। বর্তমানে দেশীয় সংগীত চর্চা যেটুকু হচ্ছে তা প্রতিষ্ঠানখে বি শ্রেণীর মানুষ আধার অশ্রীলতা মেশানো সংগীতের দিকে কুঁকে পড়েছে যা আমাদের জন্য মর্মণীত্^{র কর্ম} প্রক্রতাত্ত্বিক নিদর্শন : সমগ্র বাংলার বিস্তীর্ণ জনপদে ছড়িয়ে থাকা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ ও

সংস্কৃতির প্রাচীন ঐতিহোর স্বাক্ষর বহন করে। আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের মধ্যে লালবাণ কেল্লা, বহুড়ার মহাস্থানগড়, কুমিল্লার আনন্দ বিহার, শালকন বিহার, ময়নামতির নিন্দি

ক্রারণাওয়ের নিদর্শনসমূহ, পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ঢাকার লালবাগ কেন্ত্রা, অস্তরান মঞ্জিল, ছোট কাটরা, বড় কাটরা, হোসনী দালান মুসলিম শাসনামলের নিদর্শন। নওগাঁ লোর সোমপুর বিহার, জগদ্দল বিহার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের স্থাপত্য। এ স্থানদ্বয়ে হিন্দু ও ্যাক্ত সভ্যতার নিদর্শন রয়েছে।

ত্রসার ও বাঙ্ডালি আমেজ : হরেক রকমের উৎসব ও শৃত্রভিত্তিক সাংস্কৃতিক জীবনধারা আমাদের ্রবনকে আলোড়িত করে, রক্তে তোলে আন্চর্য-উন্মাদনা। বাংলা নববর্ষ, ফাস্তুন তথা বসন্তের আগমন ্রুতি উৎসবে বাঙালি মেতে ওঠে নিজস্ব সাংস্কৃতিক অনুভূতির শিহরণে। বাংলা সাহিত্যের দুই অগপরুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার বার দিয়ে প্রতিপালিত হয়। ঋতুভেদে আমাদের সমাজে উৎসব বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। হেমন্তকালে গুরু ছরে নতুন পিঠার আয়োজন, শীতকালে খেজুর রস ও পিঠা-পায়েসের আয়োজন বাংলার গ্রাম্য সংযতির একটি গুরুত্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ফসল তোলার প্রাক্কালে নেচে গেয়ে আনন্দ করা, অনাবৃষ্টির সময় প্রযের গান গাওয়া, ভরা বাংলার নৌকা বাইচ প্রভৃতি ছিল গ্রাম বাংলার নিত্যদিনের চিত্র।

অটির শিল্প: বাংলাদেশের ঘরে ঘরে কৃটির শিল্প ছিল মানুষের কর্মের উৎস। কিন্তু বৃহৎ শিল্পের সাথে সভযোগিতায় টিকতে না পেরে কুটির শিল্প আজ বিলুপ্ত প্রায়। তবে বেত, বাঁশ, পোড়ামাটির কাজ ব্ৰজ্ঞও টিকে আছে। শিক্ষিত সমাজের সচেতনতাই এই ঐতিহ্যকে বিপুল পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছে। াজর শাখার কাজ, রূপার তারের কাজ, টাঙ্গাইলের শাড়ি, জামালপুরের বাসন, সিলেটের শীতল পাটি গুলুত ঐতিহ্যবাহী কারুকার্য এখনও দেশে-বিদেশে যথেষ্ট সমাদৃত হচ্ছে। এগুলো বাংলাদেশের গৌরবোজ্জল সংস্কৃতির অনন্য দিক।

জলাঞ্জলা : গ্রামীণ খেলা আমাদের সংশ্বতির ঐতিহ্য। তবে অনেক খেলা এখন হারিয়ে গেছে বা যাঙ্গে। ক্ষমে মৌসুমে দাঁড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, বর্ষা মৌসুমে হাড়ুড় খেলার বহুল প্রচলন ছিল এ দেশে। ভরা বর্ষায় নীকারাইচ ছিল এক চমৎকার বিনোদন। কিন্তু এসব সংস্কৃতির বেশির ভাগই আজ কালের গর্ডে নিমজ্জিত।

গারিবারিক ও সামাজিক দিক : আগের দিনে এ দেশের মানুষ পারিবারিক বন্ধনে সুখে শান্তিতে বাস ব্যতো। কবি ছিজেন্দ লালের ভাষায়,

'ভাইয়ের-মায়ের এমন স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ।

শিষ্টু ঘৌষ পরিবার প্রথা, সামাজিক বন্ধন ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হচ্ছে। মানুষ সুখে-দুঃখে অন্যের পাশে বিছনো ভলে যাছে। যৌথ পরিবার প্রথা মানুষের মনে এখন আর সাড়া জাগায় না। তাই গ্রামাঞ্চলের ^{অনক} ঘরে এখনো শোভা পায় কাপড়ে সেলাই করা নিমোক্ত ছন্দটি-

"ভাই বড় ধন, রক্তের বাঁধন

যদিও পৃথক হয় নারীর কারণ।"

ৰাজি সামাজিক বিবর্তনের একটি দিক। কিন্তু সামাজিক সহযোগিতা দিন দিন কমছে। নগরভিত্তিক প্রিম্বারিক বিবর্তনের একট দিশে পর্যার্থিক প্রভাবে গ্রাম্য সমাজে অশান্তির ছায়া নেমে এলেছে। ত্র পারি প্রায় বিস্তৃতি, মন্ত প্রার্থনাতির এতিং বাকি করছে, পারম্পরিক সহযোগিতার প্রিয় মানুষ নিজেদের সামাজিক ঐক্য টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে, পারম্পরিক সহযোগিতার

শতিৰ শান্তি প্ৰতিষ্ঠায় সচেষ্ট রয়েছে

উপসহোর : সংস্কৃতি আমাদের সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি। কোনো সমাজের কোনো সাংস্কৃতিক বৈক্তি যখন দীর্ঘদিন ধরে সে সমাজের মানুষের জীবনযাত্রায় গ্রহণযোগ্যতা ধারণ করে টিকে থাকে তখন ৯ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। কিন্তু বাংলার সংস্কৃতি আজু আরু সে পূর্বতন অবিচ্ছিন্ন ধারায় নেই আধুনিক ও বিদেশী সভ্যতায় মোহান্ধ হয়ে আমরা আমাদের স্বাভাবিক স্বতঃক্ষুর্ত জীবনধারাকে হাতিক ফেলতে বসেছি। তাই এখনই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি।





বালা তি বাংলাদেশের লোকশিল্প

ভমিকা : প্রাচীন কাল থেকেই বাঙালিরা মৌসুমী কাজের অবসরের ফাঁকে ফাঁকে হরেক রক্তরে কার্ফশিল্প সৃষ্টি করতো। এগুলোর মধ্যে সৃষ্টি শিল্প, তাঁত শিল্প, নকশিকাঁথা ও মসলিন বিশেষভাৱ উল্লেখযোগ্য। গৃহিণীরা কাজের বিশ্রামে নকশিকাঁথা কিংবা নানারূপ কারুময় শিল্পকলা অনায়াসে স্ত্রী করে ফেলতো। এসবের সুনাম বহুকাল আগেই বিদেশেও ছড়িয়েছে। আমাদের লোকশিল্প আমাদের সমৃদ্ধ ঐতিহোর পরিচাযক।

পোকশিল্পের পরিচয় : লোকশিল্প সাধারণ লোকের জন্য সাধারণ লোকের সষ্টি। এর পরিধি এর ব্যাপক ও প্রকৃতি এত বিচিত্র যে, এককথায় এর সংজ্ঞা নিরূপণ করা যায় না। অগাউ প্যানিতের (August panyella) বলেন, লোকশিল্লের কেবল 'শিল্প' শব্দ বোঝা কঠিন নয়, 'লোক' শব্দও সমন সমস্যাপূৰ্ণ। তাঁর ভাষায়, 'In the expression 'Folk art' it is not only the word 'art' that is difficult to understand, the word 'Folk' is equally problematic.'

Webster's New Collegiate Dictionary 'লোক' এর ব্যাখ্যা এভাবে দিরেছে : 'লোক' ব্যা সাধারণ মানুষের একটি বড় অংশ যারা গোষ্ঠীচরিত্র নির্ধারণ করে এবং সভ্যতা, আচার, বিশ্বদ ঐতিহ্য, পুরাণ, চারু ও কারুশিল্পের বিশিষ্ট রূপকে বংশপরম্পরায় ধরে রাখে।

নৃতাত্ত্বিক অভিধানে 'লোক'-এর সংজ্ঞা দিয়েছে এভাবে : পুরাতন ঐতিহ্যের অংশীদার যেসব সাধরা মানুষ, নৃতত্ত্বে পরিভাষায় তারাই Folk বা লোক নামে অভিহিত। আর 'শিল্প' হলো মানব মন্ত আনন্দিত উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ। শিল্প মানুষের সন্তার গভীরতম প্রকাশ।

বিশেষজ্ঞরা লোকশিল্পের সংজ্ঞা এড়িয়ে যান এ বলে যে, দেখলেই তাকে চেনা যাবে। 'Know ! when you see it. Material will define itself if one would allow it to so.'

সবচেয়ে সহজ্ঞলভা উপাদান মাটি থেকে আরম্ভ করে কাঠ, বাঁশ, বেত, পাতা, সূতা, লোহা, সোনা-রূপা, ধাতব দ্রুব্য, সোলা, পাট, পুঁতি, ঝিনুক, চামড়া পর্যন্ত নানা উপাদান লোকশিল্প বি ব্যবহৃত হয়। কামার, কুমার, ছুতার, তাঁতি, কাঁসারু, সোনারু, শাঁখারি, পট্টয়া প্রভৃতি পেশাদার অন্য অনেক অপেশাদার নর-নারী লোকশিল্পের নির্মাতা। এরূপ বিভিন্ন ও শ্রেণী প্রকৃতির লোক সংজ্ঞায়ন সভিত্যই দুঃসাধ্য ব্যাপার। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় এরই প্রতিফলন ঘটেছে। বিশে বলেন, যদিও লোকশিল্পের সংজ্ঞা এখনো নির্ণয় করা হয়নি, তবু গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ যারা উন্নত ^{সম} কাঠামোর মধ্যেই বিরাজ করে কিন্তু ভৌগোলিক অথবা সাংস্কৃতিক কারণে শিদ্ধের উন্নত ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তাদের নির্মিত এই শিল্পকে লোকশিল্পরূপে বিবেচনা করা যায়, অবশ্য স্থানীয় ও রুচির কারণে এই শিল্প স্থানীয় বৈশিষ্ট্যসূচক রীতি ও বস্তুগুণ ধারণ করে।

ুলিল্লের অপর একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন হ্যারন্ড ওসবোর্ন (Harold Osborne)। তিনি লিখেছেন, ক্রাফানিক প্রশিক্ষণ পায়নি এমন কারুশিল্পী প্রথাগত যেসব বস্তু ও সরঞ্জাম প্রাত্যহিক জীবনের করে, অলংকরণ, বিবাহ বা মৃতের সংকারের কাজে তৈরি করে, সেসব শিল্পবস্তুকে লোকশিল্প বলে। করাং লোকশিল্পী পূর্বপুরুষের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করে সমাজের মানুষের চাহিদা ও ক্রোগিতার কথা বিবেচনায় রেখে মনের মাধুরী মিশিয়ে প্রথাগতভাবে যে শিল্প গড়ে, তাকেই ক্রমের হিসেবে আখ্যা দেয়া যায়।

্রাকশিক্ষের শ্রেণীবিভাগ : ফোকপোরের তিনটি প্রধান ধারা রয়েছে। যথা : মৌথিক (oral), বফুগত muterial) ও অঙ্গক্রিয়াগত (performing)। লোকজ চারু ও কারুশিল্প একত্রে 'লোকশিল্প' নামে ক্রিছিত। লোকশিল্পের তিনটি প্রধান শাখা রয়েছে। যথা : চিত্র, ভার্ক্কর্য ও স্থাপত্য। প্রতি শাখার আরব নানা উপবিভাগ রয়েছে। উপকরণ, ক্যানভাস ও রীতি অনুযায়ী উনুত শিল্পের মতো লাকশিল্পেরও নিমন্ত্রপ শ্রেণীকরণ করা যায় : ক. অঙ্কন ও নকশা, খ. সূচিকর্ম, গ. বয়নশিল্প, ঘ. আম্পায়ন উ. ভাস্করণ, চ. স্তাপত্যশিল্প।

জ্বাচ উপ্তিথিত শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী কয়েকটি লোকশিল্পজাত বস্তুর নাম, আধার, উপকরণ ও শিল্পীর নাম আলোচনা করা হলো :

ক, অন্ধন

 আল্পনা : বর্তমানে ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংশ্বৃতিক অনুষ্ঠানে আল্পনা আঁকা সাধারণ রীতিতে পরিণত হয়েছে। লোকশিল্পের এ ধারাটি শিক্ষিত সমাজেও উঠে এসেছে। লোকশিল্পের এটি একটি জনপ্রিয় শাখা, এতে রঙ-তুলির ব্যবহার আছে। চালের পিটালি দিয়ে সাদা, গোবর জল দিয়ে মেটে, কাঠ-কমলা দিয়ে কালো, পোড়া ইটের ওঁড়া দিয়ে লাল বা খয়েরি ইত্যাদি দেশজ রঙ ও বাজারের ক্ষেমিক্যালজাত বিভিন্ন রঙ এ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত মেঝে, দেওয়াল, কুলা, পিড়ি, মরের খুঁটি, দুয়ার, পূজার বেদী, সরা, কলস, ঝাঁপি ইত্যাদি আধার বা পাত্রে আঙ্কনা আঁকা হয়।

পটচিত্র : পটচিত্র আর একটি মাধ্যম, যা এ দেশের লোকঐতিহ্যের সাথে জড়িত। আল্পনার উপকার নারীসমাজ, পটচিত্রের ব্লপকার মূলত পুরুষ, তবে এর জটিল প্রক্রিয়ায় নারীরাও সংশ্রহণ করে থাকে। এদিক থেকে পটচিত্র একটি যৌথশিল্প। পটুয়া নামের এক শ্রেণীর পেশাজীবী মানুষ পটচিত্রের নির্মাতা পটুয়াদের আদি পুরুষ 'মঙ্করী' বৌদ্ধ ছিল। তারা বুদ্ধকাহিনী পট বা কাপড়ে এঁকে তার সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করত। মধ্যযুগে পটুয়ারা কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, ্রিতন্যনীলা কাপড়ে অথবা কাগজে চিত্রিত করে প্রচার করত। এটি তাদের জীবিকারও উপায় 🞮। এ যুগে গাজীর পট, মহরমের পট-এর সন্ধান পাওয়া যায়, যার পৃষ্ঠপোষক ছিল মুসলিম শ্মাজ। এভাবে পট হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান সব সম্প্রদায়ের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

্ উদ্ধি : উদ্ধি লোকশিল্লের একটি স্থায়ী ধারা। বিশ্বের নানা জাতির মধ্যে শরীরের নানা অংশে উদ্ধি আকার ও ধারণ করার রীতি প্রচলিত আছে। আফ্রিকার কোনো কোনো উপজাতি প্রায় সারা অঙ্গেই বিচিত্র রূপের ও রড়ের উব্ধি পরে। উব্ধি অঙ্কনে ধর্ম, চিকিৎসা, সংবাদ আদান-প্রদান, সৌন্দর্যচর্চা ইত্যাদি মনোভাব কাজ করে। আমাদের দেশে বৈরাগী-বোষ্টামীরা বাহুতে রাধাকৃষ্ণের ফুগলমূর্তির উদ্ধি ধারণ করে। উপজাতিদের মধ্যে সাঁওতাল, ওঁরাও, মুরিয়ারা উদ্ধি পরে। তারা গো_{ওচর} পবিত্রতা ও সৌন্দর্যজ্ঞানে উদ্ধি ধারণ করে থাকে। উদ্ধি আঁকার জন্য পেশাদার নারী-পুরুষ আন্ত উদ্ধি দেহে আজীবন থেকে যায়। বর্তমানে শহরের অনেক শৌখিন ছেলেমেয়ে ফ্যাশন হিসেত আঙ্গে উল্লি ধারণ করে।

- মুখোশচিত্র : গ্রামবাংলার বিভিন্ন অধ্বলে মুখোশ তৈরি হয় । হাজা কাঠ, শোলা, মাটি, রঙ ইতারি মুখোশ তৈরির উপকরণ। গাজন-নৃত্যে শিবের, কালী-নৃত্যে কালীদেবীর মুখোশ পরার রীতি হিছ সমাজে প্রচলিত আছে। দেবতার মুখোশে দেবতাব, মানুষের মুখোশে মানবতাব, জীবতত মুখোশে পক্তভাব, ভূত-প্রেতের মুখোশে বীভৎসভাব ফুটিয়ে তোলা হয়। এ ধরনের মুখোলে নৃত্যাভিনয়ের চেতনামিশিত থাকায় লোকশিল্পী কিছুটা সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রয়াস পান।
- ৫. শব্দের হাঁড়ি : লোকশিল্পীদের কাজ বিশদ এবং বছল। তারা হাঁড়ি গড়েন, সরা তৈরি করেন, সেঃ হাঁড়ি ক্ষেত্র বিশেষে শখের হাঁড়ি, সেই সরা ক্ষেত্র বিশেষে লক্ষীর সরা। কোনো কোনো গ্রামান্তর মাটির সরাতে লক্ষ্মী-রাধাকৃঞ্ব-গাজীর মূর্তি ও মহরমের ঘটনা চিত্রিত করা হয়। এতে পটন অনুরূপ রঙ-তুলির ব্যবহার আছে। শখের হাঁড়িতে ফল, ফুল, ফসল, বসতি, জনপদ ইত্যাদির চিত্র ফটিয়ে তোলা হয়।
- ৬. পুতুলচিত্র : ছুতার, কুমার, মালাকার এবং গৃহস্থ বালিকারা রঙ এবং রঙিন সূতার সাহায়ে পুতুলচিত্র তৈরি করে। পুতুলচিত্র তৈরির উপকরণ হলো কাঠ, কাপড়, মাটি, শোলা ইত্যাদি।
- ৭. খেলনাচিত্র : গ্রামবাংলার গৃহস্ত নরনারীরা কাঠ বা মাটিনির্মিত খেলনার ওপর রঙের সাহায়ে বিভিন্ন চিত্র এঁকে খেলনাচিত্র তৈরি করেন।

খ বয়নশিল্প

- নকশি পাটি : নকশি পাটি বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল লোকশিল্পীরা রঙিন বেত দিয়ে অতান্ত সুন্দর ও চমৎকার নকশি পাটি তৈরি করে থাকেন।
- ২. নকশি শিকা : বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলের নারীদের কাছে অভ্যন্ত জনপ্রিয় আরেকটি বয়নশি হলো নকশি শিকা। গৃহস্থ রমণীরা পাট বা সূতার জো-এর ওপর পাট, সূতা, পুতি, কড়ি ইতানি সাহায্যে নকশি শিকা তৈরি করেন। এই নকশি শিকায় গ্রামবাংলার নারীরা বিভিন্ন জিনিস্পর্ সাজিয়ে রাখেন।
- নকশি পাখা : গ্রামবাংলার আরেকটি ঐতিহ্যবাহী বয়নশিল্প নকশি পাখা। গৃহস্থ নারীরা অত্যন্ত শ করে পাতা বা সূতার টানার ওপর রঙে রঙিন সূতা এবং পাটের মাধ্যমে নকশি পাখা তৈরি করেন।
- ঝুড়ি, কুলা-ডালা, ফুলচাঙ্গা : এ দেশের ঐতিহ্যবাহী বয়নশিয়ের অন্যতম হলো বেত ও বার্ণের জো-এর তৈরি ঝুড়ি, কুলা-ডালা ও ফুলচাসা। ঝুড়ি এবং কুলা-ডালা তৈরি করে যে সংগ লোকশিল্পী তাদেরকে ডোম জাতি বলা হয়। আর সাধারণত গৃহস্থ রমণীরা ফুলচাঙ্গা তৈরি করে।

গ, সচিকর্ম

 নকশি কাঁথা : নকশি কাঁথা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের লোকশিল্পের সবচেয়ে মনোরম নিয়্নির্ব্ নকশি কাঁথা সূচিকর্মের অন্তর্ভুক্ত। কয়েক ফালি কাপড় স্তর পরুপরায় সাজিয়ে কাঁথার ভা^{মন তো} করা হয়। সাধারণ ব্যবহার্য সূচে রঙ-বেরঙের সূতা পরিয়ে 'ফোড' ঘারা এই জমিনে ছবি আঁকা ^{হর্ম} বকশি কাঁথার ছবি ও নকশা : নকশি কাঁথাতে সাধারণত মাছ, পাতা, ছড়া বা ধানের শীষ, চাঁদ, ভারা, বৃক্ষ, ঘোড়া, হাতি, দেব-দেবীর ছবি অথবা কোনো গ্রামীণ ঘটনার ছবি বুনন করা হয়। লাহাড-পর্বত, পন্ত-পাখি, প্রসাধনী দ্রব্য, রান্রাঘরের জিনিসপত্র, পালকী, মটর, ঘোড-সওয়ার, মুসজিল-মন্দির, গ্রাম্যমেলা, রাধা-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী, জ্যামিতিক নকশা, ফুল ও নানা ধরনের আল্পনা এবং লোক নানা ফিগার মোটিফ এতে দেখতে পাওয়া যায়।

্বকশি কাঁথার প্রকার : লোকশিল্প হিসেবে নকশি কাঁথা ব্যক্তিগত, সামাজিক ও ধর্মীয় কাজে স্তাবহার করা হয়ে থাকে। প্রয়োজনের দিক থেকে নকশি কাঁথাকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। অমন— লেপ, ঢাকনা, ওশার ও থলে। এসবের মধ্যে লেপ এবং ঢাকনাই উল্লেখযোগ্য। লেপকাথা আবার দুই প্রকার। যেমন— দোরখা এবং আঁচল বুননী।

ক্রমন্ত্রের অন্যতম প্রধান শাখা এই আদর্শায়ন। পুতৃল, খেলনা, হাঁড়ি-পাতিল, দেবমূর্তি, মুখোশ, 🚃 সন্দেশ-পিঠা-আমসত্তের ছাঁচ, নকশি পিঠা, মিষ্টি, অলঙ্কার, নৌকা, তাজিয়া, রথ, শৌখিন দ্রব্য, বাট-পালম্ব-সিন্দুক-বাক্স, পাঝি, গাড়ি ইত্যাদি সবই আদর্শায়নের অন্তর্ভুক্ত লোকশিল্পজাত বস্তু।

গুড়ুল : কুমার, ছুতার, গৃহস্থ রমণী ও বালিকারা মাটি, কাঠ, কাপড়, সূতা, পাঁট, ধাতু ইত্যাদির সাহাযো মাটির পুতুল কাঠের পুতুল, কাপড়ের পুতুল, ধাতুর পুতুল ইত্যাদি তৈরি করেন।

২ খেলনা : মাটি, কাঠ, শোলা ও ধাতুর সাহায্যে কুমার, ছুতার, গৃহস্থ ব্যক্তি ও মহিলারা শিও-কিশোরদের জন্য নানা রকমের খেলনা তৈরি করেন। এই ধরনের খেলনার মাঝে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের পশু-পাঝি, মানুষ, হাঁড়ি-পাতিল ইত্যাদির প্রতিকৃতি।

 দেবমুর্তি : হিন্দুদের দেবমুর্তি একটি উল্লেখযোগ্য লোকশিল্প। পেশাদার কুমার মাটি, বাঁশ, কঠি, সুতা, শোলা, ধাতু, কাপড়, রঙ ইত্যাদি উপকরণের সাহায্যে হিন্দুদের নানা দেবদেবীর মূর্তি তৈরি করেন।

নকশি পিঠা : বাংলার নারীমনের শিল্প সৌন্দর্যের প্রকাশ নকশি পিঠা। এতে আছে যুগ-যুগান্তরের আংলার অন্তঃপুরিকাদের চিন্তা, চেতনা ও রসবোধ। পিঠা সুন্দর, স্বাদে ভরপুর ও বেশিদিন রাখার জন্য বিভিন্ন ডিজাইনে, মোটিফে, সাইজে বা নকশা দিয়ে যে পিঠা তৈরি করা হয় তাকে নকশি পিঠা বলে। অতিথি আপ্যায়ন, বিয়ে-শাদী, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, বিশেষ অনুষ্ঠান, ঈদ, খতনা, মবানু, শবে-বরাত, শবে-কদর ও জামাই আদরে নকশি পিঠা দিয়ে অতিথিদের আপ্যায়ন করা হয়।

 ভাঙরণ : কাঠখোদাই শিল্প প্রধানত মূর্তি ও নকশা খোদাই), ধাতুর নকশা, পোড়ামাটির ফলকচিত্র रेकामि হলো লোকশিল্পের অন্তর্ভুক্ত ভাস্করণের নিদর্শন। বাড়ি, দরজা, জানালা, বেড়া, খাট, পালঙ্ক, ^{বান্ত্র}, লিমুক, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি তৈরির ক্ষেত্রে ছূতার কাঠ খোদাই করে বিভিন্ন রকমের দৃষ্টিনন্দন নকশা ^{ও ডি}জাইন তৈরি করেন। বাসন-কোসন এবং শৌখিন দ্রব্যের যাবডীয় কাজে কাঁসারু ও স্বর্ণকার তামা, িচন, লোহা, সোনা, রূপা ইত্যাদির সাহায্যে ধাতুর নকশা তৈরি করেন। এ ছাড়া ঘরবাড়ি, মসজিদ, িনা ইত্যাদি অলম্করণের সময় কুমার পোড়ামাটির ফলকচিত্র তৈরি করেন।

চ. স্তাপত্যশিল্প : বাংলাদেশের স্থাপত্যশিল্পে লোকশিল্পের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ঘর-বর্ত দালান-কোঠা মসজিদ মন্দিরসহ বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে ঘরামি, ছতার রাজমিন্তিরা বিশেষ ধরনের নকশা ও ডিজাইনে এগুলো গড়ে তোলেন। এ সকল অবকাঠায়ো নিজ মাটি মাঠ বাঁশ খড় দড়ি ইত্যাদি উপক্রণ ব্যবহার করা হয়।

লোকশিল্প সংগ্রহের শুরুত্ব ; লোকশিল্প যে কোনো জাতির ইতিহাস ও ঐতিহোর সাথে সম্পর্কিত 🖙 গুরুত্বপর্ণ শিল্প । তাই একটি জাতির আত্মপরিচয় সম্পর্ণভাবে জানার জন্য লোকশিল্প সঞ্চাহের গুরুত্ অপতিছিল এ সম্পর্কে বিখ্যাত লোকবিজ্ঞানী আন্ততোষ ভট্টচার্য বলেন, 'লোক-সংস্কৃতির রূপ-রসগত বহুমুখী আলোচনাই 👵 সব নয়, এর জন্য তাত্তিক আপোচনা প্রয়োজন। কিন্তু এ কথা সত্য, তাত্ত্বিক আপোচনার পূর্বে এর উপকরত যথাসভব সামগ্রিক সংগ্রহ আবশ্যক। কেবল মাত্র আংশিক সংগ্রহের ওপর তান্ত্রিক আলোচনা সন্তব নহ কেবলমাত্র সপ্তাহের আয়তন নয় তার গুণগত দিকে লক্ষা রাখতে হবে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কিংবা সপ্তাহ বিচ্চ কোনো স্বীকত প্রতিষ্ঠানে আধনিক পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত গবেষক বা সংগ্রহকারী দ্বারা সংগ্রহ করা দরকার '

লোকশিল্প সংগ্রহের সমস্যা : লোকশিল্পজাত বস্ত সংগ্রহের সমস্যা ও অসুবিধা অনেক। অনেক সময় লোকশিল্পী তার নিজম্ব সৃষ্টি হস্তান্তর করতে অনীহা প্রকাশ করেন। কারণ, শিল্পী সৃষ্টির আনন্দে দাঁহ শিল্পকর্মে ব্রতী হন তাই নিজের সঙ্কির প্রতি মমতবোধের জন্য তিনি হাতের তৈরি জিনিস সহজে হাতছাড়া করতে চান না। পূর্বপুরুষের স্মৃতিবিজড়িত অতি পুরাতন লোকশিল্পজাত বস্তু পরিবারের নৈতিত্য তিসেরে ধার রাখাতে চান শিল্পীর উত্তরাধিকারী।

সরল গ্রামবাসী অনেক সময় তাদের শিল্পকর্মের গুরুত উপলব্ধি করতে পারে না। যে সামান্য জিনিস তর তৈরি করে ক্ষেত্রবিশেষে তা যে অমৃল্য সম্পদরূপে বিবেচিত হতে পারে তা তারা বোঝে না। ফলে তার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাও তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। সেজন্য অনেক সময় লোকশিল্পজাত সাম্মী সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাদের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া ও সহযোগিতা পাওয়া যায় না।

শিল্পকর্মের গুরুত সম্পর্কে সচেতনতা আর একটি সমস্যার সঙ্কি করে। সেটা হলো নকল সামগ্রী চলিত্রে দেয়ার প্রবণতা। শিল্প সামগ্রীর পেশাদারী বিক্রেতা বা মিডলম্যানদের মধ্যে সাধারণত এ ধরনের প্রবর্ণতা দেখা যায়। যেমন.... পিতল বা বোঞ্জেব প্রাচীন ভাস্কর্যের চাহিদা বন্ধির দরুন আজকাল পরাতন আদলে পিতল বোঞ্জের মডেল তৈরি করে তার ওপর এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করা হয়। ফলে পুরাতন মর্তি এবং এসব নকল ভাস্কর্যের মধ্যে তারতম্য করা মৃস্কিল হয়ে পড়ে।

লোকশিল্প সংরক্ষণের সমস্যা : সংগৃহীত সামগ্রীর সংরক্ষণেও সমস্যা আছে। সাধারণত ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী উপাদানে লোকশিল্প সৃষ্টি করা হয়। ফলে এগুলোর স্থায়িত কম। বাঁশ, বেত, সূতা, পাতা প্রভৃতির ক্ষেত্রে এ সমস্যা দেখা দেয়। লোকশিল্পীরা যে রঙ ব্যবহার করেন তারও স্থায়িত্ব ^{নেই।} তাছাড়া প্রতিকৃল আবহাওয়ায় সংগৃহীত, সামগ্রী ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়।

লোকশিল্প সংরক্ষণের উদ্যোগ: লোকশিল্পের সঞ্চাহ দু রকমের হতে পারে। যথা- বাস্তব সঞ্চাহ এবং দলিলায়ন। বাস্তব সংগ্রহের জন্য প্রয়োজন সংগ্রহশালা বা জাদুঘর।

১৯৩৭ সালে স্থাপিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ সংস্থা 'আন্ততোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আট' না^{মুক} জাদুঘর সম্ভবত বিভাগ-পূর্ব বাংলায় লোকশিল্প সংগ্রহের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াস। ১৯৬৯ সালে জাদুঘরের সংগ্রহ সংখ্যা ছিল ২৫,০০০। এর বিরাট অংশ হলো লোকশিল্প। এ জাদুঘরে বাংলাদেশে লোকশিল্পের বেশ কিছ নিদর্শন আছে। এর মধ্যে নকশি কাঁথা ও মাটির খেলনা পতল উল্লেখযোগ্য।

্র সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা জাদুঘর ১৯৮৩ সালে জাতীয় জাদুঘরে উনীত হয়। ২.১৫,০০০ বর্গফটের ন্ত্রশাল জাদুযরে লোকশিল্পের নিদর্শনের মধ্যে আছে অনেকগুলো নকশিকাথা, কঠি খোদাই স্পাকাটা বা পোড়া মাটির ফলক, পতল, পৃথি, পটচিত্র, মৎপাত্র প্রভতি।

একাডেমির লোক-ঐতিহ্য বিভাগের লোকশিল্প সংগ্রহশালার জন্য সংগ্রহ শুরু হয় ১৯৬৪ সাল ্রত। ১৯৬৯ সালে গৃহসংস্থানের পর সংগ্রহশালা বাস্তব রূপ গ্রহণ করে। সংগ্রহের মধ্যে আছে ক্রেরা মথোশ, লোকবাদায়ন্ত, শীতল পাটি, নকশি পাখা, লোক-অলঙ্কার, নকশি পিঠা, শিকা ্রান্ত্রক, পুতুল প্রভৃতি।

অঞ্চিত্রের পঠন-পাঠন ও সংগ্রহের জন্য ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন 🚣 করা হয়। বাংলার এককালের রাজধানী সোনারগাঁয়ে লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের সদর দপ্তর 🚙 লোকশিল্প জাদুঘরের স্থান নির্বাচন করা হয়। ১৯৭৬ সালের অক্টোবর মাসে সর্দার বাড়ি নামক ক্ত পরনো জমিদার বাড়ি মেরামত করে তাতে লোকশিল্প যাদুঘর স্থাপিত হয়। লোকশিল্পের নানা জ্ঞান এ সংগ্রহশালায় স্থান প্রেয়ছে।

এ ছাড়া চট্টগ্রামের জাতিতত্ত্ব জাদুঘর, রাঙামাটির ট্রাইবাল কালচারাল একাডেমি ও নেত্রকোনার ভবিশারি টাইবাল একাডেমিতে উপজাতীয় শিল্পের সংগ্রহ আছে। মহাস্তানগড়, পাহাডপর ও মানামতির প্রত্নতাত্তিক জাদঘরের লোকশিল্পের নিদর্শনের মধ্যে মাটির ফলকচিত্র উল্লেখযোগা। বছাড়া দিনাজপুর, কিশোরগঞ্জ, ত্রিশাল প্রভতি আঞ্চলিক জাদঘরে কিছু কিছু লোকশিস্তের নিদর্শন

উপসংহার : বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় লোকশিল্পের প্রয়োজন বা উপযোগিতা জাতিতান্তিক নিক দিয়ে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু লোকশিল্পের অনেক উপাদানই আজ বিলুপ্তির পথে। এমতাবস্থায় লাকশিল্পের নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, সেগুলোর উৎস-ইতিহাস ও শিল্প-বিচার এখন জরুরি হয়ে ্রিছে। আবহুমান বাংলার ঐতিহ্য ও গৌরবকে ধরে রাখার স্বার্থে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গাবনিয়ের জন্য আর্থিক বিনিয়োগ ও বাজারজাত ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে। দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শক্ষিত্রীদের উৎসাহ বাডাতে হবে। এতে লোকশিল্পসহ আমাদের হারানো দিনের অনেক ঐতিহ্য ও ্ত্ততি কিছুটা হলেও রক্ষা পাবে।

ত্রা 🔕 বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

^{বিক্}না : ঐতিহাসিক পথপরিক্রমায় বাংলাদেশে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিন্টান প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী মানুষ ^{উপাশা}শি অবস্থান করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক গীতিময় ঐতিহ্য ধারণ করে আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ নিয়ানের বাস হলেও খীয় অন্তিত্ব আর মান-সন্মান নিয়ে হিন্দু, খ্রিন্টান, বৌদ্ধসহ অন্য ধর্মাবলয়ী বিষয়ে এখানে স্ব ধর্ম পালন করছে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে ধর্মীয় পাশ কাটিয়ে জাতীয় চেতনায় এবং শান্তির প্রেরণায় উত্তৃদ্ধ হয়ে প্রত্যেকেই সৌহার্দাপূর্ণ াশ ঝাঢ়য়ে জাতার ফেজ্বার বাব বিজ্ঞায় বেখে জীবনযাপন করছে। এ সৌহার্দ্যে কখনো ফাটল দেখা দিলেই ঐতিহ্যগত ভাষা হৈছে জাবন্যান্য জনতে। আ চন্দ্রের্থন জনগোষ্ঠাকে সব সময়ই বাড়াবাড়ির পথে
আরু মান্তির কর্মীর শিক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সব সময়ই বাড়াবাড়ির পথে পার শান্তর রগার শিক্ষা শংখাগানত স্থান্ত ব জিবিয়ে রেখেছে। ধর্মীয় আচার-আনুষ্ঠানিকতা এবং নিয়মতান্ত্রিক উপাসনার ধর্মীয় রীতি এ

দেশের প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মানুষের মাঝে থাকলেও ধর্মান্ধতার বিষাক্ত ছোবল কখনও কখনও সাম্প্রদাহি সম্প্রীতির মাঝে বাধার সৃষ্টি করে। এ ধর্মান্ধতার বিষাক্ত ছোবল বন্ধের যথাযথ পদক্ষেপ না ि সম্পদায়িক সম্পীতির ঐতিহা মান হয়ে যেতে পারে।

বাংলাদেশে পালিত ধর্ম : বাংলাদেশের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। দীর্ঘদিনের ইতিহাসের ধারায় এবচন বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠী যেমন শাসন করেছে, তেমনি বিকাশ লাভ করেছে বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি আর বিধান তাই বাংগাদেশের আনাচে-কানাচে আজও হিন্দু, বৌদ্ধ, ইংরেজ আর মুসলিম শাসকদের নানা 🙈 চোখে পড়ে। বর্তমানে এ দেশের ৯০.৪% লোক মুসলমান। দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী হিসেবে ব্যক্তে হিন্দুরা (৮.৫%)। স্বাধীনতা পূর্বকালে, বিশেষ করে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের প্রাঞ্জালে এ ফে বিপুল পরিমাণ হিন্দুর বসবাস থাকলেও মূলত রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণেই হিন্দুরা কালক্রছ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে পাড়ি জমায়। ফলে তাদের সংখ্যা ক্রমে,গ্রুস পেতে থাকে। অন্যদিকে 🕞 শাসনামল এবং পরবর্তীতে এনজিও কার্যক্রমের নামে স্বিষ্টান মিশনারীদের ব্যাপক তৎপরতায় এ দের স্ত্রিষ্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম, পট্টয়াখালীসহ বিভিন্ন স্থানে যে সকল উপজন্ধি রয়েছে তাদের অধিকাংশই বৌদ্ধ ও খ্রিন্টান। তবে তাদের অনেকেরই আবার নিজস্ব ধর্ম রয়েছে

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বাংলাদেশ : বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অন্যতম উদাহরু সাম্প্রতিককালে সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগ উঠলেও প্রকৃতার্থে এটি দুদিক থেকেই রাজনৈতির উদ্দেশ্যপ্রগোদিত। কেউ যদি সংখ্যালয়দের নির্যাতন করে থাকে তা যেমন সুযোগসন্ধানী রাজনীতিকরে। নোহোমির ফল, তেমনি যারা এ নিয়ে ব্যাপক তোলপাড় করছে সেটাও রাজনৈতিক খার্থাসির হুত পথ অনুযায়ী ধর্মীয় অনুশাননের অনুশরণ করে থাকে। পীর-মাশায়েখ আর আলেম-বেলামানের কৌশল। কারণ এ দেশের সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতায় এমন আচরণ অনুপস্থিত।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলেও দেখা যায়, এ দেশের বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণের মানুষ কাঁধে ব মিলিয়ে চলেছে। ইংরেজবিরোধী আন্দোলন থেকে ভাষা আন্দোলন এবং সর্বশেষ স্বাধীনতা আন্দোলনেও দেশের মানুষ ধর্মীয় বাদ-বিচারের উর্ম্বে ওঠে জাতীয় চেতনায় উত্তব্ধ হয়ে লড়েছে। পাকিস্তানি শাসকরা য ধর্মের দোহাই দিয়ে বাঙালি জাতিকে শোষণ করছিল, তখন এ দেশের মানুষ সে ভভংকরের ফাঁকি হিন্দ বুঝতে পেরেছে। ফলে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে শোষকের বিরুদ্ধে অন্ত ধরে স্বদেশ ভূমিকে মুক্ত করেছে দেশের মানুষ জেনেছে ধর্মের দোহাই দিয়ে শোষণ করা কোনো শাসকের কাজ নয়, জালিমের কাজ। বর্তমানে এ দেশে মুদলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও ঐতিহাসিক কাল থেকেই এখানে হিন্দু-মুদলমান পাশাৰ্পী বসবাস করে আসছে। হিন্দু-মুসলিম সৌহার্দ্যের অনেক নিদর্শন এখনো দেখা যায়। বাংলার আনাচে-ক্র পাশাপাশি বাড়ি, পাশাপাশি ঘরে হিন্দু-মুসলিম-খ্রিষ্ঠান বসবাস করছে, প্রতিনিয়ত পারম্পরিক শে হচ্ছে। সমমর্যাদা আর অধিকার নিয়ে এখানে সকল ধর্মের মানুষ তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক জীবন পরিচালনা করছে। ব্রাহ্মণ্যবাদের মিখ্যা আভিজাত্য একসময় বাঙালি সমাজে ভার্তি আর বর্গভেদের দৃষ্ট ক্ষত সৃষ্টি করলেও কালক্রমে তা বিশৃপ্ত হয়। বিশেষ মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও মানসিক শি প্রুচ্ম ছায়া এবং বাঙালির ঐতিহাগত সৌহার্দ্য এ ক্ষতকে বিস্তৃত হতে দেয়নি।

বাংলাদেশের মানুষের আরেকটি গুপ হলো এখানে হিন্দু-মুসলমানের বাইরেও প্রতিবেশী ও সমা সদস্য হিসেবে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক তাকে তারা বেশ শুরুত্ব দেয়। এখানে প্রতিটি ধর্মের ^র তাদের স্ব স্ব ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করে এবং একে অপরের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এমনকি একে অপরকে নিজম্ব ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ জানানোর যে ঐ^{ঠিট}

ক্র তা সত্যিই প্রশংসনীয়। পরধর্মের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া এবং উপভোগ করার অনপম রীতি বিদামান। তা ছাড়া পহেলা বৈশাখ, পৌষসংক্রান্তি ও পিঠা পুলির উৎসবসহ এমন কিছু উৎসব ্রেখানে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি বাঙ্কালি এক অভিনু অন্তিত্তের সন্ধান খৌজে।

অব্যার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং প্রত্যেককে তাদের ধর্ম-কর্ম পালনের সুযোগদানের ব্যাপারে এ দেশের ্রাট্র মানুষ সজাগ। প্রতিটি মসজিদে আজানের পবিত্র ধ্বনির আবহ যেমন মানব মনকে আলোডিত ্তুমনি মন্দির, চার্চ কিংবা প্যাগোডায় বিনীত প্রার্থনার আকুলতাও তেমনি পবিত্র আবহ ছডায়।

অলমানদের আচার-অনুষ্ঠান ও দৃষ্টিভঙ্গি : বাংলাদেশ নানা ধর্মের মানুষের দেশ হলেও মুলত মুসলিম ব্রুলাষ্ট্রীর আচার-অনুষ্ঠান ও দৃষ্টিভঙ্গিই জাতীয় জীবনে প্রধান। কেননা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম এ ্রুল্য দেশটিতে প্রায় ১৩ কোটি মুসলমানের বাস। বাংলাদেশের মুসলমানরাও বিশ্বের অন্য দশটি ্রিল্র দেশের মতো যাবতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান-আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপারে যথেষ্ট যত্নবান। ধর্মীয় কর্তব্য ধর্মের প্রতি অনুরাগ ও ধর্মীয় বিধিবিধানের প্রতি শ্রন্ধাবোধ এ দেশের প্রতিটি মসলমানেরই ল্যাত। তবে ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি কিংবা উগ্রতা এ দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের স্বাভাবিক চেতনায় ক্রমপ্তিত। ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের অনুশাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকলেও এ দেশের মুসলমানরা ্যাদর এ বিশ্বাসকে অপরের ওপর চাপিয়ে দেয়ার নীতিতে বিশ্বাসী নয়।

ক্ষার বাংলাদেশের মসলমানদের মাঝে ধর্মীয় কার্যকলাপ ও আনষ্ঠানিকতায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে জ্ঞিতা থাকলেও তা তাদের পারম্পরিক সম্পর্ককে তেমন ক্ষতিগ্রস্ত করে না। বরং প্রত্যেকেই যার যার িক নির্দেশনায় আবহুমান কাল থেকেই এ দেশের প্রতিটি ঘরে ধর্মীয় শিক্ষার যে অমিয় ধারা প্রবাহিত তা শান্তির শিক্ষা, বিধাতা ভালোবাসার শিক্ষা। ধর্ম এ দেশের সহজ, সরল মানুষের মাঝে উগ্রতা কিংবা বিদ্রাতা নয়, ভ্রাতৃত্ব আর সৌহার্দ্যের শিক্ষাই দিয়েছে। তাই ঈদ বা ধর্মীয় সভায় মুসলমানদের যে দিনমেলা তা প্রতিটি মানুষকেই স্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতার আদর্শে উদ্বন্ধ করে।

বালাদেশের মসলমানদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তারা বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের ওপর যে নির্যাতন ও শীভূন হচ্ছে তার বিরোধী হলেও তাদের প্রতিক্রিয়া অবশ্যই শান্তিপূর্ণ। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের জ্বাটে মুসলমানদের ওপর যে অবর্ণনীয় নির্যাতন চালানো হয় তার প্রতিক্রিয়ায় এ দেশের হিন্দুদের জ্বনা ক্ষতি এ দেশের মুসলমানরা করেনি। বরং এদেশের হিন্দুরাও এ বর্বরতার নিন্দা জানায়। ^{ভা}ছা বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের দুর্দশা লাঘবের জন্য বিধাতার কাছে প্রার্থনা করাকে এ দেশের বিশ্বমানরা তাদের ধর্মীয় দায়িত মনে করে। পাশাপাশি সন্ত্রাস, নৈরাজ্যসহ মানববিধ্বংসী সব ^{করিনাতকে} এ দেশের মানুষ বরাবরই ঘুণা করে। তাই ধর্মীয় উগ্রতা কিংবা ধর্মান্ধতা, নয় বরং ধর্মীয় শ্বীসনের প্রতি ঐকান্তিকতা আর অনুসরণকেই দুনিয়া ও আথিরাতের মুক্তির একমাত্র পথ হিসেবে ^{ত্বে} নেয়াই এ দেশের মানুষের বৈশিষ্ট্য।

^{ীলো}দেশের রাজনীতিতে ধর্ম : বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের উপস্থিতি নিয়ে অনেক কথা চালু ্রিলাও এ দেশের মানুষ ধর্মকে রাজনীতি থেকে পুরোপুরি পৃথক করার তত্ত্বে এখনো পুরোপুরি অভান্ত জ্ঞান বিশেষ করে। বিশেষ করে। বিশেষ করে। বিশেষ করে। ক্রিকভাবে ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করা বা ধর্মবিরোধী কার্যক্রমকে তারা কখনোই সমর্থন করেনি। পাকে পরাপুরি ধর্মীয় শাসন প্রতিষ্ঠার যে আদর্শিক আন্দোলন তার প্রতিও জনসাধারণের সমর্থন তেমন লক্ষ্য করা যায় না। বরং এ দেশের মানুষ মধ্যপদ্ধা অবলম্বন বিশ্বাসী। তাই দেখা যায়, জামায়াত ইস্লামীর মতো ধর্মভিত্তিক দল এককভাবে যেমন সুবিধা করতে পারেনি, তেমনি বামপন্থী দলগুলে অবস্তাও করুণ। বরং বিএনপি, জাতীয় পার্টির মতো দলগুলো যখন ধর্মের প্রতি তাদের সহানুভূতি 🗠 তুলতে পেরেছে তখন ভোটারদের সহানুভূতিও পেরেছে। তাছাড়া বাংলাদেশের আলেম-ওলামা ও 🗞 মাশায়েখদের একটা বিরাট অংশ সরাসরি কোনো দলের সমর্থন করে না। তারা মূলত মানুষকে 🥳 কর্মের শিক্ষাদান ও এসব ব্যাপারে সজাগ করে তোলাকেই মূল দায়িতু মনে করেন। ফলে বাংলাদেক কোনো উগ্রবাদী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর উপস্থিতি— এ দেশের ধর্মপ্রাণ জনগণ মেনে নেবে না।

উপসংহার : নানা অপপ্রচার এবং অপতৎপরতা সত্ত্বেও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলাদে কোনো অর্থেই সম্প্রদায়িক রাষ্ট্র নয়। এখানকার মানুষের দীর্ঘদিনের যে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য ছ কোনো সময়ই ধর্মীয় বাড়াবাড়ি প্রশুয় দেয়নি। বরং প্রাচীনকাল থেকে এখানে বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের মানা পাশাপাশি বাস করে আসছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক চর্চার সর্বজনীনতা দেখন অনায়াসেই বলা যায়, এখানকার মানুষ প্রথমেই তাদের জাতীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়কে প্রাধান্য দেয় কিন্তু বাংলাদেশে মসজিদ, মন্দির ও মানুষের ধর্ম-কর্ম পালন কোনো মতেই এতে ক্ষতিগ্রন্ত হয় না বরং তারা ক্ষেত্রবিশেষে ধর্মের বিরুদ্ধে আপোষ করতেও নারাজ। তাই একবার এক কমিউনিউ নয় বলেছিলেন, 'বিকালবেলা আমি যখন সমাজতন্ত্রের ওপর বক্তৃতা দেই তখন প্রচুর লোক জড়ো আ কিন্তু যখন মাগরিবের আয়ান হয় তখন মুসলমানরা মসজিদে আর হিন্দুরা মন্দিরে চলে যায়।

ব্যুলা 🔕 বাংলার লোকসাহিত্য/সমাজ ও লোকসংস্কৃতি/পল্লীসাহিত্য

ভূমিকা : আমরা প্রকৃতির সন্তান। বিশাল আকাশ আমাদের ঘরের ছাদ। আর বায়ুসাগরের মধ্যে আমরা ছ আছি। তবুও আমাদের অনেক সময়ই মনে থাকে না, যে আমাদের ঘিরে আছে বাতাস। পত্নিত বহুত্যাৰী ডক্টর মুহ্মদ শহীদুল্লাহ সঙ্গত কারণেই একবার লোকসাহিত্যকে বাতাসের সাথে তুলনা করেছিলে। কেন বাতাস যেমন আমাদের দিরে আছে, তেমনি আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে লোকসাহিত্য। লোকসাহি বাতাসের মতোই উদার ও সীমাহীন। আমরা লোকসাহিত্যকে মনে না রাখলেও লোকসাহিত্য কিন্তু আমার্চ সাথে মিশে আছে। তার সুশীতল ও ছায়ানিবিড় স্নেহাঞ্চলে আমাদের বেঁধে রেখেছে।

লোকসাহিত্য কি : এক কথায় সাধারণ মানুষের মনের কথা, মুখের কথা ভাষা ও ছব্দে বাণীক এবং লোকমুখে তা প্রচারিত ও প্রচলিত হয়ে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয় তাকে লোকসাহিত্য বলে। গ সমালোচক বলেন, যে সাহিত্য লেখা হয়নি ভালপাতার মূল্যবান গাত্রে, যে সাহিত্য পায়নি সমা উটুতলার লোকদের সমাদর, যে সাহিত্য পল্লীর সাধারণ মানুষের কথা বলেছে গানে গানে, সাহিত্যের রচয়িতার নামও অনেক সময় হারিয়ে পেছে, তাকে বলা হয় লোকসাহিত্য। এ সৰি সাধারণ মানুষ ও পল্লীর আলোছায়া, তালোবাসা ও স্মৃতিকে সম্বল করে বেঁচে আছে। আমরা ^ও ছড়া, গান, গীতিকা, গাথা পড়ি ও তনি। কিন্তু জানি না সেগুলোর রচয়িতা কারাঃ এগুলো অনেক ধরে কেঁচে আছে পন্তীর মানুষের কর্ষ্টে। কোন কবি-সাহিত্যিক লিখেছিলেন এ বেদনাময় কাহিনী আমরা জানি না। কিন্তু এগুলো বেঁচে আছে চিরকাল। সূতরাং বলা যায়, যে সাহিত্য কোনো ^{চি} ব্যক্তিচিন্তা বা সাধনা থেকে উদ্ভূত না হয়ে মানুষের মনে আপনা থেকেই জন্মায়, যার মধ্যে

্বত্তকথা বা কোনো রকমের নীতি উপদেশ নিহিত থাকে না, কিন্ত নিতান্ত সরল প্রাণের সুখ-দুঃখ, ্রাসি প্রস্তৃতির অনাড়ম্বর প্রকাশ ঘটে এবং যা নিত্য পরিবর্তনশীল নদীসোতের মতো মান্ত্রের মনে ক্রারে তাকেই লোকসাহিত্য বলে। সাধারণ মানষের মনের সহজ ও স্বচ্ছন্দ রূপায়ণ হলো ক্রাহিত্য। বাংলার লোকসাহিত্য বাঙালির স্বতঃস্ফুর্ত হৃদয়ধারার প্রতিচ্ছবি।

লোকসাহিত্যের ইতিকথা : বাংলা লোকসাহিত্যের ইতিহাস ও এর ঐতিহ্য হাজার বছরের। জাবা সৃষ্টির প্রাথমিক যুগেই লোকসাহিত্যের জন্ম হয়। লিখিত সাহিত্যের নির্দিষ্ট লেখক থাকে। ্রে লোকসাহিত্যের কোনো সুনির্দিষ্ট লেখকের পরিচয় পাওয়া যায় না। মনে হয় যেন সারা সমাজ ক্রাপ্ত বসে নিজেদের মনের কথা গানের সরে বলেছে। তা লেখা হয়নি কাগজে বা তালপাতায়। লা লাখা হয়েছে মানুষের হৃদয়পটে। গ্রামের মানুষ সে গান, গাথা মনে রেখেছে এবং আনন্দ-ক্রমায় তা গেয়েছে। এভাবে বেঁচে আছে লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্যের সৃষ্টি ও বিকাশের রীতি বেশ ব্যারার। যেমন ছড়ার কথাই ধরা যাক। কথন যে কার মনে কোন ঘটনা দাগ কেটেছে এবং সে ঘটনা করেছে তা আজ কারো মনে নেই। কিন্ত সে ছড়া একজনের কাছ থেকে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছে লাল সমাজে। সমাজে যখন ছড়াটিকে ভালো লেগেছে, তখন সেটিকে মখে মখে ছড়িয়ে দিয়েছে রার্নকে। এভাবে ছড়াটি হয়ে উঠেছে সমগ্র সমাজের সৃষ্টি। ফলে গীতিকার, লেখকের নাম পাওয়া আরু মা। কেননা হয়তো তার কোনো নির্দিষ্ট কবি নেই। অনেকের মনের কথা হয়তো জমাট বেঁধে তেটি গীতিকায় রূপ পেয়েছে। আবার হয়তো কোনো এক কবি সতিাই রচনা করেছিলেন গীতিকাটি। জ্মার পর সকলের সামনে গান করেন সেটি। সকলের ভালো লাগে তা। সমাজের সকল লোক সে গানটি মুখস্ত করে এবং মুখে মুখে গায় সেটি। এভাবে বহু বছর কেটে যায়। কালের প্রবাহে গানটির ক্ষমিতার নামটি হারিয়ে যায়। তখন গীতিকাটি হয়ে উঠে সারা সমাজের সৃষ্টি। কবির রচনাও কালের ৰিব পৰ পরিক্রমায় বদলে যায়। হয়তো নতুন রূপে তা মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে শোভা পায়। এভাবে শলা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন পসরা—ছড়া, গীতি, গাথা, রূপকথা, উপকথা, ছড়াগান, গল্পকাহিনী, ব্বেদ, ধাধা লোকগাঁথা আরো অনেক কিছুই বাংলা লোকসাহিত্যকে বিকশিত করেছে।

লাৰুসাহিত্য যেভাবে সংগৃহীত হয় : বাংলা সাহিত্য লোকসাহিত্যে বেশ ধনী। অফুরন্ত লোকসাহিত্য ^{মাহ্ন} আমাদের। পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে তা ছড়িয়ে ছিলো এবং আজও আছে। ভদ্র তথা সুধী সমাজ ^{জা মুরোদ} অনেক দিন জানতো না। কেননা লোকসাহিত্য লিখিত হয়নি। তা বেঁচে ছিল গ্রামের মানুষের অবাই ছিলো লোকসাহিত্যের লালন-পালনকারী। তারপর এক সময় আসে, যখন ভদুলোকদের ^{াই পড়ে} সেদিকে। তরু হয় লোকসাহিত্য সংগ্রহ। বাংলাদেশের পল্লী ও গ্রামাঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয় ^{খনক} হজ়, অনেক গীতিকা। আমরা সেগুলোর স্বাভাবিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হই। বাংলা লোকসাহিত্য জন্য যাঁদের নাম বিখ্যাত তাঁদের মধ্যে চন্দ্রকুমার দে (১৮৮৯—১৯৪৬)। তিনি ছিলেন ্রিন্দিরের অধিবাসী। লোকসাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিল প্রবল অনুরাণ। তাই তিনি সংগ্রহ করেছিলেন জিলো গীতিকা। তাঁর সংগৃহীত গীতিকাগুলো সম্পাদনা করে ময়মনসিংহ গীতিকা (১৯২০) নামে করেন ভট্টর দীনেশচন্দ্র সেন। দীনেশচন্দ্র সেন নিজে সংগ্রাহক ছিলেন না। কিন্তু তাঁর ছিলো ত্ত্বার প্রতি গভীর অনুরাগ। তিনি লোকসাহিত্যকে দেশে-বিদেশে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। মতার প্রাত গভার অনুরাগ। তেনে লোকনাহেত্য ব্যক্তরও লোকসাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। তিনি সপ্তাহ করেছিলেন অনেকণ্ডলো ছড়া। কেবল ার্ক্তর লোকসাহতের প্রদুমানা কলে। বাহ করে তিনি থেমে যাননি। লোকসাহিত্যের উপর একটি অসাধারণ বইও তিনি লিখেছিলেন। ব্যাস্থ্য করে তিনি থেমে যানান। লোকসাহিত্যকে জনপ্রিয় করতে অনেক সহায়তা করেছে। বিশ্ব জিল 'লোকসাহিত্য'। এ বই লোকসাহিত্যকে জনপ্রিয় করতে অনেক সহায়তা করেছে। क जा साला-86

ন্ত্ৰপৰাৰা সংঘাহ কৰোছিলেন দক্ষিণাৱছান নিত্ৰ মন্ত্ৰ্ৰুনাৰ (১৮৭৭—১৯৫৭), উপেন্ত্ৰকিশোৱ বাহ চাৰু (১৮৬৩—১৯১৫)। দক্ষিণাৱছান নিত্ৰ মন্ত্ৰুনাৱের ক্ষপৰা সাহাবেৰ নাম ঠাকুনাৱ সুলি^{*}, ঠাকুন মুলি^{*}। উপেন্ত্ৰকিশোৱ বাহ ঠৌসুৰীৱ কাপৰা সাহাবেৰ নাম শুনাক্টিন কই[†] । আছুলা আহনে কান্ত অনেক সাধাহিক, বাঁদাক সকলের চেন্টায় আমান পোৱাছি এক অপূৰ্ব লোকসাহিত্যের ভাগাব।

পোকসাহিত্যের পৃথিবী। পদ্ধী তথা গ্রামবাংশাই লোকসাহিত্যের পৃথিবী। বাংলার পোকসাহিত্য পদ্ধীরাংলার সাধারণ মানুবের হৃদসম্পদ্দ। এ সাহিত্য পদ্ধীর মানুবের সাধারণ মানুবের হৃদসম্পদ্দ। এ সাহিত্য পদ্ধীর মানুবের সাধারণ মানুবের হৃদসম্পদ্দ। এ কারণে আরু কারণে কারণে কারণে কারণে এই কারণে কারণা কারণে কারণে কারণা কারণ

লোকসাহিত্যের কবিদের কোনো চিন্তা করার দরকার ছিল না, তাঁরা অবলীলায় বলে যেতেন তানের যর কথা, হৃদয়ের কথা। সুস্ত ও ছড়া-ছন্দের মধ্যেই তারা তাঁদেরতে ডুবিয়ে রাখতেন। তাই লোকসাহিত্য পাওয়া যায় চমংকার সহজ উপমা, সরল বর্ণনা, যাতে রয়েছে গ্রাদের স্পর্ণ ও আবেগের হোঁয়া।

লোকসাহিত্যের বিষয় : লোকসাহিত্য বড়ুই কৈচিত্রাসয় ও চিন্তাকর্মক। এর ভারোও কিছু অনেক বা, অনেক বিশাল। অনেক রকমের সৃষ্টি এঝানে দেখা যায়। লোকসাহিত্যের বিষয় বা উপাদানকে নিয়প শ্রেণীতে বিভাক করা যায়। যথা :

 ছড়া বা ছড়াগান, ২. গান বা গীতি, ৩. গীতিকা (Ballad), ৪. ধাঁধা, ৫. স্ত্রপকথা, উপক্র। ব্রতক্ষা, ৬. প্রবাদ, ৭. খনার বচন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১. ছড়া বা ছড়াপান : ছড়া বা ছড়াগান লোকসাহিত্যের অনুলা সম্পদ। ছড়া বড় মজার। বলতে তেল সব বাঙালির সারটি বাল্যকাল কাটে ছড়ার যানুমন্ত উচ্চারল করে। বুব কম লোকই আছে জান বাল্যকাল মাথা মূলিয়ে, লোচ, খোলে ছড়া কোটো বা ছড়াগান না গোমে কাটেনি। একক বছ ছড়াগানে যানু আছে। ছছর মথো দেবে কাথাক, আনেক সময় সেকৰ কথার কোনো এই বল বা অর্থ কুঁজে পাওয়া মাম না। এক পর্যক্তির অর্থ বুবু বাহ্য কিছু পরের পর্যক্তর কর্বা হ্যা হার ছড়া আসনত আর্থের জনা নয় আ ছন্দের জন্য, সূরের জন্য। অনেক আবোল-ভাবোল বর্জ র্জা এর মধ্যে এবং এ আবোল ভাবোল কথাই মধুর হয়ে এটে ছনের ভাব।। এরকপ একটি ছড়া হার্ম

আগড়ুম বাগড়ুম ঘোড়াড়ুম সাজে ঝাঝর কাসর মদঙ্গ বাজে।

এ পর্বক্ত দুটোর মধ্যে কথার তেমন অর্থ না থাকলেও এর ছল ও তালে আমরা মাতাল হই। ^{চহ} কথার কোনো অর্থ থাকে না এ কথাও পুরোপুরি সত্য নয়। ছড়ার অর্থ থাকে গভীর গোপনে। ধরা দিতে চায় না, কেননা তার অর্থটা বড় নয়। এরূপ একটি ছড়া যার ভেতর অনেক দুংখ ক্রিয়ো আছে; তুলে ধরা হলো :

ছেলে घुमाला পाড़ा জুড়ালো कर्ती उपला দেশে বুলবুলিতে धान त्याराह খाজना দেব किटन। धान ফুরোলো পান ফুরোলো খাজনার উপায় কি আর কিছুকাল সবুর করো রসুন বুনেছি।

এটি একটি যুমণাড়ানি ছড়া এবং পর্বভিতে পর্যক্তিতে আছে স্বশ্নমা যুমের আবেশ। কিন্তু এর ক্তেব্র টেট্টা সূতোর মতো রয়েছে কাঁটিনের অভ্যাচারের কথা। কাঁটি তথা মারাঠা সন্মারা একসনম রালোর যে আনের বাজা কামেন মবলিল, তারই পুতি থরে রাজা হয়েছে এ ছড়ার মধ্যে। আবার রয়ন্ত-সকল আবেদমা ও আবেদনমাণ্ডায় তরা শিশুসের মূখণাড়ানি ছড়া, যেদশ—

> ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি মোদের বাড়ি যেও বাটা ভরা পান দিবো বসে বসে খেয়ো।

কিংবা,

আয় আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা . চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা।

এখানে গ্রামবাংলার সহজ–সরল মানুষের অতিথি আপ্যায়নের চিত্র ফুটে উঠেছে। আবার রোদের সময় বৃষ্টি হলে গ্রামের বালক কিশোর দল ছড়া কাটে—

রোদ হচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে খেঁকশিয়ালের বিয়ে হচ্ছে

কিংবা দল বেঁধে গেয়ে উঠে

শিয়ালে বিয়া করে রে ছাতি মাথায় দিয়া।

এরপ হাজারো ছড়া রয়েছে। যা আমাদের লোকসাহিত্য সমৃদ্ধ করেছে।

শান বা গীতি/ লোকসংগীত : লোকসংগীত বা লোকগীতি বাংলা লোকসাহিতের একটি জক্তবুপূর্ণ সম্পদ। এসব লোকসংগীতের মধ্যে গ্রামবাংলার আবেল-অনুভূতি, তাদের দুঃখ-বেদনা-আদন পুকিয়ে আছে। এসব গাদের সুরের মুর্ছনা এখনও আমাদের পাণল করে।

> মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে আমি আর বাইতে পারলাম না।

আবার বিরহের গান, যেমন—

বিদেশ গিয়া বন্ধু তুমি আমায় ভুইলো না

কিংবা হালকা রসের গান-

বন্ধু তিনদিন তোর বাড়িত গেলাম দেখা পাইলাম না। বন্ধু তিন দিন– এসব গান আমাদের মনকে নাড়া সেয়। এরপর রয়েছে বাংলার জারি, সারি, মুর্শিনি, অওন্তর্ভু ভাটিমালি, বাউল, গাজীর গান। একলো লোকসাহিত্যের ভাজরকে করেছে সমৃদ্ধ। দীর্ঘদিন তুর এসব রচনা লোকচিত্তে আনন্দের সামগ্রী হয়ে রস যুগিয়ে আসছে।

- ৩. গাঁতিকা (Ballad) : গাঁতিকা দোকসাহিত্যের প্রেষ্ঠ সম্পন। গাঁতিকা ছড়ার মতো ছোটো না গাঁতিকা আকারে আনেক বড়। এতে কলা ছয় নরনারীর জীবন ও হুদারের কথা। গাঁতিকান্ত্রে, একজন পূরুষ ও একজন নারীর হুদার দোনা-নোরা বিধানময় কারিনী পার্বাপ নারীয় নাছ নারীক সম্পন্ত করা পরম্পরকে ছড়া আর কিছু জানে নারক-মারিকারা পারীর গাছপালার মতো সরল সন্তুভ, তারা পরম্পরকে ছড়া আর কিছু জানে নারক ফলে গাঁতিকার পাওয়া যার চিকলাতের কামনা-বাসনার কাহিনী। এসব গাঁতিকার মান মার্কার, 'কল্ডারানা মার্কিনা, 'মন্তুয়া' উর্লেকাথাগা। একলে প্রথম প্রকাশিক হাছে সাম্বাপন্তির স্থাম স্থাম প্রকাশ স্থাম স্থোম স্থাম স্থোম স্থাম স্
 - ক, নাথ গীতিকা, গোরক্ষ বিজয়, ময়নামতির গান।
 - খ, ময়মনসিংহ গীতিকা ও
 - গ, পূৰ্ববঙ্গ গীতিকা।

নাথ গীতিকাগুলো ঐতিহাসিক ঘটনা কিংবা কিংবদন্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে এতান্য আখ্যানভাগে গতানুগতিকার পরিবর্তে নাটকীয় গতি ও দীঙি লক্ষ্য করা যায়। ময়মনসিং গীতিকায় গ্রামবালোর সাধারণ মানুষের চিত্র নিষ্ঠুতভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন—

वारेमात रहाज़ि উर्देशा यथन वाँटमा मादाला नाज़ा वरेमा। आहिल नरेमात शेकृत উर्देशा जरेल थाजा।

এখানে প্রেমরনের অপূর্ব সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। আবার নবযৌবন সমাগতা কন্যার চিত্রটি অশিক্ষিত্র পরীকরির কঠে এখানে জীবন্ত ও একান্ত বাধুব হয়ে উঠেছে—

ভিনদেশী পুরুষ দেখি চাঁদের মতন লাজরক হইল কন্যার পরথম যৌবন।

৪. ঝাবা: ঝাধাও লোকসাহিত্যের একটি করুত্বপূর্ণ সম্পদ। গ্রামবাংলার যুবক, কিশোর, আবাবনুক বর্ণিতা অবসর সময়ে ঝাধার আসর কনার। বর্তমান আধুনিক শিক্ষিত সমাজে ঝাধা মার্থেট সমান্ত এ সমস্ত ঝাধার মাধারে মানুবের বৃত্তি ও বিচক্ষণতা যাচাই করা হতো। উলাহবাধারকা করা যায়— তিন অক্ষরে নাম যার জালে বাস করে, মাঝের অক্ষর কেটে দিলে আকাশেতে উড়ে—(চিত্র্য চিল মাছত পাণি।)

সবুজ বুড়ি হাঁটে যায়। হাঁটে গিয়ে চিমটি খায়– (লাউ)।

এসব হাজারো ধাঁধা গ্রামবাংলার মানুষের মুখে মুখে বেঁচে আছে, যা আজণ্ড মানুষকে আনন্দ দান করে।

৫. রূপকথা, উপকথা, এতকথা : বাংলা লোকসাহিত্যে রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা প্রভৃতির পরির্বাগিত পূর্ব। এলব রূপকর্বাগিত কর্মার আভ্যালিক বাছ রূপকর্বাগির বাছ কর্মার বাছ কর্মার ক্রালিক ক্রান্ত কর্মার ক্রালিক বাছ ক্রালিক বাছ কর্মার ক্রালিক বাছ কর্মার ক্রালিক বাছ কর্মার ক্রালিক বাছ ক্রা

বালোর উপকথাগুলোতে পর্বপাধির চরিত্র অবলয়নে রস ও রসিকতার সাহায়ো উপদেশ ও নীতি
দুক্ষানান এবং ব্রুককথাগুলোতে অস্তঃপুরবাসী মহিলাদের দ্বারা সৌবিক দেবদেবীর উদ্দেশ্য মধ্যালানা রচিত হয়েছে। ব্রুককথাকলো এক সময় বাংলার সোমসমাজে ধুব জনপ্রিয়াতা অর্জন করেছিল। আনেকে মনে করেন, এ ব্রুককথাকলো বাংলার আদিম কাব্য। একলোতে বাংলার ক্রমাধারণার মর্ঘ ও কর্মের পুরাক্ত ইতিহাস তার ক্ষীপরোধার বিশৃত হয়েছে।

প্রধান বা প্রবচন : প্রবাদ বাংলা লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত—অল্প বিদ্যা ভয়ন্তরী', 'সবুরে মেওয়া ফলে', পদ্ময়ের এক স্টোড়, অসময়ে দশ ফোড়'—এসব হাঞ্জারো প্রবাদ বাংলা লোকসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রবাদের কথাগুলো যথেষ্ট তাংপর্যময়, অর্থবহু, এতে অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিদীন্তির পরিচয় মিলে।

ধনার বচন : বাংলার লোকসাহিত্যে খনার বচন এক অমূল্য সম্পদ। প্রাচীন বাংলার মানুষ এসব ক্ষনগুলো মেনে চলতো। যেমন—

कमा इष्ट्राः ना (करों) পाত—जाटल्डे कानकु छाटल्डे खाट । यमि नदारव जागरन, ताका याद्य मागरन । यमि नदारव मारफत राष्ट्र ४ तम् ताकात भूषा राष्ट्र कार्जिट्कत खेरना कारम भरता थान. चना बरल ।

এসব খনার বচনগুলোতে প্রাচীন বাংলার জ্ঞানী-শুণীদের অভিজ্ঞতার পরিচয় বিধৃত হয়েছে।

ক্ষম ছাড়াও বালো গোৰসাহিত্যে বয়েছে অন্তপ্ত সম্পান। বামন—হোনাটা, আর্থ-ভার্মা, চাক ইত্যাদি।
বালো গোনসাহিত্যের একটি উন্তর্জনোগের শাবা তার মানলবাবে, গাঁচাটা, বাইলগানে, টারা, শাবানালটাত
বুর্ব্বব্রুক্তির কেন্ত্র সতে বাড়ে উঠেছে। একটালা নাবানাহিত্যের পর্যায়কুত হোগত (ব্যক্তিকভাৱে একটানা পর্যাবদ্দেন বায়ালিব হুদায়দনকে আকর্ষণ করোলি। এছাড়া প্রাচীনকাল বেকে বালোর গোনসংস্কৃতিকে যাত্রা, স্কাগায়দা, কলিশা প্রভূতির ধারা অব্যাহত ছিল। পঞ্জীর আর্শিকভ নিরক্তম সম্পায়র একটা পরিক্রেশন করে স্কালায়দা, কলিশা প্রভূতির ধারা অব্যাহত ছিল। পঞ্জীর আর্শিকভ নিরক্তম সম্পায়র একটালা বিরক্তিশন করে

্ৰাজ্যৰ : বাংলার গোকসাহিত্য আন্ধ আর দে পূর্বতন অবিন্ধিন্ন ধারায় নেই। আধুনিক ও বিদেশী

ত্রীয়া আহান্ক হয়ে আনাবা আমাদের স্বাভাকিক স্বতন্ত্বপূর্ত জীবনগরারাক হারিয়া ফেলতে বাসচি।

ক্ষিত্র আহান্ক হয়ে আনাবা আমাদের কালে পাঞ্জীনদানির আঁচন পেতে গানের আসর দেন না।

ক্ষিত্র নার কালেকিক আলোর সিনোনার আসর বলে আর সাাটোলাইটোর ওল্ডাবে তারা মাতাল হয়।

ক্ষ্মিয়াকার নিত্র ও জীবনগরা থেকে হারিয়া যাছি। কে এনের বাকা কারেণ পূর্বকাশে কালো

ক্ষমহাে তবুও আমারা আশায়া কুক বিহুর্বেছি—হয়তো একদিন মেখে কেটে যাবে। কালো মেফে

ক্ষমানের নারভাকে বাঁচাতে হবে। এইয়োজন কয় ধারা সংবাকণ ও অনুশীদান।

ত সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার

(২০তম বিসিএস)

ভূমিকা : মাতৃভাষা মানুষের মায়ের ভাষা, প্রাণের ভাষা। তাই মানব জীবনের সর্বস্তরে মাতৃভারত গুরুত্ব অপরিসীম। বিভিন্ন দার্শনিক, চিন্তাবিদ, মনীষী, কবি-লেখক-শিল্পী মাতৃভাষার গুরুত্বকে মৃত্যুক্ত স্বীকার করেছেন। মাতৃভাষা হলো মন, মনন ও চিন্তদের ভাষা। মানুষের আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুছ মাতৃভাষার মাধ্যমেই যথার্থভাবে প্রকাশিত হয়। ব্যক্তি জীবনের ইচ্ছা, আকাক্ষা, সমাজ জীবনের শিক্ষা-সংগ্রাম-আন্দোলন-সংস্কার, জাতীয় জীবনের ঐক্য-শৃক্ষালা, পরিকল্পনা ও কর্মতংপরতা 🕬 নাগরিক জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে মাতৃভাষা পালন করে অনন্যসাধারণ ভূমিকা।

বাংলা ভাষা : বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাগুলোর মধ্যে বাংলা অন্যতম। বিভ্র চরাই-উৎরাই পেরিয়ে এ ভাষা ক্রমশ বিকশিত হয়েছে। এ ভাষায় রচিত হয়েছে মূল্যবান সাহিত্যকর্ম কিন্তু নানা সময়ে বাংলা ভাষার ওপর বহুবিধ আক্রমণ ও আঘাত এসেছে, বাংলা ভাষার বিকাশকে 🙉 করার অপ্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র চলেছে। বিটিশ আমলে এ ভাষা পেয়েছে চরম অবহেলা। ১৯৪৭ ^{সাত্ত} ভারতবর্ষ ব্রিটিশের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পরও ১৯৫২ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর হাতে ভাষার জন্য প্রাণ দিতে হয়েছে বাংলার দামাল তরুণদের। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে এ ভাষার ব্যবহার ছিল তরুণদের প্রধান দাবি। তৎকালীন দুই পাকিস্তানের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ভাষা বাংলা হও সত্তেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষার বিকাশ রুদ্ধ করতে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করেছে। এর ফলেই সা হয় ভাষা আন্দোলন এবং মহান একুশে ফেব্রুয়ারিতে ভাষার জন্য ছাত্র-জনতার আত্মদানের বিরল দুইও অবশেষে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদে স্বাধীন হলে বাংলা ভাষাকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দেয়। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা লাভ করলেও বাংলা ভাষা আজও জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে ব্যবহার হচ্ছে ন।

পৃথিবীতে বাঙালিরাই সেই ণৌরবময় জাতি, যারা মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছে। বাংগ ভাষার মর্যাদা আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত। কারণ ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের শিকা, বিজ্ঞা ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ইউনেঙ্গো আমাদের ভাষা শহীদ দিবসকে আন্তর্জাতিক মাকুভাষা দিবস হিসেপ্ত ঘোষণা করেছে এবং বাংলা ভাষার সন্মানে ১৯৯৯ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী মহান একশে যেকুগারিক পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

বাংলা ভাষা ব্যবহারের সমস্যা : বাংলাদেশ একটি একক ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র। বাংলা ভাষা দেশের স জনগোষ্ঠীকে একই বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকদের সৃষ্টিসম্ভারে বাংলা ভাষা বাংলা সাহিত্য আজ ঐশ্বর্যান্তিত। এ ভাষা জীবনের সর্বক্ষেত্রের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। ধ্বনিতার্শি দিক থেকেও এ ভাষার কোনো দৈন্য নেই। এজন্যেই বাংলা ভাষা জাতীয় জীবনের স^{ঠ্}তা ব্যবহারযোগ্য এবং প্রয়োগে তেমন কোনো সমস্যা নেই। নিম্নলিখিত যেসব সমস্যা আপাত দু^{লামান} সেগুলো ভাষাপ্রেমিকদের ঐকান্তিক প্রয়াসে দূর করা সম্ভব। যেমন:

- ক. বাংলা পরিভাষার জটিলতা এবং মানসম্পন্ন অনুবাদ শব্দ ব্যবহারে অদক্ষতা।
- থ সরকারি চিঠিপত্রে সাধু ভাষার ব্যবহার।
- গ. আইন-কানুন, নিয়ম-বিধি এবং বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাবিষয়ক শব্দাবলীর অনুবাদে ^{অসুবিধা}
- ঘ্ ইংরেজি থেকে বাংলায় উত্তরণের মনস্তান্তিক জড়তা ।

ন্দীয় ব্যবস্থা গ্রহণ : এসব সমস্যা উত্তরণে বিভিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বাংলা একাডেমি থেকে ্রামধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলা পরিভাষা পুত্তক প্রকাশিত হয়েছে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় এওলো ক্র। তাছাড়া কিছুসংখ্যক ইংরেঞ্জি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহারোপযোগী নয়। আবার জনেক ্লার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কেও প্রচুর সন্দেহ রয়েছে। বাংলায় যথাযথ অনুবাদের জন্য মানসম্পন্ন শব্দাবলী ্রাল। আর প্রয়োজন দেশের প্রধান প্রধান পজিতদের সমন্তরে ভাষার একটি ঐক্যবদ্ধ ও সমন্তিত বিধান ্রুর প্রয়োগ ও ব্যবহারে দেশের সর্বশ্রেণীর ও পেশার মানুষের আন্তরিকতা। তাছাড়া শিক্ষা ক্ষেত্রে ্রেরাপর্ব পরিভাষা ব্যবহার করলেও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রশাসনিক পরিভাষার প্রয়োজন সমধিক।

ক্রা টাইপ রাইটারের স্বল্প গতি বাংলা ভাষা ব্যবহারে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। সরকারের অসময়কতা ও সহযোগিতায় বাংলা টাইপ রাইটারের গতি বৃদ্ধি এবং মান উনুয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ লয়জন। অন্যদিকে মুদ্রাক্ষরিক হিসেবে এ যাবৎ অফিস-আদালতে ইংরেজি জানা টাইপিউদের আধিকার দিয়ে বাংলার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা হয়েছে। এ মনোভাব পরিহার করা উচিত। লাম্বর প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বাংলা টাইপিস্টরা যথেষ্ট দক্ষতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হর। অবশ্য বর্তমানে কম্পিউটারের ব্যবহারের ফলে এ সমস্যা অনেকাংশেই দরীভত হয়েছে।

হঠমান অফিস-আদালতে সাধু ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু সাধু ভাষা ব্যবহারিক কাজে বর্তমানে প্রায় ৰিষ্যক্ত। কথোপকথন, সংবাদপত্র, সৃষ্টিশীল গ্রন্থরাজি ও পাঠ্য-পুস্তকাদির প্রায় সর্বস্তরে ইতিমধ্যে চলিত ভাষা ন্তুন্ত্রহণ করেছে। তাই অফিস-আদালতে চলিত ভাষা চালু হলে বাংলার প্রচলন ও ব্যবহার আরো দ্রুত হবে। জ্ঞ শিক্ষা, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিজ্ঞান, মানববিজ্ঞান এবং আইন সংক্রান্ত উচ্চতর বিক্ষাপ্রসমূহ ব্যাপকভাবে ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ না করায় উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে এখনো ইবেজির প্রাধান্য অন্দুর্শ্ন রয়েছে। ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং আইন ও প্রশাসনিক বিধিবিধানের ক্ষেত্রে বালা প্রচলনে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করছে।

খাদস-আদালতে, উচ্চতর শিক্ষা ও বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা ক্ষেত্রে বাংলা প্রচলনের সবচেয়ে বড় অভিবন্ধকতা হচ্ছে ইংরেজি থেকে বাংলায় উত্তরণের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা। আমাদের ঔপনিবেশিক শন্দের চিন্তা-পরিপুষ্ট মানসিকতা চিরকালই স্বদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি-ভাষা থেকে বিদেশের ভাষা-াষ্ট্রতিকে বড় করে দেখেছে। তাছাড়া শ্রেণীবৈষম্য টিকিয়ে রাখার জন্য সুবিধাবাদী শিক্ষিত শ্রেণী মাজত ইংরেজি ভাষার পক্ষে দুর্বলতা পোষণ করছেন।

শিত্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারে সুপারিশ : উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে জিলা ভাষা প্রচলনের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক :

শিকার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষাকে সর্বজনীনভাবে ব্যবহার করার লক্ষ্যে সকল শ্রেণীর বিত্রছাত্রীদের উপযোগী বাংলা পুত্তক রচনা ও প্রকাশ প্রয়োজন। কলেজ ও উচ্চশিক্ষার পাঠ্যপুত্তক জুবাদ, রচনা ও প্রকাশনার জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। ক্ষারগার্টেন সিস্টেমের স্কুলসমূহে ইংরেজি বইয়ের আধিপত্য কমিয়ে এবং বাংলা বইয়ের যথাযথ অবহারের মাধ্যমে বাংলা ভাষা চর্চায় সকলকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

ব্যার্থ পরিভাষা না পেলে বিদেশী শব্দগুলো অস্থায়ীভাবে বাংলায় রাখা কিংবা আন্তীকরণ করা ম্বিতে পারে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভাগ ও অফিস-আদালতে ব্যবহৃত ও চালু প্রতিশব্দপ্রলো একত্র ^{করে} একটি কার্যকর পরিভাষা কোষ তৈরি করা যেতে পারে।

- দিয়-আদালতে জমিজমা বা রাজবেব কেয়ে আর্বজি, সমন, সওয়াল-জবাব বাংলায় দেমন হছে
 উচ্চ আদালতেও তেমনটি হওয়া সম্পর। এজন্য যাবতীয় আইনের বাংলা অনুবাদের জন্য কর্ন্ত্র
 সংস্কা বা কমিশনের প্রপর দায়িত্ব অর্পণ করা যেতে পারে।
- সকল ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানে লেনদেন, হিসাবক্রণ পদ্ধতি ও বাণিজ্যিক কাগজপত্র বাংলায় চালু হয় য়েতে পারে। য়তে দেশের অর্থ্বনৈতিক বিষয়াদির সঙ্গে সর্বন্ধরের জনগণের সম্পর্ক দৃঢ় ও গভীর হবে।
- ৫. ৩ধু ইরেজি ভাষা নয়, বাংলা ভাষা উত্তমরূপে জানলে চাকরির নিশ্চয়তা বিধান করা হবে, এরকম ধারণা ও সিদ্ধান্ত নিয়ে সব অফিস-আদাদতে চাকরির পরীক্ষয়ে বাংলার প্রতি বেশি চরুত্ব প্রদান করেল জাতীয়া জীবনের সর্বন্ধরে দ্রুলত বাংলা ব্যবহার সম্পর।
- এপাসনের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে চাপ সৃষ্টি অব্যাহত থাকলে সর্বপ্তরে বাংলা চালু দ্রুত সম্পন্ন হব।
 অফিস-আদালতের সর্বপর্যায়ে বাংলা প্রচলনের জন্য ইতোমধ্যে জাতীয় সংসদে আইন এপিত
 চায়েছে। সে আইন সকলে মেনে চললে সুকল ফলবে।
- সর্বোপরি মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং এর প্রসারে বিভিন্ন ব্যবহারিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হতে
 পারে এবং বাংলা ভাষার বিস্তারে বাংলা একাডেমিকে আরো সম্প্রসারিত করা যেতে পারে।

উপসংহার: জাতীয় জীবনের সর্বপ্ররে বাংলা ভাষার ব্যবহারে আইন আর আপ্রবিকতা একসংগ নিশ্চ হলে সর্বপ্ররে এটি দ্রুত প্রতিষ্ঠা গাভ কররে। বহু ত্যাগ-ভিতিক্ষা, সাধ্যাম, আন্দোদন এবং আত্যটান পর বাংলা ভাষা আৰু স্বাহ্মিয়ার মানিয়ানা এবং বিশ্বরাগী শ্রন্ধার আসনে আসীন। এই দীত্রি আর উল্লেল্য হবে সেনিন, যোদিন সর্বপ্ররের মানুহ আপ্রবিকভাবে বাংলা ভাষা জীবনের সর্বত্র প্রতিচার জন কাঞ্চাকরে বাবে, বাংলা ভাষাবিরোধী সরকা মনোভাবেত বিসর্ভন দেবে।



বাংলা সাহিত্যের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

(২০তম বিসিএস)

ভূমিকা : প্রতিটি আতির নিকট তাদের ভাষা মধুর ও প্রাণপ্রিয়। পূথিবীর প্রতিটি ভাষারই একটি নিকট সাহিত্য জপং ব্যৱহেছে, যা ভাদের নিজয় সংস্কৃতি থেকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। প্রতিটি ভাষা ও সাহিত্য ভাদের বৈশিষ্ট্য ও মহিয়া দান করে বিশ্বসাহিত্যকে করেছে মহিমান্তিত ও পরিপূর্ট।

সাহিত্য কি : অন্ত কথায় সাহিত্যের সংজ্ঞা প্রদান করা অত্যন্ত কঠিন। মানুদের আশা-আকাজনের আ নেই। সে নিজেকে বাইরে দেখতে চায়। অপরের মধ্যে মানুদ্ব আশনাকে পেতে চায়। এবং পেতে চা রক্তেই সে নাকুন নতুন সৃষ্টিতে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। এইটা সৃষ্টির আননে বিক্রিরুলে কার্যা ক্রি করেছেন। মানুদ্য তেমনি নিজের আব-ক্ষরনাকে বহু রূপ পরিয়াই করিয়ে তার মানুর্ব উপলোধ করি চায়। এয়াত মানুদ্য তেমনি নিজের আব-ক্ষরনাকে বহু রূপ পরিয়াই করিয়ে তার মানুর্ব উপলোধ করি চায়। এয়াত মানুদ্য তেমনি নিজের আব-ক্ষরনাকে বহু রূপ পরিয়াই করিয়ে তার মানুর্বন্ধ এ আক্ষরণাক্ষর জন্ম নেয়। মানুবন্ধ এ আক্ষরণাক্ষর করিছ হয়ে উঠে সাহিত।

"Literature is the reflection of human mind"—এ কারণেই বলা হয় 'সাহিত্য হ^{ন্তের} মনের প্রতিক্ষবি'। সাহিত্য হক্ষে আলোর পৃথিবী, সেখানে যা আসে আলোকিত হয়ে আগে। বর্গ এসে এখানে নীল হয়ে যায়, অসুন্দর হয়ে যায় সুন্দর শিক্ষকলা।

स्थानंत्रात्त्र वामना, भाविभक्तिक जाप्य भरराण कामना, कन्नकारण्य श्रद्धावनीयण अवस ब्रभक्षिण्य— त्रिव माहिक्य मृष्टिक केपन। मृज्जार माहिक्य वकाय्य माहिक्यक्ति माहिक्य स्थान अवस्थानंत्रिक आध्यानंत्र क्रियानं स्वाप्य कृष्णाः। मर्पेक्शान्त्र अवस्थाकारन्त्र स्मारण्यम् कावर्ष्य स्थावनंत्र कर्या व्याप्ता कार्यक्र महिक्यानं स्थानंत्र कर्याः सम्बन्ध महिक्य। त्यापिक्यां विश्ववकृष्ठि, द्वारां, माहिक्यानं स्वाप्ता क्ष्मिक्यानं स्वाप्ता अवस्थानंत्र स्वाप्ता स्थानंत्र स्था

নাইতেয়ার উদ্দেশ্য : বিশ্বকৃতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আয়ায়—"অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের ক্রিনিসকে তারার, নিজের জিনিসকে বিষমানরের ও ব্ধনকায়ের জীলানকৈ চিনকালের করে তোলা প্রত্যের কাজ । এর সাধারণ উদ্দেশ্য আনন্দর্যান। সাহিত্যের কাজ । এর সাধারণ উদ্দেশ্য আনন্দর্যান। বাহিত্য জাপ ও জীবনাক সুন্দর করে এবং কোলা, সরমা সভাতে আমানের কাছে গোচর বা প্রভাক করে আনন্দনান করে। মানুসের জীবনোর কুলংকালা, হাসি-কালা ও বিচিত্র সমস্যা যে সাহিত্যের উপরবাধ, তা সহকে সন্দেহ নেই। কিছু কাজিকা খবদ সৃষ্টি করেন, তাবদ জীবনের নিগুর হাস্তা তাকে উত্তর করে। তিনি সকলের সামে জাজের কুল রোকা প্রস্কার করে। কিল সকলের সামে জাজের কুল রোকা প্রস্কার করে। কিল সকলের সামে জাজের কুল রোকা প্রস্কার করে। তিনি সকলের সামে জাজের কুল রোকা প্রস্কার করে। কিল সকলের সামে জাজের সাহিত্য এলারে মানুন্য, প্রকৃতি বা কোনো ভাবনা-চিত্রাকে আমানের কাছে নিসাপায়িকত্রপে সত্য করে হাত্যে। কিছু প্রত্যক্তলারে কোনো সামাজিক, নৈতিক বা রান্ত্রিক শিক্ষানান বা মতবাদ প্রচার করা সাহিত্যের উপ্লেশ নাম।

নালো ভাষার জন্ম: অন্য সব কিচুর মতে ভাষাও জানু দেয়, বিকশিত হয়, কালে কালে রূপ কনলায়, অনুবা কালেক গতেঁ হারিয়েও যায়। আজ যে বাংলা ভাষায় আমরা কর্পা বলি, কবিতা লিবি, পান গাই অনুবাৰ্ত্তিক কালে এ ভাষা একেনম ছিল না। হাজার বছর ধারে ক্রমনিকর্তেনক ফলে বাংলা ভাষা বর্তমান রূপ অলা করেয়ে যে প্রাচীন ভাষা থেকে বাংলা ভাষা জন্ম হয়েছে তার নাম 'প্রাচীন ভারতীয় আর্থভাষা'।

ককে মনে করন, বাংগা ভাষার উদ্ভব ঘটেছে গঙ্কম শতাদীতে। আবার কেউ কেউ মনে করেন পঠ চিন্তীয়নে কাছাকাছি কোনো সময়ে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছিল। জনের পর থেকে বাংগা ভাষা 'পাবাৰ মাতে। এক স্থানে বানে থাকেনি। এক পরিবর্তন হয়েছে মানুবাৰ কঠে, কবিনের রচনায়। এ 'পাবার বানুটা একুনারে বাংলা ভাষাকে তিনটি তারে বিকত কবা হয়। যথা:

- ্দ্র এখম স্তরটি প্রাচীন বাংলা ভাষা। এর প্রচলন ছিল ৬৫০ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। ্দ্র বিত্তীয় স্তরটি মধ্যযুগের বাংলা ভাষা। এটি ১২০১ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।
- ্টি ফুডীয়ত, ১৮০১ খ্রিটাব্দ থেকে গুরু হয় আধুনিক বাংলা ভাষা—এ সময় থেকে বর্তমান সময় শ্রুষ্টি কিছু কিছু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান আধুনিক ভাষার সৃষ্টি হয়েছে।
- শানিতের জন্ম ও এর ভিন ফুণ : আনুমানিক দশশ শতাপীর মধাতাণ থেকে রচিত হচ্ছে বাংলা বিশান বিজ্ঞান স্থান কিন্তু কাল কালিক কাল

ত্তির শ্রুতি । নিচে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ধারার বিশেষ দিক আলোচিত হলো :

^{ত্ৰীন} ইসের প্রথম প্রদীপ চর্মাপদ : বাংলা ভাষার প্রথম বইটির নাম চর্মাপদ। ১৯০৭ খ্রিটাব্দে পণ্ডিত বিশাধায়ে হরপ্রসাদ পান্ত্রী নেপালের রাজ দরবারের গ্রন্থাগার থেকে আবিষ্কার করেন এ দুর্গত ক্ষিপ্ত এর ভাষা ছিল দুর্বোধ্য, বিষয়বস্কু দুরহ। এ চর্মাপদকে নিয়ে বিভিন্ন ভাষার পণ্ডিতদের মধ্যে চর্যাপদের কবিতাওলাতে তথু মর্মের কথা নেই, আছে ভালো কবিতার খাদ। আছে সেকাদের বালের সমাজের ছবি, আর সে ছবিতলো এতো জীবন্ত যে, মনে হয় এইমার প্রাচীন বাংলার বাছপালা, জর সাধারণ মানুষের মধ্যে একটু হৈটি এলান। এলানে আছে গরিব সাধারণ মানুষের ফুল-ফেনার কথা, সুধা ও আনন্দের কথা, আছে নদী যুল ও আকাশের কথা। একটি কবিতায় এক দুর্থনী কবি তার স্পানারের অভাবের ছবি অভান্ত মর্মন্শর্মী করে তুলে ধরেছেন। কবির জাবায়—

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী হাড়ীত ডাত নাহি নিতি আবেশী। বেঙ সংসার বড়হিল জাঅ। দুহিল দুধ কি বেন্টে ধামায়।

কবি বলেছেন, টিলার ওপরে আমার ঘর, আমার কোনো প্রতিবেশী নেই। ইড়িতে আমার ভাত নেই, আমি প্রতিদিন উপোন থাকি। বায়েরে মতো প্রতিদিন সদোর আমার বেড়ে চলেছে, যে ঘুদ নোহাবে হক্তে তা আবার ফিরে বাছে গাভীর বাটে। একণ চর্যাপনে আছে সমারতার উটু প্রেণীর লোকে অত্যাচারের ছবি, আকালাল প্রেণীসংগ্রামের জনে গতিত হয় সাহিত্য। সুকরাং কণা যায়—বাধ্য সাহিত্যে প্রেণী সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল প্রথম কবিতাওছেই। এ কবিতাওসোতে আছে ঘনেক সুন্দ সুন্দর্য উপার্মা, আছে মনোহর কথা, যা সত্যিকার কবি না হলে উপলব্ধি করা যায় না। ববি

যোনে ভরিতী করুণা নাবী। রূপা থুই নাহিক ঠাবী॥

কবি বলেছেল, আমার করণা নামের নৌকা সোনায় সোনায় তরে গেছে। সেখানে আর কণো গ্রাম্থ মতো ভিল পরিমাণ ভারণা নেই। এ কথা গভার সাথে সাথে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবির 'পোনার তরী'র সেই গছজিগুলো, যেখানে কবি বলেছেল....

ঠাই নাই ঠাই নাই ছোট সে তরী আমার সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।

প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্য ছিল কবিতা ও গাননির্ভর। আগে কবিরা কবিতা গাইতেন, পাঠকেন ভন্তি কবির চার্রানিকে বসে। তাই এপ্রলো একই সাথে গান ও কবিতা। বাঙালির প্রথম গৌরব এপ্রলো।

বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ : ১২০০ থেকে ১৩৫০ পর্যন্ত ১৫০ বছর বাংলা ভা^{নাই} উল্লেখযোগ্যভাবে সাহিত্য রচিত হওয়ার ইতিহাস পাওয়া যায় না। তাই কসলপুন্য এ সময়টিকে ^{বাচা}

ৰ জ্বান্ধনাই ফুণ। এ সময়টাকে নিয়ে অনেকে তেবেছেন, আনক পৰিত অনেক আলোচনা করেছেন।

তে কেউ কোনো সাহিত্য নিদৰ্শন খুঁজে পাননি। তবে অন্ধন্ধন সমানের বাচনা সম্বন্ধ আমরা অনুমন
পারি যে, এ সময় যা বাচিত হয়েছিল, তা কেউ নিয়ে রাখেনি। তাই এটেনিনে তা মানুসের
বিত থাকে মুছে গেছে। এবপৰ থেকে বাজা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস পাবায় মা ১৯০০
বাবা ধরেই আলেন মহন্দ কবিবা, আলেন বছ্ চবীলাস তার শ্রীকৃম্মানীর্তন কাব্য নিয়ে এবং আদর
ক্রান্তন্তনা পারেই আলেন মহন্দ কবিবা, আলেন বছ্ চবীলাস তার শ্রীকৃম্মানীর্তন কাব্য নিয়ে এবং আদর
ক্রান্তন্তনা অনুস্কি কবি

নাগৰাবোৰ মধ্যে সৰচেয়ে বিখ্যাত হত্তে চত্তীমঙ্গল আৰু মনসামঙ্গল। চত্তীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কৰি হত্যেন বিজ্ঞান মুকুদবাম চক্ৰবৰ্তী এবং ভাৰতচন্দ্ৰ বায়েগুলিক। মনসামঙ্গলের দুজন সোৱা কৰি হত্যেন বিজ্ঞানত এবং বংশীলাগ। চত্তী পূজো প্রচারের জানে যে মনসাবলাব, তার নাম চত্তীমঙ্গল কৰাব, আৰু কংলা এবংৰি পূজো প্রচারের জান্য যে কবার বাটিত ভাৰ নাম মনসামঙ্গল কাব্য। চাঁদ সংকাশন, বেহুলা, দশিক্ষারের কাহিনী আজাও বাংলা সাহিত্যে প্রমিকচনৰ মনকে নাড়া দেয়।

আফুলর প্রেষ্ঠ ফসল বৈষ্ণার পাদাকী। এ কবিতাতলো ক্ষুদ্র হলেও এগুলোতে যে আবেশ প্রকাশিত ক্ষেত্র, তা ফুলনাইন। এ কবিতার নায়ক-নায়িকা কৃষ্ণা ও রাখা। বৈষ্ণার কবিবা কথনও বাধার বেশে, ক্ষেত্র, তা ফুলনাইন। এক বিতার নায়ক-নায়িকা কৃষ্ণা ও রাখা। বৈষ্ণার কবিতারলোতে। ভাইর ক্ষিত্রর কবিতার কান বিষ্ণার ক্ষিত্রর ভাইন ক্ষিত্রর কবিতার তার মহাকবিব হলেন ক্ষিত্রর ক্ষিত্রর কিন্তুর করি বাম জানিয়েকে। তবে বৈষ্ণার কবিতার তার মহাকবিব হলেন ক্ষিত্রর, ত্রীমান, জ্ঞানালন ও গোবিস্কালন। বৈষ্ণার কবিরা সৌন্দর্য সচেতন। সেকালে ভারা ক্ষিত্রর বিশ্বর বিশ্বর বা সুজ্ঞা করা আবেশে ভরপুর বৈষ্ণার ক্ষিত্রী লোক ক্ষিত্র ক্ষিক্র ক্ষিত্র ক্ষিত্র ক্ষিত্র ক্ষিত্র ক্ষিত্র ক্ষিত্র ক্ষিত্র ক্ষিক্র ক্ষিত্র ক্ষিত্র ক্ষিত্র ক্ষিত্র ক্ষিত্র ক্ষিত্র ক্ষিত্র ক্ষিক্তর ক্ষিত্র ক্ষ্মিক ক্ষিত্র ক্ষিত্র ক্ষিত্র ক্ষিত্র ক্ষাত্র ক্ষা

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম। কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ। কবি জ্ঞানদাস সহজ-সরল আবেগ প্রকাশ করেন সহজ-সরল ভাষায়। কিন্তু ভাষার মধ্যে সধ্যর করে দিয়েছেন প্রাকৃত হৃদরের তীব্র চাগ। জ্ঞানদাসের একটি কবিতার কয়েক পঙ্কিত—

ব্ধপ লাগি আঁথি ঝুরে গুণে মন ভোর। প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর। হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে পরান পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে।

যোখানে রাধা রাখছে তার আলতা রাজনো পা, সেখানেই যেনো রাধার পা থেকে ঝরে পড়ছে স্থলপত্তের লাল পাপড়ি। এমন অনেক সুন্দর বর্ণনায় সমৃদ্ধ বৈষ্ণব কবিতা।

মধ্যযুগের লোকসাহিত্য : বাংলা সাহিত্য লোকসাহিত্যে যথেষ্ট সমৃদ্ধ। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুরাহ একবর একে বাতাসের সাথে তুলনা করেছিলেন। বাতাস যেমন আমাদের ঘিরে আছে তেমনি আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে অজস্র লোকসাহিত্য। যে সাহিত্য লেখা হয়নি তালপাতার মুল্যবান গাত্রে, বে সাহিত্য পায়নি সমাজের উচুতলার লোকদের আদর, যে সাহিত্য পল্লীর সাধারণ মানুষের কথা বলেছে গানে গানে, যে সাহিত্যের রচয়িতার নামও অনেক সময় হারিয়ে গেছে তাকে বলা হয় লোকসাহিত্য এ সাহিত্য বেঁচে আছে তথু পল্লীর মানুষের ভালোবাসা ও স্মৃতিকে সম্বল করে। লোকসাহিত্য পল্লীর মানুষের বুকের বাঁশরী। লোকসাহিত্যের ভাষার অনেক বড়, অনেক বিশাল। ছড়া, গীতি, গীতিকা ধাঁধা, রূপকথা, উপকথা প্রভৃতিতে ভরপুর আমাদের লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্য সংগ্রহের জন্ম বাঁদের নাম বিখ্যাত তাদের মধ্যে বিখ্যাত চন্দ্রকুমার দে। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন প্রকাশ কর্পে মরমনসিংহ গীতিকা। দক্ষিণারপ্তন মিত্র মজুমদার সংগ্রহ করেন রূপকথা - ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরনানর ঝুলি। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর ত্রপকথা সংগ্রহের নাম টুনটুনির বই। লোকসাহিত্যের অন্যতম শাখা ছড়ার মধ্যে পুকিয়ে আছে গভীর ভাব ও ইতিহাস। যেমন—'আগড়ম বাণড়ম ঘোড়াড়ম সার্জে কিংবা 'ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বৰ্গী এলো দেশে'। এ ছড়াগুলো যথেষ্ট অর্থবহ। গীতিক লোকসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মহয়া, দেওয়ানা মদিনা, মলুয়া উল্লেখযোগ্য গীতিকা। গীতিকাম পা^{ওয়া} যায় পল্লীর গাছপালার মতো সবুজ চিরকালের নর-নারীর কামনা-বাসনার কাহিনী। বাংলীর গীতিকাগুলোর সৌন্দর্য অশেষ। মধ্যযুগের কাহিনীগুলোর মধ্যে এগুলোই শ্রেষ্ঠ।

বাবাৰী সাহিত্যের আধুনিক যুগ : মধ্যমুগার অবসানে আসে আধুনিক যুগ, ১৮০০ আদে । মধ্যমুগা পোলা সাহিত্য ছিল সংকিন্দ সকলে পানা বিকশিত হানি বাতে। উলিন পাকতে বিকলিও হান সব
না বাবালা সাহিত্য ছিল সংকিন্দ সকলে পানিছে। মানুষ এ সাহার মুক্তিক আছু আনে, আবদাক

না বাবালা সাহিত্য হয়ে এটা সম্পূৰ্ণ নহিত্য। মানুষ এ সাহার মুক্তিক আছু আনে, আবদাক

তার করে, মানুষকে মানুষ বাবা মূলা দেব। এর প্রভাব পঢ়ে বাবালা সাহিত্য। এই বাবালা সাহিত্য

তার করে মানুষকে মানুষ বাবা মূলা দেব। এর প্রভাব পঢ়ে বাবালা সাহিত্য

তার করে মানুষকে মানুষ বাবা মূলা দেব। এর প্রভাব পানা এটিন বা মানুষকা বাবালা সাহিত্য

তার করে সাহিত্য বিকলি করি স্থান করেল কবিবা বা পদা। ১৮০০ খ্রিসামে ছাপিত বোলা

ইন্তামার কেরি। এল সহায়েক ছিলে নামান বাবা । এসান বাবালা পানার । উলেন বাবালা ছিলেন

ইন্তামার কেরি। এল সহায়েক ছিলে নামান করা । এসান বাবালা পানার করে এবং পানার করা বাবালা

ক্রান্ত নামানে বিবাহ করা । উলিন পানার করা এই করা নামান করেন এবং পানারিকারে কিবলিল

ক্রান্ত প্রত্যা লোক সাহান ছিলেন বাবালা করিবে পানার নামান করেন এবং পানারিকারে কিবলিল

ক্রান্ত প্রত্যা লোক সাহান বিবাহ বাবালা

ক্রান্ত প্রত্যা করা বাবালা করা করিবে পানার করা বাবালা করেন এবং পানারিকারে কিবলিল

ক্রান্ত প্রত্যা লোক সাহান বিবাহন করিবার বাবালা বাবালা বাবালা

ক্রান্ত প্রত্যা লোক সাহান বিবাহন করিবার বাবালা

ক্রান্ত প্রত্যা বাবালা বাবালা

ক্রান্ত বাবালা বাবালা

ক্রান্ত বাবালা

বালা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস সোধন প্যারীটাদ মির, উপন্যানের নাম 'আলাদের খরের দুলাল'।
বান্ধবিদ্যান ভাম আরার কাহিনী লোকেন কালীপ্রদান দিছে। মহাকার্যা রচনা করেন মাইকেল মহুলুদন
ভা নাম মেঘানালাক করে। তিনি একাই বালা সাহিত্যক অবদক পুলিকতা দিয়ে সোধন। তার
বাহাই প্রথম রচিত হয় সনেট, ট্রাজেডি, প্রহন্দ। উপন্যাস সৃষ্টি করেন বছিমদন্ত ম্ট্রৌগলাধার।
কলালা ছাঙাও সমালোচনা, বিদ্রুপায়ক প্রবন্ধ এবং আরো অনেক রকম রচনার দ্বরা তিনি বাংলা
বাহাককে প্রতিরে বিহে যান।

ৰোৱাৰ আদেন দীনবন্ধু মিত্ৰ, বিহাৰীলাল চক্ৰকৰ্তী, বৰীন্ধনাথ ঠাকুৰ, মীত্ৰ মণাবৰফ হোসেন, মাজজাৰা। ডাজান্ত আদেন মোহিতলাল মাজুনানা, শক্তচ্চ চট্টাাপাডায়, কাজী নৰফল ইন্দাম, কামন্দা দান, সুধীন্দ্ৰনাথ দত, কুছানেৰ বসু, বিষ্ণু দে, অমিত্ৰ চক্ৰকৰ্তী, ভাৱাপন্ধৰ বন্দ্ৰোপাডায়ে, ক্ৰিউক্কাৰ বন্দ্ৰোপাডায়ে, মানিক বন্দ্ৰোপাণায়ায় এবং আবো অনেক ক্ৰতিক।

লা শতকে রচিত হয় প্রথম, বাংলা ভাষার বাাকরণ, আয়জীবনী, নাটক, গল্প, সাহিত্য সমালোচনা, জিল ও দর্মান প্রতিষ্ঠিত হয় সৈনিত সংবাদপত্র, সাহিত্য সাময়িকী। এ শতকে বাংলা সাহিত্য হয়ে অ অচনৰ সাহিত্য, মধ্যযুগে একশো বছরে যা রচিত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি রচিত হয়েছে ক্ষা শতকের প্রকেবটি দশকে।

াৰ প্ৰকে বাংলা সাহিত্য হয়ে ওঠে নতুন আগোয় উজ্বল। কবিতা, উপন্যাস, গন্ধ, নাটক সৰ কেন্তেই এ প্ৰসায় কোন নতুন চেতনা, নতুন সৌম্বৰণ এ পতকে বাংলা সাহিত্যে প্ৰকান বাংলন ববিজ্ঞান ঠাকুব। ক্ষুত্ৰ প্ৰজীৱন কাৰ্য্য কৰিছে কৰিছে । ববিজ্ঞান আগোসৰ প্ৰক্ৰিয়ন কৰি, তিনি শ্ৰেষ্ট ক্ষিত্ৰ এটোগজুত তিনি প্ৰক্ৰিয়ন। এ পতকেৰ দুজন অকুলনীয় গানালীয়ী হলেন অবলিজ্ঞান ঠাকুব প্ৰাইজী । চলিত বাহিত্য একলে হিসেবে প্ৰথম গৌধুনী বিখাত হয়ে আছেন। এ শতকে নাটকের ক্ষিত্ৰী । চলিত বাহিত্য একলে বাইনালাও অপতকে প্ৰটি নাটকোৱা।

্বার্থ দেশনিভাগের পর বাংগা সাহিত্যের বিষয় ও ভারণতে দিক থেকে পরিবর্তন ও পরিবর্তন ইয় । উপল্যাস, নাটক, গল্প ও কাব্যের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ হয় । এ সময়কার উল্লেখযোগ্য ইতিন সৈয়দ ওয়াগীউল্লাহ, শঙকত ওসমান, আখতারক্জমান ইলিয়াস, আখুল মান্নান সৈয়দ, শওকত আলী, হাসান হাফিজুর রহমান, রাজিয়া খান, গেলিনা হোসেন, হুমানুন আজান, হুমানুন আহমেন, ইমনানুনা কর মিনন প্রসুধ। এদের মধ্যে হুমানুনা আহমেন সর্বাধিক জনপ্রিয়া। বাংগানেন্দ্র আহমেন, ইমনানুনা কর মিনন প্রসুধ। এদের মধ্যে হুমানুনা আহমেন সর্বাধিক জনপ্রিয়া। বাংগানেন্দ্র উল্লেখনে নামনুনা কর্মান আকরার ইমনে সাইজ, সুকলা নামনুন আকরার, রামনুন রালীনা, সেনিম জালাক, আমান, বজলুর রালীনা, কলাল বিত্র, মমতাজ উদ্দিন আহমেন, মানুনুর রালীনা, কেনিম জালাক, বাংগানি, আনিনা কর্মানুর রালীনা, কেনিম জালাক, বাংগানিক, ক্রামানুনা করালাক, বাংগানিক, বা

উপসংহার : বাংশা সাহিত্যের ইতিহাস সুদীর্ঘ কালের বর্গিন ইতিহাস। হাজার বছর ধরে তিল তিল করে দ্বার উঠিছে এর সাহিত্যভাগার। আমারা একবিংশ শতকের মারপ্রান্তে পৌছে গোছি। এ শতকে সাহিত্য তেনে লো দেবে নতুন চেতনা। তা হাজতো বছবর্গের দীশাবাদী আমা আকানেল রংধেনুল সাতব্য হয়ে দেখা দেবে এক শতকের কথা, দিবীয়া বা ভূতীর দাবাদ। চিরকাল জ্বানে বাংলা সাহিত্যের লালা দীল দীশাবাদী। আকা কার্যাই আমার সাহিত্য সামার্থক সামার্থক কথা, দিবীয়া বা ভূতীর দাবাদ। চিরকাল জ্বানে বাংলা সাহিত্যের লালা দীল দীশাবাদী। আকা কার্যাই আমার্যাই সামার্থক করের এটাই আমার্যার কার।



ত্তি বাংলা সাহিত্যে দেশপ্রেম

বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রীতি

ভূমিকা : বদেশপ্রেম সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট উপাদান। পৃথিবীর সব ভাষার সব সাহিত্যে বদেশপ্রীতি বিশাল অংশ দাবল করে আছে। কিন্তু মধ্যবুদের বাংলা নাহিত্যে বদেশার্ত্রম ভাগ করাছ না। দেশপ্রেমের অনুভূতি বাংলা রেনের্দার দান। ইউরোপেও মধ্যবুদে পাশপ্রেমের বারত উপার্বি কা না। তবল ঘর্মের বারারার জন্য সংগ্রাম করা বা প্রাণ দেক্তাা বীরত্বের কাজ বলে গণা হতো। দেশন্ত নামক অনুভূতির জনু রেনের্দার পরে। ভাই সাহিত্যে বদেশগ্রীতি বা দেশপ্রেমের প্রকাশ অনের্দার বা

উদিশ শতকের দেশপ্রেম : উনবিংশ শত্রুকীতে ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার সংশার্শে প্রসে বাংলাকের বিদ্যালয় বাংলাকের বাং

বাংলা সাহিতে। দেশপ্রেমের প্রকাশ : বাংলা সাহিতে। দেশপ্রেমের প্রকাশ বিটিনারুখী। কারো দেশ সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠিসম্পন্ন, কারো দেশপ্রেম অন্যপ্রদায়িক ও জাতি-ধর্ম নির্বিদ্যোগ সর্কা কলাদকামী। আবার কেউ কেউ দেশের মাটি, মানুষ ও প্রকৃতির নৌম্বার্ম মুছ, কেউ দেউ দে

জ্ঞানিতা ও দুর্মশায় ব্যক্তিত ও ক্ষুদ্ধ। বাংলা কবিতা, গান, নাটক, উপন্যাস, গল্প, লোকসাহিত্য সব নাল্লা দেশপ্রেমের বহুমুখী প্রকাশ রয়েছে। তবে বাংলা কাব্যে দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটেছে সর্বাধিক। ব্লুল্লা কবি বিভিন্নভাবে তাদের দেশপ্রেমের বহিপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।

ক্ষম্মর গুপ্ত : ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার ভঙ্গি বাঙ্গায়ক, রাজনৈতিক চেডনার বড় পরিচয় দেই। ফলে ইউরোপীয় শিক্ষা-ক্ষমন্তি ও আচার-আচরদের গডভাপিকা প্রবাহের বিরুদ্ধে দাঁডিয়ে তিনি তার স্বদেশপ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন :

> 'কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকর ফেলিয়া।'

ভিত্তু তার এ উগ্র স্বাজাত্যবোধ সমসাময়িক ইংরেজি ভাবতরঙ্গে আত্মবিসর্জনকারী যুবশ্রেণীর কাছে ভিছু উপদেশের বাণী বহন করলেও এগুলোর সাহিত্য মূল্য থুব কম।

- ্র প্রক্ষাল বন্দ্যোগাধার: খাধীনত। ও দেশগ্রেমের কবি বলে বঙ্গলাল বন্দ্যোগাধারের খাতি ছিল। ব্যৱ 'খাধীনতা হীলতায় কে বাঁচিতে চায় হে' কবিভাটি খাধীনতারিয়া অনেকের চেতনাকেই আলোড়িত করণেও দিশাহী বিদ্যোহকে লগতে বতে তার কট্টিত এবং ইরেজ অধিকারের এতি সমর্কি এয়াণ করে, তার রাজনৈতিক ডিপ্রাধারা অত্যন্ত অপান্ট ছিল।
- অধুকৃদন: মধুকৃদনের কবিচিত্ত রাজনৈতিক চিত্তা ছারা আন্দ্রা হয়নি কিন্তু তার অন্তরের গভীরে ছার্মীনভার বোধ ছিল। নাগভাগী নিকীয়ণের এতি মেখনাদের দীব কাল তার প্রমাণ ভাছাড়া লেকে প্রাকৃতিক গৌলাকৈ বন্দনায় ভিন্ন পাত্ত, কোলা, আরাজনৈতিক একা অসাম্প্রদাধিক কাল রূপমাতিক পরিচার নিয়েছেন। মেখন, চূর্জূর্লপালীর অন্তর্গত পরিচার' কবিতায় তিনি নিথেছেন।

'যে দেশে কুহরে পিক বসস্ত কাননে; দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবজী, চাঁদের আমোদ যথা কুমুদ-সদনে, সে দেশে জনম মম।'

শান্ত-কোমল দেশপ্রেমের কল্পনা মধুকবির কাব্যে চমৎকারভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

- ্র হেমন্তর্প্র-মধীনতন্ত্র: হেমন্তর্প্র বা নবীনচন্দ্রের স্বাধীনতা কল্পনা ভাবের নিক থেকে সাপ্রাপারিক, রচনাভর্কির নিক বেবেকে সাহিত্যিক কণবর্জিত। তারে হেমন্তর্ক্রর সাক্ষ কবিতাভাগোর ইংকেজদের সাম্রাভাবাদী ইনকাজের প্রক্তি আরম্মণ আছে। দবীন সেনের দেশপ্রমণ্ড হেমনন্ত্রন্ধর সামাভাবীয়। বৈবক্ত-কুকম্বেন-ক্ষান্ত্রী করের তিনি প্রতীনাকালৈ ভারতে এক ঐকাক্ষ সভাতা গাড়ে উঠালি বাবা করবাদে।
- ৰ গছিমচন্দ্ৰ : বছিমচন্দ্ৰ উচ্চনরে শিল্পী হলেও দেশগ্ৰেমফুলক দৃষ্টিভলিতে তিনি সাম্প্ৰদায়িকতা দোষে

 ইটা চিনি তার বিভিন্ন উপন্যানে হিন্দু-ভারতের কন্ধনা করেছেন, মুশলমানদের প্রতি বিষেষ
 পার্বিয়াকে। এবং ইরেজাদের অধিকারকে মেনে নিয়াছেন। বছিমের মুগলিম-বিয়েকে উত্তেরতা

 ক্রিশ শতকের বাঙালির স্বদেশ-ফেলনা বসকাইতে দুর্বলতম স্থান। তবে 'কমলাকারের দক্তরে'

 মানে বাবে তার ব্যৱসাপ্রমান উলার মুর্ভিতে ক্রানিশত হয়েছে।
- ^{বি}ন্দিছ : দীনবন্ধ নিত্ৰের 'দীগদর্গণ' নাটকে দেশপ্রেনের এক অভিনব মূর্তি প্রকাশিত হরেছে। ^{বিন্}বস্থ প্রামের কৃষক শ্রেণীর নির্যাতনের এক জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন এবং এঁকেছেন ইংরেজ শাসন ^{ও শোষধে}র বিরুদ্ধে মুসলমান তোরাপ আর হিন্দু নবীনমাধ্বের যুক্ত প্রতিরোধের চিত্র।

- রবীন্দ্রনাথ: বিশ্বসাইসম্পন্ন ও উদার্রাচিত রবীন্দ্রনাথ দেশকে জননীরূপে কল্পনা করেছেন, আবুষ্ঠ ভাগোরাস্কর্ম বাংলাদেশের প্রকৃতির গান গেয়েছেন। উগ্ন জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা তার রচনায় স্থান পায়নি। 🔊 বিস্তমানবের মিলনের বালী প্রচার করেছেন। রবীন্ত্রনাথের দেশপ্রেম সম্পর্কে সেয়দ আলী আহসান হতে 'ববীননাথের জাতীয়তার মধ্যে উচ্চ আদর্শবাদ নিহিত আছে। এ জাতীয়তা রঙ্গলাল-হেমচন্দ্র-নবীনচাক্র নিছক গোত্রপ্রীতি নয়, কিবো মাইকেল মধ্যুদন দত্তের সুস্নিশ্ধ মাতৃভূমিপ্রীতি নয়। এর মধ্যে তিনি 🚓 সমহান সত্য এবং পরম ঐক্যের পরিচয় দিতে চেয়েছেন। 'ভারততীর্থ' কবিতায় এ ইঙ্গিত আন্ত রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় ভারতবর্ষের একই পরম সতে। মিলিত হয়েছে বিভিন্ন জাতি এবং বিভিন্ন সংহতি।
- বিজেল্লপাল : উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের প্রথম দিকে বিজেল্লপালের নাটতে সাম্প্রদায়িক দেশপ্রেম থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা চোখে পড়ে। 'রাণাপ্রতাপ' নাটকে হিন্দু-মুসলমাত্র বিরোধকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দেশপ্রেম প্রচারের চেষ্টা হলেও 'মেবারপতন' এবং তার আনত্র কবিতায় মানব মৈত্রীর বাণীও প্রচার করতে চেয়েছেন দ্বিজেনলাল।
- □ সত্যেম্রনাথ : সত্যেম্রনাথও অসাম্প্রদায়িক দেশপ্রেমমূলক অনেক কবিতা লিখেছেন । প্রকৃতি বন্দনার পাশাপাশি তার কবিতায় জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে উদার দেশপ্রেমের সূর বিদ্যমান।
- নজরুল: বিশ শতকে দেশপ্রেম্ফুলক কবিতায় নতুন বাণী ও ভঙ্গি নিয়ে আবির্ভৃত হন কাজী নজনল ইসলাম। তার দেশপ্রেম সাম্পুদায়িকতামুক্ত এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষ সকল মানুহের কল্যাণকামী। নজকলের দেশপ্রেমমূলক কবিতায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা যেমন আছে, তেমন দেশী-বিদে শোষকদের বিরুদ্ধেও সূতীব ধিকার বর্ষিত হয়েছে। তিনি সাধারণ দহিদ্র মানুষের প্রতি তার প্রেহ কবিতর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন, দেশের জল-মাটি হাওয়ার প্রতি ব্যক্ত করেছেন ভালোবাসা, আর জা

বাংলা নাটকে দেশপ্রেম : বাংলা নাটকের মধ্যে স্বদেশপ্রীতির পরিচয় গভীরভাবে ফুটে উঠছে দেশপ্রেমমূলক নাটক রচনার মধ্যে গিরিশ চন্দ্রের সিরাজ-উদ-দৌলা উল্লেখযোগ্য। দীনবন্ধ মিত্রের দীন দর্শন'-এ দেশপ্রেমের এক অভিনব মূর্তি প্রকাশিত হয়েছে। স্বাধীনতোত্তর বাংলা নাটকে দেশগ্রেম আর বেশি মূর্ত হয়ে আমাদের সামনে ধরা দিয়েছে। বাংলাদেশে মুনীর চৌধুরী, মামুনুর রশীদ, আবনুহাহ আ মামুন, সৈয়দ শামসূদ হক প্রমুখ নাট্যকার তাদের নাটকে দেশপ্রেমের বহুমুখী প্রকাশ ঘটেয়েছেন।

বাংলা কথাসাহিত্যে স্বদেশপ্রেম : বাংলা কথাসাহিত্যে স্বদেশপ্রেমের প্রভূত নিদর্শন রয়েছে। শর^{ত্ত} তার সাহিতো দেশপ্রেমের অপরূপ চিত্র তুলে ধরেছেন। তার 'পথের দাবী', 'শ্রীকান্ত' প্রভৃতি উপন খদেশ এবং স্বজাতির প্রতি গভীর ভালোবাসা ও মমতুবোধ জাগিয়ে তলেছেন। বিষ্কিমচন্দ্র, রবীপ্রণাধ মীর মশাররফ হোসেন, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, শগুকত গুসমান, শহীদুল্লাহ কায়সার, অঙ্গু ফজল, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ প্রমূখ কথাশিল্পীর গল্প-উপন্যানে স্বদেশপ্রেম মুর্তমান হয়ে উঠেছে।

এছাড়া আমাদের ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ও বিভিন্ন গণআন্দোলনে আমাদের কবি ও সাহিত্যি তাদের রচনায় স্বদেশপ্রেমকে উচ্চকিত করে তুলেছেন।

উপসংহার : সাহিত্য মানুষের অনুভূতি প্রকাশের সর্বোকৃষ্ট মাধ্যম। আর দেশপ্রেম মানুষের ^১ অনুভূতি। সাহিত্যে মানুষ তার দেশ-মাটি-মানুষের কথা হৃদয় দিয়ে ব্যক্ত করতে চায় এবং সাহিত্য ওঠে জাতির পরিচিতির বাহন। আর এভাবেই সাহিত্যে স্বদেশরীতির অনভূতি বিকশিত হ^{েচ্চ} বাংলা সাহিত্যেও বিভিন্নভাবে স্বদেশপ্রীতির স্বরণ প্রকাশিত হয়েছে এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাহ স্বাজাত্যবোধের প্রেরণা হিসেবে কাজ করে চলেছে।

(B) বাংলা নাটক ও নাট্যচর্চা/বাংলা নাট্যসাহিত্য বাংলাদেশের নাটক বা নাট্য আন্দোলন

/১০ম বিসিএস/

 জাগতিক মানুষ যখন বাহ্যিক জগতের রূপ-রস-শব্দ-গদ্ধ-শর্দের সাথে নিজের আস্ত্রার মিল খুঁজে ্রু আর সে মিলনের প্রভাবে যখন তার মনে সুর ও ভাবের সৃষ্টি হয়, তার শৈল্পিক প্রকাশই সাহিত্য। একা মানুষের মনের খোরাক এবং এক হৃদয়ের সাথে অন্য হৃদয়ের মিলন ঘটানো বা একাস্থতার শ্রেষ্ঠতম ক্ষা। নাট্যসাহিত্য বা নাটক হলো সাহিত্যের ভাব প্রকাশের অন্যতম একটি মাধ্যম বা উপায়।

্বাক্ত कি : সংষ্কৃত আলম্কারিকগণ নাটক বা নাট্যসাহিত্যকে কাব্যসাহিত্যের মধ্যে স্থান দিয়েছেন। রার নাটককে দৃশ্যকাব্য বলে আখ্যায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন। দৃশ্যকাব্য সকল প্রকার ক্রমাহিত্যের শ্রেষ্ঠ। 'কাব্যেষ্থ নাটকং রমাম।' নাটক দৃশ্য ও শ্রাব্যকাব্যের সমন্তুয়ে রঙ্গমঞ্জের সাহায্যে জ্ঞান মানবজীবনের প্রতিচ্ছবি আমাদের সম্মুখে মূর্ত করে তোলে।

নাক শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অভিনয়যোগ্য সাহিত্যগ্রন্থ বা দৃশ্যকাব্য। সংস্কৃত 'নট' ধাতুর সাথে ব্বর্ট (র্ক্ত) প্রত্যয়যোগে 'নাটক' শব্দটি গঠিত। নট শব্দের অর্থ নর্তক বা অভিনেতা বা কশীলব। তাই ৰ্ক্তনাযোগ্য দৃশ্যকাব্যকে নাটক বলা হয়। Elizabeth Drew যথাৰ্থই বলেছেন, "Drama is the reation of life in terms of the theatre." জনৈক বিশেষজ্ঞ বলেন, "নট অন্যের রূপ ধারণ ত্তর অভিনয় করে বলিয়া নাটকেব নাম 'রূপক'।"

মধ্য দেও অবংশ করেবেশ, সেনার আন্দান্ত ক্রমান আবল সর্বাহান, বঞ্চিত মানুদের প্রতি হোন। সুক্রক সোধা যায় যে, রসমধ্যের সাহায়্য ব্যত্তীক সাটকীয় বিষয় পরিস্কৃত হয় না। নাট্যোপ্তিখিক জানিয়েনে সেশী-বিসেদী অব্যাসনীদের প্রতি । তার দেশপ্রেম আবল সর্বাহান, বঞ্চিত মানুদের প্রতি হোন। প্রবক্ষাণ তাদের অভিনয় নৈপুণ্যে নাটকের কঙ্কালসার দেহে প্রাণসঞ্চার করেন; তাকে বাস্তব রূপৈশ্বর্য ল বরেন। দর্শকরা মঞ্চন্ত নাটকের অভিনয় একই সাথে দর্শন ও শ্রবণ করে সাহিত্যরস পান করার আগ পান। তাই সাহিত্যের বিশেষ জনপ্রিয় শাখা নাটক।

উদ্ধে আঙ্গিক ও বৈশিষ্ট্য : নাটক কথোপকথন বা সংলাপনির্ভর। নাটকে সাহিত্যিক বা নাট্যকার 🐸 স্কুপস্থিত থাকেন। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপের মধ্য দিয়ে কাহিনী অগ্রসর হয়। কাহিনীর ক্রি ঘটনাই দর্শকের চোখের সামনে সংঘটিত হয়। গল্প বা উপন্যাসে লেখক সমস্ত ঘটনার ধারাবাহিক াটকীয় বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। চরিত্র চিত্রণও লেখকের দক্ষতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু নাটকে যে ^{জনো চরিত্র} তার আচার-আচরণ ও কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নিজেই নিজেকে চিত্রিত করে।

িজ্বপত্নী নাট্যকার ও সমালোচকগণ নাটকের তিনটি ঐক্যনীতির (Unities) কথা উল্লেখ করেছেন। যথা : ব্দুবার ঐক্য (Unity of Time) : নাটকীয় আখ্যানভাগ রঙ্গমঞ্চে দেখাতে যতক্ষণ সময় লাগে, বাস্তব ্ত্রিক সংঘটিত হতে যেন ততক্ষণই সময় লাগে এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। Aristotle এ কাল নির্দেশ ীত্ত দিয়ে একে 'single revolution of the sun' অর্থাৎ ২৪ ঘন্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন।

জনার ঐক্য (Unity of Action) : নাটকে এমন কোনো দৃশ্য বা চরিত্র সমাবেশ থাকবে না, তির নাটকের মান ও সুর ব্যাহত হয়। সমস্ত চরিত্র ও দৃশ্যই নাটকের মূল বিষয় ও সুরের প্রাম্বিকরূপে প্রদর্শিত হওয়া চাই এবং নাটকটি যাতে আদি, মধ্য ও অন্ত সমন্ত্রিত একটি অখণ্ড ্রিক্তমে পরিস্কৃট হয়।

গ, স্থানের ঐক্য (Unity of Place) : নাটকে গ্রমন কোনো স্থানের উল্লেখ থাকবে না, যেখানে না নির্মেশিত সময়ের মধ্যে নাটকের কুশীলকাণ যাতায়াত করতে পারে না। অর্থাৎ নাটকে উল্লিখ্য ঘটনায়ল অবান্তব হতে পারবে না।

এ তিল ধরদের ঐক্যের সমন্ত্রা সাধন করে যে নাটক রচিত হয়, তাকেই আদর্শ নাটক কলা যায়। তার আনেক পাতিত ও সমালোকক মনে ককেন, এ তিলটি ঐক্যানীতি পালন করালে নাটকের সাভানিকর অনেক পরিবাশে পূর্ব হয়। করাল এতকলা বিধি-নিষেধের মধ্যে মানবা জীবানৰ স্বাধীন গীলা তাক্ক সম্বাপন হয় না। ইত্তেজি সাহিক্তো Ben Jonson এ ঐক্যানীতি যেনে চলচ্চেনে এবং Shakespean মাত্র The Tempest ও The Comedy of Errors-এ এ নিয়ম যেনে চলচ্চেনে। কিছু তিনি সর্বন্ধ ঘটনার ঐক্য সোনে দেন কলচ্চেনে। কিছু তিনি সর্বন্ধ ঘটনার ঐক্য সোনে নাটকের মুগ বিষয়ে পরিপুট করেছেন। এতে তার নাটকের বৈটিয়ে ও সভীক্ষ

নাটকে বান্তব জীবনের প্রতিজ্ঞবি রূপায়িত হয়। এখানে অবান্তব প্রসঙ্গ বা অবান্তিত ঘটনার প্রকে আকাজিকত নয়। জীবনের সুখ-দুশ্ব, হাসি-কদ্ধা, বাধা-কেলা, প্রসং-প্রতালাবানা, আশা-বান্তজ্জ, ইন্ধা-আনিজা, নিলা-বিজ্ঞেন, জন-মুন্তা, উত্থান-প্রকল, কালো-মূল প্রস্তুতিব প্রতিক্ষলন পর্যে নাকর। দর্শক বা গাঠক তার মনের আবলা-অনুভূতিকে নাটকের বিষয়বন্তুর সাথে প্রস্তিত্ব করার সুযোগ গগ করেন। তাই দর্শক বা গাঠকের প্রবাহ বিরুদ্ধে করার বিষয়বন্তুর সাথে প্রস্তিত্ব করার সুযোগ গগ করেন। তাই দর্শক বা গাঠকের প্রবাহ বিরুদ্ধে বান্তে

বাংলা নাট্যসাধিত্য: বিশ্বের অন্যান্য সেশের নাট্যদির সুনীর্থকালের ভাষাগড়া ও উথান-পত্ততার দ দিয়ে বিকশিত হয়েছে। কিন্তু বাংলা নাটকের ইছিয়াসে ক্ষেমন কোনো উল্লেখযোগ্য উথান-তথন অধ্যায় সেই। শতাধিত বছরের স্থানিবন্তু সময়ে যের উজ্জন, বিকর্তন ও বিকলা সীয়াবছা। ইত্তর সাহিত্যের সাথো আমাদের প্রত্যক্ষ সংযোগের ফলেই এ সেশে বাংলা নাটকের আবির্ভাব ঘটে।

আধুনিকভালে যাকে আমতা বাংলা নাটক বলি, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তা ছিল না। যাত্রা, ব্যক্তর, টয়া, পেউড়, য়য়ড়, আখড়াই, ময়ড়লয়য়র, কবিদান প্রভৃতি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রধান সক্ষা এক কবা সভা বে, বাংলাদেশের চিরকালের নাটক শার্মা । যাত্রা পূর্বনে কালের, নাটক দুক্র কালে। নাটকের কবা কবাতে লালে প্রথমেই মনে পড়ে এক বিমেলীকে। তার দেশ রাগিয়া প্রথমের পালে নাটকের কবা কবাত লালে প্রথমেই মনে পড়ে এক বিমেলীকে। তার দেশ রাগিয়া প্রথমের প্রথমের স্বাচন কর্মাক বিমান করি প্রথমেনে অনুনাম সম্পন্ন করেন ১৭৯৫ খ্রিসামে। তারে অনুনাম করে এ সেশে গঙ়ে উঠে ভাঙা প্রামান চলিকিও তার প্রভিন্নিক হতে পালে ক্রিকার স্বাচন করেন প্রথম প্রথম বিমান করি প্রথম প্রভিন্নিক হতে পালে ক্রিকার স্বাচন করেন প্রথম বিমান করি প্রথম প্রভিন্নিক হতে পালে ক্রিকার স্বাচন করেন প্রথম বিমান করি প্রথম প্রভিন্নিক হতে পালে ক্রিকার স্বাচন করেন প্রথম বিমান করি প্রথম প্রভিন্নিক হতে পালে ক্র

বাংলা ভাষার প্রথম মৌলিক নাটকটির নাম গুরার্জন। এটা একটি কমেতি। রচনা করনে ভার শিকানর ১৮৫২ সালে। এ বহুইই কোপিত হয় যোগেন্তেন্ত বুজর ক্রমে ট্রাজেন্ট কীর্তিলাল। ১৮ সালে হয়তে এটাকর ভাযুন্তি, তির্বিলাল প্রকাশিত হয়। একগন ১৮৪৪ সালে বামনারাত কর্মি ক্রমেন 'কুনীনাঞ্জনসর্বর'। একে বাংলা ভাষার প্রথম নামাজিক দাটক বলা যায়।

সংকৃত ও ইরেজি প্রভাবিত রামনারাধাণ তর্গবড়ের পর যানুসুন্দ দত্ত ও দীনবস্থু মিত্র বাংলা ক্রিয়া ফুগান্তর আনমান করেন। মানুস্কুনের রচিড উল্লেখযোগ্য নাটক হলো পর্মিষ্ঠা, 'পথাবটা', 'ক্রাই ইত্যাদি। 'পর্মিষ্ঠা' বাংলা ভাষাত্ত প্রথম আধুনিক নাটক। তার প্রেট নাটক কৃষকুমারী। ভিনি বিদ্রপাত্মক সামাজিক প্রহুমনও লিখেন দুটি—'প্রকেই কি বলে সভাতা'ও বুড়ো শালিকো আই ক্ষানের পণাঙ্ক অনুসরণ করে বাংলা নাটক উনুভির নিকে এগিয়ে চলে। মধুসূদনের সমসাময়িক ক্ষার দীনজ্ব দিনা। তার প্রথম নাটক দীলদর্গণ, তিনি শীলাবতী "সধ্যার একাদশী প্রভৃতি নাটক প্রস্কান রচনা করেন। দীনবন্ধ দিরের পরে মনোমোহন করু, জোতিবিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজকৃষ্ণ রায় ব্লুল নাটাবারেরা নাটক রচনা করে খাতি লাভ করেন। এ সময়ে মীর মশাররফ হোনেন প্রস্কারী এবং জনিদার দর্গণ নাটক রচনা করে খাতিলাভ করেন।

লো নাটাসাহিত্যের ইতিহাসে একটি চিরপ্তরণীয় নাম পিরিপচন্দ্র যোষ। তিনি একাধারে নাট্যকার ও ক্রেনের। তার রচিত পৌরাধিক নাটক 'অভিনয়ুবন্ধ', 'জনা'; ঐতিহাসিক নাটক 'কালাপাহাড়', 'জনাঙ্কা-উ-দৌলা'; সমাজিক নাটক 'কালাপাহাড়', প্রেক্তান বিশ্বাপানী কর্মান কর্মান ক্রিক্তান কর্মান প্রকাশ কর্মান প্রকাশ কর্মান ক্রিক্তান ক্

ন্ধকৰি বৰীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ নাট্যসাহিত্যে বেশ কয়েকটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। তিনি বাংলা নাইকর পাতি পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি সাফগোর অধিকারী। গাঁভিনাটা, কাবানাটা, পুতনাটা, ব্যাহার্ডকিন নাটক প্রভৃতি নাটাপাখা ভিনিষ্ট সংবাহার লগতেন। ববীন্দ্রনাথেন বিসর্ভান, 'বাঙ্গা- প্রক্রেক্তিন নাটক প্রভৃতি নাটাপাখা ভিনিষ্ট সংবাহার লগতেন। ববীন্দ্রনাথান, 'কাবানাই করিছাল বাংলা বাংলা বাংলা করিছাল বাংলা বাংলা বাংলা করিছাল বাংলা বাংলা বাংলা করিছাল বাংলা বাং

জনাবাৰণৰ দাটক: দেশবিভাগের পূর্বে (১৯৪৭-এর পূর্বে) পূর্ব বাংগায় মীর মোশাররক হোসেন, মানর আদী, আদুল করির প্রয়ুখ নাটাকার নাটক রচনা করে বাংগি অর্জন করেন। ইন্তাহীম বা, মানাব হোসেন, আবুল ফজল, আকবর উদ্দিন, নুকল মোমেন, কাজী নজকল ইসলাম প্রমুখ কালার এ সম্মন নাটক রচনা ক্রম করেন। শাহাসাং হোসেনের নবার আদীবার্নী ও আনারকালি, কালাকীকী, আবুল কালাক, ইন্তাহিম বার আনোয়ার পাপা। ও কামাল পাপা, নুকল মোমেনের ক্রেমিল, আবুল ফজনের আনোকলতা, কাজী নজকল ইসলামের 'বিদিমিলি' ও আলোরা বাংলা ক্রিক্তার বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

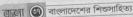
ক্ষিত্রতার পর (১৯৪৭-এর পর) আনন্দ মোহন বাগচীর 'মসনদ', আ. ন. ম. বজপুর রণীদের আফ নিয়াব', আবুল ফজনেবে 'কায়েদে আবম', আসকার ইবনে শাইপের আনুগিরি', ইরাহিম ক্ষাবিদ্য

^{ক স}ময়ে বাংগাদেশে আদুল্লাহ আগ-মাহুন, সৈন্তা শামগুল হক, ময়তাজউদনিন আহমদ, মাহুনুর সৌনম আগ-দীন, রশীদ হামানর, মমতাজ হোসেন, হুমাহুন আহমেদ বসুথ নাটাকার নাটার রচনা আ নাটাককে সমৃত মব্যাহেন। আদুল্লাহ আগ মাযুনের সূবচন নির্বাসনে, এখনও দুলেময়, ওরা আই সেয়ান শামমূল হকের পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য মঞ্চনটিক। বাংলা সাহিত্যে নাটকের অভাব : উনবিংশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত বাংলা উপনাচ ছোটগল্প, গীতিকবিতা ও প্রবন্ধ প্রভৃতিতে যে চরম উৎকর্ষ লাভ ঘটেছে, দুঃখের বিষয় বাংলা সাহিত্রে নাটকের বা নাট্যসাহিত্যের সে অনুযায়ী উৎকর্ষ ঘটেনি। নাট্যসাহিত্যের বিকাশের জভাবের কভিপা কারণ চিহ্নিত করা যায়, তা নিম্নন্নপ :

- ১ পরিমিত সংখ্যক নাট্যশালার অভাব।
- ২, উচ্চশ্রেণীর নাটকীয় প্রতিভার অভাব।
- ৩. নাটক একটি অত্যন্ত কঠিন শিল্পকর্ম।
- ৪, অভিনেতা-অভিনেত্রী, সহ্বদয় সামাজিকবর্গ ও নিজের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের অভাব।
- ৫. জাতি হিসেবে বাঙ্কালি অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ ও গান প্রিয়। ভাবপ্রবণতা নাটকের পরিপত্তি।
- ৬. জীবনন্তকে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যে শক্তি, সাহন, নিষ্ঠা ও সংখ্যমের প্রয়োজন তা বাগুলির চরিত্রে বহুদিন ধরেই অনুপত্তিত। ৭. প্রতিভার অভাব নয় বরং সুস্থ সক্রিয় জীবনদর্শনের অভাবই আমাদের নাট্যসাহিত্যের দারিদ্রোর করে।
- ৮, নাটক বোঝার মতো শিক্ষিত রুচি ও মনোবৃত্তি আমাদের এখনও সৃষ্টি হয়নি।

বর্তমান নাট্যসাহিত্যের প্রসার : সম্প্রতি বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে উন্নতির হাওয়া বইছে। নাট্যচর্চর ক্ষেত্র যথেষ্ট প্রসার লাভ করছে। ঢাকাসহ সারা দেশে অসংখ্য নাট্যগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে এবং নিয়মিত নটন মঞ্চস্থ হচ্ছে। রেভিও ও টিভিতে নাটক প্রচারিত হচ্ছে। বাংলা একাডেমি প্রতিবছর একজন নাট্যকারছে পুরস্কৃত করছে। এছাড়াও শিল্পকলা একাডেমী নাট্য উৎসবের আয়োজন করছে। মাঝে মাঝে বিচিতিত্ত মঞ্চলাটক প্রচারিত হচ্ছে। দিন দিন নাটকের দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নাট্যসাহিত্য উনুয়নের জন সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে: যেমন—মঞ্চ স্থাপন, নাট্য গোষ্ঠীকে নাট্যচর্চায় আর্থিক সাহায্য দান, নাট্ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। তবে বর্তমান সময়ে নাট্যচর্চয় আশাব্যঞ্জক অনুকুল পরিবেশের সৃষ্টি হঙ্গে।

উপসংহার : বাংলা নাট্যসাহিত্য সমৃদ্ধশালী না হলেও আমরা আশাবাদী। আমাদের সাহিত্য শেক্সপীয়র নেই বলে দৃঃথ করে লাভ নেই। অনুর ভবিষ্যতে আমাদের সাহিত্যেও যে এমন প্রতিভাগ আবির্জব ঘটবে না তা কেউ বলতে পারে না। তবে এ কথা সত্য যে, আমাদের জীবনে নতুন শিখিত। সৃত্ব সমাজ চৈতন্য না আসা পর্যন্ত নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে আশান্তিত হবার কোনো কারণ নেই। ^{তবুঁৱ} আমরা নাট্যসাহিত্যের ভবিষ্যৎ উনুয়নের প্রতি যথেষ্ট আশাবাদী।



ভূমিকা : জন্মের পর থোকেই একটি শিশু বিশ্বয়ভরে পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করে। চারদিকের অ ছায়া, পাথির কলকাকলী, মানুষজন, পতপাথি প্রতিটি বস্তুর দিকে শিত কৌড়হলভরা দৃষ্টিতে স্বকিছুর অর্থ ও রহস্য সে উদঘটন করতে চায়। এরকম একটি সংক্রেনশীল পর্যায়ে শিবে বিকাশে শিতসাহিত্যের গুরুত্ত্ব অপরিসীম। এ কারণে শিতদের নিয়ে সাহিত্য রচনার ব্রতী হ^{ন্তের} সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, লেখক, মনোবিজ্ঞানী এবং আরো অনেকে। দেশের বুদ্ধিজীবী, কুশীগব, প্র ব্যক্তিদের সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে শিতসাহিত্যের অমগতি ও উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে

আর্থ নিরূপণ : সাহিত্য মানব জীবনের উৎকর্ষ ঘটায়। সন্দর, সাবলীল সাহিত্য তাই মানব জীবনে লা বয়ে আনে। শিশুসাহিত্যও শিশুদের ভাবনা-ধারণা নিয়ে জিজ্ঞাস ব্যক্তির তথা বহু জনের বহু ুবু জালে আবদ্ধ হয়েছে। শিশুসাহিত্য রচিত হয় পঠন-শ্রণের মাধ্যমে শিশুদের আনন্দ বিধান আর ক্রাদানের জন্য। শিশুসাহিত্যের সংজ্ঞায় তাই বলা হয়, 'In its usually accepted sense, addren's literature includes only that literature intended for the entertainment or perruction of children."

্রুর মূন জটিপতামুক্ত তাই তারা সরল পথের অনুরাগী। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'শিন্তরা আর যাই হোক, ্রিলাড়ী জাত নয়। অতএব শিশুপাঠ্য রচনায় যত খুশি ভাটপাড়া সুলভ শব্দ প্রয়োগ করুন। আশঙ্কার জিছু মাত্র কারণ নেই—শিতরা সে রচনা দেখে গলা তকিয়ে জলের গ্রাসের দিকে হাত বাড়াবে না।

প্রকার কল্পনাপ্রবণতার অধিকারী। তাদের চোখে মুখে রয়েছে স্বপ্নের ঝিলিক। তারা চারপাশের ক্রীকে সহজেই সভীব করে তুলতে পারে। তাদের মাঝে সুপ্ত রয়েছে অসীম সম্ভাবনা। শিওসাহিত্য অমান্য এইচ মানসন এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'Children must have their secret lives and so do we, and each must be respected.'

পরদের সাহিত্যে সহজ-সরল শব্দ ব্যবহার হয়ে থাকে। কেননা তারা কঠিন ও ভাবগাঞ্জীর্যপূর্ণ শব্দ সমাজ বঝতে ও আয়ন্ত করতে সক্ষম নয়। তাদের সাহিত্য তথু আনন্দের বাহন নয়, অনুভূতিরও বহন। এ কারণে একজন সাহিত্যিক যখন শিবদের জন্য কিছু রচনায় প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি সহজ-নাল শব্দ ব্যবহার করেন, যা একজন শিশু পড়ামাত্রাই বুঝতে পারে। তাছাড়া তিনি শিশুদের শিক্ষালক বিষয়ের চেয়ে আনন্দরস ও অনুভূতি ব্যক্তকরণের দিকেই গুরুত্ব দেন বেশি।

বিলাহিত্যের বৈশিষ্ট্য : সহজ-সরল ভাষায় হাস্যরস ও অনুভতি প্রকাশের জন্য শিবদের নিয়ে যে সাহিত্য জিত হয় সাধারণত তাকে বলা হয় শিশুসাহিত্য। ওপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে শিশুসাহিত্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট ইপ্রথম করা যেতে পাবে •

- ক সহজ্ঞ সবল শব্দেব সমাহার।
- য ভক্তগঞ্জীর ও কঠিন শব্দ পরিহার।
- গ প্রাজাহিক জীবনে ব্যবহৃত শব্দাবলি প্রয়োগ।
- থ. অভিধানের অনুগামী না হয়ে শিতমনে দোলা লাগানো শব্দ প্রয়োগ।
- উ. হাস্যরস ও কৌতৃহল উদ্দীপক শব্দ ও বাক্য।
- তৎসম শব্দের পরিবর্তে দেশীয় শব্দের প্রয়োগ।
- ছ, সমাসবদ্ধ শাব্দব প্রয়োগ কম।
- জ. শব্দের অর্থ স্পষ্ট ও বোধগম্যতা ইত্যাদি।

^{জাহিত্যের উদ্দেশ্য} : শিশুসাহিত্যের উদ্দেশ্য শিশুর মনোবিকাশের পথ সুগম করা। ভয়-ভীতি, শুনামার ইত্যাদি পরিহার করে যাতে সুষম জীবন গড়ে তুলতে পারে সেদিকটি গুরুত্ব দিয়েই শিহতা রচিত হয়ে থাকে। জোসেফ ফ্রাঙ্ক এ প্রসঙ্গে বলেন, '… আসলে শিশুসাহিত্য হচ্ছে তা-ই ার পাঠককে একটা প্রত্যক্ষবাদী আর কল্যাণজনক অভিজ্ঞতা দেয়। সে অভিজ্ঞতা যেমন জিলা হতে পারে, তেমনি জ্ঞানেরও। ... শিশুসাহিত্যের এই-ই চরিত্র লক্ষণ এবং এই-ই উদ্দেশ্য।

প্রকারভেদ: শিতসাহিত্যের প্রকারভেদ ও সংজ্ঞার্থ নিরুপনে শিতসাহিত্যিক, জ্ঞানপিগানু মনোবিজ্ঞানী, দার্শনিকগালোর মধ্যে মতানৈক্য বিদামান। তবে সমালোচনা-আলোচনা যা-ই ংকুক্ শিতসাহিত্যের বিষয়াবলী প্রধানত দুটি বৈশিষ্ট্যাপ্রী : ভাবগাত এবং শিক্ষপীয়। বিষয়াত শিতসাহিত্যুর মার্গারেট এল নব্যার্ড শিতভোগ্য রচনাবলীকে নিয়োক্ত বারো ভাগে বিভক্তকরেছেন:

১. ছেলভুলানো উপাধ্যান আর ছবির বই, ২. গৌকিক উপাধ্যান, ৩. পরীর উপাধ্যান বা রূপকর। ৪ আবোল-তাবোল উপাধ্যান আর সবাক পত্র্কাহিনী, ৫. কিবেনবির, ৬. আন্তর্জাতিক ভাব ছড়ানো গছ. জিন্দ্রাস, ৭. আধ্বর্জিক কাহিনী, ৮. কল্পিত পত্রকাহিনী, ৯. ইতিহাস এবং জীবনী, ১০. সমত্রকার উপন্যাস, ৭. আধ্বর্জিক কাহিনী, ৮. কল্পিত পত্রকাহিনী, ৯. ইতিহাস এবং জীবনী, ১০. সমত্রকার জিন্দ্রাম এবং মার্কিকাহিনী, ১১. প্রকৃতিবিজ্ঞান, জত্ত্বিজ্ঞান ও বিশ্বকোষ, ১২. ছড়া ও কবিতা।

শিতসাহিতের বিষয় : শিতরা অনুকরণপ্রিয়, ভালোমন্দ্র যাচাই করার বৃদ্ধি ভালের অনুপস্থিত। বয়ঞ্জ শিতসাহিতের বিষয় হবে জীবনধর্মী, কল্যাণধর্মী, থা ভাকে সত্যে ব্রতী হতে অনুপ্রেরণা জোগাবে। তঃ জীবন ও বান্তবতা এ দুরের মধ্যে সামগ্রদর্য রেখে শিতসাহিতের বিষয়াবলি নির্বাচিত হওয়া উচিত্ত। আর্নেট ফ্রিলারের ভাষায়, It clearly refers to an attitude not a style'।

কাজেই একজন সাহিত্যিক যখন বিষয় নিৰ্বাচন করাবেন তখন তাকে এসব বিষয় প্ৰাথন্য নিহাই ভা নিৰ্বাচন করাতে হবে। একজন শিকসাহিত্যিক যখন তার বিষয় নির্বাহন করাবেন তখন তিনি পিত্র মানাপাযোগী সাহিত্যই নির্বাহন করাবেন।

শিতসাহিত্যের ক্রমবিকাশ : বির্দ্ধে শিতসাহিত্যের যাত্রা তরু প্রাচীনকাল থেকেই। প্রথম শিতসাই বা হিসেবে খীকৃত 'কেরেমনির হিতোগদেশ'। গ্রন্থাটি রচিত হয়েছিল আছে থেকে প্রাছ হা হায়ার বা আশে। অনান্য সাহিত্যের ফুলনার শিতসাহিত্যের ফুবিকাল সকল । মার্যারে আল নরসাহের মতে, সাহিত্যের নীর্ণত্তর পর্ব আদিয়ে— এক কুলা প্রাচীন যুগে এবং অবদান মধাযুগে। মধাযুগে নর্গর ভারিকা উপমহাদেশ, আনির্বিত্রা-বার্বিলানিয়া, মিল প্রকৃতি বাংলা পাতবা, মার্টির ফলক, পানির্বাহা কুকে প্রাচীনকাল পিতসাহিত্য কাৰা হত্ত। আলিকের ক্ষেত্রে গান্য আর কবিতা একং বিশারে ক্ষেত্র প্রকৃত্র প্রাচীনকাল প্রতিহারে, জীবনী ইত্যাদি বিষয়ে এ সময়ে পোর মধ্যে হাল পত। আলিক ক্রপ্রথা, ক্রপক্রবা, ইতিহাস, জীবনী ইত্যাদি বিষয় এ সময়ে পোর মধ্যে হাল পত। আলিক নিত্য হা। প্রান্থাটি ভাকতীয় উপমহাসেশের বলে খীকৃতি লাভ করেছে। 'সুবলাটক' এব পর প্রান্থ উপমহাসেশে রচিত হয় আরো অনেক এছ। শিতকের কাছে সেভসো বুব জনপ্রিয়াতা আর্জার বি

ইংগাতে ১৫ ৭৬ সালে উইলিয়াম কাকসনৈ প্ৰথম মূল্যমন্ত স্থাপন কৰেন। তিনি ইউলোপের সাঁচি বিবাদেশ কলতুপূর্ণ অবদান বাবেন। পরবর্তীবালে শিকেনে দিয়ে অনেক সাহিত্য রাজিত হয়। এবা পুনিয়ানের (১৯৬৮-৮৮) নীতিবালীন বাননা শিক্ষামিল করাস (১৮৮৮-৮৪), আরু মা পাইত আত্রা বি, রাজমান (১৮৮৮-৮৮) রালিনের ভিয়েব (১৮৫৯-৭৬০) রবিনাসন কুলো (১৭১৯), জেলালা স্থান বি, রাজমান (১৮৮৮), রালিনের স্থাম কাহিনী গালিভারত ট্রান্তেন (১৭৮৮) ইকালি বিশেষভার উল্লেখ ইউলোপের গৌনিক কাহিনী সংকলন শিক্ষামিলের ট্রান্তেলন (১৭১৮) ইকালি বিশেষভার উল্লেখ বিত্তাল সংস্থামের এবং প্রেরণাক প্রদেশর শার্ক পেরো। গ্রন্থাটি প্রকাশিত হয় ১৮৯৮ সালে।

ন্ধাৰ মূলে শিকসাহিত্যের বিকাশে খানা অভাননীয় সাফল্য রেখেছেন তালের মধ্যে ইংল্যান্ডের পুইং
ক্ষিপ্ত নাম সর্বন্ধায় স্বাধীয়। তার 'এলিস ইন ওমাভারণ্যান্ড' ও 'এলিস গুন দুর্ভিইর ফ্লান্ 'পুরিবীর
ক্ষিপ্ত করছে লোভনীয়। কন্ধান মনোহারিতা এবং একডেজারের নানিষ্টাফারে এই বাছু দুটি সময়
ক্ষোধিতা মহিনাফার এছালা আগক সমাদন লাভ করেছেন আর এম বালালিটিইন ও বর্মাটি পুই
ক্ষেমন। বালালিটিইনে গুলি আদিটি ক্ষিপ্ত কর্মাইয়।
ক্ষোধিতা বিকাশ ক্ষিপ্ত ক্ষাইন ক্ষাইনি ক্ষাইনি ক্ষাইন বিকাশ ক্ষাইনি প্রবিশ্বন ক্ষাইন বালালিটিইন ও বর্মাটি পুর
ক্ষাইন বিকাশিক স্বাধীন ক্ষাইনি ক্ষাইনি প্রবিশ্বন ক্ষাইনি ক্ষাইনিয়াক লাভ করে।

লোগদেশ শিক্তমাহিত্যের গতিপ্রকৃতি : বাংলাদেশে শিক্তমাহিত্যের চর্চা দীর্ঘনিনের নয় । প্রাচীনকালে
দেবার নিয়ে রচিত তেমন উল্লেখযোগ্য বাংলা গ্রন্থের সদ্ধান পাওয়া দুকর । তবে মধ্যমুগত শোহর
দেবার করেনেপরীর কার্যিনীনিউক শিক্তমাহিত্য শিক্তমহল সমাদর গাও করে । মঙ্গলকারোর বিভিন্ন
প্রধান শিক্তমের মাথেন সহজেই প্রকৃত্য পারা । রামাখা, মহাভারতের নানা কাহিনী এবং কিছু
প্রকার্যিত্যিক ভাগামান নিয়ে রচিত হয় শিক্তমহিত্য । এসব সাহিত্য শিক্তমের কাছে রাগাক্
ক্রিয়াভা অর্জন করে । এজারে শিক্তমাহিত্য প্রাচীন ও মধ্যমুগ অভিক্রম করে আধুনিক মুগে পদার্শক
করে। ভালিশ শাক্তমকে রাংগা শিক্তমাহিত্য প্রচীন ও মধ্যমুগ অভিক্রম করে আধুনিক মুগে পদার্শক
করে। ভালিশ শাক্তমকে রাংগা শিক্তমাহিত্য ক্রমান করেন। এ অস্থিতি ১৮৫৬ সালে প্রকাশিক হয় ।
ক্রমান্তরে ছিলার বাছ বাংশাক্রমের ক্রমিনা কর্তমান হয় । এতে বিভিন্ন ভালিক মাকৃত্যাম্প্রতি
ক্রমান্তর ছিলার বাছ লিখনেতান করিকায় অন্যান্তরিক প্রকাশ এর আগোর করে নাম্বান্তর বিভার ভালিক বাংলার ক্রমেরি শিক্তালয়া উপন্যান্তরবান্তর বহিনা আন্তর্ভানিক বাংলার বাংলার ক্রমের বাংলার ক্রমানারের বিক্রমানারের বিক্রমান্তরে বিক্রমানারের বিক্রমানার বাংলাকারের বিক্রমানারের বিক্রমানারের বিক্রমানারের বিক্রমানারের বিক্রমানার নামানারের বিক্রমানার নামানারের বিক্রমানারের বিক্রমানার বিক্রমা

«. শিক্তমাহিত্যে বাংলা নাটক: সূচনাপর্বে শিগতোব নাটকের অন্তিত্ব ছিল প্রায় অজ্ঞাত। প্রক্রপরিকায় মাঝে মাঝে মুঝকটি রচনা দেখা যেত। এগুলোর মধ্যে ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত বানক বন্ধু' পরিকার 'জাতে জাতে লড়াই' বিশেষভাবে খারণীয়। তাছাড়া 'সাত ভাই চম্পা', 'অন্তির জোর', চিতের গৌরব' ইত্যাদিও ব্যাপকভাবে জার্মীয় নাটক।

ীক্ষমহিতো স্কপকথা : শিশুনের রচনার প্রপক্ষা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আদিকে এসেছে। এর অব্য যোগীন্দ্রনাথের স্বয়েয়ে জনপ্রিয় এছে 'ছেটিদের রামান্তণ'। দ্বিশ্বনার্যক্ষেপে ঠাকুনায়ে মুন্তি' ও উইকলানার মুন্তি' আজে শিশুমহেল জনপ্রিয়। অপকথার বতু সার্যাহক বলে ভাকে পদ্ম করা হয়ে আছে। বাংলা শিশুনাহিতার অধ্যাহক স্কলার বলেন অবনীন্ত্রনাথ ঠাকুর। ভার রচিত ক্ষমহান্তি', 'ক্রীরের পুতুর', 'ভূতপত্তীর দেশ' ইভানি ব্যাপকভাবে সমানৃত।

াধানতাতোর শিতবচনা : বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর শিতসাহিত্যের গতিপ্রকৃতি পরিবর্তিত আ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রায় ছয় বছর আমাদের শিতসাহিত্যের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য উক্ষা শপজ্ঞা যায় না । তবে ১৯৬৮ এনজের পর বালো সাহিত্যের চটা নবরুপে সূতিত হয়। এর উব্য বিন্যান্ত্রত তথা বিষয়গত বৈতিয়ে মনোরম কিছু বিজ্ঞান বিষয়ক এছু যেমন— সতোন

সেনের 'আমাদের এই পৃথিবী' ও 'এটমের কথা' এ দুটি গ্রন্থই শিতদের জনপ্রিয়। সুরুত 🚓 'চাঁদে প্রথম মানষ' আকাশচারণ বিষয়ক সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। সবচেয়ে উপভোগ্য সংকলন হাবিবুর রহ্মাত 'পতলের মিউজিয়াম' এবং আবদুরাহ আল-মুতীর 'রহস্যের শেষ নেই' ও 'আবিষ্কারের নেশায়' ও মক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অনেক শিততোষ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে আসাদ চৌক্তি 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ', সাহিদা বেগমের 'মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোন', রফিকুল ইসলামের 'আমান মক্তিযদ্ধ' ইত্যাদি। মক্তিযুদ্ধের শহীদদের নিয়ে লিখিত হয়েছে দুটি ব্যতিক্রমধর্মী গ্রন্থ মহাজ জাহাঙ্গীরের 'সব কটা জানালা' এবং আমীরুল ইসলামের 'কিশোর মুক্তিযোদ্ধাদের গল্প'।

বাংলাদেশের শিশুপত্রিকা : বেশ কটি শিশুপাঠ্য পত্রপত্রিকা আমাদের দেশ থেকে প্রকাশিত হতেও এগুলোর মধ্যে সরকারের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদগুরের 'নবারুণ', শিশু একাডেমী থেকে প্রকাশন 'শিতবার্ষিকী', এখলাস উদ্দীন সম্পাদিত 'রঙিন ফানুস' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । উল্লেখযোগ্য প্রিক্র পবিচয় নিচে দেয়া হলো •

- ১. নবারুণ : তথ্য মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা দপ্তর থেকে প্রকাশিত একটি সচিত্র কিলোর মাসিক পত্রিকা। পত্রিকাটিতে কবিতা, ছড়া, গল্প, প্রবন্ধ ও নানাবিধ ফিচার থাকে। পত্রিকাটিত শিত-কিশোরদের জন্য একটি বিভাগ নির্ধারিত রয়েছে। এতে শিবদের রচনা প্রকাশিত হয়।
- ২. সব্ৰজ পাতা : ইসলামিক ফাউভেশন থেকে প্ৰকাশিত একটি মাসিক পত্ৰিকা। 'শিশু-কিশোৱান কাছে ইসলামের মৌলিক আদল ও শিক্ষা পৌছানো, নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সত্যিকার চেহারা তাদের কাছে তলে ধরা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও সাহিত্যের সঙ্গে তালে পরিচয় করানো, দেশ ও দশের প্রতি তাদের কর্তব্যবোধ জাগিয়ে তোলা, তাদের মনে মালু হওয়ার আগ্রহ বাড়ানো এবং জ্ঞান-স্প্রার প্রতি আগ্রহী করে তোলা সবুজ পাতার উদ্দেশ্য '
- শিশু : বাংলাদেশ শিশু একাডেমী থেকে প্রকাশিত সচিত্র মাসিক পরিকা। শিশু-কিশোর লেখকনে রচনা সমদ্ধ 'কচি হাতের কলম থেকে' এই পত্রিকার একটি আকর্ষণীয় বিভাগ। পত্রিকটিতে অপেক্ষাকত অল্প বয়সের শিশুদের উপযোগী লেখা প্রকাশিত হয়ে থাকে।
- 8. ধান শালিকের দেশ : ধান শালিকের দেশ বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত একটি সচিত্র ^{প্রত} কিশোর ত্রৈমাসিক পত্রিকা।
- ৫. ফুলকুঁড়ি : মাহবরল হক সম্পাদিত 'ফুলকুঁড়ি' বেসরকারি উদ্যোগে প্রকাশিত একটি সচিত্র শিক্ত কিশোর মাসিক। ফুলকুঁড়ি একটি শিশু সংগঠনের মুখপাত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়।
- ৬. কিশোর জগৎ : বেসরকারি উদ্যোগে প্রকাশিত মোখতার আহমেদ সম্পাদিত একটি সচিত্র কিশোর প^{্রিকা}
- ৭. সায়েন্স ওয়ার্ভ : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক আমাদের শিশু-কিশোরদের আগ্রহ ও চর্চা যে দিন ^{দি} বাডছে তার প্রধান প্রমাণ মাসিক সায়েন্স ওয়ার্ন্ড। পত্রিকাটি শিশু-কিশোর মাসিক পত্রিকা হি^{নেট্} না হলেও স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই এর জনপ্রিয়তা বেশি।

শিষসাহিত্যের অ্রাণতিতে বাংলাদেশের দৈনিক পত্রিকাগুলোর অবদান কম নয়। প্রায় প্রতিটি পত্রিকায় শিবদের জন্য সপ্তাহে একটি বিভাগ নির্ধারিত থাকে। এ বিভাগে শিবতোষ বিষয়ক ^{রচ} গল্প, কবিতা, ছড়া প্রকাশিত হয়। ইত্তেফাকে 'কচিকাঁচার মেলা', প্রথম আলোতে 'গোল্লাছ্ট', ^{মুগার} 'আলোর নাচন' সংবাদে 'খেলাঘর', দৈনিক খবরে 'শাপলা দোয়েল', দৈনিক ইনকিলাবে 'শে

ু দৈনিক জনতায় 'কচি কণ্ঠের আসর' ইত্যাদি নামে দৈনিক পত্রিকাগুলোতে শিশুদের জন্য াদা বিভাগ রয়েছে। আমাদের দেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের রচনা এবং শিশু-কিশোর রচিত নাও এতে ছাপা হয়। এই বিভাগগুলো আমাদের শিশু পত্রিকার অভাব অনেকখানি ঘুচিয়েছে।

আহিত্যে বর্তমান উদ্যোগ : শিতসাহিত্য শিশুর সুষম বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এ বিষয় প্রাধান্য ন্তু শিক্তসাহিত্যের প্রসারে দেশের লেখক, বুদ্ধিজীবী সবাই একই কাতারে শামিল হয়েছেন। বর্তমান ব্দ্ধপত্রিকায় আলী ইমাম, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, সাহিদা বেগম, সুকুমার বড়ুয়া, খালেক বিন ক্রমীন প্রমন্থ সাহিত্যিক শিশুদের নিয়ে সাহিত্য রচনা করছেন। শিশু একাডেমী, বাংলা একাডেমি, ক্রম্বিক লাইবেরি, নজরুল একাডেমী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে শিহদের জন্য বিভিন্ন লেখা প্রকাশিত হয়ে 🗝 । শিবদের সাহিত্যচর্চায় উৎসাহদানেও এসব প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বাংলাদেশে কর্মরত ব্দেশী-বিদেশী সংগঠনও শিবদের অধিকার ও শিবসাহিত্য নিয়ে কাজ করে আসছে। বর্তমান সরকারও ক্রমের সমস্যা সমাধান ও তাদের মানসিক বিকাশে নানা উদ্যোগ নিয়েছে। বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ ক্ষার শিবদের নিয়ে গল্প, নাটক ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে।

ব্রুবার্টার : শির্তসাহিত্যের ধারা অব্যাহত রাখা ও তা আরো সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সরকারি ক্ষারকারি, ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক সব ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। হাসকৃত মূল্যে কাগজ ও অন্যান্য আপনা সামগ্রীর সরবরাহের ব্যবস্থা থাকলে এ দেশে আরো উন্নতমানের শিত পত্রিকা ও শিতসাহিত্য প্রকাশের ক্রনা রয়েছে। আজকের শিতরাই আগামী দিনে নেতৃত্ব দেবে। এ কারণে শিতদের সৃস্থ বিকাশ ও সুষম ক্রম্ব অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগে তারা ব্যর্থ হবে।

সাহিত্য ও জাতীয় চেতনা

ছমিকা : 'সহিত' কথাটি সম্পুক্ত হয়েই 'সাহিত্য' কথাটির উৎপত্তি। জীবনের সঙ্গেই সাহিত্যের যোগ জিলকে নিয়েই সাহিত্যের বিচিত্র প্রকাশ। জীবনের নিভূত গুঞ্জন, তার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার প্রকৃতি, মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্র, তার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, তার ইতিহাস সাহিত্যের উপজীব্য। সাহিত্য ম্মুরের জন্য আবার মানুষের সৃষ্টিতে তা মুখরিত। মানুষ তৈরি করে সাহিত্য, তাই সাহিত্যে প্রতিফলন আ মানুষের জীবনের। সাহিত্যের এই জীবন ঘনিষ্ঠতার প্রেক্ষিতে সাহিত্য সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে ্বিনিত্ত বন্ধনে আবদ্ধ। লেথকের মনে যত কথা জমে থাকে তার অনেকখানি আসে জাতীয় জীবন পকে। তাই জাতীয় চরিত্রের খবর জানতে হলে জাতীয় সাহিত্যের অনুশীলনই সর্বোন্তম পস্থা।

শহিত্য কি: মানব হৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতি যখন রসমধুর হয়ে ভাষায় রূপায়িত হয়ে ওঠে তখন তাকে ^{সাহিত্য} হিসেবে অভিহিত করা হয়। জগৎ ও জীবনের বিচিত্র বিষয় সাহিত্যের উপজীব্য। সাহিত্যে জ্বার সুখ-দৃঃখ, আনন্দ-বেদনার প্রতিফলন ঘটে। সেজন্য সাহিত্য মানব জীবনের প্রতিচ্ছবি। সাহিত্যে প্র <mark>তারের বিকাশ ঘটে তা নয় বরং তা রসমধুর হয়ে বাস্তব রূপ লাভ করে। সাহিত্য যেমন মানুষের জীবন</mark> ^{ও পরিবেশ} থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে, তেমনি তা মানুষের বিচিত্র রস পিপাসা মিটাবার জন্য বিচিত্র বিক্ত রূপ লাভ করে। আর তাই বলা হয় সাহিত্য অমৃত আর সাহিত্যিকরা অমর।

^{শহিত্য} সৃষ্টির ইতিকথা : মানুষ নিজেকে যত স্বাধীন বলে মনে করুক সে কখনও একান্তভাবে স্বাধীন ্রাজ্য হাতক্য। : শানুব সাক্ষেত্র ও বাবা জ্যুদিকে সে যেমন ব্যক্তি বিশেষ, অপরদিকে আবার তার জাতির ভাবকল্পনা ও ঐতিহার পারে সে যেমল স্থাত । বলেন, বলির তার মধ্যে অতীত, বর্তমান ও তবিষ্যতের চিহ্ন রয়েছে। বিশ্বনাজের অবস্থেন। অনু বিশ্বনাজন সেখে। কারণ, বান্তব জগতে তার সরন্ধা প্রকার আশা আকাজন পরিকুপ্ত হয় না। তাই কর্তুনার জগতে স্থা জীবনের অপূর্বতার বৃত্তাপক্ষে পরিপূর্ব করে পার। যা জীবনে পাওয়া গেল না তা.ই কর্তুনার পেয়ে সেন্ত আগ্রুপ্ত হন, অরুনাকে সেন্ধের সভা মাল প্রথশ করেন। স্বদনা জাজীবত কবিচিত্ত তাই বিশ্বেক স্বর্গণ্ডাই করেন, সেনাহত পাঞ্জিত কীটস তাই সৌন্ধার্থ ত সতার অভিস্থাতাক প্রত্যুক্ত করেন, বাঙালি সাহিত্যিক মধ্যেশর মধ্যে অসমুক্তর আগ্রদন করেন। আর এভাবেই সৃষ্টি হয় সাহিত্য।

সাহিত্যের বিষয়বস্তু : সাহিত্যের উপকরণ সংগৃহীত হয় মানুষের জীবন থেকে। মানুষের বনহের বিজিয় অনুসূতি অবলম্বনেই সাহিত্য পদ্ধবিত হয় তার সৃষ্টি সামরে। তাই সাহিত্যের মান মানুষরে প্রতাজ করা চলে। সাহিত্যের নানা শাখা প্রশাখার তার গঙ্গে উপন্যানে, নাটকে কবিতায়, প্রবাদ্ধ আরু কথা কা হয়, শান্ধ করে তোলা হয় মানুষের পরিচয়। তার আলোখা অবনে করি মানুষের কথা বলা হয়, শান্ধ করে তোলা হয় মানুষের পরিচয়। তার আলোখা অবনে করি সাহিত্যিকের থাকে করানা কঠোর বান্ধবন্ধক রিভিন আর রনমধূর করে তোলে। আর সে করণে সাহিত্যিকের মানে করানা কঠোর বান্ধবন্ধক রভিন আর রনমধূর করে তোলে। আর সে করণে সাহিত্যে প্রতিকাশিক আমান শোন্ধবিত মানুষ্টি সাহিত্য বান্ধবন্ধ সিদ্ধা বান্ধবন্ধ গোলা আরা বান্ধবন্ধ করা করে প্রতাদন করা করে সাহান্ধবন্ধক বিশ্বনিক সাহিত্য বান্ধবন্ধক করা লাভ নাই।
বিষয়বন্ধক বিষয়ের মানুষ্টি করা বিষয়বন্ধক বিষয়বন্ধক বিষয়বন্ধক বিষয়বন্ধ করে বর্ত্তরা, বিশেষ করে বর্ত্তরানী সভাগন

বিকৃতির সাথে সাথে মানশ জীবনের জটিলতা ও রহন্য অনেক মেশি বৃদ্ধি পেরেছে। আগের সাহিত্যে বিষয়বৃদ্ধ ছিল নর-নারীর প্রণয়, তার সংঘাত ও প্রতিক্রিয়া। বৃদ্ধর অবসরক্ষেপী সমাজে এটাই ছিল ব্য বাটানা এবং সোদিন সাহিত্যের ছিল এ অবসরক্ষেপী সমাজে এটাই ছিল ব্য বাটানা এবং সোদিন সাহিত্যের ছিল এ অবসরক্ষেপীনের বাই বিবার এই অবসরক্ষেপীনের বেন্ত্র সরক্ষার বিশালনের বৃদ্ধ। ছিবার এই পারিত্র তার প্রতিক্রমার ক্রার্থিক ও আলাভিত হাতা। আই সাহিত্য তার প্রতিক্রমার ক্রার্থিক লোক আবিকার ও গণবারের প্রতিব্যালন কর্মানির আবিকার বাই পারিত্র কর্মানির ক্রার্থিক কর্মানির ক্রার্থিক ক্রার্থিক রামিনের ক্রান্থক ক্রান্থক ক্রান্থক ব্যালন প্রক্রমার ক্রান্থক ক্রান্থক

জাতীয় চেডনা; আমানের জীবনের রন্ধমঞ্জে অবিরাম-অবিশ্রান্তভাবে চলছে সুধ-দুমের বির্ব অভিনয়। প্রতিটি মানুশ এর মধ্য থেকেন্তু আহ্বেল করে নিজ জীবনের সাঞ্চলী সুধা, সুধ-দুমের নিরাপার অন্যু নোপায়িত এই জীবন-সংবার থেকে এমান বহুত আরু করে মানর নিজ্ঞ করে। পড়ে এই কিরারর পালা বুলিয়া। বাজিত আদান বিশীয় যদি বহির্জাকের এ প্রভাবকে বিকৃত্ত না করে, প্রতি জাতির প্রতিটি গোকের চেতনা আমরা একই করম দেশতে পোতাম। তথানি-ব্যক্তি জীবনের সংগ্রা জেন সত্ত্বেও পরিকারতে লাভ করেনে পেনা যার গোটা জাতির নির্বোধন বিশেষ নিকে প্রতিশ্র বিরু ভাষাতে। এই কৌবেলর সূলে যা থাকে তাকেই বলে জাতীয় চেতনা। এই বিশেষ থেকের

নট জাতি আর একটি জাতি থেকে স্বতম্ব। লেখকের মনের মণিকোঠায় সাহিত্য সূফৌ থঠে সুফোর জা। সে ফুল ফোটানোর জন্য লেখক রস গ্রহণ করেন জাতীয় চেতনার মৃত্তিকা হতে। এ জন্যই ক্রতা পাওয়া যায় জাতীয় চেতনার নিদর্শন।

ভাষা তেন্দাৰ বিশ্বৰ্জ : আহ্বা থাবীন জাতি, খাবীনতা প্ৰিয় জাতি। কিছু আমানেৰ ইতিহাস পৰাধীনতাৰ বিহাস নিতি স্বান্য আমানা প্ৰাৰ্থীৰ আনক জাতিন সম্পৰ্যন, আমানেৰ মানৰ কলটো আমাত কৰেছে দানা কৰমেৰ কাষ্ট্ৰীয় ভাৰখাৱা। একদিন যাকে গালেন কৰেছিলা মাতি সন্তৰ্গণ মানা কিছুতে লেখাৱা, একেই কুলিত কোনে আমানা আমানা একদিন যাকে গালেন কৰাবানে। তাই আমানা আমানাকাৰ, মূল্ৰ, আমানাকাৰ পাৰিবৰ্তিত জাতি। আমানাকাৰ সভিচন পাৰাৰা মাম আমুদিন বাংলা মাহিত্যাৰ পাছাৱা। অধিয়ান পৰিবাৰ্যনৰ পাৰে বিশ্বৰ্যন বান্ধন কামানাকাৰ সভা, মিক তেমনই সাহিত্যিকৰা যাকই বান্ধনিয়াৰ কৰাবান, মাহাৰী আমানাকাৰ বাজে আমানাকাৰ নিজন কোনে কোন পাৰিব আমানাকাৰ কামানাকাৰ কোনে বান্ধন কামানাকাৰ কোনাকাৰ কোনাকাৰ কামানাকাৰ কামানাকাৰ কোনাকাৰ কোনাকাৰ কোনাকাৰ কোনাকাৰ কোনাকাৰ সভাইৰ্যন হোলাও ভাল মুখ্য পাৰেন জাতিব মানাকাৰিক। সাধানৰ আমানাকাৰ কোনাকাৰ কোনাকাৰ সভাইৰ্যন হোলাও স্বান্ধন মানাকাৰ কামানাকাৰ সভা জানান আমানাকাৰ কোনাকাৰ কোনাকাৰ সভাইৰ্যন যোৱা স্বান্ধনিয়াৰ মানাকাৰ কামানাকাৰ সভা জানান আমানাকাৰ সভাইৰ্যন কোনাকাৰ সভাইৰ্যন কোনাকাৰ কোনাকাৰ বান্ধনিয়াৰ কোনাকাৰ মানাকাৰ সভাইৰ্যন সভাইন কোনাকাৰ সভাইত কোনাকাৰ বান্ধনিয়াৰ কোনাকাৰ কোনাকাৰ মানাকাৰ সভাইন কোনাকাৰ প্ৰকাশ মুখ্যিত এতিয়া মানা ৷ সুনাহিত্যিকৰে লোখায় পাৰেন আমানাকাৰ আমানাকাৰো কোনাকাৰ কোনাকাৰ কোনাকাৰ কোনাকাৰ কোনাকাৰ কোনাকাৰ নামানাকাৰ আমানাকাৰ আমানাকাৰো কোনাকাৰ কোনাকাৰে কোনাকাৰ কোনাকাৰ কোনাকাৰ কোনাকাৰে কোনাকাৰে কোনাকাৰ কোনাকাৰ সভাইন কোনাকাৰ আমানাকাৰ কোনাকাৰো কোনাকাৰ কোনাকাৰ কোনাকাৰে কোনাকাৰে কোনাকাৰে কোনাকাৰ কোনাকাৰ কোনাকাৰে কোনাকাৰ কোনাকাৰে কোনাকাৰ কোনাকাৰে কোনাকাৰে কোনাকাৰে কোনাকাৰে কোনাকাৰে কোনাকাৰে কোনাকাৰ কোনাকাৰে কোনাকাৰে কোনাকাৰে কোনাকাৰে কোনাকাৰে কোনাকাৰে কোনাকানাকাৰে কোনাকাৰে কোনাকাৰে কোনাকাৰে কোনাকানাকাৰে কোনাকাৰে কোনাকান

ৰ্বিজ্ঞ জাতীয় চেতনা : সাহিত্য মানুশের জীবনটিয়। আর এ মানুৰ খাল করে সমাছ ও আর্থির বিশাল

কৈবা ৷ গে জন্ম সাহিত্যিক পারিপার্থিক প্রতিশ্ব প জাতীয় চেতনাকে অধীকার করতে পারে না ।

স্বীত্য সামার ও প্রাপ্তীর পরিষদ শাই হয়ে প্রতী ৷ সাহিত্য পার্কের মাধ্যমে জানা যায় সমাজ ও

ক্রী জানার করা মাছ জাতীয় চেতনাকে। যে জাতির চরিয়া মত উন্নত, সে জাতির সাহিত্যে প্রান্ধিত হয়

হয় আবার সাহিত্যের উন্নতির সাথে কছ হয় জাতির চরিয়া মত উন্নত, সে জাতির সাহিত্যে প্রক্তিয়া

ক্রীয়া আবার সাহিত্যের উন্নতির সাথে কছ হয় জাতির ভাতির আছে বিভিন্ন চার্নিমিক সহার, মাধ্যমে

ক্রীয়া করিব একটিন মাধ্যমানেরে সভাতা। পারানুকিবীয়ার ফলে আহার যিনি চার্নিমিক আন্তামান স্বান্ধ্যমান করে স্বান্ধ্যমান সাহিত্য মোর ক্রীয়া কল্যাপ, না হবে বিশ্বের সন্ধৃত্যি। সাহিত্য মোর ভাতির আধান আক্রান্ধ্যমান করিয়া হৈবির বৃহত্তয়ী রীণা; যার অংকারে মানিত হয় জাতির চেতনার বাঞ্জন। অনুকৃতি ও

প্রফাশভঙ্গির নৈপুনো সাহিত্য জাতির মর্মে জাণায় সুর। বিশ্বের দরবারে পথে প্রান্তরে দেশ-বিদেশের েন্ত্র সেই সুরের অমৃত দিয়াে তরে দেয় তাদের হৃদায়ের পাত্র। সূত্রাং নির্দ্রান্দেহে বলা যায়- পুশ্প উদ্যান্ত্র পরিচয় যেমন তার সৌন্দর্যে ও গত্তে, একটি জাতির পরিচয় তেমনই তার গাহিত্যে।

উপসংহার: জাতীয় তেতনা ও সাহিত্যের পারশারিক সম্পর্ক সাহিত্যকে যেনন সমৃদ্ধ করে, তেননি নতী
জীবনকে সুন্দর করতে সহায়তা করে। জাতীয় চেতনা থেকে বিশ্বিদ্ধ হলে কোনো সাহিত্যের হবে
জীবনের আদন্য ও প্রেমানা উচ্চ মুর্তুজ পাওয়া বাবে না সে কান্য বৃহত্তর জাতীয় জীবন থেকে
ক্রমাহ করে নাহিত্যে কপে নিতে হবে। সার্কিক সাহিত্য সাহিত্য কান্য ও বৈশিষ্ট্য অবনাই অফুনার্ব্যা
আবার সুন্দর জাতি গঠনোর জন্য সাহিত্য থেকে প্রেরণা লাভ করতে হবে। উন্নত বংকে গৌধার
ক্রিন্তুজ জাতি গঠনোর জন্য সাহিত্য প্রেকে প্রেরণা লাভ করতে হবে। ভারত বংকে গৌধার
ক্রিন্তুজ জাতির বিভিন্ন রকম। জাতির পাকে সেই সাম্বা প্রায় কান্য বাবেন সাহিত্যিকরা। বিভিন্ন
ক্রেন্ত্র অনুকৃষ্ণ পথেরই যাত্রী। তাই সাহিত্যকে অমুননা করে আমারা গাই জাতির অবন্তর পরিস্ক রবি

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ

ला (

ভাষা আন্দোলন ও মক্তিয়দ্ধ

ন্ধাৰো : দ্বি-জাতিতত্বের ভিত্তিতে ধর্মীয় কারণে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান একটি ইসলামী রাষ্ট্র হলেও এর নাজ বাবস্থার একক আদর্শনিত কোনো যোগসূর ছিল না। এর নারণ পূর্ব ও পৃতিম পাকিস্তানের নাগেকা আঘাকত বিরোধ। এ কারণে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শক সাথে কোনো দিন একামতা অনুভব করতে পারোন। আব এ কারণেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কারণাহিত দাব ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব বাংলার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুলা আধাপক আকুল কালোনের নার্বহে তিম্পুন মঞ্চলিদ নামক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত যা। এর প্রভাব বাংলান সুশীর্ষ রাজনৈত্রিক ইতিহাসের পরতে পরতে দেখতে পাওয়া যায় এবং এর সক্ষর পরিবাহিত স্থাবীয় সার্বাহিতীয় রাজনৈত্রিক স্থাবিত পরতে দেখতে পাওয়া যায় এবং এর

নাৰ আন্দোলনৰ ঐতিহাদিক পটভূমি : বাংলার জাতীয় ইতিহালে এক অবিষৱনীয় ঘটনার বীজ এতি হয় গাৰিবান বাতিয়ার অধ্যবিতি পত্নেই যথক নিখিল পানিবালের সংখাগারিক মানুখনে মাতৃহতাল কং হয়া সত্ত্বেও সপুন্দি অপানত কিন্তু পানিবাল বাদীন হওৱার মাত্র এইটা চালালে য়া এইই প্রেক্তিত ১৯৪৭ নালের ১৪ আগন্ত পানিবাল বাদীন হওৱার মাত্র ১৭ দিনের মাধায় তার ক্ষান্দারের তরুল অধ্যান্দার আত্তন হাসেনেরে নেতৃত্ব ১৯৪৭ নালের ১ লেন্টেছা ও সনগারিশীর ক্ষান্দারের তরুল অধ্যান্দার আত্তন বাসন্দার ছিলেন নিয়াল মাতৃত্ব ক্ষান্দার এই পান্দার ক্ষান্দার অলিক স্থানিবাল আত্তন আত্তন ক্ষান্দার ক্ষান্দার ক্ষান্দার ক্ষান্দার এই পান্দার ক্ষান্দার আত্তির হা এ সংগঠনের অবান্দার ক্ষান্দার ক্ষান্দার ক্ষান্দার ক্ষান্দার এই পান্দার ক্ষান্দার আত্তন স্থানিক বান্দার ক্ষান্দার বিশ্ব আবান্দ্র ক্ষান্দার ক্যান্দার ক্ষান্দার ক্যান্দার ক্ষান্দার ক্ষান্দার ক্ষান্দার ক্ষান্দার ক্ষান্দার ক্ষান্দ

বাংলা	48.5%	উর্দু	5%	
शाआवि	29.3%	সিন্ধি	8.5%	500
পশত	6.5%	ইংরেজি	3.8%	

্বর্বা কন্ট্রা সরকারের অন্যায় শিলান্তের বিকল্পে পূর্ব বাংগায় তিন পর্যায়ে আন্দোলন পরিচালিত হয় : বিক্রান্তিনের প্রথম পর্যায় : নভেন্নর ১৯৪৭–এ করাচিতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একটি শিক্ষা সম্মেদন তিন্তুন কা । সম্মেদনে উর্দুকে পাকিয়ানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার শিক্ষান্ত হয় । কলে পূর্ববাংগায় এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা ক্র ঢাকায় সর্বপ্রথম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয় এবং কতিপয় দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলক নীতি গৃহীত হয়। এ পরিষদের দাবি ছিল নিম্নরূপ:

- ক্ বাংলা ভাষা হবে পূর্ব বাংলার একমাত্র শিক্ষার বাহন এবং অফিস-আদালতের প্রধান মাধ্যস
- খ, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে দুটি—বাংলা ও উর্দু।

ভাষা আন্দোলনের বিতীয় পর্যায় : ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের \infty অধিবেশনে কংগ্রেস দলীয় সদস্য, বিশেষত কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি ব্যক্ত ভাষা ব্যবহারের দাবি জানান। কিন্তু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এই দাবির বিরোচিত করেন। ফলে ঢাকায় ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে চরম অসন্তোষ দেখা দেয় এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি সন্ত্র ধর্মঘট পালিত হয়। এভাবে সংগ্রাম পরিষদ ১৫ মার্চ পর্যন্ত ধর্মঘট ও হরতাল পালনের মধ্য क्रि দেশব্যাপী আন্দোলন অব্যাহত রাখে। অবশেষে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন বাংলা ত্রন্ত দাবি সমর্থনের আশ্বাস দিলে আন্দোলন প্রশমিত হয়। কিন্তু ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ মুহাখন জ্বন্ধ জিন্নাহ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় এবং কার্জন হলের এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভিটিই হত্ত পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' হিসেবে ঘোষণা দিলে আন্দোলন পুনরায় চাঙ্গা হয়ে ৫৫ এব দেশব্যাপী তীব প্রতিবাদ শুরু হয়।

ভাষা আন্দোলনের শেষ পর্যায়

- ক, নাজিমন্দীনের ঘোষণা : ১৯৫০ সালে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এবং ১৯৫২ সালের ১৯ জানুয়ারি খাজা নাজিমুন্দীন পুনরায় একই ঘোষণা দেন যে, উর্দৃই হবে পাকিস্তানের এক্সায় রাষ্ট্রভাষা।' ফলে ছাত্র-বৃদ্ধিজীবী মহলে দারুপ ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি হয় এবং আন্দোলন গুঁৱ আকার ধারণ করে। এ আন্দোলনের অংশ হিসেবেই ৩০ জানুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়।
- থ, রাষ্ট্রভাষা সংখ্যাম কমিটি : উর্দূকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার প্রতিবাদে রাষ্ট্রভাষা বাংলা আন্দোলন্ত আরো তীব্রতর করার লক্ষ্যে ৩০ জানুয়ারি এক জনসভায় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' 🔅 করা হয়। এতে ২১ ফেব্রুয়ারিকে ভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হয় এবং দেশব্যাপী হরজ পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
- গ. ঐতিহাসিক মিছিল ও ১৪৪ ধারা ভঙ্গ : ২১ ফেব্রুয়ারির উক্ত কর্মসূচিকে বানচাল করার জ তৎকালীন গর্ভর্নর নূরুল আমিন সরকার ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু সগুমাম পরিজ এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মিছিল বের করলে পুলিশের সাথে ছাত্র-জনতার এক মারাখ্যক ই বাঁধে। এক পর্যায়ে পুলিশ মিছিলের ওপর গুলি চালালে সালাম, বরকত, রফিক, জবারী অনেকে প্রাণ হারান এবং আহত হন বহুসংখ্যক ব্যক্তি। এর ফলে সারা বাংলায় আন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকায় এ ঘটনার প্রতিবাদে তিন দিন লাগাতার হরতাল পালিও ই এবং দেশব্যাপী প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে।
- ঘ. রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ : অবশেষে তীব্ বিক্ষোভের মুখে সরকার নতি স্বীকার করতে বার্য এবং সাময়িকভাবে প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন বাংলাকে অন্যতম জাতীয় ভাষা সুপারিশ সম্বলিত একটি প্রস্তাব প্রাদেশিক পরিষদে উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি সর্বসমতিক্রমে হয়। অতঃপর ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ২১৪ নং অনুচ্ছেদে বাংলাকে রষ্ট্রেভাষা হিসেবে দিলে বাঙালি জাতির বিজয় অর্জিত হয়।

ক্রাদেশের অভ্যাদয়ে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব : রেহমান সোবহান তার 'বর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার সংকট' ক্ষুত্র প্রবন্ধে বলেন, 'বস্তুত যে অন্তর্নিহিত দুর্বলতা পাকিস্তানের ভাঙন এবং স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মূল আর বহিঃপ্রকাশ ঘটে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে।' উল্লিখিত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট ক্রিয়ান হয় যে, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পেছনে মূর্ল হাতিয়ার ছিল ভাষা আন্দোলন। এ আন্দোলন পূর্ব ক্রার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে এক ধাপ এগিয়ে দেয়। জনগণের মধ্যে এ আন্দোলনে এক নতুন জাতীয় ক্রনার উন্মেষ ঘটে এবং এ চেতনার মাধ্যমেই ক্রমে ক্রমে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশ লাভ করে। ্লালনের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আকাক্ষাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয় এ আন্দোলন। তাই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের গণচেতনার প্রথম বহিঃপ্রকাশ এবং স্বাধিকার আন্দোলনের ক্র বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে এ আন্দোলন নিম্নোক্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল :

'৫৪-এর নির্বাচনে যুক্তফুন্টের জয়লাভ : '৫৪-এর নির্বাচনে যুক্তফুন্টের নির্বাচনী মেনিফেন্টো ২১-ক্ষমর প্রথম দফাই ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি। এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট প্রমলমানদের জন্য সংরক্ষিত ২৩৭টি আসনের ২২৩টি আসন লাভ করে। শেরে বাংলা এ কে ফজ্বল হকের নেতৃত্বে যুক্তফুন্ট সরকার গঠন করে। এপ্রিল ১৯৫৪ সালে আইন পরিষদের অধিবেশনে মুসলিম লীগ পর্যন্ত বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মত পোষণ করে। এটি ছিল বাঙালি জাতির ৫২-র ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা জাতীয় ঐকোর প্রতিফলন।

২ '৫৬ সালের সংবিধানে স্বীকৃতি : মার্চ ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গৃহীত হয়। ১৯৫৪ সালের প্রথম আইন পরিষদে গৃহীত ভাষা ফর্মুলা এ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এটা ছিল বাংলা ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত বিজয়। সংবিধানের ২১৪ নং অনুচ্ছেদে বাংলাকে রষ্ট্রভাষা এবং ইংরেজিকে পরবর্তী ২০ বছরের জন্য সরকারি ভাষা হিসেবে চালু রাখার কথা উল্লেখ করা হয়।

রাজনৈতিক স্বাধিকার আন্দোলনে ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা :

- ক, ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙ্ঞালি জাতি সর্বপ্রথম অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে।
- খ, ভাষা আন্দোলনই সর্বপ্রথম রক্তের বিনিময়ে জাতীয়তাবাদী গণদাবি আদায়ের শিক্ষা ও প্রেরণা দান করে।
- গ. ভাষা আন্দোলন বাঙালিদের ঐক্যের দুর্ভেন্য প্রাচীর গঠন এবং অধিকার আদায়ে ইস্পাত কঠিন শপাপ রলীয়ান কবে তোলে।
- খ, এ আন্দোলন বাঙালি 'এলিট' এবং জনসাধারণের মধ্যে সেতুবন্ধনে সহায়তা করে।

^{বিদ্যুবদ্ধ} বাঙালি জাতি ছয় দফাকে জাতীয় মুক্তির প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে।

- ১৯৫২ সাল থেকে তরু করে ১৯৭১ সালের মুক্তি আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে প্রেরণা যুগিয়েছে এই ভাষা আন্দোলনের রক্তরাঙা ইতিহাস।
- ৪. শরবর্তীকালের ঘটনাপ্রবাহে ভূমিকা : '৫২-এর একুশের চেতনায় ভাস্বর বাঙালি জাতি গাউনৈতিক অধিকার বা স্বাধিকার আন্দোলনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে স্বাধিকার অর্জনের দিকে এগুতে গাকে। '৬২-এর 'হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট'-এর বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলনে ছাত্র শ্মীজ ১৭ সেন্টেম্বর ১৯৬২ 'শিক্ষা দিবস' ঘোষণা করে। ১৯৬৫-এর পাক-ভারত যুদ্ধ বাঙালি শিতিকে এমন একটি ধারণা গ্রহণে উদ্বন্ধ করে যে, পাকিস্তানিরা আমাদের শুধু নিজেদের স্বার্থ যদিশের জন্য ব্যবহার করবে। তাই অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ সালে লাহোরে শেষ মুজিব ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। ভাষা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা

ভক্ত-এর ঐতিহাসিক গণজন্মখন এবং '৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী স্বীগের জয়লাতের প্রেক্তান এবং এই কার্যা আন্দোলন। '৭০-এর নির্বাচনে আরম্মা নীপের কার্যানি কর্মানি কর্মানিক ক্রামানিক ক্রামানিক বর্মানিকর বাহিনীনিক ক্রামানিকর বাহানিকর বাহানির বিশ্বানি ক্রামানিকর বাহিনীনিক ক্রামানিকর বাহানিকর ক্রামানিকর বাহানিকর বাহানিকর ক্রামানিকর বাহানিকর ক্রামানিকর বাহানিকর বাহানিকর বাহানিকর বাহানিকর ক্রামানিকর বাহানিকর ব

উপসংহার : বাধান্ত্র তথা আপোলন পূর্ব বাংলার জনগানের মধ্যে এক নতুন জাতীয় চেতনার উদ্বেধ খাঁচা এবং এ চেতনাই একে। মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবানের বিধান খাঁটায় 1 ১৯৮০ সালের জিজানা ও একে সংকালে জাবা আনোলনের তাংগ্রহ সম্পর্কে আরু পূর্ব পারিজ্ঞানের ইতিহাসে জাবা আবোলনা করা তাংগ্রহ সম্পর্কে আরু পূর্ব পারিজ্ঞানা ও প্রত্যাক্তর করা আবোলনা করা করালিদের মনে যে বৈশ্ববিক চেতনা ও একের উত্তয়ে জাবা তা আমানের পরবর্তী সক্ষা আবোলনা বাঙালিদের মনে যে বৈশ্ববিক চেতনা ও একের উত্তয়ে খাঁটায় তা আমানের পরবর্তী সক্ষা আবোলনা প্রাণ্ডালিত ও অনুক্রেরণা যোগার। ' এই আনোলানের মার্চ দিয়ে ছাত্র-জনতা যে পাবান্ত্রিক আনোলনের সুচনা করে তা একাশ শক্তিশালী হতে তাকে। ১৯২৪ সালে যুক্তযুক্তীন উত্তির্থিকি বিজয়ে স্কালার প্রত্যাক্তর আনোলনা স্কালার বাবে করা আনোলনা, ১৯৬৬-৬৯ সালের পাবান্ত্রখান, ১৯৭০ সালের বিশ্ববিক আনোলনা, ১৯৬৬-৬৯ সালের প্রত্যাক্তর আনোলনা ।

ব্যার্থা (80) ভাষা আন্দোলন এবং বাংলা ভাষার বিশ্বায়ন

ছমিকা : পাকিয়াল সৃষ্টির তারু থেকেই পাকিয়ানের জাতীয় নেতৃত্ব সাংকৃতিক মিপ্রশের এব কেওঁটুই মীতি এহল করে। এ নীতির চাপ অধিকমারায় অনুসূত হয় পতিঅ নাজিয়ানে চেরে পূর্ব বাংলার তব পূর্ব পাতিয়ালে। তথু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রাই নার, জীবনের অলানা ক্ষেত্রত ক্ষুদ্র কিন্তুর নির্বাচন ক্ষিত্রতানে তারে পূর্ব পাতিয়ালে বিরুক্তি নেতৃত্ব বিশাবারকার ক্ষাত্রতান আন্তর্ন করে। আর বহুলানা ও ক্ষাত্রাহার আরে চমম হতাপার সৃষ্টি হয়, সৃষ্টি হয় এক চাপা অসম্ভোজন। আর এ হতাপা ও অসম্ভোজন প্রস্ত ও আরে চমম হতাপার সৃষ্টি হয়, সৃষ্টি হয় এক চাপা অসম্ভোজন। আর এ হতাপা ও অসম্ভোজন প্রস্ত ও আরিক্রার ইমলারী রাই কেলও এক সমাজ বাবান্ত্র্যার কিন্তুর কিন্তুর ক্ষিত্রতান ক্ষাত্রকার প্রস্তির ক্ষাত্রকার ক্ষাত্রকার

বাব আনোদনের ঐতিহাদিক পটভূমি : বাংশার জাতীয় ইতিহাসে এক অধিবর্ধনীয় ঘটনার বীজ দান হ'ব গালিজার প্রতিষ্ঠার অধাবাহিত পরেই খবন নিনিজ পালিজানের সংঘাগারিক্ত মানুদের ক্রানা বাংলা বল্লা সংস্তৃত সম্পূর্ণ অবগতারিক উপারে উচ্চির, বাট্টিলার বিশ্বরার সিংকার সিংকার স্থানিক বিশ্বরার স্থানা ইতিহা বিশ্বরার ক্রান্ত অধ্যাক্ত আলুক বাসসের নেতৃত্বে ১ সেপ্টেবর স্কার্যন বিশিল্প অধ্যান স্থানিক প্রতিক হ'ব। অসংঘালক আলুক বাসসের নেতৃত্বে ১ সেপ্টেবর স্কার্যনির্দিত সম্পূর্ণ প্রতিক্ত হ'ব। অসংঘালক আলুক বাসসের নিন্দি উত্থাপিক বারে আসম্বিদ। কিন্তু এ দাবি ক্রান্তের বাট্টিল অসংঘাল আবিষ্ঠিত বাভিন্যনি কিন্তুতেই মেনে নিতে বাজি ছিলোন না। এক্তৃতপক্ষেত্র ক্রান্ত ভালা আবালানের কুমান্ত হয় আবা সম্পর্কে পানিকারিন শাসকলোচীর একতবাস শিলান্ত ক্রান্ত ক্রান্ত বাল্লাক্তর বাঞ্জীদের উপার তাগিয়ে সেয়ার ইন্তা এবং তৎপনতার মধ্য দিয়ে। ক্রান্ত বাল্লাক্তর বাঞ্জীদের অক্তমার রাট্টিভাষা বিসেবে উর্কুত এবং ক্রমের সচ্চেই হন্দ্ ঘণিও ক্রান্ত বাল্লাকারী লোকের অকুসাতে ছিলা অনেক ক্রম। ছেলর মাধ্যমেই তা স্পান্ত হয়ে ওঠে।

ভাষার নাম	ভাষাভাষীর শতকরা হার
वाश्मा	48.5%
<i>পাঞ्जावि</i>	29.3%
পশত	6.5%
उ र्न	5%
সিন্ধি	8.5%
ইংরেজি	5.8%

নুত্র : বাংলাদেশের রাজনৈতিক উনুয়ন, লেখক : ড. আব্দুল ওঁদুদ ভুইয়া, পৃষ্ঠা-১৭০

জা আনোলনের প্রথম পর্যায়: ১৯৪৭ সালের নতেন্তর মানে করাচিতে এক কেন্দ্রীয় পর্যারের শীর্ষ নতন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মোন উর্দুরে পাকিব্যানের একমার রাষ্ট্রিজয়া করার দিজাত হয়। ফলে পূর্ব নজার দিজাতের নিকাল্ড রাচ্চত প্রতিবাদ তক্ষ হয়। ১৯৪৮ সালের জানুমারি মানে এ শিক্ষান্তর নামারিক্তা করে ঢাকায় সর্বপ্রথম রাষ্ট্রজয়া সংআম পরিষদ্য পর্যান করার ব্যবহু এবং কতিপন্ন দাবিতে নিজ্ব অন্যোলনের নীতি গৃহীত হয়। এ পরিয়াসর দাবি ছিল নিমরূপ:

🏃 জ্লা ভাষা হবে পূর্ব বাংলার একমাত্র শিক্ষার বাহন এবং অফিস-আদালতের প্রধান মাধ্যম।

াকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে দুটি– বাংলা ও উর্দু।

া আনোলনের বিভীয় পর্যার : ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিবান গণপরিষদের প্রথম অথিবেশনে ক্রিকাটা সদস্যপথ বিশেষত কুমিয়ার বীরেক্রনাথ দত্ত দাবি জানান ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপালি বাংগা ভাষা বিশ্বক্ষার জন্ম। কিন্তু পাকিবাদের প্রধানমন্ত্রী দিয়াকত আদী খান এ নীতির বিরোধিতা করে বলেদ–

an hundred million Muslims in the subcontinent, and the language of a

andred million Muslims is Urdu.'

37 :Constituent Assembly of Pakistan Debates; Vol-2, February 25, 1948, Page-17]

জ্বি বাংলা-৫০

উপদধ্যের : বায়ন্ত্রক তথা আন্দোল পূর্ব বাগার জনগালে মধ্যে এক নতুন জাতীয় চেকনার উল্লেখ খাল এবং এ তেনাই ক্রমে ক্রমে বাজলি জাতীয়ভাবালোর বিবাদ খাঁটার। ১৯৯০ সালের জিলাগালী প্রস্তুপ সংকলনে আমা আন্দোলনের ভাগগাঁ সন্দার্ভক বা হয় 'পূর্ব পার্বারনের ইতিহাগে ভাষা আন্দোলন প্রকল্প দিন্দার্পনা, এই আন্দোলন রাজাগোলর মনে যে হৈছেকি চেকনা ও একের উল্লেখ উয়া তা আমানের পরতী সকলা আন্দোলন প্রকাশিক ও অনুভাবাণা কোনার।' এই আন্দোলনের মধ্য নিয়ে ছাত্র-জনতা যে গণাত্রভাব আন্দোলনের কুলা বরতা ভারমাণ পশ্লিলালী হতে খালে। ১৯৪৪ সালে সুভাবুন্টিক প্রকিল্পনিক বিকল্প, ১৯৯৭ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের স্বাহিকার আন্দোলন, ১৯৬৬-৬৯ সালের প্রকল্পনান, ১৯৭০ সালে দিন্দার এবং নার্বারনি ১৯৮২ সালের স্বাহিকার আন্দোলন, ১৯৬৬-৬৯ সালের প্রকল্পনান, ১৯৭০ সালে



ভাষা আন্দোলন এবং বাংলা ভাষার বিশ্বায়ন

ভূমিক। 'পানিবান সৃষ্টিব কলে থেকেই পানিবানের জাতীয় নেতৃত্ব সাংস্কৃতিক মিন্দুগের এক কেইন্ডিই নিতি হাংল করে। এ নীতির চাপ অধিকমান্ত্রায় অনুভূত হয় পতিম পানিবানের চেরে পূর্ব বালোয় তথা পূর্ব পানিবানে। । গুরু সাংস্কৃতিক কেয়েই নয়, জীবেনর অন্যান্য ক্ষেত্রতার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিন্যালয়েশ আচনত করু করে। এতে পূর্ব পানিবানের যুব সম্প্রদায়, গুরিজারীর একং সর্বেপারি আদার জনসাধার্যার মর্মার চনম হলাগান সৃষ্টি হয়, পৃষ্টি হ এক চাপা অসম্বান্তার। আর ও তথালা ও অসম্বান্তারে বি বাাপক প্রসার মটে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। হুগাত বিজ্ঞাবিতত্বের ভিত্তিতে ধর্মীয় করবে প্রতিষ্ঠিত পাকিবান ইন্সাদার্মী বাব্লী হলক এর সমাজ বাব্রুলয়। একক আদর্শাত কোনো যোগসূর জিল মা। এর বর্ষণে প্রতি ও পাতিম পানিবানের মধ্যকর ভাষাগত বিরোধ। এ করবে পূর্ব পানিবানের জনগণ পানিবানিবান মৌনিক আদর্শের সামে কেন্দ্রেটিন একছাত্বতা অনুভূত করতে পারেনি। আর এ করবেছে পানিবান সৃষ্টির অনুস্ক কালেনের নেতৃত্বে 'তথানুন্দ মঞ্জলিব' নামক সমায়জিক ও সাংস্কৃত্তিক সংস্কৃতিকে রাম্বান্ত করিব আন্দোলনক সূত্রপাত যেটে। এ আন্দোলনের প্রতান্ত বাক্সান্ত সুন্তীর জার্জনিক ইন্ডিতানের পারতে পানিব আমোলদের ঐতিহাসিক পটভূমি : বাংলার জাতীয় ইতিহাসে এক অবিশ্বনদীয় ঘটনার বীজ কাৰ হয় গানিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই খবন নিখিল পালিজ্ঞানে সংখ্যাগরিক মানুগের বাংলা হলা নাত্রও নন্দূর্ণ অপাবারিক উপায়া উঠ্গুক, আছিল্য হিসেবে সচিয়ে মোর এইটা হয় । এইই প্রেক্তিত ১৯৪৭ সালের ১৪ আগত গানিজ্ঞান খাখীন হওয়ার মার ১৭ নিনের মাখার বিশ্বনিয়ালারে তরুল অব্যোগক আবুল বাসোমর নেতৃত্বে ১ সেপ্টেম্বর ও সন্মানিশিত অমুনা প্রতি হয় । এসংগ্রিকে অব্যাক্ত সামস্যান্ত হিলে সিক্তান নাত্রক বাংলা এই অব্যাক্ত প্রাপ্তি হয় । এসংগ্রিকে অব্যাক্ত সামস্যান্ত হিলে সিক্তান নাত্রক বাইলা এক শানুল আবান প্রত্যান বাইল অব্যাক্ত বাইলিক বাইলিকের বিশ্বনিত বাহি হিলেন না। এক্তৃত্বপাক্ত পূর্ব প্রভাগ কিলা আবালাকের বাইলিকের আবালাকের বাইলিকের নাত্রক বাইলিকের প্রতি উল্লেখ্য স্থিয়া অব্যাক্ত হয় আবালাকের প্রতিবাহিন সাম্বর্জনান্ত একককার সিক্তার প্রতি উল্লেখ্য স্থানী পালিজ্যানে একমার বাইলিকার বিসাবে কেয়ার ইক্ষা এবং তৎপরতার মধ্য দিয়ে। বিজ্ঞানী পানকারেনে একমার বাইলিকার বিসাবে কর্মার বাইলিকার বিসাবে উর্বুক্ত এবং করতে সভাগত হন্য খনিক বিশ্বন বিসাবে বাইলিকার প্রত্যান বাইলিকার স্থান বাইলিকার স্থান্তর বাইলিকার বাইলিকার বিসাবে বাইলিকার বাইলিকার বিসাবে বাইলিকার স্থান্তর বাইলিকার স্থান্তর বাইলিকার বাইলিকার বাইলিকার বাইলিকার স্বাবাইলিকার বাইলিকার বাইলিকার স্থান্য বাইলিকার স্থান্তর বাইলিকার বিসাবে বাইলিকার বাইলিকার বাইলিকার স্থান্তর বাইলিকার বাইলিকার বাইলিকার বাইলিকার বাইলিকার বাইলিকার স্থান্তর স্থান্তর বাইলিকার বাইলিক

ভাষার নাম	ভাষাভাষীর শতকরা হার
বাংলা	¢8.5%
পাঞ্জাবি	29.5%
পশত	6.5%
উर्न	5%
সিন্ধি	8.5%
ইংরেজি	3.8%

*च्या: बाश्नारमस्थत ताळरेनि*क উनुसन, *स्विथक : छ, जायुन उँमुम चुँहेंगा, शृष्टी-*১१०

জা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় : ১৯৪৭ সালের নভেন্বর মানে করাচিতে এক কেন্দ্রীয় পর্যারের শীর্ষ ফালন অনুষ্ঠিত হয়। সংক্ষানে উর্দুকে পাকিবানের একমারে রাষ্ট্রভাষা করার দিজান্ত হয়। ফলে পূর্ব কাষা এ দিলান্তের বিফল্পের ত্বান্ত প্রকাশ করু হয়। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মানে এ শিকান্তের 'শ্রিক্তা করে ঢাকায় সর্বপ্রথম রাষ্ট্রভাষা সন্ধ্যাম পরিমদ্য গঠন করা হয় এবং কতিপয় দাবিতে শ্রীপ্র আন্দোলনের নীতি গৃহীত হয়। এ পরিষদের দাবি ছিল নিমরূপ:

🏃 বাংলা ভাষা হবে। পূর্ব বাংলার একমাত্র শিক্ষার বাহন এবং অফিস-আদালতের প্রধান মাধ্যম।

। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে দটি- বাংলা ও উর্দু।

্বৰ আনোলানের দ্বিতীয় পর্যায় : ১৯৪৮ সালের ২০ ছেন্তুমারি পাকিবান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে বিশ্বন দলীয় সদস্যগণ বিশেষত বুমিল্লার বীবেন্দ্রনাথ দত্ত দাবি জানান ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষা বিশ্বন করার জ্বনা। কিন্তু পাকিবানের প্রধানমন্ত্রী দিয়াকত আদী খান এ নীতির বিরোধিতা করে বলেন–

he mover) should realise that Pakistan has been created because of the demand one hundred million Muslims in the subcontinent, and the language of a hundred million Muslims is Urdu.'

*Constituent Assembly of Pakistan Debates; Vol-2, February 25, 1948, Page-17]

নী থান বাংলা-৫০

লিয়াকত আলী খানের এ উক্তির ফলে ঢাকায় ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে চরম অসন্তোষ দেখা দেয় 🙉 ২৬ ফেব্রুয়ারি সর্বত্র ধর্মঘট পালিত হয়। এভাবে সংগ্রাম পরিষদ ১৫ মার্চ পর্যন্ত ধর্মঘট ও হরত। পালনের মধ্য দিয়ে আন্দোলনকে চাঙ্গা রাখে। অবশেষে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমদিন বাংল ভাষার দাবি সমর্থনের আশ্বাস দিলে আন্দোলন প্রশমিত হয়, কিন্তু ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ মোহাত আলী জিলাহ তার প্রথম পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসে ঢাকার রমনা রেসকোর্সে এক জনসভায় গো_{ইলা} করেন : উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা (Urdu and only Urdu shall be the state language of Pakistan)। তিন দিন পরে কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমান্তর উৎসবে তিনি যখন একই ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করেন, তখন ছাত্রগণ খোলাখুলিভাবে না, না, না বলে এর প্রতিবাদ জানায়। পরবর্তীতে তারা বাংলা ভাষার দাবিতে ধর্মঘট পালন করেন। গণপরিষদের কংগ্রেস সদস্যগণও বাংলা ও উর্দুর সমান মর্যাদা দাবি করেন। পরবর্তীতে মোহাত্মদ আলী জিন্নাই এক পূর্ব পাকিন্তানের মুসলিম ছাক্রলীপের মধ্যে এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ আলোচনা মোটে ফলপ্রসূ হয়নি। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেজত্ব বাংলা ভাষার দাবিকে বিনষ্ট করার জন্য দমনমূলক নীন্তি আশুর গ্রহণ করে এবং ভাষা আন্দোলনের সমর্থকদের জেলে আটক করা হয়। ফলে চারনিত্ত প্রতিবাদের ঝড় উম্বিত হয় এবং আন্দোলনের পথ প্রশন্ত হয়। ছাত্র নেতৃবৃন্দ এবং জনগণ স্মিলিতভাবে আটককৃত ছাত্রদের মুক্তির দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট আহবান করে। এর ফলে দেশের সর্বএই বাংলা ভাষার দাবি জোরালো আকার ধার্য করে। এতে পাকিস্তানি শাসকপোষ্ঠী আরও দম্নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উদ্যাত হন।

ভাষা আন্দোলনের শেষ পর্যায় :

- ক, নাজিমুন্দিনের ঘোষণা : ১৯৫০ সালে মুলনীতি কমিটির (Basic Principles Committee) অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট প্রকাশিত হলে তা পূর্ব বাংলায় ছাত্রসমাজ ও জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যত হয়। কারণ এ রিপোর্টে পূর্ব বাংলার জনগণের প্রাদেশিক স্বায়ন্তশাসনের দাবি, ক্ষয়। বিক্তেন্ত্রীকরণের দাবিসহ বাংলা ভাষার দাবিকে মানা হয়নি। বরং তাতে নগুভাবে বলা হয়েছিল এ উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। ১৯৫০ সাপে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আণী 💝 এবং ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি খাজা নাজিমউদ্দীন পুনরায় একই ঘোষণা দেন যে উর্বুই ইউ পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ফলে ছাত্র-যুদ্ধিজীবী মহলে দারুণ ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি ^{হয়} এবং আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। এ আন্দোলনের অংশ হিসেবেই ৩০ জানুয়ারি চাব্র সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়।
 - খ. রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি : উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণার প্রতিবাদে রাষ্ট্রভাষা বাংগী আন্দোলনকে আরও তীব্রতর করার লক্ষ্যে ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি এক জনসভায় সৰ্বনিষ্ঠ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটিতে আওল্লামী লীগ থেকে ২ জন, পূর্ব প^{রিবর্তি} যুবলীগ থেকে ২ জন, খিলাফতই রব্বানী থেকে ২ জন, ছাত্রলীগ থেকে ২ জন এবং বিশ্বনিক কমিটি থেকে ২ জন সদস্য গৃহীত হয়। আহবায়ক ছিলেন গোলাম মাহবুব। এ ক^{মিটি ইট} ফেব্রুয়ারিকে ভাষা দিবস হিসেবে পালন করার এবং দেশব্যাপী হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত ^{দের।}

- ঐতিহাসিক মিছিল এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ : ২১ ফেব্রুয়ারির উক্ত কর্মসূচিকে বানচাল করার জন্য ভ্ৰম্কালীন গভর্নর নুরুল আমীন সরকার ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেন। কিন্তু পূর্ব বাংলার ছাত্র-ক্ষনতা এতে ভয় পায়নি। তারা এতে কোনোরূপ ক্রুক্লেপ না করে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। সরকার কর্তক জারিকত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে শান্তিপূর্ণ মিছিল বের করে তৎকালীন প্রাদেশিক ভবনে গিয়ে অদের দাবি মায়ের ভাষা, বাংলা ভাষার দাবি উত্থাপন করবে বলে স্থির করে। নির্ধারিত সময়সূচি জনসারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন কলা ভবনের সামনে থেকে মিছিল অগ্রসর হয় এবং কিছুদুর অসের হয়ে মিছিল যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে আসে ঠিক তখনই সে মিছিলের উপর পুলিশ গুলিবর্ধন করে। ফলে মিছিল কিছুটা ছত্রতঙ্গ হয় এবং কয়েকজন তরুণ ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। রফিক, বরকত, সালাম, জব্বারসহ আরও নাম না জানা অনেক ছাত্র মৃত্যুবরণ করেন। সরকারের এ বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে সারাদেশে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জুলে ছাত্রদের পাশাপাশি সমাজের সর্বন্তরের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে শহীদানের রক্তে রঞ্জিত রাজপথে নেমে আসেন এবং এক প্রবল অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন গড়ে ওঠে।
 - রাইভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি লাভ : অবশেষে এদেশের আপামর জনসাধারণের প্রবল বিক্ষোভের মথে সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং সাময়িকভাবে বাংলাকে অন্যতম আইভাষা করার একটি প্রস্তাব প্রাদেশিক পরিষদে উত্থাপন করা হয়। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গাহীত হয়। অতঃপর ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ২১৪ নং অনুচ্ছেদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দিলে বাঙালি জাতির বিজয় অর্জিত হয়।
- অধা আন্দোলন এবং বাংলা ভাষার বিশ্বায়ন : ১৯৫২ সালের একুশে ফেকুয়ারি এদেশের আপামর ছাত্র কমজের বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে যে মাতৃভাষা বাংলা অর্জিত হয়েছে তার গণ্ডি এখন তথু দেশের মধ্যই সীমাবদ্ধ নয়। বরং একুশে ফেক্যারি এবং ভাষা আন্দোলনের চেতনা আজ ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। জন্মর জন্য বার্ডালি জাতির এ আস্মত্যাগ আজ নতন করে বিশ্বকৈ তাবতে শিবিয়েছে মাতৃতাধার গুরুত্ নশক্ষে। ১৭ নভেষর ১৯৯৯ জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO) সাধারণ পরিষদে আমাদের জার্জীয় চেতনার ধারক একুশে হেন্দ্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে খীকৃতি নিজেছে। বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তের মানুষ আজ বাঙালিদের মাতৃভাষার জন্য আত্মতাাণের সাথে একাস্বতা আৰণা করেছে। সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারের রজের বিনিময়ে অর্জিত বাংলা ভাষা আজ যে বৈশ্বিক ব্যীদা লাভ করেছে তা মূলত আমাদের জাতীয় চেতনাবোধের বিজয়। ইউনেস্কোর গৃহীত প্রস্তাবে শ্বর্জাতিক মাতৃভায়া দিবস পালনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বলা হয় যে, 'সাংশ্বৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে জিয়া সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। মাতৃভাষার প্রচলন কেবল ভাষাগত বৈচিত্র্য এবং বহু ভাষাভিত্তিক ক্ষাকেই উৎসাহিত করবে না, তা ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উনুয়ন অনুধাবনের ক্ষেত্রে সহায়তা 🗝 । বাংলাদেশসহ জাতিসংঘড়ুজ ১৯৩টি দেশ বর্তমানে একুশে ফেব্রুয়ারিকে পালন করছে আন্তর্জাতিক উটুআমা দিবস হিসেবে। বাংলা ভাষা ও বাঙালির জন্য এ প্রান্তি সহস্র মর্যাদার প্রতীক।
 - ^{বাত্}জাতিক ভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পেরেছে ২১ ফেব্রুয়ারি এবং এর মাধ্যমে আমাদের ভাষা ^{আন্দোলনের} চেতনার সাথে সংযোগ ^{খ্}টেছে বিশ্বায়ন এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের। আমাদের ভাষা অব্যালন আজ ৩ধু বাংলাদেশ বা বাঙলি জাতির ভাষা আন্দোলন নয়, বিশ্বের যে জাতিই মায়ের

লিয়াকত আলী খানের এ উক্তির ফলে ঢাকায় ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে চরম অসন্তোষ দেখা দেয় ২৬ ফেব্রুয়ারি সর্বত্র ধর্মঘট পালিত হয়। এভাবে সংগ্রাম পরিষদ ১৫ মার্চ পর্যন্ত ধর্মঘট ও হরত। পালনের মধ্য দিয়ে আন্দোলনকে চাঙ্গা রাখে। অবশেষে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমদিন বাজ ভাষার দাবি সমর্থনের আশ্বাস দিলে আন্দোলন প্রশমিত হয়, কিন্তু ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ মোহাক্র আলী জিন্নাহ তার প্রথম পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসে ঢাকার রমনা রেসকোর্সে এক জনসভায় যোক করেন : "উর্দ এবং একমাত্র উর্দৃই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা" (Urdu and only Urdu shall h the state language of Pakistan)। তিন দিন পরে কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মাত্ত উৎসবে তিনি যখন একই ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করেন, তখন ছাত্রগণ খোলাখুলিভাবে না, না বলে এর প্রতিবাদ জানায়। পরবর্তীতে তারা বাংলা ভাষার দাবিতে ধর্মঘট পালন করেন। গণপরিষ্ক্র কংগ্রেস সদস্যগণও বাংলা ও উর্দুর সমান মর্যাদা দাবি করেন। পরবর্তীতে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ 🐢 পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম ছাত্রলীগের মধ্যে এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ আলোচনা নোট্র ফলপ্রসূ হয়নি। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বাংলা ভাষার দাবিকে বিনষ্ট করার জন্য দমনমূলক নীচিত্র আশ্র গ্রহণ করে এবং ভাষা আন্দোলনের সমর্থকদের জেলে আটক করা হয়। ফলে চারনিত্র প্রতিবাদের ঝড় উত্থিত হয় এবং আন্দোলনের পথ প্রশস্ত হয়। ছাত্র নেতৃত্বন এবং জনগ স্মিলিতভাবে আটককৃত ছাত্রদের মুক্তির দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অন্যান্য শিক্ষ প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট আহবান করে। এর ফলে দেশের সর্বত্রই বাংলা ভাষার দাবি জোরালো আকার ধাল করে। এতে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আরও দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উদ্যত হন।

ভাষা আন্দোলনের শেষ পর্যায় :

- প. বাষ্ট্রভাষা সঞ্জাম কমিটি ; উর্দুকে বাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণার প্রতিবাদে বাষ্ট্রভাষা আন্দোদনকৈ আরও তীব্রুকর করার গলেন্য ১৯৫২ সাপের ৩০ জানুয়ারি এক জনতারা কাইজালা সঞ্জাম কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটিতে আওয়ামী লীপা থকে ২ তল, পূর্ব করাই প্রকাশি থেকে ২ জন, কিলাফতই রকাশী থেকে ২ জন, ছাত্রলীপা থেকে ২ জন একা একা কিলাই থেকে ২ জন করা করা করা করা প্রকাশিক প্রকাশ ২ জন সম্পান্ত হয়। আহলাক ছিলেন গোলাম মাহবুর। এ রাজ কেন্দ্রারিকে ভাষা দিবস হিস্কেরে পাদন করার এবং দেশবালী হবতাল পাদনের নির্ভাৱ ধরা

্ব প্রাষ্ট্রভাষা বিসেবে বাংপা ভাষার স্বীকৃতি পাত ; অবশেষে এদেশের আপামর জনসাধারণের প্রবল বিজ্ঞান্তের মূখে সকলম নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং সামবিকভাবে বাংলাকে অন্যতম প্রাষ্ট্রভাম করার একটি প্রস্তার প্রাসেশিক পরিয়দে উত্থাপন করা হয়। প্রস্তারটি সর্বসম্মতিক্রমে পৃথিত হয়। অত্যাপর ১৯৫৬ সালের সার্থবিধানের ২১৪ নং অনুস্থেদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্থনা দিলে বার্ছাল জাতিব বিজয় অর্জিত হয়।

জা আনোদন এবং বাংলা ভাষার বিশ্বায়ন : ১৯৫২ সালের একুশে মেক্রুয়ারি এদেশের আণামর ছাত্র
আত্রের স্থাকর ভাজা একের বিশিন্তে যে মাভৃত্যায় বাংলা অর্জিক হয়েছে তার গতি এবন তথু দেশের
আত্রের স্থাকর না। বাং একুশে ছেক্সারি এবং ভাষা আনোদনের তেন আজা ছাত্রের পাতৃত্বে পাতৃত্বে সর্বত্বির
আত্র মান বাঙালী জাতির এ আত্মতালী আজা মতুন বরে বিশ্বকে ভাষতে শিবিয়েছে মাভৃতায়ার করত্ব্য
ভালি 13 দ মাভের ১৯৯৯ জাতিসায়ের শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সাকৃতিক মাভুত্যান বিদ্যার হিলেব স্থাক্ত আত্র মাজের জাত্রীর তেলার থারক একুশে ছেন্সারিকে আন্তর্জাকিক মাভুত্যান বিদ্যার হিলেবে বিশ্বকি
আত্র বিশ্বকি আত্রির মানুল আছা বাঙালিদের মাভুত্যান বান আত্রতাবির সাথে একগাত্রত আত্র বর্ত্বের সাধার, বরকত্ব র্থিক, ছবর্পারের রক্তের বিশিয়ের অর্জিক বাংলা ভাষা আত্র যে বিশ্বকি
আত্র বর্ত্বের সাধার, বরকত্ব র্থিক, ছবর্পারের রক্তার বিশ্বর হিলেবের বিদ্যার ইউনেকের স্থাক্ত আত্রক্তর মাভুক্তর নিক্ত পালানের প্রযালীশাত্র বাংলা বরুব বাংলা হয় যে, "পাতৃতিক প্রতিহ্বা সভালের

"বিশ্বর প্রতিশালী হাতিয়ার। মাভৃতাযার প্রচান কেবল ভাষাণত বৈচিত্র এবং বহু ভাষাভিত্তিক

"বিশ্বর জিলাবার ভালিবার্ত্ব সিলাবার বিশ্বর বিশ্বর স্থানী সম্পান্তর ক্রের ত্রান্তর জালিক ক্রের ত্রান্তর বিশ্বর ভালিক করাই অর্জানিক

"বাংলাকেনার জালিবার্ত্ব সংক্র বিশ্বর জন্ম এ প্রাধি সহর মর্থানার প্রতীর ।

ক্ষা দিবস হিসেবে কীকৃতি পেয়েছে ২১ মেকুমানি এবং এর মাধ্যমে আমাসের ভাষা সময় ফেব্রুনার সাথে সংযোগ প্টেছে বিশ্বায়ন এবং আন্তর্জাতিকভাবাদের। আমাসের ভাষা সম্প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশ বা বাঙলি জাতির ভাষা আমোদন নয়, বিশ্বের যে জাতিই মায়ের ভাষায় কথা বলাব জন্য আন্দোলন করুক না কেন, সেখানে উৎসাহ যোগাবে বাংলা ভাষা প্রতিঠিত আন্দোলন। অমর একশের আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি বয়ে এনেছে অসাধারণ গৌরত। '৫২ থেকে '৭১ -এর মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বাঙালি জাতি স্বায়ত্তশাসন, স্বাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত প্রতিষ্ঠার জন্য যে আন্দোলন করেছিল তা আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। বিশ্বায়নের এ নত শতানীতে আমাদের মহান একশে ফেব্রুয়ারি যোগ করেছে এক নতুন মাত্রা। ২১ ফেব্রুয়ারি আছ উদযাপিত হচ্ছে নতুন আগিকে, নতুন মাত্রায়, আন্তর্জাতিকতাবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে। বিশ্বের সক্তর দেশের কাছে বাংলাদেশ আজ ভাষাভিত্তিক জাতীয় আন্দোলনের মূর্ত প্রতীক।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পাকিস্তান স্থিত অব্যবহিত পর থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের উপনিবেশ হিসেবে গাড়ে তলতে সচেষ্ট হন। সে উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে তারা প্রথমে বাংলা ভাষার ওপরে আচাত হানে। আর ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন নিয়ে বাঙালি জাতি সর্বপ্রথম পাকিন্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামে উদ্বন্ধ হয়েই বাঙালি জাতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রতিটি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়। ১৯৫২ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে প্রেরণা যুগিয়েছে ভাষা আন্দোলনের রক্তরাদ্ধা ইতিহাস। ভাষার জন্য বাংলামায়ের সন্তানদের আত্মত্যাগ দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও আজ খীকৃতি লাভ করেছে। UNESCO কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে ঘোষিত হওয়ার পর বিশ্বের প্রতিট প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে বাঙালি ও বাংলা ভাষার গৌরব। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৩০ কোটি লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে। এ তথু বাংলা ভাষার বিশ্বায়নই নয়, বরং বাঙালি জাতির বিজয়। আমাদের শহীদদের আত্মত্যাগের ফলেই আজ আমরা গর্ব করতে পারি। ভাষা আন্দোলনের আদর্শকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করতে পারলেই বায়ানুর শহীদদের আত্মদান সার্থক হবে।



ব্রালা 🔕 ভাষা আন্দোলনভিত্তিক বাংলা সাহিত্য

(১৯তম বিসিলেস)

ভূমিকা : জাতির জীবনে এমন কিছু দিন রয়েছ যেগুলো নিজ মহিমায় প্রোজ্জ্ব । এমনি শৃতি বিজড়িত মহিমা উজ্জ্ব ও স্বরণীয় একটি দিন একুশে ফেব্রুয়ারি। ভাষার জন্য রক্ত দিতে হয়েছে এমন ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। বিশ্বে আমরাই একমাত্র জাতি, যারা মাতৃভাষার জন্য জীবন দিয়েছি। বিশ্বে বাংলাই একমাত্র ভাষা, যার প্রতি ভালোবাসা ও মর্যাদাবোধ থেকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম। মহান একুশে ফেব্রুয়ারির বেদনা, স্মৃতি, আনন্দ ও মহিমা আমাদের বাঙালি চেতনার সঙ্গে মিশে আছে ১৯৫২ সালের একুশে ছেব্রুয়ারি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও একটি স্বরণীয় দিন মাতৃভাষার গৌরব রক্ষায় কী মহিমাময় আত্মত্যাগই না করেছিল বাংলার দামাল ছেলেরা। বুকের তাজা রক্ত চেলে পিচঢালা কালো রাজপথ রক্তে রঞ্জিত করেছিল। সত্যিই এটি ছিল একটি নজিরবিহীন ঘটনা। ত^{াই} একুশের চেতনা আমাদের সামগ্রিক জাতীয় চেতনা। সাহিত্য ক্ষেত্রে এ চেতনা ব্যাপক প্রভাব বি^{ন্তার} করেছে। আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি একুশের চেতনায় সঞ্জীবিত ও সন্দীপ্ত। আমাদের জীবনের গভীরে, অনুভৃতির তীক্ষ্ণতায় একশ এক অপরিমেয় শক্তি, প্রাদার দীপ্ত জাগরণ।

অন্দোলনের প্রেক্ষাপট : ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙ্গালিব ইতিহাসকে অমন করার লাপশি বাংলা সাহিত্যকেও করেছে সমৃদ্ধ। এ ইতিহাস একদিকে আনন্দের, অন্যদিকে অশসজল। ্ব নেরের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মানুষ নিজের জীবনের বিনিময়ে পাকিস্তানিদের ষড়যন্তের জাল থেকে ্রার ভাষাকে উদ্ধার করে। কেননা ১৯৪৭ সালে এ উপমহাদেশ থেকে ইংরেজরা বিদায় নিলেও শুরু লাভিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ। প্রথমেই তারা চক্রান্ত করে বাঙালির প্রাণপ্রিয় মাতভাষা লাকে নিয়ে। গোটা পাকিস্তানবাসীর মধ্যে শতকরা ৫৮ জন অধিবাসীর মাতৃভাষা ছিল বাংলা। ক্রমাং রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি ছিল তৎকালীন সাত কোটি বাঙ্গালির প্রাণের দাবি। কিন্তু পশ্চিয়া ক্রাণাষ্ট্রী বাঙালির এ প্রাণের দাবিকে উপেক্ষা করে, এমনকি উর্দুকে রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি দিয়ে ক্রানির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করে।

অচ্চ সালের ২১ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জনসভায় পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহামদ আলী ্রভাই উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করেন। এর তিন দিন পর ২৪ মার্চ কার্ডন হল অনুষ্ঠিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানেও তিনি সে ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করেন। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর বাংলা 🔤 নিয়ে এরপ যভযন্তের কারণে তাদের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতি প্রথমেই সোচ্চার হয়ে ওঠে। ক্রমে ত্রম এ আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে এবং ১৯৫২ সালের একশে ফেব্রুয়ারি এক প্রবল বিস্ফোরণে জনীত হয়। পরিণামে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার ও আরো অনেকেই জীবন দিয়ে মাতৃভাষার র্যানা সমূত্রত রাখার প্রয়াস চালায়। এভাবে ক্রমাগত আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে বাংলা রাষ্ট্র ভাষার র্যান পায়। কিন্ত একুশ রূপ নেয় এক স্বতন্ত্র মর্যাদায়। একুশ তখন এক সংগ্রামের নাম, একশ তখন 🥯 চেতনার নাম। কী করে জাতীয় স্বার্থে আত্মাহতি দিতে হয় তা শিখিয়েছে এ মহান একুশ। ব্রমার দেখানো সংগ্রামের পথ ধরেই এ দেশে শুরু হয় স্বাধিকার আন্দোলন। শুরু হয় সবরকম অভাচার আর শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালির সংগ্রামী আন্দোলন। সকল আন্দোলনের পেছনে প্রেরণা নিরছে একুশের ভাষা আন্দোলন। একুশের চেতনায় বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয়ে শোষণের বিরুদ্ধে, ঘট্টাটারের বিরুদ্ধে লডতে শিখেছে।

^{নাইত্যের উপকরণ} হিসেবে ভাষা আন্দোলন : ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা সাহিত্যের ^{ইতিহাসে} এক স্মরণীয় দিন। বাংলার দামাল ছেলেদের আত্মত্যাগেরই ফসল আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। ^{পশ্ব} দেশের মানুষ কিংবা মাতৃভাষার প্রতি এতবড় আত্মত্যাগের নজির পৃথিবীতে বিরল। তাই ব্রম্বের চেতনা আমাদের সামগ্রিক চেতনা, জাতীয় চেতনা। সাহিত্যক্ষেত্রে এ চেতনা ব্যাপক প্রভাব ^{কিরে}করেছে। আর এ চেতনার মধ্যেই নিহিত আছে আমাদের মুক্তির চেতনা; যার জাগরণে সাহিত্য ায়ছে বিকশিত।

ত্ত্বি সম্ভেতির প্রেরণাস্বরূপ ভাষা আন্দোলন : জাতীয় জীবনে একুশে ফেব্রুয়ারির চেতুনা দেশের ্রিভাক ও সংস্কৃতিবিদদের প্রেরণা দিয়েছে। সৃষ্টিকর্মে আর সাধারণ মানুষকে দিয়েছে সংস্কৃতি সাধনার এ দিনটির পর থেকেই বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে, ^{ব হয়} নানা পত্র-পত্রিকার। কবিতা-গল্প, প্রবন্ধ-উপন্যাস-নাটকে স্বাধিকার অর্জন এবং বাংলা ভাষার ্রামা প্রথম-শাঞ্জকার। ক্ষাবভাশাঞ্জ, অবস্কা ত তা ক্রিক্স ও চর্চার প্রতি আহাহ এগিয়ে চলে দ্রুতগতিতে। সাংস্কৃতিক কর্মীরা জনসাধারণের সমর্থন ও ছ চচন প্রাও অন্নহ আগতে চলা প্রকাশকে । শর্কে সচেডন হওয়ায় সংস্কৃতির স্রোভধারা সমাজজীবনে হয়ে প্রঠে কল্যাণমুখী। পরাধীনতার

বন্ধন ও কসংজ্ঞারের জালে আবদ্ধ অভিজাত মুসলিম সমাজ প্রচার করণ যে, বাংলাভাষা বাতুনি মুনলমানদের মাতৃতাষা নয়। কিন্তু এ হীনন্মন্যতার বিরুদ্ধে ক্ষোত বাঙ্কালিকে উত্তুদ্ধ করোছিল নব_{তর} ক্রতনায়। তাই তারা পরবর্তীকালে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে। একুশ আমাদের সাহিত্য ৫ সংস্কৃতিকে করেছে উজ্জীবিত এবং আলোকবর্তিকা হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সংস্কৃতির অঙ্গনে।

বাংলা সাহিত্যে একুশ : একুশের চেতনার বান্তব প্রতিফলন ঘটেছে আমাদের বাংলা সাহিত্যের প্রতিন্তি ক্ষেত্রে। বাঙালি সাহিত্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সাথে একুশের চেতনা মিশে আছে একাকার হয়ে। কথাসাহিত্য, নাটক, ছোটগল্প, কবিতা, সংগীতসহ সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় এ চেতনাকে হুল ধরেছেন এ দেশের সচেতন লেখক ও সাহিত্যিকগণ। বায়ানুর একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার ভল যেসৰ তরুপ রক্তের অঞ্জলি দিয়েছিলেন, স্বাধীনতা-উত্তরকালে তা বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্যে ধর্মনীতে নিত্য সক্রির রয়েছে। শামসূর রাহমান, মোহাখন মনিরুজ্জামান, আবু জাফর ওবাংনুগ্রহ সিকান্দার আবু জাফর, মুনীর চৌধুরী, আবুল ফজল প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকগণ ভাষা আন্দোলনকে হেন্দ্র করে দেশ-কাল-সমাজের সমকালীন প্রজন্মের উপযোগী সাহিত্য নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন। বহুত তল আন্দোলনের চেতনায় উদ্ভুদ্ধ হয়ে এ দেশের সাহিত্যিকগণ রচনা করেছেন অজ্ঞপ্র সাহিত্য। তথ আন্দোলনের চেতনা তাদের উজ্জীবিত করেছে সাহিত্য সৃষ্টিতে।

একুশের নাটক : একুশের প্রতিফলন বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটকে বায়ানুর একুশে ফেব্রুয়ারিতে ছাত্ররা ভাষার দাবিতে মিছিল করে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের করে এলেই পুলিশের গুলিতে নিরীহ ছাত্রদের মৃত্যু ঘটে। এরপর তাদের লাশ গুম করা, কারফিউর মার পুলিশ প্রহরায় রাতের অন্ধকারে কবর দেয়া- এসব অমানবিক কর্মকান্তের প্রতিবাদে মুনীর চৌর্ছ লেখেন 'কবর' নাটক। 'কবর' নাটকটি ওধু একুশের সাহিত্য নয়, বাংলা সাহিত্যে এটি এক জন সাধারণ সৃষ্টি। একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম বার্ষিকীতে অর্থাৎ ১৯৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে রাজবঁদ মুনীর চৌধুনীর লেখা বিখ্যাত করর' নাটকটি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রথম অভিনীত হচ্ছে রাজবন্দিদের উদ্যোগে। এভাবে একুশের চেতনা বাংলাদেশের নাট্য-আন্দোলনে বাহালি জাতীয়তাকী চেতনার ধারাকে পরিব্যাপ্ত করেছিল।

একুশের গল্প: একুশের পটভূমিতে যেমন নাটক রচিত হয়েছে, তেমনি রচিত হয়েছে সার্থক ছেণিছ। শুওকত ওসমানের 'মৌন ন্মু' গল্পে চলমান বাদের তেতরে জগদল নীরকতা চুরমার হয়ে যায় চল থেকে প্রত্যাগত বৃদ্ধের বুকভেদী আর্তনাদে :

"কি দোষ করেছিল আমার ছেলেঃ ওরা কেন তাকে গুলী করে মারল …?"

ৰুদ্ধের জন্য বাসের সকল যাত্রীর সহানুত্তি জাগে। এমনকি বাসের ড্রাইভার এক হাতে শির্মারিং আ অন্য হাত বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে দেয়। ভাষা আন্দোদনে পুত্রহারা পিতার জন্য বাদের সকল ব যেমন সহানুভূতি তেমনি আন্দোলনে নিহত সকল সন্তানের জন্যে সারা দেশের মানুষের মনে জি সহানুভূতি। তাই ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার মানুষকে বাধিত বিচলিত বিক্লুব্ধ করে ভূলোই। পরিণামে এই আন্দোলন একটি জাতীয় আন্দোলনে রূপ পরিগ্রহ করেছে।

একুশের ছড়া : একুশে ফেব্রুয়ারির পটভূমিতে যেমন রচিত হয়েছে গল্প, নাটক তেমনি ছড়া ক গান। সাহিত্যের নানা অঙ্গন সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

্বর জাফর ওবায়দুল্লাহর ছড়ায় : খোকা মায়ের কোলে তরে গল্প তনতে পারবে না। কেননা–

"प्रारंशा खता वरन.

সবার কথা কেডে নেবে।"

📷 কথার ঝুড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরে আসবে। কিন্তু খোকার জীবিত অবস্থার বাড়ি ফিরে আসা হয় না। অৱলা চোখে তাকিয়ে দেখেন-

"प्रेशास जिलास যেখানে খোকার শব भक्तिता ताताकाम करत ।"

অসুর কবিতা : একশের প্রথম কবিতা মাহবুব-উল-আলম চৌধুরীর 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি ক্রে এসেছি। ১৯৫২ সালের ২১ ফ্রেক্য়ারির রক্তাক্ত ঘটনার পরপরই তিনি এ কবিতা রচনা করেন। সমন্ত্র রাহমানের 'সাধীনতা তুমি', মোহাখদ মনিরুজ্জামানের 'শহীদ স্করণে', গোলাম মোস্তফার ক্রেশে ফেব্রুয়ারি' প্রভৃতি কবিতায় ভাষা আন্দোলনের চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। 'সংগ্রাম চলবেই' হরতায় সিকান্দার আবু জাফর লিখেছেন-

"ক্রন্তার সংগ্রাম চলবেই আমাদের সংগ্রাম চলবেই।"

ক্রম এ সপ্সাম পাকিন্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের দৃঢ় প্রতিবাদ। 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায় শ্যাসর রাহমান একুশের চেতনায় উত্তন্ধ হয়ে লিখেছেন–

"স্বাধীনতা তমি শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেকুয়ারির উজ্জ্ব সভা।"

শমনুর রাহমান একুশের শহীদদের মধ্যে দেখেছেন মোহাত্মদ, যিত ও বুদ্ধের বিদীর্ণ হৃদয়। তাদের রক্ত ার ঝরে পড়েছে-

"সাদা সাদা অসংখ্য দাঁতের কৃটিল হিংস্তায়"

ে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর আঘাতে বিদীর্ণ হয়েছে ছাত্ররা একুশে ফেব্রুয়ারিতে। সেই তিক্রিয়াশীল শাসক গোষ্ঠীকে কবি তুলনা করেন চেঙ্গিশ, ফারাও, তৈমুরের সাথে।

🌃 চ্বেসের তরবারির হিংস্রতা, ফারাওয়ের বীভৎসতা আর তৈমুরের রক্তনেশার মধ্যে বাংলা ভাষার উত্তর বিলীন হতে পারে না। যুগে-যুগে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় আসীন হয়েছে।

স্পিনার আবু জাফর উপলব্ধি করেছেন : একুশে ফেব্রুয়ারিতে ভাষার প্রশ্নে পূর্ব বাংলার সকল মানুষ ^{বর} সম্ভা ও এক অন্তিত্ব লাভ করেছে। একুশের মধ্যে কবি লক্ষ্য করেছেন :

"একটি মহৎ জন জাগতি এकि अवन जीवन-क्रजना"

উপন্যাস : একশের উপন্যাস সীমিত। তবে একুশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস জহির অরেক ফাল্লন', শওকত ওসমানের 'আর্তনাদ', সেলিনা হোসেনের 'নিরম্ভর ঘণ্টাধানি'। শালের একশে ফেকুয়ারির সংগ্রামী প্রেরণা কতটা জীবনুয় রূপ ধারণ করতে পারে, তার সার্থক ^{নির} জহির রায়হানের 'আরেক ফায়ুন'।

একশের সংগীত : একশ নিয়ে যেমন কবিতা তেমনি সংগীত রচিত হয়েছে। একুশের সংগীত নাত করেছেন জসীমউন্দীন, আবদুল লতিফ, তোফাজ্জল হোসেন, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী।

একংশর সংগীত রচনা করতে গিয়ে জসীমউদ্দীন নির্ভয়ের ও আশার বাণী খনিয়েছেন :

"জাগিছে প্রভাত উচ্ছলতম **চরণে দলিত মহা নির্মম আধার লভিছে** ক্ষয় ভয় নাই নাহি ভয়।"

পূর্ব বাংলার মানুষ আঁধার রাত্রি অতিক্রম করে উজ্জ্বল প্রভাতে এসে পৌছেছে।

একশে ফ্রেক্স্মারির পটভূমিতে আবদুল লতিফ জাগরণী সংগীত শুনিয়েছেন : 'বাংলা বিনে গতি নার' আবদুল লতিফের কথায় 'বাংলা বিনে গতি নাই' এ উপলব্ধি থেকে একুশের আন্দোলন এবং এ আন্দোলনের পরিণামে ঘটে বাংলার মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং একটি ভাষাভিত্তিক সার্বভৌম রাষ্ট্রনান্ত একশ নিয়ে অমর সংগীত রচনা করেছে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী :

"আমার ভাইয়ের রক্তে রাজ্ঞানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি।"

চলচ্চিত্রে একুশ : উর্দু ও হিন্দি চলচ্চিত্রের যুগে একুশ বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাণে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। সরাসরি একুশের চেতনা নিয়ে জহির রায়হান ১৯৭০ সালে নির্মাণ করেছিলেন 'জীবন থেকে নের চলচ্চিত্ৰটি।

চিত্রকলায় একশ : আমাদের সাহিত্যের শিল্পরূপ চিত্রকলা ও ভার্কর্য। এ শিল্পেও একশের অংনর অপরিসীম। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, আবদুর রাজ্জাক, হামিদুজ্জামান প্রযুগ্ত আঁকা ছবি ও ভাস্কর্য একশের চেতনাকে করেছে মূর্তমান।

একুশের চেতনা ও জাতিসন্তার স্বরূপ : আমাদের জাতিসন্তার স্বরূপ আবিষ্ঠারেও একুশের অবদান অসামান্য। আমরা জেনেছি আমরা বাঙালি। জেনেছি বাংলা ভাষা আমাদের অন্তিত্তের অসীকার। বাংলাদেশ আমাদের দেশ। একুশের চেতনায় উল্পন্ন হয়েই আমরা বাষাট্ট, ছেষটি, উনসভর ও একান্তর আমাদের আত্মপরিচয়, আমাদের ঠিকানা ও দেশমাতৃকার মুক্তির জন্যে লড়াই করেছি। একুশের পর ধরেই এসেছে স্বাধীনতা।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিরুদ্ধে যভ্যান্ত মোকাবিলায় একুশের চেতনা : একুশের ভাষা আলোলনে প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা স্বীকৃতি পেলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষার বিকর্তে তাদের চক্রান্ত অব্যাহত রাখে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বাংলা ভাষার বিকৃতি ঘটানোর জন্য তারা নিনা অপপ্রয়াস চালায়। তালের চেষ্টা ছিল বাংলা ও উর্দু মিলে একটা ভাষা তৈরি করা, বাংলা বর্ণমালা তুলে নির রোমান হরফে বাংলা প্রবর্তন করা ইত্যাদি। পাকিস্তানি আমলে বাংলা সাহিত্যকে জোর ^{রর্ত্ত} পাকিতানিকরপের চেষ্টাও কম হয়নি। রবীন্দ্রনাথকে বর্জনের ষড়যন্ত্র, রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উন্মাপনে প্রদান, রবীন্ত্র সংগীত নিষিদ্ধকরণের অপচেষ্টা ও নজরুলের রচনাকে আংশিক যা খণ্ডিতভাবে এহণ জি তাদের হীন তৎপরতার অঙ্গ। এসব হীন তৎপরতার বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রেরণা জুগিয়েছে একুস। বার্ ভাষা ও সাহিত্যের হাজার বছরের ঐতিহ্য রক্ষার আন্দোলনে একশ এক অনির্বাণ চেতনা।

লগতোর : বাংলাদেশের মানুষ একুশে ফেব্রুয়ারির আত্মত্যাগ থেকে যে অনুপ্রেরণা লাভ করেছে ক্রান্দেরে তার ব্যাপক প্রতিফলন হলেও তা দেশের সর্বত্র অনুসূত হচ্ছে না। শঠতার রাজনীতি আনচ্চক্রের সংস্কৃতিপরায়ণ মনোভাব একুশের পবিত্রতাকে অনেকাংশে মান করে দিছে। বর্তমান ক্রবের কাছে একুশের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব যাদের তারাও সিদ্ধান্তহীনতায় ভূগছেন। এমতাবস্তায় প্রজন্মকে একশের সঠিক ইতিহাস শোনাতে হবে, একশের চেতনায় তাদের উদ্বন্ধ করতে হবে। ক্ষুব্র চেতনাকে জাতির সর্বময় কল্যাণে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে আমাদের চিরদিন স্বরণ রাখতে হবে।

"আমার ভাইয়ের রক্তে রাজানো একশে ফেকুয়ারি व्याचि कि खगराज शातिश"

া (৪) মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলা সাহিত্য

ক্রিকা : আধুনিক বাংলা সাহিত্য ভাষা আন্দোলনে যতটা আলোড়িত হয়েছিল, মুক্তিযুদ্ধে তার চেয়ে ক্রি আন্দোলিত হয়েছে। কেননা মুক্তিযুদ্ধের সময় মানুষের মধ্যে যে জাতীয়তাবাদী চেতনা, গদশপ্রেম ও মানবতাবাদী আবেগের স্কুরণ ঘটেছিল তা প্রকাশ পায় বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে। ্মাটকথা, মুক্তিযুদ্ধ অনুষঙ্গটি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে বিভিন্নভাবে। এর মাধ্যমে সাহিত্যের লব ভাষা, প্রকাশভঙ্গি আমূল পরিবর্তিত হয়েছে; বাংলা সাহিত্যে যোগ হয়েছে নতুন মাত্রা।

য়িক্যুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ কবি/সাহিত্যিক : মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ বাংলাদেশের কবি ও শহিত্যিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন হাসান হাফিজুর রহমান। তার সম্পাদিত 'বাংলাদেশের িষদ্ধের ইতিহাস ও দলিলপত্র' গ্রন্থটি ১৬ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তার এ গ্রন্থটি আমাদের যুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোর অনুপুল্থ বিবরণ উপস্থাপন করে। বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে যাদের নিজা লেখায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে তাদের মধ্যে শামসূর রাহমান, এম আর আখতার দুল, আবুল গাফফার চৌধুরী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, জাহানারা ইমাম, সেলিনা হোসেন, শওকত জমান, সৈয়দ শামসূল হক, বদরুদ্দিন উমর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

ক্তিমুদ্ধ ও বাংলা সাহিত্য : ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এদেশের বিভিন্ন কবি, ইতিক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, কবিতা, উপন্যাস ও নাটক লিখে মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। শি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ই নয়, মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়েও মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে নানা ^{ছবি}বা, উপন্যাস, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি। মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যের যেসকল দিক গৈরিত হায়াছ তা নিমে আলোচনা করা হলো :

করিতা : মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরে 'হে স্বদেশ' (১৩৭৮) এবং 'উত্তরণে অমরতু' (১৯৮২) শামক দুটি কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়। দুটি সংকলনেই মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কবিতা প্রাধান্য পেরেছে। এরপর প্রকাশিত হয় 'মুক্তিযুদ্ধের কবিতা' (১৯৮৪) এবং 'মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত কবিতা' (১৯৮৭)। এসব সংকলনের কবিতাগুলো বিশ্রেষণ করলে যে বিষয়গুলো চোখে পড়ে তা হলো :

- 🤻 অবরুদ্ধ বাংলাদেশের ভীতি, শঙ্কা ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবন ও যুদ্ধকে অবলোকন।
 - যুদ্ধক্ষেত্রে শঙ্কা ও ভীতির মধ্য দিয়ে সহযোদ্ধার মৃত্যু ও শক্রহননের উল্লাস এবং বিজয়ের স্বপ্ন নিয়ে লেখা কবিতা।

- গ. সাধারণভাবে মুক্তিযুদ্ধ জনতার সংগ্রামের উদ্দীপনা, শোষণ ও নীপিড়নের বিরুদ্ধে সহিন্দ প্রতিবাদের উচ্চারণ।
- য়, সুদ্ধ-পরবর্তীকালে রচিত যুদ্ধের স্মৃতিচারণ, ধ্বংসস্থাপের মধ্যে ঘরে ফেরার আনন্দ ও স্বত্তন হারানোর বেদনা ইত্যাদি।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ কবি ও কবিতা ; মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়সমৃদ্ধ হয়ে অনেক কবি জ্বালানন্ত্র কবিতা রালা করেছেন। নিচে এরূপ কিছু কবি ও তাদের কবিতা উল্লেখ করা হলো :

ক, জাসীনাউদ্দীন : মুক্তিয়াজন কবিতা আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথমেই আসেন পরীকবি জাসীমতিদীন। ১৯৭১ সালের ২ মে ধাংলয়েজ তারল পরপরই তিনি লিখেছেন 'দক্ষ্মাম' ও 'মুক্তিযোজা' ববিত্ত। তিনি সন্তেজ সরল ভাষার লিখেছেন পাকিব্যানি হানাদার বাহিনীর অভ্যাচারের নায়ু ইতিহাস—

"মার কোল হতে শিশুরে কাড়িয়া কাটিল যে খান খান পিতার সামনে মেয়েরে কাটিয়া করিল রক্তস্নান।"

যুক্তর মাধ্যামাধি সময়ে বাংলাদেশে অবক্তম বয়ানুদ্ধ কবি দেশ মানবিকভাবে মুক্তিবোদ্ধায় পরিপত হয়েনে— "আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা, সূত্য পিছনে আগে ভয়াধা বিপাদে নখর মোদিয়া দিবস বজনী জাণি।"

- খু সুন্দিয়া কামাল : ১৯৭১ সালের ২ মার্চ সোনার বাংলা বচিত পতাকা উত্তোলনের মধ্য নিত্র
 মানুষের যে চেকানর প্রতিফলন খটেছিল, বাঙালি জাতীয় চেকানর যে ঐক্য সংগঠিত হয়েছিল তর
 প্রকাশ হোলা কবির কবিতায় ফুটে উঠেছে তার মধ্যে সুকিয়া কামাল জনাতম। কেশা সুনিয়া
 কামাল তার 'প্রথম পহীন বাংলাদেশের মেয়ে' কবিতায় এ চেকানর প্রকাশ খাটিয়েয়ে
 বাংলাদেশেরে পাক হানালর মুক্ত করার দীও পাপথ নিয়ে যে নাহী, সুক্ষর্ শিক্ত, ক্ষু নির্মিগর
 কামাল কবিতিয় রাই
 কামালির কবিতায়। বাংলাদেশর প্রতা বিসর্জন প্রকাশ স্থাটিয় করি কেয়
 সুনিয়ার করাজিল, সবাই প্রাথ বিসর্জনে প্রকৃত হয়েছিল, তার প্রকাশ ঘটেছে কবি কেয়
 সুনিয়ার করাজার কবিতায়।
- গ, আবুল হোসেন : বাংলাদেশের আধুনিক কবিদের মধ্যে আগ্রন্থ আরুল হোসেন 'পুরদের এই ববিতায় এক বাঁশিওয়ালার কথা বলেছেন, আমিলদের বাঁশিওয়ালার মতো যিনি সব হেগুলে মহাডাড়া করবেন, যারা আর ফিরবে না, যাদের মুখ আর দেখা যাবে না। স্বাধীনতা আর মুক্তির জনা একটি পুরো প্রজন্ম মড়ফাড়া হলো। কেউ তাদের সেদিন ধরে রাখতে পারেনি যরে।
- ছ, শামসুর বাহমান : একান্তরের মুক্তিযুক্তের স্বাসকন্দকর, ক্ষয়াবহ বনীদলা তথা মুক্তিযুক্তে মানুর্যে করন্ত্রেতা সবচেরে প্রবলভাবে প্রকাশ পেরেছে শামসুর রাহমানের কবিতার। মুক্তিযুক্তর সময় প্রত পদ্দী শিবির থেকে' কাব্যের কবিতার অবরুদ্ধ চাকার চিত্রকল্প চমব্দাবান্তার সূটে উঠাছে

"এ বন্দী শিবিরে মাথা খুঁড়ে মরলেও পারি না করতে উচ্চারণ মদের মতন শব্দ কোনো। মদের মতন শব কবিতা লেখার অধিকার ওরা করেছে হরণ।" শ্বভিদ্যকের চেডনাসমৃদ্ধ ঔপন্যাসিক ও উপন্যাস : মুক্তিযুক্তের চেডনার উপর নির্ভর করে বাংলা গাহিতো অনেক উপন্যাস রচিত হয়েছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিকের কিছু মুক্তিযুক্তভিত্তিক ভ্রমন্যাস সম্পর্কে আপোচনা করা হলো :

বাইফেল রোটি আওবাত : শহীদ অধ্যাপক আনোয়ার পাশার 'বাইফেল রোটি আওবাত'
মুক্তিযুক্তবিকিক উপন্যাসনমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এ পেশের ইতিহাসের এক
মুদ্রাহ ও দৃশংশতম আধারের বিশ্বন্ধ দিশে এই উপন্যাস্থার । এ অধু একারের বালালেশের
ম্বালারের চিত্র নাম কর্মান বিশ্বন্ধ দিশে এই উপন্যাস্থার। এ অধু একারের বালালেশের
মার্লালাকো আন নাম কর্মান বিশ্বন্ধ এক প্রতিক্ষবি। এ আছে নামক সুনিঙ্ক শাহীন
মার্লালাকো আন বার্লালির আশা আকার্জন, সংকল্প প্রতায় আর বপু কর্ম্বনার্কর প্রকাশ
করার্লারের মার্লিন বাশা আকার্জন সংকল্প প্রতায় আর বর্ষাক্র করারা
নিলালাক স্থান কর্মান স্থানিক
ক্রাল্ডির স্থান বিশ্বন্ধ করার্ক্তবার
ক্রালিক স্থান ও সমন্দর্শনীয়ার আগেও বহুলা বিশ্বন্ধ। বার্লালিক বালা আর আলানান্দ্রার এ এমন
ক্রান্ধ বার্লালাকার আকার্য বার্লালিক স্থান বিশ্বন্ধ করার্ক্তবার
রালালাকার বার্লালিক বার্লালিক বার্লালিক বিশ্বন্ধ করার্ক্তবার
বার্লালিক স্থান ও সমন্দর্শনীয়ার আগের বিশ্বন্ধ করার্ক্তবার
রালালিক স্থান ও সমন্দর্শনীয়ার আগের বিশ্বন্ধ বার্লালিক স্থানিক সাহিত্য কর্ম হয়ে উঠেছে।

এটি তার শেষ বই। জীবনের শেষ বই প্রত্যক্ষ আর সাক্ষাৎ ঘটনাবলীকে তিনি উপন্যানে জব্দ দিয়েছেন এ প্রস্থে ঢাকায় বিশেষ করে চাকা বিন্তবিদ্যালয় অঞ্চল, যে বিশ্ববিদ্যালয় এ কেশের সব প্রাণ্ডি আন্দোলনের উল্লেখন তার উপর শাক হানাগারের বর্বন আক্রমণ আর আদেব অমানুষ্ঠিক তারক্ষীলার এমন নিকৃত্ত বি, বামন শিক্ষান্তীর্তি রাচনা আর কোথাও সেম্পেই বলে অমানুষ্ঠিক তারক্ষীলার এমন নিকৃত্ত বি, বামন শিক্ষান্তীর্থ বাচনা আর কোথাও সেম্পেই বলে মনে পড়ে না। ইতিহাসের নিক দিয়াও এ বইয়ের মূল্য অপরবাদীম।

"क्रामश्चाक बीटिनर्जन बांदिरक्त (वार्षि व्यावनाव-अन कथा द्वाचायन, अनुनिर्वन विद्वावनायी । मिर्मिन, ट्रेनर्विकक मृद्दिरक्रमा निरद्ध त्यावक अधिक क्रिया, मिद्रित्य क्रियोक करदायन। प्रवंद्ध व्यावनाव वार्ष्या । कांचारदारात आक्षा तमे, क्रिया-मिद्रित्य-कांचा पर्वेद्ध व्यवन महस्य, महस्य निर्मित निर्मित्यनावें द्वाचा किंद्रमाना "कांच्यानाव" (क्रायवन माप्या क्षांचे क्रिया क्षांचा व्यवन व्यावन क्षांचा अन्तर्वन क्षांचा अन्तर्वन क्षांचा अन्तर्वन क्षांचा अन्तर्वन क्षांचा अन्तर्वन क्षांचा आनं स्टब्स व्यवन व्यवन क्षांचा अन्तर्वन क्षांचा अन्तर्वन क्षांचा अन्तर्वन क्षांचा अन्तर्वन क्षांचा आनं स्टब्स व्यवन व्यवन क्षांचा अन्तर्वन क्यांचा अन्तर्वन क्षांचा अन्तर्वन क्षांचा अन्तर्वन क्षांचा अन्तर्वन

- খ দুই সৈনিক: আমানের জাতীয় চরিত্রের কলছময় দিক শগুকত প্রসমান তার দুই সৈনিক উপন্যাসে অন্ধিত করেছেন। সেই স্বাধীনতা যুক্তর সময় কিতাবে আমানেরই আখীয়-স্বজনানর মধ্যে কেউ কেউ কত অধ্যতিভাগের পাক নিনিটারির সহয়তা করকে প্রদিশ্যিক। দিয়েছিল একং অপন্যাসে নিজেনের এবং প্রিয়জনানের জীবনে দুর্ভেগা ও করুপ পরিপতি নেমে প্রস্থালি তার একটি চিত্র তিনি অন্ধন করেছেন দুই সৈনিক উপন্যাসে।
- শ. দেকতে অরণা : শওকত ওদমানের যুক্তিযুক্তিভিক্ত আরেকটি উপন্যাস 'নেকতে অরণা' দির্বিচিত রমণীদের বোবা কারায় মুবর । একটা চলাম মর শৃঞ্জনিত বালোদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে। ওলাম খরের মধ্যে যেদাব নারী আছে তারা অপমানিতা, নির্যাভিত্য, বর্গিতা এবং সেই করে হিন্দু সুদদান শিক্তিত, অপিশ্বিত আমীণ ও নাগরিক রমণীদের মধ্যে একটা একট ও সামা প্রতিন্তিত হয়েছিল। কর্চি, সংস্কৃতি ও ভাষার বাবেন দৃষ্ট হয়ে একটি গভীর মমত্ববোধ পারা সরাই পরশানের কাছাকাছি ওলালি। সকলের মাতে একটা টুম্ব পারাছা তারই তার সকলে বননকা। তাই একে অপারর কাছাকাছি হলার বার্মাত অপারিসীম।
- আবেলায় অসময় : আমজান হোসেনের 'অবেলায় অসময়' উপন্যাসের স্থান আকাদীয়, একটি চলমান নৌতা বাংলানেশের মিদন তীর্ধ। মিলিটারির আক্রমণের ভয় নৌকাটির ভেতবে বতুয়া, বাানারী, জনসন, জনিব্দি, বিশিত, দুদী, নামারণী সবই আছে। কিন্তু এরা সর জাত ধর্ম এ লগির জলে ধূরে ফেসেছে। সব এখন মানুষ।

আলী মাঝির দার্শনিক উপলব্ধি - 'সুখের সময় যত জাত ধর্মের বাহাদুরী, মারামারি, খুনোখুন। আজকে আমার এ নৌকার ভিতরে যেমন এক জাতের মানুষ, সারাজীবন এইভাবে বসন্তর করলেষ্ট তো আর গাল গালাজ হয় না ।'

শ্বৃতিচারণের মধ্য দিয়ে খণ্ড খণ্ড কাহিনী ফ্ল্যাশবাক রীতিতে এগিয়ে চলছে। আদী মানি ও ফাতেমা, আদম ও হাওয়া, কাসেম ও সকিনা সমান মর্যাদা অর্জন করেছে। জুটির নাম নির্বাচন আমজাদ হোদেনের ইতিহাস চেতনা কাজ করছে। বর্ণনার ভাষায় শ্বজুতা, স্বাক্ষন্দা ফুটে উঠেছ।

- হাঙ্গর নদী গ্রেনেভ: সেনিনা হোলেনের 'হাঙ্গর নদী গ্রেনেভ' উপন্যাসের নামকরণ এক্
 কিয় বঙ্গুতে প্রতীকী ব্যঞ্জনার ক্রমাণ লক্ষ্য করা যায়। হাঙ্গর আক্রমণকারী মিলিটারি, ননী,
 কৃতী-তথা বাংলাদেশের নিস্তরাণ জীবন এবং গ্রেনেভ মুক্তিযোজা।
- চ. বারা : শওকত আদীর 'যারা' ২৭ মার্চ থেকে ও এপ্রিপের জিজিয়া সৈমনপুরের ঘটনা গাল করেছে। 'যারাম'র প্রথমেই বুড়িগালার 'তড়াভড়ি পাড়াগাড়ি করে নৌবাদা প্রতা পলায়নগর জানাপ্রাতের ঢাকা থেকে জিজিয়া হয়ে উদ্দেশ্যবিহীন মুটে চালার মর্মাজিক মুল্য বিকৃত হয়েছে। যাজার হাজার ভাজতাড়িত রাভজালা, রুমর নানুগাহলার একই টিভা এখন দূরে চলা গালা। পাহর থেকে তপ্ত চলা গালা। পাহর থেকে তপ্ত চলা। এই নই পারাম প্রথম পর্য প্রথম প্রথম
 - ट्राप्टीम भागाधनमध्य प्रामुद्राव दकारा। बच्छा भविकिति हिल .स्. रामिन भवादि अकारात घरी, धारण विकास प्रमुद्रान प्रमान, पाणावा विन्, आहरान राम अविकास । भागास प्राम, प्राप्टान राम अवस्था भित्र का अध्याप राम अवस्था मध्य प्रमुद्रान स्थाप रामिन प्राप्टान का रामा प्रमुद्धान स्थाप अध्यापन प्रमुद्धान स्थाप अध्यापन, आहरावा के प्रमुद्धान स्थाप अध्यापन, आहरावा के प्रमुद्धान स्थाप अध्यापन, अध्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन
- ছ, সৌরন্ত ও আন্তনের পরশন্মণি : উপন্যাস দুটোতে কাহিনীগত ঐক্য আছে। সৌরত, বান্দ্র্য, রকিক মুক্তিমুদ্ধে শ্রেনিয়ে যায় আগরকলায় আর আন্তনের পরশান্যাকত আলম, সার্ক্ত, দৌরাস্থ্য শ্রেনিং পোনে চাকায় যুক্ত করতে আসে। যুক্তর সার্ব্যায় বাঞ্জালিকের স্বাধীনভারতী মানোভাব মেল ও প্রোহের নির্মিষ্ট্য প্রধানে দেশালো রয়েছে।

জ. নির্বাসন: হুমানুন আহমেদের নির্বাসন পন্থ মুক্তিযোজাকে নিয়ে লিখিত। কথা ছিল জরীর সাথে আদিনের বিয়ে ছবে। কিছু বাধীনতা মুক্তে পাক বাহিনীয় হাতে আদিন প্রতিনিষ্ক হলে তার নিয়ান্থ অবল হয়ে মায়। চিকিৎসা চলে দীর্ঘদিন। কিছু রোগ মুক্তিন কোনো লক্তমে নেই। একটি মুনর বিবর্ধ বিক্ত অক্ষকার সময় আদিনকে যিরে মেলে। জরীর বিয়ে হয়ে যায় অন্য ছেলের সাথে। বরুয়ান্ত্রীয়া তির্বা হয়েছে বিয়ার নিছে। সবাই জরীকে ধরাধনী করে উঠালে নিয়ে এলো। আদিন জ্ঞানাখা নিরে নিচে তাকিয়ে আহে। গরীর বিয়ার হয়ে বিয়ার করে উঠালে নিয়ে এলো। আদিন জ্ঞানাখা নিয়ে নিচে তাকিয়ে আহে। গরীর বিয়ার করে তির্বাসন করে। বালে, লোরোকের, লোরোকের মানুনের সামুনের সাথে তার কোনো কালেই দেখা হয় না। একটি বেদনামার অনুসরণের মধ্যে কহিনী লেখ হয়েছে।

মুক্তমুক্তর তেওনাসমৃত্য নাটক ও নাট্যকার: মুক্তিযুক্তর তেতনাসমৃত্য নাটকসমূহের মধ্যে সৈয়দ সামান্দ্র তেবল 'পায়ের আব্যোজ্ঞ পাওয়া বার্য' নাটকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এটি মুক্তিযুক্তরে কলায়দ করে দেখা তার সবচেয়ে সার্থক ও অধ্যায়দক নাটক । পেকক এটা করাবাটেরে আদিক জনায়দেন। উক্তর বাংলার আমার্কিক শক্ষের নিপুণ বাবহার রয়েছে এ নাটকে। গতিশীল ভাষার বাবহারের মধ্য নিয়ে মুক্তকালীন বাবহাতার কুলালী প্রয়োগ ঘটেছে এ নাটকে। মুক্ত শেষে মুক্তবাহিনীর এয়ামে প্রবেশের সময়কার খটনা, বাঙালির দেশক্ষেম পেশ্ব শান্দর এই প্রকল মূলা কল্ক আক্রমণের সাথে বাঞ্জিলির শান্ত্রিক জীবনের চিত্র ক্রপালীত হয়েছে এ নাটকে।

ন্ধক্রম : পরিশেষে বলা যায়, সমসামটিক বিশাল ঘটনা মুক্তিযুক্ত বাংলা সাহিত্যকে বাণিকভাবে ক্রেবিত করেছে। এর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে এসেছে নানান নছন পদ, নির্মাণ শৈলী এবং কেলঙ্কার। যদিও এসর সাহিত্যকর্ম সম্পূর্তিতা অর্জন করেনি তথাপি মুক্তিযুক্তর বাণিকভা প্রকাশে ক্রেম বার্কিত প্রকাশ পেয়েছে তা আগামী প্রজন্মকে মুক্তিযুক্তর ইতিহাস জানতে সাহায্য কররে। ক্রেম বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুক্তর প্রকাশ্ব অপরিসীম।

মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের উপন্যাস

া স্থান্ত সুত্ত অনুষস্থাট থাংশা সাহিত্যকৈ সমৃদ্ধ করেছে বিভিন্নভাবে। এর মাধ্যমে সাহিত্যের ভাব,
আবাদনাচিক আয়ুল পরিবর্তিত হয়েছে, বাংলা সাহিত্যে গোগ হয়েছে দকুল মারা। ঘালীনতা
বিধান উপন্যাসের ভূষাত মুক্তিযুদ্ধ বিশাল এলাকা জুড়ে পরিবার্য । মুক্তিযুক্তর পাঁচুক্তী, যুদ্ধ
বিধান উপন্যাসের ভূষাত মুক্তিযুক্তর বাংলাকেনাক বাংলাকেনাক নারী-পূলকের মাননিকতা পাল
বিধান বাংলাক করেছে বাংলাক বাংলাক বাংলাকেনাক নারী-পূলকের মাননিকতা পাল
বিধানিক বাংলাক বা

ৰাধীনতা : বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালের তা সম্মায় দৃটি গৌরবঞ্চনক অধ্যায়ই তথু দয়, যে কোনো অতত শক্তির বিষক্ষে সংযুক্ত তা অব্যাহরক ভৌগতিব। তাই একুশে মেকুমারি অববা ২৬ মার্চ কিংবা ১৬ ভিসেম্বরে আনরা ক্ষাবিক্তাত হই। বাংলা উপন্যাসের সূচনাকালে স্বাধীনতা : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বাংলা উপন্যাসের জনত >>> হয়। এর একটি কারণ তিনি বিষয় হিসেবে বিভিন্ন কিছুকে উপন্যাসে আনয়ন করেছেন। স্বাধীনতাত পরাধীন ভারতবর্ষের উপন্যানে তিনিই প্রথম প্রকাশ করেছিলেন। তার 'আনন্দমর্চ' উপন্যানে ব্যক্ত হয় ভারতীয়দের স্বাধীনতার আকাক্ষা। এর পর বাংলা ভাষার প্রধান ঔপন্যাসিকগণ এই বিচ্চাত উপন্যাস কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা' ও 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে ভিন্ন মান্ত্রহ হলেও রাজনীতি ও স্বাধীনতা স্থাপন স্পহার কথা আছে। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'তে তিনি স্বাধীনতার দাবিই তললেন মূলত। আর নজরুলের "মৃত্যুক্ষুধা"য় আছে শোষিত ভারতবাসীর স্বাধীনতার আকাক্ষা। অর্থাৎ উপন্যাসে স্বাধীনতার ব্যাপারটি এসেছে প্রথম থেকেই এবং নানা মাত্রায়।

স্বাধীনতা স্পৃহা ও ১৯৭১-এর পূর্বকাল : ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হক্ত অব্যবহিত পূর্বে নানা সংগ্রাম ও আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে দেশের মানক্র সহানুভতি জাগ্রত হয়। উপন্যাস শিল্পীগণ সেই উত্তাল দিনগুলোতে অগ্রবর্তী চিন্তার পথিকৃতের মানে উপন্যাসে স্বাধীনতার কথা ব্যক্ত করেন। যদিও ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক আইন জারি করে। এবং এতে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় তবু সাহিত্য শিল্পীগণ বিভিন্ন কৌশলে স্বাধীনতার কল সাহিত্যের অন্যান্য মাধ্যমের মতো উপন্যাসেও প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে আবুল ফজলের 'রাগা ওভার (১৯৫৭), শওকত ওসমানের 'জীতদাসের হাসি' (১৯৬২), সত্যেন সেনের 'বিদোহী কৈবর্ড' (১৯৬৯) আনোয়ার পাশার 'নীড় সন্ধানী' (১৯৬৮), ইন্দু সাহার 'কিষাণ' (১৯৬৯) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর উপন্যাসে কখনো পরোক্ষভাবে কখনো প্রতীক বা রূপকের আডালে স্বাধীনতার কথা বাক্ত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধতিত্তিক বিভিন্ন উপন্যাস : বিভিন্ন বাংলা উপন্যাসে স্বাধীনতার আকৃতি বা আকাক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ১৯৭১ সালে যুদ্ধের ফলে অর্জিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বিশেষ করে যুদ্ধের ভয়াবহতা, তার হত্যা, নারী ধর্ষণ ও নির্যাতন, যুদ্ধের পক্ষে জনগণের স্বতঃস্কৃত্র অংশগ্রহণ, কারো কারো যুদ্ধের বিরোধীয় ইত্যাদি নানা বিষয় উঠে এল উপন্যাসে। এসব উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রত্যক্ষতাবে কার্যকর এব যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ক্রিয়াশীল। এ প্রসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসের একটি তালিকা নিচে প্রদান করা হলে।

: জাহানাম হইতে বিদায়, নেকডে অরণ্য, দুই সৈনিক, জলাঙ্গী। ১ শওকত ওসমান

বাইফেল রোটি আওরাত। ২. আনোয়ার পাশা · আমার যত গ্রানি।

৩. রশীদ করীম : নিষিদ্ধ লোবান, নীল দংশন, দ্বিতীয় দিনের কাহিনী, ত্রাহী। ৪. সৈয়দ শামসূল হক

: যাতা। ৫ শপ্তকত আলী

জীবন আমার বোন। ৬. মাহমুদুল হক : খাঁচায়, নষ্ট জোছনায় এ কোন অরণ্য, অন্ধ, কথামালা। ৭, রশীদ হায়দার

৮. আহমদ ছফা

: হাঙ্গর নদী প্রেনেড, কাঁটাতারে প্রজাপতি, নিরন্তর ঘন্টাধানি। ৯. সেলিনা হোসেন সৌরভ, আগুনের পরশম্মি, অনিল বাগচীর একদিন, জোছনা ও ^{ভারনী} ১০. হুমায়ূন আহমেদ

গল্প, শ্যামল ছায়া, নির্বাসন।

১১. ইমদাদুল হক মিলন : কালো ঘোড়া, ফেরাও, মহাযুদ্ধ, অভিমান।

: তমস, প্রতিমা উপাখ্যান। ১২. মঞ্জু সরকার

১৩. আবু জাফর শামসৃদ্দিন : দেয়াল।

সরদার জয়েন উদ্দিন : বিধান্ত রোদের তেউ।

 আরলায় অসময়। এক প্রজনো সংলাপ ।

: উপমহাদেশ। আল মাহমদ জহির রায়হান : আরেক ফারন। **শাহরিয়ার কবির** : পূর্বের সূর্য।

ভিলাবা হাশেম : একদা, অনন্ত ।

্রা উপন্যাসের বিষয় সংক্ষেপ

রাইফেল রোটি আওরাত : শহীদ অধ্যাপক আনোয়ার পাশার 'রাইফেল রোটি আওরাত' র্ক্তিয়দ্ধভিত্তিক উপন্যাসসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এ দেশের ইতিহাসের এক দঃসহ র নশংশতম অধ্যায়ের বিশ্বস্ত দলিল এই উপন্যাসটি। এ গুধু একান্তরের বাংলাদেশের হাহাকারের চিত্র নয়, তার দীপ্ত যৌবনেরও এক প্রতিচ্ছবি। এ গ্রন্থের নায়ক সুদীপ্ত শাহীন বাংলাদেশ আর রাজালির আশা আকাজ্ঞা, সংকল্প প্রত্যয় আর স্বপ্ত কল্পনারই যেন প্রতীক। একান্তরের মার্চের সে জ্যাবহ কটা দিন আব এপ্রিলের প্রথমার্ধের কালো দিনগুলোর মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার সংকীর্ণ পরিধি টকতেই এ বইয়ের ঘটনাপ্রবাহ সীমিত, কিন্ত এর আবেদন আর দিগন্ত দুঃখ এ সময়সীমার আগেও ব্রহদর বিস্তত। বাঙ্গালির বেদনা আর আশা-নিরাশার এ এমন এক শিল্পরূপ যা সব সময় সীমাকে ভিক্সিয় এক দীর্ঘপ্তায়ী অপকপ সাহিত্য কর্ম হয়ে উঠেছে।

🛮 দুই সৈনিক : আমাদের জাতীয় চরিত্রের কলঙ্কময় দিক শওকত ওসমান তার দুই সৈনিক উপন্যাসে অঙ্কিত করেছেন। সেই স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কিভাবে আমাদেরই আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কেউ কেউ কত অযাচিতভাবে পাক মিলিটারির সহায়তা করতে এগিয়ে গিয়েছিল এবং অবশেষে নিজেদের এবং প্রিয়জনদের জীবনে দূর্ভোগ ও করুণ পরিণতি নেমে এসেছিল তার একটি চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন দুই সৈনিক উপন্যাসে।

🗅 লেকড়ে অরণ্য : শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আরেকটি উপন্যাস 'নেকড়ে অরণ্য' নির্বাসিত রমণীদের বোবা কান্রায় মুখর। একটা গুদাম ঘর শৃঞ্চলিত বাংলাদেশের প্রতিনিধিত করছে। গুদাম পরের মধ্যে যেসব নারী আছে তারা অপমানিতা, নির্যাতিতা, ধর্ষিতা এবং সেই সত্রে হিন্দু-মুসলমান শিক্ষিত-অশিক্ষিত গ্রামীণ ও নাগরিক রমণীদের মধ্যে একটা ঐক্য ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ক্ষিচি, সংস্কৃতি ও ভাষার ব্যবধান দূর হয়ে একটি গভীর মমতৃবোধ পরা সবাই পরস্পরের কাছাকাছি এসেছিল। সকলের কাছে একটা দুঃখই পাহাড়। তারই ভার সকলে বহনরতা। তাই একে অপরের কাছাকাছি হওয়ার ব্যগ্রতা অপরিসীম।

🔍 অবেলায় অসময় : আমজাদ হোসেনের 'অবেলায় অসময়' উপন্যাসের স্থান আকর্ষণীয়, একটি ট্লমান নৌকা বাংলাদেশের মিলন তীর্থ। মিলিটারির আক্রমণের ভয় নৌকাটির ভেতরে। বড়য়া, ব্যানার্জী, জনসন, জসিশ্বদ্ধি, কিশিত, টুপী, নামাবলী সবই আছে। কিন্তু এরা সব জাত ধর্ম এ শ্লীর জলে ধ্য়ে ফেলেছে। সব এখন মানুষ।

আশী মাঝির দার্শনিক উপলব্ধি— 'সুখের সময় যত জাত ধর্মের বাহাদুরী, মারামারি, খুনোখুনি! মাজকে আমার এ নৌকার ভিতরে যেমন এক জাতের মানুষ, সারাজীবন এইভাবে বসবাস লৈবেই তো আর গাল গালাজ হয় না।

শৃতিচারণের মধ্য দিয়ে খণ্ড খণ্ড কাহিনী ফ্ল্যাশব্যাক রীভিতে এগিয়ে চলছে। আলী মাত্রি ত্ব ফাডেমা, আদম ও হাওয়া, কাসেম ও সবিনা সমান মর্যাদা অর্জন করেছে। জুটির নাম নির্বাচন আয়াজাদ হোসেনের ইতিহাস চেতনা কাজ করছে। বর্ণনার ভাষায় ব্যক্ত্বতা, স্বাচ্ছন্দা ফুটে উঠেছ

□ হাঙ্গর নদী গ্রেনেড: সেলিনা হোসেনের 'হাঙ্গর নদী গ্রেনেড' উপন্যাসের নামকরণ ক্রে বিষয়বস্তুতে প্রতীকী ব্যঞ্জনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। হাঙ্গর আক্রমণকারী মিলিটারি, নদী-বৃত্তি, জ্ঞা রাজ্যাল্যেকেশের নিররাদ জীবন এবং গ্রেনেড মুক্তিযোজা।

সর্বমোট বিরানস্বই পৃষ্ঠার উপন্যাসটির ছুয়ারিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রধান চরিত্র বুড়ীর জীবন, তর কৈলোর, গৌবন, বিবাহ, সারদানীলের, সভানবারিক, মানীর মৃত্যু, সভীলের বহু চেন্তেগর (ম. ৯৯ হওয়া ইত্যানি দেন ছাজার বছরের বাংলাদেশের নিজ্ঞান এক সেয়ে বিরাহিকীশ শাবনানির মূর প্রবাহিত জীবনের বর্ণনা ব্যয়েছে। হাজার বছরের বাংলাদেশের নম মান সর্বেক্তর অথক ব্যত্তিহারী নম মানের প্রথম পর্বিয় প্রবাহার আন্তর্ভা তার্কার কর্মনা ক্রান্তর কর্মনা ক্রান্তর কর্মনা ক্রান্তর ক্রান্তর কর্মনা ক্রান্তর ক্রা

পুরের সূর্ব : শাহরিয়ার কবির কিশোরদের জন্য লিখিত 'পুরের সূর্ব' উপন্যাসে ২৫ মার্কের ভয়র রাতের জয়াবহ পরিবেশ, মিলিটারির নির্বিচার হত্যাকাও আর জীত সম্প্রস্ত মানুকের রায়িয়াপন ও
সংগ্রামী মানুকের প্রতিরোধের কাহিনী বেশ দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন।

শুভিচারণ ভরিতে লেখা এই কাহিনীতে অনেক কেত্রেই ফ্লাশবাক বীতি অনুসূত। শাহনিয়ে
কেন্টী বার্তিক্রেমী চরিত্র আৰু করে অয়সর চিন্তা এবং মহৎ শিল্পী চেকনার পরিচার দিয়েল।
অভ্যাচারী পাঞ্জাবি দেনাদের জন্মন্যতম অভ্যাচারর পাশাপাশি চিত্রিক হয়েরে পশ্চিম যোজা
বেগের মত চরিত্র, যে বন্দুককে ভীষণভাবে গুণা করে একং অগ্নির হরে বলে আমানের ক্রেনার্কে
যা করেছেন যা ভাবছেন সভাতার ইতিহালে এর নজির দেই। আমি জানি এদব বলা গোরার্ক্ত
অন্যায়, তবু তোমার কি মনে হয়ে শান্তি কেকে বাঁচতে পারবেলন এ চরিত্র যেন শতকত ওলবালে
'কেনছে অবলা'-এর দেবা খানের পূর্ণ ও বিশিষ্ঠ সংক্রমণ।

উপন্যালের প্রথম চরিত্র বাবু ক্যান্দে যুদিয়ে খুদিয়ে খুপু দেখলো, নতুন মুখ্যের স্থা । দর দেখে দ উঠান, জুলার ইপ্পাতের গোলকের মতো উন্নটাকে লাল সূর্য, অসমর লাল সূর্য, 'বাংলাগেলের বাইনা সূর্বের উদায় সামবেনার এই প্রতীক্ষী ব্যক্তানা দিয়েই আলোচা উপন্যালের কারিনী পোন। 'খত ভালা-সুন্ধিত বিন্যালে ঘটনাগুলো স্বাভাবিকভায়া সংস্কৃতিক এবং চরিত্রবলোও আপানমেশে সুবিকশিত।'

ভারা শহর ফেটে পড়েছে বারুদের মত। গৈঁডিয়ামে চেয়ার ভারাভাতি, দোকানপাট সব বন্ধ, প্রস্তার-রারার কেবল মানুষ আম মানুষ। লাঠি সোটা, লোহার বন্ধ পরিপ যে যা হাতের কাছে প্রক্রেছে তাই নিয়ে ছেলে বুড়ো জোয়ানে সব হাড়েড় বেরিয়ে পড়েছে উন্নতের মতো। প্রোণান প্রস্তার প্রোণান, ভার্কনিক ফেটে পড়েছে প্রোণান।

_{রামা}নার খাহিনীর নির্যাতনের ভয়ে ২৭ মার্চের পরে বোন রঞ্জুকে নিয়ে যুড়িগঙ্গা পার হয়ে ওপারে মিরা উঠিছিল সে। বিত্তীর্ণ অঞ্চা জুড়ে থৈ থৈ মানুন যে যার নিজেকে সাম্প্রাতে বাঙ়। শিলাবৃত্তির করা জ্বরে রঞ্জুর গা পুরে যাছিল। ভারণের নেখানেই মেশিনগান আর মর্টার নিয়ে পলারনরত উচ্চিত মন্তক্ত নরনারীর ওপর পাশবিক উল্লাসে ঝাপিয়ে পড়েছিল হিন্তে সোনালন অভবিতি। সেদি স্কান্তর্কীন, অসুত্ব শাহিত রঞ্জু তিন লক্ষ চন্ত্রিপ হাজার পারের তলার পড়ে চাপটা হয়েছিল। ক্রলা বেঁচে থাকার অধিকার তার দেশ কিছুতেই নিতে পারে না রঞ্জুত, পারে বুবুছিল থোকা। স্কান্তারের এই উচ্চলোদায়ই পরবর্তীবালে মহিন্ডায়কে বিত্ত পারের না বছতে, পারে বুবুছিল খোকা।

দ্ধারা; শতকত আদীর 'বারা' ২৭ মার্চ থেকে ৩ এরিলের জিপ্পিনা সৈনাপুরের ঘটনা ধারণ করেছে। 'যারা'র একমেই প্রতিগদা 'ছড়েছড়ি পায়পাড়ি করে নৌলয়র এটা পদাচনপর জনপ্রাত্তের চাকা থেকে জিপ্পিনা হরে জিলোবিট্নী ছুট চলার মার্বিভিক পুদ্ধা বিকৃত হয়েছে। হারাচার হারাজার ভারাচার তারাজান গুলাক বাত্তানা, প্রাত্ত অনুষ্ঠানোর একই চিন্তা একন দূরে চলা যাওয়া। শহর থেকে গুণ্ণ চলা যাওয়া দেখানে হোক, ঠিকানবিট্না-একে গুণ্ণ হোট চলা। এক নদী পার হয়ে আরেক নদী। যেন বা বাংলাদেশের কুকর ভিতরে চলা যাছে ক্ষুক্ত করে হারেট চলা। এক নদী পার হয়ে আরেক নদী। যেন বা বাংলাদেশের কুকর ভিতরে চলা যাছে ক্ষুক্ত করে হারেট কলা। এক নদী পার হয়ে আরেক নদী। যেন বা বাংলাদেশের কুকর ভিতরে চলা যাছে

জনিদ পদায়নপর মানুষের কোনো সতন্ত্রে পরিচিতি ছিল না, সেদিন 'সবাই একসঙ্গে যুটে, 'জরপর কান্য-মঞ্জু-মার্কিনা, যুসান, বাগচরা নিনু, রাঘহান দেন একটি পরিবার। 'এবানে পদ্ধু, অসুস্থ হাসাদের কান্য পরা এবানে বিশ্ব এফেনর পন্ধু, এবানে কীবা অপোলন করে হাখানের করে দেনেকে ফর্নেক্তের মার্কি রাখে হাসানকে, রায়হানের টকার জন্য ঢাকার নিকে রতন্ত্রানা দেয় রাভের আধারে। পলায়নটা ফর্নিন সভা ছিল, অপরিহার্য ছিল। তবু তারও মধ্যে আনিসের মতো গোকেরা দেনেহাছে প্রতিরোধন ক্ষম্ম। 'এই অব্যক্তির প্রতিরোধন ক্ষম্ম। 'এই অব্যক্তির প্রতিটি চাল না চাল তব প্রতিরোধন হবে।'

নাচায় : রশীদ হারনারের 'বাঁচায়' উপন্যাসে একান্তরের অবরক্ষ বাংলাদেশের মানুষের যঞ্জার ক্ষা উচ্চানিত হয়েছে। ডিসেশ্বেই এ বাঁচায় আটকে পঢ়া মানুষের যঞ্জা-উৎকর্চা তীব্র হয়েছিল।
মামেরিকার সেতেনর্ব ফ্লীট বঙ্গোপনাগরের দিকে এগিয়ে আসহে তবে জাফরের সমস্ত
ক্ষাইতিখনো নিক্তিম হয়ে রাগ্রার মতো হয়ে পেছে। যুক্তে জড়িয়ে পড়েছে আমেরিকা, বাঁচাটা
ক্ষারা সংবৃত্তিত হয়ে আসহে বাঁচার চাবপাশে উনাড মরবাস্থ্য।

ইছ পোভকে তীব্র করেছে, ধ্বংশকে অনিবার্য করেছে, মানুষকে বিচ্ছিন্ন করেছে প্রিয়জন থেকে, বানবিক সমস্ত বোধকে উৎপাটিত করতে চেষ্টা করেছে যুদ্ধ। তবু কোনো যুদ্ধই মানবভাকে ধ্বংস ব্যক্তে পারে না, পারেনি। গাকিজানি আন্দৌন ইন্সভিয়াকের কাছেও সে মানবভা দর্দিবীক্ষা নয়।

নীদ্রনাথের 'কাবুলীওয়ালা' তার পিতৃহদয়ের বৈতব নিয়ে আরেকবার রশীদ হায়দারের সামনে ^{প্রকা}হিল। এই দৃষ্টির সচেতনতা, এই মানবিকতা অনুসন্ধানেই শিল্পীর মহৎ গুণ।

^{জন্মনি}কে রশীদ হায়দার স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের একটি সঞ্জব্য চিত্র রচনা করেছেন কয়েকটি আচড়ে। সেই ^{ক্রম} স্মাচার প্রতীকী ব্যঞ্জনা যথার্থ শিল্পত্রপ লাভ করে। খাঁচা বাংলাদেশ, খাঁচায় বন্ধ টিয়ে বাংলাদেশের মানুষ।

্ত্র কথামালা : রশীদ হায়দারের 'অন্ধ কথামালা' উপন্যাসে মৃত্যু মুহূর্তে প্রতীক্ষারত একজন উচ্চযোদ্ধার দুর্বিষহ স্মৃতি বর্ণনায় ভয়াকুল ও কল্পনাজলে বয়নের রুত্তশাস আবেগতপ্ত চিত্র অদ্ধিত।

- সৌরভ ও আগুনের পরশমণি : উপন্যাস দুটোতে কাহিনীগত ঐক্য আছে। সৌরভ, কাক্রে রফিক মুক্তিযুদ্ধে ট্রেনিয়ের যায় আগরতলায় আর আগুনের পরশমণিতে আলম, সাদেক ও গৌরত ট্রেনিং শেষে চাকায় যুদ্ধ করতে আসে। যুদ্ধের সময়ে বাঙালিদের স্বাধীনতাকামী মনোভাব হয়ে « দোহের নিরিখে এখানে দেখানো হয়েছে।
- নির্বাসন : হুমায়ুন আহমেদের নির্বাসন পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে লিখিত। কথা ছিল জনীর সাথে আনিক্রে বিয়ে হবে। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক বাহিনীর হাতে আনিস গুলিবিদ্ধ হলে তার নিমান্ত অবশ হয়ে হত্ত চিকিৎসা চলে দীর্ঘদিন। কিন্তু রোগ মুক্তির কোনো লক্ষণ নেই। একটি ধূদর বিবর্ণ রিক্ত অব কার স্ক্র আনিসকে যিরে ফেলে। জরীর বিশ্লে হয়ে যায় অন্য ছেলের সাথে। বরযাত্রীরা তৈরি হয়েছে বিলা নিতে। সবাই জরীকে ধরাধরী করে উঠানে নিয়ে এলো। আনিস জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে আছে। গভীর বিষাদে আনিসের চোখে জল এল। একটি বেদনাময় অনুসরণের মধ্যে কাহিনী শেষ হয়েছে।
- জোছনা ও জনদীর গল্প: 'জোছনা ও জনদীর গল্প' উপন্যাসে হুমায়ুন আহমেদ তিনটি কাজ কতেছুল। প্রথমত, তার নিজের ভাষায় দেশমাতার ঋণ শোধ করার চেষ্টা করেছেন। বিতীয়ত, এবটা মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপন্যাস লিখেছেন এবং তৃতীয়ত, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কিছু বিশ্ৰান্তি দূর করার চেটা করেছেন। এ উপন্যানের কাঠামোটি খুবই আকর্ষণীয়। গল্পটি তরুতে নীলগঞ্জ হাইসুলের আরবি শিক্ষা মওলানা ইরতাজউদ্দিন কাশেমপুরির। এটি নানাভাবে এগোবে। পরাধীন দেশে জুমার নামান্ত 🕮 না, ভুশার নামাজ পড়াতে অস্বীকৃতি জানান তিনি। এই কারণে ক্যাপ্টেন বাসেত তাকে নিলান্ত স্কুল এবং বাজারে সম্পূর্ণ নগু অবস্তায় প্রদক্ষিণ করায়। বাজারে ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটল। নর্নজি দোকানের এক দর্জি একটা চাদর নিয়ে ছুটে এসে ইরতাজউদ্দিনকে ঢেকে দিয়ে ভড়িয়ে ধর থাকল। ঘটনা এতই দ্রুত ঘটল যে সঙ্গের মিলিটারিরা বাধা দেবার সময় পেল না।

ইরতাজউদিন ও দরজিকে মাগরেবের নামাজের পরে সোহাগী নদীর পারে নিয়ে গুলি করা হল। মৃত্যুর আগে ইরতাজউদ্দিন পরম নির্ভরতার সঙ্গে আদ্বাহপাকের কাছে উঁচু গলায় শেষ প্রার্থনা করণ। পরনিন নীলগঞ্জ সুলের হেড মাতার মনদূর সাহেব ও তার পাণল স্ত্রী আদিয়া ইরতাজটন্দিনের লগ টেনে আনার সময় বেলুচ রেজিমেন্টের সেপাই আসলাম খা তাদের সঙ্গে হাত মেলায়। আ চরিত্রটির মাধ্যমে লেখক বুঝিয়েছেন পাকিস্তান আর্মিতেও দুএকজন হৃদয়বান লোক ছিল।

এ উপন্যাসে চরিত্র হয়ে এসেছেন মণ্ডলানা ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর বহমান, সহীদ প্রেসিডে জিয়াউর রহমান, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী, ইন্দিরা গান্ধী, ইয়াহিয়া খান, ভূটো, টিজা খান এজ সেই সময়কার সব শ্রন্ধেয় ও নিন্দিত মানুষজন। ভারতীয় বাহিনীর চরিত্ররা এসেছে বে ভূমিকায়। মুক্তিযোদ্ধারা এসেছে, রাজাকাররা এসেছে। শঙ্গীনার পীর সাহেব এসেছেন আর এসা

বিভিন্ন স্বরণীয় উদ্ধৃতি ভূলে ধরা হয়েছে এ উপন্যাসে। বিভিন্ন চরিত্র, বিভিন্ন ঘটনার করা হয়েছে। শাহেদ, আসমানী, জোহর, মোবারক, গৌরাদ, নাইমূল, মরিয়ম, শাহ কলিন, হ্যাণি স্যার, ধীরেন্দ্র রায় চৌধুরী, কংকন। আর অতি ছোট্ট হারুন মাঝি। সে ^{ছিল আ} ভাকাত। একটি উত্তাল সময় কিভাবে দেশের প্রায় প্রতিটি মানুষকে *ঠালে* দিরোছিল গু দিকে, কিভাবে দেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে মৃত্যুকে তৃচ্চজ্জান করেছিল মানুষ এই ^{ভূক}

 তমস ও প্রতিমা উপাধ্যান : মার্কসবাদী লেখক বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মৃতিমূত ক্রিক্তি মানুষের অংশগ্রহণকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন।

ক্রান্তার : মক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনের এক অমলিন অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ সালে সংঘটিত ক্রপ্রাধীনতার আকৃতি বাঙ্গালির মনে দীর্ঘদিন ধরে লালিত। বাংলাদেশের অনেক ঔপন্যাসিক ক্রব উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ টেনে দেন। প্রায় প্রত্যেক লেখকের দষ্টিতে অসাম্প্রদায়িক ক্রাবের প্রকাশ ঘটেছে। হিন্দ-মসলিম-স্বিষ্টান-বৌদ্ধ জাত সম্ভার উপরে এক বাংলাদেশী জাতিসন্তার পতিষ্ঠাব চেষ্টা কবা হয়েছে।

(৪৪) মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আমাদের সংস্কৃতি

ক্রতা : স্বাধীনতা মানুষের অনন্ত পিপাসা । এ পিপাসা থেকেই মানুষের মনে জন্ম হয় সংগ্রামী চেতনার । আর প্রধামী চেতনাবোধই মানুষের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির পথকে সুগম করে স্বাধীনতা ক্রান উদ্বন্ধ করে। আমরা বাঙালি। স্বাধীন বাংলাদেশের অধিবাসী। কিন্তু এ দেশ এক সময় পরাধীন ছিল। এর নয় মাসব্যাপী এক রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত, অর্জন ব্যক্তি কথা বলার অধিকার, অর্জন করেছি এই স্বাধীন বাংলাদেশ। তাই মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনে র অহস্কার, এক শারণীয় অধ্যায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুধু একখণ্ড ভূমি অধিকার করার যুদ্ধ নয়, এ যুদ্ধের ত্তনা ছিল অনেক গভীরে: আত্মমুক্তি ও আত্মবিকাশের আকাচ্চনার লালিত স্বপ্র।

্যক্তিযুদ্ধের পটভূমি : বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন তথা মুক্তিযুদ্ধের রয়েছে একটি ঐতিহাসিক গতুম। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন ষড়যন্ত্রমূলক যুদ্ধে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব দিরাছ-উদ-দৌলা ইংরেজদের হাতে পরাজিত হন। সেদিন থেকে বাংলার আকাশে স্বাধীনতার সূর্য অমিত হয়। শুরু হয় ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসন। দু'শ বছর ধরে চলতে থাকে ইংরেজদের ংখ আর নির্যাতন। শাসন-শোষণ, লাঞ্ছনা আর নিপীড়নের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে বাঙালি জাতির লো কোণে জন্ম নিয়েছিল বিক্ষোভ, আন্দোলন আর সংগ্রামের চেতনা। ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭ সালে বিদ্যাল বাষ্ট্রের একাংশরূপে জন্ম নেয় পর্ব পাকিস্তান। পাকিস্তান সষ্টির পর হতে শাসকবর্গের জিল নিধনের ইতিহাস নতুন কোনো ঘটনা নয়। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭১ সালের ইতিহাস ^{ব্রানি}দের হত্যা ও বঞ্চনারই ইতিহাস। জাতীয় জীবন থেকে এ হতাশা মুছে ফেলার জন্য বার্ডালিদের 号 হয়েছে ৯ মাসের সশস্ত্র সংগ্রাম মৃক্তিযুদ্ধ।

🥸 মার্চ কালরাত : ইয়াহিয়া-ভূটো চত্রেন ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করার জন্য বঙ্গবন্ধুর আহুত অসহযোগ অন্দোলন যখন সারা বাংলায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে তখন ইয়াহিয়া-ভূটো চক্র শেখ জিবের সাথে আলোচনার জন্য ১৫ মার্চ ঢাকায় আসেন। তরু হয় ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে ঘেরা তাদের ্রিকানমূলক আলোচনা। অতঃপর ২৫ মার্চ রাতে আলোচনার সমাপ্তি ঘোষণা না করেই ইয়াহিয়া-ভূটো াতর আধারে পশ্চিম পাকিস্তানে পলায়ন করেন। ২৫ মার্চ কালরাতেই তরু হয় নিরস্ত্র বাঙালির ^{জন্ম} জ্বাদ বাহিনীর বর্বরোচিত নগ্ন হামলা। এ সময় বন্দি হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে শেখ মুজিব বাংলার ্ব বিষয়ে প্রায়ণা করে সকলকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মোকাবিলা করার আহবান জানান।

্রতিয়াধ যুদ্ধ : বাঙ্কালি জনসাধারণ অসীম সাহসিকতার সাথে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যতিরোধ গড়ে তোলে। লক্ষ নিরস্ত্র বাঙালিগণ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হিং<u>স্র</u>তা থেকে বিষয় করার জন্য মৃত্যুর দুর্জয় শপথ নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে। তারা বিভিন্ন স্থানে প্রাক্তির সৃষ্টি করে রেললাইন, ব্রিজ ধ্বংস করে প্রতি পদক্ষেপে পাকিস্তানি বাহিনীকে ্তিব্দক্ষতার সম্মুখীন করতে থাকে।

- ৮০৪ প্রফেসর'স বিসিএস বাংলা মুজিবনগর সরকার : ধৈরাচার ইয়াহিয়া খানের জন্নান বাহিনী যখন বাংলাদেশে নারকীয় হত্যাহত্ত ব্রাক্ষণণার শাক্ষণ চালিয়ে যেতে থাকে ঠিক তথনই কৃষ্টিয়ার মেহেরপুরে (বর্তমান মুজিব নগর) বাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্ব সাংবাদিক সংক্ষেপন ভেকে স্বাধীন বাংলার নতুন সরকার গঠন করেন। অতঃপর জাতীয় পরিষদ সন্ম নাংখালক কর্মন এম এ জি ওসমানিকে স্বাধীন বাংলার সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। মুজিব নানু সরকার নক্ষাঠিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে যুদ্ধ পরিচলনার নির্দেশ দেন।
- মুক্তিমুদ্ধে পেরিলা আক্রমণ : মুক্তিমুদ্ধে পেরিলা বাহিনীর ভূমিকা ছিল অন্যতম। ছাত্র ও যুবকরা শত্তহে মত মুক্ত বান্ত্র বান্ত্র বাহন কর্মান ক্রামান ক্রামান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্ম চুকে আক্রমণ তরু করে। মুক্তি বাহিনীর গেরিলা আক্রমণে পাকিস্তানি হানানার বাহিনী তাদের মনেক হারিয়ে ফেলে। মুক্তিবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমে তারা ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা প্রস্তৃত বহু শহরে পাক বাহিনীর ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানতে তক্ত করে। নভেম্বর মানের শেষের দিকে তার নিনাজপুর, কৃষ্টিয়া, খুলনা, মশোরসহ বিস্তৃত এলাকা মৃত করে হানাদার বাহিনীর মনোবল ধ্বসিয়ে দেয়।
 - ভারতের যুদ্ধ মোমণা : পাকিস্তান সরকার উপায় না দেখে আক্ষিকভাবে ভারতের অনুনস্ ঘোষপুর, পাঠানকোট এবং আমায় বিমান হামলা চালায়। ফলে বাধ্য হয়ে ভারত ১৯৭১ সালের ৪ ভিসেম্বর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এরপর ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গারী ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং পরে অন্যান্য দেব বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।
 - । যৌগ বাহিনীর আক্রমণ ও চ্ড়ান্ত বিজয় : অতঃপর মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনীব সমন্তর গঠিত হয় যৌথ কমাত। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ওপর আক্রমণ পরিচালিত হয় আকাশ পথ স্থলপথ এবং জলপথে। সম্মিলিত বাহিনীর চতুরুৰী আক্রমণে পাকিন্তানি বাহিনী পীঘ্রই নাজেয়ন হয়ে পড়ে। মুক্তি বাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ কমান্তের প্রচণ্ড আঘাতে পাক-হানাদার বহিন্ন নিশেহারা হয়ে পড়ে। হানাদার বাহিনী তাদের তাবেদার রাজাকার, আলবদার, আল সামস হল বাংলাদেশের কৃতি সন্তানদের হত্যা করে। তাদের সীমাহীন অত্যাচারে বহু মানুষ প্রাণ হারায়। বোনদের ইব্বত ভূলুন্তিত হয়। শিক্ষক, বুদ্ধিনীবী, সাহিত্যিক, ডান্ডারকে তারা নুশ্সেতারে হত্তা করে। পাক বাহিনীর এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডে মুক্তিবাহিনী আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা পাক হানার বাহিনীর দালাল নিধনে তৎপর হয়ে ওঠে এবং ঢাকার গেরিলা যোজারা আইয়ুব খানের কুর্থা দালাল প্রাক্তন গভর্নর মোনায়েম খানকে তার বাস্তবনে হত্যা করে। মুলে পাক হানানর বীক গেরিলা বাহিনীর প্রচও আঘাতে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে দুর্বল হয়ে পড়ে। অতঃপর ১৯৭১ স ১৬ ডিসেম্বর ইয়াহিয়ার জন্মান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এ কে নিয়াজী ৯৩ হাজার দৈনাসং ব বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জগজিৎ সিং অরোবার নিকট আত্মসমূর্ণণ করেন। অবশেষে এক সাধ্র রাজ বিনিময়ে বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন রাষ্ট্র হিনেবে স্থায়ী আসন লাভ করে।

মুক্তিমুদ্দের চেতনার স্বরূপ : অনেক রক্ত আর অসংখ্য জীবনের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের বার্থিনী বাঙালি জাতির জীবনে তাই খাধীনতার চেতনা যেমন গভীর, তেমনি ব্যাপক। দেশ খাধীন হজার তৎকালীন অস্থায়ী ব্যক্তিখন সৈয়ন নজমূল ইসলাম মুক্তিযুক্তর শহীদদের প্রতি প্রস্তা নিবেদন করাও বলেছিলেন, আমরা অভ্যন্ত শ্রন্ধার সাথে স্বরণ কর্মান্ত সেনৰ শহীদদের কথা, সেনৰ অসম সাংগী যোদ্ধাদের কথা, যারা ভালের আত্মধলিনানের জন্ম অনর হয়েছেন, ভারাই আমাদের প্রেরণার ভর থাকবেন চিককণ ৷ যে চেডনা ও সাহস নিয়ে সুভিযুদ্ধ হয়েছে বাংলাদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতিত সুভিযু

ক্ত মধার্থ প্রতিষ্ণুন এখনো ঘটেনি। বরং জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে আজ মিখ্যার মলিনতা বিদয়োন। স্ফল ্ল্যাদের সব গৌরবই যেন ঢেকে যেতে বসেছে। মানবিক মূল্যবোধ আজ প্রায় নিঃশেষিত ও বিপন্ন। জ্ঞাবস্থায় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, এত কটে অর্জিত এ স্বাধীনতা তথা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কতটুকু অট্ট ও ্রুত থাকবে, যার মাধ্যমে আমরা আমাদের আগামী প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানাতে পারক

🐠 : সংস্কৃতি হলো মানুষের আচার-আচরণের সমষ্টি। মানুষের জাগতিক নৈপণ্য ও কর্মকুশলতা. ঃ বিশ্বাস, আশা-আকাক্ষা, নৈতিকতা, রাজনীতি, ভাষা, কলা, মূল্যবোধ সবকিছুই সংস্কৃতির ার্ক্ত। সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজের মানুষের অর্জিত জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নীতি, নিয়ম, সংস্কার ও জন্যান্য কোনো বিষয়ে দক্ষতার সর্বাধিক সমাবেশ। মোতাহের হোসেন চৌধুরী বলেন, 'সংস্কৃতি মানে ল্লাভাবে, বিচিত্রভাবে বাঁচা। সংস্কৃতি সম্পর্কে এমারসন বলেন, 'সংস্কৃতিই খুলে দেয় সুন্দরের চেতনার জা ' সংস্কৃতি সম্পর্কে ম্যাপু আর্নন্ড-এর অভিমত হলো, 'সংস্কৃতি আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয় ক্ষর সর্বোতম জিনিসগুলোর সঙ্গে এবং সেই সঙ্গে মানুষের গৌরবময় ইতিহাসের সঙ্গে।' আবার লাটাজার গ্রাসিয়ান বলেন, 'মানুষ জন্মায় বর্বর হয়ে, সংস্কৃতিই তাকে করে সুসভা'। তবে সংস্কৃতি স্মাতকরণের কোনো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নেই, গতি নেই। এটি চলমান জীবনের প্রতিক্ষবি। এলাকাভিত্তিক ন্ধ ভিন্ততা পরিগক্ষিত হয়। একটা নির্দিষ্ট এলাকার মানুষের জীবন প্রণালী অর্থাৎ মানুষের দৈনন্দিন আচর-আচরণ, কাজকর্ম, পোশাক-পরিচ্ছদ, প্রচলিত লোককাহিনী, ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, ন্মা-চেতনা সবকিছুই সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে।

সংস্কৃতিক জীবনে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব : 'সংস্কৃতি' বলতে ওধু সূকুমার কলার চর্চা নয়, সংস্কৃতি হলো জাতির আত্মবিকাশ ও আত্মোপলব্লির এক প্রভাবশালী প্রতায়। বিভেদ যেখানে, সংস্কৃতি সেখানে েই। হিংসো যেখানে আছে, সেখানে সংস্কৃতি নেই। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির প্রোগান ছিল সুন্দরভাবে ীচার অধিকার, প্রাণের অধিকার, বাঁচার আন্দোলন। এ আন্দোলনের মূল ভিত্তি ছিল ভালোবাসা, লশকে ভালোবাসা, দেশের মানুষকে ভালোবাসা, দেশের আয়া-কৃষ্টি ও লালিত আচার-আচরণকে অলোবাসা। আমাদের সংস্কৃতি চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ এক বলিষ্ঠ প্রতায়ী অনুপ্রেরণা। মুক্তিযুদ্ধ আমাদেরকে আগ করতে শিখিয়েছে, বিভেদ ভূলে একতার জয়গান গাইতে অনুপ্রাণিত করেছে। আজ আমরা ক্রাট স্বাধীন ভূমি পেয়েছি। আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আজ যে জাগরণ এসেছে, তার মূলে রয়েছে ংই-এর অমর একুশ, আছে '৭১-এর মুক্তিযুক্ত। মুক্তিযুক্তর শিক্ষা আমাদের যে চেতনা, যে ত্যাগ, যে শিক্ষা দিয়ে সেছে, তার ওপরই গড়ে উঠেছে আমাদের বর্তমান সাংস্কৃতিক পরিমঞ্জ । সূতরাং আমাদের শান্তৃতিক জীবনে মুক্তিযুদ্ধের এক বিশেষ প্রভাব রয়েছে

ীসংহার : বাংলাদেশের মানুষের জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধের ত্তনা একটি বলিষ্ঠ চেতনা, আত্মপ্রতায়ের দৃঢ় উচ্চারণ। প্রখ্যাত চিন্তাবিদ মনীয়ী সৈয়দ ইসমাইল ^{মোসেন} সিরাজী লিখেছেন, 'আলোক ব্যতীত যেমন পৃথিবী জাগে না, স্রোত ব্যতীত যেমন নদী টেকে 🎙 স্বাধীনতা ব্যতীত তেমনি জাতি কখনো বাঁচিতে পারে না।' আমরাও সেই চিরন্তন সত্যের পথ অই ১৯৭১ সালে এক রকক্ষনী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জন করেছি আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা। ^{একিছু} সালের ঐতিহাসিক সেই মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল যে বোধ বা চেতনাকে কেন্দ্র করে তারই 🦥 মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বিনিদয়ে আমরা যে স্বাধীনতা অর্জন করেছি তাকে চির ক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে আবহমান কাল ধরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রেরণা যোগাবে এ জাতিকে, যা সংস্কৃতি ^{© জোর} ও বলিষ্ঠ প্রতায়ী অনুপ্রেরণা।



ব্রান্ত্রা 🚳 বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো পরিবর্তনে মুক্তিযুদ্ধ মক্তিয়ন্ধের চেতনার পটভূমিতে গণতান্ত্রিক সমাজ

ভমিকা - বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে একটি সগৌরব আসার অধিষ্ঠিত। ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা বিশ্বে মাতৃভূমির জন্য আত্মতাতার এক অনন্য দুষ্টান্ত। আধুনিক মারণাক্ত্রে সজ্জিত একটি দুর্বর্ষ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় নিরন্ত্র জনগণেত্র যে দর্বার সংখ্যাম সংঘটিত হয়েছিল তার কোনো তুলনা নেই। এ দেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের জীবনকে মরণের হাতে সমর্পণ করে যে দুর্জয় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল আর দেশের অগণিত মানত জীবনের ভয় তুম্ছ করে যেভাবে সহযোগিতা প্রদর্শন করেছিলেন তা বিশ্বের সংগ্রামের ইতিহাসে 🚓 অনন্য দষ্টান্ত হয়ে আছে। মুক্তিসেনাদের মধ্যে ছিল এ দেশের ছাত্র-জনতা, কৃষক, শ্রমিক সর্বত্তের মানুষ। তারা যে প্রতিরোধ করে তুলেছিল তাতে পরাজিত হয়ে এ দেশ থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল এক শক্তিশালী শোষক বাহিনীকে। এর পরিণামে এসেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা—হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ শতে উঠেছে স্বাধীন বাংলাদেশে নতুন সমাজ কাঠামো।

বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো পরিবর্তনে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব : বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো পরিবর্তনে মক্তিয়দ্ধের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নিচে বাংলাদেশের সমাজ কাঠায়ে পরিবর্তনে মক্তিয়দ্ধের প্রভাব বিশ্লেষণ করা হলো :

ক ইতিবাচক প্রভাব :

- ১. রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি : মুক্তিযুদ্ধের ফলে পাকিস্তান আমলের মৌলিক গণতন্ত্রের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হয়। জনগণ এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ফলে পূর্বের তলনায় অধিক রাজনৈতিক সচেতন হয়ে ওঠে। তাই স্থানীয় নির্বাচনে তরুণ নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটে। নেতৃত্বের পরিবর্তনের ফলে সমাজের শ্রেণী বিন্যাসেও পরিবর্তন সাধিত হয় মৌলিক গণতন্ত্র চালু হওয়ায় গ্রামে-গঞ্জে নতুন নতুন নেতার আবির্জব হয়, যারা সামাজিক উনুয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া রাজনীতির ক্ষেত্রে নারীরা এগিয়ে আসে তারা মেম্বার, চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।
- ২. শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধি : মুক্তিযুদ্ধের পর গ্রামীণ শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এতে জনগণ শিক্ষার প্রতি সচেতন হয়ে ওঠে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেলি পরিবর্তে বাংলাকে প্রাধান্য দেয়া হয়। অধিকাংশ গ্রামীণ এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাছে পাওয়ায় গ্রামের জনগণ তাদের ছেলেমেয়েদের ^{সূত্রে} পাঠায় এবং গ্রামের লোক শিক্ষিত হয়ে ওঠে। ফলে তারা দেশের উন্নয়নে ব্যাপক ভূ^{মিকা} বাখতে শুরু করে।
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি: স্বাধীনতার পর যান্ত্রিক সভ্যতা গ্রামবাংলাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। ফলে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সেচ ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ ব্যবহার, উন্নত যন্ত্রপার্তি

যান্ত্রিক চামারাদ পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয়। সার কীটনাশক ও সেচ ব্যবস্থার প্রসার হওয়ায ক্ষি উৎপাদন বহু গুণ বৃদ্ধি পায়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কৃষি ব্যবস্থায় আধুনিকতার ছাপ ফেলে। পর্ব বাংলার অর্থনীতি ছিল কমিনির্ভর। কিন্ত পাকিস্তান সরকার পর্ব পাকিস্তানের কষি ব্যবস্থার উন্তির ক্ষেত্রে কোনো ভ্রক্ষেপ করত না। অথচ তারা পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষক, অর্থনীতি শোষণ করে যাবতীয় ফসল ও অর্থ নিয়ে যেত। তাই স্বাধীনতার পর সরকার কৃষি ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি দেন। এর ফলে কৃষিতে দ্রুত উনুয়ন ঘটে। উৎপাদন ব্যবস্থায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার পথে এগিয়ে যায়।

- নেততের পরিবর্তন : মক্তিয়দ্ধোত্তর বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে নেততের পরিবর্তনের ফলে মানুষ শহরমুখী হতে থাকে। তারা গ্রামে উৎপাদিত কৃষিপণ্য শহরে রপ্তানি করতে গাকে এক শহরের শিল্পপণ গামে আমদানি করতে থাকে। ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি হয়। মুক্তিযুদ্ধের আগে বাংলাদেশের গ্রামীণ অবকাঠামো খুব একটা ভালো ছিল না। রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট ছিল না বললেই চলে। ফলে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই খারাপ ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর সরকার গ্রামীণ সমাজ কাঠামো উনয়নের জন্য খবই তৎপর হয়। ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে পার্থক্য অনেকটা কমে আসে।
- শিল্পায়ন : পশ্চিমা শাসনামলে এদেশে কাঁচামালের প্রাচুর্য থাকা সন্তেও সরকারের বৈরী নীতির ফলে এদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের পর এদেশের সরকারের ব্যাপক শিল্পনীতির ফলে শিল্পায়ন হচ্ছে। স্বাধীনতার পর দেখা গেছে সরকার গ্রামে-গঞ্জে কটিরশিল্প স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এতে ব্যাপক কর্মসংস্থান হয়। শিল্পায়নের পর গ্রামীণ অবকাসিয়োতে আবও ব্যাপক পরিবর্তন হয়।
- গ্রাম ও শহরে যোগাযোগ স্থাপন : মুক্তিযুদ্ধের ফলে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। উচ্চ শিক্ষা, চাকরি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, বিভিন্ন কাজ ইত্যাদি প্রয়োজনে মানুষ শহরমুখী হয়। ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এছাড়া বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় রাস্তাঘাটসহ বহু কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু স্বাধীনতার পর যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন হয়। রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, মিডিয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন হয়।
- ৭. গ্রামীণ এলাকায় আধনিকতার ছাপ : গ্রাম ও শহরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের ফলে গ্রামের চেহারা দিন দিন পাল্টাচ্ছে। গ্রামীণ জনগণ আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। স্বাধীনতার পূর্বে দেখা গেছে বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিবেশে আধুনিকতার কোনো ছাপই ছিল না। কারণ সেখানে ছিল না শিক্ষিত মানুষ, রেডিও, টেলিভিশন অথবা টেলিফোন ব্যবস্থা। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিবেশেও শহরের মতো আধুনিকতার ছাপ পড়েছে। সেখানে রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন ব্যবস্থা এবং শিক্ষিতের হার অত্যন্ত বেড়ে গেছে। ফলে আধুনিকতার ক্ষেত্রে গ্রাম্য পরিবেশও কম নয়।

- ৮. অবকাঠানোগত উন্নয়ন: মুক্তিমুক্তর তেতনা বাংলাদেশের অবকাঠানোগত উন্নয়নে বাগির ভূমিকা রাখে। স্বাধীনভাবের বাংলাদেশে বিভিন্ন সামাজিক সমন্যা সমাধানের জন্য প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা লেখা দেয়। একে করে পরে ও প্রাম উভঃ জামাগার প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপনের জন্য অবকাঠানোর পরিবর্তন হছে।
- ৯. নতুন নতুন প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপন: মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জনগণের চাহিনা ও প্রয়োজনীয়তা বহুতথে বাডিয়ে সেয়। ফলে স্থাপিত হয় নতুন নতুন বিভিন্ন প্রশাসনিক কেন্দ্র। এ প্রশাসনিক ব্যবস্থা স্থাপিত হওয়ায় জনগণ রান্ত্রের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সহত্তেই ভোগ করতে পারে। জনগণ রান্ত্রের কাঠামো সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝতে পারে।
- ১০. শহরায়ন: মুক্তিমুদ্ধের চেতনার একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব হলো শহরায়ন। শিচায়ন্তে ফলে প্রয়োজনীয় লোকের য়োগান দিতে প্রামীণ জনগণ শহরে ভিড় জমাজে। এতে কর শহরের আয়তন বাড়ানোর প্রয়োজন হয় এবং শহর সংলগ্ন গ্রামত শহরে পরিণত হয়।
- ১১. পরিবার ব্যবস্থায় ভাষদ : মুজিযুদ্ধের চেতনা বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে যে বিবরে ব্যাপক পরিবর্জন হয় তা হলো পরিবার ব্যবস্থা। এক সময় সমাজে যৌথ পরিবার বাবস্থা ছিল। কিন্তু সমাজের গোকজন শিকানশিকা, চাকরি ও কাজের সম্পান পরসূর্য হাজা আগকর পরিবার ব্যবস্থা আরু বেট। একন পরিবার ব্যবস্থা আরু বিশ্বর কার্যন্ত করে। বাবস্থা করে। করিবার ব্যবস্থা আরু বাবস্থা করে। করিবার বাবস্থা পরিবার বাবস্থা পরিবার বাবস্থা পর বাবস্থা করে। করে করে মানুল নে বাবি পরিবার বাবস্থা পরে রাখতে পরতা না। ভারণ চকরি বা অব্য ক্রেনে করেশে মানুল নে বাবি পরিবার বাবস্থা পরে রাখতে পরতা না। ভারণ চকরি বা অব্য ক্রেনে করেশে মানুল এক ভারণা হতে অব্য ভারণায় ছালারর হছে। খুলা একক পরিবার বাতিত হছে।
- ১২. নারীদের অবস্থান: এমিণ নারীদের ব্যাপক পরিবর্তন আনে মুক্তিমুদ্ধের চেতনা। এক সর এামের নারীরা ঘরের বাইতে কাজ করতে পারত না। তারা ঘরের কাজে আবদ্ধ থাকত এবং শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্রতে তারা পিছিয়ে ছিল। কিছু স্বাধীনভার পর বাংলানেশের আইন নারীদের ব্যাপক পরিবর্তন হয়। তারা শিক্ষা-দীক্ষার এলিয়ে যায় এবং চাকরি-বার্থর ক্ষেত্রে জারামা করে নাম।
- ১৪. তারুণোর দেশপ্রেম চেতনা : মুক্তিযুক্তর চেতনা স্বাধীন বাংলাদেশের ত্রুঞ্জানরর দেশপ্রেম দব উল্লায়ে নব জয়াত চেতনায় ব্যাপকজবে উল্লিখিক করেছে। এই করি স্বাধীনভাবিরাধীদের সর্বেচ শান্তির দার্থিত বিভিন্ন আব্দেশন, সমাবেশ ও অদানর করেছে। বাংলা বাহা । যার বাহব উল্লেখন হিন্তিত মুক্তাশারী কালের মান্তার বিভিন্ন স্থানিত। বাংলা করিছ করেছে। বাংলা বাহার বিভিন্ন স্থানিত। বাংলা বাহার বাহার বাহার করিছ করেছে। বাহার বাহার

নিতিবাচক প্রভাব :

- রাজনীতির উপর অনাত্ম: বাংলাদেশ যাখীন হওয়ার পরপরই ফুরাপরাধীদের ক্ষমা করে দেয় রঙ্গরকু পেশ মৃতিরুর রহমান। ফল্রুভিডিডে জুলিও কুরি পার্ডি পাদক পার। কিছু মৃতিসুক্ষের চেতনায় উল্লাচিত মানুক্ষর ওপর এর মারাধৃক প্রভাব পড়ে। অনাদিকে বাম মুক্তিযোজানের ওপর চলে নির্ম নিশীচন। ফলে মানুক আত্ম হারাতে থাকে রাজনীতির ওপর। যুখুপুরণের বার্থতা অচিরেই প্রকটতা পায়।
- জ্ঞাবর মূর্ভিক ও বিশুক্তার অবস্থা : বাবীনতার মাত্র ও বছরের মাধার দানা অনিমে,
 মূর্মাতি ও ভবুর অব্দ্রীভিতে কেন্দ্র করে দেখা দেয় ভ্যাবর মূর্ভিক । মূর্ভিকের চরম অবহা
 মোহাবেলার হাক্ষ্যে দেশ-বিদেশ থেকে উপায়ুক আগ আদার পরও তা সরার কাছে না
 পৌছানো মানুষকে অব্বিরভার ফেলে দেয়। ফলে মূর্ভিমূছের ফেলনা চুলুন্টিত হয়।
- ্ধ রাজনৈতিক হত্যাকাও : বাধীনভার পর কমতার মোহ ও লোভের বশবর্তী হয়ে মুক্তিযুক্তর
 চ্রেডনাকে অবজা বরে কিছু উচ্চজন সামারিক অফিনার ও উর্ম্বেচন কর্মকর্তার বালাদেশে
 রাজনৈতিক হত্যাকারের রাজনিতি কার করে। ফলে সংঘটিত হয় ১৯৭৫ সালের ১৫
 আপান্ট এর মতে ভয়াবহে রাজনৈতিক হত্যাকাও। এতে শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে
 নিহত হন। এ রাজনৈতিক হত্যাকাও আরো একটি বড় বকমের ধাজা দেয় সাধারণ মানুদের
 ক্রিনে। এরপর বার বার সামরিক শাসনের করলে পড়ে বাংলাদেশের সাধারণ মানুদের
 পর্যন্তর অঠ।
- ৪. মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধা দশ্ব: মুক্তিযুক্তর চেতনাকে থিরে বার্থীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে জঞ্চ হয় মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধা ঘশ্ব। মুক্তিযোদ্ধারা চাকরি, শিক্ষা সর্বক্ষেত্রে মমুক্তিযোদ্ধানের তুলনায় মুবাগ-সুবীর বেলি পার্ত্তায় ও মুক্ত রক্তার বারেপ করে । এতে করে উভাগপকের মানে এক ক্রকার চাপা ক্ষোভ বা রায়ুমুদ্ধ বিরাজমান।
- . স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ যন্ত্র: প্রাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ যন্ত্র প্রাধীনতার পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত ক্রমে আকার ধাবন করেছে। মুক্তিমুক্তর চেতনার বিশ্বাসী বাকিকর্গ বাদীনতার পক্ষ আর বাকিবা প্রাধীনতার বিপক্ষ শক্তি। এ যন্ত্রক কেন্দ্র করে আজকান্য প্রায়পই হরতান, জন্তন্ত্র, জ্বালা-প্রশাস্থাত এর মত সহিংস কর্মকান্য লক্ষ্য করা মায়।

আৰু : স্বাধীনতা পূৰ্ব বাংগাদেশের আমীণ পরিবেশ ছিল এক অককার অমানিশায় ভূবে, ছিল না ব্যৱহা ছিল না আধুনিকতার কোনো ছাপ। কিন্তু স্বাধীনতার পর সুক্তব্যুক্তর চেতনা বাংগাদেশের বীমান কাঠানোতে ব্যাপক পরিবর্তন আনে। বাংগাদিতার পর সুকরের আমীণ অবকাঠানো কাক্ষর জন্যা নাম বাংলার কর্মপূর্ট হাতে কো। বাংগাদিতাই ছুল, কলেন্ত বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে আক্রমান শিক্ষিত হয়ে চাকরি-বাংকরি প্রতৃতি ক্ষেত্রে নির্মোজিত হয় এবং আমীণ কুসংস্কার, ইত্যাধি রহিত হয়। আমীণ নারীরা শিক্ষা সচেতন হয়েছে। আমীণ নোরেদের উচ্চ শিক্ষায় কারা লাক্ষেত্র আমালাক্ষা ছালশ প্রতি পর্যন্ত মেনোদের অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবহা চালু করা বাংগাদিকার কোনার আমালাক্ষাকে পথে এগিয়ে নিয়ে এলেন্তে এবং সে চেতনাই এ

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য



বার্লা (৪৪) বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা : সমস্যা ও সমাধান

ভূমিকা : শিক্ষাই জাতির মেরুদ্রও। পৃথিবীর যে জাতি যতো বেশি শিক্ষিত সে জাতি ততো বেশি উন্নত। শিক্ষাই পারে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গুণাবলির বিকাশ ঘটিয়ে প্রকৃত মানুষ তথা সুনাগরিক হিসেবে গত্তে ভুলতে। আর এ জন্য চাই মানসন্মত ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা। কারণ মানসন্মত শিক্ষা ব্যবহুর মাধ্যমেই আমরা কেবল শিক্ষার ভালো মান আশা করতে পারি।

বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা : বর্তমান ফুগ বিশ্বায়নের ফুগ। এ যুগে পৃথিবী তথ্য ও গ্রুট্টি নির্ভর। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সভিয় যে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রযুক্তি নির্ভর বা কারিগরি মাধ্যস্থ নয়। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। যেমন—

- ক, বাংলা মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্তা
- খ, ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা
- গ, মাদ্রাসা মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা— ১. আলীয়া মাদ্রাসা ও ২. কণ্ডমী মাদ্রাসা।

পক্ষান্তরে, আমরা যদি উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখব দেখানে একফুৰী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত। আর আমাদের দেশে হরেক রকম শিক্ষা ব্যবস্থা। যার কারণে, আমাদে শিক্ষাব্যবস্থা নানা সমস্যায় জর্জীরত।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা ও অসঙ্গতি : বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে এ পর্যন্ত অনেক আলালা হয়েছে এবং শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রায়ই বিতর্ক দেখা দেয়। তবে সার্বিকভাবে দেশের প্রচ শিক্ষাব্যবস্থাকে পর্যালোচনা করলে এতে অসংখ্য সমস্যা ও অসঙ্গতি চোৰে পড়ে। আর এ কারণে অব্যাহত প্রচেষ্টা আর কর্মসূচির পরও আমরা শিক্ষায় কাঞ্চিত লক্ষ্যে পৌছতে পারছি না। দেশের তৃতীয়াংশ লোক এখনো নিরক্ষর। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চতর শিক্ষা পর্যন্ত প্রতিটি স্তরেই শিক্ষার নী পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনাসহ সকল ক্ষেত্রে রয়েছে অসংখ্য সমস্যা আর অসঙ্গতি। তাহাড়া সর্কর্ একমুখী মাধ্যমিক শিক্ষা চালুর সিদ্ধান্ত দেয়ায় এ নিয়েও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। নিচে বর্তমান বাংলাসে শিক্ষাব্যবস্থার কতিপয় সমস্যা ও এর সমাধান সম্পর্কে একটি নাতিদীর্থ আলোচনা করা হলো :

 প্রাথমিক স্তরে সমস্যা ও অসঙ্গতি; যে কোনো জাতির শিক্ষাব্যবস্থার মুলভিত্তি হলো শিত্রশি শিওদের যদি যথায়থ নীতি ও পদ্ধতির আলোকে শিক্ষাদানের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে জাতি অবশ্যই লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হবে। এক্ষেত্রে জার্মানি, জাপান দেশের কথা প্রণিধানযোগ্য । কিন্তু পরিভাপের বিষয়, আমাদের দেশের শিতশিকার নীতি, ° কৌশল ও ব্যবস্থাপনাসহ সকল ক্ষেত্রেই অত্যন্ত বিশৃঞ্চল অবস্থা বিরাজ করছে।

দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকের অভাব, জরাজীর্ণ বিদ্যালয় ভবন, শিক্ষকদের ক্রাসীনতা, পাঠ্যবইয়ের সংকটসহ অজস সমস্যা লেগেই আছে। আবার কিভারগার্টেনের নামে জলে যে বিপুল সংখ্যক ন্ধল গজিয়েছে এগুলোর সিলেবাস, শিক্ষকদের যোগাতা প্রভৃতি আদৌ আনসমত ও শিতশিক্ষার উপযোগী কি-না তা খতিয়ে দেখার যেন কেউ নেই। তাছাড়া শহর লোকায় যে সকল ইংলিশ মিডিয়াম স্থল গজিয়ে উঠেছে এগুলো অল্প বয়সে শিশুদের অতিমাত্রায় আনদানের যে অপচেষ্টা চালাছে তা অনেক ক্ষেত্রেই হিতে বিপরীত হয়ে দেখা দিছে। কেননা ক্রিরা প্রথম অবস্তায় যাই শেখানো হয় তাই শেখে। তাই বলে পর্যায়ক্রমে না এগিয়ে প্রথমে যদি আনেরকে অতিমাত্রায় চাপ দেয়া হয় তাহলে এ চাপ এক পর্যায় তানের জন্য অসহনীয় হয়ে পডে। তথন শিহুটি শিক্ষার মূল দৌড থেকেই ছিটকে পড়ে। তথন বাংলা কিংবা ইংরেজি কোনো গ্লাধ্যমেই সে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না। সূতরাং সমন্তিত শিত শিক্ষানীতি না থাকায় শিতরা জিন ভিন্ন শিক্ষা, বিশ্বাস ও যোগ্যতায় বড় হচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদে জাতীয় ঐক্য ও দৃষ্টিভঙ্গির নিকাশকেও বাধার্যন্ত করছে।

গাঠাসচির সমন্তরহীনতা : শিক্ষা একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্রনিষ্টি সিলেবাস অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করা হয়। এতে শিশু থেকে উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত লতিটি পর্যায়ে শিক্ষার্থীর মননশীলতা, জাতীয় অগ্রাধিকার ও সময়ের প্রেক্ষিত বিবেচনায় সিলেবাস

বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষা সংশিষ্ট বিধান

খবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা।

- (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য.
 - (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথায়থ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা-প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য,
- (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দুর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
- র্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য। 🖖। (১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।
 - (২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।
 - (৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী, পুরুষভেদ বা জনুস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন শাগরিককে কোনরাপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

বিদ্ধি স্বাধীনতা।

। (२) কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজম্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে ব্দিন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।

প্ৰদান করতে হয়। বিজু আমাদের দেশে দিকেবাদ প্রদায়নে আনরা এখনো উপনির্বেশিকতার বুল থেকে বেরিয়ে আসতে পারিছি না। আমাদের দিবদের বিশেষ করে ইংরেজি মাধ্যম এন কিভারগার্টেট পুরুর একবো পদিমানা ক্রাহিনী পড়ানো হয়। আমাদের জাতীয় ইতিহাস, প্রকৃত্ত আর বিশ্বাদের বিষয়সমূহ সেখানে খুব কম করত্ব পায়। রাজনৈতিক বিশ্বাস ও দলীয় দৃষ্টিতক্ত, বাইজক্ত আমাদের শিক্তর মজিজকেও নানভাবে বিকারহাত করছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যহিক পর্যায়েও কম দাস্বাদ্যার প্রকৃতিক করা হছে। শিক্ষাব্রীদের কাছে জাতির ইতিহাস-মাতির ক্র বিশ্বাদের কোনো সমন্তিত কম পুরুরণ ধরা মাতে না। ফলে এরা এক ধরনের বিধানপুর্ব ভার অপা দৃষ্টিগুলি নির্মেই বত্ব হছেে, যা জাতীয় সংযতি ও উন্নৃতির সমন্তিও প্রচেটাকে ভারুল করার খের সঞ্জ প্রবিক্রণ পাদন্য করছে।

সাশ্রতিক সময়ে অবশ্য ইংরেজির এতি বেশ শুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। কিন্তু অত্যান্ত অইকার্যনিকারে
ছট করেই নবম-দাম এবং জিক মাধানিক পর্বামির Commiscative English চাত্যু করা হয়েছে। Commiscative English চাত্যু করার আবশাকতা হয়েছে কিন্তু যে শিক্তার্থ আশোভাবে ইংরেজি গড়তেই পারে না তার জন্য সম্পূর্ণ নতুন এ পদ্ধতিব সাবে খাপ খালাক পুবই করিন। প্রাথমিক জর খেকে ক্রমে এ বাবস্থার সম্প্রেপাকণ করা হলে শিক্ষার্থনা নিজেন প্রস্তুত্ব করার স্থানাপ কে।

তাছাড়া Communicative system-এ ইংরেজি পঞ্চানোর আরেকটি সমস্যা হলো, ইউপুর্ব যারা ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছেন তারা সকলেই ইংরেজি সাহিত্যে জোর নিজ্ঞা Communicative English পড়ানোর উপযোগী কোর্স আমালের বিশ্ববিদ্যালয়তলোতে ছিল ন। যালিও সম্প্রতি করেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে নমুন কোর্স চালা হয়েছে। তাই স্থল, কলেন্ত এবং বিশ্ববিদ্যালয়েকে শিক্ষকরা এ বিষয়ে যথাবাখভাবে পাঠানা করতে পাবছেন না।

সাম্প্রতিক সময়ের আরেকটি সমস্যা হলো, ঘন ঘন সিলেবাস পরিবর্তন করে শিকাববর্তী মৌশিক পরিবর্তনের চেষ্টা করা হলেও যোগ্য ও বিষয়তিকিক শিককের অভাবে ভা ফলান্ত্র হা না। এরপ জটিশতার অন্যতম উদাহরণ হলো Communicative English চালু।

হাণ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের স্বস্থাতা : শিক্ষার্থীর শিক্ষা এহণের বিষয়টি বহুলাংশে শিক্ষকের জ্যোগার, অভিজ্ঞতা আর আর্থিকভার ওপর নির্ভ্ত করে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আমাদের স্থানার শিক্ষক নাজ ক্ষেত্রতা তালের আ্রান্ডনী ছরিবাল পালনে বার্থ। এ বার্থারতা শেহার আনক রার্বার্থার থাকণেও অন্যতম করেল শিক্ষকদের হোগাতার অভাব। বিশেষ করে বেসরকারি কলেন্ড ও ক্ষান্তলানেত যে নিয়োগ পানিত রার্বার্থার অবদেক অযোগ্য গোলক ভোলেন্দা, স্বজনার্থার, আজ্ঞাকিক প্রভাব-প্রতিপত্তির বাল শিক্ষক হিসেবে নিয়োগা শাছে। খানাদিক ক্রমায় শিক্ষকতা স্থানাকালক বলে বিবেটিত হলেও বর্ত্মানে বার্থার মেধারী ছাত্রদের আর্যার হার্যা পাছে। নিক্ষকদের যে নেতন ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা তাতে যোগারী গোলকদের এর প্রতি আয়ার যাধানাই

মাজ্য প্রশংগতা: "পরীক্ষার নাকন্য আমানেন শিক্ষবেশ্বর আরেনাটি দুরারোগা রাখি। এ ব্যাবির
থানে ছাত্র-শিক্ষ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ জাতি অধ্যপতনের নিকে যাছে। কর্মানের এ নাজুক
জান্ত্বা একদিনে সৃষ্টি হয়নি। শিক্ষা কেন্দ্রের নানা অব্যবস্থাপনা আর রাজনীতির দুইচক্ত এ বায়াছিক
জ্বারোগা রাখিতে রূপ দিরেছে। সাটিসিকেটসর্বর শিক্ষার প্রতি অভিভাবক ও ছারাজ্যীনের
স্কর্বকার মৃষ্টক নাকন্যর রাক্ষবার জবলা দারী। পালাপানি রাজনীতির কথাকার এছেনে
রিরাচিভাবে দার্মী। এক্ষেত্রের স্বাক্ষরকার জবলা স্বাধী পালাপানি রাজনীতিক লেভালের
রেন্ধার ভারতে মার্কারকে প্রশাসনের বিকছে, বা রাজনৈতিক লেভালের
রেন্ধার স্কর্বার বাংলাগের বিকল্পে
রাজনা মতারি পালাক্ষার কলা প্রতিরোধ্য সরকার আপানার বেশ কটোর
স্কর্বার্যকর প্রবিশ্বর বিকল্পে এবং পালাক্ষার প্রশাসনার বিকল্পে
রাজনার মতার প্রবিশ্বর বিকলিক প্রশাসনার বিকল্পে
রাজনিক্ষার স্বাধী বিকলিক
স্কর্বার প্রতিরোধ্যার স্বাধী সমাক্ষার বিকলিক
রাজনিক্ষার স্বাধী বিকলিক
স্বাধী বিকলিক
স্বাধী বিকলিক
স্বাধী বিকলিক
স্বাধী বিকলিক
স্কর্বার বিকলিক
স্বাধী বিকলিক
স্

এবনকাৰী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অসাহতি : উচ্চ শিক্ষার এসারে পূথিবী ভূড়েই ইনানীং কানকাৰী উদ্যাগে শিববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তোহুতোড় লক্ষ্য কৰা যাছে। এ ধারার বাংলাগেশেও কাইৰ সপ্তরে কাইতে প্রতিপার সেকরারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কাইনানে কোনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপ্ততার । কিছু ইনানীং এ সকলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপ্ততার, অবকাঠায়েগাত সুযোগ-সুবিধা ও ইন্যাজানের অবলবস্থাপনা, যোগাতা ও বিশ্বাসযোগেল নিয়ে প্রস্থু উঠছে। কেননা আমানের মতে কানতার কানতার অবলবস্থাপনা, যোগাতা ও বিশ্বসাযোগেল নিয়ে প্রস্থু উঠকে। কেননা আমানের মতে কানতার অবলব প্রশান অবল আই বালা মধ্যাবিত্র ও নিমারিত্র প্রেশ্বর শিক্ষাবিদ্যালয়ের থাকা সত্তের শিক্ষার কানতার কানতার কানতার কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের মান আর্জনের জন্য আছার। বিশ্ববিদ্যালয়ের মান আর্জনের জন্য আছার। কানতার কানতার কানতার কানতার কানতার কানতার কানতার কানতার কানতার অবলব কানতার আনা আর্কার অবলঠায়েন নিয় । আছার শিক্ষাবিদ্যালয়ের বাট থেকে উদ্যোভবার যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবলব কানতার কানতা

ক্ষান্ত কের স্বস্কৃতা : প্রয়োজনীর বই তথা পাঠাপুন্তকের সংকট আমাদের শিকাকেত্রে জন্যতম
ক্ষানা : প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণীর যে সকল বই বার্ডে নিয়ন্ত্রণ করে সেতাগের নিমান,
ক্ষানার বিত্তবার না হত্যা ইত্যানি সমানা প্রতি করেই কোখা যায়। তবে বর্তমান সকরকার
ক্ষানিক শ্রেণীর মাতা মাধ্যমিক শ্রেণীর বইত বিনামূল্যে বিত্তবা করেছে এবং বন্ধরের তক্ততেই
ক্ষান্ত্রীয়ের হাতে বই পৌছে দেয়ার সামল্য দেখিবছেছে। অনাদিকে মাতৃভাষার মাধ্যমে
ক্ষান্ত্রীয়ের বাতে বিত্তবার ক্ষান্তর বালোর মান্ত্রনার ক্ষান্তর বালার মান্ত্রনার বালার সামন্ত্রনার বালার মান্ত্রনার বালার মান্ত্রনার বালার সামন্ত্রনার বালার মান্ত্রনার বালার বালার মান্ত্রনার বালার মান্ত্রনার বালার বাল

শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক মান উন্নয়নে করণীয় : শিক্ষার উনুতি ও উনুয়নে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও প্রভা সময়ে বন্ত শিক্ষা কমিশন গঠন হলেও প্রকতার্থে শিক্ষার উনুয়ন হয়নি। তথাপি প্রচেষ্টা থেমে প্রতিটি সরকারই আপন আপন দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা-চেতনার আলোকে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। 🔊 বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণ এবং উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি :

- ১ প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত সিলেবাসের ক্ষেত্রে সমন্ত্র সাধন জরুর । বিশেষ করে ইংক্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে তা অত্যাবশ্যক। হঠাৎ করে এসএসসি কিংবা এইচএসসি পর্যায়ে উনুত সিলেবাস প্রচাত করলেও তা ছাত্রছাত্রীরা কার্যকরভাবে গ্রহণ করতে পারছে কিনা সে বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হার।
- ১ দেশে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার সমন্ত্র সাধন অত্যাবশ্যক। বিশেষ 🗪 সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে কিন্তারগার্টেন ও মদ্রোসা শিক্ষার সমন্তর সাধন ভক্তরি
- প্রাথমিক পর্যায় থেকেই ইংরেজি শিক্ষার ওপর জোর দেয়া আবশ্যক। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনাকে বাধ্যতামূলক করা উচিত।
- পরীক্ষায় নকল বয়ের জন্য প্রথমেই ব্রুল-কলেজগুলোতে বিনা-নকলে পাস করার উপয়োগ্র পড়াশোনা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা আবশ্যক। নতুবা নকল বন্ধ করে পাসের হার কমাত্র যাবে, শিক্ষার মান বাড়ানো যাবে না। আর শিক্ষার মান বাড়াতে না পারলে নকল প্রতিরোজ কোনো প্রচেষ্টাই কাক্তে আসবে না।
- পক্ষকদের যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা আবশ্যক। শিক্ষকদের যথায়থ প্রশিক্ষণ দিতে না পারলে যত ভালো সিলেবাসই হোক না কেন তা ফলপ্রস হবে না।
- বেসবকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার মান নিরূপণ ও বজায় রাখার জনা সরকারের আরো দ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষাকে বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে যথেচ্ছা বেচাকেনা করার স্থোগ দেয়া অনৈতিক। এক্ষেত্রে মেধার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক কোটা পুরণের বিধান করে দেয়া হৈতে পারে যেখানে মেধাবীরা বিশেষ সুযোগ-সুবিধায় পড়ার সুযোগ পাবে।

উপসংহার : আমাদের জাতিকে শিক্ষিত করে একটি উন্নত জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে হলে অবশ্যই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। সচেতনতা ছাড়া কেবল পৃষ্ঠগোষ্ক্র দিয়ে জাতির উনতি সম্ভব নয়।





বারো (৪৭) সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা : পরিকল্পনা ও সাফল্য

[২৭তম; ২৪তম; ২৩তম বিসিএস]

ভূমিকা : প্রত্যেক দেশেই জাতীয় আশা-আকাঞ্জা এবং আদর্শের প্রতিফলন ঘটে প্রাথমিক শি^{জায়}। প্রাথমিক শিক্ষা যে দেশে যত সুষ্ঠূভাবে দেয়া হয় সে দেশ তত বেশি উন্নত। প্রাথমিক শিক্ষার ভি দুর্বল হলে ব্যক্তির জীবনে তো বটেই, জাতীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উনুয়নের ওপরও ক্ষতিকর প্রভাব অপরিসীম। তাই দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সবার জন্য মানসমত প্রাথমিক শি^{ত্র} নিশ্চিত করা দরকার। বাংলাদেশ সরকার আশির দশকে এর গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করেছে। এজন্য সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি ও পরিকল্পনা ^{এই} করেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে কাচ্চ্চিত সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়নি। তাই দেশের সা উনুয়নের স্বার্থে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যমান সমস্যাসমূহ দূর করে এর মানোনুয়ন করা জরুরি।

প্রোদ প্রাথমিক শিক্ষা : আমাদের দেশে সর্বজনীন শিক্ষা বলতে মৌলিক শিক্ষাকে বোঝায় যা প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে দেয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথম স্তর। প্রাথমিক ্রাধান্ত লক্ষ্য দুটি : ১. মানসম্বত মৌলিক বা বুনিয়াদি শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, ২. শিক্ষাব্যবস্থার পরবর্তী প্রবশের জন্য যোগ্যতা অর্জন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্য ১৯৭২ সালে গৃহীত সংবিধানে সর্বজনীন শিক্ষা প্রবর্তনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। এতে বলা হয় :

ক্রুই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্বারিত স্তর ্দ্র সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দানের জন্য; খ. সমাজের প্রয়োজনের ক্রিক শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথায়থ ক্রমপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য; গ. আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্রক্সতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"

্রক্ষরতা দুর করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন নিরক্ষরতার উৎসমূল বন্ধ করা অর্থাৎ মানসম্বত সর্বজনীন ক্রিক শিক্ষা কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন। অবশ্য একই সাথে প্রয়োজন নিরক্ষর থেকে যাওয়া শিশু প্রসার-কিশোরী ও বয়ঙ্কদের জন্য ব্যবহারিক সাক্ষরতা কর্মসূচি ও অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচির সম্ভল ক্রেরামন। বাংলাদেশে ৬-১০ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসচি ভরু ন্ত্র ১৯৮০ সনে অর্থাৎ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৮০-১৯৮৫) সূচনালগ্নে। এই কর্মসচির ক্রেরায়ন তিন দশকের অধিক সময় ধরে চলে আসছে। কিন্তু গণদারিদ্রা ও গণনিরক্ষরতার মতো আমায়ে নিমজ্জিত বাংলাদেশে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন একটি দুরূহ ও সময়সাপেক কাজ।

এখমিক শিক্ষার গুরুত্ত্ব : এ কথা সর্বজনবিদিত যে, আমাদের জাতীয় জীবনের সকল সমস্যা, সংকট ও দুর্নশার মূল উৎস নিরক্ষরতা। এই অভিশাপ থেকে যদি আপামর জনসাধারণকে মুক্ত করা ফেত বছলে বর্তমানে জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থাৎ কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, সমাজসেবা, ন্যবাম ইত্যাদি জাতিগঠনমূলক সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টাই সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠত। আমাদের ব্যক্তিগত, নমজিক, অর্প্টনতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের অধিকাংশ সমস্যা বা সংকট শিক্ষিত জনগোঠীর দ্বারাই শীখান কৰা সমূৰ হতে।।

গ্রামিক শিক্ষার উপযোগিতা : সাম্প্রতিককালে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, প্রাথমিক শিক্ষা ১४ প্রতিটি শিক্ত মানবিক গুণাবলী অর্জনের জন্যই প্রয়োজন নয়, প্রাথমিক শিক্ষা একটি দেশের সামাজিক ও স্থাতিক অগ্নগতির জন্যও আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। প্রাথমিক শিক্ষা শুধু মানুষকে সাক্ষরতা এই ভাষা ও শিতের দক্ষতা দেয় না, সেই সঙ্গে তার বিচারবৃদ্ধির বিকাশ ঘটায়, মাঠে-ময়দানে, কল-কারখানায় ির্মদের কর্মদক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ায়, মানুষকে উদ্যমশীল করে এবং জীবনের নান নৌলিক িইদা যথা পৃষ্টি, অশেয়, পোশাক, স্বাস্থ্য এসব মেটাবার ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে।

অবাহকের এক সমীক্ষায় পাওয়া যায়, প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত একজন ব্যক্তির খায়, প্রাথমিক ্রীনার শিক্ষিত নন এমন একজন ব্যক্তির তুলনায় ৫২.৬ শতাংশ বেশি। তেমনিভাবে মাধ্যহিত শিক্ষায় জ্জিত একজন ব্যক্তির আয় একই স্তরের শিক্ষায় শিক্ষিত নন এমন ব্যক্তির চেয়ে ৭.২ শতাশ বেশি। ^{আৰু} একজন স্নাতক ডিগ্ৰিধারীর আয় বেড়ে যায় ১৬.২ শতাংশ। এ ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষিত শক্তন নারীর আয় বৃদ্ধির পরিমাণ ৯২.২৫ শতাংশ। কাজেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যও বিশ্বিক শিক্ষার উপযোগিতা সবচেয়ে বেশি।

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : গতিশীল সামাজিক জীবনের চাহিদা এবং সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও বান্তবায়নের প্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও সাধারণ উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করা ১৮ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পটভূমির প্রেক্ষিতে নিচে বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ প্রাথমিক শিক্ষা জন্য চিহ্নিত করা হয় :

- ১. শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আপ্রাহতায়ালার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা যেন 🚜 বিশ্বাস তার সমগ্র চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে।
- ২. সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার প্রতি পূর্ণ আস্তা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর আধ্যাত্মিক, সামাত্রিক ও নৈতিক মৃল্যবোধ জাগিয়ে তোলা
- পারম্পরিক সমঝোতা এবং সকলের প্রতি শ্রন্ধার মনোভাব সৃষ্টি করা।
- কায়িক শ্রমের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং শ্রমজীবী মানুদের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করা।
- পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীকে তার অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।
- সনাগরিক হিসেবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়/প্রতিষ্ঠানে কার্যকর অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীকে অধিকর অর্জনে এবং কর্তব্য ও দায়িত সম্পাদনে প্রশিক্ষণ দেয়া।
- ৭. দেশপ্রেমের চেতনায় উত্তক্ষ করে তোলা।
- b. জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান দান করা এবং এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলা
- ৯. শিক্ষার্থীর শারীরিক বিকাশে সহায়তা করা এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের অভ্যাস ও মনোভাব গতে তলতে সাহায্য করা।
- ১০. ভাষা, সংখ্যাজ্ঞান ও হিসাব সম্পর্কিত মৌলিক দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা।
- ১১. শিক্ষার্থীদের মনে বিশ্বস্রাতৃত্ব এবং আন্তর্জাতিকতাবোধ জাগিয়ে তোলা।
- ১১ বিদেশী ভাষা হিসেবে ইংরেজির প্রাথমিক দক্ষতা অর্জন এবং ব্যবহারে সহায়তা করা

প্রাথমিক স্তরের পাঠাবিষয় : প্রাথমিক শিক্ষার উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহকে বাস্তবে রুপায়িত করার জন্য যেসব বিষয়াবলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য নির্বাচন করা হয়েছে সে^{ত্রা} হলো : মাতৃভাষা (বাংলা), ইংরেজি, গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ উ বিজ্ঞান), ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান) শরীরচর্চা, চারু ও কারুকলা ^{এক} সঙ্গীত। শিক্ষার্থীরা যাবা যে ধর্মাবলম্বী তারা সেই ধর্ম বিষয়ে অধ্যয়ন করবে।

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সরকার গৃহীত কার্যক্রম : প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে এবং সম্প্রসায়ত সরকারের উদ্দেশ্য ছিল নতন স্কল প্রতিষ্ঠা করা, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শেণীকক বাড়ালো, 🔻 পুনর্নির্মাণ, মেরামত, রেজিন্টার্ড বেসরকারি স্থুলের উন্নয়ন, স্যাটেলাইট স্থল নির্মাণ, শিক্ষার বিনিমটি খাদ্য কর্মসূচি চালু রাখা এবং উপজেলা রিসোর্স সেন্টার নামে নতুন প্রতিষ্ঠান চাল করা। এ স^{মর্চ} প্রাথমিক শিক্ষা উনুয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার ও উনুয়ন সহযোগী বিভিন্ন ^{সংখ্} মেন— ADB, World Bank, DFID, UNICEF, IDA, SIDA, USAID & IDB সম্মিলিতভাবে কাজ করে। প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তৎকালীন সরকার ২০০২ ^{সাটে} ADB-এর আর্থিক সহায়তায় পরবর্তী ছয় বছরের জন্য এক নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন ^{করে ।}

কল্পনা 'প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রোগ্রাম দুই' (PEDP-II) নামে পরিচিত। PEDP II-এর প্রধান জা ছিল সরকারের শিক্ষানীতি, সবার জন্য শিক্ষা ও অন্যান্য প্রতিশৃতি অন্যায়ী প্রাথমিক শিক্ষায অর্থা ভর্তি, পাঁচ বছর শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে থাকা, প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করা এবং শিক্ষার ত্র প্রক্রার মানোনুয়নে সহায়তা করা।

- অর্থ্রপ্রথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে বাংলাদেশে সরকারের গৃহীত/গৃহীতব্য কার্যক্রমণ্ডলো নিম্নরূপ :
- প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উনুয়নের লক্ষ্যে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উনুয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) ৰান্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ এবং সংযোগ बन्ते (contact hour) বন্ধির বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।
- বিদামান নীতিমালা অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত ৬০ ঃ ৪০ অনুসরণ করা হয়। বর্তমানে মহিলা ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত হলো ৫৮.৪ ঃ ৪১.৬।
- বর্তমানে ২০১১ শিক্ষাবর্ষ থেকে পাঁচ বছরের বয়সের শিশুদের জন্য সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'শিও শেণী' নামে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীতে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ৪ ভিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় মাঠ পর্যায়ে ১১০৯টি অফিসে ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে সকল অঞ্চিস VPN/WAN এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় অফিসের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।
- ে প্রতিবছর সারাদেশে পঞ্চম শ্রেণীর মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০০৯ সাল থেকে সারা দেশে অভিনু প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পঞ্চম শ্রেণীতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা এবং ২০১০ সাল থেকে এবতেদায়ী মাদ্রাসায় সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
- ৬ তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উনুয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) ২০১১-১২ অর্থবছর হতে বাস্তবায়ন শুরু ইরেছে। এ ছাড়াও বিদ্যালয় পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষার মান উনুয়নের লক্ষ্যে ইংলিশ ইন একশন প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা বয়েছে।
- জানুয়ারি ২০১৩ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের ২৬,১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণের ঘোষণা দেন।
- অব্বাসেশ্যত উন্নয়ন : সরকার ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার অবকাঠামোগত নৰ লক্ষেত্ৰ ৬৬৮টি সরকারি এবং ৯৭টি রেজিকার্ড প্রাথমিক বিদ্যাদয় পুনর্যনির্মাণ সম্পন্ন করে, বিহান ১২টি জেলা শহরে পিটিআই স্থাপন কার্যক্রম চালু করে এবং বিদ্যালয়বিহীন এলাকায়
- ¹²⁰⁰টি বিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়।
- ^{জ্ঞা}ক শিক্ষার গুণগত মানোদ্লয়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ : প্রাথমিক শিক্ষায় সর্বাধিক বাজেট বরান্দ, ^{৯৭}পুত্তি প্রকল্প চালু, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনের প্রতিপ্রকল্প চালু, প্রাথামক ও গণাশক্ষা মন্ত্রশালয় এন্ডতা, সাত্রশালুক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট প্রতিষ্ঠা, প্রাথমিক শিক্ষার বাধ্যতামূলক প্রাথামক শশক। বাওবাধন শামখা দন ২০০০ স্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প বাওবায়ন এবং নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করে দেশব্যাপী সর্বজনীন ক্ৰিকা বালো-৫২

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করা হয়েছে। এসবের ফলে শিক্ষার হার ও সুযোগ যথেষ্ট অগ্রগতি পরিলক্ষিত হলেও এখনো অনেক প্রতিবন্ধকতা দূর হয়নি। নিচে প্রতিবন্ধকতা একটি চিত্ৰ তলে ধৰা হলো •

- ্র শেণীকক্ষ ও শিক্ষক অপ্রতলতা কাটেনি, ফলে অধিকাংশ স্কলে তথাকথিত স্ট্যাগারিং পদ্ধতি চলত
- ্র শহর ওপ্রামে শিক্ষার মান ও স্যোগ-সবিধা সমান নয়। এ ব্যবধান ক্রমশ বাড্ছেই।
- ্র ছাত্র হাজিবা অসম্মেষজনক। গড় উপস্থিতি মাত্র ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ।
- 🗕 ঝরে পড়ার হার এখনো অবাঞ্ছিত রকমের। বর্তমানে সরকারি হিসেবেই ৩৩ শতাংশ শিক্ষার 🔪 ছুব, দুর্নীতি ও অপচয় বন্ধ করা। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার আগেই ঝরে পড়ে।
- শক্ষক-শিক্ষার্থী অনপাত অতান্ত বেশি। ফলে শিখন-শিক্ষণ কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।
- পাঠদানের নির্ধারিত সময় অত্যন্ত কম, বছরে প্রথম ও বিতীয় শ্রেণীতে ৪৪৪ ঘটা এবং তারীয় থোকে পঞ্জয় শেলীতে ৭৩৪ ঘণ্টা।
- 🗕 মল্যায়ন পদ্ধতি যগোপযোগী নয়। অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিহীন।
- _ শৈশবকালীন শিশুদের পরিচর্যা ও উন্তয়ন এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বলতে কোনো কিছুর অন্তিত নেই।
- শিক্ষকদের ইন সার্ভিস ট্রেনিং বলতে কিছ নেই। একদিনের সাব ক্লান্টার ট্রেনিং থাকলেও তা যথেন্ট নর।
- ্র স্কল ম্যানেজিং কমিটি এবং শিক্ষক অভিভাবক সমিতির অধিকাংশেরই শিক্ষার প্রতি কোন অঙ্গীকার নেই। ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় সমাজ সম্পক্তকরণ ফলপ্রস নয়।
- শক্ষকরা পেশাগত দক্ষতা বন্ধিতে নিম্পহ।
- জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন সার সেয়র শিক্ষা স্তর সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্য ৩ সহযোগিতার অভাব শিক্ষা ক্ষেত্রে দেশের সার্বিক সিস্টেম লসের অন্যতম কারণ।

এছাড়া শিক্ষকদের আর্থিক দরবস্তা, পদোন্রতি সমস্যা, ভৌত সবিধার অপ্রক্রলতা, দগুরি সমস্যা, ^{দিত্ত} জীবনের সঙ্গে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভক্ত বিষয়বন্তর প্রাসঙ্গিকতার অভাব, পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণের অভাব, অভিভাবকদের দারিদ্য ও অসচেতনতা এবং রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যাপক ঘুষ ও দুর্নীতি, উচ্চপান বিভাগবহির্ভত লোকের পদয়ন ইত্যাদি নানাবিধ কারণে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সুয়ম বিস্তার ও গুণগত মানোনয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

বর্তমান পরিস্তিতিতে করণীয় : প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান এসব সমস্যা সমাধানের জন্য ইতিপুর যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তার অনেকগুলোই যথেষ্ট অর্থ-সম্পদ বিনিয়োগের অভাবে বার্থ হয়েছে কাজেই সর্বাগ্রে শিক্ষা খাতে এবং প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ অন্তত দ্বিগুণ করতে ^{হবে ।} সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সর্বিক মানোনুয়নের জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার সেগুলো হলো

- জরিপের মাধ্যমে দু কিলোমিটার দরতের মধ্যে সব শিশুর জন্য পাঁচ বা ছয়্ম কক্ষবিশিয় বি স্তাপন নিশ্চিত করা।
- বিদ্যালয়গুলোর ভৌত পরিবেশ উনুত করে তাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষার্থীর বসার বাবয় যথেষ্ট পরিমাণ পাঠ্যপুস্তক, বোর্ড, চক প্রভৃতি শিক্ষা উপকরণের সরবরাহ নিশ্চিত কর।
- শক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উপযুক্ত মানের শিক্ষক সরবরাহ করা এবং পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

- আকর্ষণীয় শিক্ষাক্রম প্রবর্তন এবং তাতে শিতদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিফলন, পরিবেশের ওপর ক্রকত দান ও আনন্দের উপকরণ সংযোজন করা।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পদোন্লতি এবং উচ্চতর বেতন শ্রেল প্রদান করা।
- প্রিক্ষকদের কাজের ব্যাপকতা হাস করা।
 - পতিটি বিদ্যালয়ে দপ্তরি, অফিস সহকারী (করণিক) নিয়োগ করা।
- জাটিআই ও উপজেলা রিসোর্স সেন্টারকে আধুনিকীকরণের মাধ্যমে শিক্ষকদের যথায়থ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- অব্যার : সর্বজনীন মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে জাতীয় অঙ্গীকার. জ্ঞানগণের প্রচেষ্টা এবং সার্বিক গুণগত ব্যবস্থাপনা থাকা। সার্বিক গুণগত ব্যবস্থাপনার আমে যোগ্য নেতৃত্ব, অনুপ্রাণিত জনশক্তি, অনুকুল পরিবেশ ও সহমর্মিতা, সংশোধনমূলক আর্ব্বিক এবং অধিকতর সামাজিক সম্পৃক্ততা অর্জন করা সম্ভব। আমরা যদি শিক্ষার জন্য একটা 🥌 শালী ভিত্তি রচনা করতে চাই তাহলৈ সজনশীল ও উদ্ভাবনীমূলক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার অবকাঠামো ও পরিবেশ ছাড়াও উনুত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক-প্রশিক্ষক এবং মানসন্মত ক্র শিক্ষাসামগ্রী যোগানের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।



/১৩তম বিসিনেসা

🎮 : যে কোনো জাতির উন্নতির মূলে রয়েছে শিক্ষা। পৃথিবীর সমস্ত সমৃদ্ধিশালী জাতির উনুতির লেক্স কারণ যদি আমরা খুঁজি, তাহলে তাদের শিক্ষার ভূমিকাই সর্বাগ্রে আমাদের চোখে পড়ে। কিন্ত ্রাজনক হলেও সত্য, বাংলাদেশের শতকরা প্রায় সত্তর জন লোকই অশিক্ষিত বা অক্ষরজ্ঞানহীন। এ গ্রিল জনগোষ্ঠী যেখানে অশিক্ষা ও অজ্ঞতার অন্ধকারে ভূবে আছে, সেখানে দেশের সামগ্রিক কল্যাণ আৰু। কাজেই এ দেশের নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা খুবই জরুর। আশার কথা ্ব সাম্রতিককালে দেশের অনেক সচেতন নাগরিক এবং শিক্ষিত ও সমাজহিতৈষী ব্যক্তি এ কথা জ্বাবন করছেন যে, গণশিক্ষা অর্থাৎ সর্বজনীন শিক্ষাদান ব্যতীত দেশ তথা রাষ্ট্রের কল্যাণ হতে পারে ী চাছাড়া দেশের সরকারও শিক্ষার সম্প্রসারণে ব্যাপক ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

🏁 : একটি দেশের নর-নারী সকলকে উপযুক্ত শিক্ষাদান করলে তাকে 'গণশিক্ষা' বা শিক্ষা বলে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নর-নারী গ্রামে-গঞ্জেই বাস করে। এ দেশে সেকালের জ্ঞান্ত কেন্দ্রস্থল ছিল গ্রাম। সুতরাং প্রাচীনকালে গ্রামবাসীদেরকে পুঁথিপাঠ, জারী গান, যাত্রা প্রভৃতির শশনিকা দেয়া হলেও সে শিক্ষার যথেষ্ট ভূমিকা পালন করতে বার্থ হয়েছে। ফলে যুগের ক্রিকার সাথে গ্রামের অজ্ঞ ও অশিক্ষিত লোকজন শক্তিমান শিক্ষিতদের ক্রীড়নকে পরিণত ্বা অবিলক্ষে এর প্রতিকার হওয়া দরকার। গণশিক্ষার প্রচলন ছাড়া এর সত্যিকারের প্রতিকার নার। এর জন্য সর্বার্যে জনগণের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষা বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন। নতুবা ক্রি জন্ত প্রকাশ কর্মান কর করতে বার্থ হবে। কিন্তু দূরখের বিষয়, আমাদের উন্তুক্তি কিংবা নিজেদের জালোমন্দ বিচার করতে বার্থ হবে। কিন্তু দূরখের বিষয়, আমাদের ব জাত কিবো দাজেদের ভাগোনশা ।বচার করতে তা কি ক্রিক্ত কিবলিক্তার অবস্থা এইটি শিক্ষা, যা দ্বারা বাদিকার অবস্থা অভীব শোচনীয়। মূলত গণশিক্ষা বগতে বোঝায় এমন একটি শিক্ষা, যা দ্বারা শার অবস্থা অতীব শোচনায়। মূলত গুণাশব্দা ঘণতে খোলাম আন্তর্ন করে। আরশ নিজেদের ভাগো-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা লাভ করে। মানুষ তথন কেবল নিজের

ব্যক্তিগত চিন্তায় মগ্ন থাকে না, বরং দেশের সামগ্রিক মঙ্গল চিন্তায় লিন্ত থাকে। দেশ যদি বিপক্তির মধ্যে পড়ে তা হলে প্রত্যেকটি মানুষ ব্যক্তিগতভাবে বিপদের মধ্যে পড়বে, এ উপলব্ধি যখন প্রত্যেক্ত মানুষের মধ্যে জাগ্রত হবে তখনি বুঝতে হবে যে, গণশিক্ষার ফল ফলতে শুরু করেছে।

বাংলাদেশ ও গণশিক্ষা : একটা স্বাধীন দেশে বর্তমান মূগে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী মূর্ব ও নিরক্ষর হয়ে গাবতে এটা অত্যন্ত দর্ভাগ্যের ও লজ্জাজনক। আমাদের স্বাধীনতার তিন দশক পেরিয়ে গেছে। এর আগে পাকিস্তানিক্র প্রবর্থকা ও ব্রিটিশদের অবহেলার কুচক্রে এ দেশের মানুষ শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়নি। এজন্য শিক্ষার হার 🙉 নিচে। আর শিক্ষার অভাবেই এ দেশ এত অনুনত। ফলে আমাদের দেশে গণশিক্ষার সমস্যা নিয়ে গভীর ভারত চিন্তার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় এ সমস্যার সমাধান করা কঠিন। কারণ এখন পর্যন্ত জীবনে শিক্ষার যে কত প্রয়োজন সে সম্পর্কে অনেকেরই সম্যুক ধারণা নেই। আমাদের অসচেতনতা এ অবহেলার ফলেই এ অবস্থা। তাই এখন প্রয়োজন সৃষ্ঠ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তার সঠিক বাস্তবায়ন।

গণশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষা মৌলিক অধিকার। তাই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রশ্নাতীত। আমাদের দেশের শিক্ষার হার অতি নিয় সঙ্গত কারণেই আমাদের দেশে গণশিক্ষার বিকল্প নেই। উন্নত দেশগুলো শিক্ষাকে জাতীয় সমস্যা হিসেত্র ধরে নিয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা সর্বস্তরে চালু করেছে বলে সর্বত্র উনুতির জোয়ার বয়ে চলেছে। গণশিক্ষার মাধ্যম দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, চেতনা জাগ্রত হয় এবং শিল্প-সংস্কৃতির গুরুত্ব অনুত্ত হয়। আর এর মাধ্যমে উপার্জন ও আর্থিক উনুতিরও সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাই গণশিক্ষার বিকল্প নেই।

বাংলাদেশে গণশিক্ষার উদ্দেশ্য : সরকার কর্তৃক গৃহীত গণশিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ হছে :

- ১. নিরক্ষর পোকদের সাক্ষরতা জ্ঞান অর্জন, কর্মদক্ষতা অর্জন ও উৎপাদনমুখী কর্মে উদ্বন্ধ করা।
- ২. মেধাবী নিরক্ষরদের সাক্ষরতা জ্ঞান ও মেধা বিকাশের মাধ্যমে সমাজের সম্পদে পরিণত করা যাতে তারা আত্মনির্ভরশীল হতে পারে।
- ৩, ন্যুনতম লেখাপড়া শেখানো এবং সাধারণ হিসাব-নিকাশ করার মতো অন্ধ শেখানো।
- 8. উন্নয়নশীল পৃথিবীর আধুনিক গতিশীলতার সাথে পরিচয় করিয়ে তাদের বিবেক ও বৃদ্ধির বিকাশ সাধন।
- ৫. বিভিন্ন পেশা, বৃত্তিমূলক কাজ, কৃষি উনুয়ন, সমাজকল্যাণ ও আর্থিক সম্ফলতা মোতাবেক ক্ জীবনযাপনে সক্ষম করে তোলা।
- ৬, শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান, শক্তি, সহনশীলতা ও মানবীয় জ্ঞানের বিকাশ সাধন।
- ৭. নিজেদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ করে তোলা।
- ৮. সমাজের সমস্যা সমাধানে নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনের শিক্ষাদান এবং জাতীয় উন্নয়ন তুরাভিত করা। বাংলাদেশে গণশিক্ষা কার্যক্রমের সূচনা : ব্যাপক ভিত্তিতে বাংলাদেশের দ্বিতীয় পঞ্চবার্মিকী (১৯ ৮৫) পরিকল্পনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটা গণশিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করে। গণশিক্ষা সাক্ষরতা ক অন্যতম লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ অশিক্ষিত লোকদের সাক্ষরতা দান করা। এ সাক্ষরতা প্রদান তথু ^{নিবর্তে} পড়তে জানাতেই সীমাবদ্ধ থাকৰে না। বরং এ শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্য ছিল তাদের এ শিক্ষা গ্রহণ সাধারণ চিঠিপত্র লেখা, পারিবারিক হিসাবপত্র রাখা, খবরের কাগজ পড়া ও এামীণ ^{উন্নয়ন স} সহজ ভাষায় লেখা সরকারি প্রচার পুস্তিকা পড়ে ও বুঝে নিজ নিজ এলাকায় উন্নয়ন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করা। এ কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য কি ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছিল।

ক্রবসমূহের গণশিক্ষা কার্যক্রম : বাংলাদেশে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন এনজিও তাদের শিক্ষা কার্যক্রমের ক্রায় গণশিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ইউনিসেফ, ব্র্যাক, প্রশিকা, গণ সাক্ষরতা সমিতি প্রভৃতি এনজিও ক্রান্তে স্থল প্রতিষ্ঠা করে অত্যন্ত আধুনিক প্রক্রিয়ায় গণশিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাঙ্গে। তাদের এ ক্রম অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাপক সাম্ভলা অর্জন করেছে এবং কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে।

ক্যান সরকারের গণশিক্ষা কার্যক্রম : গণশিক্ষা কার্যক্রমকে বাস্তব রূপদানের উদ্দেশ্যে সরকার লামধ্যেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে বিদ্যালয়, ক্লাব, মসজিদ, বাডির প্রনা প্রভৃতি স্থানে বয়ঙ্কদের জ্ঞানদান কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক লায়া বই-পুস্তক, খাতা ইত্যাদি বিনামূল্যে সরবরাহ করা এ সকল কার্যক্রমের অন্যতম। এছাড়া ক্রমারি স্কলগুলো শিফটে পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এবং ইতোমধ্যেই দেশের বিভিন্ন জেলা ু ব্রপজেলার বিভিন্ন স্কুলে দুই শিফটে ক্লাস হচ্ছে। সবকারি এ কার্যক্রমের ফলে দেশের অনেক ক্রা নিরক্ষরমুক্ত হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার বিষয়ে জনগণের মধ্যে গ্রহতনতা বদ্ধি পাচ্ছে

হাক বিশ্ববিদ্যালয় : দেশে ১৯৯২ সালে উনুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে উনুক্ত স্বিদ্যালয় বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনার মাধ্যমে স্বল্পশিক্ষিত জনগণকে উচ্চশিক্ষিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে াজ। বিশেষ পরিকল্পনায় এসএসসি কার্যক্রমের মাধ্যমে ঝরে পড়া মেধাশক্তিকে পুনরুজীবনের সুযোগ লা হছে। এক্ষেত্রে ঘরে বসেই বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে ২ থেকে ৫ বছর মেয়াদে এসএসসি নীলায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব। এ কার্যক্রমণ্ড অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলে বিবেচিত ও প্রংশসিত হচ্ছে।

জঙ্গাহোর : দেশের লক্ষ লক্ষ জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরমুক্ত করা এবং জাতীয়ভাবে মানব সম্পদ উন্নয়নের দ্রা শিক্ষার বিস্তার অত্যন্ত জরুরি। আর এক্ষেত্রে সৃষ্ঠ ও বাস্তবভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রম ফলপ্রসূ ও র্শকর বলে প্রমাণিত। বাংলাদেশ সরকার তথা দেশী-বিদেশী বিভিন্ন ফোরাম, এনজিওর সার্বিক ব্যাসিতায় সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে গণশিক্ষা কার্যক্রমকে সফল করে তুলতে হবে। এ ক্ষেত্রে িল্যা ও ইন্দোনেশিয়ার অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যেতে পারে এবং বর্তমান কার্যক্রমকে আরো বিশত্ত ও সম্প্রসারিত করা যেতে পারে।

৪৯) মানবসম্পদ উনুয়নে শিক্ষা

দক্ষ জনশক্তি উনুয়নে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা

^{হিম্}কা : একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদগুলোর মধ্যে মানবসম্পদ ্রতম। মানবস্পদ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক উপাদান। অর্থনৈতিক প্রান্তি, টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদি করার ক্ষেত্রে দক্ষ মানবসম্পদের ভূমিকা বিশেষভাবে 📆 । কারণ মানুষের জন্যই উন্নয়ন এবং মানুষই উন্নয়নের অপরিহার্য নিয়ামক। তাই অর্থসম্পদ তিসম্পদের প্রাচুর্যতা থাকা সম্বেও যদি মানবসম্পদের দুষ্পাপ্যতা থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে ^{বিষয়} প্রক্রিয়া ও গতি মন্ত্র হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও মানবসম্পদ শিশ্বমে আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধনের জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর এ লক্ষ্য বিশ্বতম হাতিয়ার হিসেবে শিক্ষাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মানবসম্পদ কী : মানবসম্পদ বলতে কী বৃঝায় সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ পল জে মায়ার বলেছেন, "The greatest natural resource of our country is its people'. आधूनिक অर्थनीिंटविकांध प्रत्न करतन, जन्माना अन्यरमत प्रत्न মানুষও জাতির সম্পদ। বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেছে, কোনো দেশের জাতীয় আয় (GNP) যেমন তার প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ঠিক তেমনি দেশের মানুষের গুণগত মানের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের ছাড়া সামপ্রিক অর্থনৈতিক উনুতি কোনো ক্রন্তে সম্ভব নয়। সমাজের উনুয়নে প্রকৃতপক্ষে অর্থ ও বস্তুসম্পদের মতো ব্যবহৃত হচ্ছে মানবসম্পদ। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ কার্ল মার্কস মানুষকে তাই মানবীয় মূলধন (Human capital) হিসেবে বিবেচনা করেছেন। 🗟 মানবীয় মূলধনকে আধুনিক পরিভাষায় মানবসম্পদ (Human resource) হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে মানবশক্তি তথনই মানবসম্পদে রূপান্তরিত হয়, যখন তাকে সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালনা করা যায়।

মানৰ কৰন মানবসম্পদ হিদেৰে বিবেচিত হবে : মানবসম্পদ (Human resource) সম্পূৰ্বভাৱ 📗 🚾 দ্বৰ দ্বাৰাই সংঘটিত হয়। স্বাভাবিক বা জনুগত লয়। সাধারণ মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে মানবসপদে 🛮 📰 ক্রমেনের উপায় : হার্কিসন এবং মায়ার্স তাদের গরেষণায় মানবসপ্পন উন্নয়নের এটি পরিণত হয়। স্বাভাবিক মানুষ এবং মানবসম্পদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন

- মানবসম্পদের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান হলো স্বাস্থ্য বা দৈহিক সামর্থ্য।
- যখন সে সামাজিক কোনো না কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়ায় দক্ষতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে পারবে।
- ত, প্রত্যেক মানুষের সাধারণ মানসিক কমতার সঙ্গে কিছু না কিছু বিশেষ মানসিক কমতা থাকে। এ 👢 আছাউন্নয়ন : যেমন জান, দক্ষতা ও সামর্থের উন্নয়ন যা ব্যক্তি তার নিজের চেইয়ে আনুষ্ঠানিক উপায়ে বিশেষ মানসিক ক্ষমতা তাকে কোনো বিশেষ কাজ সষ্টতাবে সম্পন্ন করতে সহায়তা করে। এই বিশেষ মানসিক ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিকে মানবসম্পদ বলা হয়।
- (Literacy)। কোনো ব্যক্তিকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হবে তথনই যথন সে সামাজিক নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী সাক্ষরতা অর্জন করবে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন কী : মানবসম্পদ উনুয়ন হলো জনসম্পদের এমন এক গুণগত পরিবর্তন প্রক্রিয়া 🚳 মাধ্যমে তারা উৎপাদনক্ষম ও দক্ষ জনশক্তি হিসেবে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ক্রমবর্ধিঞ্চভাবে বলিষ্ঠ অ রাখতে পারে এবং মানবীয় শক্তি-সামর্য্বের সর্বোত্তম বিকাশে সক্ষম হয়ে উঠতে পারে। আন্তর্জাতিক ^{ক্রা} সংস্থা (ILO) মানবসম্পদ উনুয়ন বলতে ব্যক্তিকে কর্মে নিযুক্ত করার সম্ভাবনা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে বিট করেছে। বিশ্বব্যাথকের মতে মানবসম্পদ উনুয়ন হলো কোনো রাষ্ট্রের মানুষের সামগ্রিক বিকাশ এজি একটি অংশ, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সময় জনসংখ্যার কর্মে নিযুক্তির সম্ভাবনা বাড়ানো যায় এবং তার মা সামাজিক অসাম্য দূর করা যায়। (Human Resource development is a complement approach to other development strategies, particularly employment and reduction inequalities)। ফ্রেডারিক হার্বিসন ও চার্লস এ মায়ার্স-এর মতে, 'মানবনম্পদ উনুয়ন বলতে এফ প্রক্রিয়াকে বুঝার যার মাধ্যমে কোনো সমাজের সকল মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি (Human Resource development is the process of increasing the knowledge, the and the capacities of all the people in a society.)

রসম্পদ উন্নয়নের শুরুত্ব : উন্নয়নের মলে রয়েছে মানুষ। তাই পল্লী উন্নয়ন, প্রাকৃতিক সম্পদ ন, কবি উনুয়ন, শিল্প উনুয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অবদান রাখতে হবে মানুষকেই এবং উনুয়ন ঘটাবে র। অতএব দেশে যত রকমের বস্তুসম্পদ এবং সম্ভাবনা থাকুক না কেন যতক্ষণ মানুষ এ সম্পদ লগ এবং ব্যবহার উপযোগী করতে না পারবে ততক্ষণ আমরা এ সেবা থেকে বঞ্চিত থাকবো। র দেশের জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে।

্রুবর দশকে সাহায্যদাতা সংস্থাগুলো মানবসম্পদ উন্নয়নকে একটি সার্বিক উনুতি এবং মনিকায়নের 'ইঞ্জিন' হিসেবে গণ্য করতো। বর্তমানে যে কোনো দেশের জনগোষ্ঠী সেই দেশে প্রাপক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিনেবে বিবেচিত হয়। সীমিত ভমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের দেশ জাপান. সঙ্গাপুর ও নেদারল্যান্ড প্রমাণ করেছে যে, একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামগ্রিক উন্নয়ন ার্ক্স করে জনগণের দক্ষতা, পরিশ্রম ও উদ্যোগের ওপর। সূতরাং বলা যায় যে, উনুয়ন প্রকৃতপক্ষে

রণার উল্লেখ করেছেন। যথা •

১. কোনো ব্যক্তিকে তথনই সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হবে যখন সে সুখাছোর অধিকারী হবে। 🐧 আনুষ্ঠানিক শিক্ষা : প্রাথমিক শিক্ষা স্তর থেকে তব্দ করে বিভিন্ন কাঠামোর মাধ্যমিক শিক্ষা এবং কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ পর্যায়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষাকে বোঝানো হয়েছে।

২. জোনো ব্যক্তিকে তথনই সামাজিক দিক থেকে উপযোগী বা সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হব 👢 ফর্মকালীন প্রশিক্ষণ : ধারাবাহিক বা উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানজিকিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ক্র্যসচিতে অংশগ্রহণ করা।

> অথবা দরশিক্ষণ পদ্ধতিতে অনানুষ্ঠানিক উপায়ে পড়ে বা অন্যের কাছ থেকে শিখে নিজের আগ্রহ ও ভৌতৃহল অনুযায়ী ব্যাপক গুণমান, দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে তৈরি করে।

৪. মানবকে সম্পন হিসেবে বিবেচনা করার একটি সবচেয়ে ওরুত্বপূর্ণ বিবেচ্চ উপানন হতে গাড়বর 🚺 হাস্ক্র উন্নয়ন : উন্নততর চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং গণখাস্থা কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মরত জনগোচীর

🤄 পুষ্টি উন্নয়ন : পুষ্টি মানুষের কর্মদক্ষতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে মানুষ অধিক সময় ধরে কাজ করতে পারে এবং তার কর্মজীবন দীর্ঘ হয়।

শিবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার শুরুত : মানবসম্পদ উনুয়ন নিঃসন্দেহে সকল প্রকার উনুয়নের মূল ^{াবিকাঠি}। আর এ ক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুতু সর্বাধিক। কারণ শিক্ষাই হলো মানবসম্পদ উনুয়নের প্রধান ু সুবজনীন প্রাথমিক শিক্ষা উচ্চ হারের মাধ্যমিক শিক্ষা এবং সুনির্বাচিত উচ্চশিক্ষা যে দ্রুত 🌃 অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে থাকে সে শিক্ষা আমরা পাই পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো 😘। মানবসম্পদ সঞ্চয়নে শিক্ষা সেখানে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আর মানবসম্পদ ^{উপর এ} প্রক্রিয়া ঐ অঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রবন্ধির হার বাড়াতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে বলে প্রায় বিশেষজ্ঞই এক মত। তবে এর পাশাপাশি রাষ্ট্র বস্তুগত অবকাঠামো উনুয়ন, উপযুক্ত নীতি পি দিয়ে মানবসম্পদ উনুয়নের গতিকে আরো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

অভি প্রাধান্য, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থ প্রবাহিত করে পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ তথু ত্রিকিটক প্রবন্ধিই অর্জন করতে সাফল্য দেখিয়েছে তাই নয় এর ফলে সামাজিক সাম্য অর্জন ও মানুদের জীবনের মান উন্নয়ন ত্রান্তিক হয়েছে। এদন দেশে আরের বৈষম্য কমেছে, শিও মৃত্যুর হার কমেছে, বাস্থ্য সুবিধা বেড়েছে এবং জীবনের গড় আয়ু বেড়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বাট্ট দেরে কমেছে, বাস্থ্য সুবিধা বেড়েছে এবং জীবনের গড় আরু বিদ্যান্তর করেছে। এই জিব উন্নয়নে বাট্ট গভীর মানবস্পদ তৈরির অয়োজনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রযুক্তির উন্নয়নে বাট্ট গভীর মানবস্পদ তৈরির অয়োজনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রযুক্তির উন্নয়নে বাট্ট গভীর মানবস্পদ তৈরির অয়োজনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

পূৰ্ব এবং দক্ষিণ-পূৰ্ব এশিয়ার সেশগুলো তানের শিক্ষাখাতে দ্বীর্থমেয়ানে বেশ কিছু ফার্ককনী পরিভয়ন এবেশের মাধ্যমে এগিয়ে গেছে। এই দেশগুলোর অর্থমৈনিক সমৃদ্ধি অর্জনের প্রাথমিক প্রবেই তানের জানসংখ্যার প্রায় ১০০ জাগুলেই প্রাথমিক ও মৌদিক শিক্ষার দিশিকত করেছে। কেবল তাই দা কাল্যমেয়ার প্রায় ১০০ জাগুলেই প্রাথমিক ও সামিক শিক্ষার দিশিকত করেছে। কেবল তাই দা কাল্যমেয়ার ক্রায় ১০০ জাগুলেই প্রাথমিক করেছে পারে নেজন্য সরকারভাগো সর্বাধা নতেওঁ দৃষ্টি বেশেছে। ভাষাজ্যা এই অঞ্চলের দেশগুলো শিক্ষার প্রতি জানগুলোর দৃষ্টিভলিতে আমুদ্দা পরিবর্ধনা আনত সক্ষায় হয়েছে। কেবল আন অর্জন নয় বরং শিক্ষাকে জীবন এবং জীবিকার সাথে সম্পুত্ত করার করা ভারা প্রসেক্তে সর্বাধা।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক জরের পরবর্তী শিক্ষাকে এসব সেশে শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী গড়ে তেল হয়েছে। যা এই পর্যারের স্বাতকদেরকে আন্তর্জাতিক মান অর্জনে সহায়তা করেছে। উদ্যানগণক। সিঙ্গাপুর ফ্রুত সাইবার অর্থনীতি গড়ে স্থুপেছে। এর জন্য তাদের প্রয়োজন একদল সুজনশীল উক শিক্ষিত কর্মীর্যাহিনী। এ উদ্যোগে সিঙ্গাপুর তাদের নিজম্ব বিশ্ববিদ্যালয়বলার নাথে বিশ্ববধ বিশাহ বিশ্ববিদ্যালয়বজনোর সংযোগ কর্যক্রম তব্ধ করে। উন্নয়ন এবং গ্রেমণা কার্যক্রমে ব্যয় করে চলত্তে ব্যাপকজনে।

মানবনশাল উন্নয়নে শিকার অবদান : মানুয়কে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে বিকোনর আন্তণ উলন কর্মপূর্ত বাজবায়নে মানবনশালনের বিষয়েট মুখ্য হয়ে এঠে। উন্নয়ন কর্মপূর্তির বাজবায়নে, সাঠন কংগ্রেন আ করে ক্ষায়ক এই চিনির্বিকলা ও প্রয়োগের জন্য দক্ষ, যোগ্য, দেশার্মেট্রক, নির্মারনা, নং ও উপোচননালী মানবনশালনের প্রয়োজন। আর সেনের জনশালনের মানবনশালনে ক্ষায়ক করাও হলে শিক্ষ উপ্রশিক্ষণের কোনো বিষদ্ধা নির্মান করা করাও হলে শিক্ষ প্রশিক্ষণের কোনো বিষদ্ধা নির্মান করা করাও হলে শিক্ষ

- >. শিক্ষা পরিবর্তনের আনাজ্ঞা সৃষ্টি করে: শিক্ষা আন্ধান্যতলতা বাভিয়ে দেয় এবং মানুষার মর্য পরিবর্তনের আকাজ্ঞা সৃষ্টি করে। শিক্ষা মানুষকে তাদের অভ্যাস, রীতিনীতি এবং সামানিক অবস্থা ও ব্যবস্থাপনা জানতে সাহায্য করে এবং পরিবর্তনের আকাজ্ঞা তাদের মধ্যে জাত করে।
- ২. নিজের উদ্যোগে জ্ঞানার্জনের পথ সুগম করে: নিরন্ধর ব্যক্তির জ্ঞান আহরণের সুযোগ তারা সীমিত। কিছু নিরন্ধের ব্যক্তির সাঞ্চর হলে নিজের আহাহ ও প্রয়োজন মতো বইপত্র, পুরিরা ও সংবাদপত্র পড়ে জ্ঞানার্জন করতে পারে এবং নিজের বিবেক ও বুন্ধি ঝাটিয়ে নিজের ও পরিবারে উন্নয়ন এবং নেশের উন্নয়নফুলর কাজে অংশ্যহেশ করতে পারে।
- ৩. শিক্ষা মানুদের চিন্তা ও বিচার শক্তির বিকাশ ঘটার: মানব সভ্যতার ইতিহাসে সাংগ্রা অর্জনের আগে ও পরে সমাজের মধ্যে তর্পগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সংক্ষেপে বলা রাগ একজন সাক্ষর রাজি যোগাযোগ স্থাপনে অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী, সচেতনতার তীত্বারী এব পরিবেশের ওপর অধিক নিয়প্রথার অধিকারী।

সমাজ সচেতনতা ও ঐক্যবোধ জাগত করে: শিক্ষা মানুসের দৃষ্টিভঙ্গি উদার ও গণতাপ্রিক করতে সাহায্য করে। শিক্ষা মানুসের চেতনার উদ্বেধ ঘটায়। পরসেরিকা পাঠ, আলাপ-আলাদা এবং জানী ব্যক্তিদের সঙ্গে যত বিদিয়ারে ফতে বাজি জীবনের ওপদ সমাজের বাজি স্কান্তান পর্বাধ সমাজের বাজি বাজিক প্রতিতন হব। তারা বুঝাতে শিবে বাজিব ঝার্থ সমাজির প্রাপ্তিন মানুষ্টার ক্রাপ্ত নিহিত, তথন তারা সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কের মধ্যে নিহিত, তথন তারা সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কের কর্মকার কর্মকার কর্মকার কর্মকার কর্মকার কর্মকার কর্মকার কর্মকার কর্মকার ক্রাপ্তিন সমস্যা

নাগরিক অধিকার ও দারিত্ববাধের উদ্মেষ ঘটায়: শিক্ষার মাধ্যমে জনগণ নাগরিক দারিত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানে এবং দারিত্ব পাগনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। অন্যদিকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়া জীবনে তারা নিজেদের অধিকার প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়। সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা ক্ষাভালিকা প্রবাহে তেনে না পিয়ে তরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে।

্ব কর্মনকতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে; একজন সাক্ষরকর্মী নিরক্ষরকর্মীর চেয়ে অধিকতর 'কর্মনক'। রারণ সাক্ষর ব্যক্তির চিন্তা ও বিচার বিশ্লেষণ, আছমূল্যায়ন ও সপ্রশোধন এবং কর্মজীবনের কর্মানাপাদন ও কর্মানুট গ্রহণের ক্ষমতা নিরক্ষর ব্যক্তির চেয়ে অনেক বেশি। আছাড়া নিজ পেশা ক্ষমেন্ত পৃত্তক-পৃত্তিকা পাঠ এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণের মাধ্যমেও সাক্ষর ব্যক্তি তার কর্মনকতা স্বাস্ত্যুক্ত সক্ষম হয়।

শিক্ষা সুষম সমাজ গঠনে সহায়তা করে : সর্বজনীন শিকা সুষম সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে পুরই ক্ষম্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । অপেন্ডাকৃত কম আনের মানুদরা সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা পেলে প্রপু যে তালের আরা বাড়ানোর সুযোগ পার তাই নয়, পিত মুক্তর হার কমানো, স্বাস্থ্য সুবিধা গ্রহণ ক সমায়িক্ত উন্নাম্ব জন্মানা সুত্রাগ গ্রহণের সুবিধা পেরে থাকে। এর ফলে তালের জীবনের মন তারা কিছুটা বাড়াতে সক্ষম হয়।

যাস্থ্যাবিধি ও পবিধার পরিকল্পনার ওকত্ব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে : সাক্ষর ব্যক্তি
যাস্থ্যায়নির কুমলা সম্পর্কে অধিকতার সচেতন করে রোগা প্রতিরোধ্যান্দক ব্যবস্থা মেনে চলার চেটা
করে। অন্যানিকে নিরক্তর ব্যক্তিরা বায়্য্য বন্দক উপায় সম্পর্ক ভিনাসীন পেরে করিবলেযোগে রোগাল
করে। পড়ে বায়ুর ও কর্মনকতা মুক্তই হারের। শিক্ষিত বাতিনা পরিকল্পিত পরিবারের সুমলা সম্পর্কে
ক্রান্তক ও পরিবার পরিকল্পন নিয়মকালুন সকর্তবার সাকে মেনে চালা বর্জেই তানের পরিবারের সম্পর্কা
করে। স্বীমিত গাকে। এ ব্যাপারে অধিকাশে নিরক্তর ভালানী বাকে করা তারেই তানের পরিবারের সম্পর্কা
করা। পরিকল্পিত গাকে। এ ব্যাপারে অধিকাশে নিরক্তর ভালানী বাকে করা তারে পরিবারিক সম্প্র

िषको बीवनयावांत्र आरनांत्रास्य म्पूटा बागांत्र : निष्का आनुगरक आवगरण्यन करत दशरण धाराः विद्युकत ७ मुम्पत्र बीवनयांगाना दशरणा दाणाना । बानांबिरास आग्राय आग्राय प्रदासन परितरणांत्र बन्दार भारता । अरण कातां निरामस्य कारण कृताना करण भारता धारता कि बिक्का बीवनयांत्रात्र आन्य केपीसन स्वरंत कार्याकृत आरामांत्रात्रात्र बना केरामांगी दशा अपानिकर निवश्य आग्राय दाणा, त्याक, केरीस देखानिक कारणांत्र यन दिरामस्य धारण करता धारू मताराक्ष आगरास्य बीवनयांगाना व्यवज्ञ रहा । মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য যে ধরনের শিক্ষা দরকার : ১৯৬০-এর দশকে যেখানে দুই এশিয়ার (দ্বিত্র এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া) মাধাপিছু আয় ছিল প্রায় কাছাকাছি, পরবর্তীতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ তাদের নাগরিকদের মানবসম্পদ উনুয়নের মাধ্যমে প্রজন্মন্তর সমৃদ্ধি ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে। অন্যদিকে দক্ষিব পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো এক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে গেছে। বাংলাদেশের বাজেটে শিক্ষাখাতের জন্য বরাদ্ধ যাত্র বা থাকে তা মলত শিক্ষকদের বেতন ও অবকাঠামো থাতেই বায় করা হয়। শিক্ষাক্রম ও শিক্ষার মানোনয়ন, লাইবেরির উনয়ন ইত্যাদি বাবদ খব সামান্যই অর্থ বরাদ্ধ থাকে।

বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা যে মানবসম্পদ উনুয়নের জন্য মোটেই উপযোগী নয় তা বিভিন্ন গবেষণায় ধরা পড়েছে। এসব গবেষণায় ধরা পড়েছে যে প্রাথমিক শিক্ষা পেশা পরিবর্তনের সামান্য সাহায্য করলেও মানবসম্পদ উন্নয়নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার তেমন কোনো ভূমিকাই নেই।

বাংলাদেশ উনুয়ন পরিষদের (BIDS) সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা, যায় বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাত্ত্বিক জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগে অপারদর্শী। কাজেই তারা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও সামাজিক চাহিদা পরণে তেমন সক্ষম নন। এ অবস্থায় যুগোপযোগী মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে আমাদের দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উৎকর্ষ অর্জনের জন্য নির্মালখিত বিষয়গুলোর দিকে জরুরি দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক।

- ১. জনসংখ্যার বিশালত ও ব্যাপক দারিদ্রা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে বাংলাদেশে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। এক্ষেত্রে গুধু পর্যাপ্ত অর্থ বরাদই যথেষ্ট নয়, মানসম্পন্ন শিক্ষক, শিক্ষকের যথেষ্ট বেতনাদি, উন্নতমানের শিক্ষাক্রম এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক নেতৃত্ব, অভিভাবক এবং শিক্ষক শ্রেণীর আন্তরিকতা ততোধিক গুরুতুপূর্ণ।
- ২, প্রাথমিক শিক্ষার পরপরই মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য বাড়তি গুরুত্ব দিতে হবে। এক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের আমূল পরিবর্তন কাম্য যা জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও মৌলিক উৎকর্ষতাকে উৎসারিত করবে। এই পর্যায়ে প্রযুক্তির ব্যবহার কি করে বাড়ানো যায় সে দিকটাও মাধায় রাখতে হবে।
- বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কিছু অনাকাঞ্জিত সমস্যায় জর্জনিত। ছাত্রয়াজনীতি, সপ্রাদ, শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ততা ইত্যাদি এ ধরনের সমস্যাগুলোর মধ্যে প্রধান ফলে উচ্চ শিক্ষা তার স্বকীয়তা হারাছে। তাই ছাত্রছাত্রীদের তথ্যপ্রযুক্তির সাথে অধিকতর অন্তর্ভুক্তি, বিশ্বের উনুত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক এনে বিষয়ভিত্তিক লেকচার প্রদানের ব্যবস্থা, বিশ্ববিদ্যাপয়ে অধ্যয়নরতদের পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন মান্টিন্যাশনাল প্রতিষ্ঠানসমূহে কার্জের সুবিধা সৃষ্টি ইত্যাদি বিভিন্ন সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আমাদের দেশের উচ্চ শিক্ষার সুনাম পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হবে

উপসংহার : বর্তমান যুগে যে কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের পাশাপা মানবসম্পদের গুরুত্ অপরিসীম। মানবসম্পদ উন্নয়নই হলো দেশের সার্বিক উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার আর মানবসম্পদ উনুয়নের ক্ষেত্রে আধুনিক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক এবং যুগোপযোগী শিক্ষাই মুখ্যভূমিক পালন করে। কিন্তু আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা নানাবিধ কারণে দেশের বিপুল জনগোচী দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালনে বার্থ হচ্ছে। তাই মানবসম্পদ উন্নয়^{নের} জন্য প্রথমেই এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক মানোনুয়নে সকলকে সচেষ্ট হতে হবে।

এইডস : তৃতীয় বিশ্বের জনস্বাস্থ্যের এক মারাত্মক হুমকি (১৫তম বিসিএস)

্রুর - একশ শতকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার মাঝেও বিশ্বব্যাপী এইডস জনস্বাস্থ্যের জন্য ন্ধু মারাত্মক হুমকি। পৃথিবীর কোনো কোনো অঞ্চলে এটি এক নম্বর ঘাতক ব্যাধি। সামগ্রিকভাবে ুলা ঘাতকব্যাধী হিসেবে এর অবস্থান চতুর্থ। তবে সাম্ম্মিক বিচারে এটি সবচেয়ে মারাত্মক মানবিক স্ক্রিফারী ব্যাধি। এ রোগ পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি প্রান্তে তার সর্বনাশের মহাডংকা বাজিয়ে চলেছে। করে আফ্রিকা, এশিয়া, পূর্ব ইউরোপ ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে এ রোগের প্রকোপ দেখে বিশ্ব সম্প্রদায় 🚃 মহাশংকায়। যেসব দেশে এইচআইভি/এইডস মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে সেখানকার ক্রমিতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিকৃল ও সুদুরপ্রসারী বিরূপ প্রভাব লক্ষণীয়। শেষ পর্যন্ত ্যাতকব্যাধি মানব সম্প্রদায়কে কোন তিমিরে নিয়ে যাবে তাও কেউই বলতে পারবে না। অবশ্য অবাসী ইতোমধ্যেই এ মহাঘাতকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে শুরু করেছে।

্রভদ কি: AIDS-এর পূর্ণরূপ হলো Acquired Immuno Deficiency Syndrome বা স্ব-সার্নিত অনাক্রমাতার অভাবের লক্ষণাবলী। এটি একটি ধ্বংসাত্মক ব্যাধি যা ভাইরাস সংক্রমণের ্লাধামে রোগীর দেহে বাসা বাঁধে। এর ভাইরাসের নাম HIV (Human Immuno Deficiency Virus)। এটি মানবদেহে প্রবেশ করে তার রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে এমনভাবে বিনষ্ট করে দেয় যে সংরেণ রোগের জীবাণু তখন অপ্রতিরোধ্য গতিতে শরীরকে কুরে কুরে অকাল মৃত্যু নিশ্চিত করে। ইচআইভি ভাইরাস অন্যসব ভাইরাসের মতোই। তবে এর কার্যপদ্ধতি ভিন্ন ধরনের। এ ভাইরাসের ক্তুসমূহের RNA-এর চতুর্দিকে প্রোটিনের দুটি স্তর ও চর্বিযুক্ত পর্দা দ্বারা শক্তভাবে আটকানো গতে। উপকরণাদির সাথে নানা প্রকার জারকরস বা এনজাইম থাকে যার মধ্যে reverse manscriptase প্রধান। নিজের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য ভাইরাস এ এনজাইম ব্যবহার করে। কিছু RNA, কিছু প্রোটিন, গ্লাইকোপ্রোটিন এবং চর্বিঝিল্লি মিলে এ ভাইরাস গঠিত হয়। নির্দিষ্ট প্রকার পরকাষের ওপর সঠিক গ্রাহক বা receptor থাকলে সে ধরনের কোষের সঙ্গে ভাইরাস সংযুক্ত হতে গরে। ${
m HIV}$ -র আক্রমণের জন্য এ ধরনের আমাদের শরীরের কোষ হচ্ছে লিফোসাইট $({
m T_4}$ ymphocyte)। HIV-র আক্রমণের ফলে T4 Lymphocyte দ্বারা শরীরের যে অনাক্রম্য ব্যবস্থা Immuno system) তৈরি হওয়ার কথা, সে ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সুযোগ সন্ধানী বিবাস ও রোগজীবাণু দ্বারা শরীর সহজেই আক্রান্ত হয়। এমতাবস্থায় রোণীকে যক্ষা, নিউমোনিয়া, বিশাসতা, স্নায়বিক বৈকলা, ক্যাপার ইত্যাদিতে ভূগতে দেখা যায়।

উত্তদের ইতিহাস : ১৯৫৯ সালে প্রথম ব্রিটেনের এক ব্যক্তির রক্তে এইডসের ভাইরাসের সন্ধান জ্ঞা যায়। ১৯৭০-এর দশকে আফ্রিকায় এইডস ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৮১ সাল থেকে এইডসকে একটি বিশ্বক ব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং এ বছরই এইডস রোগের কারণ চিহ্নিত করা হয়। মূলত ^৯৭৭-৭৮ সালে আমেরিকা, হাইতি ও আফ্রিকায় এইডস রোগ পরিলক্ষিত হয়। ১৯৮৫ সালে ^{বিষ্কৃত্তি}র বিখ্যাত অভিনেতা হাডসন এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে বিশ্বব্যাপী আতঙ্ক ছড়িয়ে 👫 ১৯৮৫ সালে মানুষের রক্তে এইডসের ভাইরাস আছে কিনা তার পরীক্ষা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। ^{অবে} বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি প্রান্তেই এইডস তার মরণবার্তা নিয়ে একের পর এক হাজির হচ্ছে। বিশ্বস্তুত্তে এইছদেশৰ বিস্তৃতি : আজনেৰ পৃথিৱী এইচআইভি/এইভস-এর কারণে এক চনম বিপর্যন্ত্রে সন্মুখীন। পৃথিৱীর বিভিন্ন দেশ আক্রান্ত হয়েছে এইডস মহামারীতে। বিশ্বে এ পর্যান্ত ৬ কোটিবত কো লোক এইচআইভি সন্মোনিক হয়েছে। ২০০০ সালে তমারি অনুযানী বিশ্ববাদী আনুমানিক ৩৩.১ মিলিয়ান মানুষ এইডস এ আক্রান্ত হয়ে মুভূববাল করেছে, যার মধ্যে ৩,৩০,০০০ জন ছিল পিত। হার রাজি ৮ কোটি ৬১ লক্ষ লোক আক্রান্ত হয়ে মুভূববাল কয়েছে, যার মধ্যে ৩,৩০,০০০ জন ছিল পিত। হার

বিশ্ব AIDS/HIV চিত্র: WHO-এর ২০১০ সালের প্রতিবেদন অনুমানী, বিশ্বে প্রায় ও কোটি ৫ শাখ নাতু এইচআইডি ভাইবাসে আত্রাজ্ব, যার ও কোটি ২ গাখ শিল্ব, যানের বাস ২০ বছরের কমা ২০১০ সালে নাতু ২০, নির্দিনর নাতুন করে একে আত্রাজ্ব হয় ৩০ কিছিল মানুর মাজ্যর মানুরের মাজ্ব ১৯ কিছিলমা নাতুন করে এক জারার এইচআইডি আত্রাজ্ব করে এক করে এইচার্মাইডি ভাইবাসে আত্রাজ্ব ৬ এইচার্মাইডি আত্রাজ্ব মানুবছলোর অধিকাশেই নিম ও মর্ঘা আত্রের দেশতেলাতে বাস করে। আত্রিকার সাম-সাহারা অঞ্জল সবচেরে নির্দি আত্রাজ্ব প্রদানা নাত্রী আত্রাজ্ব করে। মাজুলর সাম-সাহারা অঞ্জল সবচেরে নির্দি আত্রাজ্ব প্রদানা নাত্রী ও কর্মাইডি আবিজ্বারের বার ২০১০ পর্যন্ত ১০ বিশিক্ষ নাত্রশ্ব এ রোগে সারা সায় । এই ২০১০ সালের এইচারাইডি আবিজ্ঞারের বার ২০১০ পর্যি ৫১ বিশিক্ষন।

- ১. অবাধ গৌনাচার : বিশ্ববাদী অবাধ গৌনাচার এইছদের ব্যাপক বিত্তারের জন্য মূলত দায়ী। দেনা এইছদ আক্রান্ত রোগীর সঙ্গে গৌনমিলাদের মাধ্যমে এইছদের জাইরাদ সংক্রমিত হয়ে এইছদের বিত্তা দায়ী। বিশেষত, অন্দ্রান্ত দেশকলোতে কোনো প্রকার সাবধানতা অবলদ না করে এইছদ আরাক নারী-পুনদের অবাধ গৌনাচার চলছে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সাবধানতা এবং রাষ্ট্রিয় ও সামার্নিক দায়িত্বইনাতার অভাবত এ প্রবদ্ধতাকে আরো উলাকে দিছে। টি নেরের নামে বিশ্ববাদী যে সর্কাশ কোনা চলত এই মানবিজ্ঞাতিক আজাকের এ সংক্রমিয় অবস্থার মুখ্যমূবি এনে দাঁভ করিয়েছে।
- সমকামিতা : সমকামিতা পশ্চিমা দেশগুলোতে এইতস বিস্তারে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এর মাধ্যমে এইভস আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে মেলামেশার ফলে আক্রান্ত হক্তে সুস্থ মানুষ।
- ৩. মানকাসকি: মানকাসকির বাগক বিশ্বাবও এইডসের বিশ্বাবের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পানর কর্মা। কেননা মানকাসকির ফলে দেখা যায় এবা অনেক সময় এইজল আত্যেজ বাজিক বাবহুক সৃত প্রিমিষ্ট বাবহার করে এইজলে আত্যেজ হয়। আছার এরা এক-একটি চিনিছ ও সূচ লিয়ে করেকালে নাক সেনল করে। ফলে একের মারে ভিক্ত ই এইজন আত্যেজ আবদের বিশ্বিরা বাবাই আত্যেজ হয়।

ব্ৰক্ত সঞ্জালন : এইডেস ভাইনাস সক্ষেমদের অন্যতম মাধ্যম রক্ত সঞ্জালন। যে কোনো প্রকারেই
ফ্রোক এইডস আচ্চেত্র বাজিক রক্ত মণি সূত্র বাজিক দেহের ব্যক্তন সঙ্গে নির্দিত হয় ভাহলে সে
নিন্দিতভাবে এইডস আচনত হবে নির্দেশত ই ইনাজকন, উভারে কাট। কোনু যা ইডালিক
মাধ্যমে এবং আক্রান্ত বাজিক পেভিং, রেজার, রেড, দপ্ত চিকিৎসায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও নাক-কান
ফোড়ায় স্ট ইডালি জীবাপু অবস্থায় ব্যবহারের ফলে এইচভাইতি ছড়াতে পারে। সুক্রবার বিভালন করে।

্তুল ও বিশ্বস্থায় : যুগে যুগো যাখা, কুঠ, কলেরা, বসন্ত, তেম্বন্য আনেক ধরনের রোগই ক্রীক্তান্ত বাপাপকারে জলপাদের মৃত্যুর নারণ হয়েছে। কিন্তু কর্বানিক বিশ্বন্ত এইভেনের যে বিশ্বার মুক্তান্তান্ত সকল মহামানীকৈ ছাড়িবনে গোহে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এ চর্মাই ক্রম্পর্কার সুগে এইভঙ্গ মানব সমাজের তিরিমূলে আখাত হেনে মানব আন্তর্গ জল্ম হুম্মীর হাম গাড়িয়েছে। বিশেষ করে প্রকা মহালোশে এ রোগের যে প্রকোপ নেশ্ব মানেত ভাতে অনুর তবিষাতে এ মহালোশে মানব ক্রেক্ত্য কিন্তু পার বে ভাবালে গাড়িয়েতে আঁতকে উঠতে হয়।

্রেজনের একটি বিশেষ নিক হলো এইভসে আক্রান্ত রোগীর সৃষ্ট হওয়ার সম্ভবনা থাকে বুবই কম। যাই একবার এইজস আক্রান্ত হলে সৃষ্ট্য আনেকটা নিশিত বলা যায়। বসাবা এ রোগে আক্রান্ত বাজিন ক্ষীত্র সকল বকার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং এর ফলে একের পর এক নতুন নতুন ক্রান্ত ভার পরীরে মৃষ্ট হতে থাকে।

জন্তক্ষ এইভস রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি তার পরিবার ও সমাজের জন্য এক ধরদের বোকা। কেননা আমন্ত ব্যক্তির মাধ্যমে পরিবারের অন্য সদস্যদের আক্রান্ত হওয়ার সমূহ সঞ্জবনা থাকায় তাকে ঘরে গগ্ন যেমন ব্লিপজনক, তেমনি আলানা করে সরিয়ে রাখাও বেদনাদায়ক।

য়ই পরিবারের পোকজন অজান্তে কিংবা জেনে গুনে আকান্ত ব্যক্তির সাথে মেলামেশার কারণে অন্যরাও অমত হয়। ফলে পুরো পরিবারে নেমে আনে ভয়াবহ বিপর্বয়। অন্যান্য রোগের ক্ষেত্রে আগ্নীয়স্বজনের স্বিমাধিতা পাওয়া গেলেও এইডন আকান্ত পরিবারগুলো প্রায়ই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ক্ষপ আক্রমদের আরেকটি ক্ষমণীয় বিদয় হলো এ রোগের নির্মিয় শিকার হন্দে শিকার। ক্ষেন্সা এইডস আক্রমন্ত ক্ষম প্রকি ক্ষাপান্তের ফলে তারা অধ্বারিতভাবে এ রোগেরে শিকার হরে জীবন নিম্নত। ফলে এইডস আক্রমন্ত ক্ষমণীত মুমুদ্ধা হার বেশি। বাহামায়ে ৫ ক্ষরেরে কমানি শিকার ৬০%-এর মৃত্যুর করান এইডস আক্রমন্ত ক্ষমিত । আছাল্লা শিকারা মারের সম্প্রের বাধার ফলে না এইডস আক্রমন্ত হলে প্রকিটিক ক্রমন্ত আক্রমন্ত হরে। বিশ্বাস্থান শিকার মারের মন্তর্গুরে বাধার ফলে না এইডস আক্রমন্ত হলে প্রকিটিক ক্রমন্ত বিশ্বাস্থান করে ক্রমন্ত হয়ে

 নানাভাবে প্রভাবিত করে। একদিকে এইডসের ব্যাপক আক্রমণের ফলে অর্থনৈতিক দুরবস্থা শিক্ষা ব্যয়ের ক্ষেত্র ব্যক্তিগত সামর্থ্য ও সরাসরি বরাদ উভয় ক্ষেত্রেই সমস্যা দেখা দেয়। তা ছাড়া আতংকিত জনগণের মধ্যে 🔊 গ্রমানাগ্রমানর হারও কমে যায়। সোয়জিল্যান্ডে এইডসের কারণে মেয়েদের কুল গমনের হার ৩৬% হাস প্রেক্ত আফিকার সাব সাহারান অঞ্চলে এইডসের কারণে ৮ লাখ ৬০ হাজার ছেলেমেয়ে তাদের শিক্ষক হারিয়েছে। সালে সেন্টাল আফিকান রিপাবলিকে ৩০০ শিক্ষকের মধ্যে ৮৫% এইডসের কারণে মারা যায়। আবার আক্র দেশগুলোর গড আয়ু এইডসের কারণে মারাত্মকভাবে হাস পাছে। সাব সাহারান এলাকার চারটি দেশ বতসোয়ানা, মালাবি, মোজাধিক ও সোয়াজিল্যান্ডে গড় আয়ু ৪০ বছরের নিচে নেমে এসেছে। ২০০০ সালের ১ কোটি ২১ লাখ ছেলেমেয়ে কোথাও তাদের মা বা বাবা আবার কোথাও তাদের মা-বাবা উভয়কে হরিয়ে 🚓 হয়েছে। এ সকল এতিম শিন্তর অনেকেই এইডস আক্রান্ত। মা-বাবা হারা শিন্তর সংখ্যার এ ব্যাপকতা আক্র দেশগুলোতে ব্যাপক সামাজিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সূতরাং সকল দিক বিচেনায় দেখা যাছে एउ कि দারিদা নয়, এইডসই নতন শতাব্দীতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সামনে সবচেয়ে বড চ্যালেঞ্জ।

এইডস প্রতিরোধে করণীয় : মারণব্যাধি এইডস প্রতিরোধ করতে হলে এখনই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

প্রথমত, বিশ্বব্যাপী অবাধ যৌনাচার ও ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে আইনগত ও সচেতনতামূলক পদক্ষে গ্রহণ করতে হবে। নর-নারীর যৌন সম্পর্ক মানব বংশবিস্তারের একমাত্র কৌশল হিসেবে এটির প্রতি যথেষ্ট দায়িতুশীল ও সতর্ক থাকার ব্যাপারে রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় সকল ধরনের প্রচেষ্ট অব্যাহত রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথম দায়িত পরিবার ও সমাজের। তারপর ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিকতার ব্যাপক বিস্তার হলে অ্যাচিত যৌনাচার অনেকটাই রোধ করা সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, মাদকাসন্তির বিরুদ্ধেও সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও নৈতিক আন্দোলন জোরদার করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রশাসনকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

তৃতীয়ত, এইডস বিষয়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য এ বিষয়ে ব্যাপক তৎপরতা চালাভে হবে। সেজন্য যৌনশিক্ষা ও প্রয়োজনীয় সাবধানতা বিষয়ে জনগণকে অবহিত করতে হবে। তাগ্রন্থ এইডস বিস্তারের নানা মাধ্যম ও এগুলো থেকে দূরে থাকার বিষয়ে জনগণকে সতর্ক করা ধুর জরুরি। সেজন্য জাতীয়, আন্তর্জাতিক, সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রচার মাধ্যমে বাণিক সতর্কতামূলক প্রচার অব্যাহত রাখতে হবে।

চতুর্বত, এইডস প্রতিরোধ কার্যক্রমে জাতিসংঘ ও অঙ্গ সংগঠনসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগ্রতগোকে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। কেননা এইডস এখন আর কোনো একক দেশের সমস্যা ^{নয়}, ^{বর} এটি মানবজাতির জন্য একটি চ্যাদেঞ্জ। তাই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ব্যাপকভাবে প্রাক্রর দেশগুলোকে সাহায্য-সহযোগিতা ও প্রতিরোধ কার্যক্রমে অংশগ্রহণে এগিয়ে আসতে হবে।

পঞ্চমত, ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রতিটি ব্যক্তিকেই এ বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। বিশেষত রক্তদান, রক্তগ্রহণ, রভ্নস্কানন, ই সিরিঞ্জ, ব্যান্ডেজের ব্যবহার এবং যৌন মেদামেশার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলয়ন করতে হবে।

ষষ্ঠত, এইডস আক্রমন্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমাজের কর্তব্য বিষয়েও সচেতন হতে হবে। কেননা ^{এইডা} আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যাপারে সামাজিক উদাসীনতা সামাজিক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

উপসংহার : সর্বোপরি এইডসের চিকিৎসা এখনো পর্যাপ্ত নয়। সূতরাং আক্রান্ত দেশগুলোতে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান খুবই জন্মরি। তাছাড়া এ সকল দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও বিমোচনের ব্যাপারেও বিশেষ গুরুত্ প্রদান আবশ্যক

নারী ও শিশু

লো 🔞 নারী উন্রয়ন ও ক্ষমতায়ন

ক্রিকা : পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। নারীরা এখন আর ওধু অন্তঃপুরবাসী নয়, বরং করা উনয়নে পুরুষের সম অংশীদারিতের দাবি রাখে। অথচ বাংলাদেশের নারীসমাজ ফুা যুগ ধরে ৰত্তিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্তায় ধর্মীয় গৌড়ামি, সামাজিক কুসংস্কার, এক্সিল ও বৈষম্যের বেডাজালে নারীদের সর্বদা রাখা হয়েছে অবদমিত। তাদের মেধা ও শ্রমশক্তিকে আছে ও দেশ গঠনে সম্পুক্ত করা হয়নি। নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে গ্রহণ করা হয়নি কোনো বাস্তব প্রক্রেপ। অথচ মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলো পুরণ করতেও পুরুষের পাশাপাশি সহায়তা করে নারী। এটি কোনো একমুখী প্রক্রিয়া নয় বরং দ্বিপাক্ষিক প্রক্রিয়া।

নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন : নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় ব্যক্তিগত, পারিবারিক, শ্বরজিক ও রাজনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিকার এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সর্বজনীনতা ব্যবহুণ করে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে নারীর স্বাধীন ও সার্বভৌম সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নিশ্চিত ব্যা। দেশের সামগ্রিক উনুয়নের লক্ষ্যে নারীর সার্বিক উনুয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

বালাদেশের সংবিধানে নারী : ব্রিটিশ ভারতীয় উপমহাদেশে নারী জাগরণের বিষয়টি যেমন উত্তরসমত ছিল তালপ বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে নারী অধিকারের বিষয়টি সময়ের দাবি 💷 দাঁড়ায়। তাই এ দেশের জাতীয় উৎপাদনে নারীর অংশগ্রহণ আবশ্যক হয়ে ওঠে। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৭২ সালে নুরুগঠিত রাষ্ট্র বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিষ্চিত করার ^{বিধন} সন্মিবেশিত হয়। সংবিধানের ২৮(১) ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-ক্ষে ভেদে বা জনাস্তানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না।' ২৮(২) ব্যায় বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবেন।' ^{২৮(৩)}-এ উল্লেখ আছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা বিশ্রামের কারণে শাধারদের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জ্বিত্র কোনো নাগরিককে কোনোরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্ডের অধীন করা যাবে না। (৪)-এ উল্লেখ আছে, 'নারী বা শিশুদের অনুকৃলে কিংবা নাগরিকদের কোনো অন্দ্রসর অংশের ্বাতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হতে এই অনুজেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না। (১)-এ রয়েছে 'প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের বিশ্বন প্রমান স্থানীয় শাসনস্কোন্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

১. উন্নয়ন পরিকল্পনা: ১৯৭২ সালে প্রচিত সংবিধানে নারী-পূরুদের সমান অধিকার নিশ্চিত কর হয়। তথু সাহিবাদেন মা, রাজ্য জীবনের সর্বাক্ষতের নারী-পূরুদেরে অংশ্যাহের ও নারীর ক্ষাত্যাহের গলেজ বাজর পদক্ষেপ দিয়ে বর্তমান কারতারের পক্ষা হলো নারীনামানের অধিকার প্রতিষ্ঠানত সভাতর সকলা প্ররে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষাত্মগ্রামের আরক্তীর বাবাস্থ্য গ্রহণ করা। স্বাধীনতা সভালে যে সকল মুক্তি অবদান রেখেছেন ও ক্ষতিয়াক হোছিলেন, সেগর নারীর পুনর্বিসন ও ক্ষাত্মগ্রামের কালে ১৯৭২ সাল বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বাের্ড গঠল করেন বক্ষবন্তু পেল মুক্তির সরবারণ সদস্য ১৯৪ট জেল ও ২ পটি মন্তব্যাসাহ মােট ওটাট কেন্দ্রের মাধ্যামে নারী উন্নয়ন কর্মসূচি তাম হয়।

নারী পুনর্বাদন বোর্ডের দারিত্ব ও কর্মপরিধি বৃদ্ধি পাগুয়ায় ১৯৭৪ সালে এ বোর্ড বৃহত্তর বংগরের পুনর্বাঠিত করে সংসদের একটি আঙ্গি-এর মাধ্যমে নারী পুনর্বাদন ও কল্যান ফাউল্লেখন ক্রাণ্ডারেক করা হয়। ফাউল্লেখনের মর্বেথন কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম ছিল: ১. সেনের করন জেলা ও মহকুমার নারী উন্নামনের লক্ষেয় তৌত অবকাঠানো গড়ে তোলা; ২. নারীর হান্যক কর্মপায়োনের গণেহা বৃত্তিভূগক প্রশিক্ষণ প্রদান; ৩. নারীরে উৎপাদনমূখী কর্মপ্রাচে নিয়োজিত করে প্রদানী ও বিক্রম কেন্দ্র স্থাপন করা; ৪. উৎপাদন ও প্রশিক্ষণ কান্তে নিয়োজিত নারীর জন্ম দিনামূখ্য করিব। করা, ৫. মুক্ত ক্ষতিপ্রাহা নারীরে ক্রিক্ষণ ক্রান করা, ৫. মুক্ত ক্ষতিপ্রহার নারীরেন ক্রিক্ষণ ক্রানন করা, ৫. মুক্ত ক্ষত্রেহার নারীরেন ক্রিক্ষণ ক্রানন করা, ৫. মুক্ত ক্ষত্রেহার নারীরেন ক্রিক্ষণা ক্রানন করা, ৫. মুক্ত ক্ষত্রিহার নারীরেন ক্রিক্ষণা ক্রানন করা, ৫. মুক্ত ক্ষত্রেহার নারীরেন ক্রিক্ষণা ক্রানন করা এবং ৬. মুক্ত মুক্তি

অনুরূপভাবে বিবার্গিক পরিকল্পনান্ত (১৯৭৮-৮০) নারীর কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচি এবং ক হয়। তৃতীয় পঞ্চনার্থিক পরিকল্পনান্ত (১৯৮৫-৯০) একাই কর্মসূচি পুরীত হয়। চতুর্থ পথবার্গিক পরিকল্পনা (১৯৯০-৯৫) নারী উন্নয়নকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মবান্ত্রের অবং হিসেবে চিন্তুৰ করে উন্নয়নের মূলু ব্যোভধারাত্র সম্পূলকরমের অক্টো আরুবান্ত উদ্যোগ ধৃতীত হয়।

১৯৯০ সালের পর থেকে মন্ত্রণালরের দায়িত্ব জাতীয় ও আবর্জানিক পর্যায়ে বৃদ্ধি পোতে গ্রান্ত বি ১৯৯৪ সালের ৫ মার্চ থেকে শিকবিষয়াক, ১৯৯৫ সালে বের্মিজ, কর্মপরিকরলা ব্যবস্থানার প্রাপ্ত সালে বিশ্ব বাদন কর্মসূচি মন্ত্রণালরের ওপন নার্ছ হয়। এজন্তার মন্ত্রিক পরি প্রত্যাধ্যক মন্ত্র্যাধ্যক মন্ত্র্যাধ্যক মন্ত্র্যাধ্যক কর্মান্ত্র বাদ্ধানার ক্ষার্থানার ক্ষার্থানার ক্ষার্থানার ক্ষার্থানার ক্ষান্ত্র্যাক ক্ষান্ত্র ক্ষান্ত্র্যাক ক্ষান্ত্র্যাক্ষান্ত্র ক্ষান্ত্র্যাক্ষান্ত্র ক্ষান্ত্র্যাক ক্ষান্ত্র্যাক্ষান্ত্র ক্ষান্ত্র্যাক্ষান্ত্র্যাক্ষান্ত্র ক্ষান্ত্র্যাক্ষান্ত্র ক্ষান্ত্র্যাক্ষান্ত্র ক্ষান্ত্র ক্ষান্ত্র্যাক্ষান্ত্র ক্ষান্ত্র ক্ষান্ত্র ক্ষান্ত্র্যাক্ষান্ত্র ক্ষান্ত্র প্রম্ভবায়ন, চ. বিশ্বণাদ্য কর্মসূচ বান্তবায়ন। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারী নির্বাচন প্রতিরোধকয়ে প্রান্তসম্রাণালয় নারী ও শিত নির্বাচন প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়েছে। নারী ও মেয়ে শিত নির্বাচন প্রক্রায়েকে গঙ্গেম মহিলা ও শিত বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় নারী ও শিত নির্বাচন প্রতিরোধ সেল, ব্রুলা বিষয়ক অধিলক্তর, জাতীয় মহিলা সংস্কৃয় নারী ও শিত নির্বাচন সেল এবং ফেলা, থানা ও ক্রান্তবাদ্যাক নারী নির্বাচন প্রতিরোধ কর্মিটি গঠন করা হয়েছে।

ৰাষ্ট্ৰনি পদক্ষেপ: বাংলাদেশে নাৱী ও মেয়ে শিশুর প্রতি নির্মাতন রোধকয়ে কতিপায় প্রচলিত ভাইনের সন্দোধন ও নতুল আইন প্রণীত হয়েছে। এদন আইনের মধ্যে উত্তেখনোগ্য হলো ফুলিম পারিবারিক আইন, থৌকুক নিরোধ আইন, বালাবিবার রোধ আইন, নারী ও পিত নির্মাত ক্রারাম্য (বিশেষ বিমান) আইন প্রকৃতি। নারী ও শিক নির্মাতন প্রতিরোধে আইনোত সংয়াজা ও লামর্ম্য প্রসানের জন্য নারী নির্মাতন প্রতিরোধ সেল, নির্মাতিক বারীদের জন্য পূর্ণবাদন কেন্দ্র ক্রান্মন করা হয়েছে। আছাড়া আইনজীবার ফি ও অন্যান্য করা বহনে সহায়তা গানের উদ্যোধন।

প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন : ১৯৭২ সালে শেখ মুজিবুর রহমান সরকার নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে নারীর অন্তর্ভুক্তি তথা উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পক্ত করার প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করে। সরকারি চাকরিতে দশ ভাগ কোটা নারীর জন্য সক্তমণ করা হয়। ১৯৭৩ সালে দজন নারীকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভক করা হয় এবং ১৯৭৪ সালে ক্রেলন নাবীকে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক নিয়োগ করা হয়। বর্তমান সরকারের মন্ত্রিসভায় ৪ জন নারী (মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত) রয়েছেন। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের ম্পিকার ও ইরোধীদলীয় নেতা তিনজনই নারী। ৫ জানয়ারি ২০১৪ দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরকারি ও বিরোধী দলের প্রধানসহ ৩৫০টি আসনের মধ্যে ৬৯টি আসনে নারীরা জয়লাভ করে, যেখানে ১৯ জন নির্বাচিত আর ৫০ জন সংরক্ষিত আসনে মনোনীত। পরবর্তীতে উপনির্বাচনের মাধ্যমে সারেকজন নারী সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় দশম জাতীয় সংসদে মোট নারী সদস্য ৭০ জন। ইউনিয়ন পরিষদের ১২টি সদস্যপদের মধ্যে ৯টিতে সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ মধাসহ সংরক্ষিত ৩টি আসনে নারীর প্রতিযোগিতার সুযোগ রাখা হয়েছে। তৎকালীন আওয়ামী ন্দ্রকারের আমলে (বর্তমানে ক্ষমতাসীন) যেসব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তার মধ্যে রয়েছে উনিয়ন পরিষদের মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোটে নির্বাচন। ২০১১ সালের অষ্টম উপি নির্বাচনে বহু নাবী সরাসরি ভোটে চেয়ারম্যান ও মেম্বার নির্বাচিত হয়েছেন। গ্রাম পরিষদেও 🈘 নারীর অংশগ্রহণ সংরক্ষণ করা হয়েছে। একইভাবে উপজেলা ও জেলা পরিষদে ৩০% ^{মহিলা} নির্বাচিত হয়। ফলে সারা বাংলাদেশে রাজনৈতিকভাবে নারীদের অংশগ্রহণ শক্তিশালী আছে বলে আশা করা যায়। তাছাড়া পার্লামেন্টেও নারীর অংশগ্রহণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ^{বর্তনানে} সাধারণ আসন থেকে ২০ জন নারী সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনে ৫০ জন নারী সংসদ শন্য রয়েছেন।

বিশ্ব প্রেক্ষিতে নারী উন্নয়নের ক্রমবিকাশ জাতিসংঘ নারী-পুরুষের সমান অধিকার নকশা তৈরি করে। জাতিসংঘ নারীর মর্যাদা শীর্ষক কমিশন গঠন করে। Sabro

জ্ঞাতিসংঘে নারীর রাজনৈতিক অধিকার সনদ প্রণয়ন ও অনুমোদন। 5565 আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ পালিত হয়। মেক্সিকোতে প্রথম নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 3590 ু ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৫ সময়কালকে জাতিসংঘের বিশ্ব নারী দশকরূপে ঘোষণা।

3396 : জাতিসংঘ নারীর সার্বিক অধিকার সুরক্ষামূলক 'সিডো' সনদ প্রণয়ন ও অনুযোদন ক্রান্ত 5898

: মধ্য দশকী বিশ্ব নারী সম্মেলন অনষ্ঠিত হয়।

় দশক সমাপনী বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 55hr@

্ সামাজিক উনুয়ন শীর্ষক বিশ্বসভা অনুষ্ঠিত হয়। নারী বিষয়ক চতুর্থ বিশ্ব সম্পোন অনুষ্ঠিত হয়। 1220 : চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন গৃহীত প্লাটফরম ফর অ্যাকশন বাস্তবায়ন।

1556 : ১ জানুয়ারি ২০১১ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে কার্যক্রম শুরু করে জাতিসংঘের নারী বিষয়ত্ত 2033 সংস্থা ইউএন উইমেন।

বাংলাদেশে নারী উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

জাতীয় সংসদে সদস্য পদে মহিলাদের জন্য কোটা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে এবং বর্ষধারার পক্ষে ভোটদান করে।

· ক বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সংস্থা গঠন করা হয়.

খ মহিলা সেল গঠন করা হয়,

গ মহিলাবিষয়ক বিভাগ গঠন করা হয়.

ঘ, সরকারি খাতের সাংগঠনিক কাঠামোতে কোটাভিত্তিক মহিলাদের পদ সৃষ্টি করা হয়।

১৯৭৮ : মহিলাবিষয়ক মন্ত্রণালয় চালু করা হয়।

• বিতীয় বিশ্ব নারী সমেলনে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে এবং সম্ফেলনে সিদ্ধান্তপত্রে স্বাক্ষরদান করে।

১৯৮৪ : ক. 'সিডো' (CEDAW) সনদ গ্রহণ ও অনুমোদন করে। খ মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়।

: দশক সমাপনী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে এবং সম্মেলনে (Nairobi Forward Locking strategy) অবদান রাখে।

১৯৮৫-১৯৯০: নারী ও পুরুষের উন্নয়নে অসাম্য দূর করতে লক্ষ্য নির্ধারণ এবং বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয

: WID Focal point তৈরি করা হয়।

: ক. NCWD (National Council For Womens Develoment) সৃষ্টি করে

খ, চতর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে এবং সুপারিশ করে। : ক. PFA বাস্তবায়নের জন্য টাঙ্কফোর্স গঠন করা হয়।

খ PFA বাস্তবায়নে কোর গ্রুপ গঠন করা হয়।

১৯৯৭ : ক, নারী উনুয়নে জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়।

খ, স্থানীয় সরকারসমূহে নির্বাচনে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশে সংরক্ষিত ব সরাসরি ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

নারী উনয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়। 7994

: এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২ এবং এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০২ জারি করা হয়। 2002

: নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) বিল পাস। 2000

: সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদে নারীদের জন্য ৪৫টি আসন সংরক্ষণ। ় ৯ জানুয়ারি ২০১১ সরকারি চাকরিজীবী নারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস করা হয়।

সংবিধানের পঞ্চনশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদে নারীদের ৫০টি আসন সংরক্ষণ।

ে দেশের প্রথম নারী ম্পিকার হিসেবে ৩০ এপ্রিল ২০১৩ শপথ ও দায়িত গ্রহণ করেন সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য ড. শিরীন শারমিন চৌধরী।

্রীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও সরকারের কর্মপরিকল্পনা : ইতিপূর্বে বিভিন্ন উনুয়ন পরিকল্পনায় নারী ক্রমন কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হলেও তা ছিল বিচ্ছিন্ন ও সমন্ত্রাহীন। কিন্তু বেইজিং নারী উনুয়ন অধ্যবিকল্পনায় নারী উনুয়নের লক্ষ্যে যে ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত হয়েছে তার একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক অব্যয়ন কৌশল প্রণয়নের লক্ষ্যে ও বেইজিং ঘোষণা বাস্তবায়নের অঙ্গীকারের ফলে মহিলা ও শিতবিষয়ক ব্যালয়ের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ জাতীয় নারী উনুয়ন নীতি ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সম্মত যার প্রধান লক্ষ্য হলো নির্যাতিত ও অবহেলিত এ দেশের বৃহত্তম নারী সমাজের ভাগ্যোন্তমন করা।

ুর্ন ভ্রম্মন নীতির প্রধান লক্ষ্যসমূহ হলো নিমন্ত্রপ: রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা:

নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা:

নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা:

 নারী সমাজকে দারিদ্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা; নারী-পরুষের বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করা;

সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমগুলে নারীর অবদানের যথায়থ স্বীকৃতি প্রদান করা;

জাতীয় জীবনে সর্বত্র নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা করা;

নারী ও মেয়ে শিহুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন বন্ধ করা: – রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্র, আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া এবং

পারিবারিক জীবনের সর্বত্র নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা; বিধবা, অভিভাবকহীন, স্বামী পরিত্যক্তা, অবিবাহিতা ও সন্তানহীনা নারীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা;

 পণমাধ্যমে নারী ও মেয়ে শিশুর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরাসহ জেভার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা; ে মেধাবী ও প্রতিভাময়ী নারীর সজনশীল ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা দেয়া;

🔁 নারী উনুয়নে প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা প্রদান করা ইত্যাদি।

^{জাব্রাক্ত লক্ষ্যসমূহ} বাস্তবায়নে সরকার যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তা হলো :

শারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা বাস্তবায়ন

মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা যেমন— রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের যে সমঅধিকার, তার স্বীকৃতিস্বরূপ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ করা;

শারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডো) বাস্তবায়ন করা;

সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায়ে নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়া;

- শিক্ষা পাঠ্যক্রম, বিভিন্ন পুস্তকাদিতে নারীর অবমূল্যায়ন দ্রীভূত করা এবং নারীর ইতিবাচয় ভাবমর্তি তলে ধরা:
- নারী-পুরুষ শ্রমিকদের সমান মজুরি ও কর্মস্থলে নিরাপত্তা প্রদান এবং চাকরি ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা.
- নারীর অংশগ্রহণ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অ-প্রাতিষ্ঠানিক খাতে অপ্র সামাজিক উন্নয়নে নারীর অবদানের স্বীকতি দেয়া:
- সরকারের জাতীয় হিসাবসমূহে গাহস্তা শ্রমসহ সকল নারী শ্রমের সঠিক প্রতিফলন নিশ্চিত করা
- নারী যেখানে অধিক সংখ্যক কর্মরত আছেন সেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা, বাসস্থান, বিশামাগার, পরত্র প্রক্ষালন কক্ষ এবং দিবায়ত্র কেন্দ্র স্থাপনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১ নারীর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দুরীকরণ

- পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি শারীরিক, মানসিক ও নৌল নিপীড়ন, নারী ধর্ষণ, পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ, যৌতক ও নারীর প্রতি সহিংসতা দর করা
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কিত প্রচলিত আইন যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সংশোধন এক নতন আইন প্রণয়ন করা;
- ্র নির্যাতিত নারীকে আইনগত সহায়তা দেয়া;
- নারী পাচার বন্ধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন করা:
- নারীর প্রতি নির্যাতন দুরীকরণ এবং এক্ষেত্রে আইনের যথাযথ প্রয়োগের জন্য বিচার ব্যবস্থা। পুলিশ বাহিনীর সর্বস্তরে বর্ধিত হারে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা.

৩. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

- নারীশিক্ষা বৃদ্ধি, নারী-পুরুষের মধ্যে শিক্ষার হার ও সুযোগের বৈষম্য দুর করা এবং উনুয়নের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পুক্ত করার লক্ষ্যে সক্রিয় ও স্পষ্ট নীতি অনুসরণ করা;
- আগামী দশ বছরে নিরক্ষরতা দূর করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা, বিশেষত মেয়ে শিও ও নারীসমাজের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ দেয়া:
- মেয়েদের জন্য দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা:
- টেকসই উন্নয়ন ও অব্যাহত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে নারীর জন্য আনুগানিক ও অনানষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ ও শক্তিশালী করা;
- শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী ও মেয়েশিন্তর সমান অধিকার নিশ্চিত করা, শিক্ষার সকল পর্যায়ে অসমতা দুর করা, শিক্ষাকে সর্বজনীন করা, ভর্তির হার বৃদ্ধিসহ নিরক্ষরতা দূর করা এবং মেয়েশিগুরু বিদ্যালয়ে ধরে রাখার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- নারীর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল প্রশিক্ষণে নারীকে সমান সুযোগ দেয়া;
- কারিগরি প্রযুক্তিগত ও উচ্চ শিক্ষাসহ শিক্ষার সকল পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৪ জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর সক্রিয় ও সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ

 অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং নারী-পুরুরের গ্রহী বিরাজমান পার্থক্য দূর করা;

- অর্থনৈতিক নীতি (বাণিজ্যনীতি, মুদ্রানীতি, করনীতি প্রভৃতি) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারীর সমান অধিকাব নিশ্চিত কবা
- নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি লক্ষ্য রেখে সামষ্টিক অর্থনীতিতে নীতি প্রণয়নে ও কর্মসূচিতে নারীর চাহ্রিদা ও স্বার্থ বিবেচনায় রাখা:
- সামষ্ট্রিক অর্থনৈতিক নীতির প্রয়োগে বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রতিহত করার লক্ষ্যে নারীর অনুকূলে Safety nets গড়ে তোলা।
- জাতিসংঘের সংশ্রিষ্ট সংস্থা, উন্তয়ন সহযোগী সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে নারীর দাবিদা দরীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা দান ও অনুপ্রাণিত করা।

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জরুরি বিষয়াদি যথা-স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনবাপী শিক্ষা কারিগরি শিক্ষা তথ্য উপার্জনের সযোগ, উত্তরাধিকার, সম্পদ, ঋণ প্রযুক্তি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদসহ ভূমির ওপর অধিকার ইত্যাদির ক্ষেত্রে नावीत भर्ग ७ সমান সযোগ এবং निराज्यागत अधिकात मिया এবং এ नाटका श्रादााजनीय नजून আইন প্রণয়ন করা।

৬ নারীর কর্মসংস্থান

- নারীর শ্রমশক্তির শিক্ষিত ও নিরক্ষর উভয় অংশের কর্মসংস্থানের জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা: চাকরির ক্ষেত্রে নারীর বর্ধিত নিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রবেশ পর্যায়সহ সকল ক্ষেত্রে কোটা বন্ধি এবং কার্যকর করা:
- সকল নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে সরকার অনুসূত কোটা ও কর্মসংস্থানের নীতির আওতায় চাকরির ক্ষেত্রে নারীকে সকল প্রকার সমস্যযোগ প্রদানের জন্য উত্তব্ধ করা;
- নারী উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ ও ঋণদান কর্মসূচি গ্রহণ করা:
- নারীর বর্ধিত হারে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ, অবস্থান ও অগ্রসরমানতা বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিবেশ গড়ে তোলা:
- নারীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সংশ্রিষ্ট সকল আইন, বিধি ও নীতির প্রয়োজনীয় সংস্থার করা।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

- রাজনীতিতে অধিক হারে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রচার মাধ্যমসহ রাজনৈতিক দলসমূহকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্ধন্ধ করা:
- নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জন ও প্রয়োগ এবং এর সুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা-
- নির্বাচনে অধিক হারে নারীপ্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুপ্রাণিত করা;
- শারীর রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন করা এবং তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ভোটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা;
 - শিদ্ধান্ত প্রকলের সর্বোচ্চ স্কর মন্ত্রিপরিষদে, প্রয়োজনে সংবিধানের সংশ্রিষ্ট ধারার অধীনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী নিয়োগ করা।

৮ নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন

- প্রশাসনিক কাঠামোর উচ্চ পর্যায়ে নারীর জন্য সরকারি চাকরিতে প্রবেশ সহজ করার লাক্ত চুক্তিভিত্তিক এবং সরাসরি প্রবেশের (লেটারেল এনট্রি) ব্যবস্থা করা:
- বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোতে রাষ্ট্রদূতসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশন, পরিকয়না কমিশ্র বিচাব বিভাগের উচ্চ পদে নারীদের নিয়োগ প্রদান করা;
- জাতিসংঘের বিভিন্ন শাখা ও অঙ্গ সংগঠনে এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিদ্ধ বা প্রার্থী হিসেবে নারীকে নিয়োগ/মনোনয়ন দেয়া;
- নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রবেশ পর্যায়সহ সকল পর্যায়ে, গেজেটেড ও নন-গেজেটেড পাছ কোটা বৃদ্ধি করা।

৯. বিশেষ দুর্দশাগ্রস্ত নারী

 নারীর অবস্থানের বিভিন্নতা এবং বিশেষভাবে দুর্দশাহন্ত নারীর প্রয়োজনীয়তা উপলির ব্রহ্ব তাদেরকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের জন্য পদক্ষেপ ও কর্মসূচি গ্রহণ করা।

উপসংহার : নারী ক্ষমতায়নের ধারণা বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সে কারণে বাংলাদেশ বেইজিং-এ নারী উন্নয়ন ও কর্মপরিকল্পনায় যে ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত হরেছে আ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেছে। সুশীল সমাজ গঠনে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে মানবিক মূল্যবাছে অনুশীলন করার লন্দের গুধু সরকারি প্রচেষ্টা নয়, বেসরকারি সংস্থাসমূহের দায়দায়িত্ও অনের। সরকারি-বেসরকারি যৌথ প্রচেষ্টায় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের পথ প্রশন্ত হতে পারে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।



ব্রতা 🔞 নারী শিক্ষা উনুয়ন

[২৯তম বিসিএস]

ভূমিকা : পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। নারীরা এখন আর তথ্র অন্তঃপুরবাসী নয়, বল পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সমাজের উন্নতি সাধনে কাজ করছে। অথচ বাংলাদেশের নারীসমাজ ফুর্ম শ্র ধরে শোষিত ও অবহেলিত হয়ে আসহে। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় ধর্মীয় গৌড়ামি, সামাজিক কুসংকর নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে নারীদের সর্বদা রাখা হয়েছে অবদমিত। তাদের মেধা ও শ্রমণী সমাজ ও দেশ গঠনে সম্পৃত করা হয়নি। নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে গ্রহণ করা হয়নি কোনে ^হ পদক্ষেপ। অথচ মানুষের মৌলিক প্রয়োজনভলো পূরণ করতেও পুরুষের পাশাপাশি সহায়তা করে এটি কোনো একমুখী প্রক্রিয়া নয় বরং দ্বিপাক্ষিক প্রক্রিয়া। নারী উনুয়ন ও ক্ষমতায়ন বলতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর অধিকার এবং রাষ্ট্রীয় ও গা সর্বজনীনতা সংরক্ষণ করে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে নারীর স্বাধীন ও সার্বভৌম সিদ্ধান্ত এহাণের নিশ্চিত করা। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা প্রয়ো

বাংলাদেশের সংবিধানে নারী : উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই এ উপমহাদেশে নারী র্জ উন্মেষ ঘটে। ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন, পাকিস্তান আমলে ভাষা আন্দোলন,

ক্রভাষান এবং স্বাধিকার আন্দোলনেও নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল অসাধারণ। ১৯৭১ সালে ্রাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অসামান্য অবদান রাখে। মুক্তিযুদ্ধের এই অভিজ্ঞতা থেকেই বাংলাদেশের নারীরা আত্মনির্ভরশীল ও সচেতন হয়ে ওঠে। শিক্ষা গ্রহণ ও ্রিস্তানের প্রত্যাশা এবং নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ক্রমাজের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগে। এতে দেশে নারী উন্নয়নের এক বিরাট সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। ফলে ুবুর জাতীয় উৎপাদনে নারীর অংশগ্রহণ আবশ্যক হয়ে ওঠে। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৭২ সালে নবগঠিত রাষ্ট্র ক্রানেশের সংবিধানে নারীর অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার বিধান সন্রিবেশিত হয়। ্জ্যানের ২৭ ধারায় উল্লেখ করা হয়, 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান ও আইনের সমান অশ্রেয় ক্রম্ব অধিকারী।' ২৮(৩)-এ উল্লেখ আছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা বিশ্রামের কারণে অস্বাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কান নাগরিককে কোনোরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না।' ২৮(৪)-এ আৰু আছে, 'নারী বা শিবদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের কোনো অন্থাসর অংশের অগ্নগতির জন্য ্রিক্স বিধান প্রণয়ন হতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবত করবে না।' ২৯(১)-এ রয়েছে, অসমন্তব কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে। ১৯(২)-এ লা হয়েছে, 'কেবল ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিক প্রজাতন্ত্রের র্মার নিয়োগ বা পদপাভের অযোগ্য হবেন না কিংবা সেক্ষেত্রে তার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না।' ৩(৩) ধারায় নারীর জন্য জাতীয় সংসদে আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে এবং এ ধারার অধীনে স্থানীয় গ্সনসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীর প্রতিনিধিত নিশ্চিত করা হয়েছে।

নীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান : বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিকভাবে নারীর অবস্থান বহুলাংশে অবহেলিত। নশ্রে জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হলেও পুরুষের সমকক্ষ দাবি করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। নারীরা শিম-বিক্ষায় পুরুষের চেয়ে অন্প্রসর। ফলে তারা অবহেলিত ও পশ্চাৎপদ। লেখাপড়া কম জানা বা না জার কারণে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অবদান গুরুত্বপূর্ণ নয়। সামাজিক দিক থেকে নারীরা শিবিত্ত। পুরুষের সাথে সম-অধিকার তারা ভোগ করতে পারে না। নানা কুসংস্কারে নারীদের মন আছন্ন। 🕅 সেয়ালের মধ্যেই যেন তারা সীমাবদ্ধ। নারী সমাজের অন্যাসরতার জন্য তাদের সামাজিক মর্যাদা 🙉। সমাজকে এগিয়ে নেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না; বরং তারা সমাজকে পেছনে ঠেলে দিছে।

🕅 নির্যাতন : বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় নারীরা নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। নিশুহে অত্যাচার, যৌতুক প্রথা, অর্থনৈতিক সঙ্কট, স্বাস্থ্যগত সমস্যা, সামাজিক কুসংস্কার ইত্যাদি ্রীমারণে বাংলাদেশের নারী সমাজকে প্রতিনিয়ত নির্যাতনের শিকার হতে হয়। এসিড নিক্ষেপে ৰ জীবন বিপৰ্যন্ত করা এখন নিতানৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। নারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্রিনীল। ন্যায়্য অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং উপেক্ষিত জীবনের অধিকারী এদেশের নারী সমাজ।

্রাক্তিকা : আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। সমাজ গঠনে তারা পুরুষের ্রিনির্বিষ্ট তার বিকাশ রাধতে পারে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ নারী-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। বিশ্ব পরিসরে বিভিন্ন আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ^{শশের} নারী সংগঠনগুলোর ইতিবাচক ভূমিকার ফলে জীবন ও জীবিকার নানাস্তরে নারীরা এগিয়ে এসেছে। শিক্ষাস্থনেও তারা পারনর্শিতা দেখাতে সক্ষম হয়েছে। তবে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে যে আগত্তি তা মূলত উচ্চবিত ও নিয়বিত্তের মধ্যে সীমিত। দেশের মোট নারীর ৪৯.৪ শতাংশ মাত্র সাক্ষর। ব্রহ ৫০.৯ শতাংশ নারী এখনো কুসন্তার ও অজ্ঞতার আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

নাবীয়ুক্তি আন্দোলন : বাংলাদেশে নাবীর অধিকারহীনতা ও নির্যাতন যথেষ্ট উৎকণ্ঠার কারণ হয় উঠেছে। শেকলা দেশে নাবীয়ুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে এবং এর কিছুটা ইতিবাচক ক্ষা এতাক করা যাছে। এদেশে বছলি নাতাই মহিন্সার্থ নামে রাকেরা সাবাধানাত হেনেলে নাবীনা অধিকার আনারের আন্দোলন করু করেছিলেন। তার দেখানো পথ অনুসরণ করেই এদেশে নাইন্তুক্তি আন্দোলন সম্প্রদাবিক হয়েছে। দেশের নাবী সন্মান্তক সচেতনতার মধ্যে নাবী নির্যাতন বিরোধী আঠ এপীত হয়েছে এবং তা প্রয়োগের মাধ্যমে নারীর অধিকার সম্বাক্ষণ করা হছে। সে সাথে নারীর নির্যাতন নারী নির্যাতন নারী নির্যাতন নারীর নির্যাতন করিছে এবং তা প্রয়োগের মাধ্যমে নারীর কথিকার সম্বোজণ করা আন্দোলনের ফলণ।

मानीव व्यवस्थानाध्य : तिबंद्यांनी व्याव त्यवादम नाती व्यक्तित कारबंदि त्याविक स्टब्स्, दाग्याद व्यावक्ति सानिक स्टब्स्, दाग्याद व्यावक्ति सानिक स्टब्स्, व्यावक्ति सानिक स्टब्स्, व्यावक्ति सानिक सानिक सानिक स्टब्स्, व्यावक सिंद्याद के प्रश्नाव सानिक सा

নাবীর ক্ষমতারদা: নাবীর রশাদানিক ক্ষমতারদা, নিজার এহদের পর্যায়ে নাবীর অগ্রন্থতি তথা উন্নবের মূল প্রোভধারার নাবীকে সম্পূত করার রাথম উল্লোখ দেয়া হয় ১৯৭২ সালে। ১৯৭৬ সালে দুলন নাবীকে মারিকে সারিকে করা হয়। বর্তমান সরবারের মারিকালার ও জন নাবী (১৫ মে ২০১০ পর্যা) রয়েমেন বর্তমানে বর্তমানি বর্তমানে বর্তমান বর্তমানে বর্তমান বর্তমানে বর্তমান বর্তমানে বর্তমানে বর্তমান বর্তমানে বর্তমানে বর্তমান বর্তমানে বর্তমান বর্তমানে বর্তমানে বর্তমানে বর্তমানে বর্তমানে বর্তমানে বর্তমানে বর্তমানে বর্তমান বর্তমানে বর্তমান বর্তমানে বর্তমান বর্তমানে বর্তমান বর্তমানে বর্তমান বর্তমানে বর্তমান বর্তমানে বর্তমান নারী ভাইস্থান সেরমানানের পাল সঞ্জী করা হয়।

বাংলাদেশের প্রশাসনে বিভিন্ন মন্ত্রণালরে সচিব, অভিরিক্ত সচিব, ফুলুমটির এবং উপসচিবণার নীতি নির্বাহ ছিমিকা পালন করে থাকেন। বর্তমানে সচিব, অভিরিক্ত সচিব, যুগা সচিব এবং উপসচিব গালে বর্ত্ত প্ররাহিত্ব, বিভারণাই প্রবাহন বাংলাকের ব্যাহিত্ব, বিভারণাই প্রবাহন রাহিত্ব, বিভারণাই করেকেন। সম্মাতি ভিনি পর্যায়ে মহিলা নিরোগের উদাসাপ নাম হরেছে। সরবার্ত্ত করেকেনা নামী ররেছেন। সম্মাতি ভিনি পর্যায়ে মহিলা নিরোগের উদাসাপ নাম হরেছে। সরবার্ত্ত করেকেনা সামী ররেছেন। সম্মাতার ভার করেকেনা সিক্ত করার জন্ম নাম্যায়েকের করেকেনা করেছে এথারিকে বিলালায়েক নতুন শিক্ষক বিয়োগের করেনা সক্রেক্ত করেছে। আর্থাকির বিলালায়েক নতুন শিক্ষক বিয়োগের করেনা সক্রেক্ত সক্রেক্ত সম্মাতির সামান্তর নির্বাহন বিয়ানার নির্বাহিত অফিনার বাংলা হরেছে। বাংলাকির বিলালায়েক নতুন শিক্ষক বিয়োগের করেনা সক্রেক্ত সক্রেক্ত সম্মাতির সামান্তর নির্বাহন করুন করার নির্বাহন করুন করার বাংলার বিয়োগার বাংলার বিয়োগার বাংলার বিয়োগার বাংলার বিয়োগার বাংলার বিয়োগার বাংলার বিয়োগার বাংলার বাংলার বিয়োগার বাংলার বাং

্ধী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে কতিপায় সুপারিশ: নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বান্তব কর্মপরিকল্পনা এহণ
ক্ষমতায়নের মূল দারিত্ব সরকারের। একটি সুসংগঠিত ও সুবিনান্ত প্রাক্তিটানিক ব্যবস্থা পত্তে ভোলার
ক্ষমেয়েই ও দার্ঘিত্ব সুচাক্ষরকৈ সম্পন্ন করা সম্ভব। তবে সরকারের পাশাপাশী বেদরকারি সকল
ক্ষমতার কর্মকারে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন প্রেক্ষিত বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে। এ প্রসঙ্গে সন্ধার্য
ক্ষমতা পুলো পুলো বা হলো:

নারী উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো : নারীর ক্ষমতা উন্নয়ন ও ক্ষমতারদের লক্ষ্যে জাতীর অবকাঠামো যেমন—মহিলা ও শিতবিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলাবিয়ক অধিনত্তর, জাতীয় মহিলা কাহে বাংলাদেশ শিত একাডেমীর প্রশাসনিক কাঠামো শতিশালী করতে হবে । পর্যায়কমে দলের সকল বিভাগ, জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কাঠামো ক্রিক্তু করতে হবে এবং নারী উন্নয়নে যাবতীয় কর্মসূতি প্রদায়ন, বান্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য এ প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

জাতীয় মহিলা উন্নয়ন পরিষদ : নারী উন্নয়ন নীতি নিধারণ, উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও পর্যজোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে ৪৪ সদস্যবিশিষ্ট যে মহিলা উন্নয়ন পরিষদ গঠন করা হয়েছে তার কার্যপরিধি নিমন্ত্রপ হতে পারে :

- আর্থ-সামাজিক উন্নরন্দক কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়,
 বিভাগ ও সংস্থার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সংক্রোভ নীতি প্রণয়ন ও কার্যক্রমের সমন্তর সাধন।
- মহিলাদের আইনগত অধিকার, মহিলা উন্নয়ন এবং মহিলাদের নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়াবলী সম্বন্ধ নীতি প্রশায়ন।
- গ. সকল কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের স্বার্থ সংরক্ষণ, অংশগ্রহণ ও তাদের ভাগ্যোন্নয়ন সম্পর্কে গৃহীত পদক্ষেপ বান্তবায়নের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত এহণ।

সংসদীয় কমিটি : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গঠিত নারী উন্নয়নবিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন করতে হবে, যা নারী উন্নয়ন কর্মসূচির পর্যালোচনা করে নারী অগ্রগতির লক্ষে নরকারকে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করবে।

- ৫ থানা ও জেলা পর্যায় : নারীর অগ্রগতি এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ের প্রশাসন পরিষদ পৌরসভা স্থানীয় সরকার, সংশ্রিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দশুর ও এনজিওদের কার্যক্রমের সমক্র সাধন ও নারী উনয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা যেতে পারে।
- ৬ তথ্মল পর্যায়ে : তথ্মল পর্যায়ে গ্রাম ও ইউনিয়নে নারীকে স্বাবলম্বী দল হিসেবে সংগঠিত করতে হবে। এ দলসমূহকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার আওতায় নিবন্ধীকৃত সংগঠত হিসেবে রূপ দেয়া যেতে পারে। সরকারি, বেসরকারি উৎস, ব্যাংক, অন্যান্য আর্থিক সংস্তা তেত পার্প্ত সম্পদ আচরণ করে এ সংগঠনগুলোর সাথে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ, জেলা পরিষদ পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমহের নিবিড সম্পর্ক স্তাপন ও সমন্তর সাধন করবে এবং তথ্যস পর্যায়ের সকল সংগঠনের কার্যক্রমের স্থানীয় উন্নয়নের প্রেক্ষিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য উৎসাহিত এক সহায়তা দান কববে।
- ৭. নারী ও জেভার সমতাবিষয়ক গবেষণা : নারী উনুয়ন ও সমতা বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা পরিচালনার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিতে হবে। সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে নারী উন্তন ক্ষমতায়ন এবং নাবী ও শিশুদেব অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণার জন্য উৎসাহিত করতে হবে এবং পথক জেভার গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে।
- ৮, নারী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান : ঢাকায় বিদ্যমান নারী উনুয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণসহ বিভাগ, জেলা ও থানায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে। এসব কেন্দ্র বিভিন্ন কারিগরি, বস্তিমূলক, নারী অধিকার এবং শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রোন্ত প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- সামাজিক সচেতনতা : নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা কর্মসূচির ওপর বিশেষ ওক্রর দিতে হবে। এ কর্মসূচিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ১. আইনবিধি ও দলিলাদি থেকে নারীর মর্যাদাহানিকর বক্তব্য ও মন্তব্য অপসারণ, ২. মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কার্যনির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, নীতিনির্ধারক, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দের সচেতনতা এবং ৩. নারী-পুরুষের সম্পর্ক, অধিকার ও নারী উনুয়ন সংক্রান্ত বিষয়াবলী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর বিশেষ ওরুত্ব আবোপ করতে হবে।
- ১০. নারী নির্যাতন প্রতিরোধ : নারী উনুয়নের লক্ষ্যে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কর্মসূচির ওপরও ^{বিশেষ} গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে এ উদ্দেশ্যে সুপরি^{করিত} কর্মসূচি গ্রহণ করতে উদ্বন্ধ করতে হবে এবং এসব কর্মসূচিতে সচেতনতা, আইনগত প্রা^{মর্শ ও} শিক্ষা, শান্তিমূলক ব্যবস্থা তথা মামলা পরিচালনা করা, মামলা পরিচালনার জন্যে নিরাপদ ^{অর্ট্রে} ও পুনর্বাসন, আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- ১১. সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা : নারী উন্রয়ন নীতি বাস্তবায়নের ভূনমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সর্বন্তরে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ^{মধ্যে সর্ত্তবা}

সহযোগিতার যোগসত্র গড়ে তলতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী পতিষ্ঠানসমহকে যথোপযক্ত এবং সময়োপযোগী সহায়তা প্রদান করতে হবে এবং সরকারি-বেসবকারি সবকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে চিন্তাধারা, দক্ষতা ও তথোর আদান-প্রদান করতে ছবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ, বৈঠক, কর্মশালা ইত্যাদির মাধ্যমে এই আদান-প্রদান চলবে। ক্ষেত্র বিশেষে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে নারী উনয়ন কর্মসচি প্রসূপ কবতে হবে

বচ্চপাক্ষিক সহযোগিতা : নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা এবং প্রযুক্তি বিনিময়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও উপ-আপ্তলিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত কবতে হবে ।

somenia : দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। নারী সমাজকে উপেক্ষা করে, অবহেলিত রেখে 🚓 এগিয়ে যেতে পারে না। তাই নারীশিক্ষার ব্যাপক সযোগ সৃষ্টি করতে হবে এবং সমাজের বিভিন ক্রার নারীদের কর্মসংস্থানের সবাবস্থা করতে হবে। নারী-পরুষের বাবধান সম্পর্কে পরানো ধ্যান-নম্বার পরিবর্তন ঘটিয়ে তাদের মর্যাদা স্বীকার করতে হবে। বাংলাদেশ একটি উনয়নশীল দেশ। এ ক্রমর যথায়থ অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্ণে প্রতিটি স্তরে নারী-পরন্থকে সমানভাবে মর্যাদা দান করা উচিত।

শিশুশ্রম ও বাংলাদেশের শিশু শ্রমিক

(১৭তম বিসিএস)

ভ্রমিকা · বর্তমানে বিশ্ববাপী শিশুশম একটি গুরুতব ও ভটিল সামাভিক সমস্যারূপে বিবাজ করছে। জুত ও উনুয়নশীল উভয় সমাজে শিহুশমের আধিক্য রাজনীতিবিদ, সমাজচিন্তাবিদ, আইনবিদ ও নির্ভি নির্ধারকদের ভাবিয়ে তলেছে। জাতিসংঘ শিশু তহবিল মতে, বাংলাদেশে ১৪ বছরের কম বয়সী ৬৩ মিলিয়ন শিশু গার্মেন্টেস, বাসাবাডিসহ বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করে। UNICEF প্রদত্ত Asian Child Labour Report-এ বলা হয়েছে বাংলাদেশের শিল্প কারখানায় ৪০% শিশু কাজ করে। জ্বানা উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও শিহুশ্রম একটি জটিল ও ব্যাপকতর সমস্যা হিসেবে ^{াবা} দিয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের পরিসংখ্যান ব্যরোর তথ্যানুযায়ী দেশের মোট শ্রমিকের শতকরা ২২ ভাগ শিত শ্রমিক। শিতর জীবন, তার পরিবার, সমাজ, দেশ এমনকি মানবজাতির জন্য শিহশ্রমের ^{বভার} ভঙ ও কলাণকর নয়। তাই এ সমস্যা মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে এখনই সচেষ্ট হতে ^{হবে।} অন্যথায় বিপর্যন্ত মানবতার মধ্য দিয়ে আগামী প্রজন্মের সমাজজীবন নিঃসন্দেহে অস্বস্তিকর ও ব্রিতকর হয়ে উঠবে।

^{শিত থ শিত্তশ্}মের ধারণা : শিতশুম ধারণাটির ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপট হিসেবে শিত কাকে বলা হবে, তা ^{পরিবাৰ} করা প্রয়োজন। জাতিসংঘ শিশু সনদে বর্ণিত সংজ্ঞানুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সী সকলেই ত। এ সংজ্ঞানুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৫ ভাগই শিন্তর দলে রয়েছে। এই ্বিসরে শিশু সম্পর্কিত সকল আইন ও নীতি ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

^{জনাদেশে} সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য হবার মতো শিন্তর একক কোনো সংজ্ঞা নেই। জাতীয় শিবনীতিতে ্রি ১৪ বছরের কম বয়সীদের শিশু ধরা হয়েছে। সংবিধিবদ্ধ আইনসমূহের ধারা অনুযায়ী ১৭ বছরের শিবপ্রায় : বেঁচে থাকার অধিকার, দিরাপরালাভের অধিকার এবং উন্নয়ন কর্মকাজে অধিকার তেকে বিষ্কিত যে কোনো শিশুই শিশুপ্রিক। আয় করার জ্ঞান কাল করতে শিশ্রে শিবরা তাদের বাদ্য ও দিন্ত অনুযায়ী বিশান, মুঁকি, পোষণ, কঞ্চনা ও আইনের জালিকারে সমুখীন হলে সেই কাজকে শিশুন কল হয়। শিশুপ্রেমর কঠিপায় বৈশিক্তি যেকে এর সংজ্ঞা নিরুপণ করা যেকে পারে।

Social Work Dictionary (1995-NASW)-স সংজ্ঞানুবাদী, Child labour is paid or forced employment of children who are younger than a legally defined age!

আঞ্চলিকিন্ত মূল সংস্থা (LLO) এবং জাতিসংসের দিও অধিকার সন্দেদ শিল্প স্থান বাখানা দেল হয়েছে। উক্ত আখানুবাদী, 'বখন কোনো প্রমাণ কর্মপরিকেশ শিল্প স্থান্ত বা নৈহিক, মাননিক, আধার্যান্তিক, নৈতিক এবং সামান্তিক বিকাশের ক্ষেত্রে বিশক্তমণ্ড অপ্তিকারক হয়ে দীয়ান্ত্র তথন ডা
পিল্পন্ন তিনের কির্বাচিক হবে গ' (ID and UN Convention on the Rights of the child

consider child labour to be exploitative when the work or conditions are harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral and social development.) উপবোল্ড বিশ্বোগণের পরিপ্রতিকিতে কলা যায়, শিশুলা হলা শিশুলার কান্য নাল্ডলনক কান্তে নিজ্ঞোক বাছিল কান্তি কিবলোক জন্ম কিশুলাক।

বাংগাদেশে শিক্ষামের ধরন : ১৯৯৪ সালে আবর্জাতিক প্রান সংস্থা (ILO) এবং ইউনিয়েক (INICIEP) পরিচালিত এক জরিপ (স্থানিত আন্দেসমেন্ট তর চাইত দেবার সিমূরেশ কর বাবলোপে) অনুযারী বাজাদেশের শরমারক প্রার তিক বাবলা সার্বা করিব। এর মধ্যে রয়েছে বুলি, হকার, রিকশা প্রমিক, পতিতা, সমকামিতায় বাধা হত্যা, মূল বিক্লেন্না, আবর্জান সন্ধাহক, ইট-পাধর ভাঙ্গা, ম্রেটেল প্রমিক, কূনকর্মী, মানক বাহক, বিভি প্রমিক, বাবলি ক্ষাবাদার সিমিক, বিভি স্তারিক প্রমিক, কূনকর্মী, মানক বাহক, বিভি প্রমিক, বাবলি ক্ষাবাদার সিমিক, বিভি স্তারিক উত্থানি।

बारणाजन निष्युजन कारण : निष्युज अधिकारण करवाई मात्रियुत यमन आवात अकर गांज वा मात्रियुत कारण वर्षे । बारणाजन वे व्यक्तियुक्तक अक करवा तमा बात, ४० गवारण उपानी विष गात्रियातिक कारा अवैध्यक्तिक कृतवहात कारण भारत हागावतिक दरत मिथ प्रसिक दरवाद। अवै बारणाजनमा प्रस्ता मात्रिकृतीहिक तमन मिथ प्रमाविक नावाता मुख्य कारण।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিবশ্রমের সুনির্দিষ্ট কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে—

- ১. দারিদ্রাক্রিষ্ট পরিবারের শিশুরাই নিজের এবং পরিবারের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে কর্মে নিযু^{ত হুম্}
- ২. চরম দারিদ্রোর ছোবলে অভিভাবকরা শিশুদের স্কুলের পরিবর্তে কর্মক্ষেত্রে পাঠাতে বাধ্য হয়;
- ৩. শিক্ষার জন্য প্রাসঙ্গিক ব্যয়ভার বহন করার অক্ষমতা;
- ৪. শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতা;

শিশুমের ক্ষতিকর পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞতা:

যেখানে শিশুর জন্য শিক্ষার উদ্যোগ ব্যর্থ হয় সেখানে বিকল্প উদ্যোগের অভাব;

লিতর অধিকার সংরক্ষণে আইনগত পদক্ষেপের দুর্বলতা;

৮. প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সহায়-সম্বলহীন হওয়া;

্র, বালিকা শিওদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ; অতিরিক্ত জনসংখ্যা ইত্যাদি।

ব্যালাপে শিক্ষাম পারিছিতি: বাংগাদেশে পূর্বধাবন্ধিত, অসহায়, দুর্দদায়ধ্য আমীণ এবং বান্ধবাদী
ক্রান্ধান্ত সম্প্রতাদ মধ্যে আর্ধ-সামান্ধিক অবস্থান্দত তেমন কোনো পার্বন্ধন নেই। সকলেই কঠোর প্রাস্কর
করা এ দেশের মধ্যি পারবারের অন্ধর্ কৃষ্ণকর অবশের অবদীনি শিক্ষামের করা টিকে আছে।
ক্রান্ধান্ধর আর্ধ-সামান্ধিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিহান্দতার্কারে শিক্ষা বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত
ক্র আমান্ধ। আমানাদান শিক্ষা কৃষ্ণকাজে শিক্ষালাকে সাহায়্যা করাহে এটি একটি সাধারণ চিত্র।
ক্রেম্বের শিক্ষা ভানের শ্রম মধ্যে মনন চেলে দেয়া বিভিন্ন কলকারবানামা, গ্যান্ধেনিক শিক্ষে, বিড়ি
ক্রান্ধন্য এটানা ক্রান্ধ করার করার করার প্রত্যা, গ্রান্ধান্ধনে। চারা একাজ করার করার, প্রক্রোটা

জানেশ পরিসংখ্যান ব্রারোর তথ্য মতে, বাংলাদেশে ৫ থেকে ১৪ খছর বয়সী শিকতা সংখ্যা ৩৫.০৬ উচ্চান এক মধ্যে শিশুনিক ৪.৯ মিলিয়ান, যা নেশের মোট শিকা ১৪.৩% শিশুনিক। ৫ থেকে শংকার বারাগী ৭.৯ মিলিয়ান শিশুনিক রামেছে। এর মধ্যে ৭০.৫ ভাগ মেরে দিও এবং ৬.৫ ভাগ এবং শিশুনিক। বাংলাদেশে শিশুনের বাধান অধান তথ্যাবালি পরবর্তী পঠার উত্তর্য করা হলো:

শি প্ৰশিক্ষ বৃদ্ধির প্রবর্ণতা (১৯৯০-২০০৮) : শিশু প্রমিকের (৫-১৪ বছর) মোট সংখ্যা ১৯৯০-৯১ তার মানাভি জারিপের তথ্যাসুদায়ী ছিল ৫.৮ মিলিয়ান। ২০০৭-২০০৮ মানে তা বৃদ্ধি পেরে ৭.৯ উল্লেখ্য উপনীত হয়েছে। এ সময় পিবশ্রমের হার মোট প্রামান্তির শতকরা ১২.৯ ভাগ থেকে বৃদ্ধি শ্বি ৯২.২ ভাগে পৌছেছে।

শিতশ্রম বৃদ্ধির প্রবণতা

াইপের সাস	2000-02	2886-86	1888-2000	2009-06
শত শ্রমিকের সংখ্যা (মিলিয়ন)	6.5	4.0	5. A	9,8
তিকরা হার (মোট বেসামরিক শ্রমশক্তি)	٥.دد	33.6	32.8	38.2

A Labour Force Survey]

বিষয়ের বিষয়ের বিষয়ের পার বিষয়ের পিত প্রথিকনের জীবনমান পরিমাপক এক জরিপে ত্তি পার ৫৬ ভাগ পিত প্রথিক ভাগমান, ৫৩ ভাগ দিনে দুবেলা আহার পার, ৪৭ ভাগ ব্যক্ত পার, ৫৬ ভাগ ভাত, ৪৪ ভাগ রুটি বা অন্যান্য থাবার, ৬১ ভাগ ভাগু বা রুশা খায়্যের ১৯ ভাগ মানার বাহান্ত্র অধিকারী, ৬১ ভাগ পিত প্রথিকের দিনে আয় ২০ টাকা, ২১ বা লিনে ২০-১০ টাকা এবং ১৩ ভাগের আয় দিনে ৩০ টাকার প্রণরে। শিত শ্রমের পরিবেশ : বাংলাদেশের শিত শ্রমিকেরা কেমন প্রতিকৃল কর্মপরিবেশে কাজ করে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা হতে পারে নিমরূপ :

- ক্র দীর্ঘ সমযব্যাপী কাজ করা।
- খ, মজুরিবিহীন বা ন্যূনতম মজুরির চেয়েও কম মজুরিতে নিয়োগ।
- গ্রসাপ্তাহিক বন্ধ বা বাৎসরিক ছুটির অনুপস্থিতি।
- ঘু, কর্মের স্থানে পর্যাপ্ত আলো, বাতাস, পানি, বিশ্রাম কক্ষ, মলমূত্র ত্যাগের সুব্যবস্থার অনুপস্থিতি।
- চিকিৎসার সুবিধার অভাব। চ. কর্মের মাঝে বিরতির অভাব।
- চ্ কর্মের মাঝে বিরতির অভাব।
- ছ্ত্ৰ, পেশাগত গতিশীলতার সুযোগের অনুপস্থিতি। অনেক ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার নিকট থেকে দিচ শ্রমিকের পিতামাতা ঋণ বা অগ্রিম পারিশ্রমিক গ্রহণ করে থাকে। এত্রণ পরিস্থিতিত ক্যন্তের চাপ বা কর্মপরিবেশ অসহনীয় হলেও শিও তা থেকে মুক্তি পেতে পারে না।
- জ পেশাগত নিরাপত্তার অনুপস্থিতি

শিক্তামের নেডিবাচক প্রভাব : শিক্তাম শিক্তা জীবনে এক অমানবিক অধ্যায়। শিকা করে নিয়োজিক হওয়ার গরিশার হারকো ডাকেনিক লাভ, বিন্তু এর সূমূদ্যমানী প্রভাব নির্বাচনি কেলল শিক্তাম শিক্তাম গারীরিক, বুন্ধিবৃত্তিক, আবেগণাত, সামাজিক ৩ কৈত্তিক জীবনকেও বিশিয়ে কোনো কোন কোন শিক্তাম প্রতিষ্ঠানক প্রভাব শক্তা করা বায়ে কোনো নিচে আলোচনা করা হলো :

- সিভবাত্তের ওপর প্রভাব : শিবশ্রম শিবর সুবায় বন্ধা ও শারীরিক বিকাশে অওরার দূরি বর। শিবশ্রম শিবর বাছের জন্ম ইনিকর্প ও বিপজনক। এতে ভাচেম বাছার্যনি, অস্ট্র, বিজ্ঞা রোপ-শার্থিতে আক্রমন্ত হওরা একং রোপ প্রতিবাধ ক্ষমতা করে বাধার একগতা করে বাধার আবার শিত শ্রীনকের কর্ম পরিবেশ ভার ফিরিক ও মাননিক বিকাশের স্থানী ক্ষতি করতে পরে।
- ২. দুর্ঘটনাজনিত ভবিষ্যৎ অনিক্রান্তা : বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বা কর্মক্ষেত্রে শিবদের বুঁকিপুর্ব নিপজ্জনক কর্মপরিয়েশে কাজ করতে হয় ফলে পিয় দুর্ঘটনার শিকার হয়ে কর্মকমতা সম্পূর্যনে রারিয়ে অনেক শিবাই ভবিষাতে অনিক্রান্তার পরিত হয়। সম্পূর্তি পরিয়ালিত এক সমীকার বল বায় যে, কাজ করার সময় আতনে পোড়া, চোবে আঘাত লাগা ও বৈস্কৃতিক দুর্ঘটনায় ৪৭ শর্মান বাতে এবং ২৭ শতাংশ শিক পায়ে আখাত পাছে। শিককালে এসব আখাত ভবিষা কর্মক্ষমতা, প্রসা কর্মর কর্মলাত অনিক্ষয়তা সৃষ্টি করে।
- ৩. নিরক্ষরতা অন্ধাতা ও অশিক্ষা সমস্যার উত্তর ও বিস্তার: শিবশ্রের বিদ্যালয়ে শিব ভরির ই কমিয়ে দেয়। এতে নিরক্ষরতা ও অঞ্চতার হার বাড়ে। আর নিরক্ষরতা ও অঞ্চতার হার বাড়ে। আর নিরক্ষরতা ও অঞ্চতার আর্থানিক বিদ্যালয়ে কার্যালয়ে করে বাছার বিদ্যালয়ে করে বিদ্যালয়ে করে কিবলার যায় না এবং ০০ শতাংশ করেনো যায়নি। যে ৫০ শতাংশ শিবলার করেছিল তারা আরার বড়জোর তিন বছর কার্যালান করে বিদ্যালয়ে করেছিল তারা আরার বড়জোর তিন বছর কার্যালান করে বিদ্যালয়ে করেছিল তারা আরার বড়জোর তিন বছর কার্যালান করে বিদ্যালয় করা করেছিল তারা আরার বড়জোর তিন বছর করেছিল একে শিত শ্রমিকের সংখ্যা পুরবি ন্যালায় তার্যালায়ে তার্তি হলেও একে পিত শ্রমিকের সংখ্যা পুরবি ন্যালায় বিশ্বলার করেছিল করেছিল করেছিল করেছিল করেছিল করেছিল করেছিল করিছিল করেছিল করেছ

ন্তানীয় অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে: শিবলুম জাতীয় অর্থনীতি নানাভাবে সংকটাণদ্ধ করে। এতে বেকারতু সৃষ্টি হয় এবং অসম কশ্যন ব্যবস্থার প্রদার হয়। স্বল্প মন্ত্রিবিতে শিবলোকে ক্ষাপ্রভাগিতা ভারতারফাবে কর্মপর্যন্তান সুযোগ শীমিত করে। যালিক মন্ত্রিবিত বার কযে যায় প্রচালবিত্র শ্রেণী ভালের নায়ত্ব পাঙলা তেকে বন্ধিক হয়। স্বল্প আরের অসম কলৈ বড়েছ যায়।

জনরাধ্যবণতা বৃদ্ধি: শিবশ্রম তথু শিবদের বাস্তু, শিকা ও বিঝালের প্রতিবঞ্চন না, বরং সমাজে এমন অনেক সমস্যা রয়েছে বেচলা শিবশুনের পার্বপ্রতিক্রিয়া বিলেবে সৃষ্টি হয়। ক্রেমন—কিশোর জলসার থরণতার অনুভাব কারণ হলা শিবশ্রম। বিশ্বন করে বেদন শিক জ্ঞায় কৃষি ও দিনমন্ত্রের কাঞ্চ করে এক্ কাজে নিয়োজিত, ভালের মধ্যে অপরাধ ওবপতা রেশি জ্ঞা যায়। অন্যনিকে, গৃহরে শিক শ্রমিকরা করিছি, ধারনের বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত থাকে। শিক্ত ক্রিয়ার মান বিশ্বনিক্রা সমাজের প্রতি প্রতিশোপগরাগে হয়ে গুঠু।

সূত্রাং এসব অবস্থার প্রেক্ষিতে দেখা যায়, সমাজজীবন ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিহস্রমের জনক নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে।

ন্ধান্তমের বিকল্পে গৃথীত কার্যক্রম : শিবশ্রম এটিবোধ এবং শিত অধিবার সংবাদধনে বাংলাদেশের
ক্রান্তমান সংগতি রুপার হোছে। আছাড়া আইকলেও'র সদস্যায়া হিসেবে শিবশ্রম নিয়ন্তমের জন্য
ক্রান্তমান সংগতি রুপার হোছে। আছাড়া আইকলেও'র সদস্যায়া হিসেবে শিবশ্রম নিয়ন্তমের জন্য
ক্রান্তমান আইকলে বাংলা হার্যক্র এবং করেছে। একই সাথে জাতিসংঘার শিত অধিবার সদস্য ১৯৯০
ক্রান্তমের তা আগত সমর্থন করেছে। এক বাংলা জাতিসংঘার শিব আইন
ক্রান্তম্বার বাংলা পারিক সুরুপার নিশিত করা ও অধিবার এতিয়ার মঙ্গের প্রশিত হয় শিব আইন
ক্রান্তমের আইকল আইকল আইকল ক্রান্তমান করা হয়। বাংলাদেশ সরবার ১৯৯৪ সালে প্রশীত
ক্রান্তম শিবশ্রম করেছে করেছে লাভার্তম শিবল নির্বাহ বাংলাদেশ সরবার ১৯৯৪ সালে প্রশীত
ক্রান্তম শিবশ্রম করেছে করেছে। করিছে শিবল নির্বাহ করেছে করেছে
ক্রান্তমান করেছে করেছে
ক্রান্তমান করেছে করেছে করেছে
ক্রান্তমান বাংলা করেছে বাংলা করেছে
ক্রান্তমান বাংলা করেছে
ক্রান্তমান বাংলা
ক্রান্তমান
ক্রান

াজাদেশে শিবশুম প্রতিরোধের উপায় : শিবদের শ্রুমে নিয়োগ ও উপার্জনে বাধ্য করা তথু ^{অক্ষাবিক} নয়, অবিচারও বটে। তারপরও শিবশুম বেড়েই চলেছে। তাই শিবশ্রম প্রতিরোধে নিম্নোক্ত ^{সক্ষাব্য}থক করা দরকার :

ি শতক্ষ্যাণমূলক কর্মসূচির ব্যবস্থা গ্রহণ; ২, আইনগত উদ্যোগ গ্রহণ; ৩, শ্রম ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন; ^{৪, পরিত্র} সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং ৫. শিশু অধিকার সনদের পূর্ণ বাস্তবায়ন।

^{ক্তিভিক্ত} পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের জন্য নিম্নোক্ত কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে শিবশ্রম প্রতিরোধ করা যেতে পারে :

ক্ষিত্ৰ গণসচেত্ৰপতা সৃষ্টি ও উল্লুককাশ কৰ্মসূচি এহণ; ২, সৰকাৰি ও বেদনকাৰি পৰ্যায়ে সমন্ধিত বিশ্বং ৩, বাধাতামূলক প্ৰাথমিক ও মাধানিক শিক্ষায় শিত-কিশোবাদেৰ অন্তৰ্ভুক্তৰকাণ; ৪. ইন্টক্ষাপ্ত শিত্ত অভিভাৱকলো কান্য আৱ বৃদ্ধিমূলক প্ৰকল্প গ্ৰহণ; ৫, নিয়োগকৰ্তাদেৰ শিত ক্ষিত্ৰক জ্ঞানে উল্লুককাশ কৰ্মসূচি গ্ৰহণ। বালোদেশের শিত শ্রমিকদের সমস্যাসমূহ; বালোদেশে শ্রমজীবী শিবরা বিভিন্ন ক্ষতিকর কাজের সাথে জড়িত এবং মনিবপক্ষ কর্তৃক অর্থনৈতিক শোষণের যাঁতাকলে নিশেষিত। নিচে বাংলাদেশ্রে শিব্রুমিকদের সমস্যাসমূহ আলোকপাত করা হলো:

- বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মনে করে যে, ১৪ বছর বয়সে, এমনকি তারও আগেই ছেলেমেয়েরা বয়য়্পাপ্ত হয় এবং কাজ করার জন্য উপযুক্ত হয়ে যায়।
- শিত শ্রমিকদের একটি বিরাট অংশ গৃহকর্মে নিয়োজিত। এদের অধিকাংশই মেরে। মেয়েশিঅদের অনেকেই শারীরিক নির্যাতন এবং সেই সঙ্গে সামসিক ও যৌন নির্যাতনের শিক্ষর হয়। অন্য শিকরা যে অধিকারতলো ভোগ করে, তারা সে অধিকার ভোগ করতে পারে না।
- অনেক শিতই বিশক্তনক প্রমে নিয়োজিত। যেমন—তাদের বিশক্তনক উপকরণ নিয়ে কাজ করতে হয়, কাঁচশিল্পে আতানের সংশার্শে কাজ করতে হয় অথবা যেখানে পর্যাও আলো-বাভাস চলাচলের বাবস্তা নেই সেখানেও কাজ করতে হয়।
- শোষণমূলক যেসব অবস্থায় শিত শ্রমিকদের কাজ করতে হয়, তার মধ্যে রয়েছে কর্মক্রের অতি দীর্ঘ সময় থাকা, নিয় মজুরি এবং দৈহিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের বুঁকি।
- মেহেতু দীর্ঘ সময় কাজ করতে হয় তাই কর্মজীবী শিশুরা বেশ কিছু মৌলিক অধিকার মেমন—শিক্ষা, বিশ্রাম এবং খেলাধুলার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

শিত শ্রমিকদের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান

- প্রতিটি জেলার ১৪ বছরের কম বয়সী শিকরা যত ধরনের কাজের সাথে সংশ্রিউ তা চিহ্নিত করার চেষ্টা করতে হবে।
- শ্রমজীবী প্রতিটি শিতর পড়াশোনার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য আনুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক উভয় ধরনের শিক্ষার সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।
- মেসব পরিবার শিশুদেরকে গৃহকর্মে নিয়োজিত করে সেসব পরিবারের সুদস্যদের উল্পাহিত
 করতে হবে খাতে তারা কাজে নিয়োজিত শিশুদেরকে কিছু কিছু সুযোগ দেয়।
- শিক নির্যাতনের যে কোনো ঘটনাকে আইন প্রয়োগকারী সংস্কার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ প্রহণ করে দঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা করা।
- শিবশ্রম ও শিশু অধিকার সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা।

উপসংহার: পিত্রম একটি অপ্রিয় বাঙ্গবভা। ক্রমবর্ধনাদ দাবিদ্যা-পরিবেশগত অবদত্তি এবং আনালা দাবিত্বইনিতা বেকেই শিশুলেয়ে পরিয়াণ বাড়েছে। শিশুলেয় শারীবিক, মানসিক এবং নার্নাজিত অক্ষণটে অবদ্ধার বক্ষীয়া। শিশুলাই বানের অবিষয়ে। ভাই কেনা আছিল বানিক ভারতের বা

পরিবেশ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ



বাংলাদেশের পরিবেশ সমস্যা এবং এর সমাধান

[২৪তম; ২১তম; ১১তম বিসিএস]

প্ৰকা: বৰ্তমান বিশ্বে পৰিবেশগত সমস্যা একটি মাৰাস্বাক সমস্যা। একটু লক্ষ্য কৰপেই আমৰা প্ৰকে পাই, নিজেনেৰ অবহেশাৰ কাৰণেই প্ৰতিদিন আমৰা চাৰপালে তৈবি কৰাছি বিষাক্ত পৰিমঞ্জন বাং নিজেনেৰ ও ভবিষাং প্ৰজন্মকে ঠেলে নিষ্কি এক নিঃশব্দ বিশ্বক্ৰিয়াৰ মধ্যে। মধ্যে পৰিবেশেৰ প্ৰেক্তি অবহিত উটাই, যা আমাদেৰ জীৱনেৰ জনা ক্লমকিবৰূপ।

জেনেশের পরিবেশ ধ্বংশকারী বিভিন্ন মাধ্যম বা উপাদান : এক সময় বাংলালেশ ছিল প্রাকৃতিক ক্রেছার দ্বীলান্ত্র্মি, এর মাঠ-খাট, পাহাড়, নদী-নালা, বায়ু সবকিন্তুই ছিল বিশ্বদ্ধ আর নির্মল। কিন্তু কড়ই পজিগ্রাপ্ত বিষয় মানুসের তথা প্রাণীকৃত্যের ঠেঁচে থাকার পরিবেশের প্রথান কিনটি উপাদান, স্বাধ-নাটি, 'লিঙ কায়ু দালা উপায়ে দুকিত হঙ্গেই, ও দুখা আমরা ছাটাছি কাবনো জেনে আবার কাবনো না জেন। এ বাংলা ক্রিক্স উপায় বা মাধ্যমে বাংলাদেশের পরিবেশ ক্ষতির সম্বুখীন হয় সেকলো দিয়ে আলোচিত হলো :

নিষ্যাক ৰাজ্যান্ত : দেশের জনসংখ্যা যেভাবে দিন দিন বেড়ে চলেছে, ঠিক তেমলিভাবে বাড়তি লোকের জবিলা মেটালোর জন্য সৃষ্টি পাছে যানবাহন একং তৈরি হচ্ছে নমুল নতুন কাকারাধানা। এফাব গাড়ি ও কলক্ষরখানা থেকে উপাত থোঁয়া বাতাসকে করে তুলাহে বিয়াত। বিশেষ করে বাদ ট্রাকের কালো বিশা, ইটের ভাগার থোঁয়া এবং রাপ্তরার ধূলাবালি পরিবেশকে দ্রুত বিপর্বরের দিকে দিয়ে যাছে।

ান্ধবিল: বাংলাদেশে পলিবিন নিষিক্ত করা হলেও তা রূপ পরিবর্তন করে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত আছা পালিবিন নামক এ বিশাসকলক দ্রবাটির যাত্রা তক্ষ হয় আদির দশকের গোড়ার নিকে। বর্জা ক্রমারে পলিবিন এই সভাতার এক ভয়াবহ শক্র। বিশ্বভুড়ে পরিবেশ বিজ্ঞানীদের সাবধান বাণী আমা সাবেও পলিবিন সাম্প্রীর বাংবহার এ দেশে ব্যেড়েছে আশ্বন্ধানকভাবে। পলিবিন এক ক্রমানী বর্জা, বেখানেই ফেলা হোক না কেন এর শেষ নেই। পোড়ালে এই পলিবিন থেকে যে ক্রো রের হয় ভা-ও পরিবেশের জন্য যাত্রাখন ক্ষতিকর। তবে ২০০২ সালের ১ মার্চ সরকার আমা পালিবিনের শশিং বাগান বিজিন্ন করেও।

াজক সাম্মা : পণিথিনের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে প্রাক্তিক সাম্মানির ব্যবহার। প্রাক্তিকের বিভিন্ন বি বাছার এখন সম্ভাগার মাটির জন্য এই প্লাক্তিক সারাখ্যক ক্ষতিকর। এটি মাটির জন্য সম্ভাশী খাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে। প্লাক্তিক পোড়ানোর সময় উৎপন্ন হাইজ্যেকেদসায়ানাইট ক্ষা সম্ভাৱ উপাশ ক্ষতিকর।

- ৪. বন উজাড়; যে কোনো দেশের পরিবেশে বন্দুর্য্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বন্দুর্যুত্র পদ্ধ দেশের পরিবেশণত জরসায়া বহুলাগেশ নির্করশীল। কোনো দেশে পরিবেশের জরসায়া বাজ রাখার জন্য দেশের আয়তনের ১৫ শতাংশ বন্দুর্য় থাকা দারকার। অবচ আমানের দেশ্ধে বন্দুর্যার পরিমাণ ১০ শতাংশেরত কম। সরকারি হিসেবে বন্দুর্য্যির পরিমাণ ১৭.৫ শতাংশ রুক্তির্য উজাভ আমানের দেশের পরিবেশগত সমস্যার অদাতম করিব।
- পানিতে আর্মেনিক; দেশের অনেক অঞ্চলে থাবার পানিতে আর্মেনিকের মতে। মাবাতক রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। তথাটি যে কোনো নাগারিকের জন্য উপেত্যকর বিষয়। কারণ আর্মেনিক সরাসরি পাকস্থানিতে গেলে সাথে সাথে সুবুর ঘটতে পারে।
 - দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে প্রাপ্ত আর্সেনিকের নমুনা পরীক্ষা করে দেখা গেছে, প্রতি দিছে পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণ ১.০১ আর্জি মা বিশ্ব স্বাস্থ্য সন্থোর বর্মের দেয়া মাত্রা ০০০ আজি চেয়ে ২০ ৩৭ বেশি। রূপরবানার বিষাত্ত বর্জ্য মাটিতে আগকভাবে মিশে এবং আর্বানি জানিত অনুন পরিমাণে বিষাত্ত সার বাবহারের ফলে ভু-গর্জন্ত পানি এতাবে বিশক্ষানক হয়ে উঠাং। ফল পরিবেশণতে বিপর্বাধান বিশার কানি দিনা মারাআ্বক আকার ধারণ করছে।
- ৬. শবদন্তণ: শবদন্তন বর্তমান সময়ে এক মারাস্থাক সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। আমরা একা কা করাই হাইজেলিক হর্ন নামে এক ভয়ন্তর শত্রুব সঙ্গে, যার উৎকট আওয়ার প্রতিদিন একট একট বর চাপ বাড়াতে আমাদের কাবের পর্দার ওপর এবং ক্ষম করে দিছে আমাদের প্রবাশ ক্ষমতাকে। এফা আমাদের প্রবাশয়ের পর চাপ বাড়ালোর জন্য রয়েছে মাইকের আওয়ার ও কলকরবানার পদ। এর ফলে আরো ভ্যারহ শারীরিক ও মানদিক ব্যাধিরও সৃষ্টি হলেছ। এই শব্দমুখ্য আমাদের পরিবেশার বিপর্যাক্তে আরো ভ্যারহ শারীরিক ও মানদিক ব্যাধিরও সৃষ্টি হলেছ। এই শব্দমুখ্য আমাদের পরিবেশার
- রাসায়নিক ও কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহার: ভালো ও উন্তুত জাতের ফলদ ফলালো ভা
 এবং কীটপতসের হাত একে ফফলকে রকার জন্য কুককরা অপরিকারিতভাবে এবং আগবহার
 রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করছে। এতলো অভিনামার ব্যবহারের দক্ষন জীবলাৎ
 অপিজণত ধর্মে পরিবেশ মারাখ্যক ফানিক সম্থানী হছে।
- ৮. জনসংখ্যা বৃদ্ধি: জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিবেশের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। কেল জপরিকন্ধিতভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে অনু. বর, শিক্ষা এবং চিকিল্যাক্ষেত্রে সভট দেখা কলে স্বাভাবিকভাবেই পরিবেশ সৃধিত হয় ক্রমবর্ধমান মানুদের চাপ একটি লোকাল্যের প্রপৃতি হ পরিবেশকে কতখানি বিনট করাতে পারে তার এক উজ্জ্বল সৃষ্টান্ত রাজধানী ঢাকা।

পরিবেশ দূরণের অভিকর প্রভাব : একসময় সূজদা-সুফলা, শব্য-শামলা প্রাকৃতিক সম্পান ভাই ছিল আমাদের এই দেশ। কিছু অমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষায়ন ও নগরায়ণ ও অবাধে বৃদ্ধ লি এবং পরিবেশ সূক্ষায় সাতেলভার অভাবে আমাদের বর্তমান পরিবেশ আরু কবাবানে আর্থিত ওঠিছে। ক্রম-ক্রাবাদা এবং যানবাহদের নাদা রকম অভিকারক গাাস, ইটো ভাটার কালা বর্ধ শিক্ষার বিয়াক বর্জা প্রভৃতিক কারবেশ বালাদেশের পরিবেশ আজ মারাম্মক শ্রুম্কীর সমুখীন প্রকৃ কৃষ্ক নিখনের ফলে বাভাসে অভিজেনের মাত্রা সেমে যাক্ষে দ্রুল্ড, বাড়াছে নিসার পরিমান, বিশ্ব কর্

প্রজ্ঞাতির পন্ধীবুল ও বনজ প্রাণী। নদীতে পানি দূরণের ফলে ধীরে ধীরে মাহের সংখ্যা কমে

বছে। ফগপ্রেপিডতে পরিবেশ হচ্ছে দৃথিত, হারিয়ে ফেলছে এর ভারসামা। পরিবেশের এই

ক্রোমী ক্ষতিকর প্রভাব অবেশেরে বনলে নিবে আমানের আবহাওরা। ও জলবায়। আর এর মহল

গাবে ভয়াবহ দুর্বেশ, কলবানের অবোগা হবে পাতৃতে আমানের আমানের এই সোনার দেশ। তাই

ক্রারম্ব পরিবেশকে ভয়াবহ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার।

া কৰা সমস্যাৰ সমাধান : পরিবেশ সমস্যা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। তাই এই সমস্যার কাল প্রয়োজন। দিচে বিভিন্ন দৃষ্টিয়েলা থেকে পরিবেশ সমস্যার সমাধান আলোচনা করা হলো :
কালার : পরিবেশ সমস্যা সমাধানের কেন্দ্রের নামন বিশেষ পুরুত্ব পালন বের । প্রতি পরিবেশ
ক্রমার মধ্য ছোকা থেকে রক্ষা পাগুরার জন্য কনামন করা দেশের সচ্চেত্র প্রত্যোজনি দাবিবকৈ
ক্রমা । বিশ্ব পরিবেশ নিকম ও জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির ২,৫তম প্রতিষ্ঠাবাহিকী উপলক্ষে
আলোজিত অনুষ্ঠানে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেষ প্রতিবংশ কর্মসূচির ২,৫তম প্রতিষ্ঠাবাহিকী উপলক্ষে
করা মবের বেলেন, সক্রমার সোধান বিশার প্রতিষ্ঠানবাহার সীমানা বেইনীতে ইটের দেয়াদের
ক্রমার সরব্ব বলেন, সক্রমার সোধান বিশার প্রতিষ্ঠানবাহার সীমানা বেইনীতে ইটের দেয়াদের
ক্রমার সরব্ব ক্রমা ওত্তে ভালার নির্দেশ বিশেল দিয়েছে।

নান্দুখল রোধ : হাইড্রেলিক হর্ন এবং যত্রতত্র মাইক বাজানোর বিকক্ষে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা প্রহল করলে শদদূষণের কবল থেকে অনেকাপ্তেশ রক্ষা পাওয়া যাবে বলে মনে হয়। হাইড্রেলিক হর্মন বাবহারের ফেত্রে এরণাদ সরকারের আমালে আইন এপায়দ করা হলেও বর্তমানে তা কাতজে আ হয়ে। আছে। সুভরাং বর্তমান সরকারের উচিত জাতীয় স্বার্থে শদদূষণ রোধে যথাযথ ব্যবস্থা প্রশা করা।

জানিক বৰ্জন: পানিখন পৰিহাৰ কৰা পৰিবেশ প্ৰকাৰ খাৰ্থে দেশের প্ৰতিটি মানুষেৰ কৰ্তব্য। নকাই বাফাৰ গোড়াৰ দিকে দেশে পানিখন উৎপাদন বজের বাগোৱে ভবকালীন সৰকার একটি উদ্যোগ এহণ কৰা বিজ্ঞ পাবে নাজনৈতিক জটিনতা এবং কোট নাই হবাব আশক্ষার দিকাবাটিন মৃত্যু ঘটো। শশ্রতি কাঁকিন বাগো নিছিত্ব কৰা হলেও এব ব্যবহাৰ কমবেশি এখনো চলছে। এ বাগোৱে প্রশাসনকে আরো কাঁকি ভবিনা পালন করতে হাবে।

^{জনিন্}ষণ রোধ: পরিবেশ সমস্যার সমাধান তথা জীবের অন্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য পানিনৃষণ ^{সমস্যার} সমাধান অতীব জরুরি। পানিনৃষণ রোধ করে পরিবেশ রক্ষার জন্য প্রয়োজনে নদীর ^{উবে}পাশে গড়ে ওঠা শিল্প-কারখানাগুলো অন্যত্র স্থানাগুর করতে হবে।

্দুটিক সার ব্যবহার ; রাসায়নিক সারের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে আমাদের পরিবেশের ওপর ব এতাব পড়ছে তা থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে ^{ক্ষা}টিক সারের ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া।

বিশে আইনের প্রয়োগ: প্রত্যেক দেশের মতো আমানের দেশেও পরিবেশ রক্ষার জন্য বেশ অবন রয়েছে। পরিবেশ অধিনন্ধর মনি পরিবেশ আইন মধাযথ বাধবামন করে এবং পরিবেশ শুরার সমন্য্যা সম্পর্কে অধিক প্রচারধা চালায় ও জনমত গড়ে তোলার ঠেটা করে তাহকে বিশবিরের হাত থেকে আমনা আনেকটা নিরাপন ধাকতে পারব বলে বিধাস। ৭, সচেতনতা বন্ধি : পরিবেশ বিপর্যয়ের সমস্যা সামগ্রিকভাবে একটি দেশের জাতীয় সমস্যা কাজেই এই সমস্যা থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা বি_{ক্ষেত্র} আইনই যথেষ্ট নয়, এজন্য দরকার দেশের সমগ্র জনগণের চেতনাবোধ। দেশের জনগণ 🕫 পরিবেশ বিপর্যায়ের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হন, তাহলে পরিবেশ বিপর্যায়ের কবল থেকে আচ্চ অতি সহজেই নিজেদের অস্তিতুকে রক্ষা করতে পারব।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, পরিবেশ বিপর্যয়ের মতো নিঃশব্দ শক্রুর হাত থেকে দেশকে রকা করতে হলে আমাদের এখনই উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। তাই বর্তমান সরকারের উচিত রাজনৈতিক দক্তম সকলের ম্যান্ডেট আর সমন্ত্রিত প্রশাসনিক পদক্ষেপকে কাজে লাগিয়ে বিপন্ন পরিবেশের মরণ ছোবল ছোব দেশবাসীকে রক্ষা করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ও সুন্দর স্বদেশভূমি নিশ্চিত করা।





ব্যার্ক্তা (৫) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ

ভূমিকা : বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ। ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর কারণে প্রাকৃতিক দর্যোগ এ দেশের একটি পরিচিত দৃশাপট। তীবতা ও ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতায় বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বর্তমানে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করেছে। প্রায় প্রতি বছরই এ দেশে কোনো না হোলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। এর ফলে জনগণ চরম দুর্ভোগ পোহায়, ব্যক্তি ও পরিবারের সম্পদ বিনষ্ট হয়, বিপুল পরিমাণ রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংস হয়, দেশ ও জাতির উন্নয়নের ধারা বিদ্মিত হয় এবং পরিবেশ্র দ্রুত অবনতি ঘটে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব না হলেও সময়মতো পর্বস্তুতি নিছে এবং বিজ্ঞান, তথ্যপ্রকৃতি, কলা-কৌশল ও জনগণের সচেতনতা সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে জয়গুলি স্বান্ধান্ত বৃষ্টিপাত কম হওয়ার কারণে খরা পরিস্থিতি মুটে থাকে। খরার প্রভাবে খরাপান্তিত এলাকার পরিমাণ অনেকাংশে লাঘব করা সম্ভব। এজন্য সরকারসহ দেশের প্রতিটি নাগরিককে দুর্যোগ মোকাবিলায় সচেতন ও সচেষ্ট হতে হবে।

দুর্যোগ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ কি

প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট যে সকল ঘটনা মানুষের স্বাভাবিক জীবনধারাকে ব্যাহত করে, মানুষের সম্পদ ও পরিবেশের এমনভাবে ক্ষতিসাধন করে যার ফলে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাব ব্যতিক্রমধর্মী প্রচেষ্টার মাধ্যমে মোকাবিলা করতে হয়, তা-ই হলো দুর্যোগ। আর প্রাকৃতিক কারণে বে সকল দুর্যোগ সংঘটিত হয় সেগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

বাংশাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতা : বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্যোগগুরণ দেশতগের অন্যতম। প্রায় প্রতি বছরই বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয় বাংলাদেশ। এ দেশের প্রথ প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগোর মধ্যে রয়েছে ঘূর্ণিঝড়, জলোঞ্জাস, টর্নেডো, বন্যা, ধরা, নদীভাঙণ, ভূমিক্র আর্শেনিক দৃষণ ইত্যাদি। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের রূপ অত্যন্ত ভয়াবহ। প্রাকৃতিক দুর্যোগে মধ্যে সৰচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোজ্বস ও নদীভাঙনে। এক হিসাবে দেব যায়, বিগত ১৩১ বছরে এ অঞ্চলে সংঘটিত বড় বড় ১০টি ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে 'সিডর'-এব মাত্রী ভয়ন্ধর। ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর ঘটে যাওয়া এ ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২.৩ নির্না ভলার, নিহতের সংখ্যা দশ সহস্রাধিক এবং উপকূলীয় প্রায় ২২টি জেলায় এর প্রভাব পড়েছিল। ১৯৯৭ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯৯৭ সালের ভুল পর্যন্ত এ দেশে ছোট ও বড় ধরনের ঘূর্ণবড়, টুর্নের

লাক্ষাস ও কালবৈশাখীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬৭টি এবং এর মধ্যে ১৫টি ছিল ভয়াবহ। এ সকল ত্তিক দর্যোগে প্রাণহানির সংখ্যা ছিল ৬ থেকে ৮ লক্ষ এবং প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার সম্পদের র হয়েছে। এছাড়া পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তিস্তা ইত্যাদি নদীতে ভাঙনের ফলে দেশের হাজার হাজার ত গৃহহীন হয়ে পড়েছে। এ সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের উনুয়নের অগ্রযাত্রাকে অনেকাংশে ক্রিয়ে দিয়েছে। নিচে বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

প্রয়াতক বাংলাদেশের প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা। ভৌগোলিক অবস্থান, ভৃতাত্ত্বিক কাঠামো, অতি ন্ধাত, একই সময়ে প্রধান নদীসমূহের পানি বৃদ্ধি, নদীতে পলল সঞ্চয়ন, পানি নিষ্কাশনে বাধা, ভূমিকম্প, জারে বক্ষনিধন ইত্যাদি কারণে প্রায় প্রতি বছরই এ দেশে বন্যা হয়ে থাকে। বিগত দশকসমূহের মধ্যে ুবর, ১৯৫৪, ১৯৬৮, ১৯৭৪, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৮ ও ২০০৪ সালে এ দেশে ভয়াবহ বন্যা হয়েছে। ক্যানে এ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হিসেবে বন্যা আবির্ভৃত হয়েছে।

লার ক্ষতি : বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতি এত ব্যাপক যে, স্বল্প পরিসরে তা আলোচনা করা কঠিন। বন্যায় স্বাচয়ে বেশি ক্ষতি হয় জমির ফসলের। বন্যায় হাজার হাজার কোটি টাকার ফসলহানি ঘটে। ্রাপালা ও ঘরবাড়ি বিনষ্ট হয়। রাস্তাঘাট ও সেত ধাংস হয়। শহর-বন্দর ডুবে যাওয়ায় ব্যবসা-প্রজার বিপুল ক্ষতি হয়। বন্যার সময় মহামারীসহ বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়। বন্যার শনিতে পরিবেশ দৃষণ মারাত্মক আকার ধারণ করে। এক কথায়, বন্যা মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও উন্মানের ধারাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে।

শ্যাদি পানির অভাবে শুরু হয়ে লাল বর্ণ ধারণ করে এবং গাছপালা শুকিয়ে যেতে থাকে। মাঠের জাদের জমিতে ফাটল দেখা দেয়। মাটির রস শুকিয়ে যায় এবং ভূগর্ভস্থ পানির লেভেল নিচে নামতে াক। নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর-হাওর ইত্যাদিতে অন্যান্য বছরের তুলনায় খরার সময় পানি স্বাভাবিকভাবে কমে যায় অথবা সম্পূর্ণ ভকিয়ে যায়।

ালাদেশে খরার কারণ : বাংলাদেশের খরা পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং অনুসন্ধান করলে নিম্নবর্ণিত ন্দ্রসমূহ খরার প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। যথা :

় বাংলাদেশের পরিবেশগত ভারসাম্যের অবনতি।

মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা বদ্ধি।

নির্বিচারে বন উজাড়।

ভৌগোলিক আবহাওয়ার পরিবর্তন।

পূর্তন্ত পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া।

ব্যাত কর্তৃক যৌথ নদী (৫৪) থেকে একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহার। এতে ভূ-উপরিস্থ পানির পাহ হাস পাছে, ফলে বাপীকরণের পরিমাণ কমছে।

^{অপরিক}ল্পিত ও মাত্রাতিরিক্ত জমি চাষাবাদ। এতে মাটিতে পানি প্রাপ্যতা দিন দিন কমছে এবং থাকৃতিক নিয়মে বাষ্পীকরণের পরিমাণ হাস পাচ্ছে

মিয়োপযোগী সুষম বৃষ্টির অভাব ইত্যাদি।

বাংলাদেশের ধরা শরিস্থিতি : বাংলাদেশের চৌশোলিক অবস্থান এবং গ্রাকৃতিক কারণে পানির চার্নিল অভান্ত ধরুট হওলা সন্তেও তার চৌদুয়ে বৃত্তিপাত কম হয়। আবার গ্রীম-বর্গালালে আলামুরক বৃত্তিপাত না বলে সেচ, কৃষি, অসল উৎশাননসহ বিভিন্ন পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিদারশ সংকটসহ দেশে গানামাটিত সোধা হ্যা নার্কির অবস্থা পর্যায়ালাল করে কোষা যায়, বাংলাদেশে করাই কার হত তুক্তর কুটিপাতের কারণে পর্যন্ত পরিমাণ অসল উৎশালনে বিশ্ব ঘটে; ভূগার্ভন্ত পানি পুনর্ভরবা, হাস পায়; গানা-বিল-পুনুক ইতাসিতে ভূগার্বির কোর কারণা নামানি কারণা করে কিয়াল করে কারণা কারণা করে কারণা করে কারণা করে কারণা করিবাল করে এবং তাপমারা বৃত্তি পারে ক্ষর্যার, বাংলাদেশের জনজীবনে ব্যাপক দুর্ভোপ তেকে আলে।

ঘর্ণিঝড ও জলোচ্ছাস

বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগ যূর্ণিঝড় ও জলোজ্বাস। এ দেশে যূর্ণিঝড় ও জলোজ্বাসে জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

धूर्मिकंछ : गाँदेखान वा घूर्मिकंड कथारि आरमध्यीक 'कांदेखाम' मध्य प्याद्य । वात धर्व जारान्त्र कुछो। । विकारान्त्र विद्यापन प्राट, गाँदेखान राष्ट्र मिकाण 'केंद्रुष व्यक्ति' व्याना । व्याराण खड्डा मनितन द्वारा रोजन हातुक वैधान नित्र मा वात्र व्यारा वाद्य व्यारा व्यारा छेठी वार प्रात्म नित्र कुछी च्यारा वात्र प्रात्म व्यारा व्यारा प्रात्म व्यारा व्यारा

জলোজ্বাস: পূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রে বা চকুতে বাতাদের চাপ পূব কম থাকার কেন্দ্রের কাছ্যকারি ২০০০ সমুদ্রের পানি মূলে প্রতী। একেই জলোজ্বাস বলে। কোনো দ্বীপাঞ্চর বা উপকৃত নিয়ে মূর্বিছার বরে আধ্যার সমস্য রাজ্যকার সেরা স্থাক্র চম্ব মূর্বিছার বরে আধ্যার সেরা স্থাক্র চম্ব করে বিলে বিল সিন্দ নিয়ে অভিক্রম করে তবে কড়ের চেট্ ব এড়ের জোয়ার এল রাজ্যকান—এই ভিনটির সমন্ত্রারে ঐ ভালে বিরাটি অংশ ছুবে যায়। অমাবন্যা বা পূর্বিমার ভরা কাট্যিলের সময় যদি জলোজ্বাস হয়, তবে ভার ফল আরো রাকান্ত

বাংলাদেশে মূর্ণিখন্ত ও জলোক্ষানের সময় : বাংলাদেশ মৌসুমী বায়ুর দেশ। এবানে মৌসুমী মূর্ণিখন বেশি হয়। সাধারণত বর্ষা মৌসুম তরুক আগে ইংরেজি এরিক-এম মানে, বর্ষা মৌসুমের শেশে অক্টোবন-তেবর মানে সুর্বিকান্ত সংঘটিত হয়। বাংলাদেশে প্রতি বছন বংলাদাসাধারে গড়ে ১৩-১৮টি আমনকালীয় মুলিখনে সুষ্টি হয়। এর মধ্যে ৪-এটি মূর্ণিবড়ের যে কোনোটির বাংলাদেশ উপকৃলে আ^{গত} হানার সঞ্চাবনা থাকে।

বাংলাদেশের যে সকল এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আখাত হানে; বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় ঘূর্ণিঝড় ও জলোক্ষ্মান বেশি আখাত হানে। এই উপকূলবর্তী অঞ্চলতলো হচ্ছে বরিশাল, পিরোজপুর, আলবাটি, পট্টয়াখালী, ভোলা, বরঙনা, লক্ষীপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী, চট্টয়াম ও কন্তবাজার।

মূর্বিগড় ও জলোক্ষ্মানের ক্ষত্রি : মূর্বিগড় ও জলোক্ষ্মন বাংলাদেশে নিয়মিত আঘাত হানে এবং এব কোনো কোনোটি পুরবী মারায়ক হয়। ১৯৮০ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫০টি মূর্বিকত জলোক্ষ্মন বাংলাদেশে আঘাত হেনেছে। এতে লক্ষ লক্ষ মানুষ ও পণলাধি নিহত হয়েছে। বি^{ত্তি} কোটি টানার সম্পদ বিশট হয়েছে। আনুর্ভিক না সুন্ধারক বায়ানকভাৱে ক্ষতিগ্রান্ত হয়েছে। প্রবর্গি জ্ঞাত্ব ও জলোক্ষ্যুসে প্রান্থৰ কৃষ্ণসম্পদ ধাংস হয়, বন্যপ্রাণী ও গবাদিপত মারা যায়, ৰ্ব্যাপক আবাদি ব্যৱত লোলাগানি চুকে পড়ে, ফলে বিশ্বল পরিমাণ ফলদ ধাংল হয়। মানুবের ঘরবাড়ি ও জনাদা ক্রান্তমা মারাক্ষকভাবে ক্ষতিয়াত্ত হয়। এক ক্রায়া ফুর্লিঝাড় ও জলোক্ষাস বাংলাদেশের মানুবের ক্রান্তম জীবনধারার জনবিদীয়া ক্ষতিসাধন করে।

লবৈশাখী

নাবেশাখী বাংলাদেশের আরেকটি নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ। কালবৈশাখী প্রতি বছরাই এ দেশে আত হানে। সাধারণত ফৈন্টবশাখ মানে কালবৈশাখীর প্রচণ্ড থাবা তব্দ হয়। এ সময় হঠাৎ দেখা আ মুস্তারর পর আবাশ ঘন কালো মেখে ফেকে যায় এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রচণ্ড বেগে ঝড় বইতে জ্ঞা এবং সংগ্ কত করে যায় বজ্লা বিদ্যুত্তিক করে করনো বা শিলাবৃটি। কালবৈশাখীতে অসমশাদ, ঘরবাড়ি, গরালিশত, ফল্যু জীবন ও অদ্যাদা সম্পদের ব্যাপক করি হয়।

<u>রিভাঙ্কেন</u>

্বিত ভৌগোলিক আয়তনের এই বাংলাদেশে দদীতান্তন একটি মারান্থক প্রাকৃতিক দুর্নোগ। দেশের বা সব অঞ্চলে কম-বেশি দদীতান্তন চকাছে। নদীর পানির প্রবাংশথ সন্মুটিত হবার ফলে প্রোতের ব্যুবা বেছে মাত্যা এবং নির্বিচারে কৃষ্ণনিধন ও নদীর গতিশও পরিবর্তনাহ অন্যান্য কারণে দেশের বা সবল প্রধান নদীতে ভান্তন চকাছে। এতি বছর বিশেষ করে বন্যা সৌসুম ও সৃষ্টিত্বিত সম্রম বাজান বাংলাদেশের প্রায় ৪০টি থবান তথ্যখন নদীতে অবধারিত ছটিনা ছিলোবে দেখা দেয়।

নাজভানের ক্ষয়ক্ষতি : নদীতান্তনের ক্ষয়ক্ষতি অপরিসীন। এর আর্থ-সামাজিক প্রতিক্রিয়াও অতার বাছক ও ভামার। নদীতান্তনের ফলে এতি বরে রামা ২০০ কোটি টাকার আর্থিক কৃতি হয়। এতি কং প্রয় ১০ ক্ষর নালুন ওাকার কা নালুকভানে নদীতান্তনালিও প্রতিক্রিয়ান পিদনর হছে। ফুলে কেন্দ্র জীবননাপর্ট নয়, বনতবাড়ি, গোসম্পান, গাছপালা, মূল্যবান চাবযোগ্য জমি এবং অন্যান্য ভিন্নবিক সম্পান ক্ষতিগ্রান্ত হছে। এডাড়াও নদীতান্তনের সামাজিক ও মনজাক্ত্রিক প্রতিক্রিয়া আরো ইম্মানি নদীতান্তনাক ফলে অনেল পরিবার ভাসের সামাজিক মান মর্যান্য ত অর্থনিকে মান বাছর বিপর্বন্ধ হছে, মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্তনের মাঝে অনেকের দেখাপড়া, ব্যবসা-বাশিক্ত হঠাৎ উল্লেখ্য সোহে এবং অনেকের পেশাগত পরিকর্তন ক্ষাক্ত করা সোহে। এক কথায় কলা যায়, নদীতান্তন আমালের মানুক্রর আতানিক জীবনাধ্যাক্ষ অপরিবাই অন্তন্ধত গ্রীক কছে।

DOWNER P.

্ষতিক দুর্যোগের মধ্যে ভূমিকম্পও বহু শতাব্দী ধরে বাংলাদেশে আঘাত হানছে। ভূতাব্রিকরা আদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম, ত্রু ময়মানসিংহ ও রংপুর এই এলাকার আওতাভক্ত।

কিম্পের কারণ ; সাধারণত কঠিন ভূ-তুকের কথনো কখনো হঠাৎ কেঁপে উঠাকে বলা হয়। ক্ষিপ্ত । কয়েকটি প্রধান কারণে ভূমিকম্প হয়ে থাকে। যেমন—

 কোনো কারণে পৃথিবীর অভ্যন্তরে শিলাচ্চাতি ঘটলে তাপ বিকিরণের ফলে ভূগর্ভ সঙ্গুচিত হয়ে ভূত্বকে উাজের সৃষ্টি হলে ভূমিকম্প হয় । मृद्यीम चावश्चममा : मृद्यीम वावश्चममा राख्य मूर्यीम भारत्वक सीविकामा खराप्रन व ख्यानहीत्व मिश्वाद्वममृद्यहा अपन्नि आयं अध्यापत्र वाधामिक काण, या वर्गामिक भक्तम खराव मूर्यीमभूतं मृद्यीमश्मीम व मृद्यीमभूत्र वी सीवाममृद्र्य मर्गाक्रमण्ड त्यामा । अमागाद क्या या, Dissayer management is an applied science which seeks by the systematic observation and analysis of dissasters, to improve measurers relating to prevention, mitigation, preparedness, emergency response and recovery, व्यवेष मूर्याम वाश्माम राज्य अध्य-अस्ति वावश्मीक विभाग, यात्र जावाज्य माम्याप्त प्रयोग्ध परिवास विभाग स्वाप्त आयंत्र प्रयोग्ध परिवास क्या प्रयोग्ध परिवास क्या प्रयोग्ध परिवास माम्याप्त माम्याप्त माम्याप्त माम्याप्त माम्याप्त प्रयोग्ध प्रयोग्ध परिवास क्या प्रयोग्ध परिवास मुद्याम क्या प्रयोग्ध प्रयोग्ध परिवास क्या प्रयोग्ध प्याप प्रयोग्ध प्य प्रयोग्ध प्रयोग्ध प्रयोग्ध प्रयोग्ध प्रयोग्ध प्रयोग्ध प्रयोग्ध

দুর্বোগের বুঁকি হ্রাস ও দুর্বোগঞ্জনিত সকল প্রকার কয়ক্ষতি কয়ানোর উদ্দেশ্য কাজ করাই দুর্বোগ ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য। সঞ্জব্য দুর্বোগ সংঘটন কয়ানো ও এর ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রদান ও বারবায়ন, আসমু দুর্বোগের বিষয়ে সকর্ত সংক্রত প্রচারের ব্যবস্থানি প্রস্তুত রাজ্ দুর্বোগপ্রবাধ একাকার অবস্থানি সর্বান পরিবীক্ষণ, আপ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পর্বালোচনা দুর্বোগ ব্যবস্থাপনার আগতান্তক্ত।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রধান উদ্দেশ্য তিনটি। সেগুলো হলো :

- ১. দুর্যোগের সময় জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের যে ক্ষতি হয়ে থাকে তা এডানোর বা ক্ষতির পরিমাণ,হাস করা।
- ২. প্রয়োজন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মধ্যে অল্প সময়ে সকল প্রকার ত্রাণ ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা। এবং
- ৩. দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধার কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন করা।

দূর্যোগ ব্যবস্থাপনার পর্যায় : দূর্যোগে সম্পান, পরিবেশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠায়ো ইত্যালির যে ক্ষতি হয়ে থাকে তা পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে দূর্যোগপুর্ব অবস্থায় ফিবিয়ে আনাকেই পুনরুভার বা বাবস্থাপনা বোঝায়। সার্বিক দূর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ভিনাটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। যথা— হ দূর্যোগপূর্ব পর্যায়, ধা দূর্যোগবালীন পর্যায় ও গ, দূর্যোগপুরবাটি পর্যায়।

- - দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগণ ও প্রশাসনকে সজাগকরণ এবং বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের
 কর্মকর্তা/কর্মচারী ও জনগণের করণীয় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
 - ২. দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য স্থানীয়, বিভাগীয় ও জাতীয়ভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন।
 - ৩ সংশিষ্ট কর্মকর্তা জনপ্রতিনিধি ও স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণদান।
 - দুর্যোগকালে উদ্ধার, অপসারণ ও ত্রাণ কার্য পরিচালনার জন্য ত্রাণসামগ্রী মজুনকরণ এবং তা
 তড়িৎ গতিতে ক্ষতিপ্রস্ত জনগণের মাঝে পৌছে দেয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ।
 - ৫. অশ্রয়কেন্দ্র সংরক্ষণ।
 - ৬. বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে দুর্যোগ সম্পর্কিত করণীয় বিষয়ে অবহিত করা এবং পূর্বাভাস প্রদান করা।
- খা. দুর্বোগকালীন পর্যায় : দুর্বোগের ফলে ক্ষতিয়ান্ত এলাকার জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষা কনার জন্ম অপসারণ, তল্পাশি ও উদ্ধার, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ এবং আগ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি এইন কর্ম হয়। প্রাথমিক চিকিৎসাসহ স্বাস্থ্য কর্মসূচি পরিচালনার প্রস্তুতি গ্রহণ ও অন্দ্রোস্থল চিহ্নিত করা হয়।

মূর্যোদ-পরবর্তী ব্যবস্থা : মূর্যোগে পরিবেশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো ইত্যাদির যে ক্ষতি হয়ো থাকে তা পুদর্মির্যালর মাধ্যমে মূর্যোপপুর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আদার বাবস্থা করা হয় এ পর্যায়ে। এ গলেমা বেশ ক্রিয়ান্ট এবংশ করা হয়ে থাকে। যেমন—কৃষি পুনর্যালন কর্মসূত্রী আবদা, কৃষি অবন কর্মিয়া নিরপণ ও প্রদান, বাসস্থান, শিল্লায়ন, রাজ্যান্ট, বাঁধে নির্মান, শিল্প রম্বারশান সুর্ফর্নির্মাণ গ্রন্থ

এ সকল কর্মসূচ বান্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে তথা জাতীয়, বিভাগ, জেলা ও স্থানীয় পর্যায় বিভিন্ন কমিটি রয়েছে। এছাড়া আগ ও পুনর্বাসন কর্মসূচিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সেনাবাহিনী, বিভিন্ন সকলানি-পেনজারি প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক নহন্তু অপশ্যাহণ করে থাকে। জাতীয় পর্যায় বুর্যাগ সপ্রস্থিত ৮টি কমিটি এবং ইউনিয়ন, উপজেলা করম্ব্রণাশন ক্রমিটি গঠনের বাবস্থা আছে। এবংব কমিটি হলো :

- জাতীয় দর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউপিল (NDMC)।
- আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সময়য় কমিটি।
- জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি।
 ঘর্শিঝড প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ড।
- দর্যোগ সংশ্রিষ্ট 'ফোকাল পয়েন্ট'দের কার্যক্রম সমন্বয়কারী দল।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত টাঙ্কফোর্স।
- ৭ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থাসমূহের সমন্তর কমিটি।
- b, দুর্যোগ সংক্রোন্ত সংকেতসমূহ দ্রুত প্রচার সম্পর্কিত কমিটি।

জাতীয় পর্যায়ে ৮টি কমিটি ছাড়াও দেশের সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে অর্থাৎ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহ রয়েছে। যথা :

- ১ জেলা দর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি,
- ১. উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি,
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি।

নুৰ্ব্বোগপূৰ্বে, দুৰ্বোগকালে এবং দুৰ্বোগপৱৰতী সময়ে সাৱা দেশে জাতীয় ও স্থানীয় পৰ্যায়ে বিভিন্ন ক্ষমিটিৱ এবং সংশ্ৰীষ্ট সৰকাৰি, আধা সাৰকাৰি ও বেসৰকাৰি সংস্থাৰ বন্ধুখা বিশাল কৰ্মকান্তের মধ্যে সম্বাহ সাধানের জন্য একটি স্থান্তশাল সুৰকাৰি দৰকের প্রয়োজনীয়তা অনুসূত বংগু কাৰিটাল ক্ষয়ে এ ১৯৯৬ সালে দুৰ্বোগ খাৰম্বপুলনা সুৰোৱা (Disastier Management Bureau) প্রতিষ্ঠিত হয়। অধ্যায়ৰ থেকে ব্যাব্যা দুৰ্বোগ বাৰম্বপুলনা বুক্ষেয়ে অপিত দায়িত্বসমূহ ফথাফখভাবে পালন করে আসাছে।

আদি মোকাবিগার জন্য দীর্যমেয়াদি পরিকক্সনা : বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে দুর্যোগের শীব্র সক্ষনীয় পার্থকা রয়েছে। দেশের দক্ষিণ ত দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল বা জন্যানা দ্বীপদমূহ দুর্বিকত্ব ও শুলাব্যক্ষণ ও উত্তরাঞ্চল কন্যা কর্বদিত ও ধরাগ্রধণ অঞ্চল। দুর্যোগের প্রকার কেনে ভিন্ন ভিন্ন শীক্ষা গরিকক্সনা গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন—

ক্ষ্যা প্রতিরোধ : ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালে সর্বনাশা বন্যা সংঘটিত হয়েছিল। ১৯৮৮ সালের বন্যা ছিল সর্বনাশা ও ভয়াবহ। ৬০টি জেলা জুড়ে ১২৯৭৩ বর্গ কিমি এলাকার ৪ কোটি ৬৭ লক্ষ মানুষ ক্ষ্যার কবলে পড়েছিল। বন্যার ক্ষয়ক্ষতি ও ভয়াবহতা মানুষ আবার উপলব্ধি করে ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যায়। বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন দাতা সংস্থার সাহায্যে বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদি পরিক্রিক্র গ্রহণ করেছে। যেমন—নদী-খাল পুনঃখনন, নদীর (বিপজ্জনক) দুধারে বাঁধ নির্মাণ, নগর রক্ত বাঁধ সংকেত প্রদান ব্যবস্থার উনুয়ন। এ প্রসঙ্গে সরকার FAP (Flood Action Plan) দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল।

 नमीजाङन প্রতিরোধ ও ধরা মোকাবিলা : नদीजाङन রোদে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হলো নদীত তীর জুড়ে বেড়ী বাঁধ নির্মাণ করা, নদীর তীরে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ করা ও নদীশাসন বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া। ধরা মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হলো ব্যাপক বনায়ন, বন উজার বন্ধকরণ এবং পুকুর খনন ও পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ।

শ্বর্ণিঝড় মোকাবিলা : ঘূর্ণিঝড় ও জলোক্ষ্মস এ দুটি ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষের জীবন ও সম্পদের প্রচর ক্ষতি করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৭০, ১৯৮৫, ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল, ১৫ নভেন্ন ২০০৭-এর সিভর, ২ মে ২০০৮-এর নার্গিস, ২৫ মে ২০০৯-এর আইলা ও ২০১৩ সালের ১৬ মের ঘূর্ণিঝড় মহাসেন উল্লেখযোগ্য। এসব ঘূর্ণিঝড়ে সরকার যেসব কর্মসূচি প্রণায়ন করেছে তা হচ্ছে উপকৃশীয় এলাকায় কয়েক হাজার আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন, হেলিপ্যাড নির্মাণ, রাস্তা নির্মাণ, বনায়ন কর্মসূচি ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন—খূর্ণিঝড়, টর্নেডো, খরা, অতিবৃষ্টি ইত্যাদিকে মোকবিলার জন্য প্রভূতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সময় মতো আবহাওয়ার তথ্যভিত্তিক পূর্বাভাস প্রদান ও সতর্বীকরণ। এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের জন্য সরকারি পেশাভিত্তিক দগুর হিসেবে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কাজ করে থাকে মহাকাশ গবেষণাকারী সরকারি সংস্থা 'SPARRSO' ভ-উপগ্রহের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে মেঘলি সরবরাহ করে আবহাওয়া অধিদপ্তরকে পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণে সহায়তা করছে। পানি উনুয়ন বোর্জে আওতাধীন বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র বন্যা সংক্রান্ত পূর্বাভাস দান ও প্রচারের ব্যবস্থা করে থাকে।

বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন দুর্যোগ সংক্রোন্ত সংকেতসমূহ প্রচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দুর্ঘোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে কর্মরত বেসরকারি সংস্থাসমূহ যেন— অক্সফাম, ডিজান্টার ফোরাম, কেয়ার বাংলাদেশ, কারিতাস, প্রশিকা, সিসিডিবি, বিডিপিসি (Bangladesh Disaster Preparation Centre) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সমস্যাসমূহ : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ মোকাবিলার কৌশলগুলো সর্বদা সঠিকভাবে বা দ্রুত কার্যকর করা অসম্ভব হয়ে পড়ে বহুবিধ সমস্যার কারণে। যথা :

১. ব্যাপক ক্ষমজতি, ২. অপ্রতুল চিকিৎসা সাহায্য, ৩. পুনরন্দার ও পুনরনির্মাণ ব্যয়সাপেক, ৪. অবকঠ্যমোর ক্ষা-ক্ষতি ও নিতপ্রয়োজনীয় দেবার দুর্পাপাতা, ৫. জনসচেতনার অভাব, ৬. সময়মতো সতর্কীকরণ সংক্রেত না দেৱ, ৭. প্রযুক্তির দুর্কাতা ও আধুনিক প্রযুক্তির অপ্রতুলতা, ৮. গ্রাণসামখ্রীর অভাব, ৯. আন্তর্জাতিক সাহায্য নির্ভরতা প্রসৃতি।

উপসংহার : ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেই বালোদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে পুরোপুরি মুক্তি পাবে ন। তাই এই আকস্থিক দুর্যোগের মোকাবিলা যাতে ভালোভাবে করা যায় তার ব্যবস্থা করাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য। দুর্ঘোগ ব্যবস্থাপনার সকল ন্তরের সকল পর্যায়ের কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালিত করতে দুর্যোগের হাত থেকে জীবন, সম্পদ ও পরিবেশকে বহুলাংশে রক্ষা করা সম্ভব হবে। দুর্ঘোগের মানবসৃষ্ট করি যথাসম্ভব নিয়ন্ত্ৰণে রাখতে হবে। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের স্বল্লোনুত দেশ হওয়া সত্ত্বেও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও মোকাবিলার ক্ষেত্রে বেশ সফলতা লাভ করেছে। এসব সম্ভব হয়েছে সরকারের সংশ্রিষ্ট বিভাগ বা দওর, সং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সহায়তা এবং ক্রমবর্ধমান সচেতন জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে।

ালো 🔞 বাংলাদেশের বন্যা সমস্যা ও প্রতিকার

করো : ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে প্রতি বছর বাংলাদেশকে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা 📷 হয়। বন্যা বাংলাদেশে নতন কিছু নয়। দু-এক বছর পরপরই আমরা বন্যার তাণ্ডবলীলা প্রত্যক্ষ 🕝 অবস্তানগত কারণেই আমাদের পক্ষে কখনোই সম্পূর্ণরূপে বন্যামুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। তবে আমরা পর্বসতর্কতা অবলম্বন করি তাহলে ভবিষ্যতে বন্যার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কিছুটা হলেও সীমিত রাখা বর। তাই বন্যার কারণ এবং অর্থনীতিতে এর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

ক্রাপট : বিগত ৬০ বছরে বাংলাদেশে প্রায় ৩০টির মতো বড ধরনের বন্যা সংঘটিত হয়েছে। এর আ ১৯৫৪, ১৯৫৫, ১৯৭৪, ১৯৮৫, ১৯৮৮, ১৯৯১, ১৯৯৮, ২০০০ সালের বন্যা এবং সর্বশেষ সম্বন্ধ সালের ভয়াবহ রেকর্ড সৃষ্টিকারী বন্যার কথা উল্লেখ করা যায়। বাংলাদেশের মানুষ বন্যার করাল 🚌 ছেকে মুক্তি পেতে চাইলেও মুক্তি পাছে না। বাংলাদেশে বন্যার অন্যতম কারণ হিসেবে দায়ী করা ্র অতিবৃষ্টিকে। বাংলাদেশে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৩২০ মিলিমিটার। এ বৃষ্টির শতকরা ৮০ লারও বেশি হয় জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে। ফলে এ সময় অতিবৃষ্টি হলে নদীসমূহের দুকুল জিয়ে বন্যার সৃষ্টি হয়। তবে এ দেশে বন্যার অন্যতম কারণ উজান থেকে আসা পাহাড়ি ঢল। হিমাপয় ত্তক নেমে আসা বিপুল জলরাশি ভারত ও নেপালের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের পদ্মা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নীর মাধ্যমে দক্ষিণের বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। প্রতি বছর প্রায় ৫০ লক্ষ কিউসেক পানি এ প্রধান িন্দি নদীর মাধ্যমে প্রবল বেগে প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রবল চাপের মাধ্যমে বন্যার সৃষ্টি করে।

ন্যার কারণ ও স্বরূপ অনুসন্ধান : বিশেষজ্ঞরা বন্যার জন্য বেশ কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করেছেন :

ৰ, প্রাকতিক কারণ

- পদ্মা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার সকল পানি সমুদ্রে যাওয়ার যে একমাত্র পথ, তারই ভাটি এলাকায় বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্তান।
- একদিকে পৃথিবীর উত্তাপ বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে বনাঞ্চলসমূহ দ্রুত ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে থাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যেমন ক্রমশ বাড়ছে, তেমনি হিমালয়ে আগে যে বিপুল পরিমাণ পানি বরফ হয়ে জমা থাকতো, তাও ক্রমে গলে নিচে নেমে আসছে।
- ৩. বায়ুমঞ্জলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়াজনিত কারণে সমুদ্রের পানির স্তর বদ্ধিও বন্যার বিশেষ কারণ।
- 8. ছ-গর্ভের অগভীর স্তরে পানির প্রবাহ (Sub-surface water circulation) বৃদ্ধিও বন্যার কারণ।
- বর্ষাকালে বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়ে প্রবাহিত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু সমূদ্রের পানি দিক্ষণ-পশ্চিম দিক থেকে উত্তর-পূর্বদিকে ঠেলে বঙ্গোপসাগরের পূর্বাঞ্চলে অনেক সময় বন্যার সৃষ্টি করে। বর্ষাকালে মৌসুমী বায়ুর কারণে পানির উজান চাপ একটি সার্বক্ষণিক ব্যাপার।
- বর্ষাকালে বাংলাদেশের সমুদ্রে প্রচুর নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। এ সকল নিম্নচাপ সাময়িকভাবে বন্যা পরিস্থিতিকে আরো গুরুতর করে তোলে। তাছাড়া নিমচাপ থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, যা বন্যার পানি বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

খ, কত্রিম কারণ

- ১. অবকাঠানো নির্মাণ : মানুয় জীবনবারার সুবিধার জন্য নদী অববাহিকার প্রিজ, জনিকুচ, উৎপাদন করার নিরিতে বাঁধ এবং বন্যা নির্মাণ করে ভান তেড়িবাই নির্মাণ করেছে। বিশ্ব নির্মাণ করেছে। বিশ্ব নির্মাণ করেছে। বিশ্ব নির্মাণ করেছে। বিশ্ব নির্মাণ বাবে বাধার প্রেটিবাই নির্মাণ রহলে নদীর জাবি ববারে তেড়িবাই নির্মাণর রহলে নদীর লানি অববাহিকার প্রাথিত হতে পারে না। মতেন দীর্ঘিনীন থরে নদীর তালসেন পালি, বালি সঞ্জিত হতে হতে নদীর তলগেশ পালি, বালি সঞ্জিত হতে হতে নদীর তলগেশ পালি, বালি সঞ্জিত হতে হতে নদীর তলগেশ ভরাট হয়ে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পার।
- ২. অরণ্য নিধন: গঙ্গা, যতুনা নদীর উলস্থলে ব্যাণকভাবে বন উজারকরণ বাংলাদেশে কনার আরেকটি কারণ। স্বাভাবিক অবস্থায় বৃষ্টির পানি নদী-নালায় আসার আগে বনাছদের পাছপালা, যোগ-রাজ্, বারা পাতা ও শিকড়ে বারা পোর মোট বৃট্টিগারেক ৫-৫০ ইফা পারু জুগারে জিবেশ করার সূরোগ পার। কিছু বাংলাদেশে রাগক হারে বনাঞ্জল কটার হতে বর্ষাক্রকে বৃট্টিপাতের সিংহজাগ পানি বাবা না পেরে নদীতে চলে আদায় পানিবার হৈছে যা এবং বনার সূরা যোগ নাইজিক সিংহজাগ পানি বাবা না পেরে নদীতে চলে আদায় পানিবার হৈছে যা এবং বনার স্কার যে নাইজিক স্থিতি বাবার কারণে বিরাশ এগানার প্রত্নার প্রত্নার কারণে বিরাশ এগানার প্রত্নার কারণে বিরাশ এগানার প্রত্নার প্রত্নার কারণে বিরাশ এগানার কারণে বিরাশ এগানার প্রত্নার কারণে বিরাশ এগানার কারণে বিরাশ এগানার কারণে বিরাশ এগানার প্রত্নার কারণে বিরাশ এগানার কারণে বিরাশ এগানার কারণে বিরাশ এগানার কারণে বিরাশ এগানার বাবার কারণার কারণে বিরাশ এগানার কারণে বিরাশ এগানার কারণার বাবার বাবার কারণার বাবার বাবার
- ৩, গঙ্গা দদীর ফারাজা বাঁধ : বাংলাদেশে বন্যার আরেকটি প্রধান করেব হলো পতিনবদের ক্ষারাজা বাঁধ। এ বাঁধা নির্যাগের আগে জাগাঁরজী নদীতে বর্ধারণালে বোখানে প্রতি সেকেতে প্রায় ১,০০,০০০ খনদুই লানি বরাহিত হতেছে, তা বাঁধা নির্যাগরে পরে বাঁধারাল ১৮,০০০ খনদুই পানিস্কার অভিনিক্ত হিসেবে বন্যার প্রকোশ বাড়িয়ে ভূপার। তাঙ্কাঞ্জা ভারত প্রতি করের করানে নৌসুমে ফারাজায় পানি আটকে রেখে বর্ধা নৌসুমে কাল প্রেট করমারে করানে করানিক ক্ষারাক চালায়, খার ফারাক্রার পানি আটকে রেখে বর্ধা নৌসুম কাল প্রতি করমারে করানে করানাল করানা
- ৪. সামুক্তিক জোয়ার ও জলোক্ষাস: বাংলাদেশের প্রধান তিনটি নদী বর্ধারণে কোট কেট কিউদেক পানি দেশের ওপর নিয়ে নিয়ে মার। নিজ্ এ বিপুল পরিমাণ পানি বুর ব্যবাহার ব্যবাপনাগরে দিশতে পারে না। বারকা নদীর এবিদার বাংলাধার সুট জোয়ারের পারিক চাপ নদীর পানির চাপের চেয়ে ৫ তব বেশি অর্থাৎ জোয়ার ও জলোক্ষ্যেসর জন্য নদীর পানির চাপের চেয়ে ৫ তব বেশি অর্থাৎ জোয়ার ও জলোক্ষ্যেসর জন্য নদীর পানির বাধা পেয়ে সাগরে পতিত না হয়ে ওতার-ফ্রে হয়ে বন্দার সুটি করে। এয়য় বিজ্ঞানীরা কয়া ও জলোক্ষ্যাসের আরকটি কারণ দাঁছ করিয়েছেন, তা হয়ে প্রিয় বাহন প্রাচিত্রমাণ বিয় বাহন করিছেয়া। বীন বাহন প্রচিত্রমাণ তথা তপামারা বুলির জন্য পর্বত পিবর ও বাহন বিয় বাহন বাহন বিয় বাহন প্রচিত্র হয়ে বাহা পানি ব্রার পানির সম্বাচ্চ করের করের এই বরফ গরা পানি ব্রার পানির সম্বাচ্চ করের প্রবাহি হয়ে বাহা বিয় বাহর বাহা করি করের, এই বরফ গরা পানি ব্রার প্রাচিত্র সম্বাচ্চ করের প্রবাহি হয়ে বহাইছে হয়য় বাহার বিয় বাহর বাহাইছে হয়য়য় বিয় বাহার বাহাইছে হয়য়য় বাহাইছে হয়য়য় বাহাইছে হয়য়য় বাহাইছে হয়য়য় বাহাইছে বাহাইছ
- ৫. ভূমিক্ষয়: অপরিকল্পিতভাবে বাগ্রাঘাট, ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ, দালাদ-কোঠা তৈরি প্রভূতি কাজে নিমন্ত্রনির অতিরিক্ত বাবহারের ফলে ভূমিক্ষয় হয়ে যায়। ভাছাড়া সাম্প্রভিত্রনার ভূমিকম্পানের ফলেও অতিরিক্ত মাটিক্ষয় হয়ে নিমুখ বন্ধ ও নিক পরিবর্তন করে ফেলাছ। প্রতে নদীতে পানি ধারণক্ষমতা কমে যাওয়ায় বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পাছে।

ল্লা সমস্যার প্রতিকার : বন্যার ক্ষয়কতি ও দুর্ভেগ থেকে রক্ষার জন্য বালোদেশে এখন পর্যন্ত ।

প্রতি তেমন কিছু করা হার্মেন । বাঁথের মাধ্যমে এ যাকং করা নিয়ন্ত্রপের কিছুটা চেটা করা হলেও তেমন

প্রদান সাম্প্রণা অর্ভিত হয়েনি । সাম্প্রভিক কালের বন্যার উন্তোভা ও প্রাপকতা সে কর্মাই প্রমাণ করে ।

স্ত্রণালিক অবস্থানপত কারণে কর্মাকে প্রয়ীজবে প্রতিরোধ করা না গেলেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার

অবকাঠানোগত ভা অবক্ষাঠনোগত নানা ধরনের বাবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বন্যার তার্ম্বন্তর ।

স্কুজির পরিমাণ কমানো যেতে পারে । বন্যা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তিন ধরনের পৃথ্ব অবলয়ন করা

তার বাবে ক তাৎক্ষিক ব্যবহা, খ, নীর্মমেয়ানি ব্যবহা ও গ, সমন্তিত ব্যবহা ।

তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাসমূহ

- ১. প্রাক-শতকীকরণ ব্যবস্থা: কন্যা সপর্কে তাৎক্ষবিকভাবে প্রাক-সতকীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করাতে হবে। ব্যক্তিপাভভাবে এই ব্যবস্থা গ্রহণে বাংগাদেশ সক্ষম। এম্পেন্সে ছু-ভাত্তিক ও আঞ্চাবিক পরিবাহের মাধ্যমে সতকীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটালো যেতে পারে। ফলে জান-মান মতেই পরিমাশে রক্ষা পারে।
- রাশব্যবস্থা সক্রিয়করণ: বন্যা-উত্তর ত্রাণবাবস্থা সক্রিয় রাখার উদ্দেশ্যে ও তুরিত সাহায্য
 সরবরাবের জন্য আঞ্চলিক পর্যায়ে যথেষ্ট ত্রাণসামগ্রী মজুদ রাখার ব্যবস্থা প্রদর্গতে হবে।
- অপ্রেরকেন্দ্র নির্মাণ : পানিবন্দি এলাকায় প্রতিটি ইউনিয়ন পর্বায়ে একটি জফরি অপ্রয়েকন্দ্র
 নির্মাণ করতে হবে। এ লক্ষের একটি কুলগৃহকে বহুতলে স্কপান্তরিক্ত ক্রব্রা যেতে পারে, যা
 অন্তত ৩,০০০ লোক ধারণ করতে পারে।
- স্বায়রশাসিত প্রতিষ্ঠান স্থাপন: সরকারের সর্বন্ধর মন্ত্রণালয়সমূহকে বন্যা প্রতিরোধের জন্য আরো কার্যকর ও সক্রিয় হতে হবে। এক্ষেত্রে একটি মুর্যোগ সংক্রান্ত স্বাহ্যপ্রশাসিত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যেতে পারে। প্রতিষ্ঠানটি কর্মাসহ সকল মুর্যোগ সম্পর্কে তথ্য আহরণ, সরকণ, প্রচার এবং মুর্যোগ প্রতিরোধক কর্মসূচি ও গবেষণা পরিচালনা করবে।
- . অন্যান্য ব্যবস্থা : এছাড়া সরকার ও জনগণের বন্যার আগাম প্রকৃতি গ্রাহণ করা, ঘরবাড়ির জিটে উঁচু করা ও হজ্ঞান গড়ে তোলা, বন্যার উপযোগী ধানের উদ্ভাবন 🎺 চাম করা ইত্যাদি শানক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বন্যার ক্ষক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পার্ম্বে ।
- ্বীর্থমেয়াদি পরিকল্পনা : বন্যা প্রতিরোধ দীর্থমেয়াদি পরিকল্পনাসমূহ হলো মুখ্য। দীর্থমেয়াদি তথ্যসমূহ নিমন্ত্রণ :
 - মাজনৈতিক দিছাত্ত : কুকৃতগন্ধে নিজেনের অভিত্ব রক্ষার স্বার্থেই ত্যোমানেরকে ফলবি ভিত্তিতে কন্যা নিজ্ঞান কর্মনূচি নিতে হবে। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক সহযোগিতক্তানর ভিত্তিতে দেশাল, ক্ষারঙ, ভূটান ও বাংলাদেশকে কন্যা নিজ্ঞানের দীর্ঘনেয়ানি ও কার্যকর বক্তশ্বস্থার জন্য সর্বোক শর্মনে রাজনৈতিক দিন্তাত এবেণ করতে হবে।

- ২. বাঁধ নির্মাণ : বন্যার পানি প্রবেশের উৎসমুখ বন্ধ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মপুত্র, গ্রহ তিস্তা এ তিনটি নদীতেই ভধু বাঁধ নির্মাণ নয়, উক্ত তিনটি ছাড়াও দেশের বিভিন্ন খাড়িল মথে বাঁধ দিতে হবে। এতে বাংলাদেশের পক্ষে নদীরপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।
- পোল্ডার নির্মাণ : দেশের উপকৃল ভাগে স্থাপিত ৭০০ স্বয়্ববিক্রয় জোয়ারবিরোধী গেটের মানে কাঠামো দ্বারা সাগরের জোয়ার অনুপ্রবেশ রোধ এবং জলাবদ্ধ এলাকায় পোন্ডার নির্মাণ করে পানি পাম্প করে বের করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।
- গ. সমন্বিত ব্যবস্থা : ভারত, নেপাল, ভূটান ও চীনকে নিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রপের আন্তর্জাতিক পরিকল্লন নিতে হবে। দেশে জাতীয় ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। জরুবি ভিত্তিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে বড় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন্ত্রাল পুনরায় বন্যা না দেখা দেয়। এ লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে।

এছাডা বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য আরো কতিপয় সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে :

- ১ প্রধান নদী ও শাখানদীগুলোর মখ খনন করা, যাতে বর্ষাকালে অতিবৃষ্টির পানি দ্রুত নিয়াশিক ত্রতে পারে।
- ২. নদীর তীর বরাবর উঁচু করে বাঁধ নির্মাণ করা, যাতে পানি নদী খাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত
- ৩. নদীর তলদেশ খনন করা: যাতে পানি বেশি পরিমাণে দ্রুত সাগরে চলে যেতে পারে।
- 8. নদী ছোট বা বড় যা-ই হোক না কেন, নদীর মুখ বন্ধ না করে রাস্তাঘাট ও সেত নির্মাণ।
- ৫. নদীর উৎসন্তলে ও অববাহিকায় ব্যাপক ঘন অরণ্য সৃষ্টি করে বৃষ্টির বা বরফ গলা পানি ধীরে ধীরে প্রবাহিত হওয়ার ব্যবস্থা করা।
- ৬. নদীর উৎসম্ভলে ও অববাহিকায় জলাধার নির্মাণ করে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এই পানি পরে সেচের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে।
- ৭. Flood Action plan-এর প্রস্তাবিত সমীক্ষাসমূহ পুনরায় যাচাই করা, যাতে তা জাতীয় স্বার্থে এবং চাহিদার উপযোগী করে তোলা যায়।

বন্যার সাথে যেহেতু আমাদের সহাবস্থান করতে হবে, সেহেতু বন্যাকে মেনে নিয়ে মানুষ তাদের সুর্তী সম্পদ নিয়ে যাতে বন্যায় সময় নিরাপদ থাকতে পারে সে বিষয়টি সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। ^{বে} বিষয়টি তকনা মৌসুমে করা যায় তা হলো, বন্যাপ্রবণ এলাকায় সর্বোচ্চ বন্যা লেভেলের চেয়ে উচ্ মট তৈরি করে (দক্ষিণাঞ্চলের কিল্লার মতো) বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র ও স্কল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এখানে বিজ্ঞ পানি ও সূষ্ঠ পয়ঃব্যবস্থা থাকবে। খাদ্য ও ওমুধের মজদ থাকবে। প্রথমে প্রতি ইউনিয়নে পরে ^{প্রতি} প্রামে একটি করে বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। আমাদের সম্বা জনশক্তি নির্মাণ কাজে ব্য^{বহার} করতে হবে। এছাডা---

- সুন্দরবন ও পাহাড়ি এলাকার মতো উঁচু খুঁটির ওপর ঘরবাড়ি নির্মাণ করার পদ্ধতি চালু করতে হবে।
- প্রথমে শহর ও পরে গ্রামকে উঁচু বাঁধ দ্বারা ঘেরাও করতে হবে।

না শুমুশক্তি ব্যবহার করে পুকুর, নালা, খাল, বিল খনন করে সেচের পানি সংরক্ষণ করতে হবে।

এ ক্লন অত্যন্ত ব্যয়বহুল হলেও পদ্মা, মেঘনা, যমনা তিনটি প্রধান নদীকে নিয়মিত ডেজিং করে ক্র সংরক্ষণের ক্ষমতা বাড়াতে হবে। খননকত মাটি দ্বারা উঁচু বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র বানাতে হবে। ক্রীব্রকে স্থায়ী মজবুত কাঠামো দ্বারা সংরক্ষিত করলে নদী স্রোত বৃদ্ধি হয়ে পলি জমা বন্ধ হবে। ক্রপ স্থায়ী কাঠামো যমুনা বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় করা হয়েছে।

প্রত্রাধ, পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ করতে হবে।

🙉 বছর অল্প করে হলেও নদীর তীর রক্ষায় স্পার, গ্রোয়েন, পারকোপাইন, গ্যারিয়ন ইত্যাদি ব্রুপের পাশাপাশি শহর এলাকায় ব্রিজ এবটিমেন্ট বা পিয়ারের মতো ক্লাউর ডেপথের নিচ পর্যন্ত ্রিকাট্র দেয়াল নির্মাণ করা উচ্চিত

ক্ষান্তস ব্যবস্থা উনুত করতে হবে, যাতে মানুষ নিরাপদ স্থানে সরে যেতে পারে। ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা ব্যবাহিকায় অতি বৃষ্টি হলে তা আমাদের জাতীয় প্রচার মাধ্যমে জানানো উচিত। আগারগাঁওয়ে এপিত রাডারটির কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ২৪ তলা আইডিবি ভবনে স্থানান্তর করা উচিত। এছাডা জ্লাজপুর অঞ্চলে একটি রাডার কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন।

ব্রি উৎপাদন ব্যবস্থাকে বন্যা উপযোগী করা প্রয়োজন। কাঠ বা প্রান্টিকের ভাসমান বীজতলা তৈরি

বাপক বনায়ন প্রয়োজন।

্রিপাছোর : বন্যা নামক সর্ক্যাসী দৈত্যের তয়ে দেশবাসী সর্বদা শঙ্কিত। বন্যার ভয়াবহ তাওবলীলায ি বছর মৃত্যুবরণ করে হাজার হাজার মানুষ। পানিতে ভেসে যায় অসংখ্য ঘরবাড়ি ও গ্রাদিপত। ন্ত্রিক হয়ে এক অবর্ণনীয় দুর্ভোগের শিকার হয় লাখ লাখ মানুষ। বিনষ্ট হয় হাজার হাজার একর ব্র ফুসল। সর্বোপরি ভেঙে যায় কৃষকের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড এবং নেতিবাচক প্রভাব পড়ে শানের ভারসাম্যে। সূতরাং এমন অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে দেশবাসীর মুক্তির জন্য সরকারের ার ও বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত।

া (৫) বাংলাদেশের ভূমিকম্প : বিপর্যয় ও ব্যবস্থাপনা

ল : এমন অনেক প্রাকৃতিক পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি যা মানবজীবনে কল্যাণ বয়ে আনে। ^{নির} এই পরিবর্তন কখনো আনে ধ্বংস, আনে মৃত্যু। বর্তমানে পরিবেশের বিপর্যয়ের কারণে সিপ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি। নানা প্রকার ভূপ্রক্রিয়া এর জন্য দায়ী। মাধ্যাকর্ষণ, শক্তি, সৌরশক্তি প্রভৃতি ভূপৃষ্ঠের কোথাও ধীরে ধীরে পরিবর্তন আনে, আবার কখনো খুব দ্রুত 🥌 সাধন করে। সাধারণভাবে বহিঃশক্তির সঙ্গে জড়িত ভূপ্রক্রিয়া ভূপুষ্ঠে ধীর পরিবর্তন আনে। ক অন্তঃশক্তির সঙ্গে জড়িত ভূপ্রক্রিয়া ভূপৃষ্ঠে দ্রুত পরিবর্তন সাধন করে। ভূপৃষ্ঠে দ্রুত ও পরিবর্তন সাধনকারী প্রক্রিয়ার মধ্যে ভূমিকম্প অন্যতম।

শরিচিত্তি : ভূমিকম্প হলো মাটির কম্পন। ভূমিকম্পকে ইংরেজিতে বলা হয় Earthquake. প্রাকৃতিক কারণবশত ভূপৃষ্ঠ কখনো কখনো আকশ্বিকভাবে কেঁপে ওঠে। ভূতুকের এ কেঁপে ব্যক্তা-বব

ওঠাকে ভূমিকশা বলা হয়। বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীর অভারতার কোনো এক স্থানে ভূমিকদের উচ্চলার হয়। ভূমজারতারে স্থানে ভূমিকদের জিলার হয় তাকে ভূমিকদের কেন্দ্র একং কেন্দ্রের কিন্তান কিন্তা

সাধারণত ভূপৃষ্ঠ থেকে ৫ থেকে ৭০০ কিমি গভীরে এরকম কম্পদের সৃষ্টি হয়। এগুলোর মধ্যে 🚌 পজি ৫০০টিতে একটি মারাম্বক আকার ধারণ করে।

ভূমিকশের কারণ : সাধারণত অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণে ভূমিকশে হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক ভূমিকশ হয় অভ্যন্তরীণ কারণে এবং কৃত্রিম ভূমিকশের সৃষ্টি হয় কৃত্রিম কারণে। তা ছাড়া ভূমিকশের হল্য নির্মাণিত কারণভগো দায়ী :

আয়োরণিরি থেকে অন্যাংগাতের কারণে ছমিকশে হয়। অয়াংগাতের কারণে সৃষ্ট ছমিকশা অ্যাণারে প্রকৃতির সাথে গভীরভাবে সাশৃত। জীবন্ধ বিক্লেম্বক আয়োর্মানির থেকে বিক্লেমন্য ঘটণো গার্কার্য এলাকা থেকে বিন্নামীন ছমিকশা অনুষ্ঠত হয়। এছাড়া ছ-আমোলদান, আগ বিক্কর, ভূগুঠের রাগ বৃদ্ধি, ভূগার্কে গানির প্রকেশ, শিলাচুন্তি, বিজ্ঞোবন ইন্ডানি কারণে ছমিকশের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

ভূমিকদ্পের মাত্রা নির্মণ : ভূমপন এবং এর মাত্রার উত্তেভা নিরপণের জন্য সাধারণত শিন্যমোগ এবং বিষটার কেল বাবকত হয়। সিদ্যমোগ্রাকের সাধারণে ভূমপোনের অনুনিপি প্রস্তুত করা লগ। সপরনিকে ভূমপোন মাত্রা নিরপণ করা বার বিষটার কেলের সাধারণে। এই কেলের মান্দ দৃশা (৩) থেকে ২ মারার ভূমিকপানে মূর্ব মার্কিভা), ২ থেকে ৪ পরেতির নিরদ্ধ মাত্রায় ভূমিকপাকে মাত্রারি (বারারোট) ৫ থেকে ৭ মাত্রার ভূমিকপাকে প্রকল্প (শিভিয়ার) এবং ৭-এর বেশি মাত্রার ভূমিকপাকে বিষলেগি (ভারোগেট) ভূমিকপা বলা হয়। ৮ মাত্রার কেলেন ভূমিকপাক প্রকল্প প্রকল্প প্রকল্প পরিকল্প করা হয়। ৮ মাত্রার কেলেন ভূমিকপাক

বিশ্ব পরিমথলে ভূমিকম্প : বাংলাদেশসহ হিয়ালয়ের পাদদেশে অবস্থিত অঞ্চলে যে কোনো সময় ই বড় ধরনের ভূমিকম্প সংঘটিত হতে পারে। সম্প্রতি সম্পাদিত একটি সমীক্ষার পূবই নিবট অভীত এমন বড় ধরনের ভূমিকম্পের আদানা প্রকাশ করা হয়েছে। সমীক্ষার পাবেমকরা বংলাহেন্, ও ভূমিকম্পের কলে মুহুতের মধ্যে বিপন্ন হতে পারে পাঁচ কোটি মানুষ। ধাংল হয়ে গোও পার বাজাদেশ, ভাবত, কোলা, পাকিস্তান ও ভূটানের ক্য শংকাগুলা।

পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, বিধে ভূমিকশের সংখ্যা বৃদ্ধি পেরেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভিক্রেরিকার্টী সার্ভের ন্যাপনাল আর্থকোরেক ইনফরমেশন দেকারের (এনইআইসি) তথ্য থেকে জালা যায়, ১৯৮৭ সালে মোট ভূমিকশের সংখ্যা ছিল ১১,২৯০। এ সংখ্যা ১৯৮৯ সালে বৃদ্ধি পেরে দাঁড়ায় ১৮,৮৬৪ এর মধ্যে ও থেকে ৫ মারার ভূমিকশের সংখ্যা বৃদ্ধি পেরেছে সর্বাধিক।

জ্যোলেশ, নিয়ানমান, আসাম টেকটোনিক প্রেট বরাবর অবস্থিত এবং এই প্রেট হিমাদার থেকে জ্যোপনাগর পর্বন্ত বিস্তৃত হলে দেশতলো মাধারি থেকে ভয়াবহ ভূমিকম্প কুনির মধ্যে আছে। গ্রামানহ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাশে, সিলেট, ত্রিপুরা এবং আসাম অভান্ত ভয়াবহ কুনির মধ্যে আছে, কুনা হিমালয়ান প্রেট ও মিয়ানমার প্রেট পরম্পারের দিকে গ্রন্তি বছার ১৬ মি.মি. ও ১ মি.মি. অহাসর ব্যাহা এই অমাসমান প্রেটের ধার্যায় যে কোনো সময় ভয়াবহ ভূমিকম্প সংঘটিত হতে পারে।

ধালাদেশে ছমিকশের অপনি সংক্রেক : বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ এবং আমেরিকান ভূতাত্ত্বিক রাজ ও আকটার ভূতাত্ত্বিক জরিপের বিভিন্ন তথা থেকে জালা যার, বাংলাদেশ বর্তমানে ভয়াবহ ক্রাকশের মুখ্যাসুদ্ধি। বাংলাদেশের বৃহত্তর চীয়াম, শিলট, বংপুরুদহ উত্তরাঞ্চলে কিছুলিন যাবহু মন জ্ঞান্তে মাপের বা ক্রম্পনতলো হলে পেতলোচে বৃহু ধরনের ভূমিকশের ইনিকবের বলে মনে করেন ক্রাক্রের সম্বাবন করিব বলে মনে করা হছে। ছিটামে অনুভূত ক্রম্পনতলোক দেনে বার্ ক্রাক্র সম্বাবন করিব বলে মনে করা হছে। ছিটামে অনুভূত ক্র্পনতলোক দেনে বহু দুন্দিভার ক্রাক্রাইট । এই চুনিটি এ অঞ্চলে বেল বাটি বিশেষিকর ভূমিকশানি। করেব এটির উৎপতিস্থল ক্রাক্রাটি । এই চুনিটি এ অঞ্চলে বেল বাটি বিশেষিকর ভূমিকশানি উৎপত্তিস্থল।

স্ত্রশব্দ্ধদের মতে, বাংলাদেশ বর্তমানে ভূমিকপপ্রবণ এলাকা। গত এক দশকে আমাদের দেশে ১৯১ট ভূমিকশ সংঘটিত হয়েছে। বাংলাদেশে সংঘটিত বিভিন্ন সময় ভূমিকশের যে মাত্রা নির্দয় করা বাংজা নিমরপ:

ভূমিকম্প অঞ্চল	সাল	মাত্রা (রিখটার ক্ষেলে)	
চট্টগ্রাম	9666	6.6	
মহেশখালী	6666	0.2	
ঢাকা	2002	8.8	
ঢাকা	2002	0.0	

্ব মধ্যে ১৯৯৭ সালে ভূমিকম্পের কবলে পড়ে মৃত্যুবরণ করে ২২ জন, ১৯৯৯ সালে ৬ জন। ২০০১ জ্বা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ভূমিকম্পের সময় স্থুটোস্থ্যটি করে আহত হন ২২ জন। বাংলাদেশে যে ক্ষিম্পের অপনি সংকেত বৈজে উঠছে তা এই সমীকা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

জ্বাদেশে ভূমিকম্প এলাকা : ১৯৯৩ সালে প্রণীত ন্যাশনাল বিভিং কোডের সহিজমিক জোনিং বিশ্ব ভূমিকম্পের মাত্রানুষায়ী বাংলাদেশকে তিনটি এলাকা বা জেনে ভাগ করা হয়েছে :

্বী মায়ান্ত খুবিপূর্ণ জোন: নির্থাটন ফেলে মানা ৭। এই এলাকা দেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল দিয়ে গাঠিত। বৃহত্তর সিলেট, ময়মনসিংহ, নোরকোনা, লেরপুর, ভামালপুর, কিশোরগঞ্জ, কাশমনিরহাট, ফুক্তিয়ান্য, রংপুরের পূর্বাঞ্চল, গাইবান্ধা, বঙড়া, সিনাজগঞ্জ ও ব্রাক্ষণবাড়িয়া এই আনহা আওলাকুল।

্বাআরি কুঁকিপূর্ব জোন : রিখটার ছেলে মাত্রা ৬। দেশের মধ্যভাগ বিশেষ করে পঞ্চাড়, বিশ্ববাগিও, দিনাজপুর, নীলফামারী, রংপুরের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণাংশ, জয়পুরহাট, নওগাঁ, ^{টিনাইল}, নরসিংদী, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও করাবাজার জেলা এই জোনের আওতাতুক্ত। গ, কম বুঁকিপূর্ণ জোন : রিখটার স্কেলে মাত্রা ৫। এই এলাকা দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম আহত নিয়ে গঠিত। মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, যশোর, বরিশাল, ঝালকাঠি, ভোলা, পটুয়াখালী, নোয়াখালী রাজশাহী প্রভতি অঞ্চল এই জোনের আওতাভুক্ত।

ভূমিকম্প ও ঢাকা অঞ্চল : ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে পৃথিবীর এমন ২০টি বড় নগরীর অন্যতম ঢাকা। বাংলাদেশের ভৃকম্পন বলয় মানচিত্র অনুসারে ঢাকার অবস্থান ২ নম্বর বলয়ে। এ বলয়ে ভমিকম্পের সম্ভাব্য মাত্রা ৬। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মেহেদী আহমেদ আনসারী সম্প্রতি ঢাকায় এক সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধে জানিয়েছেন ঢাকা নগরীর ঘরবাড়ির মাত্র ৫ শতাংশ তৈরি হয়েছে সুদৃঢ় কংক্রিটে। ৩০ শতাংশ কাঠামো প্রকৌশলগত নিয়মনীতি অনুসরণ করে নির্মিত হয়েছে। আর ২১ শতাংশ ঘরবাড়ি নির্মাণে প্রকৌশলগত কোনো নিয়মনীতি মানা হয়নি।

পুরান ঢাকার ঘরবাড়ির ওপর সম্প্রতি পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, প্রকৌশদীদের কোনো প্রকার পরামর্শ ও সাহায্য ছাডাই প্রায় ৬০ শতাংশ দালান নির্মিত হয়েছে। ৪০ শতাংশ দালানের কেন্তে প্রকৌশলীর সাহায্য নেয়া হয়েছে। প্রকৌশলীর সাহায্যে নির্মিত দালানগুলোর অর্থেকেই রয়েছে দাল পদার্থ। পাশাপাশি নগরীর পুরাতন অংশে বেশির ভাগ রাস্তাই এত সরু যে, সেখান দিয়ে অগ্নিনির্বাপক গাড়ি যেতে পারে না। ভূমিকম্পের সময় আগুন ধরলে সেসব বাড়ির অধিকাংশই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তাছাড়া ঢাকার পূর্ব-পশ্চিম এলাকার মাটি বেলে মাটি। ওয়াটার টেবিল বা ভূগর্ভস্থ পানির অবহান উচতে থাকায় ভবনগুলোর ভিত্তি দুর্বল। তবে ভূমিকম্পের সময় দালানকোঠা ভেঙে না পড়লেও এগলোর ভিত দেবে যেতে পারে।

ঢাকার বস্তিগুলোতে মোট জনসংখ্যার ১৭ ভাগ মানুষ বাস করে। ঝুঁকিপুর্ণ নয়, ঢাকায় এরূপ বাসা মাত্র পাঁচ ভাগ। ঢাকার ৩০ শতাংশ বাড়ি সাধারণভাবে তৈরি। অর্থাৎ ইটের তৈরি। স্লাব ছাড়া বাড়ি ২৫ ভাগ। অবশিষ্ট বাড়ি মাটি কংক্রিটের তৈরি। ঢাকায় যেসব পুরনো বাড়ি এবং ঐতিহাসিক দালানকোঠা আছে সেগুলোর বেশির ভাগই ইট-সুরকি দিয়ে তৈরি। এগুলোও খব দুর্বল।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে নগরায়নের গতি দ্রুততর হলেও বেশির ভাগ নগরই গড়ে উঠেছে দুর্বল কাঠামোর দালানকোঠা নিয়ে অপরিকল্পিতভাবে। নগরকেন্দ্রে জমির স্বস্তুতা আর উর্ধ্বমূল্যের কারণে রাজধানীতে হাইরাইজ এপার্টমেন্ট কালচার ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগকাল আশ্বয় নেয়ার মতো খোলা জায়গাও এখন ঢাকা শহরে নেই। এছাড়াও ঢাকা শহরে রয়েছে বহু পুরাতন জরাজীর্ণ দাদানকোঠা যেগুলোতে মানুষ বসবাস করে। ফলে মাঝারি মাত্রার একটি ভূমিকম্পও আমাদের দেশে বিশেষ করে ঢাকা শহরের জন্য ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানির কারণ হতে পারে।

ভূমিকম্পের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়

ক. প্রাক-দুর্যোগ প্রস্তুতি : ভূমিকম্পের পূর্বভাস প্রদান ও পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় যম্বুপতি স্থাপন ^ও পরিচালনার বিষয় পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও আগ মন্ত্রণালারে প্রজ্ঞাপনে একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে হলে স্বর্দ্ধিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ^র অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্ত্র সাধন করা প্রয়োজন। কমিটির সুপারিশসমূহের মধ্যে রয়েছে :

- ভূমিকম্প সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য ব্যাপক প্রচার।
- ২. পূর্বপ্রমূতি হিসেবে সারা দেশে ভবন নির্মাণে জাতীয় 'বিশ্ভিং কোড' এবং কোডের কার্চামোণ অনুসরণ বাধ্যতামূলক।

- রাজউকের বর্তমান ভবন নির্মাণ প্র্যান অনুমোদনের নীতিমালার সংশোধন দরকার। কারণ এ বিষয়ে বাজউকের বর্তমান নীতিমালায় ছয়তলা পর্যন্ত ভবন নির্মাণে কোনো স্টাকচারাল প্রান অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক। ঢাকা মহানগরীর প্রায় ৯৫ শতাংশ ভবন একতলা থেকে ছয়তলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সূতরাং ছয়তলা পর্যন্ত ভবনের ক্ষেত্রে অবশ্যই জাতীয় বিল্ডিং কোড অনুসূত 'স্টাকচারাল প্রান' প্রযোজ্য হওয়া উচিত, যেহেতু জাতীয় বিশ্তিং কোড়ে ভূমিকম্পের জোনিক ম্যাপ অনুযায়ী সম্ভাব্য ভূমিকম্পের ম্যাগনিচাড সহ্য করার ক্ষমতাসম্পন্ন শ্লীকচারাল গ্রান অনুসরণের নীতিমালা প্রণীত হয়েছে।
- সারা দেশের শহরসমূহের নতন এলাকায় রাস্তাঘাট নির্মাণের সময় দমকল বাহিনীর গাড়ি আাম্বলেস, ক্রেন ইত্যাদি চলাচলের কথা বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনমতো রাস্তা প্রশস্ত করতে হবে।
- ভূমিকম্প-পরবর্তী সময়ে উদ্ধার কাজে ব্যবহারের জন্য দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর যে যন্ত্রপাতির ভালিকা তৈরি করেছে, সেগুলো এবং সেসব যন্ত্রপাতির প্রাপ্তিস্থানের তালিকা প্রভ্যেক জেলা প্রশাসকের দণ্ডরে সংরক্ষণ করতে হবে। এর ফলে যন্ত্রপাতি ও জনবল দ্রুত দুর্যোগকবলিত স্থানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।
- ভূমিকম্পের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক দলকে উদ্ধার কাজে নিয়োজিত করার পদক্ষেপ হিসেবে ভূমিকম্প ঝুঁকিপুর্ণ এলাকাসমূহে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও প্রশিক্ষণের বাবস্থা করতে হবে।
- ভমিকম্পের পর দুর্যোগকবলিত এলাকায় ভগ স্কোয়াভের সাহায্যে ধ্বংসমূপে আটকে পড়া জীবিত লোকজন উদ্ধার করার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্জনীয়। বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীতে এমন ডগ স্কোয়াড রাখা যেতে পারে।
- ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপনের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কাছে থাকা একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপনের মহডা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা দরকার, যাতে প্রয়োজনের সময় অতি দ্রুত ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপন করা যায়।
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কর্তৃক সিলেটে নির্মীয়মান কেন্দ্রের সাথে আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঢাকা, সিলেট রংপর এবং চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন।
- ১০. বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং অন্যান্য সম্পুক্ত সংস্থাসমূহের সমন্তরে ভূমিকম্প, ভূমিকম্প সম্বন্ধীয় গবেষণা, পরিমাণ, পূর্বাভাস এবং দূর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক গঠন ও উনুয়ন প্রয়োজন, যা ভবিষ্যতে জাতীয় ভূমিকম্প গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য দক্ষ পেশাগত জনবল গঠন অত্যাবশ্যক।

 ভূমিকম্পের সময় করণীয় : বাংলাদেশ ও ভারতের বেশির ভাগ মানুষ এমন সব দালান বা ঘরবাড়িতে বাস নিরেন, যেগুলো ভূমিকম্পের সময় প্রবলভাবে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই এ সকল অঞ্চলের মানুষের করণীয় হলো :

শাড়িতে থাকলে : ভূমিকম্পের সময় বাড়িতে থাকলে নিজেকে ও পরিবারের অন্যদের জীবন বাঁচানোর জন্য শিক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কম মাত্রার ভূমিকম্প হলেও দ্রুত বৈদ্যুতিক সংযোগ বন্ধ বা বিচ্ছিন্ন করাই শ্রেয়। ক্ষনকি গ্যাসের চুলা, হিটার ইত্যাদি বন্ধ রাখাই ভালো। বাইরে বের হওয়ার জন্য দরজা দ্রুত খুলে দেয়া উচিত। কেননা ঘরের ওপরের অংশ ভেঙে পড়তে পারে এবং তাতে বের হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

বাজির বাইরে থাকলে : ভূমিকম্প অবস্তায় বাড়ির বাইরে থাকলে বড় বড় দালানকোঠার নিচে দাঁড়ানো উচিত নয়। বরং খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে থাকলে ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা থেকে কিছুটা হলেও বক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

লিফটের ভেতরে থাকলে : ভমিকম্পের সময় লিফটের ভেতরে থাকলে দ্রুত নিচে নামার চেষ্টা করতে হতে।

টেন বা গাড়ির ভেতরে থাকলে : ট্রেনে বা গাড়িতে ওঠার পর হঠাৎ ভূমিকম্প তরু হলে কোনো জিনিস ধরে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত যাতে ট্রেন বা গাড়ি হঠাৎ থেমে গেলে বা পড়ে গোল ছিটকে পড়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

পাহাড় বা সৈকতে থাকলে : ভূমিকম্পের সময় পাহাড় ধসে যেতে পারে। কাজেই বিপদাপন স্কান থেকে নিরাপদ স্তানে গমন করাই উচিত। উপকশীয় এলাকাতেও জীবননাশের ভয় থাকে। কাজেই এ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দ্রুত উপকৃশীয় এলাকা ত্যাগ করা শ্রেয়।

মার্কেট, সিনেমা হল বা আভারগ্রাউভ শপিং মলে থাকলে : ভূমিকম্পের সময় সিনেমা হল, সপার মার্কেট কিংবা আভারগ্রাউন্ড শপিং মলে অনেক জনসমাগম থাকায় আকস্মিক ভীতিকর পরিবেশ তৈরি হতে পারে। কাজেই ভূমিকম্পের সময় এ ধরনের কোনো স্থানে বা ভবনে থাকলে সেসব ভবন কর্তপক্ষ, কর্মচারী কিংবা নিরাপন্তা রক্ষীদের সাহায্য নেয়া উচিত।

ভমিকম্পের পরে করণীয়: ব্যাপকাকারে ভমিকম্প হলে তা ভয়ন্কর ধ্বংসলীলা সাধন করতে পারে। কাজেই সতর্কতা অবলম্বন না করলে ভূমিকস্পের পরেও নানা অসুবিধা দেখা দিতে পারে। এসব সমস্যা সমাধানে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়াই শ্রেয়:

- ক, গুরুতর আহতদের না নাড়ানোই ভালো, যদি না আরো আহত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।
- খ, আগুন নেভানোর চেষ্টা করা উচিত।
- গ, পানি, গ্যাস ও বৈদ্যুতিক লাইন পরীক্ষা করা।
- ঘ, রেডিও অন রাখা যাতে দুর্যোগ পরবর্তী করণীয় নির্দেশাবলী তনতে পাওয়া যায়।
- খালি পায়ে চলাফেরা না করে পায়ে জুতো পরা ভালো।
- চ, সাধারণত ভূমিকম্পের পর আগুন লেগে অনেক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ কারণে আগুন থেকে সাবধান থাকা শ্রেয়।
- ছ, গ্যাস ও বৈদ্যুতিক মেইন সুইচ বন্ধ রাখা, যাতে অতিরিক্ত কোনো প্রকার দুর্যোগ না ঘটে।
- জ. ব্যাপক দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় অসতর্কভাবে ঘোরাফেরা না করা।

উপসংহার : বর্তমান অবস্থায় যে কোনো সময় ভূমিকম্পের মতো মারাত্মক দুর্যোগ আমাদের জনজীবনকে বিপর্যন্ত করে হাজার হাজার প্রাণের বিলোপসাধন করতে পারে। অথচ ভূমিকম্পের হাত থেকে রক্ষার জন্য তেমন কোনো কার্যকরী উদ্যোগ বিগত দিনগুলোতে নেয়া হয়নি। তবে ভূমিকপের মাত্রা নিরূপণ, পরীক্ষা ও এ বিষয়ক গবেষণার জন্য চট্টগ্রামের আমবাগানে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বর্তমান সরকার এ বিষয়ে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ঢাকা, সিলেট, বরিশাল, রাজশাহী, খুলনা প্রভৃতি অফিসে চট্টগ্রামের মতো উন্নত প্রযুক্তি নির্মাণে বর্তমান সরকার কার্যকরী পদফেপ এইণ করছে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে কিছুটা হলেও ভূমিকম্পের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

ত্রা 🚳 বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশের জলবায়ুতে এর প্রভাব (काराम विभिन्नमा

করা : জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান বিশ্বের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপনীত হয়েছে। ্রবায় পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় কারণ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি— যার ফলে আবহাওয়া পরিবর্তিত লছে, সমুলপুঠের উচ্চতা বেড়েছে এবং বিশ্ব নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে। বৈশ্বিক নতা বেড়ে যাওয়ার কারণ বায়ুমগুলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং এ তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার প্রধান কারণ ু হাউস ইফেক্ট। সূর্য থেকে আগত তাপশক্তি পৃথিবীপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে এবং এ বিকিরিত তাপশক্তির রিকাশেই পুনরায় বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। কিন্তু মানবসৃষ্ট দৃষণ এবং বনভূমি উজাড় করার ফলে ্মান্তলে ঘিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ আশম্ভাজনকভাবে বেড়ে গেছে, যা কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন ন্মইট্রাস অক্সাইডের সমন্বয়ে গঠিত। এর ফলে বিকিরিত তাপশক্তি পুনরায় বায়ুমণ্ডলে ফিরে যাওয়ার ৰুৰ ৰাধাপ্ৰাণ্ড হয় এবং এভাবেই বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। আধুনিক কালে ব্যাপক হারে ন্ত্রবাশু জ্বালানি দহন, বনাঞ্চল ধ্বংস, শিল্পায়নের ফলে গ্রিন হাউস ইফেক্টের মাত্রা অনেক বেশি বেড়ে গ্রহ। এর ফলে ১৮৫০-১৯৬০ সালের মধ্যে পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রায় পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বার্ত্তিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বর্তমান বিশ্ব প্রতিনিয়ত বিভিন্ন পরিবেশগত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। বিবেশ বিপর্যয়ের ফলে সবচেয়ে ঐকিপূর্ণ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

বিহুক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণ : পৃথিবী বেষ্টনকারী আবহাওয়ামগুলের কারণে পৃথিবী প্রাণধারণ ও লবাস উপযোগী হয়েছে। মহাশূন্যের আবহাওয়ামগুলে 'ওজোন স্তর' নামে অদৃশ্য এক বেষ্টনী নুমান, যা পৃথিবীতে সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি প্রবেশ রোধ করে এবং বিকিরণ প্রক্রিয়ায় সূর্য ্রেক আসা তাপ মহাশূন্যে পুনরায় ফিরে যেতে সহায়তা করে। কিন্তু মানব সৃষ্ট দৃষণ ও বনাঞ্চল শদের ফলে প্রকৃতি প্রদন্ত নিরাপত্তা বেষ্টনী, ওজোন স্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। গৃহস্তালি পণ্য যেমন— ফ্রিজ, ব্রক্তিশনার, বিভিন্ন ধরনের শ্রে ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয় ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (সিএফসি) গ্যাস, যা ীরকারখানাতেও ব্যবহৃত হয়। এ অবমুক্ত সিএফসি মহাশূন্যের ওজোন স্তর ক্ষয়ের অন্যতম কারণ। বাল গৃহস্থালি ও শিল্পবর্জ্য, কলকারখানা ও যানবাহনের ধোঁয়া প্রভৃতি থেকে ক্রমবর্ধমান হারে নির্গত 🔯 কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড ও মিথেন গ্যাস। একদিকে পরিবেশ দৃষণ ও অপর দিকে িচুমি উজাড করার ফলে অতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষিত হচ্ছে না। এর ফলে বায়ুমন্তনে উন ডাই-অক্সাইডের মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি দেখা দিচ্ছে, যা সূর্য থেকে আগত তাপ বায়ুমণ্ডলে ধরে রাখে। জার একদিকে ওজোন স্তরের ক্ষয়জনিত কারণে মাত্রাতিরিক্ত সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে িক্তাছে অন্যদিকে বায়ুমণ্ডলে প্রতিনিয়ত তাপ সঞ্চিত হছে। এভাবে পৃথিবী হয়ে উঠছে উত্তও। ি ক্রিকেভাবে পরিবেশ বিপন্ন হওয়ার ফলে পৃথিবী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সমুখীন হচ্ছে।

পিক উষ্ণতা বন্ধি ও বাংলাদেশে এর প্রভাব : পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির শবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে যেসব বড

ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিছে তা মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই দেখা দিছে। _{বৈশ্বির} উক্তব্য বৃদ্ধিই মূলত এ পরিবর্তিত জলবায়ুর জন্য দায়ী। বৈশ্বিক উক্ষায়নের ফলে বাংলাদেশের স_{মার} ভয়াবহু পরিগতিসমূহ আলোচনা করা হলো ;

- ১. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি : বিশ্ব উষ্ণায়নের একটি সঞ্জব্য পরিণতি হলো সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা সক্রি বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে সমূদ্রের পানির 👼 বন্ধি পাবে এবং পানি সম্প্রসারিত হয়ে সমুদ্রের আয়তন ও পরিধিকে বাড়িয়ে তুলবে। উম্বায়ত ফলে হিমালয়সহ অন্যান্য পর্বতচ্ডায় জমে থাকা বরফ গলে যাবে এবং সমুদ্রের পানির উদ্দর্ভ বেড়ে যাবে। এর ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্লাবিত এলাকার পরিমাণ্ড যাবে। উত্তর ও দক্ষিণমেরুর গ্রিনল্যাভ, অ্যান্টার্কটিকাসহ অন্যান্য ভূভাগের বরফ গলে যাতে সমূদ পষ্ঠের উচ্চতা আশঙ্কাজনকভাবে বাড়িয়ে তুলবে। এভাবে সমূদপুষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম বহুৎ ব-দ্বীপ, যেখানে অসংখ্য নদ-নদী বয়ে চলেছে। পৃথিবীর তাপুমান ১° সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের ১১ শতাংশ ভূমি সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। এর ফর ৫৫ মিলিয়ন লোক ক্ষতিহাস্ত হবে। বাংলাদেশে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতিবছর ৭ মিমি হার বাড়ছে, যেখানে ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার ৫-৬ মিমি/বছর। এর ফলে বাংলাদেশের উপবলীয় অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার ১-২ মিমি/বছর। Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)-এর এক সমীক্ষায় বলা হয় বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে সমূলপঞ্জ উচ্চতা প্রতি দশকে ৩.৫ থেকে ১৫ মিমি বৃদ্ধি পেতে পারে। এমনকি ২১০০ সাল নাগাদ তা ৩০ সেমি থেকে ১০০ সেমি এ পৌছাতে পারে। তাই সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি বাংলাদেশের হল্য ভয়াবহ বিপর্যয় সষ্টি করবে।
- ২. মালুকুবিৰ বৈশিন্তা : বৈধিক উল্লেখ্য গুৰুত্ব কলে একদিকে যেমন পূৰ্ববিত্ত নিয়ু আগবানসূত্ৰ সন্ত্ৰ গাৰ্ভে বিলীন হয়ে যাবে, তেমনি পূৰ্ববিত্ত বিভিন্ন আলে মালুকুবিত্ত বিশিষ্টা লেখা দেবে। বৈৰ্ধিক উল্লেখ্য সৃষ্টি পাণ্ডায়ার সাথে সাথে ছু-পূষ্ট পানিক পৰিয়াণ অমাগত,প্ৰসুগ পাবে। মতন সম্মা ছিন মালুকুবিতে পবিগত হবে। এক ফলে কৃষিকাজ্য মালাঞ্চকভাবে ক্ষতিপ্ৰান্ত হবে একং ভীৰবৈৰ্ধিত হাকিক সন্থানীন হবে। বাংগালেশেক উভয়াঞ্চলে ইতোমধ্যে মালুকুবিত্ত বৈশিষ্ট্য দেবা নিয়তে। ^{এই} ফলে খালা উল্লোখন আহতসহ ভা নেশেক অজীনিততে লেভিবাদক প্ৰভাব ফোলে।
- ৩. নিষ্কৃতিত গ্রাবন: বৈধিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর আদানা নির্দ্ধি সমুদ্রপতি বিশীন হয়ে মাবে। বামুমতেল ভাগমারা বেছে যাওয়ার ফলে আটানাবিটনার বহন গাঁ
 সমুন্তপৃতির উচ্চতা বেছে বাংলার এবং উপকৃলীয়া এলালাসমৃত্র করেই নিশ্চিত হয়ে বাংলা সমুন্তপৃতির উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের প্রায়) লাখ ২০ মালার বর্ণ কিরি প্রায়া বাংলা সমুন্তপৃতির উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের প্রায়) লাখ ২০ মালার বর্ণ কিরি প্রাণার প্রক্রা এবং পরোক্ষতার ক্ষতির সমুন্তীশর হছে। কারিবলশিকালালৈর মতে, বৈদ্ধিক উক্তাতা বৃদ্ধির বাংলা অবাহত ভাকলে সমুন্তপৃত্রির তাত্তা এ পাতালীর শেষ দিকে ২০-৬০ ক্রেমি পর্যন্ত বাংলা জলবায়ু পরিবর্তিত হলে বৃদ্ধিপাতের পরিমাণ বেছে যাবে এবং নম-মানীর পালি পরিমাণ পাবে। আমাদের দেশের অধিকাশে নদীর উলন দেশের বাইরে ভারত ও নেপালে। তাই কেনির সমুস্তপৃত্রির উচ্চতা পৃত্রি ও অপনানিকে ব্যাহ্ন গুরাহার বাছর যুক্ত হয়ে ভারতে বলাত। বৃদ্ধি করিবা

- জীববৈতিয়া ধাংলে : বৈশ্বিক উজাতা গুজির ফলে জীববৈতিয়া মারাম্বক হমকির মূপে পড়েছে। বার বাবাদের বাব
- নদ-নদীর প্রবাৰ,প্রাদ: বালোদেশ নদীমাড়ক ও বৃদ্ধিপ্রধান দেশ। জমিতে সেচ ও নৌ-চলাচদের জনা দান-দদীর স্বাভাবিক প্রবাহ অত্যন্ত কম্বপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নদ-নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বিদ্যিত হয়। এর ফলে প্রধান প্রধান নদীর বরাহ,গ্রাস পাবে এবং নদীর স্বীণ প্রবাহের কারলে সামুদ্রিক লোনা পানি সহজে দেশের জভান্তরীণ নদীরবাহে কেবল করে নদ-নদির প্রানিত ক্রবাজনার মৃদ্ধিক সেবে। ফলে সামুদ্রিক লোনা পানি উজান অঞ্চলে প্রবেশ করার কৃষিতে প্রয়োজনীয় মৃদু পানির অভাব দেখা দেবে এবং দেশের সম্পদের বিপূল পরিমাণ ক্ষতি সাহিত হবে।
- ৬. পানির পরণাক্ততা বৃদ্ধি: পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি দেশের কৃষি ও অর্থনীতির জন্য মারাঘাক হমকিয়রপ। বর্তমানে বাংলাদেশের উপকৃলীয় অঞ্চলে ও দূরবর্তী ছীপদমূহের প্রায় ১.৪ মিলিয়ন হেইর প্রদালমার দোনা পানি প্রবেশ করায় উন্দুক জাপাম ও ভূপর্তত্ব পানি লবণাক হয়ে পড়েছে। জনবায়ু পরিবর্তিক হবোরা সাথে সাথে এ লবণাক্তভার মায়া প্রবর্ত্ত বৃদ্ধি পারে বিশ্বস্থাক দম-দারীর মোহনায় অবহিত্বত্ব ছীপ ও ততাংলায় প্রকাশির প্রবিশ্বস্থার অব্যব্ধ করে। বৃদ্ধি উপকৃলীয় পরিবেশকে সাম্মিকিকাবে ক্ষতিয়ায় করবে। ভূপর্তত্ব পানি ও মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধি উপকৃলীয় পরিবেশকে সাম্মিকিকাবে ক্ষতিয়ায় করবে।
- আৰুশ্বিক বন্যা: পাহাড়ি চণের কারণে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাধালে বিশেষত মেখনা অববাহিকায় অতিষয়র আকথিক কন্যা দেখা যায়। দেশের উত্তর-পূর্বাধালে প্রায় ৪ হাজার কর্ব কিলোমিটার এবং দক্ষিণ-পূর্বাধালের প্রায় ১ হাজার ৪০০ কর্ব কিলোমিটার এলাকা এ ধরনের আকথিক বন্যার শিকার। ক্ষপরার্থ পরিকর্তনের মতন বৃত্তীপাত ও পাহাড়ি চলের পরিমাণ আরো বেড়ে যাতে। ফলে আকথিক ক্যার পৌনপুনিকতা, ক্ষতির পরিমাণ ও উব্লিক্তা উত্তরোগুর বৃদ্ধি পাবে।
- নদী ভাঙান : বাংশাদেশে মোট সমুদ্র ভটরেখার পরিমাণ ৬৫০ কিলোমিটার। এর মধ্যে সুন্দরবন উলকুল যিরে রয়েছে ১২৫ কিলোমিটার এবং কর্মবাঞ্জার সমুদ্র শৈকত ১২০ কিলোমিটার দীর্ঘ। এখন্ডা সমুদ্র উপকূল বরাবর রয়েছে গলা ও এদানা অববাহিকার অবস্থিত অসবর্থা প্রশান্ত জোহার উটা সমৃদ্রটি এবং নদী মোহনার রয়েছে কথিশ। নদীসকল মোর্কান্ত এবের বর্ধী প সমুদ্র ভটরেখা বর্মাবর ভূথও প্রতিনিয়ত পরিবর্তনদীল। কিন্তু এ পরিবর্তনদীল বৈশিষ্ট্রীর মাবে এক বিশেষ উরসায়া বঞ্জার থাকে। কিন্তু বৈশ্বিক উঞ্চতা বৃদ্ধি পেলে এ ভারসায়া বিশ্বিত হবে। বর্তমানে

দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে নদী ভান্তদের ভীব্রতা বৃদ্ধি পেরছে। অভিনিক্ত বৃদ্ধিপাতের ফলে মেনা ও পদ্মার ভীরবর্তী এলাকাসমূহে নদী-ভান্তদের ফলে বাংলাদেশের বিপূল পরিমাণ জনগোঠী সর্বস্থান্ত হোর পড়েছে। IPCC-এর এক সমীক্ষার অনুমান করা হয়েছে, এতি দৃই নেটিনিটার সমূলুপুরির উচ্চতা বৃদ্ধিতে উপকূলীয় ওটারোখা গড়ে ২-৩ মিটার স্থলভাগের দিকে অগ্রস্কর হবে, ফলে ২০৩০ সাল নাশাল মূল ভূখান্তের ৮০-১২০ মিটার পর্যন্ত অভিক্রম করবে এবং কাক্যমে প্রথমির সর্বস্থহে সমূল্রটকত করবাজার সমূল্যার্ডি কিলীনা হয়ে যাবে।

- ৯. ধরা : মাটিতে আর্দ্রভার অভাব অর্থাৎ বৃট্টিপাতের তুলনায় বাশ্পীতবনের মাত্রা বেশি হলে বরা লেখা দেয়। বৈদ্বিক উষ্ণত বৃদ্ধির ফলে জলবারু পরিবর্গিত হছেম যার প্রভাব বাংগাদেশত কেয়া নিছে । বাংগাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বর্ষাকালে প্রয়োজনীয় বৃট্টিপাত ও পানির অভাবে কৃষিকাজ মারাঅকভাবে বায়ত হলে এবং ফলম উৎপাদশত ক্রমাণতভাবে এটা পালে, শীতকালেও এ অঞ্চলে বৃট্টিপাতের তুলনায় বাশীতবনের হার বেশি। এর ফলে মাটির আর্দ্রভা ব্রোস পায় এবং কৃষিকাজের ব্যাপক ক্ষতি সামিত হলে । বৈদ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির সামে সাথে বরার প্রকোপ আরো বৃদ্ধি পাবে এবং বর্তমানের মাঝারি ধরনের পরা উপদ্রুত এলাকা মারাঅক ধরা উপদ্রুত এলাকার পরিগত হবে।
- ১০. সামুন্তিক আড় ও জলোক্ষাস : সাধারণত সামুন্তিক অড় সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত বায়ু ও তুর্ণিবায়ু বেবে। তুর্ণিবাত্ত সৃষ্টির পের কোনানা প্রতিয়া সরিক্রা থাকলেও পানির উত্তাপ সৃষ্টির মূপ বরণ। বাংলাদেশে প্রতিবছর মে-জুল মানে গে সামুন্তিক অড় হয় তাতে উপকূলীয় জেলাসমূহে লাক কতি সামিত হয়। বৈশ্বিক উজ্জতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে সমুদ্রের পানির তাবাসারার জমবর্গমান হারে বেড়ে যাবে। বাজাবিকভাবেই সামুন্তিক আড় ও জলোক্ষাকে তীব্রতাও বেড়ে যাবে। ২০০০ সালে আখাত হানা 'সিভর' বাংলাদেশে যে ধাংসমজের চিহ্ন রেখে গেছে তা বর্ধনাত্তি । সুন্ধরবানের তপর মানের সাপিল সমাধির সাথে সাপদেরও বাগাল আগত কর্তুল সামিত বরেছে। সুন্ধরবানের ওপর নিয়ে বয়ে যাওয়া সিভরের আখাতে বিপুল পরিমান প্রাকৃতিক সম্পদ্ধ ধারে হয়ের এবং অবং অবং অবং আবালী জীবন কেছে নিয়েছে এ বিধারণী সভিত্র পারিবেশবিজ্ঞানীদের মতে এটা বাংলাদেশের জন্য বড় ধরনের আখাত। সিভর, সুনামি, সাইক্রোলনহ অন্যান্য প্রকৃতিক দুর্ঘোগ মূলত জলবান্ত ক্রল বিবর্তনের ই ফলাজ্য। আর পরিবর্তন দুর্ঘোগ মূলত জলবান্ত ক্রল বিবের বিজ্ঞা বিজ্ঞাত ক্রমিত ক্রমতা বৃদ্ধিক স্থানা ক্রমত জলবান্ত পরিবর্তনের যে ধানা সৃষ্টি হয়েছে, বালোদেশের জন্য তা সবচেরে মুর্বিলপূর্ণ। মুন্থনে ফলে জলবান্ত্র পরিবর্তনের যে ধানা সৃষ্টি হয়েছে, বালোদেশের জন্য তা সবচেরে মুর্বিলপূর্ণ। মুন্থনে ক্রমের প্রান্ধিতিক, সুক্রমির ক্রমের স্বান্ধর ক্রমের ক্রমের বিজ্ঞাবিত দেশগুলোর নাম্নভার সবন্ধরেরে বেলি। কিন্তু প্রধন পর্যন্ত অনক ধনী প্রান্তি ক্রমের ক্রমের ক্রমের ক্রমের ক্রমের ক্রমের বিজ্ঞাবিত দেশগুলার নাম্নভার সবন্ধরেরের বিলা কিন্তু প্রধন পর্যন্ত জনবান্ধর ক্রমের ক্রমের ক্রমের ক্রমের ক্রমের ক্রমের ক্রমের ক্রমের বিশ্বর শিক্তারিত দেশগুলার নাম্নভার সবন্ধরেরের বিশ্ব। কিন্তু প্রধন পর্যন্ত অনক করেনি।

বৈশ্বিক উন্মতা বৃদ্ধি ও বাংলাদেশে শঞ্জব্য ক্ষয়কণ্ডি: বৈশ্বিক উন্মতা বৃদ্ধির ফলে জলবায়ু পরিবর্তন ও এর ব্যহাবে সম্বায়ে ক্ষয়-ক্ষতি নিয়ে ইতোমধ্যে বিশ্বস্তুত্বে আতম সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ ও তার বেতিবেশী দেশসমূহে ক্ষয়-ক্ষতির মাত্রা অত্যন্ত ব্যাপক হবে বলে পরিবেশ ও ছু-বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। সমূহপুষ্ঠ কেকে বাংলাদেশের উচ্চতা কম থাকার কারণে বাংলাদেশে ক্ষয়কতির পরিবাগ ্ব ভয়াবহ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ নিয়মিত প্রাকৃতিক বার সমুখীন হচ্ছে যা জলবায়ু পরিবর্তনেরই ফলাফল।

ৰণান জনগোষ্ঠী: বাংগাদেশের ভৌগোদিক অবস্থার প্রেক্ষিতে কোনো মাঝারি ধরনের প্রাবন জনের ৬৫ শতাংশ জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ কিবো পরোক্ষভাবে ক্ষতিয়ান্ত হবে। বৈশ্বিক উষ্ণাতা বৃদ্ধির জ্বল সমুস্তপুঠিক উচ্চতা বাড়াবে এবং প্রায়ন এলাকার পরিধি ক্রমেই বাড়তে থাকবে। ফলে বিশ্বল ক্রমোষ্ট্রীক জীবন ও জীবিকা বিশন্ন হয়ে গড়বে।

ধ্বকাঠামোণত ক্ষয়ক্ষতি : ১৯৯০ সালের পরিনধ্যান অনুযায়ী বাংগাদেশে মোট বন্ধুগত ক্লামেন পরিমাণ ১৮০০০ বিগিয়ন টাকা। এর মধ্যে ভৌত অবকাঠামো রয়েছে ১৮০ বিগিয়ন টাকা মুল্যার। থৈম্মিক উষ্ণাতা বৃদ্ধি এ শস্ত্রপূঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে প্লাবনের উত্তিতা বাড়ুবে এবং ব্যৱকাঠামোণত ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হবে। IPCC-এর সমীক্ষা অনুযায়ী ২০১০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে প্লাবনকলিত কারণে বন্ধুগত সম্পদের ক্ষতির পরিমাণ ২৪২ মিগিয়ন টাকা।

মশ্দ্র কৃষি : বৈছিক উন্ধান্তা বৃদ্ধি শেলে বাংলাদেশের কৃষি খাত মারাছক ক্ষাক্ষতির সম্মুখীন হবে। মুর্বিখান্তের ওপার এ বিশর্ষা দেশের আবি—সামাজিক বাংস্কার ওপার বাংগক নিতিবাচক একার কেলের । IPCC—এর সমীকা অনুযায়ী প্রাবদের কারণে দেশে আমন ধানের উৎপাদন ১৩.৬ মিনিয়ন মেট্রিক টন ম্লাস পাবে। এমনকি জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দেশের কৃষি উৎপাদন কর্মনাকে কুলনার প্রায় বও শতাংশ করে মেতে পারে বলে আগভার করা হয়েছ। স্বীত মৌহুমে জালাদেশে বার ও৬০০ কর্ম কিমি এলাকা ধরার কবলে পড়ে। বৈদ্ধিক উন্ধান্ত সুক্তি মৌহুমে কারা বাাজি আরো বেড়ে ভা ২২০০ কিমি পর্যার সম্প্রশালিত হবে। গত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বর্মা মৌহুমের ফসলের ওপর ধরার প্রতিকৃশ প্রভাব পরিশক্ষিত হয়ে। জাকুর কারত প্রায়াক্ষীর দেশের আরা পড়বে এবং আগুরু বাংলা বাংলাক ক্ষাক্ষর করিব প্রত্থিক পড়বে। এছাড়া প্রয়োজনীর সেরের অভাবে মেলের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল বাংলাক ক্ষাক্র কর্মাক ক্ষাক্র কর্মাক ক্ষাক্র করিব প্রত্থিক পড়বে। আছাড়া প্রয়োজনীর সেরের অভাবের মেলের উত্তর-পশ্চিম। এমালাক্ষাক্র সামাঞ্যালাক্ষাক্র সামাঝালাক্ষাক্র ক্ষাব্যক্ত করিব সুস্থীন হবে।

জিবেশ বিপর্যয়: বাংলাদেশের জনসংখ্যার তুলনায় আকৃতিক সম্পদ অত্যন্ত অগ্রন্থল । বৈধিক ক্ষাত্র বৃদ্ধি পোল জলবায়তে যে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে তা বাংলাদেশের জন্য ভয়াবহ পরিণাম ক্ষিক আনবে । জলবায় পরিতিত হলে সম্পদের অপ্রণাতা আরো বেড়ে যাবে এবং গ্রাকৃতিক ট্রান্ট ক্ষাত্র হবে। ইতোমধ্যে দেশের বৃহৎ বনভূমি সুন্দরবন ও হাওর অঞ্চলের পরিবেশ ক্ষান্ট্রয়ায় হারিয়ে ফেলেছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে আমাদের করণীয় : বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি শুধু বাংলাদেশের জন্য নয় ববং বিশ্ব ও মানবজাতির জন্য ভূমকিস্বরূপ। ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক অবকাঠামো বাংলাদেক যতটা ক্ফলভোগী করেছে, এ সংকট সৃষ্টিতে আমাদের দেশের ভূমিকা শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় হর নগণ্য। এখনই সময় এ সংকট মোকাবিলায় এগিয়ে আসার। বৈশ্বিক উষণতা রোধে আমাদের সমস্ক যে বিষয়গুলোর ওপর জোর দিতে হরে তা হলো:

- ১. ব্যাপকভাবে বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। দেশের সমুদ্র উপকুলবর্তী এলাকায় ও নদী এলাকাসমহে বনায়ন কর্মসূচি শুরু করতে হবে। ফলে নদী ভাঙন ও সামূদ্রিক ঝড়ের তীব্রতা কমে যাতে
- ২. বক্ষনিধন রোধ করতে হবে। কারণ বৃক্ষই প্রকৃতি থেকে ক্ষতিকর কার্বন ডাই-অব্রাইড গাচ শোষণ করে এবং অবিজ্ঞেন নির্গমন করে। ফলে পরিবেশের ভারসামা বজার থাকে।
- বায়মগুলের উন্থাপ বাডায়— এমন ক্ষতিকর গ্যাসের নির্গমন কমাতে হবে।
- ৪. পরিবেশ সহায়ক জালানির ব্যবহার বাডাতে হবে।
- ৫. শিল্পকারখানার জালানি সাশয় করতে হবে এবং উৎপন্ন বর্জ্য বিজ্ঞাকরণের ব্যবস্থা নিতে হতে
- ৬, সর্বোপরি, দেশের সবাইকে এ ভয়াবহ দুর্যোগ মোকাবিপায় এগিয়ে আসতে হবে।

উপসংহার : একবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে মানবজাতি যখন সভাতার চরম শিখরে, ঠিক তখনত এ মানবজাতি তার পরিবেশকে ঠেলে দিচ্ছে চরম বিপর্যয়ের দিকে। মানুষ তার প্রয়োজনে একদিকে ফ্রেন পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করছে অপরদিকে পরিবেশকে করে তলছে বিষাক্ত। পরিরেশ দৃষিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত এবং পরিবেশের ভারসাম্য দ্রুত বিনষ্ট হচ্ছে। এ বিশ্ব আমাদেরই। আমাদের ভবিষাৎ প্রজন্মকে এ ভয়াবহ বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাতে আমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। থেকেই সবাই সচেতন হলে সম্ভাব্য বিপর্যয় মোকাবিলা অনেক সহজ হয়ে যাবে এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিয়াণ অনেক ক্রয়ে আসরে। আয়াদের সীয়াবদ্ধতার কথা যাথায় রেখেই কৌশলগতভাবে আ হতে হবে। যাতে দীর্ঘকালীন প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে জাতিকে রক্ষা করা যায়।



ব্রার্ভা (৩) আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প ও বাংলাদেশ

(১৯তম বিসিএস)

ভূমিকা : নদী সভ্যতার জননী। উচ্ছল ছুটে চলায় দেশীয় গণ্ডি পেরিয়ে কখনো কখনো বিভিন্ন দেশের ^{মা} দিয়ে অভিনু নদী প্রবাহ নামে বয়ে যায় এসব নদী। নদীবিধীত বাংলাদেশ, সীমাত ঘেঁষা প্রতিশে মিয়ানমার ও ভারতের সাথে ৫৭টি আন্তঃপীমান্ত বা অভিনু নদী প্রবাহে সংযুক্ত। কিন্তু অভিনু নদীর ⁶ প্রবাহে প্রতিবেশী ভারতের সাম্রাজ্যবাদী নীতি প্রয়োগে 'অভিনু নদী'র মর্যাদা এখন ভূনুষ্ঠিতপ্রায়। গ্রীন গ চরিতার্থে নদী ও নদী সভ্যতা বিরোধী সব ড্যাম, বাঁধ কিংবা প্রকল্পের মাধ্যমে অভিনু নদী প্র^{বাহে} দেশের জাতীয় স্বার্থকে ক্রমশই হুমকি এবং পারম্পরিক সম্পর্ককে প্রশ্রের সম্বাধীন করছে তারা। ^{সা} সময়ে ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের গৃহীত সিদ্ধান্ত এমনই এক অপরিণামদর্শী যা সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামল বাংলাদেশকে ভয়াল মরুভূমিতে পরিণত করার এক হীন ষড়যুন্ত্র^{স্বর্ত্ত}

ক্রি সংযোগ প্রকল্প কি · আগামী ৫০ বছরের ক্রমবর্ধমান পানির চাহিদা পরণের লক্ষ্যে গঙ্গা ত্রবং এর অববাহিকার সকল নদ-নদীর পানি বাঁধ, জলাধার ও সংযোগ খালের মাধ্যমে ব্যার করে ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, এমনকি দক্ষিণের কাবেরি নদী পর্যন্ত টেনে নিয়ে ্রান্তত অঞ্চলে পানি সরবরাহের জন্য ভারত যে মহাপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে তা-ই River Inter sage Project বা আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প নামে পরিচিত। ক্যানেল সিস্টেমে মোট ৩০টি সংযোগ ক্রমন্ত্রে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প গড়ে উঠবে। এর মধ্যে ১৪টি হিমালয়ান অঞ্চলের এবং ১৬টি প্রক্রমা অঞ্চলের। প্রকল্পের আওতায় ভারতের ৩৮টি নদ-নদীর মধ্যে আন্তঃসংযোগ ঘটানো হবে। লোশি ছোট-বড ৩৪টি বাঁধ এবং ৭৪টি বড জলাধার নির্মাণ করা হবে।

লার হবে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প : আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের শুরু বক্ষপত্র নদ থেকে। বক্ষপত্র ্ব ক্ষেক্ত পানি খাল কেটে রাজস্থান, গুজরাট ও দক্ষিণ ভারতে নিয়ে যাওয়া হবে। সংযোগ খালের ক্র গঙ্গা থেকে পানি নিয়ে যাওয়া হবে গুজরাট, হরিয়ানা, রাজস্থান ও তামিলনাড় এলাকায়। এতে লা যে পানি সন্ধট হবে তা পুরণ করা হবে ব্রহ্মপুত্র নদের পানি দিয়ে। এভাবে মোট ১৭৪ বিলিয়ন ্রামক পানি পশ্চিম ভারতে নিয়ে যাওয়া হবে।

বরনেনী সংযোগ প্রকল্পের ইতিহাস : ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের ধারণাটি নতুন নয়। ব্রিটিশ অলে স্মার আর্থার ১৯৩৯ সালে ব্যাঙ্গালোর কালিকট নাবাখালের প্রকল্প থেকে অনপ্রাণিত হয়ে ভারতবর্ষের বাৰ অঞ্চলের সাথে যোগাযোগের জন্য নদীসংযোগের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। পরে ১৯৮০ সালে ভারতের ক্রিম্পন মন্ত্রণালয় একটি জাতীয় পানি পরিকল্পনার কাজে হাত দেয়। ২০০২ সালের ১৪ আগস্ট ভারতের অবীন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালাম আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের নদীগুলোকে জ্বডে নার ঘোষণা দেন। রাষ্ট্রপতির ঘোষণার পর ভারতের আইনবিদ রণজিত কুমার ভারতের সপ্রিমকোর্টে লয়র্ষে একটি মামলা দায়ের করেন। সূপ্রিম কোর্ট ২০০২ সালের ৩১ অক্টোবর প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়া াত বলে বায় দেন এবং এজনা ১০ বছর সময়কাল যথেষ্ট বলে ঘোষণা দেন। পরে বাদী পক্ষ আপিল ^{বরন}। প্রকল্প বিষয়ে একই বছর একটি শক্তিশালী টাঙ্কফোর্স গঠিত হয়। কিন্তু ২০০৪ সালে ভারতের অন্তরে পরিবেশবাদীদের ব্যাপক প্রতিবাদ ও আন্তর্জাতিক সমালোচনার মুখে প্রকল্পটি এক রকম স্থগিত হয়ে 😘 এবং 'ধীরে চলো' নীতি গ্রহণ করা হয়। সর্বশেষ ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২ ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট একটি ার কমিটি গঠনের মাধ্যমে ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে 🗺 দেন। ২০০২ সালের এ সংক্রান্ত একটি মামলার রায় দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট এ নির্দেশ জারি করেন।

^{বিত্ত}নদী সংযোগ প্রকল্প ও বাংলাদেশ: উত্তরে বিস্তীর্ণ হিমালয় পর্বতমালা এবং দক্ষিণে শিক্ষাগর—এ পরিসীমার মধ্যেই আমাদের ছোট্ট বাংলাদেশ। নদীমাতৃক বাংলাদেশে বিস্তৃত রয়েছে বিষ্যালন-নদী। তিনদিক থেকে ভারতের সাথে সীমান্তবেষ্টিত বাংলাদেশের রয়েছে বিশাল আয়তনের 📆 নদী প্ররাহ। এ অভিনু নদী প্রবাহেই ভারত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছে। ^{বাতরে} আন্তঃনদী সংযোগের প্রভাবজনিত কারণে বাংলাদেশ বেশি সম্পৃক্ত। ভারতের উচ্চাভিলাযী ^{সার্}নাদী সংযোগ প্রকল্পের দুটি অংশের মধ্যে একটি হঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারত ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ব্রক্তপুত্র ও গঙ্গাসহ হিমালয় থেকে প্রবাহিত বিভিন্ন নদ-নদীর পানি কৃত্রিম খাল ও বাঁধের ্রাম গন্ধায় টেনে নেয়া। পরে তা দেশটির দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মরু অঞ্চলে টেনে নিয়ে সেচের 🤏 कরা। এ আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের তরু আসামের ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, বাংলাদেশের ভিন প্রধান নদী গঙ্গা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে এখনো পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের গানি বোলে বাধার মুখে পড়েনি। অভিনু নদীগুলোর মধ্যে ব্রহ্মপুত্রের মাধ্যমে দুই-ভূতীয়াপের বেনি পারি বাংলাদেশে আসে। আন্তর্জনী সংযোগ প্রকল্প বাধ্বায়িত হলে এ নদীটি ভয়াবহ ক্ষতির মুখে পত্রব। বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র তেকে আনবে বঙ্ ধরদের অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বিপর্যন্ত নদনা বাংলাদেশ্র কৃষি ও পরিবেশ শুসব অভিনু নদীর ওপর বিশেষ করে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের ওপর নিউর্মণা

অভিন্ন নদী আইন ও বাংলাদেশের স্বার্থ : একাধিক রাষ্ট্রের মালিকানা বা অংশীদারি সমৃদ্ধ নদীকে অভিন নদী হিসেবে অভিহিত করা হয়। এ দিক থেকে আন্তঃসীমান্ত নদী, সীমান্ত নদী ও আন্তর্জাক্তি নদীসমূহকেও অভিনু নদী হিসেবে অভিহিত করা হয়। ভারত ও মিয়ানমারের সাথে এরকম ৫৭টি আন্তঃসীমান্ত নদী বাংলাদেশের মোট পানি প্রবাহকে সর্বাধিক প্রভাবিত করে থাকে। আন্তঃসীমান্ত নদীর পানির উপর যেমন উজান দেশের অধিকার রয়েছে, তেমনি অধিকার রয়েছে ভাটির দেশেরও। আন্তঃসীমান্ত বা অভিন্ন নদীর পানির উপর অংশীদার দেশগুলোর অধিকার নিরূপিত হয় আন্তর্জাতিক নাই আইনের সহায়তায়। কিন্তু বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দীর্ঘদিনের পানি বিরোধ সমস্যাটি আন্তর্জাতিক নদী আইনের দ্বারস্ত হতে পারেনি আজও। বরং ভারত একপক্ষীয়ভাবে আন্তর্জাতিক নদী আইনকে অবজ্ঞা করে নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থের লক্ষ্যে অভিনু নদীর পানির উপর যথেক্ষ কর্ততারোপ করছে। ফল লজ্ঞিত হচ্ছে বাংলাদেশের স্বার্থ। অভিনু নদী সংযোগ প্রকল্প ভারতের একটি যথেচ্ছ বিনাশী সিদ্ধান্ত। অথচ আন্তর্জাতিক নদী আইন অনুযায়ী বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী ও সর্বনাশী। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, কোনো দেশ অভিনু নদীর উজানে কোনো কাঠামো নির্মাণ করতে চাইলে অবশাই ভাটির জনপদের ওপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি গুরুতের সাথে বিবেচনা করতে হবে। বাংলাদেশকে অন্ধকাবে বেখে এ নদী সংযোগ প্রকল্পের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তারা। আন্তর্জাতিক নদী আইন কিংবা বাংলাদেশের আপন্তি কোনোটিকেই তোয়াক্কা করছে না দেশটি। অভিনু নদীর পানি ব্যবহার বিষয়ক আন্তর্জাতিক আইন ও নীতির এমন কয়েকটি হলো— হেলসিংকি নীতিমালা ১৯৬৬ (অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫), উক্রোম কন্ফারেন্স ১৯৭২, জাতিসংঘ কনভেনশন ১৯৭৭ (অনুচ্ছেদ ৫), নো হার্ম রুল-জাতিসংঘ কনভেনশন ১৯৭৭ (অনুছেদ ৭), UNEP Convention on Biological Diversities, 1992, বামসার কনভেনশন অন ওয়েটল্যান্ডস ১৯৭১, World Commission on Dams (WCD) 1998 প্রভৃতি।

বাংলাদেশে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের প্রভাব : আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বান্তবাঢ়িত হলে তা ভারতের জন্য সুফল বয়ে আনলেণ্ড বাংলাদেশে এর প্রভাব পড়বে ঠিক ভার বিপরীতমুখী। দিয়ে বাংলাদেশে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের প্রভাব উল্লেখ করা হলো :

১. দাদী গভাতার বিপুত্তি ও মককরণ: আন্তর্জনী-সংযোগ প্রকল্প বান্তবাহিত হলে খাতাবিকলাই বালাগালে অভিন্ন গলা, যেনানা, ব্রুপন্থন নদীতলাতে প্রভাব পদুরের। বান্তাগালোঁ কাবল নারিক রেপন্থান মানল লাচি ৮০ পার্ভালা গলিয়া পুরুষ করে, বান্ধ ওপন্থা নির্ভিত্ত মান্ধ ভালাগোলোঁ বৃত্তি ও ভাীব পরিবেশ গড়ে উঠেছে। তাই এর একটা বড় অংশ ভারতের পশ্চিমে চালান ভালে বালাগোলোঁ পরিবেশের আনাহর বিপর্যার হয়ে তথা নিরে বিস্তৃত মঞ্চকরণ। এ প্রস্তেরের বান্ধা পার ও ব্রুপন্তপুরের দাদী প্রবাহ কয়ে বাবে। খলা সমুরের কলাখাভলা পারা বোলালাল্, মুমার্ভিত্ত কামারবাদী, খলেশ্বরীর মানিকগঞ্জ এবং মেখনার ভৈরব ছাড়িয়ে যাবে। ভাটির দেশা বাল্থানাল নদীতলা নার্বাতা হারাবে। তাই আন্তর্জনী সংযোগ প্রকল্প নার্বা বহুল্য ও লাদী সভাতার বিপুত্ত সাধানর এক প্রকলিয়ালালী ও আন দানীয়ার প্রস্তিয়া আবিক্ত হবে।

- সুন্দরবন ধাংল: : সুন্দরবন তথু পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানাগ্রাভ বনভূমিই নায়, এটি বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবেও চিহ্নিভ । এ বনের মধ্য দিয়ে প্রায় ৪৫০টি গ্রেট-বড় খাল-নায়, দোন-ভরানি ববাহিত। ইতোমধ্যে ফরোজা বাঁধসাহ অন্যান্য নদীতে বাঁধ দেয়ায় ফলে সুন্দরবন অঞ্চলের দদীতগোর পানি প্রবাহ কমে দিয়ে পৃথি হরেছে লবণাকভার। ফলপুন্তিতে উজাড়ু হঙ্গেছ সুন্দরবনের সৌন্দর্য, হারিয়ে মাজে পাত-পাবি। এমতাবাহুয় আঞ্চলদী সংযোগ প্রকল্প বাঝবাহিত হলে মারাখ্যক ক্ষতির সন্থূখীন সুন্দরবন নিভিহ্ন হয়ে যাবে। এ ধারণা সম্পূর্ণই বাস্তবনক্ষত
- ৪ জীবলৈটিয়ে (Bio-diversity) ধাবল: বাংলার নদন-দীর বার্থের নাথে তথু মানুবই নয়, এর নাথে জড়িয়ে আছে হাজার হাজার পালানি, কীলেওজ, পোকামাকডের জীবনও। নদ-দনী মরে গেলে এলার পোকার অনেক তুর্লভ প্রাণী ও কীটপতঙ্গ চিরাভরে বিস্তুত হয়ে যাবে। ধাবল হবে এ নেনের জীবলৈটিয়।
- প্রতিবেশগত ভারসামাহীনতা : নদীনালা কোনো দেশের বিচ্ছিন্ন কোনো অংশ নয়, বরং সে দেশের পরিবেশের সাথে অঙ্গান্টিভাবে জড়িত। নদীনালার সাথে দেশের আবহাওয়া ও জলবায়ুর সম্পর্কও গভীর। সুতরাই নদ-নদী হুমন্তির সন্থানী হলে দেশের আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন হতে বাধা। যদে ভারতের নী প্রকল্পের প্রতিক্রিমা হিসেবে বাংলাদেশ চরমভাবাপন্ন হয়ে উঠবে। মাছবে গড় ভাপমাত্রা, মানুমের জীবনযাপন হবে কইসাধ্য, বিপদ্ধ হবে Ecological balance বা প্রতিবেশগত ভারসামা।
- ৫. জন্যান্য প্রভাব : ভারতের আন্তর্জনী সংযোগ প্রকল্পের ফলে বাংলাদেশে এ সমন্ত প্রধান প্রধান মেতিবাচক প্রভাব ছাড়াও সৃষ্টি হবে আরও নানাবিধ সমস্যা। যেমন— নদীর ভূগাঠনিক ও জলজ পরিবেশের পরিবর্তন, মতন্য সম্পদের ধাংনে, নৌযাতায়াতে সংকোচন সমস্যা, বন্যার প্রাভূর্তব, বন্দরের অচলাবহা এবং কোরে ও উত্তান্ত সমস্যাসহ নানাবিধ সামাজিক ও পরিবেশণত সমস্যা। মাজনানী সংযোগ প্রকল্প রোধে বাংলাদেশের কর্মণীয়: ভারতের আন্তর্জনী সংযোগ প্রকল্প রোধে নির্মান্ত বারস্তা এবং করা যেতে পারে।
- ম্বাভাবন্ধভাবে মোকাবিশা : নদী কিংবা নদী সভাতা, দেশ মাতৃকা ও জীবন এবং জাতীয় বার্থ— এ সার্বভিদ্ধাই হার্মি ভারতের আন্তঃদাদী সংযোগ প্রকল্প। ঐ প্রবংশ্পর বাভাব তাম্পেদিভভাবে মানুভ্রন হারতেন এর প্রতিটোৱা তার্থানার ২০-২৫ বছর না, চলতে থাকবে দুয়া পারে । তুবাটা ক্রবিশ্বাং প্রজন্মকে রাজার জন্য এবদি ভারতকে এ প্রকল্প থেকে বিরত রাখার জন্য জাতীয় বার্থ ক্রমার মানিয়ে পতুতে হবে কার্যাইকে। এক্ষেত্রে প্রথমেই পারশারিক দ্বন্ধা, বিভেদ, রাজনৈতিক অভিহালে, শুলু দায়ীয়া বার্থা কুলে প্রকাশক হতে হবে।
- নচেতনতা বৃদ্ধি: ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সর্বস্তরের জনগণের মাঝে সচেতনতা বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে সভা, সমাবেশ, মিছিল, সেমিনার ইত্যাদি পত্না স্ববদ্ধন করা যেতে পারে।
- শাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলা : গণমাধ্যমকে প্রধান হাতিয়ার বানিয়ে প্রকল্পের সকল প্রকৃত গাতিবাচক দিকগুলো ফুটিয়ে ভূলে জাতীয় আন্দোলন গড়ে ভূলতে হবে। এক্ষেত্রে সাথে নিতে ইবে পরিবেশবানী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক গুরুত্বপূর্ণ সব সংস্থা ও জোটকে।

- জাতীয় ও বিশ্ব জনমত গঠন : ভারতের আন্তঃদদী সহযোগ প্রকল্প রোধ করার জন্য এবংহ দারকার জাতীয় জনমত গঠন । জাতীয় জনমত গঠনের পাশাপাশি বাংলাদেশের জীবন-মরণ এ সমস্যাটি আন্তর্জাতিক ফোরামে উত্থাপন করে বিশ্ব জনমতও গড়ে ভূলতে হবে ।
- জাতিসংযে উত্থাপন : আন্তর্জাতিক নদ-দদীর পানি কটন ও প্রত্যাহার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক রিহি-বিধান সুম্পন্টভাবে ভূলে ধরে জাতিসংখের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ সংস্থাকে জানাতে হবে। প্রশাপাদী জাতিসংঘ যেন বিষয়টি আমলে নেয় সেনিকেও নজর রাখতে হবে।
- ৬. কুটনৈতিক তৎপরতা জোরদার: আপ্তরনদী সংযোগ প্রকল্পসহ ভারতের নদী বিরোধী সর পরিকল্পনার বিকত্তে কুটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করতে হবে। বিল্লো বড় বড় পড়িশালী রাষ্ট্র মেনল— যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিলা, ত্রগল, ব্রিটেনসহ সমগ্র পণ্চিমা বিশ্বকে সর্বন্ধিট সমস্যার কথা জানিয়ে ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে।
- ৭. সরকারের জোরালো পদক্ষেপ ; ভারতের আগুরাদী সংযোগ প্রকল্পের বিরুদ্ধে সবচেয়ে জোরালা ও কার্যকর ভূমিকা পাদন করতে হবে সরকারতে। করেল কেবদায়া সরকারের জোরালো উপপ্রদাসই বিশ্ব সংস্কার কাছে প্রকাশযোগ বলে বিবেটিত। সবার সাধিলিত প্রচেটাতেই বাংলালেশ বিরোধী এ প্রকল্প দুক্ত প্রতিহত করা সম্বর্থ হতে পারে।

উপসংহার: উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুক্ত ভারত যে সহযোগিতামুক্ত মনোভাব নিয়ে এগিয়ে এসেছিল স্বাধীনতার পর থেকে নানা কারণে সে সহযোগিতায় ফাটল ধরেছে। এক্ষেত্রে ভারতের মনোভাব দাদাদিরি সুক্ত। আন্তর্জনী সংযোগ প্রকল্পের ক্ষেত্রেত এ মনোভাব শাদাদিরি প্রবাদাদেশের অনুরোধ ও আলোচনার প্রকল্পের প্রকল্পিক ক্ষামানির স্বাধীর ভারতি আনাচনার প্রকল্পির প্রকল্পির প্রকল্পির প্রকল্পির প্রকল্পির প্রকল্পের প্রকল্পির স্বাধীর প্রকল্পির প্র

0380



মডেল প্ৰশ্ন

বাংলা প্রথম পত্র

মড়েল প্রশ্ন-০১ মড়েল প্রশ্ন-০২

মডেল প্রশ্র-০৩

মডেল প্রশ্ন-০৪ মডেল প্রশ্র-০৫

বাংলা দ্বিতীয় পত্ৰ

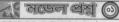
মডেল প্রশ্ন-০১ মডেল প্রশ্ন-০২

মডেল প্রশ্ন-০৩ মডেল প্রশ্ন-০৪

মডেল প্রশ্ন-০৫



বাংলা প্রথম পত্র



ন্টব্য : প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]

ক, সংজ্ঞাসহ উপসর্গ ও সন্ধির নিয়মে তিনটি করে শব্দ গঠন করুন।

- শব্দ প্রয়োগ, বিন্যাস, চলিতরীতি ইত্যালি তদ্ধ করে নিচের বাক্যকলো গুনরার লিবুন: ০.৫ × ১২ = ৬
 ১. অবস্থ্যা দৃষ্টিতে মনে হয় তারা যেন সকলেই ভুল করিবার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে।
 - প্রাভ্যকালে পর্বাদন ব্যাপারটি সমস্ক হাসান্তনক পরম বলে বোধ হলো।
 - ৩. তমি উত্তম সংবাদ বহন করিয়া এনেছো. তোমার মাথায় ফলচন্দন পড়ক।
 - তাম ভত্তম সংবাদ বহন কারয়া এনেছো, তোমার মাথায় ফুলচন্দন প
 মধ্যাহ্নবেলায় একজন সৈনিক অশ্বারোহণে রাজপথ দিয়ে যাছেন।
 - ৪. মধ্যাহ্নবেলায় একজন সৈনিক অশ্বারোহণে রাজপর্থ দিয়ে যাচ্ছেন
 - ক্রন্তমান গোলাপী সূর্যের আকাশে আভা ছড়িয়ে পড়েছে।
 টায়টায় পূর্ন কলসি কাখে বধু ঘরে ফিরছে।
 - দুঃখের কথা শ্রবণে তার কপাল বেয়ে অশুজল ঝরছে।
- ৭. দুঃখের কথা শ্রবণে তার কপাল বেয়ে অশ্রুজল ব্যরছে।
- ৮. পুনির্মার চাদ স্লিদ্ধ জ্যোতি ছড়ায়।
- এদেশের রাজনীতিকমন্তলী নামে রাজনীতি জনতাকে ধোকা দিচ্ছে।
- ১০. ডা. মুহাম্মদ শহীদুক্লাহ্ যেমন বিদ্বান তেমনি ব্যাবহারে বিনয়ি।
- জন্তাল মধ্যে মহারবে নৈদাথ ঝটিকা প্রধাবিত হল; এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিধারা পড়তে লাগল।
 এমাফকলে প্রদেশনপাহীতার সংখ্যা দিন দিন বাডছে।
- বাংলা একাডেমি প্রবর্তিত 'প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম লিখুন :
- বাংলা একাডোম প্রবাতত প্রামত বাংলা বানানের পাচার নিয়

 নিচের প্রবাদটির নিহিতার্থ প্রকাশ করুন :
 - মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।
- সূত্রানুসারে বাক্য গঠন করুন ;
 ক. ভূমি আমার কিছুই করতে পারবে না। (প্রশ্রুবোধক বাক্য)
- খ. যদি তোর ডাক গুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। (যৌগিক বাক্য)
- গ. জল ফুটছে, ওতে হাত দিও না। (সরল বাক্য)

- ঘ. সকাল হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে বের হলাম। (জটিল বাক্য)
- ঙ. সামাজিক রীতিনীতি এদের তেমন ভালো জানা নেই। (অস্তিবাচক বাক্য)
- অচিরেই তাদের ভল ভাঙ্গে। (নেতিবাচক বাক্য)
- ২. যে কোনো একটি ভাব-সম্প্রসারণ লিখন •
- ক. লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু; খ. সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই
- ৩ সাবমর্ম লিখন
 - ক. জাতিতে জাতিতে ধর্মে নিশিদিন হিংসা ও বিদ্বেষ মানুষে করিছে ক্ষুদ্র, বিধাইছে বিশ্বের আকাশ, মানবতা মহাধর্ম রোধ করি করিছে উল্লাস বর্বরের হিংস্র নীতি, ঘণা দেয় বিকত নির্দেশ। জাতি-ধর্ম-দেশ উর্ধে ঘুণা উর্ধে পাচ্ছ যেই দেশ, সেথায় সকলে এক, সেথায় মুক্ত সভ্যের প্রকাশ মানব সভ্যতা সেই মুক্ত সত্য লভক বিকাশ মহৎ সে মুক্তি-সংজ্ঞা মঙ্গল সে নির্বার অশেষ। জাতি-ধর্ম-রাষ্ট্র ন্যায় সকলি যে মানুষের তরে মানষ সবার উর্ধ্বে নহে কিছু তাহার অধিক।
 - খ. জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান, মাতা-ভগ্নী ও বধুদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান। কোন রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে, কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নাই তার পাশে। কত মাতা দিল হৃদয় উপড়ি, কত বোন দিল সেবা, বীরের শতিন্তজের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবাং
- অতি সংক্রেপে নিয়লিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখন :

- ক. চর্যাপদের আবিষ্কার বৃত্তান্ত লিখুন এবং চর্যাপদের ভাষা প্রসঙ্গে আবিষ্কারকের অভিমত তলে ধরুল।
- খ 'মনসামঙ্গল' কাব্যের উদ্ভবের সামাজিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন।
- গ, 'লাইলী-মজনু' কাব্যের কাহিনি সংক্ষেপে লিখুন।
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয় কেন?
- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ৫ জন লেখক ও তাদের রচিত একটি করে প্রস্তের নাম লিখুন।
- বিষ্কিমচন্দ্রের সব উপন্যাসই রোমাঞ্চমুলক' –বিষয়াটি অল্প কথায় ব্রঝিয়ে লিখন।
- ছ, বাংলা সাহিত্যে মধুসদন কোন কোন শিল্পাঙ্গিক নিয়ে কাজ করেছেনঃ এন্ধলোর একটি প্রসঙ্গে লিপুন
- জ. 'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থ নামের তাৎপর্য বৃদ্ধিয়ে লিখন।
- ঝ, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কীঃ
- ঞ. 'নীলদর্পণ' নাটকের সাহিত্যমূল্যের চেয়ে সামাজিক মূল্য বেশি।' –মন্তব্যটির পক্ষে কিছু লিখুন।
- ট. নজরুলের বিদ্রোহের নানা দিক উন্যোচন করুন।
- ঠ, 'জসীমউদদীনের কবিতার বিষয় কেবলই গ্রাম।'-কেনঃ
- ড. নারী শিক্ষাবিস্তারে বেগম রোকেয়ার ভূমিকা উল্লেখ করুন।
- ঢ়, 'একুশে ফেব্রুয়ারি' বাংলা কবিতার অন্তহীন প্রেরণার উৎস—এ প্রসঙ্গে অল্প কথায় লিগুন।
- ণ. 'রক্তাক্ত প্রান্তর' ও 'কবর' নাটকের রচয়িতা কেঃ নাটকদ্বয়ের উপজীব্য বিষয় কিঃ

উত্তর 🛊 মডেল প্রশ্ন : ০১

্ উপসর্গযোগে শব্দ গঠন : যেসব অব্যয় শব্দ ধাতুর পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যের অর্থের সম্প্রসারণ, সংকোচন বা অন্য কোনো পরিবর্তন ঘটায় সেগুলোকে উপসর্গ বলে। যেমন: আ + হার = আহার: উপ + হার = উপহার: বি + হার = বিহার।

সন্ধির সাহায্যে শব্দ গঠন : দুটি শব্দের দ্রুত উচ্চারণের ফলে সম্পূর্ণ বা আংশিক দুটি ধ্বনির মিলন বা পরিবর্তনকে সন্ধি বলে। যেমন : বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়: পরিঃ + কার = পরিষার: তৎ + কর = তন্তর।

- অবস্থা দেখে মনে হয়, তারা য়েন সবাই ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।
- পরদিন ভোরে পরো ব্যাপারটা পরম হাসির বলে মনে হলো। তুমি ভালো সংবাদ দিয়েছ, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ক।
- দুপুরবেলায় একজন সৈনিক ঘোডায় চড়ে রাজপথ দিয়ে যাচ্ছেন।
- অন্তায়মান সূর্যের রক্তিম আভা আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে।
- কানায় কানায় পূর্ণ কলসি কাঁখে বধু ঘরে ফিরছে।
- দৃঃখের কথা তনে তার কপোল বেয়ে অশ্রু ঝরছে।
- ৮. পূর্ণিমার চাঁদ স্লিগ্ধ জ্যোতি ছডায়।
- এদেশের রাজনীতিবিদরা রাজনীতির নামে জনতাকে ধোঁকা দিছে।
- ১০. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যেমন বিদ্বান তেমনি বিনয়ী।
- ১১. কিছুক্ষণের মধ্যে শো শো শব্দ করে গ্রীন্মের রড় এল এবং সাথে সাথে জোরে বৃষ্টির স্কোঁটা পড়তে লাগল। ১২, গ্রামাঞ্চলে ক্রুবাণ গ্রহীতার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।
- শ্ব, বাংলা একাডেমি প্রবর্তিত প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম নিমুক্তপ :
 - তৎসম অর্থাৎ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের বানান যথায়থ ও অপরিবর্তিত থাকবে। কারণ এসব শব্দের বানান ও ব্যাকরণগত প্রকরণ ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট রয়েছে। তবে এ বানান রীতিতে যেসব ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম প্রস্তাবিত হয়েছে তা অনুসূত হবে।
 - ii. যেসব বানানে মূল সংস্কৃত ই-কার, ঈ-কার এবং উ-কার ও উ-কার উভয়ই শুদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করেছে, সে বানানগুলোতে ৩ধু ই-কার এবং উ-কার হবে। যেমন- কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, ধ্বনি, ধুলি, পঞ্জি, পদবি, ভঙ্গি, মঞ্জুরি, মসি, লহরি, সরণি, সুচিপত্র, উর্ণা, উষা।
- iii. রেফ-এর পরে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিতু হবে না। যেমন- অর্চনা, অর্জন, অর্থ, অর্ধ, কর্তন, কার্য, বর্জন, মুর্ছা, কার্তিক, বার্ধক্য, বার্তা, সূর্য।
- iv. ক, খ, গ, ঘ পরে থাকলে পদের অন্তঃস্থ ম স্থানে অনুস্বার (ং) লেখা যাবে। যেমন-অহংকার, ভয়ংকর, সংগীত, তভংকর, সংঘটন ইত্যাদি। বিকল্পে ড লেখা যাবে। ক্ষ-এর পর্বে সর্বত্র ও হবে। যেমন- আকাজ্জা।
- v. ইংরেজি শব্দের প্রতিবর্ণীকরণে s-এর জন্য 'স' এবং sh, sion, ssion, tion ইত্যাদির জন্য সাধারণত 'শ' হবে। যেমন- ষ্টেশন, কমিশন, শার্ট, ফটোস্ট্যাট ইত্যাদি।
- সভ্যিকার কোনো আদর্শ বিনা আয়াসে বাস্তবায়ন করা যায় না। আদর্শকে প্রয়োগ করতে গিয়ে, দর্শনকে মানুষের মাঝে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে আদর্শবান ব্যক্তিকে বিভিন্ন ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। দুঃখ-কষ্ট এবং ত্যাগ-তিতিক্ষা ছাড়া সহজে কেউ তার আদর্শকে বাস্তবায়ন করতে

পারেনি। এ পুলিবীকে যারা অন্ধনরাজ্য্ম করে রাখতে চাইত তারাই সকমন্য মহাপুতবাত্তে আদর্শকে বাধনায়নাল গাধ এতিবন্ধকাতা সৃষ্টি করতো। তাই দেখা বায়, তামে আদর্শকে বাধনায় করতে যিরে অফেন নির্মিত সহা করতে হয়েছে। আনকত সুক্রাকা করতে সাহায়। আক্র আদর্শকে বাধনায়নান করতে হয়ে শরীর শাচন অর্থাৎ সূত্রকে সহজভাবে মেনে নিতে হয়।

- ক. তুমি কী করবে আমার?
 - খ, তোর ডাক গুনে কেউ না আসুক, একলা চলরে।
 - গ. ফুটন্ত জলে হাত দিও না।
 - ঘ. যেই সকাল হলো, অমনি বের হলাম।
 - শ্রমাজিক রীতিনীতি এদের অনেকটাই অজানা।
 - চ. তাদের ভূলটা ভাঙতে দেরি হয় না।
- হ. ক. লোভ মানব চরিত্রের এক মূর্বমনীয় প্রসূতি। মানুষ যখন লোভের পাবে পা বাড়ায়, তখন তাঃ হিজাহিত জান থাকে না। সমালের অধিকাপে মানুষ লোভের খাবা কমবেশি তাড়িত হয়। লোভ মানুষকে পাপ কাজে নিয়োজিত করে। হুপথে ধারিত করে আর এজনাই মানব জীবনে পরিধাম অনেক সময় মুখনয় হয়ে অঠা, কথনো কথনো ঘটে মৃত্যু ।

নিজের ভোগ-বিপাসের জন্য দুর্দমনীয় বাসনাই পোভ। আমাদের চারপাশে সর্বত্র লোভের হাতছানি। অর্থ, বিত্ত, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির প্রতি মানুষের প্রচণ্ড লোভ। লোভে মানুষ পরিণামের কথা চিন্তা না করে এমন সব কাজ করে যা আইনের চোখে দঙ্নীয়। ফলস্বত্রপ বরণ করে নেয় জীবনের করুপ পরিণতি। লোভের মায়াজালে আচ্ছুন্র হয়ে মানুষ তার মা বাবা, ভাইবোন সবাইকে অবজ্ঞা করে। স্বীয় বাসনা পূর্ণ করার জন্য সবাইকে ভূলে নেতে দ্বিধাবোধ করে না। টাকার মোহ তাকে পাগল করে তোলে। লোভ মানবজীবনের বড় শক্র। লোভকে এ জন্য পাপের আধার বলা যেতে পারে। তিনটি জিনিস মানুষকে ধাংস করে: লোভ, অহংকার ও হিংসা। মানুষ আল্লাহর প্রিয় বান্দা এবং সৃষ্টির সেরা জীব। কিন্তু স্বয়ং আল্লাহও লোভীদের পছন্দ করেন না। লোভ আর স্বার্থবৃদ্ধির দ্বারা তাড়িত হয়ে মানুষ ভাইকে, বন্ধুকে হত্যা করেছে। পরিণামে নিজের আত্মহননের পথ নিজেই তৈরি করছে। এ কথা সভ্য যে লোভের পথে পা দিলে একদিন তার মৃত্যু হবেই। লোভ মানুষকে জঘন্য পথে ক্রমশ ভাড়িত করে। কথায় আছে, 'অতি লোভে ভাতী নষ্ট'। আর এভাবেই লোভী ব্যক্তি পথভা হয়। সে অন্যায় অসত্য আর পাপের পথে ধাবিত হয়ে অকালমৃত্যুর মুখোমুখি হয়। পরিণামে নেমে আসে ভরংকর মৃত্য়। লোভকে বর্জন করতে হবে। তবেই জীবন সুন্দর ও সার্থক হবে। নির্লোভ জীবনের মাঝেই নিহিত আছে প্রকৃত সুখ। নির্লোভ জীবন সকলের শুদ্ধা ও ভঙ্কি। অর্জন করে। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত লোভ লালসা পরিহার করা।

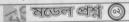
ব. চিন্তা ও কর্মে, বিদেক ও পাজিতে, অন্যথর্ম ও নাগনিক বোদে পৃথিবীতে মানুলে তেনি অবিসংঘাদিত। সমরণ মানব বৈশিন্তা বিশ্বের মানবসমাজ এক অভিন্য পরিবারত্বি । কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্বার্থারেশী ও ক্ষমতাপানী কিছু মানুল খীন উপলো সানুল মানুল মানুল সংকী তেনাকেল পৃথিকী করতে কালা। তারা ধর্ম, বর্ণ ও স্থাপান্যতাত পার্থকা উক্তাক বিয়ে জাজিত বিজেল ও প্রেণীগত বৈশামা সৃষ্টি করে সংঘাত, সংঘর্ষ ও হানাহানির মধ্যে মানুলক তৈনে কিত্ত চাম, মানবিক সম্প্রতিক বছনকে ছিন্তুলি করতে চায়। কিছু মানুলক আনল পরিকা তার মানুলক সকলের করে ক্ষানক ছিন্তুলি করতে চায়। কিছু মানুলক আনল পরিকা তার মানুলক সকলের করে করিছা তার মানুলক সকলের করে করিছা তার মানুলক সকলের করে করিছা তার স্থানা পরিকা তার স্থানাক সকলের করে করিছা তার স্থানাক পরিকা তার স্থানাক পরিকা তার স্থানাক সকলের মানুলক প্রায়াল করে করে করিছা তার স্থানাক পরিকা তার স্থানাক সকলের মানুলক প্রায়াল করে সকলের স্থানাক পরিকা তার স্থানাক সকলের সকলের স্থানাক পরিকা তার স্থানাক সকলের সকলের সকলের সকলের স্থানাক পরিকা তার স্থানাক সকলের সকলের সকলের সকলের সকলের সকলের সকলের স্থানাক সকলের সকলের সকলের সকলের সকলের স্থানাক সকলের সকলের সকলের স্থানাক সকলের সকল

বিশ্ব প্রকৃতিতে মানুসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা ঐতিহাদিক বান্তবা। সভ্যতার আদিলাশ্র মানুষ অসহায় হেলেও প্রতিকৃষ্ণ পরিবেশের সঙ্গে মুক্তির পরিব সংলামে মানুষ কেবল আদন অন্তিকৃত্ব ক্ষা করেনি, প্রকৃতির ওপর ক্রমেই আমিশতা বিস্তার করেন্তে। । সভাতা নির্মাণ করেন্ত দিয়ে মানুষ্পর আন, বুলি, প্রান্ত ও করি বাছে, নির্মাণ, সাগর, সারক, দিনি, এরখা-পর্বত হয়েছে পানাত। আকল ও বিশ্বাতের মতো শতিকে মানুষ নিরে প্রকেশের হাতার মুঠা। মারকালা স্থাতকে বিজ্ঞান করেনে প্রতিক্র মানুষ নিরে করি করি সালাক করেনে হাতার মানুষ নিরে করি করি সালাক করেনে বিশ্বাতার মতো ক্ষমতার বিশ্বাতার করেন করেনে মানুষ নিরে সালাক বিশ্ব সারক করেনে মানুষ নির্মাণ করেনে তার প্রকর্মাণ করিছে করেন মানুষ বিশ্বত করা করেন মানুষ নাম করেনে করেন করিব মানুষ বিশ্বত করা করেনে মানুষ বিশ্বত করেন করেনে মানুষ বান্ত সমান করেনে করেনে করেনে মানুষ বান্ত সমান করেনে করেনে করিব মানুষ বান্ত সমান করেনে করেনে করেনে মানুষ বান্ত করা করেনে মানুষ বান্ত সমান করেনে করেনে মানুষ বান্ত করা করেনে মানুষ বান্তব করেনে সান্তবান করেনে মানুষ বান্তব করেনে মানুষ বান্তব করেনে সমান করেনে করেনে করেনে মানুষ্পর বান্তব করেনে সমান করেনে করেনে মানুষ্পর বান্তব করেন করেনে মানুষ্পর বান্তব করেনে সমান করেনে করেনে মানুষ্পর বান্তব করেনে সমানুষ্পর বিশ্বত করেনে সমানুষ্পর বান্তব করেনে মানুষ্পর বান্তব নান্তব করেনে মানুষ্পর বান্তব করেনে সমানুষ্পর করেনে সমানুষ্পর বান্তব করেনে সমানুষ্পর বান্তব করেনে সমানুষ্পর করেনে করেনে সমানুষ্পর করেনে সমানুষ্পর করেনে সমানুষ্পর করেনে সমানুষ্পর করেনে করেনে সমানুষ্পর করেনেনে সমানুষ্পর করেনে সমানুষ্পর ক

- মানুয়ে মানুয়ে হিংলা-বিহেল ও বিভেন্নর মূল কারণ জাতিগত ও ধর্মীর পার্থকঃ। অথচ জাতি-রর্ম ও দেশকালের উর্জে মানবভার স্থান। বিবে ক্রমবর্ধনান হিংলা-বিজেনের ফলে মানুয়ের সবচেরে বহু ধর্ম মানবভা আজ পর্যুক্তর। এ অবস্থায় পৃথিবীতে মানুয়ের মঙ্গল নিষ্ঠিত করতে হলে মানবভারের পরার উর্জে স্কাল কিছে হবে।
- ম. ফুল ফুল খাত্র পৃথিবীর সকল বড় বড় কাজেন মূলে রয়েছে নারী ও পুরুষের যৌথ ভূমিকা ও অবদান। পুরুষের পালে থেকে সব সময় প্রভাক বা পরোক্ষভাবে নারী তালের কাজে শক্তি, সাহস ও প্রেরণা ফুলিয়েছে। কিছু তত্বও নারীর ভূমিকার যথাবেথ মূলায়ন হয়নি; ইতিহাসের পাতায় তালের ভূমিকার যথাবোগভাবে শিশিকত্ব হর্মিন।
- ১৮৮২ সালে একলিক Sanskrit Buddhist Literature in Nepal এছে ব্যালা রাজেন্যালা দিয়ে সর্বাধ্যর বেশালের বৌছতারিক সাহিত্যের কথা একাশ করেন। তাতে উপীত রয়ে হয়রসান শাল্লী নেপালের রয়েল গাইরেরি থেকে ১৯০৭ সালে ঐ সাহিত্যের কতকতালা দল্যবিদ্ধার করেন। ক্রান্ত ক্রান্ত বিশ্বর বিশ
- এ কাব্যের কার্ডিনি বাংলার আদিম গোকসমাজে গ্রচণিত সর্পপূচার ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্তিত। মধ্যসূত্রতার পূর্বে বাংলা ছিল নানদানী ও মনজকাত পরিপূর্ণ। হিচিদ্ধ মধ্যের সাংস্কর মধ্যের সিচিত এ অধ্যয়ত। সাধারণ মানুহের এ সর্পজীতি থেকেই "মনসামক্ত্র" কাব্যের উত্তর হয়েছিল। সাংসর অধিক্রান্ত্রী বাই সাংসা। এ দেবীর কার্চিনি দিয়ে রিচিত কার্যেই মনসামক্ত্র নামে পরিচিত।
- শ্ব. আনিব-পূত্ৰ কয়েল বাদাৰালে বৰিক-কন্যা গায়লীও প্ৰেমে পড়ে মজনু বা পাণল নামে খ্যাত হয়। লায়লীও মজনুৰ প্ৰতি গতীর আকৰ্ষণ অনুভব করে। কিছু উত্তয়ের বিবাহে আতে প্ৰকা বাধা, ফলে মজনু পাণগৰনেপ বলে-জলগো তুরে বেলুচাত থাকে। জনানিক লায়লীৰ অন্যান্ত মিয়ে হলেও ভার-মন প্ৰেকে অন্যুল করে বামি। ভালের দীর্ঘ বিশ্বহাজীবন্দর অবসান মটো করল মৃত্যুর মাধ্যমে। এ মর্মেপর্লী বেদনাময় কাহিনি অবলম্বনেই লায়লী-মজনু কাহ্য রচিত।

- ন্ত্র বাংলা গদোর অনশীলন পর্যায়ে বিদ্যাসাগর সশক্ষ্মলতা, পরিমিতিবোধ ও ধানিপ্রবাহে অবিক্রি সঞ্চার করে বাংলা গদ্য ব্রীতিকে উৎকর্ষের এক উচ্চতর পরিসীমায় উন্নীত করেন। বাংলা গদ্ যতি চিত্রের সনিবেশ ঘটিয়ে, পদবন্ধে ভাগ করে এবং সুললিত শব্দবিন্যাস করে বিদ্যাস্থ্য অথার ভাষাকে বসের ভাষায় পরিণত করেন। বাংলা গদোর মধ্যেও যে এক প্রকার ধ্বনিবংকার সরবিন্যাস আছে তা তিনিই আবিষ্ণার করেন। এ কারণেই তাকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়
- জ. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ৫ জন লেখক ও তাঁদের রচিত একটি করে গ্রন্থ নিমন্ত্রপ . বামরাম বস— রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র; ২, উইলিয়াম কেরী— কথোপকথন; ৩, মতাগ্রায় বিদ্যালম্কার— ভিতোপদেশ ৪ চন্ত্রীচরণ মনশী— তোতা ইতিহাস এবং ৫. হরপ্রসাদ রায়- পুরুষ পরীক্ষা।
- চ. উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কটের রোমাস-আক্রী ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শের অনুসারী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বাস্তব জীবনকে ভিত্তিভূমি হিসেবে গ্রহণ করে বিশ্বয়কর ও অলৌকিকের প্রতি প্রবণতা প্রকাশমান। ঐতিহাসিত্র উপন্যাসে তিনি যেমন ইতিহাস ও দৈবশক্তির সংমিশণ ঘটিয়েছেন অন্যান্য সামাজিক জ দেশাত্মবোধক উপন্যাসগুলোতেও অলৌকিকতা ও কাল্পনিকতার আশ্রয় নিয়েছেন। এ কারণেই বলা হয় বঙ্কিমচন্দ্রের সব উপন্যাসই রোমাঞ্চমূলক।
- ছ, वाश्मा সাহিত্যে মধুসুদন কাজ করেছেন- মহাকাব্য, কাব্য, নাটক, প্রহসন, পত্রকাব্য, গীতিকাব্য, চতর্দশপদী কবিতা ইত্যাদি শিল্পাঙ্গিক নিয়ে। চত্তর্মশপদী কবিতা : 'চতর্মশপদী কবিতাবলী' নামে সনেট জাতীয় কবিতা রচনার মাধ্যমে মধসদন বাংলা কাব্যে একটি নতুন শাখার সৃষ্টি করেন। একটি সনেটে ১৪টি পছক্তি থাকে. প্রথম ৮টিকে বলা হয় অষ্টক এবং শেষ ৬টিকে বলা হয় ষটক। একটি সনেট একটি মাত্র ভাবের বাহন। মাইকেল মধুসদন মোট ১০২টি সনেট রচনা করেন, যা 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।
- জ, মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির এক বিষাদময় কাহিনি অবলম্বনে মীর মশাররফ হোসেন রচনা করেছেন 'বিষাদসিদ্ধ' নামক উপন্যাস জাতীয় গ্রন্থটি। এ গ্রন্থে হ্যরত মুহশ্মদ (স)-এর দৌহিত্র ইমাম হাসানকে হত্যা করা হয় বিষপ্রয়োগে আর ইমাম হোসেনসহ অনেক নিকটাত্মীয়দের নির্মমভাবে হত্যা করা হয় কারবালা প্রান্তরে। এ কারণে গ্রন্তটি হয়ে উঠেছে বিষাদের সিদ্ধ বা সাগর। বিষাদময় কাহিনির ব্যাপকতার জন্যই গ্রন্থটির নামকরণ হয়েছে বিষাদ-সিন্ধ।
- ঝ. রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলো কাব্যধর্মী। রবীন্দ্র গল্পের বিষয়বৈচিত্র্য অসাধারণ। প্রেম ও প্রকৃতি তার গল্পের মূল উপাদান। তিনি গল্প সরাসরি আরম্ভ করেন এবং মুহূর্তের মধ্যে পাঠকের মনকে ঘটনাস্রোতে মগ্ন করেন। ঠিক মুখে বলা গল্পের মতো সহজ, স্বচ্ছন স্রোতে বয়ে চলে ডাব কাঠিনি।
- ঞ. 'নীলদর্পণ' নাটকে বাস্তব চিত্র রূপায়ণের ফলে সে আমলে নীলকরদের অত্যাচারের বিফ্রন্ডে দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচারে এ দেশে কৃষ্কজীবনের দূর্বিষহ অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষেত্রে এ নাটকটির গুরুত্ব অপরিসীম। তাই বলা যায়, নাটকটির সাহিত্যমূল্য যা-ই হোক না কেন, তার চেয়ে সামাজিক মূল্য অনেক বেশি ছিল।

- মানবপ্রেমই নজরুলের বিদ্রোহের সঞ্চালিকা শক্তি। নজরুলের বিদ্রোহ অগণিত সংখ্যক সাধারণ মানমের আশা-আকাক্ষা, অভাব-অভিযোগকে কেন্দ্র করে। গতানুগতিক মূল্যবোধ ও প্রচলিত সংস্কার বিশ্বাসকে আঘাত করে সেখানে নতুন মুল্যবোধের প্রতিষ্ঠা। পরাধীনতার শক্ষাল থেকে মক্ত করতে সকল প্রকার শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধেই ছিল তার বিদ্রোহ: যা ভাব সাহিত্যের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয উঠেছে।
- জসীমউদদীন যুগের বিক্ষোভ ও আলোডন থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে গ্রামীণ প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্যের মধ্যে নিজেকে বিলীন করেছিলেন। সেখান থেকেই তিনি সংগ্রহ করেছেন তার কাব্যের উপকরণ। পল্লী এবং পল্লীর মানমকেই তিনি তার কবিতায় ফটিয়ে তলেছেন। এ কারণে ভার করিভার রিময় কেবলই গ্রাম।
- ছ বেগম রোকেয়া কলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল উর্দু প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করেন ১৬ মার্চ ১৯১১ সালে। ১৯১৭ সালে এই স্থল মধ্য ইংরেজি গার্লস স্থলে ও ১৯৩১ সালে উচ্চ ইংরেজি গার্শস স্থুলে রূপান্তরিত হয়। আস্তুর তিনি এই স্থুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ও সুপারিনটেনডেন্ট পদে দায়িত্ব পালন করেন। মুসলিম নারী শিক্ষার অন্ধকার যুগে কলকাতার বিভিন্ন মহল্রায় ঘরে ঘরে তিনি ছাত্রী সংগ্রহ করতেন এবং নারীদের সচেতন করার চেষ্টা করতেন।
- একশ মানে প্রতিজ্ঞা, একশ মানে চেতনা । সাহিত্যে এ চেতনা জাগ্রত হয়েছে সর্বাধিক । সাহিত্যের অন্যান্য ধারার মতো বাংলা কবিতায় এ চেতনাকে তলে ধরেছেন এ দেশের সচেতন কবি সমাজ। শামসুর রাহমান, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, গোলাম মোন্তফার মতো কবিরা ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে প্রস্কৃটিত করেছেন তাদের কবিতার মাধ্যমে। বর্তমান কবিরাও স্বাধিকার আন্দোলনের প্রথম ধাপ একুশে ফ্রেক্স্যারিকে নিয়ে কবিতা রচনা করে চলেছেন। তাই বলা যায়, একশে ফেব্রুয়ারি বাংলা কবিতার অন্তহীন প্রেরণার উৎস।
- শ্ব, 'রক্তাক্ত প্রান্তর' ও 'কবর' নাটক দুটির রচয়িতা মুনীর চৌধুরী। 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকের উপজীব্য বিষয় পানিপথের ততীয় যুদ্ধ এবং 'কবর' নাটকের উপজীব্য বিষয় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন।



বাইব্য : প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

). ক. শব্দ গঠনের নিয়ম বর্ণনা করুন : উদ্ধার, মনঃকট্ট; উপহার; মেঠো; নীলনয়না।

খ, শব্দ প্রয়োগ, বিন্যাস, চলিতরীতি ইত্যাদি তদ্ধ করে নিচের বাকাগুলো পুনরায় লিখুন : ০.৫ × ১২ = ৬

- সোক সভায় বিশিষ্ট বৃদ্ধিজিবি, বিজ্ঞানি, দার্শীণক প্রমুখগন শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান করেন। ২. তার বাড়িতে আমি ঘুদু চডাইয়া ছাডব।
- ৩. চমকের সহিত নিদাভঙ্গ হইল: অতি ব্যস্তে কুমার কক্ষ মধ্যে পদচারণ করতে লাগলেন।
- নীরিহ শুধুমাত্র আশির্বাদ অতিথী চেয়েছিলেন। বাজিকরের অন্তদ ক্রিয়া দেখে ছাত্রগণেরা প্রফুল্লিত হইল।
- ৬. সে ক্রোধে আত্মহারা হয়ে উঠিয়াছে। ৭. সে কাল আমাদের রবিন্দ্র সংগিত সুন্দর তনিয়েছিল।

- b. ছোটগল্প হিসেবে ক্ষ্বদিত পাশানের স্বার্থকতা বিচার করো।
- প্রায়ই অর্থ কথাগুলোর বড় বড় হয়ে থাকে অস্পষ্ট।
- ১০. মাথা খুরি মরলেও তুমি কাহারও করুনার উদ্দোগ করিতে পারবে না।
- অভিশয়্ত তক, শীর্ন, অভিশয় কৃষ্ণ বর্ণ, বিকটাকার মনুষ্যের মতো কি আসিয়া ঘারে দাঁড়াল
 অননাপায় করে আমি তার স্করণাপন করেছিলায়।
- ग. एक वानान निश्रन :

স্বাক্ষরতা, সখ্যতা, বিভিষন, সন্মাসি, মুহুর্মৃছ।

- নিচের প্রবাদটির নিহিতার্থ প্রকাশ করুন :
 গোঁয়ো যোগী ভিখ পায় না।
- সূত্রানুসারে বাক্য গঠন করুন :
 - কেহ কহিয়া না দিলেও তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে। (য়ৌগিক বাক্য)
 - ২. এটাই বাইরের সৌন্দর্য এবং তা এসে পৌছাল মনজগতে। (সরল বাক্য)
 - ৩, তমি আসবে বলে অপেক্ষা করছিলাম। (যৌগিক বাক্য)
 - ৪. যখন বর্ষা শেষ হবে তখন আমরা গ্রামের বাড়ি যাব। (সরল বাক্য)
 - ৫. এত টাকা পাওয়া সত্ত্বেও আমার অভাব মিটল না (জটিল বাক্য)
 - ৬. যেহেতু কোথাও পথ পেলাম না সেহেতু আপনার কাছে এসেছি। (যৌগিক বাকা)
- ২, ভাব-সম্প্রসারণ করুন:

ক. আপনি আচরি ধর্ম পরের বোঝাও; খ. গতিই জীবন, স্থিতিতে মৃত্যু

- ৩ সাবমর্ম লিখন
 - ক, দবিশ্ব সন্তান আমি দীন ধৰণীব। জন্মাৰ্থীৰ যা পেরাছি সূৰ-দুম্বভাব। বহু ভাগা একা ভাই কৰিয়াছি দ্বিত্ব। অসীম একার্বাদী নাই তেবা হাতে দ্বে শামানলা সৰ্বক্ষা জনলা মূন্দুয়ী। সকলের মূপে অন্ন চাহিল জোলাতে, পারিলা নে কত বার,—কই অনু কই কালে তোর সভাবোনা ব্লান অক মূৰ— জানি মালো, তোর হাতে অসম্পূর্ণ সূৰ্ব, না-কিছু পঢ়িয়া দিল তেওঁ তেওে যায়, বা ভাতে প্রত স্থান স্কান্ত সর্বভূতিক, সৰ্ব আপা বিটাইতে পারিস নে হায় আবাল কি ছেতে যাব তেনে গুড়া প্রকৃতিক,
 - থ. দূর অতীতের পানে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলাম হেরিডেছি যাত্রী দলে দলে, জানি সবাকার নাম, চিনি সকলেরে, আজ বুঝিয়াছি পশ্চিমি আলোতে ছায়া ওরা। নটরূপে এসেছে নেপথালোক হতে

দেহ হুধসাজে; সংসারের ছায়ানাটা অন্তর্থীন সেথার আপন পাঠ আবৃত্তি করিয়া সারাদিন কাটাইল; সূত্রধরার অনুষ্ঠের আভাসে আদেশে চালাইল নিজ নিজ পালা, কতু কেঁদে কছু হেসে নানাভিদি নানাভাবে, শেষে অভিনয় হলে সারা দেহবেশ ফেলে নিয়ে নেপথে আদদা হলো ভারা।

3 X X = 100

- অতি সংক্ষেপে নির্মাণিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন :

 ক বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন বাংলার বাইরে পাওয়া যায় কেনঃ
- কার নির্দেশে মুকুন্দরাম 'শ্রীশ্রীচজীমঙ্গল কাব্য' রচনা করেন? নির্দেশদাতা মুকুন্দরামকে কী উপাধি দেন?
- গ্য, রচয়িতাসহ পাঁচটি রোমাঞ্চমূলক প্রণয়োপাখ্যানের নাম লিখুন এবং এ শ্রেণীর কাব্যের বৈশিষ্ট্য রর্জনা কলন ।
- কান্ উদ্দেশ্যে কোন্ বছরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়ঃ কলেজটির নাম ফোর্ট উইলিয়াম কেনঃ
- সাহিত্যকর্ম ও সমাজকর্ম এ দুয়ের মধ্যে কোনটির জন্য বিদ্যাসাগর অধিক সুপরিচিত? আপনার অভিমত ব্যক্ত করদ।
- বিষ্কিমচন্দ্রের প্রথম সামাজিক উপন্যাসের নাম লিখুন। তাঁর যে কোনো উপন্যাসের দুটি বিখ্যাত লাইন লিখন।
- ছ্ মাইকেল মধুসদনের ৫টি শিল্পাঙ্গিকের ১টি করে উদাহরণ দিন।
- জ, মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্যজীবনের প্রথম দিকের রচনাগুলো কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হতোঃ এর সম্পাদক কে ছিলেনঃ
- রবীন্রনাথের নাটকগুলোকে কোন কোন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়? তাঁর ২টি সাংকেতিক নাটকের নাম লিখুন।
- এঃ. 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন কে? নাটকটির প্রকাশক কে ছিলেন?
- ট, নজৰুলের বিদ্রোহী কবিতার 'আমি' কে?
- ঠ. জসীমউদদীনের 'কবর' কবিতা সম্পর্কে লিখুন।
- 'বেগম রোকেয়াই বাংলা সাহিত্যে প্রথম নারীবাদী লেখক'

 কথাটি বৃঝিয়ে দিন।
- বাংলাদেশের একজন গদ্য লেখকের পরিচয় দিন।
- ণ. কায়কোবাদের আসল নাম কীঃ তার বিখ্যাত মহাকাব্যের নাম কীঃ

উত্তর 🕈 মডেল প্রশ্ন : ০২

 উদ্ধার: এটি সন্ধিসাধিত শব্দ। ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের সংযোগে এ শব্দটি গঠিত হয়েছে। যেমন: উৎ + হার = উদ্ধার।

মনঃকট্ট ; এটি সন্ধিসাধিত শব্দ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সন্ধির বিসর্গ লোপ না পেয়ে শব্দ গঠিত হয়। যেমন : মন ঃ + কট্ট = মনঃকট্ট।

উপহার: এটি উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ। তৎসম বা সংস্কৃত 'উপ' উপসর্গ দ্বারা গঠিত ব্যাহেছে। যেমন: উপ + হার = উপহার। মেঠো : এটি প্রভায় সাধিত শব্দ। ভদ্ধিত উয়া > ও -প্রভায়যোগে গঠিত হয় মেঠো শব্দি। যেমন : মাঠ + উয়া = মাঠুয়া > মেঠা।

নীলনয়না : এটি সমাসসাধিত শব্দ। বছব্রীহি সমাসের নিয়মানুযায়ী 'নীল নয়ন যার 🚊 নীলনয়না' শব্দটি গঠিত হয়েছে।

- খ. ১, শোকসভায় বিশিষ্ট বৃদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন।
 - ২. তার ভিটায় আমি ঘুঘু চরিয়ে ছাড়ব।
 - ৩. চমকের সাথে ঘুম ভাঙল; ব্যস্তভাবে কুমার ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলেন
 - নিরীহ অতিথি শুধু আশীর্বাদ চেয়েছিলেন।
 বাজীকরের অন্তত ক্রীডা দেখে ছাত্রগণ প্রফল্ল হলো।
 - ৬. সে ক্রোধান্ধ হয়েছে।
 - ৭. কাল সে আমাদের রবীন্দ্র সংগীত শুনিয়েছিল।
 - ছাটগল্প হিসেবে 'কুধিত পাষাণ'-এর সার্থকতা বিচার করো।
 - বড় বড় কথাগুলোর অর্থ প্রায়ই অস্পষ্ট থাকে।
 - ১০. মাথা খুঁড়ে মরলেও তুমি কারও করুণার উদ্রেক করতে পারবে না।
 - ১১. অতিশয় তকনো, শীর্ণ, অতিশয় কালো বর্ণ, বিকটাকার মানুষের মতো কি এসে দরজায় দাঁড়াল। ১২. অনন্যোপায় হয়ে আমি তাব শরণাপন সংযক্তিলায়।

প্রদান্ত শব্দ তদ্ধ রূপ বাদ্দনতা সাধানতা সাধানতা সম্বা বিভিন্ন বিভিন্ন বিভিন্ন স্কান্ত্রাদি স্মান্ত্রাদি স্মান্ত্রাদি স্কান্ত্রাদি স্কান্ত্র্যাদি স্কান্ত্র্যাদি স্কান্ত্র্যাদি স্কান্ত্র্যাদি স্কান্ত্র্যাদি স্কান্ত্র্যাদি

- খ. দূরবর্তী সপ্তা জিনিসকে মূল্যবান মনে করে কাছের মূল্যবান জিনিসকে অবহেলা করা মানুবের সকলেত স্বভাব। বালাদোলনে তৈরি পার্ট আনেরিক। বেনে নিন্দাল আমরা তার করুত্ব এই বিত্ত দেশে এক কোন জালা পার্টকে আনারেক ববহেলা করতে বাবে না। আসলে আয়ানের মানিক গঠনটাই হয়ে গেছে এনন যে, 'সেশের ঠাকুর ফেলিয়া বিদেশের কুকুর বর্ধি। 'রাষ্ট্রীয়ে জীবেন নাই জিনিসে অবহেলা প্রকাশনার কোন করে কালাকার কাল
- জ. ১. কেহ কহিয়া দিতেছে না, তথাপি তপোবন বলে বোধ হইতেছে।
 - বাইরের সৌন্দর্য এসে পৌছাল মনোজগতে।
 - ভূমি আসবে, অতএব অপেক্ষা করছিলাম।
 - ত্রাম আগবে, অতএব অপেক্ষা করার
 বর্ষা গেলে আমরা গ্রামের বাদ্রি যার।
 - বিদিও এত টাকা পেলাম, তবুও আমার অভাব মিটল না।
 - ৬. কোথাও পথ পেলাম না, তাই আপনার কাছে এসেছি।

- ক. মহৎ কর্ম নিজের জীবনে আয়ও করে, অপরকে তা করার জন্য নির্দেশ দিতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে হিতে বিপরীত হওয়ার সঞ্জবনা থাকবে।
- ধর্ম মানুখকে সং ও কল্যানের পথ দেখার, মানুখকে মহৎ ও তালো হতে পেখার। কিন্তু জধার্মিক বাজি ধর্মের বুলি আভার্য়া তবে তা কেবুবো বাজে। সবার কারেই তা চনম বিরাজিকর। তাই ক্রমেন নিজ ধর্মের নিজ দেবা করাক ক্রমেন নিজ ধর্মের নিজ দেবা করাক ক্রমেন করে করাক ক্রমেন নিজ ধর্মের ক্রমিক ক্রমেন করে করাক ক্রমেন ক্রমেন করাক ক্রমেন করাক ক্র

নিজের মধ্যে যা নেই অন্যকে তা বোঝাতে বা শিক্ষা দিতে যাওয়া চরম বোকামি

- সৃষ্টিশীল যা কিছু দৃশ্যমান, তার সবকিছুই প্রবহমান। চলমানতাই জীবনের বৈশিষ্ট্য, নিচলতা
 মৃত্য। স্থানিরতা ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে যেমন তিনিত করে দেয়, জাতীয় জীবনকেও করে
 বিপর্যন্ত। ঐশ্বর্যমিতিত ও সমৃত্ত জাতীয় জীবনে তাই গতিশীলতার কোনো বিকল্প নেই।
 - নদী সতত গ্ৰহখনৰ খাকণে তার বুকে কোনোকণ শৈকাণ বা আবার্জনা জনতে পারে লা। বিজু তার পতি ধার্মি হিব হো বার, তবে তার কুক শৈকাণ বা আবর্জনার তবে তার। তবুণ, ব্যক্তিগত তথা সামাজিক জীবনে কোনো বার্জিক ছিবিক হারিক কার জীবনে জিনার জীবন করিব জীবনে কোনো বার্জিক ছিবিক তার করা জীবনে জীবনের দিকে তার্মাসর বুজা। যে জারিক জীবনার কিনার করা বুজা। যে জারিক জীবনার বিজ্ঞান বুজা। যে জারিক জীবনার বিজ্ঞান বুজা। বার্জিক ছিবিকার বিজ্ঞান বুজা। বার্জিক জীবনার বিজ্ঞান বুজা। বার্জিক জীবনার বিজ্ঞান বুজা। বিজ্ঞান বিজ্
- শৃথিবীর প্রতি মানুষের ভালোবাসা অসীম। কারণ, মানুষ পৃথিবীর সন্তান। কিন্তু পৃথিবী সক্ষমমা সবার মূখে অলু রোগাতে পারে না, অপসূত্রর হাত থেকে সবাইকে রক্ষা করতেও বার্থ হয়। মানুষের সব্ব আশা মেটানোও সন্তব হয় না তার পক্ষে। কিন্তু ভাই বলে মানুষ অমনীভূল্য পৃথিবীকে কথনো ছেড্ড যাওয়ার বথা ভাবে না।
- ্ এ বিশ্বজ্ঞগৎ যেন এক বিরাট নাট্যমঞ্চ। অনাদিকাল থেকে মানুষ সেই নাট্যমঞ্চে জীবনের সুখ-দুরুখর নানা পালা অভিনয় করে। যে যার ভূমিকা শেষ করে ভারপর জীবন থেকে চিরবিনায় নেয়।
- ৰ বাংলার পাল বংশের রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। তাদের আমলে চর্যাগাতিকাগুলোর বিকাশ ঘটিছিল। পাল বংশের গরগরই বাংলাদেশে লৌরালিক হিন্দুপর্য ও ব্রাক্ষণ্য সংস্কার রাজধর্ম হিসেবে গৃহীত হয়, ফলে বৌদ্ধ সিজাচার্যেরা এ দেশ থেকে বিকাড়িত হয়। সেন রাজাদের প্রতাপের কারণেই বাংলাদেশের বাইরে দিয়ে তাদের অক্তিত্ব ক্ষপা করতে হয়েছিল। তাই বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন বাংলার বাইরে নেপালে পাওয়া যায়।

- ধ, জমিদার রঘুনাথের সভাসদরূপে থাকাকালীন তার নির্দেশে মুকুন্দরাম 'শ্রীশ্রীচঞ্জীমঙ্গল' কারং রচনা করেন। রত্বনাথ কবিপ্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে 'কবিকঙ্কণ' উপাধি দেন।
- গ বচযিতাসহ পাঁচটি রোমাধ্বকর প্রণয়োপাখান :
 - ১. ইউসুফ-জোলেখা শাহু মুহক্ষদ সগীর; ২. লায়লী-মজনু দৌলত উজীর বাহবাত খান: ৩. মধুমালতী — মুহশ্বদ কবীর: ৪. পদ্মাবতী — আলাওল এবং ৫. সতীম্যানা লোবচন্দানী — দৌলত কাজী।
 - a শেণীর কাব্যের বৈশিষ্ট্য : মূল কাব্যের লক্ষ্য অনেক ক্ষেত্রেই অধ্যাত্মপ্রেম হলেও বাংলা ভাষায় পরিবেশনকালে তা আধ্যাত্মিকতা থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং তাতে মানবগ্রেমের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে। রোমান্টিক কথা ও কাহিনির অসাধারণ ভাগার আরবি-ফারসি সাহিত্যের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় বাংলা সাহিত্যে এ ধারার সৃষ্টি।
- ঘ. ইস্ট ইভিয়া কোম্পানির কার্য পরিচালনা করতে আসা নবীন ইংরেজ সিভিলিয়ানদের এ দেশীয ভাষা-সাহিত্য-শিল্প-ইতিহাস-আচার-আচরণাদি শিক্ষা দেয়ার জন্য ১৮০০ সালের ৪ মে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।
 - স্ফোর্ট উইলিয়াম কলকাতা শহরে অবস্থিত। প্রাচ্যে বিটিশরাজের সামরিক শক্তির বড় নিদর্শন এটি। ইংল্যান্ডের রাজার সন্মানে দুর্গটির নামকরণ করা হয় ফোর্ট উইলিয়াম। কলেজটি এর অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত বলেই কলেজটির নামকরণ হয়েছে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ।
- বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করলেও তাঁর সমাজকর্মের জন্যই তিনি অধিক সুপরিচিত। পান্চাত্যের মানবভাবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সমাজ সংক্ষারের মনোবৃত্তি বিদ্যাসাগরের রচনায় সহজেই লক্ষ্ণীয় অর্থাৎ তিনি যেসব সাহিত্য রচনা করেছেন তার মূলেণ্ড সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। তাই আমরা বলতে পারি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমাজকর্মের জন্য অধিক সুপরিচিত ছিলেন।
- চ্ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সামাজিক উপন্যাস
 – বিষবৃক্ষ (১৮৭৩)। তাঁর 'কপালকুগুলা' উপন্যাসের দুটি বিখ্যাত লাইন-
 - ১. পথিক তমি পথ হারাইয়াছ:
 - ২. তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?
- ছু ১, নাটক--- পদ্মাবন্তী-
 - ১ মহাকাব্য- মেঘনাদবধ:
 - ৩. সনেট— চতুর্দশপদী কবিতাবলী;
 - প্রহসন— একেই কি বলে সভ্যতা:
 - ৫ পরকাবা— বীবাঙ্গনা।
- জ. মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্য জীবনের প্রথম দিকের রচনাগুলো প্রকাশিত হতো আম্বার্তা ও 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায়। পত্রিকা দুটোর সম্পাদক ছিলেন— কান্তাল হরিনাথ ও ঈশ্বরওও।
- রবীন্দ্রনাথের নাটকের শ্রেণীগুলো হচ্ছে
 লীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, সাংক্রেডিক নাটক, সামার্কিক নাটক, প্রহসন, নৃত্যনাট্য ইত্যাদি।
 - দটি সাংকেতিক নাটক— ডাকঘর, রাজা।

- ঞ, ধারণা করা হয় নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন মাইকেল মধুসুদন দস্ত (ছদ্মনাম A Native)। প্রকাশক রেভারেভ জেমস লঙ।
- ক্ষ নজক্রলের বিদোহী কবিতায় অনাদত, লাঞ্জিত, উৎপীড়িত, অবমানিত গণমানুষের প্রতীক হচ্ছে 'আমি'। এই আমির উদার আছিনায় সমস্ত সাধারণ এসে ভীড জমিয়েছে, যাদের মথে এতকাল কোনো ভাষা ছিল না, যাদের মনে ছিল না কোনো আত্মবিশ্বাস। সেই অগণিত নির্যাতিত, অবহেলিত মানুষের প্রতিভূ হলো নজরুলের 'আমি'।
- জনীমউদুদীনের ছাত্রাবস্থায় 'কবর' কবিতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্য তালিকান্তক্ত হয়। কবিতাটি প্রথম 'কল্রোল' পত্রিকায় ছাপা হয়। এ কবিতায় এক বৃদ্ধ দাদ তার জীবনের শোকার্ত অধ্যায়গুলো উন্মোচন করেছেন তার একমাত্র অবলম্বন নাতির কাছে।
- ছ, বেগম রোকেয়াকে বলা হয় মুসলিম নারীমুক্তি আন্দোলনের পথিকং। তিনি বাংলা গদোর একজন বিশিষ্ট শিল্পী, সমাজের কুসংস্কার ও জড়তা দুর করে নারীকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি তার লেখনী ধারণ করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই তিনি বাংলা সাহিত্যে 'নাবীর অধিকার' বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ রচনা করে নারীদের সচেতন করার চেষ্টা করেন। এ কারণেই তাকে বাংলা সাহিত্যে প্রথম নারীবাদী লেখক বলা হয়।
- বাংলাদেশের অন্যতম গদ্য লেখক আবল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩) চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'মসলিম সাহিত্য সমাজের' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সমাজ ও সমকাল সচেতন প্রাবন্ধিক হিসেবে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন। কথাশিল্পী হিসেবেও তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ভাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী চৌচির, মাটির পৃথিবী, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা, মানবতন্ত্র ইত্যাদি।
- কায়কোবাদের প্রকৃত নাম মুহম্মদ কাজেম আল কুরায়শী। তাঁর বিখ্যাত মহাকাব্যের নাম 'মহাশান' (১৯০৪)।

্ মডেল প্র

বিষয় : প্রত্যেক প্রশ্রের মান প্রশ্রের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

- শব্দ গঠনের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন শব্দ প্রয়োগ, বিন্যাস, চলিতরীতি ইত্যাদি তদ্ধ করে নিচের বাকাগুলো পুনরায় লিবুন : ০.৫ × ১২ = ৬
 - ১. যখন, তুমি এত সন্তর চলে যাইবে বলে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলে, তখন তোমার সংসারে না আসাই সর্বাংশে উচিৎ ছিল।
 - ২. পরীক্ষা ব্যতীত কোনো বস্তুরই সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু কোনো বস্তুকেই পরীক্ষা করবার প্রকৃতি আমাদের নেই।
 - যেইটি তার নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহাবিকাশ তা আশ্রয় করিতে করিতেই তার ক্রমাগত পৃষ্টিসাধন হয়। এবার জখন মেলায় যাছিলাম আমি, তখন হটাৎ কালো হয়ে উঠলো মেঘ এবং হয়ে গেলো বৃষ্টি এক পদলা।
 - সকল বালিকাগণ পানি সিঞ্চন করবার জন্য সূন্মর পাত্র লইয়া বাগানে গেল।
 - দারিদ মধুসুদনের শেষ জীবন ঘিরে ফেলেছিল।
 - ৭ কীর্তিবাস বাংলা রামায়ন লিখেছেন।

- b. মুমর্ষ ব্যক্তির প্রতি সকলের সহানভতি ছিল।
- ৯. বাজীকরের অদ্ভূত ক্রিয়া দেখিয়া ছাত্রগণেরা প্রফুল্লিত হল।
- ১০, অর্ধাঙ্গিনীর অশুজল দেখে স্বামী শোকে মহামান হলেন।
- ১১. মানুষ বাঘের মাংস খায়।
- ১২. সে হাবুড়ুবু সাগরে দুঃখ খাচ্ছে।
- গ. ৭-তৃ বিধানের পাঁচটি নিয়ম লিখুন। ঘ. প্রবাদটির নিহিডার্থ প্রকাশ করুন:
- তেলা মাথার তেল দেয়া মনুষ্য জাতির রোগ
- স্ত্রানুসারে বাক্য গঠন করুন :
- ক. তার কথার একবর্ণও সত্য নয়। (জটিল বাক্য)
 - খ. তিনি অসুস্থ, তাই অফিসে আসতে পারেননি। (সরল বাক্য)
 - গ. লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে। (যৌগিক বাক্য)
- ঘ. সে সুখবরটা জনেছে এবং আনন্দিত হয়েছে। (জটিল বাক্য)
- জামি সেখানে গিয়ে তোমাকে দেখিনি। (জটিল বাক্য)
 বাংলা ভাষায় অক্ষরের ভূমিকা মুখ্য নয়। (অন্তিবাচক)
- v. पारता जापात्र जनस्त्रत्र श्रम्पन मूचा न
- ২. যে কোনো একটি ভাব-সম্প্রসারণ লিখুন :
 - ক. যে জাতি জীবন হারা অচল অসাড় পদে পদে বাঁধে তার জীর্ব লোকাচার।
 - খ. দুর্জন বিদ্বান হইলেও পরিত্যাজ্য।
- ৩. সারমর্ম লিখুন :
 - ক, একদা পনম্মূলা জন্মুক্লণ দিয়েছে তোমায় আগন্তম্ভ । রাগের দুর্ঘক্রণার লভিয়া বাসেছ মূর্ব-নজতের সাথে । দুর্ঘ আকাণেক ছারাগথে যে আলোক আসে নামি ধরদীর শ্যামল ললাটে সে তোমার চন্দু চুবি তোমারে বেরিছে অলুম্বল নথাভোরে দ্যালাকের সাথে; দূর সুগাছর ক্রমে মরাকাল যাত্রী মহারাণী দুগা মুমূর্তরে তব তাজকাণে দিয়েছে সন্মান্- তোমার সম্মূল দিহে আয়ার বায়ার পাত্র গোহে চলি অনান্তর পানে— লাখা ভর্মি একা যাত্রী অনুসরত এ মহারিকায় ।
 - থা, যেখানে এসেছি আমি, আমি সেথাকার দরিদ্র সন্তান আমি দীন ধরণীর। জন্মবিধি থা পেরেছি সুখ-দুরখভার। বহু ভাগ্য বলে ভাইক করিয়াছি স্থির। কয় এই প্রক্রিয়ালী নাই তোর হাতে হে শামালা সর্বদহা জননী মনুরী।

সকলের মুখে অনু চাহিস জোগাতে,
পারিস নে কত বার, — কই অনু কই
কাঁদে তোর সন্তানেরা মান কছ মুধ,—
জানি মাগো, তোর হাতে অসম্পূর্ণ সুধ,
যা-কিছু গড়িয়া দিস ভেঙে ভেঙে যায়,
সব ভাতে হাত দের মুক্তা সর্বভূক,
সব আশা মিটাইডে পারিস নে হার
ভা বলে কি ভেঙে যাব ভোর ভঙ্গ বকদ

অতি সংক্ষেপে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখন •

2×30=0

- ক চর্যাপদে কয়টি পদ বা গান ছিলঃ
- বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার ফুা কোন সময়কাল?
- গ. 'শ্রীকফ্ষকীর্তন' কাব্যের ভাব ও ভাষা কিরূপঃ
- ঘ, ব্রজবুলি কীঃ এ ভাষার দুজন শ্রেষ্ঠ কবি কেঃ
- 'ठखेमान नमन्गा' की?
- চ. শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠাতা কে?
- ছ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে শ্বরণীয়ং
- জ. মৃক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা একটি উপন্যাস, একটি নাটক ও একটি স্থৃতিকথার নাম লিখুন।
- ঝ. 'বিষকৃক্ষ' শ্রেষ্ঠ উপন্যাস কেন?
- ঞ. 'শর্মিষ্ঠা' মধুসূদনের উল্লেখযোগ্য নাটক কেন?
- ট. 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' সম্পর্কে কি জানেনঃ
- ঠ. 'গীতাপ্তলি' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে কি জানেনঃ
- আবু ইসহাক প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থের নাম কিং এটি কত সালে প্রকাশিত হয়ং
- থোয়াবনামা, শিখা, সধ্বয়ন—কোন ধরনের সাহিত্যকর্ম্য
- ণ, শশী ও কুসুম কোন উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীং এদের স্রষ্টা কেং

উত্তর ♦ মডেল প্রশ্ন : ৩

ক্ষ. শব্দ গঠনের মাধ্যমে ভাষার সমৃদ্ধি ছাঠ। মানুমের মনের বৈচিত্রাপূর্ণ ভার একাশের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় নতুন নতুন শব্দ গঠনের। বাধানা ভাষার শব্দ গঠনের প্রয়োজন হার নতুন নতুন শব্দ গঠনের মাধ্যমে ভাষার শব্দ শব্দ গঠনের প্রয়োজন আরম শব্দ গঠনের প্রয়োজন আরম পার্কিন প্রায়াক হয়ে থাকে। শব্দ গঠনের নিয়ম-নীতি ভালা থাকলে প্রয়োজন অনুযারী নতুন নতুন শব্দ গঠন সম্ভর হয়। মুলাগান্মেলী ভারমার পারিলা এবং ভাষার গতিশীলান্তার জানা নতুন শব্দ গঠন সভাই হয়। মুলাগান্মেলী ভাষার প্রয়ার প্রয়োজন অনুযার লাভে মুক্তি প্রস্কাল করে হয়। মুলাগান্মেলী ভাষার প্রয়ার করে বিজ্ঞানীলান্তার জানা নতুন নতুন স্বাহম করে প্রস্কাল করে মুক্তি প্রস্কাল করিছা লাভি করা করে করে করিছা নতুন শব্দ করে প্রায়েশ করিছা লাভি করিছা লাভি

নিএস বাংলা-৫৭

- খ, ১, যখন, তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে বলে ঠিক করে রেখেছিলে, তখন তোমার সংসাত না আসাই সর্বাংশে উচিত ছিল।
 - ১ পরীক্ষা ছাড়া কোনো বস্তুরই পরোপরি পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু কোনো ব্যাত্ত পরীক্ষা করার ইচ্ছে আমাদের নেই।
 - ৩. যেটা তার নিজের সবচেয়ে বাইরের বিকাশ তাই আশ্রয় করতে করতেই তার ক্রমাগত পৃষ্টিসাধন হয় ।
 - এবার যখন আমি মেলায় যাজিলাম, তখন হঠাৎ মেঘ কালো হ'য়ে উঠে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে তাল
 - ৫ সকল বালিকা/বালিকাগণ পানি সেচ দেয়ার জন্য মাটির পাত্র নিয়ে বাগানে গেল।
 - ৬ দারিদ্য মধসদনের শেষ জীবন ঘিরে ফেলেছিল।
 - ৭. কন্তিবাস বাংলা রামায়ণ লিখেছেন।
 - b. মুমুর্য ব্যক্তির প্রতি সকলের সহানুভূতি ছিল।
 - ৯. বাজীকরের অন্তত খেলা দেখে ছাত্ররা প্রফুল্ল হলো।
 - ১০. অর্ধাঙ্গীর অশ্রু দেখে স্বামী শোকে মৃহ্যমান হলেন।
 - ১১. বাঘ মানুষের মাংস খায়।
 - ১২ সে দঃখের সাগরে হাবুড়ব খাচ্ছে।
- গ ণত-বিধানের পাঁচটি নিয়ম নিচে উল্লেখ করা হলো :
 - ১. ট-বর্গীয় ধানির আগে দন্ত্য 'ন' এলে তা 'ণ' হয়ে যায়। যেমন- ঘণ্টা, খণ্ড, কাণ্ড ইত্যাদি।
 - ২, ঝ, র, ষ এর পরে মুর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন- ঋণ, ভীষণ, মরণ ইত্যাদি।
 - ৩. ঋ, র, ষ এর পরে স্বরধ্বনি, ষ য় ব হ ং এবং ক বর্গীয় ও প বর্গীয় ধ্বনি থাকলে পরবর্তী 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন- কৃপণ, রামায়ণ, লক্ষণ ইত্যাদি।
 - সমাসবদ্ধ শব্দে সাধারণত ণ-তৃ বিধান খাটে না। এরপ ক্ষেত্রে দন্ত্য 'ন' হয়। য়েয়ন-দর্নীতি, পরনিন্দা, ত্রিনয়ন ইত্যাদি।
 - ৫. 'ত' বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে সব সময় দত্ত্য 'ন' যুক্ত হয়, মূর্থন্য 'ণ' হয় না। যেমন– দত্ত, রন্ধন, রত্ন ইত্যাদি।
- ঘ, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষে মানুষে কোনো ভেলভেদ না থাকলেও মানব সমাজে বিরাজ করছে অর্থনৈতিক ভেদাভেদ ও বৈষমা। একদিকে ভোগ-সুখ ও বিলাস-বৈভবের প্রাচুর্য, অন্যাদিকে রিক্ত নিঃস্ব মানুষের চরম দারিদ্রা। এ দুঃস্কু, পীড়িত, দরিদ্র, ভাগ্যাহত মানুষ মানবসমাজে সহানভূতির পাত্র হলেও তাদের দিকে তাকানোর লোকের খুব অভাব। বরং এক শ্রেণীর শোক বিস্তবান ও ক্ষমতাধরদের আরো শক্তিশালী করে তোলার কাজে ব্যস্ত। বিশুবান ক্ষমতাশালীদের দৈনন্দিন প্রয়োজন সম্পূর্ণ মিটে যাওয়া সত্ত্বেও ভোষামোদির খাতিরে ঐ শ্রেণী তাদের হাতে উপহারের উপাচার পৌছে দিতে সদা ব্যয়। সমাজে এ মানসিকতার লোকের অধিক্যের কারণে গরিব নিরনের দল বরাবরই থাকে বঞ্চিত ও উপেক্ষিত।
- ছ, ক, সে যা বলল, তার এক বর্ণও সত্য নয়।
 - খ্ব, অসস্তুতার কারণে তিনি অফিসে আসতে পারেননি।
 - গ, লেখাপড়া কর, তাহলে গাড়ি ঘোড়ায় চডতে পারবে।
 - ঘ্ যখন সে খবরটা গুনেছে তখন সে আনন্দিত হয়েছে।
 - ঙ, আমি যখন সেখানে গিয়েছি তখন তোমাকে দেখিনি।
 - চ, বাংলা ভাষায় অক্ষরের ভূমিকা গৌণ।

ভাবসম্প্রসারণ : গতিশীলতাই জীবনের ধর্ম। যে জাতির প্রাণপ্রবাহ গতিহীন, যারা জড়ের মতো তারা কখনো উনুতি লাভ করতে পারে না। স্রোতহীন নদীতে যেমন শৈবাল দাম বাঁধে, চিন্তা ও কর্মে প্রগতিহীন জাতির জীবনে তেমনি জীর্ণ লোকাচার এসে বাধা সৃষ্টি করে। তারা দিন দিন সবদিক থেকে পিছিয়ে পড়তে থাকে।

মানুষ চিন্তা-চেতনা, বিবেক-বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনা, কাজকর্ম প্রভৃতির মাধ্যমে নিজেকে প্রাণবন্ত ও প্রগতিশীল রাখে। আত্মোনয়ন জাতীয় উন্নয়নের জোয়ার বয়ে আনে। কিন্ত যে মানষ প্রগতির ধার ধারে না, তার ভাগ্য কোনোদিন পরিবর্তিত হয় না। তদ্রপ, যে জাতি নিজেদের উন্মানের জন্য চেষ্টা করে না, তারা কখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না।

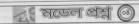
ভারা দিন দিন পিছিয়ে পড়তে থাকে। স্রোতহীন নদীতে যেমন শেওলা জমে, শৈবাল দাম বাঁধে. তেমনি চিন্তা ও কর্মে গতিহীন জাতির জীবনেও নানারকম জীর্ণ লোকাচার এসে বাসা বাঁধে। তারা নানারকম কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাসের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। আত্মোনুয়ন, ভাগ্যোনুয়ন ও জাতীয় উন্নয়ন তাদের কাছে অলৌকিক বলে মনে হয়। তারা অদৃষ্টের দিকে তাকিয়ে থাকে স্থূল বা জড় পদার্থের মতো। আন্তে আন্তে প্রাণচাঞ্চল্য হারিয়ে ফেলে তারা। অন্ধকারাচ্ছনুতায়, কসংস্কারে, অলসতায় গা ভাসিয়ে তারা জাতীয় চেতনার কথাও ভূলে যায়। স্বাধীনভাবে চলার ক্ষমতাও তারা হারিয়ে ফেলে। এক সময় পরাধীনতার কালো ছায়া নেমে আসে তাদের ওপর।

যে জাতি গতিশীল, প্রাণচঞ্চল, তাদের মধ্যে জরাজীর্ণতা বাসা বাঁধতে পারে না। ফলে তারা উন্নতির স্থর্গশিখরে আরোহণ করতে পারে।

ভারসম্প্রসারণ : দুর্জনের স্বভাব-ধর্ম অন্যের ক্ষতি করা। তাই কোনো শিক্ষিত লোক যদি চরিত্রহীন হন, তবে অবশ্যই তার সঙ্গ পরিহার করা উচিত। কারণ, তার কাছ থেকে উপকার পাওয়ার চেয়ে ক্ষতি হওয়ার সঞ্জাবনাই বেশি। বিদ্বান লোক সূজন না হলে তার সান্নিধ্য কাম্য বলে গণ্য হয় না। মনুষ্যত্ব-বিরোধী কুপ্রবৃত্তিগুলো দুর্জন লোকের নিত্যসঙ্গী। এই ধরনের ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র দুর্বল, ব্যবহারে এরা রুঢ়, চিন্তায় তরল। সমাজ, দেশ বা জাতি কেউ এদের ঘারা উপকৃত হয় না। এরা সমাজের কলঙ্ক। এরা আত্মকেন্দ্রিক, লোভী এবং স্বার্থপর। কোনো কোনো দুর্জন লোক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয় বটে, কিন্তু বাস্তবে জ্ঞানী হয় না। তাদের শিক্ষার সার্টিফিকেট একটি কাগজ ছাড়া অন্য কিছু নয়। সার্টিফিকেট-সর্বস্ব শিক্ষা এদের চরিত্র ও মানসিকতায় কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। এরা শিক্ষিত হয়ে আরো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। চাতুরি ও ছলনায় আরও কূটকৌশলী হয়ে এরা সহজ-সরল মানুষকে প্রতারিত করে। এদের সাহচর্যে সততার অপমৃত্যু ঘটে। মানুষের সবচেয়ে বড় গুণ তার চরিত্র। মানুষের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঠিক রেখে অপরাপর বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটানো আবশ্যক। তেমনি, বিদ্বান হওয়াও একটি গুণ। বিদ্যা অর্জনের মাধ্যমে মানুষ যথার্থ মানুষ रुख ७०० । विमा मानुत्वत्र मत्नत्र कार्य चल प्तरः । विमा मानवजीवत्नत्र स्वरूनकात्र स्वासकः । বিদ্বানের সংস্পর্শে এলে জ্ঞানের আলোয় মন আলোকিত হয়। কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তি যদি চরিত্রহীন হয়, তবে তার বিদ্যার কোনো মূল্য থাকে না, সে তার বিদ্যাকে অন্যায় কাজে লাগায়। এরা নিজের স্বার্থ বা অসং উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য যে কোনো কৌশলের আশ্রয় নিতে পারে। চরিত্রহীন বিশ্বান ব্যক্তির কাছ থেকে বিদ্যা লাভ করে জীবনে কোনো কল্যাণ সাধন করা যায় নী। তাই দুর্জন যদি বিদ্বানও হয়, তবু তার সান্নিধ্য ও সংশ্রব ত্যাগ করাই মঙ্গলজনক।

- ৩. ক, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ অন্তহীন বিশ্বলোকের সঙ্গে অনুভব করে অবিশেষণা ও নিয়ক্ত সম্পর্ক । প্রকৃতির সঙ্গে সুগারীর সম্পর্কের মধ্য দিয়েই বিকলিত হয় তার জীবন। তার ভাতিবুর সেই সম্পর্কের ওপর নির্ভর্কাল। কিন্তু জীবন শেষে অনিবার্থ মৃত্যুর পথবারাহ মানুষ ভিরম্পর্কের বিশ্বল পর্যন্তি।
 - থ, পৃথিবীর প্রতি মানুদের তালোবাসা অসীম। কারণ, মানুণ পৃথিবীর সন্তান। কিছু পৃথিৱী সবসময় সবার মুখ্য অনু রোগাতে পারে না, অসমুস্কার হাত থেকে সবাইকে রক্ষা করতের রার্থ হয়। মানুবের সব আপা বেটালোও সঞ্চব হয় না তার পক্ষে। কিছু তাই বলে মানুষ জননীত্রপা পৃথিবীকে কথলো হেছে মাধ্যমার কথা ভাবে না।
- ৪. ক. চর্যাপদের পদ বা গাদের সংখ্যা নিয়ে মততেল বিদ্যমান। সুকুমার সেনের হিসাবে ৫১টি, ভূ মুখ্যদ পর্যীসুল্লার বেলায়েন ৫০টি। চর্যাপদ ছিল্লাবায়্বা গাগারা যাওয়ায় এ মতাতরের গৃদ্ধ। সুকুমার দেন তার চর্যাগাঁতি পদাবাদী (কথার একাদ। "১৯৫৩) মাইছে ৫০ তার বার্তর পদ উল্লেখ করেছেন। তবে আগোচানা অংশে তার বক্তবা : "... মুনি দত্ত পথাপাঁটি চর্যার বাল্লা করিয়াছিলেন। টাকারারের কাছে মুল চর্যান পৃথিতে আরো অন্তত এবটি বেশি চর্যা হিলাল (একালশ ও মানশ্য চর্যাপি রামার্থানে।। এই চর্যাটির বাগাখা না থাকার দিপিকর উদ্ভাহ করেন নাই, তার তীক্ষা করেছেন্টির বাগাখা না থাকার দিপিকর উদ্ভাহ করেন নাই, তার তীক্ষা করিয়াছেন। "এটা ধরালে পদের সংখ্যা দীড়ায় ৫১।
 - ব. ১২০১ থেকে ১৮০০ খ্রিকাশ পর্যন্ত সময় বাংলা সাহিতে মধ্যকুণ বলে বিবেটিত। কিন্তু ১২০১ থেকে ১৬৫০ খ্রিকাশ এই ১৫০ বছরকে কেট কেট অন্ধন্ত অনু বাংলা কর্মিটিত করেন। এ মুখ্যের বপক্ষে কথা হয় যে, তুর্কি বিজয়েরে ফলে মুদ্যানিম শাসনামালের স্বান্ধনা পাঁচুরিতে নালা অন্থিরতার করেলে। এ সম্মানামালের ত্রমান পাঁচুরিতার নালা অন্থিরতার করেলে। এ সম্মানামালের ত্রমান পাঁচুরিতার নালা অন্থিরতার করেলে। এ সম্মানামালের ত্রমান করেলে। উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি।
 - গ. দীর্থকাল ধরে লোক মূখে প্রচলিত গল্প-কার্থিনি, পুরাণ করে কার্যানার্ক্য— গীত্রখারিক সাম্প্রিক প্রচারে প্রীকৃষ্ণকার্কীর্কা করার রাচিত হয়। এর মূল কার্যিনি ভাগবত থেকে সংঘদিত। রাখা-কৃষ্ণের প্রমান্ত্রখন কার্যান্ত্রখন কার্যান্ত্রখন কার্যান্ত্রখন কার্যান্ত্রখন কার্যান্ত্রখন কার্যান্ত্রখন কার্যান্ত্রখন কার্যান্ত্রখন অন্তর্ভাগ কার্যান্ত্রখন কার্যান্ত্রখ
 - ছ। বৈষ্ণৱ পদাৰগীসমূহ যে ভাষায় রচিত হয়েছে তাকেই বলা হয় ব্ৰজন্মণ । শাধিক অর্থে ব্ৰজন্মণ হলো ব্ৰজেব কুলি তথা ব্ৰজেৱ ভাষা। এটি মিথিলার উপভাষা। মৈথিলী এবং বাংলা ভাষার সংমিশ্রণে এ ভাষার উদ্ভব । বিদ্যাপতি এবং জয়দেব এ ভাষার দু'জন শ্রেষ্ঠ কবি ।
 - ৬. মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যাগনে তিনজন চত্তীদানের আবির্জন ঘটেছিল বলে বিভিন্ন গ্রন্থ ভবেছ পাংলা মা।। "প্রীকৃষ্ণান্টার্জন" কারোর রচিটেতা বতু চত্তীদান, কৈমব পদাবদীর রচিত্রা বিজ চত্তীদানা এবং আরও একজন হলেন দীন চত্তীদান। এ তিনজন কবিত্র জনস্থান লগত সাহিত্যকর্ম দিয়ে দুই মহাতিরোধ ও অপাইতা বাংলা সাহিত্যে চত্তীদান সমস্যাচনেপ বিশ্বতিত।
 - চ. উইপিয়াম ওয়ার্জ ও জতয়া মার্শমানের সহায়ভায় এবং উইপিয়াম কেরির প্রতাক ওত্তবালে ১৮০০ সালে জ্বাপিত হয় প্রীবামপুর বা)পটিট বিশান। প্রতিষ্ঠাকালে এটি ছিল ক্রেনিসফর নিয়য়পাধীন। তবে ১৮০০ সালে এ মিনাটি যধন ইংরেজনের নিয়য়পে চলে য়য় তবন এর নামকরপ করা প্রাধীয়ামপুর বিশান।

- হে বাংলা গদ্যের বিকাশে ঈশ্বরুদ্ধ বিদ্যাসাগরের ভূমিকা অবিশ্বরণীয়। তিনি যতিচিকের বর্গকন করে পালারীতিতে ভাষাগত শুক্তা আনে। এজনা তাঁকে বাংলা গদ্যের জনক করা হয়। গাঠাপুরুক রচন্দ্রায়ত তাঁর অসাধারণ সাম্বাল্য রয়েছে। তাঁর পরিচালিত সমাজ সংক্ষার আন্দোলন বার্জালি সম্রাজ্ঞাক সাম্বাল্যক অব্যাল্যক করে। আন্দোলন বার্জালি সম্যাজ্ঞাক সাম্বাল্যক করে।
- সেলিনা হোসেনের উপন্যাস 'হাঙর নদী প্রেনেড', মামুনুর রশীদের নাটক 'জয়জয়ড়ী' এবং জাহানারা ইমামের শ্বতিকথা 'একান্তরের দিনগুলি'।
- ্রিবনপুর্ক' (১৮৭২) বছিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যার রচিত সামাজিক উপন্যাস। উপন্যাদের কেন্দ্রীর সমস্যান সামে বিধবা বিবাহ, পুরুষের একানিক বিবাহ, তার রুপতুষ্ঠা ও নৈতিকতার দুবু, নারীর আক্ষণনা - অবিকারবাহে পুরুচি ঘটিকারে জড়িত। বালা উপন্যানে বিবহুক্তর-প্রভাব জতার গভীর। চরিত্রায়নে, খটনা সংস্কানে এবং জীবনের কঠিন সমস্যার রুপায়নে বিবাহুক্ত' বালো সাহিত্যের অন্যতম প্রেষ্ঠ উপন্যাস। কারণ বছিমচন্দ্রের আনে আর কোনো কার্ক্তর জান্তারি বিহয়া বিষ্কে উপন্যান রুলার ক্রেমি প্রকাশন আর কোনা
- অ. মাহুলূদন দত্তের এখন একাশিত বাংলা নাটক "মিঠিল"। এ নাটকটি পুরাণের কার্যনি অকলম্বন রাচিত। এ নাটকের উল্লেখনোগ্য চরিত্র: বাধাতি, কেবানানী, "মিঠিল, মাধবা, "মিঠিন, রাজমান্ত্রী রামুদ। কলকাতার পাইকলাগুরর রাজানের অনুক্রমান কলোছিল। মিটোটের জলা মাহুল্যনে পাইকটা প্রকাশিত ও ১৮৮৬ সালে নাটকীর কলা করেন। ১৮৫৯ সালের জানুয়ারি মানে রাজানের অর্থানুক্তনা "মিঠিল প্রকাশিত ও ১৮৫৯ সালের ও সোপ্টেমর সোধি। রাজানের অর্থানুক্তনা "মিঠিল প্রকাশিত ও ১৮৫৯ সালের ও সোপ্টেমর সোধার স্থান স্থানি হার রাজানের অর্থানুক্তনা "মিঠিল রাজানের রাজানের রাজানের রাজানের রাজানির র
- 'চতুর্দাপদান কবিতাবলী' মাইকেল মাচুকুদন দত্ত রচিত ১০২টি সনেটের সংকলন। বাংশা সনেটের আদি বাস্থ্য টেট। বাস্থাটি ১৮৬০ সালের ১ আগার্ট ব্যস্থানরে ব্রন্থানিত বহা নির্মান্থন ও অবিত্রান্তরক চিন্তানিব ছেলে বানুল্য পান্ধতিকে তারিক কবিচালকোন নিট। এর কারেকটি কোনের্কিব আনের্কিব বাংলা কেনিক ভাগ পেক্সপিরবীয় আনর্কে রচিত। সনেটিতসার বিষয়বন্ধ বিজ্ঞিত ভারতীয়া ও গাণ্যাতা কবিসেক্ত উদ্দেশ্যে কথনা, বাংলামেনের নানী, বৃক্ত, পান্ধানিক, বাংলা বাংলা বাংলা বাংলা বাংলা বাংলা বাংলা করে বাংলা বাংলা ক্ষমান্তর বাংলাক করে বাংলাক করে বাংলাক করে বাংলাক বাং
- গীতান্ত্রণি 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৭টি গানের সংকলন। গানগুলো ১৯০৮ ও ১৯০৯ সালে মচিত এবং ১৯০১ সালে প্রস্থাকারে প্রকাশিত। 'গীতান্ত্রণি'র গানগুলো সুলত কবিতা। ভারধারার দিক থেকে কবিতাগুলোকে ও তাশে জাণ করা যায়। যেমন: 'ঈশ্বরের কেনা-পালারের করেন। করিব। বিনার করেন সংকলিতা প্রদর্শন, ঈশ্বরের ক্রমদর্শনান্ত্রণি, দারির দীন-হীন-পতিতের মধ্যে ঈশ্বরকল্পনা, অসীম-সদীমের লীলাতর। 'গীতান্ত্রণি'র সম্পূর্ণ অব্যাম বিশিষ্ঠ Song Olferings (১৯২২) নর, তুর্ব এ প্রস্থের জ্বধান্ত্রবাদ, প্রকৃতি, প্রেম যৌধধারার ইংরেলি ব্যব্ধে প্রশ্বরমান। Song Offerings গ্রেম্বর জ্বদার ব্যব্ধিনাথ ১৯১৬ সালে নামেল পুরন্ধর অর্জন করেন।
- সূর্য-দীঘল বাড়ি, ১৯৫৫ সালে।
- খোয়াবনামা— উপন্যাস, শিখা— পত্রিকা, সঞ্চয়ন— প্রবন্ধ সংকলন।
- পুতুল নাচের ইতিকথা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।



मिष्ठेवा : প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

- ১ ক. সংজ্ঞাসহ সমাস ও প্রভায়ের নিয়মে তিনটি করে শব্দ গঠন করুন।
 - খ্ বানান, শব্দ প্রয়োগ, বিন্যাস, চলিভরীতি ইভ্যাদি তদ্ধ করে নিমের বাকাতলো পুনরায় লিবুন: ০.৫ × ১২ = ৫.
 - ১. ইহার পরে হৈমর মুখে তার চিরদিনের সেই প্লিঞ্চ হাসিটুক আর এক দিনের জন্যও দেখি নাই
 - কিঞ্চিৎ হতাশ হয়ে তাহারা তুলসী বৃক্ষটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।
 - পরিস্কার পোষাক পরিহিত ছেলেটি উড়োজাহাজের আবিস্কারের নাম পারায় বলতে পাইল পরস্কার ও চলে গেল নমন্কার করে।
 - যদি পরিচিত সকল বশন-ভূসণ বাদ দিয়া বর্ষার গগ্নমূর্তির বর্ণনা করতে উদ্ধাত হই, তা ইইলেও বড় সুবিধা করতে পারা যায়নি।
 - প্রতাবহাস্থ ছেলেটি তার দুরাবস্থার কথা বর্ণনা করল।
 - ৬. তোমার তিরম্ভার বা পুরস্কার কিছুই চাই না।
 - মানুষের বড় বড় সভ্যতা এ শক্তির প্রভাবেই পূর্ন মাহাত্য লাভ করেছে।
 - ৮, তার বৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ হয়ে চলদশক্তি হারিয়েছেন।
 - ৯. এই দুর্ঘটনা দৃষ্টে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল।
 - এহ পুর্যালা পৃত্রে আমার কবেল । ত্রপান্থত হবেল।
 মনোনীত কবিতা হতে একখানা বেছে নাও এবং আবৃত্তি করিয়া পড়।
 - ১১ আমি করব না কাজ এমন আর।
 - ১২. শাড়ি পরা লাল মেয়েটিকে আমি ভালভাবে চিনি না।
 - গ, যতু বিধানের পাঁটি নিয়ম লিপুন :
 - ঘ. নিচের প্রবাদটির নিহিতার্থ প্রকাশ করুন :
 আপনি আচবি ধর্ম পরের বোঝাও
 - লাক্য কাকে বলে? একটি সার্থক বাক্যের কী কী গুণ থাকা আবশ্যক?
- ২, যে কোনো একটি ভাব-সম্প্রসারণ লিখুন :
 - ক্ বিদ্যার সাথে সম্পর্কহীন জীবন অন্ধ এবং জীবনের সাথে সম্পর্কহীন বিদ্যা পঙ্গ।
 - খ. দুঃখের মতো এত বড় পরশপাধর আর নেই।
- ৩ সারমর্ম লিখন :
 - ক্ব: বন্ধদিন ধরে বন্ধ তেনশ দূরে বন্ধ ব্যয় করি বন্ধ দেশ খুরে, দেখিতে গিয়াছি পর্বক্তমালা দেখিতে গিয়াছি সিক্ত । দেখা হয় নাই চক্তু মেলিয়া দর বতে তন্ত্র দুই পা ফেলিয়া, একটি ধানের গিবর উপর একটি শিশিষ বিশ্ব ।

খ. তল্ল নোবা, শান্ত বড়ো, শোখ-মানা এই প্রাণ বোডাম-আটা জামার দিয়ে শান্তিতে পামান দেখা হকাই মিন্ত জি, ফুবে ভাব লিম্নি অভি, অলান দেহ ক্লিউগাভি— গৃহতর প্রতি টান। তৈল-চালা ট্রিম্ম তল্ব নিজ্ঞানি সভান। ইতার চেয়ে হতেম বানি আরব বেলুইনা চন্দ্রবান্ত ক্রেরে মানি আরব বেলুইনা চন্দ্রবান্ত ক্রেরে মানি আরব বেলুইনা চন্দ্রবান্ত ক্রেরে মানি, জীরানান্ত্রাত আন্তাশে ঢালি, হন্দ্যাত সোমা, তিল্কেরে মানি, জীরানান্ত্রাত আন্তাশে ঢালি, হন্দ্যাত সোমা ক্রিলে মানি দিনাদিন। বর্মশা হাতে, ভরমা প্রাণ্ডে, গান্যই নিক্ষণেশ", মন্তবা অত হেমনা প্রাণ্ডেন নার্যাহিনি।

অতি সংক্ষেপে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন :

ক চর্যাপদে কত জন কবির পদ পাওয়া গেছে?

খ, মধ্যযুগের সাহিত্যের আদি নিদর্শন কোনটি?

গ. মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে কি জানেনং

- ঘ্ আরাকানে কেন বাংলা সাহিত্য রচিত হয়েছিল?
- প্রামান্টিক কাব্য বা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান কী?
 মর্সিয়া সাহিত্য কী?
- ছ "মেমনসিংহ গীতিকা" কিং এগুলো কে সংগ্রহ করেনং
- জ. আধুনিক যুগে ধারাবাহিক চর্চার পূর্বে বাংলা গদ্য কোথায় লেখা হতো?
- ঝ. বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য কিঃ
- এর. 'খ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য কে, কীভাবে আবিকার করেন?
 ট. মনসামঙ্গল কাব্যের উল্লেখযোগ্য চরিত্র ও প্রধান কাহিনি কিং
- ঠ. বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন দত্তের অবদান সম্পর্কে কি বলা যায়?
 - জ. কাব্য সুধাকর কার উপাধি? তার একটি কাব্যের নাম লিখুন।
 "শেষ বিকেলের মেয়ে' গ্রন্থটির রচয়িতা কেং কোন শ্রেণীর রচনা?
 - শেব বিকেলের মেরে অস্থানের রচারতা ফের ফেরন শ্রেরার রচনা
 করর' গ্রন্থটি কোন ধরনের রচনা? এর উপজীব্য বিষয় কী?

উত্তর 🛊 মডেল প্রশ্ন : ০৪

ক. সমান্যযোগে শবদাঠন : সমান শশ্বের অর্থ সংক্রেপ, বিলান, একাধিক পদের এবপদীকরণ। অর্থাৎ পরন্পর অর্থ সম্পর্বত্ত একাধিক পদের এবপদ পরিপত হল্যাকে সমান বলে। যেমন : হাতে হাতে যে মুদ্ধ = হাতাহাতি, দীল যে পাল = নীপালং মূদ্ধ সমানি বিলা = মন্যামি। প্রকাষযোগে শবদাঠন : বাত হব শশ্বের পরে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে যে বর্গ বা বর্ণসমন্তি যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ পর্যক্র করে তিনে করে। যেমন : লাছক = শাল + উক, বড়াই = বড় + আই, বলানি = ঘর + আমি। 'লাল 'বড়' ও 'মর' শব্দকলার পরে যবাক্রমে 'উক', 'আই' ও 'আমি' প্রভায় যুক্ত হয়ে শব্দ গাতি হয়েছে।

> x 30 = 50

- খ . ১. এর পরে হৈমর মুখে তার চির্বাদিনের সেই স্লিঞ্চ হাসিটুকু আর একদিনের জন্যও দেখিন। ২. একট হতাশ হয়ে তারা তুলসী গাছটির দিকে তাকায়।
 - পরিষ্কার পোশাক পরিহিত ছেলেটি উড়োজাহাজ আবিষ্কারকের নাম বলতে পারায় পুরস্তার পেল ও নমন্ত্রার করে চলে গোল।
 - যদি পরিচিত সকল বসন-ভূষণ বাদ দিয়ে বর্ষার নপ্নমূর্তির বর্ণনা করতে উদ্যত
 ইই
 তাহলেও বত সবিধে করতে পারা যায় না।
 - ক্রভাব্যন্ত ছেলেটি তার দুরবস্থার কথা বর্ণনা করল।
 - এভাবমন্ত ছেলোচ তার পুরবস্থার কথা বর্ণনা ক
 তামার তিরন্ধার বা পুরন্ধার কিছুই চাই না।
 - ত, তোনাম তিমকাম বা সুমকার কিছুব তাব বা। ৭. মানুষের বড় বড় সভ্যতা এ শক্তির প্রভাবেই পূর্ণ মাহাস্ক্য লাভ করেছে।
 - b. তার বৈমাত্রের ভাই অসুস্থ হয়ে চলংশক্তি হারিয়েছেন।
 - ১. এ দুর্ঘটনা দেখে আমার হদকম্প তরু হলো।
 - ১০. নির্বাচিত কবিতা হতে একটি বেছে নাও এবং আবৃত্তি করো।
 - ১১. আমি এমন কাজ আর করব না।
 - ১২. লাল শাড়ি পরা মেয়েটিকে আমি ভালোভাবে চিনি না।
- গ্. ষ-ত বিধানের পাঁচটি নিয়ম :
 - অ, আ ভিন্ন অন্য কোনো স্বরধানি এবং ক ও র-এর পরে 'ষ' প্রত্যয়ের 'স' থাকলে তা মৃথ্যি
 'ষ' হয়। উদাহরণ: ভবিষ্যৎ, জিগীয়া, মুমূর্ব্র, চকুয়ান, বিষয়, বিষ, সুষয়া ইত্যাদি।
 - ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত উপসর্গের পর কতগুলো ধাতুতে মূর্ফন্য 'ষ' হয়। উদাহরণ : অনুষ্ঠান, অভিযেক ইত্যাদি।
 - ৩. ঋ-কার ও র-এর পর মূর্ফন্য 'ষ' হয়। উদাহরণ : বৃষ, ঋষি, কৃষ্ণ, কৃষক, বর্ষা, উৎকর্ষ, বৃষ্টি, দৃষ্টি।
 - ট ও ঠ-এর সঙ্গে যুক্ত হলে দন্ত্য-'স' না হয়ে মুর্থন্য 'ষ' হয় । উদাহরণ : কয়, কায়,
 ওয়্ত্য, স্পয়্ট ইত্যাদি ।
 - প্রমানবন্ধ হয়ে দুটি পদ একপদে পরিগত হলে এবং প্রথম পদের শেষে ই, উ, স্ক থাকলে মৃথ্য শ্ব'

 অ পরিগত হয়। উনাহরণ : য়ৄধিষ্ঠির, পোষ্ঠী, আতুম্পুত্র ইত্যাদি।
- ম. মহৎ কর্ম নিজের জীবনে আয়ত্ত করে অপরকে তা করার জন্য নির্দেশ দিতে হবে। ধর্ম মানুশকে সং ও কলাদেক পথে পরিচালিত করে একথা মানি একজন অধার্মিক গোক পুননুপুন করতে তাবে তাব তা সবার কাছেই বিবিজনক মান হয়। এক্তেরে অধ্যন নিজে ধর্মের মিলাল নিয়ে বাবুর জীবন প্রয়োগ করে পরে তা অব্যক্তে পালাল করতে বলা উচিত। নিজের মধ্যে যে প্রদেশ অভিবাহি কেই তা আন্যক্তে পিলা নিতে গোল বিক্তানার শিক্ষার হতে হয়। যে কোনো বিদয় সম্পর্কে বিন্দুলক পিলাল দিতে গোলে, উপদেশ নিতে গোলে বা বোবাতে গোলে আগে পোবাত হবা তা নিজের মধ্যে কতাটুকু আছে। নিজের মধ্যে যা নেই অন্যক্তে তা বোবাতে বা শিক্ষা নিতে বাবুয়া চরম বোকার্য।
- ৪. যে সুবিদান্ত পদসমান্তি ছারা কোনো বিষয়ে বকার মনোভার সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তাকে বাকা বলে। একটি সার্থক বাক্যের তিনটি গুণ (আকাজ্ঞা, আসারি ও যোগাতা) থাকা আবশালা । আকাজ্ঞা : রাক্যের অর্থ পরিষয়কারের বোঝার জন্য একপদের পর অন্যপদ পোনার ইয়ার্থেই আকাজ্ঞা বলে। হেমন : উল্ল পুথিবীর চার্যাকিক এটুকু শোনবার পর আরম্ব কিছু পোনার ইয়া হয়। উল্ল পুথিবীর চার্যাকিকে যোন্তে -আবার আকাজ্ঞার নিপুর্ত হয়েছে বলে এটি পুর্যাদ বাকা।

- ष्णानित्तं । राज्यान्तं अकारमंत्रं रमद्रातं वारकात् वार्यमार्थः त्रकातं वामा गुणुक्यन भनित्मानारं ष्णानित् । राज्यमः : 'काम निक्कारी इदन विजन ब्रुट्स व्याचारमात्र गुलकातं व्याकृष्टिः । वाणि वानका इस्ति । सारामान्य अकार्य कवातं कमा भनकतात्रातः आवारः नावाराट इदन 'काम व्याचारमा कृदन भववातं निक्कारी विजन व्याकृष्टिक इदन' ।
- ঘোগাতা : বাকান্থিত পদসমূদের অন্তর্গত এবং ভাবগত মিল বন্ধনের নাম যোগাতা। যেমন : 'বর্ষার রৌদ্র প্রাবদের সৃষ্টি করে'— এ বাকাটির ভাব প্রকাশের যোগাতা নেই। কিন্তু যদি বলা হয় 'বর্ষার বৃষ্টিতে প্রাবদের সৃষ্টি হয়।' এ বাবেগ পদসমূদের অর্থগত ও ভাবগত সমন্বয় রয়েহে।
- জ. ভাবসম্প্রদারধ : মানুষের জীবন গঠনের জন্য বিদ্যার্জন অপরিহার্থ। জানের আলো অজতা ও সুর্থতার হাত থেকে মানুষকে মুক্তি দেয় । বিদ্যার আলোয় আলোকিত লা হলে মানুষকে জীবন হয়ে যায় অবের জীবনের মাতা। এতি পদক্ষেপে তি অজনর বা আছা । অনানিকে অর্জি বিদ্যা বা জান হতে হয় জীবননুষী। জীবনে বিদ্যা বোলা কালে । এতা তা হয়ে যায় কেতারি বিদ্যা। বাপুত, বিদ্যার আলোক আলোক । এতা তা হয়ে যায় কেতারি বিদ্যা। বিশ্বরার প্রাপ্রদার সামে জীবনের নির্দিত্ব লোগোলোগের মাঝামেই বিদ্যা ও মানবাজীবনের সার্থকতা নির্ভর্মণার বিদ্যা মানবাজীবনের অনুদার সম্পদ। বিদ্যার আলোয় মানুষের জীবনের অজ্ঞানতার অকবার দুব
- নাপার নামে জাবনের নামান্ত হোগাবোগ্যের মাধ্যারে বলার আমবাজ্বানের নাথানতা নাকবালা নি ।

 কিয়া মানমানীয়েকে মানুন হতে সাহায়্য করে । বিষয়ের প্রাপ্তার মানুর জীবেন অঞ্চলনাতার অককার দুব

 য়য় । তা মানুরাক্ত মানুন হতে সাহায়্য করে । বিষয়েনের ভূমিকার সমান্ত ও দেশ হয় সানুজির আলোর

 আলোচিক । শিকার আলো বাতিনা জীবন থেকে যেনে দুব করে সংকিবিতার অঞ্চলর, তেমনি

 করে তবে সো জীবন বার্থ। বিদ্যার সায়্যে সম্পর্ভরীনা জীবন হয়ে পাতুর ভিচায়-সুজিইনা । তার চোধ

 বারহেণেও অন্তর-চকু বলে কিছু থাকে না । মানে সভান করেল জালু নিমার সার্থার বার চোধ

 বারহেণেও অন্তর-চকু বলে কিছু থাকে না । মানে সভান করেল জালু নিমার সাথে থাকা চাই

 জীববের নিহিত্ব সম্পর্ক । বার বিদ্যার বার্যার উত্তেত হয় । অনানিকে, বিদ্যার সাথে থাকা চাই

 জীববের নিহিত্ব সম্পর্ক । বার বিদ্যার কোনো সার্থকিত তার বাংলা মূল্য বার্যার সাথে থাকা চাই

 জীববের নিহিত্ব সম্পর্ক । বার্বার বিকার করে কিছু বার বিলাকে মানবালীবারন কমানো সার্থার

 জালানে না হলে সে ধরনের বিদ্যার কোনো সার্থকতার থাকে না । বস্তুত, জীববের ঘটির সম্পর্ক হয় ।

 শিক্ষারে শেশিকাই বসুক্ত শিক্ষা । বার্থা বিষয়ন বার্ডি জীবনকে সুন্ধর ও গতিলীল করার পাশালান

 আলোম নামান্ত আলোচিক হয়, দেশ ও জাতি প্রপত্তে পাব্য এটাকা সাথাতে পাব্য । প্রভাবে জীবন

 আলোবা নিদার বিদ্য বার্তালৈকে হয়, কম্পন সুন্ধর বার্তার তাতে কিয়া্য করাল । প্রভাবে ভাবে চাহতে কিয়া্য করাল সাথাতে প্রভাব ভাবের জীবন

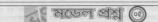
 আবাবার বিদ্যার বিদ্যার স্থোলার বিকাবের যা প্রটা । ভাবতে কিয়া্য করাল সাথাতে প্রভাব । ভাবতে জীবন

 আবাবার বিদ্যার বিদ্যার আলোর বিকাবের ছাল চাই জীবনবিনিট শিকা ।
- উলসম্প্রসারণ : এই পৃথিবীতে প্রতিটি মানুদের জীবনে রয়েছে সুখ-দুরখের মহাবছান। প্রকটিকে ছাড়া অন্যটিকে মানুদ সাঠকভাবে উপলব্ধি করেতে পারে না। দুরখের সংশাপনি না একে সামৃদ্রখন প্রবাহ স্থান ক্রিক ক্রাইক হার, মানুদরে জীবন হয় মানুদরে আরক্তি ক্রিক ক্রেক জাইত হয়, মানুদরে জীবন হয় মানুদরে আরক্তি ক্রিক ক্রেক ক্রিক করে । মুক্তি মানুদর ক্রিকেক সামুক্ত সক্রেক সক্রল টেনেন মুক্তি ক্রাইক মানুদরে ক্রিকেক করে । মুক্তি সামুদ্র ক্রিকেক সামর্ক্ত সক্রেক সক্রল ট্রক্তিক ক্রিকেক ক্রিক ক্রিকিক ক্রিকিক ক্রিক ক্রিক ক্রিকেক ক্রিক ক্রিকেক ক্রিক ক্রিকেক ক্রিকেক ক্রিকেক ক্রিকিক ক্রিকেক ক্রিক ক্

করার শক্তি দিয়েই মানুষ আপন শক্তির পরিচয় নিচে পারে। পৃথিবীতে মহৎ কিছু অর্জা বরুতে হলে দুলা সইতে হয়। প্রধান আছে, 'কট ছাড়া কেট যেনে না।' তাই পৃথিবীতে মহদানাল্য দুলাকে তুলান করেছেন পরনপাথারের নাথে। পরনপাথারের ক্রায়ের পারা শব্দে শব্দিক প্রকাষিক হয়, দুলাক তেমানি মানুদ্রর জীবনকে নতুন রূপ দেয়, সকল রেল ও গ্রানি তেহে মুক্ত ও নির্মাণ করে। দুলাক তি ওচানি তিহিক ছাড়া জীবনকে স্থানিক আয়োহণ অসমন পৃথিবীর বহু মানীয়া দুলাকে অবন নিয়ে অনুভব করেছিলেন, মুখাকে করা করে নির্মোজন করেছিলাক ক্রায়ের ক্রায়ার ক্রায়ার ক্রায়ার হয়ে আছেন। মহানবী হয়েক ক্রয়ার করেছিলাক করেছিলাক করেছিলাক নামানাল্য করাছিলাক নামানাল্য করাছিলাক নামানাল্য করেছিলাক নামানাল্য করাছিলাক নামানাল্য করাছিল নামানাল্য ক

- ক. সারাংশ : প্রারু অর্থ ও সময় বয় করে এবং বয়েষ্ট কট বীকার করে মানুষ দূর-দূরান্তর সৌদর্য দেখাত ছটে য়য় । কিত য়রের কাছে অনির্কানীয় সৌন্দর্যটুক দেখা হয় না বলে লে দেখা পূর্বতা পায় না ।
 - ৰ, সাৰমৰ্ম : বাঙালি বরাববই শান্ত ও নিজ্ঞান জীবনে অভান্ত। তাই গৃহ বছনের মধ্যে আলস্যভান্ত। জীবনেৰ পথিতে সে বাধা পাছে আছে। এই সমন্ত্ৰনো জীবনেৰ গতিতে সে বাধা পছে আছে। এই সমন্ত্ৰনো জীবনেন গতি তেওঁ বাঙালিকে বৃহত্তর জীবনেন সন্তে যোগমূল রচনা কনতে হবে। কাৰ্মাঞ্জল সুকলে জীবনেন সন্তে সুক্ত হুলেই বাজালি গান্ত-প্রতিপাধনত সন্তে কান্ত্ৰ বিৰাহ উপস্থাত হয়ে উঠবে।
- ৪. ক, চর্যাপদের কবিদের সংখ্যা নিয়ে ভাষাবিদদের দেখায় মতাগ্রর পরিলম্পিত হয়। ৪. মৃহত্যা শহীদুরাহ সম্পাদিত 'ইয়া চারাই ভারতের করিব নাম আছে। সুকুমার দেশ বাহালা সাহিত্যের ইতিহাসে (১ম খণ) গ্রহে ২৪ জন কবিব কথা বলেছেন। দে বিভাবে এক কথার খনা চকে, ক্রাপ্রপদের কবিব সংখ্যা ২০, মতাগ্রবে ১৪।
 - খ. মধ্যযুগের সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণানীর্তন'। এটি বন্ধ চন্ত্রদাস রচিত একটি কাবনাটা। চর্যাপদের পর 'শ্রীকৃষ্ণানীর্তন' বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম। এজনা 'শ্রীকৃষ্ণানীর্তন'কে মধ্যযুগের প্রথম কাব্য এবং বন্ধ চন্ত্রদাসকে মধ্যযুগের আদি কবি বলা হয়।
 - গ, মঙ্গলকাব্য হলো মধায়ুগের একটি বিশিষ্ট আখ্যাননির্জ্ঞর কাব্যধার। এতে দেবদেবীর মাহাজ্য কাহিনির মধ্য দিয়ে বর্গিত হয়। মানুষের প্রচলিত বিশ্বাস, এ কাব্য শ্রবণ করলে মঙ্গল লাভ হয়। ডাই একলো মঞ্চলকাব্য হিসেবে পরিচিত।
 - ছ, আরাকানে রতিত বাংলা সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক সাহিত্য গবেষকদেব আশেষ ভৌতুর্জ রয়েছে। তবে আরাকানে বাংলা সাহিত্য রচনার পিছনে দুটি বিশেষ কারণ অনুসরে। প্রথমও, আরাকান রাজ্যের মগ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতার গবেষকাপ স্বোধানে বাংলা সাহিত্য রাজা উৎসাহিত হয়েছিল। ভিউন্নত, মধ্যমুপে বাংলাম মুখল-পাঠানদের সংঘর্পের করে আর্কি আভিজ্ঞাত ও সুক্ষী মতাবদ্ধী মুলকানে আরাকানে আশুর নিয়েছিল। এসর মুলকান আরাকানে বাংলা সাহিত্য রচনায় বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল।
 - ভ. রোমান্টিক কাব্য বা রোমান্টিক প্রণয়োপাখান হলো মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাল এমন একটি বিশিষ্ট ধারা, যা মূলত আরাকান বা রোসান্ত রাজসভার বাঙালি মূলবাল অমাত্যানের পৃষ্ঠপোষকভাগে গড়ে উঠেছিল। এর কবিগণও ছিলেন বাঙালি মূলবান। এ কাব্যধারায় মধ্যযুগের ধর্মনির্ভরভার বিপরীতে মানবীর সম্পর্ক প্রধান হয়ে উঠেছে।

- চ. 'মর্সিয়া' জারবি শব্দ, য়ার অর্থ শোক প্রকাশ করা। মধ্যফুণীয় বাংলা সাহিত্যের এক ধরনের বিয়োগান্ত ভাবধারার শোককাবাকে মর্সিয়া সাহিত্য বলা হয়। আরবি সাহিত্যের প্রভাবে ক্ষরিশ ভাষায় মর্সিয়া সাহিত্য রাভিত হয়। ভারতে মুসলিম শাসনামলে উর্ব ভাষায় মর্সিয়া সাহিত্য রচনার প্রয়াস দেখা য়ায়। এসব মর্সিয়া সাহিত্যের অনুসরবেণ বাংলা ভাষায়ও মর্সিয়া সাহিত্য রচিত হয়।
- ছ. ব্রক্ষপুত্র নদ ছারা বিভক্ত বৃহত্তর মহামনসিংহ জেলার পূর্বাংশ, দেবকোনা, কিশোরণজ্ঞার বিল-হাওর ও নদ-নদী প্রাবিত বিস্তৃত ভাটি অঞ্জলের লোক কবি কর্তৃক রটিত আখ্যানমূলক কাহিনি কারাই 'মৈমনসিংহ' গীতিকা' নামে পরিচিত। ড. দীনেশাচন্দ্র দেন এফলো সপ্তাই করেছিলেন।
- জ্ঞ. ১৮০০ খ্রিকাদের পূর্বে মূলত দলিল, দর্তাবেল, চিঠিপত্র ও আইনলাত্রে গদ্য সীমাবক্ত ছিল।
 ১৫৫৫ সালে আসামের রাজাকে লেখা কুচবিহারের রাজার করাটিই বাংলা গদ্যের প্রথম
 নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত। লবকটিতে সতেবল' সালের শেষতাগে দোম আন্তনিও লিখিত
 ব্রাক্তন-রোমান-কার্যালিক সংবাল' এবং ১৭৩৪ সালে মনোএল-দা-আসসুস্পাণীও রচিত
 ব্যাক্তান ব্রাক্তন বাংলা গদ্যের প্রথমিক প্রচেটার নিদর্শন হিসেবে বীকৃত।
- ন্ধা, প্রাচীন যুগে ব্যক্তিজীবন প্রধান ছিল, ধর্ম নয়। মধ্যযুগে ধর্মটাই মুখ্য হলো, মানুষ হয়ে পড়ল গৌগ। আর আধুনিক যুগে মানুষ মুখ্য হলো এবং মানবাহাই হলো একমাত্র কমা। সেই সাথে যোগ হলো অন্ধরিস্থাসের বনলে যুক্তিনির্ভক্তন।, স্বভাতারোধ, স্বতনপাপ্রম, ব্যক্তিস্থানীসভা, বিশেষ করে নারী-মধীনতা আধুনিক যুগর অন্যতান বৈশিক্তা। গাণ্চাত্যের শিক্তবিশ্বর আধুনিক জীবনচেতনাকে তীক্ষণভাবে প্রভাবিত করে, গাণাগালি সাহিত্যেও এর প্রভাব পড়ে বাগিক।
- এব. ১৯০৯ খ্রিকানে (১০১৬ বঙ্গাল) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এবং পূর্বিশালার অধ্যক্ষ বসন্তরপ্তন রায় সংবাদ পাদ যে, পশ্চিমবঙ্গের বাঁছুতা জেলার বনাবিদ্যুগরের কাছে কাকিল্যা রামে দেবেন্দ্রাথ মুখোপায়ার নামক এক প্রাক্তার বাছিতে কিছু পুরাকন হাতে লেখা পূর্বি আছে। সে বারার তিনি দেখালে যান এবং গুই ব্রান্ধ্যার বোয়াল যরে বযরে, রন্ধ্যিত একরাশ পূর্বিত্ব সাথে তিনি এ গ্রন্থটি পান। অবত্নে থাকায় এ পূর্বি অর্থাৎ হাতে লেখা গ্রন্থটির সন্থাধ ও শেষভাগ অসম্পূর্ণ ছিল।
- ট্ট, মানাগামল কাব্যের উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলো চাঁদ সভগাগর, বেহলা, দক্ষিদার। পূজা দিতে অধীকার করায় চাঁদ সভগাগরকে মান্যা দেবী ধনহার। ও তার পুত্র দাদিনতারে সর্পদাশলে হত্যা লকে পুত্রবরা করে। বেহুলা দাদিনতারে নব পরিবীতা। পরে মান্যা দেবীর নিফট চাঁদ সভাবারের ভিত্তীকার ও বেহুলার অন্যা অধ্যানারের ব্যক্তিশাসতে চান্বিশরের পুজারিবন তপুনার ধনদাত ঘটে।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী লেখক; প্রথম আধুনিক কবি; প্রথম আধুনিক নাট্যকার;
 অমিত্রাক্ষর ছলের প্রকর্তক; বাংলা সন্যাট বা চছুর্লাপদী কবিতার প্রথম বচনিতা; প্রথম প্রথমন কার্মিতা; পুরানকার্যনির বাতায় ঘটিয়ে আধুনিক সাহিত্যকন সৃত্তির প্রথম নিষ্কী; পাকাতা ও প্রচাগধার সর্বাম্পাল সকুল ধরনের মহাকার রচনিতা।
- ড. গোলাম মোন্তফা, রক্তরাগ।
- ত, জহির রায়হান, উপন্যাস।
- প. নাটক, এর উপজীব্য বিষয় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন।



দিষ্টব্য : প্রত্যেক প্রশ্রের মান প্রশ্রের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

- ক. প্রতায়য়োগে কিভাবে শব্দ গঠিত হয়, উদাহরণসহ পাঁচটি নিয়ম আলোচনা করুন।
 - খ পদ্ধ করে লিখন :
 - ১ যশ লাভ কবিবাব জন্য তাহাব আকালকা খব বেশি।
 - ২. সে পর্বাহেন আসিয়া মধ্যাহ কাটাইয়া সায়াহে চলে গেল।
 - ৩ পরপোকার মনষজ্বের পরিচায়ক।
 - ৪ আবালা হুইাত তিনি কাবা প্রিয়।
 - ৫. সে এমন রূপসী যেন অন্সরী।
 - ৬, বিদ্বাণ মূর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।
 - ৭. মাতাহীন শিশুর কী দঃখঃ
 - ৮ আমার আর বাঁচার স্থাদ নেই।
 - ৯. দারিদতার মধ্যেই মহত আছে। ১০. সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্তভাবে কাম্য।
 - গ, কোন শব্দটি বানানের কোন নিয়মানুযায়ী গঠিত হয়েছে শিখুন।
 - অভিষক্ত, কর্নেল, সৌন্দর্য, জাপানি, প্রতিযোগিতা, ত্রিণয়ন। ঘ নিচের প্রবাদটির নিহিতার্থ প্রকাশ করুন :
 - ধর্মের ঢাক আপনি বাজে। ঙ. অর্থানসারে বাক্য কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ লিখন।
- ১ যে কোনো একটি ভাবসম্প্রসারণ লিখন :
 - ক. মুকট পরা শক্ত, কিন্ত মুকট ত্যাগ আরো কঠিন।
 - খ সাহিত্য জাতিব দর্পণস্বরূপ।
- ৩. সারমর্ম লিখন :
 - এই সব মৃঢ় ম্লান মৃক মুখে
 - দিতে হবে ভাষা: এই-সব শান্ত তক ভগ্ন বকে ধ্বনিয়া তলিতে হবে আশা- ডাকিয়া বলিতে হবে— 'মহর্ত তলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে: যার ভয়ে তমি ভীত সে অন্যায় ভীক তোমা-চেয়ে যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে। যখনি দাঁড়াবে তমি সম্বখে তাহা তখনি সে পথকুরুরের মতো সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে। দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার: মুখে করে আক্ষালন, জানে যে হীনতার আপনার

खश्या

খ অন্ধকার গর্তে থাকে অন্ধ সরীসপ আপনার ললাটের রতন প্রদীপ নাহি জানে, নাহি জানে সূর্যালোকলেশ। তেমনি আঁধারে আছে এই অন্ধ দেশ। তে দেখনিধাতা বাজা_যে দীপ বতন প্রায়ে দিয়েছ ভালে তাহার যতন নাহি জানে নাহি জানে তোমার আলোক নিত্য বহে আপনার অস্তিতের শোক জনমেব গানি। তব আদর্শ মহান আপনার পরিমাপে করি খান-খান রেখেছ ধলিতে। প্রভ. হেরিতে তোমায় তলিতে হয় না মাখা উৰ্ধ্ব-পানে হায়। যে এক তবণী লক্ষ লোকেব নির্ভব খাও খাও করি কোরে করিলে সাগরঃ

অতি সংক্ষেপে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন: 33/2 × 30 = 00

- ক. কার সম্পাদনায় কোন সংস্থা থেকে কত সালে চর্যাপদ এস্থাকারে প্রকাশিত হয়ঃ
- খ মঙ্গলকাব্যের প্রধান শাখা কয়টি ও কি কিঃ
- গ মানসিংহ ভবানন্দ– কোন মঙ্গল কাব্যের চরিত্রং
- ঘ. গুল-ই-বকাওলী কাব্যের কবি কেং তিনি কোন শতকের কবিং
- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রথম অধ্যাপক নিয়ক্ত হন কে এবং করেং
- 'প্রভারতী সম্মায়ণ' এর বচ্যিতা কেঃ তিনি কি হিসেবে খ্যাতঃ
- ছ, বঙ্কিমচন্দ্রের তিনটি উপন্যাসের নাম লিখন যে তিনটিকে ত্রয়ী উপন্যাস বলা হয়। জ, মাইকেল মধুসদন দত্তের পিতা-মাতার নাম লিখুন।
- ঝ 'বীরাঙ্গনা কারা' কে বচনা করেনং এটি কোন শেণীর কারাং
- ঞ মীর মশাররফ হোসেনের জন্ম কোথায়, কবেং
- ট. Song offerings-এর মূল রচয়িতা কে?
- নজরুলের জীবনাবসান ঘটে কত সালে, কত তারিখে?
- ড. রবীন্দনাথের এপিকধর্মী উপন্যাস কোনটিং তাঁর মোট উপন্যাস সংখ্যা কতং
- জসীয়উদদীন বচিত উপন্যাসেব নাম কিং কত সালে এটি প্রকাশিত হয়ং
- আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি– কবিতাটির রচয়িতা কেং তাঁর জন্য কোন জেলায়ং
- ত. আল মাহমুদের প্রকৃত নাম কি? তাঁর একটি কাব্যের নাম লিখুন।
- থ, বাঙ্কালী ও বাংলা সাহিত্য এন্তের রচয়িতা কেং তাঁর জন্ম কোথায়ং
- দ, 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের রচয়িতা কে? এ রচনার দুটি চরিত্রের নাম লিখন।
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতদত্ত নাম কিং তিনি ছিলেন মূলত একজন-
- ন. একান্তরের ডায়রী, একান্তরের দিনগুলি এই দুটি গ্রন্থের রচয়িতা কারা?

উত্তর ♦ মডেল প্রশ্ন : ০৫

- ১. ক. উদাহরণসহ প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠনের পাঁচটি নিয়ম নিচে আলোচনা করা হলো :
 - ইনী' প্রভায়য়েশে শব্দাঠন: 'ইনী' প্রভায়য়েশে সাধারণত জীবাচক শব্দ গঠিত হয়। তর
 ফলে শব্দের বানানে পরিবর্তন হয়ে থাকে। যেমন: গৃহ + ইনী = গৃহিনী, প্রণয়ী + ইনী
 = প্রশন্তিনী উজারি।
 - ত্বিক' (श्विक) প্রতায়বোশে শব্দাঠন : ত্বিক' প্রতায় বিশেষকে বিশেষণ করার জন্য ব্যবহৃত হয় । এর ফলে প্রায়ই মূল শব্দের আদি স্বর বৃদ্ধি পায় । বয়ন : বিপ্রব + ত্ব্ ক বৈপ্রবিক, অনুষ্ঠান + ত্বক = আনুষ্ঠানিক ইত্যাদি ।
 - iii. 'ইত' প্রতায়য়েশে শব্দার্ঠন: 'ইত' প্রতায়য়েশে গঠিত শব্দের বানান পরিবর্তিত হয় এবং মূল শব্দ সংকৃষ্টিত হয়। য়েমন: কুসুম + ইত = কুসুমিত, তরঙ্গ + ইত = তরঙ্গিত ইত্যাদি।
 - iv. 'তা' প্রত্যারযোগে শব্দগঠন : 'তা' প্রত্যায় অন্যপদকে বিশেষ্য বা বিশেষণ পদে পরিণত করার জন্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন : উর্বর + তা = উর্বরতা, সভ্য + তা = সভ্যতা ইত্যাদি।
 - v. 'য' প্রত্যায়যোগে শব্দগঠন ; 'য' প্রতায় অন্য পদকে বিশেষ্য বা বিশেষণ পদে পরিণত করার জন্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন : √তাজ্ + য = ভ্যাজ্য, √কৃ + য = কার্য ইত্যাদি
 - খ. ১. যশোলাভ করার জন্য তার আকাক্ষা খুব বেশি।
 - সে পূর্বাহে আসিয়া মধ্যাহ্ন কাটাইয়া সায়াহ্নে চলিয়া গেল।
 - পরোপকার মন্যাতের পরিচায়ক।
 - 8. বাল্য হতেই তিনি কাব্যপ্রিয়।
 - সে এমন রূপবতী যেন অন্সরা।
 - ৬. বিদ্বান মূর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
 - ৭. মাতৃহীন শিন্তর কী দুঃখ!
 - ৮. আমার আর বাঁচিবার সাধ নেই।
 - ১. দরিদ্রতার মধ্যেই মহন্ত আছে।
 - ১০. সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য।
- অভিষিক্ত: (অভি + সিক্ত = অভিষিক্ত) স্বত্ব বিধানের নিয়ম অনুযায়ী ই-কারান্ত উপসর্গের পরবর্তী ধাতর 'স' 'ষ'-তে পরিবর্তিত হয়েছে।

কর্নেল: বিদেশি শব্দ হওয়ায় 'র'-এর পরে 'ণ' না হয়ে 'ন' হয়েছে।

সৌন্দর্য: (সুন্দর + য = সৌন্দর্য) প্রতায় যুক্ত হওয়ায় আদি স্বরের বৃদ্ধি (উ > ঔ) ঘটেছে। জাপানি: বাংলা একাডেমির প্রথিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে 'জাপানি' জাতিবাংক হওয়ার 'ষ্ট' কার বয়েছে।

প্রতিযোগিতা : সংস্কৃত 'প্রতিযোগিন' (ইন ভাগান্ত) শব্দের সঙ্গে 'ভা' প্রত্যয় যোগ হওয়া^{র ই}-কার হয়েছে।

ত্রিনয়ন : সমাসে পূর্বপদে ঋ, র,ষ থাকলেও পরপদের দন্ত্য 'ন' মুর্ধন্য 'ণ' হয় না।

- শুক্তিবীতে ধর্ম ও অধর্ম বলে দুটি কথা আছে। ধর্ম মানুষকে সঠিক পানে এবং অধর্ম মানুষকে বিপাধে পরিচালিক করে। াশকাজ বা পুগাকর্ম যত গোপানেই করা হোক না কেন, অতি অন্ত সমারক মধ্যেই আ জালাগারকের গোচারীভূত হয়। তহনে পাণকর্ম অতি গোলিকাছেকে করা হলেও তা আপনা আপনি লোকসমাজে জালাজানি হয়ে যায়। কথায় বালে, সতা কোনোনিল গোপন বাকে না। ধর্ম মোন দেলে সালা স্বার্থকালা করে পরার্থে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে হয়। কিছু আর্থপারের ধর্মকৈ ভাবিত বিলয়ে পরিচালিক হয়। কিছু আর্থপারের ধর্মকৈ ভাবিত প্রার্থকারের ধর্মকৈ ভাবিত হয়। কিছু আর্থপারের ধর্মকৈ ভাবিত হয় না, কপটাচারীক্ত মুখোপ একদিন বাল পর্যন্তেই। কাবন, স্বান্ধান কাতি ভাবিত হয় যা, কপটাচারীক্ত মুখোপ একদিন বাল পর্যন্তেই। কাবন, স্বান্ধান কাতি কাবলা কাবল কিলে কাবল কাবলে কাবল কিলে কাবল কাবলে কাবল কাবলাকের নাক্ত উল্লাচিত হয়ে উঠানে। একটা সভাকে চাপা নিতে হলে বহু নিয়ার আশ্রের নিতে হয়। তাই সত্যের জ্বা অবশ্যক্ষরী, তা নিধ্যার আশ্রের নিতে হয়। তাই সত্যের জ্বা অবশ্যক্ষরী, তা নিধ্যার আশ্রের কিতে হয়। তাই সত্যের জ্বা অবশ্যক্ষরী, তা নিধ্যার আশ্রের কিতে হয়। তাই সত্যের জ্বা অবশ্যক্ষরী, তা নিধ্যার আশ্রে নিতে হয়। তাই সত্যের জ্বা অবশ্যক্ষরী, তা নিধ্যার আলে ছিন্ন করে প্রকাশ পারেই।
- অর্থ অনুসারে বাক্য পাঁচ প্রকার । যথা :
- বিবৃতিমূলক বাক্য, ২. প্রশ্নবোধক বাক্য, ৩. অনুজ্ঞাসূচক বাক্য, ৪. ইচ্ছা বা ইচ্ছাসূচক বাক্য, ৫. আবেগ বা বিশ্বয়মূচক বাক্য।
- বিবৃতিমূলক বাক্য: যে বাক্ষ্যে কোনো ঘটনার ভাব বা অবস্থার বিবৃতি থাকে, তাকে বিবৃতিমূলক, বর্ণনাত্মক বা নির্দেশক বাক্য বলে। যেমন: সূর্য্য পৃর্বীদকে উঠে।
- প্রশ্নবোধক বাক্য : কোনো ঘটনা, ভাব বা অবস্থা সথক্ষে কিছু জানবার ইচ্ছা প্রকাশ পেলে, তাকে প্রশ্নবোধক বাক্য বলে। যেমন : কেন দেশের এই দুরবস্থা?
- অনুজ্ঞাসূচক বাক্য : যে বাক্যের সাহায্যে কোনো আদেশ, অনুরোধ বা নিষেধ বোঝায়, তাকে ইচ্ছাসূচক বাক্য বলে। যেমন : দয়া করে আমাকে বসতে দিন।
- ইচ্ছাসূচক বাক্য: যে বাক্যের সাহায্যে আশীর্বাদ, প্রার্থনা ও ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়, তাকে
 ইচ্ছাসূচক বাক্য বলে। যেমন: আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন।
- ৫. বিশ্বয়্রসূচক বাক্য: যে বাক্যে আনন্দ, বিরক্তি, তয়, দুয়ৢয়য়, ধিয়ার ইত্যাদি মনের আবেগ বোঝায়, তাকে বিশ্বয়সূচক বাক্য বলে। য়েমন: আয়, কী চমবকার দৃশ্য!
- ভাৰসম্প্ৰসাৰণ : ক্ষমতা অৰ্জন করা কঠিন। কিছু ক্ষমতা থেকে সবে দাঁড়ালো আরো কঠিন। বারাকুন্তুট ক্ষমতা ও দারিলের গুড়ীক। কিছু লোড়া, ক্ষমতালিল্ল, উভানজাৰী মানুষ রাজকীয় ক্ষমতা দখলের জন্য উন্মাদ বরে প্রতা । কলে তার পাকে বাজকুন্তুট ত্যাপা করা কঠিন কামতা দখলের জনা উন্মাদ বরে প্রতা । কলে তার পাকে বাজকুন্তুট ত্যাপা করা বিশেষ পাকে, মুরুট পরা অর্থাৎ কোনো জাতি বা সমাজের কর্পারর হুগো সহজ্য ব্যাপার নয়। বিশেষ অন্যাম প্রবাহার বা মতেন বা মতেন বা মতেন বিশ্বমন মারামে সর্বলাধারবারে আহ্বাভাজন হতে পারবার্থ জাতি ও সমাজের কন্তৃত্ব দেয়া সম্ভব বাংলা প্রবাহার কামতা আহ্বাভাজন হতে পারবার্থ জাতি ও সমাজের কন্তৃত্ব দেয়া সম্ভব করা ক্ষমতা কামতা বা প্রবাহার ক্ষমতা কামতা করা প্রবাহার করা করা করা ক্ষমতার আনার ক্ষমতা বাবেক সবে বার্থা নোটেই বাঙ্গালীয় মা একুত ভাজার বাহে জাত্ত্বন্ত্রতীৰ বাংলাজন করা বাহে বাজকুন্ততা করা লাক ক্ষমতা বাবেক সবে বার্থা ক্রেটি বা মার্থাক বাহে জাত্ত্বন্ত্রতী করা দার্মিল বিশ্বমান বিশ্বমান বার্থা ক্রমতা ক্ষমতা ক্ষমতা বাবেক করা বাহে বাজকুন্ততা করা ক্ষমতা ক্ষমতা বাবেক সবে বার্থা নোটেই বাঙ্গালীয় মা একুত ভাজার বাহে জাত্ত্বন্ত্রতী করা ক্ষমতা বাবেক সবে বার্থা বা বাহে বাজকুন্ততা করা ক্ষমতা ক্ষমতা বাবেক সবে বাহা বাহে বাজকুন্ততা করা ক্ষমতা বাবেক সবে বাহা বাহে বাহে বাহাকুন্ততা করা ক্ষমতা বাবেক সবে বাহাকুন্ততা করা বাহাকুন্তি বাবে বাহাকুন্তি বাবেক বাহা বাহাকুন্ততা করা ক্ষমতা ক্ষমতা বাবেক বাহাকুন্তি বাবেক বাহা বাহাকুন্ততা করা ক্ষমতা ক্ষমতা বাবেক বাহাকুন্তা বাহাকুন্তা করা বাহাকুন্তা বাহাকুন্তা করা ক্ষমতা বাবেক বাহাকুন্তা করা বাহাকুন্তা বাহাকুন্তা করা বাহাকুন্তা বাহাকুন্ত বাহাকুন্তা করা বাহাকুন্তা করা বাহাকুন্তা বাহাকুন্তা করা বাহাকুন্তা বাহাকুন করা বাহাকুন করা বাহাকুন বাহাকুন করা বাহাকুন্তা করা বাহাকুন বাহাকুন বাহাকুন বাহাকুন করা বাহাকুন বাহাকু

দৃষ্টিকোণ থেকে বাজনুমুঠি পরা এক কঠিন দায়িত্ব। অপরপক্ষে লোভী মানুষ একবার কমতার আদতে পারলে তার দেশার বেন মত হয়ে অঠা। এ কমতার গৌরব থেকে সে কিন্তুতেই সরে থেতে তার না। তখন লে অনায়াজাবেক জমতার টিকে বাগতে চাই করে। কমতার তির কেরে কিন্তুতেই সরে থেতে তার না। তখন লে অনায়াজাবেক জমতার টিকে বাগতে চাই করে। কমতার প্রতির প্রতির ক্ষেত্রতার করি করে। তার করে পারে না। বাতাই মুকুট পরা থেমন পাত তেমনি মুকুট পরিত্যাপ আরো কঠি। কমতার আহিছিত হওয়া নিয়মকের কঠিন বাগার, কিছু তার ক্রেরেও কঠিন ক্ষমতার আগক করা। করবা ক্ষমতার বাগেক মানুবের দায়িত্ব-কর্তবা বৈড়ে যার, তাড়াড়া ক্ষমতার বাগেক ক্ষমতা বাগেক বাবি লয়।

অথবা.

খ, ভাবসম্প্রসারণ : সাহিত্যের মাধ্যমে একটি জাতির ধ্যান ধারণা ও চিন্তার প্রকাশ ঘটে আয়ুনার সামনে দাঁড়ালে আমরা যেমন নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখতে পাই, তেমনি সাহিত্যের মধ্যে একটি জাতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় তথা সামগ্রিক পরিচরল ফটে ওঠে অর্থাৎ জাতি সাহিত্য-দর্পণে নিজেদেরকে যাচাই করার সুযোগ পায়। যে কথা_{তলো} মানুষের কল্যাণ বর্ধন করে, যা অর্থপূর্ণ, যা তনলে শ্রোতার মনে জ্ঞানের উদয় হয়, তাই সাহিত্য। সাহিত্য জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত, জীবনের জন্য, জীবনকে নিয়ে, জীবন নির্ভব। Literature is the criticism of life সাহিত্য জীবন সমালোচনা। সাহিত্য দুর্বল মানুষকে দেয় প্রেরণা, তার সুপ্ত শক্তিকে করে জাগ্রত, দরিদ্রকে করে নির্পোভ, প্রবৃত্তিকে দেয় আনন্দ। সাহিত্যে বিধৃত হয় ফুগ পরিবেশ। এক সময় ভারতবর্ষে দৌপদী পাঁচ-স্বামী নিয়ে সংসার বেঁধেছিল, তা সত্তেও সে ছিল সতী, পতিব্রতা। কিন্তু আজকের উপমহাদেশে পাঁচ-স্বামী নিয়ে সংসার যেমন রুচি বিগর্হিত তেমনি কলঙ্কিত। অন্যদিকে রবীন্দ্র-ছোটগল্পের নায়িকারা উনবিংশ শতাব্দীর নারীদের অধিকাংশ পাঁচ থেকে বারো বছরের মধ্যে সংসার করেছে, ছেলেপুলে নিয়ে সুখী হয়েছে, কুড়িতেই হয়েছে বুড়ি। কিন্তু বর্তমান বাংলা সাহিত্যের নায়িকাদের বয়স বিশ ছাড়িয়ে যাঙ্গে, কুড়িতেও তারা বুড়ি নয়, পঁচিশ-ত্রিশে বিয়ের কথা ভাবছে বড় জোর। আধুনিক সাহিত্যের নায়িকারা রবীন্দ্র নায়িকাদের মতন কলতলা, পুরুর ঘাঁট, নদীর ঘাঁট, ফল বাগানে দেখা করে না। তারা পার্কে-রেস্তোরাঁয়, নিউমার্কেটের বিপণী বিতান, ভার্সিটির করিডোরে মিলিত হয়। এভাবে যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের জীবনের পরিবর্তনকে সাহিত্য ফুটিয়ে তুলছে। জাতির সামত্রিক জীবনযাত্রা প্রতিফলিত হচ্ছে সে দৰ্পণে

'শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল'

এমনিভাবে সাহিত্যে জাতির সমসাময়িক গৌরব ও উন্নতি অবনতির কারিনি বিধৃত হয়। প্রেম-ভালবাসা, ভাগে, যুক্ত, হিংসা, জয়-পরাজয়, ব্যক্তিত্ব, নীতিহীনতা, উদারতা, ক্ষমা সবই সাহিত্যের বিষয়। সাহিত্য জীবন সম্পর্কে দেয় সত্যতম, গভীরতম ধারণা।

- ক. সারমর্ম: অত্যাচারে পর্কুলন্ত ও হতাশাগ্রন্থ দুল্বী মানুমের দুলে ও অগৌরব দূর করার জন্য চাই নব পতির দীক্ষা ও অলুপ্রেরণা। তারেলাই অন্যায় ও অত্যাচারের অগপতির বিষয়ের আদের ঐক্যবন্ধ, সংগঠিত ও অপুরাধিত করা সামর হবে। ঐক্যবন্ধ জনতার সন্মিলিত প্রতিযোধ ও উন্ত খুগার সামনে অত্যাচরির পরাজয় অনিবার্ম।
 - অথবা,
 - সারমর্ম : বাত্নভাষর এই দেশ তার ঐশ্বর্য ভুলে অজানতার অঞ্বকার ও দূরণ-গ্রানিতে আঙ্ক্র।
 বিশাল ঐতিহ্য ভুলে তা বিভেদের আবর্তে নিমগ্ন । ঐতিহ্যবোধ ও ঐক্যচেতনার শক্তিতেই এই
 দেশ যথার্থ গৌরব পুনরন্দরারে সক্ষম হবে ।
- ক, হরপ্রসাদ শান্ত্রী; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ১৯১৬ সালে।
- খ, ২টি: পৌরানিক মঙ্গল কাব্য ও লৌকিক মঙ্গল কাব্য।
- গ, অনুদামঙ্গল কাব্যের।
- ঘ, নওয়াজিস খান, সতের শতক।
- উইলিয়াম কেরি, ১৮০১ সালের মে মাসে।
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাংলা গদ্যের জনক হিসেবে খ্যাত।
- ছ, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম।
- জ, রাজনারায়ণ দত্ত, জাহ্নবী দেবী। ঝ মাইকেল মধসদন দত্ত, পত্রকাব্য।
- ঞ, কৃষ্টিয়া জেলার কুমারখালী ধানার লাহিনীপাড়া গ্রামে ১৮৪৭ সালে।
- ট, রবীন্দনাথ ঠাকর।
- ঠ, ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট।
- ড, গোরা, ১৩টি।
- ত. বোবা কাহিনী, ১৯৬৪ সালে।প. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, বরিশালে।
- ভ. মীর আবদুস গুকুর আল মাহমুদ। সোনালী কাবিন।
- থ. আহমদ শরীফ, চট্টগ্রামে।
- দি. জহির রায়হান; টুনি, মস্তু।
- ष. প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি ছিলেন মূলত একজন কথাসাহিত্যিক।
- অকান্তরের ডায়রী সুফিয়া কামাল।
 অকান্তরের দিনগুলি জাহানারা ইমাম।

মডেল প্রশ্ন

বাংলা দ্বিতীয়<u> পত্</u>ৰ



দুষ্টব্য : প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

১. অনুবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা) লিখন :

The value of man's life is measured not by the number of years he has lived. but by the number of good deeds he has done. A man may live a longer life without doing any noble task for the good of the world. But such life is useless and such man is forgotten as soon as he dies. But a man who does noble work for the benefit of mankind lives in the memory of the people even long after his death, though he may live a short life here. The great men like Jesus Christ, the great Prophet (sm) and Vivekananda died young, but they are still remembered with great reverence on account of their noble deeds. উত্তর : পৃষ্ঠা ৪০১।

১ কাল্পনিক সংলাপ লিখন :

ক. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে দুই বান্ধবীর সংলাপ। উত্তর : পষ্ঠা ৪৩৯।

খ বইমেলা নিয়ে দই বন্ধর মধ্যে সংলাপ উত্তর : পষ্ঠা ৪৪৩।

৩ যে কোনো একটি বিষয়ে পত্ৰ লিখন :

ক. ফসলি জমিতে ইটভাটা স্থাপনের অনুমতি প্রদান না করার অনুরোধ জানিয়ে সর্বসূচি জেলা প্রশাসক বরাবর একটি আবেদনপত্র লিখন।

উত্তর : পষ্ঠা ৪৫৯।

খ্ব বিশেষ প্রয়োজনে তিন দিনের ছটি ও কর্মস্তল ত্যাগের আবেদন জানিয়ে সংশ্রিষ্ট কর্তপক্ষের কাছে একটি আবেদনপত্র লিখন। উত্তর : পষ্ঠা ৪৬৩।

প্ত আপনার ইউনিয়নে একটি পাঠাগার স্থাপনের জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট একখানা আবেদনপত্র লিখুন। উত্তর : পর্চা ৪৬৬।

গ্রন্থ-সমালোচনা করুন যে কোনো তিনটি : ক, শ্রীকম্বকীর্তন; খ, আলালের ঘরের দুলাল; গ, নীল-দর্শণ; ঘ, গীতাঞ্জলি; ঙ, কমলাকান্তের দন্তর।

छेखत : श्रष्टी ४२४, ४७३, ४१२, ४४७, ७००।

যে কোনো একটি বিষয়ে বচনা লিখন :

ক্ত তথ্যপ্রয়ক্তি ও বাংলাদেশ উত্তর : পষ্ঠা ৫৬৩।

র বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্তা : সমস্যা ও সমাধান উত্তর : পৃষ্ঠা ৬৯১।

গ্য যদ্ধাপরাধীদের বিচার ও বাংলাদেশ উত্তর : পষ্ঠা ৪২০। ঘ, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ উত্তর : পৃষ্ঠা ৭৩৮।

 বিশ্বায়ন ও আমাদের সংস্কৃতি উত্তর : পৃষ্ঠা ৬০৩।



দুষ্টব্য : প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

অনবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা) লিখন: Although religion doesn't inhabit the acquistion of wealth, and it doesn't hold up large fortune an evil. The tenor of its teaching, by and large, is to induce an attitude of indifference to wordly things, things which gratify one's lover self and keep one engrossed in money making. The student should be made to realise that the real good of life are spiritual, love of things of the so spirit and service of one's fellow men. Joy is in ordered disciplined life. These are blessing which money cannot buy. What is wealth before such things of spirit? Of all religious teachers Jesus Christ has dealt more comprehensively than any other with the problem of wealth in all its aspects. With only four words, "Blessed are the poor" he changed altogether the values which man attached to human existence and human happiness and acquisition and possession of wealth. Real bliss consisted, he taught, not in riches nor in anything else which the world regarded as prosperity or felicity, but in the joy and happiness derived from being at peace with one's fellow men through perfect store fellowship, selfless service and sacrifice.

উত্তর : পষ্ঠা ৪০৪।

काळनिक সংলাপ लिथन ।

30 ক. সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি নিয়ে দই বন্ধর সংলাপ। উত্তর : পষ্ঠা ৪৪৪।

অথবা খ. বাবা এবং ছেলের মধ্যে পডাশোনা নিয়ে সংলাপ। উত্তর : পষ্ঠা ৪৪৭।

৩. যে কোনো একটি বিষয়ে পত্ৰ লিখন :

ক. বাাংকে 'সিনিয়র অফিসার' পদে চাকরির জন্য উপযুক্ত কর্তপক্ষের বরাবর একটি আবেদনপত্র লিখন। উত্তর : পৃষ্ঠা ৪৫৮।

थ. वाश्नारमर्ग कविश्वक त्रवीत्रुनाथ ठाकुरत्रत ज्ञर्तनाष्ट्रमव भानातत विवत्रण मिरा श्रवाभी वक्षत्क একটি পত্র লিখন।

উত্তর : পষ্ঠা ৪৭৬।

গ আপনার এলাকার রাস্তা সংস্কারের আবশ্যকতা বর্ণনা করে স্থানীয় সংসদ সদস্যের উদেশ্যে একটি স্মাবকলিপি বচনা করুন।

উত্তর : পৃষ্ঠা ৪৮৫।

8. গ্রন্থ-সমালোচনা করুন যে কোনো তিনটি:

0×0=30

80

ক, পদ্মাবতী; খ, বৌঠাকুরাণীর হাট: গ, বিষাদ-সিন্ধ: ঘ, নেমেসিস: ঙ, নকশী কাঁথার মাঠ। উত্তর : পঠা ৫২৮, ৫৩৪, ৫৩৬, ৫৭৮, ৫৯৪।

৫. যে কোনো একটি বিষয়ে রচনা লিখন : ক. মাদকাসক্তি ও বিপন্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম

উত্তর : পৃষ্ঠা ৫৫৩।

খ বাংলা সাঠিতো দেশপ্রেয় উত্তর : পষ্ঠা ৬৪৬।

গ. বাংলাদেশের সমাজকাঠামো পরিবর্তনে মুক্তিযুদ্ধ উত্তর : পষ্ঠ ৬৮৭।

ঘ, শিবশ্রম ও বাংলাদেশের শিশু শ্রমিক উত্তর : পৃষ্ঠা ৭২৫।

মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা

উত্তর : পষ্ঠা ৭০৩।

র মডেল প্রশ্ন তি

অনুবাদ (ইংরেঞ্জি থেকে বাংলা) লিখন : Twentieth century marked a turning point in our realisation for protection of mankind. It was evident more than ever before that advancement in science in the form of rapid industrialisation has given rise to severe atmospheric degradation. Emission of Green House Gases (GHGs) into the atmosphere of our planet Earth: due to unabated race for growth and development by developed economies, is the root cause of global warming. Developed as well as developing nations are now facing increased natural calamities like cyclones, floods, droughts etc. being caused due to global warming induced climate change. Climate change incidences have become global concerns for the whole of mankind. For addressing this, global leaders resolved under the auspices of United Nations to reduce emissions of GHGs to minimize global warming which, in its turn will help protect mankind from adverse impacts of climate change. Bangladesh and other coastal and island nations are most vulnerable to climate change in extreme events. As such, Bangladesh, along-with other climate vulnerable developing nations should move all UN bodies to make developed economies to cut GHGs

emissions to required levels for a cooler planet, Earth. উত্তর : পণ্ঠা ৪০৯।

কাল্পনিক সংলাপ লিখন : ক, ব্যায়াম করার উপকারিতা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ। উত্তর : পষ্ঠা ৪৫০।

খ. বিনা বেতনে অধ্যয়নে স্যোগ-প্রার্থনা করে একজন ছাত্রের কলেজ অধ্যক্ষের সাথে সংলাপ। উত্তর : পষ্ঠা ৪৫২।

যে কোনো একটি বিষয়ে পত্ৰ লিখন : ক. আপনার এলাকায় পানীয় জলের অভাব দুরীকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট একটি

আবেদনপত্র রচনা করুন। উত্তর : পর্চা ৪৬৪।

খ. আপনার প্রয়োজনীয় কিছু বই ডাকযোগে ভিপিপি করে পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে কোনো পুস্তক ব্যবসায়ীর নিকট একটি পত্র লিখন।

উত্তর : পৃষ্ঠা ৪৯৪।

গ. যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধের উপায় সম্পর্কে মতামত জানিয়ে সংবাদপত্রের চিঠিপত্র কলামে একটি পত্র লিখন।

উত্তর : পষ্ঠা ৫০৭।

80

- 9×0=10 ৪ গ্রন্থ-সমালোচনা করুন যে কোনো তিনটি :
 - ক, লাইলী-মজনু: খ, ক্রীতদাসের হাসি; গ, পারের আওয়াঞ্জ পাওয়া যায়; ঘ, বনলতা সেন; ঙ, দেশে-বিদেশে। উত্তর : পর্চা ৫২৯, ৫৪৯, ৫৮৩, ৫৯৩, ৬০২।
- ে যে কোনো একটি বিষয়ে রচনা লিখন :
 - ক বিশ্ব জলবায় পরিবর্তন ও বাংলাদেশ উত্তর : পষ্ঠা ৭৫৭।
 - খ ভাষা আন্দোলনভিত্তিক বাংলা সাহিত্য উত্তর : পষ্ঠা ৬৬৮।
 - গ, বাংলাদেশের লোকশিল্প উত্তর : পষ্ঠা ৬১২।
 - ঘ্ সভক দুর্ঘটনা : নিরাপদ সভক চাই উত্তর : পৃষ্ঠা ৫৫৭।
 - m জগাবিপবে ইন্টাবনেট উত্তর : পষ্ঠা ৫৬৮।

্ব মডেল প্রশ্ন 🔞

দুষ্টব্য : প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

অনবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা) লিখুন :

Providing enough energy to meet an ever-increasing demand is one of the gravest problems the world is now facing. Energy is the key to an industrialized economy, which calls for a doubling of electrical output every ten to twelve years. Meanwhile, the days of cheap abundant and environmentally acceptable power may be coming to an end. Coal is plentiful but polluting, natural gas is scarce, oil is not found everywhere. Nuclear power now appears costly and risky. In many countries of the world, keen interest is being shown in new energy sources. Among the familiar but largely undeveloped sources, solar energy, geothermal energy and energy from the ocean deserve special consideration.

উত্তর : পৃষ্ঠা ৪১১।

- ১ কাল্পনিক সংলাপ লিখন:
 - ক. বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-মনঙ্কতা বিষয়ে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সংলাপ।

উত্তর : পষ্ঠা ৪৩৮।

খ, খ্রীত্মের ছুটিতে কোথায় বেড়াতে যাওয়া হবে তার পরিকল্পনা নিয়ে দুই বান্ধবীর সংলাপ। উত্তর : পষ্ঠা ৪৪৩।

- যে কোনো একটি বিষয়ে পত্র লিখন :
- ক. আপনার এলাকায় একটি ব্রিজ নির্মাণের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানিয়ে একটি পত্র লিখন। উন্তর : পষ্ঠা ৪৬৮
- খ 'একশের বই মেলা' সম্পর্কে জানিয়ে প্রবাসী বন্ধকে একটি পত্র লিখন।
- গ্ বক্ষরোপণ কর্মসূচি পালনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে সংবাদপত্রে একটি পত্র লিখন। উত্তর : পষ্ঠা ৫১০
- গ্রন্থ-সমালোচনা করুন যে কোনো তিনটি: ক, কপালকজনা: খ, সূর্য-দীঘল বাড়ী; গ, রক্তাক প্রান্তর; ঘ, মেঘনাদবধ কাব্য; ঙ, আত্মজা ও একটি করবী গাছ। উত্তর : পষ্টা ৫৩২, ৫৫৩, ৫৮০, ৫৮৫, ৬০৩।
- যে কোনো একটি বিষয়ে রচনা লিখন :
- ক বাংলাদেশের পরিবেশ সমস্যা এবং এর সমাধান উত্তর : পষ্ঠা ৭৩১।
- খ্ সামাজিক মল্যবোধের অবক্ষয়
- উত্তর : পষ্ঠা ৫২৭ । গ সাহিত্য ও জাতীয় চেতনা
- উত্তর : পষ্ঠা ৬৫৭।
- ঘ আইনের শাসন ও বাংলাদেশ উত্তর : পৃষ্ঠ ৪৪৬।
- বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উত্তর : পষ্ঠা ৬০৯।

্বিডেল প্রস্

দুষ্টব্য : প্রত্যেক প্রশ্রের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

অনুবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা) লিখুন :

National Budget of a country is the annual program of the Government's expenditure and income for a fiscal year. In a developing economy like Bangladesh, the annual national budget reflects the government's development philosophy, priorities and approaches towards equity and social justice. The role of the public sector to provide infrastructure and basic public goods is to create an enabling environment for the private sector to act as the engine of economic growth through the national budget. As the national budget formulated annually may undermine the economic stability and growth prospect in the medium term, it seems to be myopic. Medium Term Budgetary Framework (MTBF) is an effective measure for redressing the problems emanating from the short time limit of the annual budget. The framework of

MTBF must be inclusive and bottom up to reach Bangladesh in a trajectory of highperforming quality growth with prices of commodities stabilized, income and human poverty brought to a minimum, health and education for all secured and capacity building combined with creativity enhanced, social iustice established, interpersonal and regional income disparity reduced, and a capacity to tackle the adverse effects of climate change achieved as envisioned in the Government's Outline Perspective Plan (2010-2021).

উত্তর : পৃষ্ঠা ৪২৯

काल्लनिक সংলাপ निर्धन :

ক. ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে দুই পরীক্ষার্থী বন্ধর সংলাপ।

উত্তর : পষ্ঠা ৪৪০ অথবা.

খ চিকিৎসক ও বোগীর সংলাপ।

উত্তর : পষ্ঠা ৪৪১

৩. যে কোন একটি বিষয়ে পত্ৰ লিখন :

ক, আপনার এলাকায় জলাবদ্ধতার প্রতিকার প্রার্থনা করে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের জন্য একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করুন।

উত্তর : পষ্ঠা ৪৬১

খ. জাতীয় বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ পালনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করে বন্ধকে একটি পত্র লিখন। উত্তর : পষ্ঠা ৪৮০

গ্র যানজ্ঞট নিরসন সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পত্রিকা সম্পাদকের নিকট একটি পত্র রচনা করন। উত্তর : পষ্ঠা ৫১৬।

8. গ্রন্থ-সমালোচনা করুন যে কোনো তিনটি :

12 × 0 = 20 ক. গৃহদাহ; খ. হাঙ্গর নদী গ্রেনেড; গ. কিন্তনখোলা; ঘ. একেই কি বলে সভ্যতা; ঙ. বন্দী শিবির থেকে। উত্তর : পৃষ্ঠা ৫৩৮, ৫৬৫, ৫৮৪, ৫৭১, ৫৯৭।

৫. যে কোনো একটি বিষয়ে রচনা লিখন : ক. বাংলাদেশের পাটশিল্পের ভবিষাৎ

উত্তর : পৃষ্ঠা ৪৬১

খ. পার্বত্য শান্তিচুক্তি : প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া উত্তর : পৃষ্ঠা ৪৫৫

গ, নারী উনুয়ন ও ক্ষমতায়ন উত্তর : পষ্ঠা ৭১৩

ঘ. বাংলাদেশের ভূমিকম্প : বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা

উত্তর : পৃষ্ঠা ৭৫২ বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো পরিবর্তনে মক্তিয়দ্ধ। উত্তর : পষ্ঠা ৬৮৭

ধন্যবাদ

সব ধরনের ই-বুক ডাউনলোডের জন্য

MyMahbub.Com